বায়ু পুরাণ

বাংলা অনুবাদ সহ

সূচীপত্র

সূচীপত্র সমাপ্ত

বায়ুপুরাণম্

প্রক্রিয়াপাদঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ।।

জয়তি পরাশরসূনুঃ
সত্যবতী-হৃদয়নন্দনো ব্যাসঃ।
যস্যাস্যকমলগলিতং
বাঙ্ময়মমৃতং জগৎ পিবতি ।।১
প্রপদ্যে দেবমীশানং শাশ্বতং ধ্রুবমব্যয়ম্ ।
মহাদেবং মহাত্মানং সর্ব্বস্য জগতঃ পতিম্।।২
ব্রহ্মাণং লোককর্ত্তারং সর্ব্বজ্ঞমপরাজিতম্।
প্রভুং ভূতভবিষ্যস্য সাম্প্রতস্য চ সৎপতিম্।।৩
জ্ঞানমপ্রতিমং যস্য বৈরাগ্যঞ্চ জগৎপতেঃ ।
ঐশ্বর্য্যঞ্চৈব ধর্ম্মশ্চ সহসিদ্ধং চতুষ্টয়ম্।। ৪
য ইমান্ পশ্যতে ভাবান্নিত্যং সদসদাত্মকান্।
আবিশন্তি পুনস্তং বৈ ক্রিয়াভাবার্থমীশ্বরম্ ।। ৫
লোককৃল্লোকতত্ত্বজ্ঞো যোগমাস্থায় তত্ত্ববিৎ।
অসৃজৎ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।। ৬
তমজং বিশ্বকর্ম্মাণং চিৎপতিং লোকসাক্ষিণম্।
পুরাণাখ্যানজিজ্ঞাসুর্ব্রজামি শরণং প্রভুম্।। ৭
ব্রহ্মবায়ুমহেন্দ্রেভ্যো নমস্কৃত্য সমাহিতঃ ।
ঋষীণাঞ্চ বরিষ্ঠায় বসিষ্ঠায় মহাত্মনে ।। ৮
তন্নপ্ত্রে চাতিযশসে জাতুকর্ণ্যায় চর্ষয়ে ।
বসিষ্ঠায়ৈব শুচয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় চ।। ৯

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী এবং সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া পরে জয় উচ্চারণ করিবে।

যাঁহার মুখ-কমল-গলিত বাঙ্ময় অমৃত এই জগদ্বাসী পান করে, সেই সত্যবতীর হৃদয়ানন্দপ্রদ পরাশরনন্দন বেদব্যাস জয়যুক্ত হউন। যিনি শাশ্বত ধ্রুব অব্যয় পুরুষ, যিনি মহাত্মা মহাদেব, যিনি সর্ব্ব জগতের প্রভু, আমি সেই দেবদেব ঈশানের শরণাপন্ন হইলাম। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বলোক-কর্ত্তা, অপরাজিত, এবং ভূত ভাবী ও বর্ত্তমানের প্রভু, — যে জগৎ পতির জ্ঞান, বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য এবং সিদ্ধিচতুষ্টয়সম্পন্ন ধর্ম্ম অপ্রতিম, যিনি এই সদসদাত্মক ভাবসমূহ নিত্য প্রত্যক্ষ করেন, যাঁহাতে পুনরায় এই সকল আবিষ্ট হয়, যিনি লোককর্ত্তা ও লোকতত্ত্বজ্ঞ এবং যিনি যোগাবলম্বনে এই চরাচর নিখিল প্রাণীর সৃষ্টিবিধাতা, আমি পুরাণাখ্যানজিজ্ঞাসু হইয়া সেই অজ অব্যয় চিৎপতি বিশ্বকর্ম্মা লোকসাক্ষী ব্রহ্মার শরণ লইলাম। ১—৭। আমি সমাহিত-চিত্তে ব্রহ্মা, বায়ু ও মহেন্দ্রকে এবং ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বশিষ্ঠ,

পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মোক্তং বেদসম্মিতম্।
ধর্ম্মার্থন্যায়সংযুক্তৈরাগমৈঃ সুবিভূষিতম্।। ১০
অসীমকৃষ্ণে বিক্রান্তে রাজন্যেহনুপমত্বিষি।
প্রশাসতীমাং ধর্ম্মেণ ভূমিং ভূমিপসত্তমে ।। ১১
ঋষয়ঃ সংশিতাত্মানঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ।
ঋজবো নষ্টরজসঃ শান্তা দান্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে দীর্ঘসত্রন্তু ঈজিরে ।। ১২
নদ্যাস্তীরে দৃষদ্বত্যাঃ পুণ্যায়াঃ শুচিরোধসঃ ।
দীক্ষিতাস্তে যথাশাস্ত্রং নৈমিষারণ্যগোচরাঃ।।
দ্রষ্টুং তাং স মহাবুদ্ধিঃ সূতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ
লোমানি হর্ষয়াঞ্চক্রে শ্রোতৃণাং যৎসুভাষিতৈঃ
কর্ম্মণা প্রথিতস্তেন লোকেহস্মিন্ লোমহর্ষণঃ।। ১৫
তপঃশ্রুতাচারনিধের্ব্বেদব্যাসস্য ধীমতঃ ।
শিষ্যো বভূব মেধাবী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।।
পুরাণবেদো হ্যখিলস্তস্মিন্ সম্যক্প্রতিষ্ঠিতঃ।। ১৭
ভারতী চৈব বিপুলা মহাভারতবর্দ্ধিনী।। ১৮
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থাঃ কথা যস্মিন প্রতিষ্ঠিতাঃ *
সূক্তাঃ সুপরিভাষাশ্চ ভূমাবোষধয়ো যথা ।। ১৯
স তাং ন্যায়েন সুধিয়ো ন্যায় ধর্ম্মুনিপুঙ্গবান্ ।
অভিগম্যোপসংসৃত্য নমস্কৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ ।। ২০
তোষয়ামাস মেধাবী প্রণিপাতেন তানৃষীন্।
তে চাপি সত্রিণঃ প্রীতাঃ সসদস্যা মহৌজসঃ।। ২১
তস্মৈ সাম চ পূজাং চ যথাবৎ প্রতিপেদিরে।
অথ তেষাং পুরাণস্য শুশ্রূষা সমপদ্যত।। ২২
দৃষ্ট্বা তমতিবিশ্বস্তং বিদ্বাংসং লোমহর্ষণম্।
তস্মিন সত্রে গৃহপতিঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।। ২৩
ইঙ্গিতৈস্তৈরভিপ্রায়স্তেষাং সূতমচোদয়ৎ।
ত্বয়া সূত মহাবুদ্ধির্ভগবান্ ব্রহ্মবিত্তমঃ।। ২৪
ইতিহাসপুরাণার্থং ব্যাসঃ সম্যগুপাসিতঃ ।
দুদোহ বৈ মতিং তস্য ত্বং পুরাণাশ্রয়াং কথাম্

তাঁহার সত্রে প্রথিতযশা ঋষি জাতুকর্ণ্য ও পবিত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নমস্কার করিয়া এই ধর্ম্ম, অর্থ ও ন্যায়সম্পন্ন আগম-ভূষিত ব্রহ্মভাষিত বেদ-সম্মিত পুরাণ কীর্ত্তন করিতেছি। নরপতি-প্রবর অমিতপ্রভাব পরাক্রান্ত রাজা অসীমকৃষ্ণ, যখন ধর্ম্মানুসারে এই পৃথ্বী শাসন করেন, তৎকালে নৈমিষারণ্যবাসী সংশিতাত্মা সত্যব্রত-রত সরল-চিত্ত শান্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিগণ যথাশাস্ত্র দীক্ষিত হইয়া পুণ্যতটশালিনী পুণ্যজলবতী দৃষদ্বতী নদীর তীরদেশে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এক দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ঐ সময় মহর্ষিগণকে সন্দর্শন করিবার জন্য পৌরাণিকপ্রবর মহাবুদ্ধি সূত লোমহর্ষণ তথায় আগমন করেন। ইনি সুষ্ঠুবাক্যে শ্রোতৃগণের রোমরাজি হর্ষিত করিতেন, তাঁহার এই কর্ম্ম দ্বারা লোকে তিনি লোমহর্ষণ নামে প্রথিত হইয়াছিলেন। সূত লোমহর্ষণ তপস্যা, শ্রুত ও আচার-নিধি ধীমান্ বেদব্যাসের ত্রিলোক-বিখ্যাত মেধাবী শিষ্য ছিলেন। সমস্ত পুরাণ-বেদ তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষমূলক কথাসমূহের তিনি আধার ছিলেন। মহাভারতময়ী বিপুল ভারতী তাঁহার আয়ত্ত ছিল। ভূমিতলে ওষধিরাজির ন্যায় সর্ব্ববিধ সূক্ত সুপরিভাষা তাঁহাতে বিরাজ করিত। সেই ন্যায়-নীতিজ্ঞ সূত লোমহর্ষণ কৃতাঞ্জলি হইয়া তত্রত্য যজ্ঞসভায় সমাগত হইয়া ধীমান্ মুনিপুঙ্গবদিগকে যথানিয়মে নমস্কার করিলেন। মেধাবী সূত প্রণিপাত দ্বারা সকল ঋষির সন্তোষ জন্মাইলেন। সেই যজ্ঞানুষ্ঠান-তৎপর, মহৌজা মহর্ষিগণও তাঁহাকে যথারীতি সম্মানপূর্ব্বক সমাদর করিলেন। অনন্তর সেই অতি বিশ্বস্ত বিদ্বান লোমহর্ষণকে দেখিয়া সকল ঋষিরই পুরাণপ্রস্তাব শুনিবার বাসনা হইল। ৮—২২। সেই যজ্ঞে যিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ গৃহপতি ছিলেন, তিনি ইঙ্গিতক্রমে সমস্ত ঋষির অভিপ্রায় বুঝিয়া লোমহর্ষণকে বলিলেন — হে সূত। তুমি ইতিহাস পুরাণ পরিজ্ঞাত হইবার জন্য মহাবুদ্ধি ভগবান্ ব্রহ্মবিত্তম ব্যাসদেবের সম্যক্ উপাসনা করিয়াছ।

*এতৎপাদ চতুষ্কং রুচির লভ্যতে।

এবাঞ্চ ঋষিমুখ্যাণাং পুরাণং প্রতি ধীমতাম্।
শুশ্রূষাস্তি মহাবুদ্ধে তচ্ছ্রাবয়িতুমর্হসি ।। ২৬
সর্ব্বে হ্যেতে মহাত্মানো নানাগোত্রাঃ সমাগতাঃ
স্বাং স্বাং বংশান্ পুরাণেভ্যঃ শৃণুয়ুর্ব্রহ্মবাদিনঃ ।।
সপুত্রান দীর্ঘসত্রেহ স্মং শ্রাবয়েথা মুনীনথ ।
দীক্ষিষ্যমাণৈরস্মাভিস্তেন প্রাগসি সংস্মৃতঃ ।।
ইতি সঞ্চোদিতঃ সূতঃ প্রত্যুবাচ শুভাং গিরাম্
শ্লক্ষ্ণাঞ্চ ন্যায়সংযুক্তাং যাং ব্রায়রোমহর্ষণঃ।। ২৯

সূত উবাচ ।

পূতোঽস্ম্যনুগৃহস্তিশ্চ ভবদ্ভিরভিচোদিতঃ ।
পুরাণার্থং পুরাণজ্ঞৈঃ সত্যব্রতপরায়ণৈঃ ।। ৩০
স্বধর্ম্ম এব সূতস্য সদ্ভির্দৃষ্টঃ পুরাতনৈঃ ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ রাজ্ঞাঃ চামিততেজসাম্।।
বংশানাং ধারণং কার্য্যং শ্রুতানাঞ্চ মহাত্মনাম্
ইতিহাসপুরাণেষ দিষ্টা যে ব্রহ্মবাদিভিঃ ।। ৩২
ন হি বেদেষবীকারঃ কশ্চিৎ সূতস্য দৃশ্যতে।

বৈন্যস্য হি পৃথোর্যজ্ঞে বর্ত্তমানে মহাত্মনঃ। ৩৩
সূত্যায়ামভবৎ সূতঃ প্রথমং বর্ণবৈকৃতঃ ।
ঐন্দ্রেণ হবিষা তত্র হবিঃ পৃক্তং বৃহস্পতেঃ ।।
জুহাবেন্দ্রায় দেবায় ততঃ সূতো ব্যজায়ত ।
প্রমাদাত্তত্র সঞ্জজ্ঞে প্রায়শ্চিত্তং চ কর্ম্মসু।।
শিষ্যহব্যেন যৎপৃক্তমভিভূতং গুরোর্হবিঃ ।
অধরোত্তরচারেণ জজ্ঞে তদ্বর্ণ-বৈকৃতঃ ।। ৩৬
যচ্চ ক্ষত্রাৎসমভবদ্ ব্রাহ্মণাবরযোনিতঃ ।
ততঃ পূর্ব্বেণ সাধর্ম্ম্যাত্তুল্যধর্ম্মা প্রকীর্ত্তিতঃ ।।
মধ্যমো হ্যেষ সূতস্য ধর্ম্মঃ ক্ষত্রোপজীবনম্।
রথনাগাশ্বচরিতং জঘন্যঞ্চ চিকিৎসিতম্। ৩৮
তৎস্বধর্ম্মমহং পৃষ্টো ভবদ্ভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
কস্মাৎ সম্যঙ্ ন বিব্রূয়াং পুরাণমৃষিপূজিতম্ ।।
পিতৃণাং মানসী কন্যা বাসবী সমপদ্যত ।
অপধ্যাতা চ পিতৃভির্মৎস্যযোনৌ বভূব সা ।।
অরণীব হুতাশস্য নিমিত্তং যস্য জন্মনঃ ।

তাঁহার বুদ্ধি হইতে তুমি পুরাণবিষয়িণী কথা দোহন করিয়া লইয়াছ। হে মহা বুদ্ধি! এখানে এই যে সকল ধীমান ঋষি প্রধান আছেন, ইহাঁদের পুরাণ শ্রবণে ঔৎসুক্য হইয়াছে, অতএব তুমি ইহাঁদিগের শ্রবণেচ্ছাপূরণ কর। এই সমাগত ব্রহ্মবাদী মহাত্মা ঋষিগণ নানা গোত্রে বিভক্ত; ইহাঁরা পৌরাণিক প্রস্তাবে স্ব স্ব বংশ বিবরণ শ্রবণ করুন। তুমি সপুত্র মুণিগণকে পুরাণ প্রস্তাব শ্রবণ করাইবে; এইজন্য আমরা এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই তোমাকে স্মরণ করিয়াছিলাম। পুরাণজ্ঞ সত্যব্রতরত মুনিগণ এইরূপে তখন সূতকে পুরাণ কথনে প্রণোদিত করিলেন। বস্তুতঃ প্রাচীন পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে অমিততেজা দেব, ঋষি, রাজা ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের বংশবৃত্তান্ত জানিয়া রাখাই সূতের স্বধর্ম্ম। ব্রহ্মবাদিগণ ইতিহাস-পুরাণ-সম্বন্ধেই সূতের এইরূপ অধিকার নির্দ্দেশ করেন; পরন্তু বেদসমূহে সূতের কোনই অধিকার দেখা যায় না। বৈনন্দন মহাত্মা পৃথুর যজ্ঞে সূত্যা হইতেই প্রথমে সূতের উৎপত্তি হয়। সূত বর্ণসঙ্কর। ঐ যজ্ঞে ঐন্দ্র হবির সহিত বৃহস্পতির হবিঃ সম্পৃক্ত হইয়াছিল, সেই হবি ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহাতে সূত জন্মগ্রহণ করে। শিষ্যহব্যে সম্পৃক্ত হইয়া গুরুর হবি অভিভূত হইয়াছিল; এইজন্য অধরোত্তর ক্রমে বর্ণসঙ্কর সূতের উৎপত্তি হয়। সূত্র হইতে ব্রাহ্মণেতর যোনিতে জন্ম হওয়ায় সাধর্ম্ম্যক্রমে সূত পূর্ব্বের সহিত তুল্যধর্ম্মা বলিয়াই কীর্ত্তিত। ২৩-৩৭। কিন্তু এই ক্ষত্রবৃত্তি সূতের মধ্যম ধর্ম্ম, আর রথ, নাগ ও অশ্ব চালনা বা চিকিৎসা সূতের জঘন্য ধর্ম্ম। অতএব আপনার ব্রহ্মবাদী ঋষি, আমাকে আমার স্বধর্ম্মই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন সুতরাং আমি সেই ঋষিপূজিত পুরাণ কথা কেন না বলিব ? পিতৃগণের বাসবী নামে এক মানসী কন্যা ছিল। সে পিতৃগণ কর্ত্তৃক অপধ্যাত হইয়া মৎস্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। অরণি যেমন হুতাশনজন্মের

তস্যাং জাতো মহাযোগী ব্যাসো বেদবিদাং বরঃ।। ৪১
তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণ নমো ব্যাসায় বেধসে।
পুরুষায় পুরাণায় ভৃগুবাক্য প্রবর্ত্তিনে।
মানুষচ্ছদ্মরূপায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।
জাতমাত্রঞ্চ যং বেদ উপতস্থে সসংগ্রহঃ ।। ৪৩
ধর্ম্মমেব পুরস্কৃত্য জাতুকর্ণ্যাদবাপ তম্ ।
মতিং মন্থানমাবিধ্য যেনাসৌ শ্রুতিসাগরাৎ ।
প্রকাশং জনিতো লোকে মহাভারতচন্দ্রমাঃ ।।
বেদক্রমশ্চ যং প্রাপ্য সশাখঃ সমপদ্যত ।
ভূমিকালগুণান প্রাপ্য বহুশাখো যথা দ্রুমঃ ।।
তস্মাদহমুপশ্রুত্য পুরাণং ব্রহ্মবাদিনঃ।
সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্ববেদেষু পূজিতাদ্দীপ্ততেজসঃ।
পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং মাতরিশ্বা।। ৪৭
পৃষ্টেন মুনিভিঃ পূর্ব্বং নৈমিষীয়ৈর্মহাত্মভিঃ ।
মহেশ্বরঃ পরোহব্যক্তশ্চ তুর্বাহুশ্চতুর্ম্মুখঃ ।৪৮
অচিন্ত্যশ্চাপ্রমেয়শ্চ স্বয়ম্ভুর্হেতুরীশ্বরঃ ।
অব্যক্তং কারণং যদ্যন্নিত্যং সদসদাত্মকম্।। ৪৯
মহদাদিবিশেষান্তং সৃজতীতি বিনিশ্চঃ।
অণ্ডং হিরণ্ময়ং চৈব বভূবাপ্রতিমং ততঃ।। ৫০
অণ্ডস্যাবরণং চাদ্ভিরপামপি চ তেজসা ।
বায়ুনা তস্য নভসা নভো ভূতাদিনাবৃতম্।।
ভূতাদির্মহতা চৈব অব্যক্তেনাবৃতো মহান্।
অতোহত্র বিশ্বদেবানামৃষীণাং চোপবর্ণিতম্।।
নদীনাং পর্ব্বতানাঞ্চ প্রাদুর্ভাবো হ্যত্র শস্যতে।
মন্বন্তরাণাং সর্ব্বেষাং কল্পানাং চোপবর্ণম্।। ৫৩
কীর্ত্তনং ব্রহ্মবৃক্ষস্য ব্রহ্মজন্ম চ কীর্ত্ত্যতে।
অস্মো ব্রহ্মণি মন্বন্তরং প্রজাসর্গোপবর্ণনম্।। ৫৪
অবস্থাশ্চাত্র কীর্ত্ত্যন্তে ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ।
কল্পানাং বৎসরঞ্চৈব জগতঃ স্থাপনং তথা।। ৫৫
শয়নঞ্চ হরেরুগ্র পৃথিব্যুদ্ধরণং তথা।
সন্নিবেশঃ পুরাদীনাং বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।। ৫৬
বৃক্ষাণাং গৃহসংস্থানাং সিদ্ধীনাঞ্চ বিনাশনম্।

নিমিত্ত, তেমনি সেই মৎস্যসম্ভবা কন্যা মহর্ষি বেদব্যাসের উৎপত্তির নিমিত্ত হইয়া ছিল। বেদবিদ্‌গণের অগ্রণী মহাযোগী ব্যাস সেই মৎস্যদুহিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। আমি সেই ভগবান পুরাণপুরুষ মানুষচ্ছদ্মরূপী প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া পুরাণগ্রন্থের আরম্ভ করিব। যাঁহার জন্মমাত্রই সাঙ্গ বেদ আয়ত্ত হইয়াছিল, যিনি ধর্ম্ম পুরঃসর জাতুকর্ণ্য হইতে বেদ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন; যিনি স্বীয় মতি মন্থনদণ্ডরূপে পরিচালিত করিয়া শ্রুতিসাগর হইতে জগতে মহাভারতরূপ চন্দ্রমাকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, যোগ্য ভূমি ও যোগ্যকাল প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষ যেমন বহুশাখায় সমন্বিত হয়, তেমনি যাঁহাকে পাইয়া বেদ বৃক্ষ শাখাশালী হইয়াছিল, আমি সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববেদপূজিত দীপ্ত তেজা ব্রহ্মবাদী মহর্ষির মুখে পুরাণকথা শ্রবন করিয়া অধুনা বায়ুপ্রোক্ত পুরাণ বর্ণন করিব। পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যবাসী মহাত্মা মুনিগণ বায়ুর নিকট জিজ্ঞাসা করেন; তদুত্তরে বায়ু এই পুরাণ বলিয়াছিলেন। যিনি মহেশ্বর পরম পুরুষ অব্যক্ত চতুর্ব্বাহু, চতুর্ম্মুখ, যাঁহার স্বরূপ অচিন্ত্য, যিনি অপ্রমেয়, স্বয়ম্ভু, সর্ব্বহেতু ঈশ্বর, তিনিই এই নিত্য সদসদাত্মক মহদাদি বিশেষান্ত নিখিল পদার্থ সৃজন করেন, ইহাই নিশ্চিত। প্রথমে এক অপ্রতিম হিরণ্ময় অণ্ড প্রাদুর্ভূত হয়। সেই অণ্ডের আবরণ জল, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ ভূতাদিতে, ভূতাদি মহতে এবং মহান অব্যক্তে আবৃত। আদি সৃষ্টিক্রম এইরূপেই বর্ণিত। ৩৮–৫২। যাহা হউক, অতঃপর এই পুরাণে বিশ্বদেব ও ঋষিগণের বিবরণ নিরূপণ, নদী ও পর্ব্বত সমূহের প্রাদুর্ভাব প্রকটন, সমস্ত মন্বন্তর ও কল্প বর্ণন, ব্রহ্ম বৃক্ষ ও ব্রহ্মজন্ম কীর্ত্তন, ব্রহ্মের মন্বন্তর ও প্রজাসৃষ্টি উপবর্ণন, অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার অবস্থাকীর্ত্তন, এবং কল্প, বৎসর, ও জগৎ স্থাপন, হরিশয়ন, পৃথিবীর উদ্ধার সাধন, পুরাদির সন্নিবেশ, বর্ণাশ্রম বিভাগ, গৃহসংস্থা বৃক্ষাদির বিনাশ, যোজন ও পথসমূহের

যোজনানাং পথাঙ্কৈব সঙ্করং বর্ষবিস্তরম্।। ৫৭
স্বর্গে স্থানবিভাগঞ্চ মর্ত্ত্যানাং শুভচারিণাম্।
বৃক্ষাণামোষধীনাঞ্চ বীরুধাঞ্চ প্রকীর্ত্তনম্।। ৫৮
বৃক্ষনারকিকীটত্বং মর্ত্ত্যানাং পরিকীর্ত্তনম্।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ দ্বে সৃতী পরিকীর্ত্তিতে।। ৫৯
অন্নাদানাং তনূনাঞ্চ সৃজনং ত্যজনং তথা।
প্রথমং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।।৬০
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ।
অঙ্গানি ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ ব্রতানি নিয়মাস্তথা।। ৬১
পশূনাং পুরুষাণাঞ্চ সম্ভবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তথা নির্ব্বচনং প্রোক্তং কল্পস্য চ পরিগ্রহঃ।। ৬২
নব সর্গাঃ পুনঃ প্রোক্তা ব্রহ্মণোহবুদ্ধিপূর্ব্বকাঃ।
ত্রয়োহন্যে বুদ্ধিপূর্ব্বাস্তু ততো লোকানকল্পয়ৎ
ব্রহ্মণোহবয়বেভ্যশ্চ ধর্ম্মাদীনাং সমুদ্ভবঃ।
যে দ্বাদশ প্রসূয়ন্তে প্রজাঃ কল্পে পুনঃপুনঃ।। ৬৪
কল্পয়োরন্তরং প্রোক্তং প্রতিসন্ধিশ্চ যত্তয়োঃ।
তমোমাত্রাবৃতত্বাচ্চ ব্রহ্মণোহধর্ম্মসম্ভবঃ। ৬৫
তথৈব শতরূপায়াঃ সম্ভবশ্চ ততঃ পরম্।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ প্রসূত্যাকৃতয়শ্চ তাঃ।। ৬৬

কীর্ত্ত্যন্তে ধুতপাপানো যেষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতা
রুচেঃ প্রজাপতেশ্চোর্দ্ধমাকৃত্যাং মিথুনোদ্ভবঃ।।
প্রসূত্যামপি দক্ষস্য কন্যানাং প্রভবস্ততঃ।
দাক্ষায়ণীষু চাপ্যুর্দ্ধং প্রজাদ্যাসু মহাত্মনাম্।। ৬৮
ধর্ম্মস্য কীর্ত্ত্যতে সর্গঃ সাত্ত্বিকস্য সুখোদয়ঃ।
তথাধর্ম্মস্য হিংসায়াং তামসোহশুভলক্ষণঃ।।
মহেশ্বরস্য সত্যাঞ্চ প্রজাসর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
নিরাময়ঞ্চ ব্রহ্মাণং তাদৃশং কীর্ত্তিতং পুনঃ।। ৭০
যোগং যোগনিধিঃ প্রাহ দ্বিজানাং মুক্তি -
কাঙ্ক্ষিণাম্।
অবতারশ্চ রুদ্রস্য মহাভাগ্যং তথৈব চ।। ৭১
ত্রৈবেদিকা কথা বাপি সংবাদঃ পরমো মহান্।
ব্রহ্মনারায়ণাভ্যাঞ্চ যত্র প্রোক্তং প্রকীর্ত্তিতম্।।
স্তুতস্তাভ্যাং স দেবেশস্ততোষ ভগবাঞ্ছিবঃ।
প্রাদুর্ভাবোহথ রুদ্রস্য ব্রহ্মণোহঙ্গে মহাত্মনঃ।।
কীর্ত্ত্যতে নায়হেতুশ্চ যথারোদীন্মহামনাঃ।
রুদ্রাদীনি যথা হ্যষ্টৌ নামান্যাপোৎ স্বয়ম্ভুবঃ ।।
যথা চ তৈর্ব্যাপ্তমিদং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
ভৃগ্বাদীনামৃষীণাঞ্চ প্রজাসর্গোপবর্ণনম্।। ৭৫

কল্পবিস্তার সঞ্চার, ভূতলগত ও মর্ত্ত্যগণের স্বর্গে স্থান-বিভাগ, বৃক্ষ, ওষধি ও লতারাজির উৎপত্তিবার্ত্তা, মর্ত্ত্যদিগের বৃক্ষত্ব ও নারকীয় কীটত্ব কীর্ত্তন, দেব ও ঋষিদিগের দ্বিবিধ পদবী-কথন, অন্নাদি ও তনু প্রভৃতির সর্জ্জন ও বিসর্জ্জন, সমস্ত শাস্ত্র মধ্যে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অগ্রে পুরাণ-বেদন, অনন্তর তদীয় বক্ত্রসমূহ হইতে সাঙ্গ বেদচতুষ্টয়, ধর্ম্মশাস্ত্র ও অন্যান্য ব্রত নিয়মাদির আবির্ভাব, পশু ও পুরুষদিগের উৎপত্তি, কল্পনির্ব্বাচন, কল্প-পরিগ্রহ, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অবুদ্ধিপূর্ব্বক পুনরায় নববিধ সৃষ্টি, বুদ্ধিপূর্ব্বক অন্য ত্রিবিধ সৃষ্টি, অনন্তর লোককল্পন, ব্রহ্মার অবয়ব হইতে ধর্ম্মাদির উদ্ভব, দ্বাদশবিধ প্রজার প্রতিকল্পীয় পুনঃপুনঃ উৎপত্তি, কল্পদ্বয়ের মধ্য ও তাহার প্রতিসন্ধি, তমোমাত্রে আবৃত হওয়ায় ব্রহ্মা হইতে অধর্ম্মের আবির্ভাব, অনন্তর শতরূপার সম্ভব, প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, প্রসূতি ও আকূতি প্রভৃতি লোকপ্রতিষ্ঠ নিষ্পাপ ব্যক্তিবর্গের বিবরণ, আকূতির গর্ভে প্রজাপতি রুচির মিথুনোৎপত্তি, প্রসূতির গর্ভে দক্ষ-কন্যাগণের উদ্ভব, প্রজাদি দক্ষকন্যার সাত্ত্বিক ধর্ম্মের সুখজনক সৃষ্টি, হিংসার গর্ভে অধর্ম্মের অশুভ-লক্ষণ তামস সৃষ্টি, সতীর গর্ভে মহেশ্বরের প্রজাসৃষ্টি, ব্রহ্মার নিরাময়ত্ব, মুমুক্ষু দ্বিজগণের জন্য যোগনিধি কর্ত্তৃক যোগক্রম কীর্ত্তন, রুদ্রের অবতার ও মহাভাগ্য-কথন, ত্রৈবেদিক কথা, ব্রহ্মা ও নারায়ণের পরমোদার সংবাদ, ব্রহ্মা ও নারায়ণ-কৃত মহেশ্বর-স্তব, ব্রহ্মা ও নারায়ণের স্তবে ভগবান শিবের পরিতুষ্টি, মহাত্মা ব্রহ্মার অঙ্গে রুদ্রের আবির্ভাব, তদীয় রোদনের হেতু, স্বয়ম্ভুর নিকট তাঁহার রুদ্রাদি অষ্টনাম প্রাপ্তি, রুদ্রগণ কর্ত্তৃক এই চরাচর ত্রৈলোক্য ব্যাপ্তি, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের প্রজাসৃষ্টি,

বশিষ্ঠস্য চ ব্রহ্মর্ষের্যত্র গোত্রানুকীর্ত্তনম্।
অগ্নেঃ প্রজায়াঃ সম্ভূতিঃ স্বাহায়াং যত্র কীর্ত্তিতা
পিতৃণাং বিপ্রকারাণাং স্বধায়াস্তদনন্তরম্।
পিতৃবংশপ্রসঙ্গেন কীর্ত্ত্যতে চ মহেশ্বরাৎ। ৭৭
দক্ষস্য শাপঃ সত্যর্থে ভৃগ্বাদীনাঞ্চ ধীমতাম্।
প্রতিশাপশ্চ রুদ্রস্য দক্ষাদদ্ভুত কর্ম্মণঃ।। ৭৮
প্রতিষেধশ্চ বৈরস্য কীর্ত্ত্যতে দোষদর্শনাৎ।
মন্বন্তরপ্রসঙ্গেন কালজ্ঞানঞ্চ কীর্ত্ত্যতে।। ৭৯
প্রজাপতেঃ কর্দ্দমস্য কন্যা যা শুভলক্ষণা।
প্রিয়ব্রতস্য পুত্রাণাং কীর্ত্ত্যতে যত্র বিস্তরঃ।। ৮০
তেষাং নিয়োগো দ্বীপেষু দেশেষু চ পৃথক্ পৃথক্
স্বায়ম্ভুবস্য সর্গস্য ততশ্চাপ্যানুকীর্ত্তনম্।। ৮১
উক্তো নাভেনিসর্গশ্চ রজসশ্চ মহাত্মনঃ।
দ্বীপানাং সসমুদ্রাণাং পর্ব্বতানাঞ্চ কীর্ত্তনম্।।৮২
বর্ষাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ তদ্ভেদানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
দ্বীপভেদসহস্রাণামন্তর্ভেদশ্চ সপ্তসু।। ৮৩
বিস্তরান্মণ্ডলাচ্চৈব জম্বুদ্বীপসমুদ্রয়োঃ ।
প্রমাণং যোজনাগ্রেণ কীর্ত্ত্যতে পর্ব্বতৈঃ সহ।।
হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধো মেরুরেব চ।
নীলঃ শ্বেতঃ শৃঙ্গবাংশ্চ কীর্ত্ত্যন্তে বর্ষ পর্ব্বতাঃ।।
তেষামন্তর বিষ্কম্ভা উচ্ছ্রায়ায়ামবিস্তরাঃ।
কীর্ত্ত্যন্তে যোজনাগ্রেণ যে চ তত্র নিবাসিনঃ।।
ভারতাদীনি বর্ষাণি নদীভিঃ পর্ব্বতৈস্তথা।
ভূতৈশ্চোপনিবিষ্টানি গতিমদ্ভিশ্চ বৈস্তথা। ৮৭
জম্বুদ্বীপাদয়ো দ্বীপাঃ সমুদ্রৈঃ সপ্তভির্বৃতাঃ।
ততশ্চাপ্যময়ী ভূমির্লোকালোকশ্চ কীর্ত্ত্যতে।।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী।
ভূরাদয়শ্চ কীর্ত্ত্যন্তে বরণৈঃ প্রাকৃতৈঃ সহ।। ৮৯
সর্ব্বঞ্চ তৎপ্রধানস্য পরিমাণৈকদেশিকম্।
সংখ্যাসপরিমাণঞ্চ সঙ্কেপেণৈব কীর্ত্ত্যতে।। ৯০
সূর্য্যাচন্দ্রমসোশ্চৈব পৃথিব্যাশ্চাপ্যশেষতঃ।
প্রমাণং যোজনাগ্রেণ সাম্প্রতৈরভিমানিভিঃ।।
মহেন্দ্রাদ্যাঃ সভাঃ পুণ্যা মানসোত্তরমূর্দ্ধনি।
অত ঊর্দ্ধং গতিশ্চোক্তা স্বর্গস্যালাতচক্রবৎ।।
নাগবীথ্যজবীথ্যোশ্চ লক্ষণং পরিকীর্ত্ত্যতে।
কাষ্ঠয়োর্লেখয়োশ্চৈব মণ্ডলানাঞ্চ যোজনৈঃ।।
লোকালোকস্য সন্ধ্যায়া অহ্নো বিষুবতস্তথা
লোকপালাঃ স্থিতাশ্চোর্দ্ধং কীর্ত্ত্যন্তে যে
চতুর্দ্দিশম্।।
পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ পন্থানৌ দক্ষিণোত্তরৌ।
গৃহিণাং ন্যাসিনাং চোক্তৌ রজঃসত্ত্বসমাশ্রয়ং।।

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের গোত্রানুকীর্ত্তন, স্বাহাগর্ভে অগ্নির প্রজাসৃষ্টি, স্বধা হইতে বিবিধপিতৃগণসৃষ্টি, পিতৃবংশপ্রসঙ্গে মহেশ্বর হইতে সতী নিমিত্ত দক্ষ ও ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের উদ্দেশ্যে অভিশাপ, অদ্ভুতকর্ম্মা দক্ষের রুদ্রকে প্রতিশাপ প্রদান, বিষ্ণুতরূপে বৈর-নির্য্যাতন কথন, দ্বীপ ও দেশসমূহে তাঁহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ বিনিয়োগ, স্বায়ম্ভুব সৃষ্টি কীর্ত্তন, মহাত্মা নাভি ও রজার সৃষ্টি কথন, দ্বীপ, সমুদ্র, ও পর্ব্বত-বর্ণন, বর্ষ, নদী, তদ্বৎ ভেদ ও সপ্ত দ্বীপের অন্তর্গত সহস্র সহস্র দ্বীপভেদ, জম্বুদ্বীপ ও সমুদ্রের মণ্ডল বিস্তার হইতে পর্ব্বতসমূহ সহ যোজনাধিক প্রমাণ কীর্ত্তন, হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, মেরু, নীল, শ্বেত, শৃঙ্গবান, প্রভৃতি বর্ষপর্ব্বতসমূহের বিবরণ, পর্ব্বত সকলের অন্তর বিষ্কম্ভ, উচ্ছ্রায়, আয়াম ও বিস্তার, এবং তদ্বৎ পর্ব্বতের অধিবাসীদিগের বৃত্তান্ত, ৫৩-৮৬; স্থাবর জঙ্গম প্রাণিনিচয়াধ্যুষিত ভরতাদি বর্ষসমূহের এবং তত্রত্য নদী ও বর্ষাদির বিবরণ, জম্বু দ্বীপাদি দ্বীপসকলের সপ্ত সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টন কীর্ত্তন, তৎপরবর্ত্তী জলময়ী ভূমি ও লোকালোক পর্ব্বত-বিবরণ, সপ্তদ্বীপা মেদিনী ও এই সকল লোকের অণ্ডমধ্যে অবস্থান কীর্ত্তন, বিভিন্ন প্রাকৃত আবরণসহ ভূরাদির বর্ণন, সূর্য্য-চন্দ্র ও পৃথিবীর প্রমাণ কীর্ত্তন, মানসোত্তর শৈলশিখরে মহেন্দ্রাদির পুণ্য সভাবর্ণন, অতঃপর স্বর্গের অলাতচক্রবৎ গতি-নিরূপণ, নাগবীথী ও অজবীথীর লক্ষণ কীর্ত্তন, চারিদিকের ঊর্দ্ধস্থ লোকপালদিগের নাম নিরূপণ, পিতৃ ও দেবগণের দক্ষিণোত্তর পথ-নির্দ্দেশ, রজঃ ও সত্ত্বগুণের আশ্রয়-নিবন্ধন গৃহী ও সন্ন্যাসীদিগেরও উক্ত দ্বিবিধ পথ

কীর্ত্ত্যতে চ পদং বিষ্ণোর্ধর্ম্মাদ্যা যত্র ধিষ্ঠিতাঃ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোশ্চারো গ্রহাণাং জ্যোতিষাং তথা
কীর্ত্ত্যতে ধ্রুবসামর্থ্যাৎ প্রজানাঞ্চ শুভাশুভম্।
ব্রহ্মণানির্ম্মিতঃ সৌরঃ স্যন্দনোঽর্থবশাৎ স্বয়ম্
কীর্ত্ত্যতে ভগবান যেন প্রসর্পতি দিবি স্বয়ম্।
সরেথোঽধিষ্ঠিতো দেবৈরাদিত্যৈঋষিভিস্তথা ।।
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ গ্রামণীসর্পরাক্ষসৈঃ।
অপাং সারময়শ্চেন্দোঃ কীর্ত্ত্যতে চ রথস্তথা ।।
বৃদ্ধিক্ষয়ৌ চ সোমস্য কীর্ত্ত্যেতে সূর্য্যকারিতৌ
সূর্য্যাদীনাং স্যন্দনানাং ধ্রুবাদেব প্রকীর্ত্তনম্।।
কীর্ত্ত্যতে শিশুমারশ্চ যস্য পুচ্ছে ধ্রুবঃ স্থিতঃ।
তারারূপাণি সর্ব্বাণি নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ।। ১০১
নিবাসা যত্র কীর্ত্ত্যন্তে দেবানাং পুণ্যকারিণাম্
সূর্য্যরশ্মিসহস্রে চ বর্ষশীতোষ্ণনিস্রবঃ।। ০২
প্রবিভাগশ্চ রশ্মীনাং নামতঃ কর্ম্মতোঽর্থতঃ।
পরিমাণগতী চোক্তে গ্রহাণাং সূর্য্যসংশ্রয়াৎ।।
যথা চাণ্ড বিষাং প্রাপ্তা শম্ভোঃ কণ্ঠস্য নীলতা

কথন, ধর্ম্মাদির অধিষ্ঠান বিষ্ণুপদ কীর্ত্তন, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীর সঞ্চার বর্ণন, ধ্রুবসামর্থ্যে প্রজাবর্গের শুভাশুভ নিরূপণ, প্রয়োজনবশে স্বয়ং ব্রহ্মা যে সৌর স্যন্দন নির্ম্মাণ করেন, ভগবান দিবাকর যাহাতে আকাশপথে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, যাহাতে দেবতা, আদিত্য, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, রথকার, সর্প ও রাক্ষসগণ বিদ্যমান্ সেই রথের ও জলসারময় চন্দ্ররথের বিবরণ, সূর্য্যনিমিত্ত চন্দ্রের বৃদ্ধি ও ক্ষয় কথন, ধ্রুব হইতে সূর্য্যাদির স্যন্দন-সমূহের কীর্ত্তন, শিশুমার-বিবরণ, তদীয় পুচ্ছে ধ্রুবের অবস্থান বর্ণন, গ্রহগণ সহ তারারূপী সমুদয় নক্ষত্রবিবরণ, তথায় পুণ্যকারী দেবগণের নিবাস কথন, সূর্য্যের সহস্ররশ্মিতে বর্ষরূপ শীত ও উষ্ণ নিস্রব কথন, নাম, কর্ম্ম ও অর্থানুসারে রশ্মিসমূহের বিভাগ বর্ণন, সূর্য্যের সংশ্রবে গ্রহগণের পরিণাম ও গতি নিরূপণ, বিষপানে শম্ভুর আশু নীলকণ্ঠত্ব-প্রাপ্তি বর্ণন, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া শূলপাণির বিষ

ব্রহ্ম প্রসাদিতস্যাশু বিষাদঃ শূলপাণিনাঃ।।
স্তূয়মানঃ সুরৈর্বিষ্ণুঃ স্তৌতি দেবং মহেশ্বরম্।
লিঙ্গোদ্ভবকথাং পুণ্যাং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্।।
বিশ্বরূপাৎ প্রধানস্য পরিণামোঽয়মদ্ভুতঃ।
পুরূরবস ঐলস্য মাহাত্ম্যানু প্রকীর্ত্তনম্। ১০৬
পিতৄণাং দ্বিপ্রকারাণাং তর্পণং চামৃতস্য বৈ।
ততঃ পর্ব্বাণি কীর্ত্ত্যন্তে পর্ব্বণাং চৈব সন্ধয়ঃ।।
স্বর্গলোকগতানাঞ্চ প্রাপ্তানাং চাপ্যধোগতিম্।
পিতৄণাং দ্বিপ্রকারাণাং শ্রাদ্ধেনানুগ্রহো মহান্।।
যুগসংখ্যা প্রমাণঞ্চ কীর্ত্ত্যতে চ কৃতং যুগম্।
ত্রেতাযুগে চাপকর্ষাদ্বার্ত্তায়াঃ সম্প্রবর্ত্তনম্।। ১০
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সংস্থানাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সংস্থিতির্ধর্ম্মতস্তথা।। ১১০
যজ্ঞ প্রবর্ত্তনঞ্চৈব সংবাদো যত্র কীর্ত্ত্যতে।
ঋষীণাং বসুনা সার্দ্ধং বসোশ্চাধঃ পুনর্গতিঃ।।
প্রশ্নানাং দুর্বিবক্ষ স্বায়ম্ভুবমৃতে মনুম্।
প্রশংসা তপসশ্চোক্তা যুগাবস্থাশ্চ কৃৎস্নশঃ।।
দ্বাপরস্য কলেশ্চাত্র সংক্ষেপেণ প্রকীর্ত্তনম্।
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাণাং প্রমাণানি যুগে যুগে।। ১১৩

ভক্ষণ, সুরগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া বিষ্ণুর মহেশ্বর-স্তব, সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী পাবনী লিঙ্গোদ্ভবকথা, বিশ্বরূপ হইতে প্রধানের অদ্ভুত পরিণাম, ঐল পুরূরবার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, দ্বিবিধ পিতৃপুরুষের তর্পণ বর্ণন, অন্তনর পর্ব্ব ও পর্ব্বসন্ধিসমূহের কীর্ত্তন, স্বর্গগত ও অধোগত এই দ্বিবিধ পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ দ্বারা বিশেষ সুযোগপ্রাপ্তি বর্ণন, যুগসংখ্যা প্রমাণ, কৃত ও ত্রেতাযুগাদির বিবরণ বর্ণন, বর্ণ ও আশ্রমসমূহের সংখ্যা ও প্রবর্ত্তন, ধর্ম্মানুসারে বর্ণ ও আশ্রমসমূহের সংস্থান, যজ্ঞ প্রবর্ত্তন, বসু সহ ঋষিগণের সংবাদ কীর্ত্তন, বসুর অধোগতি কথন, স্বায়ম্ভুব মনু ব্যতীত প্রশ্নসমূহের দুর্ব্বচত্ব কথন, তপস্যার প্রশংসা, সমুদয় যুগবার্ত্তা এবং সংক্ষেপে দ্বাপর ও কলির বৃত্তান্ত বর্ণন, দেব তির্য্যক্ ও মনুষ্য-দিগের প্রতিযুগীয় প্রমাণ নিরূপণ যুগ

কীর্ত্ত্যতে যুগসামর্থ্যাৎ পরিণাহোচ্ছ্রায়ায়ুষঃ।
শিষ্টাদীনাঞ্চ নির্দ্দেশঃ প্রাদুর্ভাবশ্চ কীর্ত্ত্যতে॥
মন্ত্রাণাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ লক্ষণং পরিকীর্ত্তিতম্।
ঈশ্বরাণামৃষীণাঞ্চ মনোঃ পিতৃগণস্য চ॥
বেদস্য ঋষিজাতানাং মন্ত্রাণাঞ্চ প্রকীর্ত্তনম্।
শাখানাং পরিমাণঞ্চ বেদব্যাসাদিশংসনম্॥
মন্বন্তরাণাং সংহারঃ সংহারান্তে চ সম্ভবঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ মনোঃ পিতৃগণস্য চ॥ ১১৭
ন শক্যং বিস্তরাদ্বক্তুমিত্যুক্তঞ্চ সমাসতঃ।
মন্বন্তরস্য সংখ্যা চ মানুষেণ প্রকীর্ত্তিতা॥ ১১৮
মন্বন্তরাণাং সর্ব্বেষামেতদেব চ লক্ষণম্।
অতীতানাগতানাঞ্চ বর্ত্তমানেন কীর্ত্ত্যতে॥
তথা মন্বন্তরাণাঞ্চ প্রতিসন্ধানলক্ষণম্।
অতীতানাগতানাঞ্চ প্রোক্তং স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে॥
মন্বন্তরত্রয়স্যৈব কালজ্ঞানঞ্চ কীর্ত্ত্যতে।
মন্বন্তরেষু দেবানাং প্রজেশানাঞ্চ কীর্ত্তনম্॥
দক্ষস্য চাপি দৌহিত্রাঃ প্রিয়ায়া দুহিতুঃ সুতাঃ।
ব্রহ্মাদিভির্যে জনিতা দক্ষেণৈব চ ধীমতা॥
সাবর্ণ্যাদ্যাশ্চ কীর্ত্ত্যন্তে মনবো মেরুমাশ্রিতাঃ।
ধ্রুবস্যোত্তানপাদস্য প্রজাসর্গোপবর্ণনম্॥ ১২৩
পৃথুনা চাপি বৈণ্যেন ভূমের্দ্দোহপ্রবর্ত্তনম্।
পাত্রাণাং পয়সাঞ্চৈব বৎসানাঞ্চ বিশেষণম্॥
ব্রহ্মাদিভিঃ পূর্ব্বমেব দুগ্ধা চেয়ং বসুন্ধরা।
দশভ্যশ্চ প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতেঃ
দক্ষস্য কীর্ত্ত্যতে জন্ম সোমস্যাংশেন ধীমতঃ।
ভূতভব্যভবেশত্বং মহেন্দ্রাণাঞ্চ কীর্ত্ত্যতে॥
মন্বাদিকা ভবিষ্যন্তি আখ্যানৈর্বহুভির্বৃতাঃ।
বৈবস্বতস্য চ মনোঃ কীর্ত্ত্যতে সর্গবিস্তরঃ।
দেবস্য মহতো যজ্ঞে বারুণীং বিভ্রতস্তনুম্।
ব্রহ্মশুক্রাৎ সমুৎপত্তির্ভৃগ্বাদীনাঞ্চ কীর্ত্ত্যতে॥
বিনিবৃত্তে প্রজাসর্গে চাক্ষুষস্য মনোঃ শুভে।
দক্ষস্য কীর্ত্ত্যতে সর্গো ধ্যানাদ্বৈবস্বতেঽন্তরে
নারদঃ প্রিয়সংবাদো দক্ষপুত্রান্মহাবলান্।
নাশয়ামাস শাপায় আত্মনো ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥
ততো দক্ষোঽসৃজৎ কন্যা বীরিণ্যামেব বিশ্রুতা
কীর্ত্ত্যতে ধর্ম্মসর্গশ্চ কশ্যপস্য চ ধীমতঃ॥
অত ঊর্দ্ধং ব্রহ্মণশ্চ বিষ্ণোশ্চৈব ভবস্য চ।
একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ বিশেষত্বঞ্চ কীর্ত্ত্যতে॥ ১২৯

দিগের প্রতিযুগীয় প্রমাণ নিরূপণ যুগ প্রভাবে প্রাণীদিগের পরিণাহ, উচ্ছ্রায় ও আয়ুষ্কাল কীর্ত্তন, শিষ্টাদির নির্দ্দেশ ও প্রাদুর্ভাব কথন, বেদ ও বেদমন্ত্রসমূহের কীর্ত্তন, বেদ শাখাসমূহের পরিমাণ, বেদব্যাসাদি-শব্দের ব্যুৎপত্তি, মন্বন্তরসমূহের সংহার ও সংহারান্তে পুনরায় তৎসমুদয়ের সম্ভব, দেবতা, ঋষি, মনু ও পিতৃগণের বহু বিস্তৃত সম্ভববার্ত্তা সংক্ষেপতঃ কীর্ত্তন, মানুষ মানে মন্বন্তর সংখ্যা-নিরূপণ, সমস্ত মন্বন্তরেরই ঐরূপ লক্ষণ কীর্ত্তন, বর্ত্তমান সহ অতীত ও অনাগত মন্বন্তরসমূহের কীর্ত্তন, মন্বন্তরসমূহের প্রতিসন্ধিলক্ষণ, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অতীত ও অনাগত মন্বন্তরবার্ত্তা, মন্বন্তরত্রয় ও কালজ্ঞান কীর্ত্তন, মন্বন্তরীয় দেব ও প্রজাপতিগণের নাম কীর্ত্তন, প্রজাপতি দক্ষের দয়িতা, দুহিতা ও দৌহিত্রদিগের বিবরণ, মেরুগিরিবাসী সাবর্ণ্যাদির বৃত্তান্ত কীর্ত্তন, উত্তানপাদ ধ্রুবের প্রজাসৃষ্টিবর্ণন, বেনপুত্র পৃথুর পৃথিবীদোহন বিবরণ, দোহনব্যাপারে পাত্র, দুগ্ধ ও দোহনকর্ত্তৃগণের বিশেষত্ব কীর্ত্তন, ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক পৌর্ব্বকালিক পৃথ্বীদোহন বিবরণ, মারিষার গর্ভে দশ প্রচেতা হইতে সোমের অংশে দক্ষ প্রজাপতির জন্ম কীর্ত্তন, মহেন্দ্রগণের ভূত, ভাবী ও ভবেশত্ব কথন, ৮৭-১১৬। ভাবী মন্বাদির বহু আখ্যানময়ী কথা, বৈবস্বত মনুর সৃষ্টিবিস্তার বর্ণন, যজ্ঞে মহাদেবের বারুণী তনু ধারণ, ব্রহ্মশুক্র হইতে ভৃগু প্রভৃতির সমুৎপত্তি বার্ত্তা, চাক্ষুষ মনুর শুভ প্রজাসৃষ্টি নিবৃত্ত হইলে বৈবস্বত মন্বন্তরে ধ্যানযোগে দক্ষপ্রজাপতির প্রজাসৃষ্টি কথন আপনার শাপ প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মপুত্র নারদ কর্ত্তৃক মহাবল দক্ষনন্দনগণের ধ্বংস সাধন. অনন্তর দক্ষ হইতে বীরিণীর গর্ভে বিখ্যাত দক্ষকন্যাগণের উৎপত্তি, ধীমান্ কশ্যপের ধর্ম্মসর্গ কথন অতঃপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ভবের একত্ব, পৃথক্ত্ব, ও বিশেষত্ব কীর্ত্তন,

ঈশত্বাচ্চ যথা শপ্তা জাতা দেবাঃ স্বয়ম্ভুবা।
মরুৎ প্রসাদৌ মরুতাং দিত্যা দেবাংশসম্ভবাঃ
কীর্ত্ত্যন্তে মরুতাং চাথ গণাস্তে সপ্তসপ্তকাঃ
দেবত্বং পিতৃবাক্যেণ বায়ুস্কন্ধেন চাশ্রয়।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
সর্বভূতপিশাচানাং পশূনাং পক্ষিবীরুধাম্।
উৎপত্ত্যশ্চাপ্সরসাং কীর্ত্ত্যন্তে বহুবিস্তরা।
সমুদ্রসংযোগকৃতং জন্মৈরাবতহস্তিনঃ।। ১৩৬
বৈনতেয়সমুৎপত্তিস্তথা চাস্যাভিষেচনম্।
ভৃগূণাং বিস্তরশ্চোক্তস্তথা চাঙ্গিরসামপি। ১৩৭
কশ্যপস্য পুলস্ত্যস্য তথৈবাত্রের্মহাত্মনঃ।
পরাশরস্য চ মুনেঃ প্রজানাং যত্র বিস্তরঃ।।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ প্রজোৎপত্তিস্ততঃ পরম্।
তিস্রঃ কন্যাঃ প্রকীর্ত্ত্যন্তে যাসু লোকাঃপ্রতিষ্ঠিতাঃ
পিতৃদৌহিত্রনির্দ্দেশো দেবানাং জন্ম চোচ্যতে
বিস্তরস্তে ভগবতঃ পঞ্চানাং সুমহাত্মনাম্।।
ইলায়া বিস্তরশ্চোক্ত আদিত্যস্য ততঃ পরম্।
বিকুক্ষিচরিতং চোক্তং ধুন্ধোশ্চৈব নিবর্হণম্।।

বৃহদ্বলান্তসম্ভেক্ষপার্দিক্ষ্বাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
নিম্যাদীনাং ক্ষিতীশানাং যাবজ্জহ্নুগণাদিতি।।
কীর্ত্ত্যতে বিস্তরো যশ্চ যযাতেরপি ভূপতেঃ।
যদুবংশসমুদ্দেশো হৈহয়স্য চ বিস্তরঃ।। ১৪৩
ক্রোষ্টোরনন্তরং চোক্তস্তথা বংশস্য বিস্তরঃ।
জ্যামঘস্য চ মাহাত্ম্যং প্রজাসর্গশ্চ কীর্ত্ত্যতে।।
দেবাবৃধস্য স্বর্কস্য বৃষ্ণেশ্চৈব মহাত্মনঃ।
অনমিত্রান্বয়শ্চৈব বৃষ্ণের্দিব্যাভিশংসনম্।। ১৪৫
বিবস্বতোহস্য সম্প্রাপ্তির্মণিরত্নস্য ধীমতঃ।
যুধাজিতঃ প্রজাসর্গঃ কীর্ত্ত্যতে চ মহাত্মনঃ।।
কীর্ত্ত্যতে চান্বয়ঃ শ্রীমান রাজর্ষের্দেবমীঢুষঃ।
পুনশ্চ জন্ম চাপ্যুক্তং চরিতঞ্চ মহাত্মনঃ।। ১৪৭
কংসস্য চাপি দৌরাত্ম্যমেকান্তেন সমুক্তকঃ।
বাসুদেবস্য দেবক্যাং বিষ্ণোর্জন্ম প্রজাপতেঃ।।
বিষ্ণোরনন্তরঞ্চাপি প্রজাসর্গোপবর্ণনম্।
দেবাসুরে সমুৎপন্নে বিষ্ণুনা স্ত্রীবধে কৃতে।।
সংরক্ষতা শক্রবধং শাপঃ প্রাপ্তঃ পুরা ভৃগোঃ
ভৃগুশ্চোত্থাপয়ামাস দিব্যাং শুক্রস্য মাতরম্।।
দেবানামসুরাণাঞ্চ সংগ্রামা দ্বাদশাদ্ভুতাঃ।

প্রভুত্ব হেতু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবগণের প্রতি অভিশাপপ্রদান, দিতির গর্ভে মরুদ্‌গণের উৎপত্তি, দেবগণ সহ তাঁহাদিগের সম্বন্ধ ও দেবত্ব প্রাপ্তি, মরুদ্‌গণের ঊনপঞ্চাশৎ সংখ্যা নিরূপণ, পিতৃবাক্যে তাহাদিগের দেবত্ব ও বায়ুস্কন্ধে আশ্রয় লাভ, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ রাক্ষস, সর্ব্বভূত, পিশাচ, পশু, পক্ষী, লতা, ও অপ্সরঃসমূহের বহু বিস্তৃত উৎপত্তিবিবরণ, সমুদ্র হইতে ঐরাবতের জন্মবৃত্তান্ত, বৈনতেয়ের উৎপত্তি ও অভিষেকবর্ণন; ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, পুলস্ত্য, মহাত্মা অত্রি, ও পরাশর মুনির সৃষ্ট প্রজাসমূহের বিস্তৃতবার্ত্তা, অনন্তর দেব ও ঋষিগণের প্রজোৎপত্তি বিবরণ, সর্ব্বলোকপ্রসূতি কন্যাত্রয়ের বিবরণ, সুমহাত্মা পঞ্চ দেবগণের জন্ম ও পিতৃদৌহিত্র নির্দ্দেশ, ইলা ও আদিত্যের বিস্তৃত বিবরণ, বিকুক্ষি চরিত ও ধুন্ধুনিবর্হণ, এবং

ইক্ষ্বাকু হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহদ্বল পর্য্যন্ত সমস্ত ভূপতির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন, নিম্যাদি ক্ষিতীশগণের বিবরণ, ভূপতি যযাতির বিস্তৃত বার্ত্তা, যদুবংশ কীর্ত্তন, হৈহয়ের বিস্তৃত বৃত্তান্ত, ক্রোষ্টুর পরবর্ত্তী বংশধরগণের বিবরণ, জ্যামঘের মাহাত্ম্য ও প্রজাসৃষ্টি বর্ণন, দেবাবৃধ, অর্ক ও মহাত্মা বৃষ্ণি প্রভৃতির বিবরণ, অনমিত্রবংশ বৃত্তান্ত, বিষ্ণুর দিব্যাভিশাপ, ধীমান বিবস্বানের মণিরত্ন প্রাপ্তি, মহাত্মা যুধাজিতের প্রজাসৃষ্টি কীর্ত্তন, রাজর্ষি দেবমীঢুষের সুসমৃদ্ধ বংশবিবরণ এবং ঐ মহাত্মার পুনরুৎপত্তি ও চরিতাখ্যান, কংসের দৌরাত্ম্য, দেবকীর গর্ভে বাসুদেবাখ্য বিষ্ণুর একান্তে জন্ম বৃত্তান্ত, বিষ্ণুর পরবর্ত্তী প্রজা সৃষ্টিবর্ণন, দেবাসুর-সংঘর্ষে বিষ্ণু কর্ত্তৃক স্ত্রীবধ ও ইন্দ্রের জীবন রক্ষা বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর অভিশাপ, ভৃগু কর্ত্তৃক শুক্রমাতার উত্থাপন, সুরাসুরগণের দ্বাদশ

নরসিংহপ্রভৃতয়ঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রাণনাশনাঃ। ১৫১
শুক্রেণারাধনং স্থাণোর্ঘোরেণ তপসা কৃতম্।
বরদানপ্রলুব্ধেন যত্র শর্ব্বস্তবঃ কৃতঃ। ১৫২
অনন্তরং বিনির্দ্দিষ্টং দেবাসুরবিচেষ্টিতম্।
জয়ন্ত্যা সহ সক্তে তু যত্র শুক্রে মহাত্মনি।। ১৫৩
অসুরান্মোহয়ামাস শুক্ররূপেণ বুদ্ধিমান্।
বৃহস্পতিস্তু তান শুক্রঃ শশাপ সুমহাদ্যুতিঃ।।
উক্তঞ্চ বিষ্ণুমাহাত্ম্যং বিষ্ণোর্জন্মাদিশংসনম্।
তুর্ব্বসুঃ শুক্রদৌহিত্রো দেবযান্যাং যদোরভূৎ
অনুদ্রুহ্যস্তথা পুরুর্যযাতিতনয়া নৃপাঃ।
অত্র বংশ্যা মহাত্মানস্তেষাং পার্থিবসত্তমাঃ।। ১৫৪
কীর্ত্তন্তে যত্র কার্ৎস্ন্যেন ভূতিরপ্রথিতৌজসঃ।
কুশিকস্য চ বিপ্রর্ষেঃ সম্যগ্ যো ধর্ম্মসংশ্রয়ঃ।।
বার্হস্পত্যং তু সুরভির্যত্র শাপমিহানুদৎ।
কীর্ত্তনং জহ্নু বংশস্য শন্তনোর্বীর্য্যশংসনম্।।
ভবিষ্যতাং তথা রাজ্ঞামুপসংহারশংসনম্।
অনাগতানাং সপ্তানাং মনূনাং চোপবর্ণনম্।।
ভৌমস্যান্তে কলিযুগে ক্ষীণে সংহারবর্ণনম্।
পরার্দ্ধপরয়োশ্চৈব লক্ষণং পরিকীর্ত্ত্যতে।।

ব্রহ্মণো যোজনাগ্রেণ পরিমাণবিনির্ণয়ঃ।
নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিক চঃ স্মৃতঃ।।
ত্রিবিধঃ সর্ব্বভূতানাং কীর্ত্ত্যতে প্রতিসঞ্চরঃ।
অনাবৃষ্টির্ভাস্করাচ্চ ঘোরঃ সম্বর্ত্তকোহনলঃ।। ১৬২
মেঘো হ্যেকার্ণবং বায়ুস্তথা রাত্রির্মহাত্মনঃ।
সংখ্যালক্ষণমুদ্দিষ্টং ততো ব্রাহ্মং বিশেষতঃ।।
ভূরাদীনাঞ্চ লোকানাং সপ্তানামুপবর্ণনম্।
কীর্ত্ত্যন্তে চ ত্র নিরয়াঃ পাপানাং রৌরবাদয়ঃ।।
ব্রহ্মলোকোপরিষ্টাচ্চ শিবস্য স্থানমুত্তমম্।
যত্র সংহারমায়ান্তি সর্ব্বভূতানি সঙ্ক্ষয়ে।। ১৬৫
সর্ব্বেষাং চৈব সত্ত্বানাং পরিণামবিনির্ণয়ঃ।
ব্রহ্মণঃ প্রতিসংসর্গে সর্ব্বসংহারবর্ণনম্।। ১৬৬
অষ্টরূপাণ্যতঃ প্রোক্তং প্রাণস্যাষ্টকমেব চ।
গতিশ্চোর্দ্ধমধশ্চোক্তা ধর্ম্মাধর্ম্মসমাশ্রয়াৎ।। ১৬৭
কল্পে কল্পে চ ভূতানাং মহতামপি সঙ্ক্ষয়ঃ।
প্রসংখ্যায় চ দুঃখানি ব্রহ্মণশ্চাপ্যনিত্যতা।। ১৬৮
দৌরাত্ম্যং চৈব ভোগানাং পরিণামবিনির্ণয়ঃ।
দুর্লভত্বঞ্চ মোক্ষস্য বৈরাগ্যাদ্দোষদর্শনম্।। ১৬৯
ব্যক্তাব্যক্তং পরিত্যজ্য সত্ত্বং ব্রহ্মণি সংস্থিতম্।

বর্ষব্যাপী সংগ্রাম, নরসিংহাদি দৈত্যপ্রাণহর অবতার কথন, শুক্রের তপস্যা ও স্থাণুর আরাধনা, বরদানে প্রলুব্ধ হইয়া শুক্র কর্ত্তৃক মহাদেবের স্তব, সুরাসুরগণের কার্য্য নির্দ্দেশ, মহাত্মা শুক্র জয়ন্তী সহ সংসক্ত হইলে বুদ্ধিমান বৃহস্পতি কর্ত্তৃক অসুরদিগের মোহ উৎপাদন, মহাপ্রভু শুক্রের অসুরগণের প্রতি শাপ প্রদান, বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণন ও তদীয় জন্মাদি বিবরণ, যযাতি হইতে শুক্রদৌহিত্র যদু, তুর্ব্বসু, অনু, দ্রুহ্য ও পুরু প্রভৃতির উৎপত্তি, এই বংশে যে সকল প্রভূতবলবীর্য্য ও কীর্ত্তি-সম্পত্তিশালী, মহাত্মা নরপতি ছিলেন তাঁহাদের বিবরণ, বিপ্রর্ষিকুশিকের যথাযথ ধর্ম্মসংশ্রয় কীর্ত্তন, সুরভির শাপদান বিবরণ, জহ্নু বংশ কীর্ত্তন, শন্তনুর বীর্য্য-ব্যাখ্যা, ভাবী রাজগণের উপসংহার কথন, অনাগত সপ্ত মনুর বিবরণ, কলিযুগ ক্ষীণ হইবার পর সংহার বর্ণন, পরার্দ্ধদ্বয়ের লক্ষণ কীর্ত্তন, নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক এই ত্রিবিধ প্রলয়কথন, ভাস্কর হইতে অনাবৃষ্টি ও সম্বর্ত্তকাখ্য অনলের আবির্ভাব, অনন্তর মেঘবর্ষণে একার্ণবীভাব, বায়ুপ্রবাহ ও ব্রাহ্ম রাত্রির সমাগম এবং উহাদের সংখ্যা ও লক্ষণ কীর্ত্তন ভূরাদি সপ্তলোক বর্ণন, রৌরবাদি পাপসমূহের বিবরণ, প্রলয়ে সর্ব্ব প্রাণী যথায় সংহৃত হয়, ব্রহ্মলোকোপরি শিবের সেই উত্তম স্থান নির্দ্দেশ, সর্ব্বপ্রাণীর পরিণাম নির্ণয়, ব্রহ্মার প্রত্যেক সৃষ্টির পর সৃষ্ট প্রাণীদিগের সংহার কথন, ১১৭-১৬৬। প্রাণের অষ্টবিধত্ব কীর্ত্তন, ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয়ে ঊর্দ্ধ ও অধোগতি বর্ণন, প্রতি কল্পে মহাভূতগণেরও সংহার বিবরণ, দুঃখ-প্রসংখ্যা, ব্রহ্মার অনিত্যত্ব, ভোগসমূহের দৌরাত্ম্য ও পরিণাম নির্ণয়, মোক্ষের দুর্লভতা, বৈরাগ্যবশে সংসারের দোষ দর্শন, ব্যক্তাব্যক্ত

নানাত্বকর্ণমাচ্ছন্নং ততস্তদভিবর্ত্ততে।। ১৭০
ততস্তাপত্রয়াতীতো নীরূপাখ্যো নিরঞ্জনঃ।
আনন্দো ব্রহ্মণঃ প্রোক্তো ন বিভেতি কুতশ্চন
কীর্ত্ত্যতে চ পুনঃ সর্গো ব্রহ্মণোঽন্যস্য পূর্ব্ববৎ
কীর্ত্ত্যতে ঋষিবংশশ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ।। ১৭২
ইতিকৃত্যসমুদ্দেশঃ পুরাণস্যোপবর্ণিতঃ।
কীর্ত্ত্যন্তে জগতো হ্যত্র সর্ব্বপ্রলয়বিক্রিয়াঃ।।১৭৩
প্রবৃত্তয়শ্চ ভূতানাং নিবৃত্তীনাং ফলানি চ
প্রাদুর্ভাবো বশিষ্ঠস্য শক্তের্জন্ম তথৈব চ।। ১৭৪
সৌদাসান্নিগ্রহস্তস্য বিশ্বামিত্রকৃতেন চ।
পরাশরস্য চোৎপত্তিরদৃশ্যন্ত্যাং যথা বিভোঃ।।
জজ্ঞে পিতৃণাং কন্যায়াং ব্যাসশ্চাপি যথা মুনিঃ
শুকস্য চ তথা জন্ম সহ পুত্রস্য ধীমতঃ।। ১৭৬
পরাশরস্য প্রদ্বেষো বিশ্বামিত্রকৃতো যথা।
বশিষ্ঠসম্ভৃতশ্চাগ্নির্বিশ্বামিত্রজিঘাংসয়া।। ১৭৭
সন্তানহেতোর্বিভুনা চীর্ণঃ স্কন্দেন ধীমতা।
দৈবেন বিধিনা বিপ্র বিশ্বামিত্রহিতৈষণা।। ১৭৮
একং বেদং চতুষ্পাদং চতুর্দ্ধাপুনরীশ্বরঃ।
যথা বিভেদ ভগবান্ ব্যাসঃ সর্ব্বান স্ববুদ্ধিতঃ।।
তস্য শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈশ্চ শাখাভেদাঃ পুনঃকৃতাঃ
প্রয়োগৈঃ ষড়্গুণীয়ৈশ্চ যথা পৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা।।
পৃষ্টেন চানুপৃষ্টাশ্চে মুনয়ো ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ।
দেশং পুণ্যমভীপ্সন্তো বিভুনা তদ্ধিতৈষিণা।।
সুনাভং দিব্যরূপাখ্যং সত্যাঙ্গং শুভবিক্রমম্।
অনৌপম্যমিদং চক্রং বর্ত্তমানমতন্দ্রিতাঃ।। ১৮২
পৃষ্ঠতো যাতি নিয়তাস্ততঃ প্রাপ্স্যথ যদ্ধিতম্।
গচ্ছতো ধর্ম্মচক্রস্য যত্র নেমির্বিশীর্য্যতে।। ১৮৩
পুণ্যঃ স দেশো মন্তব্য ইত্যুবাচ তদা প্রভুঃ।
উক্ত্বা চৈবমৃষীন্ ব্রহ্মা হ্যদৃশ্যত্বমগাৎ পুনঃ।। ১৮৪
গঙ্গাগর্ভসমাহারং নৈমিষেয়ন্তথৈব চ।
ঈজিরে চৈব সত্রেণ মুনয়ো নৈমিষে তদা।। ১৮৫
মৃতে শরদ্বতি তথা তস্য চোত্থাপনং কৃতম্।
ঋষয়ো নৈমিষেয়াস্ত শ্রদ্ধয়া পরয়া পুনঃ।। ১৮৬
নিঃসীমাং গামিমাং কৃৎস্নাং কৃত্বা রাজানমাহরন্
যথাবিধি যথাশাস্ত্রং তমাতিথ্যেরপূজয়ন্। ১৮৭

প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মকেই শুদ্ধ সত্ত্বের আশ্রয়রূপে কীর্ত্তন, অনন্তর তাপত্রয়াতীত নীরূপাখ্য নিরঞ্জন আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপের বর্ণন, পুনরায় ব্রহ্মার পূর্ব্ববৎ অপর এক সৃষ্টি কথন, সর্ব্বপাপহর ঋষিবংশ কীর্ত্তন, পুরাণ সম্বন্ধীয় ইতিকর্ত্তব্যতা নির্ণয়, জগতের সর্ব্ববিধ প্রলয় বিক্রিয়া কীর্ত্তন, ভূতসমূহের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ফল কথন, বশিষ্ঠের প্রাদুর্ভাব, শক্তির জন্ম, বিশ্বামিত্রের উত্তেজনায় সৌদাস কর্ত্তৃক তাহার নিগ্রহ, পরাশরের উৎপত্তি, পিতৃগণের কন্যায় ব্যাস মুনির জন্ম, শুকের উৎপত্তি, পরাশরের প্রতি বিশ্বামিত্র-কৃত দ্বেষ, বিশ্বামিত্রকে নিহত করিবার জন্য বশিষ্ঠের অগ্নিসংরক্ষণ, বিশ্বামিত্রের হিতৈষণায় দৈব বিধি অনুসারে ধীমান্ স্কন্দ কর্ত্তৃক সন্তান হেতু অনুষ্ঠানবিশেষ, ভগবান্ ব্যাস কর্ত্তৃক স্বীয় বুদ্ধিবলে একই বেদ চতুর্ভাগে বিভাগ, তদীয় শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃক প্রশ্নানুসারে ষড়্গুণ প্রয়োগ সহকারে বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রকাশ, পবিত্র দেশ প্রাপ্তি বাসনায় ব্রহ্মার নিকট ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী মুনিগণের প্রশ্ন, তদুত্তরে মুনিগণের হিতাভিলাষী ব্রহ্মার কথা এই যে, এই সুনাভ সত্যাঙ্গ, শুভবিক্রম অনুপম দিব্যরূপাখ্য চক্র আছে, আপনারা অতন্দ্রিত হইয়া ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করুন, তাহা হইলেই হিতকর দেশ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এই ধর্ম্মচক্র গমন করিতে থাকিলে যথায় গিয়া ইহার নেমি বিশীর্ণ হইবে, তাহাই পুণ্য দেশ বলিয়া মনে করিবেন। মুনিগণকে এই কথা কহিবার পর ব্রহ্মার অন্তর্দ্ধান, গঙ্গাগর্ভ-সমাহার, নৈমিষেয়ত্ব কথন, নৈমিষারণ্যে মুনিগণের যজ্ঞারম্ভ, শরদ্বানের মৃত্যু, ঋষিগণ কর্ত্তৃক পুনরায় তাহার উত্থাপন, নৈমিষেয় ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরম শ্রদ্ধা সহকারে ঐড় রাজাকে যথাবিধি সমগ্র পৃথিবীরাজ্যে বরণ করিয়া অতিথিজনোচিত

প্রীতং চৈব কৃতাতিথ্যং রাজানং বিধিবত্তদা।
অন্তর্দ্ধানগতঃ ক্রূরঃ স্বর্ভানুরসুরোঽহরৎ।। ১৮০
অনুসৃর্জ্জতং চাপি নৃপমৈড়ং যথা পুরা।
গন্ধর্ব্বসহিতং দৃষ্ট্বা কলাপগ্রামবাসিনম্।। ১৮৯
সন্নিপাতশ্চ পুনস্তস্য যথা যজ্ঞে মহর্ষিভিঃ।
দৃষ্ট্বা হিরণ্ময়ং সর্ব্বং যজ্ঞে বস্তু মহাত্মনাম্।। ১৯০
তথা বৈ নৈমিষেয়াণাং সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে।
যথা বিবদমানস্তু ঐড়ঃ সংশাপিতস্তু তৈঃ।। ১৯১
জনয়িত্বা স্বরণ্যান্তু ঐড়পুত্রং যথায়ুষম্।
সম্প্রাপয়িত্বা তৎসত্রমায়ুষং পর্য্যুপাসতে।। ১৯২
এতৎসর্ব্বং যথাবৃত্তং ব্যাখ্যাতং দ্বিজসত্তমাঃ।
ঋষীণাং পরমং চাত্র লোকতত্ত্বমনুত্তমম্।। ১৯৩
ব্রহ্মণা যৎপুরা প্রোক্তং পুরাণং জ্ঞানমুত্তমম্।
অবতারশ্চ রুদ্রস্য দ্বিজানুগ্রহকারণাৎ।। ১৯৪
তথা পাশুপতা যোগাঃ স্থানানাং চৈব কীর্ত্তনম্
শিবোদ্ভবস্য দেবস্য নীলকণ্ঠত্বমেব চ।। ১৯৫
কথ্যতে যত্র বিপ্রাণাং বায়ুনা ব্রহ্মবাদিনা।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।। ১৯৬
কীর্ত্তনং শ্রবণং চাস্য ধারণঞ্চ বিশেষতঃ।
অনেন হি ক্রমেণেদং পুরাণং সম্প্রচক্ষ্যতে।।
সুখমর্থঃ সমাসেন মহানপ্যুপলভ্যতে।।
তস্মাৎ কিঞ্চিৎ সমুদ্দিশ্য পশ্চাদ্বক্ষ্যামি বিস্তরম্
পাদমাদ্যমিদং সম্যগ্যোঽধীয়ীত জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তেনাধীতং পুরাণং তৎ সর্ব্বং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ
যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ
ন চেৎপুরাণং সংবিদ্যান্নৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ।।
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি।। ২০০
অধ্যায়মিমমধ্যায়ং সাক্ষাৎ প্রোক্তং স্বয়ম্ভুবা।
আপদং প্রাপ্য মুচ্যেত যথেষ্টাং প্রাপ্নুয়াদ্গতিম্
যস্মাৎপুরা হ্যনক্তীদং পুরাণং তেন তৎস্মৃতম্।

সৎকার করণ, কৃতাতিথ্য প্রীতিমান রাজাকে প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি ক্রূর অসুর স্বর্ভানু কর্ত্তৃক হরণ, ঋষি কর্ত্তৃক হৃত ঐড় নরপতির অনুসরণ ও কলাপ গ্রামে গন্ধর্ব্বসহ রাজার সাক্ষাৎ লাভ, ঋষিগণের চেষ্টায় পুনরায় যজ্ঞক্ষেত্রে রাজার আগমন, নৈমিষেয় ঋষিগণের দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে সমস্ত যজ্ঞীয় পাত্র সুবর্ণময় দেখিয়া ঐড় রাজার বিবাদ, তাহাতে ঋষিগণ কর্ত্তৃক তাহার প্রত্যাখ্যান, অরণ্যপ্রান্তে ঐড়পুত্র আয়ুকে উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগের যজ্ঞ সমাধান ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক আয়ু রাজার যথেষ্ট সমাদর; হে দ্বিজগণ। এই সকল বিবরণ এই পুরাণে যথাযথ কীর্ত্তিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এ পুরাণে ঋষিগণের অনুত্তম লোকতত্ত্ব, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পুরা প্রোক্ত অনুত্তম জ্ঞানোৎপাদক পুরাণাখ্যান, দ্বিজগণের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ রুদ্রাবতার, পাশুপত যোগ ও নানা স্থান এবং শিবোদ্ভব দেবের নীলকণ্ঠত্ব, ব্রহ্মবাদী বায়ু কর্ত্তৃক বিপ্রগণের নিকট এই সকল পৌরাণিক বৃত্তান্ত বিবৃত হয়। এ পুরাণ ধন্য, যশস্য, আয়ুষ্য পুণ্য ও পাপহর, ইহার কীর্ত্তন, শ্রবণ, বিশেষতঃ ধারণ সমধিক পুণ্যপ্রদ। এই উপক্রমণিকা অনুসারেই এই পুরাণ কীর্ত্তিত। ১৮৭-১৯৭। এ পুরাণের সংক্ষিপ্ত বার্ত্তা শ্রবণেও মহান অর্থ লব্ধ হইয়া থাকে; অতএব অগ্রে কিঞ্চিৎ মাত্র উল্লেখ করিয়া পরে বিস্তৃতরূপে বলিতেছি। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ইহার এই আদ্য পাদও সম্যক্ অধ্যয়ন করে, সমস্ত পুরাণই তৎকর্ত্তৃক অধীত হয়, সংশয় নাই, যিনি সাঙ্গোপনিষদ চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ নহেন, তাদৃশ ব্যক্তি বিচক্ষণ হইতে পারেন না। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদজ্ঞান উপচিত করিয়া লইতে হয়। অন্যথা 'আমাকে এই ব্যক্তি প্রহার করিবে' এই মনে করিয়া অল্পজ্ঞান ব্যক্তির নিকট হইতে শ্রুতি ভীত হইয়া থাকেন। সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূ এই অধ্যায়ের বক্তা। যে ব্যক্তি এই অধ্যায় অভ্যাস করেন, তিনি আপদগ্রস্ত হইয়াও মুক্ত হইয়া থাকেন এবং তাঁহার যথেষ্ট গতি লাভ হয়। যেহেতু ইহা পুরাকালে ছিল, এই জন্য ইহার নাম পুরাণ। পুরাণ শব্দের এই নিরুক্তি যে

নিরুক্তমস্য যো বেদ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।।
নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং বিশ্বং ব্যাপ্য প্রবর্ত্ততে।
তস্যাপি জগতঃ স্রষ্টুঃ স্রষ্টা দেবো মহেশ্বরঃ ।।
অতশ্চ সংক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং
মহেশ্বরঃ সর্ব্বমিদং পুরাণম্।
সংসর্গকালে চ করোতি সর্গং
সংহারকালে পুনরাদদীত ।। ২০৫

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে প্রক্রিয়া-
পাদেঽনুক্রমণিকাকথনং নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।। ১ ।।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শুক উবাচ।

প্রত্যব্রুবন্ পুনঃ সূতমৃষয়স্তে তপোধনাঃ।
কুত্র সত্রং সমভবত্তেষামদ্ভুতকর্ম্মণাম্ ।। ১
কিয়ন্তং চৈব তৎকালং কথঞ্চ সমবর্ত্তত।
আচচক্ষ পুরাণঞ্চ কথং তেভ্যঃ প্রভঞ্জনঃ ।। ২
আচক্ষু বিস্তরেণেদং পরং কৌতূহলং হি নঃ।
ইতি সঞ্চোদিতঃ সূতঃ প্রত্যুবাচ শুভং বচঃ ।।
শৃণুধ্বং যত্র তে ধীরা ঈজিরে সত্রমুত্তমম্।
যাবন্তং চাভবৎ কালং যথা চ সমবর্ত্তত ।। ৪
সিসৃক্ষমাণা বিশ্বং হি যত্র বিশ্বসৃজং পুরা।
সত্রং হি ঈজিরে পুণ্যং সহস্রং পরিবৎসরান্ ।। ৫
তপোগৃহপতির্যত্র ব্রহ্মা ব্রহ্মাভবৎ স্বয়ম্।
ইলায়া যত্র পত্নীত্বং শামিত্রং যত্র বুদ্ধিমান্। ৬
মৃত্যুশ্চক্রে মহাতেজাস্তস্মিন্ সত্রে মহাত্মনাম্।
বিবুধা ঈজিরে তত্র সহস্রং প্রতিবৎসরান্ ।। ৭
ভ্রমতো ধর্ম্মচক্রস্য যত্র নেমিরশীর্য্যত।
কর্ম্মণা তেন বিখ্যাতং নৈমিষং মুনিপূজিতম্ ।। ৮
যত্র সা গোমতী পুণ্যা সিদ্ধচারণসেবিতা।
রোহিণী সুষুবে তত্র তত্তঃ সৌম্যোঽভবৎ সুতঃ
শক্তিজ্যেষ্ঠাঃ সমভবন বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
অরুন্ধত্যাঃ সুতা যত্র শতমুত্তমতেজসঃ ।। ১০

জানে, তাহারও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি হয়। ভগবান নারায়ণ এই নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজমান; সেই জগৎস্রষ্টারও স্রষ্টা — দেব মহেশ্বর। অতএব সংক্ষেপতঃ ইহাই শুনিয়া রাখুন যে, মহেশ্বরই এই নিখিল পুরাণের প্রতিপাদ্য। তিনিই সৃষ্টিকালে সমস্ত সৃষ্টি করেন এবং সংহারকালে তিনিই পুনরায় সমস্ত সংহার করিয়া লয়েন। ১৯৮–২০৫।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শুক কহিলেন, তপোধন ঋষিগণ পুনরায় সূতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূত। কোথায় সেই অদ্ভুতকর্ম্মা ঋষিগণের যজ্ঞ হইয়াছিল? ঐ যজ্ঞ কতকাল ধরিয়া কিভাবে নির্ব্বাহিত হয়? প্রভঞ্জন কিরূপে সেই ঋষিগণের নিকট পুরাণ ব্যাখ্যা করেন? আমাদের বড়ই কৌতূহল হইয়াছে; তুমি সেই সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন কর। সূত এই প্রকারে প্রেরিত হইয়া শুভবাক্যে প্রত্যুত্তরে বলিলেন — ঋষিগণ। যথায় যে প্রকারে যতকাল ধরিয়া তপস্বিগণের সেই উত্তম যজ্ঞ হইয়াছিল, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যথায় বিশ্বস্রষ্টৃগণ বিশ্বসৃষ্টিকামনায় পুরাকালে সহস্রবর্ষাবধি পবিত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যথায় স্বয়ংব্রহ্মা ব্রহ্ম-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, যেখানে ইলার পত্নীত্ব হয়, মহাতেজা মহাবুদ্ধি মৃত্যু যথায় শামিত্র করিয়াছিলেন, বিবুধগণ সহস্র বৎসর ধরিয়া যেখানে যজ্ঞ করেন, যেথায় ভ্রমণশীল ধর্ম্মচক্রের নেমি বিশীর্ণ হইয়াছিল, এইজন্য যাহা মুনিপূজিত নৈমিষ আখ্যায় বিখ্যাত হয়, যথায় সিদ্ধচারণ-সেবিতা পাবনী গোমতী নদী প্রবাহিত, যথায় রোহিণী প্রসব করেন ও বুধের জন্ম হয়, যেখানে অরুন্ধতীর গর্ভে মহাত্মা বশিষ্ঠের শক্তি প্রমুখ শতসংখ্যক উত্তম-

কল্মাষপাদো নৃপতির্যত্র শপ্তশ্চ শক্তিনা।
যত্র বৈরং সমভবদ্বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠয়োঃ।। ১১
অদৃশ্যন্ত্যাং সমভবন্মুনির্যত্র পরাশরঃ।
পরাভবো বশিষ্ঠস্য যস্মিন জাতেহপ্যবর্ত্তত। ১২
তত্রৈত ঈজিরে সত্রং নৈমিষে ব্রহ্মবাদিনঃ।
নৈমিষ ঈজিরে যত্র নৈমিষেয়াস্ততঃ স্মৃতাঃ। ১৩
তৎসত্রমভবত্তেষাং সমা দ্বাদশ ধীমতাম্।
পুরূরবসি বিক্রান্তে প্রশাসতি বসুন্ধরাম্।। ১৫
অষ্টাদশ সমুদ্রস্য দ্বীপানশ্নন্ পুরূরবাঃ।
তুতোষ নৈব রত্নানাং লোভাদিতি হি নঃ শ্রুতম
উর্বশী চকমে যঞ্চ দেবহূতিপ্রণোদিতা।
আজহার চ তৎসত্রং স্বর্বেশ্যাসহসঙ্গতঃ।। ১৬
তস্মিন্নরপতৌ সত্রং নৈমিষেয়াঃ প্রচক্রিরে।
যং গর্ভে সুষুবে গঙ্গা পাবকাদ্দীপ্ততেজসম্।।
তদুল্বং পর্ব্বতে ন্যস্তং হিরণ্যং সম্যপদ্যত।
হিরণ্ময়ং ততশ্চক্রে যজ্ঞবাটং মহাত্মনাম্।। ১৮
বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং দেবো ভাবয়ঁল্লোকভাবনম্।
বৃহস্পতিস্ততস্তত্র তেষামমিততেজসাম।। ১৯
ঐড়ঃ পুরূরবা ভেজে তং দেশং মৃগয়াং চরন্।
তং দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং যজ্ঞবাটং হিরণ্ময়ম্।। ২০
লোভেন হৃতবিজ্ঞানস্তদাদাতুং প্রচক্রমে।
নৈমিষেয়াস্ততস্তস্য চুক্রুধুর্নৃপতের্ভৃশম্।। ২১
নিজঘ্নুশ্চাপি সংক্রুদ্ধাঃ কুশবজ্রৈর্মনীষিণঃ।
ততো নিশান্তে রাজানং মুনয়ো দৈবনোদিতাঃ
কুশবজ্রৈর্বিনিষ্পিষ্টঃ স রাজা ব্যজহাত্তনুম্।
ঔর্ব্বশেয়ং ততস্তস্য পুত্রং চক্রুর্নৃপং ভুবি। ২৩
নহুষস্য মহাত্মানং পিতরং যং প্রচক্ষতে।
স তেষু বর্ত্ততে সম্যক্‌স্বধর্মশীলো মহীপতিঃ।। ২৪
আয়ুরারোগ্যমত্যগ্রং তস্মিন স নরসত্তমঃ।

তেজা পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, যথায় নৃপতি কল্মাষপাদ শক্তিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ছিলেন, যেখানে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের পরস্পর বৈরিভাব বদ্ধমূল হয়, যথায় অদৃশ্যন্তীর গর্ভে পরাশর মুনি জন্মগ্রহণ করেন, পরাশরের জন্ম হইলে যেখানে বশিষ্ঠের পরাভব নিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তথায় — সেই নৈমিষাখ্য অরণ্যে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মুনিগণ নৈমিষারণ্যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া নৈমিষেয় নামে বিখ্যাত হন বিক্রমশালী রাজা পুরূরবা যখন বসুন্ধরা শাসন করেন, সেই সময়েই মুনিগণের এই দ্বাদশবর্ষ-সাধ্য যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়। আমরা শুনিয়াছি, - রাজা পুরূরবা সাগরের অষ্টাদশ দ্বীপ উপভোগ করিয়াও রত্নলোভে তৃপ্তিলাভ করেন নাই. স্বর্গ-বেশ্যা উর্বশী দেবদূত কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া এই পুরূরবা রাজাকে কামনা করিয়া ছিল। নরপতি পুরূরবা ঐ উর্বশী সমভিব্যাহারেই যজ্ঞ আহরণ করেন। নৈমিষের ঋষিগণ ঐ নরপতি পুরূরবার শাসন-সময়েই যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিলেন। গঙ্গাদেবী পাবক হইতে যে এক প্রদীপ্ততেজা উল্ব গর্ভে ধারণপূর্ব্বক প্রসব করেন, তাহা শৈলোপরি ন্যস্ত হইয়া হিরণ্ময় আকারে পরিণত হয়। লোকহিতৈষী দেব বিশ্বকর্ম্মা তদ্দ্বারা হিরণ্য দ্বারাই নৈমিষারণ্যবাসী মহাত্মা মুনিগণের যজ্ঞবাট নির্ম্মাণ করেন। সেই অমিততেজা ঋষিগণের যজ্ঞে দেবগুরু বৃহস্পতি উপস্থিত ছিলেন। ১—১৯। ঐল রাজা পুরূরবা একদা মৃগয়া উপলক্ষে সেই দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ঋষিগণের সেই মহাশ্চর্য্যজনক হিরণ্ময় যজ্ঞভূমি দর্শনে লোভে হতজ্ঞান হইয়া তাহা গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন। তখন নৈমিষেয় ঋষিগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কুশ বজ্র দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিলেন। দৈব-প্রেরিত মুনিগণ সেই রাজাকে কুশ-বজ্র দ্বারা নিষ্পিষ্ট করিলে, নিশাবসানে, তিনি দেহত্যাগ করিলেন। পুরূরবার অভাবে মুনিগণ তদীয় উর্বশীগর্ভজাত পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। লোকে এই রাজাই মহাত্মা নহুষ-পিতা বলিয়া বিখ্যাত। ইনি একজন ধর্ম্মশীল মহীপতি। মুনিগণের প্রতি ইনি যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইনি দীর্ঘায়ু ও উত্তম আরোগ্যলাভের অধিকারী হইলেন। ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

সান্ত্বয়িত্বা চ রাজানং ততো ব্রহ্মবিদাং বরাঃ ।।
সত্রমারেভিরে কর্ত্তুং যথাবদ্ধর্মভূতয়ে।
বভূব সত্রং তত্তেষাং বহ্বাশ্চর্য্যং মহাত্মনাম্ ।।
বিশ্বং সিসৃক্ষমাণিনং পুরা বিশ্বসৃজামিব।
বৈখানসৈঃ প্রিয়সখৈর্ব্বালখিল্যৈর্মরীচিকৈঃ ।।
অন্যৈশ্চ মুনিভির্জুষ্টং সূর্য্যবৈশ্বানর প্রভৈঃ।
পিতৃদেব পুসরঃসিদ্ধৈর্গন্ধর্ব্বৈ রগচারণৈঃ ।।
সম্ভারৈস্তু শুভৈর্জুষ্টং তৈরেবেন্দ্রসদো যথা।
স্তোত্রশস্ত্রগ্রহৈর্দেবান পিতৄন্ পিত্র্যেশ্চ কর্ম্মভিঃ
আনর্চ্চুশ্চ যথাজাতি গন্ধর্ব্বাদীন্ যথাবিধি।
আরাধয়িতুমিচ্ছন্তস্ততঃ কর্ম্মান্তরেষ্বথ ।। ৩০
জগুঃ সামানি গন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
ব্যাজহ্রু মুনয়ো বাচং চিত্রাক্ষরপদাং শুভাম্ ।।
মন্ত্রাদি তত্ত্ববিদ্বাংসো জগদুশ্চ পরস্পরম্।
বিতণ্ডাবচনৈশ্চৈকে নিজঘ্নুঃ প্রতিবাদিনঃ ।।
ঋষয়স্তত্র বিদ্বাংসঃ সাংখ্যার্থন্যায়কোবিদাঃ।
ন তত্র দুরিতং কিঞ্চিদ্বিদধুর্ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ।। ৩৩
ন চ যজ্ঞহনো দৈত্যা ন চ যজ্ঞমুষোঽসুরাঃ।
প্রায়শ্চিত্তং দু রষ্টং বা ন তত্র সমজায়ত ।। ৩৪
শক্তি প্রজ্ঞা ক্রিয়াযোগৈর্বিধিরাসীৎ স্বনুষ্ঠিতঃ।
এবং বিতেনিরে সত্রং দ্বাদশাব্দং মনীষিণঃ।
ভৃগ্বাদ্যা ঋষয়ো ধীরা জ্যোতিষ্টোমান্ পৃথক্।
পৃথক।
চক্রিরে পৃষ্ঠগমনানং সর্ব্বানযুতদক্ষিণান্ ।। ৩৬
সমাপ্তযজ্ঞাস্তে সর্ব্বে বায়ুমেব মহাধিপম্।
পপ্রচ্ছুরমিতাত্মানং ভবদ্ভির্যদহং দ্বিজাঃ ।। ৩৭
প্রণোদিতশ্চ বংশার্থং স চ তানব্রবীৎ প্রভুঃ।

পুরাকালে বিশ্বসৃষ্টি-সমুৎসুক বিশ্বস্রষ্টাদিগের ন্যায় সেই সকল নৈমিষেয় মহাত্মা মুনিগণের যজ্ঞ অত্যন্ত আশ্চর্য্যকর হইয়াছিল। সেই যজ্ঞে বৈখানসগণ, প্রিয়সখ বালখিল্যগণ, মরীচিকগণ, সূর্য্য ও বৈশ্বানরপ্রভ অন্যান্য মুনিগণ এবং পিতৃ, দেব, অপ্সরা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও চারণগণ আগমন করিয়াছিলেন। এত উত্তম উত্তম দ্রব্য-সম্ভার সে যজ্ঞে সমাহৃত হইয়াছিল যে, উহা ইন্দ্রসভার ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। মুনিগণ স্তোত্র ও মন্ত্রাদি দ্বারা দেবগণকে এবং পিত্র্য কার্য্যসমূহ দ্বারা পিতৃপুরুষদিগকে অর্চ্চনা করিলেন। গন্ধর্ব্বাদি অভ্যাগতগণ যথাবিধি অর্চ্চিত হইলেন। অনন্তর কর্ম্মাবসানে যজ্ঞে সমাগত দেব-ঋষিদিগকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য গন্ধর্ব্বগণ সাম গান করিতে লাগিল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। মুনিগণ পরস্পর বিচিত্র পদবিন্যাসে শুভ বাক্যে আলাপ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রাদিতত্ত্বে অভিজ্ঞ দ্বিজগণ পরস্পর মন্ত্রার্থবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক বিতণ্ডাবাদী লোক প্রতিবাদীকে কূটতর্কে পরাস্ত করিতে লাগিল। তথায় বহু বিজ্ঞ সাংখ্যার্থ ও ন্যায়কোবিদ ঋষি ছিলেন। তাঁহারাও পরস্পর শাস্ত্রার্থবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মঘাতী রাক্ষসেরা, যজ্ঞঘাতী দৈত্যেরা বা যজ্ঞচোর অসুরেরা সে যজ্ঞের কোনই বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিল না। অথবা কোন প্রায়শ্চিত্ত বা যজ্ঞদোষ তাহাতে ঘটিল না। ২০-৩৪। ঋষিগণের প্রভাব, প্রতিপত্তি, প্রজ্ঞা ও ক্রিয়াযোগ দ্বারা ঐ যজ্ঞবিধি অতি সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মনীষী মুনিগণ এইরূপে তখন দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ সমাধা করেন। ভৃগুপ্রভৃতি ধীরচেতা ঋষিগণ তথায় পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই সমস্ত যজ্ঞেই অযুত সংখ্যক দক্ষিণা প্রদত্ত হইয়াছিল। যজ্ঞ সমাপ্ত হইবার পর ঋষিগণ সকলেই মহাপ্রভাব অমিতাত্মা বায়ুর নিকট পুরাণপ্রশ্ন করেন হে দ্বিজগণ! আমাকে আপনারা যে প্রশ্ন করিয়াছেন, সেই ঋষিরাও বায়ুর নিকট এই প্রশ্নই উত্থাপন করেন। বংশবিবরণ বর্ণন করিবার জন্য ঋষিগণ কর্ত্তৃক

শস্যঃ স্বয়ম্ভুবো দেবঃ সর্ব্বপ্রত্যক্ষদৃক্‌বশী।। ৩৮
অণিমাদিভিরষ্টাভিরৈশ্বর্য্যৈর্যঃ সমন্বিতঃ।
তির্য্যগ্‌যোন্যাদিভির্ধর্ম্মৈঃ সর্ব্বলোকান্ বিভর্ত্তি যঃ
সপ্তস্কন্ধাদিকং শশ্বৎ প্রবহতে যোজনান্তরঃ।
বিষয়ে নিয়তা যস্য সংস্থিতাঃ সপ্তকা গণাঃ।।
ব্যূহাংস্ত্রয়াণাং ভূতানাং কুর্ব্বন্ যশ্চ মহাবলঃ।
তেজসশ্চাপ্যুপঘাতানং দধাতীমং শরীরিণাম্।।
প্রাণাদ্যা বৃত্তয়ঃ পঞ্চ করণানাঞ্চ বৃত্তিভিঃ।
প্রের্য্যমাণাঃ শরীরাণাং কুর্ব্বতে যাস্ত ধারণম্।।
আকাশযোনের্হি গুণঃ শব্দস্পর্শসমন্বিতঃ।
তৈজসপ্রকৃতিশ্চোক্তোহপ্যয়ং ভাবো মনীষিভিঃ
তত্রাভিমানী ভগবান্ বায়ুশ্চাতিক্রিয়াত্মকঃ।
বাতারণিঃ সমাখ্যাতঃ শব্দশাস্ত্রবিশারদঃ।। ৪৪
ভারত্যা শ্লক্ষ্ণয়া সর্ব্বান্ মুনীন প্রহ্লাদয়ন্নিব।
পুরাণজ্ঞঃ সুমনসঃ পুরাণাশ্রয়যুক্তয়াঃ।। ৪৫
ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে দ্বাদশবার্ষিক সত্রনিরূপণং
নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়।। ২ ।।

প্রণোদিত হইয়া বায়ু তাঁহাদিগকে পুরাণকথা বলিতে আরম্ভ করেন। এই বায়ুদেব স্বয়ম্ভুর শিষ্য, ইনি সর্ব্বদর্শী, জিতেন্দ্রিয় ও অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যে সমন্বিত। ইনি তির্য্যক্‌যোনি প্রভৃতির সমুচিত ধর্ম্মানুসারে এই সমস্ত লোক ধারণ করিয়া থাকেন। ইনি এক এক যোজনান্তর সপ্ত সপ্ত গণে বিভক্ত হইয়া নিত্য প্রবহমান। ইঁহার বিষয়ে নিয়ত গণসপ্তক অবস্থিত। এই মহাবল বায়ু ভূতত্রয়ের সঙ্ঘাত বিধান করেন। ইনি তেজের উত্তাপ হরণ ও শরীরীদিগকে পালন করেন। এই বায়ুই প্রাণাদি পঞ্চবৃত্তিস্বরূপ; ইনিই ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া শরীরীদিগকে ধারণ করিয়া থাকেন। এই বায়ুই আকাশযোনি, ইঁহার গুণ শব্দ ও স্পর্শান্বিত। মনীষিগণ ইঁহাকে তৈজসপ্রকৃতি বলিয়াও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। বাতারণি আখ্যায় অভিহিত শব্দশাস্ত্রবিশারদ পুরাণজ্ঞ এ হেন অতিক্রিয়াত্মক ভগবান বায়ু সুমধুর পৌরাণিক বাক্যে সমস্ত নৈমিষীয় মুনিদিগকে যেন আহ্লাদিত ও মুদিতচিত্ত করিয়াই পুরাণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ৩৮-৪৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

মহেশ্বরায়োত্তমবীর্য্যকর্ম্মণে
সুরর্ষভায়ামিতবুদ্ধিতেজসে।
সহস্রসূর্য্যানলবর্চ্চসে নমঃ
ত্রিলোকসংহাররবিসৃষ্টয়ে নমঃ।। ১
প্রজাপতীঁল্লোকনমস্কৃতাংস্তথা
স্বয়ম্ভুরুদ্রপ্রভৃতীন্ মহেশ্বরান্।
ভৃগুং মরীচিং পরমেষ্ঠিনং মনুং
রজস্তমোধর্ম্মমথাপি কশ্যপম্।। ২
বশিষ্ঠদক্ষাত্রিপুলস্ত্যকর্দ্দমান্
রুচিং বিবস্বন্তমথাপি চ ক্রতুম্।
মুনিং তথৈবাঙ্গিরসং প্রজাপতিং
প্রণম্য মূর্দ্ধা পুলহঞ্চ ভাবতঃ।। ৩
তথৈব চাক্রোধনমেকবিংশতিং
প্রজাবিবৃদ্ধ্যার্পিতকার্য্যশাসনম্।
পুরাতনানপ্সরসাংশ্চ শাশ্বতাং
স্তথৈব চান্যান্ সগণানবস্থিতান্।। ৪
মনূংশ্চ সর্ব্বানখিলানবস্থিতাং
স্তথৈব চান্যানপি ধৈর্য্যশোভিনঃ।

তৃতীয় অধ্যায়

সূত বলিলেন, — সহস্র সূর্য্য ও অনল তুল্য তেজস্বী, অমিতবুদ্ধি, মহাবীর্য্য, মহাকর্ম্মা, ত্রিলোকসংহর্ত্তা, সুরশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরকে নমস্কার। লোকনমস্কৃত প্রজাপতিগণ, স্বয়ম্ভু রুদ্র প্রভৃতি ঈশ্বরগণ, ভৃগু, মরীচি, পরমেষ্ঠী, মনু, রজস্তমোধর্ম্মা কশ্যপ, বশিষ্ঠ, দক্ষ, অত্রি, পুলস্ত্য, কর্দ্দম, রুচি, বিবস্বান, ক্রতু, অঙ্গিরামুনি, পুলহ,

মুনীন্ বৃহস্পত্যুশনঃপুরোগমাং
স্তপঃশুভাচারঋষীন্ দয়ান্বিতান্।। ৫
প্রণম্য বক্ষ্যে কলিপাপনাশিনীং
প্রজাপতেঃ সৃষ্টিমিমামনুত্তমাম্।
সুরেশদেবর্ষিগণৈরলঙ্কৃতাং
শুভামতুল্যামমদামৃষাথয়াম্। ৬
প্রজাপতীনামপি চোম্বণার্চ্চিবাং
বিশুদ্ধবাগবুদ্ধি শরীরতেজসাম্।
তপোভৃতাং ব্রহ্মদিনাদিকালিকীং
প্রভূতমাবিষ্কৃতপৌরুষশ্রিয়ম্। ৭
শ্রুতৌ স্মৃতৌ চ প্রসৃতামুদাহৃতাং
পরাং পরাণামনিলপ্রকীর্ত্তিতাম্।
সমাসবন্ধৈর্নিখতৈর্যথাতথং
বিশব্দনেনাপি মনঃ প্রহর্ষিণীম্।। ৮
যস্যাঞ্চ বদ্ধা প্রথমা প্রবৃত্তিঃ
প্রাধানিকী চেশ্বরকারিতা চ।
যত্তৎ স্মৃতং কারণমপ্রমেয়ং
ব্রহ্ম প্রধানং প্রকৃতিপ্রসূতি।। ৯
আত্মা গুহাযোনিপ্রথাপি চক্ষুঃ
ক্ষেত্রং তথৈবামৃতমক্ষরঞ্চ।
শুক্রং তপঃ সত্ত্বমতিপ্রকাশং
তস্মাদ্ধি নিত্যং পুরুষং দ্বিতীয়ম্।। ১০

তমপ্রমেয়ং পুরুষেণ যুক্তং
স্বয়ম্ভুবা লোকপিতামহেন।
উৎপাদকত্বাদ্রজসোহি তস্মাৎ
কালস্য যোগান্নিয়মাবশেষ্ট।। ১১
ক্ষেত্রজ্ঞযুক্তান্ নিয়তান্ বিকারা
ল্লোকস্য সম্মানবিবৃদ্ধিহেতুন।
প্রকৃত্যবস্থা সুষুবে তথাষ্টৌ
সঙ্কল্পমাত্রেণ মহেশ্বরস্য। ১২
দেবাসুরাগ্নিক্রমসাগরাণাং
গন্ধর্ব্বযক্ষোরগমানুষণাম্।
মনু প্রজেশর্ষিপিতৃদ্বিজানাং
পিশাচযক্ষোরগরাক্ষসানাম্।। ১৩
তারাগ্রহার্কর্ক্ষ নিশাচরাণাং
মার্সর্ত্তুসংবৎসররাত্র্যহানাম্।
দিক্কালযোগাদিযুগায়নানাং
বনৌষধীনামপি বীরুধাঞ্চ।। ১৪
জলৌকসমাপ্সর সাং পশূনাং
বিদ্যুৎসরিন্মেঘবিহঙ্গমানাম্।
যৎসূক্ষ্মগং যদ্ভুবি বস্তিরংস্থং
যৎস্থাবরং যত্র যদস্তি কিঞ্চিৎ।। ১৫

অপরাপর প্রজাবর্দ্ধন কর্ম্মাসক্ত পুরাতন মুনিগণ, এবং ধৈর্য্যশালী বৃহস্পতি ও শুক্রাদি তপঃসম্পন্ন দয়ালু ঋষিগণকে ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক কলিপাপ-নাশক বায়ুপ্রোক্ত উত্তম পুরাণ কীর্ত্তন করিতেছি। ইহা সুরেশ-দেবর্ষিগণের মনোহর বিবরণে অলঙ্কৃত এবং শুভ জনক, অতুলনীয় প্রজাপতির অত্যুত্তম সৃষ্টি। মহাতেজা প্রজাপতিগণের তপস্যা, পৌরুষ ও সমৃদ্ধি বিবরণে পরিপূর্ণ, এই মহাপুরাণে শ্রুতি ও স্মৃতির রহস্যতত্ত্ব নিহিত; অপিচ ইহা শ্রুতিমধুর শব্দবিন্যাস ও সমাসবন্ধে মনোরম। ইহাতে প্রকৃতি-পুরুষকৃত প্রথম সৃষ্টি-বিবরণ বিশেষরূপেই বর্ণিত। ১-৮। অপ্রমেয়, সর্ব্বকারণ, প্রকৃতি প্রকাশক, গুহাযোনি, জ্ঞানময়, ক্ষেত্রস্বরূপ, অমৃত, অক্ষর, শুক্র, তপঃ, সত্ত্ব, স্বপ্রকাশ, এবং ব্যষ্টি ভাবে দ্বিতীয় পুরুষরূপ, পরব্রহ্ম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার অন্তরে নিরন্তর বর্ত্তমান। উৎপাদকত্ব, রজোগুণ-বাহুল্য, ও লয়স্থানত্ব নিবন্ধন কালযোগে তাঁহা হইতে লোকসন্তানকর ক্ষেত্রজ্ঞ-সমন্বিত বিকার নিয়ত উদ্ভূত হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রেই প্রকৃতি-দেবী অষ্টবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন; তাহা হইতে সৃষ্টিকর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। দেব, অসুর, অগ্নি, দ্রুম, সাগর, মনু, প্রজাপতি, ঋষি, পিতৃ, দ্বিজ, পিশাচ, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস, তারা, গ্রহগণ, সূর্য্য, নক্ষত্র, নিশাচর, মাস, ঋতু, সংবৎসর, রাত্রি, দিবা, দিক্, কাল, যোগ, যুগ, অয়ন, বন, ওষধি, লতা, জলৌক, অপ্সরা, পশু, বিদ্যুৎ, সরিৎ, মেঘ, বিহঙ্গ, ইত্যাদি স্থূল সূক্ষ্ম, স্থাবর

সর্ব্বস্য তস্যাস্তি গতিবিভক্তি-
র্যা ব্রহ্মণো যাবদিয়ং প্রসূতিঃ।
ছন্দাংসি বেদাঃ সঋচো যজূংষি
সামানি সোমশ্চ তথৈব যজ্ঞঃ।
আজীব্যমেবাং যদভীপ্সিতঞ্চ
দেবস্য তস্যৈব চ বৈ প্রজানাম্। ১৬
বৈবস্বতস্যাস্য মনোঃ পুরস্তাৎ
সম্ভূতিরুক্তা প্রসবশ্চ তেষাম্।। ১৭
যেষামিদং পুণ্যকৃতাং প্রসূত্যা
লোকত্রয়ং লোকনমস্কৃতানাম্।
সুকেশদেবর্ষিমনুপ্রধান-
মাপূরিতং চোপরিভূষিতঞ্চ।। ১৮
রুদ্রস্য শাপাৎ পুনরুদ্ভবশ্চ
দক্ষস্য চাপ্যত্র মনুষ্যলোকে।
বাসঃ ক্ষিতৌ বা নিয়মান্তকস্য
দক্ষস্য চাত্র প্রতিশাপলাভঃ।। ১৯
মন্বন্তরাণাং পরিবর্ত্তনানি
যুগেষু সম্ভূতিবিকল্পনঞ্চ।
ঋষিত্বমার্য্যস্য চ সম্প্রবৃত্তি-
র্যথা যুগাদিম্বপি চেন্তথাত্র।। ২০

যে দ্বাপরেষু প্রথয়ন্তি বেদান্
ব্যাসাশ্চ তেহত্র ক্রমশো নিবদ্ধাঃ।
কল্পস্য সংখ্যা ভুবনস্য সংখ্যা
ব্রাহ্মস্য চাপ্যত্র দিনস্য সংখ্যা। ২১
অণ্ডোদ্ভিদ্‌স্বেদজরায়ুজানাং
ধর্ম্মাত্মনাং স্বর্গনিবাসিনাং বা।
যে যাতনাস্থানগতাশ্চ জীবা-
স্তর্কেণ তেষামপি চ প্রমাণম্।। ২২
আত্যন্তিকঃ প্রাকৃতকশ্চ যোহয়ং
নৈমিত্তিকশ্চ প্রতিসর্গহেতুঃ।
বন্ধশ্চ মোক্ষশ্চ বিশিষ্য তত্র
প্রোক্তা চ সংসারগতিঃ পরা চ।। ২৩
প্রকৃত্যবস্থেষু চ কারণেষু
যা চ স্থিতির্যা চ পুনঃ প্রবৃত্তিঃ।
তচ্ছাস্ত্রযুক্ত্যা স্বমতিপ্রযত্নাৎ
সমস্তমাবিষ্কৃতধীধৃতিভ্যঃ।
বিপ্রা ঋষিভ্যঃ সমুদাহৃতং যদ্-
যথাতথং তচ্ছৃণুতোচ্যমানম্।।
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে প্রক্রিয়াপাদে
সৃষ্টিপ্রকরণং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।। ৩।।

বর, যেখানে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ গোচর পদার্থ আছে, তৎসমস্তই সেই প্রকৃতি-দেবীর স্থিতি গতি-পরিণতি দ্বারা সমাক্রান্ত, ছন্দ, বেদ, ঋক্, যজু, সাম, ও সোম-যজ্ঞাদি বিবিধ জীবিকা-বিবরণ সহ ব্রহ্মসৃষ্ট জগতের সম্পূর্ণ বিবরণ এই মহাপুরাণে বর্ণিত। ৯ - ১১। ইহাতে প্রথমতঃ বৈবস্বত মনুর উৎপত্তি ও তদীয় সৃষ্টি বিবরণ আছে। অনন্তর যাঁহাদিগের সন্ততিগণ দ্বারা এই লোকত্রয় পরিপূরিত ও বিভূষিত হইয়াছে, সেই সমস্ত দেব, ঋষি ও মনু প্রভৃতি প্রতিভা শালী লোক নমস্কৃত পুণ্যাত্মাদিগের বৃত্তান্ত ইহাতে নিবদ্ধ হইয়াছে, অতঃপর রুদ্রশাপে দক্ষের এই নরলোকে পুনরুৎপত্তি, ভবদেবের নিয়ম সহকারে ক্ষিতিতলে বাস, এবং দক্ষ হইতে প্রতিশাপ প্রাপ্তি, মন্বন্তর পরিবর্ত্তন, যুগে যুগে উৎপত্তি ভেদ, ঋষিত্ব, এবং যুগানুসারে আর্যধর্মের যেমন যেমন পরিবর্ত্ত ঘটে, তদ্বিবরণ, আর দ্বাপরযুগে যাহা ব্যাস হইয়া বেদ বিস্তার করেন, তাঁহাদিগের ক্রম বিবরণও এই বায়ুপুরাণে বর্ণিত। কল্পসংখ্যা, ভুবনসংখ্যা, ব্রাহ্ম দিনের সংখ্যা, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ ও জরায়ুজদিগের বিবরণ, যাঁহারা স্বর্গবাসী, যাঁহারা ধর্ম্মাত্মা, যাঁহারা নরকগত জীব, তাঁহাদিগের প্রমাণ ও যুক্তিযুক্ত বৃত্তান্ত; আত্যন্তিক, প্রাকৃতিক, ও নৈমিত্তিক প্রলয় এবং বন্ধ, মোক্ষ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ তত্ত্ববার্ত্তা এই বায়ু পুরাণে পরিব্যক্ত প্রকৃতি গত কারণসমূহের স্থিতিপ্রবৃত্তি যেমন যেমন হইয়া থাকে, ধৃতি-বুদ্ধি-সম্পন্ন ঋষিগণ যাহা যেমন বলিয়া থাকেন, আমি সযত্নে শাস্ত্রযুক্তি সহকারে

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ঋষিয়স্তু ততঃ শ্রুত্বা নৈমিষারণ্যবাসিনঃ।
প্রত্যুচুস্তে ততঃ সর্ব্বে সূতং পর্য্যাকুলেক্ষণাঃ
ভবান বৈ বংশকুশলো ব্যাসাৎ প্রত্যক্ষদর্শিবান
তস্মাত্বং ভবনং কৃৎস্নং লোকস্যামুষ্য বর্ণয়।। ২
যস্য যস্যান্বয়া যে যে তাংস্তানিচ্ছাম বেদিতুম্
তেষাং পূর্ব্ববিসৃষ্টিঞ্চ বিচিত্রাং তাং প্রজাপতেঃ
অসকৃৎ পরিপৃষ্টনৈর্মহাত্মা লোমহর্ষণঃ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ কথয়ামাস সত্তমঃ।। ৪

লোমহর্ষণ উবাচ।

পুষ্টাকৈতাং কথাং দিব্যাং শ্লক্ষ্ণাং পাপ-
প্রণাশিনীম্।
কথ্যমানাং ময়া চিত্রাং বহ্বর্থাং শ্রুতিসম্মতাম্।
যশ্চেমাং ধারয়ে নিত্যং শৃণুয়াদ্বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
শ্রবয়েচ্চাপি বিপ্রেভ্যো যতিভ্যশ্চ বিশেষতঃ
শুচিঃ পর্ব্বসু যুক্তাত্মা তীর্থেষ্বায়তনেষু চ।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতি স পুরাণানুকীর্ত্তনাৎ।। ৭
স্ববংশধারণং কৃত্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে।
বিস্তারাবয়বং তেষাং যথাশব্দং যথাশ্রুতম্।। ৮
কীর্ত্ত্যমানং নিবোধধ্বং সর্ব্বেষাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্।
ধন্যং যশস্যং শত্রুঘ্নং স্বর্গমায়ুর্বিবর্দ্ধনম ।।৯
কীর্ত্তনং স্থিরকীর্ত্তীনাং সর্ব্বেষাং পুণ্যকারিণাম্
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশ্যানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।। ১০
মঙ্গলেভ্যোঽপি হি যঃ মঙ্গলঃ শুচিভ্যো নিয়তঃ।
শুচিঃ।।১১
পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি মারুতং বেদসম্মিতম্।
প্রবোধঃ প্রলয়শ্চৈব স্থিতিরুৎপত্তিরেব চ।। ১২
প্রক্রিয়া প্রথমঃ পাদঃ কথ্যবস্তুপরিগ্রহঃ।
উপোদ্ঘাতোঽনুষঙ্গশ্চ উপসংহার এব চ।। ১৩

যথামতি তৎসমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি। হে বিপ্রগণ। আপনারা শ্রবণ করুন। ১৭-২৪।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩

চতুর্থ অধ্যায়

নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণ এই বিবরণ শ্রবণে বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে পুনরায় সূতকে বলিলেন,— আপনি ব্যাসের নিকট প্রত্যক্ষ দর্শনের ন্যায় সমস্ত জগতত্ত্ব সম্যক্ অবগত আছেন; অতএব এই লোক সকলের উৎপত্তি-বিবরণ বর্ণন করুন। যে যে বংশে যাহার যাহার জন্ম, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে আমাদিগের বাসনা। প্রজাপতি প্রথমে যে আর্যসৃষ্টি বিস্তার করেন, উহা অতি বিচিত্র, সেই সমস্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। মহাত্মা লোমহর্ষণ, সেই মুনিগণ কর্ত্তৃক বারম্বার এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া যথাক্রমে সবিস্তরে সমস্ত সৃষ্টিবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। সূত কহিলেন,— হে মুনিগণ। আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত এই দিব্য মনোহর পাপনাশক বিচিত্র শ্রুতিসম্মত, অনেকার্থযুক্ত সৃষ্টি-বৃত্তান্ত আমি বলিতেছি। যে মানব, পর্ব্বদিনে শুচি ও সংযতভাবে তীর্থে বা দেবালয়ে এই পুরাণাখ্যান আলোচনা করে, কিম্বা নিরন্তর শ্রবণ করে, অথবা বিপ্রদিগকে বিশেষতঃ যতিগণকে শ্রবণ করায়, সে দীর্ঘায়ু হয় — স্ববংশ বিবরণ অভ্যাস করিলে স্বর্গে সম্মানিত হয়। যাহা হউক আমি সেই সমস্ত স্থিরকীর্ত্তি পুণ্যাত্মাদিগের কীর্ত্তিকথা যথাশ্রুত কীর্ত্তন করিতেছি। ইহা ধন্য, যশস্য, আয়ুষ্য, শত্রুনাশক, স্বর্গপ্রাপক ও কীর্ত্তিবর্দ্ধক। আপনারা অবধান সহকারে শ্রবণ করুন। ১-১০। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, ও বংশজাত জনগণের বিবরণ, এই পাঁচটি পুরাণের লক্ষণ। সমস্ত মঙ্গলসাধন অপেক্ষা যাহা মঙ্গল, সমস্ত শুচি অপেক্ষা যাহা শুচি, আমি সেই বেদসম মহনীয় বায়ুপুরাণ বলিতেছি। প্রবোধ, প্রলয়, স্থিতি, উৎপত্তি — এই চতুর্ব্বিধ বিবরণ-সম্বলিত প্রক্রিয়া, অনুষঙ্গ, উপোদ্ঘাত ও উপসংহার,— এই চারি ভাগে

ধর্ম্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
এবং হি পাদাশ্চত্বারঃ সমাসাৎ কীর্ত্তিতা ময়া।।
বক্ষ্যাম্যেতান্ পুনস্তাংস্তু বিস্তরেণ যথাক্রমম্।
তস্মৈ হিরণ্যগর্ভায় পুরুষায়েশ্বরায় চ।। ১৫
অজায় প্রথমায়ৈব বিশিষ্টায় প্রজাবিনে।
ব্রহ্মণে লোকতন্ত্রায় নমস্কৃত্বা স্বয়ম্ভুবে।। ১৬
মহদাদ্যং বিশেষান্তং সবৈরূপ্যং সলক্ষণম্।
পঞ্চপ্রমাণং ষট্স্রোতং পুরুষাধিষ্ঠিতং নুতম্।। ১৭
অসংশয়াৎ প্রবক্ষ্যামি ভূতসর্গমনুত্তমম্।
অব্যক্তং কারণং যত্তু নিত্যং সদসদাত্মকম্।। ১৮
প্রধানং প্রকৃতিঞ্চৈব যমাহুস্তত্ত্বচিন্তকাঃ।
গন্ধবর্ণরসৈর্হীনং শব্দস্পর্শবিবর্জ্জিতম্।। ১৯
অজাতং ধ্রুবমক্ষয্যং নিত্যং স্বাত্মন্যবস্থিতম্।
জগদ্যোনিং মহদ্ভূতং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।। ২০
বিগ্রহং সর্ব্বভূতানামব্যক্তমভবৎ কিল।
অনাদ্যন্তমজং সূক্ষ্মং ত্রিগুণং প্রভবাপ্যয়ম্।।
অসাম্প্রতমবিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত।
তস্যাত্মনা সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তমাসীত্তমোময়ম্।। ২২

গুণসাম্যে তদা তস্মিন গুণভাবে তমোময়ে।
সর্গকালে প্রধানস্য ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতস্য বৈ।। ২৩
গুণভাবাদ্ব্যজ্যমানো মহান্ প্রাদুর্ব্বভূব হ।
সূক্ষ্মেণ মহতা সোঽথ অব্যক্তেন সম বৃতঃ।। ২৪
সত্ত্বোদ্রিক্তো মহানগ্রে সত্ত্বমাত্রং প্রকাশকম্।
মনো মহাংস্ত বিজ্ঞেয়ো মনস্তৎকারণং স্মৃতম্।।
লিঙ্গমাত্রসমুৎপন্নং ক্ষেত্রজ্ঞা ধষ্ঠিতস্তু সঃ।
ধর্ম্মাদীনাং তু রূপাণি লোকতত্ত্বার্থহেতবঃ । ২৬
মহাংস্তু সৃষ্টিং কুরুতে চোদ্যমানঃ সিসৃক্ষয়া।
মনো মহান্মতির্ব্রহ্মা পূর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।। ২৭
প্রজ্ঞা চিতিঃ স্মৃতিঃ সংবিদ্বিপুরং চোচ্যতে বুধৈঃ
মনুতে সর্ব্বভূতানাং যস্মাচ্চেষ্টাফলং বিভুঃ।।২৮
সূক্ষ্মত্বেন বিবৃত্তানাং তেন তন্মন উচ্যতে।
তত্ত্বানামগ্রজো যস্মান্মহাংশ্চ পরিমাণতঃ।
শেষেভ্যোঽপি গুণেভ্যোঽসৌ মহানিতি
ততঃ স্মৃতঃ।
বিভর্ত্তি মানং মনুতে বিভাগং মন্যতেঽপি চ।।
পুরুষোপভোগসম্বন্ধাত্তেন চাসৌ মতিঃ স্মৃতঃ।

এই মহাপুরাণ বিভক্ত . ধর্ম্ম্য, যশস্য, আয়ুষ্য ও পাপ নাশক এই পাদচতুষ্টয়ের কথা সংক্ষেপে কহিলাম। পুনরায় বিস্তারক্রমে এ সকল বৃত্তান্ত বলিব। অজ, প্রথম, বিশিষ্ট পুরুষ, লোকতন্ত্রপ্রবর্ত্তক, ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ, স্বয়ম্ভু প্রজাপতি ব্রহ্মাকে নমস্কারপূর্ব্বক মহত্তত্ত্বাবিধি বিশেষ তত্ত্বান্ত, সবিকার, পুরুষাধিষ্ঠিত, পঞ্চ প্রমাণ ষট্স্রোত বিবরণ ও লক্ষণ সহ পুরুষাধিষ্ঠিত প্রশংসনীয় ভূতসর্গ আমি নিঃসংসয়রূপে বলিতেছি। নিত্য সদসদাত্মক যে অব্যক্ত কারণকে তত্ত্বচিন্তকগণ প্রধান প্রকৃতি বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে সেই ব্রহ্মই ছিলেন, অপর কিছুই ছিল না। সেই ব্রহ্ম,— গন্ধ-বর্ণ-রসহীন, শব্দস্পর্শাদি বর্জ্জিত, অজাত, স্থিতিশীল, অক্ষয়, নিত্য আত্মস্থ, জগদ্যোনি, সনাতন, সর্ব্বভূতের মূলস্বরূপ, অব্যক্ত, অনাদি, অনন্ত, সূক্ষ্ম, ত্রিগুণ, সৃষ্টি-সংহারময়, অবিজ্ঞেয়, অসীম ও সকলের পরবর্ত্তী। তাঁহার দ্বারা এই সমস্তই ব্যাপ্ত ও তমোময় ছিল ১১-২২। সৃষ্টির পূর্ব্বকালে প্রকৃতির গুণসমূহ সমভাবেই ছিল। পরে ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে গুণবৈষম্য হেতু মহান প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি সূক্ষ্ম অব্যক্ত দ্বারা সম্যক্‌রূপে আবৃত। ঐ মহান সত্ত্বগুণ-বহুল। উহা হইতে সত্ত্বমাত্রের প্রকাশ হইয়া থাকে। মহানই নানারূপে পরিণত হইয়াছে; মহানই মনের কারণ। ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত সেই মহান লিঙ্গমাত্র, ধর্ম্মাদি লোকতত্ত্বসমূহের উঁহাই হেতু। সৃষ্টিবাসনায় প্রেরিত হইয়া মহানই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মন মতি, ব্রহ্মা, পুরবুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, চিতি, স্মৃতি, সংবিদ, বিপুর,— মহানেরই এই সমস্ত নাম। সেই বিভু পরিবর্ত্তনশীল সর্ব্বভূতের চেষ্টাফলসমূহ সূক্ষ্মরূপে সাধন করেন বলিয়া তাঁহাকে মন বলা যায়। তিনি তত্ত্বসমূহের অগ্রজ এবং পরিমাণে অপরাপর গুণবিকার অপেক্ষা মহান; তজ্জন্য তাঁহাকে মহান বলে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সলিলাশ্রয়ে থাকিয়া ভাবসমূহের বৃহৎ

বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ ভাবানাং সলিলাশ্রয়াৎ।।৩৭
যস্মাদ্‌বৃংহয়তে ভাবান্ ব্রহ্মা তেন নিরুচ্যতে।
আপূরয়িত্বা যস্মাচ্চ কৃৎস্নান্ দেহাননুগ্রহৈঃ।।
তত্ত্বভাবাংশ্চ নিয়তাংস্তেন পুরিতি চোচ্যতে।
বুধ্যতে পুরুষশ্চাত্র সর্ব্বভাবান হিতাহিতান্।।
যস্মাদ্‌বোধয়তে চৈব তেন বুদ্ধির্নিরুচ্যতে।
খ্যাতিঃ প্রত্যুপভোগশ্চ যস্মাৎ সংবর্ত্ততে ততঃ।
ভোগস্য জ্ঞাননিষ্ঠত্বাত্তেন খ্যাতিরিতি স্মৃতঃ।।
খ্যায়তে তদ্‌গুণৈর্বাপি নামাদিভিরনেকশঃ।।
তস্মাচ্চ মহতঃ সংজ্ঞা খ্যাতিরিত্যভিধীয়তে।।
সাক্ষাৎসর্ব্বং বিজানাতি মহাত্মা তেন চেশ্বরঃ
তস্মাজ্জাতা গ্রহাশ্চৈব প্রজ্ঞা তেন স উচ্যতে
জ্ঞানাদীনি চ রূপাণি ক্রতুকর্ম্মফলানি চ।
চিনোতি যস্মাদ্ভোগার্থং তেনাসৌ চিতিরুচ্যতে
বর্ত্তমানান্যতীতানি তথা চানাগতান্যপি।
স্মরতে সর্ব্বকার্য্যাণি তেনাসৌ স্মৃতিরুচ্যতে।।
কৃৎস্নঞ্চ বিন্দতে জ্ঞানং তস্মান্মাহাত্ম্যমুচ্যতে ।।
তস্মাদ্বিদের্বিদেশ্চৈব সংবিদিত্যভিধীয়তে।
বিদ্যতে স চ সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বং তস্মিংশ্চ বিদ্যতে
তস্মাৎ সংবিদিতি প্রোক্তো মহান্ বৈ বুদ্ধিমত্তরৈঃ
জ্ঞানস্তু জ্ঞানমিত্যাহ ভগবান্ জ্ঞানসন্নিধিঃ।। ৪১
দ্বন্দ্বানাং বিপুরীভাবাদ্বিপুরং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
সর্ব্বেশত্বাচ্চ লোকানামবশ্যত্ব তথেশ্বরঃ।। ৪২
বৃহত্ত্বাচ্চ স্মৃতো ব্রহ্মা ভূতত্বাদ্ভব উচ্যতে
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিজ্ঞানাদেকত্বাচ্চ স কঃ স্মৃতঃ।।
যস্মাৎ পুর্য্যনুশেতে চ তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে।
নোৎপাদিতত্বাৎ পূর্ব্বত্বাৎ স্বয়ম্ভূরিতি চোচ্যতে
পর্য্যায়বাচকৈঃ শব্দৈস্তত্ত্বমাদ্যমনুত্তমম্।
ব্যাখ্যাতং তত্ত্বভাবজ্ঞৈরেবং সদ্ভাবচিন্তকৈঃ। ৪৫
মহান্ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানঃ সিসৃক্ষয়া।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ তস্য বৃত্তিদ্বয়ং স্মৃতম্।। ৪৬

অর্থাৎ পুষ্টিবিধান করেন; এজন্য ইহাঁকে ব্রহ্মা বলে। তত্ত্বভাবাত্মক জীবসমূহ ইহাঁরই কৃপায় নিয়ত পরিপূরিত হয় বলিয়া ইহাঁকে পুর বলে। পুরুষ সকল ইহাঁকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত হিতাহিত বুঝে, আর ইনিই সকলকে বুঝাইয়া থাকেন, এজন্য ইহাঁকে বুদ্ধি বলা যায়। খ্যাতি এবং জ্ঞাননিষ্ঠ ভোগসমূহ ইহাঁ হইতে প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া ইনি খ্যাতিপদবাচ্য। অথবা ইনি গুণগণ দ্বারা নানাবিধ নাম রূপাদি যোগে খ্যাতিসম্পন্ন হয়েন বলিয়া ইহাঁকে খ্যাতি বলে। সেই মহাত্মা ঈশ্বর সাক্ষাৎ রূপে সমস্ত জানিয়া থাকেন, আর তাঁহা হইতেই গ্রহসমূহ জন্মিয়াছে। এই নিমিত্ত তাঁহাকে প্রজ্ঞা বলা যায়। ২৩-৩৬। ভোগহেতু নিখিল জ্ঞানগম্য বিষয়, ক্রতু ও কর্ম্মফলসমূহ সঞ্চয় করেন বলিয়া তাঁহাকে চিতি শক্তি বলে। অতীত অনাগত বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ কার্য্যস্মরণ করেন বলিয়া ইহাঁকে স্মৃতি বলা যায়। সমগ্র জ্ঞানের আধার বলিয়া ইহাঁকে সংবিদ্ বলে; বিদ্ বা বিন্দ ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন। তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সমস্ত প্রপঞ্চও তাঁহাতেই বিদ্যমান, এজন্য মহানকে বুদ্ধিমান জনগণ সংবিদ্ বলেন। সেই জ্ঞাননিধি ভগবান সমগ্র জ্ঞানময় বলিয়া জ্ঞান-পদবাচ্য। দ্বন্দ্বসমূহ বিপুর অর্থাৎ বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন, সেই মহান সর্ব্বদ্বন্দ্বের আশ্রয় বলিয়া বিপুর শব্দে খ্যাত। তিনি সকলের নিয়ন্তা বলিয়া ঈশ্বর। বৃহত্ত্ব হেতু তিনি ব্রহ্মা, সর্ব্বভূতরূপী বলিয়া ভব। আর ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া প্রজাপতি পদ-বাচ্য। অব্যক্ত পুরে নিরন্তর শয়ন করেন বলিয়া তিনি পুরুষ, তিনি কাহারও উৎপাদিত নহেন, অপিচ তিনি সকলেরই পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বয়ম্ভু পদবাচ্য সদ্ভাব-চিন্তক তত্ত্বজ্ঞগণ এই সকল পর্য্যায়বাচক শব্দ দ্বারা সেই আদ্য তত্ত্বের গূঢ়তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন; এই মহানই প্রকৃতির সৃষ্টিবাসনাবশে বিকারাত্মক সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত করেন, সঙ্কল্প এবং অধ্যবসায় এই দুইটি

ধর্ম্মাদীনি চ রূপাণি লোকতত্ত্বার্থহেতবঃ।
ত্রিগুণস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সত্ত্বরাজসতামসঃ।। ৪৭
ত্রিগুণস্তু রজসো ত্রিকাদহঙ্কারস্ততোঽভবৎ।
মহতা চাবৃতঃ সর্গো ভূতাদিবিকৃতস্তু সঃ।। ৪৮
তস্মাচ্চ তমসোঽভিত্রিকাদহঙ্কারাদজায়ত।
ভূততন্মাত্রসর্গস্তু ভূতাদিস্তামসস্তু সঃ।।৪৯
ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দমাত্রং সসর্জ্জ হ।
আকাশং শুষিরং তস্মাদুৎপন্নং শব্দলক্ষণম্ ।৫০
আকাশং শব্দমাত্রন্তু ভূতাদিশ্চাবৃণোৎ পুনঃ।
শব্দমাত্রং তদাকাশং স্পর্শমাত্রং সসর্জ্জ হ। ৫১
বলবান জায়তে বায়ুঃ স বৈ স্পর্শগুণো মতঃ।
আকাশং শব্দমাত্রন্তু স্পর্শমাত্রং সমাবৃণোৎ ।৫২
বায়ুশ্চাপি বিকুর্ব্বাণো রূপমাত্রং সসর্জ্জ হ।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে বায়োস্তদ্রূপগুণমুচ্যতে।।
স্পর্শমাত্রস্তু বৈ বায়ো রূপমাত্র সমবিণোৎ।
জ্যোতিশ্চাপি বিকুর্ব্বাণং রসমাত্রং সসর্জ্জ হ।।
সম্ভবন্তি ততো হ্যাপঃ শশ্চাত্ত বৈ রসাত্মিকাঃ
রসমাত্রাস্তুতা হ্যাপো রূপমাত্রাভিরাবৃণোৎ।।
আপো রসান্ বিকুর্ব্বত্যো গন্ধমাত্রং সসর্জ্জিরে
সঙ্ঘাতো জায়তে তস্মাত্তস্য গন্ধো গুণঃ স্মৃতঃ
রসমাত্রস্তু তত্তোয়ং গন্ধমাত্রং সমাবৃণোৎ।
তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রা তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা
অবিশেষবাচকত্বাদবিশেষাস্ততঃ স্মৃতাঃ।
অশান্তঘোরমূঢ়ত্বাদবিশেষাস্ততঃ পুনঃ । ৫৮
ভূততন্মাত্রসর্গোঽয়ং বিজ্ঞেয়স্তু পরস্পরাৎ।
বৈকারিকাদহঙ্কারাৎ সত্ত্বোদ্রিক্তাত্তু সাত্ত্বকাৎ।।
বৈকারিকঃ স সর্গস্তু যুগপৎসম্প্রবর্ত্ততে।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যপি।। ৬০
সাধকানীন্দ্রিয়াণি স্যুর্দেবা বৈকারিকা দশ।
একাদশং মনস্তত্র দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ ।
শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী
শব্দাদীনামবাপ্ত্যর্থং বুদ্ধিযুক্তানি লক্ষ্যতে। ৬২
পাদৌ পায়ুরুপস্থশ্চ হস্তৌ বাগ্দশমী ভবেৎ।
গতির্বিসর্গো হ্যানন্দঃ শিল্পং বাক্যঞ্চ কর্ম্ম চ।
আকাশং শব্দমাত্রঞ্চ স্পর্শমাত্রং সমাবিশৎ।

ইহাঁর বৃত্তি। লোক-তত্ত্বার্থহেতু ধর্ম্মাদি সমস্তই ইহাঁর রূপ। ইনি সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণময়। এই গুণত্রয় মধ্যে রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলে ইহাঁ হইতে অহঙ্কার জন্মে। এই অহঙ্কার মহান দ্বারা সম্যক্ আবৃত তমঃপ্রধান অহঙ্কার বিকৃত হইয়া ভূততন্মাত্রের সৃষ্টি করে; এ নিমিত্ত ইহাকে ভূতাদি বলে। এই ভূতাদি বিকৃত হইয়া শব্দতন্মাত্র সৃষ্টি করে; ইহা হইতেই শব্দগুণ যুক্ত আকাশের উৎপত্তি। আকাশ ছিদ্রযুক্ত। উক্ত আকাশকে ভূতাদি আবৃত করে, পরে শব্দ তন্মাত্রাত্মক আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্রাত্মক বায়ু সৃষ্ট হয়। বায়ু— বলবান্ ও স্পর্শগুণাত্মক ঐ বায়ুকে শব্দতন্মাত্রাত্মক আকাশ আবরণ করে। বায়ু বিকারপ্রাপ্ত হইয়া রূপতন্মাত্র জ্যোতিঃ সৃষ্টি করে, উহার গুণ-রূপ। ঐ জ্যোতিঃপদার্থকে স্পর্শতন্মাত্রাত্মক বায়ু আবরণ করে। জ্যোতিঃ বিকৃত হইয়া রসতন্মাত্রাত্মক জল সৃষ্টি করে; সেই জল রূপতন্মাত্রাত্মক জ্যোতি দ্বারা সমাবৃত হয়। সেই জল বিকৃত হইয়া গন্ধতন্মাত্রাত্মক সঙ্ঘাত উৎপাদন করে। উহা গন্ধগুণাত্মক। রসতন্মাত্রাত্মক জল সেই গন্ধগুণাত্মক সঙ্ঘাতকে আবৃত করে। সেই সেই পদার্থে অল্পমাত্রায় থাকে বলিয়া তন্মাত্রা বলা যায়। ইহাদিগের বিশেষ বাচক অপর কিছু নাই; এজন্য ইহাদিগকে অবিশেষ বলে। আর ইহারা শান্ত, ঘোর বা মূঢ় নহে বলিয়াও অবিশেষ পদ-বাচ্য। ৩৭-৫৮। ভূততন্মাত্র সৃষ্টির বিবরণ এই বলিলাম। বৈকারিক ও সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে যুগপৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সৃষ্টি হয়। ইন্দ্রিয়নিচয় পুরুষব্যাপার-সাধক; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতা দশটী; ইহারা বৈকারিক। মন একাদশ ইন্দ্রিয়। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা— বুদ্ধিযুক্ত এই পাঁচটি শব্দাদি বিষয়বোধক। পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত, বাক্য,— এই পাঁচটী দ্বারা যথাক্রমে গতি,

দ্বিগুণস্তু ততো বায়ুঃ শব্দস্পর্শাত্মকোঽভবৎ।।
রূপং তথৈব বিশতঃ শব্দস্পর্শগুণাবুভৌ
ত্রিগুণস্তু ততস্ত্বাগ্নিঃ স শব্দস্পর্শরূপবান্।। ৬৫
স শব্দস্পর্শরূপশ্চ রসমাত্রং সমাবিশৎ।
তস্মাচ্চতুর্গুণা হ্যাপো বিজ্ঞেয়াস্তু রসাত্মকাঃ।
সশব্দস্পর্শরূপেষু গন্ধস্তেষু সমাবিশৎ।
সংযুক্তা গন্ধমাত্রেণ আচিন্বন্তো মহীমিমাম্। ৬৭
তস্মাৎ পঞ্চগুণ ভূমঃ স্থূলভূতেষু দৃশ্যতে।
শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতাঃ
পরস্পরানুপ্রবেশাদ্ধারয়ন্তি পরস্পরম্।
ভূমেরন্তস্ত্বিদং সর্ব্বং লোকালোকমনাবৃতম্। ৬৯
বিশেষা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যা নিয়তত্বাচ্চ তে স্মৃতাঃ।
গুণং পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য প্রাপ্নুবন্ত্যুত্তরোত্তরম্। ৭০

মলত্যাগ, আনন্দ, শিল্প, বাক্য ও কর্ম্ম সাধন হয়। শব্দতন্মাত্রাত্মক আকাশ স্পর্শতন্মাত্রাত্মক বায়ুতে প্রবেশ করে বলিয়া বায়ু— শব্দ ও স্পর্শ এই উভয় গুণযুত। শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটী গুণ, রূপে প্রবিষ্ট হয় বলিয়া তেজঃ — শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই ত্রিগুণাত্মক। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ইহারা রসতন্মাত্রে অনুপ্রবিষ্ট হয় বলিয়া জল — শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, —এই চতুর্গুণযুক্ত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, — ইহারা গন্ধতন্মাত্রে অনুপ্রবিষ্ট হয় বলিয়া গন্ধতন্মাত্রাত্মক সঙ্ঘাত-শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ — এই পঞ্চ গুণাত্মক। এই সঙ্ঘাতই পৃথিবীরূপে পরিণত হয়। স্থূল ভূতমধ্যে পৃথিবীই পঞ্চগুণযুক্ত দৃষ্ট হয়। ইহারা শান্ত, ঘোর ও মূঢ় লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া ইহাদিগকে বিশেষ বলা যায়। ইহারা পরস্পর পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পরস্পরকে ধারণ করিয়া থাকে। ভূমি মধ্যে ইহারা লোকলোচনের অগোচরভাবে গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়াও ইহাদিগকে বিশেষ বলা যায়। ইহাদিগের পরপর ভূতসকল পূর্ব্বপূর্ব্ব ভূতের গুণসকল প্রাপ্ত হয়;

তেষাং যাবচ্চ যদ্যচ্চ তত্তত্তাবদ্‌গুণং স্মৃতম্।
উপলভ্য গুচের্গন্ধং কেচিদ্বায়োরনৈপুণাৎ।। ৭১
পৃথিব্যামেব তদ্বিদ্যাদেবাং বায়োশ্চ সংশ্রয়াৎ।
এতে সপ্ত মহাবীর্য্যা নানাভূতাঃ পৃথক্ পৃথক্
নাশক্নুবন প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ।
তে সমেত্য মহাত্ম নো হ্য ন্যান্যস্যৈব সংশ্রয়াৎ
পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ অব্যক্তানুগ্রহেণ চ।
মহদাদয়ো বিশেষান্তা অণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে। ৭৪
এককালং সমুৎপন্নং জলবুদ্‌বুদবচ্চ তৎ।
বিশেষেভ্যোঽণ্ডম ভবদ্বৃহত্তদুদকে যৎ।। ৭৫
তস্মিন্ কার্য্যকরণং সংসিদ্ধং ব্রহ্মণস্তদা।
প্রাকৃতেঽণ্ডে বিবুদ্ধে সন ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ
স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্ত্তা চ ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত। ৭৭
হিরণ্যগর্ভঃ সোঽগ্রেঽস্মিন্ প্রাদুর্ভূতশ্চতুর্মুখঃ।
সর্গে চ প্রতিসর্গে চ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ।।
করণৈঃ সহ সৃজ্যন্তে প্রত্যাহারে ত্যজন্তি চ।

সুতরাং পরস্পরের তারতম্যে ইহাদিগের গুণেরও তারতম্য ঘটে। নৈপুণ্য রহিত কোনও ব্যক্তি বিশুদ্ধ বায়ুর গন্ধ উপলব্ধ করিয়া বায়ুরও গন্ধগুণ আছে, এরূপ মনে করিতে পারে বটে; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, উক্ত বায়ুর যে গন্ধ উপলব্ধ হয়, উহা তৎসংসৃষ্ট পৃথিবীরই গুণ; বায়ুর গুণ নহে। মহান অবধি বিশেষ পর্য্যন্ত এই সপ্ত মহাবীর্য্য ভূত পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়া প্রজা-সৃষ্টি করিতে পারে না; পরে সকলে মিলিত হইয়া পরস্পরের আশ্রয়ে পুরুষাধিষ্ঠিত অব্যক্তের অনুগ্রহে একটি অণ্ড উৎপাদন করে। সেই বিশেষ পদার্থ হইতে এককালে উৎপন্ন জলবদ্বুদ্‌বৎ বৃহৎ অণ্ডটী ব্রহ্মার কার্য্য-কারণ রূপ জলমধ্যে অবস্থিত। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সেই অণ্ডমধ্যে ব্রহ্মা হইয়া রহিলেন। ইনিই প্রথম শরীরধারী ইহাঁকেই পুরুষ বলে ইনিই আদিকর্ত্তা, হিরণ্যগর্ভ, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। সকল সৃষ্টিতেই এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে

তজ্জন্তে চ পুনর্দেহানসমাহারসন্ধিষু।। ৭৯
হিরণ্ময়স্তু যো মেরুস্তস্যোহং তস্মহাত্মনঃ।
গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ জরায়ুণ্যস্থীনি পর্ব্বতাঃ।।৮০
তস্মিন্নণ্ডে ইমে লোকা অন্তর্ভূতাস্তু সপ্ত বৈ।
সপ্তদ্বীপা চ পৃথিবী সমুদ্রৈঃ সহ সপ্তভিঃ। ৮১
পর্ব্বতৈঃ সুমহদ্ভিশ্চ নদীভিশ্চ সহস্রশঃ।
অন্তস্তস্মিংস্ত্বিমে লোকা অন্তর্বিশ্বমিদং জগৎ।।
চন্দ্রাদিত্যৌ সনক্ষত্রৌ সগ্রহৌ সহ বায়ুনা।
লোকালোকঞ্চ যৎকিঞ্চিচ্চাণ্ডে তস্মিন্ সমর্পিতম্
অদ্ভির্দশগুণাভিস্তু বাহ্যতোহণ্ডং সমাবৃতম্।
আপো দশগুণা হ্যেবং তেজসা বাহ্যতো বৃতাঃ
তেজো দশগুণেনৈব বাহ্যতো বায়ুনাবৃতম্।
বায়ুর্দশগুণেনৈব বাহ্যতো নভসাবৃতঃ *।। ৮৫
আকাশেনাবৃতো বায়ুঃ খঞ্চ ভূতাদিনাবৃতম্।
ভূতাদির্মহতা চাপি অব্যক্তেনাবৃতো মহান্।।
এতৈরাবরণৈরণ্ডং সপ্তভিঃ প্রাকৃতৈর্বৃতম্।
এতাশ্চাবৃত্য চান্যোন্যমষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ স্থিতাঃ।
প্রসর্গকালে স্থিত্বা চ গ্রসন্ত্যেতাঃ পরস্পরম্।
এবং পরস্পরোৎপন্না ধারয়ন্তি পরস্পরম্।। ৮৮
আধারাধেয়ভাবেন বিকারাশ্চ বিকারিষু।
অব্যক্তং ক্ষেত্রমুদ্দিষ্টং ব্রহ্মা ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে।।
ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতস্তু সঃ।
অবুদ্ধিপূর্ব্বং প্রাগাসীৎ প্রাদুর্ভূতা তড়িদ্যথা।। ৯০
এতদ্ধিরণ্যগর্ভস্য জন্ম যো বেদ তত্ত্বতঃ
আয়ুষ্মান কীর্ত্তিমান্ ধন্যঃ প্রজাবাংশ্চ ভবত্যুত
নিবৃত্তিকামোঽপি নরঃ শুদ্ধাত্মা লভতে গতিম্
পুরাণশ্রবণান্নিত্যং সুখঞ্চ ক্ষেমমাপ্নুয়াৎ ।। ৯২

ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে সৃষ্টিপ্রকরণকথনং
নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪।।

ব্রহ্মা বলে। ইনি ইন্দ্রিয় সহ সমস্ত সৃষ্টি করেন, আবার সংহার কালে সৃষ্টি হইতে বিরত হয়েন। পুনঃসৃষ্টি জন্য দেহ ভজন করেন। হিরণ্ময় মেরু, সেই মহাত্মার জরায়ু, সমুদ্র সকল গর্ভোদক, পর্ব্বতনিচয় তাঁহার অস্থি স্থানীয়। ৫৯-৮০

সেই অণ্ড মধ্যে এই সপ্ত লোক অবস্থিত সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র ও সুমহান পর্ব্বতসমূহ সহ পৃথিবীও তাহারই মধ্যে বিরাজিত। সেই অণ্ড মধ্যেই এই সমগ্র জগৎ বর্ত্তমান। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রমণ্ডল, গ্রহ, বায়ু, ইত্যাদি প্রত্যক্ষগোচর যাহা কিছু সমস্তই সেই অণ্ডমধ্যে অবস্থিত। দশগুণ জল দ্বারা সেই অণ্ড, বহির্ভাগে আবৃত; সেই জল দশগুণ তেজ দ্বারা বহির্ভাগে আবৃত; সেই তেজ দশগুণ বায়ু দ্বারা বহির্ভাগে আবৃত; সেই বায়ু দশগুণ আকাশ দ্বারা বহির্ভাগে আবৃত; সেই আকাশ ভূতাদি দ্বারা, ভূতাদি মহানের দ্বারা আর মহান্ অব্যক্ত দ্বারা সমাবৃত। এই সপ্ত প্রাকৃত আবরণে সেই অণ্ড আবৃত। এই অষ্টবিধ প্রকৃতি পরস্পর পরস্পরকে আবৃত করিয়া বর্ত্তমান। লয়কালে ইহারা পরস্পর পরস্পরকে গ্রাস করিয়া থাকে। ইহারা পরস্পর উৎপন্ন হইয়া পরস্পরকে আধারাধেয় ভাবে ধারণ করে। এই বিকারসমূহের অব্যক্তই ক্ষেত্র এবং ব্রহ্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত এই প্রাকৃত সৃষ্টি, মহেশ্বরের বুদ্ধিপূর্ব্বক হয় নাই; পরন্তু তড়িৎপ্রকাশের ন্যায় সহসা প্রকটিত হইয়াছিল। হিরণ্যগর্ভের এই জন্ম বিবরণ যথাযথ অবগত হইলে মানব আয়ুষ্মান, কীর্ত্তিমান্ ও প্রজাবান্ হয়। আর নিষ্কাম নর এই পুরাণশ্রবণে শুদ্ধাত্মা হইয়া নিত্য সুখ ও ক্ষেম প্রাপ্ত হইয়া অন্তে সদ্গতি লাভ করে। ৮১-৯২।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।। ৪ ।।

* ইদমর্দ্ধং ক্বচিন্নাস্তি।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

লোমহর্ষণ উবাচ

যদিসৃষ্টেস্তু সংখ্যাতং ময়া কালান্তরং দ্বিজাঃ।
এতৎকালান্তরং জ্ঞেয়মহর্বৈ পারমেশ্বরম্।। ১
রাত্রিশ্চৈতাবতী জ্ঞেয়া পরমেশস্য কৃৎস্নশঃ।
অহস্তস্য তু যা সৃষ্টিঃ প্রলয়ো রাত্রিরুচ্যতে। ২
অহশ্চ বিদ্যতে তস্য ন রাত্রিরিতি ধারণা।
উপচারঃ প্রক্রিয়তে লোকানাং হিতকাম্যয়া।।
প্রজাঃ প্রজানাং পতয় ঋষয়ো মুনিভিঃ সহ।
ঋষীনং সনৎকুমারাখ্যান্ ব্রহ্মসাযুজ্যগৈঃ সহ। ৪
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ মহাভূতানি পঞ্চ চ।
তন্মাত্রা ইন্দ্রিয়গণো বুদ্ধিশ্চ মনসা সহ ৫
অহস্তিষ্ঠন্তি তে সর্ব্বে পরমেশস্য ধীমতঃ।
অহরন্তে প্রলীয়ন্তে রাত্র্যন্তে বিশ্বসম্ভবঃ।। ৬
স্বাত্মন্যবস্থিতে সত্ত্বে বিকারে প্রতিসংহৃতে
সাধর্ম্মেণাবতিষ্ঠেতে প্রধানপুরুষাবুভৌ।। ৭
তমঃসত্ত্বগুণাবেতৌ সমত্বেন ব্যবস্থিতৌ।
অপ্রোদ্রিক্তৌ প্রসূতৌ চ তৌ তথা চ পরস্পরম্
গুণসাম্যে লয়ো জ্ঞেয়ো বৈষম্যে সৃষ্টিরুচ্যতে
তিলেষু বা যথা তৈলং ঘৃতং পয়সি বা স্থিতম্
তথা তমসি সত্ত্বে চ রজোঽব্যক্তাশ্রিতং স্থিতম্
উপাস্য রজনীং কৃৎস্নাং পরাং মাহেশ্বরীং তদা
অহর্মুখে প্রবৃত্তে চ পরঃ প্রকৃতিসম্ভবঃ।
ক্ষোভয়ামাস যোগেন পরেণ পরমেশ্বরঃ।। ১১
প্রধানং পুরুষঞ্চৈব প্রবিশ্যাশু মহেশ্বরঃ।
প্রধানাৎ ক্ষোভ্যমাণাত্তু রজো বৈ সমবর্ত্তত।। ১২
রজঃপ্রবর্ত্তকং তত্র বীজেষপি যথা জলম্।
গুণবৈষম্যমাসাদ্য প্রসূয়ন্তে হ্যধিষ্ঠিতাঃ। ১৩
গুণেভ্যঃ ক্ষোভ্যমাণেভ্যস্ত্রয়ো দেবা বিজজ্ঞিরে
আশ্রিতাঃ পরমা গুহ্যাঃ সর্ব্বাত্মানঃ শরীরিণঃ।।
রজো ব্রহ্মা তমো হ্যগ্নিঃ সত্ত্বং বিষ্ণুরজায়ত।
রজঃপ্রকাশকো ব্রহ্মা সৃষ্টত্বেন ব্যবস্থিতঃ।। ১৫
তমঃপ্রকাশকোঽগ্নিস্তু কালত্বেন ব্যবস্থিতঃ।

পঞ্চম অধ্যায়

লোমহর্ষণ কহিলেন, — হে দ্বিজগণ! আমি যে পূর্ব্বে সৃষ্টি বর্ণন প্রসঙ্গে কালান্তরের উল্লেখ করিয়াছি, সেই কালান্তর, পরমেশ্বরের একটি দিনমাত্র। তাঁহার রাত্রির পরিমাণও এতত্তুল্য। সৃষ্টিকাল তাঁহার দিন, আর প্রলয়কাল তাঁহার রাত্রি। তাঁহার কেবল দিনই আছে, রাত্রি নাই, এ ধারণা লোকহিত-কামনায় উপচার করা হয় মাত্র প্রজাপতি, প্রজা, ঋষি, মুনি, সনৎ কুমারাদি ব্রহ্মর্ষি, ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত অপরাপর ব্যক্তিগণ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়বিষয় পঞ্চ মহাভূত, তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয়বর্গ, বুদ্ধি, মন,— এ সমস্ত সেই পরমেশ্বরের দিবাভাগেই বিদ্যমান থাকে; দিবাবসানে সমস্তই লয়প্রাপ্ত হয়। আবার রাত্রির অবসানে এই বিশ্বের উৎপত্তি হয়. বিকার সকল প্রতিসংহৃত হইলে সত্ত্ব আত্মাবস্থিত হয়, প্রকৃত ও পুরুষ উভয়ে তখন সাধর্ম্ম্যযুক্ত হইয়া অবস্থান করেন তখন তম ও সত্ত্বগুণ পরস্পর সমভাবে অবস্থান করে। ইহারা উদ্রিক্ত হইয়াই সৃষ্টির কারণ হয় গুণের সমতা হইলেই লয় হয়, আর বৈষম্য কালে সৃষ্টি প্রবর্তিত হয়। তিলের মধ্যে যেমন তৈল থাকে, কিম্বা দুগ্ধের মধ্যে যেমন ঘৃত থাকে, তদ্রূপ অব্যক্তাশ্রিত রজোগুণ সেই সত্ত্ব ও তমোগুণের মধ্যে অবস্থান করে। সেই মাহেশ্বরী পরা রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রকৃতিস্থ পুরুষরূপী পরমেশ্বর দিবাভাগে পরম যোগ দ্বারা প্রকৃতি দেবীকে ক্ষোভিত করেন ১-১১। প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইলে রজঃ প্রবর্তিত হয়. জল যেমন বীজের প্রবর্তক, তেমনি রজোগুণ সমস্ত ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক। গুণ-বৈষম্য অবলম্বন করিয়াই অধিষ্ঠিত ক্ষেত্রজ্ঞ সকল প্রসূত হইয়া থাকে। গুণক্ষোভ হইতেই তিন দেবতার উৎপত্তি; ইঁহারা সর্বজীব আশ্রয় করিয়া বর্তমান রজঃ ব্রহ্মা, তমঃ অগ্নিঃ, সত্ত্ব বিষ্ণু। রজঃ প্রকাশক ব্রহ্মা, স্রষ্টরূপে, তমঃপ্রকাশক অগ্নি

সত্ত্বপ্রকাশকো বিষ্ণুরৌদাসীন্যে ব্যবস্থিতঃ।
এত এব ত্রয়ো লোকা এত এব ত্রয়ো গুণাঃ।
এত এব ত্রয়ো বেদা এত এব ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।। ১৭
পরস্পরাশ্রিতা হ্যেতে পরস্পরমনুব্রতাঃ
পরস্পরেণ বর্ত্তন্তে ধারয়ন্তি পরস্পরম্।। ১৮
অন্যোন্যমিথুনা হ্যেতে হ্যন্যোন্যমুপজীবিনঃ।
ক্ষণং বিয়োগো ন হ্যেষাং ন ত্যজন্তি পরস্পরম্।
ঈশ্বরো হি পরো দেবো বিষ্ণুস্তু মহতঃ পরঃ।
ব্রহ্মা তু রজসোদ্রিক্তঃ সর্গায়েহ প্রবৃত্ততে।
পরশ্চ পুরুষো জ্ঞেয়ঃ প্রকৃতি পরাস্মৃতা।। ২০

অধিষ্ঠিতোঽসৌ হি মহেশ্বরেণ
প্রবর্ত্ততে চোদ্যমানঃ সমন্তাৎ।
অনুপ্রবর্ত্তন্তি মহান্তমেব
চিরস্থিতাঃ যে বিষয়ে প্রিয়ত্বাৎ।। ২১

প্রধানং গুণবৈষম্যাৎ সর্গকালে প্রবর্ত্ততে।
ঈশ্বরাধিষ্ঠিতাৎ পূর্ব্বং তস্মাৎ সদসদাত্মকাৎ।।
ব্রহ্মা বুদ্ধিশ্চ মিথুনং যুগপৎ সম্বভূবতুঃ।
তস্মাত্তমোঽব্যক্তময়ঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ
সংসিদ্ধঃ কার্য্যকরণৈর্ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত।। ২৩
তেজসা প্রথমো ধীমানব্যক্তঃ সম্প্রকাশতে।
স বৈ শরীরী প্রথমঃ কারণত্বে ব্যবস্থিতঃ।। ২৪
অপ্রতীঘেন জ্ঞানেন ঐশ্বর্য্যেণ চ সোঽন্বিতঃ।
ধর্ম্মেণ চাপ্রতীঘেন বৈরাগ্যেণ সমন্বিতঃ।। ২৫
তস্যেশ্বরস্যাপ্রতিঘং জ্ঞানং বৈরাগ্যলক্ষণম্।।২৬
ধর্ম্মৈশ্বর্য্যকৃতা বুদ্ধির্ব্রাহ্মী জজ্ঞেঽভিমানিনঃ
অব্যক্তাজ্জায়তে চাস্য মনসা চ যদিচ্ছতি।। ২৭
বশীকৃতত্বাত্ত্রৈগুণ্যাৎ সুরেশত্বাৎ স্বভাবতঃ।
চতুর্ম্মুখস্তু ব্রহ্মত্বে কালত্বে চান্তকোঽভবৎ।।২৮
সহস্রমূর্দ্ধা পুরুষস্তিস্রোঽবস্থাঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
সত্ত্বং রজশ্চ ব্রহ্মত্বে কালত্বে চ রজস্তমঃ।। ২৯
সাত্ত্বিকং পুরুষত্বে চ গুণবৃত্তিঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
লোকান্ সৃজতি ব্রহ্মত্বে কালত্বে সাস্তক্ষপত্যপি
পুরুষত্বে হ্যদাসীনস্তিস্রোঽবস্থাঃ প্রজাপতেঃ।

কালরূপে, এবং সত্ত্ব প্রকাশক বিষ্ণু উদাসীন রূপে অবস্থিত। ইঁহারাই তিন লোক, ইঁহারাই তিন গুণ, ইঁহারাই তিন বেদ এবং ইঁহারাই তিন অগ্নি। ইঁহারা পরস্পর আশ্রিত, পরস্পর অনুরক্ত, পরস্পরের সাহায্যেই বর্ত্তমান এবং পরস্পর পরস্পরকে ধারণ করিয়া অবস্থিত। ইঁহারা পরস্পর সংসক্ত হইয়া পরস্পরকেই উপজীব্য করিয়া থাকেন। ইঁহাঁ দিগের ক্ষণমাত্রও পরস্পরে বিয়োগ হয় না; কদাচ ইঁহারা পরস্পরকে পরিত্যাগ করেন না। ঈশ্বর — পর দেব। বিষ্ণু — মহানের পরবর্ত্তী। রজোগুণাধিক ব্রহ্মা এই জগতের সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত। পুরুষ— পর, - আর প্রকৃতি পরাপদবাচ্য। মহেশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতি সেই মহেশ্বরেরই প্রেরণায় সৃষ্টিরূপে প্রবৃত্ত হয়েন। মহানের অন্তর্গত ক্ষেত্রজ্ঞসমূহ সুখাভিলাষে সেই মহানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় ঈশ্বরাধিষ্ঠিত সদসদাত্মক প্রকৃতির গুণবৈষম্য হয়; তখন ব্রহ্মা ও বুদ্ধি — যুগপৎ এই মিথুন উদ্ভূত হয়। এই তমোময় প্রপঞ্চে ব্যক্তরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ ব্রহ্মপদ-বাচ্য। ইঁনি কার্য্যকারণ সমষ্টি স্বরূপ এই অব্যক্তরূপী ধীমান্ ব্রহ্মাই সর্ব্বপ্রথমে তেজ দ্বারা ব্যক্ত হয়েন। সর্ব্বকারণ স্বরূপ ব্রহ্মাই প্রথম শরীরধারী। ইঁনি অনন্তজ্ঞানের, অসীম ঐশ্বর্য্যের, অশেষধর্ম্মের ও অপ্রমি বৈরাগ্যের আধার ১২-২৫। সেই ঈশ্বরের জ্ঞান ও বৈরাগ্যের পরিসীমা নাই। অভিমানী ব্রহ্মার ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্য সংপৃক্ত ব্রাহ্মী বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। ইঁনি স্বভাবতঃ বশীকরণশক্তিশালী, গুণপরিণামসাধক ও সুরগণেরও ঈশ্বর; এজন্য ইঁনি — যাহা যাহা কামনা করেন, তৎসমস্তই অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইঁনি স্রষ্টরূপে চতুর্ম্মুখ, কালরূপে অন্তক এবং বিষ্ণুরূপে সহস্রশীর্ষা পুরুষ। স্বয়ম্ভুর এই ত্রিবিধ অবস্থা উক্ত হইল। ব্রহ্মা ব্রহ্মারূপে সত্ত্ব ও রজঃ, কালরূপে রজঃ ও তমঃ এবং পুরুষরূপে সত্ত্ব গুণকে আশ্রয় করেন। স্বয়ম্ভুর গুণবৃত্তি এই প্রকার। ব্রহ্মারূপে লোকসকল সৃজন করেন, কালরূপে সমস্ত সংহার করেন, আর

ব্রহ্মা কমলগর্ভাভঃ কালো জাত্যাঞ্জন প্রভঃ।
পুরুষঃ পুণ্ডরীকাভো রূপং তৎপরমাত্মনঃ।
যোগেশ্বরঃ শরীরাণি করোতি বিকরোতি চ।।
নানাকৃতিক্রিয়ারূপনামবৃত্তিঃ স্বলীলয়া।
ত্রিধা যদ্বর্ত্ততে লোকে তস্মাত্রিগুণ উচ্যতে।
চতুর্দ্ধা প্রবিভক্তত্বাচ্চতুর্ব্যূহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
যদাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ং প্রতি।। ৩৪
তচ্চাস্য সততং ভাবস্তস্মাদাত্মা নিরুচ্যতে
ঋষিঃ সর্ব্বগতত্বাচ্চ শরীরাদ্ যাত্যয়ং প্রভুঃ।। ৩৫
স্বামিত্বমস্য তৎসর্ব্বং বিষ্ণুঃ সর্ব্বপ্রবেশনাৎ।
ভগবান্ ভগসদ্ভাবাদ্রাগো রাগস্য শাসনাৎ।।
পরশ্চ তু প্রকৃষ্টত্বাদবনাদোমিতি স্মৃতঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ববিজ্ঞানাৎ সর্ব্বঃ সর্ব্বং যতস্ততঃ।। ৩৭
নরাণাময়নং যস্মাত্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
ত্রিধা বিভজ্য চাত্মানং ত্রৈলোক্যং সম্প্রবর্ত্ততে
সৃজতে গ্রসতে চৈব বীক্ষতে চত্রিভিস্তু যৎ।
অগ্রে হিরণ্যগর্ভঃ স প্রাদুর্ভূতশ্চতুর্মুখঃ।। ৩৯
আদিত্বাচ্চাদিদেবোহসাবজাতত্বাদজঃ স্মৃতঃ
পাতি যস্মাৎ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাপতিরতঃ স্মৃতঃ
দেবেষু চ মহান্ দেবো মহাদেবস্ততঃ স্মৃতঃ;
সর্ব্বেশত্বাচ্চ লোকানামবশ্যত্বাত্তথেশ্বরঃ।। ৪১
বৃহত্বাচ্চ স্মৃতো ব্রহ্মা ভূতত্বাদ্ভূত উচ্যতে।
ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রবিজ্ঞানাদ্বিভুঃ সর্ব্বগতো যতঃ।
যস্মাৎ পুর্য্যনুশেতে চ তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে
নোৎপাদিতত্বাৎ পূর্ব্বত্বাৎ স্বয়ম্ভূরিতি স স্মৃতঃ
ইজ্যত্বাদুচ্যতে যজ্ঞঃ কাবর্বিক্রান্তদর্শনাৎ।
ক্রমণঃ ক্রমণীয়ত্বাদ্বর্ণকস্যাভিপালনাৎ।। ৪৪

পুরুষরূপে উদাসীন থাকেন। প্রজাপতির এই ত্রিবিধ অবস্থা। ব্রহ্মা পদ্মগর্ভাভ, কাল নীলাঞ্জনসম, আর পুরুষ শ্বেতকমলপ্রভ। পরমাত্মার এই রূপ উক্ত হইল। সেই যোগেশ্বর, নিজ লীলানুসারে বিবিধ নাম, রূপ, আকৃতি ও বৃত্তিসম্পন্ন শরীর ধারণ করেন, আবার তাহার সংহারও করেন। লোকসমূহে তিন প্রকারে বর্ত্তমান বলিয়া ইঁহাকে ত্রিগুণ এবং চারিভাগে বিভক্ত বলিয়া চতুর্মূর্ত্তি বলা যায়। ইনি যাহা প্রাপ্ত হয়েন, যাহা আদান অর্থাৎ গ্রহণ করেন, যাহা অদন অর্থাৎ ভক্ষণ করেন, তৎসমস্তই ইঁহার নিত্য ভাব, এ জন্য ইঁহাকে আত্মা বলে। ইনি সর্ব্ব ভূতের অন্তর্গত বলিয়া ঋষিপদে উক্ত হয়েন। সর্ব্ব শরীর হইতেই লয়কালে ইনি প্রয়াণ করেন, সর্ব্বভূতেই ইঁহার স্বামিত্ব বিদ্যমান, আর সর্ব্বভূত ব্যাপিয়া ইনি বিরাজিত; এ নিমিত্ত ইঁহাকে বিষ্ণু বলে। ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি ইঁহার নিয়ত বিদ্যমান বলিয়া ইঁহাকে ভগবান আর রাগ সমস্তের শাসন করেন বলিয়া ইনি পর আর অবন অর্থাৎ রক্ষা করেন বলিয়া ইনি ওঁ শব্দ-বাচ্য। সমস্ত বিজ্ঞানবিশিষ্ট বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ আর ইনিই সর্ব্ব পদার্থরূপে পরিণত হইয়াছেন বলিয়া ইঁহাকে সর্ব্ব বলা যায়। ইনি নরগণের অয়ন অর্থাৎ গম্যস্থান বলিয়া নারায়ণ ইনি আপনাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া ত্রৈলোক্যে সেই রূপত্রয় দ্বারা সৃজন, সংহরণ ও উদাসীনভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। এই চতুর্ম্মুখ হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বাগ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ইনি সকলের আদি বলিয়া আদিদেব এবং ইঁহার জন্ম নাই বলিয়া ইনি অজ-পদবাচ্য। ২৬-৪০। ইনি প্রজাসমূহ পালন করেন বলিয়া প্রজাপতি এবং সর্ব্ব দেবগণ মধ্যে মহান্ বলিয়া মহাদেব নামে বিখ্যাত। ইনি সকলের ঈশ্বর এবং কাহারও বশ্য নহেন, আর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; এজন্য ব্রহ্মা নামে খ্যাত। ইনিই সর্ব্বভূতরূপী; এজন্য ভূত পদবাচ্য ক্ষেত্র সকল অবগত আছেন বলিয়া ইনি ক্ষেত্রজ্ঞ; সর্ব্বভূতান্তর্গত বলিয়া বিভু; অব্যক্ত পুরমধ্যে শয়ন করেন বলিয়া পুরুষ; আর ইনি কাহারও উৎপাদিত নহেন, এবং সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বয়ম্ভূ নামে বিখ্যাত সকলের যজনীয় বলিয়া ইনি যজ্ঞ; আর অতীত বিক্রান্ত বলিয়া কবি নামে প্রথিত। ইনি

আদিত্যসংজ্ঞঃ কপিলস্ত্বগ্রজোঽগ্নিরিতি স্মৃতঃ।
হিরণ্যমস্য গর্ভোঽভূদ্ধিরণ্যস্যাপি গর্ভজঃ ।৪৯
তস্মাদ্ধিরণ্যগর্ভঃ স পুরাণেঽস্মিন্নিরুচ্যতে।
স্বয়ম্ভুবো নিবৃত্তস্য কালো বর্ষাগ্রজস্তু যঃ ৪৬
ন শক্যঃ পরিসংখ্যাতুমপি বর্ষশতৈরপি।
কল্পসংখ্যানিবৃত্তস্তু পরাখ্যো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ ।৪৭
তাবচ্ছেষোঽস্য কালোঽন্যস্তস্যান্তে প্রতি –
সৃজ্যতে।
কোটিকোটিসহস্রাণি অন্তর্ভূতানি যানি বৈ।
সমতীতানি কল্পানাং তাবচ্ছেষাঃ পরাস্ত যে।
যস্ত্বয়ং বর্ত্ততে কল্পো বারাহং তং নিবোধত।। ৪৯
প্রথমঃ সাম্প্রতস্তেষাং কল্পোঽয়ং বর্ত্ততে দ্বিজা
তস্মিন্ স্বায়ম্ভুবাদ্যাস্তু মনবঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ।। ৫০
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ ভবিষ্যা যে চ বৈ পুনঃ।
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সমন্ততঃ।। ৫১
পূর্ণং যুগসহস্রং বৈ পরিপাল্যা নরেশ্বরৈঃ।
প্রজাভিস্তপসা চৈব তেষাং শৃণুত বিস্তরম্।। ৫২
মন্বন্তরেণ চৈকেন সর্ব্বাণ্যেবান্তরাণি বৈ।
ভবিষ্যাণি ভবিষ্যৈশ্চ কল্পঃ কল্পেন চৈব হ।। ৫৩
অতীতানি চ কল্পানি সোদর্কানি সহান্বয়ৈঃ।
অনাগতেষু তদ্বচ্চ তর্কঃ কার্য্যো বিজানতা। ৫৪
ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে প্রক্রিয়াপাদে
প্রকৃতিক্ষোভণো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।। ৫

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
আপো হ্যগ্রে সমভবন্নষ্টেঽগ্নৌ পৃথিবীতলে।
সান্তরালৈকলীনেঽস্মিন্নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।। ১
একার্ণবে তদা তস্মিন্ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন
তদা স ভগবান্ ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।। ২

ইনি সকলের ক্রমণীয় অর্থাৎ গম্য বলিয়া ক্রমণ, এবং বর্ণসকলের পালন করেন বলিয়া আদিত্য নামে প্রসিদ্ধ সকলের অগ্রজ এবং অগ্নি স্বরূপ বলিয়া ইনি কপিল। ইঁহার গর্ভ হিরণ্য আর ইনি হিরণ্যের গর্ভ স্বরূপ; এজন্য পুরাণশাস্ত্রে ইহাঁকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। সেই স্বয়ম্ভু সৃষ্টিকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলে কত বর্ষাকাল কি ভাবে যে অতিক্রান্ত হয়, তাহা শত বর্ষেও বর্ণন করা দুঃসাধ্য সৃষ্টিপ্রবৃত্ত পরব্রহ্মের যাবৎকাল সৃষ্টি প্রবাহ, উঁহাকে কল্প বলে। সৃষ্টি নিবৃত্ত হইলেও তাঁহার ততকালই অতিক্রান্ত হয়; তৎপরে পুনরায় সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র কোটি কোটি কল্প অতীত হইয়া তাঁহাতে লয় পাইয়াছে; আর তাবৎ পরিমাণকাল অবশেষও রহিয়াছে। এই যে কল্প বর্ত্তমান, ইহা বারাহ কল্প বলিয়া জ্ঞাতব্য হে দ্বিজগণ। বারাহ কল্পেরও এই প্রথম ভাগই চলিতেছে। এই কল্পে স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু উৎপন্ন হয়েন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অতীত, কেহ কেহ বর্ত্তমান, এবং কেহ কেহ ভবিষ্যকালে উৎপন্ন হইবেন। সেই নরেশ্বরগণ এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে সর্ব্বতোভাবে প্রজোৎপাদন ও তপস্যাদ্বারা সম্পূর্ণ সহস্রযুগ যাবৎ পরিপালন করেন। বিস্তরক্রমে তাঁহাদিগের বিবরণ শ্রবণ করুন। এক মন্বন্তর দ্বারা অপর মন্বন্তর, এক কল্প দ্বারা অপর কল্প, অতীত দ্বারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্য,— পূর্ব্ব কারণ দ্বারা পরবর্ত্তী কল্প,— এই ক্রমে ধীমান্ ব্যক্তি অনাগত বিষয়সমূহের তত্ত্ব অবগত হয়েন। ৪১-৫৪।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫ ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,— অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সান্তরাল পৃথিবীতল একার্ণবাকারে পরিণত হইলে অগ্নি বিনষ্ট হয়, তখন আর কোন কিছুরই উপলব্ধি হয় না। ব্রহ্মা তখন সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ, স্বর্ণবর্ণ, অতীন্দ্রিয়, নারায়ণ নামক পুরুষমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক সেই

সহস্রশীর্ষা পুরুষো রুক্মবর্ণোঽহ্যতীন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যঃ স সুষ্বাপ সলিলে তদা ।। ৩
ইমং চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি।। ৪
আপো নারা বৈ তনব ইত্যেবং নাম শুশ্রুম।
অপ্সু শেতে চ যত্তস্মাত্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।। ৫
তুল্যং যুগসহস্রস্য নৈশং কালমুপাস্য সঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রকুরুতে ব্রহ্মত্বং সর্গকারণাৎ।। ৬
সত্ত্বোদ্রেকাৎ প্রবুদ্ধস্তু শূন্যং লোকমুদীক্ষ্য সঃ
ব্রহ্মা তু সলিলে তস্মিন্ বায়ুর্ভূত্বা তদা চরন্।
নিশায়ামিব খদ্যোতঃ প্রাবৃট্কালে ততস্ততঃ।।
ততস্তু সলিলে তস্মিন্ বিজ্ঞায়ান্তর্গতাং মহীম্।
অনুমানাদসম্মূঢ়ো ভূমেরুদ্ধরণং প্রতি।। ৮
অকরোৎ স তনুং হ্যন্যাং কল্পাদিষু যথা পুরা।
ততো মহাত্মা মনসা দিব্যং রূপমচিন্তয়ৎ।। ৯
সলিলেনাপ্লুতাং ভূমিং দৃষ্ট্বা স তু সমন্ততঃ।
কিন্নুরূপং মহৎ কৃত্বা উদ্ধরেয়মহং মহীম্।। ১০

জলক্রীড়াসু রুচিরং বারাহং রূপমস্মরৎ।
অধৃষ্যং সর্ব্বভূতানাং বাঙ্ময়ং ধর্ম্মসংজ্ঞিতম্।। ১১
দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমুচ্ছ্রিতম্।
নীলমেঘপ্রতীকাশং মেঘস্তনিতনিস্বনম্।। ১২
মহাপর্ব্বতবর্ষ্মাণং শ্বেতং তীক্ষ্ণোগ্রদংষ্ট্রিণম্।
বিদ্যুদগ্নিপ্রকাশাক্ষমাদিত্য সমতেজসম্।। ১৩
পীনবৃত্তায়তস্কন্ধং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
পীনোন্নতকটীদেশং সুলক্ষং শুভলক্ষণম্।। ১৪
রূপমাস্থায় বিপুলং বারাহমমিতং হরিঃ।
পৃথিব্যুদ্ধরণার্থায় প্রবিবেশ রসাতলম্।। ১৫
স বেদপাদ্যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুবক্ষাশ্চিতীমুখঃ।
অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ। ১৬
অহোরাত্রেক্ষণধরো বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণঃ।
আজ্যনাসঃ স্রুবতুণ্ডঃ সামঘোষস্বনো মহান্।। ১৭
সত্যধর্ম্মময়ঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মবিক্রমসংস্থিতঃ।
প্রায়শ্চিত্তনখো ঘোরঃ পশুজানুর্মহাকৃতিঃ।। ১৮

সলিলরাশি মধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন, নারায়ণ সম্বন্ধে এইরূপ শ্লোক প্রচলিত আছে যে,—জলীয় পরমাণুপুঞ্জের নাম 'নারা' এইরূপ শুনা যায়; জলমধ্যে শয়ন করেন বলিয়া সেই পুরুষকে নারায়ণ বলে। তিনি সহস্রযুগ তুল্য নৈশ কাল অতিবাহিত করিয়া রাত্রির অন্তে সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ক্রমে সত্ত্ব গুণের উদ্রেক বশতঃ সেই ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হইয়া সকল লোক শূন্যকার সমস্তই জলপূর্ণ দর্শনে বায়ুর আকারে বর্ষাকালীন নিশাভাগে খদ্যোতবৎ বিচরণ করিতে থাকেন। ক্রমে বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মা অনুমান দ্বারা সেই জলরাশি মধ্যে পৃথিবী রহিয়াছে; ইহা জানিতে পারিয়া ভূমির উদ্ধারার্থ বিবেচনাপূর্ব্বক অন্যান্য কল্পের ন্যায় রূপান্তর পরিগ্রহ করিতে অভিলাষ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, আমি কোন্ মহৎরূপ ধারণ করিয়া এই ধরণীর উদ্ধার করিতে পারিব? এবম্বিধ চিন্তান্বিত ব্রহ্মা চতুর্দ্দিক্ জলাকীর্ণদর্শনে জলক্রীড়াকুশল বারাহ-রূপ স্মরণ করিলেন। ঐরূপ বাঙময় ও সর্ব্বভূতের অনভিভাব্য। উহারই নামান্তর ধর্ম্ম। ঐ মূর্ত্তি দশযোজন বিস্তীর্ণ, শতযোজন উন্নত ও নীল-মেঘ-তুল্য উহার দেহ—মহাপর্ব্বত-সম, বর্ণ—শ্বেত, দংষ্ট্রা—তীক্ষ্ণ ও উগ্র; স্বর—মেঘগর্জ্জন সদৃশ, নয়ন—বিদ্যুৎ ও অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল; দেহদ্যুতি আদিত্যসদৃশ, স্কন্ধদেশ—পীন ও সুবৃত্ত, গমন—সিংহের ন্যায়। কটিদেশ—পীনোন্নত, সুমসৃণ ও সুলক্ষ লক্ষণাঙ্ক। ১-১৪। অতঃপর সেই হরি বিপুলাকার বরাহ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীর উদ্ধারার্থ রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চারিপদ- চারিবেদ, দংষ্ট্রা—যূপ, বক্ষঃস্থল—ক্রতু, মুখ—চিতী, জিহ্বা—অগ্নি, রোম—কুশ, ব্রহ্মা—মস্তক, মহত্ত্ব- তপস্যা, চক্ষু—আহোরাত্র, কর্ণভূষণ—বেদাঙ্গ, নাসা—আজ্য, মুখ—স্রুব, শব্দ—সামধ্বনি, দেহকান্তি—সত্য ও ধর্ম্ম বিক্রম—ধর্ম্ম, নখ—প্রায়শ্চিত্ত, জানুদেশ

উদ্গাত্রন্ত্রো হোমলিঙ্গঃ স্থানবীজো মহৌষধিঃ
বেদ্যন্তরাত্মা মন্ত্রস্ফিগাজ্যস্পৃক্ সোমশোণিতঃ
বেদস্কন্ধো হবির্গন্ধো হব্যকব্যাতিবেগবান্।
প্রাগ্বংশকায়ো দ্যুতিমান্নানাদীক্ষাভিরন্বিতঃ।।
দক্ষিণাহৃদয়ো যোগী মহাসত্রময়ো বিভুঃ।
উপাকর্মোষ্ঠরুচিরঃ প্রবর্গ্যাবর্ত্তভূষণঃ।। ২১
নানাছন্দোগতিপথো গুহ্যোপনিষদাসনঃ।
ছায়াপত্নীসহায়ো বৈ মণিশৃঙ্গ ইবোচ্ছ্রিতঃ।। ২২
ভূত্বা যজ্ঞবরাহো বৈ অপঃ স প্রাবিশৎ প্রভুঃ।
অদ্ভিঃ সঞ্ছাদিতামুর্বীং স তামম্মন প্রজাপতিঃ।।
উপগম্যোজ্জহারাশু অপস্তাশ্চ স বিন্যসন্।
সামুদ্রীশ্চ সমুদ্রেষু নাদেয়ীশ্চ নদীষু চ।। ২৪
রসাতলতলে মগ্নাং রসাতলতলে গতাম্।
প্রভুর্লোকহিতার্থায় দংষ্ট্রয়াভ্যুজ্জহার গাম্।। ২৫
ততঃ স্বস্থানমানীয় পৃথিবীং পৃথিবীধরঃ।
মুমোচ পূর্ব্বং মনসা ধারয়িত্বা ধরাধরঃ।। ২৬
তস্যোপরি জলৌঘস্য মহতী নৌরিব স্থিতা।
চরিতত্বাচ্চ দেহস্য ন মহী যাতি বিপ্লবম্। ২৭
ততোদ্ধৃত্য ক্ষিতিং দেবো জগতঃ স্থাপনেচ্ছয়া
পৃথিব্যাঃ প্রবিভাগায় মনশ্চক্রেঽম্বুজেক্ষণঃ।।
পৃথিবীন্তু সমীকৃত্য পৃথিব্যাং সোঽচিনোদ্গিরীন্।
প্রাক্ সর্গে দহ্যমানাস্তু তদা সম্বর্ত্তকাগ্নিনা। ২৯
তেনাগ্নিনা বিশীর্ণাস্তে পর্ব্বতা ভুবি সর্ব্বশঃ।
শৈত্যাদেকার্ণবে তস্মিন্ বায়ুনাপস্তু সংহতাঃ।।
নিষিক্তা যত্র যত্রাসংস্তত্র তত্রাচলোঽভবৎ।
স্কন্নাচলত্বাদচলাঃ পর্ব্বভিঃ পর্ব্বতাঃ স্মৃতাঃ।। ৩১
গিরয়োঽস্তনিগীর্ণত্বাচ্চয়নাচ্চ শিলোচ্চয়াঃ।
ততস্তেষু বিশীর্ণেষু লোকোদধিগিরিষ্বথ।। ৩২
বিশ্বকর্ম্মা বিভজতে কল্পাদিষু পুনঃপুনঃ।
সসমুদ্রামিমাং পৃথ্বীং সপ্তদ্বীপাং সপর্ব্বতাম্।।

— পশু, অস্ত্র— উদ্গাতা, লিঙ্গ — হোম, বীর্য্য— মহৌষধিনিচয়, অন্তরাত্মা — বেদি, কটিদেশ— মন্ত্র, স্পৃহা— ঘৃত, শোণিত— সোম, স্কন্ধদেশ — বেদ, গন্ধ — হবিঃ, বেগ— হব্য-কব্য, শরীর— প্রাগবংশ, দেহদ্যুতি — নানাবিধ দীক্ষা, হৃদয়দেশ — দক্ষিণা, ওষ্ঠ — উপাকর্ম্ম, রোমাবর্ত্ত — প্রবর্গ্য, গতিপথ— বিবিধ ছন্দ, আসন — গুহ্য উপনিষৎসমূহ, এবং পত্নী — ছায়া। সেই মহাসত্ত্বময় যোগী বিভু — মণিশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত। সেই বিভু প্রজাপতি এবম্বিধ যজ্ঞবরাহাকার ধারণ করত জলরাশি মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া জলনিমগ্ন পৃথিবীকে প্রাপ্ত হয়েন, এবং অনায়াসেই তাহাকে উদ্ধার করেন। তৎকালে তিনি সেই জলরাশিকেও বিভাগপূর্ব্বক সমুদ্রজল সমুদ্রে আর নদীর জল নদীতে স্থাপন করিয়া অতল জলমগ্না, রসাতলগতা পৃথিবীকে লোকহিত-কামনায় দংষ্ট্রা দ্বারা উত্তোলন করিলেন। পৃথিবীধর বরাহদেব, সেই পৃথিবীকে উত্তোলনপূর্ব্বক জলরাশির উপরে স্থাপন করিলেন। পৃথিবী সেই জলরাশির উপরি মহতী নৌকার ন্যায় ভাসমান রহিল সেই দেব মনোদ্বারা পূর্ব্বে পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে জলোপরি বিন্যস্ত করিলেন। কিন্তু পৃথিবী বিস্তীর্ণ বলিয়া ডুবিল না। অম্বুজলোচন বরাহদেব, অতঃপর জগদ্বিস্তার বাসনায় পৃথিবীর বিভাগ বিষয়ে মনোযোগ করিলেন। ১৫-২৮। তিনি পৃথিবীকে সমভূমি করিয়া স্থানে স্থানে পর্ব্বতসমূহ বিন্যাস করিলেন পূর্ব্বসৃষ্টিতে সংবর্ত্তক অগ্নিদ্বারা পর্ব্বতসকল দগ্ধ হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; পরে একার্ণবের শৈত্যবশতঃ বায়ুদ্বারা জলরাশি স্থানে স্থানে দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার পর্ব্বতাকারে পরিণত হয়। তখন চলন রহিত বলিয়া উহারা অচল এবং পর্ব্ব অর্থাৎ স্তর আছে বলিয়া পর্ব্বতসংজ্ঞায় অভিহিত হয়। পূর্ব্বকল্পায় লোক, সাগর ও গিরিসকল বিনষ্ট হইয়া যায়; পরকল্পের প্রারম্ভে বিশ্বকর্ম্মা পুনরায় সপ্তদ্বীপা সসমুদ্রা সপর্ব্বতা পৃথিবী বিভাগপূর্ব্বক বিন্যাস করিয়া থাকেন। তিনি ভূ প্রভৃতি লোকচতুষ্টয়

ভূরাদ্যাংশ্চতুরো লোকান্ পুনঃ সোহথ
প্রকল্পবৎ।
লোকান প্রকল্পয়িত্বা চ প্রজাসর্গং সসর্জ্জ হ।।৩৪
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
সসর্জ্জ সৃষ্টিং তদ্রূপাং কল্পাদিষু যথা পুরা।।৩৫
তস্যাভিধ্যায়তঃ সর্গং তদা বৈ বুদ্ধিপূর্ব্বকম্।
প্রধ্যানসমকালং বৈ প্রাদুর্ভূতস্তমোময়ঃ।।৩৬
তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রো হ্যন্ধসংজ্ঞিতঃ।
অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ।।৩৭
পঞ্চধা চাস্থিতঃ সর্গো ধ্যায়তঃ সোহভিমানিনঃ।
সর্ব্বতস্তমসা চৈব দীপঃ কুম্ভবদাবৃতঃ।।৩৮
বহিরন্তঃ প্রকাশশ্চ স্তব্ধো নিঃসংজ্ঞ এব চ।
যস্মাত্তৈঃ সংবৃতা বুদ্ধির্মুখ্যানি করণানি চ।
তস্মাত্তে সংবৃতাত্মানো নগা মুখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
মুখ্যসর্গং তথাভূতং ব্রহ্মা দৃষ্ট্বা হ্যসাধকম্।।৪০
অপ্রসন্নমনাঃ সোহথ ততো স্যাসোহত্যমন্যত
তস্যাভিধ্যায়তস্তস্য তির্যক্স্রোতোহভ্যবর্ত্তত
যস্মাত্তির্য্যগ্ব্যবর্ত্তত তির্য্যক্স্রোতস্ততঃ স্মৃতম্
তমোবহুলাস্তে সর্ব্বে হ্যজ্ঞানবহুলাঃ স্মৃতাঃ।।৪২
উৎপথগ্রাহিণশ্চাপি তে ধ্যানাজ্ঞানমানিনঃ।
তির্য্যক্স্রোতস্তু দৃষ্ট্বা বৈ দ্বিতীয়ং বিশ্বমীশ্বরঃ।
অহঙ্কৃতা অহম্মানা অষ্টাবিংশদ্বিধাত্মকাঃ
একাদশেন্দ্রিয়বিধা নবধা চোদয়স্তথা।।৪৪
অষ্টৌ চ তারকাদ্যাশ্চ তেষাং শক্তিবিধাঃ
স্মৃতাঃ।
অন্তঃপ্রকাশাস্তে সর্ব্ব আবৃতাশ্চ বহিঃ পুনঃ।।৪৫
যস্মাত্তির্য্যক্ প্রবর্ত্তেত তির্য্যক্স্রোতাঃ স উচ্যতে
তির্য্যক্স্রোতস্তু দৃষ্ট্বা বৈ দ্বিতীয়ং বিশ্বমীশ্বরঃ।।
অভিপ্রায়মথোদ্ভূতং দৃষ্ট্বা সর্ব্বং তথাবিধম্।
তস্যাভিধ্যায়তো চিত্তং সাত্ত্বিকং সমবর্ত্তত।।৪৭
ঊর্দ্ধস্রোতাস্তৃতীয়স্তু স চৈবোর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ।
যস্মাদ্ব্যবর্ত্ততোহর্দ্ধন্তু ঊর্দ্ধস্রোতাস্ততঃ স্মৃতঃ।।
তে সুখপ্রীতিবহুলা বহিরন্তশ্চ সংবৃতাঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ ঊর্দ্ধস্রোতোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ।।৪৯
তেন যাতাদয়ো জ্ঞেয়াঃ সৃষ্টাত্মানো ব্যবস্থিতাঃ
ঊর্দ্ধস্রোতাস্তৃতীয়ো বৈ তেন সর্গস্তু স স্মৃতঃ।।

কল্পনা করিয়া প্রজা সৃজনে প্রবৃত্ত হয়েন। বিবিধ প্রজা সৃজনাভিলাষী ভগবান স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায়ই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন তিনি বুদ্ধি পূর্ব্বক সৃষ্টিবিষয়ক চিন্তা করিতে থাকিলে প্রথমতঃ তমোময় সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হয়। তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র,— এই পঞ্চ পর্ব্বাত্মিক। অবিদ্যাই সর্ব্ব প্রথমে সৃষ্ট হয়। ইহারা সেই অভিমানী ব্রহ্মাকে পঞ্চ বধ আবরণে সমাচ্ছিন্ন করিল; তাহাতে তিনি ঘট দ্বারা দীপের ন্যায় বহির্ভাগে সম্পূর্ণ আবৃত এবং অন্তরে শুদ্ধ প্রকাশমান অথচ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। মোহাদি দ্বারা বুদ্ধি ও মুখ্য ইন্দ্রিয়সমূহ সমাবৃত হওয়ায় উহারা সংবৃতাত্মা বলিয়া খ্যাত, উহারাই স্থূল পর্ব্বতাকার ধারণ করে। ২৯-৩৯। প্রথম সৃষ্টি ব্রহ্মার অভিপ্রায়ানুরূপ না হওয়ায় তিনি অপ্রসন্নমনে সৃষ্টিব্যাপারে বিরত হইয়া পুনরায় ভাবনা করিতে লাগিলেন। তখন স্রোতঃসমূহ তির্য্যক্ (কুটিল) ভাবে প্রবাহিত হওয়ায় তাহা হইতে তির্য্যক্‌জাতির উৎপত্তি হইল। তির্য্যগ্‌ভাগে ইহাদিগের বৃত্তি বলিয়া ইহাদিগকে তির্য্যক্স্রোতঃ বলে। তাহারা তমোগুণবহুল, সুতরাং অজ্ঞানাচ্ছন্ন, উৎপথগ্রাহী এবং ধ্যানোৎপন্ন বলিয়া ধ্যানাভিমানী। এই তির্য্যক্‌স্রোতঃসৃষ্টি যেন দ্বিতীয় বিশ্বসৃষ্টির অনুরূপ। ইহারা অহঙ্কৃত, অভিমানী, অষ্টাদশবিধ আত্মযুক্ত, একাদশবিধ ইন্দ্রিয়ান্বিত, নববিধ উদয়বিশিষ্ট ও অষ্টবিধ তারকাদি শক্তিসম্পন্ন। এতৎসমস্তই ইহাদিগের অন্তরে প্রকাশমান, কিন্তু বাহিরে অপ্রকাশ। এই সৃষ্টির তির্য্যক্‌ভাবে প্রবৃত্তি বলিয়া ইহার নাম— তির্য্যক্স্রোতঃ। ঈশ্বর দ্বিতীয় জগতের ন্যায় তির্য্যক্স্রোতঃসৃষ্টি দেখিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ের কথঞ্চিৎ সাফল্য বুঝিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ উৎসাহান্বিত হইলেন; তখন তাঁহার অন্তঃকরণ সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ

ঊর্দ্ধস্রোতঃসু সৃষ্টেষু দেবেষু স তদা প্রভুঃ।
প্রীতিমানভবদ্‌ব্রহ্মা ততোঽন্যং সোঽভ্যমন্যত
সসর্জ্জ সর্গমন্যং স সাধকং প্রভুরীশ্বরঃ।
অথাভিধ্যায়তস্তস্য সত্যাভিধ্যায়িনস্তদা।।৫২
প্রাদুর্বভূব চাব্যক্তাদ বাক্‌স্রোতঃ সুসাধকম্।
যস্মাদর্ব্বাগ্‌ব্যবর্ত্তন্ত ততোঽর্ব্বাক্‌স্রোত উচ্যতে
তে চ প্রকাশবহুলাস্তমঃস্পৃষ্টরজোঽধিকাঃ।
তস্মাত্তে দুঃখবহুলা ভূয়ো ভূয়শ্চ কারিণঃ।।৫৪
প্রকাশ্য বাহ্যরন্তশ্চ মনুষ্যাঃ সাধকাশ্চ তে।
লক্ষণৈস্তারকাদ্যৈস্তে অষ্টধা চ ব্যবস্থিতাঃ।।৫৫
সিদ্ধাত্মানো মনুষ্যাস্তে গন্ধর্ব্বসহধর্ম্মিণঃ
ইত্যেষ তৈজসঃ সর্গো হ্যর্ব্বাক্‌স্রোতাঃ
প্রকীর্ত্তিতঃ। ৫৬

পঞ্চমোঽনুগ্রহঃ সর্গশ্চতুর্দ্ধা স ব্যবস্থিতঃ।
বিপর্য্যয়েণ শক্ত্যা চ তুষ্ট্যা সিদ্ধ্যা তথৈব চ।।৫৭
বিবৃত্তং বর্ত্তমানঞ্চ তেঽর্থং জানন্তি তত্ত্বতঃ।
ভূতাদিকানাং সত্ত্বানাং ষষ্ঠঃ সর্গঃ স উচ্যতে।।
তে পরিগ্রহিণঃ সর্ব্বে সংবিভাগরতাঃ পুনঃ।
খাদনাশ্চাপ্যশীলাশ্চ জ্ঞেয়া ভূতাদিকাস্তু তে।।
বিপর্য্যয়েণ ভূতাদিরশক্ত্যা চ ব্যবস্থিতঃ।
প্রথমো মহতঃ সর্গো বিজ্ঞেয়ো মহতস্তু সঃ।।৬০
তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়স্তু ভূতসর্গঃ স উচ্যতে।
বৈকারিকস্তৃতীয়স্তু সর্গ ঐন্দ্রিয়কঃ স্মৃতঃ।।৬১
ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সম্ভূতোঽবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ।
মুখ্যসর্গশ্চতুর্থস্তু মুখ্যা বৈ স্থাবরাঃ স্মৃতাঃ।।৬২
তির্য্যক্‌স্রোতাস্তু যঃ সর্গস্তির্য্যগ্‌যোনিঃ স পঞ্চমঃ
ততোর্দ্ধস্রোতসাং ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ।।
ততোঽর্ব্বাক্‌স্রোতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ
অষ্টমোঽনুগ্রহঃ সর্গঃ সাত্ত্বিকস্তামসস্তু সঃ।।৬৪
পঞ্চৈতে বৈকৃতাঃ সর্গাঃ প্রাকৃতাস্তু ত্রয় স্মৃতাঃ

হওয়ায় ঊর্দ্ধস্রোতাঃ সৃষ্টি হইল। ইহা প্রজাপতির তৃতীয় সৃষ্টি। ইহা ঊর্দ্ধে অবস্থিত হইল। ঊর্দ্ধদিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে ঊর্দ্ধস্রোতাঃ বলে। ঊর্দ্ধস্রোতসৃষ্টিজাত জীবগণ সকলেই অন্তরে-বাহিরে প্রকাশ ও অপ্রকাশযুক্ত বায়ু প্রভৃতি এই ঊর্দ্ধস্রোতঃসৃষ্টির অন্তর্গত। ঊর্দ্ধস্রোতঃসৃষ্টি ব্রহ্মার তৃতীয় সৃষ্টি। দেবতা পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধস্রোতঃসমূহ সৃষ্টি হইলে প্রভু ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ প্রীত হইলেন। তখন তিনি অপর সৃষ্টিবিষয়ক চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি অপর আরও সাধক সৃষ্টির প্রাদুর্ভাব করিলেন। অতঃপর সত্যসঙ্কল্প অব্যক্তমূর্ত্তি ব্রহ্মার সৃষ্টি কার্য্যের সুসাধক অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ সৃষ্ট হইল। অর্ব্বাক্ অর্থাৎ নিম্নদিকে ইহার প্রবৃত্তি বলিয়া অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ নাম হইয়াছে। ইহারা প্রকাশবহুল ও সমধিক রজোগুণসম্পন্ন। এই নিমিত্ত ইহারা প্রায়শঃ দুঃখাক্রান্ত; আর ইহারা পুনঃপুনঃ ক্রিয়ানুষ্ঠানকারী। অন্তরে-বাহিরে প্রকাশযুক্ত এই মনুষ্যসৃষ্টিই সাধক সৃষ্টি। ইহা তারকাদি অষ্টবিধ লক্ষণাক্রান্ত। সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ এই মনুষ্যসৃষ্টির প্রকারভেদ মাত্র। অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ সৃষ্টি এইরূপ।

এ সমস্তই তৈজস সৃষ্টি। ৪০-৫৬। বিপর্য্যয়, শক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি— এই চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত অনুগ্রহ সর্গ পঞ্চম সৃষ্টি। ভবিষ্য ও বর্ত্তমান সমস্ত তত্ত্বই ইহাদিগের অবগত. তামস জীব-জাতির সৃষ্টি ষষ্ঠ। ইহারা সকলেই পরিগ্রহশালী, সংবিভাগরত, ভোগাসক্ত ও দুঃশীল। ইহারা বিপর্য্যয় ক্রমে জড়ভাবাপন্ন। মহানের সৃষ্টি প্রথম, তন্মাত্রসৃষ্ট দ্বিতীয়, ইহাকে ভূতসৃষ্টি বলে বৈকারিক সৃষ্টি তৃতীয়, ইহাকেই ইন্দ্রিয় সৃষ্টি বলে। এই কয়টী প্রাকৃত সৃষ্টি ব্রহ্মার অবুদ্ধিপূর্ব্বকই হইয়াছিল। স্থাবরদিগকেই মুখ্য বলে। মুখ্য সৃষ্টি চতুর্থ। তির্য্যক্‌স্রোতঃ অর্থাৎ তির্য্যক্ জাতির সৃষ্টি পঞ্চম। ঊর্দ্ধস্রোতঃ অর্থাৎ দেবসৃষ্টি ষষ্ঠ। অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি সপ্তম। অনুগ্রহ সৃষ্টি তমঃসত্ত্ব-বহুল; ইহা অষ্টম এই অষ্টবিধ সৃষ্টি মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি প্রাকৃত আর শেষোক্ত পাঁচটি বৈকৃত

প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চৈব কৌমারো নবমঃ স্মৃতঃ।।
প্রাকৃতাস্ত্র ত্রয়ঃ সর্গাঃ কৃতাস্তেঽবুদ্ধিপূর্ব্বকাঃ।
বুদ্ধিপূর্ব্বং প্রবর্ত্তন্তে ষট্‌সর্গা ব্রহ্মণস্তু তে।।৬৬
বিস্তরানুগ্রহং সর্গং কীর্ত্ত্যমানং নিবোধত।
চতুর্ধাবস্থিতঃ সোঽথ সর্ব্বভূতেষু কৃৎস্নশঃ।।৬৭
বিপর্য্যয়েণ শক্ত্যা চ তুষ্ট্যা সিদ্ধ্যা তথৈব চ।
স্থাবরেষু বিপর্য্যাসস্তির্য্যগ্‌যোনিষু শক্তিতাঃ।।
সিদ্ধাত্মানো মনুষ্যাস্তু তুষ্টির্দেবেষু কৃৎস্নশঃ।।
ইত্যেতে প্রাকৃতাশ্চৈব বৈকৃতাশ্চ নব স্মৃতাঃ।
সর্গাঃ পরস্পরস্যাথ প্রকারা বহবঃ স্মৃতাঃ।
অগ্রে সসর্জ্জ বৈ ব্রহ্মা মানসানাত্মনঃ সমান্।।৭০
~~সনন্দনঞ্চ সনকং বিদ্বাংসঞ্চ সনাতনম্।~~
বিজ্ঞানেন নিবৃত্তাস্তে বৈবর্ত্তেন মহৌজসঃ।।৭১
সম্বুদ্ধাশ্চৈব নানাত্বাদপ্রবৃত্তা বভূবুঃ প্রজাস্বপি তে।
অসৃষ্ট্বৈব প্রজাসর্গং প্রতিসর্গং গতাঃ পুনঃ।।৭২
তদা তেষু ব্যতীতেষু তদান্যান্ সাধকাংশ্চ তান
মানসানসৃজদ্‌ব্রহ্মা পুনঃ স্থানাভিমানিনঃ।।৭৩
আভূতসংপ্লবাবস্থান নামতস্তান্নিবোধত।
আপোঽগ্নিঃ পৃথিবী বায়ুরন্তরীক্ষং দিশস্তথা।।
স্বর্গং দিবঃ সমুদ্রাংশ্চ নদান শৈলান বনস্পতীন
ওষধীনাং তথাত্মানো হ্যাত্মানো বৃক্ষবীরুধাম্।।
লবাঃ কাষ্ঠাঃ কলাশ্চৈব মুহূর্ত্তাঃ সন্ধিরাত্র্যহঃ।
অর্দ্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ অয়নাব্দযুগানি চ।।৭৫
স্থানাভিমানিনঃ সর্ব্বে স্থানাখ্যাশ্চৈব তে স্মৃতাঃ

বক্ত্রাদ্‌যস্য ব্রাহ্মণাঃ সম্প্রসূতা-
স্তদ্বক্ষতঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বভাগে।
বৈশ্যাশ্চোরোর্ব্বোর্যস্য পদ্ভ্যাঞ্চ শূদ্রাঃ
সর্ব্বে বর্ণা গাত্রতঃ সম্প্রসূতা।।৭৭

নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
~~অণ্ডাদ্ব্রহ্মা ততো পূর্ব্বব্রহ্মা লোকাস্তেন কৃতাঃ স্বয়ম্~~
এষ বঃ কথিতঃ পাদঃ সমাসান্ন তু বিস্তরাৎ।
অনেনাদ্যেন পাদেন পুরাণং সম্প্রকীর্ত্তিতম্।।

ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে সৃষ্টিপ্রকরণং নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।।৬।।
সমাপ্তঃ প্রক্রিয়াপাদঃ।

সৃষ্টি। কৌমার সৃষ্টি নবম প্রাকৃত, বৈকৃত ও কৌমার — এই ত্রিবিধ সৃষ্টির মধ্যে প্রাকৃত তিনটি সৃষ্টিই অবুদ্ধিপূর্ব্বক, আর অবশিষ্ট ছয়টি বুদ্ধিপূর্ব্বক। ৫৭-৬৬। এক্ষণে অনুগ্রহ সর্গ সবিস্তার কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা অবগত হউন এই সৃষ্টি সর্ব্ব-ভূতেই বিপর্য্যয়, শক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি এই চারি প্রকারে বিদ্যমান। স্থাবরে বিপর্য্যাস, তির্য্যকযোনিতে শক্তি, মনুষ্যে সিদ্ধি এবং দেবতাতে তুষ্টি বর্ত্তমান। প্রাকৃত ও বৈকৃত সমুদায়ে মিলিত এই নববিধ সৃষ্টি আবার প্রত্যেকে প্রকারভেদে বহুবিধ। ব্রহ্মা প্রথমে আত্মসম সনন্দন, সনক, সনাতন, এই তিনটি মানস সন্তান সৃষ্টি করেন। ইহারা তিন জনেই মহা তেজস্বী, বিবর্ত্ত বিজ্ঞান-সম্পন্ন, এবং ব্রহ্মজ্ঞানবান্। ইহাঁরা প্রজা সৃষ্টি না করিয়াই নিবৃত্তিপথাবলম্বী হইয়া মহাপ্রস্থান করেন ব্রহ্মা ইহাদিগকে তাদৃশভাবে প্রস্থান করিতে দেখিয়া পুনরায় স্থানাভিমানী সৃষ্টিসাধক অপর পুত্র সকল উৎপাদন করিলেন। ইহারা প্রলয়পর্য্যন্ত স্থায়ী। ইহাদিগের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। জল, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দিক্, স্বর্গ, দিব, সমুদ্র, নদ, শৈল, বনস্পতি, এ সকলের আত্মা, লব, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, সন্ধি, রাত্রি, দিবা, অর্দ্ধমাস, মাস, অয়ন, অব্দ, যুগ,— ইহারা সকলেই স্থানাভিমানী; সুতরাং স্থানপদবাচ্য। পরম পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য, পদযুগল হইতে শূদ্র; — এই ভাবে সর্ব্বগাত্র হইতে বর্ণসমূহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। পরমপুরুষ নারায়ণ অব্যক্তেরও পরবর্ত্তী; অব্যক্ত হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব; অণ্ড হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি; এই ব্রহ্মা স্বয়ং সকল লোক সৃষ্টি করিয়াছেন। এই আমি আপনাদিগের নিকট আদ্য প্রক্রিয়া

গতানি ব্রহ্মলোকং বৈ অপরাবর্ত্তিনীং গতিম্।
আধিপত্যং বিনা তে বৈ ঐশ্বর্য্যেণ তু তৎসমাঃ
ভবন্তি ব্রহ্মণস্তু রূপেণ বিষয়েণ চ।
তত্র তে হ্যবতিষ্ঠন্তি প্রীতিযুক্তাঃ প্রসংযমাৎ।।
আনন্দং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্য মুচ্যন্তে ব্রহ্মণা সহ।
অবশ্যম্ভাবিনার্থেন প্রাকৃতেনৈব তে স্বয়ম্।।
নানাত্বেনাভিসম্বদ্ধাস্তদা তৎকালভাবিনঃ।
স্বপতো বুদ্ধিপূর্ব্বং হি যথা ভবতি জাগ্রতঃ।।৩৫
তৎকালভাবি তেষাস্তু তথা জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে।
প্রত্যাহারে তু ভেদানাং যেষাং ভিন্নানি সূক্ষ্মণাঃ
তৈঃ সার্দ্ধং প্রতিসৃজ্যন্তে কার্য্যাণি করণানি চ
নানাত্বদর্শিনাস্তেষাং ব্রহ্মলোকনিবাসিনাম্
বিনিষ্টবিবিকারাণাং স্বেন ধর্ম্মেণ তিষ্ঠতাম্।।৩৮
তে তুল্যলক্ষণাঃ সিদ্ধাঃ শুদ্ধাত্মানো নিরঞ্জনাঃ
প্রকৃতৌ করণাতীতাঃ স্বাত্মন্যেব ব্যবস্থিতাঃ
প্রখ্যাপয়িত্বা হ্যাত্মানং প্রকৃতিস্তেষু সর্ব্বশঃ।
পুরুষাব্যবহুত্বেন প্রতীতা ন প্রবর্ত্ততে।।৪০
প্রবর্ত্তিতে পুনঃ সর্গে তেষাং বা কারণে পুনঃ।
সংযোগে প্রাকৃতে তেষাং যুক্তানাং তত্ত্বদর্শিনাম্
অপ্রাপবর্গিণাং তেষাংপুনর্মার্গগ্যাঙ্খিণাম্।
অভাবঃ পুনরুৎপত্তৌ শান্তানামর্চ্চিষামিব।।৪২
ততস্তু গতেষূর্দ্ধং ত্রৈলোক্যাৎ সুমহাত্মসু।
তৈঃ সার্দ্ধং যে মহর্লোকাত্তদা নাসাদিতো জনঃ
তচ্ছিষ্টাস্তেহ তিষ্ঠন্তি কল্পাদেহমুপাসতে।।৪৩
গন্ধর্ব্বাদ্যাঃ পিশাচান্তা মানুষা ব্রাহ্মণাদয়ঃ
পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব স্থাবরাঃ সসরীসৃপাঃ।।৪৪
তিষ্ঠৎসু তেষু তৎকালং পৃথিবীতলবাসিষু
সহস্রং যত্তু রশ্মীনাং সূর্য্যস্যেহ বিভাসতে।।৪৫
তে সপ্তরশ্মীনাং ভূত্বা হ্যেকৈকো জায়তে রবিঃ
ক্রমেণোত্তিষ্ঠমানাস্তে ত্রীঁল্লোকান্ প্রদহন্ত্যুত।।
জঙ্গমং স্থাবরঞ্চৈব নদীঃ সর্ব্বাংশ্চ পর্ব্বতান্।
পূর্ব্বে শুষ্কা হ্যনাবৃষ্ট্যা সূর্য্যৈস্তৈশ্চ প্রধূপিতাঃ।।
তদা তে বিবশাঃ সর্ব্বে নির্দগ্ধাঃ সূর্য্যরশ্মীভিঃ
জঙ্গমাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মকাস্তু বৈ।।
দগ্ধদেহাস্তদা তে বৈ গতাঃ পাপযুগাত্যয়ে।

থাকে। সহস্র সহস্র দেবযুগের জীবগণ এই প্রকারে ব্রহ্মলোকে পুনরাবর্ত্তনহীন গতি লাভ করে। তাঁহারা তথায় আধিপত্য ব্যতীত ঐশ্বর্য্য, রূপ ও বিষয়সমূহে সর্ব্বথা ব্রহ্মার তুল্য হইয়া ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদময় পরম প্রীতি ভোগ সহকারে বাস করেন। পরে ব্রহ্মার সহিতই তাঁহাদিগের মুক্তিলাভ হয়। অবশ্যম্ভাবী বিবিধ প্রাকৃত বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারা সেই সময় অতিবাহিত করেন। জাগ্রৎ ব্যক্তির ইচ্ছা করিয়া শুইয়া থাকার মত তখন তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বিষয়ধ্যান বর্জ্জনপূর্ব্বক অবস্থান করেন। সেই বিষয়-বিনিবৃত্ত-বুদ্ধি ব্রহ্ম লোকবাসীদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের বিষয়াভিলাষ উদ্রিক্ত হয়, সৃষ্টিকালে তাঁহাদিগের সহিত কার্য্যকারণ সকল সৃষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রহ্মলোকবাসীদিগের নানাত্ব ও যথেচ্ছাচাররহিত দৃষ্ট হয়। তাঁহারা আত্মরূপেই অবস্থান করেন। প্রকৃতি দেবী, পুরুষসমূহকে সর্ব্বথা আপনার স্বরূপ দেখাইয়া তাহাদিগের অনাসক্তি দর্শনে স্বয়ং নিবৃত্ত হয়েন। কারণসমূহের যোগে পুনরায় সৃষ্টিকার্য্য প্রবর্ত্তিত হইলেও সেই যোগযুক্ত তত্ত্বদর্শী মোক্ষাভিলাষী নিবৃত্তিনিরত জীবগণের, নির্ব্বাণ দীপের ন্যায় পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না।২৯-৪২। সেই সুমহাত্মা জীবগণ ত্রৈলোক্যের ঊর্দ্ধভাগ আশ্রয় করিয়া, পূর্ব্বেও যাহারা মহর্লোক হইতে জনলোকে গমন করেন নাই, তাঁহাদিগের সহিত এই স্থানে বাস করেন, এবং কল্পান্তে দেহধারণ করিয়া থাকেন। তখন ভূমণ্ডল, গন্ধর্ব্বাদি পিশাচান্ত দেবতা, ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর ও সরীসৃপাদি প্রাণিগণে পরিপূর্ণ থাকে। সূর্য্যের একসহস্র রশ্মি আছে, উহারা বিভক্ত হইয়া সপ্ত সূর্য্যাকার ধারণ করে। তখন প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ে ত্রিলোক দগ্ধ হইতে থাকে। স্থাবর, জঙ্গম, নদী, পর্ব্বত, — সকলই পূর্ব্ব হইতে অনাবৃষ্টিতে শুষ্ক থাকে,

যোন্যা তয়া হ্যনির্মুক্তাঃ শুভপাপানুবন্ধয়া। ৪৯
ততস্তে হ্যপশব্দ্যন্তে তুল্যরূপা জনে জনাঃ।
বিশুদ্ধিবহুলাঃ সর্ব্বে মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ।।
উষিত্বা রজনীং তত্র ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ।
পুনঃ সর্গে ভবন্তীহ ব্রহ্মণো মানসীপ্রজাঃ।।৫১
ততস্তেষপ্রবৃত্তেষু জনে ত্রৈলোক্যবাসিষু।
নির্দগ্ধেষু চ লোকেষু তেষু সূর্য্যৈস্তু সপ্তভিঃ।।
বৃষ্ট্যা ক্ষিতৌ প্লাবিতায়াং বিশীর্ণেষালয়েষু চ।
সামুদ্রাশ্চৈব মেঘাশ্চ আপঃ সর্ব্বাশ্চ পার্থিবাঃ।
ব্রজন্ত্যেকার্ণবত্বং হি সলিলাখ্যাস্তদাশ্রিতাঃ।
আগতাগতিকং তদ্বৈ যদা তু সলিলং বহু।।৫৪
সঞ্ছাদ্যেমাং স্থিতাং ভূমিমর্ণবাখ্যা তদা চ সা।
আভাতি যস্মান্নাভাতি ভাসতো ব্যাপ্তিদীপ্তিষু
সর্ব্বতঃ সমনুপ্রাপ্য তাসাং চাম্ভো বিভাব্যতে।
তদন্তস্তনুতে যস্মাৎ সর্ব্বাং পৃথ্বীং সমন্ততঃ।।৫৬
ধাতুস্তনোতির্বিস্তারে তেনাম্ভস্তনবঃ স্মৃতাঃ।

অরমিত্যেষ শীঘ্রস্তু নিপাতঃ কবিভিঃ স্মৃতঃ।।
একার্ণবে ভবন্ত্যাপো ন শীঘ্রাস্তেন তে নরাঃ।
তস্মিন যুগসহস্রান্তে সংস্থিতে ব্রহ্মণোহহনি।
রজন্যাং বর্ত্তমানায়াং তাবত্তসলিলাত্মনা।
ততস্তু সলিলে তস্মিন্নষ্টেহগ্নৌ পৃথিবীতলে।।
প্রশান্তবাতেহন্ধকারে নিরালোকে সমন্ততঃ
যেনৈবাধিষ্ঠিতং হীদং ব্রহ্মা স পুরুষঃ প্রভুঃ।।৬০
বিভাগমস্য লোকস্য পুনর্বৈ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
একার্ণবে তদা তস্মিন্নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।।৬১
তদা স ভবতি ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সহস্রশীর্ষা পুরুষো রুক্মবর্ণো হ্যতীন্দ্রিয়ঃ।।৬২
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যস্তু সুষ্বাপ সলিলে তদা।
সত্ত্বোদ্রেকাৎ প্রবুদ্ধস্তু শূন্যং লোকমবেক্ষ্য চ।।
ইমং চোদহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি।।

সূর্য্যকাপে প্রধূপিত হয়, সমস্তই তখন সূর্য্যতেজে দগ্ধ হইতে থাকে, ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক স্থাবর জঙ্গম সকলেই তখন দগ্ধদেহ হইয়া শুভাশুভ যে কোন যোনিতে প্রবেশ করে। এই ক্রমে তাহারা সকলেই সারূপ্যমুক্তি লাভ করিয়া জনলোক পর্য্যন্ত প্রত্যাবর্ত্তন করে। যাহারা শুচি, শুদ্ধ মনঃসিদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারা অপর ব্রহ্মরজনী অতিবাহিত করিয়া পুনঃ সৃষ্টিকালে ব্রহ্মার মানস সন্তান রূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন। এইরূপে ত্রৈলোক্য প্রাণিহীনস লোক সকল সপ্ত সূর্য্য দ্বারা দগ্ধ, ক্ষিতিতল বৃষ্টিদ্বারা প্লাবিত, ও লোকালয়সমূহ বিশীর্ণ হইলে সমুদ্র, মেঘ ও পৃথিবী—ইহাদিগের সলিলরাশি পরস্পর মিলিত হইয়া এক সাগরাকার ধারণ করে। পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে বহু জল থাকিলেও তাহাদিগকে জলই বলা যায়, কিন্তু যখন মিলিত বহু জল পৃথিবীর বহুস্থান ব্যাপিয়া থাকে, তখন তাহাকে সাগরসংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। আভাত অর্থাৎ প্রকাশিত হয়, আবার নাও হয়; পরন্তু যীয় ব্যাপ্তি ও দীপ্তিদ্বারা বিভাসিত অর্থাৎ জ্ঞানগোচর হয়, এজন্য ইহাকে অম্ভঃ বলে। এই অম্ভঃসমস্ত পৃথিবীকে বিস্তারিত করে; এজন্য বিস্তারার্থক তনুধাতু 'তনু' শব্দেও জলকেই বোঝায়। অর শব্দ শীঘ্র গমনার্থক; একার্ণবকালে জল সকল শীঘ্রগামী হয় না, এজন্য জলের অপর একটী নাম নার। যুগসহস্রাত্মক ব্রাহ্ম্য দিবাবসানে রাত্রিকাল একার্ণবাকারেই অতিবাহিত হয়। তখন অগ্নি ও পৃথিবী বিনষ্ট, বায়ু প্রশান্ত, সমস্ত অন্ধকার—নিরালোক ও জল পরিপূর্ণ। পুরুষরূপী প্রভু ব্রহ্মা সেই সময়ে পুনরায় এই লোক সকলের বিভাগ করিতে অভিলাষ করেন। সেই স্থাবর-জঙ্গমহীন একার্ণবে তখন ব্রহ্মা সহস্রনেত্র, সহস্রপাদ, সহস্রমস্তক, স্বর্ণবর্ণও উৎসাহসম্পন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। তিনি সেই জল মধ্যে তৎকালে শয়ন করিয়া থাকেন। তদবস্থায় তাঁহাকে নারায়ণ নামে অভিহিত করা হয়। যখন তাঁহার সত্ত্ব গুণের উদ্রেক হয়, তখন তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া সমস্ত লোক শূন্যাকারদর্শনে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন ।৪৩—৬৩। নারায়ণ সম্বন্ধে এইরূপ শ্লোক

আপো নরাখ্যাস্তনব ইত্যেবং নাম শুশ্রুম।
আপূর্য্য নাভিং তত্রাস্তে তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ
সহস্রশীর্ষা সুমনাঃ সহস্রপাৎ
সহস্রচক্ষুর্বদনঃ সহস্রভুক্।
সহস্রবাহুঃ প্রথমঃ প্রজাপতি
স্ত্রয়ীপথে যঃ পুরুষো নিরুচ্যতে।৬৬
আদিত্যবর্ণো ভুবনস্য গোপ্তা
একো হ্যপূর্ব্বঃ প্রথমং তুরাষাট্।
হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষো মহাত্মা
স পঠ্যতে বৈ তমসঃ পরস্তাৎ ।৬৭
কল্পাদৌ রজসোদ্রিক্তো ব্রহ্মা ভূত্বাসৃজৎ প্রজাঃ
কল্পান্তে তমসোদ্রিক্তঃ কালো ভূত্বাগ্রসৎ পুনঃ
স বৈ নারায়ণাখ্যস্তু সত্ত্বোদ্রিক্তোঽর্ণবে স্বপন্।
ত্রিধা বিভজ্য চাত্মানং ত্রৈলোক্যে সম্প্রবর্ত্তত।।
সৃজতে গ্রসতে চৈব বীক্ষতে চ ত্রিভিস্তু তান্
একার্ণবে তদা লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ।৭০

চতুর্যুগসহস্রান্তে সর্ব্বতঃ সলিলাবৃতে।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যস্তু অব্যক্তার্ণবে স্বপন্।।৭১
চতুর্ব্বিধাঃ প্রজা গ্রস্ত্বা ব্রাহ্মীং রাত্রিং মহার্ণবে
পশ্যন্তি তং মহর্লোকাৎ সুপ্তং কালং মহর্ষয়ঃ।।
ভৃগ্বাদয়ো যথা সপ্ত কল্পে হ্যস্মিন্মহর্ষয়ঃ।
ততো বিবর্ত্তমানৈস্তৈর্মহান্ পরিগতঃ পরঃ।।৭৩
গত্যার্থাদৃষতের্ধাতোর্নামনির্বৃত্তিরাদিতঃ
তস্মাদৃষিপরত্বেন মহাংস্তস্মান্মহর্ষয়ঃ।।৭৪
মহর্লোকস্থিতৈর্দৃষ্টঃ কালঃ সুপ্তস্তদা চ তৈঃ।
সত্যাদ্যাঃ সপ্ত যে হ্যাসন্ কল্পেঽতীতে মহর্ষয়ঃ
এবং ব্রাহ্মীষু রাত্রিষু হ্যতীতাসু সহস্রশঃ।
দৃষ্টবন্তস্তথা হ্যন্যে সুপ্তং কালং মহর্ষয়ঃ।।৭৬
কল্পস্যাদৌ তু বর্ত্তন্তে যস্মাৎ সংখ্যাশ্চতুর্দ্দশ।
কল্পয়ামাস বৈ ব্রহ্মা তস্মাৎ কল্পো নিরুচ্যতে।।
স স্রষ্টা সর্ব্বভূতানাং কল্পাদিষু পুনঃপুনঃ।
ব্যক্তাব্যক্তো মহাদেবস্তস্য সর্ব্বমিদং জগৎ।।

প্রচলিত আছে যে, জল সকলই 'নর' নামক তনু, অতএব এইরূপ নাম প্রসিদ্ধ; সেই নরের অর্থাৎ জলের মধ্যে নাভি পর্য্যন্ত আপূরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নারায়ণ নামে খ্যাতি হয়। এই সহস্র প্রাণ, মন, মুখ, মস্তক, হস্ত, পাদ, চক্ষু ও কর্ণ সম্পন্ন, সর্ব্বপ্রথম, প্রজাপতি পুরুষের বিষয় শ্রুতিতে সবিশেষ উল্লেখ আছে। এই মহাত্মাই বেদে আদিত্যবর্ণ, ভুবনপালক, অপূর্ব্ব, প্রথম প্রজাপতি, তমঃ পরবর্ত্তী হিরণ্যগর্ভ মহাপুরুষ বলিয়া পঠিত। কল্পাদে সৃষ্টি প্রারম্ভে এই পুরুষই রজোগুণোদ্রেক ব্রহ্মা হইয়া প্রজা সৃষ্টি করেন; আবার কল্পান্তকালে তমোগুণের উদ্রেক হেতু কাল হইয়া গ্রাস করেন। সত্ত্বগুণোদ্রেকে তিনি একার্ণবে শয়ান থাকিয়া নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। তিনি আপনাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া ত্রৈলোক্যে বিরাজমান। তিন মূর্ত্তি দ্বারা তিনি সৃজন, গ্রসন ও বীক্ষণ করিয়া থাকেন। চতুঃসহস্র যুগান্তে যখন স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট ও দশদিক্ জলময় হইয়া একার্ণবাকার হয়, যখন ব্রহ্মা কালরূপে চতুর্ব্বিধ প্রজা গ্রাস করিয়া নিরালোক জলরাশি মধ্যে নারায়ণরূপে শয়ান থাকেন, তখন তাঁহাকে তৎকল্পীয় মহর্লোকবাসী ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ দেখিতে পান। সেই মহর্ষিগণ পরম পুরুষ মহানের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন; এইজন্য ইহাঁদিগকে মহর্ষি বলা যায়।৬৪-৭৪। গমনার্থক ঋষ ধাতু হইতেই ঋষি নাম নিষ্পন্ন। মহর্লোকস্থিত সেই সমস্ত ঋষিগণ তখন কালকে নিদ্রিত দর্শন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকল্পে সত্য প্রভৃতি যে সকল মহর্ষি ছিলেন, তাঁহারাও এইরূপে কালকে শয়ন করিতে দেখিয়াছেন। এই অতীত সহস্র সহস্র ব্রাহ্ম রাত্রিতে পূর্ব্বপূর্ব্ব মহর্ষিগণ কালের শয়ন দর্শন করিয়াছেন। কল্পের আদিতে ব্রহ্মা চতুর্দ্দশ বিভাগে অনেকানেক জীবজাত কল্পনা করিয়া থাকেন; এজন্য সেই সময়কে কল্প বলে। সেই ব্যক্তাব্যক্ত মহাদেবই কল্পাদি সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করেন

ইত্যেষ প্রতিসন্ধির্ব্বঃ কীর্ত্তিতঃ কল্পয়োর্দ্বয়োঃ
সাম্প্রতাতীতয়োর্মধ্যে প্রাগবস্থা বভূব যা।
কীর্ত্তিতা তু সমাসেন কল্পে কল্পে যথা তথা।
সাম্প্রতং তে প্রবক্ষ্যামি কল্পমেতং নিবোধত।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে প্রতিসন্ধি-
কীর্ত্তনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ॥৭।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ

ভূতানাং যুগসহস্রস্য নৈশং কালমুপাস্য সঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রকুরুতে ব্রহ্মত্বং সর্গকারণাৎ॥১
ব্রহ্মা তু সলিলে তস্মিন্ বায়ুর্ভূত্বা তদা চরন্।
অন্ধকারে তদা তস্মিন্নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে॥২
জলেন সমনুব্যাপ্তে সর্ব্বতঃ পৃথিবীতলে।
অবিভাগেন ভূতেষু সমন্তাৎ সুস্থিতেষু তু॥৩
নিশায়ামিব খদ্যোতঃ প্রাবৃট্‌কালে ততস্ততঃ।
তদা চচার সোহর্থী বীক্ষমাণঃ সমন্ততঃ।
প্রতিষ্ঠায়াম্ অথাবস্তু মার্গমাণস্তদা প্রভুঃ।
ততস্তু সলিলে তস্মিন্ জ্ঞাত্বা হ্যন্তর্গতাং মহীম্
অনুমানাদসংমূঢ়ো ভূমেরুদ্ধরণং প্রতি।
চকারান্যাং তনুং চৈব পূর্ব্বকল্পাদিষু স্মৃতাম্॥
স তু রূপং বরাহস্য কৃত্বাপঃ প্রাবিশৎ প্রভুঃ
অদ্ভিঃ সঞ্ছাদিতামুর্ব্বীং সমীক্ষ্যাথ প্রজাপতিঃ।
উদ্ধৃত্যোর্ব্বীমপস্তাস্ত অপস্তাস্ত স বিন্যসন্।
সামুদ্রীস্তু সমুদ্রেষু নাদেয়ীর্নিম্নগাস্বপি।
পার্থিবীস্তু সবিন্যস্য পৃথিব্যাং সোহচিনোদ্ গিরীন্॥৯
প্রাক্‌সর্গে দহ্যমানে তু তদা সংবর্ত্তকাগ্নিনা।
তেনাগ্নিনা প্রলীনাস্তে পর্ব্বতা ভুবি সর্ব্বশঃ।
শৈত্যাদেকার্ণবে তস্মিন্ বায়ুনোপস্তু সংহতাঃ॥
নিষক্তা যত্র যত্রাসংস্তত্র তত্রাচলোহভবৎ।
অচলত্বাদচলাঃ পর্ব্বভিঃ পর্ব্বতাঃ স্মৃতাঃ॥
গিরয়োহপি নিগীর্ণত্বাচ্ছয়নাচ্চ শিলোচ্চয়াঃ।

এক্ষণে, উঁহারাই। অতীত ও বর্ত্তমান কালের মধ্যভাগে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, সেই প্রতিসন্ধিবৃত্তান্ত আপনাদিগের নিকট এই আমি বর্ণন করিলাম। কল্পে কল্পে যেরূপ অবস্থা ঘটে, তাহাও সংক্ষেপে বলা হইয়াছে এই যাহা বলিলাম, ইহা বর্ত্তমান কল্পেরই বিবৃতি আপনারা এ তত্ত্ব বৃত্তান্ত অবধারণ করুন।৭৫-৮০।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥৭।

অষ্টম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, সেই পুরুষ, যুগসহস্রাত্মক রাত্রিকাল অতিবাহিত করিয়া রাত্রির অবসানে সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রহ্মমূর্ত্তি গ্রহণ করেন। সেই স্থাবরজঙ্গমহীন, অন্ধকারযুক্ত জলময়, ভূতবিভাগহীন নিশাকালে ব্রহ্মা তত্র ন্যায় নভোমণ্ডলে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করত সৃষ্টিবিভাগের উপায় অনুসন্ধান করিতে থাকেন পরে সেই সলিল মধ্যে পৃথিবী নিমগ্না রহিয়াছে, অনুমানে ইহা বুঝিতে পারিয়া ভূমির উদ্ধারার্থ চিন্তাপূর্ব্বক পূর্ব্বাপূর্ব্ব কল্পের ন্যায় অপর শরীর ধারণ করেন। তিনি বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পৃথিবীকে উদ্ধার করেন প্রজাপতি ব্রহ্মা তখন পৃথিবীকে জলপ্লাবিত দেখিয়া সেই জলসমূহও বিভাগ অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন করেন তিনি সমুদ্রজল সমুদ্রে, নদীজল নদীতে এবং পার্থিব জল পৃথিবীতে স্থাপন করিয়া পর্ব্বতসমূহ স্থাপনার্থ উদ্যত হয়েন।১-৯ পূর্ব্ব সৃষ্টিতে সংবর্ত্তক অগ্নিদ্বারা সমস্ত পর্ব্বত দগ্ধ হইয়া যায়, পরন্তু একার্ণবে শৈত্যাধিক্যবশতঃ বায়ু দ্বারা জল সকল স্থানে স্থানে কঠিনাকার প্রাপ্ত হইয়া পর্ব্বতরূপে পরিণত হয়। চলন রহিত বলিয়া উহাদিগকে অচল বলে আর উহাদিগের পর্ব্ব অর্থাৎ স্তর আছে বলিয়া পর্ব্বত সংজ্ঞা হইয়াছে। জলে নিগীর্ণ অর্থাৎ গ্রস্ত ছিল বলিয়া গিরি,

ততস্তাং সমুদ্ধৃত্য ক্ষিতিমন্তর্জলাৎ প্রভুঃ।।
স্বস্থানে স্থাপয়িত্বা চ বিভাগমকরোৎ পুনঃ।
সপ্ত সপ্ত তু বর্ষাণি তস্যা দ্বীপেষু সপ্তসু।।১৩
বিষমাণি সমীকৃত্য শিলাভিরচিনোদ্গিরীন্।
দ্বীপেষু তেষু বর্ষাণি চত্বারিংশত্তথৈব চ।।১৪
তাবন্তঃ পর্ব্বতাশ্চৈব বর্ষান্তে সমবস্থিতাঃ।
সর্গাদৌ সন্নিবিষ্টাস্তে স্বভাবেনৈব নান্যথা।।১৫
সপ্ত দ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ অন্যোন্যস্য তু মণ্ডলম্।
সন্নিকৃষ্টাঃ স্বভাবেন সমাবৃত্য পরস্পরম্।।১৬
ভূরাদ্যাংশ্চতুরো লোকাংশ্চন্দ্রাদিত্যৌ গ্রহৈঃ সহ
পূর্ব্বন্তু নির্ম্মমে ব্রহ্মা স্থানানীমানি সর্ব্বশঃ।।১৭
কল্পস্য চাস্য ব্রহ্ম বৈ হ্যসৃজৎ স্থানিনশ্চ পুরা।
আপোঽগ্নিঃ পৃথিবী বায়ুরন্তরীক্ষং দিবং তথা
স্বর্গং দিশঃ সমুদ্রাংশ্চ নদীঃ সর্ব্বাংশ্চ পর্ব্বতান্।
ওষধীনাং তথাত্মানমাত্মানং বৃক্ষবীরুধাম্।।
লবান্ কাষ্ঠাঃ কলাশ্চৈব মুহূর্ত্তং সন্ধিরাত্র্যহম্।
অর্দ্ধমাসাংশ্চ মাসাংশ্চ অয়নাব্দযুগানি চ।।২০
স্থানাভিমানিনশ্চৈব স্থানানি চ পৃথক্ পৃথক্।
স্থানাত্মনঃ স সৃষ্ট্বা বৈ যুগাবস্থাং বিনির্ম্মমে।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব তথা যুগম্।
কল্পস্যাদৌ কৃতযুগে প্রথমে সোঽসৃজৎ প্রজাঃ
প্রাগুক্তা যা ময়া তুভ্যং পূর্ব্বকালং প্রজাস্তু তাঃ
তস্মিন্ সংবর্ত্তমানে তু কল্পে দগ্ধাস্তদাগ্নিনা।।
অপ্রাপ্তা যাস্তপোলোকং জনলোকং সমাশ্রিতাঃ
প্রবর্ত্তন্তে পুনঃ সর্গে বীজার্থং তা ভবন্তি হি।।
বীজার্থেন স্থিতাস্তত্র পুনঃ সর্গস্য কারণাৎ।
ততস্তাঃ সৃজ্যমানাস্তু সন্তানার্থং ভবন্তি হি।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামিহ তাঃ সাধিকাঃ স্মৃতাঃ।
দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব ঋষয়ো মানবস্তথা।।২৬
ততস্তে তপসা যুক্তাঃ স্থানান্যাপূরয়ন্তি হি।
ব্রহ্মণো মানসাস্তে বৈ সিদ্ধাত্মানো ভবন্তি হি
যে সঙ্গাদ্বেষযুক্তেন কর্ম্মণা তে দিবং গতাঃ।।

এবং শিলাসমূহের চয়নে উহাদিগের উৎপত্তি বলিয়া উহাদিগের আর একটী নাম— শিলোচ্চয়। প্রভু প্রজাপতি জলমধ্য হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া ক্রমে তাহাকে প্রতিদ্বীপে সাত সাতটী বর্ষযুক্ত সপ্তদ্বীপে বিভক্ত করেন। আর বিষম ভূভাগ সমীকরণপূর্ব্বক শিলাদ্বারা গিরিগণের বৃদ্ধিসাধন করেন। সমুদয় দ্বীপের পর্ব্বতসংখ্যার সমষ্টিসংখ্যা ঊনপঞ্চাশ। প্রতিবর্ষে এতৎসম সংখ্যক পর্ব্বতও বিদ্যমান। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে এই সকল পর্ব্বত স্বভাবতই এইরূপ নিবিষ্ট হইয়াছে। সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্র স্বভাবতঃ পরস্পরকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া বর্ত্তমান। ব্রহ্মা সর্ব্ব প্রথমে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও তারাদিসহ ভূ প্রভৃতি চারিলোক নির্ম্মাণ করেন।১০-১৭। কল্পের প্রথমে ব্রহ্মা সৃষ্টির আশ্রয়ভূত মূল পদার্থ সকল সৃজন করেন যথা – জল, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, স্বর্গ, দিক্, সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, ওষধি, বৃক্ষ, লতা, এতৎসমস্তের আত্মা, লব, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, সন্ধি, রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ, পৃথক্ পৃথক্ স্থান, স্থানাভিমানী,— ইত্যাদি স্থানাশ্রয় পদার্থচয় নির্ম্মাণ করিয়া পরে যুগাবস্থা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।১৮-২১। যুগ চারিটী,- কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। কল্পের আদিম সত্যযুগের প্রথম ভাগে, ব্রহ্মা প্রজাসকল সৃজন করেন। পূর্ব্বকল্পীয় প্রজাসকল যে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তৎকালে যাঁহারা তপোলোক পর্য্যন্ত যাইতে পারেন নাই, জনলোকেই রহিয়াছেন; পরবর্ত্তী সৃষ্টির তাঁহারাই বীজস্বরূপ। তাঁহারাই পরবর্ত্তী কালে প্রজা সৃষ্টি করেন, প্রজাসমূহ হইতে আবার অপর প্রজা, এই ক্রমে প্রজাবিস্তার হইয়া থাকে। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের ইহাঁরাই সাধক। দেব, পিতৃ, ঋষি ও মনুগণ, তপঃপ্রভাবে স্থানসমূহের পূরণার্থ ব্রহ্মার তপঃসিদ্ধ মানসপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। যাহারা দ্বেষযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও সঙ্গগুণে স্বর্গগামী

আবর্ত্তমানা ইহ তে সম্ভবন্তি যুগে যুগে ॥২৮
স্বকর্ম্মফলশেষেণ খ্যাতাশ্চৈব তথাত্মিকাঃ।
সম্ভবন্তি জনাল্লোকাৎ কর্ম্মসংশয়বন্ধনাৎ ॥২৯
আশ্রয়ঃ কারণং তত্র বোদ্ধব্যং কর্ম্মণাং তু সঃ।
তৈঃ কর্ম্মভিস্তু জায়ন্তে জনাল্লোকাঃ শুভাশুভৈঃ
গৃহ্ণন্তি তে শরীরাণি নানারূপাণি যোনিষু।
দেবাদ্যাঃ স্থাবরান্তে চ উৎপদ্যন্তে পরস্পরম্ ॥
তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্‌সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে।
তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃপুনঃ ॥৩২
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মে ঋতানৃতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাত্তত্তস্য রোচতে ॥
কল্পেম্বাসন্ ব্যতীতেষু রূপনামানি যানি চ।
তান্যেবানাগতে কালে প্রায়শঃ প্রতিপেদিরে
তস্মাত্তু নামরূপাণি তান্যেব প্রতিপেদিরে।
পুনঃপুনস্তে কল্পেষু জায়ন্তে নামরূপতঃ ॥৩৫

ততঃ সর্গে হ্যবষ্টব্ধে সিসৃক্ষোর্ব্রহ্মণস্তু বৈ।
প্রজাস্তা ধ্যায়তস্তস্য সত্যাভিধ্যায়িনস্তদা ॥৩৬
মিথুনানাং সহস্রন্তু সোঽসৃজদ্বৈ মুখাত্তদা।
জনাস্তে হ্যুপপদ্যন্তে সত্ত্বোদ্রিক্তাঃ সুচেতসঃ
সহস্রমন্যদ্বক্ষস্তো মিথুনানাং সসর্জ্জ হ।
তে সর্ব্বে রজসোদ্রিক্তাঃ শুষ্মিণশ্চাপ্যশুষ্মিণঃ ॥
সৃষ্ট্বা সহস্রমন্যত্তু দ্বন্দ্বানামূরুতঃ পুনঃ।
রজস্তমোভ্যামুদ্রিক্তা ঈহাশীলাস্তু তে স্মৃতাঃ ॥
পদ্ভ্যাং সহস্রমন্যত্তু মিথুনানাং সসর্জ্জ হ।
উদ্রিক্তাস্তমসা সর্ব্বে নিঃশ্রীকা হ্যল্পতেজসঃ ॥৪০
ততো বৈ হর্ষমাণাস্তে দ্বন্দ্বোৎপন্নাস্তু প্রাণিনঃ।
অন্যোন্যং হৃচ্ছয়াবিষ্টা মৈথুনায়োপচক্রমুঃ ॥৪১
ততঃ প্রভৃতি কল্পেঽস্মিন্ মিথুনোৎপত্তিরুচ্যতে
মাসি মাস্যার্ত্তবং যদ্বত্তদাসীন্ন যোষিতাম্ ॥
তস্মাত্তদা ন সুষুবুঃ সেবিতৈরপি মৈথুনৈঃ।
আয়ুষোঽন্তে প্রসূয়ন্তে মিথুনান্যেব তে সকৃৎ

হইয়াছেন, তাঁহারা যুগে যুগে এই সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যে সকল জনলোকবাসীর কর্ম্মাবশেষ বিদ্যমান, তাঁহারাই জনলোক হইতে তখন ভূতলে আসিয়া জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ আকৃতি ও প্রকৃত্যনুসারে খ্যাতি-প্রতিপত্তিলাভ করে। ইচ্ছাই কর্ম্মসমূহের জননী। কর্ম্মবশেই জনলোক হইতে শুভাশুভ ফল-ভোগার্থ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। দেবাদি স্থাবরান্ত নানা যোনিতে সেই জনলোকবাসীরা নানারূপে উৎপন্ন হয়েন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে যিনি যিনি যেমন যেমন কর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন, পরবর্ত্তী সৃষ্টিতেও সেই সেই ব্যক্তি সেই সেই কর্ম্মাচরণ করিবেন। তত্তদ্ বিষয়ের ভাবনা বশত হিংস্র অহিংস্র, মৃদু ক্রূর, সত্য মিথ্যা, ধর্ম্ম অধর্ম্ম,— সমস্তই পূর্ব্ব কল্পীয় জন্মের ন্যায় হইয়া থাকে। উহাই তত্তদ্ জীবের রুচিজনক। পূর্ব্ব কল্পে যাহার যেরূপ রূপ-নামাদি ছিল, ভাবিকল্পেও জীবগণ প্রায়শঃ তাহাই প্রাপ্ত হয়; এইজন্য বিভিন্ন কল্পে জন্মগ্রহণ করিলেও নাম রূপাদি একই প্রকার হয়। তাঁহারা একই নাম-রূপে বিভিন্নকল্পে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ২২-৩৫। সৃষ্টিন্মুখ সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মা ধ্যানপ্রভাবে মুখ হইতে সহস্র প্রজা সত্ত্বোদ্রিক্ত ও প্রশান্তচেতাঃ। পরে তিনি আবার বক্ষঃস্থল হইতে অপর সহস্র প্রজা সৃষ্টি করেন; ইহারা রজোগুণবহুল। গর্ব্ব ও উৎসাহ সম্পন্ন। তিনি উরু হইতে রজস্তমোবহুল অপর সহস্র প্রজা উৎপাদন করেন। উহারা অত্যন্ত স্পৃহা সম্পন্ন। তিনি পদদ্বয় হইতে সহস্র পুত্র মিথুন সৃষ্টি করেন। ইহারা তমোগুণবহুল; শ্রীহীন ও অল্পবুদ্ধি বিশিষ্ট। সেই সমস্ত প্রজা হর্ষবশে পরস্পর কামাক্রান্ত হইয়া মৈথুনার্থ উদ্যুক্ত হইলে সেই হইতেই লোকে মিথুনোৎপত্তি প্রবৃত্ত হইতে লাগিল এখন যেমন নারীগণের মাসে মাসে আর্ত্তব হয়, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। এজন্য তখন মৈথুন করিলেও তাহাদিগের সন্তানোৎপত্তি হইত না। আয়ুষ্কালের অন্তে তাহারা একবার একসঙ্গে পুত্র-কন্যা উৎপাদন

চূলিকাঃ চূচিকাশ্চৈব উৎপদ্যন্তে পুনঃপুনঃ (?) বিতাঃ।
ততঃ প্রবৃত্তি কালেহস্মিন মিথুনানাং হি সম্ভবঃ
ধ্যায়তে তু মনসা তাসাং প্রজানাং জায়তে সকৃৎ
শব্দাদিবিষয়ঃ শুদ্ধঃ প্রত্যেকং পঞ্চলক্ষণঃ॥৪৫
ইত্যেবং মানসী পূর্ব্বং প্রাক্‌সৃষ্টির্যা প্রজাপতেঃ
তস্যান্ববায়ে সম্ভূতা যৈরিদং পূরিতং জগৎ॥৪৬
সরিৎসরঃসমুদ্রাংশ্চ সেবন্তে পর্ব্বতানপি।
তদা নাত্যম্বুশীতোষ্ণা যুগে তস্মিংশ্চরন্তি বৈ॥
পৃথিবীরসোদ্ভবং নাম আহারং হ্যাহরন্তি বৈ।
তাঃ প্রজাঃ কামচারিণ্যো মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তাস্বাস্তাং নির্ব্বিশেষাঃ প্রজাস্তু তাঃ
তুল্যমায়ুঃ সুখং রূপং তাসাং তস্মিন কৃতে যুগে
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তাস্বাস্তাং কল্পাদৌ তু কৃতে যুগে
স্বেন স্বেনাধিকারেণ জজ্ঞিরে তে কৃতে যুগে॥
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং দিব্যসংখ্যয়া।
আদ্যং কৃতযুগং প্রাহুঃ সন্ধ্যানাঞ্চ চতুঃশতম্
ততঃ সহস্রশস্তাসু প্রজাসু প্রথিতাস্বপি।
ন তাসাং প্রতিঘাতোহস্তি ন দ্বন্দ্বং নাপি চ ক্লমঃ
পর্ব্বতোদধিসেবিন্যো হ্যনিকেতাশ্রয়াস্তু তাঃ।
বিশোকাঃ সত্ত্ববহুলা একান্তসুখিতপ্রজাঃ।৫৩
তা বৈ নিষ্কামচারিণ্যো নিত্যং মুদিতমানসাঃ।
পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব ন তদাসন সরীসৃপাঃ॥
নোদ্ভিজ্জা নারকাশ্চৈব তে হ্যধর্ম্মপ্রসূতয়ঃ।
ন মূলফলপুষ্পঞ্চ নার্ত্তবমৃতবো ন চ।৫৫
সর্ব্বকামসুখঃ কালো নাত্যর্থং হ্যুষ্ণশীততা।
মনোভিলষিতাঃ কামাস্তাসাং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥৫৬
উত্তিষ্ঠন্তি পৃথিব্যাং বৈ তাভির্ধ্যাতা মনোগতাঃ
বলবর্ণকরী তাসাং সিদ্ধিঃ সা রোগনাশিনী।
অসংস্কার্য্যৈঃ শরীরৈশ্চ প্রজাস্তাঃ স্থিরযৌবনাঃ
তাসাং বিশুদ্ধাৎ সঙ্কল্পাজ্জায়ন্তে মিথুনাঃ প্রজাঃ
সমং জন্ম চ রূপঞ্চ ম্রিয়ন্তে চৈব তাঃ সমম্॥৫৭

করিত। চূচুক ও চূলিক নামক সন্তান সকল তাহাদিগেরই পূর্ব্বকালে সমুৎপন্ন হয়। মৈথুন দ্বারা সন্তানোৎপত্তি- তাহার পর হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্বে তাঁহারা একবার মাত্র ধ্যান করিলেই অভীষ্ট সন্তান উৎপন্ন হইত। ধ্যানমাত্রেই তাঁহাদিগের শব্দাদি পঞ্চলক্ষণসমন্বিত শুদ্ধ বিষয়সমূহ প্রাদুর্ভূত হইত। প্রজাপতি পূর্ব্বে এই ভাবে যে সকল মানসী প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাদিগের বংশজাত প্রজা দ্বারাই এই জগৎ পরিপূরিত হইয়াছে।৩৬-৪৬। সেই যুগারম্ভকালে শীত, বৃষ্টি ও আতপাদি অত্যল্পই ছিল। প্রজাগণ সরিৎ, সরোবর, সমুদ্র ও পর্ব্বতাদিতে তখন বাস করিত। সেই সমস্ত কামচারী মনঃসিদ্ধিসম্পন্ন প্রজাগণ পৃথিবীরসজাত আহার্য্য সমুদয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সেই সমস্ত প্রজাগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম ছিল না, সকলেই নির্ব্বিশেষ ছিল। আয়ু, রূপ, সুখ,—সমস্ত বিষয়েই তাহারা সকলে তুল্য ছিল। সকলেই নিজ নিজ অধিকারে থাকিয়া জীবন যাপন করিত। সত্যযুগের পরিমাণ দিব্য চারি সহস্র বৎসর, উহার সন্ধ্যা— চারিশত বর্ষ, তৎকালে সেই সহস্র সহস্র প্রজার শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বক্লেশ, শ্রম— কিছুই ছিল না; তাহারা পর্ব্বত সাগরাদি সেবা করিয়া একান্ত সুখী ছিল। তাহারা নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। সকলেই শোকহীন, সত্ত্ববহুল, কামচারী ও প্রমুদিতচিত্ত ছিল। তখন পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, উদ্ভিদ বা অধর্ম্ম জন্য দুঃখী মানব ছিল না। মূল, ফল, পুষ্প, আর্ত্তব কিম্বা ঋতু — কিছুই ছিল না সকল কালেই তাহাদিগের সুখকর;— শৈত্য বা ঔষ্ণ্য অল্পই অনুভূত হইত। তাহাদিগের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা মনোবাঞ্ছিত কাম সকল সুসিদ্ধ হইত। তাহাদিগের ধ্যানপ্রভাবে পৃথিবীতে বলবর্ণকরী, রোগনাশিনী রসাদি সমুদ্ভূত হইত। স্নানাদি শরীরসংস্কার না করিলেও তৎকালিক প্রজাসমূহ স্থিরযৌবন ছিল। তাহাদিগের বিশুদ্ধ সংকল্প প্রভাবেই মিথুন সন্তান জন্মিত. সেই মিথুনের — জন্ম, মরণ ও রূপ

তদা সত্যমলোভশ্চ ক্ষমা তুষ্টিঃ সুখং দমঃ।
নির্ব্বিশেষাস্তু তাঃ সর্ব্বা রূপায়ুঃশীলচেষ্টিতৈঃ
অবুদ্ধিপূর্ব্বকং বৃত্তং প্রজানাং জায়তে স্বয়ম্।।৬০
অপ্রবৃত্তিঃ কৃতযুগে কর্ম্মণোঃ শুভপাপয়োঃ।
বর্ণাশ্রমব্যবস্থাশ্চ ন তদাসন্ন সঙ্করঃ।৬১
অনিচ্ছাদ্বেষযুক্তাস্তে বর্ত্তয়ন্তি পরস্পরম্।
তুল্যরূপায়ুষঃ সর্ব্বা অধমোত্তমবর্জ্জিতাঃ।৬২
সুখপ্রায়া হ্যশোকাশ্চ উৎপদ্যন্তে কৃতে যুগে।
নিত্যপ্রহৃষ্টমনসো মহাসত্ত্বা মহাবলাঃ।।৬৩
লাভালাভৌ ন হ্যাসাতাং মিত্রামিত্রে প্রিয়াপ্রিয়ে
মনসা বিষয়স্তাসাং নিরীহাণাং প্রবর্ত্ততে।৬৪
ন লিপ্সন্তি হি তান্যোন্যং নানুগৃহ্ণন্তি চৈব হি।
ধ্যানং পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।।
প্রবৃত্তং দ্বাপরে যজ্ঞো দানং কলিযুগে বরম্
সত্ত্বং কৃতং রজস্ত্রেতা দ্বাপরন্তু রজস্তমৌ।৬৬
কলৌ তমস্তু বিজ্ঞেয়ং যুগবৃত্তবশেন তু।৬৭
কালঃ কৃতে যুগে যেষ তস্য সংখ্যাং নিবোধত
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং তৎকৃতং যুগম্।
সন্ধ্যাংশৌ তস্য দিব্যানি শতান্যষ্টৌ চ সংখ্যয়া
তদা তাসাং বভূবায়ুর্ন চ ক্লেশবিপত্তয়ঃ।
ততঃ কৃতযুগে তস্মিন্ সন্ধ্যাংশে হি গতে তু বৈ
পাদাবশিষ্টো ভবতি যুগধর্ম্মস্তু সর্ব্বশঃ
সন্ধ্যায়ামপ্যতীতায়ামন্তকালে যুগস্য তু।।৭০
পাদস্তস্যাবশিষ্টে তু সন্ধ্যাধর্ম্মে যুগস্য তু।
এবং কৃতে তু নিঃশেষে সিদ্ধিস্তর্দ্ধধে তদা।।
তস্যাঞ্চ সিদ্ধৌ ভ্রষ্টায়াং মানস্যামভবত্ততঃ।
সিদ্ধিরন্যা যুগে তস্মিংস্ত্রেতায়ামন্তরে কৃতা।।৭২
সর্গাদৌ যা ময়াষ্টৌ তু মানস্যো বৈ প্রকীর্ত্তিতাঃ
অষ্টৌ তাঃ ক্রমযোগেন সিদ্ধয়ো যান্তি সংক্ষয়ম্
কল্পাদৌ মানসী হ্যেকা সিদ্ধির্ভবতি সা কৃতে।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু চতুর্যুগবিভাগশঃ।।৭৪

উভয়েরই সম্পূর্ণ সমান হইত। তখন ক্ষমা, তুষ্টি, সুখ, দম, —এ সকল সকলেরই ছিল। রূপ, আয়ু, স্বভাব ও ক্রিয়া প্রায় সকলেরই সমান ছিল, কাহারই কিছুমাত্র বিশেষত্ব লক্ষিত হইত না। কেহই ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া কোন কাজ করিত না; পরন্তু স্বভাববশেই কার্য্য করিত। সত্যযুগে শুভ অশুভ কোন রকম কর্ম্মেরই প্রবৃত্তি ছিল না; বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ছিল না, পরন্তু বর্ণসঙ্করও হইত না। কাহারই লোভ বা দ্বেষ ছিল না; পরস্পর সকলেই সুখে কালাতিপাত করিত। রূপ ও আয়ু সকলেরই তুল্য; সুতরাং অধমোত্তম ভাব ছিল না। সত্যযুগে সুখবহুল, দুঃখহীন প্রজাই উৎপন্ন হইত তাহারা সকলে সতত হৃষ্টচিত্ত, মহাবল ও মহাবীর্য্য তাহারা চেষ্টাহীন; লাভালাভ, প্রিয় অপ্রিয়, মিত্র শত্রু, এ সকল তখন ছিল না, সংকল্পমাত্রেই কাম্য বিষয়সমূহ সমুৎপন্ন হইত। তাহাদিগের ভালবাসা, বা অনুগ্রহ ছিল না। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং কলিযুগে দানই প্রশংসনীয়। সত্যযুগে সত্ব, ত্রেতায় রজঃ, দ্বাপরে রজস্তমঃ এবং কলিতে তমোগুণ প্রবল যুগের ক্রিয়াসমূহের তারতম্য বশেই এইরূপ ঘটে।৫৭-৬৭। এই সত্যযুগের পরিমাণ শ্রবণ করুন দৈব চারি সহস্র বৎসর সত্যযুগের পরিমাণ। ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ অষ্টশত বর্ষ তদানীন্তন প্রজাগণ ক্লেশ ও বিপত্তিহীন হইয়া এই আয়ুষ্কাল অতিবাহিত করিত। সত্যযুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ অতীত হইলে যুগধর্ম্ম একপাদহীন হয়। সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশ অতীত হইলে সেই যুগান্তকালে প্রজাবর্গের মানসী সিদ্ধিও বিলুপ্ত হয়। মানসী সিদ্ধি বিনষ্ট হইলে সেই সত্য-ত্রেতার সন্ধিকালে অপরাপর সিদ্ধিসমূহও ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হয়। সৃষ্টির প্রথমে যে অষ্টবিধ মানসী সিদ্ধির কথা বলিয়াছি, তৎসমস্ত তখন ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতে থাকে। সকল মন্বন্তরেই যুগ বিভাগানুসারে প্রতি সত্যযুগেরই আদিমকালে সেই সকল সিদ্ধি থাকে; কিন্তু

বর্ণাশ্রমাচারকৃতঃ কর্ম্মসিদ্ধোদ্ভবঃ স্মৃতঃ।
সন্ধ্যা কৃতস্য পাদেন সন্ধ্যাপাদেন চাংশতঃ।।
কৃতসন্ধ্যাংশকা হ্যেতে ত্রীংস্ত্রীন্ পাদান্
পরস্পরান্।
হ্রসন্তি যুগধর্ম্মৈস্তে তপঃশ্রুতবলায়ুষৈঃ।।৭৬
ততঃ কৃতাংশে ক্ষীণে তু বভূব তদনন্তরম্।
ত্রেতায়াং যুগমন্যত্তু কৃতাংশমৃষিসত্তমাঃ।।৭৭
তস্মিন ক্ষীণে কৃতাংশে তু তচ্ছিষ্টাসু প্রজাস্বিহ
কল্পাদৌ সম্প্রবৃত্তায়াস্ত্রেতায়াঃ প্রমুখে তদা।।
প্রণশ্যতি তদা সিদ্ধিঃ কালযোগেন নান্যথা।
তস্যাং সিদ্ধৌ প্রনষ্টায়ামন্যা সিদ্ধিরবর্ত্তত।।৭৯
অপাং সৌক্ষ্ম্যে প্রতিগতে তদা মেঘাত্মনা তু তৌ
মেঘেভ্যঃ স্তনয়িত্নুভ্যঃ প্রবৃত্তং বৃষ্টিসর্জ্জনম্।।
সকৃদেব তয়া বৃষ্ট্যা সংযুক্তে পৃথিবীতলে।
প্রাদুরাসংস্তদা তাসাং বৃক্ষাস্তু গৃহসংস্থিতাঃ।।৮১
সর্ব্বপ্রত্যুপভোগস্তু তাসাং তেভ্যঃ প্রজায়তে
বর্ত্তয়ন্তি হি তেভ্যস্তাস্ত্রেতাযুগমুখে প্রজাঃ ৮২
ততঃ কালেন মহতা তাসামেব বিপর্য্যয়াৎ।
রাগলোভাত্মকো ভাবস্তদা হ্যাকস্মিকোঽভবৎ
যত্তদ্ভবতি নারীণাং জীবিতান্তে তদার্ত্তবম্।
তদা তদ্বৈ ন ভবতি পুনর্যুগবলেন তু।।৮৪
তাসাং পুনঃ প্রবৃত্তন্তু মাসে মাসে তদার্ত্তবম্,
ততস্তেনৈব যোগেন বর্ত্ততাং মিথুনে তদা।।৮৫
তাসাং তৎকালভাবিত্বান্মাসি মাস্যুপগচ্ছতাম্
অকালে হ্যার্ত্তবোৎপত্তির্গর্ভোৎপত্তিরজায়ত।।
বিপর্য্যয়েণ তাসাং তু তেন কালেন ভাবিনা।
প্রণশ্যন্তি ততঃ সর্ব্বে বৃক্ষাস্তে গৃহসংস্থিতাঃ।।৮৭
ততস্তেষু প্রনষ্টেষু বিভ্রান্তা ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ।
অভিধ্যায়ন্তি তাং সিদ্ধিং সত্যাভিধ্যায়িনস্তদা
প্রাদুর্বভূবুস্তাসাঞ্চ বৃক্ষাস্তে গৃহসংস্থিতাঃ।
বস্ত্রাণি চ প্রসূয়ন্তে ফলান্যাভরণানি চ।।৮৯
তেষ্বেব জায়তে তাসাং গন্ধবর্ণরসান্বিতম্।
অমাক্ষিকং মহাবীর্য্যং পুটকে পুটকে মধু।।৯০
তেন তা বর্ত্তয়ন্তি স্ম সুখে ত্রেতাযুগস্য বৈ।

যুগশেষের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাশ্রমাচার ও কর্ম্ম জন্য তৎসমস্ত সিদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়। সত্যযুগের সন্ধ্যাকালে যুগধর্ম্মের একপাদ, সন্ধ্যাংশকালে সন্ধ্যাকালীন ধর্ম্মের একপাদ এবং ত্রেতাপ্রারম্ভে সেই সন্ধ্যাংশকালীন ধর্ম্মের একপাদ—এই ক্রমে তপস্যা, শাস্ত্রজ্ঞান, বল ও আয়ুঃ ক্ষয় পাইয়া থাকে।৬৮—৭৬। হে মুনিগণ! সত্যযুগ-সন্ধ্যাংশ ক্ষীণ হইলে ত্রেতাযুগ প্রবৃত্ত হয়। তখন প্রজাগণের সেই যুগাদিমকালীন সিদ্ধি থাকে না; পরন্তু তখন আবার অপর সিদ্ধি প্রবৃত্ত হয়। জলসমূহের সূক্ষ্মতা বিনষ্ট হওয়ায় উহারা গর্জ্জনকারী মেঘরূপে পরিণত হয়; তাহা হইতে বৃষ্টির সৃষ্টি হইয়া থাকে। একবারমাত্র সেই বৃষ্টি হইলেই প্রজাগণের বাসস্থানসমূহে বিবিধ উপভোগ প্রাপ্তি ঘটে। ত্রেতাযুগের প্রথমাবস্থায় প্রজাবর্গ তদ্দ্বারাই জীবিকা-নির্ব্বাহ করে তদনন্তর ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের ভাব পরিবর্ত্তন ঘটে;—আসক্তি ও লোভ দ্বারা তাহারা আক্রান্ত হইতে থাকে। সত্যযুগে জীবনশেষেই রমণীগণের গর্ভধারণশক্তি প্রাদুর্ভূত হইত, কিন্তু ত্রেতাযুগে সে ভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন নারীদিগের মাসে মাসে আর্ত্তব প্রাদুর্ভূত হয়। তাহাতে মিথুনীভূত প্রজাবর্গের প্রতিমাসে সঙ্গমবশে অকালেই গর্ভোৎপত্তি হইতে থাকে এবং বহু সন্ততি সমুৎপন্ন হয়। ক্রমে কাল পরিবর্ত্তন বশে প্রজাবর্গের নিবাসভূত পূর্ব্বোৎপন্ন বৃক্ষসমূহ বিনষ্ট হয়। তাহাতে প্রজাবর্গ বিভ্রান্ত ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া পূর্ব্ব সিদ্ধি বিষয়ক ধ্যান করিতে থাকে। তাহাদিগের সত্যাভিধ্যানফলে তখন গৃহবৃক্ষ সমূহের প্রাদুর্ভাব হয়, এবং সেই সকল বৃক্ষ হইতে বস্ত্র, আভরণ, ফল ও উত্তম গন্ধ বর্ণ-রস সমন্বিত ও মহাবীর্য্যকর, অমাক্ষিক মধু পুটকে পুটকে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ত্রেতাযুগে প্রজাগণ তদ্দ্বারা সুখে কালাতিপাত

হৃষ্টতুষ্টাস্তয়া সিদ্ধ্যা প্রজা বৈ বিগতজ্বরাঃ।।৯১
পুনঃ কালান্তরেণৈব পুনর্লোভাবৃতাস্তু তাঃ।
বৃক্ষাংস্তান পর্য্যাগৃহ্নন্ত মধু বা মাক্ষিকং বলাৎ।।
তাসাং তেনাপচারেণ পুনর্লোভকৃতেন বৈ।
প্রনষ্টা মধুনা সার্দ্ধং কল্পবৃক্ষাঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।।৯৩
তস্যামেবাল্পশিষ্টায়াং সন্ধ্যাকালবশাত্তদা।
প্রাবর্ত্তন্ত তদা তাসাং দ্বন্দ্ব ন্যভ্যুত্থিতানি তু।।
শীতবাতাতপৈস্তীব্রৈস্ততস্তা দুঃখিতা ভৃশম্।
দ্বন্দ্বৈস্তাঃ পীড্যমানাস্তু চক্রুরাবরণানি চ।।৯৫
কৃত্বা দ্বন্দ্ব প্রতীকারং নিকেতানি হি ভেজিরে।
পূর্ব্বং নিকামচারাস্তে অনিকেতাশ্রয়া ভৃশম্।।৯৬
যথাযোগ্যং যথাপ্রীতি নিকেতেষ্ববসন্ পুনঃ।
মরুধন্বসু নিম্নেষু পর্ব্বতেষু নদীষু চ।।৯৭
সংশ্রয়ন্তি চ দুর্গাণি ধন্বানং শাশ্বতোদকম্।
যথাযোগং যথাকামং সমেষু বিষমেষু চ।।৯৮
আরব্ধাস্তে নিকেতন বৈ কর্ত্তুং শীতোষ্ণবারণাম্

ততঃ সংস্থাপয়ামাস খেটানি চ পুরাণি চ।।৯৯
গ্রামাংশ্চৈব যথাভাগং তথৈবান্তঃপুরাণি চ।
তাসামায়ামবিষ্কম্ভান সন্নিবেশান্তরাণি চ।।১০০
চক্রুস্তদা যথাপ্রজ্ঞং মিত্বা মিত্বাত্মনোঽঙ্গুলৈঃ।
বসোঽর্থানি প্রমাণানি তদা প্রভৃতি চক্রিরে।।
যথাঙ্গুলপ্রদেশান্বৈ হস্তবিষ্কুধনংষি চ।
দশ ত্বঙ্গুলিপর্ব্বাণি প্রদেশঃ সংজ্ঞিতস্তু তৈঃ।।
অঙ্গুষ্ঠস্য প্রদেশিন্যা ব্যাসঃ প্রাদেশ উচ্যতে।
তালঃ স্মৃতো মধ্যময়া গোকর্ণশ্চাপ্যনাময়া।।
কনিষ্ঠয়াং বিত স্তস্তু দ্বাদশাঙ্গুল উচ্যতে।
রত্নিরঙ্গুলপর্ব্বাণি সংখ্যয়া ত্বেকবিংশতিঃ।।১০৪
চতুর্ব্বিংশতিভিশ্চৈব হস্তঃ স্যাদঙ্গুলানি তু।
কিষ্কুঃ স্মৃতো দ্বিরত্নিস্তু দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলম্।।
চতুর্হস্তং ধনুর্দণ্ডো নালিকাযুগমেব চ।
ধনুঃসহস্রে দ্বে তত্র গব্যূতিস্তৈর্বিভাব্যতে।।১০৬
অষ্টৌ ধনুঃসহস্রাণ যোজনং তৈর্নিরুচ্যতে।
এতেন যোজনেনৈব সন্নিবেশস্ততঃ কৃতঃ।

করে; সকলেই সেই সিদ্ধি দ্বারা হৃষ্ট, তুষ্ট ও ক্ষোভরহিতচিত্তে কাল কাটায়। তারপর আবার কালক্রমে প্রজাবর্গ লোভপরায়ণ হইয়া তৎসমস্ত বৃক্ষ ও মাক্ষিক মধু বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করে। তাহাদিগের সেই অপচারের ফলে তৎসমস্ত কল্পবৃক্ষ মধুসহ স্থানে স্থানে বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই সন্ধ্যাংশকালে কল্পবৃক্ষ সকল ক্ষীণ হইলে তখন প্রজাবর্গের শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বক্লেশ প্রাদুর্ভূত হয়। তাহাতে শীত বাত আতপ দ্বারা পীড়িত প্রজাবর্গ তখন গাত্রাবরণ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে।৭৭-৯৫। সেই যথেচ্ছবিহারী গৃহহীন প্রজাগণ গাত্রাবরণ দ্বারা শীতবাতাতপ ক্লেশ নিবারণ করিয়া বাসগৃহসমূহ আশ্রয় করিতে আরম্ভ করে। তাহারা যথাযোগ্য স্ব স্ব প্রীতি অনুসারে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সুখে বাস করিতে থাকে। মরু, উন্নত, নিম্ন, পর্ব্বত, নদী, জলপ্রায়, সম, বিষম, দুর্গম, ইত্যাদি নানাস্থানে আপন আপন রুচি অনুসারে শীতাতপ-ক্লেশ নিবারণার্থ দুর্গ ভবনাদি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। তাহাতেই খেটা (ক্ষুদ্রগ্রাম) গ্রাম, পুর, অন্তঃপুর, ইত্যাদি সংস্থাপিত হয়। সেই সকলের দীর্ঘপ্রস্থাদি পরিমাণ করণার্থ তখন অঙ্গুলি দ্বারা বিবিধ পরিমাণসংজ্ঞা বিহিত হয়। প্রাদেশ, হস্ত, কিষ্কু, ধনু, — ইত্যাদি সংজ্ঞা তখন হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। দশটী অঙ্গুলিপর্ব্বে এক প্রদেশ, অঙ্গুষ্ঠাবধি তর্জ্জনী পর্য্যন্তের ব্যাস পরিমাণ প্রাদেশ, মধ্যমাপর্য্যন্তে তাল, অনামিকান্তে গোকর্ণ এবং কনিষ্ঠান্ত প্রমাণে এক বিতস্তি হয়। বিতস্তির পরিমাণ দ্বাদশাঙ্গুল। একবিংশতি অঙ্গুলিপর্ব্বে এক রত্নি; চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলিপর্ব্বে এক হস্ত এবং দুই রত্নিতে অর্থাৎ দ্বিচত্বারিংশৎ অঙ্গুলিতে এক কিষ্কু হয়। চারি হাতে এক ধনু, দণ্ড, নালিকা এবং যুগ হয়। দুই সহস্র ধনুতে এক গব্যূতি। অষ্ট সহস্র ধনুতে এক যোজন। এই যোজন পরিমাণ অনুসারেই তাঁহারা আপন আপন বাস সন্নিবেশ করিয়া

চতুর্ণামেব দুর্গাণাং স্বসমুত্থানি ত্রীণি তু ।
চতুর্থং কৃত্রিমং দুর্গং তস্য বক্ষ্যাম্যহং বিধিম্ ।।
সৌধোচ্চবপ্রাকারং সর্ব্বতঃ খাতকাবৃতম্ ।
স্বস্তিকদ্বারকং কুমারীপুরমেব চ ।।১০৯
স্রোতসীসংহতদ্বারং নিখাতং পুনরেব চ ।
হস্তাষ্টৌ চ দশ জ্যেষ্ঠা নবাষ্টৌ বাপরে মতাঃ ।।
খেটানাং নগরাণাঞ্চ গ্রামাণাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ ।
ত্রিবিধানাঞ্চ দুর্গাণাং পর্ব্বতোদকধন্বনাম্ ।।১১১
ত্রিবিধানাঞ্চ দুর্গাণাং বিষ্কম্ভায়ামমেব চ ।
যোজনার্দ্ধার্দ্ধবিষ্কম্ভমষ্টভাগার্দ্ধমায়তম্ ।।১১২
পরমার্দ্ধার্দ্ধমায়ামং প্রাগুদক্প্রবণং পুরম্ ।
ছিন্নকর্ণং বিকর্ণং তু ব্যঞ্জনং কৃশসংস্থিতম্ ।
বৃত্তং হীনঞ্চ দীর্ঘঞ্চ নগরং ন প্রশস্যতে ।
চতুরস্রার্জ্জবং দিক্ষু প্রশস্তং বৈ পুরং স্মৃতম্
চতুর্বিংশতিরারভ্য তু হস্তাদষ্টশতং পরম্
অত্র মধ্যং প্রশংসন্তি হ্রস্বোৎকৃষ্টবিবর্জ্জিতম্ ।।
অথ কিষ্কু শতান্যষ্টৌ প্রাহুর্মুখ্যং নিবেশনম্ ।
নগরার্দ্ধবিষ্কম্ভং খেটং গ্রামং ততো বহিঃ ।।
নগরাদ্যোজনং খেটং খেটাদ্গ্রামোঽর্দ্ধযোজনম্
দ্বিক্রোশঃ পরমা সীমা ক্ষেত্রসীমা চতুর্ধনুঃ ।।
বিংশদ্ধনূংষি বিস্তীর্ণো দিশাং মার্গস্তু তৈঃ কৃতঃ
বিংশদ্ধনুর্গ্রামমার্গঃ সীমামার্গো দশৈব তু ।
ধনূংষি দশ বিস্তীর্ণঃ শ্রীমান্ রাজপথঃ স্মৃতঃ ।
নৃবাজিরথনাগানামসম্বাধঃ সুসঞ্চরঃ । ১১৯
ধনূংষি চৈব চত্বারি শাখারথ্যাশ্চ তৈঃ কৃতাঃ ।
গৃহরথ্যোপরথ্যাশ্চ দ্বিকাস্ত্বাপ্যুপরথ্যকাঃ ।।১২০
ঘণ্টাপথশ্চতুষ্পাদস্ত্রিপদঞ্চ গৃহান্তরম্ ।
বৃতিমার্গাস্ত্বর্দ্ধপদং প্রাগ্বংশঃ পদিকঃ স্মৃতঃ ।।
অবকরং পরীবাহং পদমাত্রং সমন্ততঃ
কৃতেষু তেষু স্থানেষু পুনশ্চক্রুর্গৃহাণি বৈ ।১২২
যথা তে পূর্ব্বমাসন্ বৈ বৃক্ষাস্তু গৃহসংস্থিতাঃ ।

ছিল। ৯৬-১০৭। তাহারা চতুর্বিধ দুর্গ আশ্রয় করিত। তন্মধ্যে তিনটী দুর্গ স্বভাবজাত। চতুর্থ দুর্গটী কৃত্রিম। উহার নির্ম্মাণবিধি বলিতেছি। উচ্চ সৌধসমূহ — সমুন্নত প্রাচীর সমন্বিত, পরিখা— সব জলপূর্ণ, দ্বারদেশ— সেতুসংযুক্ত, দ্বার— স্বস্তিকাখ্য ঐ দুর্গ কুমারীপুর বিশিষ্ট করা কর্ত্তব্য। পরিখা, দীর্ঘে প্রস্থে আট হাত ও দশ হাত হইলেই ভাল হয়, অথবা আট হাত আর নয় হাত করিবে। খেট, নগর, গ্রাম ও ত্রিবিধ দুর্গের পর্ব্বত বা জলধারাই সীমা বন্ধন করিবে। ত্রিবিধ দুর্গের যাহা বিস্তৃত পরিমাণ, উহাদিগের আয়তন পরিমাণ, উহার অর্দ্ধাধিক অষ্টমাংশে। পুর নির্ম্মাণ কার্য্যে দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বিস্তারের পরিমাণ অর্দ্ধ হইলেই উত্তম। উহার পূর্ব্বোত্তর ভাগ কিঞ্চিৎ নিম্ন করিবে। ছিন্নকর্ণ, বিকর্ণ, ব্যজনাকার, অতি দীর্ঘ, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষয়কোণ কিম্বা নিরবকাশ পুর নিন্দনীয়। চতুরস্র, দীর্ঘশীর্ষাকার ও একবিংশতিবর্দ্ধিত নগরের মধ্যে পর-পরটী প্রশস্ত। চতুর্ব্বিংশতি হস্তাবধি অষ্টোত্তর শতহস্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত পরিমাণযুক্ত, সম চতুরস্র মধ্যভাগ, প্রশংসনীয়। ১০৮-১১৩। পুরমধ্যবর্ত্তী মুখ্য বাসস্থানের বিস্তৃত পরিমাণ অষ্টশত কিষ্কু। খেটের পরিমাণ, নগর পরিমাণের অর্দ্ধেক। গ্রামের পরিমাণ, খেট পরিমাণাপেক্ষা ন্যূন, নগরাপেক্ষা খেটের দূরত্ব একযোজন, খেট হইতে গ্রাম অর্দ্ধযোজন। সীমা নির্দ্দেশ বিষয়ে দুই ক্রোশই চরম সীমা। ক্ষেত্রের সীমা চারি ধনু। এক এক দিকের পথের বিস্তার বিংশতি ধনু, গ্রামপথের পরিমাণও বিংশতি ধনু। সীমাপথের পরিমাণ দশ ধনু। রাজপথ দশ ধনু বিস্তার ও শ্রীমান, এবং মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীদের সুখসঞ্চরণযোগ্য। তাৎকালিক প্রজাগণ শাখাপথ সমস্ত চারি ধনু প্রমাণ করিতেন। গৃহরথ্যা দুই ধনু, উপরথ্যা এক ধনু, ঘণ্টাপথ চারিপদ, আর গৃহ হইতে গৃহান্তর ত্রিপদ প্রমাণযুক্ত। বৃতিপথ অর্দ্ধপদ, এবং প্রাগ্বংশ একপদ পরিমিত। অবকর ও জলনির্গম পথের পরিমাণ একপদ। সেই প্রজাবর্গ এই সমস্ত করিয়া, পূর্ব্বে তাহারা

তথা কর্ত্তুং সমারব্ধাশ্চিন্তয়িত্বা পুনঃপুনঃ ॥১২৩
বৃক্ষাশ্চৈব গতাঃ শাখা নতাশ্চৈব পরাগতাঃ।
অত ঊর্দ্ধং গতাশ্চান্যা এবং তির্য্যগ্‌গতাঃ পুরা
বুদ্ধ্যাবিষ্যত্তথা ন্যায়ো বৃক্ষশাখা যথা গতাঃ।
তথা কৃতাস্তু তৈঃ শাখাস্তস্মাচ্ছালাস্তু তাঃ
স্মৃতাঃ ॥১২৫
এবং প্রসিদ্ধাঃ শাখাভ্যঃ শালাশ্চৈব গৃহাণি চ
তস্মাত্তা বৈ স্মৃতাঃ শালাঃ শালাত্বং চৈব তাসু
তৎ ॥১২৬
প্রসীদতি মনস্তাসু মনঃ প্রসাদয়ন্তি তাঃ।
তস্মাদ্‌গৃহাণি শালাশ্চ প্রাসাদাশ্চৈব সংজ্ঞিতাঃ
কৃত্বা দ্বন্দ্বোপঘাতাংস্তান্ বার্ত্তোপায়মচিন্তয়ন্,
নষ্টেষু মধুনা সার্দ্ধং কল্পবৃক্ষেষু বৈ তদা ॥১২৮
বিষাদব্যাকুলাস্তা বৈ প্রজাস্তৃষ্ণাক্ষুধার্দ্দিতাঃ
ততঃ প্রাদুর্বভৌ তাসাং সিদ্ধিস্ত্রেতাযুগে পুনঃ ॥
বার্ত্তার্থসাধিকাপ্যন্যা বৃষ্টিস্তাসাং হি কামতঃ।
তাসাং বৃষ্ট্যুদকানীহ যানি নিম্নৈর্গতানি তু ॥
বৃষ্ট্যা তদভবৎ স্রোতঃ খাতানি নিম্নগাঃ স্মৃতাঃ
এবং নদ্যঃ প্রবৃত্তাস্তু দ্বিতীয়ে বৃষ্টিসর্জনে। ১৩১
যে পরস্তাদপাং স্তোকা আপন্নাঃ পৃথিবীতলে
অপাং ভূমেশ্চ সংযোগাদোষধ্যস্তাসু চাভবন্।
পুষ্পমূলফলিন্যস্তু ওষধ্যস্তাঃ প্রজজ্ঞিরে।
অফালকৃষ্টাশ্চানুপ্তা গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ ॥১৩৩
ঋতুপুষ্পফলাশ্চৈব বৃক্ষা গুল্মাশ্চ জজ্ঞিরে।
প্রাদুর্ভাবশ্চ ত্রেতায়াং বার্ত্তায়াশ্চৌষধস্য তু ॥
তেনৌষধেন বর্ত্তন্তে প্রজাস্ত্রেতাযুগে তদা।
ততঃ পুনরভূত্তাসাং রাগো লোভশ্চ সর্ব্বশঃ
অবশ্যম্ভাবিনার্থেন ত্রেতাযুগবশেন তু।
ততস্তাঃ পর্য্যগৃহ্নন্ত নদীঃ ক্ষেত্রাণি পর্ব্বতান্ ॥
বৃক্ষান্ গুল্মৌষধীশ্চৈব প্রসহ্য তু যথাবলম্।
সিদ্ধাত্মানস্তু যে পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতাঃ প্রাক্‌কৃতে
ময়া ॥১৩৭

যেমন বৃক্ষাশ্রয়ে গৃহনির্ম্মাণ করিত, তদ্রূপ গৃহাদি নির্ম্মাণ করিল। বিশেষ চিন্তাপূর্ব্বক বৃক্ষনির্দ্দেশে বৃক্ষের শাখাবিস্তারের ন্যায় কাষ্ঠবিস্তার করিয়া উত্তম গৃহনির্ম্মাণ করিল। বৃক্ষশাখা যেমন একটা সম্মুখে, একটা পার্শ্বে, একের উপর আর একটা ইত্যাদি ক্রমে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, তদ্রূপভাবে বিন্যস্ত হওয়ায় সেই সকল গৃহের 'শালা' নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শাখাকারে নির্ম্মিত বলিয়া গৃহ সকল তৎকালাবধি শালা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহাই শালা শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্যার্থ মনুষ্যের মন প্রসন্ন হয়, আর তাহারাও মনকে প্রসাদিত করে, এজন্য সেই সকল গৃহ শালা ও প্রসাদ নামে বিখ্যাত হয়। তাৎকালিক প্রজাবর্গ এইভাবে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বক্লেশ নিবারণের উপায় করিয়া তার পর জীবিকাবিষয়ক চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। কল্পবৃক্ষ সকল বিনষ্ট এবং মধু বিলুপ্ত হওয়ায় প্রজাগণ ক্ষুধাতৃষ্ণায় বিষণ্ণব্যাকুল হইয়া পড়ে। অতঃপর সেই ত্রেতাযুগে পুনরায় তাহাদিগের অপর সত্যযুগের ন্যায় কামানুরূপ বার্ত্তার্থসাধক বৃষ্টিরূপ সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়, সেই দ্বিতীয় বৃষ্টি-সৃষ্টিতে ভূতলে যে সকল স্থান পূর্ব্বে জলহীন খাত ছিল, তৎসমস্ত জলপূর্ণ হয়ে খাত সকল নদীরূপে পরিণত হয়। আর স্থানে স্থানে যে জল আবদ্ধ হইয়া থাকে তাহা দ্বারা পৃথিবী রসবতী হইয়া শস্যশালিনী হয় তখন অফালকৃষ্ট, অনুপ্ত, পুষ্প মূল ফলান্বিত, গ্রাম্য ও আরণ্য চতুর্দ্দশবিধ ওষধি সমুদ্ভূত হয়।১১৬-১৩৩। ঋতুকালজাত পুষ্পফলান্বিত বিবিধ বৃক্ষ এবং বার্ত্তাসাধন নানাবিধ ঔষধ এই ত্রেতাযুগেই আবিষ্কৃত হয়। সেই সকল ঔষধের গুণে তদানীন্তন প্রজাগণ সুখে কালাতিপাত করিতে থাকে। তারপর অবশ্যম্ভাবিতা বশতঃ ক্রমে আবার তাহাদিগের পূর্ব্ববৎ রাগ ও লোভ উৎপন্ন হয়, ফলে তাহারা স্ব স্ব শক্ত্যনুসারে নদী, ক্ষেত্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, গুল্ম ও ওষধি প্রভৃতি বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে থাকে। সত্যযুগের প্রথম যে সিদ্ধাত্মা সকলের কথা বলিয়াছি, উঁহারা

ব্রহ্মণা মানবাস্তে বা উৎপন্না যোজনাদিহ,
শান্তাশ্চ শুষ্মিণশ্চৈব কর্ম্মিণো দুঃখনস্তদা।।
ততঃ প্রবর্ত্তমানাস্তে ত্রেতায়াং জজ্ঞিরে পুনঃ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা দ্রোহিজনাস্তথা।।
ভাবিতাঃ পূর্ব্বজাতীষু কর্ম্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ।
ইতস্তেভ্যো বিলা যে তু সত্যশীল হ্যহিংসকাঃ
বীতলোভা জিতাত্মানো নিবসন্তি স্মতেষু বৈ
প্রতিগৃহ্ণন্ত কুর্ব্বন্তি তেভ্যশ্চান্যেঽল্পতেজসঃ।।
তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তেভ্যশ্চৈবাবলাস্তু যে
পরিচর্য্যাসু বর্ত্তন্তে তেভ্যশ্চান্যেঽল্পতেজসঃ ।
এবং বিপ্রতিপন্নেষু প্রপন্নেষু পরস্পরম্।
তেন দোষেণ তেষাং তা ওষধ্যো মিষতাং তদা
প্রনষ্টা হ্রিয়মাণা বৈ মুষ্টিভ্যাং সিকতা যথা।
অগ্রসদ্যুগবলাদ্গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ।।১৪৪

যস্মাৎ গৃহ্ণন্তি পুষ্পৈশ্চ পুষ্পাৎপত্রৈশ্চ যাঃ পুনঃ
ততস্তাসু প্রনষ্টাসু বিভ্রান্তাস্তাঃ প্রজাস্তদা।
স্বায়ম্ভুবং প্রভুং জগ্মুঃ ক্ষুধাবিষ্টাঃ প্রজাপতিম্।
বৃত্ত্যর্থমভিলিপ্সন্ত আদৌ ত্রেতাযুগস্য তু।।১৪৬
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুর্ভগবান জ্ঞাত্বা তাসাং মনীষিতম্
যুক্তং প্রত্যক্ষদৃষ্টেন দর্শনেন বিচার্য্য চ।
গ্রস্তাঃ পৃথিব্যা ওষধো জ্ঞাত্বা প্রত্যদুহৎ পুনঃ
কৃত্বা বৎসং সুমেরুং তু দুদোহ পৃথিবীমিমাম্ ।
দুগ্ধেয়ং গৌস্তদা তেন বীজানি পৃথিবীতলে।
জজ্ঞিরে তানি বীজানি গ্রাম্যারণ্যাস্তু তাঃ পুনঃ
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাঃ সপ্তসপ্তদশাস্তু তাঃ।
ব্রীহয়শ্চ যবাশ্চৈব গোধূমা অণবস্তিলাঃ।।
প্রিয়ঙ্গবোহ্যুদারাশ্চ কারূষাশ্চ সতীনকাঃ।

ব্রহ্মার মানস সৃষ্টি। যজ্ঞ হইতেই তাহাদিগের উৎপত্তি। তাহারাই আবার ত্রেতাযুগে জন্মগ্রহণ করে। শুভাশুভ কর্ম্মের গুরুত্ব-লঘুত্ব অনুসারে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও এই তিন বর্ণের দ্রোহকারী শূদ্র— এই চতুর্ব্বিধ প্রজা সৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে যাহারা বলবান, সত্যবাদী, অহিংসক, নির্লোভ, জিতেন্দ্রিয়, তাহারা তৎসমস্ত পুরাদিতে বাস করিতে থাকেন। যাঁহারা ইঁহাদের অপেক্ষা দুর্ব্বল, তাঁহারা ইঁহাদিগের নিকটে প্রতিগ্রহ করিয়া তাহাতে বাসস্থাপন করেন। যাহারা তদপেক্ষাও দুর্ব্বল, তাহারা ইহাদিগের কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকে তদপেক্ষা হীনবল জনগণ ইহাদিগের পরিচর্য্যা দ্বারা জীবন যাপন করে। এইরূপে তাহারা পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ে থাকিয়া কালাতিপাত করিতে থাকিলে তাহাদিগের সেই লোভাদি দোষে তৎসমস্ত ওষধি পরস্পর দ্বারা মুষ্টি মুষ্টি প্রমাণে হ্রিয়মাণ হইয়া বালুকারাশির ন্যায় প্রনষ্ট হইয়া গেল। যুগ দোষবশে পৃথিবী তখন গ্রাম্য আরণ্য চতুর্দ্দশবিধ শস্য গ্রাস করিয়া ফেলিল প্রজাগণও লোভবশে তখন পুষ্প এই ভাবে অপহরণপরায়ণ হওয়ায় সমস্ত শস্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। প্রজাবর্গ পুনরায় ক্ষুধাবশে বিভ্রান্ত হইয়া বৃত্তিবিধাননার্থ স্বয়ম্ভু প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেই ত্রেতাযুগের আদিকালে ভগবান স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তাহাদিগের অবস্থা বুঝিয়া এবং প্রত্যক্ষ দর্শনে বিচারপূর্ব্বক পৃথিবী যে ওষধিসমূহ গ্রাস করিয়াছে, তাহা জানিয়া পৃথিবীকে দোহনপূর্ব্বক পুনরায় তৎসমস্ত শস্যাদি আবিষ্কার করিলেন।১৩৪-১৪৭। তিনি সুমেরুকে বৎসরূপে কল্পনা করত পৃথিবীকে দোহন করেন। তাহাতে গ্রাম্য ও আরণ্য ওষধি বীজসমূহ প্রাদুর্ভূত হয়। ফল পাকিলেই যাহাদিগের বিনাশ ঘটে তাহাদিগকে ওষধি বলে। তখন সপ্তদশবিধ ওষধি জন্মে। যথা — ব্রীহি, যব, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু উদার, কারূষ, কলায়, মাষ, মুদগ, মসূর, নিষ্পাব, কুলথ, আঢ়কী, চণক, ও সমস্ত গ্রাম্য ওষধি। গ্রাম্য ও আরণ্য চতুর্দ্দশবিধ ওষধি— সমস্তই যজ্ঞসাধন। ব্রীহি, যব, মাষ, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু ও

মাষা মুদ্গা মসূরাশ্চ নিষ্পাবাঃ সকুলত্থকাঃ।
আঢ়ক্যশ্চণকাশ্চৈব সপ্তসপ্তদশাঃ স্মৃতাঃ।
ইত্যেতা ওষধীনান্তু গ্রাম্যাণাং জাতয়ঃ স্মৃতাঃ
ওষধ্যো যজ্ঞিয়াশ্চৈব গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ।
ব্রীহয়ঃ সযবা মাষা গোধূমা অণবস্তিলাঃ।।১৫৩
প্রিয়ঙ্গুসপ্তমা হ্যেতে অষ্টমী তু কুলত্থিকা।
শ্যামকাস্ত্বথ নীবারা জর্ত্তিকাঃ সগবেধুকাঃ।
কুরুবিন্দা বেণুযবাস্তথা মর্কটকাশ্চ যে।
গ্রাম্যারণ্যাঃ স্মৃতা হ্যেতা ওষধ্যস্তু চতুর্দ্দশ।।
উৎপন্নাঃ প্রথমং হ্যেতা আদৌ ত্রেতাযুগস্য তু।
অফালকৃষ্টা ওষধ্যো গ্রাম্যারণ্যাস্তু সর্ব্বশঃ।।
বৃক্ষা গুল্মলতা বল্লী বীরুধস্তৃণজাতয়ঃ।
মূলৈঃ ফলৈশ্চ রোহিণ্যো গৃহ্নন্ পুষ্পৈশ্চ জায়তে
পৃথ্বী দুগ্ধা তু বীজানি যানি পূর্ব্বং স্বয়ম্ভুবা।
ঋতুপুষ্পফলাস্তা ব ওষধ্যো জজ্ঞিরে ত্বিহ।
যদা প্রসৃষ্টা ওষধ্যো ন প্ররোহন্তি তাঃ পুনঃ
ততঃ স তাসাং বৃত্ত্যর্থং বার্ত্তোপায়ং চকার হ।।
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান দৃষ্ট্বা সিদ্ধিস্তু কর্ম্মজাম্।
ততঃ প্রভৃত্যথৌষধঃ কৃষ্টপচ্যাস্তু জজ্ঞিরে।।১৬০
সংসিদ্ধায়ান্তু বার্ত্তায়াং ততস্তাসাং স্বয়ম্ভুবা।
মর্য্যাদাঃ স্থাপয়ামাস যথারব্ধাঃ পরস্পরম্।।
যে বৈ পরিগ্রহীতারস্তাসামসন্নধার্ম্মিকাঃ।
ইতরেষাং কৃতত্রাণাঃ স্থাপয়ামাস ক্ষত্রিয়ান।।
উপতিষ্ঠন্তি যে তান বৈ যাবন্তো নির্ভয়াস্তথা
সত্যং ব্রহ্ম যথাভূতং ব্রুবন্তো ব্রাহ্মণাশ্চ তে।।
যে চান্যেহপ্যবলাস্তেষাং বৈশসংকর্ম্ম সংস্থিতাঃ
কীনাশা নাশয়ন্তি স্ম পৃথিব্যাঃ প্রগতক্রিয়াঃ
বৈশ্যানেব তু তানাহ কীনাশান বৃত্তিসাধকান
শোচন্তশ্চ দ্রবন্তশ্চ পরিচর্য্যাসু যে রতাঃ।।
নিস্তেজসোঽল্পবীর্য্যাশ্চ শূদ্রাংস্তানব্রবীত্তু সঃ।
তেষাং কর্ম্মাণি ধর্ম্মাংশ্চ ব্রহ্মা তু ব্যদধাৎ প্রভুঃ

কুলত্থ, শ্যামাক, নীবার, জর্ত্তিল, গবেধুক, কুরুবিন্দ, বেণুযব, মর্কটক,—এই চতুর্দ্দশ প্রকার গ্রাম্য ও আরণ্য ওষধি। ত্রেতাযুগের আদিকালে এই সকল সমুৎপন্ন হয়। এই সকল ওষধি ফালকৃষ্ট নহে; পরন্তু আপনিই তখন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বিবিধ বৃক্ষ, লতা, বল্লী, বীরুধ, তৃণ এতৎসমস্ত প্রাদুর্ভূত হইয়া মূল, ফল, পুষ্পাদি দ্বারা প্রজাগণের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা পৃথিবী দোহন করিলে পর যে সকল বীজ পাওয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে বিবিধ ঋতুসঞ্জাত পুষ্পফলাদি সমন্বিত ওষধি জন্মে। কিন্তু যখন সেই সমস্ত ওষধি ভালরূপে প্ররোহিত হইল না, তখন তিনি প্রজাবর্গের বৃত্তি বিষয়ে চিন্তা করিয়া জীবিকা বিধান করিলেন। তিনি প্রজাবর্গের কর্ম্মজ সিদ্ধির বিষয় বিবেচনাপূর্ব্বক ভূমিকর্ষণাদি দ্বারা শস্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলেন। তদবধি কর্ষণজ শস্যোৎপত্তি আরব্ধ হয়।১৪৮-১৬০। সেই প্রজাবর্গের জীবিকোপায় বিহিত হইলে ভগবান ব্রহ্মা তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নিবারণার্থ কতগুলি বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা বলবান ও ভূপরিগ্রহীতা, সেই ক্ষত্রিয়দিগকে ইতর-সাধারণের পরিত্রাতা কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। সেই সকল ক্ষত্রিয়ের নিকট যাহারা গমনাগমন করিতেন, অথচ সর্ব্বদা ভয়হীন, সত্যবাদী সর্ব্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞানবান ছিলেন, তাঁহারা তখন ব্রাহ্মণসংজ্ঞায় অভিহিত হইলেন। আর যাহারা ইঁহাদিগের অপেক্ষায় দুর্ব্বল অথচ কুৎসকর্ম্মনিরত, আর যাহারা তৎপূর্ব্বে যমের ন্যায় অনলসভাবে স্বার্থ সাধনোদ্দেশে প্রজাপুঞ্জের হিংসা করিত, সেই কীনাশপদবাচ্য প্রজাবর্গকে 'বৈশ্য' শব্দে অভিহিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের বৃত্তিসাধন কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। যাহারা শোক করিত এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ অর্থাৎ ছুটাছুটি করিত, অথচ নিস্তেজাঃ ও অল্পবীর্য্য— সেই সকল প্রজাকে 'শূদ্র' শব্দে অভিহিত করিয়া অপর বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যায় নিয়োগ করিলেন। প্রভু ব্রহ্মা তাঁহাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মেরও বিধান প্রণয়ন করেন, উঁহার

সংসিদ্ধৌ প্রকৃতায়াস্তু চাতুর্বর্ণ্যস্য সর্ব্বশঃ।
পুনঃ প্রজাস্তু তা মোহাত্তান্ ধর্ম্মান্ নানুপালয়ন্
বর্ণধর্ম্মৈরজীবন্ত্যো ব্যরুধ্যন্ত পরস্পরম্।
ব্রহ্মা তমর্থং বুদ্ধ্বা তু যাথাতথ্যেন বৈ প্রভুঃ।।
ক্ষত্রিয়াণাং বলং দণ্ডং যুদ্ধমাজীবমাদিশৎ।।
যাজনাধ্যাপনঞ্চৈব তৃতীয়ঞ্চ প্রতিগ্রহম্।
ব্রাহ্মণানাং বিভুস্তেষাং কর্ম্মাণ্যেতান্যথাদিশৎ
পাশুপাল্যং বাণিজ্যঞ্চ কৃষিঞ্চৈব বিশাং দদৌ
শিল্পাজীবং ভৃতিঞ্চৈব শূদ্রাণাং ব্যদধাৎ প্রভুঃ
সামান্যানি তু কর্ম্মাণি ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং পুনঃ।।
যজনাধ্যয়নং দানং সামান্যানি তু তেষু বৈ।
কর্ম্মাজীবং ততো দত্ত্বা তেভ্যশ্চৈব পরস্পরম্।।
লোকান্তরেষু স্থানানি তেষাং সিদ্ধ্যাদদাৎ প্রভুঃ
প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম্
স্থানমৈন্দ্রং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেষ্বপলায়িনাম্।
বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং স্বধর্ম্মমুপজীবিনাম্।।
গান্ধর্ব্বং শূদ্রজাতীনাং প্রতিচারেণ তিষ্ঠতাম্।
স্থানান্যেতানি বর্ণানাং ব্রতাচারবতাং স্বয়ম্।।
ততঃ স্থিতেষু বর্ণেষু স্থাপয়ামাস চাশ্রমান্।
গৃহস্থং ব্রহ্মচারিত্বং বানপ্রস্থং সভিক্ষুকম্।।
আশ্রমাংশ্চতুরো হ্যেতান্ পূর্ব্বমাস্থাপয়ৎ প্রভুঃ
বর্ণকর্ম্মাণি যে কেচিত্তেষামিহ ন কুর্ব্বতে।।১৭৭
কৃতঃ কর্ম্মক্ষিতিং প্রাহুরাশ্রমস্থানবাসিনঃ
ব্রহ্মা তান্ স্থাপয়ামাস আশ্রমান্নাম নামতঃ।।
নির্দ্দেশার্থং ততস্তেষাং ব্রহ্মা ধর্ম্মান্ প্রভাষত।
প্রস্থানানি চ তেষাং বৈ যমাংশ্চ নিয়মাংশ্চ হ।।
চাতুর্ব্বর্ণ্যাত্মকঃ পূর্ব্বং গৃহস্থস্ত্বাশ্রমঃ স্মৃতঃ।
ত্রয়াণামাশ্রমাণাঞ্চ প্রতিষ্ঠা যোনিরেব চ।।
যথাক্রমং প্রবক্ষ্যামি যমৈশ্চ নিয়মৈশ্চ তে।
দারাগ্নিগ্রহণাতিথ্যেজ্যাশ্রাদ্ধক্রিয়াঃ প্রজাঃ

সাহায্যে চতুর্বর্ণ আপন আপন কর্ত্তব্য সকল পালন করিতে থাকে। পরে আবার ক্রমে ক্রমে তাহারা মোহবশে সেই সকল নিয়মে অনাদর করত পরস্পর বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। প্রভু ব্রহ্মা, প্রজাবর্গের সেই বৃত্তান্ত যথাযথ অবগত হইয়া বর্ণসংরক্ষণার্থ ক্ষত্রিয়দিগের বল, শাসন ও যুদ্ধ — এই ত্রিবিধ জীবিকা নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ,— এই তিনটী বৃত্তি নির্দেশ করিলেন। পশুপালন, বাণিজ্য ও কৃষি, —এই তিনটী বৃত্তি বৈশ্যদিগকে প্রদান করিলেন; আর শূদ্রদিগের জন্য শিল্প ও দাসত্ব,— এই দুইটী বৃত্তি ব্যবস্থা করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য — এই বর্ণত্রয়ের যাজন, অধ্যয়ন ও দান — এই তিনটী সাধারণ বৃত্তি বিধান করিয়া দিলেন। প্রভু ব্রহ্মা এই সকল কর্ম্ম ও জীবিকা বিধানান্তে তাহাদিগের সিদ্ধির ফলস্বরূপ লোকান্তরেও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণগণের জন্য প্রাজাপত্য স্থান, যুদ্ধে পলায়ন হীন ক্ষত্রিয়গণের জন্য ঐন্দ্র স্থান, স্বধর্মনিষ্ঠ বৈশ্যগণের জন্য মারুত স্থান এবং দাসত্বে নিরত শূদ্রদিগের নিমিত্ত গান্ধর্ব্ব স্থান নিরূপণ করিলেন। স্বধর্মনিষ্ঠ বর্ণচতুষ্টয়ের নিমিত্ত তিনি এই সকল স্থান বিধান করিলেন। এইভাবে বর্ণ সকল প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রহ্মা অতঃপর আশ্রমসকলের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক, — এই চতুর্বিধ আশ্রম তখনই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রজাপুঞ্জের মধ্যে ক্রমে ক্রমে যখন আবার অনেকেই বর্ণধর্ম্ম পালনে ঔদাস্য অবলম্বনপূর্ব্বক "ভূমণ্ডলে আমাদিগের কর্তব্য এমন কি কর্ম্মই বা আছে? কিই বা করিব?" এরূপ বলিতে লাগিল, তখন ব্রহ্মা তাহাদিগকে কর্ম্মব্যাপৃত করণার্থ আশ্রমচতুষ্টয়ের বিধান করেন। প্রভু ব্রহ্মা প্রজাবর্গকে শিক্ষা দানার্থ বিবিধ ধর্ম্ম, বিবিধ আচার, ও যম নিয়মাদি উপদেশ দেন।১৬১-১৭৯। আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে গৃহস্থ আশ্রমই অপর আশ্রমত্রয়ের উৎপত্তি স্থিতির হেতু। এক্ষণে যথাক্রমে যম-নিয়মাদি সহ আশ্রম চতুষ্টয়ের বিধান বলিতেছি। দারপরিগ্রহ, অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান,

ইত্যেব বৈ গৃহস্থস্য সমাসাদ্ধর্ম্মসংগ্রহঃ।
দণ্ডী চ মেখলী চৈব হ্যধঃশায়ী তথা জটী।।
গুরুশুশ্রূষণং ভৈক্ষ্যং বিদ্যার্থে ব্রহ্মচারিণঃ।
চীরপত্রাজিনানি স্যুর্ধান্যমূলফলৌষধম্। ১৮৩
উভে সন্ধ্যেহবগাহশ্চ হোমশ্চারণ্যবাসিনাম্।
আসন্নমূষলে ভৈক্ষমস্তেয়ং শৌচমেব চ।।১৮৪
অপ্রমাদোহব্যবায়শ্চ দয়া ভূতেষু চ ক্ষমা।
অক্রোধো গুরুশুশ্রূষা সত্যঞ্চ দশমঃ স্মৃতম্।।
দশলক্ষণকো হ্যেষ ধর্ম্মঃ প্রোক্তঃ স্বয়ম্ভুবা।
ভিক্ষোর্ব্রতানি পঞ্চাত্র পঞ্চৈবোপব্রতানি চ।
সম্যগ্দর্শনমিত্যেবং পঞ্চৈবোপব্রতান্যপি।।১৮৫

ধ্যানং সমাধির্মনসেন্দ্রিয়াণাং
সমাদরৈর্ভৈক্ষ্যমথোপগম্য।
মৌনং পবিত্রোপচিতৈর্বিমুক্তিঃ
পরিব্রজো ধর্ম্মমিমং বদন্তি।

সর্ব্বে তে শ্রেয়সে প্রোক্তো আশ্রমা ব্রহ্মণা স্বয়ম্
সত্যার্জ্জবং তপঃ ক্ষান্তির্যোগেজ্যা দমপূর্ব্বিকাঃ
বেদাঃ সাঙ্গাশ্চ যজ্ঞাশ্চ ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে।
ন সিধ্যন্তি প্রদুষ্টস্য ভাবদোষ উপাগতে।।১৯০
বহিঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি প্রসিধ্যন্তি কদাচ ন।
অন্তর্ভাব প্রদুষ্টস্য কুর্ব্বতোহপি পরাক্রমান্।।
সর্ব্বস্বমপি যো দদ্যাৎ কলুষেণান্তরাত্মনা।
ন তেন ধর্ম্মভাক্ স স্যাদ্ভাব এবাত্র কারণম্।।
এবং দেবাঃ সপিতর ঋষয়ো মনস্তথা।
তেষাং স্থানমমুষ্মিংস্তু সংস্থিতানাং প্রচক্ষতে।।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি ঋষীণামূর্দ্ধরেতসাম্।
স্মৃতন্তু তেষাং তৎস্থানা তদেব গুরুবাসিনাম্
সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৎস্থানং স্মৃতং তদ্বৈ দিবৌকসাম্
প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং ন্যাসিনাং ব্রহ্মণঃ ক্ষয়ম্
যোগিনামমৃতং স্থানং নানাথীনাং ন বিদ্যতে।।
স্থানান্যাশ্রমিণাং তানি যে স্বধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ।

অতিথিসৎকার, যজ্ঞ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য, সন্তানোৎপাদন,-গৃহস্থগণের প্রতিপাল্য ধর্ম্ম সকল এই আমি সংক্ষেপে কহিলাম। দণ্ড, মেখলা ও জটা ধারণ, ভূতলে শয়ন, গুরুশুশ্রূষা, ভিক্ষা,— বিদ্যাভ্যাসার্থ ব্রহ্মচারীর এই সকল বিধান প্রতিপাল্য। চীর,পত্র ও অজিন ধারণ, ধান্য, মূল ও ফলভক্ষণ, উভয় সন্ধ্যাকালে অবগাহন স্নান, এবং হোমানুষ্ঠান, এ সকল বানপ্রস্থগণের পালনীয়। যখন মুষলের শব্দ শুনা যায় না, তৎকালে ভিক্ষা, অস্তেয়, শৌচ, সাবধানতা, মৈথুনবর্জ্জন, প্রাণিবর্গে দয়া, ক্ষমা, অক্রোধ, গুরুশুশ্রূষা ও সত্য এই দশটী বিশেষ ধর্ম্মের মধ্যে সন্ন্যাসীদিগের প্রথম পাঁচটী মুখ্যব্রত এবং অপর পাঁচটী গৌণব্রত। এতদ্ভিন্ন সদাচার, বিনয়, শৌচ, লালসিতাবর্জ্জন ও সম্যক্ বিবেচনা, - এই পাঁচটী উপব্রত। ধ্যান, ইন্দ্রিয়মনঃ সংযম, ভিক্ষা করিতে যাইয়া সমাদৃত হইলেও মৌনপালন আর দেহেন্দ্রিয়প্রীতিকর উপচারনিকর পরিহার; এই কয়টী সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্ম। সমস্ত আশ্রমই মানবগণের মঙ্গলদায়ক। ব্রহ্মা স্বয়ং একথা বলিয়াছেন। সত্য, সরলতা, দয়া, ক্ষমা, যোগ, যাগ, দম, বেদ, বেদাঙ্গ,যজন, ব্রত, নিয়ম, প্রভৃতি কর্ম্ম শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির ফলপ্রদ হয়না।১৮৩-১৯০। যাহার অন্তরে শ্রদ্ধা নাই, সে বাহিরে মহাড়ম্বর করিলেও কদাচ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। কেহ কলুষিতচিত্তে সর্ব্বস্ব দান করিলেও তদ্দ্বারা সে ধর্ম্মভাগী হয় না। ধর্ম্মলাভ বিষয়ে মানসিক ভাবই কারণ দেব পিতৃ ঋষি মনু প্রভৃতি যেমন পরলোকে বাস করেন, সন্ন্যাসীরাও তেমনি মরণান্তে পরলোকবাসী হইয়া থাকেন। অষ্টাশীতিসহস্র ঊর্দ্ধরেতা ঋষি আছেন, তাঁহারা যেখানে বাস করেন, গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারীরাও সেইখানেই বাস করেন, উহাই দেবগণের বাসস্থান। গৃহস্থগণ প্রজাপতিলোকে বাস করেন। যোগীগণের অমৃতাখ্য কৈবল্যপদে স্থান হয়।

চত্বার এতে পন্থানো দেবযানা বিনির্ম্মিতাঃ।
ব্রহ্মণা লোকতন্ত্রেণ আদ্যে মন্বন্তরে ভুবি।।
পন্থানো দেবযানায় তেষাং দ্বারং রবিঃ স্মৃতঃ।
তথৈব পিতৃযাণানাং চন্দ্রমা দ্বারমুচ্যতে।।১৯৮
এবং বর্ণাশ্রমাণাং বৈ প্রবিভাগো কৃতে তদা।
যদ্যাস্য ন ব্যবর্ত্তন্ত প্রজা বর্ণাশ্রমাত্মিকাঃ।।১৯৯
ততোহন্যা মানসীঃ সোহথ ত্রেতামধ্যেহসৃজৎ
প্রজাঃ
আত্মনঃ স্বশরীরাচ্চ তুল্যাশ্চৈবাত্মনা তু বৈ।।
তস্মিংস্ত্রেতাযুগে ত্বাদ্যে মধ্যং প্রাপ্তে ক্রমেণ তু
ততোহন্যা মানসীস্তত্র প্রজাঃ স্রষ্টুং প্রচক্রমে।।
ততঃ সত্ত্বরজোদ্রিক্তাঃ প্রজা সোহথাসৃজৎ প্রভুঃ
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং বার্ত্তায়াশ্চৈব সাধিকাঃ।।
দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব ঋষয়ো মনবস্তথা।
যুগানুরূপা ধর্ম্মেণ যৈরিমা বিচিতাঃ প্রজাঃ।।
উপস্থিতে তদা তস্মিন প্রজাধর্ম্মে স্বয়ম্ভুবঃ।
অভিদধ্যৌ প্রজাঃ সর্ব্বা নানারূপাস্তু মানসীঃ।।
পূর্ব্বোক্তা যা ময়া তুভ্যং জনলোকং সমাশ্রিতাঃ
কল্পেহতীতে তু তে হ্যাসন দেবাদ্যাস্তু প্রজা ইহ
ধ্যায়তস্তস্য তাঃ সর্ব্বাঃ সম্ভূত্যর্থমুপস্থিতাঃ।
মন্বন্তরক্রমেণেহ কনিষ্ঠে প্রথমে মতাঃ।।২০৩
খ্যাত্যানুবন্ধৈস্তৈস্তৈস্তু সর্ব্বার্থৈরিহ ভাবিতাঃ।
কুশলাকুশল প্রায়ৈঃ কর্ম্মভিস্তৈঃ সদা প্রজাঃ।।
তৎকর্ম্মফলশেষেণ উপষ্টব্ধাঃ প্রজজ্ঞিরে।
দেবাসুরপিতৃত্বৈশ্চ পশুপক্ষীসরীসৃপৈঃ।।২০৮
বৃক্ষনারককীটত্বৈস্তৈস্তৈর্ভাবৈরুপস্থিতাঃ
আধীনার্থং প্রজানাঞ্চ আত্মনো বৈ বিনির্ম্মমে

ইতি শ্রী মহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে চতুরাশ্রম-
বিভাগকথনং নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ।।৮।।

পরন্তু নানাবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের কুত্রাপি স্থান নাই। ঐ সকল স্থান, আশ্রমস্থ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জনগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। দেবযান মহাপথের এই চারিটী সাধারণ পথ। লোকবিস্তারার্থী ব্রহ্মা আদি মন্বন্তরে দেবযানপ্রাপ্তি নিমিত্ত ভূমণ্ডলে ঐ সকল নির্ম্মাণ করেন। রবি এ সকল পথের দ্বারস্বরূপ। চন্দ্রকেই পিতৃযাণ পথের দ্বার বলা যায়। এইরূপ বর্ণাশ্রমবিভাগ প্রবর্ত্তিত করিলেও প্রজাগণ সেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনে শৈথিল্য করিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া তিনি আবার আত্মশরীর হইতে আত্মতুল্য কতকগুলি মানসী প্রজা সৃষ্টি করিলেন। আদি ত্রেতাযুগের মধ্যাবস্থায় তিনি অপর মানস সন্তানোৎপাদনের উদ্যম করেন।১৯১-২০১। প্রভু ব্রহ্মা সেই সময়ে সত্ত্ব-রজঃপ্রধান দেব ঋষি পিতৃ ও মনু এই চতুর্ব্বিধ সন্তান সৃজন করেন। ইঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এবং জীবনযাত্রা, এতৎ সমস্তের সাধক। এই প্রকারগণই ধর্ম্মানুসারে যুগানুরূপ সন্তানোৎপাদন দ্বারা সৃষ্টি বিস্তার করিয়াছেন। স্বয়ম্ভু নির্ম্মিত সেই প্রজাধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাবকালে সকলেই নানারূপ মানসিক অভিধ্যান করিতে লাগিল। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অতীত কল্পে যাঁহারা জনলোকে ছিলেন তাঁহারাই এই কল্পে উক্ত দেবাদিরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। ব্রহ্মা ধ্যান করিতে থাকিলেই এইরূপ প্রজা সৃষ্টি হয়। কি প্রথম, কি চরম--সকল মন্বন্তরেই সুকর্ম্ম, কুকর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, রূপ-গুণাদি সকল বিষয়ে এক প্রকার হইয়া থাকে। প্রাণিগণের কর্ম্মফল অবশেষ থাকিলেই জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। তাহারা দেব, অসুর, পিতৃ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ, নারকী কীট প্রভৃতি নানাভাবে প্রাদুর্ভূত হয়। ভগবান ব্রহ্মা আত্মসৃষ্ট প্রজাবর্গের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানার্থই এই সকল ব্যবস্থা করিলেন।২০২-২০৯।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।৮।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসী প্রজাঃ
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈস্তৈঃ কারণৈঃ সহ।।
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ।
ততো দেবাসুরপিতৄন্ মানবঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ।২
সিসৃক্ষুরম্ভাংস্যেতানি স্বাত্মনা সমযুযুজৎ।
যুক্তাত্মনস্ততস্তস্য ততো মাত্রা স্বয়ম্ভুবা ।৩
তমভিধ্যায়তঃ সর্গং প্রযত্নোঽভূৎ প্রজাপতেঃ।
ততোঽস্য জঘনাৎ পূর্ব্বমসুরা জজ্ঞিরে সুতাঃ
অসুঃপ্রাণঃ স্মৃতো বিপ্রৈস্তজ্জন্মানস্ততোঽসুরা
যয়া সৃষ্টা সুরাস্তথা তাং তনুং স ব্যপোহত।
সাপবিদ্ধা তনুস্তেন সদ্যো রাত্রিরজায়ত।
সা তমোবহুলা যস্মাত্ততো রাত্রিস্ত্রিযামিকা ।৬
আবৃতাস্তমসা রাত্রৌ প্রজাস্তস্মাৎ স্বয়ম্ভুবঃ।
দৃষ্ট্বা সুরাংস্তু দেবেশস্তনুমন্যামপদ্যত ।৭
অব্যক্তাং সত্ত্ববহুলাং ততস্তাং সোঽভ্যযুযুজৎ
ততস্তাং যুঞ্জতস্তস্য প্রিয়মাসীৎপ্রভোঃ কিল।
ততো মুখে সমুৎপন্না দীব্যতস্তস্য দেবতাঃ।
সতোঽস্য দীব্যতো জাতাস্তেন দেবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।৯
ধাতুর্দিবিতি যঃ প্রোক্তঃ ক্রীড়ায়াং স বিভাব্যতে।
তস্যাং তন্বাস্তু দিব্যায়াং জজ্ঞিরে তেন দেবতাঃ
দেবান্ সৃষ্ট্বাথ দেবেশস্তনুমন্যামপদ্যত।
উৎকৃষ্টা সা তনুস্তেন সদ্যোঽহস্তদজায়ত।।১১
তস্মাদহঃকর্ম্মযুক্তো দেবতাঃ সমুপাসতে।
সত্ত্বমাত্রাত্মিকাং দেবস্ততোঽন্যাং সোঽভ্যপদ্যত
পিতৃবন্মন্যমানস্তান্ পুত্রান্ প্রাধ্যায়ত প্রভুঃ।
পিতরো হ্যপপক্ষাভ্যাং রাত্র্যহ্নোরন্তরাসৃজৎ
তস্মাত্তে পিতরো দেবাঃ পুত্রত্বং তেন তেষু তৎ
যয়া সৃষ্টাস্তু পিতরস্তাং তনুং স ব্যপোহত।।১৪

নবম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ভগবান ব্রহ্মা অভিধ্যান করিতে থাকিলে তাঁহার মানসী প্রজা সকল সমুৎপন্ন হয়। তাঁহার শরীর হইতে কার্য্য-কারণ সহ ক্ষেত্রজ্ঞসমূহ প্রাদুর্ভূত হয়। তিনি দেব, অসুর, পিতৃ, মানব, এই চতুর্ব্বিধ প্রজাসৃজনার্থ জলরাশি মধ্যে আত্মযোগে নিরত হন। তাহাতে সেই স্বয়ম্ভু প্রজাপতির প্রযত্ন সমুৎপন্ন হওয়ায় তদীয় জঘন প্রদেশ হইতে অসুরগণ জন্মে। বিপ্রগণ প্রাণকেই অসু বলেন, তাহা হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া সেই সন্তানগণের নাম হয়—অসুর। তদ্দর্শনে তিনি সেই শরীর পরিহার করিলেন। তৎপরিত্যক্ত সেই শরীর সদ্যই রাত্রিরূপে পরিণত হইল। উহা তমোবহুল বলিয়া রাত্রিও ত্রিযামাত্মিকা। সেই জন্যই স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার প্রজাবর্গ রাত্রিকালে তমোগুণে সমাবৃত হইয়া পড়ে। দেবেশ ব্রহ্মা অসুরগণকে দেখিয়া সে শরীর পরিহারপূর্ব্বক অব্যক্তা সত্ত্ববহুলা অপর মূর্ত্তিগ্রহণ করিলেন। তিনি সেই মূর্ত্তিগ্রহণান্তে সন্তুষ্টচিত্তে যোগনিরত হইলেন। সেই যোগযুক্ত দেবন অর্থাৎ আনন্দনিরত ব্রহ্মার মুখ হইতে তখন দেবতাগণ সমুৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মার দেবনযুক্ত অবস্থায় প্রাদুর্ভূত হওয়ায় উঁহারা দেবশব্দে প্রসিদ্ধ হয়েন।১-৯। দিব্ ধাতুর অর্থ—ক্রীড়া। দেবনযুক্ত শরীরে জন্ম হেতু উঁহারা দেবতাপদবাচ্য। দেবেশ ব্রহ্মা দেবগণকে সৃষ্টি করিয়া সে দেহ ত্যাগান্তে অপর দেহ ধারণ করিলেন। তিনি দেহ ত্যাগ করিলে তাহা সদ্যই দিবারূপে পরিণত হইল। সেই জন্য দেবগণ কর্ম্মানুষ্ঠানার্থ দিবারই উপাসনা করেন। তারপর দেব ব্রহ্মা সত্ত্বমাত্রাত্মক অপর শরীর পরিগ্রহ করিয়া পিতৃবৎ সস্নেহভাবে পুত্রগণের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে পক্ষদ্বয় সহ দিবা রাত্রির মধ্যভাগে পিতৃগণকে সৃজন করিলেন। এই জন্য সেই দেবগণের পিতৃসংজ্ঞা হইল, আর তাঁহাদিগের পুত্রত্বও সেই নিমিত্ত। ব্রহ্মা অতঃপর যে শরীরে পিতৃগণকে সৃজন

সাপবিদ্ধা তনুস্তেন সদ্যঃ সন্ধ্যা হ্যজায়ত।
তস্মাদহস্তু দেবানাং রাত্রির্যা সাসুরী স্মৃতঃ।।
তয়োর্মধ্যে তু বৈ পৈত্রী যা তনুঃ সা গরীয়সী
তস্মাদ্দেবাসুরাঃ সর্ব্বে ঋষয়ো মনবস্তথা।
তে যুক্তাস্তামুপাসন্তে ব্রহ্মণো মধ্যমাং তনুম্
ততোহন্যাং স পুনর্ব্রহ্মা তনুং বৈ প্রত্যপদ্যত।।
রজোমাত্রাত্মিকায়াং তু মনসা সোহসৃজৎ প্রভুঃ
রজঃপ্রায়াংস্ততঃ সোহথ মানসানসৃজৎ সুতান
মনসস্তু ততস্তস্য মানস্যো জজ্ঞিরে প্রজাঃ।
দৃষ্ট্বা পুনঃ প্রজাশ্চাপি স্বাং তনুং তামপোহত
সাপবিদ্ধা তনুস্তেন জ্যোৎস্নঃ সদ্যস্ত্বজায়ত।
তস্মাদ্ভবন্তি সংহৃষ্টা জ্যোৎস্নায়া উদ্ভবে প্রজাঃ
ইত্যেতাস্তনবস্তেন ব্যপবিদ্ধা মহাত্মনা।
সদ্যো রাত্র্যহনী চৈব সন্ধ্যা জ্যোৎস্না চ জজ্ঞিরে।।২১
জ্যোৎস্না সন্ধ্যা তথাহশ্চ সত্ত্বমাত্রাত্মকং ত্রয়ম্
তমোমাত্রাত্মিকা রাত্রিঃ সা বৈ তস্মাত্রিযামিকা
তস্মাদ্দেবা দিব্যতন্বা হৃষ্টাঃ সৃষ্টা মুখাত্তু বৈ.
যস্মাত্তেষাং দিবা জন্ম বলিনস্তেন তে দিবা।।
তন্বা যদসুরান রাত্রৌ জঘনাদসৃজৎ প্রভুঃ।
প্রাণেভ্যো রাত্রিজন্মানো হ্যসহ্যা নিশি তেন তে
এতান্যেব ভবিষ্যাণাং দেবনামসুরৈঃ সহ।
পিতৃণাং মানবানাঞ্চ অতীতানাগতেষু বৈ।।২৫
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু নিমিত্তানি ভবন্তি হি।
জ্যোৎস্না রাত্র্যহনী সন্ধ্যা চত্বার্য্যাভাসিতানি বৈ
ভান্তি যস্মাত্ততোহম্ভাংসি ভাশব্দোহয়ং মনীষিভিঃ।
ব্যাপ্তিদীপ্ত্যাং নিগদিতঃ পুনশ্চাহ প্রজাপতিঃ
সোহম্ভাংস্যেতানি দৃষ্ট্বা তু দেবদানবমানবান্।
পিতৃংশ্চৈবাসৃজৎ সোহন্যানাত্মনো বিবিধানপুনঃ
তামুৎসৃজ্যতনুং কৃৎস্নাং ততোহন্যামসৃজৎ প্রভুঃ

করিয়াছিলেন, সেই শরীর পরিহার করিলে উহা সদ্যই সন্ধ্যারূপে পরিণত হইল। তখন দিবা দেবগণের, রাত্রি অসুরগণের আর এতদুভয়মধ্যবর্ত্তী গরীয়সী সন্ধ্যা পিতৃগণের প্রীতিশালিনী হইল। তদবধি দেব, অসুর, ঋষি, মনু — সকলেই সপ্রণিধানে ব্রহ্মার সেই তৃতীয় তনুর উপাসনা করিতে লাগিলেন। ১০-১৬। অনন্তর ব্রহ্মা রজোগুণাধিক শরীরান্তর পরিগ্রহ করিলেন। সেই রজোবহুল দেহে তিনি অপর কতকগুলি মানস সন্তান উৎপাদন করিলেন। মন হইতে জন্ম বলিয়া সেই সকল সন্তান মানস নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মা সেই সন্তানগণকে দেখিয়া সেই শরীরও পরিত্যাগ করিলে উহাও তৎক্ষণাৎ জ্যোৎস্নারূপ প্রাপ্ত হইল। সেই জন্য প্রজাবর্গ জ্যোৎস্নাপ্রাদুর্ভাবে হৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মা এই প্রকারে শরীর দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা ও জ্যোৎস্নাকারে পরিণত হয়। জ্যোৎস্না, সন্ধ্যা ও দিবা,—এই তিনটী সত্ত্বগুণাত্মক। রাত্রি তমোগুণবহুল এবং ত্রিযাম-সমন্বিত। ব্রহ্মার দিব্য শরীরের মুখ হইতে সম্ভূত হওয়ায় দেবগণ সতত হৃষ্টচেতাঃ। দিবাতে জন্ম বলিয়া তাঁহারা দিবাভাগেই সমধিক বলবান হয়েন। প্রভু ব্রহ্মা রাত্রিকালে জঘন প্রদেশ হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া রাত্রিজাত অসুরগণ রাত্রিকালে সমধিক বীর্য্যবান ও অসহ্যবিক্রম হইয়া থাকে। দেব অসুর পিতৃ মনু প্রভৃতির ভূত ভবিষ্যৎ সকল মন্বন্তরেই এই রূপে সমুৎপত্তি হয়। রাত্রি, দিবা, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না—ইহারাও এইরূপেই প্রাদুর্ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই একার্ণব জলরাশিতেই ইহারা আভাসিত হওয়ায় তদবধি 'অম্ভস' শব্দ জলের বাচক হয়। ভা ধাতু ব্যাপ্তি ও দীপ্তি বাচক। উহা হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রজাগণ ভা যুক্ত হইয়াছিল বলিয়া উহার নাম অম্ভঃ। মনীষিগণ এইরূপ বলেন। প্রজাপতিই এইরূপ সংজ্ঞা করিয়াছেন।১৭-২৭। এই 'অম্ভ' দর্শনেই তিনি অপর নানাবিধ দেব-দানব-মানব পিতৃগণের সৃজন করেন। ব্রহ্মা সে শরীরও পরিহারপূর্ব্বক অন্ধকারে ক্ষুধাবিষ্ট অবস্থায়

মূর্ত্তিং রজস্তমঃপ্রায়াং পুনরেবাভ্যযুযুজৎ।।২৯
অন্ধকারে ক্ষুধাবিষ্টাস্ততোঽন্যাং সৃজতে পুনঃ
তেন সৃষ্টাঃ ক্ষুধাত্মানস্তেঽম্ভাংস্যাদাতুমুদ্যতাঃ
অম্ভাংস্যেতানি রক্ষাম উক্তবন্তশ্চ তেষু চ।
রাক্ষসাস্তে স্মৃতাঃ লোকে ক্রোধাত্মানো
নিশাচরাঃ।।৩১
যেঽব্রুবন ক্ষিণুমোঽম্ভাংসি তেষাং হৃষ্টাঃ
পরস্পরম্।
তেন তে কর্ম্মণা যক্ষা গুহ্যকাঃ ক্রূরকর্ম্মিণঃ।।
রক্ষতিঃ পালনে চা প ধাতুরেষ বিভাব্যতে।
য এষ ক্ষিতিধাতুর্বৈ ক্ষয়ণে সন্নিরুচ্যতে।।৩৩
তান দৃষ্ট্বা হ্যপ্রিয়েণাস্য কেশাঃ শীর্ণস্ত বীমতঃ
শীতোষ্ণাশ্চোচ্ছ্রিতা হ্যূর্দ্ধং তদারোহন্ত তং
প্রভুম্।।
হীনা তচ্ছিরসো ব্যালা যস্মাচ্চৈবাপসর্পিতাঃ
ব্যালাত্মানঃ স্মৃতা ব্যালা হীনত্বাদহয়ঃ স্মৃতাঃ।।
পন্নত্বাৎ পন্নগাশ্চৈব সর্পাশ্চৈবাপসর্পিণঃ

তেষাং পৃথিব্যাং নিলয়াঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসোরধঃ।।
তস্য ক্রোধোদ্ভবো যোঽসাবগ্নির্গর্ভসুদারুণঃ
স তু সর্পসহোৎপন্নাবিবেশ বিষাত্মকান্।।
সর্পান সৃষ্ট্বা ততঃ ক্রোধাৎ ক্রোধাত্মানো
বিনির্ম্মমে।
বর্ণেন কপিশেনোগ্রাস্তে ভূতাঃ পিশিতাশনাঃ
ভূতত্বাত্তে স্মৃতা ভূতাঃ পিশাচাঃ পিশিতাশনাৎ
ধয়ন্তো গাস্ততস্তস্য গন্ধর্ব্বা জজ্ঞিরে তদা।।৩৯
ধয়তীত্যেষ ধাতুর্বৈ পানার্থে পরিপঠ্যতে।
পিবন্তো জজ্ঞিরে গাস্ত গন্ধর্ব্বাস্তেন তে স্মৃতাঃ
অষ্টাস্বেতাসু সৃষ্টাসু দেবযোনিষু স প্রভুঃ।
ততঃ স্বচ্ছন্দতোঽন্যানি বয়াংসি বয়সোঽসৃজৎ
ছন্দতস্তানি চ্ছন্দাংস বয়সেঽপি বয়াংস্যপি।
শূন্যান্ দৃষ্ট্বা তু দেবো বৈ সৃজৎ পক্ষিগণানপি
সুমতোঽজ্ঞান সমজ্ঞার্থ বক্ষসশ্চ বয়োঽসৃজৎ

রজস্তমোবহুল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় যাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন, তাহারা ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া জন্মিল, এবং তখনই ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। তন্মধ্যে যাহারা বলিল যে, এই জলরাশি রক্ষা করিব, সেই সকল নিশাচর ক্রোধাত্মাদিগের মধ্যে রাক্ষস নামে প্রসিদ্ধ হয়। আর যাহারা বলিল যে, এই জলরাশি খাইয়া ফেলিব, সেই ক্রূরকর্ম্মা গুহ্যকগণ যক্ষ নামে খ্যাত হয় রক্ষ ধাতু পালনার্থক, তাহা হইতে রাক্ষস শব্দ নিষ্পন্ন; ক্ষি-ধাতু ক্ষয়ার্থক, এতৎসমানার্থক যক্ষ ধাতু হইতে যক্ষ শব্দ ব্যুৎপাদিত। এই আপন সৃষ্টি দর্শনে ভগবান ব্রহ্মার কেশরাশি স্খলিত হইয়া শীতোষ্ণগুণযুক্ত সর্পাকারে পরিণত হইল এবং তদীয় গাত্রে আরোহন করিতে লাগিল। ব্রহ্মার মস্তক হইতে ইহারা হীন হইয়া অপসর্পণ অর্থাৎ গমন করিয়াছিল এবং ইহারা ব্যালাত্মা অর্থাৎ যক্ষস্বভাব, এজন্য হীনত্ব হেতু অহি, সর্পণহেতু সর্প, ব্যালত্ব হেতু ব্যাল এবং পন্নত্ব অর্থাৎ রূপান্তর প্রাপ্তি হেতু পন্নগ শব্দে অভিহিত হইল। পৃথিবীগর্ভে, চন্দ্র-সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ না হয়, এমন স্থলে ইহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল এই সময়ে ব্রহ্মার যে সুদারুণ অগ্নিতুল্য ক্রোধ জন্মে তাহা সহজাত সর্পগণে আবিষ্ট হওয়ায় সর্পসকল বিষপূর্ণ হয় ব্রহ্মা সর্পসকলকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তখন ক্রোধপরায়ণ কপিলবর্ণ ভূত ও পিশাচ সৃষ্টি করিলেন। উহারা ভূমণ্ডল আবৃতপ্রায় করিল বলিয়া ভূত এবং পিশিত অর্থাৎ মাংস ভক্ষণ করিত বলিয়া পিশাচ নামে খ্যাত হয়। অতঃপর গন্ধর্ব্বগণ জন্মে। ইহারা জন্মিয়াই তদীয় গো অর্থাৎ তেজঃ পান করিতে থাকে, এজন্য পানার্থক 'ধে' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন গন্ধর্ব্ব শব্দ উহাদের বাচক হইয়াছে।২৮-৪০। এই অষ্টবিধ দেবযোনি সৃষ্টি হইলে প্রভু ব্রহ্মা, স্বচ্ছন্দ মনে বয়স হইতে বয়ঃসমূহ সৃজন করেন। উহারা ছন্দন ক্র বলিয়া ছন্দ এবং বয়স হইতে সৃষ্ট বলিয়া বয়ঃপদবাচ্য। ব্রহ্মা শূন্যাবলোকনে পক্ষিগণ সৃষ্টি করেন।

গাশ্চৈবাথোদরাদ্ব্রহ্মা পার্শ্বাভ্যাঞ্চ বিনির্মমে
পদ্ভ্যাং চাশ্বান্ স মাতঙ্গান্ শরভান্ গবয়ান্মৃগান্।
উষ্ট্রানশ্বতরাংশ্চৈব ন্যঙ্কূনন্যাশ্চ জাতয়ঃ।।৪৪
ওষধ্যঃ ফলমূলানি রোমতস্তস্য জজ্ঞিরে।
এবং পঞ্চৌষধীঃ সৃষ্ট্বা ন্যযুঞ্জৎ সোঽধ্বরে প্রভুঃ
তস্মাদাদৌ তু কল্পস্য ত্রেতাযুগমুখে তদা।
গৌরজঃ পুরুষো মেষো হ্যশ্বোঽশ্বতরগর্দ্দভৌ
এতান্ গ্রাম্যান্ পশূনাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধত
শ্বাপদা দ্বিখুরো হস্তী বানরঃ পক্ষিপঞ্চমাঃ।।৪৭
উন্দকাঃ পশবঃ সৃষ্টাঃ ষষ্ঠমাস্তু সরীসৃপঃ।
গায়ত্রং বরুণঞ্চৈব ত্রিবৃৎ সৌম্যং রথন্তরম্।।৪৮
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্মমে প্রথমান্মুখাৎ।
ছন্দাংসি ত্রৈষ্টুভং কর্ম্ম স্তোমং পঞ্চদশং তথা।।
বৃহৎ সামতথোক্থঞ্চ দক্ষিণাৎ সোঽসৃজন্মুখাৎ
সামানি জগতীচ্ছন্দঃ স্তোমং সপ্তদশং তথা।।৫০
বৈরূপ্যমতিরাত্রঞ্চ পশ্চিমাদসৃজন্মুখাৎ।।৫১
একবিংশমথর্ব্বাণমাপ্তোর্য্যামাণমেব চ।
অনুষ্টুভং স বৈরাজমুত্তরাদসৃজন্মুখাৎ ।৫২
বিদ্যুতোঽশনিমেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্রধনূংষি চ।
বয়াংসি চ সসর্জ্জাদৌ কল্পস্য ভগবান প্রভুঃ।
উচ্চবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে।।
ব্রহ্মণস্তু প্রজাসর্গং সৃজতো হি প্রজাপতেঃ
সৃষ্ট্বা চতুষ্টয়ং পূর্ব্বং দেবাসুরপিতৄন প্রজাঃ।।৫৪
ততঃ সৃজতি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
যক্ষান্ পিশাচান্ গন্ধর্ব্বাংস্তথৈবাপ্সরসাং গণান্
নরকিন্নররক্ষাংসি বয়ঃপশুমৃগোরগান্।
অব্যয়ঞ্চ ব্যয়ঞ্চৈব যদিদং স্থাণুজঙ্গমম্।।৫৬
তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে।
তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃপুনঃ।।
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাত্তত্তস্য রোচতে।।
মহাভূতেষু নানাত্বমিন্দ্রিয়ার্থেষু মূর্ত্তিষু।

তাঁহার মুখ হইতে অজ এবং বক্ষ হইতে বয়ঃসকল উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মা উদর-পার্শ্বদ্বয় হইতে গোসকল নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পদদ্বয় হইতে অশ্ব, হস্তী, শরভ, গবয়, মৃগ, উষ্ট্র, অশ্বতর প্রভৃতি পশু সমস্ত সমুদ্ভূত হয়। তাঁহার রোম হইতে ওষধি, ফল ও মূলাদি জন্মে। প্রভু ব্রহ্মা আদিকল্পীয় ত্রেতাযুগের প্রাক্কালে এইরূপ পশু ও ওষধি সৃজনপূর্ব্বক যজ্ঞকর্ম্মে নিয়োগ করিলেন। গো, অজ, পুরুষ, মেষ, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভ ইহারা গ্রাম্য পশু। আরণ্য পশুর কথা শ্রবণ করুন। শ্বাপদ, দ্বিখুর, হস্তী, বানর, পক্ষী, উন্দক ও সরীসৃপ; ইহারা আরণ্য পশু। গায়ত্র, বরুণ, ত্রিবৃৎ, সৌম্য, রথন্তর, অগ্নিষ্টোম এই সকল শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ তাঁহার পূর্ব্বমুখ হইতে প্রাদুর্ভূত হয়। ছন্দঃসকল, ত্রৈষ্টুভ, কর্ম্ম, স্তোম, পঞ্চদশ বৃহৎসাম, উক্থ—এই সকল তাঁহার দক্ষিণ মুখ হইতে; সাম, জগতীচ্ছন্দের সপ্তদশবিধ প্রকারভেদ, বৈরূপ্য অতিরাত্র — এ সকল পশ্চিম মুখ হইতে; আর একবিংশ প্রকার অথর্ব্ব, আপ্তোর্যাম, অনুষ্টুভ, বৈরাজ, এসকল উত্তর মুখ হইতে সৃষ্ট করেন হয়। ৪১-৫২। প্রভু ব্রহ্মা কল্পের আদিকালে বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ, নভোবৈচিত্র, ইন্দ্রধনু—এসকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রজাসৃষ্টিপ্রবৃত্ত প্রজাপতির গাত্র হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণিবর্গ প্রাদুর্ভূত হয়। তিনি প্রথমে দেবাসুরপিতৃপ্রমুখ চতুর্ব্বিধ প্রজা সৃজনান্তে স্থাবর-চরাদি অপরাপর সমস্ত উৎপাদন করেন। যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নর, কিন্নর, রক্ষঃ, পক্ষী, পশু, মৃগ, উরগ, অব্যয়, ব্যয়, স্থাবর, জঙ্গম, সমস্ত পদার্থই, প্রথমকল্পীয় প্রথম সৃষ্টিতে যে যেরূপ কর্ম্মসংযুক্ত হইয়াছিল, অপরাপর সকল জন্মেই তদনুরূপ কর্ম্মসমন্বিত হইয়া থাকে। সেই সেই কর্ম্মবাসনানুসারেই তাহাদিগের পৃথক পৃথক প্রবৃত্তি জন্মে; এজন্য তাহারা হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু, ক্রূর, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, অনৃতাদি বিবিধকর্ম্মে

বিনিয়োগঞ্চ ভূতানাং ধাতৈব ব্যদধাৎ স্বয়ম্।।
কেচিৎ পুরুষকারন্তু প্রাহুঃ কর্ম্ম চ মানবাঃ।
দৈবমিত্যপরে বিপ্রাঃ স্বভাবং দৈবচিন্তকাঃ।।
পৌরুষং কর্ম্ম দৈবঞ্চ ফলবৃত্তি স্বভাবতঃ।
ন চৈকং ন পৃথগ্‌ভাবমধিকং ন তয়োর্বিদুঃ।।
এতদেবঞ্চ ভূতানাং কৃতানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্।
কর্ম্মস্থান বিষয়ান্ ব্রূয়ুঃ তত্ত্বস্থাঃ সমদর্শিনঃ।।
নামরূপঞ্চ ভূতানাং কৃতানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ।।৬৩
ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রসূতানাং তান্যেবাস্য দধাতি সঃ।।
যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু।।
এবংবিধাসু সৃষ্টাসু ব্রহ্মণাব্যক্তজন্মনা।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রদৃশ্যন্তে সিদ্ধিমাশ্রিত্য মানসীম্।।
এবম্ভূতানি সৃষ্টানি চরাণি স্থাবরাণি চ।
যদাস্য তাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা ন ব্যবর্দ্ধন্ত ধীমতঃ।।
অথান্যান্ মানসান্ পুত্রান সদৃশানাত্মনো হসৃজৎ।
ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা।।
মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বসিষ্ঠঞ্চৈব মানসম্।
নব ব্রাহ্মণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ।।
তেষাং ব্রহ্মাত্মকানাং বৈ সর্ব্বেষাং ব্রহ্মবাদিনাম্
ততোহসৃজৎ পুনর্ব্রহ্মা রুদ্ররোষাত্মসম্ভবম্
সঙ্কল্পঞ্চৈব ধর্ম্মঞ্চ পর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজঃ।
অগ্রে সসর্জ্জ বৈ ব্রহ্মা মানসানাত্মনঃ সমান্।।৭১
সনন্দনং সসনকং বিদ্বাংসঞ্চ সনাতনম্
সনৎকুমারঞ্চ বিভুং সনকঞ্চ সনন্দনম্।।৭২
ন তে লোকেষু সজ্জন্তে নিরপেক্ষাঃ সনাতনাঃ
সর্ব্বে তে হ্যাগতজ্ঞানা বীতরাগাঃ বিমৎসরাঃ।।
তেষেবং নিরপেক্ষেষু লোকবৃত্তানুকারণাৎ।

নিরত হয়। বিধাতা স্বয়ংই মহাভূতের নানাত্ব এবং মূর্ত্ত ইন্দ্রিয়ার্থনিচয়ের ব্যবহাররীতি বিহিত করিয়াছেন। হে বিপ্রগণ। কোন মানব কর্ম্ম, কেহ পুরুষকার, কেহবা দৈব, অপরে স্বভাবকেই কর্ম্মফলদায়ক বলিয়া নিরূপণ করেন; পরন্তু পুরুষকার, কর্ম্ম ও দৈব— ইহারা প্রত্যেকেই স্বভাববশে ফলসাধক। ইহাদিগের মধ্যে ন্যূনাতিরিক্ত ভাব নাই, প্রত্যেকেই তুল্য প্রাধান্য-সম্পন্ন কোন কর্ম্মই ইহাদিগের একের দ্বারা সম্পন্ন হয়, এমন বলা যায় না। এতত্ত্ব এমনই যে কর্ম্মসাধনসমূহের একত্ববিত্বাদি ভেদ করিয়া নির্ব্বাচন করা যায় না। এজন্য সত্ত্বস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠগণ বিষয়সমূহ কর্ম্মস্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহেশ্বর ব্রহ্মা কল্পাদি কালে বেদবচন হইতেই ভূতসমূহের নাম-রূপ ও কর্ম্মাদির নির্ম্মাণ করিয়াছেন রাত্রির অবসানে দিবায় প্রারম্ভকালে ভগবান ব্রহ্মা, পূর্ব্বদিবসীয় বেদবচন সমূহ প্রকাশ করেন এবং ঋষিগণেরও পূর্ব্বদিবসীয় নাম সকল প্রচার করেন। বিভিন্ন ঋতুকালে যেমন ঋতুচিহ্নসমূহ বিবিধাকারে পরিব্যক্ত হয়, তদ্রূপ বিভিন্নযুগে, ভাবসমূহও বিবিধাকারে প্রকাশিত হয়। অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মা শর্ব্বরীর অবসানে মানসী সিদ্ধি আশ্রয়পূর্ব্বক প্রতিদিন এইরূপ সৃষ্টিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন। প্রতিদিনই এইপ্রকার স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করেন। পরে সেই সমস্ত প্রজা বৃদ্ধি পাইতেছে না দেখিয়া তিনি ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ এই দশজন মানস পুত্র সৃজন করেন। ইহাঁরা "নব ব্রাহ্মণ" শব্দে পুরাণশাস্ত্রে বিখ্যাত।৫০-৬৯। ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ হইলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা ক্রোধবশে রোষপরবশ রুদ্রকে সৃষ্টি করিলেন পরে তিনি সঙ্কল্প ও ধর্ম্মকে সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে সনন্দন, সনক, সনাতন ও সনৎকুমার নামক ব্রহ্মনিষ্ঠ আত্মসম পুত্র সকল সমুৎপাদন করেন। কিন্তু ইহাঁরা সংসারে আসক্ত হইলেন না; তাঁহারা নিরপেক্ষ, জিতেন্দ্রিয়, বীতরাগ, বিমৎসর ও ভবিষ্যজ্ঞানসম্পন্ন ভগবান পরমেষ্ঠী হিরণ্যগর্ভ, সেই পুত্রগণ নিরপেক্ষ ব্রহ্মনিষ্ঠ

হিরণ্যগর্ভো ভগবান পরমেষ্ঠী হ্যচিন্তয়ৎ ।।৭৪
তস্য রোষাৎ সমুৎপন্নঃ পুরুষোঽর্কসমদ্যুতিঃ।
অর্দ্ধনারীনরবপুস্তেজসা জ্বলনোপমঃ।।৭৫
সর্ব্বং তেজোময়ং জাতমাদিত্যসমতেজসম্।
বিভাজযাত্মানমিত্যুক্ত্বা তত্রৈবান্তরধীত।।৭৬
এবমুক্তো দ্বিধা ভূতঃ পৃথক স্ত্রী পুরুষঃ পৃথক।
স চৈকাদশধা যজ্ঞে অর্দ্ধমাত্মানমীশ্বঃ ।৭৭
তেনোক্তাস্তে মহাত্মানঃ সর্ব্ব এব মহাত্মনা।
জগতো বহুলীভাবমধিকৃত্য বিচেষ্টিনঃ।।৭৮
লোকবৃত্তান্তহেতোর্হি প্রযতধ্বমতন্দ্রিতাঃ।
হিতং বিশ্বস্য লোকস্য কল্পনায় হিতায় চ।।৭৯
এবমুক্তাস্তু রুরুদুর্দুদ্রুবুশ্চ সমন্ততঃ।
রোদনাদ্দ্রবণাচ্চৈব রুদ্রা নাম্নেতি বিশ্রুতাঃ।।
যৈর্হি ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তেষামনুচরা লোকে সর্ব্বলোকপরায়ণাঃ।।৮১
নৈকনাগাযুতবলা বিক্রান্তাস্তা গণেশ্বরাঃ।
তত্র যা সা মহাভাগা শঙ্করস্যার্দ্ধকায়িনী।।৮২

প্রাগুক্তা তু ময়া তুভ্যং স্ত্রী স্বয়ম্ভোর্মুখোদ্গতা
কায়ার্দ্ধং দক্ষিণং তস্যাঃ শুক্লং বামং তথাসিতম্
আত্মানং বিভজস্বেতি প্রোক্তা দেবী স্বয়ম্ভুবা।
সা তু প্রোক্তা দ্বিধা ভূতা শুক্লা কৃষ্ণা চ বৈ দ্বিজাঃ
তস্য নামানি বক্ষ্যামিন শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ।
স্বাহা স্বধা মহাবিদ্যা মেধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
অপর্ণ চৈকপর্ণা চ তথা স্যাদেব পাটলা।
উমা হৈমবতী ষষ্ঠী কল্যাণী চৈব নামতঃ।।৮৬
খ্যাতিঃ প্রজ্ঞা মহাভাগা লোকে গৌরীতি বিশ্রুতা।
বিশ্বরূপমথার্য্যায়াঃ পৃথগ্দেহবিভাবনাৎ।৮৭
শৃণু সংক্ষেপতস্তস্যা যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
প্রকৃতির্নিয়তা রৌদ্রী দুর্গা ভদ্রা প্রমাথিনী।।
কালরাত্রির্মহামায়া রেবতী ভূতনায়িকা।
দ্বাপরান্তবিকারেষু দেব্যা নামানি মে শৃণু।।
গৌতমী কৌশিকী আর্য্যা চণ্ডী কাত্যায়নী সতী।

হইল দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে চিন্তান্বিত হইলেন। তাঁহার ক্রোধ হইতে তখন সূর্য্যসম তেজঃপুঞ্জকলেবর, অর্দ্ধ স্ত্রী অর্দ্ধ পুরুষমূর্ত্তি আবির্ভূত হইল—হইয়া ব্রহ্মাকে কহিল— "সমস্তই তেজোময় হইয়াছে, আদিত্যতুল্য তেজস্বী আত্মাকে বিভক্ত কর।" এই বলিয়া সেই মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। ভগবান ব্রহ্মা এইরূপ উক্ত হইয়া আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক স্ত্রী ও এক পুরুষরূপ পরিগ্রহ করিলেন। সেই অর্দ্ধপুরুষমূর্ত্তিকে আবার তিনি একাদশ ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং তাহাদিগকে কহিলেন যে, হে মহাত্মগণ! তোমরা জগতের হিতবিধানার্থ সৃষ্টিবিস্তার এবং সৃষ্ট প্রজাবর্গের মঙ্গলকর ব্যবস্থা প্রণয়ন জন্য অনলস ভাবে যত্নপরায়ণ হও। তাহারা এই কথা শুনিয়া রোদনসহকারে দ্রবণ অর্থাৎ ছুটাছুটি করিতে লাগিল; এজন্য উহারা রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ হয়. সেই রুদ্রগণ এই সমগ্র চরাচর সৃষ্টিপ্রপঞ্চ ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান। গণেশ্বর রুদ্রগণ সকলেই সৃষ্ট অপরাপর সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বিক্রান্ত এবং অযুত নাগসম বলবান্। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মার মুখ হইতে দক্ষিণার্দ্ধে শুক্লবর্ণা ও বামাঙ্গে কৃষ্ণবর্ণা শঙ্করার্দ্ধ-শরীরিণী এক মহাভাগা দেবী প্রাদুর্ভূত হয়েন।৭০-৮৩। সেই দেবীকে ভগবান ব্রহ্মা, দেহ বিভাগ করিতে কহিলে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহার এক মূর্ত্তি শুক্ল আর অপর মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ হইল হে দ্বিজগণ। সেই দেবীর নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। স্বাহা, স্বধা, মহাবিদ্যা, মেধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অপর্ণা, একপর্ণা, পাটলা, উমা, হৈমবতী, ষষ্ঠী, কল্যাণী, খ্যাতি, প্রজ্ঞা, মহাভাগা ও গৌরী। এই আর্য্যা দেবীই পৃথক পৃথক দেহ ধারণপূর্ব্বক সৃষ্টি ব্যাপ্ত করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাঁহার অপর নাম সকল কীর্ত্তন করিতেছি। প্রকৃতি, নিয়তি, রৌদ্রী, দুর্গা, ভদ্রা, প্রমাথিনী, কালরাত্রি, মহামায়া, রেবতী, ও ভূতনায়িকা। দ্বাপরাদি যুগে দেবী যে সকল নামে খ্যাতিলাভ করেন, তাহা শ্রবণ

কুমারী যাদবী দেবী বরদা কৃষ্ণপিঙ্গলা।।৯০
বর্হির্ধ্বজা শূলধরা পরমব্রহ্মচারিণী।
মাহেন্দ্রী চেন্দ্রভগিনী বৃষকন্যৈকবাসসী।।৯১
অপরাজিতা বহুভুজা প্রগল্ভা সিংহবাহিনী।
একানংশা দৈত্যহনী মায়া মহিষমর্দ্দিনী।।৯২
অমোঘা বিন্ধ্যনিলয়া বিক্রান্তা গণনায়িকা।
দেবীনামবিকারাণি ইত্যেনানি যথাক্রমম্।।
ভদ্রকাল্যাস্তবোক্তানি দেব্যা নামানি তত্ত্বতঃ।
যে পঠন্তি নরাস্তেষাং বিদ্যতে ন পরাভবঃ।।
অরণ্যে প্রান্তরে বাপি পুরে বাপি গৃহেঽপি বা
রক্ষামেতাং প্রযুঞ্জীত জলে বাপি স্থলেঽপি বা
ব্যাঘ্রকুম্ভীরচৌরেভ্যো ভূতস্থানে বিশেষতঃ
আধিষ্বপি চ সর্ব্বেষু দেব্যা নামানি কীর্ত্তয়েৎ।।
অর্ভকগ্রহভূতৈশ্চ পূতনামাতৃভিঃ সদা
অভ্যর্দ্দিতানাং বালানাং রক্ষামেতাং
প্রযোজয়েৎ।।৯৭
মহাদেবীকুলে যে তু প্রজ্ঞা শ্রীশ্চ প্রকীর্ত্ত্যতে

আভ্যাং দেবীসহস্রাণি যৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ
সাসৃজদ্ব্যবসায়ং তু ধর্ম্মং ভূতসুখাবহম্।
সত্যং চৈব কল্পাদৌ জজ্ঞিরেঽব্যক্তযোনিতঃ।।
মানসশ্চ রুচির্নাম বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
প্রাণাদ্ব্রহ্মাসৃজদ্দক্ষং চক্ষুর্ভ্যাঞ্চ মরীচিনম্।
ভৃগুস্তু হৃদয়াজ্জজ্ঞে ঋষিঃ সলিলজন্মনঃ।
শিরসোঽঙ্গিরসং চৈব শ্রোত্রাদত্রিস্তথৈব চ।।
পুলস্ত্যং চ তথোদানাদ্ব্যানাচ্চ পুলহং পুনঃ।
সমানজং বসিষ্ঠং তু অপানান্নির্ম্মমে ক্রতুম্।।
অভিমানাত্মকং রুদ্রং নির্ম্মমে নীললোহিতম্।
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ প্রাণজা দ্বাদশ স্মৃতাঃ
ইত্যেতে মানসাঃ পুত্রা বিজ্ঞেয়া ব্রহ্মণঃ সুতাঃ
ভৃগ্বাদয়স্তু যে সৃষ্টা নবৈতে ব্রহ্মবাদিনঃ।।১০৪
গৃহমেধিনঃ পুরাণাস্তে ধর্ম্মস্তৈঃ প্রাক্প্রবর্ত্তিতাঃ
দ্বাদশৈতে প্রবর্ত্তন্তে সহ রুদ্রেণ বৈ প্রজাঃ।।
ঋভুঃ সনৎকুমারস্তু দ্বাবেতাবূর্দ্ধরেতসৌ।
পূর্ব্বোৎপন্নৌ পুরাতেভ্যঃ সর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজৌ

করুন। গৌতমী, কৌশিকী, আর্য্যা, চণ্ডী, কাত্যায়নী, সতী, কুমারী, যাদবী, বরদা, কৃষ্ণপিঙ্গলা, বর্হিধ্বজা, শূলধরা, পরমব্রহ্মচারিণী, মাহেন্দ্রী, ইন্দ্রভগিনী, বৃষকন্যা, একবাসসী, অপরাজিতা, বহুভুজা, প্রগল্ভা, সিংহবাহিনী, একানংশা, দৈত্যহনী, মায়া, মহিষমর্দ্দিনী, অমোঘা, বিন্ধ্যনিলয়া, বিক্রান্তা ও গণনায়িকা। এই সমস্তই সেই দেবীর নামভেদ। হে মুনিবর। তোমার নিকট যথাক্রমে কথিত ভদ্রকালীর এই সকল নাম, যে সকল মানব পাঠ করে, তাহাদিগের কদাচ পরাভব ঘটে না। অরণ্যে, প্রান্তরে, পুরে বা গৃহে, জলে, স্থলে, ব্যাঘ্র কুম্ভীর চৌর ভূতাদি দ্বারা আক্রান্ত স্থলে এবং যাবতীয় মানস দুঃখকালে এই দেবীনাম পাঠরূপ রক্ষা প্রয়োগ করিবে। বালগ্রহ, ভূত, পূতনা ও মাতৃকাদি-কৃত দোষ ঘটিলে বালকদিগের জন্য এই রক্ষা প্রয়োগ করিবে। প্রজ্ঞা ও শ্রী —এই দুই মূর্ত্তি হইতে সহস্র সহস্র মূর্ত্তি সমুদ্ভূত হইয়া জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছে।৮৩-৯৮। সেই দেবী কল্পাদিকালে প্রথমে ব্যবসায়, ভূতসুখকর ধর্ম্ম ও সত্য সৃজন করেন। অব্যক্তযোনি ব্রহ্মার মন হইতে রুচি নামে পুত্র জন্মে এবং প্রাণ হইতে দক্ষ, চক্ষুর্দ্বয় হইতে মরীচি, হৃদয় হইতে ভৃগু, মস্তক হইতে অঙ্গিরা, কর্ণ হইতে অত্রি, উদান হইতে পুলস্ত্য, ব্যান হইতে পুলহ, সমান হইতে বশিষ্ঠ, অপান হইতে ক্রতু এবং অভিমান হইতে নীললোহিত রুদ্রকে উৎপাদন করেন। এই দ্বাদশ পুত্র ব্রহ্মার মানস সন্তান। ইহাদিগের মধ্যে ভৃগু প্রভৃতি নয়জন পুরাতন গৃহস্থ; তাঁহারাই প্রথমে ধর্ম্মকে প্রবর্ত্তিত করেন। রুদ্রের সহিত এই দ্বাদশ জন ব্রহ্মনন্দন লোকহিত বিধানার্থ নিয়ত প্রবৃত্ত। ঋভু ও সনৎকুমার এই দুইজন সকলেরই পূর্ব্বে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাঁরা উভয়ে ঊর্দ্ধরেতাঃ। প্রথম কল্পের অবসানে লোকহিতাভিলাষী এই দুই

ধৃতীতে প্রথমে কল্পে পুরাতৌ লোকসাধকৌ
বৈরাজে তাবুভৌ লোকে তেজঃ সংক্ষিপ্য
চাস্থিতৌ।।১০৭
তাবুভৌ যোগধর্ম্মাণাবারোপ্যাত্মানমাত্মনি।
প্রজাধর্ম্মাঞ্চ কামঞ্চ বর্ত্তয়েতাং মহৌজসৌ।।
যথোৎপন্নস্তথৈবেহ কুমার ইতি চোচ্যতে।
তস্মাৎসনৎকুমারোহয়মতি নামাস্য কীর্ত্তিতম্
তেষাং দ্বাদশ তে বংশা দিব্যা দেবগণান্বিতাঃ
ক্রিয়াবন্তঃ প্রজাবন্তো মহর্ষিভিরলঙ্কৃতাঃ।।১১০
ইত্যেষ কল্পগোভূতো লোকান্ স্রষ্টুং স্বয়ম্ভুবঃ।
মহদাদিবিশেষান্তো বিকারঃ প্রকৃতেঃ স্বয়ম্।
চন্দ্রসূর্য্যপ্রভালোকো গ্রহনক্ষত্রমণ্ডিতঃ।
নদীভিশ্চ সমুদ্রৈশ্চ পর্ব্বতৈশ্চ সমাবৃতঃ।।১১২
পুরৈশ্চ বিবিধাকারৈঃ স্ফীতৈর্জনপদৈস্তথা।
তস্মিন ব্রহ্মবনেহব্যক্তে ব্রহ্মা চরতি শর্ব্বরীম্
অব্যক্তবীজপ্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোত্থিতঃ।
বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়াঙ্কুরকোটরঃ।।১১৪

মহাভূতপ্রশাখশ্চ বিশেষৈঃ পত্রবাংস্তথা।
ধর্ম্মাধর্ম্মসুপুষ্পস্তু সুখদুঃখফলোদয়ঃ।।১১৫
আজীবঃ সর্ব্বভূতানামষং বৃক্ষঃ সনাতনঃ।
এতদ্ব্রহ্মবনঞ্চৈব ব্রহ্মবৃক্ষস্য তস্য হ।।১১৬
অব্যক্তং কারণং যত্তু নিত্যং সদাসদাত্মকম্।
ইত্যেষোহনুগ্রহঃ সর্গো ব্রহ্মণঃ প্রাকৃতস্তু যঃ।।
মুখ্যাদয়স্তু ষট্‌সর্গা বৈকৃতা বুদ্ধিপূর্ব্বকাঃ।
ত্রৈকাল্যে সমবর্ত্তন্ত ব্রহ্মণস্তেহভিমানিনঃ।।১১৮
সর্গাঃ পরস্পরস্যাথ কারণং তে বুধৈঃ স্মৃতাঃ।
দিব্যৌ সুপর্ণৌ সযুজৌ সশাখৌ পটবিক্রমৌ
একস্তু যো দ্রুমং বেত্তি নান্যঃ সর্ব্বাত্মনস্ততঃ।।
দ্যৌর্মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রাঃ বদন্তি
খং নাভির্বৈ চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে।
দিশঃ শ্রোত্রে চরণৌ চাস্য ভূমিঃ
সোহচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রসূতিঃ।।১২০
বক্ত্রাদ্যস্য ব্রাহ্মণাঃ সম্প্রসূতা
যদ্বক্ষসঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বভাগে।

মহাত্মা, আত্মতেজঃ সংবেশপূর্ব্বক বৈরাজ লোকে যাইয়া অবস্থান করেন। মহৎ তেজস্বী মহাযোগী সেই ব্রহ্মবিষয় আত্মাতে আত্মার সমাধানপূর্ব্বক প্রজাবর্গের ধর্ম্ম ও কামসমূহ সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহারা যেমন জন্মিয়াছেন, তেমনই আছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে কুমার ও সনৎকুমার শব্দে অভিহিত করা হয় (৯৯-১০৯)। এই দ্বাদশ ব্রহ্মতনয়ের বংশ বৃদ্ধি পাইয়া দিব্য, দেবগণান্বিত ক্রিয়াযুক্ত, প্রজাসমন্বিত ও মহর্ষিগণালঙ্কৃত হইয়া পড়িল। ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে মহান হইতে বিশেষ পর্য্যন্ত প্রাকৃতবিকারসমূহ হইতে চন্দ্র, সূর্য্য, আলোক, অন্ধকার, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, বিবিধাকার পুর, সুস্ফীত জনপদাদি সমন্বিত জগৎপ্রপঞ্চ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মা সেই অব্যক্ত ব্রহ্মবনমধ্যে রাত্রিকাল অতিবাহিত করিয়া থাকেন। সেই ব্রহ্মবৃক্ষ অব্যক্তবীজোৎপন্ন, অব্যক্তানুগ্রহেই সমুদ্ভূত। বুদ্ধি উহার স্কন্ধ,

ইন্দ্রিয়গণ উহার কোটর, মহাভূত সমুদয় উহার শাখা প্রশাখা বিশেষ, তত্ত্ব সমুদয়ই উহার পত্র, ধর্ম্মাধর্ম্ম উহার সুপুষ্প, সুখ-দুঃখই উহার ফল; এবং ঐ সনাতন বৃক্ষই সর্ব্বভূতের উপজীব্য। এই ব্রহ্মবৃক্ষই ব্রহ্মবনের কারণ অব্যক্ত, নিত্য অথচ সদসদাত্মক। এই প্রাকৃত সর্গ ব্রহ্মার অনুগ্রহসর্গ নামে প্রসিদ্ধ, বৈকৃত মুখ্য সর্গ ছয়টী; উহা বুদ্ধিপূর্ব্বক বিরচিত। ঐ সকল অভিমানী সর্গ, অভিমানী ব্রহ্মার কালত্রয়েই প্রবর্ত্তিত হয়; উহারা পরস্পর পরস্পরের কারণ। ইহা পণ্ডিতগণের অভিমত। সেই ব্রহ্মবৃক্ষে সমানাকার, সমানচারী দুইটী পক্ষী বাস করে, পরন্তু তাহাদিগের একটী সেই বৃক্ষতত্ত্ব পরিজ্ঞাত আছে। অপরটী সে তত্ত্ব কিছুই অবগত নহে। বিপ্রগণ ঊর্দ্ধলোককে যাঁহার মস্তক, নভোমণ্ডলকে নাভি, চন্দ্র সূর্য্যকে নেত্র, দিক সকলকে কর্ণদ্বয় এবং ভূমিকে পদদ্বয় বলিয়া বর্ণন করেন, সেই সর্ব্বভূত, প্রসূতি অচিন্ত্যাত্মা ভগবানের মুখ হইতে

বৈশ্যাস্তোরোর্যস্য পদ্ভ্যাঞ্চ শূদ্রাঃ
সর্ব্বে বর্ণা গাত্রতঃসম্প্রসূতাঃ।।১২১।।
মহেশ্বরঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডাজ্জজ্ঞে পুনর্ব্রহ্মা যেন লোকাঃ কৃতাস্ত্বিমে।।
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে দেবাদিসৃষ্টি
বর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।।৯।।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবম্ভূতেষু লোকেষু ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা।
যদা তা ন প্রবর্ত্তন্তে প্রজাঃ কেনাপি হেতুনা।।
তমোমাত্রাবৃতো ব্রহ্মা তদাপ্রভৃতি দুঃখিতঃ।
ততঃ স বিদধে বুদ্ধমর্থনিশ্চয়গামিনীম্।।২
অথাত্মনি সমদ্রাক্ষীত্তমোমাত্রাং নিয়ামিকাম্
রাজসত্ত্বং পরাজিত্য বর্ত্তমানং স ধর্ম্মতঃ।।৩
তপ্যতে তেন দুঃখেন শোকং চক্রে জগৎপতিঃ
তমশ্চ ব্যনুদত্তস্মাদ্রজস্তমাবৃণোৎ।।৪
তত্তমঃ প্রতিনুত্তং বৈ মিথুনং সংব্যজায়ত।
অধর্ম্মশ্চরণাজ্জজ্ঞে হিংসা শোকাদজায়ত।।৫
ততস্তস্মিন্ সমুদ্ভূতে মিথুনেচরণাত্মনি।
ততশ্চ ভগবানাসীৎ প্রীতিশ্চৈনমশিশ্রিয়ৎ।।৬
স্বাং তনুং স ততো ব্রহ্মা তামপোহ-
দভাস্বরাম্
দ্বিধাকরোৎ স তং দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ
অর্দ্ধেন নারী সা তস্য শতরূপা ব্যজায়ত।
প্রাকৃতাং ভূতধাত্রীং তাং কামাৎ বৈ সৃষ্টবান্বিভুঃ।
সা দিবং পৃথিবীঞ্চৈব মহিম্না ব্যাপ্য ধিষ্ঠিতা।
ব্রহ্মণঃ সা তনুঃ পূর্ব্বা দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।৯
যা ত্বর্দ্ধাৎ সৃজতে নারী- শতরূপা ব্যজায়ত।
সা দেবী নিযুতং তপ্ত্বা তপঃ পরমদুশ্চরম্।।১০
ভর্ত্তারং দীপ্তযশসং পুরুষং প্রত্যপদ্যত।
স বৈ স্বায়ম্ভুবঃ পুরুষো মনুরুচ্যতে।।১১
তস্যৈকসপ্ততিযুগং মন্বন্তরমিহোচ্যতে।
লব্ধ্বা তু পুরুষঃ শতরূপাময়োনিজাম্।।১২

ব্রাহ্মণ, বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্রগণ, এইরূপে গাত্র হইতে সর্ব্ববর্ণেরই সৃষ্টি হইয়াছে মহেশ্বর অব্যক্তেরও পরবর্ত্তী, অব্যক্ত হইতে অণ্ডের উৎপত্তি, অণ্ড হইতে ব্রহ্মার জন্ম; ব্রহ্মাই এই সচরাচর ত্রৈলোক্যের স্রষ্টা। ১১০-১২২।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।।৯।।

দশম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, — লোককর্ত্তা ব্রহ্মা এই প্রকার সমস্ত প্রজা সৃজন করিলেও সেই প্রজাগণ বিধিনির্দ্দিষ্ট পথে প্রবৃত্ত হইল না, দেখিয়া ব্রহ্মা তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া দুঃখিতমনে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয়পূর্ব্বক আপনাতে নিয়ামিকা তামসী শক্তি সৃষ্টি করিলেন। প্রজাগণ রাজস ভাবসমূহ পরাজিত করিয়া সকলেই সত্ত্বগুণাবলম্বী হইল, দেখিয়া তিনি দুঃখশোকে সমাবিষ্ট হইলেন। পরে তিনি সেই তমোভাব পরিহারপূর্ব্বক রজোগুণাবলম্বন করিলে সেই রজোগুণ তদীয় তমোগুণকে আবরণ করিল। সেই পরিত্যক্ত তমোগুণ হইতে একটী মিথুন জন্মে। ব্রহ্মার চরণ হইতে অধর্ম্ম এবং শোক হইতে হিংসা সমুৎপন্ন হয়। ইহাতে ব্রহ্মা প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তদীয় মলিন দেহ পরিহার করিলেন। তিনি নিজ দেহ বিভাগপূর্ব্বক অর্দ্ধাংশ দ্বারা পুরুষ এবং অপর অর্দ্ধাংশ দ্বারা এক নারীমূর্ত্তি ধারণ করেন। সেই রমণীর নাম শতরূপা। ইনিই প্রাকৃত ভূতধাত্রী; ইনি নিজমহিমায় ভূতল নভস্তল ব্যাপ্ত করিয়াছেন। গগনব্যাপিনী সেই ব্রাহ্মী তনু শতরূপা নিযুতবর্ষ পরম দুষ্কর তপশ্চরণ-পূর্ব্বক স্বায়ম্ভুব মনুকে পতিত্বে বরণ করেন। ব্রহ্মসৃষ্ট পুরুষ-মূর্ত্তিই স্বায়ম্ভুব মনু। একসপ্ততি যুগে একটী মন্বন্তর হয়। স্বায়ম্ভুব

তস্যা স রমতে সার্দ্ধং তস্মাৎ সা রতিরুচ্যতে।
প্রথমঃ সম্প্রয়োগঃ স সমবর্ত্তত।।১৩
বিরাজমসৃজদ্ব্রহ্মা সোহভবৎ পুরুষো বিরাট্
স সম্রাট সা সরূপাস্তু বৈরাজস্তু
মনুঃস্মৃতঃ।।১৪
স বৈরাজঃ স সর্গে পুরুষো মনুঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাদ্বীরাচ্ছতরূপা ব্যজায়ত।।১৫
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ পুত্রৌ পুত্রবতাং বরৌ।
কন্যে দ্বে চ মহাভাগে যাভ্যাং জাতাঃ
প্রজাস্ত্বমাঃ।।১৬
দেবী নাম্না তথাকূতিঃ প্রসূতিশ্চৈব তে শুভে।
স্বায়ম্ভুবঃ প্রসূতিং তু দক্ষায় ব্যসৃজৎ প্রভুঃ।।১৭
প্রাণো দক্ষস্তু বিজ্ঞেয়ঃ সঙ্কল্পো মনুরুচ্যতে।
রুচেঃ প্রজাপতেশ্চৈব আকূতিং
প্রত্যপাদয়ৎ।।১৮
আকূত্যাং মিথুনং জজ্ঞে মানসস্য রুচেঃ শুভম্
যজ্ঞশ্চ দক্ষিণা চৈব যমকৌ সম্বভূবতুঃ।।১৯
যজ্ঞস্য দক্ষিণায়াঞ্চ পুত্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে।
যামা ইতি সমাখ্যাতা দেবাঃ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে।।২০

যমস্য পুত্রা যজ্ঞস্য তস্মাদ্যামাস্তু তে স্মৃতাঃ।
অজিতাশ্চৈব শুক্রাশ্চ গণৌ দ্বৌ ব্রহ্মণঃ স্মৃতৌ
যামাঃ পূর্ব্বং পরিক্রান্তা যতঃ সংজ্ঞা দিবৌকসঃ।
স্বায়ম্ভুবসুতায়াস্তু প্রসূত্যাং লোকমাতরঃ।।২২
তস্যাং কন্যাশ্চতুর্বিংশদ্দক্ষস্ত্বজনয়ৎ প্রভুঃ।
সর্ব্বাস্তাশ্চ মহাভাগাঃ সর্ব্বাঃ কমললোচনাঃ।।২৩
যোগপত্ন্যশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাস্তা যোগমাতরঃ।
সর্ব্বাশ্চ ব্রহ্মবাদিন্যঃ সর্ব্বা বিশ্বস্য মাতরঃ।।২৪
শ্রদ্ধা লক্ষ্মীধৃতিস্তুষ্টিঃ পুষ্টির্মেধা ক্রিয়া তথা।
বুদ্ধিলজ্জা বপুঃ শান্তি সিদ্ধিঃ কীর্ত্তিস্ত্রয়োদশী।।২৫
পত্ন্যর্থে প্রতিজগ্রাহ ধর্ম্মো দাক্ষায়ণী প্রভুঃ।
দ্বারাণ্যেতানি চৈবাস্য বিহিতানি স্বয়ম্ভুবা।।২৬
তাভ্যঃ শিষ্টা যবীয়স্যা একাদশ সুলোচনাঃ।
খ্যাতিঃ সত্যথ সম্ভূতিঃ স্মৃতিঃ প্রীতিঃ ক্ষমাতথা
সন্নতিশ্চানসূয়া চ উর্জ্জা স্বাহা স্বধা তথা।
তাস্ততঃ প্রত্যপদ্যন্ত পুনরন্যে মহর্ষয়ঃ।।২৮
রুদ্রো ভৃগুর্মরীচিশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ [illegible]।
পুলস্ত্যোঽত্রির্বশিষ্ঠশ্চ পিতরোঽগ্নিস্তথৈব চ।।২৯

মনু সেই অযোনিজা শতরূপাকে পত্নীরূপে পাইয়া তাঁহাতে রত হইলেন, তজ্জন্য শতরূপা রতিনামে খ্যাতিলাভ করেন। কল্পাদি কালে এই প্রথম স্ত্রী-পুরুষসংযোগ প্রতিষ্ঠিত হইল।১—১৩। ব্রহ্মা বিরাট্‌কে সৃজন করেন। বিরাট্ হইতে বৈরাজ মনুর উৎপত্তি। বীর সম্রাট্ বৈরাজ মনু, শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক পুত্রদ্বয় এবং আকূতি ও প্রসূতি নাম্নী কন্যাদ্বয় উৎপাদন করেন। প্রভু মনু প্রসূতিকে দক্ষহস্তে সম্প্রদান করেন। দক্ষই প্রাণ বলিয়া জ্ঞাতব্য; আর মনুই সংকল্পস্বরূপ। মনু, রুচি প্রজাপতিকে আকূতিনাম্নী কন্যা সম্প্রদান করেন। ব্রহ্মার মানস সন্তান রুচির গর্ভে যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামে একটী যমকমিথুন উৎপন্ন হয়। দক্ষিণাগর্ভে যজ্ঞের যাম নামে বিখ্যাত দ্বাদশ পুত্র জন্মে। যজ্ঞেরই নামান্তর - যম, এজন্য যমের পুত্র যাম। ইহারা অজিত ও শুক্র নামক গণদ্বয়ে বিভক্ত, পরন্তু দেবগণ মধ্যে যাম নামেই প্রসিদ্ধ। প্রভু দক্ষ, স্বায়ম্ভুবসুতা প্রসূতির গর্ভে লোকমাতা চতুর্ব্বিংশতি কন্যা সমুৎপাদন করেন। সেই কন্যাগণ সকলেই মহাভাগ্যবতী, কমল-সমলোচনা, যোগপত্নী, যোগমাতা, ও ব্রহ্মবাদিনী। ইহারাই জগতের মাতা। শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্ত্তি, — এই সমস্ত দক্ষতনয়াকে প্রভু ধর্ম্ম, পত্নীরূপে পরিগ্রহ করেন। স্বয়ং ব্রহ্মা ধর্ম্মলাভার্থ এই সকলকেই দ্বারস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাদিগের কনিষ্ঠা খ্যাতি; সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনুসূয়া, উর্জ্জা, স্বাহা, ও স্বধা, — এই একাদশ কন্যাকে রুদ্র, ভৃগু, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, অত্রি, বশিষ্ঠ, পিতৃগণ ও অগ্নি, —ইঁহারা গ্রহণ করেন। সতী

সতীং ভবায় প্রাযচ্ছৎ খ্যাতিঞ্চ ভৃগবে তথা।
মরীচয়ে চ সম্ভূতিং স্মৃতিমাঙ্গিরসে দদৌ।।৩০
প্রীতিঞ্চৈব পুলস্ত্যায় ক্ষমাং বৈ পুলহায় চ।
ক্রতবে সন্নতিং নাম অনসূয়াং তথাত্রয়ে।।৩১
ঊর্জ্জাং দদৌ বসিষ্ঠায় স্বাহাং বৈ হ্যগ্নয়ে দদৌ।
স্বধাঞ্চৈব পিতৃভ্যস্তু তাস্বপত্যানি বক্ষ্যতে।।৩২
এতে সর্ব্বে মহাভাগাঃ প্রজাস্বনুষ্ঠিতাঃ স্থিতাঃ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু যাবদাভূতসংপ্লবম্।।৩৩
শ্রদ্ধা কামং বিজজ্ঞে বৈ দর্পো লক্ষ্মীসুতঃ।
ধৃত্যাস্তু নিয়মঃ পুত্রস্তুষ্ট্যাঃ সন্তোষ উচ্যতে।।৩৪
পুষ্ট্যা লাভঃ সুতশ্চাপি মেধাপুত্রঃ ক্রতুস্তথা।
ক্রিয়ায়াস্তু নয়ঃ প্রোক্তো দণ্ডঃ এব চ।।৩৫
বুদ্ধের্বোধঃ সুতশ্চাপি অপ্রমাদশ্চ বুদ্ধৌ।
লজ্জায়া বিনয়ঃ পুত্রো ব্যবসায়ো বপোঃ সুতঃ।।৩৬
ক্ষেমঃ শান্তিসুতশ্চাপি সুখং সিদ্ধেরজায়ত।
যশঃ কীর্ত্তেঃ সুতশ্চাপি ইত্যেতে ধর্ম্মসূনবঃ।।৩৭
কামস্য হর্ষঃ পুত্রো বৈ দেব্যাং রত্যাং ব্যজায়ত।
ইত্যেষ বৈ সুখোদর্কঃ সর্গো ধর্ম্মস্য কীর্ত্তিতঃ।।৩৮

জজ্ঞে হিংসা ত্বধর্ম্মাৎ নিকৃতিশ্চানৃতাবুভৌ।
নিকৃত্যানৃতয়োর্জজ্ঞে ভয়ং নরক এব চ।।৩৯
মায়া চ বেদনা চাপি মিথুনদ্বয়মেতয়োঃ।
ভয়াজ্জজ্ঞেঽথ সা মায়া মৃত্যুং ভূতাপহারিণম্।।৪
বেদানায়াস্ততশ্চাপি দুঃখং জজ্ঞেঽথ রৌরবাৎ।
মৃত্যোর্ব্যাধিজরা শোকঃ ক্রোধোঽসূয়া চ
জজ্ঞিরে।।৪

দুঃখাত্তরাঃ স্মৃতা হ্যেতে সর্ব্বে চাধর্ম্মলক্ষণাঃ।
নৈষাং ভার্য্যাস্তি পুত্রো বা সর্ব্বে হ্যনিধনাঃ
স্মৃতাঃ।।৪

ইত্যেষ তামসঃ সর্গো জজ্ঞে ধর্ম্মনিয়ামকঃ।
প্রজাঃ সৃজেতি ব্যাদিষ্টো ব্রহ্মণা নীললোহিতঃ।।৪
সোঽভিধ্যায় সতীং ভার্য্যাং নির্ম্মমে হ্যাত্মসম্ভবান্।
নাধিকান্ চ হীনাংস্তাং মানসানাত্মনঃ সমান্।।৪৪
সহস্রং সহস্রাণামসৃজৎ কৃত্তিবাসসাম্,
তুল্যা শ্চৈবাত্মনঃ সর্ব্বে রূপতেজোবলশ্রুতৈঃ।।৪
পিঙ্গলান্ সনিষঙ্গাংশ্চ সকপর্দ্দান্ বিলোহিতান্।

ভবকে, খ্যাতি ভৃগুকে, সম্ভূতি মরীচিকে, স্মৃতি অঙ্গিরাকে, প্রীতি পুলস্ত্যকে, ক্ষমা পুলহকে, সন্নতি ক্রতুকে, অনসূয়া অত্রিকে, ঊর্জ্জা বশিষ্ঠকে, স্বাহা অগ্নিকে, এবং স্বধা পিতৃগণকে প্রদত্ত হয়। ইহাঁদিগের সন্তানবিবরণ বলিতেছি। এই মহাভাগা বুদ্ধিমতী দক্ষকন্যাগণ সকলেই প্রলয়কাল পর্য্যন্ত, সকল মন্বন্তরে সদাচারসমূহ প্রতিপালন করিয়া থাকেন।১৪-৩২। শ্রদ্ধার পুত্র কাম, লক্ষ্মীর পুত্র দর্প, ধৃতির পুত্র নিয়ম, তুষ্টির পুত্র সন্তোষ, পুষ্টির পুত্র লাভ, মেধার পুত্র ক্রতু, ক্রিয়ার পুত্র নয়, দণ্ড ও সময়; বুদ্ধির পুত্র বোধ ও অপ্রমাদ; লজ্জার পুত্র বিনয়, বপুর পুত্র ব্যবসায়, শান্তির পুত্র ক্ষেম, সিদ্ধির পুত্র সুখ, এবং কীর্ত্তির পুত্র যশ; — ইহারা ধর্ম্মের সন্তান। রতির গর্ভে কামের হর্ষনামক পুত্র জন্মে। সুখদায়ক ধর্ম্মের বংশবিবরণ এই কীর্ত্তিত হইল। হিংসার গর্ভে অধর্ম্মের নিকৃতি নাম্নী কন্যা ও অনৃত নামক পুত্র জন্মে। নিকৃতিতে অনৃতের ভয় ও নরক নামে পুত্রদ্বয় এবং মায়া ও বেদনানাম্নী কন্যাযুগল জন্মে। এই মিথুনদ্বয়ের মধ্যে ভয় হইতে মায়ার গর্ভে ভূতহারী মৃত্যুর জন্ম হয়। নরক হইতে বেদনার দুঃখনামে পুত্র জন্মে মৃত্যু হইতে ব্যাধির জরা, শোক, ক্রোধ ও অসূয়া নামে সন্তান জন্মে। ইহারা সকলেই দুঃখময় ও অধর্ম্মলক্ষণাক্রান্ত। ইহাদিগের আর ভার্য্যা পুত্রাদি নাই; ইহারা সকলেই মরণহীন এই তামস সর্গ, ধর্ম্মের নিয়ামক হইয়া প্রাদুর্ভূত হয় ব্রহ্মা নীললোহিতকে প্রজাসৃজনে আদেশ করিলে তিনি ভার্য্যা সতীকে অভিধ্যান করত ন্যূনাতিরিক্ততাশূন্য আত্মসম সহস্র সহস্র মানস সন্তান উৎপাদন করেন। সেই সন্তানগণ সকলেই রূপে তেজে বলে ও জ্ঞানে পিতৃতুল্য; সকলেই চর্ম্মপরিধায়ী, পিঙ্গলবর্ণ, নিষঙ্গধারী, জটাবান্, ঈষৎ লোহিত বর্ণ, বস্ত্রহীন, হরিতকেশ,

বিবাসান হরিকেশাংশ্চ দৃষ্টিঘ্নাংশ্চ কপালিনঃ।।৪৬
বহুরূপান বিরূপাংশ্চ বিশ্বরূপাংশ্চ রূপিণঃ।
রথিনো বর্ম্মিণশ্চৈব চর্ম্মিণশ্চৈব বরূথিনঃ।।৪৭
সহস্রশতবাহূংশ্চ দিব্যান ভৌমান্তরিক্ষগান।
স্থূলশীর্ষানষ্টদংষ্ট্রান্ দ্বিজিহ্বাংস্ত্রিলোচনান।।৪৮
অন্নদান পিশিতাদাংশ্চ আজ্যপান্ সোমপাংস্তথা।
মেঢ্রপাংশ্চাতিকায়াংশ্চ শিতিকণ্ঠোগ্রমন্যবঃ।
সোপাসঙ্গতলত্রাংশ্চ ধন্বিনো হ্যপবর্ম্মিণঃ।
আসীনান ধাবতশ্চৈব জৃম্ভতশ্চৈব স্থিতান।
অধ্যায়িনোঽথ জপতো যুঞ্জতো ধ্যায়তস্তথা।
জ্বলতো বর্ষতশ্চৈব দ্যোতমানান প্রধূপিতান।।
বুদ্ধান বুদ্ধতমাংশ্চৈব ব্রহ্মিষ্ঠান শুভদর্শনান।
নীলগ্রীবান সহস্রাক্ষান সর্ব্বাংশ্চাথ ক্ষপাচরান
অদৃশ্যান সর্ব্বভূতানাং মহাযোগান মহৌজসঃ।
রুদতো দ্রবতশ্চৈব এবং যুক্তান সহস্রশঃ।।৫৩
অথাতবামনসৃজদ্রুদ্ররূপান সুরোত্তমান।

ব্রহ্মা দৃষ্টবাব্রবীদেতান্মা স্রক্ষীরীদৃশীঃ প্রজাঃ।।
স্রষ্টব্যা নাত্মনস্তুল্যা প্রজা নৈবাধিকাস্ত্বয়া।
অন্যাঃ সৃজ ত্বং ভদ্রং তে প্রজা বৈ মৃত্যুসংযুতাঃ।।৫৫
নারভন্তেহ কর্ম্মাণি প্রজা বিগতমৃত্যবঃ।
এবমুক্তোঽব্রবীদেনং নাহং মৃত্যুসমন্বিতাঃ।
প্রজাঃ স্রক্ষ্যামি ভদ্রং তে স্থিতোঽহং ত্বং সৃজ প্রজাঃ।।৫৬
এতে যে বৈ ময়া সৃষ্টা বিরূপা নীললোহিতাঃ।
সহস্রাণাং সহস্রন্তু আত্মনোপমনিশ্চিতাঃ।।৫৭
এতে দেবা ভবিষ্যন্তি রুদ্রা নাম মহাবলাঃ।
পৃথিব্যামন্তরিক্ষে চ রুদ্রনাম্না প্রতিশ্রুতাঃ।।৫৮
শতরুদ্রসমাম্নাতা ভবিষ্যন্তীহ যজ্ঞিয়াঃ।
যজ্ঞভাজো ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে দেবযুগৈঃ সহ।।৫৯
মন্বন্তরেষু যে দেবা ভবিষ্যন্তীহ ছন্দজাঃ।
তৈঃ সার্দ্ধমিজ্যমানাস্তে স্থাস্যন্তীহা যুগক্ষয়াৎ।।
এবমুক্তস্তদা ব্রহ্মা মহাদেবেন ধীমতা।।৬১

ক্রূরদৃষ্টি, কপালপাণি ও ত্রিলোচন। তাঁহারা কেহ কেহ বহুরূপ, বিরূপ, সুরূপ ও বিশ্বরূপ; কেহ কেহ রথী, বর্ম্মী, চর্ম্মী ও বরূথী; কেহ কেহ শতবাহু, সহস্রবাহু, স্থূলশীর্ষ, ও অষ্টদংষ্ট্রান্বিত; কেহ কেহ জিহ্বাহীন, দ্বিজিহ্ব, অতিকায়, শিতিকণ্ঠ ও নীলগ্রীব; কেহ কেহ অন্নভোজী, মাংসভোজী, ঘৃতপায়ী, সোমপায়ী, অতিক্রোধী ও ধনুর্ব্বাণপাণি নানা অস্ত্র-শস্ত্র-ধারী। কেহ কেহ আসীন, ধাবমান, দণ্ডায়মান ও জৃম্ভাপরায়ণ; কেহ কেহ অধ্যয়ন, জপ, যোগ, ধ্যান, জ্বলন, বর্ষণ, দ্যোতন ও ধূপনাদি কর্ম্মাসক্ত; কেহ কেহ বুদ্ধ, বুদ্ধতম, ব্রহ্মিষ্ঠ, শুভদর্শন, সহস্রলোচন, সর্ব্বাঙ্গলোচন ও রাত্রিবিচরণ পরায়ণ, সর্ব্বভূতের অদৃশ্য, মহাযোগযুক্ত, স্থিরযৌবন ও মহাতেজস্বী। ইঁহারা তৎকালে শত সহস্র দলে দল বাঁধিয়া রোদন ও দ্রবণ (ছুটাছুটী) করিতে থাকেন। ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ রুদ্রমূর্ত্তি প্রজাসমূহ সৃজন করিতে দেখিয়া নীললোহিতকে কহিলেন,—"ওহে! তোমার কুশল হউক, তুমি আত্মতুল্য এই প্রকার আর অধিক প্রজা সৃষ্টি করিও না; মরণশীল অপর প্রজাসমূহ সৃজন কর। দেখ, মৃত্যুরহিত প্রজাবর্গ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না"। ইহা শুনিয়া নীললোহিত কহিলেন, "স্থিতোঽস্মি" অর্থাৎ আমি বিরত হইলাম, আপনি প্রজা সৃজন করুন। আমি মরণশীল প্রজা সৃজন করিব না। আমি যে নীললোহিত, বিরূপ, আত্মসদৃশ সহস্র সহস্র প্রজা সৃজন করিয়াছি; এই মহাবল দেবগণ ভূলোকে ও অন্তরিক্ষে রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ হইবেন এবং শত রুদ্র নামে যজ্ঞিয় দেবতা মধ্যে পরিগণিত হইয়া সমস্ত দেবযুগে দেবগণ সহ যজ্ঞভোজী হইবেন। প্রতি মন্বন্তরে ছন্দঃসমুৎপন্ন যে সকল যজ্ঞিয় দেবতা প্রাদুর্ভূত হয়েন, ইঁহারা তাঁহাদিগের সহিত অর্চ্চিত হইয়া মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান করিবেন।৪৭—৬০। মহাদেবের এই কথা শুনিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা সহর্ষে

প্রত্যুবাচ তদা ভীমং হৃষ্যমাণঃ প্রজাপতিঃ।
এবং ভবতু ভদ্রং তে যথা তে ব্যাহৃতং প্রভো
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতে সদা সর্ব্বমভূৎ কিল।
ততঃ প্রভৃতি দেবেশো ন প্রাসূয়ত বৈ প্রজাঃ।।
উর্দ্ধরেতাঃ স্থিতঃ স্থাণুর্যাবদাভূতসংপ্লবম্।
যস্মাচ্চোক্তং স্থিতোঽস্মীতি ততঃস্থাণুরিতি স্মৃতঃ।।৬৪
জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ।
স্রষ্টৃত্বমাত্মসম্বোধহ্যধিষ্ঠাতৃত্বমেব চ।।৬৫
অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে।
সর্ব্বান্ দেবানৃষ্যাংশ্চৈব সমেতানসুরৈঃ সহ।
অত্যেতি তেজসা দেবো মহাদেবস্ততঃ স্মৃতঃ।
অত্যেতি দেবানৈশ্বর্য্যাদ্বলেন চ মহাসুরান্ ৬৭
জ্ঞানেন চ মুনীন্ সর্ব্বান্ যোগাদ্ভূতানি সর্ব্বশঃ
ঋষয় ঊচুঃ।
যোগং তপশ্চ সত্যঞ্চ ধর্ম্মঞ্চাপি মহামুনে।
মাহেশ্বরস্য জ্ঞানস্য সাধনঞ্চ প্রচক্ষ্ব নঃ।।৬৮
যেন যেন চ ধর্ম্মেণ গতিং প্রাপ্স্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি যোগং মাহেশ্বরং প্রভো
বায়ুরুবাচ।
পঞ্চ ধর্ম্মাঃ পুরাণে তু রুদ্রেণ সমুদাহৃতাঃ।
মাহেশ্বর্য্যং যথা প্রোক্তং রুদ্রৈরক্লিষ্টকর্ম্মভিঃ।।
আদিত্যৈর্বসুভিঃ সাধ্যৈরশ্বিভ্যাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ।
মরুদ্ভির্ভৃগুভিশ্চৈব যে চান্যে বিবুধালয়াঃ।।৭১
যমশক্রপুরোগৈশ্চ পিতৃকালান্তকৈ স্তথা।
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিস্তে ধর্ম্মাঃ পর্য্যুপাসিতাঃ
তে বৈ প্রক্ষীণকর্ম্মাণঃ শারদাম্বরনির্ম্মলাঃ।
উপাসতে মুনিগণাঃ সত্ত্বায়াত্মানমাত্মনি।।
গুরুপ্রিয়হিতে যুক্তা গুরূণাং বৈ প্রিয়েপ্সবঃ।
বিসৃজ্য মানুষং জন্ম বিচরন্তি চ দেববৎ।।৭৩
মহেশ্বরেণ যে প্রোক্তাঃ পঞ্চ ধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
তান্ সর্ব্বান্ ক্রম যোগেণ উচ্যমানন্নিবোধত
প্রাণায়ামস্তথা ধ্যানং প্রত্যাহারো ঽথ ধারণা

সেই ভীমমূর্ত্তি নীললোহিতকে কহিলেন, —প্রভো! আপনি যেমন বলিলেন, তদ্রূপই হউক; আপনার মঙ্গল হউক। হে মুনিগণ! সকল কালে সকল কার্য্যই বিধাতার ইঙ্গিতে সঙ্কটিত হইয়া থাকে। সেই স্থাণু দেব, তদবধি কল্পকাল পর্য্যন্ত প্রজা সৃজনে বিরত ও উর্দ্ধরেতা রহিয়াছেন। তিনি প্রজা সৃজনে নিবিষ্ট হইয়া "স্থিতোঽস্মি" বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি 'স্থাণু' নামে প্রসিদ্ধ। জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, স্রষ্টৃত্ব, ও অধিষ্ঠাতৃত্ব, এই দশটী গুণ সেই শঙ্কর দেবে, নিত্য প্রতিষ্ঠিত। তিনি ঋষি, দেব, অমর, — সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক তেজস্বী বলিয়া মহাদেব নামে অভিহিত হয়েন। তদীয় ঐশ্বর্য্য দ্বারা দেবগণ, বল দ্বারা মহাসুরগণ, জ্ঞান দ্বারা মুনিগণ এবং যোগ দ্বারা সর্ব্বভূত পরাজিত হইয়াছে।৬১—৬৭। ঋষিগণ কহিলেন, - হে মহামুনে, সূত! এক্ষণে আমাদিগের নিকট মহেশ্বরানুমোদিত যোগ, তপস্যা, সত্য, ধর্ম্ম এ জ্ঞানসাধন বিধান কীর্ত্তন করুন হে প্রভো! দ্বিজগণ যাহার অনুষ্ঠানে সদ্গতি লাভ করেন, সেই সকল মাহেশ্বর যোগধর্ম্ম শুনিতে ইচ্ছা করি। বায়ু কহিলেন। - রুদ্রদেব, পঞ্চবিধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। পুরাণসমূহে উহা মাহেশ্বর ধর্ম্ম নামে পরিব্যক্ত। অক্লিষ্টকর্ম্মা রুদ্রগণ সেই সকল ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন। আদিত্য, বসু, সাধ্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ ভৃগুবংশীয়গণ, আর সুরপুরবাসী ইন্দ্র, যম, পিতৃ, কাল, অন্তক, প্রভৃতি অনেকানেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি এই ধর্ম্ম পরিপালন করেন। এই ধর্ম্মের উপাসকগণ বাসনা ক্ষয় নিবন্ধন শরদম্বর-সম নির্ম্মল হয়েন। মুনিগণ আত্মাকে আত্মসমাধানপূর্ব্বক এই ধর্ম্মের উপাসনা করেন। এই ধর্ম্মের উপাসকগণ, গুরুর প্রিয় সাধন মানসে তদীয় হিতানুষ্ঠানে রত থাকিয়া মানুষজন্ম পরিহারপূর্ব্বক দেববৎ বিহার করেন। মহেশ্বর যে পঞ্চবিধ ধর্ম্ম বিধান করিয়াছেন, আমি যথাক্রমে তাহা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ

স্মরণঞ্চৈব যোগেঽস্মিন পঞ্চ ধর্ম্মা প্রকীর্ত্তিতাঃ
তেষাং ক্রমবিশেষেণ লক্ষণং কারণং তথা।
প্রবক্ষ্যামি তথা তত্ত্বং যথা রুদ্রেণ ভাষিতম্।।
প্রাণায়ামগতিশ্চাপি প্রাণস্যায়াম উচ্যতে।
স চাপি ত্রিবিধঃ প্রোক্তো মন্দো মধ্যোত্তমস্তথা
প্রাণানাঞ্চ নিরোধস্তু স প্রাণায়ামসংজ্ঞিতঃ।
প্রাণায়াম প্রমাণন্তু মাত্রা বৈ দ্বাদশ স্মৃতাঃ।।৭৯
মন্দো দ্বাদশমাত্রস্তু উদ্ঘাতা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।
মধ্যমশ্চ দ্বিরুদ্ঘাতশ্চতুর্ব্বিংশতিমাত্রিকঃ।।৮০
উত্তমস্ত্রিরুদ্ঘাতো মাত্রাঃ ষট্ত্রিংশদুচ্যতে।
স্বেদকম্পবিষাদানাং জননো হ্যুত্তমঃ স্মৃতঃ।।৮১
ইত্যেতৎ ত্রিবিধং প্রোক্তং প্রাণায়ামস্য লক্ষণম্।
প্রমাণঞ্চ সমাসেন লক্ষণঞ্চ নিবোধত।।৮২
সিংহো বা কুঞ্জরো বাপি তথান্যো বা মৃগো বনে।
গৃহীতঃ সেব্যমানস্তু মৃদুঃ সমুপজায়তে।।৮৩
তথা প্রাণো দুরাধর্ষঃ সর্ব্বেষামকৃতাত্মনাম্।
যোগতঃ সেব্যমানস্তু স এবাভ্যাসতো ব্রজেৎ
স চৈব হি যথা সিংহঃ কুঞ্জরো বাপি দুর্ব্বলঃ।
কালান্তরব শানযোগ্যাদপগম্যতে পরিমর্দ্দনাৎ।।৮৫
পরিণাম্য মনো যন্দং বশ্যতাং চাধিগচ্ছতি।
পরিণাম্য মনোদেবং তথা জীবতি মারুতঃ।।৮৬
বশ্যতাং হি যথা বায়ুগচ্ছতে যোগমাস্থিতঃ।
তদা স্বচ্ছন্দতঃ প্রাণং নয়তে যত্র চেচ্ছতি।।৮৭
যথা সিংহো গজো বাপি বশ্যঃ প্রাণবতিষ্ঠতে।
অভয়ায় মনুষ্যাণাং মৃগেভ্যঃ সম্প্রবর্ত্ততে।।৮৮
যথা পরিচিতশ্চায়ং বায়ুর্বৈক্লিশনে মুখঃ।
পরিধয়মানঃ সংরুদ্ধঃ শরীরে কিল্বিষং দহেৎ
প্রাণায়ামেন যুক্তস্য বিপ্রস্য নিয়তাত্মনঃ।
সর্ব্বে দোষাঃ প্রণশ্যন্তি সত্ত্বস্থশ্চৈব জায়তে।।৯০
তপাংসি যানি তপ্যন্তে ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে।
সর্ব্বযজ্ঞফলঞ্চৈব প্রাণায়ামশ্চ তৎসমঃ।।৯১
অম্বিবিন্দুং যঃ কুশাগ্রেণ মাসি মাসি সমশ্নুতে।

করুন। প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা ও স্মরণ,—এই মাহেশ্বর যোগের পাঁচটী ধর্ম্ম কথিত হইল। ৬৮—৭৬ এ সকলের লক্ষণ ও কারণ শিব যেমন বলিয়াছিলেন, আমি তাহার উল্লেখ করিতেছি। প্রাণের বিস্তারগতিকেই প্রাণায়াম বলে। উহা মন্দ, মধ্যম ও উত্তম — এই তিনপ্রকার। আর প্রাণের নিরোধকেও প্রাণায়াম বলা যায়। প্রাণায়ামের প্রমাণ —দ্বাদশ মাত্রা। মন্দ প্রাণায়াম দ্বাদশমাত্রাত্মক। উহাকে দ্বাদশটী আঘাত। মধ্যম প্রাণায়াম চতুর্ব্বিংশতি মাত্রাত্মক; উহাতে দুইটী আঘাত। উত্তম প্রাণায়ামের ষট্ত্রিংশৎ মাত্রা; উহাতে তিনটী উদ্ঘাত। যে প্রাণায়ামে স্বেদ, কম্প বা বিষাদ জন্মে তাহা উত্তম। এই ত্রিবিধ প্রাণায়ামের লক্ষণ বলিলাম; ইহার প্রমাণ ও লক্ষণ সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সিংহ, হস্তী, বা অপর কোন তাদৃশ দুর্দ্ধর্ষ আরণ্য পশুকে ধরিয়া তাহার আনুগত্য করিতে থাকিলে সে যেমন ক্রমে ক্রমে মৃদুভাব অবলম্বন করে, প্রাণও তদ্রূপ অজিতেন্দ্রিয় জনগণের পক্ষে দুর্দ্দমনীয়; পরন্তু যোগ সহকারে সেবিত হইলে অভ্যাস বশে বশীভূত হইয়া থাকে। সেই সিংহ বা হস্তী যেমন ক্রমে কালবশে দৌর্ব্বল্য ও বশ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া অহিংসক হয়, প্রাণও তদ্রূপ কালান্তর ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত হইয়া থাকে। প্রাণ বায়ু ধ্যানসম্যাপার দ্বারা সম্যক্ সমাক্রান্ত হইয়া মন্দত্ব ও বশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়; অবার সেই মনঃস্বরূপ দেবতাকে আশ্রয় করিয়াই প্রাণবায়ু প্রাণবায়ু জীবিত থাকে। যোগানুষ্ঠানবলে প্রাণবায়ু যখন বশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন স্বাচ্ছন্দ্য যথা-তথা তাহাকে নয়নানয়ন করা যায়। সিংহ বা হস্তী বশীভূত থাকিলে তদ্দ্বারা যেমন নরগণের সাধারণ পশুর ভয় দূর হয়, শরীর গত বায়ুও তদ্রূপ, অনবরুদ্ধ, ও অবরুদ্ধ —এই অবস্থাদ্বয় ভেদে সমস্ত পাপ নিরাস করিয়া থাকে। যে বিপ্র জিতেন্দ্রিয় ভাবে প্রাণায়ামানুষ্ঠান করে, তাহার যাবতীয় দোষ দূরীভূত হয়। সে সত্ত্বগুণে বিরাজিত হয়। যত তপস্যা, যত ব্রত, যত নিয়ম, যত যজ্ঞ, প্রাণায়াম এতৎসমস্তের

সংবৎসরশতং সাগ্রং প্রাণায়ামং চ তৎসমম্।।৯২
প্রাণায়ামৈর্দ্দহেদ্দোষান্ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্।
প্রত্যাহারেণ বিষয়ান ধ্যানেনানীশ্বরান গুণান
তস্মাদ্যুক্তঃ সদা যোগী প্রাণায়ামপরো ভবেৎ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।।৯৪

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে পাশুপত-
যোগে মন্বন্তরাদিবর্ণনং নাম দশমো-
হধ্যায়ঃ।।১০।।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

বায়ুরুবাচ।

একং মহান্তং দিবসমহোরাত্রমথাপি বা।
অর্দ্ধমাসং তথা মাসময়নান্দযুগানি চ।।১
মহাযুগসহস্রাণি ঋষয়স্তপসান্বিতাঃ।
উপাসন্তে মহাত্মানঃ প্রাণং দিব্যেন চক্ষুষা।।২
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি প্রাণায়ামপ্রয়োজনম।
ফলঞ্চৈব বিশেষেণ যথাহ ভগবান প্রভুঃ।।৩

প্রয়োজনানি চত্বারি প্রাণায়ামস্য বিদ্ধি বৈ।
শান্তিঃ প্রশান্তির্দীপ্তিশ্চ প্রসাদশ্চ চতুষ্টয়ম্।।৪
ঘোরকারাশিবানাং তু কর্ম্মণাং ফলসম্ভবম্।
স্বয়ংকৃতানি কালেন ইহামুত্র চ দেহিনাম্।।৫
পিতৃমাতৃপ্রদুষ্টানাং জ্ঞাতিসম্বন্ধিসঙ্করৈঃ।
ক্ষপণং হি কষায়াণাং পাপানাং শান্তিরুচ্যতে।।
লোভমানাত্মকানাং হি পাপানামপি সংযমঃ।
ইহামুত্র হিতার্থায় প্রশান্তিস্তপ উচ্যতে।।৭
সূর্য্যেন্দুগ্রহতারাণাং তুল্যস্তু বিষয়ো ভবেৎ।
ঋষীণাঞ্চ প্রসিদ্ধানাং জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পদাম্।।৮
অতীতানাগতানাঞ্চ দর্শনং সাম্প্রতস্য চ।
বুদ্ধস্য সমতাং যাতি দীপ্তিঃ স্যাত্তপ উচ্যতে।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ মনঃ পঞ্চ চ মারুতান্।
প্রসাদয়তি যেনাসৌ প্রসাদ ইতি সংজ্ঞিতঃ।।১০
ইত্যেষ ধর্ম্মঃ প্রথমঃ প্রাণায়ামশ্চতুর্ব্বিধঃ।
সন্নিকৃষ্টফলো জ্ঞেয়ঃ সদ্যঃকালপ্রসাদজঃ।।১১
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি প্রাণায়ামস্য লক্ষণম্।

তুল্য। সম্পূর্ণ শত বৎসর, মাসে মাসে কুশাগ্র দ্বারা বারিবিন্দু পান করত অতিবাহিত করিলে, যে ফল, প্রাণায়ামের ফল তত্তুল্য। প্রাণায়াম দ্বারা দোষরাশি, ধারণা দ্বারা পাপনিচয়, প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়সমূহ, এবং ধ্যান দ্বারা অনীশ্বর গুণনিকর পরিহার করিতে পারা যায়। অতএব সকলে যোগনিষ্ঠ প্রাণায়ামপরায়ণ হইবে। যোগিগণ তাহাতে সর্ব্ব পাপরহিত হইয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। ৭৭—৯৪।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।১০।

একাদশ অধ্যায়।

বায়ু কহিলেন, — মহাত্মা ঋষিগণ একটী মহাদিবস, অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ, অথবা সহস্র মহাযুগ কাল যাবৎ তপস্যানিরত থাকিয়া দিব্য চক্ষে দর্শন করত প্রাণের উপাসনা করেন। অতঃপর প্রাণায়ামের প্রয়োজন ও ফল বিশেষরূপে, প্রভু ভগবান যেমন বলিয়াছেন, আমি বলিতেছি। শান্তি, প্রশান্তি, দীপ্তি ও প্রসাদ,— এই চারিটী, প্রাণায়ামের প্রয়োজন ইহ-পর কালে স্বয়ং কৃত অথবা পিতৃ-মাতৃসংক্রান্ত, কিম্বা জ্ঞাতি-সম্বন্ধি বান্ধবাদি সংসর্গজনিত পাপসমূহের যদ্দ্বারা বিনাশ হয়, তাহাকেই শান্তি বলে। ইহ-পরকালে হিত বিধানার্থ লোভ অভিমানাদি পাপবৃত্তিনিচয়ের সংযমাত্মক তপস্যাকে প্রশান্তি বলে। তপঃপরায়ণ প্রতিবুদ্ধ যোগীর যে অবস্থায়, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারাসহ বিষয়সমূহ, প্রসিদ্ধ ঋষিগণের ন্যায় বিমল জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পদ্ এবং অতীত, অনাগত, সাম্প্রত এই কালত্রয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, —ইত্যাদি অলৌকিক সামর্থ্য প্রকাশ পায়, তাহাকে দীপ্তি বলে। ইন্দ্রিয়ার্থ সহ ইন্দ্রিয়গণ, মন, পঞ্চবিধ বায়ু, ইহারা যে অবস্থায় প্রসন্ন হয়, তাহাকে প্রসাদ বলে। এই চতুর্ব্বিধ প্রাণায়াম ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইল। ইহা আশু ফলদায়ক এবং

আসনঞ্চ যথাতত্ত্বং যুঞ্জতো যোগমেব চ।।১২
ওঁকারং প্রথমং কৃত্বা চন্দ্রসূর্য্যৌ নমস্য চ।
আসনং স্বস্তিকং কৃত্বা পদ্মমর্দ্ধাসনং তথা।।১৩
সমজানুরেকজানুরুত্তানঃ সুস্থিতোঽপি চ।
সমে দৃঢ়াসনো ভূত্বা সংহৃত্য চরণাবুভৌ।।১৪
সংবৃতাস্যোঽভিবদ্ধাক্ষ উরো বিষ্টভ্য চাগ্রতঃ।
পার্ষ্ণিভ্যাং বৃষণৌ রক্ষ্য তথা প্রজননং ততঃ।।
কিঞ্চিদুন্নামিতশিরাঃ শিরো গ্রীবাং তথৈব চ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।।
তমঃ প্রচ্ছাদ্য রজসা রজঃ সত্ত্বেন ছাদয়েৎ।
ততঃ সত্ত্বস্থিতো ভূত্বা যোগং যুঞ্জন্ সমাহিতঃ।।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ মনঃ পঞ্চ সমীরণান্।
নিগৃহ্য সমবায়েন প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ।।১৮
যস্তু প্রত্যাহরেৎ কামান্ কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বতঃ
তথাত্মরতিরেকস্থঃ পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি।।১৯
পূরয়িত্বা শরীরং তু সবাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ।
আকণ্ঠনাভিযোগেন প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ।।২০
কলামাত্রা তু বিজ্ঞেয়া নিমেষোন্মেষ এব চ।
তথা দ্বাদশমাত্রস্তু প্রাণায়ামো বিধীয়তে।।২১
ধারণা দ্বাদশায়ামো যোগো বৈ ধারণাদ্বয়ম্।
তথা বৈ যোগযুক্তস্তু ঐশ্বর্য্যং প্রতিপদ্যতে।।২২
ঈক্ষতে পরমাত্মানং দীপ্যমানং স্বতেজসা।
প্রাণায়ামেন যুক্তস্য বিপ্রস্য নিয়তাত্মনঃ।।২৩
সর্ব্বে দোষাঃ প্রণশ্যন্তি সত্ত্বস্থশ্চৈব জায়তে।
এবং বৈ নিয়তাহারঃ প্রাণায়ামপরায়ণঃ।।২৪
জিত্বা জিত্বা সদা ভূমিমারোহেত্তু সদা মুনিঃ।
অজিতা হি মহাভূমির্দোষানুৎপাদয়েদ্বহূন্।।২৫
বিবর্দ্ধয়তি সম্মোহং ন রোহেদজিতাং ততঃ।

কালভয়নিবারক।১—১১। অতঃপর প্রাণায়ামের লক্ষণ এবং যোগানুষ্ঠান যোগ্য আসন সকলের উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ ওঙ্কার উচ্চারণপূর্ব্বক চন্দ্রসূর্য্যের প্রণাম করিবে। পরে স্বস্তিক, পদ্ম, অর্দ্ধ, সমজানু, একজানু, উত্তান, সুস্থিত যে কোন আসন পরিগ্রহ করিয়া সমকায় দৃঢ়াসীন হইয়া এমন ভাবে উপবেশন করিবে, যেন পদদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত থাকে। অথবা পাদপার্ষ্ণি যুগল দ্বারা লিঙ্গ ও বৃষণদ্বয় কিঞ্চিৎ উন্নত রাখিয়া সংবৃতমুখে, নিমীলিতনেত্রে উপবেশন করিবে, বক্ষস্থল ঈষৎ স্ফীত করিয়া রাখিবে, ইতস্ততঃ অবলোকন করিবে না, নাসিকাগ্রেই দৃষ্টি ন্যস্ত রাখিবে। তমোগুণকেও রজোগুণ দ্বারা আবরণপূর্ব্বক রজোগুণকেও সত্ত্বগুণ দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। পরে সত্ত্বমাত্রে অবস্থানপূর্ব্বক সমাহিত মনে যোগানুষ্ঠানে নিরত হইবে। ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়ার্থসমূহ, পঞ্চবায়ু, —ইহাদিগকে নিগৃহীত করিয়া প্রত্যাহার অভ্যাস করিবে, কূর্ম্ম যেমন তাহার অঙ্গসমূহ আকুঞ্চন করিয়া দেহমধ্যে লুক্কায়িত করে, যোগী মানব তদ্রূপ বিষয় সমূহ হইতে মনকে প্রত্যাহারপূর্ব্বক আত্মাতেই তাহাকে নিরুদ্ধ করিবে। এরূপ করিলে তাহার আত্মদর্শন হইয়া থাকে, শুচি যোগী প্রাণায়াম কালে বায়ু দ্বারা আকণ্ঠ পূরণ করিয়া প্রত্যাহার আরম্ভ করিবে। ১২—২০। নিমেষোন্মেষের কালকে কলা বলে। ইহার নামান্তর মাত্রা। দ্বাদশমাত্রাকাল প্রাণায়ামের জন্য নির্দ্দিষ্ট, দ্বাদশ প্রাণায়ামে একটী ধারণা, এবং দুইটী ধারণায় একটী যোগ হয়। এই যোগানুষ্ঠান করিলে তাহার ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। তখন সে নিজতেজে দীপ্যমান পরমাত্মার দর্শন প্রাপ্ত হয়। প্রাণায়ামনিষ্ঠ নিয়তাত্মা ব্রাহ্মণের সমস্ত দোষ নাশ পায়, এবং সে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। মুনি মানব, আহারসংযম সহকারে, প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া এক একটী ভূমি জয় করিয়া অর্থাৎ প্রাণায়ামজনিত এক একটী অবস্থাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া অপর ভূমি-জয়ে উদ্যম করিবেন। পূর্ব্ব ভূমি অজিত থাকিতে যদি পরভূমি জয়ে যত্ন করে, তবে, উহাতে সম্মোহাদি বহু দোষ জন্মে। এজন্য অজিত ভূমিতে আরোহণ অকর্ত্তব্য।

নালেন তু যথা তোয়ং যন্ত্রেণৈব বলান্বিতঃ।।২৬
আপিবেত প্রযত্নেন তথা বায়ুং জিতশ্রমঃ।
নাভ্যাঞ্চ হৃদয়ে চৈব কণ্ঠে উরসি চাননে।।
নাসাগ্রে তু তথা নেত্রে ভ্রুবোর্মধ্যেঽথ মূর্দ্ধনি
কিঞ্চিদূর্দ্ধং পরস্মিংশ্চ ধারণা পরমা স্মৃতা।।২৮
প্রাণাপানসমারোধাৎ প্রাণায়ামঃ স কথ্যতে।
মনসো ধারণা চৈব ধারণেতি প্রকীর্ত্তিতা।।২৯
নিবৃত্তির্বিষয়াণাং তু প্রত্যাহারস্তু সংজ্ঞিতঃ
সর্ব্বেষাং সমবায়ে তু সিদ্ধিঃ স্যাদ্যোগলক্ষণা
তয়োৎপন্নস্য যোগস্য ধ্যানং বৈ সিদ্ধিলক্ষণম্
ধ্যানযুক্তঃ সদা পশ্যেদাত্মানং সূর্য্যচন্দ্রবৎ।।৩১
সত্ত্বস্যানুপপত্তৌ তু দর্শনং তু ং দিব্যতে।
অদেশকালযোগস্য দর্শনং তু ং দিব্যতে।।৩২
অগ্ন্যভ্যাসে বনে বাপি শুষ্কপর্ণচয়ে তথা।
জন্তুব্যাপ্তে শ্মশানে বা জীর্ণগোষ্ঠে চতুষ্পথে
সশব্দে সভয়ে বাপি চৈত্যবল্মীকসঞ্চয়ে।
উদপানে তথা নদ্যাং ন চাস্বতঃ কদাচন।।৩৪
ক্ষুধাবিষ্টস্তথাপ্রীতো ন চ ব্যাকুলচেতনঃ
যুঞ্জীত পরমং ধ্যানং যোগী ধ্যানপরঃ সদা।।৩৫
এতানদোষান্ বিনিশ্চত্য প্রমাদদয়ো যুনক্তি বৈ
তস্য দোষাঃ প্রকুপ্যন্তি শরীরে বিঘ্নকারকাঃ
জড়ত্বং বধিরত্বঞ্চ মূকত্বং চাধিগচ্ছতি।
অন্ধত্বং স্মৃতিলোপশ্চ জরা রোগস্তথৈব চ।।৩৭
এতে দোষাঃ প্রকুপ্যন্তি অজ্ঞানদবো যুনক্তি বৈ
তস্মাজ্জ্ঞানেন শুদ্ধেন যোগী যুঞ্জেৎ সমাহিতঃ
অপ্রমত্তঃ সদা চৈব ন দোষান প্রাপ্নুয়াৎ কচিৎ
তেষাং চিকিৎসাং বক্ষ্যামি দোষাণাঞ্চ
যথাক্রমম্।।৩৯
যথা গচ্ছন্তি তে দোষাঃ প্রাণায়ামসমুত্থিতাঃ।
স্নিগ্ধাং যবা গূমৎত্যক্ষাং ভুক্তা তত্রাবধারয়েৎ।।
এতেন ক্রমযোগেণ বাতগুল্মং প্রশাম্যতি।
উদাবর্ত্তপ্রতীকারমিদং কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্।।৪১
ভুক্তা দধি যবাগূং বা বায়ুরর্দ্ধং ততো ব্রজেৎ
বায়ুগ্রন্থিং ততো ভিত্ত্বা বায়ুদেশে প্রযোজয়েৎ

যন্ত্রসাহায্যে নাল দ্বারা যেমন জলাশয় হইতে জল আকর্ষণপূর্ব্বক স্থানান্তরে সঞ্চয় করা যায়, প্রাণায়ামও এই দৃষ্টান্তেই অক্লান্তভাবে যত্নসহকারে করিতে হয়। নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, বক্ষঃ, মুখ, নাসাগ্র, নেত্র, ভ্রূমধ্য, মস্তক,ও ব্রহ্মরন্ধ্র — এ সকল স্থানে মনের ধারণা অভ্যাস করিবে, প্রাণাপানাদি বায়ুর নিরোধকেই প্রাণায়াম এবং মনের ধারণাকেই ধারণা বলে। বিষয় হইতে নিবৃত্তিকেই প্রত্যাহার বলা যায়। মিলিত এই কয়টীর অনুষ্ঠানে সিদ্ধি হইলে যোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। যোগসিদ্ধির লক্ষণ ধ্যান। ধ্যানযুক্ত যোগী আপনাকে সূর্য্য-চন্দ্রাদিরূপে ভাবনা করিবেন। যোগদ্বারা সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি না হইলে কিম্বা দেশ-কালাদি বিচারহীন হইলে যোগানুষ্ঠানে দর্শনলাভ হয় না। ধ্যান পরায়ণ যোগী অগ্নিসন্নিধানে, বনমধ্যে, শুষ্ক পত্ররাশিমধ্যে, কৃমিকীটাদি ব্যাপ্ত স্থানে, শ্মশানে, পুরাতন গোষ্ঠে, চতুষ্পথে, শব্দযুক্ত বা ভয়যুক্ত স্থানে, চৈত্য তরুতলে, বল্মীকোপরি বা নদী ও কূপাদিসমীপে, উত্তপ্ত, ক্ষুধাবিষ্ট, অপ্রীত বা ব্যাকুলচিত্ত হইয়া ধ্যানযোগরত হইবেন না। এ সকল দোষ বিচার না করিয়া হঠকারিতাবশতঃ যোগাসক্ত হইলে তাহার দোষ সকল প্রকুপিত হইয়া শরীরে পীড়া উৎপাদন করে, জড়ত্ব, বধিরত্ব,অন্ধত্ব, বা মূকত্বাদি জন্মে; এবং স্মৃতিলোপ ঘটে বা জরা প্রভৃতি নানা রোগ প্রাদুর্ভূত হয়। অজ্ঞানবশতঃ উক্ত স্থান-দোষাদি বিচার না করিয়া যোগ করিলেই এই সকল জন্মে, এজন্য সমাহিতমনে, শুদ্ধ জ্ঞানে, বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠান করিবে। সতত সাবধানে যোগানুষ্ঠান করিলে কোন দোষ ঘটে না। ২১—৩৮। এক্ষণে সেই সকল প্রাণায়াম ও দোষের অপনোদনার্থ চিকিৎসা যথাক্রমে বলিতেছি। স্নেহপদার্থমিশ্রিত অত্যুষ্ণ যবাগূ ভোজনান্তে কিয়ৎকাল সেই স্থানেই ধারণা করিবে, ইহাতে বাতগুল্ম বিনষ্ট হয়। উদাবর্ত্ত প্রতিকারার্থ দধি কিম্বা যবাগূ ভোজনান্তে বায়ুগ্রন্থি

তথাপি ন বিশেষঃ স্যাদ্ধারণাং মূৰ্দ্ধি ধারয়েৎ।
যুঞ্জানস্য তনুং তস্য সত্ত্বস্যৈব দেহিনঃ।।৪৩
উদাবর্তপ্রতীঘাতে এতৎকুর্যাচ্চিকিৎসিতম্।
সর্ব্বগাত্রপ্রকম্পেন সমারব্ধস্য যোগিনঃ।।৪৪
ইমাং চিকিৎসাং কুর্ব্বীত তয়া সম্পদ্যতে সুখী
মনসা পর্ব্বতং কিঞ্চিদ্বিষ্টম্ভীকৃত্য ধারয়েৎ।
উরোঘাতে উরঃস্থানং কণ্ঠদেশে চ ধারয়েৎ।
বাক্রোধঘাতে তাং বাচি বাধির্য্যে শ্রোত্রয়োস্তথা
জিহ্বাস্থানে তৃষার্ত্তস্তু অগ্নেঃ স্নেহস্য তত্ত্বভিঃ
ফলং বৈ চিন্তয়েদ্যোগী ততঃ সম্পদ্যতে সুখী
ক্ষয়ে কুষ্ঠে সকীলাসে ধারয়েৎ সর্ব্বসাত্ত্বিকীম্
যস্মিন্ যস্মিন্ রুজোদেশে তস্মিন্ যুক্তো
বিনির্দ্দিশেৎ।।৪৮
যোগোৎপন্নস্য বিঘ্নস্য ইদং কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্
বংশকীলেন মূর্দ্ধানং ধারয়াণস্য তাড়য়েৎ
মূৰ্দ্ধি কীলং প্রতিষ্ঠাপ্য কাষ্ঠং কাষ্ঠেন তাড়য়েৎ
ভয়ভীতস্য সা সংজ্ঞা ততঃ প্রত্যাগমিষ্যতি।।

অথ বা লুপ্তসংজ্ঞস্য হস্তাভ্যাং তত্র ধারয়েৎ।
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং ধারণাং মূৰ্দ্ধি ধারয়েৎ
স্নিগ্ধমল্পঞ্চ ভুঞ্জীত ততঃ সম্পদ্যতে সুখী।
অমানুষেণ সত্ত্বেন যদা বুধ্যতি যোগবিৎ।।
দিবস্তঞ্চ পৃথিবীঞ্চৈব বায়ুমগ্নিঞ্চ ধারয়েৎ।
প্রাণায়ামেন তৎসর্ব্বং দহ্যমানং বশী ভবেৎ।।৫৩
অথাপি প্রবিশেদ্দেহং ততস্তং প্রতিষেধয়েৎ
ততঃ সংস্তভ্য যোগেন ধারয়াণস্য মূৰ্দ্ধনি।।৫৪
প্রাণায়ামাগ্নিনা দগ্ধং তৎসর্ব্বং বিলয়ং ব্রজেৎ।
কৃষ্ণসর্পপরাধস্তু ধারয়েদ্ধৃদয়োদরে।।৫৫
মহো জনস্তপঃ সত্যং হৃদি কৃত্বা তু ধারয়েৎ।
বিষস্য তু ফলং পীত্বা বিশল্যাং ধারয়েত্ততঃ।।
সর্ব্বতঃ সনগাং পৃথ্বীং কৃত্বা মনসি ধারয়েৎ।।
হৃদি কৃত্বা সমুদ্রাংস্তু তথা সর্ব্বাশ্চ দেবতাঃ।।৫৭
সহস্রেণ ঘটানাঞ্চ যুক্তঃ স্নায়ীত যোগবিৎ।

ভেদপূর্ব্বক উর্দ্ধদেশে পরিচালন করিবে। ইহাতে প্রতিকার না হইলে মস্তকে ধারণা করিবে। যোগরত সত্ত্বর যোগী এই প্রকারে উদাবর্ত্ত রোগের প্রতীকারে সমর্থ হয়। যোগীর সর্ব্বগাত্রকম্প আরব্ধ হইলে এইরূপ চিকিৎসা করিলে শান্তি লাভ হয়। গাত্রকম্পমান হইতে থাকিলে একটী পর্ব্বত ধারণাদ্বারা দেহকে বিষ্টম্ভিত করিবে। বক্ষোভ্রংশ ঘটিলে বক্ষঃস্থলে ও কণ্ঠদেশে উক্তরূপ ধারণা করিবে। বাক্রোধ হইলে বাক্যে, ও বধিরতায় কর্ণে ধারণা করিতে হয়। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির জিহ্বাতে স্নেহাক্ত প্রজ্বলিত অগ্নি ধারণা করিবে। ফলতঃ চিকিৎসার যাহা ফল, তাহাই চিন্তা করিবে। তাহাতেই শান্তি লাভ হয়। ৩৯-৪৭ ক্ষয়, কুষ্ঠ ও কীলাসাদি রাজস বিকারে সাত্ত্বিকী ধারণা করিবে। রাজস বিকারে সাত্ত্বিকী ধারণাই বিহিত' যোগজ বিঘ্নের এই প্রকারে চিকিৎসা করিতে হয়। ভয়বশতঃ মস্তিষ্কবিকার ঘটিলে একখণ্ড বংশকীল মস্তকে রাখিয়া অপর একখণ্ড বংশকীল দ্বারা তদুপরি তাড়না করিবে। এরূপ করিলে তাহার পুনরায় সংজ্ঞালাভ হয়। অথবা সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির মস্তকে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক ধারণা অবলম্বন করিবে। তাহাতে চৈতন্য লাভ হইবে। রোগীকে তখন অল্প পরিমাণে স্নিগ্ধ খাদ্য প্রদান করিবে। যোগী যখন অমানুষতত্ত্ব সকলের অনুভবে সমর্থ হয়েন, তখন আকাশ, বায়ু, অগ্নি, ভূমি, — এ সকল ধারণা নিহিত করিবেন। তাহাতে এ সকল তত্ত্ব তদীয় তেজে দগ্ধীভূত হইয়া বশীভূত হইবে। তথাপি যদি যোগীর দেহে কোনও দোষ সংক্রান্ত হয়, তবে তিনি সেই দোষকে মস্তকে স্তম্ভিত করিয়া ধারণাবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণায়ামাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। ইহাতে সেই দোষ বিনষ্ট হইবে কৃষ্ণসর্পের বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে উদরে ও হৃদয়ে ধারণা করিবে। মহঃ, জন, তপ, ও সত্যলোকের ধারণা করিতে হয়। বিষফল ভক্ষণ করিয়া বিশল্যা ধারণ করিবে। মনোমধ্যে সমুদ্র, পর্ব্বত ও বৃক্ষাদি

উদকে কণ্ঠমাত্রে তু ধারণাং মূর্দ্ধ্নি ধারয়েৎ।।৫৮
প্রতিস্রোতোবিবাবিষ্টো ধারয়েৎ সর্ব্বগাত্রিকীম্
শীর্ণোঽর্কপত্রপুটকেঃ পিবেৎ কর্মীকমৃত্তিকাম্।।
চিকিৎসিতবিধির্হ্যেষ বিপ্রস্তো যোগনির্ম্মিতঃ।
ব্যাখ্যাতস্তু সমাসেন যোগদৃষ্টেন হেতুনা।।৬০
ক্রমতো লক্ষণং বিদ্ধি বিপ্রস্য কথয়েৎ ক্বচিৎ।
অথ পি কথয়েন্মোহাত্তদ্বিজ্ঞানং প্রলীয়তে।।৬১
তস্মাৎ প্রবৃত্তির্যোগস্য ন বক্তব্যা কথঞ্চন ।।৬২
সত্ত্বং তথারোগ্যমলোলুপত্বং
বর্ণপ্রভা সুস্বরসৌম্যতা চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
যোগপ্রবৃত্তিঃ প্রথমা শরীরে।।৬৩
আত্মানং পৃথিবীঞ্চৈব জ্বলন্তীং যদি পশ্যতি।
কৃতান্যাবিশতে চৈব বিদ্যাৎ সিদ্ধিমুপস্থিতাম্।।
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে পাশুপতযোগ-

নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ।।১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি উপসর্গা যথা তথা।
প্রাদুর্ভবন্তি যে দোষা দৃষ্টতত্ত্বস্য দেহিনঃ।।১
মানুষ্যান্ বিবিধান কামান্ কাময়েত ঋতুং স্ত্রিয়ং
বিদ্যাদানফলঞ্চৈব উপসৃষ্টস্তু যোগবিৎ।।২
অগ্নিহোত্রং হবির্যজ্ঞমেতং প্রতপনং তথা।
মায়াকর্ম্ম ধনং স্বর্গমুপসৃষ্টস্তু কাঙ্ক্ষতি।।৩
এবং কর্ম্মসু যুক্তস্তু সোঽবিদ্যাক্রমাগতঃ।
উপসৃষ্টস্তু জানীয়াদ্বুদ্ধ্যা চৈব বিসর্জ্জয়েৎ।।৪
নিত্যং ব্রহ্মপরো যুক্ত উপসর্গাৎ প্রমুচ্যতে।
জিতপ্রত্যুপসর্গস্য জিতশ্বাসস্য দেহিনঃ। ৫
উপসর্গাঃ প্রবর্ত্তন্তে সাত্ত্বরাজসতামসাঃ।
প্রতিভা শ্রবণে চৈব দেবতাদর্শনম্ ।।৬
ভ্রমাবর্ত্তন্ত ইত্যেতে সিদ্ধিলক্ষণসংজ্ঞিতাঃ।
বিদ্যা কাব্যং তথা শিল্পং সর্ব্ববাচাকৃত্যানি তু।।
বিদ্যার্থাশ্চোপতিষ্ঠন্তি প্রভাবস্যৈব লক্ষণম্।

সহ পৃথিবী এবং সমস্ত দেবতার ধারণা করিবে। সহস্র ঘট জল দ্বারা স্নান করিবে। আকণ্ঠ জলে থাকিয়া মস্তকে ধারণা করিবে। অথবা স্রোতের বিপরীত দিকে থাকিয়া সর্ব্বগাত্রেই ধারণাবলম্বন করিবে। শরীর ক্ষীণ হইলে তদবস্থায় অর্কপত্রপুটকে করিয়া বল্মীকী মৃত্তিকা ভক্ষণ করিবে। এই আমি যোগজ রোগসমূহের যোগদৃষ্ট হেতু বিচার সহকারে সংক্ষেপে চিকিৎসাবিধি বলিলাম। যোগসাধনজ লক্ষণ সকল কাহাকেও বলিতে নাই; ক্বচিৎ কোনও ব্রাহ্মণকে বলিতে পারে। পরন্তু মোহবশতঃ যাকে-তাকে এ সকল তত্ত্ব জানাইলে তাহার বিজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। এজন্য যোগবৃত্তান্ত কখনই ব্যক্ত করিবে না। সত্ত্বগুণবাহুল্য, আরোগ্য, লোভরাহিত্য, বর্ণপ্রভা, সুস্বরবত্তা, সৌম্যতা, উত্তম গন্ধ এবং মূত্র পুরীষের অল্পতা, শরীরে যোগপ্রবৃত্তির ও সমস্ত প্রথম লক্ষণ। যখন আপনাকে এবং পৃথিবীকে জাজ্বল্যমান দর্শন করে, এবং সৃষ্ট পদার্থসমূহে আবিষ্ট হইতে পারে, যোগী মানবেরাই তখনই সিদ্ধি সমুপস্থিত জানিবে। ৫৮—৬৪।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।১১।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অতঃপর তত্ত্বদৃষ্টিসম্পন্ন দেহীর যে সকল উপসর্গ প্রাদুর্ভূত হয়, তৎসমস্ত যথাযথ বলিতেছি। মানুষোচিত বিবিধ কামনা, স্ত্রীসঙ্গাভিলাষ, পুত্রোৎপাদনেচ্ছা, বিদ্যাদান, অগ্নিহোত্র, হবির্যজ্ঞ, অপর তপস্যাদি, কপটতা, ধনার্জ্জন, স্বর্গস্পৃহা, —এ সকল কার্য্যে আসক্ত হইলে যোগী পুরুষ অবিদ্যায় বশীভূত হইয়া পড়ে। এ জন্য এই সমস্ত বিঘ্ন উপস্থিত হইলে বিবেচনাপূর্ব্বক পরিহার করিবে। নিয়ত ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া যোগানুষ্ঠান করিলে সেই যোগী উপসর্গ জয়ে সমর্থ হয়েন। মানব, শ্বাসজয় ও উপসর্গ সকল প্রাদুর্ভূত হয়। দূরশ্রুতিশক্তি, দেবতাদর্শন, অজ্ঞান ভ্রম, —এ সকল, সিদ্ধির লক্ষণ বলিয়া জ্ঞাতব্য। বিদ্যা,

শৃণোতি শব্দান্ শ্রোতব্যান্‌যোজনানাং শতাদপি
সর্ব্বজ্ঞশ্চ বিধিজ্ঞশ্চ যোগী চোন্মত্তবদ্ভবেৎ।
যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বান্ বীক্ষতে দিব্যমানুষান্।
বেত্তি তাংশ্চ মহাযোগী উপসর্গস্য লক্ষণম্।।৯
দেবদানবগন্ধর্ব্বানৃষীংশ্চাপি তথা পিতৄন্।।১০
প্রেক্ষতে সর্ব্বতশ্চৈব উন্মত্তং তং বিনির্দ্দিশেৎ
ভ্রমেণ বাধ্যতে যোগী চোদ্যমানোঽন্তরাত্মনা।।
ভ্রমেণ ভ্রান্তবুদ্ধেস্তু সর্ব্বং জ্ঞানং প্রণশ্যতি।
প্রাবৃত্য মনসা শুক্লং পটং বা কম্বলং তথা।।১৩
ততস্তু পরমং ব্রহ্ম কিং প্রদেবানুচিন্তয়েৎ।
তস্মাচ্চৈবাত্মনো দোষাংস্ত্বুপসর্গানুপস্থিতান্।
পরিত্যজেত মেধাবী যদীচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ।
ঋষয়ো দেবগন্ধর্ব্বা যক্ষোরগমহাসুরাঃ।।১৫
উপসর্গেষু সংযুক্তা আবর্ত্তন্তে পুনঃপুনঃ।
তস্মাদ্‌যুক্তঃ সদা যোগী লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ
তথা সূক্ষ্মঃ সুসূক্ষ্মেষু ধারণাং মূর্দ্ধ্নি ধারয়েৎ।
ততস্তু যোগযুক্তস্য জিতনিদ্রস্য যোগিনঃ।
উপসর্গাঃ পুনশ্চান্যে জায়ন্তে প্রাণসংজ্ঞকাঃ।।১৭
পৃথিবীং ধারয়েৎ সর্ব্বাং ততশ্চাপো হ্যনন্তরম্।।
ততোঽগ্নিঞ্চৈব সর্ব্বেষামাকাশং মন এব চ
ততঃ পরাং পুনর্বুদ্ধিং ধারয়েদ্‌যত্নতো যতী।।১৯
সিদ্ধীনাঞ্চৈব লিঙ্গানি দৃষ্ট্বা পরিত্যজেৎ।
পৃথ্বীং ধারয়মাণস্য মহী সূক্ষ্মা প্রবর্ত্ততে।।২০
আত্মানং মন্যতে নিত্যং পৃথ্বীগন্ধঞ্চ জায়তে।
অপো ধারয়মাণস্য আপঃ সূক্ষ্মা ভবন্তি হি।।২১
শীতা রসাঃ প্রবর্ত্তন্তে সূক্ষ্মা হ্যমৃতসন্নিভাঃ।
তেজো ধারয়মাণস্য তেজঃ সূক্ষ্মং প্রবর্ত্ততে।।২২
আত্মানং মন্যতে তেজস্তত্ত্বমনুপশ্যতি
বায়ুং ধারয়মাণস্য বায়ুঃসূক্ষ্মঃ প্রবর্ত্ততে।।২৩

কবিত্ব, শিল্পনৈপুণ্য, সর্ব্বভাবাবোধ ও শাস্ত্রার্থসমূহ, যোগীর প্রভাবের ফল। যোগী শত যোজন দূর হইতেও শব্দ শ্রবণ করেন, সর্ব্বজ্ঞ ও বিধিজ্ঞ হয়েন,-উন্মত্ত ভাব ধারণ করেন, —এরূপ নানা লক্ষণই তাঁহার ঘটিয়া থাকে। যক্ষ, রাক্ষস, ও গন্ধর্ব্বাদি দিব্য দর্শনও যোগীর পক্ষে উপসর্গ বলিয়াই নিরূপিত। ১—৯। যোগী যখন চতুর্দ্দিকে দেব দানব গন্ধর্ব্ব ঋষি ও পিতৃগণাদির দর্শন লাভ করেন তখন উন্মত্ত হয়েন ভ্রান্ত যোগী ভ্রমবশতঃ অন্তরাত্মা দ্বারা বিবিধ বিষয়ে যখন নিরত হয়; বার্ত্তা দ্বারা তদীয় চিত্ত আক্রান্ত হইয়া যেন বিকৃত হয় বার্ত্তাক্রান্ত হইয়া বুদ্ধিও বিনষ্ট হয়; সে তখন অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এরূপ হইলে অবিলম্বে মনে মনে শুক্ল কম্বল দ্বারা দেহ সম্যক্ আবৃত করিয়া পরব্রহ্মের ধ্যান করিবে। এই নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ মানব সিদ্ধি কামনায় আত্মদোষ এবং উপসর্গ-সমূহ পরিত্যাগ করিবেন। ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ, মহাসুর, — সকলেই উপসর্গযুক্ত হইয়া পুনরাবর্ত্তিত হয়। অতএব যোগী ব্যক্তি অল্প-আহারে জিতেন্দ্রিয়ভাবে নিদ্রা জয় করত মস্তকে সূক্ষ্ম বিষয়ের ধারণা করিবেন। ইহার পর সেই জিতনিদ্র যোগীর প্রাণনামক অপর উপসর্গ সকল প্রাদুর্ভূত হয়। ১০—১৭। প্রথমে পৃথিবীর ধারণা করিবে, তারপর যথাক্রমে জলের ধারণা, অগ্নির ধারণা, বায়ুর ধারণা, আকাশের ধারণা, মনের ধারণা, ও বুদ্ধির ধারণা করিতে হয়। যত্ন সহকারে এ সকলের ধারণা করিবে এবং সিদ্ধি-লক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া এক একটী পরিত্যাগ করিবে। পৃথ্বী ধারণা করিলে তৎশরীরে সূক্ষ্মরূপে পৃথ্বীতত্ত্ব সংক্রান্ত হয়। যোগী তখন নিয়ত আপনাকে পৃথ্বীময় মনে করেন, এবং তাঁহার শরীরে উত্তম গন্ধ উপলব্ধ হয়। জলের ধারণায় সূক্ষ্ম জল সংক্রান্ত হয়; তাহাতে তদীয় দেহে অমৃতসম শীত সূক্ষ্ম রস প্রবাহিত হয়। তেজের ধারণায় তেজ সূক্ষ্মরূপে সংক্রান্ত হয়; তাহাতে যোগীর আপনাকে তেজোময় বলিয়া বোধ হয়। বায়ুধারণায় বায়ু সূক্ষ্মরূপে সংক্রান্ত হয়; তাহাতে

আত্মানং মন্যতে বায়ুং বায়ুবন্মণ্ডলং ভ্রমেৎ
আত্মানং স তে নিত্যং বায়ুঃ সূক্ষ্মঃ প্রবর্ত্ততে*
আকাশং ধারয়ন্‌শব্দং ব্যোম সূক্ষ্মং প্রবর্ত্ততে ॥
তথ্য মনো ধারয়তো মনঃ সূক্ষ্মং প্রবর্ত্ততে ।
শব্দ্যতে মণ্ডলং সূক্ষ্মং যোগশ্চাস্য প্রবর্ত্ততে ।
মনসা সর্ব্বভূতানাং মনস্তু বিশতে হি সঃ ॥ ২৬
বুদ্ধ্যা বুদ্ধিং যদা যুক্তস্তদা বিজ্ঞায় বুধ্যতে ।
তত্ত্বানি সপ্ত সূক্ষ্মাণি বিদিত্বা যস্তু যোগবিৎ ॥
পরিত্যজতি মেধাবী স বুদ্ধ্যা পরমং ব্রজেৎ ॥
যস্মিন্‌যস্মিংশ্চ সংযুক্তো ভূত ঐশ্বর্য্যলক্ষণে ॥২৮
তত্রৈব সঙ্গং ভজতে তেনৈব প্রবিনশ্যতি ।
তস্মাদ্বিদিত্বা সূক্ষ্মাণি সংসক্তানি পরস্পরম্ ॥২৯
পরিত্যজতি যো বুদ্ধ্যা স পরং প্রাপ্নুয়াদ্দ্বিজঃ ।
দৃশ্যন্তে হি মহাত্মান ঋষয়ো দিব্যচক্ষুষঃ॥৩০
সংসক্তাঃ সূক্ষ্মভাবেষু তে দোষাস্তেষ্‌ সংশ্রিতাঃ
তস্মান্ন নিশ্চয়ঃ কার্য্যঃ সূক্ষ্মেষিহ কদাচন॥ ৩১

ঐশ্বর্য্যাজ্জায়তে রাগো বিরাগং ব্রহ্ম চোচ্যতে
বিদিত্বা সপ্ত সূক্ষ্মাণি ষড়ঙ্গঞ্চ মহেশ্বরম্‌।
প্রধানবিনিয়োগজ্ঞঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ৩২
সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ
স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ ।
অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্বিধিজ্ঞাঃ
ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য॥ ৩৩
নিত্যং ব্রহ্মমনো যুক্ত উপসর্গৈঃ প্রমুচ্যতে ।
জিতশ্বাসোপসর্গস্য জিতপ্রাণস্য যোগিনঃ॥৩৬
একা বহিঃ শরীরেঽস্মিন্ ধারণা সার্ব্বকামিকী
বিশেদ্যদা দ্বিজো যুক্তো যত্র যত্রার্পিয়েন্মনঃ
ভূতান্যাবিশতে বাপি ত্রৈলোক্যং চাপি
কম্পয়েৎ ।
ক্রতয়া প্রবিশেদ্দেহং হিত্বা দেহং পুনস্তথা॥৩৬
মনো দ্বারং হি যোগানামাদিত্যঞ্চ বিনির্দ্দিশেৎ

যোগী আপনাকে বায়ুময় বোধ করেন, এবং বায়ুমণ্ডলে বিচরণ করিতে পারেন। আকাশ ধারণা করিলে সূক্ষ্ম আকাশ সংক্রান্ত হয়; তাহাতে যোগী শব্দসম্পন্ন হয়েন, এবং তাঁহার সূক্ষ্ম মণ্ডল দর্শন হইয়া থাকে মনের ধারণায় সূক্ষ্ম মনঃসঞ্চার হয়, এইজন্য যোগী সর্ব্বভূতের মনোমধ্যে আত্মমনো নিবেশে সমর্থ হয়েন। আর বুদ্ধির ধারণা দ্বারা যোগী সমস্ত তত্ত্ববোধে সমর্থ হয়েন। যে যোগী এই সপ্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াও তুচ্ছবোধে পরিহার করে, তিনি বুদ্ধি বলে পরমতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ২৮–২৭। যোগী মানব, ঐশ্বর্য্যলক্ষণ যে কোন ভূতে আসক্ত হইলেই তাঁহার বিনাশ নিশ্চিত। অতএব যে বিজ্ঞ, সূক্ষ্ম পরস্পরসংসক্ত ভূতসমূহ পরিহার করেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, দিব্যচক্ষু মহাত্মা ঋষিগণও সূক্ষ্ম ভাবসমূহে সমাসক্তি হেতু দোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব সূক্ষ্ম ভূতসমূহে একান্ত অস্থাবান্ হইবে না। ঐশ্বর্য্য হইতে অনুরাগ জন্মে; কিন্তু ব্রহ্ম-রাগহীন। এজন্য সপ্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব এবং ষড়ঙ্গ মহেশ্বরকে জানিয়া যিনি প্রকৃতি-নিয়োগ কৌশলে পারদর্শী হইতে পারেন; তিনিই সেই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। বিধিতত্ত্ববিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, বিভু মহেশ্বরের ছয়টী অঙ্গ নির্ব্বাচন করেন; যথা,–সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদি বুদ্ধি, স্বতন্ত্রতা, নিয়ত স্বপ্রকাশ-শক্তিমত্তা, এবং অনন্তশক্তিত্ব। পরম ব্রহ্মকে পরমধনজ্ঞানে নিয়ত যোগযুক্ত হইলে যোগী যোগোপসর্গ হইতে বিমুক্ত হয়েন। যাঁহার শ্বাস ও উপসর্গ বিজিত হইয়াছে, তাঁহার সর্ব্ব-কামসাধনী একটী মাত্র ধারণাই বিহিত। যোগী যেখানে যেখানে মনঃসমাধানপূর্ব্বক ধারণা অবলম্বন করেন, তিনি কখন ত্রৈলোক্যকে কম্পিত করিতে পারেন; কখন বা দেহ ছাড়িয়া দেহান্তরেও প্রবেশে সক্ষম হয়েন।২৮–৩৬। সকল যোগেরই মন দ্বারস্বরূপ। আদিত্যকেও যোগের দ্বাররূপে নির্দ্দেশ করা

* ক্বচিদিদমধিকং লভ্যতে।

আদানাদিন্দ্রিয়াণাং তু আদিত্য ইতি চোচ্যতে
এতেন বিধিনা যোগী বিরক্তঃ সূক্ষ্মবর্জ্জিতঃ।
প্রকৃতিং সমতিক্রম্য রুদ্রলোকে মহীয়তে॥৩৭
ঐশ্বর্য্যগুণসম্প্রাপ্তং ব্রহ্মভূতং তু তং প্রভুম্॥
দেবস্থানেষু সর্ব্বেষু সর্ব্বত্র নিবর্ত্তয়েৎ॥৩৮
পৈশাচেন পিশাচাংশ্চ রাক্ষসেন চ রাক্ষসান্॥
গান্ধর্ব্বেণ চ গন্ধর্ব্বান্ কৌবেরেণ কুবেরজান্॥
ইন্দ্রমৈন্দ্রেণ স্থানেন সৌম্যং সৌম্যেন চৈব হি
প্রজাপতিং তথা চৈব প্রাজাপত্যেন সাধয়েৎ
ব্রহ্ম ব্রাহ্মেণ চাপ্যেবমুপায়ন্নয়তে প্রভুম্॥
তত্র সক্তস্তু উন্মত্তস্তস্মাৎ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে॥ ৪২
নিত্যং ব্রহ্মপরো যুক্তঃ স্থানান্যেতানি বৈ
ত্যজেৎ
অসজ্জমানঃ স্থানেষু বিজ্ঞঃ সর্ব্বগতো ভবেৎ॥
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে যোগোপ-
সর্গনিরূপণং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥১২॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ঐশ্বর্য্যগুণবিস্তরম্।
যেন যোগবিশেষেণ সর্ব্বলোকানতিক্রমেৎ॥১
তত্রাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং যোগিনাং সমদাহৃতম্।
তৎসর্ব্বং ক্রমযোগেণ উচ্যমানং বিবোধত॥২
অণিমা লঘিমা চৈব মহিমা প্রাপ্তিরেব চ।
প্রাকাম্যং চৈব সর্ব্বত্র ঈশিত্বং চৈব সর্ব্বতঃ॥৩
বশিত্বমথ সর্ব্বত্র যত্র কামাবসায়িতা।
তচ্চাপি বিবিধং জ্ঞেয়মৈশ্বর্য্যং সার্ব্বকামিকম্ ॥৪
সাবদ্যং নিরবদ্যং চ সূক্ষ্মং চৈব প্রবর্ত্ততে।
সাবদ্যং নাম যত্তত্বং পঞ্চভূতাত্মকং স্মৃতম্ ॥৫
নিরবদ্যং তথা নাম পঞ্চভূতাত্মকং স্মৃতম্
ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব অহঙ্কারশ্চ বৈ স্মৃতম্ ॥৬
তত্র সূক্ষ্মপ্রবৃত্তস্ত পঞ্চভূতাত্মকং পুনঃ।
ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব বুদ্ধ্যহঙ্কারসংজ্ঞিতঃ॥৭
তথা সর্ব্বময়ং চৈব আত্মাস্থা খ্যাতিরেব চ।

যায়। ইন্দ্রিয় আদান করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিচয় আকর্ষণ করেন বলিয়া আদিত্য নাম নিরুক্ত হইয়াছে যোগী বিষয়াসক্তিরহিত ও সূক্ষ্মতত্ত্বে সংস্রববর্জ্জিত হইয়া এই বিধানানুমত যোগানুষ্ঠানে রত হইলে, প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া রুদ্র-লোকে সসম্মানে বাস করিতে পারে। ঐশ্বর্য্য গুণোৎপত্তি হইলে যোগী ব্রহ্মভূত হয়েন। তখন তাঁহার নিগ্রহানুগ্রহ-শক্তি পুষ্ট হয়। তদবস্থায় তিনি দেবস্থান সমূহেও আর ধারণা করিবেন না। তখন তিনি স্বকীয় পৈশাচ গুণে পিশাচদিগকে, রাক্ষস গুণে রাক্ষসগণকে, গান্ধর্ব্ব গুণে গন্ধর্ব্ববর্গকে, যক্ষীয় গুণে যক্ষদিগকে, ঐন্দ্র গুণে ইন্দ্রকে, সৌম্য গুণে সোমকে এবং প্রাজাপত্য গুণে প্রজাপতিকে সাধন করিবেন। যোগী ব্রহ্মগুণে ব্রাহ্মকেও সাধন করিবেন। সেই প্রভুই সর্ব্ব কার্য্যের প্রবর্ত্তক, তাঁহাতে একান্ত আসক্ত হইলে উন্মত্ত হইতে হয়; এজন্য এই সমস্ত গুণ স্থান বর্জ্জনপূর্ব্বক ব্রহ্মনিয়ত চিত্তে যোগ সাধানে সমাসক্ত হইলে বিজ্ঞ যোগী সর্ব্বগামী হইতে পারেন। ৩৭-৪৩

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥১২॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বায়ু কহিলেন, - অতঃপর যে সকল যোগ-কৌশল দ্বারা সর্ব্বলোক অতিক্রম করা যায়, সেই সকল যোগৈশ্বর্য্য বর্ণন করিতেছি। যোগিগণের অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য প্রসিদ্ধ; আমি যথাক্রমে তৎসমস্ত বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, ও কামাবসায়িতা; এই অষ্ট ঐশ্বর্য্য। ইহারাও আবার সাবদ্য, নিরবদ্য ও সূক্ষ্মভাবে প্রবর্ত্তিত হয়। স্থূল ইন্দ্রিয়, মন ও অহঙ্কার; সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার; আর সর্ব্বময় আত্মখ্যাতি; -
- অষ্ট ঐশ্বর্য্যের এই

সংযোগ এবং ত্রিবিধঃ সূক্ষ্মেষেব প্রবর্ত্ততে॥৮
পুনরষ্টগুণস্যাপি তেষ্বেবাথ প্রবর্ত্ততে।
তস্য রূপং প্রবক্ষ্যামি যথাহ ভগবান প্রভুঃ॥৯
ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতেষু জীবস্যানিয়তঃ স্মৃতঃ
অণিমা চ যথাব্যক্তং সর্ব্বং তত্র প্রতিষ্ঠিতম্॥১০
ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতানাং দুষ্প্রাপ্যং সমুদাহৃতম
তচ্চাপি ভবতি প্রাপ্যং প্রথমং যোগিনাং বলাৎ
লঘনং প্লবনং যোগে রূপমস্য সদা ভবেৎ।
শীঘ্রগং সর্ব্বভূতেষু দ্বিতীয়ং তৎপদং স্মৃতম্ ।১২
ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতানাং প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমেব চ
মহিমা চাপি যো হ্যস্মিংস্তৃতীয়ো যোগ উচ্যতে॥
ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতেষু ত্রৈলোক্যমগমং স্মৃতম্
প্রকামান বিষয়ান ভুঙ্ক্তে নচ প্রতিহতঃ ক্বচিৎ
ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতানাং সুখদুঃখে প্রবর্ত্ততে।
ঈশো ভবতি সর্ব্বত্র প্রবিভাগেন যোগবিৎ॥
বশ্যানি চৈব ভূতানি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
ভবন্তি সর্ব্বকার্য্যেষু ইচ্ছতো ন ভবন্তি চ॥ ১৬
যত্র কামাবসায়িত্বং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
ইচ্ছয়া চেন্দ্রিয়াণি স্যুর্ভবন্তি ন ভবন্তি চ॥১৭
শব্দঃ স্পর্শো রসো গন্ধো রূপং চৈব মনস্তথা।
প্রবর্ত্ততেঽস্য চেচ্ছাতো ন ভবন্তি তথেচ্ছয়া॥
ন জায়তে ন ম্রিয়তে ভিদ্যতে ন চ ছিদ্যতে
ন দহ্যতে ন মুহ্যেত হীয়তে ন চ লিপ্যতে॥ ১৯
ন ক্ষীয়তে ন ক্ষরতি ন খিদ্যতি কদাচন।
ক্রিয়তে চৈব সর্ব্বত্র তথা বিক্রিয়তে ন চ॥২০
অগন্ধরসরূপন্তু স্পর্শশব্দবিবর্জ্জিতঃ।
অবর্ণো হ্যস্বরশ্চৈব তথা বর্ণস্য কর্হিচিৎ॥২১
ভুঙ্‌ক্তেঽথ বিষয়াংশ্চৈব বিষয়ৈর্ন চ যুজ্যতে।
জ্ঞাত্বা তু পরমং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মত্বাচ্চাপবর্গিকঃ॥২২
ব্যাপকত্ত্ব বির্শাচ্চ ব্যাপিত্বাৎ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
পুরুষঃ সূক্ষ্মভাবাত্তু ঐশ্বর্য্যে পরতঃ স্থিতঃ॥২৩
গুণান্তরং তু ঐশ্বর্যে সর্ব্বতঃ সূক্ষ্ম উচ্যতে।
ঐশ্বর্য্যম প্রতীঘাতি প্রাপ্য যোগমনুত্তমম ॥
অপবর্গং ততো গচ্ছেৎ সুসূক্ষ্মং পরমং পদম্॥
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে যোগৈশ্বর্য্য-
নিরূপণং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥১৩॥

ত্রিবিধ প্রবৃত্তি সূক্ষ্ম ও স্থূল সর্ব্বভূতেই এই অষ্ট ঐশ্বর্য্য যে ভাবে প্রবৃত্ত হয়, প্রভু ব্রহ্মা যেমন বলিয়াছেন, আমি তাহা বলিতেছি। ১-৯ ত্রৈলোক্যে যত জীব জন্তু আছে, তাহাদিগের সকলেরই অণিমা যোগীর আয়ত্ত হয়। ত্রৈলোক্যগত সর্ব্বভূতের যাহা কিছু দুষ্প্রাপ্য, যোগী যোগবলে তৎসমস্তই অনায়াসে প্রাপ্ত হয়েন। দ্বিতীয়ৈশ্বর্য্য লঘিমার সাহায্যে যোগী আকাশাবলম্বনে দ্রুত গমনে সমর্থ হয়েন। তৃতীয়ৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি দ্বারা যোগী ত্রৈলোক্যের সর্ব্ব পদার্থ প্রাপ্ত হয়েন। প্রাকাম্য ঐশ্বর্য্যের ফলে ইচ্ছানুরূপ বিষয় ভোগ করিতে পারেন; কুত্রাপি প্রতিহত হয়েন না। মহিমা দ্বারা এক স্থানে থাকিয়াই ত্রৈলোক্যের সর্ব্বত্র সংযুক্ত হইতে পারেন। ঈশিত্ব প্রভাবে ত্রৈলোক্যের সর্ব্বভূতের সুখ-দুঃখ বিধানে সমর্থ হয়েন। বশিত্ব দ্বারা সকলেই যোগীর বশতাপন্ন হইয়া থাকে। বশিত্ব ও কামাব সায়িতা প্রভাবে যোগীর ইচ্ছানুসারেই সর্ব্বকাম লাভ ও প্রাণিগণের বশ্যতা ঘটে;- ইচ্ছা না থাকিলে হয় না। শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ, রূপ ও মন - এ সমস্তই যোগীর ইচ্ছানুসারে কখন প্রবর্ত্তিত হয়; কখন হয় না। ১০-১৮। সেই যোগীর জন্ম, মৃত্যু, ছেদন, ভেদ, দাহ, মোহ, সংযোগ, বিয়োগ, ক্ষয়, ক্ষরণ, খেদ বা বিকারাদি কিছুই নাই; তিনি সর্ব্বাবস্থায়ই আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, বর্ণ, স্বর - এ সকল তাঁহার কিছুই নাই। তিনি বিষয় ভোগ করেন বটে কিন্তু বিষয়ে লিপ্ত হয়েন না। পরম সূক্ষ্মের জ্ঞান হইলে অপবর্গ লাভ হয়। সেই অপবর্গ অতীব সূক্ষ্ম। পরম পুরুষ অপবর্গেরও ব্যাপক; ব্যাপিত্ব হেতুই তাঁহাকে পুরুষ বলা যায়। পুরুষ, সূক্ষ্মভাবে পরম ঐশ্বর্য্যে অবস্থিত। ঐশ্বর্য্যগত গুণান্তর সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। মানব, উত্তম যোগ প্রভাবে অনপায়ী

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

বায়ুরুবাচ ।

ন চৈবমাগতোঽজ্ঞানাদ্রাগাৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ ।
রাজসং তামসং বাপি ভুক্ত্বা তত্রৈব মুচ্যতে॥১
তথা সুকৃতকর্ম্মা তু ফলং স্বর্গে সমশ্নুতে ।
তস্মাৎ স্থানাৎপুনর্ভ্রষ্টো মানসুষ্যমনুপদ্যতে॥২
তস্মাৎ ব্রহ্ম পরং সূক্ষ্মং ব্রহ্ম শাশ্বতমুচ্যতে ।
ব্রহ্ম এব হি সেবেত ব্রহ্মৈব পরমং সুখম্॥৩
পরিশ্রমস্ত যজ্ঞানাং মহতার্থেন বর্ত্ততে ।
ভূয়ো মৃত্যুবশং যাতি তস্মান্মোক্ষঃ পরং সুখম্
অথ বৈ ধ্যানসংযুক্তো ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণঃ ।
ন স ন্যাপয়িতুং শক্যো মন্বন্তরশতৈরপি॥৫
দৃষ্ট্বা তু পুরুষং দিব্যং বিশ্বাখ্যং বিশ্বরূপিণম্
বিশ্বপাদশিরোগ্রীবং বিশ্বেশং বিশ্বভাবনম্ ।
বিশ্বগন্ধং বিশ্বমাল্যং বিশ্বাম্বরধরং প্রভুম্॥৬
গোভির্মহী সংযততে পতন্ত্রিণং
মহাত্মানং পরমমতিং বরেণ্যম্ ।
কবিং পুরাণমনুশাসিতারং
সূক্ষ্মাচ্চ সূক্ষ্মং মহতো মহান্তম্॥৭
যোগেন পশ্যন্ত মতিকৃথা তং
নিরিন্দ্রিয়ং পুরুষং রুক্মবর্ণং ।
অলিঙ্গিনং পুরুষং রুক্মবর্ণং
সলিঙ্গিনং নির্গুণং চেতনং চ॥৮
নিত্যং সদা সর্ব্বগতন্তু শৌচং
পশ্যন্তি যুক্ত্যা হ্যচলং প্রকাশকম্ ।
তত্ত্বাবিতত্তেজসা দীপ্যমান-
স্ত্বপাণিপাদোদরপার্শ্বজিহ্বঃ॥
অতীন্দ্রিয়োঽপ্যন্যাপি সুসূক্ষ্ম একঃ
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ॥১০
নাস্যস্ত্যবুদ্ধং ন চ বুদ্ধিরস্তি
স বেদ সর্ব্বং ন চ বেদবেদ্যঃ॥১১
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং
সচেতনং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মম্॥১১

ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পরে সুসূক্ষ্ম অপবর্গাখ্য পরম পদ লাভ করে । ১৯-২৫ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।১৩ ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ।

বায়ু কহিলেন, - পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানরহিত প্রাণীরা অজ্ঞানবশে রাজস ও তামস কর্ম্ম সমুদয় করিয়া তত্তৎগুণে সংযুক্ত হয় । সুকৃতকর্ম্মা জনগণ স্বর্গবাসাদিরূপে তৎফল ভোগ করে এবং তথা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পুনরায় মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় । একমাত্র পরম সূক্ষ্ম ব্রহ্মই চিরস্থায়ী; অতএব ব্রহ্মেরই সেবা করিবে । ব্রহ্মই পরম সুখস্বরূপ । মহাপ্রযত্নে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া বহু পরিশ্রমে যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয় বটে, কিন্তু পুনরায় মৃত্যুবশীভূত হইতে হয়; অতএব মোক্ষই পরম সুখ । ধ্যানসংযুক্ত ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তি কাহারও শত মন্বন্তর প্রযত্নেও বাধ্য হয়েন না । বিশ্বাখ্য, বিশ্বরূপী বিশ্বপাদ শিরোগ্রীব, বিশ্বেশ, বিশ্বভাবন, বিশ্বগন্ধ, বিশ্বমাল্য, বিশ্বাম্বরধর, প্রভু, নিজকিরণে ভূমণ্ডলের সংযমনকারী, নিয়ত গতিমান, পরম শক্তি, বরেণ্য, মহাত্মা, কবি, অনুশাসক, সূক্ষ্মাপেক্ষা সূক্ষ্ম, স্থূলাপেক্ষা স্থূল, নিরিন্দ্রিয় দিব্য পুরুষকে যোগী ব্যক্তিই প্রত্যক্ষগোচর করিয়া থাকেন । যোগিগণ যুক্তিবলে, সেই চেতনাত্মক নিত্য নির্গুণ চিহ্নহীন পরম পুরুষকে সগুণ, স্বর্ণবর্ণ, সর্ব্বব্যাপী, শুচি ও অচঞ্চল প্রকাশমানরূপে দর্শন করেন । সেই এক অতীন্দ্রিয় সুসূক্ষ্ম পরম পুরুষ ভাবনাত্মক তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান, এবং পাণি পাদ উদর পার্শ্ব ও জিহ্বাহীন । তিনি অচক্ষু হইয়াও দর্শন করেন, অকর্ণ হইয়াও শ্রবণ করেন । ইঁহার অবুদ্ধ কিছুই নাই, অথচ ইঁহার বুদ্ধিও নাই; ইনি সকলই জানেন; পরন্তু ইঁহাকে বেদও জানেন না । এই সর্ব্বগত অতিসূক্ষ্ম সচেতন মহান পুরুষকেই সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী পরম পুরুষ বলে । ১-১১ । সকল

তমাহুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে লোকে প্রসবধর্ম্মিণীম্ ।
প্রকৃতিং সর্ব্বভূতানাং যুক্তাঃ পশ্যন্তি চেতসা॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥১৩
যুক্তা যোগেন চেশানং সর্ব্বতশ্চ সনাতনম্ ।
পুরুষং সর্ব্বভূতানাং তস্মাদ্ধ্যাতা ন মুহ্যতি॥১৪
ভূতাত্মানং মহাত্মানং পরমাত্মানমব্যয়ম্ ।
সর্ব্বাত্মানং পরং ব্রহ্ম তদ্বৈ ধ্যাত্বা ন মুহ্যতি॥
পবনো হি যথা গ্রাহ্যো বিচরন্ সর্ব্বমূর্ত্তিষু ।
পুরি শেতে তথাত্রে চ তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে
অথ চেদ্রূপধর্ম্মাত্মু সবিশেষৈশ্চ কর্ম্মভিঃ॥
অন্তস্ত ব্রহ্মযোন্যাং বৈ শুক্রশোণিতসংযুতম্॥
স্ত্রীপুংসংপ্রয়োগেণ জায়তে হি পুনঃপুনঃ ।
ততস্ত গর্ভকালে তু কললং নাম জায়তে॥১৮
কালেন কললঞ্চাপি বুদ্বুদঞ্চ প্রজায়তে ।
মৃৎপিণ্ডস্ত যথা চক্রে চক্রাবর্ত্তেন পীড়িতঃ॥১৯
হস্তাভ্যাং ক্রিয়মাণস্তু বিশ্বত্বমুপগচ্ছতি ।
এবমাত্মা স্থিরসংযুক্তো বায়ুনা সমুদীরিতঃ॥২০
জায়তে মানুষস্তত্র যথারূপং তথা মনঃ ।
বায়ুঃ সঞ্জাতে তেজোংবাতাৎ সঞ্জায়তে জলম্
জলাৎ সম্ভবতি প্রাণঃ প্রাণ শুক্রং বিবর্দ্ধতে ।
রক্তভাগাস্ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছুক্রভাগাশ্চতুর্দ্দশ॥২২
ভাগতোঽর্দ্ধফলং কৃত্বা ততো গর্ভে নিষেচ্যতে
ততস্ত গর্ভসংযুক্তঃ পঞ্চভির্বায়ুভির্বৃতঃ॥২৩
পিতুঃ শরীরাৎ প্রত্যঙ্গং রূপমস্যোপজায়তে ।
ততোঽস্য মাতুরাহারাৎ পীতলীঢ়প্রবেশিতম্ ।
নাভিস্রোতঃপ্রবেশেন প্রাণাধারো হি দেহিনাম্
নব মাসান্ পরিক্লিষ্টঃ সংবেষ্টিতশিরোধরঃ॥
বেষ্টিতঃ সর্ব্বগাত্রৈশ্চ অপর্য্যায়ক্রমাগতঃ ।
নবমাসোষিতশ্চৈব যোনিচ্ছিদ্রাদবাঙ্মুখঃ॥২৬
ততস্ত কর্ম্মভিঃ পাপৈর্নিরয়ং প্রতিপদ্যতে ।
অসিপত্রবনং চৈব শাল্মলীচ্ছেদভেদয়োঃ॥২৭

মুনিগণ, তাঁহাকে সর্ব্বভূত প্রসবধর্ম্মিণী প্রকৃতি বলিয়া থাকেন; যোগীরা তাঁহাকে ধ্যানযোগে চিত্তমধ্যে প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহার পাণি-পাদ সর্ব্বত্র, সর্ব্বত্রই চক্ষু-কর্ণ-মুখ ও মস্তক; তিনি সমস্ত আবরণপূর্ব্বক অবস্থান করেন। ধ্যানযোগ দ্বারা এই সর্ব্বগত সনাতন সর্ব্বভূতেশ পরম পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিলে পুনরায় মোহগ্রস্ত হইতে হয় না। সেই ভূতাত্মা, মহাত্মা, পরমাত্মা, সর্ব্বাত্মা,অব্যয় পর ব্রহ্মকে ধ্যান করিলে যোগী কদাচ মোহাচ্ছন্ন হয়েন না। সর্ব্বভূতে বিচরণশীল পবনের ন্যায় সর্ব্বভূতের হৃদয়াকাশপুরে শয়ন করে বলিয়া তাঁহাকে পুরুষ বলে। ধর্ম্ম হীন জীবগণ প্রবিদ্ধ কর্ম্মবশে সেই ব্রহ্মযোনিতে শুক্রশোণিতযুক্ত স্ত্রী-পুরুষরূপে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। গর্ভ কালে প্রথমতঃ মিলিত শুক্রশোণিত কললাকার ধারণ করে; পরে কালবশে তাহা বুদ্বুদাকার প্রাপ্ত হয়। চক্রন্যস্ত মৃৎপিণ্ড যেমন চক্রাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত ও কুলালকর দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া ঘট শরাবাদি নানাকার ধারণ করে, আত্মাও তদ্রূপ বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া কালবশে অস্থিযুক্ত বিবিধ মনঃসম্পন্ন মানুষরূপে সমুৎপন্ন হয়েন। বায়ু সেই সকল আশ্রয় করিয়া থাকে বায়ু হইতে জলের উৎপত্তি হয়। জল হইতে প্রাণ এবং প্রাণ হইতে শুক্র জন্মে। ত্রয়স্ত্রিংশ ভাগ রক্ত ও চতুর্দ্দশ ভাগ শুক্র একত্র মিলিত হইয়া সমুদায় অর্দ্ধ পল পরিমাণে গর্ভাশয়ে নিষিক্ত হইলে তদুৎপন্ন গর্ভ পঞ্চ বায়ু দ্বারা আবৃত হয়। ক্রমে পিতৃশরীর অনুসারে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও রূপ জন্মে। মাতার ভুক্তপীত দ্রব্যের রস, নাভিরন্ধ্র দ্বারা গর্ভস্থ জীবে প্রবিষ্ট হয়। তাহাতেই দেহিগণের প্রাণধারণ হইয়া থাকে। ১২-২৪। গর্ভগত সেই জীব নয় মাস যাবৎ গর্ভনাড়ী দ্বারা আপাদ মস্তক সর্ব্বগাত্রে বিপর্য্যস্তভাবে বেষ্টিত হইয়া অধোমুখে বাস করত নবমাসান্তে প্রসূত হয়। মরণান্তে পুনরায় পাপকর্ম্মের ফলে নরক প্রাপ্ত হয়। তদবস্থায় অসিপত্রবন ও শাল্মলী নরকে ছেদন

অত্র নির্ভৎসনং চৈব তথা শোণিতভোজনম
মত্তাস্ত যাতনা ঘোরাঃ কুম্ভীপাকস্তুদুঃসহাঃ॥২৮
যথা হ্যাপস্তু বিচ্ছিন্নাঃ স্বরূপমুপযান্তি বৈ।
তস্মাচ্ছিন্নাশ্চ ভিন্নাশ্চ যাতনাস্থানমাগতাঃ॥২৯
এবং জীবস্তু তৈঃ পাশৈস্তপ্যমানঃ স্বয়ংকৃতৈঃ
প্রাপ্নুয়াৎ কর্মভিঃ শেষং দুঃখ বা যদি চেতরৎ
একেনৈব তু গন্তব্যং সর্ব্বমৃত্যুনিবেশনম।
একেনৈব চ ভোক্তব্যং তস্মাৎ সুকৃতমাচরেৎ
ন হ্যেনং প্রস্থিতং কশ্চিদ্গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
যদনেন কৃতঃ কর্ম্ম তদেনমনুগচ্ছতি॥৩২
তে নিত্যং যমবিষয়ে বিভিন্নদেহাঃ
ক্রোশন্তঃ সততমনিষ্টসম্প্রয়োগৈঃ
শুষ্যন্তে পরিগতবেদনাশরীরা
বহ্বীভিঃ সুভৃশমধর্ম্মযাতনাভিঃ॥৩৩
কর্ম্মণা মনসা বাচা যদভীক্ষ্ণং নিষেব্যতে।
তৎ প্রসহ্য হরেৎ পাপং তস্মাৎ সুকৃতমাচরেৎ
যাদৃশজাতানি পাপানি পূর্ব্বং কর্ম্মাণি দেহিনঃ
সংসারং তামসং তাদৃক্ ষড়্বিধং প্রতিপদ্যতে
মানুষ্যং পশুভাবঞ্চ পশুভাবান্মৃগো ভবেৎ।
মৃগত্বাৎ পক্ষিভাবস্তু তস্মাচ্চৈব সরীসৃপঃ॥৩৬
সরীসৃপত্বাদগচ্ছেদ্ধি স্থাবরত্বং ন সংশয়ঃ।
স্থাবরত্বং পুনঃ প্রাপ্তো যাবদুন্মিষতে নরঃ॥৩৭
কুলালচক্রবদ্ভ্রান্তস্তত্রৈব পরিকীর্ত্তিতঃ.
ইত্যেবং হিমনুষ্যাদিঃ সংসারে স্থাবরান্তকে
বিজ্ঞেয়স্তামসো নাম তত্রৈব পরিবর্ত্ততে।
সাত্ত্বিকশ্চাপি সংসারো ব্রহ্মাদিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
পিশাচান্তঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স্বর্গস্থানেষু দেহিনাম।
ব্রাহ্মে তু কেবলং সত্ত্বং স্থাবরে কেবলং তমঃ॥
চতুর্দ্দশানাং স্থানানাং মধ্যে বিষ্টভকং রজঃ।
মর্ম্মসু চ্ছিদ্যমানেষু বেদনার্ত্তস্য দেহিনঃ॥৪১
ততস্ত পরমং ব্রহ্ম ক ধর্বিপ্রঃ স্মরিষ্যতি।
সংস্কারাৎ পূর্ব্বধর্ম্মস্য ভাবনায়াং প্রণোদিতঃ।

ভেদ, শোণিতভোজন নরকে রক্ত পান, কোন কোন নরকে দুঃসহ তজনা এবং কুম্ভীপাক নরকে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। জল যেমন ছিন্ন-ভিন্ন হইলেও পুনরায় একীভূত হয়, তদ্রূপ জীবগণও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াও অবিকৃত শরীরেই যাতনা-রাশি অনুভব করিতে থাকে। জীব এই ভাবে স্বকৃত কর্ম্মফলে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। একাকীই মৃত্যুপুরে যাইতে হয় আর একাকীই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়; অতএব সৎকর্ম্ম আচরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহলোক হইতে প্রস্থান কালে অপর কেহই অনুগমন করে না; কেবল মাত্র কৃত কর্ম্মসমূহই অনুগমন করিয়া থাকে। ২৫-৩২। পাপিগণ যমরাজ্যে যাইয়া বহুবিধ ঘোরতর যাতনায় ছিন্ন-ভিন্নদেহে বেদনাবশে দারুণ আর্ত্তনাদ সহকারে শুষ্ক হইতে থাকে। কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা নিরন্তর যে সকল পাপানুষ্ঠান করা হয়, অন্তকালে তাহারাই বলপূর্ব্বক পাপীকে যাতনাস্থানে লইয়া যায়। অতএব সৎকর্ম্ম আচরণ করাই কর্ত্তব্য। দেহী পূর্ব্বে যেমন পাপাচরণ করে, পরে তদনুরূপ ষড়্বিধ তামস সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে. মনুষ্য, পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর, এইরূপ ক্রমে পরপর নিকৃষ্ট জন্ম প্রাপ্ত হইয়া পাপী জীব পুনরায় মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় এই প্রকারে কুলালচক্রের ন্যায় জীবের গতি নিরূপিত। মনুষ্যাদি স্থাবরান্ত, তামস সৃষ্টি স্বর্গে অধিষ্ঠিত. ব্রহ্মাতে কেবল সত্ত্ব আর স্থাবরে কেবল তমঃ এবং চতুর্দ্দশবিধ সৃষ্টির মধ্যবর্ত্তী সৃষ্টিগুলি রজোগুণে পরিব্যাপ্ত। হে বিপ্রগণ। দেহিগণের বিষয়সমূহ ক্লেশে মর্ম্মসকল ছিন্ন-ভিন্ন হয়; তাহারা সর্ব্বদাই দুঃখে মগ্ন হইয়া থাকে; সুতরাং তাহারা আপনা হইতে সেই পরব্রহ্মের স্মরণ করিবে কিরূপে? পূর্ব্বসংস্কার ও

মানুষ্যং লভতে নিত্যং তস্মান্নিত্যং সমাদধেৎ
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে পাশুপত-
যোগনিরূপণং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ১৪

পঞ্চদশোঽধ্যায়।

বায়ুরুবাচ।

চতুর্দ্দশবিধং হ্যেতদ্বুদ্ধ্বা সংসারমণ্ডলম্।
তথা সমারভেৎ কর্ম্ম সংসার ভয়পীড়িতঃ॥১
ততঃ স্মরতি সংসারং চক্রেণ পরিবর্ত্তিতঃ।
তস্মাত্তু সততং যুক্তো ধ্যানতৎপরযুঞ্জকঃ॥২
তথা সমারভেদগ্রাগং যথাত্মানং স পশ্যতি।
এষ আদ্যঃপরং জ্যোতিরেষ সেতুরনুত্তমঃ॥৩
বিবৃদ্ধো হ্যেষ ভূতানাং ন সম্ভেদশ্চ শাশ্বতঃ।
তপেনং সেতুমাত্মানমগ্নিং বৈ বিশ্বতোমুখম্॥৪
হৃদিস্থং সর্ব্বভূতানামুপাসীত বিধানবিৎ।
হুত্বাষ্টাবাহুতীঃ সম্যক্ শুচিস্তদ্গতমানসঃ॥৫
বৈশ্বানরং হৃদিস্থং তু যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অপঃ পূর্ব্বং সকৃৎ প্রাশ্য তুষ্ণীং ভূত্বা উপাসতে
প্রাণায়েতি ততস্তস্য প্রথমা হ্যাহুতিঃ স্মৃতা।
অপানায় দ্বিতীয়া তু সমানায়েতি চাপরা॥৭
উদানায় চতুর্থীতি ব্যানায়েতি চ পঞ্চমী।
স্বাহাকারৈঃ পরং হুত্বা শেষং ভুঞ্জীত কামতঃ।
অপঃ পুনঃ সকৃৎ প্রাশ্য আচম্য হৃদয়ং স্পৃশেৎ
প্রাণানাং গ্রন্থিরস্যাত্মা রুদ্রো হ্যাত্মা বিশান্তকঃ
স রুদ্রো হ্যাত্মনঃ প্রাণা এবমাপ্যায়য়েৎ স্বয়ম্
ত্বং দেবানামপি জ্যেষ্ঠ উগ্রস্ত্বং চতুরো বৃষা।
মৃত্যুঘ্নোঽসি ত্বমস্মভ্যং অন্নমেতদ্ধ তে হবিঃ॥
এবং হৃদয়মালভ্য পাদাঙ্গুষ্ঠে তু দক্ষিণে।
বিশ্রাব্য দক্ষিণং পাণিং নাভিং বৈ পাণিনা
স্পৃশেৎ॥১১
ততঃ পুনরপস্পৃশ্য চাত্মানমভিসংস্পৃশেৎ।

ভাবনার ফলে জীব মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া থাকে; অতএব নিয়ত সমাধিলাভার্থ যত্নপরায়ণ হইবে।৩৩-৪২।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।১৪

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন; – সংসারভয়-ভীত মানব এই চতুর্দ্দশ সংসারমণ্ডল অবগত হইয়া সৎকর্ম্মাচরণে সমাসক্ত হইবে। তাহার ফলে মানবের সংসারের হেয়ত্ব বুদ্ধি জন্মে। তখন যোগমার্গানুসারে মানব ধ্যান-সাধনে তৎপর হইবে। তখন এমন প্রযত্ন সহকারে যোগ ধ্যানাসক্ত হইতে হইবে যে, তাহাতে যেন তাঁহার আত্মদর্শন ঘটে। এই আত্মাই আদ্য পরম জ্যোতিঃ, ইহাই সংসারপারের অত্যুত্তম সেতু, ইনি বর্দ্ধিত অর্থাৎ প্রকাশমান হইলে জীবের চিরতরে গতায়তি নিবৃত্ত হয়। অতএব এই বিশ্বতোমুখ, অগ্নিস্বরূপ, সেতুরূপী, সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ আত্মাকে বিধানবিৎ যোগী সম্যক্ উপাসনা করিবেন। শুচি ও তদগতচিত্ত সাধক হৃদয়স্থ সেই অগ্নিতে যথাবিধি অষ্ট আহুতি হোম করিয়া পরে একবার মাত্র জল প্রশিনপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করত উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন। প্রথমাহুতি - "প্রাণায়," দ্বিতীয় - "অপানায়", তৃতীয় - "সমানায়", চতুর্থ - "উদানায়", পঞ্চম - "ব্যানায়", ইহার পর "স্বাহা" শব্দ যোগ করিয়া আহুতি দিতে হয়। তারপর যথাকাম শেষান্ন ভোজন করিবে। তার পর পুনরায় একবার জলপান করিবে, তিনবার আচমনান্তে হৃদয় স্পর্শ করিবে। ১-৮। মন্ত্র যথা, - আত্মাই প্রাণের গ্রন্থি; সর্ব্বসংহারী রুদ্রদেবই সেই আত্মস্বরূপ; তিনি আত্মভূত আমার প্রাণসকলকে আপ্যায়িত করুন। তুমি দেবগণের জ্যেষ্ঠ, তুমি উগ্র, চতুর এবং ধর্ম্মরূপে বৃষবাহন; তুমি আমাদিগের মৃত্যুনাশক হও; এই তোমার উদ্দেশে উত্তম হবি হোম করিলাম। এই প্রকারে হৃদয় স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ হস্ত সমর্পণ করাইয়া

অক্ষিণী নাসিকা শ্রোত্রে হৃদয়ং শির এব চ।
ব্যাবাত্মানাবুভাবেতৌ প্রাণাপানাবুদাহৃতৌ॥১৩
তয়োঃ প্রাণে হন্তরাত্মাস্য বাহ্যেহপানেহিত
উচ্যতে
অন্নং প্রাণস্তথাপানিং মৃত্যুর্জীবিতমেব চ॥১৪
অন্নং ব্রহ্ম চ বিজ্ঞেয়ং ভূতানাং প্রভবস্তথা।
অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে স্থিতিরন্নেন চেষ্যতে॥১৫
বর্দ্ধন্তে তেন ভূতানি তস্মাদন্নং তদুচ্যতে।
তদেবাগ্নৌ হুতং হ্যন্নং ভুজ্যতে দেবদানবাঃ॥১৬
গন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষাংসি পিশাচাশ্চান্নমেব হি॥১৭

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে পাশুপতে।
যোগনিরূপণং নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ॥১৫

ষোড়শোহধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি শৌচাচারস্য লক্ষণম্।
যদনুষ্ঠায় শুদ্ধাত্মা প্রেত্য স্বর্গং হি চাপ্নুয়াৎ॥১
উদকার্থী তু শৌচানাং মুনীনামুত্তমং পদম্।
যস্তু তেষ্বপ্রমত্তঃ স্যাৎ স মুনির্নাবসীদতি॥২
মানাবমানৌ দ্বাবেতৌ তাবেবাহুর্বিষামৃতে।
অবমানং বিষং তত্র মানস্ত্বমৃতমুচ্যতে॥৩
যস্তু তেষ্বপ্রমত্তঃ স্যাৎ সমুনির্নাবসীদতি।
গুরোঃ প্রিয়হিতে যুক্তঃ স তু সংবৎসরং বসেৎ
নিয়মেষ্বপ্রমত্তস্তু যমেষু চ সদা ভবেৎ।
প্রাপ্যানুজ্ঞাং ততশ্চৈব জ্ঞানাগমনমুত্তমম্॥৫
অবিরোধেন ধর্ম্মস্য বিচরেৎ পৃথিবীমিমাম্।
চক্ষুঃপূতং ব্রজেন্মার্গং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ॥
সত্যপূতাং বদেদ্বাণীমিতি ধর্ম্মানুশাসনম্।
আতিথ্যং শ্রাদ্ধযজ্ঞেষু ন গচ্ছেদ্‌যোগবিৎ ক্বচিৎ
এবং হ্যহিংসকো যোগী ভবেদিতি বিচারণা।
বহ্নৌ বিধূমে ব্যঙ্গারে সর্বস্মিন্ ভুক্তবজ্জনে॥৮

নাভি স্পর্শ করিবে। পরে পুনর্ব্বার আচমন করিয়া আত্মাকে স্পর্শ করিবে। চক্ষুদ্বয়, নাসিকা, কর্ণদ্বয়, হৃদয় ও মস্তক, এই সকল স্পর্শ করিবে। চক্ষুদ্বয়, নাসিকা, কর্ণদ্বয়, হৃদয় ও মস্তক, এই সকল স্পর্শ করিতে হয়। প্রাণ ও আপন এই দ্বিবিধ আত্মা; তন্মধ্যে প্রাণ অন্তরাত্মা আর আপন বহিরাত্মা। অন্নই প্রাণ, অন্নই জীবন; অন্নাভাবই মৃত্যু। অন্নই ব্রহ্ম এবং প্রজাসমূহের সৃষ্টিমূল। অন্ন হইতেই ভূতসমূহ জন্মে; অন্নেই স্থিতি হয়; ভূতসমুদয় অন্ন দ্বারাই বৃদ্ধি লাভ করে; এইজন্য ইহার নাম অন্ন। অগ্নিতে সেই অন্ন হুত হইলে দেব, দানব গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পিশাচ সকলেই তাহা ভোজন করিয়া থাকে।৯-১৭।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।১৫

ষোড়শ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন, - অতঃপর আমি শৌচাচারের লক্ষণ বলিতেছি। ইহার অনুষ্ঠানে শুদ্ধচিত্ত হইয়া লোক দেহান্তে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে শৌচসমূহের মধ্যে জল দ্বারা শুচি হওয়াই উত্তম। এইরূপ শৌচাচারী মুনি জনই শ্রেষ্ঠ। মুনিগণ এইরূপ শৌচাচারেরই প্রশংসা করেন। যে মুনি এতাদৃশ শৌচাচারে অপ্রমত্ত থাকেন, তিনি কখন অবসাদ প্রাপ্ত হন না। মান এবং অপমান এই দুটী বিষ ও অমৃত নামে অভিহিত। তন্মধ্যে অপমান বিষ এবং মান অমৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যে মুনি এই সকল বিষয়ে অপ্রমত্ত, তাঁহার কখন অবসাদ হয় না। গুরুর প্রিয় হিতে নিযুক্ত হইয়া ঐ মুনি সংবৎসর যাবৎ বাস করিবেন। ঐ সময় যাবতীয় যম ও নিয়ম ব্যাপারে তিনি সর্ব্বদা অপ্রমত্ত থাকিবেন। অনন্তর গুরুর নিকট হইতে উত্তম জ্ঞান ও গমনে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মের অবিরোধে এই পৃথিবীতলে বিচরণ করিবেন। দৃষ্টিপূত পথে গমন করিবেন, বস্ত্রপূত জল পান করিবেন, এবং সত্য-পূত বাণী বলিবেন - ইহাই ধর্ম্মানুশাসন। যোগবিৎ ব্যক্তি কদাচ শ্রাদ্ধে বা যজ্ঞে আতিথ্য স্বীকার করিবেন না ১-৭। এইরূপে যোগী হিংসা-বর্জ্জিত হইয়া থাকেন।

বিচরেন্মতিমান্ যোগী ন তু তেনৈব নিত্যশঃ
যথৈবমবমন্যন্তে যথা পরিভবন্তি চ॥৯
যুক্তস্তথাচরেদভৈক্ষং সতাং ধর্ম্মমদূষয়ন্ ;
ভৈক্ষং চরেদ্গৃহস্থেষু যথা চারগৃহেষু চ॥১০
শ্রেষ্ঠা তু পরমা চেয়ং বৃত্তিরস্যোপদিশ্যতে।
অত ঊর্দ্ধ্বং গৃহস্থেষু শালীনেষু চরেদ্দ্বিজঃ॥১১
শ্রদ্দধানেষু দান্তেষু শ্রোত্রিয়েষু মহাত্মসু।
অত ঊর্দ্ধ্বং পুনশ্চাপি অদুষ্টপতিতেষু চ॥১২
ভৈক্ষচর্য্যা ত্রিবর্ণেষু জঘন্যা বৃত্তিরুচ্যতে।
ভৈক্ষং যবাগূং তক্রং বা পয়ো যাবকমেব চ॥
ফলমূলং বিপক্কং বা পিণ্যাকং শক্তিতোঽপি বা
ইত্যেতে বৈ ময়া প্রোক্তা যোগিনাং সিদ্ধি-
বর্দ্ধনাঃ॥১৪

আহারাস্তেষু সিদ্ধেষু শ্রেষ্ঠং ভৈক্ষমিতি স্মৃতম্
অব্বিন্দুং যঃ কুশাগ্রেণ মাসে মাসে সমশ্নুতে।
ন্যায়তো যস্তু ভিক্ষেত স পূর্ব্বোক্তাদ্বিশিষ্যতে
যোগিনাং চৈব সর্ব্বেষাং শ্রেষ্ঠং চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্
একং দ্বে ত্রীণি চত্বারি শক্তিতো বা সমাচরেৎ
অস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ অলোভস্ত্যাগ এব চ॥১৭
ব্রতানি চৈব ভিক্ষুণামহিংসা পরমার্থিতা।
অক্রোধো গুরুশুশ্রূষা শৌচমাহারলাঘবম্॥১৮
নিত্যং স্বাধ্যায় ইত্যেতে নিয়মাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
বীজযোনির্গুণবপুর্ব্বদ্ধঃ কর্ম্মভিরেব চ॥ ১৯
যথা দ্বিপ ইবারণ্যে মনুষ্যাণাং বিধীয়তে।
প্রাপ্যতে চাচিরাদেবাঙ্কুশেনেব নিবারিতঃ।
এবং জ্ঞানেন শুদ্ধেন দগ্ধবীজো হ্যকল্মষঃ।
বিমুক্তবন্ধঃ শান্তোঽসৌ মুক্ত ইত্যভিধীয়তে॥
বেদৈস্তদ্যাঃ সর্ব্বযজ্ঞক্রিয়াস্ত
যজ্ঞো জপ্যং জ্ঞানিনামস্ত্যাম।

ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। গৃহস্থের পাকাগ্নি যখন নির্ধূম হইবে, সে অগ্নির অঙ্গার পর্য্যন্ত নিবিয়া যা,বে, গৃহস্থিত সমস্ত জনের আহারক্রিয়া সমাপ্ত হইবে, মতিমান যোগী তখনই সেই সেই গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করিবেন কিন্তু একরূপ ভাবে প্রত্যহ ভিক্ষা করা অবৈধ। ভিক্ষার্থী যোগীকে যাহাতে লোকে অবজ্ঞা করে, বা তিরস্কার করে, তিনি এমনই ভাবে সাধুসম্মত ধর্ম্ম লঙ্ঘন না করিয়া ভিক্ষা-চর্য্যা করিবেন। যোগী প্রথমতঃ যথোক্ত সদাচার-সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা করিবেন। তাঁহার পক্ষে এইরূপ বৃত্তিই পরম ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। দ্বিতীয়তঃ শালীন, শ্রদ্ধাশীল, দান্ত, মহাত্মা, শ্রোত্রিয় গৃহস্থ মাত্রের নিকটেই তিনি ভিক্ষা করিতে পারেন। অতঃপর অদুষ্ট এবং অপতিত গৃহস্থের গৃহেও ভিক্ষা করা যাইতে পারে। পরন্তু হীনবর্ণ গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা চর্য্যা যোগীর পক্ষে জঘন্যবৃত্ত বলিয়া উল্লিখিত। ভিক্ষালব্ধ যব্র, যবাগূ, তক্র, দুগ্ধ, যাবক, বিপক্ব ফলমূল, পিণ্যাক অথবা শক্তি অনুসারে প্রদত্ত অন্য যে কিছু সামগ্রী, এই সকলই যোগীর ভোজ্যবস্তু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

এই আমি যোগীদিগের সিদ্ধিসাধক আহারের বিষয় বলিলাম। এই সকল সিদ্ধ আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যই তাঁহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। যে যোগী মাসে মাসে কুশাগ্রে করিয়া জলবিন্দু ভক্ষণ করেন; অথবা যিনি ন্যায়তঃ ভিক্ষা করিয়া থাকেন, পূর্ব্বোক্ত যোগী অপেক্ষা তিনি বিশিষ্ট। সকল যোগীর পক্ষেই চান্দ্রায়ণ শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। ৮-১৬। সুতরাং শক্তি অনুসারে এক, দুই, তিন বা চারিটী চান্দ্রায়ণ অনুষ্ঠান করা যোগীর কর্ত্তব্য। অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অলোভ, ত্যাগ, ব্রতাচরণ, অহিংসা, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, অক্রোধ, গুরুশুশ্রূষা, শৌচ, আহার-লাঘব, ও নিত্য স্বাধ্যায় এই সকল নিয়ম ভিক্ষুর পক্ষে বিহিত। অরণ্যচারী হস্তী যেমন অঙ্কুশাঘাতে নিবারিত ও শান্ত হইয়া অচিরেই মনুষ্যদিগের বশীভূত হয়, তেমনি কর্ম্ম-বীজোৎপন্ন গুণময়দেহ কর্ম্মবদ্ধ জীব বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে দগ্ধবীজ হইয়া নিষ্পাপ ও শান্ত হইয়া থাকে। সে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মুক্ত জীব আখ্যায় অভিহিত হয়। সমুদয় যজ্ঞক্রিয়া সমস্ত

জপাদ্ধ্যানং সঙ্গরাগব্যপেতং
তস্মিন প্রাপ্তে শাশ্বতস্যোপলব্ধিঃ২২
দমঃ শমঃ সত্যমকল্মষত্বং
মৌনঞ্চ ভূতেম্বখিলেম্বথার্জ্জবম।
অতীন্দ্রিয়জ্ঞানমিদং তথার্জ্জবং
প্রাহুস্তথা জ্ঞানবিশুদ্ধসত্ত্বাঃ২৩
সমাহিতো ব্রহ্মপরোহপ্রমাদী
শুচিস্তথৈবাত্মরতির্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সমাপ্নুয়ুর্যোগমিমং মহাধিয়ো
মহর্ষয়শ্চৈবমনিন্দিতামলাঃ॥২৪
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শৌচাচার
লক্ষণনিরূপণং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥১৬

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

আশ্রমত্রতুমুৎসৃজ্য প্রাপ্তস্ত পরমাশ্রমম।
অতঃ সংবৎসরস্যান্তে প্রাপ্য জ্ঞানমনুত্তমম॥
অনুজ্ঞাপ্য গুরুং চৈব বিচরেৎপৃথিবীমিমাম।
সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যজ্জ্ঞেয়সাধকম॥২
ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়মিতি যস্তৃষিতশ্চরেৎ।
অপি কল্পসহস্রায়ুর্নৈব জ্ঞেয়মবাপ্নুয়াৎ॥৩
ত্যক্তসঙ্গোজিতক্রোধো লঘ্বাহারো
জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পিধায় বুদ্ধ্যা দ্বারাণি ধ্যানে হ্যেবং মনো দধেৎ
শূন্যেম্বেবাবকাশেষু গুহাসু চ বনে তথা॥
নদীনাং পুলিনে চৈব নিত্যং যুক্তঃ সদা ভবেৎ
বাগদণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ॥৬
যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ সত্রিদণ্ডী ব্যবস্থিতঃ॥
অবস্থিতো ধ্যানরতির্জিতেন্দ্রিয়ঃ
শুভাশুভে হিত্বা চ কর্ম্মণী উভে।
ইদং শরীরং প্রবিমুচ্য শাশ্বতো
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ॥৮
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে পরমাশ্রম
বিধিকথনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥১৭

বেদালোচনার তুল্য। যজ্ঞ মধ্যে জপযজ্ঞই জ্ঞানীদিগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। জ্ঞান হইতে সঙ্গ ও রাগবর্জ্জিত ধ্যানই শ্রেষ্ঠ। এইরূপ ধ্যান-লাভেই নিত্য বস্তুর উপলব্ধি শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানিগণ বলেন, - শম, দম, সত্য, অকল্মষত্ব, সর্ব্বভূতে দয়া ও সারল্য - এই সকলই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের উৎপাদক। যাহারা সমাধি-তৎপর, অপ্রমাদী ব্রহ্মনিষ্ঠ, শুচি, জিতেন্দ্রিয়, আত্মরতি সাধুপুরুষ, তাঁহারাই এই নির্ম্মল যোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহামতি মহর্ষিগণও এইরূপেই অনিন্দিত ও অমলাশয় হইয়া বিরাজ করেন। ১৭-২৪।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬

সপ্তদশ অধ্যায়।

বায়ু কহিলেন, - সংবৎসরান্তে গুরুর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তৃতীয়াশ্রম পরিহার করিয়া চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবেন। তখন তিনি এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাকিবেন; জ্ঞেয়সাধক সারভূত জ্ঞানের উপসনা করিবেন। যে জন, "এইটী জ্ঞান, এইটী জ্ঞেয়" এই ভাবে তৃষিত হইয়া জ্ঞানানুশীলন করে, সে সহস্রকল্পজীবী হইলেও জ্ঞেয় তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারে না।১-৩। সঙ্গহীন জিতক্রোধ, লঘুভোজী, জিতেন্দ্রিয় হইয়া বুদ্ধিযোগে সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া ধ্যানে মনোনিবেশ করিবে। উপরি আচ্ছাদনহীন শূন্যস্থানে, গুহাতে, বনে, কিম্বা নদীপুলিনে, থাকিয়া নিয়ত যোগানুষ্ঠান করিবে। বাক্দণ্ড, কর্ম্মদণ্ড ও মনোদণ্ড, - এই ত্রিবিধ দণ্ড হইতে যিনি নিবৃত্ত, তাঁহাকে ত্রিদণ্ডী বলা যায়। ধ্যাননিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় মানব শাস্ত্রানুসারে শুভাশুভ কর্ম্ম সকল পরিহারপূর্ব্বক শরীর ত্যাগ করিলে পুনরায় তাঁহার আর জন্ম বা মরণ ঘটে না। ৪-৮।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।১৭

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ।
বায়ুরুবাচ।
অত ঊৰ্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি যতীনমিহ নিশ্চয়ম।
প্রায়শ্চিত্তানি তত্ত্বেন যান্যকামকৃতানি তু॥১
অথ কামকৃতেহপ্যাহুঃ সূক্ষ্মধর্ম্মবিদো জনাঃ।
পাপঞ্চ ত্রিবিধং প্রোক্তং বাঙ্মনঃকায়সম্ভবম॥
সততং হি দিবা রাত্রৌ যেনেদং বধ্যতে জগৎ।
ন কর্ম্মাণি ন চাপ্যেষ তিষ্ঠতীতি পরা শ্রুতিঃ॥৩
ক্ষণমেব প্রযোজ্যং তু আয়ুষস্তু বিধারণাৎ।
ভবেদ্ধীরোহপ্রমত্তস্ত যোগো হি পরমং বলম্
ন হি যোগাৎ পরং কিঞ্চিন্নরাণামিহ দৃশ্যতে।
তস্মাদযোগং প্রশংসন্তি ধর্ম্মযুক্তা মনীষিণঃ॥৫
অবিদ্যাং বিদ্যয়াতীত্য। প্রাপ্যৈশ্বর্য্যমনুত্তমম।
দৃষ্টা পরাপরং ধীরাঃ পরং গচ্ছন্তি তৎপদম॥৬
ব্রতানি যানিভিক্ষূণাং তথৈবোপব্রতানি চ।
একৈকাপক্রমে তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে॥৭
উপেত্য তু স্ত্রিয়ং কামাৎপ্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ
প্রাণায়ামসমাযুক্তং কুর্য্যাৎ সান্তপনং তথা॥৮
ততশ্চরতি নির্দ্দোষঃ কৃচ্ছ্রস্যান্তে সমাহিতঃ।
পুনরাশ্রমমাগম্য চরেদ্ভিক্ষুরতন্দ্রিতঃ॥৯
ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তীতি মনীষিণঃ।
তথাপি চ ন কর্ত্তব্যঃ প্রসঙ্গো হ্যেষ দারুণঃ ১০
অহো নাত্রাধিকঃ কশ্চিন্নাস্ত্যধর্ম্ম ইতি শ্রুতিঃ।
হিংসা হ্যেষা পরা সৃষ্টা দৈবতৈর্মুনিভিস্তথা॥১১
যদেতদ্দ্রবিণং নাম প্রাণা হ্যেতে বহিশ্চরাঃ।
স তস্য হরতি প্রাণান যো যস্য হরতে ধনম্॥
এবং কৃত্বা স দুষ্টাত্মা ভিন্নবৃত্তো ব্রতাচ্যুতঃ।
ভূয়ো নির্ব্বেদমাপন্নশ্চরেচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম॥১৩
বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন সংবৎসরমিতি শ্রুতিঃ।
ততঃ সংবৎসরস্যান্তে ভূয়ঃ প্রক্ষীণকল্মষঃ॥১৪

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন, - অতঃপর যতিদিগের কর্ত্তব্য প্রায়শ্চিত্ত সকলের বিধান যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি। কামকৃত ও অকামকৃত-উভয়বিধ পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে। সূক্ষ্মধর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞগণ এরূপ বলেন যে, পাপ - বাক্যজ, মনোজ ও কায়জ; - এই তিন প্রকার। এই ত্রিবিধ পাতকে সমগ্র জগৎ সতত আবদ্ধ। "কর্ম্মসমূহ বা কর্ম্মবদ্ধ সংসার সত্য নহে" এরূপ যে শ্রুতি আছে, তাহা ক্ষণকাল মাত্র প্রযোজ্য; কারণ আয়ুষ্কাল জীবগণের কর্ম্মায়ত্ত দৃষ্ট হয়। সর্ব্বথা ধীর ও সাবধান হইবে; যোগই পরম বল; নরগণের পক্ষে যোগ অপেক্ষা পরম বল অপর কিছুই দেখা যায় না। সেই জন্যই ধার্ম্মিক মনীষিগণ যোগের প্রশংসা করেন। ধীর জনগণ বিদ্যার সাহায্যে অবিদ্যাকে অতিক্রম করিয়া অনুত্তম যোগৈশ্বর্য্য লাভ করত পরাপর প্রত্যক্ষ করণান্তে সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। সন্ন্যাসীদিগের প্রতিপাল্য ব্রত ও উপব্রতসমূহের কোন একটি যথাযথ প্রতিপালিত না হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। কামবশে স্ত্রীসঙ্গ করিলেও প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। প্রাণায়াম সহ সান্তপন আচরণ করিলে ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়; উক্ত কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণের পর সেই ব্যক্তি নির্দ্দোষ হইয়া পুনরায় স্বীয় আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক সমাহিতভাবে ভিক্ষাচরণ করিবে। পরিহাস স্থলে মিথ্যা কথা বলায় দোষ নাই। পণ্ডিতেরা এরূপ বলেন বটে; কিন্তু মিথ্যাপ্রসঙ্গই ভয়ঙ্কর ; অতএব উহা পরিহার করা কর্ত্তব্য। ১-১০। অহো! দেবতা ও মুনিগণ হিংসাকে সতত সাধনরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন বটে; কিন্তু হিংসা অপেক্ষা অধর্ম্ম নাই; এরূপ শ্রুতি আছে। ধন-লোকের বহির্ভাগস্থ প্রাণস্বরূপ; সুতরাং ধন হরণ করিলে লোকের প্রাণই হরণ করা হয়। এই সকল অপকর্ম্ম করিলে সেই দুষ্টচেতা ভিক্ষুক, ব্রতচ্যুত হয়; তখন তাহার শাস্ত্রবিধানানুসারে

ভূয়ো নির্ব্বেদমাপন্নশ্চরেদ্ভিক্ষুরতন্দ্রিতঃ।
অহিংসো সর্ব্বভূতানাং কর্ম্মণা মনসা গিরা॥১৫
অকামাদপি হিংসেত যদি ভিক্ষুঃ পশূন্ মৃগান্।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং কুর্ব্বীত চান্দ্রায়ণমথাপি বা॥১৬
স্কন্দেদিন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যাৎ স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা যতির্যদি।
তেন ধারয়িতব্যা বৈ প্রাণায়ামাস্তু ষোড়শ॥১৭
দিবাস্কন্নস্য বিপস্য প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।
ত্রিরাত্রমুপবাসশ্চ প্রাণায়ামশতং তথা॥১৮
রাত্রৌ স্কন্নঃ শুচিঃ স্নাতো দ্বাদশৈব তু ধারণাঃ
প্রাণায়ামেন শুদ্ধাত্মা বিরজা জায়তে দ্বিজঃ॥
একান্নং মধু মাংসং বা হ্যামশ্রাদ্ধং তথৈব চ।
অভোজ্যানি যতীনাঞ্চ প্রত্যক্ষলবণানি চ॥২০
একৈকাতিক্রমে তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।
প্রাজাপত্যেন কৃচ্ছ্রেণ ততঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥
ব্যতিক্রমাচ্চ যে কে চিদ্বাঙ্মনঃকায়সম্ভবম

সদ্ভিঃ সহ বিনিশ্চিত্য যদব্রূয়ুস্তৎ সমাচরেৎ॥২২
বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ সমলোষ্টকাঞ্চনঃ
সমস্তভূতেষু চরন্ সমাহিতঃ।
স্থানং ধ্রুবং শাশ্বতমব্যয়ং সত্যং
গত্বং স গত্বান পুনর্হি জায়তে॥২৩
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে যতি প্রায়শ্চিত্ত
বিধিকথনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥১৮

একোনবিংশোঽধ্যায়।

বায়ুরুবাচ।

অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি অরিষ্টানি নিবোধত।
যেন জ্ঞানবিশেষেণ মৃত্যুং পশ্যতি চাত্মনঃ॥১
অরুন্ধতীং ধ্রুবং চৈব সোমচ্ছায়াং মহাপথম।
যোন পশ্যেৎ সনো জীবেন্নরঃ সংবৎসরাৎপরম
অরশ্মিবন্তমাদিত্যং রশ্মিবন্তঞ্চ পাবকম
যঃ পশ্যেন্ন চ জীবেত মাসাদেকাদশাৎ পরম।

সংবৎসর যাবৎ চান্দ্রায়ণ আচরণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ শ্রুতি আছে পরে বৎসরান্তে নিষ্পাপ হইয়া নির্ব্বেদযুক্ত-চিত্তে পুনরায় যথাবিধি আচার প্রতিপালন করিবে। কর্ম্ম মন ও বাক্যে অহিংসা অবলম্বন করিবে। ভিক্ষু যদি অনিচ্ছায়ও পশু মৃগাদির হিংসা করেন, তবে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র অথবা চান্দ্রায়ণ অনুষ্ঠান করিবেন। ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য হেতু যতি ব্যক্তি যদি স্ত্রীদর্শনে রেতঃপাত করেন, তবে তাঁহার ষোড়শবার প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ যদি দিবাভাগে রেতঃপাত করে, তবে তাহার ত্রিরাত্র উপবাস ও শত প্রাণায়াম প্রায়শ্চিত্ত। আর রাত্রিকালে রেতঃপাতে স্নানান্তে শুচিভাবে দ্বাদশ প্রাণায়াম দ্বারা পাপহীন হইতে হয়। নিরুপকরণ অন্ন, মধু, মাংস, আম শ্রাদ্ধ, আর প্রত্যক্ষ লবণ, যতিদিগের এ সমস্ত অভোজ্য। এ সকলের এক একটীর অতিক্রম করিলেই প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়। কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য আচরণ করিলে উক্ত পাপবিমুক্ত হয়। বাক্য, মন ও কায়জনিত যে কোনরূপ পাপ অনুষ্ঠিত হউক না কেন, সাধুগণ পরস্পর বিবেচনা করিয়া যেরূপ বিধান করিবেন, তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্তই করিবে। পবিত্রবুদ্ধি, লোষ্টকাঞ্চনে সমজ্ঞানবান, সর্ব্বভূতে সদয় ব্যবহারী যতি শাশ্বত অব্যয় পরম স্থানে গমন করেন; তাঁহার আর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ১১-২৩।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।১৮

ঊনবিংশ অধ্যায়।

বায়ু কহিলেন, - অতঃপর অরিষ্টসমূহের বিষয় বলিতেছি; শ্রবণ করুন। ইহা জ্ঞাত হইলে মানব আপনার ভাবী মৃত্যুকাল অবগত হইতে পারে। যে মানব অরুন্ধতী, ধ্রুব, সোমছায়া, মহাপথ, - এ সমস্ত দেখিতে পায় না, সে সংবৎসরান্তে আর জীবিত থাকে না। যে জন সূর্য্যকে রশ্মিহীন আর অগ্নিকে রশ্মিবান দর্শন করে, সে একাদশ

বমেন্মূত্রং পুরীষং বা সুবর্ণং রজতং তথা।
প্রত্যক্ষমথ বা স্বপ্নে দশ মাসান ন জীবতি॥
অগ্রতঃ পৃষ্ঠতো বাপি খণ্ডং যস্য পদং ভবেৎ
পাংশুলে কর্দ্দমে বাপি সপ্ত মাসান স জীবতি
কাকঃ কপোতো বা গৃধ্রো বা নিলীয়েদযস্য
মূর্দ্ধনি।
ক্রব্যাদো বা খগঃ কশ্চিৎষন্মাসান্নাতিবর্ত্ততে॥
বধ্যেতায়সপঙক্তীভিঃ পাংশুবর্ষেণ বা পুনঃ।
ছায়াং বা বিকৃতাং পশ্যেচ্চতুঃ পঞ্চ স জীবতি
অনভ্রে বিদ্যুতং পশ্যেদ্দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতাম্
উদকেন্দ্রধনুর্ব্বাপি ত্রয়ো দ্বৌ বা স জীবতি॥
অপ্সু বা যদি বাদর্শে আত্মানং যোন পশ্যতি
অশিরস্কং তথাত্মানং মাসাদূর্দ্ধং ন জীবতি॥
শবগন্ধি ভবেদগাত্রং বসাগন্ধি হ্যথাপি বা।
মৃত্যুর্হ্যুপস্থিতস্তস্য অর্দ্ধমাসং স জীবতি॥১০

যস্য বৈ স্নাতমাত্রস্য হৃৎপাদং বাবশুষ্যতি।
ধূমো বা মস্তকাদ্গচ্ছেদ্দশাহেন ন জীবতি॥
সম্ভিন্নো মারুতো যস্য মর্ম্মস্থানানি কৃন্ততি।
অদ্ভিঃ স্পৃষ্টো ন হৃষ্যেচ্চ তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ
ঋক্ষবানরযুক্তেন রথেনাশাং তু দক্ষিণাম।
গায়ন্নথ ব্রজেৎ স্বপ্নে বিদ্যান্মৃত্যুরুপস্থিতঃ॥
কৃষ্ণাম্বরধরা শ্যামা গায়ন্তী বাথ চাঙ্গনা।
যং নয়েদ্দক্ষিণামাশাং স্বপ্নে সোঽপি ন জীবতি
ছিদ্রং বাসশ্চ কৃষ্ণঞ্চ স্বপ্নে যো বিভৃয়ান্নরঃ॥
মগ্নং বা শ্রবণং দৃষ্টা বিদ্য ন্মৃত্যুরুপস্থিতঃ॥
আ মস্তকতলাদযস্ত নিমজ্জেৎপঙ্কসাগরে।
দৃষ্ট্বা তু তাদৃশং স্বপ্নং সদ্য এব ন জীবতি॥১৫
ভস্মাঙ্গারাংশ্চ কেশাংশ্চ নদীং শুষ্কাং ভুজঙ্গমান
পশ্যেদএবা দশরাত্রং তু নর জীবেত্ত সত্তাদৃশঃ
কৃষ্ণৈশ্চ বিকটৈশ্চব পুরুষৈরুদ্যাতায়ুধৈঃ।

মাসের অধিক কাল বাঁচে না যদি কেহ প্রত্যক্ষে কিম্বা স্বপ্নে মূত্র, পুরীষ, সুবর্ণ, বা রজত বমন করে, সে দশমাস মাত্র জীবিত থাকে। সম্মুখে বা পৃষ্ঠভাগে ধূলিতে বা কর্দ্দমমধ্যে যাহার পদচিহ্ন খণ্ডিত দৃষ্ট হয়, সে সপ্ত মাসান্তে মৃত্যুগ্রস্ত হয়। যাহার মস্তকে কাক, কপোত বা গৃধ্র প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষী উপবেশন করে, সে ছয় মাসের অধিক কাল জীবিত থাকে না যাহাকে বায়সকুল আক্রমণ করে অথবা যে জন ধূলিবর্ষণ দ্বারা সহসা আক্রান্ত হয় কিম্বা আত্মচ্ছায়া বিকৃতাকার দর্শন করে, সে চারি পাচ মাস মাত্র জীবিত থাকে। যদি মেঘ ব্যতীত দক্ষিণ দিকে বিদ্যুৎ কিম্বা জলমধ্যে ইন্দ্রধনু দর্শন করে, তবে দুই বা তিনি মাসেই কালকবলিত হইতে হয় ১-৮। জলে বা আদর্শতলে যদি আপনাকে দেখিতে না পায়, কিম্বা নিজি দেহ মস্তকহীন দেখে, তবে সে একমাসের অধিক কাল জীবিত থাকে না। যাহার গাত্রে শবগন্ধ কিম্বা বসাগন্ধ অনুভূত হয়, তাহার মৃত্যু উপস্থিত; অর্দ্ধ মাস মাত্র জীবিত থাকে। স্নানান্তে যাহার হৃদয় ও পদ শুষ্ক হয়, কিম্বা যাহার মস্তক হইতে ধূমোদগম ঘটে, সে দশ দিনান্তে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বায়ু প্রকুপিত হইয়া যাহার মর্ম্মস্থানসমূহে যন্ত্রণা উৎপাদন করে, এবং জলস্পর্শে যাহার তৃপ্তি না ঘটে, তাহার মৃত্যু সন্নিহিত জানিবে। যদি স্বপ্নে আপনাকে ভল্লুক-বানর-যোজিত রথারোহণে দক্ষিণদিকে যাইতে দেখে, তবে তাহারও মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। স্বপ্নে কৃষ্ণবসনা কৃষ্ণবর্ণা কামিনী, গান করিতে করিতে যাহাকে দক্ষিণদিকে লইয়া যায়, তাহারও মৃত্যু সন্নিহিত। স্বপ্নে ছিদ্রযুক্ত কৃষ্ণ বস্ত্র পরিধান করিলেও তাহার মৃত্যু আসন্ন জানিবে। আর যাহার কর্ণ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, দেখা যায়, তাহার কর্ণ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, দেখা যায়, তাহারও মরণ- আসন্ন বুঝিবে। স্বপ্নে পঙ্করা শতে আপাদমস্তক নিমগ্ন দর্শন করিলেও তাহার সদ্য মৃত্যু হয়। ৯-১৬। স্বপ্নে ভস্ম, অঙ্গার, কেশ, শুষ্ক নদী ও সর্প দর্শন করিলে তাহার জীবন দশরাত্র মাত্র। স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ, বিকটাকার, অস্ত্রধারী পুরুষ

পাষাণৈস্তাড্যতে স্বপ্নে যঃ সদ্যো ন স জীবতি
সূর্য্যোদয়ে প্রত্যূষসি প্রত্যক্ষং যস্য বৈ শিবা
ক্রোশন্তী সম্মুখাভ্যেতি স গতায়ুর্ভবেন্নরঃ॥
যস্য বৈ স্নাতমাত্রস্য হৃদয়ং পীড্যতে ভৃশম্।
জায়তে দন্তহর্ষশ্চ তং গতায়ুষমাদিশেৎ॥২০
ভূয়ো ভূয়ঃ শ্বসেদ্‌যস্তু রাত্রৌ বা যদি বা দিবা।
দীপগন্ধঞ্চ নো বেত্তি বিদ্যান্মৃত্যুমুপস্থিতম্॥
রাত্রৌ চেন্দ্রায়ুধং পশ্যেদ্দিবা নক্ষত্রমণ্ডলম্।
পরনেত্রেষু চাত্মানং পশ্যেন্ন স জীবতি॥২২
নেত্রমেকং স্রবেদ্‌যস্য কর্ণৌ স্থানাচ্চ ভ্রশ্যতঃ॥
নাসা চ বক্রা ভবতি স জ্ঞেয়ো গতজীবিতঃ॥
যস্য কৃষ্ণা খরা জিহ্বা পঙ্কাভাসঞ্চ বৈ মুখম্।
গণ্ডে চিপিটকে রক্তে তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ॥
মুক্তকেশো হসংশ্চৈব গায়ন্নৃত্যংশ্চ যো নরঃ।
যাম্যাশাভিমুখো গচ্ছেত্তদন্তং তস্য জীবিতম্
যস্য স্বেদসমুদ্ভূতাঃ শ্বেতসর্ষপসন্নিভাঃ।
স্বেদা ভবন্তি হ্যসকৃত্তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ॥২৬
উষ্ট্রা বা রাসভা বাপি যুক্তাঃ স্বপ্নে রথেহততঃ
যস্য সোঽপি ন জীবেত দক্ষিণাভিমুখো গতঃ
যে চান্যে পরমে রিষ্টে এতদ্রূপং পরং ভবেৎ।
ঘোষং ন শৃণুয়াৎ কর্ণে জ্যোতির্নেত্রে ন পশ্যতি
শ্বভ্রে যো নিপতেৎ স্বপ্নে দ্বারং চাস্য ন বিদ্যতে
ন চোত্তিষ্ঠতি যঃ শ্বভ্রাত্তদন্তং তস্য জীবিতম্॥

ঊর্দ্ধা চ দৃষ্টির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা
রক্তা পুনঃ সম্পরিবর্ত্তমানা।
মুখস্য চোষ্মা শুষিরঞ্চ নাভি
রত্যুষ্ণমূত্রো বিষমস্থ এব॥৩০

দিবা বা যদি বা রাত্রৌ প্রত্যক্ষং যোহভি হন্যতে।
তং পশ্যেদথ হন্তারং স হতস্তু ন জীবতি॥৩১

গণ কর্ত্তৃক পাষাণ দ্বারা তাড়িত হইলেও সদ্যই মরণাপন্ন হয়। প্রত্যূষকালে সূর্য্যোদয় হইলে পর শৃগাল চিৎকার করিতে করিতে যাহার অভিমুখে আগমন করে, তাহারও আয়ুঃ ক্ষীণ হইয়াছে, বুঝিবে। স্নানান্তে যাহার বক্ষোবেদনা বা দন্তহর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাকেও হীনায়ু বলিয়া জানিবে। দিবসে বা রাত্রিকালে যে ব্যক্তি বারম্বার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, কিম্বা যে ব্যক্তি দীপনির্ব্বাণগন্ধ পায় না, তাহারও মৃত্যু সন্নিহিত। যে জন রাত্রিতে ইন্দ্রধনু দেখে, দিবাতে নক্ষত্রমণ্ডল দর্শন করে আর অপরের নয়নমধ্যে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে পায় না, সেও অধিক কাল জীবিত থাকে না। যাহার একটী নেত্রে নিয়ত অশ্রু স্রাব হয়, কর্ণদ্বয় স্বস্থান-ভ্রষ্ট হয়, আর নাসা বক্রভাব ধারণ করে, তাহাকে গতপ্রাণ বলিয়াই অবধারণ করিবে। যাহার জিহ্বা কর্কশ ও কৃষ্ণবর্ণ, মুখ পঙ্কপ্রভ, আর গণ্ডদ্বয় চেপটা ও রক্তাভ হয়, তাহারও মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। ১৭-২৪। স্বপ্নে যে জন মুক্তকেশে গান, হাস্য ও নৃত্য করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করে, তাহারও জীবন শেষ হইয়াছে বুঝিবে। যাহার বারম্বার শ্বেতসর্ষপ-সম স্বেদ-বিন্দু উদগত হয়, তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। স্বপ্নে উষ্ট্র ও গর্দ্দভাদি জন্তু পশু রথে যোজিত হইয়া যাহাকে দক্ষিণদিকে বহন করে, তাহারও আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে, বুঝিবে। কর্ণে শব্দ শুনিতে না পাওয়া আর নয়নে জ্যোতিঃ পদার্থ দেখিতে না পাওয়া-এই দুইটী পরম অরিষ্ট; ইহা দ্বারা আসন্ন মরণকাল নির্ণয় করিবে। স্বপ্নে যে জন গর্ত্তমধ্যে পতিত হইয়া নির্গমণ দ্বারা না পাইয়া তন্মধ্য হইতে উত্থান করিতে না পারে, তাহার জীবন তৎকাল পর্য্যন্তই জ্ঞাতব্য। যাহার দৃষ্টি ঊর্দ্ধগত, রক্তবর্ণ অথচ চঞ্চল; মুখ হইতে প্রবল উষ্মা নির্গত হয়, নাভিচ্ছিদ্র গভীরতা প্রাপ্ত হয়, আর মূত্র অতিশয় উষ্ণ হয়, সে ব্যক্তিও মরণাপন্ন বলিয়া জানিবে। ২৫-৩০। দিবাতে বা রাত্রি কালে স্বপ্নাবস্থায় যাহা কর্ত্তৃক আহত হয়, সেই আঘাতকারী ব্যক্তিকে যদি নিদ্রান্তে প্রত্যক্ষ দর্শন করে, তবে মৃত্যু নিশ্চয়

অগ্নিপ্রবেশং কুরুতে স্বপ্নান্তে যস্তম যঃ
স্মৃতিং নোপলভেচ্চাপি তদন্তং তস্য জীবিতম্
যস্ত প্রাবরণং শুক্লং স্বকং পশ্যতি মানবঃ।
রক্তং কৃষ্ণমপি স্বপ্নে তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ॥৩৩
অরিষ্টসূচিতে দেহে তাস্মন কালে উপাগতে
ত্যক্তা ভয়াবষাদঞ্চ উপাসেচ্চদবুদ্ধিমান্নরঃ॥৩৪
প্রাচীং বা যদি বোদীচীং দিশং নিক্রম্য ব
শুচিঃ
সমেহতিস্থাবরে দেশে বিবিক্তে জনবর্জ্জিতে
উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা স্বস্থঃ স্বাচান্ত এব চ।
স্বস্তিকোপনিবিষ্টশ্চ নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্॥৩৭
সমকায়শিরোগ্রীবং ধারয়েন্নাবলোকয়েৎ।
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা
প্রাগুদক্প্রবণে দেশে তস্মাদযুঞ্জীত যোগবিৎ
কামং বিতর্কং প্রীতিঞ্চ সুখদুঃখে উভে তথা॥
নিগৃহ্য মনসা সর্ব্বং শুক্লধ্যানমনুস্মরেৎ।
ঘ্রাণে চ রসনে নিত্যং চক্ষুষোঃ স্পর্শনে তথা
শ্রোত্রে মনসি বুদ্ধৌ চ তথা বক্ষসি ধারয়েৎ।
কালধর্ম্মঞ্চ বিজ্ঞায় সমূহস্যৈব সর্ব্বশঃ॥৪০
দ্বাদশাধ্যাত্ম ইত্যেবং যোগধারণমুচ্যতে।
শতমষ্টশতং বাপি ধারণাং মূর্দ্ধং ধারয়েৎ॥
ন তস্য ধারণাযোগাদ্ বায়ুঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ততস্ত্বাপূরয়েদ্দেহমোঙ্কারেণ সমাহিতঃ॥৪২
অর্থাঙ্কারময়ো যোগী ন ক্ষরেত্ত্বক্ষরী ভবেৎ॥
ইতি শ্রীমাহপুরাণে বায়ুপ্রোক্তেহ রিষ্টানিরূপণং
নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥১৮

বিংশোঽধ্যায়।

বায়ুরুবাচ।
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ওঁকার প্রাপ্তিলক্ষণম।
এষ ত্রিমাত্রো বিজ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চাত্র সস্বরম॥১
প্রথমা বৈদ্যুতী মাত্রা দ্বিতীয়া তামসী স্মৃতা।
তৃতীয়াং নির্গুণাং বিদ্যান্মাত্রামক্ষরগামিনীম॥

করিবে। স্বপ্নে অগ্নিপ্রবেশ করিলে কিম্বা স্মৃতিলোপ ঘটিলেও মৃত্যু সন্নিহিত জানিবে। স্বপ্নে যদি স্বকীয় শুক্লবর্ণ গাত্রবস্ত্র কোনরূপে রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ দর্শন করে, তবে তাহাতেও মৃত্যু উপস্থিত জানিবে। বুদ্ধিমান মানব দেহে আরষ্ট সূচনা হইলে ভয়-বিষাদ পরিহারপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠানের উদ্যম করিবে। পূর্ব্ব বা ইত্তর দিকে সম, স্থিরতর, জনবর্জ্জিত, পবিত্র প্রদেশে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে, সুস্থচিত্তে আগমনপূর্ব্বক স্বস্তিকাসনে উপবেশন করিয়া মহেশ্বরকে নমস্কার করিবে। পরে সমস্ত শরীর বিশেষতঃ মস্তক ও গ্রীবা সমান ভাবে রাখিয়া ধারণা অবলম্বন করিবে। তৎকালে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে নাই। বায়ুরহিত প্রদেশস্থ দীপের ন্যায় স্থৈর্য্য অবলম্বন করিতে হয়। তজ্জন্য পূর্ব্বোত্তর-নিম্ন ভূভাগ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। কাম, বিতর্ক, প্রীতি, সুখ, দুঃখ, – এ সকল সংযত করিয়া সত্ত্বগুণধ্যানে নিরত হইবে। ঘ্রাণ, চক্ষু ত্বক, কর্ণ, মন, বুদ্ধি, মস্তক, বক্ষঃস্থল, – এ সকল স্থানে ধারণা অবলম্বন করিবে। কাল-ধর্ম্ম, অরিষ্টের বলবাহুল্য, – ইত্যাদি বিচার করিয়া দ্বাদশ অথবা অষ্টোত্তর শত ধারণা অবলম্বন করিতে হয়। এইরূপ ধারণা দ্বারা বায়ুপ্রবৃত্তি রুদ্ধ করিয়া পরে সমাহিতমনে ওঙ্কার দ্বারা সমগ্র দেহ আপূরণ করিবে। এরূপ করিলে সেই যোগী ওঙ্কারময় অক্ষরত্ব লাভ করেন; তাহার আর ক্ষরণ হয় না। ৩১-৪৩।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥১৯॥

বিংশ অধ্যায়।

বায়ু কহিলেন, – অতঃপর ওঙ্কারপ্রাপ্তিলক্ষণ বর্ণন করিতেছি। এই ওঙ্কার মাত্রাত্রয়-যুক্ত ইহাতে যে ব্যঞ্জন বর্ণটী আছে, উহাও স্বরসমন্বিত। উহার প্রথম মাত্রা বৈদ্যুতী, দ্বিতীয় মাত্রা তামসী, আর

গান্ধর্ব্বীতি চ বিজ্ঞেয়া গান্ধারস্বরসম্ভবা।
পিপীলিকাসমস্পর্শা প্রযুক্তা মূর্দ্ধি লক্ষ্যতে॥৩
তথা প্রযুক্তমোঙ্কারং প্রতিনির্য্যাতি মূর্দ্ধনি।
তথোঙ্কারময়ো যোগী ত্বক্ষরে ত্বক্ষরী ভবেৎ॥
প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥৫
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম গুহায়াং নিহিতং পদম্।
ওমিত্যেতত্ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ
বিষ্ণুক্রমাস্ত্রয়স্ত্বেতে ঋক্সামানি যজূংষি চ।
মাত্রাশ্চাত্র চতস্রস্তু বিজ্ঞেয়াঃ পরমার্থতঃ॥৭
তত্র যুক্তস্য যো যোগী তস্য সালোক্যতাং
ব্রজেৎ।
অকারস্ত্বক্ষরো জ্ঞেয় উকারঃ স্বরিতঃ স্মৃতঃ॥৮
মকারস্তু প্লুতো জ্ঞেয়স্ত্রিমাত্র ইতি সংজ্ঞিতঃ।
অকারস্ত্বথ ভূর্লোক উকারো ভুব উচ্যতে।
সব্যঞ্জনো মকারশ্চ স্বর্লোকশ্চ বিধীয়তে॥৯
ওঁকারস্তু ত্রয়ো লোকাঃ শিরস্তস্য ত্রিবিষ্টপম্॥

ভুবনান্তশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্রাহ্মং তৎপদমুচ্যতে
মাত্রাপাদং রুদ্রলোকো হ্যমাত্রস্ত শিবং পদম্।
এবং ধ্যানবিশেষেণ তৎপদং সমুপাস্যতে।
তস্মাদ্ধ্যানরতির্নিত্যমমাত্রং হি তদক্ষরম্॥২২
উপাস্যং হি প্রযত্নেন শাশ্বতং পদমিচ্ছতা।
হ্রস্বা তু প্রথমা মাত্রা ততো দীর্ঘা ত্বনন্তরম্॥১৩
ততঃ প্লুতবতী চৈব তৃতীয়া উপদিশ্যতে।
এতাস্তু মাত্রা বিজ্ঞেয়া যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥১৪
যাবচ্চৈব তু শক্যন্তে ধার্য্যন্তে তাবদেব হি।
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিং ধ্যায়ন্নাত্মনি যঃ সদা॥১৫
অর্দ্ধমাত্রমপি চেদ্ধ্যায়েৎ ফলমাপ্নুয়াৎ॥১৬
মাসে মাসেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ
ন স তৎপ্রাপ্ন্যাৎ পুণ্যং মাত্রয়া যদবাপ্নুয়াৎ॥
অবিন্দুং যঃ কুশাগ্রেণ মাসে মাসে পিবেন্নরঃ
সংবৎসরশতং পূর্ণং মাত্রয়া তদবাপ্নুয়াৎ।
ইষ্টাপূর্ত্তস্য যজ্ঞস্য সত্যবাক্যে চ যৎফলম্॥১৮

তৃতীয় মাত্রা নির্গুণা। মাত্রা অক্ষরাশ্রয়িণী। উহার মস্তকস্থা পিপীলিকা-স্পর্শসমা গান্ধর্ব্বী মাত্রা গান্ধার-স্বরজাত এই সকল মাত্রাযুক্ত ওঙ্কার প্রযুক্ত হইয়া মস্তকে লয়প্রাপ্ত হইলে, যোগী ওঙ্কারময় হইয়া অক্ষরত্ব লাভ করেন। প্রণবস্বরূপ ধনুতে আত্মস্বরূপ শর যোজনপূর্ব্বক সাবধানে ব্রহ্মরূপ লক্ষ্য বেধ করিতে হইবে; অতএব শরের ন্যায় তন্ময়ভাবলম্বন আবশ্যক। 'ওঁ' এই অক্ষরটীই বুদ্ধিগুহা-নিহিত পরমপদ ব্রহ্মস্বরূপ। 'ওঁ' ইহাই তিন বেদ, তিন লোক, তিন অগ্নি। ঋক্, সাম, যজু, - এই তিনের বেদ, ত্রিবিক্রমের পদ- ত্রয়স্বরূপ। প্রকৃত পক্ষে এই ওঙ্কারের চারিটী মাত্রা। যোগী উক্ত ওঙ্কার সাধনে নিরত হইলে ব্রহ্মসালোক্য লাভ করেন। উহার আকার অক্ষর, উকার স্বরিত, এবং মকার প্লুত; এই তিনটী মাত্রা। অকার ভূর্লোক, উকার ভুবর্লোক আর ব্যঞ্জন সহিত মকার স্বর্লোক। ১-৯। সুতরাং ওঁকার ত্রিলোকাত্মক, উহার শিরোভাগ - চন্দ্রবিন্দু ত্রিবিষ্টপ। উহা সমগ্র ব্রহ্মভুবনাত্মক। চন্দ্র - রুদ্রলোকাত্মক, আর বিন্দু - শিবস্বরূপ। ইহা মাত্রাহীন। এই সকল বিশেষত্ব অনুসারে ধ্যানন্বিত হইবে। এই ভাবেই সেই পরমপদের উপাসনা করিতে হয়। নিত্যপদপ্রার্থী যোগী যত্ন সহকারে ওঁকারের মাত্রাতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া উপাসনানিরত হইবেন। ইহার প্রথম মাত্রা হ্রস্ব, দ্বিতীয় মাত্রা দীর্ঘ, তৃতীয় মাত্রা প্লুত। এই তিনটী মাত্রা যথাযথ জানিয়া লইয়া যতদূর সামর্থ্য ধারণা করিবে। ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি ও আত্মা ইহাদিগের সহিত ঐ প্রণবকে অষ্টমাত্রাযুক্ত করিয়া সতত ধারণা অভ্যাস করিবে। এই অষ্ট মাত্রার বিষয় উপদেশ লাভ করিলে সবিশেষ ফললাভ হয়। ১০-১৬। শত বর্ষযাবৎ প্রতিমাসে এক একটী অশ্বমেধ যাগ করিলেও এই মাত্রাজ্ঞানে যে ফল হয়, তত্তুল্য ফললাভ হয় না। মাসে মাসে কুশাগ্র-বারি পান করিয়া শতবর্ষ অতিবাহিত করিলেও এই মাত্রাজ্ঞানের তুল্য ফললাভ

অবতক্ষণে চ মাসস্য মাত্রয়া তদবাপ্নুয়াৎ।
স্বাম্যর্থে যুধ্যমানানাং শূরাণামনিবর্ত্তিনাম॥১৯
যত্তবেত্তৎ ফলং দৃষ্টং মাত্রয়া তদবাপ্নুয়াৎ।
ন তথা তপসোগ্রেণ ন যজ্ঞৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ॥২০
যৎফলং প্রাপ্নুয়াৎ সম্যঙ্মাত্রয়া তদবাপ্নুয়াৎ।
তত্র বৈ যোঽর্দ্ধমাত্রে যঃ প্লুতো নাম্নোপদিশ্যতে
এষা এব ভবেৎ কার্য্যা গৃহস্থানাস্তু যোগিনাম্
এষা চৈব বিশেষেণ ঐশ্বর্য্য কমলক্ষণা॥২২
যোগিনাস্তু বিশেষেণ ঐশ্বর্য্যে হ্যষ্টলক্ষণে।
অণিমাদ্যেতি বিজ্ঞেয়া তস্মাদযুঞ্জীত তাং দ্বিজাঃ
এবং হি যোগী সংযুক্তঃ শুচির্দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ
আত্মানং বিন্দতে যস্তু স সর্ব্বং বিন্দতে দ্বিজাঃ
ঋচো যজুংষি সামানি বেদোপনিষদস্তথা।
যোগজ্ঞানাদবাপ্নোতি ব্রাহ্মণো ধ্যানচিন্তিতঃ॥
সর্ব্বভূতলয়ো ভূত্বা অভূতঃ স তু জায়তে

যোগিনংক্রমণং কৃত্বা যাতি বৈ শাশ্বতং পদম্॥
অপি চাত্র চ কংহ্যেতাং ধ্যায়মানাশ্চতুর্ম্মুখীম।
প্রকৃতিং বিশ্বরূপাখ্যাং দৃষ্টা দিব্যেন চক্ষুষা॥২৭

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥২৮
অষ্টাক্ষরাং ষোড়শপাণিপাদাং
চতুর্ম্মুখীং ত্রিশিখামেকশৃঙ্গীম।
আদ্যামজাং বিশ্বসৃজাং স্বরূপাং
জ্ঞাত্বা বুধাস্ত্বমৃতত্বং ব্রজন্তি॥২৯
যে ব্রহ্মণঃ পরং বেদয়ন্তি
ন তে পুনঃ সংসরন্তীহ ভূয়ঃ॥২৯

ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম পরমোঙ্কারসংজ্ঞিতম
যস্তু বেদয়তে সম্যক তথা ধ্যায়তি বা পুনঃ॥
সংসারচক্রমুৎসৃজ্য ভক্তবন্ধনবন্ধনঃ
অচলং নির্গুণং স্থানং শিবং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম

হয় না। যজ্ঞ, পূর্ত, সত্যভাষণ ও জল মাত্র পান, এ সকল কার্য্য এক মাস যাবৎ করিলেও মাত্রাজ্ঞান-সম পুণ্য প্রাপ্তি হয় না। যজুর নিমিত্ত জীবন পণ করিয়া যুদ্ধ করিলে যে ফল, মাত্রাজ্ঞানে তত্তুল্য ফল প্রাপ্তি হয়। মাত্রাজ্ঞানে যে ফল, উগ্র তপস্যা বা বহু দক্ষিণান্বিত যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও তাদৃশ ফল হয় না. সেই প্রণবের অর্দ্ধমাত্রা ও প্লুত মাত্রাটীই আবার গৃহস্থ যোগিগণের বিশেষ ভাবে আশ্রয়ণীয়। ইহাই ঐশ্বর্য্য-সাধন। ইহারই ফলে যোগীরা অষ্টসিদ্ধি আয়ত্ত করিয়া থাকেন। অতএব দ্বিজ ব্যক্তি সেই মাত্রাতত্ত্বের সাধনে সর্ব্বাসক্ত হইবেন। হে দ্বিজগণ! শুচি, দান্ত, জিতেন্দ্রিয় যোগী এই প্রণব সাধনদ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তাঁহার আর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। ধ্যানপরায়ণ ব্রাহ্মণ যোগদ্বারা ঋক্, যজু, সাম, সমগ্র বেদ ও উপনিষদ - এতৎসমস্তের জ্ঞান সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বভূতের লয় স্থানে লীন হইয়া লয়হীন রূপে পরিণত হয়েন, তাঁহার পুনরায় জন্ম হয় না। তিনি যোগিজনোচিত উৎক্রমণ বিধানে প্রাণত্যাগান্তে শাশ্বত পদ লাভ করেন। ১৭-২৬। যে সকল ব্রাহ্মণ এই চতুর্ম্মুখী বিশ্বরূপাখ্যা প্রকৃতির সাহায্যে ধ্যান সহকারে দিব্য চক্ষুদ্বারা সেই অজা, লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা, আত্মতুল্য বহু প্রজাসৃজনকারিণী, সর্ব্বাদিভূতা প্রকৃতি দেবীকে জানিতে পারেন, তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। সেই প্রকৃতি দেবীকে অজ জীব উপভোগ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে; কিন্তু অপর অজ শিব তাঁহাকে উপভুক্তা জ্ঞানে পরিহার করিয়া থাকেন। সেই প্রকৃতি পুরুষাত্মক প্রণবের সম্যক্ জ্ঞান হইলে আর কদাচ সংসারে বিচরণ করিতে হয় না। এই ওঙ্কারাখ্য অক্ষররূপী ব্রহ্মকে যথাযথ জ্ঞাত হইয়া যে জন ইহার ধ্যান করে, সে সমস্ত বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া সংসারক্ষয়ার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে। তিনি অচল নির্গুণ শিবস্থান প্রাপ্ত হয়েন;

ইত্যেতদ্বৈ ময়া প্রোক্তমোঙ্কারপ্রাপ্তিলক্ষণ ম্॥ নমো লোকেশ্বরায় সঙ্কল্পকল্পগ্রহণায় মহাত্মমুপতিষ্ঠতে তস্মৈ হিতং যদবক্ষ্যণে নমঃ। সর্ব্বব্রহ্মানিনে নির্গুণায় সক্তযোগীশ্বরায় চ। পুষ্করপর্ণমিবাদ্ভির্বিশুদ্ধমিব ব্রহ্মম্ পতিষ্ঠেৎ পবিত্রং পবিত্রাণাং পবিত্রং পবিত্রেণ পরি পূরিতেন পবিত্রেণ হ্রস্বং দীর্ঘাপ্লুতামতি তদেত মোঙ্কারমশব্দস্পর্শমরূপমরসমগন্ধং পর্য্যুপা সীত, অবিদ্যেশানায় বিশ্বরূপো ন তস্য, অবিদ্যেশানায় নমো যোগীশ্বরায়েতি চ, যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়, যেন স্বঃ স্তভিতং, যেন নাকস্তয়োরন্তরিক্ষমিমে বরীয়সো দেবানাং হৃদয়ং বিশ্বরূপো ন তস্য প্রাণাপানৌ পম্যং চাস্তি, ওঁকারো বিশ্ববিশ্বো বৈ যজ্ঞো যজ্ঞো বৈ বেদো বেদো বৈ নমস্কারো নমস্কারো রুদ্রো নমো রুদ্রায় যোগেশ্বরাধিপতয়ে নমঃ। ইতি সিদ্ধিপ্রত্যুপস্থানং সায়ং প্রাতর্মধ্যাহ্নে নম ইতি। সর্ব্বকামফলো রুদ্রঃ॥৩৩
যথা বৃন্তাৎ ফলং পক্বং পবনেন সমীরিতম।
নমস্কারেণ রুদ্রস্য তথা পাপং প্রণশ্যতি॥৩৪
যথা রুদ্রনমস্কারঃ সর্ব্বধর্ম্মফলো ধ্রুবঃ।
অন্যদেবনমস্কারো ন তৎফলমবাপুয়াৎ॥৩৫
তস্মা ত্রমবণং যোগী উপাসীত মহেশ্বরম।
দশবিস্তারকং ব্রহ্ম তথা চ ব্রহ্ম বিস্তরম॥৩৬
ওঙ্কারং সর্ব্বতঃ কালে সর্ব্বং বিহিতবান প্রভুঃ
তেন তেন তু বিষ্ণুত্বং নমস্কারং মহাযশাঃ॥৩৮
নমস্কারস্তথা চৈব প্রণবং স্তবতে প্রভুম্।
প্রণবঃ স্তবতে যজ্ঞং যজ্ঞঃ সংস্তবতে মনুঃ॥৩৮
মনঃ স্তবতি বৈরুদ্রং তস্মাদরুদ্রপদং শিবম।
ইত্যেতানি রহস্যানি যতীনাং বৈ যথাক্রমম॥

ইহাতে সন্দেহ নাই। এই আমি আপনাদিগের নিকট ওঙ্কারপ্রাপ্তিলক্ষণ বর্ণন করিলাম। ২৭-৩২। সর্ব্বসঙ্কল্পাভিজ্ঞ লোকেশ্বরকে নমস্কার। সেই মহানেরই উপসনা করা কর্ত্তব্য। সেই ব্রহ্মকে প্রণাম করাই আপনাদিগের হিতকর। সর্ব্বব্যাপী, নির্গুণ, ভক্ত যোগীদিগের ঐশ্বর্য্যপ্রদাতা, জলসম্পৃক্ত পদ্মপত্রের ন্যায় বিশুদ্ধ ব্রহ্মেরই উপাসনা করিবে। সকল পবিত্রাপেক্ষা পবিত্র, পবিত্র পরিপূরিত, পবিত্রত্রয়, হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত - এই স্বরত্রয়বিশিষ্ট, শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধবর্জ্জিত, অবিদ্যাপতি, যোগী-শ্বরকে নমস্কার। যে তাঁহাকে নমস্কার করে, অবিদ্যা কদাপি তাহার প্রতি প্রভুত্বস্থিত রে সমর্থ হয় না। যিনি অন্তরাত্মাকে উন্নত এবং ভূমিকে দৃঢ় করিয়াছেন, যিনি স্বর্গকে শূন্যমার্গে স্তম্ভিত করিয়াছেন, যিনি দেবগণের হৃদয়স্বরূপ, সেই পরমপুরুষই বিশ্বরূপ। তাঁহার প্রাণাপানাদি নাই, উপমাও নাই। এই ওঙ্কারাখ্য বিশ্বরূপী রুদ্রই যজ্ঞ, বেদ ও নমস্কারাদিরূপে পরিণত হইয়াছেন। সেই যোগেশ্বরাধিপতি রুদ্রদেবকে নমস্কার। এই সিদ্ধিপ্রদায়ক রুদ্রোপস্থান প্রাতর্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্নে পাঠ করিলে। ১৭ ৩৩। পবন যেমন বৃন্তচ্যুত করিয়া পক্বফল স্থানান্তরিত করে, রুদ্রকে নমস্কার করিলেও তদ্রূপ পাপপুঞ্জ দূরীভূত হয়। রুদ্র-প্রণতিদ্বারা যেমন সর্ব্ব ধর্ম্মফল লাভ হয়, অন্য কোন দেবতার প্রণামে তাদৃশ ফলপ্রাপ্তি হয় না। অতএব যোগী ত্রিকালেই সেই জগদবিস্তারকারী মহেশ্বরের উপাসানা বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইবেন। সেই প্রভু সর্ব্বকালে সর্ব্বমূলভূত ওঙ্কারস্বরূপ; নমস্কারমূর্ত্তি বিষ্ণুকে সেই প্রণব স্তব করেন, প্রণব যজ্ঞকে, যজ্ঞ মনকে, এবং মন রুদ্রকে স্তব করে; সুতরাং রুদ্রপদই পরম মঙ্গলাস্পদ সমাশ্রয়ণীয়। যোগীদিগের রহস্যভূত এই সমস্ত তত্ত্ব যে

যস্ত বেদয়তে ধ্যানংস পরং প্রাপুয়াৎ পদম্॥
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ওঙ্কারপ্রাপ্তি-লক্ষণকথনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ॥২০

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ঋষীণামগ্নিকল্পানাং নৈমিষারণ্যবাসিনাম।
ঋষিঃ শ্রুতিধরঃ প্রাজ্ঞঃ সাবর্ণির্নাম নামতঃ॥১
তেষাং সোঽগ্রগতো ভূত্বা বায়ুংবাক্যবিশারদঃ
সাতত্যং তত্র কুর্ব্বন্তং প্রিয়ার্থে সত্রযাজিনাম।
বিনয়েনোপসঙ্গম্য পপ্রচ্ছ স মহাদ্যুতিম॥২

সাবর্ণিরুবাচ।

বিভো পুরাণসম্বদ্ধাং কথাং বৈ বেদসম্মিতাম।
শ্রোতুমিচ্ছামহে সম্যক প্রসাদাৎ সর্ব্বদর্শিনঃ
হিরণ্যগর্ভো ভগবান ললাটান্নীললোহিতম।
কথং তত্তেজসং দেবং লব্ধবান পুত্রমাত্মনঃ॥৪
কথঞ্চ ভগবান জজ্ঞে ব্রহ্মা কমলসম্ভবঃ
রুদ্রত্বঞ্চৈব শর্ব্বস্য শাম্ভজস্য কথং পুনঃ॥৫
কথঞ্চ বিষ্ণো রুদ্রেণ সার্দ্ধং প্রীতিরনুত্তমা।
সর্ব্বে বিষ্ণুময়া দেবাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুময়া গণাঃ॥
ন চ বিষ্ণুসমা কাচিদগতিরন্যা বিধীয়তে
ইত্যেবং সততং দেবা গায়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥
ভবস্য স কথং নিত্যং প্রণামং কুরুতে হরিঃ॥

সূত উবাচ।

এবমুক্তেঽথ ভগবান বায়ুঃ সাবর্ণিমব্রবীৎ।
অহো সাধু ত্বয়া সাধো পৃষ্টঃ প্রশ্নো হ্যনুত্তমঃ॥
ভবস্য পুত্রজন্মত্বং ব্রহ্মনঃ সোঽস্তবদ্যথা।
ব্রহ্মণঃ পদ্মযোনিত্বং রুদ্রত্বং শঙ্করস্য চ॥৯
তাভ্যামপি চ সম্প্রীতির্বিষ্ণোশ্চৈব ভবস্য চ।
যচ্চাপি কুরুতে নিত্যং প্রণামং শঙ্করস্য চ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ শৃণুত ব্রুবতো মম॥১০
মন্বন্তরস্য সংহারে পশ্চিমস্য মহাত্মনঃ॥১১
আসীত্তু সপ্তমঃ কল্পঃ পদ্মো নাম দ্বিজোত্তমাঃ
বারাহঃ সাম্প্রতস্তেষাং তস্য বক্ষ্যামি বিস্তরম্

যোগী জ্ঞাত হইয়া ধ্যানাস্ত হয়, তাহার পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৩৪-৩৯।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

একবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, - নৈমিষারণ্যবাসী অগ্নিকল্প ঋষিদিগের মধ্যে সাবর্ণি নামে এক শ্রুতিধর ঋষি ছিলেন। সেই সত্রযাগ-কারীদিগের সহায়তাকারী বাক্য-বিশারদ ঋষি অগ্রবর্তী হইয়া সহকারে মহাদ্যুতি বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সাবর্ণি কহিলেন, - প্রভো! আপনি সর্ব্বদর্শী, আপনার প্রসাদে আমরা বেদসদৃশ পুরাণনিবদ্ধ কথা সকল যথাযথ শ্রবণ করিতে বাসনা করি। ভগবান হিরণ্যগর্ভ, নিজ ললাট হইতে, অতিতেজস্বী নীললোহিত দেবকে কি প্রকারে পুত্ররূপে লাভ করেন? কমলযোনি ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল কিরূপে? ব্রহ্মনন্দন নীললোহিতের রুদ্রত্বই বা হইল কি প্রকারে? বিষ্ণুর রুদ্রসহ অনুত্তম প্রীতিসঙ্ঘটন হইল কি করিয়া? 'সকল দেবতা বিষ্ণুময়, বিষ্ণুসম অপর আর কোন গতি নাই', দেবগণ সতত এইরূপ গান করিয়া থাকেন। সেই বিষ্ণু, ভবদেবকে নিয়ত প্রণাম করেন কেন? সূত কহিলেন, - এই কথা শুনিয়া ভগবান বায়ু, সাবর্ণিকে কহিলেন, - হে সাধো! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। ব্রহ্মার পুত্ররূপে ভবের জন্মগ্রহণ, পদ্ম হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব, শঙ্করের রুদ্রত্ব, বিষ্ণু ও ভবের পরস্পর সম্প্রীতি, বিষ্ণু যে শঙ্করকে প্রনাম করেন তাহার হেতু - এতৎসমস্তই আমি যথাক্রমে সবিস্তরে বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ করুন। ১-১০। হে দ্বিজোত্তমগণ! ষষ্ঠ কল্পের শেষ মনুর অধিকার কালের অন্তে পদ্ম নামক সপ্তম কল্প প্রবৃত্ত হয়।

সাবর্ণিরুবাচ।
কিয়তা চৈব কালেন কল্পঃ সম্ভবতে কথম।
কিঞ্চ প্রমাণং কল্পস্য তন্নঃ প্রব্রূহি পৃচ্ছতাম॥
বায়ুরুবাচ।
মন্বন্তরাণাং সপ্তানাং কালসংখ্যাং যথাক্রমম।
প্রবক্ষ্যামি সমাসেন ব্রুবতো মে নিবোধত॥
কোটীনাং দ্বে সহস্রে বৈ অষ্টৌ কোটিশতানি চ
দ্বিষষ্টিশ্চ তথা কোট্যোনিযুতানি চ সপ্ততিঃ॥
কল্পার্দ্ধস্য তু সংখ্যায়ামেতৎ সপ্তমুদাহৃতম।
পূর্ব্বোক্তৌ চ গুণচ্ছেদৌ বর্ষাগ্রং লক্ষমাদিশেৎ
শতঞ্চৈব তু কোটীনাং কোটীনামষ্টসপ্ততিঃ।
যে চ শতসহস্রে তু নবতি নযুতানি চ॥১৭
মানুষেণ প্রমাণেন যাবদ্বৈবস্বতান্তরম।
এষ কল্পস্ত বিজ্ঞেয়ঃ কল্পার্দ্ধদ্বিগুণীকৃতঃ॥১৮
অনাগতানাং সপ্তানামেতদেব যথাক্রমম।
প্রমাণং কালসংখ্যায়া বিজ্ঞেয়ং মতমৈশ্বরম॥
নিযুতান্যষ্টপঞ্চাশত্তথাশীতিশতানি চ।
চতুরশীতিশ্চান্যানি প্রযুতানি প্রমাণিতঃ॥২০
সপ্তর্ষয়ো মনুশ্চৈব দেবাশ্চেন্দ্রপুরোগমাঃ।
এতৎকালস্য বিজ্ঞেয়ং বর্ষাগ্রং তু প্রমাণতঃ॥
এষ মন্বন্তরে তেষাং মানুষান্তঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
প্রণবাদ্যাশ্চ যে দেবাঃ সাধ্যা দেবগণাশ্চ যে।
বিশ্বেদেবাশ্চ যে নিত্যাঃ কল্পং জীবন্তি তেগণাঃ
অয়ং যো বর্ত্ততে কল্পো বারাহঃ সতু কীর্ত্ত্যতে
যস্মিন স্বায়ম্ভুবাদ্যাশ্চ মনবশ্চ চতুর্দ্দশ॥২৩
ঋষয় উচুঃ
কস্মাদ্বারাহিকল্পোহয়ং নামতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কস্মাচ্চ কারণাদ্দেবো বরাহ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥
কো বা বরাহো ভগবান কস্য যোনিঃ কিমাত্মকঃ
বরাহঃ কথমুৎপন্ন এতদিচ্ছামি বেদিতুং॥২৫
বায়ুরুবাচ।
বরাহস্তু যথোৎপন্নো যস্মিনর্থে চ কল্পিতঃ।
বারাহশ্চ যথা কল্পঃ কল্পত্বং কল্পনা চ যা॥২৫
কল্পয়োরন্তরং যচ্চ তস্য চাস্য চ কল্পিতম।
তৎসর্ব্বং সম্প্রবক্ষ্যামি যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম॥২৭
তত্র প্রথমঃ কল্পো লোকাদৌ প্রথিতঃ পুরা।

বর্ত্তমান কালে বারাহ কল্প চলিতেছে। সাবর্ণি কহিলেন, - এক একটী কল্প কত কালে কিপ্রকারে সম্ভূত হয়? আর উহার পরিমাণই বা কি? আমরা ইহা জানিতে চাই; আপনি ইহা বলুন। ১১-১৩। বায়ু কহিলেন, - মন্বন্তর সকলের কালসংখ্যা আমি যথাক্রমে বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। দুই সহস্র অষ্টশত কোটি, আর দ্বিষষ্টি কোটি, অষ্ট নিযুত; - ইহা কল্পার্দ্ধের পরিমাণ। ইহার পূর্ব্বভাগ বর্ষ পরিমাণ বলিয়া জ্ঞাতব্য। একশত অষ্টসপ্তত কোটি, দুই লক্ষ নবতি নিযুত, - ইহা বৈবস্বত মন্বন্তর পর্য্যন্তের মানুষ পরিমাণ। কল্পার্দ্ধমানের দ্বিগুণীভূত এই পরিমাণই কল্পপরিমাণ। অনাগত সপ্ত কল্পের এইরূপ পরিমাণই ঈশ্বরানুমোদিত। অষ্ট পঞ্চাশৎ নিযুত, অশীতিশত, চতুরশীতি প্রযুত কাল যাবৎ সপ্তর্ষি, মনু, ইন্দ্রাদি দেবতা, - ইহারা বিদ্যমান থাকেন। এই কালই বর্ষপ্রমাণ। এই মন্বন্তর কালান্তে মানুষগণেরও অন্ত হয়। প্রণবপ্রতিপাদ্য দেবতা, সাধ্য ও বিশ্বদেবতা, ইহারা সকলে নিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ; পরন্তু ইহারা কল্পকালজীবী। বর্ত্তমান কল্প বরাহ নামে প্রসিদ্ধ; ইহাতে স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু আবির্ভূত হয়েন। ১৪-২৩। ঋষিগণ কহিলেন, এই কল্পের নাম বরাহ হইল কেন? সেই দেব বিষ্ণুই বা বরাহ শব্দে কীর্ত্তিত হয়েন কেন? সেই ভগবান বরাহ কে? তিনি কিসের উৎপাদক? তাঁহার স্বরূপই বা কিরূপ? কেমনেই বা তিনি উৎপন্ন হইলেন? ইহা জানিতে বাসনা করি। বায়ু কহিলেন, বরাহ যে নিমিত্ত যে ভাবে উৎপন্ন হয়েন, কল্পের নাম 'বরাহ' হইবার কারণ, কল্পের বর্ণন ও বিবৃতি, উভয় কল্পের অন্তর, - এতসমস্তই যেমন যেমন দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তদনুসারেই বলিতেছি। সমস্ত সৃষ্টির প্রথমে 'ভব' কল্প; সেই কল্পে আনন্দময়

জ্ঞাতব্যো ভগবান যত্র ব্রহ্মনিন্দঃ সম্প্রিতঃ স্বয়ম্
ব্রহ্মস্থানমিদং দিব্যং প্রাপ্তং বা দিব্যসম্ভবম
দ্বিতীয়স্তু ভুবঃ কল্পস্তৃতীয়স্তপ উচ্যতে ।২৯
ভাবশ্চতুর্থো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমো রম্ভ এব চ।
ঋতুকল্পস্তথা ষষ্ঠঃ সপ্তমস্তু ক্রতুঃ স্মৃতঃ।৩০
অষ্টমস্তু ভবেদ্বহ্নির্নবমো হব্যবাহনঃ।
সাবিত্রো দশমঃ কল্পে ভুবস্ত্বেকাদশঃ স্মৃতঃ।
উশিকো দ্বাদশস্তত্র কুশিকশ্চ ত্রয়োদশঃ।
চতুর্দ্দশস্তু গন্ধর্ব্বো গান্ধারো যত্র বৈ স্বরঃ।৩২
উৎপন্নস্তু যথা নাদো গন্ধর্ব্বা যত্র চোত্থিতাঃ।
ঋষভস্তু ততঃ কল্পো জ্ঞেয়ঃ পঞ্চদশো দ্বিজাঃ।
ঋষভো যত্র সম্ভূতঃ স্বরো লোকমনোহরঃ।
ষড়জস্তু ষোড়শঃ কল্পঃ ষড়জনা যত্র চর্ষয়ঃ।৩৪
শিশিরশ্চ বসন্তশ্চ নিদাঘো বর্ষ এব চ।
শরদ্ধেমন্ত ইত্যেতে মানসা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।৩৫
উৎপন্নাঃ ষড়জসংসিদ্ধাঃ পুত্রাঃকল্পে তু ষোড়শে
যস্মজ্জিতৈশ্চ তৈঃ ষড়ভিঃ সদ্যোজাতো মহেশ্বরঃ।৩৬

তস্মাৎ সমুত্থিতঃ ষড়জঃ স্বরস্তৃদধিসন্নিভঃ
ততঃ সপ্তদশঃকল্পো মার্জ্জালীয় ইত স্মৃতঃ।
মার্জ্জলীয়ং তু তৎকর্ম্ম যস্মাদব্রাহ্মকল্পয়ৎ।
ততস্তু মধ্যমো নাম কল্পোহষ্টাদশ উচ্যতে।
যাস্মংস্ত মধ্যমো নাম স্বরো ধৈবতপূজিতঃ
উৎপন্নঃ সর্ব্বভূতেষু মধ্যমো বৈ স্বয়ম্ভুবঃ। ৩৯
ততস্ত্বেকোনবিংশস্তু কল্পো বৈরাজকঃ স্মৃতঃ।
বৈরাজো যত্র ভগবান্মনুর্বৈ ব্রহ্মণঃ সুতঃ।৪০
তস্য পুত্রস্তু ধর্ম্মাত্মা দধীচির্নাম ধার্ম্মিকঃ।
প্রজাপতির্মহাতেজা বভূব ত্রিদশেশ্বরঃ।৪১
অকাময়ত্ত গায়ত্রী যজমানং প্রজাপতিম
তস্মাজ্জজ্ঞে স্বরঃ স্নিগ্ধঃ পুত্রস্তস্য দধীচিনঃ।৪২
ততো বিংশতিমঃ কল্পে নিষাদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
প্রজাপতিস্তু তং দৃষ্টা স্বয়ম্ভুপ্রভবং তদা।৪৩
বিররাম প্রজাঃ স্রষ্টুং নিষাদস্তু তপোহতপৎ।
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।৪৪

জ্ঞেয় ভগবান এবং দিব্যসম্ভব তদীয় আধার ভূত ব্রহ্মস্থান মাত্রেরই উপলব্ধি ছিল। দ্বিতীয় 'ভুব' কল্প, তৃতীয় 'তপঃ' কল্প, চতুর্থ ভাব কল্প, পঞ্চম 'রম্ভ' কল্প, ষষ্ঠ 'ঋতু' কল্প, সপ্তম 'ক্রতু' কল্প, দশম 'সাবিত্র' কল্প, একাদশ 'ভুবঃ'কল্প, দ্বাদশ 'ঔষিক' কল্প, ত্রয়োদশ 'কুশিক' কল্প, চতুর্দ্দশ 'গন্ধর্ব্ব' কল্প, এই কল্পে গান্ধারস্বর সমুৎপন্ন হয়। গান্ধার স্বর হইতেই নাদ এবং গন্ধর্ব্বগণ সম্ভূত হয়। হে দ্বিজগণ! পঞ্চদশ কল্প 'ঋষভ' নামক এই কল্পে লোকমনোহর ঋষভ স্বর উৎপন্ন হয়। ষোড়শ কল্প 'ষড়জ' নামক। ঐ কল্পে ষটসংখ্যক প্রসিদ্ধ ঋষি ছিলেন। তাঁহাদিগের নাম যথা, - শিশির, বসন্ত, নিদাঘ, বর্ষা, শরৎ, ও হেমন্ত। ইঁহারা ব্রহ্মার মানস সন্তান। ষোড়শ কল্পে ইঁহারা ষড়জ হইতে উৎপন্ন হয়েন। এই ছয় জনের জন্ম হওয়ায় সেই মহেশ্বরই যেন সদ্য জন্মগ্রহণ করেন; এজন্য সেই সাগরসম গম্ভীর স্বরের ষড়জ নাম কল্পিত হয়। অতঃপর সপ্তদশ কল্প 'মার্জ্জালীয়' নামে প্রসিদ্ধ। কারণ সেই কল্পে ব্রহ্মপ্রাপক মার্জ্জালীয় কর্ম্ম সৃষ্ট হইয়াছিল। পরে 'মধ্যম' নামক অষ্টাদশ কল্প। উহাতে মধ্যম নামক ধৈবত স্বরাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বর প্রাদুর্ভূত হয়। ব্রহ্মসৃষ্ট লোকমধ্যে সেই স্বর মধ্যম ভাব-সমন্বিত। তার পর 'বৈরাজ' নামক ঊনবিংশ কল্প। ঐ কল্পে ব্রহ্মনন্দন ভগবান বৈরাজ মনু সমুদ্ভূত হয়েন। বৈরাজ মনুর পুত্র দধীচি - প্রজাপতি, অতিশয় ধার্ম্মিক, তেজস্বী ও ত্রিদশগণের প্রধান ছিলেন। একদা তিনি যজন কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলে গায়ত্রীদেবী তাঁহাকে কামনা করেন। তাহাতে সেই দধীচির পুত্ররূপে স্নিগ্ধস্বরের সমুৎপত্তি হয়। তার পর বিংশ কল্প 'নিষাদ' নামে পরিচিত। প্রজাপতি সেই স্বয়ম্ভু সঞ্জাত স্বরকে দেখিয়া প্রজা সৃজনে বিরত হইলেন। নিষাদ তখন তপস্যা করিতে বিরত হইলেন নিষাদ তখন তপস্যা। করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিরাহারে জিতেন্দ্রিয়ভাবে দিব্য সহস্য বৎসর অতি

তমুবাচ মহাতেজা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
ঊর্দ্ধবাহুং তপোগ্লানং দুঃখিতং ক্ষুৎপিপাসিতম্
নিষীদেত্যব্রবীদেনং পুত্রং শান্তং পিতামহঃ
তস্মান্নিষাদঃ সম্ভূতঃ স্বরশ্চ স নিষাদবান্॥৪৬
একবিংশতিমঃ কল্পো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমো দ্বিজাঃ
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ॥
ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রাঃ পঞ্চৈতে ব্রহ্মণঃ সমাঃ
তৈরূর্দ্ধবাদিবিযুক্তৈর্বাগভিরিষ্টো মহেশ্বরঃ॥৪৮
যস্মাৎ পরিগতৈর্গীতঃ পঞ্চভিস্তৈর্মহাত্মভিঃ ।
স্বরশ্চ পঞ্চমঃ সিদ্ধস্তস্মাৎ কল্পশ্চ পঞ্চমঃ॥৪৯
দ্বাবিংশশ্চ তথা কল্পো বিজ্ঞেয়ো মেঘবাহনঃ ।
যত্র তু বিষ্ণুর্মহাবাহুর্মেঘো ভূত্বা মহেশ্বরম্॥৫০
দিব্যং বর্ষসহস্রং তু অবহৎ কৃত্তিবাসসম্ ।
তস্য নিশ্বসমানস্য ভারাক্রান্তস্য বৈ মুখাৎ॥৫১
নিষ্ক্রাম মহাকায়ঃ কালো লোকপ্রকালনঃ ।
যত্ত্বয়ং পঠ্যতে বিপ্রৈর্বিষ্ণুর্বৈ কশ্যপাত্মজঃ॥৫২

ত্রয়োবিংশতিমঃ কল্পো বিজ্ঞেয়শ্চিত্তকস্তথা ।
প্রজাপতিসুতঃ শ্রীমাংশ্চিতিশ্চ মিথুনঞ্চ তৌ॥
ধ্যায়তো ব্রহ্মণশ্চৈব যস্মাচ্চিত্তা সমুত্থিতা ।
তস্মাত্তু চিত্তকঃ সো বৈ কল্পঃ প্রোক্তঃ স্বয়ম্ভুবা
চতুর্ব্বিংশতিমশ্চাপি হ্যাকৃতিঃ কল্প উচ্যতে ।
আকৃতিশ্চ তথা দেবী মিথুনং সম্বভূব হ॥৫৫
প্রজাঃ স্রষ্টুং তথাকৃতিং যস্মাদাহ প্রজাপতিঃ
তস্মাৎ স পুরুষো জ্ঞেয়ঃ আকৃতিঃ কল্পসংজ্ঞিতঃ
পঞ্চবিংশতিমঃ কল্পো বিজ্ঞাতিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
বিজ্ঞাতিশ্চ তথা দেবী মিথুনং সমসূয়ত॥৫৭
ধ্যায়তঃ পুত্রকামস্য মনস্যধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
বিজ্ঞাতং বৈ সমাসেন বিজ্ঞাতিশ্চ ততঃ স্মৃতঃ॥
ষড়্বিংশশ্চ ততঃ কল্পো মন ইত্যভিধীয়তে ।
দেবী চ শঙ্করী নাম মিথুনং সম্প্রসূয়তে॥৫৯
প্রজা বৈ চিন্তমানস্য সৃষ্টিকামস্য বৈ তদা ।
যস্মাৎ প্রজাসম্ভবনাদুৎপন্নশ্চ স্বয়ম্ভুবা॥৬০
তস্মাৎ প্রজাসম্ভবনাদ্ভাবনাস্তবঃ স্মৃতঃ ।
সপ্তবিংশতিমঃ কল্পো ভাবো বৈ কল্পসংজ্ঞিতঃ

বাহিত করিল। ২৪-৪৪ ব্রহ্মা সেই ঊর্দ্ধবাহু, তপঃক্লিষ্ট, দুঃখিত, ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিত শান্ত পুত্রকে "নিষীদ" অর্থাৎ উপবেশন কর; এই কথা কহিলেন। এই জন্য সেই স্বর নিষাদ নামে বিখ্যাত হয়। হে দ্বিজগণ। একবিংশকল্প 'পঞ্চম' নামে খ্যাত। ঐ কল্পে ব্রহ্মার প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, – এই পঞ্চ মানস সন্তান সমুৎপন্ন হয়। ইহারা সদর্থযুক্ত মধুর বাক্যে সেই মহেশ্বরের স্তব করি থাকিল। সিদ্ধ পঞ্চম স্বর, উক্ত প্রাণাদি-পঞ্চকের সহিত মিলিত হইয়া গান করিয়াছিল বলিয়া সেই কল্পের 'পঞ্চম' নামে প্রসিদ্ধি হইয়াছে। দ্বাবিংশ কল্প 'মেঘবাহন' নামে অভিহিত। ঐ কল্পে মহাবাহু বিষ্ণু মেঘাকার পরিগ্রহপূর্ব্বক মহেশ্বর কৃত্তিবাসকে দিব্য সহস্র বৎসর যাবৎ বহন করিয়াছিলেন কশ্যপনন্দন বিষ্ণু ভারাক্রান্ত হইয়া দীর্ঘ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিলে তাঁহার মুখ হইতে তখন লোকসংহারক মহাকায় কাল সমুদ্ভূত হয়েন।

৪৫-৫২। ত্রয়োবিংশ কল্পের নাম চিত্তক উহার সহিত চিতি নাম্নী একটী কন্যাও জন্মে। ইহারা মিথুনভাবেই সমুৎপন্ন হয়। ব্রহ্মা যখন তচ্চিত্ত চিত্ত ছিলেন, তদবস্থায় উহার উৎপত্তি হয় বলিয়া ঐ কল্প তচ্চিত্তক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে চতুর্ব্বিংশ কল্প 'আকুতি' নামক। ঐ কল্পে আকৃত ও আকৃতি নামক মিথুন সমুদ্ভূত হয়। ব্রহ্মা সেই আকৃতিকে প্রজা সৃজন করিতে বলিয়াছিলেন; তজ্জন্য ঐ কল্প আকৃতি নামেই খ্যাত হয় পঞ্চবিংশ কল্প 'বিজ্ঞাতি' নামক। এই কল্পে বিজ্ঞাত ও বিজ্ঞাতি নামক মিথুন জন্মে। ব্রহ্মা সৃষ্টিবিষয়ক ধ্যান করিতে থাকিলে সংক্ষেপে সমস্ত সৃষ্টিচিত্র তাঁহার বিজ্ঞাত হইয়াছিল বলিয়া এই কল্প বিজ্ঞাতি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ষড়্বিংশ কল্পের নাম 'মন'। ইহাতে শঙ্করী দেবী একটী মিথুন উৎপাদন করেন। সৃষ্টিকামী প্রজাপতির প্রজাভিধ্যায়ক প্রজাবিষয়ক

পৌর্ণমাসী তথা দেবী মিথুনং সমপদ্যত।
প্রজা বৈস্রষ্টু কামস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥৬২
ধ্যায়তস্তু পরং ধ্যানং পরমাত্মানমীশ্বরম।
অগ্নিস্তু মণ্ডলী ভূত্বা রশ্মিজালসমাবৃতঃ॥৬৩
ভূবং দিবঞ্চ বিষ্টভ্য দীপ্যতে স তমহাবপুঃ।
ততো বর্ষসহস্রান্তে সম্পূর্ণে জ্যোতিমণ্ডলে॥৬৪
আবিষ্টয়া সহোৎপন্নমপশ্যৎ সূর্য্যমণ্ডলম।
যস্মাদদৃশ্যো ভূতানং ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা॥৬৫
দৃষ্টস্তু ভগবান দেবঃ সূর্য্যঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ।
সর্ব্বে যোগাশ্চ মন্ত্রাশ্চ মণ্ডলেন সহে দ্বিজাঃ॥
যস্মাৎ কল্পো হ্যয়ং দৃষ্টস্তস্মাত্তং দর্শমুচ্যতে।
যস্মান্মনসি সম্পূর্ণো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥৬৭
পুরা বৈ ভগবান সোমঃ পূর্ণমাসীতিতঃ স্মৃতা॥
তস্মাত্তু পর্ব্বদর্শে বৈ পৌর্ণমাসশ্চ যোগিভিঃ।
উভয়োঃ পক্ষয়োর্যোজ্যমাত্মনো হিতকাম্যয়া॥
দর্শঞ্চ পৌর্ণমাসঞ্চ যে যজন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তির্ব্রহ্মলোকাৎ কদাচন॥৭০

যোহনাহিতাগ্নিঃ প্রযতো বীরাধ্বানং
গতোহপি বা।
সমাধায় মনস্তীরং মন্ত্রমুচ্চারয়েচ্ছনৈঃ॥৭১
ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিবস্তং শর্দ্ধো
মারুতং পৃক্ষ ঈশিষে।
ত্বং পাশপঙ্কর্ব্বশিরং পূসা বিধত্তপাসিনা।
ইত্যেব মন্ত্রং মনসা সমাগুচ্চারয়েদ্দ্বিজঃ॥৭২
অগ্নিং প্রবিশতে যস্তু রুদ্রলোকং সগচ্ছতি।
সোমশ্চাগ্নিস্তু ভগবান কালো রুদ্র ইতি শ্রুতিঃ
তস্য দুষঃ প্রবিশেদগ্নিং স রুদ্রান্ন নিবর্ত্ততে।
অষ্টাবিংশ্যোত্তমঃ কল্পো বৃহদিত্যবিসংজ্ঞিতঃ॥৭৪
ব্রহ্মণঃ পুত্রকামস্য স্রষ্টুকামস্য বৈ প্রজাঃ
ধ্যায়মানস্য মনসা বৃহৎসাম রথন্তরম॥৭৫
যস্মাত্তত্র সমুৎপন্নো বৃহতঃ সর্ব্বতোমুখ।
তস্মাত্তু বৃহতঃ কল্পো বিজ্ঞেয়স্তুচিন্তকৈঃ॥৭৬
অষ্টাশীতিতসহস্রাণাং যোজনানাং প্রমাণতঃ।
রথন্তরং তু বিজ্ঞেনং পরমং সূর্য্যমণ্ডলম॥৭৭
তস্মাদগুং তু বিজ্ঞয়মবেদ্যং সূর্য্যমণ্ডলম।
যৎসূর্য্যমণ্ডলং চাপি বৃহৎসাম তু ভিদ্যতে॥৭৮

চিন্তাকালে ঐ কল্প সমুৎপন্ন হয়। সপ্তবিংশ কল্পের নাম 'ভাব'। ইহাতে পৌর্ণমাসী দেবী একটী মিথুন উৎপাদন করেন। প্রজাসৃষ্টিকামী পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইলে তদীয় জ্যৌতির্মণ্ডল অগ্নিরূপে ভূলোক দ্যুলোক সমাচ্ছন্ন করিয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে সহস্র বৎসরান্তে সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ একীভূত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলাকারে পরিণত হইল। ব্রহ্মা পূর্ব্বে অদৃশ্য সেই সূর্য্যমণ্ডল দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং সেই মণ্ডলে সমস্ত যোগ ও মন্ত্রসমূহও তখন দৃষ্ট হইয়াছিল; এজন্য সেই কল্পকে দর্শনামে অভিহিত করা হয়। পুরাকালে সেই সময় ভগবান সোম, ব্রহ্মার মনোমধ্যে পূর্ণরূপে প্রকট হইয়াছিলেন বলিয়া উঁহার পৌর্ণমাসী সংজ্ঞা হয়। অতএব যোগবর্গের উভয়পক্ষের পর্ব্বদিনে দর্শ পৌর্ণমাসে আত্মহিতকামনায় যোগানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যে সকল দ্বিজাতি দর্শ ও পৌর্ণমাসে যজন করেন, তাঁহারা কদাচ ব্রহ্মলোক হইতে মর্ত্তাধামে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন না। ৫৩-৭০ অনাহিতাগ্নি দ্বিজ যদি প্রযত হইয়া বীরপথে প্রবৃত্ত হইয়া মনঃসমাধান সহকারে শনৈঃ শনৈঃ এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করেন, তবে তাঁহার রুদ্রলোকে গতি হয়। অগ্নিই সোম, কাল এবং রুদ্র। এইরূপ শ্রুতি আছে। অতএব যে জন অগ্নিতে প্রবেশ করে, তাহার রুদ্রত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অষ্টাবিংশ কল্পের নাম 'বৃহৎ' প্রজোৎপাদন মানসে ধ্যানপরায়ণ ব্রহ্মার অন্তঃকরণ হইতে বৃহৎ সাম ও রথন্তর প্রাদুর্ভূত হয়। ঐ কল্পে সর্ব্বব্যাপী বৃহৎ সমুৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া ঐ কল্পকে বৃহৎ কল্প নামে অভিহিত করা হয়। তত্ত্বচিন্তকগণ এইরূপই নিরুক্তি করিয়াছেন রথন্তর, সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্গত অষ্টাশীতি সহস্র যোজন পরিমাণ। এই জন্যই সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করা কঠিন। পরন্তু

উৎপন্নস্তু মহাতেজাঃ কুমারঃ পাবকোপমঃ॥১০
ভীমং মুখং মহারৌদ্রং সুঘোরং শ্বেতলোহিতম্
দীপ্তং দীপ্তেন বপুষা মহাস্যঃ শ্বেতবর্চ্চসম্॥
তং দৃষ্টা পুরুষঃ শ্রীমানস ব্রহ্মা বৈ বিশ্বতোমুখঃ
কুমারং লোকধাতারং বিশ্বরূপং মহেশ্বরম্॥১২
পুরাণপুরুষং দেবং বিশ্বাত্মা যোগিনাং বরম।
ববন্দে দেবদেবেশং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥১৩
হৃদি কৃত্ব মহাদেবং পরমাত্মানমীশ্বরম।
সদ্যোজাতং ততো ব্রহ্ম ব্রহ্মা বৈ সমচিন্তয়ৎ
জ্ঞাত্বা মুমোচ দেবেশো হৃষ্টো হাসং জগৎপতিঃ
ততোঽস্য পার্শ্বতঃ শ্বেতা ঋষয়ো ব্রহ্মবর্চ্চসঃ॥
প্রাদুর্ভূতা মহাত্মানঃ শ্বেতমাল্যানুলেপনাঃ।
সুনন্দো নন্দকশ্চৈব বিশ্বনন্দোঽথ নন্দনঃ॥১৬
শিষ্যাস্তে বৈ মহাত্মানো যৈস্তু ব্রহ্ম ততো বৃতম॥
তস্যাগ্রে শ্বেতবর্ণাভঃ শ্বেতনামা মহামুনিঃ॥১৭
বিজজ্ঞেঽথ মহাতেজা যস্মাজ্জজ্ঞে নরস্তুসৌ।
তত্র তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে সদ্যোজাতং মহেশ্বরম্॥
তস্মাদ্বিশেশ্বরং দেবং যে প্রপদ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ
প্রাণায়ামপরা যুক্তা ব্রহ্মণি ব্যবসায়িনঃ॥১৯
তে সর্ব্বে পাপনির্ম্মুক্তা বিমলা ব্রহ্মবর্চ্চসঃ।
ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি চ॥২০

বায়ুরুবাচ।

ততস্ত্রিংশত্তমঃ কল্পো রক্তো নাম প্রকীর্ত্তিতঃ
রক্তো যত্র মহাতেজা রক্তবর্ণমধারয়ৎ॥২১
ধ্যায়তঃ পুত্রকামস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রাদুর্ভূতো মহাতেজাঃ কুমারো রক্তবিগ্রহঃ॥২২
রক্তমাল্যাম্বরধরো রক্তনেত্রঃ প্রতাপবান।
স তং দৃষ্টা মহাদেবং কুমারং রক্তবাসসম্॥২৩
ধ্যানযোগং পরং গত্বা বুবুধে বিশ্বমীশ্বরম।
স তং প্রণম্য ভগবান ব্রহ্মা পরমযন্ত্রিতঃ।
বামদেবং ততো ব্রহ্মা ব্রহ্মাত্মকং ব্যচিন্তয়ৎ॥২৪
এবং ধ্যাতো মহাদেবো ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা॥২৫
মনসা প্রীতিযুক্তেন পিতামহমথাব্রবীৎ।
ধ্যায়তা পুত্রকামেণ যস্মাত্তেঽহং পিতামহ॥২৬
দৃষ্টঃ পরময়া ভক্ত্যা ধ্যানযোগেন সত্তম।
তস্মাদ্ধ্যানং পরং প্রাপ্য কল্পে মহাতপাঃ

মূর্ত্তি। শ্রীমান, লোকপিতামহ ব্রহ্মা, সেই ব্যাদিতবদন ভীমাকার শ্বেত-লোহিত পুরুষকে দেখিয়া লোকধাতা, বিশ্বরূপ, পুরাণ পুরুষ, বিশ্বাত্মা, যোগিবর, দেবদেবেশ মহেশ্বরই এই রূপ ধারণ করিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন, এবং অন্তরে সেই পরমাত্মা সদ্যোজাত পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন। সেই জগৎপতি শ্বেতদেব, ব্রহ্মার মনোভাব জানিতে পারিয়া হৃষ্টভাবে উচ্চহাস্য করিলেন। তাহাতে তদীয় পার্শ্বদেশ হইতে শ্বেতমাল্যানুলেপন, শ্বেতবর্ণ, ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন, মহাত্মা ঋষিগণ প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাহাদিগের নাম, - সনন্দ, নন্দক, বিশ্বনন্দ ও নন্দন। ৮-১৬। ইঁহারা ব্রহ্মস্বরূপ শ্বেতদেবের শিষ্য হইলেন। অতঃপর শ্বেতদেবের অগ্রভাগে শ্বেতবর্ণ, শ্বেতনামক মহামুনি আবির্ভূত হয়েন। এই শ্বেতমুনি হইতেই নরঋষির উদ্ভব হয়। যে সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগযুক্ত প্রাণায়ামপরায়ণ দ্বিজ, সেই সদ্যোজাত বিশ্বেশ্বর দেবের শরণাপন্ন হয়েন, তাঁহারা পাপহীন বিমল ব্রহ্মতেজোময় হইয়া ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া থাকেন। বায়ু কহিলেন, - অতঃপর ত্রিংশ কল্প; উহা রক্ত নামে প্রসিদ্ধ এই কল্পে ব্রহ্মা পুত্রকামনায় ধ্যানাসক্ত হইলে, রক্তবর্ণ, রক্তমাল্যানুলেপনধারী, রক্তনেত্র, এক পুরুষ প্রাদুর্ভূত হয়েন। ব্রহ্মা সেই রক্ত কুমারকে দেখিয়া ধ্যানাবলম্বনে তাঁহাকে বিশ্বেশ্বরেরই অবতার বোধে বিনম্রভাবে প্রণামান্তে ব্রহ্মাত্মক বামদেবকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৭-২৪। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা, এই প্রকারে ধ্যান করিতে থাকিলে মহাদেব প্রীতিযুক্ত চিত্তে সেই পিতামহকে কহিলেন, - হে মহাসত্ত্ব, মহাতপা, সত্তম, পিতামহ! তুমি পুত্রকামনায় ধ্যানস্থ হইয়া পরম ভক্তি সহকারে ধ্যানযোগদ্বারা আমাকে দর্শন করিয়াছ;

বেৎস্যসে মাং মহাসত্ত্ব লোকধাতারমীশ্বরম।
এবমুক্তা ততঃ শর্ব্বস্তুট্টহাসং মুমোচ হ॥২৮
ততস্তস্য মহাত্মানশ্চত্বারশ্চ কুমারকাঃ।
সম্বভূর্বুর্মহাত্মানো বিরেজুঃ তত্ত্ববুদ্ধয়ঃ॥২৯
বিরজশ্চ বিবাহশ্চ বিশোকো বিশ্বভাবনঃ।
ব্রহ্মণ্যা ব্রহ্মণস্তুল্যা বীরা অধ্যবশায়িনঃ॥৩০
রক্তাম্বরধরাঃ সর্ব্বে রক্তমাল্যানুলেপনাঃ।
রক্তভস্মানুলিপ্তাঙ্গা রক্তাস্যা রক্তলোচনাঃ॥
ততো বর্ষসহস্রান্তে ব্রহ্মণ্যা ব্যবসায়িনঃ।
গৃণন্তশ্চ মহাত্মানো ব্রহ্ম তদ্বামদৈবিকম॥৩২
অনুগ্রহার্থং লোকানাং শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া
ধর্ম্মোপদেশমখিলং কৃত্বা তে ব্রাহ্মণাঃ স্বয়ম॥
পুনরেব মহাদেবং প্রবিষ্টা রুদ্রমব্যয়ম।
যেহপি চান্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠা যুঞ্জানা বামমীশ্বরম॥
প্রপদ্যন্তি মহাদেবে তদ্ভক্তাস্তৎপরায়ণাঃ।
তে সর্ব্বে পাপনির্ম্মুক্তা বিমলা ব্রহ্মবর্চসঃ।
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম॥৩৬

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে
কল্পসংখ্যানিরূপণং নাম
দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ॥২২॥

এজন্য কল্পে কল্পে পরম ধ্যানাবলম্বনে লোকধাতা ঈশ্বররূপী আমাকে জানিতে পারিবে। ভগবান সর্ব্ব এই বলিয়া অট্টহাস্য করিলেন। তাহাতে মহাত্মা, তত্ত্ববুদ্ধি চারিটী কুমার প্রাদুর্ভূত হইলেন তাঁহাদিগের নাম বিরজ, বিবাহ, বিশোক ও বিশ্বভাবন। তাঁহারা বীর, অধ্যবসায়ী, ব্রহ্মপরায়ণ ও সকলেই ব্রহ্মার সদৃশ। সকলেই রক্ত বসন-পরিধান, রক্তমাল্যানুলেপন, রক্ত ভস্মে অনুলিপ্তাঙ্গ, রক্তমুখ ও রক্তলোচন। ব্রহ্মপরায়ণ অধ্যবসায়ী বামদেবপ্রণীত বিধানে ব্রহ্মারাধনরত, মহাত্মারা অতঃপর সহস্র বৎসর যাবৎ লোকানুগ্রহকামনায় ও শিষ্যদিগের হিতবিধান মানসে সমগ্র শৈব ধর্ম্মের উপদেশ করিয়া পুনরায় সেই মহাদেব রুদ্রদেবে প্রবিষ্ট হয়েন. যে সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠ বামদেব মহেশ্বরের

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়।

বায়ুরুবাচ।

একবিংশত্তমঃ কল্পঃ পীতবাসা ইতি স্মৃতঃ।
ব্রহ্মা যত্র মহাতেজাঃ পীতবর্ণত্বমাগতঃ॥১
ধ্যায়তঃ পুত্রকামস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রাদুর্ভূতো মহাতেজাঃ কুমারঃ পীতবস্ত্রবান॥২
পীতগন্ধানুলিপ্তাঙ্গঃ পীতমাল্যধরো যুবা।
পীতযজ্ঞোপবীতশ্চ পীতোষ্ণীষো মহাভুজঃ॥৩
তং দৃষ্টা ধ্যানসংযুক্তং ব্রহ্মা লোকেশ্বরং প্রভুম্
মনসা লোকধাতারং ববন্দে পরমেশ্বরম্ ॥৪
ততো ধ্যানগতস্তত্র ব্রহ্মা মাহেশ্বরীং পরাম্।
অপশ্যদগাং বিরূপাক্ষ মহেশ্বরমুখচ্যুতাম্ ॥৫

উপাসনায় সমাসক্ত হইয়া ভক্তিসহকারে তদেকপরায়ণ চিত্তে যোগানুষ্ঠান দ্বারা সেই ঈশ্বর বামদেবের শরণাপন্ন হয়েন, তাঁহারা পাপ-সংস্পর্শ বর্জ্জিত বিমল ব্রহ্মতেজোযুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে পুনর্জন্মহীন গতি প্রাপ্ত হয়েন। ২৫-৩৫।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন, - একত্রিংশৎ কল্পের নাম পীতবাসা। এই কল্পে মহাতেজা ব্রহ্মা পীতবর্ণ হইয়াছিলেন। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা পুত্রকামনায় যখন ধ্যান করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার দেহ হইতে এক কুমার প্রাদুর্ভূত হন। এই কুমার অতি তেজস্বী। ইনি পীত বস্ত্র ও পীত মাল্য-ধারী। ইহার অঙ্গ পীতগন্ধে অনুলিপ্ত। ইনি পীতযজ্ঞোপবীত ওপীত উষ্ণীষধারী, মহাভুজ যুবা পুরুষ। ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মা এই কুমারকে দেখিয়া মনে মনে লোক-বিধাতা পরমেশ্বরকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর ধ্যাননিষ্ঠ ব্রহ্মা দেখিলেন, - পরাৎপরা মাহেশ্বরী দেবী স্বীয় রূপ বিকৃত করিয়া গোরূপে মহেশ্বরের মুখ হইতে বিচ্যুত হইলেন। সেই সর্ব্বতো

চতুষ্পদাং চতুর্বক্ত্রাং চতুর্হস্তাং চতুস্তনীম।
চতুর্নেত্রাং চতুঃশৃঙ্গীং চতুর্দংষ্ট্রাং চতুর্মুখীম্ ॥৬
দ্বাত্রিংশল্লোকসংযুক্তামীশ্বরীং সর্ব্বতোমুখীম।
সতাং দৃষ্ট্বা মহাতেজা মহাদেবীং মহেশ্বরীম॥
পুনরাহ মহাদেবঃ সর্ব্বদেবনমস্কৃত।
মতিঃ স্মৃতির্বুদ্ধিরিতি গায়মানঃ পুনঃপুনঃ॥৮
এহ্যেহীতি মহাদেবীং সোঽতিষ্ঠৎ প্রাঞ্জলির্ বিভুম্
বিশ্বমাবৃত্য যোগেন জগৎ সর্ব্বং বশী কুরু॥৯
অথোবাচ মহাদেবো রুদ্রাণী ত্বং ভবিষ্যসি।
ব্রাহ্মণানাং হিতার্থায় পরমার্থে ভবিষ্যসি॥১১
অথৈনাং পুত্রকামস্য ধ্যায়তঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রদদৌ দেবদেবেশশ্চতুষ্পাদাং মহেশ্বরীম্ ॥
ততস্তাং ধ্যানযোগেন বিদিত্বা পরমেশ্বরীম।
ব্রহ্মা লোকনমস্কার্য্যঃ প্রপন্ন তাং মহেশ্বরীম্॥
গায়ত্রীং তু ততো রৌদ্রীং ধ্যাত্বা ব্রহ্মা
সুযন্ত্রিতঃ।

ইত্যেতাং বৈদিকীং বিদ্যাং রৌদ্রীং গায়ত্রী-
মর্পিতাম॥১৩
জপিত্বা তু মহাদেবীং রুদ্রলোকনমস্কৃতাম
প্রসন্নস্তু মহাদেবং ধ্যানযুক্তেন চেতসা॥১৪
ততস্তস্য মহাদেবো দিব্যং যোগং পুনঃ স্মৃতম্
ঐশ্বর্য্যং জ্ঞানসম্পত্তিং বৈরাগ্যঞ্চ দদৌ পুনঃ॥
অথাট্টহাসং মুমুচে ভীষণং দারুণীশ্বরঃ
ততোঽস্য সর্ব্বতো দীপ্তাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ
কুমারকাঃ॥১৬
পীতমাল্যাম্বরধরাঃ পীতগন্ধবিলেপনাঃ।
পীতোষ্ণীষশিরাশ্চৈব পীতাস্যাঃ পীতমূর্দ্ধজাঃ
ততো বর্ষসহস্রান্তে উষিত্বা বিমলৌজসঃ॥১৭
যোগাত্মানস্ততঃ স্নাতা ব্রাহ্মণানাং হিতৈষিণঃ
ধর্ম্মযোগবলোপেতা ঋষীণাং দীর্ঘসত্রিণাম।
উপদিশ্য তু তে যোগং প্রবিষ্টা রুদ্রমীশ্বরম॥
এবমেতেন বিধিনা প্রপন্না যে মহেশ্বরম।
অন্যেঽপি নিয়তাত্মানো ধ্যানযুক্তাজ্জিতেন্দ্রিয়াঃ

মুখী ঈশ্বরী চতুষ্পদা, চতুর্ব্বক্ত্রা, চতুর্হস্তা, চতুস্তনী, চতুর্নেত্রা, চতুঃশৃঙ্গী, চতুর্দ্দশনা, চতুরাননা ও দ্বাত্রিংশৎ লোক-সমন্বিতা, সর্ব্বদেব-বন্দিত মহাতেজা মহেশ্বর সেই মহাদেবী মহেশ্বরীকে দেখিয়া পুনঃপুন এই বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন যে, দেবি। তুমিই মতি, তুমিই স্মৃতি এবং তুমিই বুদ্ধি; তুমি এস এস। মহাদেবের এই কথায় মহাদেবী বদ্ধাঞ্জলি হইয়া উত্থিত হইলেন। মহাদেব বলিলেন, - দেবি। তুমি এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ; যোগবলে সমগ্র জগৎ বশীভূত কর. আপচ ভাবীকালে রুদ্রাণী হইয়া মহাদেবসহ তোমাকে বাস করিতে হইবে, এবং ব্রাহ্মণদিগের হিতবিধানের জন্য তুমি পরমোত্তম পদার্থরূপে প্রতিভাত হইবে। দেব দেব এই বলিয়া সেই চতুষ্পদা গোরূপিণী মাহেশ্বরীকে ধ্যাননিষ্ঠ পুত্রপ্রার্থী ব্রহ্মার হস্তে অর্পণ করিলেন। লোকপূজ্য ব্রহ্মা ধ্যানযোগে সেই মহেশ্বরীকে বিদিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে রৌদ্রী গায়ত্রী জ্ঞানে ধ্যান করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবদেবার্পিত সেই রৌদ্রী বৈদিকী বিদ্যা রুদ্রলোক-নমস্কৃতা মহাদেবী গায়ত্রীকে জপ করিয়া পরে ধ্যানসক্ত চিত্তে মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর মহাদেব ব্রহ্মাকে দিব্যযোগ ঐশ্বর্য্য জ্ঞানসম্পত্তি ও বৈরাগ্য দান করিলেন। ১-১৫। অনন্তর ঈশ্বর এক ভীষণ উজ্জ্বল অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহাতে তাঁহার দেহের সর্ব্বস্থান হইতে দীপ্তিসম্পন্ন বহুকুমার প্রাদুর্ভূত হইলেন। এই কুমারগণ সকলেই পীতমাল্য ও পীতবস্ত্রধারী, পীতগন্ধে অনুলিপ্ত, পীতকেশ, পীতাস্য ও পীতবর্ণ উষ্ণীষধারী। এই সকল বিশালতেজা কুমার সহস্রবর্ষ বাস করিবার পর যোগাসক্তচিত্ত, স্নাত, দ্বিজগণের হিতৈষী এবং ধর্ম্ম ও যোগবলান্বিত হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ যজ্ঞানুষ্ঠায়ী ঋষিগণকে যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক জগদীশ্বর রুদ্রের দেহে প্রবেশ করেন। এইরূপ বিধানে অন্য যে সকল জিতেন্দ্রিয়, ধ্যানাসক্ত ব্যক্তি মহেশ্বরের

তে সর্ব্বে পাপমুৎসৃজ্য বিরজা ব্রহ্মবর্চ্চসঃ।
প্রবিশন্তি মহাদেবং রুদ্রং তে ত্বপুনর্ভবাঃ॥২১

বায়ুরুবাচ।

ততস্তস্মিন গতে কল্পে পীতবর্ণে স্বয়ম্ভুবঃ।
পুনরন্যঃ প্রবৃত্তস্তু সিতকল্পো হি নামতঃ॥২২
একার্ণবে তদা বৃত্তে দিব্যে বর্ষসহস্রকে।
স্রষ্টুকামঃ প্রজা ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ॥২৩
তস্য চিন্তয়মানস্য পুত্রকামস্য বৈ প্রভোঃ।
কৃষ্ণঃ সমভবদ্বর্ণো ধ্যায়তঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ২৪
অথাপশ্যন্মহাতেজাঃ প্রাদুর্ভূতং কুমারকম্।
কৃষ্ণাণং মহবীর্য্যং দীপ্যমানং স্বতেজসা॥২৫
কৃষ্ণাম্বরধরোষ্ণীষং কৃষ্ণযজ্ঞোপবীতিনম্।
কৃষ্ণেন মৌলিনা যুক্তং কৃষ্ণস্রগনুলেপনম্॥২৬
স তং দৃষ্টা মহাত্মানমমরং ঘোরমন্ত্রিণম্।
ববন্দে দেবদেবেশং বিশ্বেশং কৃষ্ণপিঙ্গলম্॥
প্রাণায়ামপরঃ শ্রীমান হৃদি কৃত্বা মহেশ্বরম্
মনসা ধ্যানসংযুক্তং প্রপন্নস্তু যতীশ্বরম্।
অঘোরেতি ততো ব্রহ্মা ব্রহ্ম এবানুচিন্তয়ন্॥
এবং বৈ ধ্যায়তস্তস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
মুমোচ ভগবান রুদ্র অট্টহাসং মহাস্বনম্॥২৯
অথাস্য পার্শ্বতঃ কৃষ্ণাঃ কৃষ্ণস্রগনুলেপনাঃ॥
চত্বারস্তু মহাত্মানঃ সম্বভূবুঃ কুমারকাঃ।
কৃষ্ণাঃ কৃষ্ণাম্বরোষ্ণীষাঃ কৃষ্ণাস্যাঃ কৃষ্ণবাসসঃ
ততোঽট্টহাসঃ সুমহান্ হুঙ্কারশ্চৈব পুষ্কলঃ
নমস্কারশ্চ সুমহান পুনঃ পুনরুদীরিতঃ॥৩২
ততো বর্ষসহস্রান্তে যোগাত্তৎপারমেশ্বরম্।
উপাসিত্বা মহাভাগাঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদুস্ততঃ॥
যোগেন যোগসম্পন্নাঃ প্রবিশ্য মনসা শিবম্।
অমলং নির্গুণং স্থানং প্রবিষ্টা বিশ্বমীশ্বরম্॥
এবমেতেন যোগেন যে চাপ্যন্যে দ্বিজাতয়ঃ।

শরনাপন্ন হন, তাঁহারও নিষ্পাপ, বিরজস্ক, ও ব্রহ্মতুল্য তেজস্বী হইয়া অন্তে মহাদেব রুদ্রের দেহে প্রবেশ করিতে পারেন। তাঁহাদের কখন পুনর্জ্জন্ম ঘটে না বায়ু বলিলেন, - অনন্তর ব্রহ্মার সেই পীতবর্ণ কল্প অতীত হইলে, পুনরায় সিত নামক অন্য কল্প প্রবৃত্ত হয়। তখন দিব্য সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত জগৎ একার্ণবীভূত হইবার পর ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি-কামনায় দুঃখিত-চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি পুত্র-কামনায় চিন্তামগ্ন হইয়া ধ্যানস্থ হইলে, তদীয় বর্ণ কৃষ্ণ হইল। অনন্তর সেই মহাতেজা ব্রহ্মা দেখিলেন, - এক কুমার উৎপন্ন হইল ঐ কুমার - কৃষ্ণবর্ণ, মহাবীর্য্য, স্বীয়তেজে দীপ্যমান, কৃষ্ণাম্বর-পরিধায়ী, কৃষ্ণবর্ণ উষ্ণীষধারী, কৃষ্ণবর্ণ-যজ্ঞোপবীত, কৃষ্ণ মৌলিশালী, এবং কৃষ্ণমাল্য ও কৃষ্ণবর্ণ অনুলেপনধারী ব্রহ্মা সেই মহাত্মা দেবকুমারকে, দেখিয়া কৃষ্ণ-পিঙ্গলাঙ্গ দেবদেবাধিপতি বিশ্বেশ্বরকে বন্দনা করিলেন। শ্রীমান ব্রহ্মা প্রাণায়াম করিলেন-করিয়া হৃদয়ে মহেশ্বরকে ধ্যান করিলেন এবং মনে মনে সেই ধ্যাননিষ্ঠ যতীশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা 'অঘোর' ইত্যাদি মন্ত্রে অনুক্ষণ পর ব্রহ্মেরই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৬-২৮। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এইরূপে ধ্যানাসক্ত হইলে ভগবান রুদ্র ঘোর রবে এক অট্টহাস্য করিলেন। অনন্তর তাঁহার পার্শ্ব হইতে চারিজন মহাত্মা কুমার প্রাদুর্ভূত হইলেন। এই কুমারগণ সকলেই কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণমাল্য ও কৃষ্ণানুলেপনধারী। ইঁহাদের পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ অম্বর, মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ উষ্ণীষ, ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণাস্য ও কৃষ্ণবাসা। তৎকালে কুমারগণ সকলেই মহান্ হুঙ্কার সহকারে অট্টহাস্য করিলেন এবং বারম্বার নমস্কারবাক্য উচ্চারণ করিলেন। অনন্তর সহস্রবর্ষ পরে যোগবলে তাঁহারা পরমেশ্বর-পদের উপাসনা করিয়া তাঁহাদের শিষ্যদিগকে সেই যোগ-রহস্য প্রদান করিলেন। সেই মহাভাগ কুমারগণ যোগসম্পন্ন হইয়া মনে মনে শিবধ্যান করিতে করিতে বিশ্বেশ্বরের নির্ম্মল নির্গুণ পদে যোগাবলম্বনে অন্যান্য দ্বিজাতিগণের মধ্যেও যাঁহারা

স্মরিষ্যন্তি বিধানজ্ঞা গন্তারো রুদ্রমব্যয়ম্॥৩৬
ততস্তস্মিন্ গতে কল্পে কৃষ্ণরূপে ভয়ানকে।
অন্যঃ প্রবর্ত্তিতঃ কল্পো বিশ্বরূপস্তু নামতঃ॥
বিনিবৃত্তে তু সংহারে পুনঃ সৃষ্টে চরাচরে।
ব্রহ্মণঃ পুত্রকামস্য ধ্যায়তঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥৩৭
প্রাদুর্ভূতা মহানাদা বিশ্বরূপা সরস্বতী
বিশ্বমাল্যাম্বরধরং বিশ্বযজ্ঞোপবীতিনম্॥৩৮
বিশ্বোষ্ণীষং বিশ্বগন্ধং বিশ্বস্থানং মহাভুজম্।
অথ তং মনসা ধ্যাত্বা যুক্তাত্মা বৈ পিতামহঃ॥
ববন্দে দেবমীশানং সর্ব্বেশং সর্ব্বগং প্রভুম্।
ওমীশান নমস্তেঽস্তু মহাদেব নমোঽস্তু তে।
এবং ধ্যানগতং তত্র প্রণমন্তং পিতামহম্।
উবাচ ভগবানীশঃ প্রীতোঽহং তে কিমিচ্ছসি
ততস্তু প্রণতো ভূত্বা বাগভিঃ স্তুত্বা মহেশ্বরম্
উবাচ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রীতঃ প্রীতেন চেতসা॥

যদিদং বিশ্বরূপং তে বিশ্বগং বিশ্বমীশ্বরম্।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি কশ্চায়ং পরমেশ্বরঃ॥৪৩
কৈষা ভগবতী দেবী চতুষ্পাদা চতুর্ম্মুখী।
চতুঃশৃঙ্গী চতুর্ব্বক্ত্রা চতুর্দ্দন্তা চতুঃস্তনী॥৪৪
চতুর্হস্তা চতুর্নেত্রা বিশ্বরূপা কথং স্মৃতা।
কিন্নামধেয়া কোঽস্যাত্মা কিংবীর্য্যা বাপি কর্ম্মতঃ

মহেশ্বর উবাচ।

রহস্যং সর্ব্বমন্ত্রাণাং পাবনং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
শৃণুষ্বৈতৎপরং গুহ্যমাদিসর্গে যথাতথম্॥৪৬
অয়ং যো বর্ত্ততে কল্পো বিশ্বরূপস্ত্বসৌ স্মৃতঃ।
যস্মিন্ ভবাদয়ো দেবাঃ ষটত্রিংশন্মনবঃ স্মৃতাঃ
ব্রহ্মস্থানমিদং ব্যপি যদা প্রাপ্তং ত্বয়া বিভো।
তদা প্রভৃতি কল্পশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশত্তমো হ্যয়ম্ ॥৪৮
শতং শতসহস্রাণামতীতা যে স্বয়ম্ভুবঃ।
পুরস্তাত্তব দেবেশ তান শৃণুষ মহামুনে॥৪৯
আনন্দস্তু স বিজ্ঞেয় আনন্দত্বে মহাতপঃ।

যথাবিধি শিব স্মরণ করিবেন, তাঁহারাও অব্যয় রুদ্রপদ প্রাপ্ত হইবেন। ২৯-৩৫। অনন্তর সেই ভীষণ কৃষ্ণরূপ কল্প অতীত হইলে, বিশ্বরূপ নামে অপর এক কল্প প্রবর্ত্তিত হয়। কল্পান্ত কালীন সংহারকার্য্য সমাপ্ত হইবার পর পুনরায় চরাচর জগতের সৃষ্টি আরম্ভ হইল। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা পুত্র কামনায় ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন মহানাদশালিনী বিশ্বধারিণী সরস্বতী প্রাদুর্ভূত হইলেন পিতামহ যোগাসক্তচিত্তে - বিশ্বমাল্য ও বিশ্ববসনধারী, বিশ্বযজ্ঞোপবীতী বিশ্বোষ্ণীষশালী, বিশ্বগন্ধি, বিশ্বস্থ, মহাভুজ, সর্ব্বগামী, সর্ব্বেশ্বর ঈশানদেবকে মনে মনে ধ্যান করিয়া বন্দনা করিলেন এবং বলিলেন, - হে মহাদেব! তোমায় আমি নমস্কার করি। তখন এইরূপে ধ্যানাসক্ত প্রণতি-পরায়ণ পিতামহকে দেখিয়া ভগবান ঈশান বলিলেন, - আমি প্রীত হইয়াছে। তোমার অভিপ্রায় কি বল? অনন্তর ভগবান ব্রহ্মা প্রণতভাবে মহেশ্বরের স্তব করিয়া প্রীতচিত্তে মহেশ্বরকে বলিলেন, - দেব। আপনার এই যে বিশ্বগামী, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, আমি ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। কে এই পরমেশ্বর? আর যিনি চতুষ্পদা, চতুর্ম্মুখী, চতুঃশৃঙ্গী, চতুর্বক্ত্রা, চতুর্দ্দন্তা, চতুঃস্ত নী, চতুর্হস্তা, চতুর্নেত্রা, বিশ্বরূপা ভগবতী দেবী, ইনিই বা কে? কিরূপে ইহাঁর আবির্ভাব? ইনি কোন নামে পরিচিতা? ইহার স্বরূপ কি ? বীর্য্য কিরূপ? এবং কর্ম্মই বা কি? ৩৬-৪৫। মহেশ্বর কহিলেন, - ইহা সর্ব্ব মন্ত্রের রহস্য, পবিত্র পুষ্টিবর্দ্ধন। আদি সৃষ্টির এই পরম গুহ্যতত্ত্ব যথাযথ শ্রবণ কর। এই যে বর্ত্তমান কল্প, ইহার নাম বিশ্বরূপ। ভবাদি দেবগণ এই কল্পের ষট্‌ত্রিংশৎ মনু। হে বিভো! যখন হইতে তুমি এই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই হইতে এই ত্রয়স্ত্রিংশত্তম কল্প চলিয়া আসিতেছে। হে দেবেশ! তোমার সমক্ষেই যে শত শত সহস্র সহস্র স্বয়ম্ভূ অতীত হইয়াছেন; হে মহামুনে! তঁহাদের কথা শ্রবণ কর এই তুমি পূর্ব্বে আনন্দ নামে পরিচিত ছিলে, তখন তোমা কর্ত্তৃক বহু তপস্যা

গালবস্যগোত্রেতপসা মম পুত্রত্বমাগতঃ॥৫৩
ত্বয়ি যোগশ্চ সাংখ্যঞ্চ তপো বিদ্যাবিধিঃ ক্রিয়া
ঋতং সত্যঞ্চ যদ্ব্রহ্ম অহিংসা সন্ততিক্রমাঃ॥
ধ্যানং ধ্যানবপুঃ শান্তিবিদ্যাবিদ্যা মতির্ধৃতিঃ
কান্তিঃ শান্তিঃ স্মৃতির্মেধা লজ্জা শুদ্ধিঃ সরস্বতী
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়া চৈব লজ্জা শান্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা
ষড়বিংশত্তদগুণা যেষা দ্বাত্রিংশাক্ষরসংজ্ঞিতা
প্রকৃতিং বিদ্ধি তাং ব্রহ্মন্ত্বৎপ্রসূতিং মহেশ্বরীম্
সৈষা ভগবতী দেবী তৎপ্রসূতিঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
চতুর্মুখী জগদযোনিঃ প্রকৃতির্গৌঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
প্রধানং প্রকৃতিশ্চৈব যদাহুস্তত্ত্বচিন্তকাঃ॥৫৬
অজামেতাং লোহিতাং শুক্লকৃষ্ণাং
বিশ্বং সম্প্রসৃজমানাং সুরূপাম্।
অজোহহং বৈ বুদ্ধিমান বিশ্বরূপাং
গায়ত্রীং গাং বিশ্বরূপাং হি বুদ্ধা॥৫৭
এবমুক্ত্বা মহাদেব অট্টহাসমথাকরোৎ।
বল্গিতাস্ফোটিতরবং কহাকহনদং তথা॥৫৮
ততোহস্য পার্শ্বতো দিব্যাঃ সর্ব্বরূপাঃ কুমারকাঃ
জটী মুণ্ডী শিখণ্ডী চ অর্দ্ধমুণ্ডশ্চ জজ্ঞিরে॥
ততস্তে তু যথোক্তেন যোগেন সুমহৌজসঃ।
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু উপাসিত্বা মহেশ্বরম্॥৬০
ধর্ম্মোপদেশং নিয়তং কৃত্বা যোগময়ং দৃঢ়ম্।
শিষ্টানাং নিয়তাত্মানঃ প্রবিষ্টা রুদ্রমীশ্বরম্॥

বায়ুরুবাচ।

ততো বিস্ময়মাপন্নো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ
প্রণম্য মহাদেবং ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
উবাচ বচনং সর্ব্বং শ্বেতত্বং তে কথং বিভো॥

ভগবানুবাচ।

শ্বেতঃ কল্পো যদা হ্যাসীদহং শ্বেতোহভবম্
শ্বেতোষ্ণীষঃ শ্বেতমাল্যঃ শ্বেতাম্বরধরঃ শিবঃ॥
শ্বেতাস্থিমাংসরোমা চ শ্বেতত্বক্ শ্বেতলোহিতঃ
তেন নাম্না চ বিখ্যাতঃ শ্বেতকল্পস্তদা হ্যসৌ॥

অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তুমি গালবস্য গোত্রে জন্মিয়াছিলে; পরে তপোবলে আমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। যোগ, সাংখ্য, তপস্যা, বিদ্যা, বিধি ব্যবস্থা, ক্রিয়া, ঋতু, সত্য, ব্রহ্ম, অহিংসা, অবিচ্ছিন্ন সন্ততি, ধ্যান, ধ্যানযোগ্য বপু, শান্তি বিদ্যা, অবিদ্যা, মতি,ধৃতি, কান্তি, শান্তি, স্মৃতি, মেধা, লজ্জা, ও শান্তি এই সকল তোমাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই যিনি দ্বাত্রিংশাক্ষরনামিকা, ষড়বিংশতি-গুণময়ী দেবী বিরাজিতা, - হে ব্রহ্মন! এই মহেশ্বরী প্রকৃতিকেই তুমি তোমার প্রসূতি বলিয়া জানিবে। এই চতুর্মুখী জগদ-যোনি গোরূপিণী প্রকৃতি দেবী ভগবতাই তোমার প্রসূতি। তত্ত্বদর্শিগণ, ইহাঁকেই প্রধান বা প্রকৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন . ইহাঁর জন্ম নাই, ইনি লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা, বিশ্বসৃষ্টিকারিণী, সুরূপা; এই গোরূপিণী বিশ্বরূপা গায়ত্রীকে বিদিত হইয়া আমি অজ ও বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছি। মহাদেব এই কথা কহিয়া 'কহাকহ' নাদে এক অত্যুচ্চ অট্টহাস্য করিলেন। অনন্তর ইহাঁর পার্শ্ব হইতে বিবিধরূপধারী কতিপয় দিব্য কুমার প্রাদুর্ভূত হইলেন। এই কুমারগণের মধ্যে কেহ জটী, কেহ মুণ্ডী, কেহ শিখণ্ডী ও অর্দ্ধমুণ্ডী। এই মহ তেজস্বী কুমারেরা পরে যথাবিহিত যোগানুষ্ঠান দ্বারা দিব্য সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত মহেশ্বরের উপাসনাপূর্ব্বক নিয়ত যোগময় ধর্ম্মোপদেশ করিয়া নিয়তচিত্তে ঈশ্বর রুদ্রের দেহে প্রবেশ করিলেন। ৫৬-৬১ বায়ু বলিলেন, - অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিস্ময়াপন্ন হওয়েন এবং বলিলেন , হে বিভো. আপনার শ্বেতত্ব হইল কিরূপে ? ভগবান কহিলেনস - যখন শ্বেতকল্প হয়, তখনই আমি শ্বেত হইয়াছিলাম ; আমার উষ্ণীষ শ্বেত, মাল্য শ্বেত, অম্বর শ্বেত, অস্থি মাংস ও রোম শ্বেত, এবং ত্বক্ শ্বেত ও শোণিতও শ্বেতবর্ণ হইয়াছিল। আমি তখন শ্বেতকল্প প্রবর্ত্তিত হয় আমার প্রসাদে তৎকালে দেবাধিপ শ্বেতাঙ্গ, শ্বেতলোহিত এবং ব্রহ্মাঃ

মৎপ্রসাদাচ্চ দেবেশঃ শ্বেতাঙ্গঃ শ্বেতলোহিতঃ
শ্বেতবর্ণা তদা হ্যাসীদগায়ত্রী ব্রহ্মসংজ্ঞিতা॥
যস্মাদহঞ্চ দেবেশ ত্বয়া গুহ্যে পদে স্থিতঃ।
বিজ্ঞাতঃ যেন তপসা সদ্যোজাতঃ সনাতনঃ।
সদ্যোজাতোত ব্রহ্মৈতদগুহ্যঞ্চৈব প্রকীর্ত্তিতম
তস্মাদগুহ্যত্বমাপন্নং যে বেৎস্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
তৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম॥৬৭
যদাহঞ্চ পুনস্ত্বাসং লোহিতো নাম নামতঃ
স মৎকৃতেন বর্ণেন কল্পো বৈ লোহিতঃ স্মৃতঃ
তদা লোহিতামংসাস্থিলোহিতক্ষীরসন্নিভা।
লোহিতাক্ষস্তনবতী গায়ত্রী প্রকীর্ত্তিতা॥
ততোহস্য লোহিতত্বেন বর্ণস্য চ বিপর্য্যয়ে।
বামত্বাচ্চৈব যোগস্য বামদেবত্বমাগতঃ॥৭০
তথাপি হি মহাসত্ত্ব ত্বয়াহং নিয়তাত্মনা।
বিজ্ঞাতঃ শ্বেতবর্ণেন তস্মাদ্বর্ণোত্তমঃ স্মৃতঃ।
ততোহহং বামদেবেতি খ্যাতিং যাতো মহীতলে
যে চাপি বামদেবত্বং জ্ঞাস্যন্তীহ দ্বিজাতয়ঃ।
বিজ্ঞায় চেমাং রুদ্রাণীং গায়ত্রীং মাতরং বিভো
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিরজা ব্রহ্মবর্চ্চসঃ
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তদুর্লভম॥৭৩
যদা তু পুনরেবায়ং কৃষ্ণবর্ণো ভয়ানকঃ।
মৎকৃতেন চ বর্ণেন মৎকল্পঃ কৃষ্ণ উচ্যতে॥৭৪
তত্রাহং কালসঙ্কাশঃ কালো লোকপ্রকাশনঃ।
বিজ্ঞাতোহহং ত্বয়া ব্রহ্মন ঘোরো ঘোর পরাক্রমঃ
তস্মাদঘোরত্বমাপন্নং যে মাং বেৎস্যন্তি ভূতলে
তেষামঘোরঃ শান্তশ্চ ভবিষ্যাম্যহমব্যয়ঃ॥৭৫
তস্মাদ্বিশ্বত্বমাপন্নং যে মাং পশ্যন্তি ভূতলে
তেষাং শিবশ্চ সৌম্যশ্চ ভবিষ্যামি সদৈব তু॥
তস্মাচ্চ বিশ্বরূপো বৈ কল্পোহয়ং সমুদাহৃতঃ।
বিশ্বরূপা তথা চেয়ং সাবিত্রী সমুদাহৃতা॥৭৮

সংজ্ঞিতা গায়ত্রী শ্বেতবর্ণা হইয়াছিলেন। হে দেবেশ! যেহেতু আমিও তোমাসহ গুহ্য পদে অবস্থিত ছিলাম, এজন্য স্বীয় তপঃপ্রভাবে আমি সদ্যোজাত সনাতন পুরুষ বলিয়াই তোমা কর্তৃক বিজ্ঞাত হই। মদীয় সদ্যোজাত মূর্ত্তি গুহ্য ব্রহ্ম বলিয়াই কীর্ত্তিত। অতএব যে সকল দ্বিজাতি আমার সেই গুহ্যরূপ বিদিত হইবেন, তাহাঁরা ব্রহ্মসমীপেই গমন করিবেন। সেখানে গিয়া তাহাঁদিগকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। যখন আমি লোহিত নামে বিখ্যাত ছিলাম, তখন মৎকৃত বর্ণানুসারে সেই কল্প লোহিতসংজ্ঞায় অবিহিত হয়। গোরূপিণী গায়ত্রীও তখন লোহিতাকারে বিখ্যাত হন। তাহাঁর মাংস, অস্থি, অক্ষি ও স্তন লোহিত হইয়াছিল, তিনি লোহিত ক্ষীরের ন্যায় আকৃতি ধারণ করেন। অনন্তর বর্ণবিপর্য্যয়ে আমার লোহিতত্ব ও যোগের বামত্ব ঘটনায় আমি বামদেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তথায় হে মহাসত্ত্ব! আমাকে তুমি নিয়ত-চিত্তে শ্বেতবর্ণ বলিয়াই জানিয়াছ; এইজন্য আমি বর্ণোত্তম নামেই বিশ্রুত হই। অতঃপর মহীতলে আমি বামদেব নামে খ্যাতি লাভ করি। হে বিভো! যে দ্বিজাতিগণ আমার বামদেব স্বরূপ অবগত হইবেন এবং এই রুদ্রাণী গায়ত্রী মাতার তত্ত্ব জানিবেন, তাহাঁরা সকলেই সর্ব্বপাপ হইতে নির্ম্মুক্ত, বিরজস্ক ও ব্রহ্মতুল্য তেজস্বী হইয়া রুদ্রলোকে উপনীত হইবেন। তাহাঁদের আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। ৬২-৭৩। যখন পুনরায় মদীয় দেহ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়, তখন মৎকৃত বর্ণানুসারে মদীয় কল্প কৃষ্ণ আখ্যায় অভিহিত হয় ঐ সময় আমি লোকপ্রকাশক কালনিভ কাল হইয়াছিলাম। অতএব মর্ত্ত্যে যাহারা আমাকে ঘোরাকারে বিদিত হইবে, তাহাদিগের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই আমি অঘোর, অব্যয় ও শান্তরূপেই অবস্থান করিব। এইরূপে ভূতলে যাহারা আমাকে বিশ্বরূপে দর্শন করিবে, তাহাদের প্রতি সদাই আমি শিব, ও সৌম্য হইয়া থাকিব। আমার বিশ্বরূপত্ব হেতু এই কল্প বিশ্বরূপ বলিয়াই অভিহিত

সর্ব্বরূপাস্তথা চেমে সংবৃত্তা মম পুত্রকাঃ।
চত্বারস্তে সমাখ্যাতাঃ পাদা বৈ লোকসম্মতাঃ
তস্মাচ্চ সর্ব্ববর্ণত্বং প্রজাত্বং মে ভবিষ্যতি।
সর্ব্বভক্ষ্যা চ মেধ্যা চ বর্ণতশ্চ ভবিষ্যতি॥৮০
মোক্ষো ধর্ম্মস্তথার্থশ্চ কামশ্চেতি চতুষ্টয়ম।
তস্মাদ্বেত্তা চ বেদ্যঞ্চ চতুর্দ্ধা বৈ ভবিষ্যতি॥
ভৃত্যগ্রামাশ্চ চত্বার আশ্রমাশ্চতুরস্তথা।
ধর্ম্মস্য পাদাশ্চত্বারশ্চত্বারো মম পুত্রকাঃ॥৮২
তস্মাচ্চতুর্যুগাবস্থং জগদ্বৈ সচরাচরম।
চতুর্দ্ধাবস্থিতং চৈব চতুষ্পাদং ভবিষ্যতি॥৮৩
ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথ
মহস্তথা।
জনস্তপশ্চ সত্যঞ্চ রুদ্রলোকস্ততঃ পরম॥৮৪
অষ্টাক্ষরঃ স্মৃতো লোকঃ স্থানে স্থানে তদক্ষরম
ধ্রুবং দিব্যং পরং চৈব পাদাশ্চত্বার এব চ॥৮৫
ভূর্লোকঃ প্রথমঃ পাদো ভুবর্লোকস্ততঃ পরম
স্বর্লোকো হি তৃতীয়স্তু চতুর্থস্তু মহঃ স্মৃতঃ।

তত্র লোকঃ পরং স্থানং পরং তদযোগিনাং
স্মৃতম॥৮৬
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারাঃ কামক্রোধবিবর্জ্জিতাঃ।
দ্রক্ষ্যন্তে তদ্বিদো যুক্তা ধ্যানতৎপরযুক্তকাঃ॥৮৭
যস্মাচ্চতুষ্পদা হ্যেষা ত্বয়া দৃষ্টা সরস্বতী
তস্মাচ্চ পশবঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি চতুষ্পদাঃ।
তস্মাচ্চৈষাং ভবিষ্যন্তি চত্বারো বৈ পয়োধরাঃ
সোমশ্চ মন্ত্রসংযুক্তো যস্মান্মম মুখচ্চ্যুতঃ।
জীবঃ প্রাণভৃতাং ব্রহ্মন সর্ব্বৈঃ পীত্বা স্তনৈর্ধৃতম্
তস্মাৎ সোমময়ং চৈতদমৃতং চৈব সংজ্ঞিতম।
চতুষ্পাদা ভবিষ্যন্তি শ্বেতত্বং চাস্য তেন তৎ॥
যস্মাচ্চৈবং ক্রিয়া ভূত্বা দ্বিপদা বৈ মহেশ্বরী।
দৃষ্টা পুনস্ত্বয়া চৈষা সাবিত্রী লোকভাবিনী।
তস্মাদ্বৈ দ্বিপদাঃ সর্ব্বে দ্বিস্তনাশ্চ নরাঃ স্মৃতাঃ
যস্মাচ্চৈবমজ্ঞা ভূত্বা সর্ব্ববর্ণা মহেশ্বরী।
দৃষ্টা ত্বয়া মহাসত্ত্বা সর্ব্বভূতধরা পরা॥৯২

এবং এই সাবিত্রীও বিশ্বরূপ নামে নির্দ্দিষ্ট আমরাও তখন সর্ব্বরূপাখ্য চারি পুত্র উৎপন্ন হয়; সেই পুত্রচতুষ্টয় ধর্ম্মের লোকসম্মত চতুষ্পদস্বরূপ। উক্ত পুত্র জন্মের উত্তরকালে আমার নানা বর্ণত্ব ও প্রজাত্ব হয়। এই প্রজাগণের মধ্যে বর্ণানুসারে ভবিষ্যতে কেহ কেহ সর্ব্বভক্ষ্য এবং কেহ কেহ পবিত্র হইয়াছিল। মোক্ষ, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ইহারাই সেই পুত্রচতুষ্টয়। ইহা হইতেই বেত্তা এবং বেদ্য চতুর্দ্ধা হয় চতুর্ব্বিধ ভৃত্যগ্রাম, চতুরাশ্রম, ইহারাও ধর্ম্মের চতুষ্পদস্বরূপ মদীয় পুত্রচতুষ্টয়। সেই হইতেই সচরাচর জগৎ চতুর্যুগাবস্থায় অবস্থিত ও চতুর্দ্ধা বিভক্ত ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জন, তপ ও সত্যলোক, অতঃপর রুদ্রলোক, এই অষ্টলোক; ইহাদের মধ্যে কোন কোন লোক ক্ষয়শীল। ভূর্লোক ও স্বর্লোক প্রভৃতি চারিপাদ; তন্মধ্যে ভূর্লোক প্রথম পাদ, ভুবর্লোক দ্বিতীয়, স্বর্লোক তৃতীয় এবং মহর্লোক চতুর্থ। উক্ত লোকসমূহের মধ্যে পরবর্তী রুদ্রলোকই পরম স্থান, তাহাই যোগিগণের পরম প্রাপ্য লোক। যাঁহারা নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, কামক্রোধহীন, ধ্যাননিষ্ঠ যোগী পুরুষ, তাঁহারাই সে লোক অবলোকন করিতে পারেন। ৭৪-৮৭। যাহা হউক, যেহেতু চতুষ্পদা বাগদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছ, এই জন্য তোমার সৃষ্ট পশুগণ চতুষ্পাদ হইবে এবং এইজন্য তাহাদের পয়োধরও চারি চারিটী করিয়া হইবে। হে ব্রহ্মন! সকল প্রাণীর প্রাণস্বরূপ মন্ত্রময় সোম মদীয় মুখ হইতে বিচ্যুত হয় জীবগণ ইহাকে পান করিয়া স্তনমণ্ডলে ধারণ করে। এই জন্য এই সোমের চারিপাদ ও বর্ণ শ্বেত হইবে। যে হেতু তুমি এই লোকভাবিনী সাবিত্রী মহেশ্বরীকে দ্বিপদাকারে দেখিয়াছ, এই জন্য তোমার সৃষ্ট নরগণ সকলেই দ্বিপদ ও দ্বিস্তন বিশিষ্ট হইবে। যিনি সর্ব্ববর্ণা সর্ব্ব ভূতধারিণী, মহাসত্ত্বশালিনী, পরমা জন্মরহিতা

তস্মাত্ত্ব বিশ্বরূপত্বমজানাং বৈ ভবিষ্যতি।
অজশ্চৈব মহাতেজা বিশ্বরূপো ভবিষ্যতি॥৯৩
অমোঘরেতাঃ সর্ব্বত্র মুখে চাস্য হুতাশনঃ
তস্মাৎ সর্ব্বগতো মেধ্যঃ পশুরূপী হুতাশনঃ॥
তপসা ভাবিতাত্মানো যে বৈ দ্রক্ষ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
ঈশিত্বে চ শিবত্বে চ সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ স্থিরম॥৯৫
রজস্তমোবিনির্ম্মুক্তাস্ত্যক্ত্বা মানুষ্যকং ভুবি।
মৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম॥৯৬
ইত্যেবমুক্তো ভগবান্ ব্রহ্মা রুদ্রেণ বৈ দ্বিজাঃ
প্রণম্য প্রযতো ভূত্বা পুন রাহ পিতামহঃ॥৯৭
ব্রহ্মোবাচ।
ভগবন দেবদেবেশ বিশ্বরূপো মহেশ্বরঃ।
ইমাস্তব মহাদেব তনবো লোকবন্দিতাঃ॥৯৮
বিশ্বরূপ মহাসত্ত্ব কস্মিন কালে মহাভুজ।
কস্যাং বা যুগসম্ভূত্যাং দ্রক্ষ্যন্তি ত্বাং দ্বিজাতয়ঃ
কেন বা তত্ত্বযোগেন ধ্যানযোগেন কেন বা।
ত্বমবক্তে মহাদেব শক্যা দ্রষ্টুং দ্বিজাতিভিঃ॥১০০
ভগবানুবাচ।
তপসা নৈব যোগেন দানধর্ম্মফলেন বা।
ন তীর্থফলযোগেন ক্রতুভির্বা সদক্ষিণৈঃ॥১০১
ন বেদাধ্যাপনৈর্বাপি ন বিত্তেন নিবেদনৈঃ।
শক্যোঽহং মানুষৈর্দ্রষ্টুমৃতে ধ্যানাৎ পরং ন হি
সাধ্যো নারায়ণশ্চৈব বিষ্ণুস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
ভবিষ্যতীহ নাম্না তু বারাহো নাম বিশ্রুতঃ॥
চতুর্বাহুশ্চতুষ্পাদশ্চতুর্নেত্রশ্চতুর্ম্মুখঃ।
তদা সংবৎসরো ভূত্বা যজ্ঞরূপো ভবিষ্যতি।
ষড়ঙ্গশ্চ ত্রিশীর্ষশ্চ ত্রিস্থানস্ত্রিশরীরবান॥১০৪
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম।
এতস্য পাদাশ্চত্বার অঙ্গানি ক্রতবস্তথা॥১০৫
ভুজাশ্চ বেদাশ্চত্বার ঋতুঃ সন্ধিমুখানি চ
দ্বে মুখে দ্বে চ অয়নে নেত্রাশ্চ চতুরস্তথা॥
শিরাংসি ত্রীণি বর্ণানি ফাল্গুন্যাষাঢ়কৃত্তিকাঃ।

মহেশ্বরী দেবী, তুমি তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিয়াছ, এই জন্য অজগণের বিশ্বরূপত্ব হইবে; মহাতেজা অজও বিশ্বরূপ হইবেন। ইহাঁর মুখে অমোঘরেতা হুতাশন সর্ব্বগত ও মেধ্য হইবেন। যে সকল তপোনিষ্ঠ দ্বিজ আমাকে সর্ব্বগামী ঈশ্বর শিবরূপে দর্শন করিবেন, তাঁহারা রজ ও তমোগুণ হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্যদেহ পরিহারপূর্ব্বক আমার সমীপে আগমন করিবেন। তাঁহাদিগের আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। হে দ্বিজগণ! ভগবান পিতামহ ব্রহ্মা রুদ্র কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক প্রযতভাবে পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, – হে দেব, দেবেশ! হে ভগবন! আপনি বিশ্বরূপধারী মহেশ্বর হে মহাদেব! আপনার এই সকল দেহ লোকপূজ্য; কিন্তু আমি জানিতে ইচ্ছা করি, হে বিশ্বরূপ! হে মহাসত্ত্ব! হে মহাভুজ! কবে কোন কালে কোন যুগে দ্বিজাতিগণ আপনাকে দেখিতে পাইবেন? হে মাহদেব! কিরূপ তত্ত্বযোগে, কীদৃশ ধ্যানধারনায়, দ্বিজাতিবর্গ ভবদীয় মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারিবেন? ৮৮-১০০। ভগবান কহিলেন, – কি তপস্যা, কি যোগ, কি দানধর্ম্ম ফল, কি তীর্থসেবাজনিত ফলযোগ, কি দক্ষিণান্বিত যজ্ঞ, কি বেদাধ্যাপন, কি বিত্ত, কি পূজা, একমাত্র ধ্যান ব্যতীত এ সকলের কোন কিছু দ্বারাই মনুষ্যগণ আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না ত্রিভুবনপতি বিষ্ণু নারায়ণই একমাত্র সাধনীয়। তিনি বারাহ নামে বিশ্রুত হইবেন। তাঁহার চারি পদ, চারি নেত্র ও চারি মুখ হইবে। তৎকালে তিনি ষড়ঙ্গ, ত্রিশীর্ষ, ত্রিস্থান ও ত্রিশরীরবান হইবেন। কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয় তাঁহার চারি পাদ ও ক্রতুসকল তাঁহার অঙ্গ, চতুর্ব্বেদ ভুজচতুষ্টয়, ঋতু ও ঋতুসন্ধি তাঁহার মুখ, দুই অয়ন ও দুই অয়ন-মুখ তাঁহার নেত্রচতুষ্টয়, পর্ব্ব-সকল ফাল্গুনী,

দিব্যান্তরিক্ষভৌমানি ত্রীণি স্থানানি যানি তু।
সম্ভবঃ প্রলয়শ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ প্রকীর্ত্তিতৌ॥
স যদা কালরূপাত্তো বরাহত্বে ব্যবস্থিতঃ।
ভবিষ্যতি যদা সাধ্যো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥
তদা ত্বমপি বেধ চতুর্বক্ত্রো ভবিষ্যসি।
ব্রহ্মলোকনমস্কার্য্যো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥১০৯
একার্ণবে প্লবে চৈব শয়ানং পুরুষং হরিম।
যদা দ্রক্ষ্যসি দেবেশং ধ্যানযুক্তং মহামুনিম॥
তদা বাং মম যোগেন মোহিতৌ নষ্টচেতসৌ
অন্যোন্যস্পর্দ্ধিনৌ রাত্রাববিজ্ঞায় পরস্পরম॥
একৈকস্যোদরস্থাংস্তু দৃষ্ট্বা লোকাংশ্চরাচরান
বিস্ময়ং পরমং গত্বা ধ্যানযুক্তা তু মানুষৌ॥
ততস্ত্বং পদ্মসম্ভূতঃ পদ্মনাভস্তু সনাতনঃ।
পদ্মাঙ্কিতস্তদা কল্পে খ্যাতিং যাস্যসি পুষ্কলাম॥
ততস্তস্মিংস্তদা কল্পে বারাহে সপ্তমে প্রভোঃ।
পুনর্বিষ্ণুর্মহাতেজাঃ কালো লোকপ্রকালনঃ
মনুর্বৈবস্বতো নাম তব পুত্রো ভবিষ্যতি॥১১৪
তদা চতুর্যুগাবস্থে কল্পে তস্মিন যুগান্তকে।
ভবিষ্যামি শিখাযুক্তঃ শ্বেতো নাম মহামুনিঃ॥
হিমবচ্ছিখরে রম্যে ছাগলে পর্ব্বতোত্তমে।
চতুঃ শিষ্যাঃ শিবে যুক্তা ভবিষ্যন্তি তদা মম॥
শ্বেতশ্চৈব শিখশ্চৈব শ্বেতাশ্বঃ শ্বেতলোহিতঃ।
চত্বারস্তে মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ॥
ততস্তে ব্রহ্মভূয়িষ্ঠা দৃষ্ট্বা ব্রহ্মগতিং পরাম।
তৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভাম॥১১৮
পুনস্তু মম দেবেশো দ্বিতীয়দ্বাপরে প্রভুঃ।
প্রজাপতির্যদা ব্যাসঃ সত্যো নাম ভবিষ্যতি॥
তদা লোকহিতার্থায় সুতারো নাম নামতঃ।
ভবিষ্যামি কলৌ তস্মিংল্লোকানুগ্রহকারণাৎ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যা নাম নামিতাঃ।
দুন্দুভিঃ শতরূপশ্চ ঋচীকঃ কেতুমাংস্তথা॥১২১

আষাঢ়ী ও কৃত্তিকা এবং দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম এই ত্রিবিধ স্থান তাঁহার নভক্ষত্র এবং উৎপত্তি ও প্রলয় এই দুইটী তাঁহার আশ্রম বলিয়া কীর্ত্তিত। সেই প্রভু নারায়ণ যখন কালরূপে বরাহদেহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলের আরাধ্য হইবেন, হে দেবেশ! তখন তুমিও চতুরানন হইবে। ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মলোকবাসিদিগেরও তখন নমস্য হইবেন। যখন জগৎ একার্ণবীকৃত হইবে, তখন তুমি প্লবমধ্যে পুরুষোত্তম হরিকে ধ্যানস্থ মহামুনির মত শয়ান দেখিবে, তখন আমার মায়ায় মোহিত হইয়া তোমরা নষ্টচেতা হইবে। রাত্রিযোগে তোমরা উভয়ে একে অপরকে না জানিয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিবে। তখন পরস্পর একের উদরে অপরে এই চরাচর জগৎ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া ধ্যানযোগে আপনাদিগকে মানুষ বলিয়া বুঝিবে। অনন্তর সেই কল্পে তুমি পদ্মজন্মা, পদ্মনাভ, পদ্মাঙ্কিত প্রভৃতি বিপুল খ্যাতি প্রাপ্ত হইবে। পরে ভগবানের বারাহ কল্পে মহাতেজা বিষ্ণু কাল হইয়া লোক সংহার করিবেন; অনন্তর বৈবস্বত মনু নামে তোমার পুত্র হইয়া জন্মিবেন। আমি তৎকালে চতুর্যুগের উপসংহারক কল্পে শ্বেতনামক শিখাযুক্ত মহামুনি হইব। হিমালয়ের শিখরে ছাগলাখ্য রম্য পর্ব্বতবরে তখন আমার চারি জন শিষ্য হইবে। তাহারা সকলেই শিবানুরক্ত মহাত্মা, বেদপারগ ব্রাহ্মণ। তাহাদের নাম শ্বেত, শ্বেতশিখ, শ্বেতাশ্ব ও শ্বেতলোহিত। অনন্তর সেই চারিজন ব্রহ্মনিষ্ঠ শিষ্য পরাৎপর ব্রহ্মতত্ত্ব অবলোকন করিয়া আমার সমীপে আগমন করিবে। এখানে আসিলে তাহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। ৩১-১১৮। পুনরায় যখন আমার দ্বিতীয় দ্বাপরযুগে প্রভু প্রজাপতি দেবদেব সত্য নামে ব্যাস হইবেন, তখন আমি জগতের হিতকামনায় সুতার নামে আবির্ভূত হইব। ঐ সময় লোকদিগের অনুগ্রহ বিতরণের জন্য আমার কতিপয় পুত্র উৎপন্ন হইবে। ঐ পুত্রগণের নাম দুন্দুভি, শতরূপ, ঋচীক ও কেতুমান;

প্রাপ্য যোগং তথা জ্ঞানং ব্রহ্ম চৈব সনাতনম্
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ১২২
তৃতীয়ে দ্বাপরে চৈব যদাব্যাসস্তু ভার্গবঃ।
তদা হ্যহং ভবিষ্যামি দমনস্তু যুগান্তিকে ॥ ১২৩
তত্রাপি চ ভবিষ্যন্তি চত্বারো মম পুত্রকাঃ
বিশোকশ্চ বিকেশশ্চ বিশাপঃ শাপনাশনঃ ॥
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ যোগোক্তেন মহৌজসঃ
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনারবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ১২৫
চতুর্থে দ্বাপরে চৈব যদা ব্যাসোঽঙ্গিরাঃ স্মৃতঃ
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি সুহোত্রী নাম নামতঃ ॥
তত্রাপি মম সৎপুত্রাশ্চত্বারশ্চ তপোধনাঃ ॥ ১২৬
ভবিষ্যন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠা যোগাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ
সমুখো দুর্মুখশ্চৈব দুর্দমো দুরতিক্রমঃ ॥ ১২৭
প্রাপ্য যোগগতিং সূক্ষ্মাং বিমলা দগ্ধকিল্বিষাঃ
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ গমিষ্যন্তি ন সংশয় ॥
পঞ্চমে দ্বাপরে চৈব ব্যসস্তু সবিতা যদা।
তদা চাপি ভবিষ্যামি কঙ্কো নাম মহাতপাঃ ॥
অনুগ্রহার্থং লোকানাং যোগাত্মা নৈককর্ম্মকৃৎ
চত্বারস্তু মহাভাগা বিরজাঃ শুদ্ধযোনয়ঃ ॥ ১৩০
পুত্রা মম ভবিষ্যন্তি যোগাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ।
সনঃ সনন্দনশ্চৈব প্রভুর্য্যশ্চ সনাতনঃ ॥ ১৩১
ঋভুঃ সনৎকুমারশ্চ নির্ম্মমা নিরহঙ্কৃতাঃ।
মৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ১৩২
পরিবর্ত্তে পুনঃ ষষ্ঠে মৃত্যুর্ব্যাসো যদা বিভুঃ।
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি লোকাক্ষির্নাম নামতঃ ॥
শিষ্যাশ্চ মম তে দিব্যা যোগাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ
ভবিষ্যন্তি মহাভাগাশ্চত্বারো লোকসম্মতাঃ ॥
সুধামা বিরজশ্চৈব শঙ্খপাদ্রব এব চ।
যোগাত্মানো মহাত্মানস্তে সর্ব্বে দগ্ধ কিল্বষাঃ ॥
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
সপ্তমে পরিবর্ত্তে তু যদা ব্যাসঃ শতক্রতুঃ ॥
বিভুর্নাম মহাতেজাঃ পূর্ব্বমাসীচ্ছতক্রতুঃ।

ইহারা যোগাবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সনাতন রুদ্রলোকে গমন করিবে তথা হইতে সংসারে আর তাহাদিগকে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে না। যখন তৃতীয় দ্বাপরে ভার্গব ব্যাস হইবেন, তখন যুগান্তে আমি দমন নামে বিখ্যাত হইব। তখন বিশোক, বিকেশ, বিশাপ ও পাপনাশন নামে আমার চারি পুত্র হইবে। এই পুত্রগণও পূর্ব্বোক্তরূপে যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া রুদ্রলোকে গমন করিবে। সেখান হইতে সংসারে আর তাহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে না। চতুর্থ দ্বাপরে অঙ্গিরা যখন ব্যাস হইবেন, তখন আমি সুহোত্রী নামে বিখ্যাত হইয়া আবির্ভূত হইব। তখনও আমার চারিটী সৎপুত্র হইবে। ঐ পুত্রগণ সকলেই তপোধন, যোগাত্মা, দৃঢ়ব্রত ও দ্বিজপ্রধান। উহাদের নাম সুমুখ, দুর্মুখ দুর্দম ও দুরতিক্রম। ইহারা সূক্ষ্ম যোগগতি প্রাপ্ত হইয়া ক্ষীণপাপ ও বিমল হইবে এবং পূর্ব্বোক্তরূপে যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া নিশ্চয়ই রুদ্রলোকে গমন করিবে। পঞ্চম দ্বাপরে সবিতা যখন ব্যাস হইবেন, তখন আমি কঙ্কনামক মহাতপা হইব। লোকদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ আমি যোগাত্মা ও বহু কর্ম্মের কর্ত্তা হইব। আমার চারিজন পুত্র হইবে; তাহারা বিরজস্ক, শুদ্ধযোনি, মহাভাগ, যোগাত্মা, দৃঢ়ব্রত, নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইবে। ঐ পুত্রগণের নাম-সন, সনন্দন, ঋভু ও সনৎকুমার। ইহারা সকলেই মদীয় সমীপে আগমন করিবে। তাহাদের আর পুনরাবৃত্তি ঘটিবে না। ১০৯-১৩২ ষষ্ঠ দ্বাপরে মৃত্যু যখন ব্যাস হইবেন, তখন আমি লোকাক্ষি নামে বিখ্যাত হইব। তৎকালে আমার চারিজন শিষ্য হইবে-তাহারা সকলেই যোগাত্মা, দৃঢ়ব্রত, লোকমান্য মহাত্মা ও দগ্ধপাপ্মা হইবে। তাহাদের নাম সুধামা, বিরজা, শঙ্খপাৎ ও বর। তাহারা সকলেই যোগমার্গ অবলম্বনে নিশ্চয়ই মদীয় লোকে গমন করিবে। পূর্ব্বে মহাতেজা বিভু শতক্রতু ছিলেন। সপ্তম যুগ-পরিবর্ত্তনে সেই শতক্রতু যখন ব্যাস হইবেন, তখনকার সেই

তদাপ্যহং ভবিষ্যামি কল্পে তস্মিন্ যুগান্তিকে
জৈগীষব্যেতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বেষাং যোগিনাং বরঃ
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি যুগে তদা ॥
সারস্বতঃ সুমেধশ্চ বসুবাহঃ সুবাহনঃ।
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ ধ্যানযুক্তিং সমাশ্রিতাঃ
ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো রুদ্রলোকপরায়ণাঃ .
বসিষ্ঠশ্চাষ্টমে ব্যাসঃ পরিবর্ত্তে ভবিষ্যতি ॥১৪০
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব তথা পঞ্চশিখো মুনিঃ
বাস্কলিশ্চ মহাযোগী সর্ব্ব এব মহৌজসঃ ॥১৪১
প্রাপ্য মহেশ্বরং যোগং ধ্যানিনো দগ্ধকল্মষাঃ।
মৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ১৪২
পরিবর্ত্তেঽথ নবমে ব্যাসঃ সারস্বতো যদা।
তদা চাহং ভবিষ্যামি ঋষভো নাম নামতঃ ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ।
পরাশরশ্চ গার্গ্যশ্চ ভার্গবো হ্যঙ্গিরাস্তথা ॥১৪৪
ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
সর্ব্বে তপোবলোৎকৃষ্টাঃ শাপানুগ্রহকোবিদাঃ
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ যোগোক্তেন তপস্বিনঃ
ধ্যানমার্গং সমাসাদ্য গমিষ্যন্তি তথৈব তে ॥
দশমে দ্বাপরে ব্যাসস্ত্রিধামা নাম নামতঃ।
ভবিষ্যতি যদা বিপ্রাস্তদাহং ভবিতা পুনঃ ॥
হিমবচ্ছিখরে রম্যে ভৃগুতুঙ্গে নগোত্তমে।
নাম্না ভৃগোস্তু শিখরং তস্মাত্তচ্ছিখরং ভৃগুঃ।
তত্রৈব মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি দৃঢ়ব্রতাঃ।
বলবন্ধুর্নিরামিত্রঃ কেতুশৃঙ্গস্তপোধনঃ ॥ ১৪৯
যোগাত্মানো মহাত্মানো ধ্যানযোগসমন্বিতাঃ
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি তপসা দগ্ধকল্মষাঃ ॥
একাদশে দ্বাপরে তু ত্রিবৃদ্‌ব্যাসো ভবিষ্যতি।
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি গঙ্গাদ্বারে কলের্ধুরি ॥
উগ্রা নাম মহানাদাস্তথৈব মম পুত্রকাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহৌজসকাঃ সুবৃত্তা লোকবিশ্রুতাঃ ॥
লম্বোদরশ্চ লম্বশ্চ লম্বাক্ষো লম্বকেশকঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রালোকায় সংস্থিতাঃ
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ গমিষ্যন্তি পরাং গতিম্

যুগান্তে আমি যোগিশ্রেষ্ঠ জৈগীষব্য নামে বিখ্যাত হইব। সেইযুগে তখন আমার চারিপুত্র হইবে। তাহাদের নাম- সারস্বত, সুমেধা, বসুবাহ ও সুবাহন। এই মহাত্মা পুত্রগণ সকলেই ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে রুদ্রলোকে উপনীত হইবেন। অষ্টম পরিবর্ত্তনে বসিষ্ঠ ব্যাস হইবেন। তখন কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ ও বাস্কলি এই চারিজন মহাত্মা মুনি তাঁহার শিষ্য হইবেন তাঁহারা ধ্যানবলে মাহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইয়া দগ্ধকিল্বিষ হইবেন এবং পুনরাবৃত্ত বর্জ্জিত হইয়া আমার সমীপে আগমন করিবেন. নবম পরিবর্ত্তে সারস্বত ব্যাস হইবেন, তখন আমি ঋষভ নামে বিখ্যাত হইব এবং পরাশর, গার্গ্য, ভার্গব ও আঙ্গিরা নামে আমার চারিজন মহাপ্রভাব পুত্র হইবে। তাহারা সকলেই বেদপারগ ব্রাহ্মণ, সকলেই তপঃপ্রভাবে উৎকৃষ্ট এবং সকলেই নিগ্রহ ও অনুগ্রহে অভিজ্ঞ হইবে। এই তপস্বী পুত্রগণ সকলেই পূর্ব্বোক্তরূপে যোগপথ আশ্রয় করিয়া ধ্যানাবলম্বনে রুদ্রলোকে গমন করিবেন। দশম দ্বাপরে ত্রিধামা ব্যাস হইবেন তখন আমি নগোত্তম হিমালয়ের ভৃগুনামক তুঙ্গ ও রম্য শিখরে আবির্ভূত হইব। তৎকালে আমার চারিজন দৃঢ়ব্রত পুত্র উৎপন্ন হইবে তাহাদের নাম- বলবন্ধু, নিরমিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন এই পুত্রগণ সকলেই যোগাসক্ত, মহাত্মা ও ধ্যানাবস্থিত হইবে। ইহারা তপস্যায় নিষ্পাপ হইয়া পরে রুদ্রলোকে গমন করিবে ১৩৩-১৫০। একাদশ দ্বাপরে ত্রিবৃৎ ব্যাস হইবেন। তখন কলির প্রথমে আমি গঙ্গাদ্বারে আবির্ভূত হইব। উগ্রনামে মহানাদ-শালী মদীয় চারিপুত্র তখন উৎপন্ন হইবে। ইহারা সকলেই মহৌজা ও লোকবিশ্রুত। উহাদের নাম- লম্বোদর, লম্ব, লম্বাক্ষ ও লম্বকেশক। ইহারা সকলেই মাহেশ্বর যোগ লাভ করিয়া রুদ্রলোক-গমনে উদ্যত হইবে এবং পূর্ব্বোক্তরূপ যোগপথ অবলম্বন করিয়াই পরম গতি প্রাপ্ত হইবে।

দ্বাদশে পরিবর্ত্তে তু শততেজা মহামুনিঃ।
ভবিষ্যতি মহাসত্ত্বো ব্যাসঃ কবিবরোত্তমঃ ॥
ততোঽপ্যহং ভবিষ্যামি অত্রির্নাম যুগান্তিকে
হৈমকং বনমাসাদ্য যোগমাস্থায় ভূতলে ॥১৫৫
অত্রাপি মম তে পুত্রা ভস্মস্নানানুলেপনাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাযোগা রুদ্রলোকপরায়ণাঃ ॥১৫৬
সর্ব্বজ্ঞঃ সমবুদ্ধিশ্চ সাধ্যঃ সর্ব্বস্তথৈব চ।
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি ধ্যানযোগপরায়ণাঃ ॥
ত্রয়োদশে পুনঃ প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমেণ তু।
ধর্ম্মো নারায়ণো নাম ব্যাসস্তু ভবিতা সদা ॥
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি বালির্নাম মহামুনিঃ।
বালখিল্যাশ্রমে পুণ্যে পর্ব্বতে গন্ধমাদনে ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ।
সুধামা কাশ্যপশ্চৈব বসিষ্ঠো বিরজাস্তথা ॥১৬০
মহাযোগবলোপেতা বিমলা উর্দ্ধরেতসঃ।
তেনৈব যোগমার্গেণ গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥
যদা ব্যাসঃ সুরক্ষস্তু পর্য্যায়শ্চ চতুর্দ্দশ।
তত্রাপি পুনরেবাহং ভবিষ্যামি যুগান্তিকে ॥ ১৬২
বংশে ত্বঙ্গিরসঃ শ্রেষ্ঠো গৌতমো নাম যোগবিৎ
তস্মাদ্ভবিষ্যতে পুণ্যং গৌতমং নাম তদ্বনম্ ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি কলৌ তদা।
অত্রিরুগ্রতপাশ্চৈব শ্রাবণোঽথ স্রবিষ্ঠকঃ ॥
যোগাত্মানো মহাত্মানো ধ্যানযোগপরায়ণাঃ।
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ রুদ্রলোকনিবাসিনঃ ॥
ততঃ প্রাপ্তে পঞ্চদশে পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
আরুণিস্তু যদা ব্যাসো দ্বাপরে ভবিতা প্রভু ॥
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি নাম্না বেদশিরা দ্বিজাঃ।
তত্র বেদশিরা নম অস্ত্রং তৎপারমেশ্বরম্ ॥ ১৬৭
ভবিষ্যতি মহাবীর্য্যং বেদশীর্ষশ্চ পর্ব্বতঃ।
হিমবৎপৃষ্ঠমাশ্রিত্য সরস্বত্যা নগোত্তমে ॥ ১৬৮
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ।
কুণিশ্চ কুণিবাহুশ্চ কুশরীরঃ কুনেত্রকঃ ॥ ১৬৯
যোগাত্মানো মহাত্মানো ব্রহ্মিষ্ঠাশ্চোর্দ্ধরেতসঃ

দ্বাদশ পরিবর্ত্তনে মহামুনি শততেজা মহাসত্ত্বশালী মহাকবি ব্যাস হইবেন। অনন্তর ঐ যুগান্তে আমি অত্রি নামে বিখ্যাত হইব এবং যোগাবলম্বন করিয়া হৈমক বন আশ্রয় করিব, আমার চারি পুত্র হইবে। তাহারা ভস্মস্নানে অনুলিপ্ত, মহাযোগে নিবিষ্ট এবং রুদ্রলোক গমনে উন্মুখ হইবে তাহাদের নাম হইবে-সর্ব্বজ্ঞ, সমবুদ্ধি, সাধ্য এবং সর্ব্ব। এই পুত্রগণ সকলেই ধ্যানযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক রুদ্রলোকে গমন করিবে। অনন্ত র ক্রমশঃ ত্রয়োদশ পরিবর্ত্তন ঘটিলে ধর্ম্মনারায়ণ যখন ব্যাস হইবেন, তখন আমি গন্ধমাদনশৈলস্থ পবিত্র বালখিল্যাশ্রমে বলি নামে মহামুনি হইয়া আবির্ভূত হইবে। তখন আমার সুধামা, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ ও বিরজা নামে চারিজন তপোধন পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই পুত্রগণ সকলেই মহাযোগযুক্ত বিমলসত্ত্ব ও উর্দ্ধরেতা হইবেন। ইহারাও পূর্ব্বোক্তরূপ যোগপথে নিশ্চয়ই রুদ্রলোকে উপনীত হইবেন চতুর্দ্দশ পর্য্যায়ে সুরক্ষ যখন ব্যাস হইবেন, তদানীন্তন যুগান্তে পুনরায় আমি অঙ্গিরার বংশে গৌতম নামক শ্রেষ্ঠ যোগী হইয়া উৎপন্ন হইব মদীয় আশ্রমবন তখন হইতে পবিত্র গৌতমাশ্রম নামে পরিচিত হইবে। পরে কলির প্রারম্ভে আমার চারি পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাহাদের নাম হইবে- অত্রি, উগ্রতপা, শ্রবণ ও শ্রবিষ্ঠক ঐ পুত্রগণ যোগাসক্ত মহাত্মা ও ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ যোগমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক রুদ্রলোকে গিয়া বাস করিবে। ১৫১-১৬৫। অনন্তর পঞ্চদশ পর্য্যায়ে দ্বাপরে মাহাত্মা আরুণি যখন ব্যাস হইবেন, তখন আমি বেদশিরা নামে বিখ্যাত হইব। সেই হইতে বেদশিরা নামে ঐশ্বরিক মহাবীর্য্য অস্ত্র এবং বেদশীর্ষ নামে পর্ব্বত বিখ্যাত হইবে। সরস্বতীর প্রবাহসমীপে নগবর হিমালয়ের পৃষ্ঠ আশ্রয় করিয়া আমি অবস্থান করিব। তখন কুণি, কুণিবাহু, কুশরীর ও কুনেত্র নামে আমার চারি পুত্র হইবে, এই পুত্রগণ যোগাত্মা, মহাত্মা, ব্রহ্মিষ্ঠ উর্দ্ধরেতা হইবেন। ইহাঁরা সকলেই পূর্ব্বোক্তরূপে

তেঽপি তেনৈব মার্গেন রুদ্রলোকং গতাস্তু তে
ততঃ ষোড়শমে চাপি পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
ব্যাসস্তু সঞ্জয়ো নাম ভবিষ্যতি তদা প্রভুঃ॥
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি গোকর্ণো নাম নামতঃ।
তস্মাদ্ভবিষ্যতে পুণ্যং গোকর্ণং নাম তদ্বনম্॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ
কাশ্যপো হ্যুশনা চৈব চ্যবনোঽথ বৃহস্পতিঃ।
তেঽপিতেনৈব মার্গেন গমিষ্যন্তি পরং পদম্
ততঃ সপ্তদশে চৈব পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
তদা ভবিষ্যতে ব্যাসো নাম্না দেবকৃতঞ্জয়ঃ॥
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি গুহাবাসীতি নামতঃ।
হিমবচ্ছিখরে চৈব মহাতুঙ্গে মহালয়ে।
সিদ্ধক্ষেত্রং মহাপুণ্যং ভবিষ্যতি মহালয়ম্॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ব্রহ্মজ্ঞা যোগবেদিনঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো সর্ব্বজ্ঞা নিরহঙ্কৃতাঃ॥ ১৭৬
উতথ্যো বামদেবশ্চ মহাকালো মহালয়ঃ।
তেষাং শতসহস্রন্তু শিষ্যাণাং ধ্যানসাধনম্॥
ভবিষ্যন্তি তদা কল্পে সর্ব্বে তে ধ্যানযুক্তকাঃ।
তে তু সন্নিহিতা যোগে হৃদি কৃত্বা মহেশ্বরম্।
মহালয়ে পদং ক্ষিপ্তা প্রবিষ্টাঃ শিবমব্যয়ম্॥
যে চান্যেঽপি মহাত্মানঃ কালে তস্মিন্ যুগান্তিকে।
ধ্যানযুক্তেন মনসা বিমলাঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ॥
গত্বা মহালয়ং পুণ্যং দৃষ্টা মাহেশ্বরং পদম্।
তূর্ণং তারয়তে জন্তুন দশ পূর্ব্বান দশাপরান্॥
আত্মানমেকবিংশঞ্চ তারয়িত্বা মহার্ণবম্।
মম প্রসাদাদ্‌যাস্যন্তি রুদ্রলোকং গতজ্বরাঃ॥
ততোঽষ্টাদশমশ্চৈব পরিবর্ত্তো যদা ভবেৎ।
তদা ঋতঞ্জয়ো নাম ব্যাসস্তু ভবিতা মুনিঃ।
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি শিখণ্ডী নাম নামতঃ॥
সিদ্ধক্ষেত্রে মহাপুণ্যে দেবদানবপূজিতে।
হিমবচ্ছিখরে পুণ্যে শিখণ্ডী যত্র পর্ব্বতঃ
শিখণ্ডিনো বনং চাপি ঋষিসিদ্ধনিষেবিতম্॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ।

যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া রুদ্রলোকে গমন করিবেন। অনন্তর ষোড়শ পর্য্যায়ে মহাত্মা সঞ্জয় ব্যাস হইবেন। আমি গোকর্ণ নামে বিখ্যাত হইব। সেই হইতে আমার পুণ্য আশ্রমবন গোকর্ণ নামে পরিচিত হইবে। তখন কশ্যপ, উশনা, চ্যবন ও বৃহস্পতি নামে আমার চারিজন মহাত্মা পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই পুত্রগণও পূর্ব্বোক্তরূপে যোগমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর সপ্তদশ পর্য্যায়ে দেব কৃতঞ্জয় ব্যাস হইবেন তখন আমি গুহাবাসী নামে বিখ্যাত হইব। অত্যুন্নত হিমালয়শিখরে আমার মহাপুণ্যজনক সিদ্ধক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। ঐ ক্ষেত্র মহালয় নামে বিখ্যাত হইবে। সেখানে আমার চারিজন যোগবেদী ব্রহ্মনিষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই পুত্রগণ মহাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ ও নিরহঙ্কৃত হইবে। ইহাদের নাম- উতথ্য, বামদেব, মহাকাল ও মহালয়। এই পুত্রগণের শত সহস্রসংখ্যক শিষ্য ধ্যানসাধনায় তৎপর হইবে। ঐ কল্পে মদীয় সমস্ত পুত্রই ধ্যানযোগী হইবে। তাহারা মহালয়ে থাকিয়াই যোগাসক্ত-চিত্তে হৃদয় মধ্যে মহেশ্বরকে ধ্যান করত অব্যয় শিবশরীরে প্রবেশ করিবে। এতদ্ভিন্ন অন্য যে সকল মহাত্মা সেই যুগান্তকালে ধ্যানযুক্ত মনে বিমল ও বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া ঐ পবিত্র মহালয়ে গমন ও মহেশ্বরের পদ দর্শন করিবেন, তাঁহারা সত্বরই ঊর্দ্ধ ও অধস্তন দশ দশ পুরুষ এবং স্বীয় আত্মা, এই এক বিংশ পুরুষকে সংসারমহার্ণব হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবেন। আমার প্রসাদে তাঁহাদিগের রুদ্রলোকে গতি হইবে। ১৬৬-১৮০। অনন্তর অষ্টাদশ পর্য্যায়ে যখন ঋতঞ্জয় ব্যাস হইবেন, তখন আমিও শিখণ্ডী নামে আবির্ভূত হইব। দেব-দানব পূজিত পুণ্য হিমালয়শিখরে মহাপুণ্যজনক সিদ্ধক্ষেত্রে আমার বাস হইবে। তৎকালে তত্রত্য পর্ব্বত শিখণ্ডী নামে বিখ্যাত হইবে। সেই হইতে শিখণ্ডী শৈলস্থিত বন ঋষি ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত হইতে থাকিবে। তখন আমার

বাচশ্রবা ঋচীকশ্চ শাবাসশ্চ দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ১৮৩
যোগাত্মানো মহাসত্ত্বঃ সর্ব্বে তে বেদপারগাঃ
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রলোকং ব্রজন্তি তে
ততস্ত্বেকোনবিংশে তু পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে
ব্যাসস্তু ভবিতা নাম্না ভরদ্বাজো মহামুনিঃ ॥১৮৫
তত্রাপ্যহং ভবিষ্যামি জটামালীতি নামতঃ।
হিমবচ্ছিখরে রম্যে জটাযুর্যত্র পর্ব্বতঃ ॥ ১৮৬
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ
হিরণ্যনামা কৌশিল্যঃ কাক্ষীবঃ কুথুমিস্তথা ॥
ঈশ্বরা যোগধর্ম্মাণঃ সর্ব্বে তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥
ততো বিংশতিমে সর্গে পরিবর্ত্তে ক্রমেণ তু।
বাচশ্রবাঃ স্মৃতো ব্যাসো ভবিষ্যতি মহামতিঃ
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি হ্যট্টহাসেতি নামতঃ।
অট্টহাসপ্রিয়াশ্চাপি ভবিষ্যন্তি তদা নরাঃ ॥ ১৯০
তত্রৈব হিমবৎপৃষ্ঠে হ্যট্টহাসো মহাগিরিঃ।
ভবিষ্যতি মহাতেজাঃ সিদ্ধচারণ সেবিতঃ ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ।
যুক্তাত্মানো মহাসত্ত্বা ধ্যানিনো নিয়তব্রতাঃ ॥
সুমন্তর্ব্বর্বরির্বিদ্বান্ সুবন্ধুঃ কুশিকন্ধরঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রলোকায় তে গতাঃ
একবিংশে পুনঃ প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমেণ তু
বাচস্পতিঃস্মৃতো ব্যাসো যদা স ঋষিসত্তমঃ ॥
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি দারুকো নাম নামতঃ
তস্মাদ্ভবিষ্যতে পুণ্যং দেবদারুবনং মহৎ ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ।
প্লক্ষো দাক্ষায়ণিশ্চৈব কেতুমালী বকস্তথা ॥
যোগাত্মানো মহাত্মানো নিয়তা হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।
পরমং যোগমাস্থায় রুদ্রং প্রাপ্তস্তদানঘাঃ ॥১৯৭
দ্বাবিংশে পরিবর্ত্তে তু ব্যাসঃ শুক্লায়নো যদা।
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি বারাণস্যাং মহামুনিঃ ॥১৯৯
নাম্না বৈ লাঙ্গলী ভীমো যত্র দেবাঃ সবাসবাঃ
দ্রক্ষ্যন্তি মাং কলৌ তস্মিন্নবতীর্ণং হলায়ুধম্

বাচশ্রবা, ঋচীক, শাবাস ও দৃঢ়ব্রত নামে চারি পুত্র জন্মিবে। এই পুত্রগণ তপোধন, যোগাত্মা মহাপ্রভাব ও বেদপারগ হইবে। ইহারা সকলেই মাহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রলোকে উপনীত হইবে। অনন্তর একোনবিংশ পর্য্যায়ে মহামুনি ভরদ্বাজ ব্যাস হইবেন। ঐ সময় আমি রম্য হিমাদ্রি-শিখরে জটামালী নামে বিখ্যাত হইব আমার নামানুসারে তথায় জটায়ু পর্ব্বত বিখ্যাত হইবে। তখন হিরণ্য, কৌশিল্য, কাক্ষীব ও কুথুমি নামে আমার চারিজন মহাতেজা পুত্র প্রাদুর্ভূত হইবে। এই পুত্রগণ সকলেই ঐশ্বর্য্যশালী যোগধর্ম্মী ও ঊর্দ্ধরেতা হইবে। ইহারা মাহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই রুদ্রলোকে গমন করিবে। অনন্তর বিংশতিতম পর্য্যায়ের সৃষ্টি বিস্তারে মহামতি বাচশ্রবা ব্যাস হইবেন। তখন আমি অট্টহাসী নামে বিখ্যাত হইব। সেই হইতে লোক সকল অট্টহাস্যের অনুরাগী হইবে। সিদ্ধ-চারণ-সেবিত পূর্ব্বোক্ত হিমালয়পৃষ্ঠেই আমি বাস করিব। সেখানে তখন আমার সুমন্ত, বর্ব্বরি, সুবন্ধু, ও কুশিকন্ধর নামে চারিজন মহাপ্রভাব পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহারা সকলেই যুক্তাত্মা, মহাসত্ত্ব, ধ্যাননিষ্ঠ ও সত্যব্রত এই পুত্রগণ সকলেই মহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রলোকাভিমুখে গমন করিবে। পরে ক্রমশঃ একবিংশ পর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলে ঋষিপ্রবর বাচস্পতি যখন ব্যাস হইবেন, তখন আমি দারুক নামে অবতীর্ণ হইব। সেই হইতে পুণ্যপ্রদ মহান্ দেবদারুবণ বিখ্যাত হইবে। সেকালে সেখানে আমার প্লক্ষ, দাক্ষায়ণি, কেতুমালী ও বক নামে চারিজন মহাপ্রভাব পুত্র প্রাদুর্ভূত হইবে। এই পুত্রগণ সকলেই যোগত্মা, মাহাত্মা, যতচিত্ত ও ঊর্দ্ধরেতাঃ। ইহারা নিষ্পাপ হইয়া পরম যোগাবলম্বনে রুদ্রকেই প্রাপ্ত হইবে। ১৮১-১৯৭। দ্বাবিংশ পর্য্যায়ে শুক্লায়ন যখন ব্যাস হইবেন, তখন বারাণসী ধামে আমি-লাঙ্গলী নামে মহামুনি হইয়া প্রাদুর্ভূত হইব। তথায় সেই কলিকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ আমায় হলায়ুধ রূপে অবতীর্ণ

তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি সুধার্ম্মিকাঃ।
তুল্যার্চ্চির্মধুপিঙ্গাক্ষঃ শ্বেতকেতুস্তথৈব চ ॥২০০
তেঽপি মাহেশ্বরং যোগং প্রাপ্য ধ্যানপরায়ণাঃ।
বিরজা ব্রহ্মভূয়িষ্ঠা রুদ্রলোকায় সংস্থিতাঃ ॥
পরিবর্ত্তে ত্রয়োবিংশে তৃণবিন্দুর্যদা মুনিঃ।
ব্যাসো ভবিষ্যতি ব্রহ্মা তদাহং ভবিত পুনঃ।
শ্বেতো নাম মহাকায়ো মুনিপুত্রঃ সুধার্ম্মিকঃ ॥
তত্র কালং জরিষ্যামি তদা গিরিবরোত্তমে।
তেন কালঞ্জরো নাম ভবিষ্যতি স পর্ব্বতঃ ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ।
উসিজো বৃহদুক্থশ্চ দেবলঃ কবিরেব চ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং-যোগং রুদ্রলোকং গতা হি তে
পরিবর্ত্তে চতুর্বিংশে ঋক্ষো ব্যাসো ভবিষ্যতি
তত্রাহং ভবিতা ব্রহ্মন্ কলৌ তস্মিন্ যুগান্তিকে
শূলী নাম মহাযোগী নৈমিষে যোগিবন্দিতে ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপস্বিনঃ,
শালিহোত্রোঽগ্নিবেশ্যশ্চ যুবনাশ্বঃ শরদ্বসুঃ।
তেঽপি যোগবলোপেতা রুদ্রং যাস্যন্তি সুব্রত
পঞ্চবিংশে পুনঃপ্রাপ্তে পরিবর্ত্তে যতাক্রমম্।
বসিষ্ঠস্ত যদা ব্যাসঃ শক্তির্নাম ভবিষ্যতি ॥২০৮
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি দণ্ডী মুণ্ডীশ্বরঃ প্রভু।
কোটিবর্ষং সমাসাদ্য নগরং দেবপূজিতম্ ॥২০৯
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি ক্রমাগতাঃ।
যোগাত্মানো মহাত্মানঃ সর্ব্বে তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ
ছগলঃ কুম্ভকর্ণাস্যঃ কুম্ভশ্চৈব প্রবাহকঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং গমিষ্যন্তি তথৈব তে
ষড়্‌বিংশে পরিবর্ত্তে তু যদা ব্যাসঃ পরাশরঃ।
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি সহিষ্ণুর্নাম নামতঃ
পুণ্যাং রুদ্রবটং প্রাপ্য কলৌ তস্মিন্ যুগান্তিকে
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি সুধার্ম্মিকাঃ।
উলূকো বৈদ্যুতশ্চৈব শার্ব্বকো হ্যাশ্বলায়নঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং গন্তারস্তে তথৈব হি ॥
সপ্তবিংশতিমে প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
জাতুকর্ণ্যো যদা ব্যাসো ভবিষ্যতি তপোধনঃ

দেখিবেন। তখন আমার তুল্যার্চ্চি, মধুপিঙ্গাক্ষ ও শ্বেতকেতু নামে কতিপয় পরম ধার্ম্মিক পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই পুত্রগণ ধ্যাননিষ্ঠ, বিরজস্ক ও ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ। ইহারা মাহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রলোকেই অবস্থান করিবে। ত্রয়োবিংশ পর্য্যায়ে যখন তৃণবিন্দু ব্যাস হইবেন, তখন আমি শ্বেত নামে মহাকায় সুধার্ম্মিক মুনিপুত্র হইয়া প্রাদুর্ভূত হইব। সে সময় গিরিবরে কালাতিপাত করিব; এই জন্য ঐ গিরি কালঞ্জর নামে বিখ্যাত হইবে। তখন উষিজ বৃহদুক্থ, দেবল ও কবি নামে চারিজন মহাপ্রভাব পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাহারা মাহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রলোকে প্রয়াণ করিবে। চতুর্ব্বিংশ পর্য্যায়ে ঋক্ষ ব্যাস হইবেন। হে ব্রহ্মন্! সেই যুগান্তে কলির প্রারম্ভে যোগিজন-সেব্য নৈমিষে আমি শূলী নামে মহাযোগী হইয়া প্রাদুর্ভূত হইব। তখন শালিহোত্র, অগ্নিবেশ্য, যুবনাশ্ব ও শরদ্বসু নামে আমার চারিজন পুত্র হইবে। সেই যোগবলশালী সুব্রত পুত্রগণ রুদ্রকেই লাভ করিবে। পঞ্চবিংশ পর্য্যায়ে বশিষ্ঠ যখন ব্যাস হইবেন, তখন আমি দেবপূজিত কোটিবর্ষ নগরে দণ্ডী মুণ্ডীশ্বর নামে প্রাদুর্ভূত হইব। ঐ সময় আমার ছগল, কুম্ভকর্ণাস্য, কুম্ভ ও প্রবাহক নামে চারি পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই পুত্রগণ সকলেই যোগাত্মা, মহাত্মা ও ঊর্দ্ধরেতা হইবে ইহারা মাহেশ্বর যোগপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে রুদ্রলোকেই গমন করিবে, ১৮৯–২১১। ষড়্‌বিংশ পর্য্যায়ে যৎকালে পরাশর ব্যাস হইবেন, তখন আমি সহিষ্ণু নামে বিখ্যাত হইব। সেই যুগান্তে কলির প্রারম্ভে পবিত্র রুদ্রবনে আমার অবস্থান হইবে, তখন উলূক, বৈদ্যুত সার্ব্বক ও আশ্বলায়ন নামে চারিজন সুধার্ম্মিক পুত্র উৎপন্ন হইবে তাহারা মাহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে রুদ্রলোকেই প্রয়াণ করিবে। সপ্তবিংশতি পর্য্যায়ে যখন তপোধন জাতুকর্ণ্য, ব্যাস হইবেন, তখন আমিও দ্বিজবর

তদাপ্যহং ভবিষ্যামি সোমশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ।
প্রভাসং তীর্থমাসাদ্য যোগাত্মা লোকবিশ্রুতঃ
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ।
অক্ষপাদঃ কণাদশ্চ উলূকো বৎস এব চ ॥২১৬
যোগাত্মানো মহাত্মানো বিমলাঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রলোকং ততো গতাঃ
অষ্টাবিংশে পুনঃ প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে
পরাশরসুতঃ শ্রীমান বিষ্ণুর্লোকপিতামহঃ ॥২১৭
যদা ভবিষ্যতি ব্যাসো নাম্না দ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
তদা ষষ্ঠেন চাংশেন কৃষ্ণঃ পুরুষসত্তমঃ।
বসুদেবাদ্‌যদুশ্রেষ্ঠো বাসুদেবো ভবিষ্যতি ॥
তদা চাহং ভবিষ্যামি যোগাত্মা যোগমায়য়া।
লোকবিস্ময়নার্থায় ব্রহ্মচারিশরীরকঃ ॥ ২১৯
শ্মশানে মৃতমুৎসৃষ্টং দৃষ্টা লোকমনাথকম্।
ব্রাহ্মণানাং হিতার্থায় প্রবিষ্টো যোগমায়য়া ॥২২০
দিব্যাং মেরুগুহাং পুণ্যাং ত্বয়া সার্দ্ধং চ বিষ্ণুনা
ভবিষ্যামি তদা ব্রহ্মন্নকুলী নাম নামতঃ ॥ ২২১
কায়ারোহণমিত্যেবং সিদ্ধক্ষেত্রং চ বৈ তদা।
ভবিষ্যতি তু বিখ্যাতং যাবদ্ভূমির্ধরিষ্যতি ॥২২২
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপস্বিনঃ।
কুশিকশ্চৈব গার্গ্যশ্চ মিত্রকো রুষ্ট এব চ ॥২২৩
যোগযুক্তা মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং বিমলা হ্যূর্দ্ধরেতসঃ ॥
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥২২৪
ইত্যেতদ্বৈ ময়া প্রোক্তমবতারেষু লক্ষণম্।
মন্বাদিকৃষ্ণপর্য্যন্তমষ্টাবিংশযুগক্রমাৎ ॥ ২২৫
ভবিষ্যতি তদা কল্পে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নো যদা।
তত্র স্মৃতিসমূহানাং বিভাগো ধর্ম্মলক্ষণম্ ।২২৬

ইতি শ্রী মহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে মাহেশ্বরাবতারযোগো নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ

বায়ুরুবাচ।

চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি মুনয়ো বিদুঃ।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ তিষ্যং চেতি চতুর্যুগম্ ॥

সোমশর্ম্মা নামে বিখ্যাত হইব। এই সময় প্রভাসতীর্থে আমার বাস হইবে। আমি যোগসক্ত ও লোকবিশ্রুত হইব। তখন অক্ষপাদ, কণাদ, উলূক ও বৎস নামে চারিজন তপোধন পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই পুত্রগণ যোগাত্মা, মহাত্মা, বিমল ও বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া মহেশ্বর যোগ অবলম্বনে রুদ্রলোকে প্রয়াণ করিবে। অষ্টাবিংশ পর্য্যায়ে পরাশরসুত লোকপিতামহ শ্রীমান্ বিষ্ণু যখন দ্বৈপায়ন ব্যাস হইবেন, তখন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ ষষ্ঠাংশে যদুশ্রেষ্ঠ বাসুদেবরূপে বসুদেব হইতে প্রাদুর্ভূত হইবেন, তখন আমি যোগাত্মা হইয়া যোগমায়ায় লোকদিগের বিস্ময় উৎপাদনার্থ ব্রহ্মচারিদেহে প্রাদুর্ভূত হইব; মৃত অনাথ লোকদিগকে শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের হিতের নিমিত্ত আমি যোগমায়াবলে তোমার এবং বিষ্ণুর সহিত দিব্য পুণ্য মেরুগুহায় প্রবিষ্ট হইব। হে ব্রহ্মণ! তখন আমি নকুলী নামে বিখ্যাত হইব। যত দিন পৃথিবী থাকিবে, ততকাল পর্য্যন্ত মদীয় অধিষ্ঠিত স্থান কায়ারোহণ নামে সিদ্ধক্ষেত্র হইয়া বিখ্যাত হইবে। ঐ সময়ে আমার কুশিক, গার্গ্য, মিত্রক ও রুষ্ট নামে চারিজন তপস্বী পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই পুত্রগণ সকলেই যোগযুক্ত, মহাত্মা ও বেদপারগ ব্রাহ্মণ হইবেন। ইঁহারা মাহেশ্বর যোগ অবলম্বনে বিমল ও উর্দ্ধরেতা হইয়া রুদ্রলোকে গমন করিবেন। ইঁহাদের পুনর্জন্ম হইবে না। এই আমি অষ্টাবিংশ যুগ ক্রমে মন্বাদি কৃষ্ণ পর্য্যন্ত যাবতীয় অবতার লক্ষণ এবং স্মৃতিসমূহের বিভাগ ও ধর্ম্মলক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। ২১২-২২৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,- মুনিগণ বলিয়া থাকেন, এই ভারতবর্ষে চারিটী যুগ প্রচলিত আছে। যথা-

এতৎ সহস্রপর্যন্তং মহর্ষপুত্রকপণঃ স্মৃতম্।
যামাদ্যাশ্চ গণাঃ সপ্ত রোমবন্তশ্চতুর্দশ ॥ ২
সশরীরাঃ শ্রয়ন্তে স্ম জনলোকং সহানুগাঃ।
এবং দেবেষ্বতীতেষু মহর্লোকাজ্জনং তপ ॥ ৩
মন্বন্তরেষ্বতীতেষু দেবাঃ সর্ব্বে মহৌজসঃ
ততস্তেষু গতেষূর্দ্ধং সাযুজ্যং কল্পবাসিনাম্ ॥৪
সমেত্য দেবৈস্তে দেবাঃ প্রাপ্তে সঙ্কলনে তদা
মহর্লোকং পরিত্যাজ্য গণাস্তে বৈ চতুর্দ্দশ ॥ ৫
ভূতাদিষবশিষ্টেষু স্থাবরান্তেষু বৈ তদা
শূন্যেষু তেষু লোকেষু মহান্তেষু ভূবাদিষু
দৈবেষ্বথ গতেষূর্দ্ধং কল্পাবাসিষ বৈ জনম্ ॥ ৬
তৎসন্ধেত্য ততো ব্রহ্মা দেবর্ষিগণদানবান্।
সংস্থাপয়তি বৈ সর্ব্বান্ দাহবৃষ্ট্যা যুগক্ষয়ে ॥ ৭
যোগতীতঃ সপ্তমঃ কল্পো ময়া বঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
সমুদ্রৈঃ সপ্তভির্গাঢ়মেকীভূতৈর্মহার্ণ বৈঃ।
আসীদেকার্ণবং ঘোরমবিভাগং তমোময়ম্ ॥ ৮
মায়য়ৈকার্ণবে তস্মিং শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
জীমুতাভোহম্বুজাক্ষশ্চ কিরীটী শ্রীপতির্হরিঃ ॥ ৯
নারায়ণমুখোদ্‌গীর্ণঃ সোহষ্টমঃ পুরুষোত্তমঃ
অষ্টাবাহুর্মহোরস্কো লোকানাং যোনিরুচ্যতে।
কিমপ্যচিন্ত্যং যুক্তাত্মা যোগমাস্থায় যোগবিৎ
ফণাসহস্রকলিতং তমপ্রতিমবর্চ্চসম্।
মহাভোগপতের্ভোগমম্বাস্তীর্য্য মহোচ্ছ্রয়ম্।
তস্মিন্নহত্তি পর্য্যঙ্কে শেতে বৈ কনকপ্রভে ॥ ১১
এবং তত্র শয়ানেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
আত্মারামেণ ক্রীড়ার্থং সৃষ্টং নাভ্যাং তু পঙ্কজম্॥১২
শতযোজনবিস্তীর্ণং তরুণাদিত্যবর্চ্চসম্।
বজ্রদণ্ডং মহোৎসেধং লীলয়া প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৩
তস্যৈবং ক্রীড়মানস্য সমীপং দেবমীযুষঃ।
হেমব্রহ্মাণ্ডজো ব্রহ্মা রুক্মবর্ণো হ্যতীন্দ্রিয়ঃ।

কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। এই চারি যুগের পরিমাণ দিব্য সহস্র বৎসর এই সহস্র বর্ষ ব্রহ্মার এক দিন। এই দিনাবসানে যামাদি সপ্তগণ ও রোমবন্ত চতুর্দ্দশগণ সশরীরে অনুচর সহচর বহুজনলোক আশ্রয় করিয়া থাকেন এই রূপে দেবগণ মহর্লোক হইতে জন ও তপোলোকে গমণ করেন। মন্বন্তর অতীত হইলে প্রভাবশালী সমস্ত দেবই এইরূপে উর্দ্ধগামী হন। তাঁহারা উর্দ্ধে কল্পবাসী দিগের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া তত্রত্য দেবগণ সহ সম্মিলিত হইলে তখন পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশগণও মহর্লোক পরিত্যাগ করেন। তখন কল্পবাসী দেবগণ উর্দ্ধে জনলোকে উপনীত হইবার পর স্থাবরান্ত অবশিষ্ট অখিল ভূতাদি বিলয় প্রাপ্ত হয় ভুবাদি সমস্ত লোকই নষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর দহন ও বর্ষণ দ্বারা যুগক্ষয় সংঘটিত হইলে ব্রহ্মা তৎসমস্ত সংহার করিয়া সমুদায় দেব, ঋষি ও দানবদিগকে পুনরায় সংস্থাপিত করেন যে সপ্তম কল্প অতীত হইয়াছে, আমি আপনাদিগকে তাহা বলিয়াছি সেই কল্পশেষে সপ্ত সাগর একীভূত হওয়ায় এই সমগ্র জগৎ ঘোর একার্ণবাকারে পরিণত হইয়াছিল। কুত্রাপি কোনও বিভাগ নির্দ্দেশ ছিল না; সকলই তমোময় হইয়া ছিল। যিনি শঙ্খ-চক্র গদাধর, জীমূত-সন্নিভ, অম্বুজনেত্র, কিরীটধারী ও শ্রীপতি, নারায়ণের মুখ হইতে যাঁহার আবির্ভাব যিনি অষ্টম পুরুষোত্তম, অষ্টবাহু, মহোরস্ক, ও লোকসমূহের যোনি বলিয়া কথিত, সেই যুক্তাত্মা যোগবিৎ হরি ঐ মহার্ণবে মায়াবলে কোন এক অচিন্ত্য যোগ অবলম্বন করিয়া অনন্তের সহস্র ফনা-কলিত অনুপমদ্যুতি মহোন্নত মহাভোগ অস্তৃত করত সেই কনকাভ মহাপর্য্যাঙ্কে শয়ন করিলেন। ১-১১। এইরূপে সেই আত্মারাম প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু ক্রীড়ানিমিত্ত তথায় শয়ন করিলে তাঁহার নাভিদেশে একটা পঙ্কজ প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ পঙ্কজ তরুণ অরুণবৎ তেজঃসম্পন্ন; উহার বিস্তার শত যোজন পর্য্যন্ত উহা মহোন্নত এবং প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুর লীলাক্রমে উৎপন্ন। বিষ্ণু সেই পঙ্কজ লইয়া ক্রীড়ার প্রবৃত্ত হইলে, হেম-

চতুর্ম্মুখো বিশালাক্ষঃ সমাগম্য যদৃচ্ছয়া ॥ ১৪
শ্রিয়া যুক্তেন নব্যেন সুপ্রভেণ সুগন্ধিনা।
তং ক্রীড়মানং পদ্মেন দৃষ্টা ব্রহ্মা তু তেজিষ্মান্
স বিস্ময়মথাগম্য শস্য সম্পূর্ণয়া গিরা।
প্রোবাচ কো ভবান্ শেতে আশ্রিতো
মধ্যমস্তসাম্॥১৬
অথ তস্যাচ্যুতঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মণস্তু শুভং বচঃ।
উদতিষ্ঠত পর্য্যঙ্কাদ্বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥১৭
প্রত্যুবাচোত্তরং চৈব ক্রিয়তে যচ্চ কিঞ্চন
দৌরন্তরিক্ষং ভূশ্চৈব পরং পদমহং প্রভুঃ ॥১৮
তমেবমুক্ত্বা ভগবান বিষ্ণুঃ পুনরথাব্রবীৎ
কস্ত্বং খলু সমায়াতঃ সমীপং ভগবান্ কুতঃ।
কুতশ্চ ভূয়ো গন্তব্যং কৃত্র বা তে প্রতিশ্রয়ঃ ॥
কো ভবান্ বিশ্বমূর্ত্তিস্ত্বং কর্ত্তব্যং কিঞ্চ তে ময়া
এবং ব্রুবাণং বৈকুণ্ঠং প্রত্যুবাচ পিতামহঃ ॥২০
যথা ভবাংস্তথা চাহমাদিকর্ত্তা প্রজাপতিঃ।
নারায়ণসমাখ্যাতঃ সর্ব্বং বৈ ময়ি প্রতিষ্ঠিতি ॥২১
সবিস্ময়ং পরং শ্রুত্বা ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা।
সোহনুজ্ঞাতো ভগবতা বৈকুণ্ঠো বিশ্বসম্ভবঃ ॥
কৌতূহলান্মহাযোগী প্রবিষ্টো ব্রহ্মণো মুখম্।
ইমানষ্টাদশ দ্বীপান সসমুদ্রান্ সপর্ব্বতান্ ॥২৩
প্রবিশ্য স মহাতেজাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাকুলান্।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তান্ সপ্তলোকান সনাতনান্
ব্রহ্মণস্তূদরে দৃষ্টা সর্ব্বান্ বিষ্ণুর্মহাযশাঃ।
অহোহস্য তপসো বীর্য্যং পুনঃ পুনরভাষত ॥
পর্য্যটন্ বিবিধাল্লোকান্ বিষ্ণুর্নানাবিধাশ্রমান্।
ততো বর্ষসহস্রান্তে নান্তং হি দদৃশে তদা ॥২৬
তদাস্য বক্ত্রান্নিক্রম্য পন্নগেন্দ্রনিকেতনঃ।
অজাতশত্রুর্ভগবান্ পিতামহমথাব্রবীৎ ॥ ২৭
ভগবান্নাদিমধ্যঞ্চ অন্তঃ কালদিশো ন চ।
নাহমন্তং প্রপশ্যামি হ্যুদরস্য তবানঘ ॥ ২৮
এবমুক্তাব্রবীদ্ভূয়ঃ পিতামহমিদং হরিঃ।

ব্রহ্মাণ্ডজাত স্বর্ণবর্ণ অতীন্দ্রিয় বিশালনেত্র চতুরানন ব্রহ্মা যদৃচ্ছাক্রমে তৎসমীপে আগমন করিয়া দেখিলেন- বিষ্ণু সেই শ্রীসম্পন্ন সুপ্রভ সুগন্ধি নবোদ্ভিন্ন পদ্ম লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি তাঁহার আরও নিকটবর্ত্তী হইলেন- হইয়া সবিস্ময়ে গম্ভীরস্বরে বলিলেন- কে তুমি এই জলমধ্য আশ্রয় করিয়া শয়ান রহিয়াছ? অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞ অচ্যুত ব্রহ্মার সেই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে পর্য্যাঙ্ক হইতে উত্থিত হইলেন এবং প্রত্যুত্তরে বলিলেন- যে কিছু কার্য্য-কারণ এবং এই যে ভূমি, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ, সমস্তই আমি এবং আমিই প্রভু পরমপদ। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে এই কথা কহিয়া পুনরায় বলিলেন- হে ভগবন্- আপনি, কোথা হইতে আমার সমীপে আগমন করিলেন? পুনবার কোথায় যাইবেন? আপনার প্রতিশ্রয়ই বা কোথায়? কে আপনি বিশ্বমূর্ত্তিধর? আপনার আমি কোন্ কার্য্য করিব? বৈকুণ্ঠবিহারী হরি এই কথা কহিলে, পিতামহ প্রত্যুত্তরে বলিলেন- তোমার ন্যায় আমিও নারায়ণাখ্য আদি কর্ত্তা প্রজাপতি। এতৎসমস্তই আমাতে

প্রতিষ্ঠিত। মহাযোগী বিশ্ববিধাতা বৈকুণ্ঠ সবিস্ময়ে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া লোককর্ত্তা ব্রহ্মার অনুজ্ঞাক্রমে কুতূহলবশতঃ তদীয় মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাযশা মহাতেজাঃ বিষ্ণু তথায় প্রবেশান্তে দেখিলেন- ব্রহ্মার উদরে শৈল-সাগরাদি সহ অষ্টাদশ দ্বীপ এবং ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত চতুরাশ্রমবিভক্ত সপ্ত সনাতন লোক বিদ্যমান। তদ্দর্শনে তিনি পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন- অহো! ইহাঁর কি অদ্ভুত তপঃপ্রভাব এই বলিয়া বিষ্ণু ব্রহ্মার উদরমধ্যস্থ বিবিধ লোক ও নানা আশ্রম পর্য্যটন করিলেন ; কিন্তু সহস্র বর্ষ অতীত হইল, তথাচ তিনি তাহার অন্ত সীমা দেখিতে পাইলেন না। ১২-২৬। তখন ভগবান্ অজাতশত্রু গরুড়ধ্বজ পিতামহ ব্রহ্মার মুখ হইতে নিক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন- ভগবন্! হে অনঘ! আপনার উদরের আদি, মধ্য অন্ত বা দিককাল, কিছুই

ত্বমানুপ্যেবমেবাদ্য হ্যুদরং মম শাশ্বতম্
প্রবিশ্য লোকান্ পশ্যৈতানলৌপম্যান্ দ্বিজোত্তম
মনঃপ্রহ্লাদনীং বাণীং শ্রুত্বা তস্যাভিনন্দ্য চ।
শ্রী পতেরুদরং ভূয়ঃ প্রবিবেশ পিতামহঃ ॥ ৩০
তানেব লোকান্ গর্ভস্থঃ পশ্যন্ সোঽচিন্ত্যবিক্রমঃ
পর্য্যটিত্বাদিদেবস্য দদর্শান্তং ন বৈ হরেঃ ॥ ৩১
জ্ঞাত্বাগমং তস্য পিতামহস্য
দ্বারাণি সর্ব্বাণি পিধায় বিষ্ণুঃ।
বিভূর্মনঃ কর্ত্তুমিয়েষ চাশু
সুখং প্রসুপ্তোঽস্মি মহাজলৌঘে ॥ ৩২
ততো দ্বারাণি সর্ব্বাণি পিহিতান্যুপলক্ষ্য তু।
সূক্ষ্মং কৃত্বাত্মনো রূপং নাভ্যাং দ্বারমবিন্দত ॥
পদ্মসূত্রানুমার্গেণ হ্যনুগম্য পিতামহঃ।
উজ্জহারাত্মনো রূপং পুষ্করাচ্চতুরাননঃ।
বিররাজারবিন্দস্থঃ পদ্মগর্ভ সমদ্যুতিঃ ॥ ৩৪
সূত উবাচ।
এতস্মিন্নন্তরে তাভ্যামেকৈকস্য কৃতস্ততঃ
প্রবর্ত্তমানে সংহর্ষে মধ্যে তস্যার্ণবস্য তু ॥৩৫
ততো হ্যপরিমেয়াত্মা ভূতানাং ভগ্রভূরীশ্বরং।
শূলপাণির্মহাদেবো হৈমচীরাম্বরচ্ছদঃ.
আগচ্ছদ্যত্র সোঽনন্তো নাগভোগপতির্হরিঃ ॥
শীঘ্রং বিক্রমতস্তস্য পদ্ভ্যামত্যন্তপীড়িতাঃ।
উৎকৃতাস্তর্ণমাকাশে পৃথুলাস্তোয়বিন্দবঃ।
অত্যুষ্ণাশ্চাতিশীতাশ্চ বায়ুস্তত্র ববৌভৃশম্ ॥৩৭
তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং ব্রহ্মা বিষ্ণুমভাষত।
অব্বিন্দবো হি স্থূলোষ্ণাঃ কম্পতে চাম্বুজং ভৃশম্
এতং মে সংশয়ং ব্রূহি কিঞ্চান্যত্ত্বং চিকীর্ষসি ॥
এতদেবংবিধং বাক্যং পিতামহমুখোদ্ভবম্।
শ্রুত্বাপ্রতিমকর্ম্মাহ ভগবানসুরান্তকৃৎ ॥ ৩৯

আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, এই বলিয়া হরি পুনরায় পিতামহকে বলিলেন- হে দ্বিজোত্তম! অদ্য আপনিও এইরূপে আমার উদরে প্রবেশ করুন- করিয়া এইরূপে এই অপ্রতিম লোক সকল অবলোকন করুন। পিতামহ শ্রীপতির তথাবিধা মনঃপ্রহ্লাদনী বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দনপূর্ব্বক তদীয় উদরে প্রবেশ করিলেন। অচিন্ত্যবিক্রম ব্রহ্মা হরির উদরগত হইয়া সেই সমস্ত লোকই দেখিলেন; উদরাভ্যন্তরে বহুবর্ষ পর্য্যটন করিলেন, কিন্তু সেই আদি দেবের অন্ত কোথায় পাইলেন না। এদিকে ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় উদরাভ্যন্তরে পিতামহের আগমন-ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করত মহাজলরাশির উপরি সুখসুপ্ত হইয়া অবস্থান করিতে মনস্থ করিলেন। অনন্তর পিতামহ সর্ব্বদ্বার নিরুদ্ধ দেখিয়া স্বীয় আকার সূক্ষ্ম করিয়া লইলেন এবং বিষ্ণুর নাভিদেশেই নির্গমদ্বার প্রাপ্ত হইলেন। পরে চতুরানন বিষ্ণুর নাভিপদ্মের সূত্রপথে অনুগমনপূর্ব্বক আত্মরূপ উদ্ধার করিয়া লইলেন। তখন পদ্মগর্ভাভ ব্রহ্মা অরবিন্দমধ্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন। সূত বলিলেন- এইরূপে সেই অর্ণবমধ্যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ের পরস্পর কৌতুক ব্যাপার চলিতেছে, ইত্যবসরে যথায় নাগ-ভোগপতি অনন্ত হরি অবস্থিত, তথায় অপরিমেয়াত্মা ভূতপতি হৈম চীরাম্বরধারী শূলপাণি মহাদেব আগমন করিলেন, তিনি অতিদ্রুত পদবিক্ষেপ করিতেছিলেন, তাই তাঁহার পদদ্বয়ে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া অতি উষ্ণ অতিশীত স্থূল জলবিন্দু সকল সত্বর আকাশে উত্থিত হইল। ২৭-৩৪। প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল। সেই মহান্ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন- এ কি, স্থূল উষ্ণ জলবিন্দু সকল উত্থিত হইতেছে এবং এই পদ্মও অত্যন্ত কম্পিত হইতেছে, ইহার কারণ কি? আমার এই সংশয় আপনি নিরসন করুন, বলুন, আপনিই কি অন্য আরোও কিছু করিতে অভিলাষী হইয়াছেন? অপ্রতিমকর্ম্মা অসুরসংহারী হরি, ব্রহ্মার মুখোচ্চরিত এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন- এ কি

কিং নু খল্বত্র মে নাভ্যাং ভূতমন্যং কৃতালয়ম্।
বদতি প্রিয়মত্যর্থং বিপ্রিয়েঽপি চ তে ময়া ॥৪০
ইত্যেবং মনসা ধ্যাত্বা প্রত্যুবাচেদমুত্তরম্
কিং ত্বত্র ভগবাংস্তস্মিন্ পুষ্করে জাতসম্ভ্রমঃ॥৪১
কিং ময়া তৎকৃতং দেব যন্মাং প্রিয়মনুত্তমম্।
ভাষসে পুরুষশ্রেষ্ঠ কিমর্থং ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ৪২
এবং ব্রুবাণং দেবেশং লোকযাত্রাং তু তত্ত্বগাম্
প্রত্যুবাচাম্বুজাভাক্ষং ব্রহ্মা বেদানিধিঃ প্রভুঃ ॥ ৪৩
যোঽসৌ তবোদরং পূর্ব্বং প্রবিষ্টোঽহং ত্বদিচ্ছয়া
যথা মমোদরে লোকাঃ সর্ব্বে দৃষ্টাস্ত্বয়া প্রভো
তথৈব দৃষ্টাঃ কাৎস্ন্যেন ময়া লোকাস্তবোদরে
ততো বর্ষসহস্রান্ত উপাবৃতস্য মেঽনঘ।
নুনং মৎসরভাবেণ মাং বশীকর্ত্তুমিচ্ছতা
আশু দ্বারাণি সর্ব্বাণি ঘাতিতানি ত্বয়া পুনঃ ॥ ৪৫
ততো ময়া মহাভাগ সঞ্চিন্ত্য স্বেন চেতসা
লব্ধো নাভ্যাং প্রবেশস্তু পদ্মসূত্রাদ্বিনির্গমঃ ॥৪৬
মা ভূত্তে মনসোঽল্পোঽপি ব্যাঘাতোঽয়ং কথঞ্চন
ইত্যেষানুগতির্বিষ্ণো কার্য্যাণামৌপসর্গিকী ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

যন্ময়ানন্তরং কার্য্যং ময়াধ্যবসিতঃ ত্বয়ি।
ত্বাং বা বাধিতুকামেন ক্রীড়াপূর্ব্বং যদৃচ্ছয়া ॥
আশু দ্বারাণি সর্ব্বাণি ঘটিতানি ময়া পুনঃ ॥ ৪৮
ন তেঽন্যথাবমন্তব্যো মান্যঃ পূজ্যশ্চ মে ভবান্
সর্ব্বং মর্ষয় কল্যাণ যন্ময়াপকৃতং তব।
তস্মান্ময়োচ্যমানস্ত্বং পদ্মাদবতর প্রভো ॥ ৪৯
নাহং ভবন্তং শক্নোমি সোঢ়ুং তেজোময়ং গুরুম্
স প্রোবাচ বরং ব্রূহি পদ্মাদবতরাম্যহম্ ॥ ৫০

হইল ! আমার নাভিদেশে অন্য কোন প্রাণী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে কি? অথবা ব্রহ্মণ ! আমি তোমার বিপ্রিয় আচরণ করিলেও তুমিই কি এরূপ প্রিয় বাক্য আমায় বলিতেছ? নাভিপদ্ম সম্বন্ধে এরূপে সম্ভ্রমশালী হইয়া ভগবান্ হরি মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মবাক্যের প্রত্যুত্তরে বলিলেন- হে পুরুষশ্রেষ্ঠ । হে দেব ! আমি এমন কি কার্য্য করিয়াছি, যাহার জন্য আপনি আমাকে এরূপ প্রিয় ও উত্তম বাক্য বলিতেছেন? আপনি কি জন্য এ কথা বলিলেন, তাহা সত্বর যথাযথ আমায় বলুন। লোকতত্ত্বজ্ঞ দেবদেব এইরূপ কথা কহিলে অম্বুজবাসী বেদনিধি ব্রহ্মা প্রত্যুত্তরে বলিলেন- আমিই পূর্ব্বে তোমারই ইচ্ছায় তোমার উদরে প্রবেশ করিয়াছিলাম। হে প্রভো। তুমি যেমন মদীয় উদরে লোক সকল দেখিয়াছ, তেমনি আমিও তোমার উদরে সমুদায় লোক অবলোকন করিয়াছি হে অনঘ। অনন্তর বর্ষসহস্র অতীত হইলে যখন আমি বহির্গত হইবার উপক্রম করি, তখন নিশ্চয়ই তুমি মাৎসর্য্য বশে আমায় বশীভূত করিবার ইচ্ছায় সত্বর সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার নিরোধ করিয়াছিলে। অনন্তর হে মহাভাগ। আমি মনে মনে চিন্তা করিয়া ভবদীয় নাভিদেশে প্রবেশ করিলাম এবং তথা হইতে নাভিপঙ্কজের সূত্র পথে নির্গত হইলাম। হে বিষ্ণো ! আমার এই কার্য্যে তোমার মন যেন কিঞ্চিন্মাত্র আহত না হয়। দেখ, কার্য্য পরম্পরার এইরূপই ঔপসর্গিকী গতি। ৩৫-৪৭। বিষ্ণু বলিলেন- হে ব্রহ্মন্! আমি তোমার সম্বন্ধে যেরূপ কার্য্য করিয়াছি বা তোমাকে বাধা প্রদান করিবার জন্য যেরূপ অধ্যবসায়ই আমা দ্বারা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা ক্রীড়াচ্ছলেই করা হইয়াছে আমি যদৃচ্ছাক্রমেই সত্বর দ্বারসকল বন্ধ করিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আপনি মনে মনে অন্য ভাব পোষণ করিবেন না। বাস্তবিকই আপনি আমার মান্য এবং পূজ্য। হে কল্যাণ! আমি আপনার সম্বন্ধে যাহা যাহা করিয়াছি, আপনি সে সমস্ত ক্ষমা করুন। হে প্রভো! আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি এই পদ্ম হইতে অবরোহণ করুন। কেননা

বিষ্ণুরুবাচ।

পুত্রো ভব মমারিঘ্ন মুদং প্রাপ্স্যসি শোভনাম্
সত্যধনো মহাযোগী ত্বমীড্যঃ প্রণবাত্মকঃ ॥৫১
অদ্যপ্রভৃতি সর্ব্বেশ শ্বেতোষ্ণীষবিভূষণং।
পদ্মযোনিরিতীত্যেবং খ্যাতো নাম্না ভবিষ্যসি
পুত্রো মে ত্বং ভব ব্রহ্মন্ সর্ব্বলোকাধিপ প্রভো
ততঃ স ভগবান্ ব্রহ্মা বরং গৃহ্য কিরীটিনঃ।
এবং ভবতু চেত্যুক্ত্বা প্রীতাত্মা গতমৎসরঃ ॥৫৩
প্রত্যাসন্নমথায়ান্তং বালার্কাভং মহাননম্
ভূতমত্যদ্ভুতং দৃষ্ট্বা নারায়ণমথাব্রবীৎ ॥ ৫৪
অপ্রমেয়ো মহাবক্ত্রো দংষ্ট্রী ধ্বস্তশিরোরুহঃ
দশবাহুস্ত্রিশূলাঙ্গো নয়নৈর্বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৫৫
লোকপ্রভুঃ স্বয়ং সাক্ষাদ্বিকৃতো মুঞ্জমেখলী।
মেঢ্রেণোর্দ্ধেন মহতা নদমানোঽতিভৈরবম্॥৫৬
কঃ খল্বেষ পুমান্ বিষ্ণো তেজোরাশির্মহাদ্যুতিঃ
ব্যাপ্য সর্ব্বা দিশো দ্যাঞ্চ ইত এবাভিবর্ত্ততে ॥
তেনৈবমুক্তো ভগবান্ বিষ্ণুর্ব্রহ্মাণমব্রবীৎ
পদ্ভ্যাং তলনিপাতেন যস্য বিক্রমতোঽর্ণবে।
বেগেন মহতাকাশে ব্যথিতাশ্চ জলাশয়াঃ॥৫৮
ছটাভির্বিশ্বতোঽত্যর্থং সিচ্যতে পদ্মসম্ভবঃ।
ঘ্রাণজেন চ বাতেন কম্প্যমানং ত্বয়া সহ
দোধূয়তে মহাপদ্মং স্বচ্ছন্দং মম নাভিজম্॥৫৯
স এষ ভগবানীশো হ্যনাদিশ্চান্তকৃদ্বিভুঃ।
ভবানহঞ্চ স্তোত্রেণ হ্যুপতিষ্ঠাব গোধ্বজম্ ॥
ততঃ ক্রুদ্ধোঽম্বুজাভাক্ষং ব্রহ্মা প্রোবাচ কেশবম্
ন ভবান্নূনমাত্মানং লোকানাং যোনিমুত্তমম্॥৬১
ব্রহ্মাণং লোককর্ত্তারং মাঞ্চ বেত্তি সনাতনম্
কোঽয়ং ভো শঙ্করো নাম হ্যাবয়োর্ব্যতি
রিচ্যতে॥৬২
তস্য তৎক্রোধজং বাক্যং শ্রুত্বা বিষ্ণুরভাষত
মা বৈবং বদ কল্যাণ পরিবাদং মহাত্মনঃ ॥

আপনি ভারভূত তেজস্বী পুরুষ, আপনার ভার সহ্য করিতে আমি অক্ষম। ব্রহ্মা বলিলেন- বিষ্ণো! তুমি বর গ্রহণ কর। আমি পদ্ম হইতে অবতরণ করিতেছি। বিষ্ণু বলিলেন হে অরিসূদন! আমার ইচ্ছা, তুমি আমার পুত্র হও। ইহা হইলেই আমি পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইব। তুমি পূজ্য, প্রণবাত্মক, সত্যধন, মহাযোগী, হে সর্ব্বেশ! তুমি অদ্য হইতে শ্বেত উষ্ণীষশোভী পদ্মযোনী নামে বিখ্যাত হইলে। হে সর্ব্বলোকের অধীশ্বর! অদ্য হইতে তুমি আমার পুত্র হও। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা কিরীটির নিকট বর লইলেন এবং প্রীতচিত্তে অমৎসরভাবে বলিলেন- আচ্ছা তাহাই হউক। এই বলিয়া ব্রহ্মা সেই মহামুখশালী তরুণ তরণিসান্নভ অদ্ভুত প্রাণীকে সম্মুখাগত দেখিয়া নারায়ণকে বলিলেন- এই যে অপ্রমেয়, মহা ক্রু, দংষ্ট্রাসম্পন্ন, বিকীর্ণকেশ, দশবাহুশালী, ত্রিশূলী, ত্রিনয়ন, সর্ব্বব্যাপী, সাক্ষাৎ লোকপতি, মুঞ্জ মেখলধারী, মহান উর্দ্ধলিঙ্গ বিশিষ্ট পুরুষ, যিনি অতি ভীষণ নিনাদ করিতেছেন; হে বিষ্ণো! কে ইনি প্রদীপ্ত তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তিতে সর্ব্ব দিক্ ও অন্তরীক্ষ ব্যাপিয়া এই দিকে আগমন করিতেছেন? ব্রহ্মা এই কথা কহিলে ভগবান বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন- যাঁহার পাদতলপাতে, পদক্ষেপে ও মহাবেগে অর্ণবের জলরাশি ব্যথিত হইয়া আকাশে উত্থিত হইতেছে -সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপী জলোর্ম্মিচ্ছটায় পদ্মযোনি আপনি পর্য্যন্ত অতিমাত্র সিক্ত হইতেছেন, যদীয় নিশ্বাসমারুতে মদীয় নাভিজাত মহাপদ্ম তোমার সহিত কম্পিত হইতেছে, ইনি সেই সংহার কর্ত্তা অনাদি নিধন ঈশ্বর। এক্ষণে তুমি এবং আমি, আমরা উভয়ে স্তোত্র দ্বারা এই বৃষধ্বজকে অর্চ্চনা করিব ৪৮-৬০। অনন্তর ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া নলিনাক্ষ কেশবকে কহিলেন- তুমি নিশ্চয়ই লোকযোনি স্বীয় উত্তম আত্মাকে এবং লোককর্ত্তা সনাতন ব্রহ্মা- আমাকে অবগত নহ। নতুবা এই শঙ্কর নামে কে আবার আমাদের দুই জন হইতে অতিরিক্ত আছে? বিষ্ণু তাঁহার সেই ক্রোধজ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন- হে কল্যাণ!

মায়াযোগেশ্বরো ধর্ম্মো দুরাধর্ষো বরপ্রদঃ।
হেতুরস্যাথ জগতঃ পুরাণঃ পুরুষোঽব্যয়ঃ॥৬৪
জীবঃ খল্বেষ জীবানাং জ্যোতিরেকং প্রকাশতে
বালক্রীড়নকৈর্দেবঃ ক্রীড়তে শঙ্করঃ স্বয়ম্॥৬৫
প্রধানমব্যয়ং জ্যোতিরব্যক্তং প্রকৃতিস্তমঃ
অস্য চৈতানি নামানি নিত্যং প্রসবধর্ম্মিণঃ।
যঃ কঃ স ইহ দুঃখার্ত্তৈর্মৃগ্যতে য ভজিঃ শিবঃ
এষ বীজী ভবান বীজমহং যোনিঃ সনাতনঃ।
এবমুক্তেঽথ বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা বিষ্ণুমভাষত ॥ ৬৭
ভবান্‌যোনিরহং বীজং কথং বীজী মহেশ্বরঃ।
এতন্মে সূক্ষ্মমব্যক্তং সংশয়ং ছেত্তুমর্হসি ॥ ৬৮
জ্ঞাত্বা চৈবং সমুৎপত্তিং ব্রহ্মণা লোকতন্ত্রিণা।
ইদং পরমসাদৃশ্যং প্রশ্নমভ্যবদদ্ধরিঃ ॥ ৬৯
অস্মান্মহত্তরং গুহ্যং ভূতমন্যন্ন বিদ্যতে।
মহতঃ পরমং ধাম শিবমধ্যাত্মিনাং পদম্ ॥৭০
দ্বৈধীভাবেন চাত্মানং প্রবিভজ্য ব্যবস্থিতঃ।
নিষ্কলঃ সূক্ষ্মমব্যক্তঃ সকলশ্চ মহেশ্বরঃ॥৭১
অস্য মায়াবিধিজ্ঞস্য অগম্যগহনস্য চ
পুরা লিঙ্গং ভবদ্বীজং প্রথমং ত্বাদিসর্গিকম্॥৭২
ময়ি যোনৌ সমাযুক্তং তদ্বীজং কালপর্য্যয়াৎ।
হিরণ্ময়মপারং তদ্‌যোন্যামণ্ডমজায়ত॥৭৩
শতানি দশ বর্ষাণামণ্ডং চাপ্সু প্রতিষ্ঠিতম্।
অন্তে বর্ষসহস্রস্য বায়ুণা তদ্দ্বিধা কৃতম্ ॥৭৪
কপালমেকং দ্যোর্জজ্ঞে কপালমপরং ক্ষিতিঃ
উল্বং তস্য মহোৎসেধং যোঽসৌ কনকপর্ব্বতঃ
ততস্তস্মাৎ প্রবুদ্ধাত্মা দেবো দেববরঃ প্রভুঃ।
হিরণ্যগর্ভো ভগবানহং জজ্ঞে চতুর্ভুজঃ ॥৭৬
ততো বর্ষসহস্রান্তে বায়ুনা তদ্দ্বিধা কৃতম্
অতারকেন্দুনক্ষত্রং শূন্যং লোকমবেক্ষ্য চ।
কোঽয়মত্রেত্যভিধ্যাতে কুমারাস্তেঽভবংস্তদা।

তুমি মহাত্মার এরূপ পরিবাদবাক্য বলিও না ইনি মায়া-যোগেশ্বর, বরপ্রদ, দুরাধর্ষ ধর্ম্ম; এই জগতের ইনিই একমাত্র হেতু ও অব্যয় পুরাণ পুরুষ। ইনি জীবসমূহের জীব এবং একমাত্র জ্যোতীরূপে প্রকাশমান। এই দেব শঙ্কর, বালকের খেলার সামগ্রীর ন্যায় এই জীব সমূহ লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন। প্রধান, অব্যয়, জ্যোতিঃ, অব্যক্ত, প্রকৃতি, তমঃ, এই সকল এই প্রসবধর্ম্মী পুরুষের নিত্যনাম; ব্যক্তিগণ দুঃখার্ত্ত হইয়া এই পরব্রহ্মমূর্ত্তি শিবকেই ধ্যান করিয়া থাকেন। ইনি বীজী, তুমি বীজ এবং আমি সনাতন যোনি। বিষ্ণু কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন- তুমি যোনি, আমি বীজ এবং মহেশ্বর বীজী, ইহা হইল কিরূপে? আমার এই সূক্ষ্ম অব্যক্ত সংশয় আপনি নিরাস করুন। বিষ্ণু সৃষ্টিতত্ত্ব বিদিত ছিলেন। তিনি লোককর্ত্তা ব্রহ্মার প্রস্তাবিত প্রশ্নের এইরূপ পরম সাদৃশ্য বোধক উত্তর প্রদান করিলেন, তিনি বলিলেন- এই মহেশ্বর হইতে মহত্তর বস্তু অন্য কিছুই নাই। এই শিব মহত্তেরও পরম ধাম এবং অধ্যাত্মবেদীদিগের প্রাপ্য পদ। ইনি দ্বিধা বিভিন্নভাবে আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত, ইহার একরূপ নিষ্কল, তাহা সূক্ষ্ম অব্যক্ত এবং অন্য-রূপ সকল, তাহা ইহাঁর মহেশ্বররূপ। এই মায়াবিধিজ্ঞ অবিজ্ঞেয় গতি মহেশ্বরের পূর্ব্বকালে এক লিঙ্গ আদিসর্গীয় বীজস্বরূপে বিভাত হয় হয়, সেই বীজ মৎরূপ যোনিতে সমাযুক্ত হইয়াছিল; কালপর্য্যায়ে তাহা হইতে এই যোনিতে এক অপার হিরন্ময় অণ্ড প্রাদুর্ভূত হয়। এই অণ্ড দশশত বর্ষ জলে প্রতিষ্ঠিত থাকে; পরে বর্ষ সহস্র অতীত হইলে উহা বায়ু কর্ত্তৃক দ্বিধা বিভক্ত হয়। ৬১-৭৪ উহার এক অর্দ্ধে স্বর্গ এবং অপরার্দ্ধে ক্ষিতির উৎপত্তি ঘটে ঐ অণ্ডের যে মহান্ আবরণ ছিল, তাহা তখন কনকাচল সুমেরুরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয় অনন্তর সেই হইতে প্রবুদ্ধাত্মা ভগবান দেবদেব-তুমি হিরণ্যগর্ভ এবং আমি চতুর্ভুজ বিষ্ণু, আমরা সকলে প্রাদুর্ভূত হই। এইরূপে সেই অণ্ড বায়ু কর্ত্তৃক দ্বিধা বিভক্ত হয়, এই লোক-গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্য বিরহিত হইলে,

প্রিয়দর্শনাস্তু তনবো যেহতীতাঃ পূর্ব্বজাস্তব।
ভূয়ো বর্ষসহস্রান্তে তত এবাত্মজাস্তব।
ভুবনানলসঙ্কাশাঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণাঃ ॥ ৭৮
শ্রীমান্ সনৎকুমারস্তু ঋভুশ্চৈবোর্দ্ধরেতসৌ।
সনাতনশ্চ সনকস্তথৈব চ সনন্দনঃ।
উৎপন্নঃ সমকালং তে বুদ্ধ্যাতীন্দ্রিয়দর্শনাঃ ॥
উৎপন্নাঃ প্রতিভাখ্যানৌ জগদুচৈতদেব হি।
নারপ্স্যন্তে চ কর্ম্মাণি তাপত্রয়বিবর্জ্জিতাঃ॥৮০
অল্পসৌখ্যং বহুক্লেশং জরাশোকসমন্বিতম্।
জীবিতং মরণং চৈব সম্ভবং চ পুনঃপুনঃ ॥৮১
স্বপ্নভূতং পুনঃ স্বর্গং দুঃখানি নরকাস্তথা।
বিদিত্বা চাগমং সর্ব্বমবশ্যং ভবিতব্যতাম্॥৮২
ঋভুং সনৎকুমারঞ্চ দৃষ্টা তব বশে স্থিতৌ
ত্রয়স্তু ত্রীন্ গুণান্ হিত্বা আত্মজাঃ সনকাদয়ঃ।
বৈবর্ত্তেন তু জ্ঞানেন নিবৃত্তাস্তে মহৌজসঃ ॥
ততস্তেষপবৃত্তেষু সনকাদিষু বৈ ত্রিষু।
ভবিষ্যসি বিমূঢ়স্তু মায়য়া শঙ্করস্য তু ॥ ৮৪
এবং কল্পে তু বৈ কল্পে সংজ্ঞা নশ্যতি তেহনঘ
কল্পশেষাণি ভূতানি সূক্ষ্মাণি পার্থিবানি চ ॥
সা চৈষা হ্যৈশ্বরী মায়া জগতঃ সমুদাহৃতা।
স এষ পর্ব্বতো মেরুর্দেবলোকো হ্যুদাহৃতঃ ॥
তবৈবেদং হি মাহাত্ম্যং দৃষ্টা চাত্মানমাত্মনা।
জ্ঞাত্বা চেশ্বরসদ্ভাবং জ্ঞাতা মামম্বুজেক্ষণম্।
মহাদেবং মহাযোগং ভূতভূতানাং বরদং প্রভুম্।
প্রণবাত্মানমাসাদ্য নমস্কৃত্বা জগদ্গুরুম্ ॥৮৭
ত্বাঞ্চ মাঞ্চৈব সংক্রুদ্ধো নিশ্বাসান্নির্দ্দহেদয়ম্ ॥
এবং জ্ঞাত্বা মহাযোগমভ্যুত্তিষ্ঠ মহাবল।
অহং ত্বামগ্রতঃ কৃত্বা স্তোষ্যেহহমনলপ্রভম্॥

তুমি ইহাকে শূন্যস্বরূপে অবলোকনপূর্ব্বক 'ইহা কি?' এই বলিয়া চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়াছিলে; তাহাতে তখন তোমার কতিপয় কুমার প্রাদুর্ভূত হয়। তোমার পূর্ব্বতন যে সকল প্রিয়দর্শন তনু অতীত হয়, তাহা হইতে বর্ষসহস্রান্তে পুনরায় তোমার আত্মজগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সকল পুত্র ভুবনব্যাপী অনলতুল্য এবং উঁহাদের নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত। তন্মধ্যে শ্রীমান্ সনৎকুমার ও ঋভু ইহারা উভয়ে ঊর্দ্ধরেতাঃ। এতদ্ভিন্ন সনাতন, সনক ও সনন্দন, ইহারাও একইকালে উৎপন্ন হইয়া জ্ঞানবলে সকলেই অতীন্দ্রিয় দর্শন হয়েন। তাঁহারা উৎপন্ন মাত্রেই আত্মজ্ঞ হইয়া বলিয়া থাকেন আমরা কর্ম্মারম্ভ করিব না; তাপত্রয় হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকিব। এই জীবনে অল্পই মাত্র সুখ আছে; কিন্তু ইহা বহুক্লেশময় এবং জরা ও শোকসঙ্কুল। মৃত্যু এবং পুনঃপুনঃ উৎপত্তি বড়ই দুঃখাবহ। স্বর্গসুখ স্বপ্নোপম; এইরূপে দুঃখ ও অন্তে নরকভোগ এখানে অনিবার্য্য এই প্রকারে ঐ আত্মজগণ সমস্ত আগম ও ভবিতব্যতা বিদিত হইয়া থাকেন। পরে ঋভু ও সনৎকুমারকে তোমার বশীভূত দেখিয়া সনকাদি অন্য মহাতেজা আত্মজত্রয় ত্রিগুণাতীতভাবে বৈবর্ত্তজ্ঞানে নিবৃত্ত হন। সনকাদি পুত্রত্রয় নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিলে শঙ্করের মায়ায় তুমি মোহিত হইয়া থাক। হে অনঘ. এইরূপে কল্পে কল্পেই তোমার সংজ্ঞা লোপ পায় কল্পাবশেষে পার্থিব ভূতসকল সূক্ষ্মভাবেই অবস্থান করে। এ জগতে ইহাই ঐশ্বরী মায়া বলিয়া অভিহিত। এই সেই মেরু- দেবলোকের নিবাস ভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যাহা হউক, এই সৃষ্টিবৈচিত্র্য তোমারই মাহাত্ম্য। তুমি আত্মা দ্বারা আত্মাকে দেখিয়া ঈশ্বরসদ্ভাব অবগত হও এবং আমি অম্বুজাক্ষ- আমাকে এবং মহাযোগী ভূতপাত বরদ মহাদেবকে বিদিত হও। পরে ঐ প্রণবাত্মা জগদ্গুরুর আশ্রয় লইয়া নমস্কার কর। দেব, তোমার এবং আমার উপর ইনি ক্রুদ্ধ হইলে, নিশ্বাস মাত্রেই আমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারেন অতএব হে মহাবল! এই মহাযোগীকে এইরূপে জানিয়া উত্থিত হও; আইস, তোমাকে অগ্রে লইয়া আমি এই অনলদ্যুতি-ভূতপতিকে স্তব করি। ৭৫-৮৯।

সূত উবাচ।

ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা ততঃ স গরুড়ধ্বজঃ।
অতীতৈশ্চ ভবিষ্যৈশ্চ বর্ত্তমানৈস্তথৈব চ।
নামভিশ্ছান্দসৈশ্চৈব ইদং স্তোত্রমুদীরয়ৎ॥৯০
নমস্তুভ্যং ভগবতে সুব্রতেঽনন্ততেজসে।
নমঃ ক্ষেত্রাধিপতয়ে বীজিনে শূলিনে নমঃ॥
অমেঢ্রায়োর্দ্ধমেঢ্রায় নমো বৈকুণ্ঠরেতসে।
নমো জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় হ্যপূর্ব্বপ্রথমায় চ॥৯২
নমো হব্যায় পূজ্যায় সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ
গহ্বরায় ধনেশায় হৈমচীরাম্বরায় চ॥৯৩
নমস্তে-হ্যস্মদাদীনাং ভূতানাং প্রভবায় চ।
বেদকর্ম্মাবদাতানাং দ্রব্যাণাং প্রভবে নম॥
গ্রহাণাং প্রভবে চৈব তারাণাং প্রভবে নমঃ।
নমো যোগস্য প্রভবে সাংখ্যস্য প্রভবে নমঃ।
নমো ধ্রুবনিশীথানামৃষীণাং পতয়ে নমঃ॥৯৫
বিদ্যুদশনিমেঘানাং গর্জ্জিতপ্রভবে নমঃ।
উদধীনাঞ্চ প্রভবে দ্বীপানাং প্রভবে নমঃ॥
অদ্রীণাং প্রভবে চৈব বর্ষাণাং প্রভবে নমঃ।
নমো নদানাং প্রভবে নদীনাং প্রভবে নমঃ॥
নমস্তৌষধিপ্রভবে বৃক্ষাণাং প্রভবে নমঃ।
ধর্ম্মাধ্যক্ষায় ধর্ম্মায় স্থিতানাং প্রভবে নমঃ॥৯৮
নমো রসানাং প্রভবে রত্নানাং প্রভবে নমঃ।
নমঃ ক্ষণানাং প্রভবে কলানাং প্রভবে নমঃ॥
নিমেষপ্রভবে চৈব কাষ্ঠানাং প্রভবে নমঃ।
অহোরাত্রার্দ্ধমাসানাং মাসানাং প্রভবে নমঃ॥
নম ঋতুনাং প্রভবে সংখ্যায়াঃ প্রভবে নমঃ।
প্রভবে চ পরার্দ্ধস্য পরস্য প্রভবে নমঃ॥১০১
নমঃ পুরাণপ্রভবে যুগস্য প্রভবে নমঃ।
চতুর্ব্বিধস্য সর্গস্য প্রভবেঽনন্তচক্ষুষে॥১০২
কল্পোদয়নিবন্ধানাং বার্ত্তানাং প্রভবে নমঃ।
নমো বিশ্বস্য প্রভবে ব্রহ্মাদিপ্রভব নমঃ॥
বিদ্যানাং প্রভবে চৈব বিদ্যানাং পতয়ে নমঃ।
নমো ব্রতানাং পতয়ে মন্ত্রাণাং পতয়ে নমঃ॥
পিতৃণাং পতয়ে চৈব পশূনাং পতয়ে নমঃ।
বাগ্‌বৃষায় নমস্তুভ্যং পুরাণবৃষভায় চ॥১০৫
সুচারুচারুকেশায় উর্দ্ধচক্ষুঃশিরায় চ।
নমঃ পশূনাং পতয়ে গোবৃষেন্দ্রধ্বজায় চ॥১০৬
প্রজাপতীনাং পতয়ে সিদ্ধানাং পতয়ে নমঃ।
দৈত্যদানবসঙ্ঘানাং রক্ষসাং পতয়ে নমঃ॥

সূত কহিলেন, -অনন্তর ভগবান্ গরুড়ধ্বজ ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া অতীত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান ছন্দোময় নামসমূহ দ্বারা এই স্তোত্র পাঠ করিলেন ; যথা- তুমি ভগবান্ অনন্ততেজা, তোমাকে নমস্কার। তুমি ক্ষেত্রাধিপতি, বীজী ও শূলী, তোমায় নমস্কার। তুমি অমেঢ্র, উর্দ্ধমেঢ্র ও বৈকুণ্ঠরেতা, তোমায় নমস্কার। তুমি জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, ও অপূর্ব্ব প্রথম ; তোমায় নমস্কার। তুমি হব্য, পূজ্য, ও সদ্যোজাত ; তোমায় নমস্কার। তুমি শঙ্কর, ধনেশ, ও হৈম-চীরাম্বর ; তোমায় নমস্কার। তুমি অস্মদাদি ভূতের প্রভব এবং বেদ-কর্ম্মাবদাত দ্রব্যসকলের প্রভু ; তোমায় নমস্কার। তুমি গ্রহগণের প্রভু এবং তারা-গণেরও প্রভু ; তোমায় নমস্কার ; তুমি যোগের প্রভু, সাঙ্খ্যের প্রভু এবং ধ্রুব ও নিশীথ প্রভৃতি ঋষিগণের পতি ; তোমায় নমস্কার। তুমি বিদ্যুৎ, অশনি ও মেঘগর্জ্জনের উৎপত্তিস্থান এবং উদধি ও দ্বীপের প্রভব ; তোমায় নমস্কার তুমি অদ্রি, ও বর্ষার প্রভব, তোমায় আমার নমস্কার। তুমি, নদ এবং নদীর উৎপাদক, তোমায় নমস্কার। তুমি,-ওষধি, বৃক্ষ, স্থিতি, রস, রত্ন, ক্ষণ, কলা, নিমেষ, কাষ্ঠা, অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু, সংখ্যা, পরার্দ্ধ, পর, পুরাণ, যুগ, চতুর্ব্বিধ সর্গ, কল্পোদয়-নিবন্ধ-বর্ণ বার্ত্তা, বিশ্ব ব্রহ্মাদিরও প্রভব ; তোমায় আমার নমস্কার। ৯০-১০৩ তুমি বিদ্যার প্রভু, বিদ্যায় পতি, ব্রতের পতি, মন্ত্রের পতি, পিতৃগণের পতি, পশুগণের পতি, বাগ বৃষ এবং পুরাণবৃষভ ; তোমায় আমার নমস্কার। তুমি সুচরু-চারুকেশ, উর্দ্ধচক্ষুঃ, উর্দ্ধশির, পশুদিগের পতি, গোবৃষেন্দ্রধ্বজ, প্রজাপতির পতি, সিদ্ধগণের পতি, দৈত্য-দানব-রাক্ষস

গন্ধর্ব্বাণাং চ পতয়ে যক্ষাণাং পতয়ে নমঃ।
গরুড়োরগসর্পাণাং পক্ষিণাং পতয়ে নমঃ॥১০৮
গোকর্ণায় চা গোষ্ঠায় শঙ্কুকর্ণায় বৈ নমঃ।
বরাহায়াপ্রমেয়ায় রক্ষোঽধিপতয়ে নমঃ॥১০৯
নমোঽপ্সরাণাং পতয়ে গণানাং পতয়ে নমঃ।
অম্ভসাং পতয়ে চৈব তেজসাং পতয়ে নমঃ॥
নমোঽস্তু লক্ষ্মীপতয়ে শ্রীমতে হ্রীমতে নমঃ॥
বলাবলসমূহায় হ্যক্ষোভ্যক্ষোভণায় চ॥১১১
দীর্ঘশৃঙ্গৈকশৃঙ্গায় বৃষভায় ককুদ্মিনে।
নমঃ স্থৈর্য্যায় বপুষে তেজসে সুপ্রভায় চ॥১১২
ভূতায় চ ভবিষ্যায় বর্ত্তমানায় বৈ নমঃ।
সুবর্চ্চসেঽথ বীরায় সূরায় হ্যতিগায় চ॥১১৩
বরদায় বরেণ্যায় নমঃ সর্ব্বগতায় চ।
নমো ভূতায় ভব্যায় ভবায় মহতে তথা॥১১৪
সর্ব্বায় মহতেঽজায় নমঃ সর্ব্বপতায় চ।
জনায় চ নমস্তভ্যং তপসে বরদায় চ।
নমো বন্দ্যায় মোক্ষায় জনায় নরকায় চ॥১১৫
ভবায় ভজমানায় ইষ্টায় যাজকায় চ।
অভ্যুদীর্ণায় দীপ্তায় তত্ত্বায় নির্গুণায় চ॥১১৬

নমঃ পাশায় হস্তায় নমঃ স্বাভরণায় চ।
হুতায় অপহুতায় প্রহুতপ্রাশিতায় চ॥১১৭
নমস্ত্বিষ্টায় মূর্তায় হ্যগ্নিষ্টোমর্ত্বিজায় চ।
নম ঋতায় সত্যায় ভূতাধিপতয়ে নমঃ॥১১৮
সদস্যায় নমশ্চৈব দক্ষিণাবভৃথায় চ।
অহিংসায়াথ লোকানাং পশুমন্ত্রৌষধায় চ॥১১৯
নমস্তুষ্টিপ্রদানায় ত্র্যম্বকায় সুগন্ধিনে।
নমোঽস্ত্বিন্দ্রিয়পতয়ে পরিহারায় স্রগ্বিণে॥১২০
বিশ্বায় বিশ্বরূপায় বিশ্বতোঽক্ষিমুখায় চ
সর্ব্বতঃপাণিপাদায় রুদ্রায়াপ্রমিতায় চ॥১২১
নমো হব্যায় কব্যায় হব্যকব্যায় বৈ নমঃ।
নমঃ সিদ্ধায় মেধ্যায় চেষ্টায় ত্র্যব্যয়ায় চ॥১২২
সুবীরায় সুঘোরায় হ্যক্ষোভ্যক্ষোভণায় চ।
সুমেধসে সজায়ায় দীপ্তায় ভাস্বরায় চ॥১২৩
নমো নমঃ সুপর্ণায় তপনীয়নিভায় চ।
বিরূপাক্ষায় ত্র্যক্ষায় পিঙ্গলায় মহৌজসে॥১২৪
দৃষ্টিঘ্নায় নমশ্চৈব নমঃ সৌম্যেক্ষণায় চ
নমো ধূম্রায় শ্বেতায় কৃষ্ণায় লোহিতায় চ।১২৫
পিশিতায় পিশঙ্গায় পীতায় চ নিষঙ্গিণে।
নমস্তে সবিশেষায় নির্ব্বিশেষায় বৈ নমঃ॥১২৬

দিগের পতি, গন্ধর্ব্বগণের পতি, এবং যক্ষ গরুড়, সর্প ও পক্ষীদিগের পতি, তোমায় আমার নমস্কার। তুমি গোকর্ণ, গোষ্ঠ, শঙ্কুকর্ণ, বরাহ, অপ্রমেয়, এবং রাক্ষসাধিপতি, তোমায় আমার নমস্কার। তুমি- অপ্সরোগণের ও গজ, জল, তেজ ও লক্ষ্মীর পতি, তোমায় আমার নমস্কার। তুমি শ্রীমান, তুমি হ্রীমান্, তুমি বলাবলসমূহ, তুমি অক্ষোভ্য, ক্ষোভণ এবং তুমি দীর্ঘশৃঙ্গৈক-শৃঙ্গ, তোমায় আমার নমস্কার। তুমি বৃষভ, তুমি ককুদ্মী, তুমি স্থৈর্য্য, তুমি বপুঃ, তুমি তেজ, এবং তুমি সুপ্রভ; তোমায় আমি নমস্কার করি হে অনির্ব্বচনীয়। তুমি- ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সুবর্চ্চা, বীর, শূর, অতিগ, বরদ, বরেণ্য, সর্ব্বগত, ভূত, ভব্য, ভব, মহান্, সর্ব্ব অজ, জপ, বন্দ্য, জন, নরক, ভব, ভজমান, ইষ্ট, যাজক, অভ্যুদীর্ণ, দীপ্ত তত্ত্ব

নির্গুণ, পাশহস্ত, স্বাভরণ, হুত, অপহুত, প্রহুত, প্রাশিত, ইষ্ট, পূর্ত, অগ্নিষ্টোমর্ত্বিজ, ঋত, সত্য, ভূতাধিপতি, সদস্য, দক্ষিণাবভৃথ, লোকদিগের অহিংসা, পশু, মন্ত্রৌষধ, তুষ্টিপ্রদান, ত্র্যম্বক, সুগন্ধী, ইন্দ্রিয়পতি, পরিহার, স্রগ্বী, বিশ্ব, বিশ্বরূপ, বিশ্বতোক্ষি মুখ, সর্ব্বতঃপাণিপাদ, রুদ্র, অপ্রতিম, হব্য, কব্য, হব্য-কব্য, সিদ্ধ, মেধ্য, চেষ্টা, ত্র্যব্যক, সুবীর, সুঘোর, অক্ষোভ্য ক্ষোভণ, সুমেধা, দীপ্ত, ভাস্বর, সুবর্ণ তপনীয়নিভ, এবং বিরূপাক্ষ; তোমাকে আমি নমস্কার করি তুমি ত্র্যক্ষ, তুমি পিঙ্গল এবং মহৌজা তোমায় আমার নমস্কার। ১০৪-১২৪ তুমি ধূম্র, তুমি দৃষ্টিঘ্ন, তুমি শ্বেত, তুমি কৃষ্ণ, তুমি লোহিত, তুমি পিশিত, পিশঙ্গ, পীত এবং নিষঙ্গী। তোমায় আমি নমস্কার করি। তুমি সবিশেষ, নির্ব্বিশেষ

নম ইজ্যায় পূজ্যায় চোপজীব্যায় বৈ নমঃ।
নমঃ ক্ষেম্যায় বৃদ্ধায় বৎসলায় নমো নমঃ।
নম ঋতায় সত্যায় সত্যাসত্যায় বৈ নমঃ ॥১২৭
নমো বৈ পদ্মবর্ণায় মৃত্যুঘ্নায় চ মৃত্যবে।
নমঃশ্যামায় গৌরায় রুদ্রবে রোহিতায় চ ॥
নমঃ কান্তায় সন্ধ্যাভ্রবর্ণায় বহুরূপিণে।
নমঃ কপালহস্তায় দিগ্বস্ত্রায় কপর্দ্দিনে ॥ ১২৯
অপ্রমেয়ায় শর্ব্বায় হ্যবধ্যায় বরায় চ।
পুরস্তাৎপৃষ্ঠতশ্চৈব বিভ্রান্তায় কৃশানবে ॥ ১৩০
দুর্গায় মহতে চৈব রোধায় কপিলায় চ।
অর্কপ্রভশরীরায় বলিনে রংহসায় চ ॥ ১৩১
পিনাকিনে প্রসিদ্ধায় স্ফীতায় প্রসৃতায় চ।
সুমেধসেহক্ষমালায় দিগ্বসায় শিখণ্ডিনে ॥ ১৩২
চিত্রায় চিত্রবর্ণায় বিচিত্রায় ধরায় চ।
চেকিতানায় তুষ্টায় নমস্তুনিহিতায় চ ॥ ১৩৩
নমঃ ক্ষান্তায় শান্তায় বজ্রসংহননায় চ।
রক্ষোঘ্নায় মখঘ্নায় শিতিকণ্ঠোর্দ্ধরেতসে ॥১৩৪
অরিহায় কৃতান্তায় তিগ্মায়ুধধরায় চ।
সমোদায় প্রমোদায় হরিণায়ৈব তে নমঃ ॥১৩৫
প্রণবপ্রণবেশায় ভক্তানাং শর্ম্মদায় চ।
মৃগব্যাধায় দক্ষায় দক্ষযজ্ঞহরায় চ ॥ ১৩৬
সর্ব্বভূতায় ভূতায় সর্ব্বেশাতিশয়ায় চ।
পুরভেত্রে চ শান্তায় সুগন্ধায় বরেশবে ॥ ১৩৭
পুষ্পবন্তহরায় ভগনেত্রান্তকায় চ।
কণাদায় বরিষ্ঠায় কামাঙ্গদহনায় চ ॥ ১৩৮
রবেঃকরালচক্রায় নাগেন্দ্রদমনায় চ।
দৈত্যানামন্তকায়াথো দিব্যাক্রন্দকরায় চ ॥১৩৯
শ্মশানরতিনিত্যায় নমস্ত্র্যম্বকধারিণে।
নমস্তে প্রাণপালায় ধর্ম্মপালধরায় চ ॥ ১৪০
প্রহীণশোকৈর্বিবিধৈর্ভূতৈঃ পরিবৃতায় চ।
নরনারীশরীরায় দেব্যাঃ প্রিয়করায় চ ॥ ১৪১
জটিনে দণ্ডিনে তুভ্যং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনে
নমোহস্তু নৃত্যশীলায় বাদ্যনৃত্যপ্রিয়ায় চ ॥১৪২
মন্যবে গীতশীলায় সুগীতগায় তে নমঃ।
কটঙ্কটায় ভীমায় চোগ্ররূপধরায় চ ॥ ১৪৩
বিভীষণায় ভীমায় ভগপ্রমথনায় চ।
সিদ্ধসঙ্ঘানুগীতায় মহাভাগায় বৈ নমঃ ॥১৪৪
নমো মুক্তাট্টহাসায় ক্ষ্বেড়িতাস্ফোটিতায় চ।
নদতে কূর্দ্দতে চৈব নমঃ প্রমুদিতায় চ ॥১৪৫
নমোহদ্ভুতায় স্বপতে ধাবতে প্রস্থিতায় চ।
ধ্যায়তে জৃম্ভতে চৈব তুদতে দ্রবতে নমঃ ॥
চলতে ক্রীড়তে চৈব লম্বোদরশরীরিণে।

ইজ্য, পূজ্য, উপজীব্য, ক্ষেম্য, বৃদ্ধ, বৎসল, ঋত, সত্য এবং সত্যাসত্য ; তোমায় আমার নমস্কার। তুমি পদ্মবর্ণ, মৃত্যুঘ্ন মৃত্যু, সাম, গৌর, রুদ্র, রোহিত, কান্ত, সন্ধ্যাভ্রবর্ণ, বহুরূপী, করালহস্ত, দিগবস্ত্র, কপর্দ্দি, অপ্রমেয়, শর্ব্ব, অবধ্য, বর, সম্মুখ, পশ্চাৎ, বিভ্রান্ত, কৃশানু, দুর্গ, মহৎ, রোধ, কপিল, অর্কপ্রভ-শরীর, বলী এবং বেগ ; তোমায় আমার নমস্কার তুমি পিনাকী, প্রসিদ্ধ, স্ফীত, প্রসৃত, সুমেধা, অক্ষমালা, দিগ্বাস, শিখণ্ডী, চিত্র, চিত্রবর্ণ, বিচিত্র, ধর চেকিতান, তুষ্ট, অহিনিত, ক্ষান্ত, শান্ত, বজ্রসংহনন, রক্ষোঘ্ন, মখঘ্ন, শিতিকণ্ঠ, ঊর্দ্ধরেতা, অরিহা, কৃতান্ত, তিগ্মায়ুধধর, সম্মোদ, প্রমোদ, হরিণ্য, প্রণব, প্রণবেশ, ভক্ত শর্ম্মদ, মৃগব্যাধ, দক্ষ, দক্ষযজ্ঞহর, সর্ব্বভূত, ভূত, সর্ব্বেশাতিশয়, পুরভেত্তা, শান্ত সুগন্ধ, বরেশু, পুণ্য, দন্তবিনাশ, ভগনেত্রান্তক, কণাদ, বরিষ্ঠ, কামাঙ্গদহন, রবির করালনামক চক্র, নাগেন্দ্রদমন, দৈত্যান্তক, দিব্যাক্রন্দকর, শ্মশানরত, নিত্য, ত্র্যম্বকধারী, প্রাণপাল ; এবং ধর্ম্মপাল, প্রভো ! তোমায় নমস্কার। ১২৫-১৪০। তুমি প্রহীণশোক, বিবিধ ভূতকর্ত্তৃক পরিবৃত, নর-নারী-শরীর, দেবীর প্রিয়কর, জটী, দণ্ডী, ব্যালযজ্ঞোপবীত, নৃত্য-গীতস্বভাব বলিয়া বাদ্য-নৃত্যপ্রিয়, মন্যু, গীতশীল, সুগীত, সুগীতি গায়ক, কটঙ্ক-কর, ভীম উগ্ররূপধর, বিভীষণ, ভীম, ভগ-প্রমথন, সিদ্ধসঙ্ঘাগতী, মহাভাগ, মুক্তাট্টহাস, ক্ষ্বেড়িতাস্ফোটিত, নর্দ্দনকারী, কূর্দ্দনকারী, প্রমুদিত, অদ্ভুত, নিদ্রিত, ধাবমান, প্রস্থিত, ধ্যাতা, জৃম্ভমাণ, ক্রীড়ক, পলায়নপর, চলমান,

নমঃ কৃতায় কন্থায় মুণ্ডায় বিকরায় চ ॥ ১৪৭
নম উন্মত্তবেশায় কিঙ্কিণীকায় বৈ নমঃ
নমো বিকৃতবেশায় ক্রূরোগ্রামর্ষণায় চ ॥ ১৪৮
অপ্রমেয়ায় দীপ্তায় দীপ্তয়ে নির্গুণায় চ।
নমঃ প্রিয়ায় বাদায় মুদ্রামণিধরায় চ ॥ ১৪৯
নমস্তোকায় তনবে গুণৈর প্রতিমায় চ।
নমো গম্যায় গুহ্যায় অগম্যাগমনায় চ ॥ ১৫০
লোকধাত্রী ত্বিয়ং ভূমিঃ পাদৌ সজ্জনসেবিতৌ
সর্ব্বেষাং সিদ্ধযোগানামধিষ্ঠানন্তবোদরম্ ॥১৫১
মধ্যেহন্তরিক্ষং বিস্তীর্ণং তারাগণবিভূষিতম্।
তারাপথ ইবাভাতি শ্রীমান্ হারস্তবোরসি ॥
দিশো দশ ভুজাস্তে বৈ কেয়ূরাঙ্গদভূষিতাঃ।
বিস্তীর্ণপরিণাহশ্চ নীলাম্বুদচয়োপমঃ। ॥১৫৩
কণ্ঠস্তে শোভতে শ্রীমান হেমসূত্রবিভূষিতঃ।
দংষ্ট্রাকরালদুর্দ্ধর্ষমনৌপম্যং মুখং তব ॥ ১৫৪
পদ্মামালাকৃতোষ্ণীষং শীর্ষণ্যং শোভতে কথম্
দীপ্তিঃ সূর্য্যেবপুশ্চন্দ্রে স্থৈর্য্যং ভূর্হ্যনিলো বলে
তিক্ষ্ণ্যমগ্নৌ প্রভা চন্দ্রে খে শব্দঃ শৈত্যমপ্সু চ
অক্ষরোত্তমানন্যানন্ গুণানেতান্ বিদুর্বুধাঃ ॥
জপো জপ্যো মহাযোগী মহাদেবো মহেশ্বরঃ।
পুরেশয়ো গুহাবাসী খেচরো রজনীচরঃ ॥১৫৭
তপোনিধির্গুহগুরুর্নন্দনো নন্দিবর্দ্ধনঃ।
হয়শীর্ষো ধরাধাতা বিধাতা ভূতিবাহনঃ ॥ ১৫৮
বোদ্ধব্যো বোধনো নেতা ধূর্ব্বহো দুষ্প্রকম্পকঃ
বৃহদ্রথো ভীমকর্ম্মা বৃহৎকীর্ত্তির্ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১৫৯
ঘণ্টাপ্রিয়ো ধ্বজী ছত্রী পতাকাধ্বজিনীপতিঃ
কবচী পট্টিশী শঙ্খী পাশহস্তঃ পরশ্বভৃৎ ॥ ১৬০
অগমস্ত্বনঘঃ শূরো দেবরাজারিমর্দ্দনঃ।
ত্বাং প্রসাদ্য পুরাস্মাভির্দ্বিষন্তো নিহতা যুধিঃ ॥
অগ্নিস্ত্বং চার্ণবান সর্ব্বান্ পিবন্নৈব চ তৃপ্যসে
ক্রোধাগারঃ প্রসন্নাত্মা কামহা কামদঃ প্রিয়ঃ ॥
ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মচারী চ গোঘ্নস্ত্বং শিষ্টপূজিতঃ।
বেদানামব্যয়ঃ কোশস্ত্বয়া যজ্ঞঃ প্রকল্পিতঃ॥১৬৩
হব্যঞ্চ বেদং বহতি বেদোক্তং হব্যবাহনঃ।
প্রীতে ত্বয়ি মহাদেব বয়ং প্রীতা ভবামহে॥১৬৪

ক্রীড়ারত, লম্বোদরশরীরী, নমস্কৃত, কন্থ, মুণ্ড, বিকর, উন্মত্তবেশ, কিঙ্কিণীকায়, বিকৃতনেত্র, বিকৃতবেশ, ক্রূর, উগ্র, অমর্ষণ অপ্রমেয়, দীপ্ত, দীপ্তি, নির্গুণ, প্রিয়, বাদ, মুদ্রামণিধর, স্তোক, তনু, গুণাপ্রতিম, গম্য, গুহ্য, গম্য ও গমন; তোমায় আমার নমস্কার। হে শ্রীমান্! এই লোকধাত্রী পৃথিবী তোমার সজ্জন-সেবিত পদযুগল, নিখিল সিদ্ধ যোগিগণের অধিষ্ঠান তোমার উদর, তারাগণ-বিভূষিত অন্তরীক্ষ তোমার মধ্যদেশ, তারাদল তোমার বক্ষস্থলে হারের ন্যায় শোভা পাইতেছে; এবং দশদিক্ তোমার কেয়ূরাঙ্গদভূষিত দশ ভুজস্বরূপ। নীলাম্বুদচয়োপম বিস্তীর্ণপরিণাহ আকাশ তোমার হেম সূত্রবিভূষিত কণ্ঠদেশ; তোমার অনুপম বদনমণ্ডল, দন্তপঙ্ক্তি দ্বারা করাল হইয়াছে, পদ্মমালামণ্ডিত তোমার শীর্ষস্থ উষ্ণীষ দীপ্তি পাইতেছে। পণ্ডিতগণ সূর্য্যমণ্ডলে দীপ্তি, চন্দ্রে বপু পৃথিবীতে স্থৈর্য্য, অনিলে বল, অগ্নিতে তীক্ষ্ণতা, চন্দ্রে প্রভা, আকাশে শব্দ ও জলে শৈত্যরূপে তোমাকেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ১৪১-১৫৬। হে দেব! তুমি জপ, তুমি জপ্য এবং তুমিই মহাদেব, মহেশ্বর, পুরেশ্বর, গুহাবাসী, খেচর রজনীচর, তপোনিধি, গুহগুরু, নন্দন, নন্দিবর্দ্ধন, হয়গ্রীব, ধরাধাতা, বিধাতা, ভূতিবাহন, বোদ্ধব্য, বোধন, নেতা, ধূর্ব্বহ, দুষ্প্রকম্প্য, বৃহদ্রথ, ভীমকর্ম্মা, বৃহৎকীর্ত্তি, ধনঞ্জয়, ঘণ্টাপ্রিয়, ধ্বজী, ছত্রী, পতাকী, ধ্বজিনীপতি, কবচী, পট্টিশী, শঙ্খী, পাশহস্ত, পরশুভৃৎ, অনঘ, শূর, ও দেবরাজারিমর্দ্দন। তোমাকে প্রসাদিত করিয়া আমরা পূর্ব্বে রণে অরাতিনিধন করিয়াছিলাম। তুমি অগ্নিরূপে সমস্ত সাগর পান করিয়াও তৃপ্ত হও নাই। তুমি ক্রোধাগার, প্রসন্নাত্মা, কামহা, কামদ, প্রিয়, ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মচারী, গোঘ্ন, শিষ্টপূজিত, দেবগণের অব্যয় কোষ এবং যজ্ঞকৃৎ তুমিই বেদোক্ত হব্য বহন করিয়া

ভবানীশোনালিমান্ ধামরাশি-
ব্রহ্মা লোকানাং ত্বং কর্ত্তা ত্বাদিসর্গঃ।
সাঙ্খ্যাঃ প্রকৃতিভ্যঃ পরমং ত্বাং বিদিত্বা
ক্ষীণধ্যানাস্তে ন মৃত্যুং বিশন্তি ॥
যোগেন ত্বাং ধ্যানিনো নিত্যযুক্তা
জ্ঞাত্বা ভোগান্ সন্ত্যজন্তে পুনস্তান্।
যেহন্যে মর্ত্ত্যাস্ত্বাং প্রপন্না বিশুদ্ধাস্তে
কর্ম্মভির্দিব্যভোগান্ ভজন্তে ॥ ১৬৬
অপ্রমেয়স্য তত্ত্বস্য যথা বিদ্মঃ স্বশক্তিতঃ।
কীর্ত্তিতং তব মাহাত্ম্যমপারং পরমাত্মনঃ।
শিবো নো ভবা সর্ব্বত্র যোঽসি সোঽসি
নমোঽস্তুতে ॥ ১৬৭

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শার্ব্বস্তবো
নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

সম্পিবন্নিব তৌ দৃষ্ট্বা মধুপিঙ্গায়তেক্ষণঃ।
প্রহৃষ্টবদনোঽত্যর্থমভবচ্চ স্বকীর্ত্তনাৎ ॥ ১
উমাপতির্বিরূপাক্ষো দক্ষযজ্ঞবিনাশনঃ।
পিনাকী খণ্ডপরশুর্ভূতগ্রামস্ত্রিলোচনঃ ॥ ২
ততঃ সে ভগবান্ দেবঃ শ্রুত্বা বাক্যামৃতং তয়োঃ
জানন্নপি মহাভাগঃ প্রীতপূর্ব্বমথাব্রবীৎ ॥ ৩
কৌ ভবন্তৌ মহাত্মানৌ পরস্পরহিতৈষিণৌ।
সমেতাবম্বুজাতাক্ষৌ তস্মিন্ ঘোরে জলপ্লবে
তাবূচতুর্মহাত্মানৌ সন্নিরীক্ষ্য পরস্পরম্
ভগবান কিঞ্চ তজ্জ্ঞান বিজ্ঞাতেন ত্বয়া বিভো
ক্ব ন্বা সুখমানন্ত্যমিচ্ছচারমৃতে ত্বয়া ॥ ৫
উবাচ ভগবান দেবো মধুরশ্লক্ষয়া গিরা।
ভো ভো হিরণ্যগর্ভ ত্বাং ত্বাঞ্চ কৃষ্ণ বদাম্যহম্।

থাক হে মহাদেব। তুমি প্রীত হইলেই আমরাও প্রসন্ন হইয়া থাকি। তুমিই ঈশ, অনাদি এবং তেজোরাশি। তুমিই লোককর্ত্তা এবং লোকসৃষ্টিকারক। সাংখ্য-যোগিগণ তোমায় প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন না নিত্যযুক্ত যোগিগণ যোগবলে তোমায় জানিতে পারিয়া ভোগ সকল পরিত্যাগ করেন। যে সকল মর্ত্ত্য তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা ইহলোকে দিব্য ভোগ সকল ভোগ করিয়া থাকে। তুমি অপ্রমেয়তত্ত্ব; আমি তোমার যে স্তব করিলাম, তুমি যেখানেই থাক, এই স্তবে তুষ্ট হইয়া আমার মঙ্গল-বিধান কর। তোমার তত্ত্ব অবগত হওয়া সাধ্যাতীত। ১৫৭-১৬৭।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন- যিনি উমাপতি, যাঁহার প্রভাবে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস হইয়াছিল এবং যিনি পিনাকপাণি, খণ্ডপরশু ও ত্রিলোচন, সেই দেবদেব মধুবৎ পিঙ্গল ও আয়তনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে যেন পান করিতেই উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বীয় স্তুতিবাদে তৎকালে তাঁহার বদন অত্যন্ত প্রহৃষ্ট হইল সেই ভগবান্ তাঁহাদের সুমধুর বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাহাঁদিগকে জানিতে পারিয়াও প্রীতিসহকারে জিজ্ঞাসা করিলে, - কে, তোমরা পুণ্ডরিকাক্ষ মহাপুরুষ, পরস্পরের হিতৈষণায় এই ভীষণ জলপ্লাবনে সম্মিলিত হইয়াছ? সেই দুই মহাত্মা তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,-হে ভগবন্! তথ্য জানিয়া আপনার প্রয়োজন কি আছে? আপনি ব্যাতীত কোথায়ই বা অনন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আছে? ভগবান্ দেবদেব তাঁহাদের উভয়ের বচনশ্রবণে অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া স্নিগ্ধ মধুর বাক্যে বলিলেন,-ওহে

প্রীতোঽহমনয়া ভক্ত্যা শাশ্বতাক্ষরযুক্তয়া
ভবন্তৌ মাননীয়ৌ বৈ মম হ্যর্হতরাবুভৌ।
যুবাভ্যাং কিং দদাম্যদ্য বরাণাং বরমুত্তমম্ ॥ ৭
ততৈবমুক্তে বচনে ব্রহ্মাণং বিষ্ণুরব্রবীৎ।
ব্রূহি ব্রূহি মহাভাগ বরো যন্তে বিবক্ষিতঃ ॥ ৮
প্রজাকামোঽস্ম্যহং বিষ্ণো পুত্রমিচ্ছামি ধূর্ব্বহম্
ততঃ স ভগবান্ ব্রহ্মা বরেপ্সুঃ পুত্রলিপ্সয়া ॥ ৯
অথ বিষ্ণুরুবাচেদং প্রজাকামং প্রজাপতিম্।
বীরমপ্রতিমং পুত্রং যত্ত্বমিচ্ছসি ধূর্ব্বহম্ ॥ ১০
পুত্রত্বেনাভিযুঙ্ক্ষ ত্বং দেবদেবং মহেশ্বরম্।
স তস্য বাক্যং সম্পূজ্য কেশবস্য পিতামহঃ ॥
ঈশানং বরদং রুদ্রমভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
উবাচ পুত্রকামস্তু বাক্যানি সহ বিষ্ণুনা ॥ ১২
যদি মে ভগবান্ প্রীতঃ পুত্রকামস্য নিত্যশঃ।
পুত্রো মে ভব বিশ্বাত্মন্ ত্বত্তুল্যো বাপি ধূর্ব্বহঃ
নান্যং বরমহং বব্রে প্রীতে ত্বয়ি মহেশ্বর ॥ ১৩
তস্য তাং প্রার্থনাং শ্রুত্বা ভগবান্ ভগনেত্রহা।
নিষ্কল্মষমমায়ঞ্চ বাঢ় মিত্যব্রবীত্ততঃ ॥ ১৪
যদা কার্য্যসমারম্ভে কস্মিংশ্চিত্তব সুব্রত।
অনিষ্পত্তৌ চ কার্য্যস্য ক্রোধস্ত্বাং সমুপেষ্যতি।
আত্মৈকাদশ যে রুদ্রা বিহিতাঃ প্রাণহেতবঃ ॥
সোঽহমেকাদশাত্মা বৈ শূলহস্তঃ সহানুগঃ।
ঋষির্মিত্রো মহাত্মা বৈ ললাটাদ্ভবিতা তদা ॥
প্রসাদমতুলং কৃত্বা ব্রহ্মণস্তাদৃশং পুরা
বিষ্ণুং পুনরুবাচেদং দদামি চ বরং তব ॥ ১৭
স হোবাচ মহাভাগো বিষ্ণুর্ভবমিদং বচঃ।
সর্ব্বমেতৎ কৃতং দেব পরিতুষ্টোঽসি মে যদি।
ত্বয়ি মে সুপ্রতিষ্ঠাস্তু ভক্তিরবৃষদবাহন ॥ ১৮

হিরণ্যগর্ভ ! তোমাকে এবং ওহে কৃষ্ণ! তোমাকেও বলিতেছি, আমি তোমাদের এই সত্যবাক্য-সম্বলিত ভক্তি দ্বারা অতীব প্রীত হইয়াছি। তোমরা উভয়ে আমারও মাননীয় এবং পূজনীয়। আমি তোমাদিগের উভয়কে অদ্য কোন্ উত্তম বর প্রদান করিব? তিনি এই কথা কহিলে, বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন— হে মহাভাগ ! বলুন বলুন, আপনার যাহা বলিবার ইচ্ছা আছে, এখনই প্রকাশ করিয়া বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন, আমি প্রজাকামা, আমি একজন যোগ্য পুত্র চাহি। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা পুত্রলিপ্সায় বরেপ্সু হইলে বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন,-আপনি যে প্রজাকামী প্রজাপতি অতুলনীয় সুযোগ্য বীরপুত্র ইচ্ছা করিতেছেন; আমার মতে এই দেব দেব মহেশ্বরকেই সেই পুত্রত্বে নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা করুন পিতামহ কেশবের সেই বাক্যে আস্থাবান্ হইয়া বরপ্রদ রুদ্রদেব ঈশানকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিষ্ণুর সহিত একযোগে পুত্রকামনায় বদ্ধ করে কহিলেন,-হে ভগবন্ আমি নিত্যই পুত্র প্রার্থী; আমার প্রতি আপনি যদি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার প্রার্থনায় হে বিশ্বাত্মন্ ! আপনি আমার সুযোগ্য পুত্রস্বরূপে প্রতিভাত হউন। হে মহেশ্বর! আপনার প্রসন্নতার নিকট আমি আর অন্য কোন বর চাহি না।১-১৩। ভগনেত্রহর ভগবান্ হর ব্রহ্মার সেই প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া তাহাই উত্তম প্রস্তাব বলিয়া অনুমোদন করিলেন এবং বলিলেন,-হে সুব্রত ! তুমি কোন কার্য্যারম্ভ করিলে, সেই কার্য্যের অসমাপ্তি নিবন্ধন যখন তোমার ক্রোধ উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে লইয়া যে একাদশ রুদ্র,সকলের প্রাণ হেতুরূপে কল্পিত আছেন, আমিই সেই একাদশাত্মা সানুচর শূলপাণি হইয়া মহাত্মা ঋষিমিত্ররূপে তোমার ললাট হইতে প্রাদুর্ভূত হইব। মহাদেব এইরূপে পুরাকালে ব্রহ্মাকে অপরিমিত প্রসাদ বিতরণ করিয়া পুনরায় বিষ্ণুকে বলিলেন,-হে বিষ্ণু! বর লও। আমি তোমাকেও বর প্রদান করিব। মহাভাগ বিষ্ণু বলিলেন,- আপনি যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তাহাতেই আমার সকল কার্য্য করা হইয়াছে। হে গঙ্গাধর! আপনার প্রতি

এবমুক্তস্ততো দেবস্তমভাষত কেশবম্।
বিষ্ণোশৃণু যথা দেব প্রীতোঽহং তব শাশ্বত ॥
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ জঙ্গমং স্থাবরঞ্চ যৎ।
বিশ্বরূপমিদং সর্ব্বং রুদ্রনারায়ণাত্মকম্ ॥ ২০
অহমগ্নির্ভবান্ সোমো ভবান্ রাত্রিরহং দনম্
ভবানৃতমহং সত্যং ভবান্ ক্রতুরহং ফলম্ ॥
ভবান জ্ঞানমহং জ্ঞেয়ং যজ্জপিত্বা সদা জনাঃ।
মাং বিশন্তি ত্বয়ি প্রীতে জনাঃ সুকৃতকারিণঃ।
আবাভ্যাং সহিতা চৈব গতির্নান্যা যুগক্ষয়ে ॥
আত্মানং প্রকৃতিং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি পুরুষং শিবম্
ভবানর্দ্ধশরীরং মে ত্বহং তব যতৈব চ ॥ ২৩
বামপার্শ্বমহং মহ্যং শ্যামং শ্রীবৎসলক্ষণম্।
ত্বঞ্চ বামেতবং পার্শ্বঃ ত্বতং বৈ নীললোহিতঃ ॥
ত্বঞ্চ মে হৃদয়ং বিষ্ণো তব দাহং হৃদি স্থিতঃ।
ভবান্ সর্ব্বস্য কার্য্যস্য কর্তাহমধিদৈবতম্ ॥ ২৫
তদেহি স্বস্তি তে বৎস গমিষ্যাম্যম্বুদপ্রভ
এবমুক্তা গতো বিষ্ণোর্দেবোঽন্তর্দ্ধনমীশ্বরঃ

ততঃ সোঽন্তর্হিতে দেবে সম্প্রহৃষ্টস্তদা পুনঃ।
অনন্তে শয়নে ভূব প্রবিশ্যান্তর্জ্জলে হরিঃ ॥২৭
তং পদ্মং পদ্মগর্ভাভং পদ্মাক্ষঃ পদ্মসম্ভবঃ।
সম্প্রহৃষ্টমনা ব্রহ্মা ভেবে ব্রাহ্মং তদাসনম্ ॥
অথ দীর্ঘেণ কালেন তত্রাপ্য প্রতিমাবুভৌ।
মহাবলৌ মহাসত্ত্বৌ ভ্রাতরৌ মধুকৈটভৌ॥২৯
উচতুশ্চৈব বচনং ভক্ষ্যো বৈ নৌ ভবিষ্যসি।
এবমুক্তা তু তৌ তস্মিন্নন্তর্দ্ধানং গতাবুভৌ ॥
দারুণস্তু তয়োর্ভাবং জ্ঞাত্বা পুষ্করসম্ভবঃ।
মাহাত্ম্যং চাত্মনো বুদ্ধা বিজ্ঞাতুমুপচক্রমে॥৩১
কর্ণিকাঘটনং ভূয়ো নাভ্যজানাদ্যদা গতিম্।
ততঃ সে পদ্মনালেন অবতীর্য্য রসাতলম্।

আমার ভক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হউক; ইহাই আমার প্রার্থনা। কেশব এই কথা কহিলে, দেবদেব তাঁহাকে কহিলেন-হে বিষ্ণো! শাশ্বত দেব! শ্রবণ কর-আমি যেরূপে তোমার প্রতি প্রীত আছি। এই ব্যক্ত, অব্যক্ত, স্থাবর, জঙ্গম যে কিছু বিশ্ব পরিদৃশ্যমান হয়, এ সকলই রুদ্র-নারায়ণাত্মক; আমি অগ্নি, তুমি সোম; তুমি রাত্রি, আমি দিন; তুমি ঋত, আমি সত্য; তুমি ক্রতু, আমি ফল; তুমি জ্ঞান, আমি জ্ঞেয়; এই জ্ঞেয় ব্রহ্ম জপ করিয়াই জনগণ আমাতে প্রবেশ করে। তোমার প্রীতি হইলেই জনগণ এ হেন সুকৃতভাগী হয়। আমাদের উভয়েরই মিলিত গতি ব্যতীত যুগক্ষয়ে অন্য গতি নাই। তুমি তোমার আত্মাকে প্রকৃতি এবং আমি শিব, আমাকে পুরুষ বলিয়াই জানিও। তুমি আমার অর্দ্ধদেহ, আমিও তোমার তাহাই। আমি তোমার শ্যামল শ্রীবৎসলাঞ্ছন বাম পার্শ্ব, আর তুমিও আমার শ্যামল দক্ষিণ পার্শ্ব; তাই আমি নীললোহিত। হে বিষ্ণো! তুমি আমার হৃদয়, আর আমি তোমার হৃদয়ে অবস্থিত। তুমি সর্ব্ব কার্য্যের কর্তা, আর আমি তাহার অধিদৈবত অতএব হে অম্বুদাভ! এস এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক, বৎস! আমিও এক্ষণে চলিলাম। এই বলিয়া বিষ্ণুর সাক্ষাতে দেবদেব অন্তর্হিত হইলেন তিনি অন্তর্দ্ধান করিবার পর হরি হৃষ্টান্তঃকরণে জলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পুনরায় আপন শয্যায় শয়ন করিলেন ১৪-২৭ তখন পদ্মাক্ষ পদ্মজন্মা ব্রহ্মা হৃষ্টমনে সেই ব্রাহ্ম আসন পদ্মগর্ভে আশ্রয় লইলেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইল। মধু ও কৈটভ নামক মহাবল মহাবীর্য্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃদ্বয় নির্ভয়ে হাসিতে হাসিতে সেই তরুণ-তরণি-সন্নিভ পদ্মকে কাঁপাইয়া তুলিল এবং তাহারা তাহার পত্রগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল পরে ব্রহ্মাকে বলিল,-ওহে তুমি আমাদের ভক্ষ্য হও। এই বলিয়া তাহারা তখন সেখানে প্রচ্ছন্নভাবে রহিল। পদ্মযোনি তাহাদের সেই নিদারুণ ভাব এবং স্বীয় মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া,-কে তাহারা তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন তিনি তাঁহার পদ্মাসনের কর্ণিকাভঙ্গ বা মধুকৈটভের গতিবিধি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি

কৃষ্ণাজিনোত্তরাসঙ্গং দদৃশেহন্তর্জ্জলেহরিম্ ॥
স চ তং বোধয়ামাস বিবুদ্ধং চেদমব্রবীৎ
ভূতেভ্যো মে ভয়ং দেব আয়ম্যোত্তিষ্ঠ শং কুরু
ততঃ স ভগবান বিষ্ণুঃ সপ্রহাসমরিন্দমঃ।
ন ভেতব্যং ন ভেতব্যমিত্যুবাচ মুনিঃ স্বয়ম্ ॥
তস্মাৎ পূর্ব্বং ত্বয়া চোক্তং ভূতেভ্যো মে মহদ্ভয়ম্।
তস্মাদ্ভূতাদিবাক্যোত্তৌ দৈত্যৌ ত্বং নাশয়িষ্যসি
ভূর্ভুবঃস্বস্ততো দেবং বিবিশুস্তমযোনিজম্।
ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা তমেবাসীনমাগতম্ ॥৩৬
গতে তস্মিংস্ততোহনন্ত উদ্গীর্য্য ভ্রাতরৌ মুখাৎ।
বিষ্ণুং জিষ্ণুঞ্চ প্রোবাচ ব্রহ্মাণমভিরক্ষতাম্
মধুকৈটভয়োর্জ্ঞাত্বা তয়োরাগমনং পুনঃ ॥
চক্রাতে রূপসাদৃশ্যং বিষ্ণোর্জিষ্ণোশ্চ সত্তমৌ।
কৃতসাদৃশ্যরূপৌ তৌ তাবেবাভিমুখৌ স্থিতৌ।
ততস্তৌ প্রোচতুর্দৈত্যৌ ব্রহ্মাণং দারুণং বচঃ
অস্মাকং যুধ্যমানানাং মধ্যে বৈ প্রাশ্নিকো ভব
ততস্তৌ জলমাবিশ্য সংস্তভ্যাপঃ স্বমায়য়া
চক্রতুস্তুমুলং যুদ্ধং যস্য যেনেপ্সিতং তদা ॥৪০
তেষাঞ্চ যুধ্যমানানাং দিব্যং বর্ষশতং গতম্
ন চ যুদ্ধমদোৎসেকো হ্যন্যোন্যং সন্ন্যবর্ত্তত॥৪১
লক্ষণদ্বয়স স্থানদ্ রূপবন্তৌ স্থিতেঙ্গিতৌ।
সাদৃশ্যাদ্ ব্যাকুলমনা ব্রহ্মা ধ্যানমুপাগমৎ॥৪২
স তয়োরন্তরং বুদ্ধা ব্রহ্মা দিব্যেন চক্ষুষা
পদ্মকেসরজং সূক্ষ্মং ববন্ধ কবচং তয়োঃ।
আমেখলমথ গাত্রঞ্চ ততো মন্ত্রমুদাহরৎ॥৪৩
জপতস্তস্তদৎ কন্যা বিশ্বরূপসমুত্থিতা।
পদ্মেন্দুবদনপ্রখ্যা পদ্মহস্তা শুভা সতী।

পদ্মনাল ধরিয়া একেবারে রসাতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং তথায় গিয়া কৃষ্ণাজিন ও উত্তরীয়ধারী হরিকে জলাভ্যন্তরে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন তিনি প্রবুদ্ধ হইলে, ব্রহ্মা বলিলেন, -হে দেব! আমার অধুনা ভূত হইতে ভয় উপস্থিত হইয়াছে আপনি উত্থিত হউন, আমায় ভয় হইতে ত্রাণ করুন। আমার মঙ্গল বিধান করুন। অনন্তর অরিন্দম ভগবান্ বিষ্ণু হাস্যসহকারে বলিলেন, ভয় নাই, তুমি যেহেতু ভূত হইতে আমার মহা ভয় উপস্থিত, এই কথা প্রথমে কহিলে: এইজন্য সেই দুই দৈত্যকে ভূতাদি বাক্যে তুমিই নাশ করিবে। অনন্তর ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক এই লোকত্রয় সেই অযোনিজ সমাসীন ব্রহ্মদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাতে প্রবেশ করিল। তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন এই সময় অনন্ত তাঁহার মুখ হইতে বিষ্ণু ও জিষ্ণু নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে উৎপাদন করিয়া বলিলেন, তোমরা উভয়ে ব্রহ্মাকে মধুকৈটভের হস্ত হইতে রক্ষা কর। এদিকে মধু ও কৈটভ সেই বিষ্ণু ও জিষ্ণুর আগমন বার্ত্তা বিদিত হইয়া তাহাদিগেরই রূপ সাদৃশ্য ধারণ করিল;-তাহারা বিষ্ণু-জিষ্ণুর রূপ ধরিয়া ব্রহ্মার অভিমুখে অবস্থান করিল। সেই দৈত্যদ্বয় পরে ব্রহ্মাকে এই দরুণ বাক্য বলিল যে, আমরা যুদ্ধ করিব, তুমি আমাদের মধ্যে মধ্যস্থের কার্য্য কর। অনন্তর তাহারা জলে প্রবেশ করিয়া স্বীয় মায়ায় জল স্তম্ভন করত ইচ্ছানুরূপ তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধ করিতে করিতে তাহাদের তখন দিব্য শতবর্ষ কাটিয়া গেল। কিন্তু রণমদে মত্ত হইয়া পরস্পর কেহই কাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না ২৮-৪১। ব্রহ্মা দেখিলেন,-তাহাদের আকার প্রকার ও সংস্থানাদি একইরূপ, একইভাবে তাহারা গতিস্থিতি করিতেছে। এইরূপ সাদৃশ্য দর্শনে ব্রহ্মা ব্যাকুলমনে ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানে দিব্যনেত্রে তিনি তাহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারিলেন এবং পদ্মকিঞ্জল্ক দ্বারা দৈত্য দুইজনের নাভির উর্দ্ধ দেহাবচ্ছেদে এক সূক্ষ্ম কবচ বন্ধন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। বিশ্বরূপী ব্রহ্মা জপসাধনায় নিমগ্ন

তাং দৃষ্টা ব্যথিতৌ দৈত্যৌ ভয়াদ্বর্ণবিবর্জ্জিতৌ
ততঃ প্রোবাচ তাং কন্যাং ব্রহ্মা মধুরয়া গিরা
কাত্বমবগন্তব্যা ব্রূহি সত্যমনিন্দিতে ॥ ৪৫
সাত্না সম্পুজ্য সা কন্যা ব্রহ্মাণং প্রাঞ্জলিস্তদা।
মোহিনীং বিদ্ধি মাং মায়াং বিষ্ণোঃ
সন্দেশকারিণীম্ ॥৪৬
ত্বয়া সঙ্কীর্ত্ত্যমানাহং ব্রহ্মন্ প্রাপ্তা ত্বরায়ুতা।
অন্যাঃ প্রীতমনা ব্রহ্মা গৌণং নাম চকার হ ॥
ময়া চ ব্যাহৃতা যস্মাত্ত্বমেব সমুপস্থিতা
মহাব্যাহৃতিরিত্যেব নাম তে বিচরিষ্যতি ॥ ৪৮
উত্থিতা চ শিরো ভিত্ত্বা সাবিত্রী তেন চোচ্যতে
একানংশা তু যস্মাত্ত্বমনেকাংশা ভবিষ্যসি ৪৯
গৌণানি তাবদেতানি কর্ম্মজান্যপরাণি চ।
নামানি তে ভবিষ্যন্তি মৎপ্রসাদাৎ শুভাননে
ততস্তৌ পীড্যমানৌ তু বর মেনমযাচতাম্।
অনাবৃতং নৌ মরং পুত্রত্বঞ্চ ভবেত্তব ॥ ৫১
তথেত্যুক্তা ততস্তূর্ণমনয়দ্‌যমসাদনম্।
অনয়ৎ কৈটভং বিষ্ণুর্জ্জিষ্ণুশ্চাপ্যনয়ন্মধুম ॥ ৫২
এবন্তৌ নিহতৌ দৈত্যৌ বিষ্ণুনা জিষ্ণুনা সহ।
প্রীতেন ব্রহ্মণা চাথ লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥
পুত্রত্বমীশেন যথা হ্যাপ্তা দত্তো নিবোধত ॥৫৩
বিষ্ণুনা জিষ্ণুনা সার্দ্ধং মধুকৈটভয়োস্তথা।
সম্পরায়ে ব্যতিক্রান্তে ব্রহ্মা বিষ্ণুমভাষত ॥
অদ্য বর্ষশতং পূর্ণং সময়ঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
সঙ্কেপসপ্লবং ঘোরং স্বস্থানং যামি চাপ্যহম্॥
স তস্য বচসা দেবঃ সংহারমকরোত্তদা
মহীং নিস্তাবরাং কৃত্বা প্রকৃতিস্থাংশ্চ জঙ্গমান্ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
যদি গোবিন্দ ভদ্রং তে কিঞ্চিত্তে মানসাংপত্তিঃ
ব্রূহি যৎকরণীয়ং স্যান্ময়া তে লক্ষ্মিবর্দ্ধন ॥ ৫৯

হইলে তদীয় মস্তক হইতে এক পদ্ম ও ইন্দুবদনা পদ্মহস্তা প্রিয়দর্শনা কন্যা প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দৈত্যদ্বয় ভয়ে বিবর্ণ হইয়া ব্যথিত হইল ব্রহ্মা মধুর বাক্যে সেই কন্যাকে কহিতে লাগিলেন,-হে অনিন্দিতে! সত্য বল, তোমাকে আমি কোন্ নামে কি বলিয়া অবগত হইব ! তখন সেই কন্যা বিনীতভাবে ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া যুক্তকরে কহিল- আমাকে আপনি বিষ্ণুর আজ্ঞাকারিণী মোহিনী মায়া বলিয়াই জানিবেন। হে ব্রহ্মন্ ! আপনার সঙ্কীর্ত্তনে অদ্য আমি ত্বরান্বিত হইয়া আসিয়াছি ব্রহ্মা তখন প্রীত হইয়া তাঁহার কয়েকটি গৌণ নাম নির্দ্দেশ করেন। তিনি বলেন,-আমার ব্যাহৃতিক্রমে তুমি যখন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, তখন তোমার মহাব্যাহৃতি নাম প্রখ্যাত হইবে। তুমি আমার শিরো ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছ; এইজন্য তোমার সাবিত্রী নামও নির্দ্দিষ্ট হইল। যেহেতু তুমি অনেকাংশা হইবে, এই জন্য তোমার নাম একানংশা এই সকল তোমার গৌণ নাম হইল; অতঃপর আমার প্রাসাদে হে শুভাননে! তুমি কর্ম্মজনিত অপরাপর অসংখ্য নামে নিরূপিত হইবে। এদিকে দৈত্যদ্বয় যুদ্ধ করিয়া পীড়িত হইলে, তাহারা বর চাহিল যে, অনাবৃত স্থানে আমাদের মৃত্যু হউক আর তুমি আমাদের পুত্র হও। বিষ্ণু 'তথাস্তু' বলিয়া সত্বর কৈটভকে যমসদনে প্রেরিত করিলেন এবং জিষ্ণু মধুকে সংহার করিলেন, এইরূপে জিষ্ণু ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক দৈত্যদ্বয় নিহত হইল। ব্রহ্মা প্রীত হইয়া জগতের হিতকামনায় অবস্থিত হইলেন। অধুনা ঈশ্বর যেরূপে পুত্ররূপে আত্মদান করেন, তাহা শ্রবণ করুন। ৪২-৫৩। বিষ্ণু ও জিষ্ণুর সহিত মধু ও কৈটভের তথাবিধ যুদ্ধব্যাপারের সমাধান হইবার পর ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন অদ্য শতবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে; এক্ষণে সময় উপস্থিত। তুমি এই ঘোর কল্প সংহার করিয়া লও। আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। প্রভু বিষ্ণু ব্রহ্মার কথায় কল্প সংহার করিলেন। মহীকে স্থাবরহীন ও জঙ্গমদিগকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। পরে ব্রহ্মা পুনরায় কহিলেন-হে গোবিন্দ! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি জলধিকে

বিষ্ণুরুবাচ।

বাঢ়ং শৃণু ত্বং হেমাভ পদ্মযোনে বচো মম
প্রসাদো যত্ত্বয়া লব্ধ ঈশ্বরাৎ পুত্রলিপ্সয়া ॥ ৬০
তং তথা সফলং কৃত্বা মত্তেহভূদনৃণো ভবান্
চতুর্ব্বিধানি ভূতানি সৃজ ত্বং বিসৃজস্ব চ ॥ ৬১

সূত উবাচ।

অবাপ্য সংজ্ঞাং গোবিন্দাৎ পদ্মযোনিঃ পিতামহঃ
প্রজাঃ স্রষ্টুমনাস্তেপে তপ উগ্রং ততো মহৎ ॥
তস্যৈবং তপ্যমানস্য ন কিঞ্চিৎসমবর্ত্তত।
ততো দীর্ঘেণ কালেন দুঃখাৎ ক্রোধো ব্যবর্দ্ধত
সক্রোধাবিষ্টনেত্রাভ্যামপতন্নশ্রুবিন্দবঃ।
ততস্তেভ্যোহশ্রুবিন্দুভ্যো বাতপিত্তকফাত্মকাঃ
মহাভোগা মহাসত্ত্বাঃ স্বস্তিকৈরভালকৃতাঃ
প্রকীর্ণকেশাঃ সর্পাস্তে প্রাদুর্ভূতা মহাবিষাঃ ॥
সর্পাংস্তথাগ্রজান্ দৃষ্টা ব্রহ্মাত্মানমনিন্দত।
অহো ধিক্তপসা মহ্যং ফলমীদৃশকং যদি।
লোকবৈনাশিকী জজ্ঞে আদাবেব প্রজা মম ॥
তস্য তীব্রাভবন্মূর্চ্ছা ক্রোধামর্ষসমুদ্ভবা।
মূর্চ্ছাভিতাপেন তদা জহৌ প্রাণাণ প্রজাপতিঃ
তস্যাপ্রতিমবীর্যস্য দেহাৎকরুণ্যপূর্ব্বকম্।
আথৈকাদশ তে রুদ্রাঃ প্রোদ্ভূতা রুদতস্তথা
রোদনাৎখলু রুদ্রাস্তে রুদ্রত্বং তেন তেষু তৎ
যে রুদ্রাঃ খলু তে প্রাণা যে প্রাণাস্তে তদাত্মকাঃ॥৬৮
প্রাণাঃ প্রাণভৃতাং জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতাঃ
অত্যুগ্রস্য মহত্ত্বস্য সাধুনা চরিতস্য চ ॥ ৬৯
তস্য প্রাণান্ দদৌ ভূয়স্ত্রিশূলী নীললোহিতঃ।
ললাটাৎপদ্মযোনেস্তু প্রভুরেকাদশাত্মকঃ ॥৭০
ব্রহ্মণঃ সোহদদাৎ প্রাণানাত্মজঃ স তদা প্রভুঃ
প্রহৃষ্টবদনো রুদ্রঃ কিঞ্চিৎপ্রত্যাগতাসবম্।
অভ্যভাষত্তদা দেবো ব্রহ্মাণং পরমং বচঃ ॥৭১

আলোড়িত করিয়াছ ; এক্ষণে আমা দ্বারা তোমার যদি কিছু করণীয় থাকে, তবে হে লক্ষ্মীবর্দ্ধন! তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল বিষ্ণু বলিলেন,-হে হেমাভ পদ্মযোনে ! বাস্তবিকই আমার কথা তুমি শ্রবণ কর। তুমি পুত্রলিপ্সায় ঈশ্বরের নিকট হইতে যে প্রসাদ লাভ করিয়াছ, তাহা সফল করিয়া আমার নিকটে অঋণী হও , তুমি চতুর্ব্বিধ ভূতবৃন্দকে সৃজন ও বিসর্জ্জন কর। সূত কহিলেন-পদ্মযোনি পিতামহ গোবিন্দের কথায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রজা সৃষ্টি-কামনায় কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন এইরূপ তপস্যায় তাঁহার কোনই কার্য্যসিদ্ধি হইল না, বহুকাল পরে অতি দুঃখে তাঁহার ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হইল। তদীয় ক্রোধকষায়িত নেত্র হইতে বহু অশ্রুবিন্দু পতিত হইল। সেই সকল অশ্রু বিন্দু পতিত হইল। সেই সকল অশ্রু-বিন্দু হইতে বাত, পিত্ত ও কফাত্মক মহাফণাশালী, মহাসত্ত্ব সম্পন্ন, স্বস্তিকাদি-সমলঙ্কৃত, প্রকীর্ণ-কেশ-কলাপযুক্ত মহাবিষধর সর্প সকল প্রাদুর্ভূত হইল। ব্রহ্মা অগ্রেই সর্পদিগকে উৎপন্ন হইতে দেখিয়া নিজেকে নিন্দা করিলেন এবং বলিলেন- তপস্যার ফল যদি এইরূপই হয়, তবে সে তপস্যায় আমি ধিক্কার প্রদান করি অহো ! প্রথমেই আমার লোকবিনাশিণী প্রজা প্রাদুর্ভূত হইল। এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার ক্রোধ ও অমর্ষজনিত তীব্র মূর্চ্ছা আসিল প্রজাপতি সেই মূর্চ্ছাভিঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন তখন সেই অপ্রতিমবীর্য্য ব্রহ্মার দেহ হইতে সকরুণভাবে রোদন করিতে করিতে একাদশ রুদ্র প্রাদুর্ভূত হইল। রোদন নিবন্ধনই তাঁহারা রুদ্র নামে খ্যাত হইলেন রুদ্রগণই প্রাণ এবং প্রাণই রুদ্র। ৫৪-৬৮। এই রুদ্রগণই দেহিগণের হৃদয়ে প্রাণরূপে অবস্থিত। নীললোহিত ত্রিশূলী পুনরায় সেই অত্যুগ্র সাধুবৃত্ত ব্রহ্মার প্রাণদান করিলেন। পরে পদ্মযোনির ললাটদেশ হইতে একাদশাত্মক প্রভু রুদ্র প্রাদুর্ভূত হইলেন। এইরূপে প্রভু রুদ্র অগ্রে ব্রহ্মার প্রাণ দান করেন, পরে তাঁর আত্মজ হন। অনন্তর রুদ্র প্রহৃষ্টমুখে

উপযাচস্ব মাং ব্রহ্মন পুত্রত্বমর্হসি চাপ্যনঃ।
মাং চ বেত্থাত্মজং রুদ্রং প্রসাদং কুরু মে প্রভো
শ্রুত্বা ত্বিদং বচস্তস্য প্রভূতং চ মনোগতম্।
পিতামহঃ প্রসন্নাত্মা নেত্রৈঃ ফুল্লাম্বুজ প্রভৈঃ॥৭৩
ততঃ প্রত্যাগতপ্রাণঃ স্নিগ্ধগম্ভীরয়া গিরা
উবাচ ভগবান্ ব্রহ্মা শুদ্ধজাম্বুনদপ্রভঃ॥৭৪
ভো ভো বদ মহাভাগ আনন্দয়সি মে মনঃ।
কো ভবান্ বিশ্বমূর্ত্তিস্ত্বং স্থিত একাদশাত্মকঃ॥
এবমুক্তো ভগবতা ব্রহ্মণানন্ততেজসা।
ততঃ প্রত্যবদদ্রুদ্রো হ্যভিবাদ্যাত্মজৈঃ সহ॥৭৬
যত্নে বরমহং ব্রহ্মন্ যাচিতো বিষ্ণুনা সহ।
পুত্রো মে ভব দেবেতি ত্বত্তুল্যো বাপি ধূর্ব্বহঃ
লোকেষু বিশ্রুতৈঃকার্য্যাঃ সৌর্ব্ববিশ্বাত্মসম্ভবৈঃ
বিবাদং ত্যজ দেবেশ লোকাংস্ত্বং স্রষ্টুমর্হসি॥৭৮

এবং স ভগবানুক্তো ব্রহ্মা প্রীতমনাভবৎ।
রুদ্রং প্রত্যবদদ্ভূয়ো লোকাত্মে নীললোহিতম্
সাহায্যং মম কার্য্যার্থং প্রজাঃ সৃজ ময়া সহ।
বীজী ত্বং সর্ব্বভূতানাং তৎপ্রপন্নস্তথা ভব।
বাঢ়মিত্যেব তাং বাণীং প্রতিজগ্রাহ শঙ্করঃ॥৮০
ততঃ স ভগবান্ ব্রহ্মা কৃষ্ণাজিনবিভূষিতঃ।
মনোহগ্রে সোহসৃজদ্দেবো ভূতানাং ধারণাং ততঃ॥৮১
জিহ্বাং সরস্বতীং চৈব ততস্তাং বিশ্বরূপিণীম্
ভৃগুমঙ্গিরসং দক্ষং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
বসিষ্ঠং চ মহাতেজাঃ সসৃজে সপ্ত মানসান্॥৮২
পুত্রানাত্মসমানন্যান্ সোহসৃজদ্বিশ্বসম্ভবান্
তেষাং ভূয়োহনুমার্গেণ গাবো বক্ত্রাদিজজ্ঞিরে
ওঙ্কারপ্রমুখান্ বেদানভিমান্যাংশ্চ দেবতাঃ

পুনরুজ্জীবিত ব্রহ্মাকে তখন এই পরম বাক্য বলিলেন যে, হে ব্রহ্মণ ! আত্মাকে স্মরণ কর ; আমাকে পুত্ররূপে প্রার্থনা কর। জানিবে- আমিই তোমার আত্মজ রুদ্র হে প্রভো ! আমার প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ কর পিতামহ রুদ্রের মুখে তাঁহার সেই মনোমত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার নেত্র প্রফুল্ল অম্বুজবৎ প্রতিভাত হইল অনন্তর প্রাণপ্রাপ্ত শুদ্ধ স্বর্ণকান্তি, ব্রহ্মা, স্নিগ্ধ গম্ভীর বাক্যে বলিলেন- ওহে মহাভাগ ! কে তুমি বিশ্ব ব্যাপিয়া একাদশাত্মক রুদ্ররূপে অবস্থানপূর্ব্বক আমার মনে আনন্দ উৎপাদন করিতেছ? আমায় প্রকাশ করিয়া বল। অনন্ত তেজা ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, রুদ্র আত্মজগণসহ একযোগে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রত্যুত্তরে বলিলেন- হে ব্রহ্মণ ! বিষ্ণুর সহিত তুমি আমার নিকট এইরূপ বর চাহিয়াছিলে যে, হে দেব ! তুমি আমার পুত্র হও অথবা তোমার তুল্য কোন সুযোগ্য পুত্র আমার হউক। আমি তথবিধ লোক-বিশ্রুত বিশ্বাত্ম সম্ভূত পুত্রগণ দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য করিব। হে দেবেশ ! তোমার সে বর প্রাপ্তি হইয়াছে, তুমি বিষাদ পরিত্যাগ কর, লোকসৃষ্টি-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হও। ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপে উক্ত হইয়া প্রীতিমান্ হইলেন এবং পুনরায় নীললোহিত রুদ্রকে কহিলেন, আপনি আমায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত হউন আমার সহিত প্রজা সৃষ্টি করিতে থাকুন। আপনি সর্ব্বভূতের বীজী ; তাই আপনারই সাহায্য লইতেছি। আপনি আমার সাহায্যকারী হউন। তখন শঙ্কর ব্রহ্মার সে প্রস্তাব উত্তর বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। ৬৯-৮০। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা কৃষ্ণাজিন্-বিভূষিত হইয়া প্রথমে মনুকে সৃজন করিলেন, পরে ভূত সমূহের ধারণাকে ও বিশ্বরূপিনী রসনাসনা সরস্বতীকে উৎপাদন করিলেন অনন্তর মহাতেজা ব্রহ্মা ভৃগু, অঙ্গিরা, দক্ষ, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সপ্ত মানস পুত্রকে সৃষ্টি করিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নিজের অনুরূপ আরও অনেক বিশ্বস্রষ্টা পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের পরে তদীয় বক্ত্র হইতে গোগণ উৎপন্ন হইল। তৎপরে ওঙ্কার প্রমুখ দেবগণ

এবমেতান্ যথাপ্রোক্তান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ
দক্ষাদ্যান্মানসান্ পুত্রান্ প্রোবাচ ভগবান্ প্রভুঃ
প্রজাঃ সৃজত ভদ্রং বো রুদ্রেণ সহ ধীমতা ॥
অনুগম্য মহাত্মানং প্রজানাং পতয়স্তদা।
বয়মিচ্ছামহে দেব প্রজাঃ স্রষ্টুং ত্বয়া সহ।
ব্রহ্মণস্ত্বেষ সন্দেশস্তব চৈব মহেশ্বর ॥ ৮৬
তৈরেবমুক্তে ভগবান্ রুদ্রঃ প্রোবাচ তান্ প্রভুঃ
ব্রহ্মণশ্চাত্মজা মহ্যং প্রাণান্ গৃহ্য চ বৈ সুরাঃ ॥
কৃত্বামগ্রোহগ্রজানেতান্ ব্রাহ্মণানাত্মজান্ মম
ব্রহ্মাদিস্ত স্বপর্যন্তান্ সপ্ত লোকান্মদাত্মকান্
ভবন্তঃ স্রষ্টুর্মর্হন্তি বচনান্মম স্বস্তি বঃ ॥ ৮৮
তেনৈবমুক্তাঃ প্রত্যুচু রুদ্রমাদ্যং ত্রিশূলিনম্
যথাজ্ঞাপয়সে দেব তথা তদ্বৈ ভবিষ্যতি ॥৮৯
অনুমান্য মহাদেবাং প্রজানাং পতয়স্তদা।
উচুর্দক্ষং মহাত্মানং ভবান্ শ্রেষ্ঠ প্রজাপতিঃ

ত্বাং পুরস্কৃত্য ভদ্রং তে প্রজাঃ স্রক্ষ্যামহে বয়ম্
এবমস্ত্বিতি বৈ দক্ষঃ প্রত্যপদ্যত ভাষিতম্
তৈঃ সহ স্রষ্টুমারেভে প্রজাকামঃ প্রজাপতি ।
সর্গস্থিতে ততঃ স্থাণৌ ব্রহ্মা সর্গমথাসৃজৎ ॥৯১
অর্থাস্য সপ্তমেহতীতে কল্পে বৈ সমভূবতুঃ।
ঋভুঃ সনৎকুমারশ্চ তপোলোকনিবাসিনৌ।
ততো মহর্ষীনন্যান্ স মানসানসৃজৎ প্রভুঃ ॥৯২
ইতি শ্রী মহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে মধুকৈটভোৎ-
পত্তিবিনাশবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশো-
হধ্যায়ঃ॥২৫॥

ষড়্বিংশোধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ

অহো বিস্ময়নীয়ানি রহস্যানি মহামতে।
ভূয়োক্তানি যতাতত্ত্বং লোকানুগ্রহকারণাৎ ॥ ১

ও অভিমানিনী দেবতাগণ আবির্ভূত হইলেন। এইরূপে সৃষ্টি বিস্তার হইলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা দক্ষাদি মানস পুত্রদিগকে কহিলেন- হে পুত্রগণ ! তোমরা ধীমান রুদ্রের সহিত একযোগে প্রজা সৃষ্টি কর। তখন প্রজাপতিগণ মহাত্মা রুদ্রের অনুগামী হইয়া বলিলেন- হে দেব ! আমরা আপনার সহিত প্রজাসৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করি। হে মহেশ্বর ! আপনার প্রতি ব্রহ্মার ইহাই সন্দেশ প্রজাপতিগণ এই কথা কহিলে, ভগবান রুদ্র তাঁহাদিগকে কহিলেন,-হে ব্রহ্মনন্দনগণ ! আপনাদের যিনি অগ্রজ, তিনি আমার নিকট হইতে প্রাণ সকল গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠ পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া মদাত্মক এই ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্যন্ত সপ্তলোক সৃজন করুন। ফলে আমার বাক্যে আপনারা সকলেই সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হউন আপনাদের মঙ্গল হউক। রুদ্র এই কথা কহিলে সেই প্রজাপতিগণ তাহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,- হে দেব ! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিলেন তাহাই হইবে। এইরূপে প্রজাপতিগণ মহাদেবের কথায় অনুমোদন করিয়া তৎকালে মহাত্মা দক্ষ প্রজাপতিকে কহিলেন,- আপনি আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি আপনাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আমরা প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করি। আপনার মঙ্গল হউক। দক্ষ প্রজাপতি সেই কথায় 'এবমস্তু' বলিয়া অনুমোদন করিলেন অনন্তর প্রজাকামনায় তাঁহাদের সহিত একযোগে প্রজা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এইরূপে স্থাণদেব প্রজাসৃষ্টি ব্যাপারে নিযুক্ত হইলে পর ব্রহ্মাও সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাহাতে অতীত সপ্তম কল্পে তপোলোকবাসী ঋভু ও সনৎকুমার উৎপন্ন হন। তৎপরে ভগবান্ ব্রহ্মা অন্যান্য মানস ঋষিদিগকেও সৃজন করেন। ৮১-৯২।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫

ষড়্বিংশ অধ্যায়

সূত বলিলেন,- হে মহাভাগ ! আপনি লোকহিতের নিমিত্ত যে সকল অত্যাশ্চর্য্য

তত্র বৈ সংশয়ো মহ্যমবতারেষু শূলি নঃ।
কিং কারণং মহাদেবঃ কলিং প্রাপ্য সুদারুণম্
হিত্বা যুগানি পূর্ব্বাণি অবতারং করোতি বৈ ॥২
অস্মিন্ মন্বন্তরে চৈব প্রাপ্তে বৈবস্বতে প্রভো
অবতারং কথং চক্রে এতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥৩
ন তেহস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ
ভক্তানামুপদেশার্থং বিনয়াৎ পৃচ্ছতো মম
কথয়স্ব মহাপ্রাজ্ঞ যদি শ্রাব্যং মহামতে ॥ ৩

লোমশ উবাচ।

এবং পৃষ্টোহথ ভগবান্ বায়ুর্লোকহিতে রতঃ।
ইদমাহ মহাতেজা বায়ুর্লোকনমস্কৃতঃ ॥ ৫
এতদ্গুহ্যতমং লোকে যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি
তৎসর্ব্বং শৃণু গাধেয় উচ্যমানং যথাক্রমম্ ॥ ৬
পুরা হ্যেকার্ণবে বৃত্তে দিব্যে বর্ষ সহস্রকে
স্রষ্টুকামঃ প্রজা ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥ ৭
তস্য চিন্তয়মানস্য প্রাদুর্ভূতঃ কুমারকঃ
দিব্যগন্ধঃ সুধাপেক্ষী দিব্যাং শ্রুতিমুদীরয়ন্ ॥
অশব্দস্পর্শরূপাং তামগন্ধাং রসবর্জ্জিতাম্।
শ্রুতিং হ্যদীরয়ন্ দেবো যামবিন্দচ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ ৯
ততস্তু ধ্যানসংযুক্তস্তপ আস্থায় ভৈরবম্।
চিন্তয়ামাস মনসা ত্রিতয়ং কো স্বয়ং ত্বিতি ॥ ১০
তস্য চিন্তায়মানস্য প্রাদুর্ভূতং তদক্ষরম্।
অশব্দস্পর্শরূপঞ্চ রসগন্ধবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১১
অথোত্তমং স লোকেষু স্বমূর্ত্তিং চাপি পশ্যতি
ধ্যায়ন্ বৈ স তদা দেবমথৈনং পশ্যতে পুনঃ ॥
তং শ্বেতমথ রক্তঞ্চ পীতং কৃষ্ণং তদা পুনঃ
বর্ণস্থং তত্র পশ্যেত ন স্ত্রী ন চ নপুংসকম্ ॥ ১৩
তৎসর্ব্বং সুচিরং জ্ঞাত্বা চিন্তয়ন্ হি তদক্ষরম্।
তস্য চিন্তয়মানস্য কণ্ঠাদুত্তিষ্ঠতেহক্ষরঃ ॥ ১৪
একমাত্রো মহাঘোষঃ শ্বেতবর্ণঃ সুনির্ম্মলঃ।
স ওঁকারো ভবেদ্বেদ অক্ষয়ং বৈ মহেশ্বরঃ ॥

গোপনীয় বিষয় আমাদিগের নিকট যথাযথ কীর্ত্তন করিয়াছেন ; তাহার মধ্যে ভগবান্ শূলীর অবতার বিষয়ে আমাদিগের সংশয় আছে। কিজন্য তিনি পূর্ব্ব যুগ সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক অধুনা বৈবস্বত মন্বন্তরে সুদারুণ কলিকালে অবতীর্ণ হইলেন? ইহা আমরা আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি। ইহলোকে বা পরলোকের বিষয় কিছুমাত্র আপনার অবিদিত নাই ; এজন্য আমরা আপনাকে সবিনয় প্রশ্ন করিতেছি ; হে মহামতে। উহা যদি আমাদিগের শ্রাব্য হয়, তবে ভক্তজনের উপদেশার্থ প্রকাশ করিয়া বলুন। লোমশ বলিলেন,- লোকহিতৈষী মহাতেজা ভগবান্ বায়ু এই বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন,- হে গাধেয়! তুমি যাহা প্রশ্ন করিলে, ইহা অতি গুহ্যতম। আমি ক্রমশঃ ইহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দিব্য বর্ষসহস্র কাল ব্যাপিয়া জগৎ একার্ণবীভূত থাকিলে, প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে দুঃখিত হইয়া চিন্তিত হইলেন। তিনি চিন্তিত হইবামাত্র এক দিব্যগন্ধী, সুধাপেক্ষী কুমার দিব্য শ্রুতি উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি ঐ অশব্দ-স্পর্শরূপা গন্ধ-রস-বর্জ্জিতা শ্রুতি উচ্চারণ করিলে ভগবান্ চতুর্ম্মুখ তাহা লাভ করিলেন এবং তৎকালে তিনি ধ্যাননিরত হইয়া ঘোর তপশ্চরণপুরঃসর- এই পুরুষ কে? এবং এতদুচ্চারিত ত্রিতয়ই বা কি? এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ চিন্তার ফলে, শব্দ-স্পর্শ রূপ-রহিত, রস-গন্ধ-বর্জ্জিত অক্ষয় প্রাদুর্ভূত হইল। ১-১০। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অনুত্তম অক্ষয় ও স্বীয় মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেন। ধ্যানাবস্থায় বার বার দেখিলেন- ঐ দেবস্বরূপ অক্ষয় শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত ও পীতবর্ণস্থ এবং উহা অস্ত্রী ও অনপুংসকরূপে বিজ্ঞাত। এইরূপে তিনি অক্ষরের সমস্ত স্বরূপ অবগত হইয়া চিন্তাপরায়ণ হইলে তাঁহার কণ্ঠদেশ হইতে পুনরায় এক একমাত্র, মহাঘোষ, শ্বেতবর্ণ ও সুনির্ম্মল অক্ষর আবির্ভূত হইল। ঐ অক্ষরই বেদ, ওঙ্কার, এবং সাক্ষাৎ মহেশ্বর-স্বরূপ।

ততশ্চিন্তয়মানস্য ত্বক্ষরং বৈ স্বয়ম্ভুবঃ।
প্রাদুর্ভূতস্তু রক্তস্তু স দেবঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬
ঋগ্বেদং প্রথমং তস্য ত্বগ্নিমীলে পুরোহিতম্।
এতাং দৃষ্ট্বা ঋচং ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস বৈ পুনঃ।
তদক্ষরং মহাতেজাঃ কিমেতদিতি লোককৃৎ ॥
তস্য চিন্তয়মানস্য তস্মিন্নথ মহেশ্বরঃ
দ্বিমাত্রমক্ষরং জজ্ঞে ঈশিত্বেন দ্বিমাত্রিকম্ ॥
ততঃ পুনর্দ্বিমাত্রন্তু চিন্তয়ামাস চাক্ষরম্।
প্রাদুর্ভূতস্ততঃ রক্তং তচ্ছেদনে গৃহ্য সা যজুঃ ॥ ১৯
ইষেত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা পুনঃ ॥
ঋগ্বেদ একমাত্রস্তু দ্বিমাত্রস্তু যজুঃ স্মৃতঃ ॥ ২০
ততো বেদং দ্বিমাত্রন্তু দৃষ্ট্বা চৈব তদক্ষরম।
ত্রিমাত্রং চিন্তয়ন্ ব্রহ্মা ত্বক্ষরং পুনরীশ্বরঃ ॥ ২১
তস্য চিন্তয়মানস চোঙ্কারঃ সম্ভবভ হ
ততস্তদক্ষরং ব্রহ্মা ওঙ্কারং সমচিন্তয়ৎ ॥ ২২
অথাপশ্যত্ততঃ পীতামৃচং চৈব সমুত্থিতাম্।
অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে ॥ ২৩
ততস্ত স মহাতেজা দৃষ্ট্বা বেদানুপস্থিতান্
চিন্তয়িত্বা চ ভগবাংস্ত্রিসন্ধ্যং যত্রিরক্ষরম্।
ত্রিবর্ণং যত্ত্রিষবণমোঙ্কারং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৪
ততশ্চৈব ত্রিসংযোগাৎ ত্রিবর্ণং তু তদক্ষরম্
লক্ষ্যালক্ষ্য প্রদৃশ্যং চ সহিতং ত্রিদিবং ত্রিকম্ ॥
ত্রিমাত্রং ত্রিপদং চৈব ত্রিযোগঞ্চৈব শাশ্বতম্
তস্মাত্তদক্ষরং ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস বৈ প্রভুঃ ॥২৬
তস্মাত্তদক্ষরং সোঽথ ব্রহ্ম রূপং স্বয়ম্ভুবঃ।
চতুর্দ্দশমুখং দেবং পশ্যতে দীপ্ততেজসম্।
তমোঙ্কারং স কৃত্বাদৌ বিজ্ঞেয়ঃ স স্বয়ম্ভুবঃ ॥
চতুর্ম্মুখমুখাত্তস্মাদভামস্ত চতুর্দ্দশ।
নানাবর্ণাঃ স্বরা দিব্যমাদ্যং তচ্চ তদক্ষরম্।
তস্মাৎ ত্রিযষ্টিবর্ণা বৈ অকারপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ ॥
ততঃ সাধারণার্থায় বর্ণানাং তু স্বয়ম্ভুবঃ।
অকাররূপ আদৌ তু স্থিতঃ স প্রথমঃ স্বরঃ ॥২৯
ততস্তেভ্যঃস্বরেভ্যস্তু চতুর্দ্দশ মহামুখাঃ

অনন্তর ভগবান্ স্বয়ম্ভু পুনরায় অক্ষরবিষয়ক চিন্তা করিলে, এক রক্ত অক্ষর উদ্ভূত হইল ঐ রক্তাক্ষরই আদি দেবতা বলিয়া কথিত ঐ অক্ষরই ঋগ্‌বেদ : তাহার প্রথম ঋক্- "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" ইত্যাদি এই ঋকের উৎপত্তি দেখিয়া লোককৃৎ ব্রহ্মা পুনরায় 'ইহা কি' এবম্প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন তিনি এইরূপ চিন্তা করিলে, তাহাতে প্রভুত্বসম্পন্ন দ্বিমাত্র অক্ষররূপ মহেশ্বর আবির্ভূত হইলেন পুনরায় তিনি ঐ দ্বিমাত্র অক্ষরের বিষয় চিন্তা করিলে, ঋক্‌চ্ছেদযুক্ত রক্তাক্ষরই প্রাদুর্ভূত হইল ; এতৎ-সংশ্লিষ্ট ঋক্‌ই-যজুঃ। ইহার আদিতে "ইষে ত্বোর্জ্জেত্বা" ইত্যাদি মন্ত্র উদাহৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদ একমাত্র এবং যজুঃ দ্বিমাত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঈশ্বর ব্রহ্মা পুনরায় দ্বিমাত্র বেদ ও অক্ষর দর্শনে তাহারই বিষয় চিন্তা করিলেন, তাঁহার এই চিন্তার ফলে ওঙ্কার আবির্ভূত হইল। তিনি পুনরায় ওঙ্কার অক্ষরেরই ধ্যান করিতে লাগিলেন। এইরূপ ধ্যান নিবন্ধন ব্রহ্মা দেখিলেন,- "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে" ইত্যাদি ঋক্ সমুত্থিত হইল মহাতেজা প্রজাপতি এই প্রকার বেদাবির্ভাব অবলোকন ও ব্রহ্মসংজ্ঞিত ত্রিবর্ণাত্মক ওঙ্কার ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান করিতে লাগিলেন ঐ ওঙ্কাররূপ অক্ষর, তিনটি বর্ণের সংযোগ হেতু ত্রিবর্ণ এবং উহা লক্ষ্যালক্ষ্য-প্রদৃশ্য, সংহিত, ত্রিদিবস্বরূপ, ত্রিক, ত্রিমাত্র, ত্রিপদ, ত্রিযোগ, ও শাশ্বত এজন্য ভগবান্ ব্রহ্মা ইহা নিরন্তর চিন্তা করিতেন। ১২-২৬

ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ প্রদীপ্ত তেজঃ, আত্মরূপ ওঙ্কারাক্ষর সকলকে চতুর্দ্দশ মুখ বিশিষ্ট দেখিলেন তিনি আদিতে ওঙ্কার সৃষ্টি করিয়াই স্বয়ম্ভু নামে প্রসিদ্ধ হন। অনন্তর চতুর্ম্মুখের মুখ হইতে নানাবর্ণ চতুর্দ্দশ স্বর ও সেই দিব্য আদ্য অক্ষর আবির্ভূত হইল। সাধারণতঃ বর্ণসকল সংখ্যায় ত্রিষষ্টি, এবং সকলেই অকার হইতে উদ্ভূত। অকারই প্রথম স্বর। পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ স্বর হইতে মন্বন্তরাধিপতি

মনবঃ সম্প্রসূয়ন্তে দিব্যা যন্বন্তরেশ্বরাঃ ॥ ৩০
চতুর্দ্দশমুখো যশ্চ অকারো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ।
ব্রহ্মকল্পঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববর্ণঃ প্রজাপতিঃ ॥৩১
মুখাত্তু প্রথমাত্তস্য মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্মৃতঃ।
আকরস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ শ্বেতবর্ণঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥৩২
দ্বিতীয়াত্তু মুখাত্তস্য আকারো বৈ মুখঃ স্মৃতঃ।
নাম্না স্বারোচিষো নাম বর্ণঃ পাণ্ডুর উচ্যতে ॥৩৩
তৃতীয়াত্তু মুখাত্তস্য ইকারো যজুষাং বরঃ।
যজুর্ম্ময়ঃ স চাদিত্যো যজুর্ব্বেদো যতঃ স্মৃতঃ ॥
ঈকারঃ স মনুর্জ্জেয়ো রক্তবর্ণঃ প্রতাপবান্।
ততঃ ক্ষত্রং প্রবর্ত্তেত তস্মাদ্রক্তস্তু ক্ষত্রিয়ঃ ॥ ৩৫
চতুর্থাত্তুমুখাত্তস্য উকারঃ স্বর উচ্যতে।
বর্ণতস্তু স্মৃতস্তাম্রঃ স সমুক্তামসঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৬
পঞ্চমাত্তু মুখাত্তস্য উকারো নাম জায়তে।
পীতকো বর্ণতশ্চৈব মনুশ্চাপি চরিষ্ণবঃ ॥ ৩৭
ততঃ ষষ্ঠান্মুখাত্তস্য ওঙ্কারঃ কপিলঃ স্মৃতঃ।
বরিষ্ঠশ্চ ততঃ ষষ্ঠো বিজয়ঃ স মহাতপাঃ ॥ ৩৮
সপ্তমাত্তু মুখাত্তস্য সৃতো বৈবস্বতো মনুঃ।
ঋকারশ্চ স্বরস্তত্র বর্ণতঃ কৃষ্ণ উচ্যতে ॥ ৩৯
অষ্টমাত্তু মুখাত্তস্য ঋকারঃ শ্যামবর্ণতঃ।
শ্যামাক্ষরসবর্ণশ্চ ততঃ সবার্ণিরুচ্যতে ॥ ৪০
মুখাত্তু নবমাত্তস্য ঌকারো নবমঃ স্মৃতঃ।
ধুম্রো বৈ বর্ণতশ্চাপি ধুম্রশ্চ মনুরুচ্যতে ॥ ৪১
দশমাত্তু মুখাত্তস্য ৣকারঃ প্রভুরুচ্যতে।
সমশ্চৈব সবর্ণশ্চ বর্ত্তৌ সবর্ণকো মনুঃ ॥ ৪২
মুখাদেকাদশাত্তস্য একারো মনুরুচ্যতে।
পিশঙ্গো বর্ণতশ্চৈব পিশঙ্গো বর্ণ উচ্যতে ॥৪৩
দ্বাদশাত্তু মুখাত্তস্য ঐকারো নাম উচ্যতে।
পিশঙ্গো ভস্মবর্ণাভঃ পিশঙ্গো মনুরুচ্যতে ॥৪৪
ত্রয়োদশান্মুখাত্তস্য ওকারো বর্ণ উচ্যতে।
পঞ্চবর্ণসমাযুক্ত ওকারো বর্ণ উত্তমঃ ॥ ৪৫
চতুর্দ্দশমুখাত্তস্য ঔকারো বর্ণ উচ্যতে।
কর্ব্বুরো বর্ণতশ্চৈব মনুঃ সাবর্ণিরুচ্যতে ॥৪৬
ইত্যেব মনবশ্চৈব স্বরা বর্ণাশ্চ কল্পতঃ।
বিজ্ঞেয়া হি যথাতত্ত্বং স্বরতো বর্ণতস্তথা ॥৪৭

দিব্য প্রধান চতুর্দ্দশ মনু প্রাদুর্ভূত হন। অকারই- চতুর্দ্দশ-মুখ, ব্রহ্মাসংজ্ঞিত, ব্রহ্মকল্প ও সর্ব্ববর্ণের প্রজাপতি বলিয়া কীর্ত্তিত . উহার প্রথম মুখ হইতে স্বায়ম্ভুব মনু প্রাদুর্ভূত হন। ঐ স্বায়ম্ভুব মনু শুক্লবর্ণ ও স্বয়ম্ভুর আকার স্বরূপ। এই প্রকার দ্বিতীয় মুখ হইতে আকারস্বরূপ স্বারোচিষ মনু প্রাদুর্ভূত হন। ইনি পাণ্ডুর বর্ণ ; তৃতীয় মুখ হইতে ইকার ; ইনি যজুঃশ্রেষ্ঠ, যজুর্ম্ময় আদিত্যস্বরূপ ; ইহা হইতেই যজুর্ব্বেদ আবির্ভূত। ঈকার-প্রতাপবান্ সাক্ষাৎ মনুস্বরূপ ; ইনি রক্তবর্ণ, ইহা হইতেই রক্তবর্ণ ক্ষত্রকুল প্রবর্ত্তিত। চতুর্থ মুখ হইতে উকার উৎপন্ন হয়, উকার তাম্রবর্ণ এবং উহা তামস মনু বলিয়া কথিত। পঞ্চম মুখ হইতে উকার প্রাদুর্ভূত ; ইহা পীতবর্ণ এবং চরিষ্ণব মনু বলিয়া অভিহিত। অনন্তর ষষ্ঠ মুখ হইতে কপিলবর্ণ ওঙ্কার উৎপন্ন হয়। ইহা মহাতপা, বরিষ্ঠ বিজয় মনু বলিয়া প্রসিদ্ধ। সপ্তম মুখ হইতে ঋকাররূপ বৈবস্বত মনুর জন্ম। ইনি কৃষ্ণবর্ণ অষ্টম মুখ হইতে ঋকারাত্মক শ্যামবর্ণ সাবর্ণির আবির্ভাব। নবম মুখ হইতে ঌকারের উৎপত্তি। ইহা ধূম্রবর্ণ ও ধূম্রা মনু বলিয়া কথিত। দশম মুখ হইতে ৣকারের জন্ম; ইহা সাবর্ণিক মনু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। একাদশ মুখ হইতে একার জন্মে ; ইহা পিশঙ্গবর্ণ এবং পিশঙ্গী মনু নামে নির্দ্দিষ্ট। দ্বাদশ মুখ হইতে ঐকার জন্মে, ইহাও পিশঙ্গ ও ভস্ম-বর্ণাভ এবং পিশঙ্গ মনু নামে নিরূপিত। ত্রয়োদশ মুখ হইতে পঞ্চবর্ণ-সমাযুক্ত উত্তম বর্ণ ওকারের উৎপত্তি ইহা উত্তম মনু। চতুর্দ্দশ মুখ হইতে কর্ব্বুরবর্ণ ঔকারের জন্ম ; ইহা সবর্ণি নামে নিরূপিত ২৭-৪৬। কল্পে কল্পে মনুগণ এ রূপে স্বর ও বর্ণরূপে অবস্থিত হইয়া থাকেন। স্বর ও বর্ণনুসারে ইহাদের বিবরণ যথাযথ বিজ্ঞেয়। যেহেতু

পরস্পরসবর্ণাশ্চ স্বরা যস্মাদ্‌বৃতা হি বৈ ।
তস্মাত্তেষাং সবর্ণত্বাদন্বয়স্ত্ব প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৮
সবর্ণাঃ সদৃশাশ্চৈব যস্মাজ্জাতাস্ত কল্পজাঃ ।
তস্মাৎ প্রজানাং লোকেঽস্মিন্ সবর্ণাঃ সর্ব্ব সন্ধয়ঃ ॥ ৪৯
ভবিষ্যন্তি যথাশৈলং বর্ণাশ্চ ন্যায়তোঽর্থতঃ ।
অভ্যাসাৎ সত্বয়শ্চৈব তস্মাজ্ জ্ঞেয়াঃ স্বরা ইতি

ইতি শ্রী মহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে স্বরোৎপত্তির্নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

অস্মিন্ কল্পে ত্বয়া চোক্তঃ প্রাদুর্ভাবো মাহাত্ম নঃ
মহাদেবস্য রুদ্রস্য সাধকৈর্ম্মনিভিঃ সহ ॥ ১

সূত উবাচ।

উৎপত্তিরাদিসর্গেঽস্য ময়া প্রোক্তা সমাসতঃ।
বিস্তরেণাস্য বক্ষ্যামি নামানি তনুভিঃসহ ॥ ২
পত্নীষু জনয়ামাস মহাদেবঃ সুতান বহুন
কল্পেষ্বন্যেষ্বতীতেষু যস্মিন কল্পে তু তচ্ছৃণু ॥ ৩
কল্পাদৌ চাত্মনস্তুল্যং সুতং প্রধ্যায়তঃ প্রভোঃ
প্রাদুরাসীত্ততোঽঙ্কেঽস্য কুমারো নীললোহিতঃ
তং দগ্ধে সুস্বরং ঘোরং নির্দহন্নিব তেজসা ॥ ৪
দৃষ্টা রুদন্তং সহসা কুমারং নীললোহিতম্ ।
কিং রোদিষি কুমারেতি ব্রহ্মা তং প্রত্যভাষত
সোঽব্রবীদ্দেহি মে নাম প্রথমং বৈ পিতামহ ।
রুদ্রস্ত্বং দেব নাম্নাঽসি ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎ পুনঃ
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ
নাম দেহি দ্বিতীয়ং মে ইত্যুবাচ স্বয়ম্ভুবম্ ॥ ৭
ভবস্তং দেব নামাসি ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎপুনঃ

স্বর সকল পরস্পর সবর্ণতা ধারণ করে; এজন্য সবর্ণত্বপ্রযুক্ত তাহাদের অন্বয় কথিত হয়। কল্পকালে উহারা সকলেই যখন জন্মিয়াছে, তখন উহাদিগকে সদৃশ বলা যায় এ সংসারের প্রজাগণের মধ্যে সকলেই সবর্ণ, ও সর্ব্ব-সন্ধি অর্থাৎ একটা না একটা সম্পর্কযুক্ত। অপিচ ভাবী কালে ন্যায়তঃ অর্থতঃ বর্ণসকল একই স্বভাবযুক্ত হয় এবং অভ্যাসবশে একই স্বরবর্ণ সকলও ঐরূপ সন্ধি প্রাপ্ত হয়; যথা -ই-ই = ঈ। ৪৭-৫০।

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ঋষিগণ বলিলেন,- হে সূত! তুমি এই কল্পের সাধক মুনিবৃন্দের সহিত ভগবান রুদ্রের আবির্ভাব বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে। সূত বলিলেন,- আমি আদিসর্গের উৎপত্তি বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি; অধুনা বিস্তৃতভাবে বিবিধ বিগ্রহ সহ ভগবান্ শম্ভুর নাম কীর্ত্তন করিতেছি,-অষ্টম কল্প বিগত হইলে, যে কল্পে ভগবান্ পার্ব্বতীপতি স্বীয় পত্নীসমূহের গর্ভে বহু পুত্র উৎপাদন করেন, তাহা শ্রবণ করুন। প্রভু স্বয়ম্ভু কল্পাদি কালে আত্মতুল্য পুত্র কামনা করিয়া ধ্যানস্থ হইলে, নীললোহিত নামক একটি কুমার তাঁহার অঙ্কে প্রাদুর্ভূত হইল। তখন তিনি তেজোদ্বারা ঐ কুমারকে দগ্ধ করিয়াই যেন ঘোর ও সুস্বর-সম্পন্ন করিলেন এবং তাহাকে সহসা ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, -কুমার! তুমি রোদন করিতেছ কেন? তখন কুমার বলিল,-হে পিতামহ! আপনি আমার প্রথম নাম প্রদান করুন তখন ভগবান্ স্বয়ম্ভু ঐ কুমারকে বলিলেন,- হে দেব! তোমার প্রথম নাম হইল 'রুদ্র কুমার পুনরায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। ভগবান্ ব্রহ্মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্রন্দন করিতেছ কি জন্য? কুমার কহিল- আমার দ্বিতীয় নাম প্রদান করুন। পুনরায় পিতামহ বলিলেন তোমার দ্বিতীয় নাম হইল- ভব। এইরূপে কুমার ক্রন্দনপূর্ব্বক অষ্টবার যাবৎ স্বীয় বিভিন্ন নাম প্রার্থনা করিলেন; আর

কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা প্রত্যুবাচাথ শঙ্করম্
তৃতীয়ং দেহি মে নাম ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ তম্
শিবস্ত্বং দেব নামাসি ইত্যুক্তঃ সোহরুদৎপুনঃ ॥
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ
চতুর্থং দেহি মে নাম ইত্যুবাচ স্বয়ম্ভুবম্ ॥ ১০
পশুনাং ত্বং পতির্দেব ইত্যুক্তঃ সোহরুদৎপুনঃ
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ
পঞ্চমং দেহি মে নাম ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ তম্
ঈশস্ত্বং দেব নামাসি ইত্যুক্তঃ সোহরুদৎপুনঃ
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ
ষষ্ঠং মে নাম দেহীতি ইত্যুবাচাথ তং প্রভুম্ ॥
ভীমস্ত্বং দেব নামাসি ইত্যুক্তঃ সোহরুদৎপুনঃ
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ
সপ্তমং দেহি মে নাম ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ তম্
উগ্রস্ত্বং দেব নামাসি ইত্যুক্তঃ সোহরুদৎপুনঃ
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ
অষ্টমং দেহি মে নাম ত্বং বিভো পুনরব্রবীৎ।
মহাদেবস্ত দেব নামাসি ইত্যুক্তো বিররামহ ॥১৬
লব্ধা নামানি চৈতানি ব্রহ্মণো নীললোহিতঃ।
প্রোবাচ নামামেতেষাং স্থানানি প্রদিশেতি হ
ততোহভিসৃষ্টাস্তনব এষাং নাম্নাং স্বয়ম্ভুবা।
সূর্য্যো মহী জলং বহ্নির্বায়ুরাকাশমেব চ ॥১৮
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণশ্চন্দ্র ইত্যেতে ব্রহ্মধাতবঃ।
তেষু পূজ্যশ্চ বন্দ্যঃ স্যাদ্রুদ্রস্তান্ন হিনস্তি বৈ।

ভগবান্ স্বয়ম্ভু তাঁহাকে যথাক্রমে রুদ্র, ভব, শিব, পশুপতি, ঈশ, ভীম, উগ্র ও মহাদেব এই অষ্ট নাম প্রদান করিলেন। তখন তিনি ঐ অষ্ট নাম প্রাপ্ত হইয়া বিরত হইলেন। নীললোহিত পিতামহ সকাশে এই সকল নাম প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,- আপনি আমার এই সমুদয় নামের মূর্ত্তি নিরূপন করিয়া দিন। অনন্তর স্বয়ম্ভু তাঁহার সূর্য্য, মহী, জল, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ও চন্দ্র ঐ অষ্ট নামের অষ্ট মূর্ত্তি সৃজন করিলেন। এই মূর্ত্তি সকল ব্রহ্মধাতু ঐ সকল মূর্ত্তিতে রুদ্রদেব পূজিত হইলে, তিনি আর সেই পূজকদিগকে হিংসা করেন না। অনন্তর ভগবান্

ততোহব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা তং দেবং নীললোহিতম্
দ্বিতীয়ং নামধেয়ং তে যন্মা প্রোক্তং ভবেতি যৎ
এতস্যাপো দ্বিতীয়া তে তনুর্নাম্না ভবিষ্যতি
ইত্যুক্তে যদ্স্থিরং তস্য শরীরস্থং রসাত্মকম্।
তদ্বিবেশ ততস্তোয়ং তস্মাদাপো ভবঃ স্মৃতঃ ॥
যস্মাদ্ভবন্তি ভূতানি তদ্ভ্যস্তা ভাবয়ন্তি চ।
ভবনাদ্ভাবনাচ্চৈব ভূতানাং সম্ভবঃ স্মৃতঃ ॥২২
তস্মান্মূত্রং পুরীষঞ্চ নাপ্সু কুর্ব্বীত সর্ব্বদা।
ন স্নায়েদপ্সু নগ্নশ্চ ন নিষ্ঠীবেৎ কদাচন ॥২৩
মৈথুনং নৈব সেবেত শিরঃস্নানঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
ন প্রীতঃ পরিচক্ষীত বহন্ন সংস্থিতোহপি বা ॥
মেধ্যামেধ্যশরীরস্থান্নৈব দুষ্যন্ত্যপঃ ক্বচিৎ।
নির্বর্ণবিরসগন্ধাশ্চ অল্পাশ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥২৫
অপাং যোনিঃ সমুদ্রশ্চ তস্মাত্তং কাময়ন্তি তাঃ

ব্রহ্মা দেব নীললোহিতকে বলিলেন,- আমি যে তোমায় 'ভব' এই দ্বিতীয় নাম, প্রদান করিয়াছি; জল-এই ভব দেবের তনু হইবে। তুমি, ভব নামধেয়; তোমার ভব মূর্ত্তির অপর নাম হইবে- জল। এই কথা কহিলে তাহার দেহস্থ যে রসাত্মক জল ছিল, তাহাতে তিনি প্রবেশ করিলেন তখন জলও ভবের মূর্ত্তি হইল। ভূতগ্রাম জল হইতে জন্ম গ্রহণ করে, এবং জল তাহাদিগকে জন্মাইয়া থাকে- এই ভবন-ভাবন সম্বন্ধ বশতই জল নিখিল ভূত সম্ভব বলিয়া স্মৃত হইয়াছে এজন্য কেহ কখন জলে মূত্র বা পুরীষ পরিত্যাগ করিবে না; নগ্নাবস্থায় জলে অবতরণ করিয়া স্নান করিবে না; থুতু ফেলিবে না; মৈথুন করিবে না; শিরঃস্নান করিবে না; এবং জলের উপর দিয়া বাহিয়া যাইতে যাইতে কদাচ বিরক্তির সহিত জলের উদ্দেশে কুবাক্য প্রয়োগ করিবে না। ১-১৪। মেধ্য এবং অমেধ্য শরীরসঙ্গ নিবন্ধন জল কদাচ দূষিত হয় না। বিবর্ণ, বিরস, দুর্গন্ধ ও অল্প জল পরিত্যাগ করিবে। সমুদ্র-জলের উৎপত্তি স্থান এইজন্য জলরাশি

মেধ্যাশ্চৈবামৃতাশ্চৈব ভবন্তি প্রাপ্য সাগরম্
তস্মাদপো ন রুন্ধীত সমুদ্রং কাময়ন্তি তাঃ।
ন হিনস্তি ভবো দেবঃ সদেবং যোঽপ্সু বর্ত্ততে
ততোঽব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা তং দেবং কৃষ্ণলোহিতম
শর্ব্বস্তুমিতি যন্নাম তৃতীয়ং সমুদাহৃতম্।
তস্য ভূমিস্তৃতীয়া তু তনুর্নাম্না ভবত্বিয়ম্ ॥ ২৮
ইত্যুক্তে যৎস্থিরং তস্য শরীরস্যাস্থিসংজ্ঞিতম্
তদ্বিবেশ ততো ভূমিস্তস্মাচ্ছর্ব্ব উচ্যতে ॥
তস্মাৎ কুর্ব্বীতে নো বিদ্বান্ পুরীষং মূত্রমেব বা
ন-চ্ছায়ায়াং ন সোপানে স্বচ্ছায়াং নাপিমেহয়েৎ
শিরঃ প্রাবৃত্য কুর্বীত অন্তর্ধায় তৃণৈর্মহীম্।
য এবং বর্ত্ততে ভূমৌ তং শর্ব্বো ন হিনস্তি বৈ
ততোঽব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা দেবং নীললোহিতম
ঈশান ইতি যৎপ্রোক্তং চতুর্থং নাম তে ময়া।
চতুর্থস্য চতুর্থী স্যাদ্বায়ুর্নাম্না তনুস্তব ॥ ৩২

ইত্যুক্তে যচ্ছরীরস্থং পঞ্চধা প্রাণসংজ্ঞিতম্।
বিবেশ তং তদা বায়ুরীশানো বায়ুরুচ্যতে।
তস্মাদেনং পরিবদেণায়ন্তং বায়ুমীশ্বরম্।
এবং যুক্তমথেশানো নৈব দেবো হিনস্তি তম্
ততোঽব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা তং দেবং ধূম্রলোহিম্
যত্তে পশুপতীত্যুক্তং ময়া নামেহ পঞ্চমম্।
পঞ্চমী পঞ্চমস্যেয়া তনুর্নাম্নাগ্নিরস্ত তে ॥ ৩৫
ইত্যুক্তে যচ্ছরীরস্থং তেজস্তস্যোষ্মসংজ্ঞিতম্
বিবেশ তত্তদা হ্যগ্নিস্তস্মাৎ পশুপতিঃ পতিঃ ॥
চন্দ্রমাস্তু স্মৃতঃ সোমস্তস্যাত্মা হ্যোষধীগণঃ।
এবং যো বর্ত্ততে বিদ্বান্ সদা পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
ন হন্তি তং মহাদেব এবং বন্দেত তং প্রভুম্
গোপায়তি দিবাদিত্যঃ প্রজা নক্তং তু চন্দ্রমঃ
একরাত্রে সমেয়াতাং সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ ॥
অমাবাস্যাশিয়াস্ত তস্যাং যুক্তঃ সদা বসেৎ

সমুদ্রকে কামনা করিয়া থাকে। তাহারা সাগরকে প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র ও অমৃতময় হয়। সুতরাং তাহাদের প্রতিরোধ করা উচিত নহে। তাহারা সমুদ্রকে কামনা করে। যে ব্যক্তি এইরূপে জলতত্ত্ব জানিয়া সর্ব্বদা জলে থাকে, ভগবান্ ভব তাহকে হিংসা করেন না। অনন্তর ভগবান্ স্বয়ম্ভু বলিলেন,- হে নীললোহিত! আপনাকে 'শর্ব্ব' এই যে তৃতীয় নাম দিয়াছি, ভগবতী ভূমি- এই নামের তনু; ইহা আপনার তৃতীয় তনু ঐ শর্ব্ব-দেহের অস্থিসংজ্ঞক যে স্থির পদার্থ, ভূমি তাহাতে প্রবেশ করেন, এই জন্যই তিনি শর্ব্ব বলিয়া কীর্ত্তিত। এজন্য জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ছায়ায়, সোপানে বা স্বচ্ছ স্থলে মূত্র-পুরীষ ত্যাগ বা মেহন করিবে না। করিতে হইলে, মস্তক আবৃত করিয়া তৃণ দ্বারা মহী আচ্ছাদনপূর্ব্বক করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ভূমির প্রতি এরূপ আরচণ করে, শর্ব্ব তাহাকে কদাচ হিংসা করেন না। ব্রহ্মা পুনরায় দেব নীললোহিতকে বলিলেন,- আমি 'ঈশান' এই চতুর্থ নাম তোমায় প্রদান করিয়াছি; বায়ু এই নামের তনু। অতএব শরীরস্থ পঞ্চধা বিভক্ত যে প্রাণবায়ু, তাহাতে বায়ু প্রবেশ করিলে উহা ঈশান বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। অতএব যে ব্যক্তি এই বিরাট বায়ুর স্তুতিবাদ করে, ঈশান দেব তাহাকে হিংসা করেন না। ২৫-৩৪। পুনরায় ব্রহ্মা বলিলেন,- হে দেব নীললোহিত! আপনাকে 'পশুপতি' এই যে পঞ্চম নাম প্রদত্ত হইয়াছে; ঐ নামের তনু অগ্নি। এই কথা কহিলে এক শরীর উৎপন্ন হইল। সেই শরীরস্থ উষ্ম নামক তেজে অগ্নি প্রবেশ করিলেন। তখন ঐ অগ্নি পশুপতি হইলেন। চন্দ্রমা সোম নামে প্রসিদ্ধ। ওষধিগণ তাঁহার আত্মা, এই ভাব যিনি প্রতিপর্ব্বে হৃদয়ঙ্গম করেন, মহাদেব তাঁহাকে হিংসা করেন না। এ কারণ প্রভু মহেশের বন্দনা করা উচিত। আদিত্য দিবাভাগে ও চন্দ্রমা রাত্রিভাগে প্রজা পালন করিয়া থাকেন। সূর্য্য ও চন্দ্রমা যে রাত্রে একত্র অধিষ্ঠান করেন, উহাকে অমাবস্যা বলে। ঐ অমাবস্যা তিথিতে

তত্রাবিষ্টং সর্ব্বমিদং তনুভির্নামভিঃ সহ।
একাকী যশ্চরত্যেষ সূর্য্যোঽসৌ চন্দ্র উচ্যতে
সূর্য্যস্য যৎপ্রকাশেন বীক্ষন্তে চক্ষুষা প্রজাঃ
শুক্লাখ্যা সংস্থিতো রুদ্রঃ পিবত্যম্ভো গভস্তিভিঃ
অদ্যন্তে পীয়তে চৈবাপান্নপানাত্মকানি যা।
তনুরাত্মভবা সা বৈ দেহেষ্বেবোপচীয়তে ॥ ৪১
যয়া ধত্তে প্রজাঃ সর্ব্বাঃ স্থিরীভূতেন চেতসা।
পার্থিবী সা তনুস্তস্য শার্বী ধারয়তি প্রজাঃ ॥
যাবৎস্থিতা শরীরেষু ভূতানাং প্রাণবৃত্তিভিঃ।
বায়াত্মিকা তু ঐশানী সা প্রাণাঃ প্রাণিনা সহ
পীতাশিতানি পচতি ভূতানাং জঠরেষু যা।
ততঃ পাশুপতী তস্য পাচিকা শক্তিরুচ্যতে ॥
যানীহ সুষিরাণি স্যুর্দেহেষ্বন্তর্গতানি বৈ।
বায়োঃ সঞ্চরণার্থায় সা ভীমা চোচ্যতে তনুঃ।
বৈতানদীক্ষিতানাং তু যা স্থিতির্ব্রহ্মবাদিনাম্।
তনুরুগ্রাত্মিকা সা তু তেনোগ্রো দীক্ষিতঃ
স্মৃতঃ ॥

যস্তু সঙ্কল্পকং তস্য প্রজাস্বিহ সমং স্থিতম্।
সা তনুর্মানসী তস্য চন্দ্রমাঃ প্রাণিষু স্থিতঃ ॥
নবো নবো ভবতি হি জায়মানঃ পুনঃ পুনঃ।
নীয়তে যো যথাকামং বিবুধৈঃ পিতৃভিঃ সহ ॥
মহাদেবোঽমৃতাত্মাঽসৌ হ্যম্ময়শ্চন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ
তস্য যা প্রথমা নাম্না তনু রৌদ্রী প্রকীর্ত্তিতা।
পত্নী সুবর্চ্চলা তস্য পুত্রস্তস্যাঃ শনৈশ্চরঃ ॥ ৪৯
ভবস্য যা দ্বিতীয়া তু তনুরাপঃ স্মৃতা তু বৈ।
তস্যোষাত্র স্মৃতা পত্নী পুত্রশ্চাপ্যুশনা স্মৃতঃ ॥৫০
শর্ব্বস্য য তৃতীয়া তু নাম ভূমিস্তনুঃ স্মৃতা ॥
পত্নী তস্য বিকেশীতি পুত্রশ্চাঙ্গারকঃ স্মৃতঃ ॥৫১
ঈশানস্য চতুর্থস্য স্বর্গতস্য চ যা তনুঃ।
তস্য পত্নী শিবা নাম পুত্রশ্চাস্য মনোজবঃ ॥৫২
নাম্না পশুপতের্যা তু তনুরগ্নির্দ্বিজৈঃ স্মৃতা।
তস্য পত্নী স্মৃতা স্বাহা স্কন্দশ্চাপি সুতঃ স্মৃতঃ॥
নাম্না ষষ্ঠস্য যা ভীমা তনুরাকাশ উচ্যতে।

পরমযোগী দেব নীললোহিত সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন। তনু ও নামসহ সেই অমাবস্যাতেই যিনি একাকী বিচরণ করেন, তিনিই সূর্য্য ও চন্দ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট লোক সকল সূর্য্য প্রকাশে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায়। শুক্লাখ্যরূপে রুদ্র সূর্য্যমধ্যে সংস্থিত হইয়া কিরণদ্বারা যাবতীয় জল আকর্ষণ করেন। যিনি যাহা দ্বারা অন্ন-পানাত্মক বস্তু ভোজন ও পান করেন, তাহাই তাঁহার আত্মসম্ভব তনু বলিয়া নিরূপিত হয়। ভগবান দেবদেব স্থিরীভূতচিত্তে যে তনুদ্বারা প্রজা সকল ধারণ করেন, উহাই তাঁহার শার্ব্বী পার্থিবী তনু। আর যে তনু প্রাণবৃত্তিসহ ভূত নিচয়ের শরীরে অবস্থান করে, উহাই তাঁহার বায়াত্মিকা ঐশানী তনু। যে মূর্ত্তি জীবগণের জঠরে পীত ও ভুক্ত দ্রব্য পাক করিয়া থাকে উহাই তাঁহার পাচিকা শক্তিরূপিণী পাশুপতী মূর্ত্তি। দেহীদিগের দেহমধ্যে বায়ুসঞ্চরণের নিমিত্ত যে সকল রন্ধ্র আছে, উহাই তাঁহার ভৈমী তনু। বৈতান-দীক্ষিত ব্রহ্মবাদিগনের যে বৃত্তি উহাই তাঁহার উগ্রাত্মিকা মূর্ত্তি এবং তাঁহার 'উগ্র' নামের তনু যজমান। ভগবান্ দেবদেবের যে সঙ্কল্প, নিখিল প্রজায় সমভাবে বর্ত্তমান, ঐ সঙ্কল্পই তাঁহার প্রাণিস্থিত সোমরূপিণী মানসী তনু। ঐ সোমরূপা তনু পুনঃপুন জায়মান হইলেও অসাধারণ রমণীয়তা প্রযুক্ত নিত্য নতুন বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে এবং ঐ অমৃতময় তনুই দেব ও পিতৃগণ কর্ত্তৃক যথেচ্ছ নীত হয়। ভগবান্ মহাদেবই অমৃতাত্মা জলময় চন্দ্রমা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৩৫-৪৮। তাঁহার প্রথমা রৌদ্রী তনুর পত্নী সুবর্চ্চলা। সুবর্চ্চলার পুত্র শনৈশ্চর তাঁহার 'ভব' এই নামের দ্বিতীয় তনু জল; এই জলের পত্নী-ঊষা, ঊষার পুত্র উশনা। মহাদেবের 'শর্ব্ব' নামের মূর্ত্তি ভূমি, এই ভূমিরূপী মহাদেবের পত্নী বিকেশী। বিকেশীর পুত্র অঙ্গারক। এইরূপ ঐশানী তনুরূপী মহাদেবের পত্নী শিবা; শিবার পুত্র মনোজব। পাশুপতী মূর্ত্তি অগ্নির পত্নী স্বাহা;

দিশঃ পত্ন্যঃ স্মৃতাস্তস্য স্বর্গস্তস্য সুতঃ স্মৃতঃ ॥
উগ্রা তনুঃ সপ্তমী যা দীক্ষিতৈর্ব্রাহ্মণৈঃ স্মৃতা
দীক্ষা পত্নী স্মৃতা-তস্য সন্তানঃ পুত্র উচ্যতে।
নামাষ্টমস্য যস্তস্তনুর্যা চন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ।
পত্নী তু রোহিণী তস্য পুত্রস্তস্য বুধঃ স্মৃতঃ ॥
ইত্যেতাস্তনবস্তস্য নামভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তাস্তু বন্দ্যা নমস্যাশ্চ প্রতিনাম তনুষু বৈ ॥ ৫৭
ভক্তৈঃ সূর্য্যোহপ্সু পৃথিব্যাং বায়ুগ্নিব্যোম-
দীক্ষিতৈঃ।
তথা চ বৈ চন্দ্রমসি তনুভির্নামভিঃ সহ ॥ ৫৭
প্রজাবানেতি সাযুজ্যমীশ্বরস্য নরো হি সঃ ॥ ৫৮
ইত্যেতদ্বো মযাখ্যাতং গুহ্যং ভীমস্য তদ্যশঃ
শং নোহস্তু দ্বিপদে নিত্যং শং নোহস্তু চ
চতুষ্পদে ॥ ৫৯
এতৎপ্রোক্তং নিদানং বস্তনূং নামভিঃ সহ
মহাদেবস্য দেবস্য ভৃগোস্তু শৃণুত প্রজাঃ ॥ ৬০
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে মহাদেবতনু-
বর্ণনং নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

সাহার পুত্র স্কন্দ ; তাঁহার 'ভীম' এই নামের তনু আকাশ ; আকাশের পত্নী দিক্‌পুঞ্জ ; আর পুত্র তাঁহার স্বর্গ। তাঁহার 'উগ্র' নামের তনু দীক্ষিত অর্থাৎ যজমান ; এই যজমানরূপী মহাদেবের পত্নী দীক্ষা ; আর সন্তান তাঁহার পুত্র। তাঁহার অষ্টম নামের তনু চন্দ্রমা ; চন্দ্রমার পত্নী রোহিনী, তৎপুত্র বুধ। ভগবান্ মহাদেবের এই অষ্ট প্রকার তনু কীর্ত্তিত হইল। ঐ সকল তনু স্বীয় নামের সহিত পূজনীয়, বন্দনীয় এবং নমস্য। যে সকল মানব সূর্য্য, অপ্, পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি, ব্যোম, দীক্ষিত ও চন্দ্রমা- এই সকল হরতনুতে ভক্তি স্থাপন করে, তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রজাবান্ হয় ও হরসাযুজ্য লাভ করে। এই আমি আপনাদিগের নিকট গুহ্য, যশস্য হরতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম ; ইহার ফলে অধুনা দ্বিপদ ও চতুষ্পদের মঙ্গল হউক ; এই আমি দেব

অষ্টবিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ

ভৃগোঃ খ্যাতির্ব্বিজজ্ঞেহথ ঈশ্বরৌ সুখদুঃখয়োঃ
শুভাশুভপ্রদাতারৌ সর্ব্বপ্রাণভৃতামিহ।
দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ মন্বন্তরবিচারিণৌ ॥ ১
তয়োর্জ্যেষ্ঠা তু ভগিনী দেবী শ্রীর্লোকভাবিনী
সা তু নারায়ণং দেবং পতিমাসাদ্য শোভনম্
নারায়ণাত্মজৌ সাধ্বী বলোৎসাহৌ ব্যজায়ত
তস্যাস্তু মানসাঃ পুত্রা যে চান্যে দিব্যচারিণঃ।
যে বহন্তি বিমানানি দেবানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥
যে তু কন্যে স্মৃতে ভার্য্যে বিধাতুর্ধাতুরেব চ
আয়তির্নিয়তিশ্চৈব তয়োঃ পুত্রৌ দৃঢ়ব্রতৌ ॥ ৪
পাণ্ডুশ্চৈব মৃকণ্ডুশ্চ ব্রহ্মকোশৌ সনাতনৌ।
মনস্বিন্যাং মৃকণ্ডোশ্চ মার্কণ্ডেয়ো বভূব হ ॥ ৫

মহাদেবের তনু ও নামের নিদান কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা ভৃগুবংশ কীর্ত্তন করিতেছি- শ্রবণ করুন। ৪৯-৬০।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,-ভৃগু হইতে খ্যাতির গর্ভে সুখ-দুঃখের প্রভু, প্রাণিমাত্রের শুভাশুভ-প্রদাতা মন্বন্তরবিচারী ধাতা ও বিধাতা নামক দেবদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। লোকতারিণী শ্রীদেবী ইহাদের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। ইনি দেব নারায়ণকে পতিরূপে বরণ করেন। এই সাধ্বী রমণীর গর্ভে নারায়ণের বল ও উৎসাহ নামক দুইটি পুত্র উৎপন্ন হয়। যাহারা স্বর্গচারী ও যাহারা পুণ্যকর্ম্মা ও দেবগণের বিমানসমূহের বহনকারী, তাহারা সকলেই ঐ শ্রীদেবীর মানস পুত্র। আয়তি ও নিয়তি নামে দুইটি প্রসিদ্ধ কন্যা বিধাতা ও ধাতার ভার্য্যা ছিলেন তাঁহাদের দুইটি দৃঢ়ব্রত পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম- পাণ্ডু ও মৃকণ্ডু। এই দুই পুত্র

সুতো বেদশিরাস্তস্য মূর্দ্ধন্যায়ামজায়ত।
পীবর্য্যাং বেদশিরসঃ পুত্রা বংশকরাঃ স্মৃতাঃ।
মার্কণ্ডেয়া ইতি খ্যাতা ঋষয়ো বেদপারগাঃ ॥ ৬
পাণ্ডোশ্চ পুণ্ডরীকায়াং দ্যুতিমানাত্মজোঽভবৎ
উৎপন্নৌ দ্যুতিমন্তশ্চ সৃজবানশ্চ তাবুভৌ ॥ ৭
তয়োঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ ভার্গবাণাং পরস্পরম্
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরেঽতীতে মরীচেঃ শৃণুত প্রজাঃ
পত্নী মরীচেঃ সম্ভূতির্বিজজ্ঞে সাত্মসম্ভবম্
প্রজাপতেঃ পূর্ণমাসং কন্যাশ্চেমা নিবোধত।
কৃষ্টিঃ পৃষ্টিস্ত্বিষা চৈব তথা চাপচিতিঃ শুভা ॥ ৯
পূর্ণমাসঃ সরস্বত্যাং দ্বৌ পুত্রাবুদপাদয়ৎ
বিরজং চৈব ধর্ম্মিষ্ঠং পর্ব্বসং চৈব তাবুভৌ ॥ ১০
বিরজস্যাত্মজো বিদ্বান্ সুধামা নাম বিশ্রুতঃ
সুধামসুতো বৈরাজঃ প্রাচ্যাং দিশি সমাশ্রিতঃ
লোকপালঃ সুধর্ম্মাত্মা গৌরীপুত্রঃ প্রতাপবান্
পর্ব্বসঃ সর্ব্বগণানাং প্রবিষ্টঃ স মহাযশাঃ ॥ ১২
পর্ব্বসঃ পর্ব্বসায়াং তু জনয়ামাস বৈ সুতৌ।
যজ্ঞবামং চ শ্রীমন্তং সুতং কাশ্যপমেব চ।
তয়োর্গোত্রকরৌ পুত্রৌ তৌ জাতৌ
ধর্ম্মনিশ্চিতৌ ॥ ১৩
স্মৃতিশ্চাঙ্গিরসঃ পত্নী জজ্ঞে তাবাত্মসম্ভবৌ।
পুত্রৌ কন্যাশ্চতস্রশ্চ পুণ্যাস্তা লোকবিশ্রুতাঃ ॥
সিনীবালী কুহূশ্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা
তথৈব ভরতাগ্নিং চ কীর্ত্তিমন্তং চ তাবুভৌ ॥১৫
অগ্নেঃ পুত্রং তু পর্জ্জন্যং সংহ্বতী সুষুবে প্রভুম্
হিরণ্যরোমা পর্জ্জন্যো মারীচ্যামুদপাদয়ৎ।
আভূতসংপ্লবস্থায়ী লোকপালঃ স বৈ স্মৃতঃ ॥
জজ্ঞে কীর্ত্তিমতশ্চাপি ধেনুকা তাবকল্মষৌ
বরিষ্ঠং ধৃতিমন্তং চাপ্যুভাবঙ্গিরসাং বরৌ ॥ ১৩
তয়োঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ যেঽতীতা বৈ সহস্রশ

সনাতন ব্রহ্মাকোশস্বরূপ। মৃকণ্ডু হইতে মনস্বিনীর গর্ভে মার্কণ্ডেয় জন্মগ্রহণ করেন তৎপুত্র বেদশিরা; বেদশিরা মুর্দ্ধন্যার গর্ভে মার্কণ্ডেয় হইতে জন্মলাভ করেন। পীবরীর গর্ভে তাঁহার বহু বংশধর পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহারা সকলেই মার্কণ্ডের নামে প্রসিদ্ধ এবং সকলেই বেদপারগ ঋষি। পুণ্ডরীকার গর্ভে পাণ্ডুর দ্যুতিমন, দ্যুতিমন্ত ও সৃজবান্ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে দ্যুতিমন্ত ও সৃজবানের পুত্র-পৌত্রগণ ভার্গবদিগের সহিত পরস্পর সম্বন্ধ বন্ধনে আবদ্ধ। স্বয়ম্ভুব মনুর অধিকার কাল অতীত হইলে ভগবান্ মরীচির যেরূপ বংশবিস্তৃতি ঘটে, তাহা শ্রবণ করুন। মরীচির পত্নী সম্ভূতি; ইনি প্রজাপতি মরীচি হইতে পূর্ণমাস নামে এক পুত্র ও কতিপয় কন্যা প্রসব করেন। তাহাদের বিবরণ শ্রবণ করুন। ঐ কন্যাগণের নাম কৃষ্টি, পৃস্টি, ত্বিষা ও অপচিতি। পূর্ণমাস সরস্বতীর গর্ভে দুইটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। পুত্রদ্বয়ের নাম বিরজ ও পর্ব্বস। এতদ্দ্বয়ের মধ্যে বিরজের পুত্র সুধামা; তৎপুত্র ধার্ম্মিক প্রতাপী বৈরাজ, প্রাচ্য দেশ আশ্রয় করেন। পর্ব্বস গৌরীর পুত্র; ইনি সুধার্ম্মিক প্রতাপবান্, মহাযশা ও লোকপাল হইয়া প্রমথগণের অন্যতম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পর্ব্বস পর্ব্বসার গর্ভে দুইটি শ্রীমান পুত্র উৎপাদন করেন, তাহাদের নাম যজ্ঞবাস ও কশ্যপ। এতদ্দ্বয়ের বংশবৃদ্ধিকর ধর্ম্মনিশ্চায়ক দুইটি পুত্র উৎপন্ন হয়। ১-১৩। অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি। স্মৃতির গর্ভে দুইটী পুত্র ও চারিটী কন্যা উৎপন্ন হয়। ঐ কন্যাগণ সকলেই লোকবিশ্রুত; সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি- ইহারা অঙ্গিরার কন্যা। আর ভরতাগ্নি ও কীর্ত্তিমন্ত এই দুইজন পুত্র। সংহ্বতি, অগ্নি হইতে প্রভু পর্জ্জন্যকে পুত্ররূপে প্রসব করেন। হিরণ্যরোমা পর্জ্জন্য মারীচীর গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ পুত্র আভূত-সংপ্লব-স্থায়ী লোকপাল হইয়াছিলেন ধেনুকা, কীর্ত্তিমান্ হইতে বরিষ্ঠ ও ধৃতিমন্ত নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন

অনসূয়াপি জজ্ঞে তান্ পঞ্চাত্রেয়ানকল্মষান্ ॥
কন্যাং চৈব শ্রুতিং নাম মাতা শঙ্খপদস্য যা।
কর্দমস্য তু যা পত্নী পুলহস্য প্রজাপতেঃ ॥১৯
সত্যনেত্রশ্চ হব্যশ্চ আপোমূর্ত্তিঃ শনীশ্বরঃ।
সোমশ্চ পঞ্চমস্তেষামাসীৎ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে
যামেহতীতে সহাভীতাঃপঞ্চাত্রেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ হ্যত্রিণা বৈ মহাত্মনা
স্বায়ম্ভুবেহন্তরে যামে শতশোহথ সহস্রশঃ ॥২১
প্রীত্যাং পুলস্ত্যভার্য্যায়াং দত্তলিস্তৎসুতো হভবৎ।
পূর্ব্বজন্মনি সোহগস্ত্যঃ স্মৃতঃ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে
মধ্যমো দেববাহুশ্চবিনীতো নাম তে ত্রয়ঃ ॥
স্বসা যবীয়সী তেষাং সদ্বতী নাম বিশ্রুতা
পর্জ্জন্যজননী শুভ্রা পত্নী অগ্নেঃ স্মৃতা শুভা॥২৬
পৌলস্ত্যস্য ঋষেশ্চাপি প্রীতিপুত্রস্য ধীমতঃ।
দত্তালেঃ সুষুবে পত্নী সুজঙ্ঘাদীন্ বহূন্‌সুতান্
পৌলস্ত্যা ইতি বিখ্যাতাঃ স্মৃতাঃ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে
ক্ষমা তু সুষুবে পুত্রান্ পুলহস্য প্রজাপতেঃ
তে চাগ্নিবর্চ্চসঃ সর্ব্বে যেষাং কীর্ত্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা
কর্দমশ্চাম্বরীষশ্চ সহিষ্ণুশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
ঋষির্ধনকপীবাংশ্চ তত্তা কন্যা চ পীবরী ॥ ২৬
কর্দমস্য শ্রুতিঃ পত্নী আত্রেয্যজনয়ৎ সুতান্।
পুত্রং শঙ্খপদং চৈব কন্যাং কাম্যাং তথৈব চ
স বৈ শঙ্খপদঃ শ্রীমাল্লোকপালঃ প্রজাপতিঃ
দক্ষিণস্যাং দিশি রতঃ কাম্যাং দত্ত্বা প্রিয়ব্রতে
কাম্যা প্রিয়ব্রতাল্লেভে স্বায়ম্ভুবসমান্ সুতান্।
দশ কন্যাদ্বয়ং চৈব যৈঃ ক্ষত্রং সম্প্রবর্ত্তিতম্ ॥
পুত্রো ধনকপীবাংশ্চ সহিষ্ণুর্নাম বিশ্রুতঃ।
যশোধরী বিজজ্ঞে বৈ কামদেবং সুমধ্যমা ॥
ক্রতোঃ ক্রতুসমঃ পুত্রো বিজজ্ঞে সন্ততিঃ শুভা
নৈষাং ভার্য্যাস্তি পুত্রো বা সর্ব্বে তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।

ইহারা উভয়েই অঙ্গিরস শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের যে সহস্র সহস্র পুত্র পৌত্র অতীত হইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে অনুসূয়া অত্রি হইতে পাঁচটি নিষ্পাপ পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন ঐ কন্যার নাম শ্রুতি; উনি শঙ্খপদের মাতা ও কর্দমঋষির পত্নী। অনুসূয়া যে পাঁচটি পুত্রপ্রসব করেন, তাঁহাদের নাম- সত্যনেত্র, হব্য, আপোমূর্ত্তি, শনৈশ্চর ও সোম স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালে ইঁহারা বিদ্যমান ছিলেন. পরে যামনামক বেদগণসহ এই পঞ্চ অত্রিবংশধর অতীত হইয়াছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারে উঁহাদের শত শত সহস্র সহস্র পুত্র-পৌত্র মহাত্মা অত্রির সহিত বিদ্যমান ছিলেন। পুলস্ত্য হইতে প্রীতির গর্ভে দত্তালি জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই পূর্ব্বজন্মে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারে অগস্ত্য ছিলেন। পুলস্ত্যের মধ্যম পুত্র দেববাহু ও কনিষ্ঠ বিনীত। ইঁহাদের যবীয়সী ভগ্নীর নাম সদ্বতী; পর্জ্জন্য-জননী সুন্দরী শুভ্রা অগ্নির পত্নী। পৌলস্ত্য ঋষির জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীমান্ দত্তালি হইতে তাঁহার পত্নী সুজঙ্ঘ প্রভৃতি বহু পুত্র প্রসব করেন. স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সকলেই তাঁহারা পৌলস্ত্য নামে বিখ্যাত ছিলেন। পুলহ প্রজাপতির পত্নী স্বাধা- অগ্নিতুল্য তেজস্বী বহু প্রখ্যাতকীর্ত্তি পুত্র প্রসব করেন। তাঁহাদের নাম কর্দম, অম্বরীষ ও সহিষ্ণু। এই সহিষ্ণুর অপর নাম ধনকপীবান্। ইঁহাদের ভগ্নীর নাম পীবরী। কর্দমের পত্নী অত্রিনন্দিনী শ্রুতি শঙ্খপদ নামে এক পুত্র ও কাম্যা নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন শ্রীমান্ লোকপাল প্রজাপতি শঙ্খপদ রাজা প্রিয়ব্রতের হস্তে স্বীয় ভগিনী কাম্যাকে সম্প্রদান করিয়া দক্ষিণ দিকে বাস করিয়াছিলেন। ১৪-২৮। কাম্যা প্রিয়ব্রত হইতে স্বায়ম্ভুবসম দশ পুত্র ও দুইটি কন্যা প্রসব করেন। এই পুত্রগণ হইতেই ক্ষত্রকুল বর্দ্ধিত হয়। পূর্ব্বোক্ত ধনকপীবান্ সহিষ্ণু নামে বিখ্যাত। ইঁহার পত্নী সুমধ্যমা যশোধারী কামদেব নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ক্রতুর আত্মতুল্য পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহা হইতেই ক্রতুর শুভ বংশবিস্তৃতি ঘটে।

ষষ্ট্যেতানি সহস্রাণি বালখিল্যা ইতি শ্রুতাঃ।
অরুণস্যাগ্রতো যান্তি পরিবার্য্য দিবাকরম্।
আভূতসংপ্লবাৎসর্ব্বে পতঙ্গসহচারিণঃ॥ ৩২
স্বসারৌ তু যবীয়স্যৌ পুণ্যাত্মসুমতী চ তে
পর্ব্বসস্য স্নুষে তে বৈ পূর্ণমাসসুতস্য বৈ॥৩৩
উর্জ্জায়াস্তু বসিষ্ঠস্যা পুত্রা বৈ সপ্ত জজ্ঞিরে।
জ্যায়সী চস্বসা তেষাং পুণ্ডরীকা সুমধ্যমা॥
জননী সা দ্যুতিমতঃ পাণ্ডোস্তু মহিষী প্রিয়া।
অস্যাং তুিমে যবীয়াংসো বাসিষ্ঠাঃ সপ্ত বিশ্রুতাঃ
রজঃপুত্রোঽর্দ্ধবাহুশ্চ সবনশ্চাধনশ্চ যঃ।
সুতপাঃ শুক্র ইত্যেতে সর্ব্বে সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ
রজসো বাপ্যজনয়ন্মার্কণ্ডেয়ী যশস্বিনী।
প্রতীচ্যাং দিশি রাজন্যং কেতুমন্তং প্রজাপতিম
গোত্রাণি নামভিস্তেষাং বাসিষ্ঠানাং মহাত্মনাম্
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরেঽতীতান্যগ্নেস্তু শৃণুত প্রজাঃ॥

এই বংশধরগণের ভার্য্যা পুত্র ছিল না; ইহাঁরা সকলেই উর্দ্ধরেতা ছিলেন সংখ্যায় ইহাঁরা ষষ্ঠী সহস্র ও বালখিল্য আখ্যায় অভিহিত। ইহাঁরা দিবাকরকে পরিবৃত করিয়া অরুণের অগ্রে অগ্রে প্রধাবিত হন। প্রলয়-কাল৷ বধি ইহাঁরা সূর্য্যের সাহচর্য্য করিয়া থাকেন। ইহাঁদের ভগিনীদ্বয়ের নাম পুণ্যা ও আত্মসুমতী। ইহারা পূর্ণমাস-সুত পর্ব্বসের পুত্রবধূ. উর্জ্জাগর্ভে বসিষ্ঠের সপ্ত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ইহাঁদের এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন; নাম তাঁহার পুণ্ডরীকা। ইনি দ্যুতিমানের জননী এবং পাণ্ডুর মহিষী। ইহাঁর গর্ভে সপ্ত বাসিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। এই সপ্ত বাসিষ্ঠের নাম রজ, পুত্র, অর্দ্ধবাহু, সবন, অধন, সুতপা ও শুক্র। ইহাঁরা সকলেই সপ্তর্ষি বলিয়া বিখ্যাত। মনস্বিনী মার্কণ্ডেয়ী রজস্ হইতে রাজন্য কেতুমান্ প্রজাপতিকে প্রসব করেন। ইনি প্রতীচ্য দিক্ আশ্রয় করিয়াছিলেন। মাহাত্মা বসিষ্ঠগণের বংশ, নামের সহিত স্বায়ম্ভুবাধিকারে পুপ্ত হইয়াছে। অধুনা অগ্নিবংশ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন এই সানুবন্ধ ঋষিসর্গ কীর্ত্তিত হইল, অধুনা বিস্ত ততাবে অগ্নিবংশের বিবরণ আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ২৮-৩৯.

ইত্যেষ ঋষিসর্গস্তু সানুবন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চাপ্যগ্নেস্তু শৃণুত প্রজাঃ॥ ৩৯
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে
ঋষিবংশানুকীর্ত্তনং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৮॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

যোঽসাবগ্নিরভিমানী হ্যসীৎ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে
ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রস্তস্মাৎ স্বাহা ব্যজায়ত ১
পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিরগ্নিশ্চ যঃ স্মৃতঃ।
শুচিঃ সৌরস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স্বাহাপুত্রাস্ত্রয়স্তু তে॥ ২
নির্ম্মথ্য পবমানস্তু শুচিঃ সৌরস্তু যঃ স্মৃতঃ
পাবকা বৈদ্যুতশ্চৈব তেষাং স্থানানি যানি বৈ
পবমানাত্মজশ্চৈব কব্যবাহন উচ্যতে।
পাবকাৎ সহরক্ষস্তু হব্যবাহঃ শুচেঃ সুতঃ॥ ৪
দেবানাং হব্যবাহোঽগ্নিঃ পিতৃণাং কব্যবাহনঃ

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

যিনি স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারে অভিমানী অগ্নি হইয়া ব্রহ্মার মানস পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহা হইতেই স্বাহা তিন পুত্র প্রসব করেন। ঐ পুত্রগণের নাম পাবক, পবমান ও শুচি। শুচি অগ্নি সৌর বলিয়া বিখ্যাত। নির্ম্মথন-জাত অগ্নিই পবমান; সূর্য্যকিরণস্থ অগ্নি শুচি এবং বৈদ্যুত অগ্নিই পাবক বলিয়া জ্ঞাতব্য। ইহাদিগের বাসস্থান কথিত হইল পবমানের আত্মজ-কব্যবাহন, পাবক হইতে সহরক্ষ; এবং শুচি হইতে হব্যবাহ জন্মগ্রহণ করেন। হব্যবাহ

সহরক্ষোঽনুরাণাং তু ত্রয়াণাং তু ত্রয়োঽগ্নয়ঃ
এতষাং পুত্রপৌত্রাস্ত চত্বারিংশন্নবৈব তু ।
বক্ষ্যামি নামতস্তেষাং প্রবিভাগং পৃথক্ পৃথক্
বৈদ্যুতো লৌকিকাগ্নিস্ত প্রথমো ব্রহ্মণঃ সুতঃ
ব্রহ্মৌদনাগ্নিস্তৎপুত্রো ভরতো নাম বিশ্রুতঃ ॥
বৈশ্বানরমুখস্তস্য মহঃ কাব্যো হ্যপাং রসঃ
অমৃতোঽথর্ব্বণাৎ পূর্ব্বং মথিতঃ পুষ্করোদধৌ ।
সোঽথর্ব্বা লৌকিকাগ্নিস্ত দধ্যঙ্গোঽথর্ব্বণঃ সুতঃ
অথর্ব্বা তু ভৃগুর্জ্ঞেয়োঽপ্যঙ্গিরাথর্ব্বণঃ সুতঃ
তস্মাৎ স লৌকিকাগ্নিস্ত দধ্যঙ্গোঽথর্ব্বণো মতঃ
অথ যঃ পবমানোঽগ্নির্নির্ম্মথ্যঃ কবিভিঃ স্মৃতঃ
স জ্ঞেয়ো গার্হপত্যোঽগ্নিস্ততঃ পুত্রদ্বয়ং স্মৃতম্
শংস্যস্ত্বাহবনীয়োঽগ্নির্যঃ স্মৃতো হব্যবাহনঃ ।
দ্বিতীয়স্ত সুতঃ প্রোক্তঃ শুক্রোঽগ্নির্যঃ প্রণীয়তে
তথা সভ্যাবসথ্যৌ বৈ শংস্যস্যাগ্নেঃ সুতাবুভৌ ।
শংস্যাস্ত ষোড়শ নদীশ্চকমে হব্যবাহনঃ ।
যোঽসাবাহবনীয়োঽগ্নিরভিমানী দ্বিজৈঃ স্মৃতঃ
কাবেরীং কৃষ্ণবেণীং চ নর্ম্মদাং যমুনাং তথা ।
গোদাবরীং বিতস্তাং চ চন্দ্রভাগামিরাবতীম্
বিপাশাং কৌশিকীং চৈব শতদ্রুং সরযূং ততা
সীতাং সরস্বতীং চৈব হ্রাদিনীং পাবনীং তথা
তাসু ষোড়শধাত্মানং প্রবিভজ্য পৃথক্ পৃথক্
আত্মানং ব্যদধাত্তাসু ধিষ্ণীষথ বভূব সঃ ॥
ধিষ্ণ্যাদব্যভিচারিণ্যস্তাসূৎপন্নাস্ত ধিষ্ণয়ঃ ।
ধিষ্ণীষু জজ্ঞিরে যস্মাদ্ধিষ্ণয়স্তেন কীর্ত্তিতাঃ ॥১৬
ইত্যেতে বৈ নদী পুত্রা ধিষ্ণীষেব বিজজ্ঞিরে ।
তেষাং বিহরণীয়া যে উপস্থেয়াশ্চ যেঽগ্নয়ঃ ।
তান্ শৃণুধ্বং সমাসেন কীর্ত্যমানান্ যথা তথা ॥
ঋতুঃ প্রবাহণোঽগ্নীধ্রঃ পুরস্তাদ্ধিষ্ণয়োঽপরে
বিধীয়ন্তে যথাস্থানং সৌত্যেঽহ্নি সবনক্রমাৎ
অনির্দ্দেশ্যান্নিবাচ্যানামগ্নীণাং শৃণুত ক্রমম্ ।
সম্রাডগ্নিঃ কৃষানুর্যো দ্বিতীয়োত্তরবেদিকঃ ॥ ১৯

দেবতাদিগের, কব্যবাহন পিতৃদিগের এবং সহরক্ষ অসুরদিগের অগ্নি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের পুত্র পৌত্রাদি সংখ্যায় একোনপঞ্চাশৎ। ইহাদের নামতঃ বিভাগ বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ ব্রহ্মার সন্তান লৌকিকাগ্নি বৈদ্যুত, তৎপুত্র ব্রহ্মৌদনাগ্নি, তৎপুত্র ভরত বৈশ্বানর-মুখ, ইহার তেজ এবং কাব্য ইহার রসরূপে উক্ত। পুষ্করোদধি মন্থনে অমৃতোৎপত্তির পর অথর্ব্বণ অগ্নির উৎপত্তি এই অথর্ব্বা লৌকিকাগ্নি; ইহার পুত্র দধ্যঙ্গ। অথর্ব্বা ভৃগু বলিয়া বিদিত। ইহার পুত্র অঙ্গিরা। অঙ্গিরা হইতেই অথর্ব্বার পুত্র দধ্যঙ্গ লৌকিকাগ্নি বলিয়া অভিহিত। পবমান নামক অগ্নি কবিগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মথ্য এই অগ্নি গার্হপত্য নামে পরিচিত। ইহাঁর দুই পুত্র; তন্মধ্যে একের নাম শংস্য; এই শংস্যই আহবনীয় হব্যবাহন নামে অভিহিত দ্বিতীয়ের নাম শুক্রাগ্নি শংস্যের দুই পুত্র; নাম- সভ্য ও অবসথ্য। দ্বিজগণ যে হব্যবাহনকে আহবনীয় অভিমানী অগ্নি বলিয়া জানেন তিনিই বিখ্যাত ষোড়শ নদীকে কামনা করেন। ঐ নদী সকলের নাম- কাবেরী, কৃষ্ণবেনী, নর্ম্মদা, যমুনা, গোদাবরী, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, কৌশিকী, শতদ্রু, সরয়ু, সীতা, সরস্বতী, হ্রাদিনী ও পাবনী। হব্যবাহন ঐ নদীসমূহে স্বীয় শরীর ষোড়শধা বিভক্ত করিয়া পরে স্বয়ং সেই সকল ধিষ্ণীতে অর্থাৎ আধারভূত নদীতে আসক্ত হইলেন। অগ্নি নিজেও ধিষ্ণ, সেই সকল সাধ্বী ধিষ্ণীর উদরে তাঁহা হইতে অনেক পুত্র সন্তান উৎপন্ন হয়। ধিষ্ণীগর্ভে জাত বলিয়া সেই পুত্রগণ ধিষ্ণি নামে নিরূপিত হয় এই সকল নদীনন্দন অগ্নির মধ্যে যাঁহারা বিহরণীয় ও পূজ্য সংক্ষেপে তাঁহাদের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ১-১৭ ঋতু, প্রবাহণ, অগ্নীধ্র ও অপরাপর ধিষ্ণিগণ যজ্ঞদিবসে বসনক্রমে সম্মুখভাগে সন্নিবেশিত হইয়া থাকেন. যে সকল অগ্নির স্থান নির্দ্দেশ হয় নাই বা অন্য কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাদের স্থাপনক্রম বলিতেছি।

সম্রাড়গ্নিঃ স্মৃতা হ্যষ্টৌ উপতিষ্ঠন্তি তান্ দ্বিজাঃ
অধস্তাৎপর্বদনস্ত্র দ্বিতীয়ঃ সোহত্র দৃশ্যতে ॥
এতদ্বোচে নবো নাম চত্বারি স বিভাব্যতে।
ব্রহ্মজ্যোতির্বসুর্নাম ব্রহ্মস্থানে স উচ্যতে ॥
হব্যসূর্য্যাদ্যসংসৃষ্টঃ শামিত্রে স বিভাব্যতে।
বিশ্বস্যায়ঃ সমুদ্রোঽগ্নির্ব্রহ্মস্থানে স কীর্ত্যতে ॥
ঋতুধামা চ সুজ্যোতিরৌদুম্বর্য্যা স কীর্ত্যতে
ব্রহ্মজ্যোতির্বসুর্ণম ব্রহ্মস্থানে স উচ্যতে ॥ ২২
অজৈকপাদুপস্থেয়ঃ স বৈ শালামখীয়কঃ।
অনুদ্দেশ্যোঽহস্যহির্বুধ্ন্যা সোঽগ্নির্গৃহপতিঃ স্মৃতঃ
শংস্যস্যৈব সুতাঃ সর্ব্বে উপস্থেয়া দ্বিজৈঃ স্মৃতাঃ
ততো বিহরণীয়াংশ্চ কক্ষ্যাম্যষ্টৌ তু তৎসুতান
ক্রতুপ্রবাহণোঽগ্নীধ্রশ্চত্রেষ্যা ধিষ্ণ্যযোঽপরে
বিহরয়ন্তে যথাস্থানং সৌত্যেঽহহ্নি সবনক্রমাৎ
পৌত্রেয়স্তৎসুতো হ্যগ্নিঃ স্মৃতো যো হব্যবাহনঃ
শান্তিশ্চাগ্নিঃ প্রচেতাস্তু দ্বিতীয়ঃ সত্য উচ্যতে
তথাগ্নির্বিশ্বদেবস্তু ব্রহ্মস্থানে স উচ্যতে।
অবক্ষুরচ্ছাবাকস্তু ভুবঃ স্থানে বিবাব্যতে ॥
উশীরাগ্নি সবীর্য্যস্তু নেষ্টীয়ঃ সং বিভাব্যতে।
অষ্টমস্তু ব্যরত্নিস্তু মার্জ্জালীয়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
ধিষ্ণ্যা বিহরণী য়া যে সৌম্যেনাজ্যেন চৈব হি
তয়োর্যঃ পাবকো নাম স চাপাং গর্ভ উচ্যতে
অগ্নিঃ সোঽবভৃথো জ্ঞেয়ঃ সম্যক্‌প্রাপ্যাপ্সুহূয়তে
হৃচ্ছয়স্তৎসুতো হ্যগ্নির্জঠরে যো নৃণাং স্থিতঃ ॥
মন্যুমান্ জঠরস্যাগ্নের্বিদ্বানগ্নিঃ সুতঃ স্মৃত।
পরস্পরোচ্ছ্রিতঃ সোঽগ্নির্ভূতানাং হি বিভুর্মহান্
পুত্রঃ সোঽগ্নের্মন্যুমতো ঘোরঃ সংবর্ত্তকঃ স্মৃত
পিবন্নপঃ স বসতি সমুদ্রে বড়বামুখঃ ॥ ৩৩
সমুদ্রবাসিনঃ পুত্রঃ সহরক্ষো বিভাব্যতে
সহরক্ষসুতঃ ক্ষামো গৃহাণি স দহেন্নৃণাম্ ॥৩৪
ক্রব্যাদোঽগ্নিঃ সুতস্তস্য পুরুষানত্তি যো মৃতান্

যিনি অগ্নির সম্রাট্ কৃশানু, উত্তরদিগবর্ত্তী যজ্ঞীয় দ্বিতীয় বেদিকা তাঁহার স্থান সম্রাট্ অগ্নি অষ্টবিধ; দ্বিজগণ ইহাঁদের পূজা করিয়া থাকেন। পর্বৎনামক অগ্নি পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ অগ্নির মধ্যে দ্বিতীয়; ইহাঁকে বেদীর অধোবাগে নিরূপনীয়। নভ নামক অগ্নি চতুর্দ্ধা ভাবনীয়। ব্রহ্মজ্যোতি বসু নামক অগ্নি ব্রহ্মস্থানে স্থাপনীয়। হব্য ও সূর্য্যাদির সহিত যাহার কোন সংসর্গ নাই, এরূপ অগ্নি শামিত্র বিষয়ে ভাবনীয়। সমুদ্রাগ্নি ব্রহ্মস্থানে নিহিত করিবে। সুজ্যোতি ঋতুধাম নামক অগ্নি ঔদুম্বরীতে স্থাপনীয় বলিয়া কীর্ত্তিত। অজৈকপাদ অগ্নি পূজনীয়। ইহাঁকে শালামুখ করিয়া স্থাপন করিতে হয় অহির্ব্রধ নামক অগ্নি অনুদ্দেশ্য; ইহা গৃহপতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। আর শংস্যসুত অগ্নিগণ, দ্বিজগনের উপাস্য। অতঃপর বিহরণীয় অগ্নি ও তাহাদের পুত্রের বিবরণ বলিতেছি। ঋতু, প্রাবাহণ ও অগ্নীধ্র ইহাদিগকে লইয়া ধিষ্ণিগণ যজ্ঞদিবসে যথাস্থানে সবন ক্রমে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। হব্যবাহন নামক অগ্নি পৌত্রেয় বলিয়া বিখ্যাত। শান্তি নামক অগ্নি প্রচেতাস্বরূপ। সত্য নামক অগ্নি দ্বিতীয় স্থানীয়। বিশ্বদেব নামক অগ্নি ব্রহ্মস্থানে স্থাপনীয়। অচক্ষু এবং অচ্ছাবাক অগ্নি ভূমিতে স্থাপনীয় বলিয়া বিভাবিত সবীর্য্য উশীরাগ্নি নেষ্ট্রীয় বলিয়া জ্ঞাতব্য। অষ্টম ব্যরত্নি মার্জ্জালীয় বলিয়া কীর্ত্তিত। যাহারা ধিষ্ণ্য এবং যাহারা অন্য সৌম আজ্য দ্বারা বিহরণীয়, তাহাদের উভয়ের মধ্যে পাবক নামক অগ্নিই জলরাশির গর্ভ বলিয়া কথিত। যে অগ্নি জলে সম্যক্‌হূয়মান হয় তাহাই অবভৃত অগ্নি। ইহার পুত্রের নাম হৃচ্ছয় অগ্নি; এই হৃচ্ছয় অগ্নিই প্রাণীদিগের জঠরে বাস করে। ১৮-৩১। জাঠরাগ্নির পুত্র বিদ্বান্ মন্যুমান্ ঐ অগ্নি ভুতগণের প্রভু ও পরস্পর উচ্ছ্রিত। মন্যুমানের পুত্র ঘোর সংবর্ত্তক। এই সংবর্ত্তক সমুদ্রে বড়বামুখে বাস করে। সমুদ্রবাসী অগ্নির পুত্র সহরক্ষ; তৎপুত্র ক্ষাম; ইনিই নরগণের গৃহ দাহ করেন। তৎপুত্র-ক্রব্যাদ অগ্নি; এই অগ্নিই শবদেহ দগ্ধ করে।

ইত্যেতে পাবকস্যাগ্নেঃ পুত্রা হ্যেবং প্রকীর্ত্তিতাঃ
ততঃ শুচেস্তু যৈঃ সৌরের্গন্ধর্ব্বৈরসুরাবৃতৈঃ।
মথিতো যস্ত্বরণ্যাং বৈ সৌহগ্নিরগ্নিঃ সমিধ্যতে
আয়ুর্নামাথ ভগবান্ পশৌ যস্তু প্রণীয়তে।
আয়ুষো মহিমান্ পুত্রঃ স শাবান্নামতঃ সুতঃ॥
পাকযজ্ঞেষভিমানী সোহগ্নিস্তু সবনঃ স্মৃতঃ।
পুত্রশ্চ সবনস্যাগ্নেরদ্ভুতঃ স মহাযশাঃ॥ ৩৮
বিবিচিস্ত্বদ্ভুতস্যাপি পুত্রোঽগ্নেঃ স মহান্ স্মৃতঃ
প্রায়শ্চিত্তেহথ ভীমানাং হুতং ভুঙক্তে হবিঃ সদ
বিবিচেস্তু সুতো হ্যর্কো যোহগ্নিস্তস্য সুতাস্ত্বিমে
অনীকবান্বাসৃজবাংশ্চ রক্ষোহাপিতৃকৃত্তথা
সুরভির্বসুরত্নাদৌ প্রবিষ্টো রুক্মবান্॥ ৪০
শুচেরগ্নেঃ প্রজা হ্যেষা বহ্নয়স্তু চতুর্দ্দশ
ইত্যেতে বহ্নয়ঃ প্রোক্তাঃ প্রণীয়ন্তে-
হধ্বরেষু যে॥ ৪১
আদিসর্গে হ্যতীতা যে যামৈঃ সহ সুরোত্তমৈঃ
স্বায়ম্ভুবেহন্তরে পূর্ব্বমগ্নয়স্তেহভিমানিনঃ॥ ৪২
এতে বিহরণীয়াস্তু চেতনাচেতনেম্বিহ।
স্থানাভিমানিনো লোকে প্রাগাসন্ হব্যবাহনাঃ
কাম্য নৈমিত্তিকাজস্রেষেতে কর্ম্মস্ববস্থিতাঃ।
পূর্ব্বমন্বন্তরেহতীতে শুক্রৈর্যামৈঃ সুরৈঃ সহ॥
দেবৈর্মহাত্মভিঃ পুণ্যৈঃ প্রথমস্যান্তরে মনোঃ
ইত্যেতানি ময়োক্তানি স্থানানি স্থা ননশ্চ হ।
তৈরেব তু প্রসংখ্যাতমতী তানাগতেষ্বপি॥৪৫
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু লক্ষণং জাতবেদসাম্।
সর্ব্বে তপস্বিনো হ্যেতে সর্ব্বে হ্যবভৃথাস্তথা
প্রজানাং পতয়ঃ সর্ব্বে জ্যোতিষ্মন্তশ্চ তে স্মৃতাঃ
স্বারোচিষাদিষু জ্ঞেয়াঃ সাবর্ণ্যান্তেষু সপ্তসু
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু নানারূপপ্রয়োজনৈঃ॥ ৪৭
বর্ত্তন্তে বর্ত্তমানৈশ্চ দেবৈরিহ সহাগ্নয়ঃ
অনাগতৈঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং বর্ত্তন্তেহনাগতাগ্নয়ঃ।
ইত্যেষ বিনয়োহগ্নীনাং ময় প্রোক্ত যথাতথম্
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্য চা পিতৃণাং বক্ষ্যতে ততঃ॥

ইতি শ্রীমাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তেহগ্নিবর্ণনং
নামৈকোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ॥ ২৯॥

পাচকাগ্নির এই সমস্ত পুত্রদিগের বিবরণ কথিত হইল। অনন্তর শুচির পুত্রগণের বিষয় বলা হইতেছে। শুচির পুত্র সৌরি অগ্নি- অসুর ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক অরণীমধ্যে মথিত হইয়া সমিদ্ধ হইয়াছিল। আয়ুঃ নামক ভগবান্ অগ্নি পশুশরীরে বিরাজিত। আয়ুর পুত্র মহিমান্ যে অগ্নি পাক-যজ্ঞ অভিমানী, তাহাই সবন নামে কথিত; সবনের পুত্র অদ্ভুত; তৎপুত্র বিবিচি; এই বিবিচি প্রায়শ্চিত্তহোমে হুত হবি ভোজন করেন। বিবিচির পুত্র- অর্ক অর্কের কতিপয় পুত্র উৎপন্ন হয়; যথা- অনীকবান, বাসৃজবান্, রক্ষোহা, পিতৃকৃৎ ও সুরভি, এই সুরভি ধনত্বাদিতে জ্যোতীরূপে প্রবিষ্ট। ইহারা সকল শুচি অগ্নির সন্তান এবং সংখ্যায় চতুর্দ্দশ। ইহারাই অধ্বরে প্রণীত হইয়া থাকে। যে সকল অভিমানী অগ্নি স্বায়ম্ভুবাধিকারে অতীত হইয়াছে, তাহারা বিহরণীয়সংজ্ঞক অগ্নি; চেতন ও অচেতন প্রাণীতে ইহাদের স্থিতি ইহারা পূর্ব্বে কাম্য, নৈমিত্তিক ও নিত্য কর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া স্থানাভিমানী ছিল; এবং পূর্ব্ব মন্বন্তর অতীত হইলে প্রথম মনুর অধিকারকালে পুণ্যশালী মাহাত্মা যাব দেবগণের সহিত অবস্থিত ছিলেন। এই সকল অতীত অনাগত অগ্নিদিগের স্থান স্থানী ও লক্ষণাদি আমি কীর্ত্তন করিলাম। এই সকল অগ্নি তপস্বী অবভৃতী, প্রজাপতি ও জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া কীর্ত্তিত। স্বারোচিষ মনুর অধিকার পর্যন্ত সকল মন্বন্তরেই অশেষ প্রয়োজন সাধনের জন্য বর্ত্তমান অগ্নি সকল বর্ত্তমান দেবের সহিত এবং অনাগত অগ্নিসকল অনাগত দেবের সহিত বর্ত্তমান। এই আমি যথাযথ অগ্নি-নির্ণয় কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর বিস্তৃতরূপে পিতৃগণের বংশবিবরণ আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ৩২-৪৯।

ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ব্রহ্মণঃ সৃজতঃ পুত্রান্ পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ।
অম্ভাংসি জজ্ঞিরে তানি মনুষ্যাসুরদেবতাঃ ॥ ১
পিতৃবন্মন্যমানস্য জজ্ঞিরে পিতরোঽস্য বৈ ।
তেষাং নিসর্গঃ প্রাগুক্তো বিস্তরস্তস্য বক্ষ্যতে
দেবাসুরমনুষ্যাণাং দৃষ্ট্বা দেবোঽভ্যভাষত ।
পিতৃবন্মন্যমানস্য জজ্ঞিরে বোপযক্ষিতাঃ ॥ ৩
মধ্বাদয়ঃ ষড তবস্থান্ পিতৃন্ পরিচক্ষতে ।
ঋতবঃ পিতরো দেবা ইত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু হ্যতীতানাগতেষ্বপি ।
এতে স্বায়ম্ভুবে পূর্ব্বমুৎপন্না হ্যন্তরে শুভে ॥ ৫
অগ্নিষ্বাত্তাঃ স্মৃতা নাম্না তথা বর্হিষদশ্চ বৈ ।
অযজ্বানস্তথা তেষামাসন্ বৈ গৃহমেধিনঃ ।
অগ্নিষ্বাত্তাঃ স্মৃতাস্তে বৈ পিতরোঽনাহিতাগ্নয়ঃ
যজ্বানস্তেষু যে হ্যাসন পিতরঃ সোমপীথিনঃ ।
স্মৃতা বর্হিষদস্তে বৈ পিতরস্ত্বগ্নিহোত্রিণঃ ॥ ৭
ঋতবঃ পিতরো দেবাঃ শাস্ত্রেঽস্মিন্নিশ্চয়ো মতঃ
মধুমাধবৌ রসৌ জ্ঞেয়ৌ শুচিশুক্রৌ তু শুষ্মিণৌ
নভশ্চৈব নভস্যশ্চ জীবাবেতাবুদাহৃতৌ ॥ ৮
ইষশ্চৈব তথোর্জ্জশ্চ সুধাবন্তাবুদাহৃতৌ
সহশ্চৈব তপস্যশ্চ মনুমন্তৌ তু তৌ স্মৃতৌ ।
তপশ্চৈব তপস্যশ্চ ঘোরাবেতৌ তু শৈশিরৌ
কাল্যাবস্থাস্তু ষট্তেষাং মাসাখ্যা বৈ ব্যবস্থিতাঃ
ত ইমে ঋতবঃ প্রোক্তাশ্চেতনাচেতনাস্তু বৈ ॥
ঋতবো ব্রহ্মণঃ পুত্রা বিজ্ঞেয়াস্তেঽভিমানিনঃ
মাসার্দ্ধমাসস্থানেষু স্থানঞ্চ ঋতবার্ত্তবাঃ ॥ ১১
স্থানানাং ব্যতিরেকেণ জ্ঞেয়াঃ স্থানাভিমানিনঃ
অহোরাত্রঞ্চ মাসাশ্চ ঋতবশ্চায়নানি চ ॥ ১২
সংবৎসরাশ্চ স্থানানি কালাবস্থাভিমানিনঃ ।
নিমেষাশ্চ কলাঃ কাষ্ঠা মুহূর্ত্তা বৈ দিনক্ষপাঃ ॥
এতেষু স্থানেনা যে তু কালাবস্থাস্ববস্থিতাঃ ।

ত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,- পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভগবান্ প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে মনঃসমাধান করিলে, তাঁহা হইতে প্রথমতঃ জল ও পরে দেব, অসুর ও মনুষ্য সৃষ্ট হইল। পরে তিনি আপনাকে পিতার ন্যায় মনে করিলে পিতৃগণ জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই পিতৃগণের সৃষ্টির বিষয় পূর্ব্বে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে ; অধুনা বিস্তৃতরূপে বলিতেছি- শ্রবণ করুন। ভগবান্ ব্রহ্মা তদানীন্তন দেব, অসুর, মনুষ্যদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,-আমি সকলের পিতার ন্যায়। এইরূপ ভাবনা করিলে মধু প্রভৃতি ষড়ঋতু জন্ম গ্রহণ করিল- এই ষড় ঋতুই পিতৃলোক বলিয়া কথিত। 'ঋতু সকল পিতৃদেব' ইহাই বৈদিক শ্রুতি। স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি অতীত অনাগত সকল মন্বন্তরেই এই পিতৃগণ উৎপন্ন হইয়া আসিতেছেন। ইহাদিগের নাম অগ্নিষ্বাত্তা ও বর্হিষদ। ইহাদের মধ্যে কতিপয় অযজ্বা গৃহমেধী ছিলেন। অগ্নিষ্বাত্তা নামে প্রসিদ্ধ পিতৃগণই অনাহিতাগ্নি বলিয়া বিদিত। পিতৃগণের মধ্যে যাঁহারা যজ্বা ও সোমপীথি, তাঁহারাই বর্হিষদ নামে অগ্নিহোত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'ঋতু সকল পিতৃদেব' ইহাই শাস্ত্রের অনুমোদিত। চৈত্র বৈশাখ- রস, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়- অগ্নি, শ্রাবণ ভাদ্র- জীব, আশ্বিন কার্ত্তিক- সুধা, অগ্রহায়ণ পৌষ- মন্যু এবং মাঘ ফাল্গুন- ঘোর শিশিরস্বরূপ। এই প্রকারে ঋতুর সামান্য কালাবস্থা বিহিত আছে। এই ঋতু সকল চেতন এবং অচেতন বলিয়া উক্ত হয়। ঋতু সকল ব্রহ্মার অভিমানী পুত্র মাসার্দ্ধকালে ঋতু আর্ত্তবরূপে পরিণত হয় এবং স্থান ব্যতিরেকে তাহারা অভিমানী হইয়া থাকে। অহোরাত্র, মাস, ঋতু, অয়ন ও সংবৎসর,- এই সকল কালাবয়ব কালাবস্থাভিমানী। নিমেষ, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিন ও ক্ষপা- এই সম্প্রদায়ে

তন্ময়ত্বাত্তদাত্মাত্তদাখ্যানস্তান্ বক্ষ্যামি নিবোধত
পর্ব্বণ্যাস্তিথয়ঃ সন্ধ্যা পক্ষা মাসার্দ্ধসংজ্ঞিতাঃ।
নিমেসাশ্চ কলাঃ কাষ্ঠা মুহুর্ত্তা বৈ দিনক্ষপাঃ
দ্বাবর্দ্ধমাসৌ মাসস্তু দ্বৌ মাসাবৃতুরুচ্যতে ॥ ১৫
ঋতুত্রয়ং চাপ্যয়নং দ্বেহয়নে দক্ষিণোত্তরে।
সংবৎসরঃ সুমেরুস্তু স্থানান্যেতানি স্থানিনাম্
ঋতবঃ সুমেরুপুত্রা বিজ্ঞেয়া হ্যষ্টধা তু ষট্।
ঋতুপুত্রাঃ স্মৃতাঃ পঞ্চ প্রজাস্ত্বার্ত্তবলক্ষণাঃ ॥ ১৭
যস্মাচ্চৈবার্ত্তবেয়াস্তু জায়ন্তে স্থাণুজঙ্গমাঃ।
আর্ত্তবাঃ পিতরশ্চৈব ঋতবশ্চ পিতামহাঃ ॥ ১৮
সুমেরোস্তু প্রসূয়ন্তে ম্রিয়ন্তে চ প্রজাস্তয়ঃ।
তস্মাৎ স্মৃতঃ প্রজানাং বৈ সুমেরুঃ প্রপিতামহঃ
স্থানেষু স্থানিনো হ্যেতে স্থানাত্মনঃপ্রকীর্ত্তিতাঃ
তদাখ্যাস্তন্ময়ত্বাচ্চ তদাত্মানশ্চ তে স্মৃতাঃ ।২০
প্রজাপতিঃ স্মৃতো যস্তু স তু সংবৎসরো মতঃ
সংবৎসরঃ স্মৃতো হ্যগ্নির্ঋতমিত্যুচ্যতেদ্বিজৈঃ
ঋতাত্তু ঋতবো যস্মাজ্জজ্ঞিরে ঋতবস্ততঃ।
মাসাঃ ষড়ৃতবো জ্ঞেয়াস্তেষাং পঞ্চার্ত্তবাঃ
সুতাঃ ॥ ২২
দ্বিপদাং চতুষ্পদাং চৈবপক্ষিসংসর্পজামপি।
স্থাবরাণাঞ্চ পঞ্চানাং পুষ্পং কালার্ত্তবং স্মৃতম্
ঋতুত্বমার্ত্তবত্বঞ্চপিতৃত্বঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্।
ইত্যেতে পিতরো জ্ঞেয়া ঋতবশ্চার্ত্তবাশ্চ যে ॥
সর্ব্বভূতানি তেভ্যোহপ ঋতু কালাদ্বিজজ্ঞিরে
তস্মাদেতেহপি পিতর আর্ত্তবা ইতি নঃ শ্রুতম্
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু স্থিতাঃ কালাভিমানিনঃ।
স্থানাভিমানিনো হ্যেতে তিষ্ঠন্তীহ প্রসংযমাৎ
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ পিতরো দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
জজ্ঞাতে চ পিতৃভ্যস্তু যে কন্যে লোকবিশ্রুতে
মেনা চ ধারিণী চৈব যাভ্যাং বিশ্বমিদং ধৃতম্
পিতরস্তে নিজে কন্যে ধর্ম্মার্থং প্রদদুঃ শুভে।
তে উভে ব্রহ্মবাদিন্যৌ যোগিন্যৌ চৈব তে
উভে। ২৮

অবস্থিত যে সকল কালাবয়ব কালাত্মক বলিয়া তাহাদেরও নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পর্ব্ব, তিথি, সন্ধ্যা, মাসার্দ্ধ-সংজ্ঞিত পক্ষ, নিমেষ, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিন, রাত্রি, দুই অর্দ্ধ মাসে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন; দক্ষিণ ও উত্তরাভিধেয় অয়ন, এবং দুই অয়নে এক বৎসর সুমেরুসংজ্ঞায় অভিহিত। এইগুলি কালরূপ অবয়বীয় অবয়ব. ঋতু সকল সুমেরু-পুত্র; ইহরা ছয় ও আট ভাগে বিভক্ত। ঋতু গণের পঞ্চ পুত্র; তাহারা আর্ত্তব নামে খ্যাত। আর্ত্তব হইতে জাত স্থাণু ও জঙ্গম সকলেই আর্ত্তবেয়; আর্ত্তব পিতৃ স্বরূপ; ঋতুগণ পিতামহস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত সকলেই সুমেরু হইতে প্রসৃত হইয়া মৃত হয়। এইজন্য সুমেরু প্রজাগণের প্রপিতামহ বলিয়া কথিত। এই সকল যথাস্থানস্থিত স্থানিগণ স্থানাত্মক বলিয়া কথিত। উহারা তন্ময়ত্ব প্রযুক্ত সেই সেই নাম ও রূপশালী বলিয়া বিদিত। অর্থাৎ ঋতু প্রভৃতি সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট। প্রজাপতি-সম্বৎ-স্বর স্বরূপ এবং সম্বৎসর- অগ্নি ও ঋতুস্বরূপ বলিয়া উল্লিখিত। ঋত হইতেই ঋতুগণের জন্ম; এই জন্যই উহাদের নাম ঋতু। মাস সকল ষড়ঋতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। পাঁচটী আর্ত্তব-ঐ ষড়ঋতুর সুতস্থানীয়। দ্বিপদ, চতুষ্পদ, পক্ষী, সর্প ও স্থাবরদিগের পুষ্পই কালার্ত্তব বলিয়া নিরূপিত। ঋতুত্ব ও আর্ত্তবত্ব-পিতৃত্ব বলিয়াই কীর্ত্তিত। এজন্য ঋতু সকল ও আর্ত্তব সকল পিতা বলিয়া উক্ত। আমরা শুনিয়াছি, সর্ব্বভূতই ঋতুকালে এই ঋতু ও আর্ত্তব হইতে জন্মগ্রহণ করে। সেইজন্য ইহাদিগকে পিতা বলা যায়। ১-২৫ সকল মন্বন্তরেই কালাভিমানী ও স্থানাভিমানী অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ নামক দ্বিবিধ পিতৃপুরুষ বর্ত্তমান। ঐ পিতৃদ্বয় হইতে লোকবিশ্রুত দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ঐ কন্যাদ্বয়ের নাম- মেনা ও ধারিণী। ইহাঁরাই এই বিশ্ব পোষণ করেন। পিতৃগণ ধর্ম্মার্থ ঐ কন্যাদ্বয় সম্প্রদান

অগ্নিষ্বাত্তাস্ত যে প্রোক্তাস্তেষাং মেনা তু মানসী
ধারিণী মানসী চৈব কন্যা বর্হিষদাং স্মৃতা ॥ ২৯
মেরোস্ত ধারিণী নাম পত্ন্যর্থং ব্যসৃজন্ শুভাম্
পিতরস্তে বর্হিষদঃ স্মৃতা যে সোমপীথিনঃ।
অগ্নিষ্বাত্তাস্তে তাং মেনাং পত্নীং হিমবতে দদুঃ
স্মৃতাস্তে বৈ তু দৌহিত্রাস্তদ্দৌহিত্রান্নিবোধত ॥
মেনা হিমবতঃ পত্নী মৈনাকং সাম্বসূয়ত।
গঙ্গা সরিদ্বরা চৈব পত্নী যা লবণোদধেঃ
মৈনাকস্যানুজঃ ক্রৌঞ্চঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপো যতঃ স্মৃতঃ
মেরোস্ত ধরণী পত্নী দিব্যৌষধিসমন্বিতম্
মন্দরং সুষুবে পুত্রং তিস্রঃ কন্যাশ্চ বিশ্রুতাঃ ॥
বেলা চ নিয়তিশ্চৈব তৃতীয়া চায়তিঃ পুনঃ
ধাতুশ্চৈবায়তিঃ পত্নী বিধাতুর্নিয়তিঃ স্মৃতা ॥
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে পূর্ব্বং তয়োর্বৈ কীর্ত্তিতাঃ প্রজাঃ
সুষুবে সাগরাদ্বেলা কন্যামেকামনিন্দিতাম্ ॥
সাবর্ণিনা চ সামুদ্রী পত্নী প্রাচীনবর্হিষঃ।
সবর্ণা সাথা সামুদ্রী দশ প্রাচীনবর্হিষঃ।
সর্ব্বে প্রচেতসো নাম ধনুর্ব্বেদস্য পারগাঃ ॥ ৩৬
তেষাং স্বায়ম্ভুবো দক্ষঃ পুত্রত্বে জজ্ঞিবান্ প্রভুঃ
ত্র্যম্বকস্যাভিশাপেন চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ ॥ ৩৭
এতচ্ছ্রুত্বা ততঃ সূতমপৃচ্ছচ্ছাংশপায়নঃ
উৎপন্নঃ স কথং দক্ষো হ্যভিশাপাদ্ভবস্য তু
চাক্ষুষস্যান্তরে পূর্ব্বং তন্নঃ প্রব্রূহি পৃচ্ছতাম্ ॥ ৩৮
ইত্যুক্তঃ কথয়ামাস সূতো দক্ষাশ্রিতাং কথাম্
শাংশপায়নমামন্ত্র্য ত্র্যম্বকাচ্ছাপকারণম্ ॥ ৩৯
দক্ষস্যাসন্ সুতো হ্যষ্টৌ কন্যা যাঃ কীর্ত্তিতা ময়া
স্বেভ্যো গৃহেভ্যো হ্যানাব্য তাঃ পিতাভ্যর্চ্চয়দ্ গৃহে।
ততস্ত্বভ্যর্চ্চিতাঃ সর্ব্বা ন্যবসংস্তাঃ পিতুর্গৃহে ॥
তাসাং জ্যেষ্ঠা সতী নাম পত্নী যা ত্র্যম্বকস্য বৈ
নাজুহাবাত্মজাং তাং বৈ দক্ষো রুদ্রমভিদ্বিষন্
অকরোৎ স নতিং দক্ষে ন কদাচিন্মহেশ্বরঃ।

করিয়াছিলেন। ঐ উভয় কন্যা ব্রহ্মবাদিনী এবং পরম যোগিনী ছিলেন, তন্মধ্যে মেনা- অগ্নিষ্বাত্তা নামক পিতৃগণের মানসী কন্যা। আর ধারিণী নাম্নী কন্যা বর্হিষদ নামক পিতৃগণের মানসী কণ্যা। সোমপীথী বর্হিষদ পিতৃগণ মেরুকে ধারিণী নাম্নী কন্যা প্রদান করেন এবং অগ্নিষ্বাত্তা পিতৃগণ মেনা নাম্নী স্বীয় কন্যাকে হিমবানের হস্তে পত্নীত্বে সম্প্রদান করেন। অধুনা তাঁহাদের দৌহিত্রের বিবরণ শ্রবণ করুন। হিমবানের পত্নী মেনা মৈনাককে প্রসব করেন। সরিদ্বরা গঙ্গা লবণোদধির পত্নী। ক্রৌঞ্চ- মৈনাকের অনুজ। ক্রৌঞ্চ হইতেই ক্রৌঞ্চদ্বীপ বিখ্যাত মেরুপত্নী ধারিণী দিব্যৌষধি-সমন্বিত মন্দরাখ্য পুত্র ও তিনটি কন্যা প্রসব করেন। ঐ কন্যাত্রয়ের নাম- বেলা, নিয়তি ও আয়তি। ইহাদের মধ্যে আয়তিকে ধাত্রা এবং নিয়তিকে বিধাতা পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। সবায়ম্ভুবাধিকারে ইহাঁদের সন্তান-সন্ততি কীর্ত্তিত হইয়াছে বেলা সাগর হইতে এক অনিন্দিতাঙ্গী কন্যা প্রসব করেন। সাবর্ণিঋীয় সামুদ্রী নাম্নী কন্যা প্রাচীনবর্হির হস্তে সম্প্রদান করেন। তাহা হইতে দশ পুত্র উৎপন্ন হয়; সকলেই প্রাচেতস সংজ্ঞায় অভিহিত এবং সকলেই ধনুর্ব্বেদে বিশারদ চাক্ষুষ মনুর অধিকার কালে ভগবান্ ত্র্যম্বকের অভিশাপে সবায়ম্ভুব দক্ষ তাঁহাদের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ২৬-৩৭। শাংশপায়ন এই কথা শুনিয়া সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন- হে সূত! চাক্ষুষ মন্বন্তরে কি প্রকারে দক্ষ ভব-শাপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেন? আপনি তাহা বলুন। সূত এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া দক্ষবিষয়িণী কথা কহিতে লাগিলেন তিনি কহিলেন,- দক্ষ প্রজাপতির অষ্ট কন্যা; তিনি তাঁহার কন্যাগণকে স্ব স্ব গৃহ হইতে আনয়ন করিয়া নিজগৃহে যথোচিত সম্মানের সহিত বাস করাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সতী নাম্নী জ্যেষ্ঠা কন্যা- জগজ্জননী ত্র্যম্বক-পত্নী। দক্ষ রুদ্রের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ সতীকে

জামাতা শ্বশুরে তস্মিন্ স্বভাবাত্তেজসি স্থিতঃ
ততো জ্ঞাত্বা সতী সর্ব্বাঃ স্বসৃঃ প্রাপ্তাঃ পিতুর্গৃহম্।
জগাম সাপ্যনাহূতা সতী তৎ স্বং পিতৃগৃহম্ ॥
তাভ্যো হীনাং পিতা চক্রে সত্যাঃ পূজামসম্মতাম্।
ততোঽব্রবীৎ সা পিতরং দেবী ক্রোধাদমর্ষিতা
যবীয়সীভ্যো জ্যায়সীং কিন্তু পূজামিমাং প্রভো
অসম্মতামবজ্ঞায় কৃতবানসি গর্হিতাম্ ॥ ৪৪
অহং জ্যেষ্ঠা বরিষ্ঠা হি ন ত্বসৎকর্ত্তুমর্হসি।
এবমুক্তোঽব্রবীদেনাং দক্ষঃ সংরক্তলোচনঃ ॥
ত্বং তু শ্রেষ্ঠা বরিষ্ঠা চ পূজ্যা বালা সদা মম।
তাসাং যে চৈব ভর্ত্তারস্তে মে বহুমতাঃ সদা ॥
ব্রহ্মিষ্ঠাশ্চ তপিষ্ঠাশ্চ মহাযোগাঃ সুধার্ম্মিকাঃ।
গুণৈশ্চৈবাধিকাঃ শ্লাঘ্যা সর্ব্বে তে ত্র্যম্বকাৎ সতি ॥ ৪৭

বসিষ্ঠো হ্যত্রি পুলস্ত্যশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ
ভৃগুর্মরীচিশ্চ তথা শ্রেষ্ঠা জামাতরো মম ॥৪৪
তস্যাত্মা স চ তে শর্ব্বো ভক্তা চাসি হিতং সদা
তেন ত্বাং ন বুভূষামি প্রতিকূলো হি মে ভবঃ
ইত্যুবাচ তদা দক্ষঃ সম্প্রমূঢ়েন চেতসা।
শাপার্থমাত্মনশ্চৈব যে চোক্তাঃ পরমর্ষয়ঃ ॥৫০
তথোক্তা পিতরং সা বৈ ক্রুদ্ধা দেবী দমব্রবীৎ
বাঙ্মনঃকর্ম্মভির্যস্মাদদুষ্টাং মাং বিগর্হসে।
তস্মাত্ত্যজাম্যহং দেহমিদং তাত তবাত্মজম্ ॥
ততস্তেনাবমানেন সতী দুঃখাদমর্ষিতা।
অব্রবীদ্বচনং দেবী নমস্কৃত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৫২
যত্রাহমুপপন্নোঽহং পুনর্দেহেন ভাস্বতা।
তত্রাপ্যহমসম্মূঢ়া সম্ভূতা ধার্ম্মিকী পুনঃ।
গচ্ছেয়ং ধর্ম্মপত্নীত্বং ত্র্যম্বকস্যৈব ধর্ম্মতঃ ॥৫৩
তত্রৈবাথ সমাসীনা যুক্তাত্মানং সমাদধে।

আহবান করিলেন না, কারণ- সতীপতি কদাপি দক্ষকে প্রণাম করিতেন না ; পরন্তু তিনি জামাতা হইয়াও শ্বশুরের নিকট অতি তেজস্বিত দেখাইতেন। অনন্তর সতী আপন অপর ভগিনীগণ পিতৃগৃহে আসিয়াছে শুনিয়া অনাহূতভবেই পিতৃগৃহে আগমন করিলেন। কিন্তু দক্ষ তাঁহার অন্যান্য কন্যা অপেক্ষা তাঁহাকে নিকৃষ্টতম পূজা করিলেন। তাহাতে সতী ক্রোধাবিষ্টা হইয়া পিতাকে কহিলেন,- হে পিতঃ। আপনি কনিষ্ঠাদিগকে জ্যেষ্ঠার ন্যায় সম্মান করিতেছেন ; ইহাতে আমি অসম্মতা বা দুঃখিতা হইলে, আপনি আমার নিন্দা করিয়া থাকেন। আমি আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা, কি জন্য আপনি আমার উপযুক্ত সম্মান করেন না ? দক্ষ সতী কর্ত্তৃক এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া আরক্ত-নেত্রে বলিতে লাগিলেন,-হে সতি ! তুমি আমার জ্যেষ্ঠা, শ্রেষ্ঠা ও সম্মানার্হা কন্যা বটে, কিন্তু তুমি ব্যতীত আমার অপরাপর কন্যাগণের ভর্ত্তৃগণ সকলেই আমার বহুমত এবং তাহরা সকলেই ত্র্যম্বক অপেক্ষা ব্রহ্মিষ্ঠ, তপোনিষ্ঠ, মহাযোগী, ধার্ম্মিক ও গুণাধিক। বসিষ্ঠ,অত্রি,পুলহ, অঙ্গিরা,পুলস্ত্য, ক্রতু, ভৃগু ও মরীচি- ইহারা আমার শ্রেষ্ঠ জামাতা শর্ব্ব আমার প্রতিকূল অথচ সে-ই তোমার আত্মস্বরূপ এবং তাহাতেই তুমি অনুরক্তা। এজন্য আমি তোমার পক্ষপাতী নহি। মূঢ়চিত্ত দক্ষ শাপগ্রস্ত হইবার নিমিত্তই এইরূপ কথা বলিলেন। সতী পিতা কর্ত্তৃক এইরূপে অবমানিতা হইয়া বলিলেন, হে তাত! আমি বাক্য-মন ও কর্ম্ম দ্বারা অদুষ্টা হইলেও আপনি যে হেতু আমায় বিনাদোষে অবমাননা করিলেন, অতএব আমি আপনা হইতে উৎপন্ন আমার এই কলুষিত তনু সত্বর পরিত্যাগ করিব। ৩৮-৫১। অনন্তর অবমানিতা সতী নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া ভগবান্ মহেশ্বরকে নমস্কারপূর্ব্বক মনে মনে বলিতে লাগিলেন,- আমি পুনরায় যেকানে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করিব, সেইখানেই মুগ্ধ না হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিব

ধারয়ামাস চাগ্নেয়ীং ধারণাং মনসাত্মনঃ ॥ ৫৪
ততো আগ্নেয়ীসমুত্থেন বায়ুনা সমুদীরিতঃ।
সর্ব্বাঙ্গেভ্যো বিনিঃসৃত্য বহ্নির্ভস্ম চকার তাম্
তদুপশ্রুত্য নিধনং সত্যা দেবোঽথ শূলভৃৎ
সংবাদঞ্চ তয়োর্বুদ্ধ্বা যাথাতথ্যেন শঙ্করঃ।
দক্ষস্যাথ ঋষীণাঞ্চ চুকোপ ভগবান্ প্রভুঃ ॥
যস্মাদবমতা দক্ষ মৎকৃতে নাম সা সতী।
প্রশস্তাশ্চেতরাঃ সর্ব্বাঃ স্বসুতা ভর্ত্তৃভিঃ সহ ॥
তস্মাদ্বৈবস্বতং প্রাপ্য পুনরেব মহর্ষয়ঃ
উৎপৎস্যন্তে দ্বিতীয়ে বৈ মম যজ্ঞে হ্যযোনিজাঃ
হুতে বৈ ব্রহ্মণা শক্রে চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
অভিব্যাহৃত্য চ ঋষীন্ দক্ষমভ্যগমৎ পুনঃ ॥
ভাবিতা চাক্ষুষো রাজা চাক্ষুষস্য সমন্বয়ে।
প্রাচীনবর্হিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চৈব প্রচেতসঃ ॥ ৬০
দক্ষ ইত্যেব নাম্না ত্বং মার্ষায়াং জনয়িষ্যসি।
কন্যায়াং শাখিনাঞ্চৈব প্রাপ্তে বৈ চাক্ষুষেঽন্তরে

দক্ষ উবাচ।

অহং তত্রাপি তে বিঘ্নমাচরিষ্যামি দুর্ম্মতে।
ধর্ম্মার্থকামযুক্তেষু কর্ম্মস্বিহ পুনঃপুনঃ ॥ ৬২
যস্মাত্ত্বং মৎকৃতে ক্রূরমৃষীন্ ব্যাহৃতবানসি
তস্মাৎ সার্দ্ধং সুরৈর্যজ্ঞে ন ত্বাং যক্ষ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ ॥৬২
হুত্বাহুতিং ততঃ ক্রূর অপস্প্রক্ষ্যন্তি কর্ম্মসু
ইহৈব বৎস্যসি ততো দিবং হিত্বাযুগক্ষয়াৎ ॥

রুদ্র উবাচ।

সর্ব্বেষামেব লোকানাং ভূর্লোকস্ত্বাদিরুচ্যতে।
তমহঞ্চ ধারয়িষ্যামি নিদেশাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥৩৫
অস্যাং ক্ষিতৌ বৃতা লোকাঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি ভাস্করাঃ।
তানহং ধারয়ামীহ সততং ন তবাজ্ঞয়া ॥৬৩
চাতুর্ব্বর্ণ্যং হি দেবানাং তে চাপ্যেকত্র ভুঞ্জতে

এবং ভগবান্ ত্র্যম্বকের ধর্ম্মপত্নীত্ব প্রাপ্ত হইব। এই বলিয়া সেই স্থানেই তিনি যোগাবলম্বনে স্বীয় দেহ সমাহিত করিলেন।- সতী তখন মনে আগ্নেয়ী ধারণা করিলেন; করিবামাত্র অগ্নেয়ী ধারণা করিলেন; করিবামাত্র আগ্নেয়ী ধারণা হইতে সমুত্থিত বায়ু দ্বারা বহ্নি সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত হইয়া তাঁহার দেহ তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। অনন্তর শূলধারী ভগবান্ শঙ্কর দেবীর নিধন-সংবাদ যথাযথ অবগত হইয়া দক্ষ ও ঋষিগণের প্রতি অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,- হে দক্ষ! তুমি যেমন আমার জন্য সতীকে অবমানিত করিয়া তোমার অপর সকল কন্যাগণকে ভর্ত্তার সহিত সম্মানিত করিয়াছ; ইহার ফলে বৈবস্বতযুগে তোমার অনুগত মহর্ষিগণ মৃত্যু-কবলিত হইয়া পুনরায় আমার দ্বিতীয় যজ্ঞে অযোনিজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। চাক্ষুষ মনুর অধিকারকালে ভগবান ব্রহ্মা দক্ষযজ্ঞে হোম করিতেছিলেন, তৎকালে ভগবান্ শূলী ঋষিগণের প্রতি এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া ক্রমে দক্ষসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, -চাক্ষুষান্বয়ে চাক্ষুষ নামে এক রাজা হইবেন, ঐ রাজা প্রাচীণবর্হির পৌত্র ও প্রচেতার পুত্র। উনি তোমাকে বৃক্ষনন্দিনী মরিষার গর্ভে উৎপাদন করিবেন। দক্ষ বলিলেন- রে দুর্ম্মতে! আমি সে জন্মেও তোমার ধর্ম্মার্থকামযুক্ত কর্ম্মে পুনঃপুন বিঘ্ন উৎপাদন করিব বেং তুমি যে আমার নিমিত্ত নিরীহ ঋষিগণকে ক্রূরবাক্যে তিরস্কার করিয়াছ; তাহার ফলে দ্বিজগণ তোমাকে সুরগণের সহিত পূজা করিবেন না এবং তাঁহারা আহুতি প্রদান করিয়া জলে জল ঢালিয়া দিবেন। সুতরাং যুগক্ষয় নিবন্ধন তোমাকে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া এই মর্ত্ত্যলোকেই বাস করিতে হইবে।৫২-৬৩। রুদ্র বলিলেন,- মূঢ়! ভূর্লোক, লোক সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আমি উহা পরমমেষ্ঠীর আদেশে ধারণ করিয়া থাকি। এই ক্ষিতিতলে ভাস্করোপম লোক সকল বিরাজ করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে তোমার আদেশে ধারণ

নাহং তৈঃ সহ ভোক্ষ্যামি ততো দাস্যন্তি তে পৃথক্।
ততো দেবৈঃ স তেঃ সার্দ্ধং নেজ্যতে পৃথগিজ্যতে ॥ ৬৭
ততো হবিষ্যাংস্ততো দক্ষো রুদ্রেণামিততেজসা
স্বয়ম্ভুবেহন্তরে ত্যক্ত্বা উৎপন্নো মানুষেম্বিহ ॥
জ্ঞাত্বা গৃহপতিং দক্ষং জ্ঞাননামীশ্বরং প্রভুম্।
দক্ষো নাম মহাযজ্ঞৈঃ সোহযজদৈবতৈঃ সহ।
অথ দেবী সতী যা তু প্রাপ্তে বৈবস্বতেহন্তরে
মেনায়াং তামুমাং দেবীং জনয়ামাস শৈলরাট্ ॥
সা তু দেবী সতী পূর্ব্বং ততঃ পমআদুমাভবৎ।
সহব্রতা ভবস্যৈষা ন তয়া মুচ্যতে ভবাঃ।
যাবদিচ্ছন্তি সংস্থাতুং প্রভুর্মন্বন্তরেম্বিহ ॥ ৭১
মরীচং কশ্যপং দেবী যথাদিতিরনুব্রতা।
সাধ্যং নারায়ণং শ্রীস্তু মঘবন্তং শচী যথা ॥ ৭২
বিষ্ণুং কীর্ত্তী রুচিঃ সূর্য্যং বসিষ্ঠং চাপ্যরুন্ধতী।
নৈতাস্তু বিজহত্যেতান্ ভর্ত্তৃন্ দেব্যঃ কথঞ্চন
আবর্ত্তমানকল্পেষু পুনর্জায়ন্তি তৈঃ সহ ॥ ৭৩

এবং প্রাচেতসো দক্ষো জজ্ঞে বৈ চাক্ষুষেহন্তরে।
প্রাচীনবর্হিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চৈব প্রচেতসঃ ॥
দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মার্ষায়াঞ্চ পুনর্নৃপঃ
জজ্ঞে রুদ্রাভিশাপেন দ্বিতীয়মিতি নঃ শ্রুতম্
ভৃগ্বাদয়স্তু তে সর্ব্বে জজ্ঞিরে বৈ মহর্ষয়ঃ।
আদ্যে ত্রেতাযুগে পূর্ব্বং মনো বৈবস্বতস্য হ ॥
দেবস্য মহতাং যজ্ঞে বারুণীং বিভ্রতস্তনুম্ ॥
ইতি সানুশয়ো হ্যাসীত্তয়োর্জাত্যন্তরাগতঃ।
প্রজাপতেস্ত্র দক্ষস্য ত্র্যম্বকস্য চ ধীমতঃ ॥ ৭৭
তস্মান্নানুশয়ঃ কার্য্যো বৈরিম্বহ কদাচন।
জাত্যন্তরগতস্যাপি ভাবিতস্য শুভাশুভৈঃ।
জন্তুং ন মুঞ্চতি খ্যাতিস্তন্ন কার্য্যং বিজানতা ॥
উষয় উচুঃ।
প্রাচেতসস্য দক্ষস্য কথং বৈবস্বতেহন্তরে।
বিনাশমগমৎ সূত হয়মেধঃ প্রজাপতেঃ ॥ ৭৯

করি না দেবতাদিগের মধ্যে চাতুর্ব্বর্ণ্য আছে, তাহারা সকলে একত্র ভোজন করিয়া থাকে, সেইজন্য আমি তাহাদের পঙক্তিতে ভোজন করি না; সুতরাং আমাকে তাঁহারা পৃথকভাবেই ভোজন করান। এজন্য আমি হবির্ভাগ ও পূজা তাহাদের সহিত গ্রহণ না করিয়া পৃথকভাবে গ্রহণ করি। অনন্তর দক্ষ অমিততেজা রুদ্র কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া স্বায়ম্ভুবাধিকারে মানুষ লোকে উৎপন্ন হইলেন এবং জ্ঞানবান্ গৃহপতি দক্ষ দেবতাগণের সহিত এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এদিকে শৈলরাজ মেনার গর্ভে উমা দেবীকে উৎপাদন করিলেন। ইনিই পূর্ব্বজন্মে সতী আখ্যায় অভিহিতা ছিলেন। এই দেবীই পূর্ব্বে সতী পশ্চাৎ উমা নাম্নী হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করেন। যেমন দিতি মরীচ কশ্যপকে, লক্ষ্মী নারায়ণকে, কীর্ত্তি বিষ্ণুকে, রুচি সূর্য্যকে এবং অরুন্ধতী বসিষ্ঠকে কদাপি কোন প্রকারে পরিত্যাগ করেন না এবং ইহারা সকলেই প্রতি কল্পে কল্পেও পুনরায় আপন আপন ভর্ত্তার সহিত মিলিতা হন, তেমনি এই সতী সর্ব্বদাই ভবের সহধর্ম্মিণী, কদাপি ভবকে পরিত্যাগ করেন না। অনন্তর দক্ষ রুদ্রশাপ নিবন্ধন চাক্ষুষাধিকারে প্রাচীনবর্হির পৌত্র ও দশ প্রচেতার পুত্ররূপে মার্ষার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন এবং ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণও বৈবস্বত মনুর অধিকারকালের পূর্ব্বে ত্রেতাযুগের প্রথমে বরুণতনু রূপধারী দক্ষের যজ্ঞে জন্মগ্রহণ করিলেন। ৬৮-৭৬। এই প্রকারে ভগবান হর ও প্রজাপতি দক্ষের জন্মান্তরেও দীর্ঘ দ্বেষ চলিতে লাগিল। বস্তুতঃ জন্মান্তরীয় বৈরতাবশে উপনীত শুভাশুভ কর্ম্মে পরিচালিত জীবের অন্তর হইতে পূর্ব্ব সংস্কার কদাচ বিলুপ্ত হয় না; অতএব বৈরিতা করিয়া ক্রোধ কিম্বা দ্বেষ বর্দ্ধন করা সমীচীন নহে। ঋষিগণ বলিলেন- হে সূত! বৈবস্বত মনুর অধিকারকালে প্রাচেতস দক্ষ প্রজাপতির

দেব্যা মৃত্যুং কৃতং মত্বা ক্রুদ্ধং সর্ব্বাত্মকং প্রভুম্‌
কথং প্রাসাদয়দ্দক্ষঃ সাধিতঃ কথম্‌।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামস্তন্নো ব্রূহি যথাতথম্‌ ॥ ৮০
সূত উবাচ।
পুরা মেরোর্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শৃঙ্গং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্‌
জ্যোতিষ্কং নাম সাবিত্রং সর্ব্বরত্নবিভূষিতম্‌
অপ্রমেয়মনাধৃষ্যং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্‌
তস্মিন্‌ দেবো গিরিশ্রেষ্ঠে সর্ব্বধাতুবিভূষিতে
পর্য্যঙ্ক ইব বিভ্রাজন্নুপবিষ্টো বভূব হ ॥ ৮২
শৈলরাজসুতা চাস্য নিত্যং পার্শ্বস্থিতাভবৎ।
আদিত্যাশ্চ মহাত্মানো বসবশ্চামিতৌজসঃ ॥
তথৈব চ মহাত্মানাবশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ।
তথা বৈশ্রবণো রাজা গুহ্যকৈঃ পরিবারিতঃ ॥৮৪
যক্ষাণামীশ্বরঃ শ্রীমান্‌ কৈলাসনিলয়ঃ প্রভুঃ।
উপাসতে মহাত্মানমুশনা চ মহামুনিঃ।
সনৎকুমারপ্রমুখাস্তে চৈব পরমর্ষয়ঃ ॥ ৮৫
অঙ্গিরঃপ্রমুখাশ্চৈব তথা দেবর্ষয়োঽপরে।
বিশ্বাবসুশ্চ গন্ধর্ব্বস্তথা নারদপর্ব্বতৌ ॥ ৮৬
অপ্সরোগণসঙ্ঘাশ্চাজগ্মুরনেকশঃ।
ববৌ শিবঃ সুখো বায়ুর্নানাগন্ধবহঃ শুচি ॥৮৭
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোপেতাঃ পুষ্পবন্তো দ্রুমাস্তথা।
তথা বিদ্যাধরাশ্চৈব সিদ্ধাশ্চৈব তপোধনাঃ ॥৮৮
মহাদেবং পশুপতিং পর্য্যুপাসন্তি তত্র বৈ।
ভূতানি চ তথান্যানি নানারূপধরাণ্যথ ॥ ৮৯
রাক্ষসাশ্চ মহারৌদ্রাঃ পিশাচাশ্চ মহাবলাঃ।
বহুরূপধরা হৃষ্টা নানা প্রহরণোদ্যতাঃ ॥ ৯০
দেবস্যানুচরাস্তত্র তস্থুর্বৈশ্বানরোপমাঃ
নন্দীশ্বরশ্চ ভগবান্‌ দেবস্যানুমতে স্থিতঃ।
প্রগৃহ্য জ্বলিতং শূলং দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥৯১
গঙ্গা চ সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্ব্বতীর্থজলোদ্ভবা।
পর্য্যুপাসত তং দেবরূপিণী দ্বিজসত্তমাঃ ॥৯২
এবং স ভগবাংস্তত্র দীপ্যমানঃ সুরর্ষিভিঃ।
দেবৈশ্চ সুমহাভাগৈর্মহাদেবো ব্যবস্থিতঃ ॥৯৩
পুরা হিমবতঃ পৃষ্ঠে দক্ষো বৈ যজ্ঞমারভৎ।
গঙ্গাদ্বারে শুভে দেশে ঋষিসিদ্ধ নিষেবিতে ॥
ততস্তস্য মখে দেবাঃ শতক্রতুপুরোগমাঃ।
গমনায় সমাগম্য বুদ্ধিমাপেদিরে তদা ॥ ৯৫
বিমানৈর্মহাত্মানো জ্বলদ্ভির্জ্বলন প্রভাঃ।

হয়মেধ যজ্ঞ কি প্রকারে বিনাশ প্রাপ্ত হইল? কি প্রকারেই বা দক্ষ প্রজাপতি, দেবীর দেহত্যাগ জনিত ক্রোধে নিতান্ত ক্রুদ্ধ রুদ্রকে প্রসন্ন করিলেন? এবং বিধ্বস্ত যজ্ঞই বা সাধিত হইল কিরূপে? ইহা আমরা জানিতে ইচ্ছে করি। তুমি যথাযথ কীর্ত্তন করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবারণ কর। সূত বলিলেন,- হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পূর্ব্বে দেবদেব একদা সর্ব্বলোকে নমস্কৃত অপ্রমেয় অনাধৃষ্য সর্ব্বরত্ন-বিভূষিত, লোকবিশ্রুত জ্যোতিষ্ক-নামক মেরুশৃঙ্গে পর্য্যঙ্কাসীনবৎ উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ সময় শৈলরাজসুতা নিরন্তর তাঁহার পার্শ্বে বাস করিতেন। তৎকালে আদিত্যগণ, অমিতৌজা বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সনৎ কুমার প্রমুখ পরম ঋষি, অঙ্গিরা-প্রমুখ দেবর্ষি, বিশ্বাবসু, গন্ধর্ব্ব, নারদ, পর্ব্বত ও অপ্সরাগণ সকলে আসিয়া সেইখানে নিত্য নিত্য তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন। মঙ্গলময় সুখস্পর্শ বায়ু বিবিধ গন্ধ লইয়া অনুকূলভাবে বহিতে লাগিল। বিটপিবৃন্দ সকল ঋতুতেই সমভাবে পুষ্প প্রদান করিতে লাগিল; সিদ্ধ বিদ্যাধর ও তপোধনগণ ভগবান পশুপতির সর্ব্বদা উপাসনা করিতে লাগিলেন; অন্যান্য বিবিধরূপ ভূত সকল, মহারৌদ্র রাক্ষসগণ ও মহাবল পিশাচগণ, ইহারা সকলেই নানা প্রহরণে ভূষিত হইয়া ভগবান মহাদেবের অনুচরের কার্য্য করিতে লাগিল। ভগবান্‌ নন্দীশ্বর স্বীয় তেজে দীপ্যমান উজ্জ্বল শূল হস্তে ধারণ করিয়া মহাদেবের নিকটে থাকিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। ৭৭-৯১। সর্ব্বতীর্থময়ী দেবরূপিণী সরিদ্বরা গঙ্গা তৎকালে দেবদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ভগবান মহাদেব

দেবস্যানুমতেঽগচ্ছন্ গঙ্গাদ্বার ইতি শ্রুতিঃ ॥
গন্ধর্ব্বাপ্সরসাকীর্ণং নানাদ্রুমলতাবৃতম্।
ঋষিসঙ্ঘৈঃ পরিবৃতং দক্ষং ধর্ম্মভৃতাং বরম্ ॥
পৃথিব্যমন্তরিক্ষে বা যে চ স্বর্লোকবাসিনঃ।
সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা উপতস্থুঃ প্রজাপতিম্ ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যঃ সহ মরুদ্গণৈঃ
জিষ্ণুনা সহিতাঃ সর্ব্বে আগতা যজ্ঞভাগিনঃ ॥
উষ্মপাঃ সোমপাশ্চৈব আজ্যপা ধূমপাস্তথা।
অশ্বিনৌ পিতরশ্চৈব আগতা ব্রহ্মণা সহ ॥১০০
এতে চান্যে চ বহবো ভূতগ্রামাস্তথৈব চ।
জরায়ুজাণ্ডজাশ্চৈব স্বেদজোদ্ভিজ্জকাস্তথা ॥১০১
আহূতা মন্ত্রতঃ সর্ব্বে দেবাশ্চ সহ পত্নিভিঃ।
বিরাজন্তে বিমানস্থা দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ ॥১০২
তান্ দৃষ্টা মন্যুমাবিষ্টো দধীচো বাক্যমব্রবীৎ
অপূজ্যপূজনে চৈব পূজ্যানাং চাপ্যপূজনে।
নরঃ পাপমবাপ্নোতি মহদ্বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥
এবমুক্তা তু বিপ্রর্ষিঃ পুনর্দক্ষমথাব্রবীৎ।
পূজ্যন্তু পশুভর্ত্তারং কস্মান্নাহ্বয়সে প্রভুম্ ॥১০৪

দক্ষ উবাচ।

সন্তি মে বহবো রুদ্রাঃ শূলহস্তাঃ কপর্দ্দিনঃ।
একাদশাবস্থগতা নান্যং বেদ্মি মহেশ্বরম্ ॥১০৫

দধীচ উবাচ।

সর্ব্বেষামেকমন্ত্রোঽয়ং যেনেশো ন নিমন্ত্রিতঃ
যথাহং শঙ্করাদূর্দ্ধং নান্যং পশ্যামি দৈবতম্ ॥
তথা দক্ষস্য বিপুলো যজ্ঞোঽয়ং ন ভবিষ্যতি ॥

দক্ষ উবাচ।

এতন্মখেশায় সুবর্ণপাত্রে
হবিঃ সমস্তং বিধিমন্ত্রপূতম্।
বিষ্ণোর্নয়াম্য প্রতিমস্য সর্ব্বং
প্রভোর্বিভোর্হ্যাহবনীয়নিত্যম্ ॥ ১০৭
গতাস্তু দেবতা জ্ঞাত্বা শৈলরাজসুতা তদা।

তথায় দেব ও সুরর্ষিগণের সহিত দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। এমন সময় দক্ষ হিমালয়পৃষ্ঠে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞভূমি মঙ্গলজনক মুনিসিদ্ধ-নিষেবিত গঙ্গাদ্বারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, ঐ যজ্ঞোপলক্ষে অনলকান্তি শতক্রতু প্রমুখ দেবগণ প্রজ্বলিত বহ্নিবৎ নিজ নিজ বিমানে আরোহণ করিয়া গঙ্গাদ্বারে আগমন করিয়াছিলেন। তখন কি পৃথিবীস্থ, কি অন্তরীক্ষস্থ, কি স্বর্লোকবাসী সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে ঋষিসঙ্ঘ-পরিবৃত ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ প্রজাপতি দক্ষের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আদিত্য, বসু রুদ্র, সাধ্য ও মরুদ্গণ ইঁহারা সকলে দেব বিষ্ণুর সহিত যজ্ঞভাগ লাভার্থ আগমন করিলেন। উষ্মপা, সোমপা, আজ্যপা, ধূমপা, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও পিতৃগণ, ইঁহারা সকলে পিতামহ ব্রহ্মার সহিত আগমন করিলেন। এতদ্ব্যতীত অপরাপর বহু ভূতগ্রাম, জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ প্রভৃতি প্রাণিগণও এ যজ্ঞে আমন্ত্রিত হইয়াছিল. দেবগণ স্বীয় স্বীয় পত্নীর সহিত অনলবৎ দীপ্যমান বিমানে আরোহণ করিয়া যজ্ঞভূমিতে বিরাজ করিতে লাগিলেন; এই সময় ব্রহ্মর্ষি দধীচি মুনিগণকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রজাপতি বলিতে লাগিলেন,- অপূজ্য-পূজনে এবং পূজ্যগণের অপূজনে নর মহৎ পাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয়ং নাই। বিপ্রর্ষি দধীচ দক্ষকে এই কথা বলিয়া পুনরায় বলিলেন,-হে প্রজাপতে ! আপনি পূজনীয় দেব পশুপতিকে কি জন্য আহ্বান করেন নাই ? দক্ষ বলিলেন, -একাদশ অবস্থা প্রাপ্ত বহুতর শূলহস্ত কপর্দ্দী রুদ্র আমার আছে। অন্য মহেশ্বর কে? রুদ্র আমার আছে। অন্য মহেশ্বর কে? তাহা আমি জানি না। দধীচ বলিলেন,- সকল দেবতাকেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে; কিন্তু মহেশকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। শঙ্কর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দেবতা ত কৈ আমি কাহাকেও দেখিতেছি না; দক্ষের এই বিপুল যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে না। ৯২-১০৬। দক্ষ বলিলেন,-এই যজ্ঞে আমি সুবর্ণপাত্রে করিয়া বিধি-মন্ত্রপূত সমস্ত হবিঃ গ্রহণপূর্ব্বক অপ্রতিম ভগবান্ বিষ্ণুকেই উপহার প্রদান করিব। তিনিই নিত্য

উবাচ বচনং সাধ্বী দেবং পশুপতিং তদা ॥
উমোবাচ।
ভগবন্ ক্ব গতা হ্যেতে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ
ব্রূহি তত্ত্বেন তত্ত্বজ্ঞ সংশয়ো মে মহানয়ম্ ॥
মহেশ্বর উবাচ।
দক্ষো নাম মহাভাগে প্রজানাং পতিরুত্তমঃ।
হয়মেধেন যজতে তত্র যান্তি দিবৌকসঃ ॥ ১১০
দেব্যুবাচ
যজ্ঞমেতং মহাভাগ কিমর্থং ন গতোহসি বৈ।
কেন বা প্রতিষেধেন গমনং প্রতিষিধ্যতে ॥
মহেশ্বর উবাচ।
সুরৈরেব মহাভাগে সর্ব্বমেতদনুষ্ঠিতম্।
যজ্ঞেষু মম সর্ব্বেষু ন ভাগ উপকল্পিতঃ ॥ ১১২
পূর্ব্বোপায়োপপন্নেন মার্গেণ বরবর্ণিনি।
ন মে সুরাঃ প্রযচ্ছন্তি ভাগং যজ্ঞস্য ধীমতঃ ॥
দেব্যুবাচ।
ভগবন্ সর্ব্বদেবেষু প্রভাবাত্যধিকো গুণৈঃ।
অজেয়শ্চাপধৃষ্যশ্চ তেজসা যশসা শ্রিয়া ॥ ১১৪

অনেন তু মহাভাগ প্রতিষেধেন ভাগতঃ।
অতীব দুঃখমাপন্না বেপথুশ্চমানম ॥ ১১৫
কিং নাম দানং নিয়মং তপো বা
কুর্য্যামহং যেন পতির্মমাদ্য।
লভেত ভাগং ভগবানচিন্ত্যো
যজ্ঞস্য চার্দ্ধমথ বা তৃতীয়ম্ ॥ ১১৬
এবং ব্রুবাণাং ভগবানচিন্ত্যঃ
পত্নীং প্রহৃষ্টঃ ক্ষুভিতামুবাচ।
ন বেৎসি দেবেশি কৃশোদরাঙ্গি
কিং নাম যুক্তং বচনং তবেদম্ ॥ ১১৭
অহং হি জানামি বিশালনেত্রে
ধ্যানেন সর্ব্বং হি বদন্তি সন্তঃ
তবাদ্য মোহেন মহেন্দ্রদেবো
লোকত্রয়ং সর্ব্বথা সম্প্রণষ্টম্ ॥ ১১৮
মামধ্বরে শংসিতারঃ স্তবন্তি
রথন্তরে সাম গায়ন্তি গেয়ম্।
মাং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মসত্রে যজন্তে
মমাধ্বর্য্যবঃ কল্পয়ন্তে চ ভাগম্ ॥ ১১৯

হরনীয় এদিকে আমন্ত্রিত দেববৃন্দ দলে দলে দক্ষের যজ্ঞভূমিতে আগমন করিতেছেন, দেখিয়া সাধ্বী শৈলরাজ-সুতা ভগবান্ হরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,-ভগবন্! এই শক্রপ্রমুখ দেববৃন্দ কোথায় গমন করিতেছেন? যথাযথ বলিয়া আমার কৌতূহল নিবরণ করুন। মহেশ বলিলেন,-দেবি! মহাভাগে! দক্ষ নামক প্রজাপতি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছেন, তদুপলক্ষে দেবগণ তথায় যাইতেছেন। দেবী বলিলেন,-হে মহাভাগ! আপনি কেন এই যজ্ঞে যাইতেছেন না? কোন অন্তরায় হেতু আপনার গমন প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে? মহেশ্বর বলিলেন,-হে মহাভাগে! সুরগণই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারা কোন যজ্ঞেই আমার ভাগ কল্পনা করেন না বা আমাকে যজ্ঞভাগ প্রদানও করেন না। দেবী বলিলেন,-ভগবন্! আপনি সকল দেবতা হইতে অধিক প্রভাববান্, অজেয়, এবং তেজ, যশ ও ঐশ্বর্য্যে অপ্রধৃষ্য; এত গুণ সত্ত্বেও আপনার যজ্ঞভাগ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, এ কারণ আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম এবং এজন্য আমার শরীরে কম্প হইতেছে। এমন কোন দান, নিয়ম বা তপস্যা আছে যাহা করিলে আপনি যজ্ঞের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অংশও প্রাপ্ত করিতে পারেন, যদি থাকে, তবে আমি তাহাই করি। ১০৭-১১৬। দেবী এই কথা বলিলে, ভগবান্ দেবেশ দেবীকে দুঃখিত জানিয়া, হৃষ্টচিত্তে বলিলেন,-হে কৃশোদরাঙ্গি! তুমি জানো না তোমার কি এরূপ কথা শোভা পায়, আমি জানি, সাধু ব্যক্তিরা ধ্যান বশে সমস্তই জানিতে পারেন। বলিব কি, তোমার মোহে মহেন্দ্র, এমন কি লোকত্রয়ই আপাততঃ মুগ্ধ হইয়াছে নতুবা দেখিতেছ না কি যে, প্রস্তোতা সকল যজ্ঞে আমারই স্তব করিতেছে এবং রথন্তরে সাম গান হইতেছে। ব্রাহ্মণগণ আমাকে ব্রহ্মযজ্ঞে

দেব্যুবাচ।

সুপ্রাকৃতোঽপি ভগবান্ সর্ব্বস্ত্রীজনসংসদি।
স্তৌত গোপায়তে বাপি স্বমাত্মানং ন সংশয়ঃ

ভগবানুবাচ।

নাত্মানং স্তৌমি দেবেশি পশ্য ত্বমুপগচ্ছ চ।
যং স্রক্ষ্যামি বরারোহে ভাগার্থং বরবর্ণিনি ॥
এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ পত্নীং প্রাণৈরপি প্রিয়াম্।
সোঽসৃজদ্বদনাৎ ভূতং ক্রোধাগ্নিসন্নিভম্
সহস্রশীর্ষং দেবঞ্চ সহস্রচরণেক্ষণম্।
সহস্রমুদ্গরধরং সহস্রশরপাণিনম্ ॥ ১২৩
শঙ্খচক্রগদাপাণিং দীপ্তকার্ম্মকধারিণম্
পরশ্বসিধরং দেবং মহারৌদ্রং ভয়াবহম্ ॥১২৪
ঘোররূপেণ দীপ্যন্তং চন্দ্রার্দ্ধকৃতভূষণম্।
বসানং চর্ম্ম বৈয়াঘ্রং মহারুধিরনিস্রবম্ ॥ ১২৫
দংষ্ট্রাকরালং ভিন্নাস্যং মহাবক্ত্রং মহোদরম্।
বিদ্যুজ্জিহ্বং প্রলম্বোষ্ঠং লম্বকর্ণং দুরাসদম্ ॥
কুলিশোদ্যোতিতকরং ভাতিজ্বলিতমূর্দ্ধজম্।
জ্বালামালাপরিক্ষিপ্তং মুক্তাদামবিভূষিতম্ ॥১২৭
তেজসা চৈব দীপ্যন্তং যুগান্তমিব পাবকম্।
আকর্ণদারিতাস্যন্তং চতুর্দংষ্ট্রং ভয়ানকম্ ॥ ১২৮
মহাবলং মহাতেজং মহাপুরুষমীশ্বরম্।
বিশ্বহর্ত্তৃমহাকায়ং মহান্যগ্রোধমণ্ডলম্
যুগপচ্চন্দ্রশতবদ্দীপ্যন্তং মন্মথাগ্নিবৎ ॥১২৯
চতুর্মহাস্যং সিতভীক্ষ্ণদন্তং
মহোগ্রতেজোবলপৌরুষাঢ্যম্।
যুগান্তসূর্য্যাগ্নিসমপ্রভাসং
সহস্রচন্দ্রামলকান্তিকান্তম্।
প্রদীপ্ত সর্ব্বৌষধিমন্দবাহুং
সুমেরুকৈলাসহিমাদ্রিতুল্যম্ ॥১৩০
যুগার্কাভং মহাবীর্য্যং চারুনাসং মহাননম্।
প্রচণ্ডগণ্ডং দীপ্তাক্ষমগ্নিজ্বালাবলাননম্ ॥১৩১
মৃগেন্দ্রকৃত্তিবসনং নানাগন্ধানুলেপনম্।
উষ্ণীষিণং চন্দ্রধরং ক্বচিদুগ্রং ক্বচিৎ সমম্ ॥১৩২
নানাকুসুমমূর্দ্ধানং নানাগন্ধানুলেপনম্।
নানারত্নবিচিত্রাঙ্গং নানাভরণভূষিতম্ ॥১৩৩
কর্ণিকারস্রজং দীপ্তং ক্রোধাদুদ্ভ্রান্তলোচনম্ ॥
ক্বচিন্নৃত্যতি চিত্রাঙ্গং ক্বচিদ্বদতি সুস্বরম্
ক্বচিদ্ধ্যায়তি যুক্তাত্মা ক্বচিৎ স্তুপং প্রমার্জ্জতি।
ক্বচিদ্গায়তি বিশ্বাত্মা ক্বচিদ্রৌতি মুহুর্ম্মুহুঃ ॥

পূজা করিয়া থাকেন, এবং অধ্বর্য্যু গণ আমরাই ভাগ কল্পনা করেন দেবী বলিলেন,- ভগবন্! অত্যন্ত প্রাকৃত লোকও স্ত্রীজন সন্নিধানে নিজের প্রশংসা করে অথবা আত্মগোপন করিয়া থাকে। ভগবান্ বলিলেন- হে দেবেশি! আমি আত্মস্তুতি করিতেছি না। তুমি আমার নিকটে আসিয়া দেখ-আমি যজ্ঞভাগ লাভের নিমিত্ত এক ভূত সৃজন করিতেছি. ভগবান্ হর স্বীয় পত্নীকে এই কথা বলিয়া নিজ মুখ হইতে ক্রোধাগ্নি-সন্নিভ এক ভূত সৃজন করিলেন ঐ ভূত-সহস্রশীর্ষ,, সহস্রচরণ, সহস্রমুদ্গর-ধর, সহস্রশরপাণি, শঙ্খচক্রগদা-পাণি, দীপ্তকার্ম্মকধারী, পরশু ও অসিধারী সাক্ষাৎ ভয়তুল্য, মহারৌদ্র, ঘোররূপে দীপ্যমান, চন্দ্রার্দ্ধকৃত-ভূষণ, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধায়ী, রুধিরপ্লাবিত-সর্ব্বাঙ্গ, করাল দংষ্ট্রা, মহাবক্ত্র, মহোদর, বিদ্যুজ্জিহ্ব, লম্বোষ্ঠ, লম্বকর্ণ, দুরাসদ, বজ্র দ্বারা দীপ্তহস্ত, তেজঃপ্রদীপ্ত কেশরাশি-ধর, জ্বালা-মালায় পরিক্ষিপ্ত, মুক্তা-দাম-বিভূষিত, যুগান্ত পাবকের ন্যায় তেজে প্রদীপ্ত, আকর্ণ-বিস্তৃত-বদন, মহাবল মহাতেজা, বিশ্বহর্ত্তা, মহাকায়, মহান্ বটবিটপীর ন্যায় পরিমণ্ডল-যুত, যুগপৎ শতচন্দ্রবৎ সমুজ্জ্বল, মন্মথাগ্নির ন্যায় দীপ্যমান, চারিটী বিরাট্ আস্যযুক্ত, সিত তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রশালী, মহোগ্রতেজো, সহস্রযুগান্ত-সূর্য্য-সন্নিভ, সুমেরু কৈলাস ও হিমাদ্রি তুল্য, প্রচণ্ড-গণ্ড, দীপ্তাক্ষ, অগ্নিজ্বালা-বিশিষ্ট মুখবিবর, মহাভুজসবেষ্টিত, উষ্ণীষধর, বিবিধ কুসুম-ভূষিত মস্তক-ধর, নানা আভরণে ভূষিত ও ক্রোধে উদ্ভ্রান্তনেত্র। ১১৭-১৩৪। সে নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া কখন নৃত্য করিতে লাগিল, কখন সুস্বরে কথা কহিতে লাগিল,

জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ।
প্রভুত্বমাত্মসম্বোধো হ্যধিষ্ঠানগুণৈর্যুতঃ ॥ ১৩৬
জানুভ্যামবনিং গত্বা প্রণতঃ প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ
অজ্ঞাপয় ত্বং দেবেশ কিং কার্য্যং করবাণি তে
তমুবাচাক্ষিপ মখং দক্ষস্যেহ মহেশ্বরঃ ॥ ১৩৭
দেবস্যানুমতিং শ্রুত্বা বীরভদ্রো মহবলঃ।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ দেবেশস্য উমাপতেঃ ॥
ততো বন্ধাৎ প্রমুক্তেন সিংহেনেবেহ লীলয়া।
দেব্যা মন্যুকৃতং মত্বা হতো দক্ষস্য স ক্রতুঃ ॥
মন্যুনা চ মহাভীমা ভদ্রকালী মহেশ্বরী।
আত্মনঃ কর্ম্মসাক্ষিত্বে তেন সার্দ্ধং সহানুগা ॥
স এষ ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ প্রেতাবাসকৃতালয়ঃ।
বীরভদ্র ইতি খ্যাতো দেব্যা মন্যুপ্রমার্জ্জকঃ
সোঽসৃজদ্রোমকূপেভ্যো রৌদ্রান্নাম গণেশ্বরান্
রুদ্রানুগা মহাবীর্য্যা রুদ্রবীর্য্যপরাক্রমাঃ॥ ১৪২
রুদ্রস্যানুচরাঃ সর্ব্বে রুদ্রসমপ্রভাঃ।
তে নিপেতুস্ততস্তূর্ণং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥
ততঃ কিলকিলাশব্দ আকাশং পূরয়ন্নিব।
তেন শব্দেন মহতা ত্রস্তাঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ ॥
পর্ব্বতাশ্চ ব্যশীর্য্যন্ত কম্পতে চ বসুন্ধরা।
মেরুশ্চ ঘূর্ণ্যতে বিপ্রাঃ ক্ষুভ্যন্তে বরুণালয়াঃ ॥
অগ্নয়ো নৈব দীপ্যন্তে ন চ দীপ্যতি ভাস্করঃ।
গ্রহা নৈব প্রকাশন্তে নক্ষত্রাণি ন তারকাঃ ॥
ঋষয়ো নাভ্যভাষন্ত ন দেবা ন চ দানবাঃ।
এবং হি তিমিরীভূতে নিদহন্তি বিমানিতাঃ ॥
সিংহনাদং প্রমুঞ্চন্তে ঘোররূপা মহাবলাঃ।
প্রভঞ্জন্তে পরে ঘোরা যূপানুৎপাটয়ন্তি চ ॥
প্রমর্দ্দন্তি তথা চান্যে বিনৃত্যন্তি তথাপরে।
আধাবন্তি প্রধাবন্তি বায়ুবেগা মনোজবাঃ।
চূর্ণ্যন্তে যজ্ঞপাত্রাণি যাগস্যায়তনানি চ ॥ ১৪৯

কখন স্থূল বস্ত্র মার্জ্জন করিতে লাগিল, কখন গান করিতে লাগিল, এবং কখন বা মহর্ম্মুহ রোদন করিতে লাগিল। জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, তপ, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, প্রভুত্ব, আত্মসম্বোধ, ও অধিষ্ঠান-গুণযুক্ত হইয়া সে ক্ষিতিতল লুণ্ঠিত ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে দেবদেব মহেশ্বরকে বলিল,-হে দেব! আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি কার্য্য করিব? তখন ভগবান্ মহাদেব বলিলেন,-তুমি দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ ধ্বংস কর। অনন্তর মহাবল বীরভদ্র দেব মহেশ্বরের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া তাঁহার চরণে প্রণামপূর্ব্বক পিঞ্জর-মুক্ত সিংহের ন্যায় অতিক্রোধে দেবীর উৎকণ্ঠাজনক সেই দক্ষযজ্ঞাভিমুখে ধাবিত হইলেন। ঐ সময়েই দেবীর ক্রোধ-সম্ভূতা মহাভীমা মহেশ্বরী ভদ্রকালী বীরভদ্রের অনুসরণ করিলেন। অতীব ক্রুদ্ধ প্রেতাবাসবাসী বীরভদ্র তখন দেবীর ক্রোধোপশমের নিমিত্ত স্বীয় রোমকূপ হইতে রৌদ্রনামক অসংখ্য গণেশ্বরকে সৃষ্টি করিলেন। ঐ রুদ্রসহচর অতি বিভীষণ রুদ্রগণ সকলেই রুদ্রতুল্য বল-বীর্য্যশালী ও রুদ্রের ন্যায় রূপধারী; তাহারা সংখ্যায় শত শত সহস্র সহস্র। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া যুগপৎ যজ্ঞভূমি আক্রমণ করিল। তাহাদের কিল-কিলা শব্দে আকাশ ও দিক্ সকল পরিপূর্ণ হইল নিখিল দেববৃন্দ চকিত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিল পর্ব্বত সকল বিশীর্ণ হইয়া গেল; বসুন্ধরা কম্পান্বিত হইতে লাগিলেন। মেরু ঘূর্ণ্যমাণ হইল। সাগর ক্ষুভিত, অগ্নি দীপ্তিহীন, ভাস্কর তেজোহীন, গ্রহগণ অপ্রকাশিত, এবং তারকাপুঞ্জ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। যজ্ঞে সমাগত ঋষিগণ, দেবগণ এবং দানবগণের কারও বাক্য স্ফুরণ হইল না। ক্রমশঃ সবস্থল যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, গণসমূহ আকাশে থাকিয়া যজ্ঞাগত লোক সকলকে নির্দ্দয়ভাবে নিপীড়িত করিতে লাগিল; মহাবল গণগণ ঘোর সিংহনাদ করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা যজ্ঞাগার ভাঙ্গিয়া ফেলিল; কেহ কেহ বা যজ্ঞযূপ উৎপাটন করিয়া দিল; কেহ কেহ বা নির্দ্দয় নিপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিল; অপর কতিপয়গণ দলবদ্ধ হইয়া পৈশাচিক আনন্দে তাণ্ডব করিতে লাগল। তাহারা দলে দলে

শীর্য্যমাণানি দৃশ্যন্তে তারা ইব নভস্তলাৎ
দিব্যান্নপানভক্ষ্যাণাং রাশয়ঃ পর্ব্বতোপমাঃ ॥
ক্ষীরনদ্যস্তথা চান্যা ঘৃতপায়সকর্দ্দমাঃ।
মধুমণ্ডোদকা দিব্যাঃ খণ্ডশর্করবালুকাঃ ॥ ১৫১
ষড়্রসান্নিবহন্ত্যন্যা গুড়কুল্যা মনোরমাঃ।
উচ্চাবচানিমাংসানি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ ॥
পানকানি চ দিব্যানি লেহ্যং চোষ্যং তথাপরে।
ভুঞ্জতে বিবিধৈর্বক্ত্রৈর্বিলুণ্ঠন্তি ক্ষিপন্তি চ ॥
রুদ্রকোপান্মহাকায়াঃ কালাগ্নিসদৃশোপমাঃ।
সুরসৈন্যানি মর্দ্দন্তে ভীষয়ন্তি চ সর্ব্বশঃ।
ক্রীড়ন্তি বিবিধাকারাশ্চিক্ষিপুঃ সুরযোষিতঃ ॥
রুদ্রকোপপ্রযুক্তাস্তু সর্ব্বদেবৈঃ সুরক্ষিতম্।
তং যজ্ঞমহনন্ শীঘ্রং রুদ্রকন্যাঃ সমীপতঃ ॥
চক্রুরন্যে তথা নাদান্ সর্ব্বভূতভয়ঙ্করান্।
ছিত্ত্বা শিরোঽহন্যে যজ্ঞস্য বিনদন্তি ভয়ঙ্করাঃ ॥
দক্ষো দক্ষপতিশ্চৈব দেবো যজ্ঞপতিস্তথা।
মৃগরূপেণ চাকাশে প্রপলায়িতুমারভৎ ॥ ১৫৭

বীরভদ্রোঽপ্রমেয়াত্মা জ্ঞাত্বা তস্য বলং তদা।
অন্তরিক্ষগতস্যাশু চিচ্ছেদাস্য শিরো মহান্ ॥
দক্ষঃ প্রজাপতিশ্চৈব নষ্টঃ সম্ভ্রান্তচেতনঃ।
ক্রুদ্ধেন বীরভদ্রেণ শিরঃ পাদেন পীড়িতম্।
জরাভিভূততীব্রাত্মা নিপপাত মহীতলে ॥ ১৫৯
ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবতানাং তাঃ কোট্যো বিমলাগ্নিকাঃ
পাশোগ্নিবলেনাশু বদ্ধাঃ শিখবলেন চ ॥
ততো জগ্মুর্মহাত্মানং সর্ব্বে দেবা মহাবলম্।
প্রসীদ ভগবন্ রুদ্র ভৃত্যানাং মা ক্রুধঃ প্রভো
ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবা দক্ষশ্চৈব প্রজাপতিঃ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা কথ্যতাং কো ভবানিতি

বীরভদ্র উবাচ।

ন চ দেবো ন চাদিত্যো ন চ ভোক্তুমিহাগতঃ
নৈব দ্রষ্টুং হি দেবেন্দ্রান্ন চ কৌতূহলান্বিতঃ ॥
দক্ষযজ্ঞবিনাশার্থং সম্প্রাপ্তং বিদ্ধি মামিহ।
বীরভদ্র ইতি খ্যাতং রুদ্রকোপাদ্বিনির্গতম্ ॥

বায়ুবেগে ধাবন ও কুর্দ্দন করিতে লাগিল; যজ্ঞপাত্র সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিল; যজ্ঞভবন বিনষ্ট করিল; নভস্তলে তারা যেমন বিশীর্ণ দেখায়, তদ্রূপ যজ্ঞভূমি বিশীর্ণ হইয়া উঠিল। তাহারা দিব্য দিব্য পর্ব্বতোপম অন্ন ও পানীয়-রাশি, ক্ষীর-নদী, ঘৃত ও পায়স-কর্দ্দম, মধু ও মাণ্ডোদক, জল, খণ্ড ও শর্করারূপ বালুকারাশি, ষড়্রসবাহিনী অসংখ্য গুড়কুল্যা, উচ্চাবচ মাংসস্তুপ, অন্যান্য বিবিধ ভক্ষ্য ও দিব্য দিব্য লেহ্য, চুষ্য প্রভৃতি খাদ্য-সামগ্রীর স্তূপ যথেচ্ছ ভোজন ও চতুর্দ্দিকে উৎক্ষেপণ করিতে লাগিল। সেই রুদ্রকোপপ্রযুক্ত কালাগ্নিসদৃশ প্রমথগণ সুরসৈন্যগণকে মর্দ্দন করিয়া ইতস্ততঃ ক্রিড়া করিতে করিতে সুরবালাগণকেও দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহারা সর্ব্বদেব সমক্ষে দক্ষের যজ্ঞ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর অতি ভীষণ হুঙ্কার করিতে লাগিল। কেহ বা যজ্ঞ-শির ছেদন করিয়া ভয়ঙ্কর নাদ করিল। ঐ সময় যজ্ঞপতি দক্ষ মৃগরূপ ধারণ করিয়া আকাশযানে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অপ্রমেয়াত্মা মহাবীর বীরভদ্র জানিতে পারিয়া অতি সত্বর অন্তরীক্ষগত দক্ষের মস্তক ছেদন করিলেন। দক্ষ প্রজাপতি এইরূপ অচেতন হইয়া ভূপতিতাবস্থায় বীরভদ্রকর্ত্তৃক পদদলিত হইতে লাগিলেন; তখন ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবতা অগ্নি প্রদীপ্ত পাশে আবদ্ধ হইয়া মহাবল বীরভদ্রসমীপে আগমন করিলেন, অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ ও দক্ষপ্রজাপতি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,- প্রভো! আপনি কে? এ ভৃত্যগণের প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আপনি কে? তাহা বলিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন। ১৩৫-১৬২। বীরভদ্র বলিলেন,-আমি দেবতা বা আদিত্য নহি, আমি এখানে ভোজন করিতে আসি নাই এবং কৌতূহলান্বিত হইয়া দেবতাদিগকে দর্শন করিতেও আমার আগমন হয় নাই। আমি

ভদ্রকালী চ বিজ্ঞেয়া দেব্যাঃ ক্রোধাদ্বিনির্গতা
প্রেষিতা দেবদেবেন যজ্ঞান্তিকমিহাগতা ॥
শরণং গচ্ছ রাজেন্দ্র দেবং তং তমুমাপতিম্।
বরং ক্রোধোঽপি রুদ্রস্য বরদানং ন দেবতঃ
বীরভদ্রবচঃ শ্রুত্বা দক্ষো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
তোষয়ামাস দেবেশং শূলপাণিং মহেশ্বরম্ ॥
প্রদুষ্টে যজ্ঞবাটে তু বিদ্রুতেষু দ্বিজাতিষু
তাম্রযূপময়ে দীপ্তে রৌদ্রে ভীমমহানলে ॥
শূলনির্ভিন্নবদনৈঃ কূজদ্ভিঃ পরিচারকৈঃ।
নিখতোৎপাটিতৈর্যূপৈরপবিদ্ধৈর্যতস্ততঃ ॥
উৎপতদ্ভিঃ পতদ্ভিশ্চ গৃধ্রৈরামিষগৃধ্র ভিঃ।
পক্ষাপাতবিনিধূ তৈঃ শিবাশতনিনাদিতৈঃ ॥
প্রাণাপানৌ সন্নিরুধ্য ততঃ স্থানেন্ যত্নতঃ।
বিচার্য্য সর্ব্বতো দৃষ্টিং বহুদৃষ্টিরমিত্রজিৎ ॥
সহসা দেবদেবেশস্তগ্নিকুণ্ডাদুপাগতঃ।
চন্দ্রসূর্য্যসহস্রস্য তেজঃ সম্বর্ত্তকোপমম্ ॥ ১৭২
প্রহস্য চৈনং ভগবানিদং বচনমব্রবীৎ।
নষ্টস্তেঽজ্ঞানতো দক্ষ প্রীতিস্তে ময়ি সাম্প্রতম্
স্মিতং কৃত্বাব্রবীথাক্যং ব্রূহি কিং করবাণি তে
শ্রাবিতঞ্চ সমাখ্যায় দেবানাং গুরুভিঃ সহ।
তমুবাচাঞ্জলিং কৃত্বা দক্ষো দেবং প্রজাপতিঃ
ভীতশঙ্কিতবিত্রস্তঃ সবাষ্পবদনেক্ষণঃ ॥ ১৭৫
যদি প্রসন্নো ভগবান্ যদি বাহং তব প্রিয়ঃ।
যদি বাহমনুগ্রাহ্যো যদি দেয়ো বরো মম ॥
যদ্দগ্ধং ভক্ষিতং পীতমশিতং যচ্চ নাশিতম্
চূর্ণীকৃতং চাপবিদ্ধং যজ্ঞসম্ভারমীদৃশম্। ১৭৭
দীর্ঘকালেন মহতা প্রযত্নেন চা সঞ্চিতম্।
তন্ন মিথ্যা ভবেন্মহ্যং বরমেতং বৃণোম্যহম্ ॥
তথাস্ত্বিত্যাহ ভগবান্ ভগনেত্রহরো হরঃ।
ধর্ম্মাধ্যক্ষং মহাদেবং ত্র্যক্ষং তং বৈ প্রজাপতিঃ

কেবল দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশের নিমিত্তেই এখানে আসিয়া ছিলাম ; আমার নাম-বীরভদ্র-আমি রুদ্রকোপ হইতে উৎপন্ন। আর এই ভদ্রকালী, দেবী সতীর ক্রোধ হইতে সমুদ্ভূতা হইয়া দেবদেব কর্ত্তৃক এই যজ্ঞভূমিতে প্রেরিত হইয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! আপনি দেব উমাপতির শরণাপন্ন হউন, অন্য দেবতার বরদান অপেক্ষা রুদ্রের ক্রোধও ভাল। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ দক্ষ বীরভদ্রের এইরূপ হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া শূলপাণিকে সন্তুষ্ট করিলেন। এই সময় দেব শূলপাণি ইতস্ততঃ দৃষ্টি বিক্ষেপপুরঃসর প্রাণাপান নিরোধ করিয়া-দক্ষের যজ্ঞভূমি প্রদুষ্ট, যজ্ঞদীক্ষিত দ্বিজাতিকুল বিদ্রুত, প্রদীপ্ত ভীম যজ্ঞীয় মহানল নির্ব্বাপিত, পরিচারকগণ শূলাহতবদনে রোরুদ্যমান এবং যজ্ঞযূপ উৎপাটিত, আমিষগৃধ্নু পতনোৎপতনশীল গৃধ্রগণ কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ পরিক্ষিপ্ত ও পক্ষবাতবিনির্দ্ধূত, এবং শিবাশত কর্ত্তৃক নিনাদিত হইতে দেখিয়া সহসা অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিত হইলেন। এবং শত সহস্র চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় অট্টহাস্য করিয়া দক্ষকে বলিলেন-হে প্রজাপতে! তোমার অজ্ঞানতার জন্যই এই যজ্ঞ বিনষ্ট হইল কিন্তু এখন তোমার প্রতি আমার প্রীতি যথেষ্ট আছে। এই বলিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,- অধুন তোমার কি উপকার করিব, তাহা বল। আমি দেবগণের নিকট তোমার দুর্দ্দৈবের সকল বিষয়ই অবগত আছি। অনন্তর দক্ষ প্রজাপতি ভগবান্ হরের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্কিত-মানসে গলদশ্রুনয়নে বলিলেন,-হে দেব! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, আমার প্রতি যদি আপনার প্রীতি থাকে, আমাকে যদি অনুগ্রহ্য বলিয়া মনে করেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া যদি আমাকে বর প্রদান করেন, তাহা হইলে আমার দীর্ঘকালের সঞ্চিত যজ্ঞ-সম্ভার সমুদয়-যাহা অবাধাবাবে ভক্ষিত ও নাশিত হইয়াছে ; সেই সমস্ত অতি প্রযত্ন-সঞ্চিত দ্রব্য-সম্ভার আমি বররূপে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি; আপনার প্রসাদে আমার সেই যজ্ঞফল প্রাপ্তি হউক। ১৬৩-১৭৮। ভগবান্ হর দক্ষ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া 'তথাস্তু' বাক্যে বর দান

নৃত্যাথবনিং গত্বা দক্ষো লব্ধা ভবাদ্বরম্।
যাষ্টসহস্রেণ স্তবান্ বৃষভধ্বজম্ ॥ ১৮০

দক্ষ উবাচ।

দেবাদেবেশ দেবারিবলসূদন।
দেবেন্দ্রহ্যমরশ্রেষ্ঠ দেবদানবপূজিত ॥ ১৮১
সহস্রাক্ষা বিরূপাক্ষ ত্র্যক্ষ যক্ষাধিপপ্রিয়
সর্ব্বতঃপাণিপাদস্তং বর্ব্বতোহক্ষিশিরোমুখঃ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমাল্লোকে সর্ব্বানাবৃত্য তিষ্ঠসি ॥
শঙ্কুকর্ণ মহাকর্ণ কুম্ভকর্ণার্ণবালয়।
গজেন্দ্রকর্ণ গোকর্ণ পাণিকর্ণ নমোহস্ত তে ॥
শতোদর শতাবর্ত্ত শতজিহ্ব শতানন।
গায়ন্তি ত্বাং গায়ত্রিণো হ্যর্চ্চয়ন্তি তথার্চ্চিনঃ ॥
দেবদানবগোপ্তা চ ব্রহ্মা চত্বং শতক্রতুঃ
মূর্ত্তীশ ত্বং মহামূর্ত্তে সমুদ্রাম্বুধরায় চ ॥ ১৮৫
সর্ব্বা হ্যস্মিন্ দেবতাস্তে গাবো গোষ্ঠ ইবাসতে
শরীরং তে প্রপশ্যামি সোমমগ্নিং জলেশ্বরম্ ॥
আদিত্যমথ বিষ্ণুঞ্চ ব্রহ্মাণং সবৃহস্পতিম্।
ক্রিয়া কার্য্যং কারণঞ্চ কর্ত্তা করণমেব চ ॥১৮৭
অসচ্চ সদসচ্চৈব তথৈব প্রভবাব্যয়ম্।
নমো ভবায় শর্ব্বায় রুদ্রায় বরদায় চা ॥১৮৮
পশূনাং পতয়ে চৈব নমস্ত্বন্ধকঘাতিনে।
ত্রিজটায় ত্রিশীর্ষায় ত্রিশূলবরধারিণে ॥১৮৯
ত্র্যম্বকায় ত্রিনেত্রায় ত্রিপুরঘ্নায় বৈ নমঃ।
নমশ্চণ্ডায় মুণ্ডায় প্রচণ্ডায়ধরায় চ ॥ ১৯০
দণ্ডিমাসক্তকর্ণায় দণ্ডিমুণ্ডায় বৈ নমঃ।
নমোহর্দ্ধদণ্ডকেশায় নিষ্কায় বিকৃতায় চ ॥১৯১
বিলোহিতায় ধুম্রায় নীলগ্রীবায় তে নমঃ।
নমস্ত্ব প্রতিরূপায় শিবায় চ নমোহস্তু তে ॥
সূর্য্যায় সূর্য্যপতয়ে সূর্য্যধ্বজপতাকিনে।
নমঃ প্রমথনাথায় বৃষস্কন্ধায় ধন্বিনে ॥১৯৩
নমো হিরণ্যগর্ভায় হিরণ্যকবচায় চ।
হিরণ্যকৃতচূড়ায় হিরণ্যপতয়ে নমঃ ॥ ১৯৪
সত্রঘাতায় দণ্ডায় বর্ণপানপুটায় চ।
নমঃ স্তুতায় স্তুত্যায় স্তূয়মানায় বৈ নমঃ ॥ ১৯৫
সর্ব্বায়াভক্ষ্যভক্ষ্যায় সর্ব্বভূতান্তরাত্মনে।
নমো হোত্রায় মন্ত্রায় শুক্লধ্বজপতাকিনে ॥ ১৯৬
নমো নমায় নম্যায় নমঃ কিলিকিলায় চ।
নমস্তে শয়মানায় শয়িতায়োত্থিতায় চ ॥ ১৯৭

করিলেন। অনন্তর দক্ষ, নতজানু হইয়া উপবেশন করত ধর্ম্মাধ্যক্ষ ত্রিলোচন হইতে বর লাভ করিয়া অষ্টাধিক সহস্র নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দক্ষ বলিলেন,- হে দেবদেবেশ! আপনি দেবারিবলসূদন, দেবেন্দ্র, অমরশ্রেষ্ঠ, দেবদানবপূজিত, সহস্রাক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্র্যক্ষ, যক্ষাধিপপ্রিয়, সর্ব্বতঃ পাণিপাদ, সর্ব্বতোক্ষি-শিরোমুখ, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমান্ এবং আপনিই সমুদয় জগৎ আবৃত করিয়া বিরাজমান ; আপনাকে নমস্কার। হে শঙ্কুকর্ণ! আপনি মহাকর্ণ, কুম্ভকর্ণ, অর্ণবালয়, গজেন্দ্রকর্ণ, গোকর্ণ, পাণিকর্ণ, আপনাকে নমস্কার। আপনি শতোদর, শতাবর্ত্ত, শতজিহ্ব ও শতানন; গায়ত্রী-জপ-পরায়ণগণ এবং অর্চ্চিগণ আপনার গুণগান করিয়া থাকেন। আপনি দেবদানবের পালয়িতা, ব্রহ্মা, শতক্রতু, মূর্ত্তীশ, মহামূর্ত্তি এবং সমুদ্রাম্বুধর ; গোষ্ঠে গোগণের ন্যায় দেবতাগণ আপনাতেই অবস্থিত। সোম, অগ্নি, জলেশ্বর, আদিত্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও বৃহস্পতি আপনার শরীরস্বরূপ। আপনি ক্রিয়া কার্য্য, কারণ, কর্ত্তা, করণ, অসৎ সৎ, সদসৎ, প্রভব ও অব্যয় ; আপনাকে নমস্কার। আপনি ভব, শর্ব্ব, রুদ্র বরদ, পশুপতি এবং অন্ধকঘাতী, আপনাকে নমস্কার। আপনি ত্রিজট, ত্রিশীর্ষ, ত্রিশূল-বরধারী, ত্র্যম্বক, ত্রিনেত্র, ত্রিপুরঘ্ন, চণ্ড, মুণ্ড, প্রচণ্ড, ধর, দণ্ডী, আসক্ত কর্ণ, দণ্ডিমুণ্ড, অর্দ্ধদণ্ডকেশ, নিষ্ক, বিকৃত, বিলোহিত, ধুম্র, নীলগ্রীব, অপ্রতিরূপ এবং শিব, আপনাকে নমস্কার সূর্য্য, সূর্য্যপতি, সূর্য্যধ্বজপতাকী, প্রমথনাথ, বৃষস্কন্ধ, ধন্বী, হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যকবচ, হিরণ্যকৃতচূড়, হিরণ্যপতি, সত্রঘাত, দণ্ড, বর্ণপান-পুট, স্তুত, স্তুত্য, স্তূয়মান, সর্ব্ব ভক্ষ্যাভক্ষ্য, সর্ব্বভূতান্ত রাত্মা, হোত্র, মন্ত্র, শুক্লধ্বজপতাকী, নম,

স্থিতায় চলমানায় মুণ্ডায় কুটিলায় চ।
নমো নর্ত্তনশীলায় মুখবাদিত্রকারিণে ॥ ১৯৮
নাট্যোপহারলুব্ধায় গীতবাদ্যরতায় চ।
নমো জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় বলপ্রমথনায় চ ॥ ১৯৯
কলনায় চ কল্প্যায় ক্ষয়ায়োপক্ষয়ায় চ।
ভীমদুন্দুভিহাসায় ভীমসেনপ্রিয়ায় চ ॥ ২০০
উগ্রায় চ নমো নিত্যং নমস্তে দশবাহবে।
নমঃ কপালহস্তায় চিতাভস্মপ্রিয়ায় চ ॥ ২০১
বিভীষণায় ভীষ্মায় ভীষ্মব্রতধরায় চ।
নমো বিকৃতবক্ত্রায় খড়্গজিহ্বোগ্রদংষ্ট্রিণে ।
পক্কামমাংসলুব্ধায় তুম্ববীণাপ্রিয়ায় চ।
নমো বৃষায় বৃষ্যায় বৃষ্ণয়ে বৃষণায় চ ॥ ২০৩
কটঙ্কটায় চণ্ডায় নমঃ সাবয়বায় চ।
নমস্তে বরকৃষ্ণায় বরায় বরদায় চ ॥ ২০৪
বরগন্ধমাল্যবস্ত্রায় বরাতিবরয়ে নমঃ।
নমো বর্ষায় বাতায় ছায়ায়ৈ আতপায় চ ॥ ২০৫
নমো রক্তবিরক্তায় শোভনায়াক্ষমালিনে।
সম্ভিন্নায় বিভিন্নায় বিবিক্তবিকটায় চ ॥ ২০৬
অঘোররূপরূপায় ঘোরঘোরতরায় চ।
নমঃ শিবায় শান্তায় নমঃ শান্ততরায় চ ॥ ২০৭
একপাদ্বহুনেত্রায় একশীর্ষ নমোহস্তু তে।
নমো বৃদ্ধায় লুব্ধায় সংবিভাগপ্রিয়ায় চ ॥ ২০৮

পঞ্চমালার্চ্চিতাঙ্গায় নমঃ পাশুপতায় চ।
নমশ্চণ্ডায় ঘণ্টায় ঘণ্টয়া অঘ্নগৃঘ্নিনে ॥ ২০৯
সহস্রশতঘণ্টায় ঘণ্টামালাপ্রিয়ায় চ
প্রাণদণ্ডায় ত্যাগায় নমো হিলিহিলায় চ ॥
হুংহুংকারায় পারায় হুংহুংকারপ্রিয়ায় চ।
নমশ্চ শম্ভবে নিত্যং গিরিবৃক্ষফলায় চ ॥ ২১১
গর্ভমাংসশৃগালায় তারকায় তরায় চ।
নমো যজ্ঞাধিপতয়ে দ্রুতায়োপদ্রুতায় ॥ ২১২
যজ্ঞবাহায় দানায় তপ্যায় তপনায় চ।
নমস্তটায় তব্যায় তড়িতাংপতয়ে নমঃ। ২১৩
অন্নদায়ান্নপতয়ে নমোহস্ত্বন্নভবায় চ।
নমঃ সহস্রশীর্ষায় সহস্রচরণায় চ ॥ ২১৪
সহস্রোদ্যতশূলায় সহস্রনয়নায় চ।
নমোহস্তু বালরূপায় বালরূপধরায় চ ॥ ২১৫
বালানাঞ্চৈব গোপত্রে চ বালক্রীড়নকায় চ।
নমঃ শুদ্ধায় বুদ্ধায় ক্ষোভণায়াক্ষতায় চ ॥ ২১৬
তরঙ্গাঙ্কিতকেশায় মুক্তকেশায় বৈ নমঃ।
নমঃ ষট্‌কর্ম্মনিষ্ঠায় ত্রিকর্ম্মনিরতায় চ ॥ ২১৭
বর্ণাশ্রমাণাং বিধিবৎ পৃথক্‌কর্ম্মপ্রবর্ত্তিনে।
নমো ঘোষায় ঘোষ্যায় নমঃ কলকলায় চ।
শ্বেতপিঙ্গলনেত্রায় কৃষ্ণরক্তেক্ষণায় চ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষায় ক্রথায় ক্রথনায় চ ॥ ২১৯

রম্য, কিলিকিল, শয়মান, শয়িত, উত্থিত, স্থিত, চলমান, মুণ্ড, কুটিল, নর্ত্তনশীল, মুখবাদিত্রকারী, নাট্যোপহারলুব্ধ, গীতবাদ্যরত, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বলপ্রমথন, কলন, কল্প, ক্ষয়, উপক্ষয়, ভীমদুন্দুভিহাস ও ভীমসেনপ্রিয়; আপনাকে নিত্য নমস্কার ১৭৯-২০০। আপনি উগ্র, দশবাহু, কপালহস্ত, চিতাভস্মপ্রিয়, বিভীষণ, ভীষ্ম, ভীষ্মব্রতধর, বিকৃতবক্ত্র, খড়্গজিহ্ব, উগ্রদংষ্ট্রী, পক্কাম-মাংসলুব্ধ, তুম্ববীণাপ্রিয়, বৃষ, বৃষ্য, বৃষ্ণি, বৃষণ, কটঙ্কট, চণ্ড, সাবয়ব, বরকৃষ্ণ, বর, বরদ, বর-গন্ধ-মাল্যবস্ত্র, বরাতিবর, বর্ষ, বাত, ছায়া, আতপ, রক্ত বিরক্ত, শোভন, অক্ষমালী, সম্ভিন্ন, বিভিন্ন, বিবিক্ত, বিকট, অঘোর-রূপরূপ, ঘোর, ঘোরতর, শিব, শান্ত, শান্ততর, একপাৎ, বহুনেত্র, একশীর্ষ, বৃদ্ধ, লুব্ধ, সংবিভাগপ্রিয়, পঞ্চমালার্চ্চিতাঙ্গ, পাশুপত, চণ্ড, ঘণ্ট, ঘন্টাজঘ্নগৃঘ্নী, সহস্র শতঘন্ট, ঘণ্টামালাপ্রিয়, প্রাণদণ্ড, ত্যাগ হিলিহিল, হুহুঙ্কার, পার, হুহুঙ্কারপ্রিয় ও শম্ভু, আপনাকে নমস্কার। গিরিবৃক্ষফল, গর্ভমাংস, শৃগাল, তারক, তর, যজ্ঞাধিপতি, দ্রুত, উপদ্রুত, যজ্ঞবাহ, দান, তপ্য, তপন, তব্য, তড়িৎপতি, অন্নদ, অন্নপতি, অন্নভব, সহস্রশীর্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রোদ্যত-শূল, সহস্রনয়ন, বালরূপ, বালরূপধর, বালগোপাতখা, বালক্রীড়নক, শুদ্ধ, বুদ্ধ, ক্ষোভণ, অক্ষত, তরঙ্গাঙ্কিতকেশ, মুক্তকেশ, ষট্‌কর্ম্মনিষ্ঠ, ত্রিকর্ম্মনিরত, বর্ণাশ্রমীদিগের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মনির্দ্দেষ্টা, ঘোষ, ঘোষ্য,

সাংখ্যায় সাংখ্যমুখ্যায় যোগাধিপতয়ে নমঃ।
নমো রথ্য বিরথ্যায় চতুষ্পথরতায় চ ॥ ২২০
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়ায় ব্যালযজ্ঞোপবীতিনে।
ঈশান বজ্রসংহায় হরিকেশ নমোঽস্তু তে ॥
অবিবেকৈকনাথায় ব্যক্তাব্যক্ত নমোঽস্তু তে
কাম কামদ কামঘ্ন ধৃষ্টোদ্‌-নিসূদনঃ।
সর্ব্ব সর্ব্বদ সর্ব্বজ্ঞ সন্ধ্যারাগ নমোঽস্তু তে ॥
মহাবল মহাবাহো মহাসত্ত্ব মহাদ্যুতে।
মহামেঘবরপ্রেক্ষ মহাকাল নমোঽস্তু তে ॥
স্থূলজীর্ণাঙ্গজটিনে বল্কলাজিনধারিণে।
দীপ্তসূর্য্যাগ্নিজটিনে বল্কলাজিনবাসসে।
সহস্রসূর্য্যপ্রতিম তপোনিত্য নমোঽস্তু তে ॥
উন্মাদন শতাবর্ত্ত গঙ্গাতোয়ার্দ্রমূর্দ্ধজ।
চন্দ্রাবর্ত্ত যুগাবর্ত্ত মেঘাবর্ত্ত নমোঽস্তু তে ॥২২৫
ত্বমন্নমন্নকর্ত্তা চ অন্নদশ্চ ত্বমেব হি।
অন্নস্রষ্টা চ পক্তা চ পক্কভুক্তপচে নমঃ ॥২২৬
জরায়ুজোঽণ্ডজশ্চৈব স্বেদজোদ্ভিজ্জ এব চ।
ত্বমেব দেবদেবেশো ভূতগ্রামশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥২২৭
চরাচরস্য স্রষ্টা ত্বং প্রতিহর্ত্তা ত্বমেব চ।
ত্বমেব ব্রহ্মবিদুষামপি ব্রহ্মবিদাং বরঃ ॥ ২২৮
সত্ত্বস্য পরমা যোনিরব্বায়ূর্জ্জ্যোতিষাং নিধিঃ।
ঋক্‌সামানি তথোঙ্কারমাহুস্ত্বাং ব্রহ্মবাদিনঃ ॥
হবির্হাবী হবো হাবী হুবাং বাচাহুতঃ সদা।
গায়ন্তি ত্বাং সুরশ্রেষ্ঠ সামগা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥২৩০
যজুর্ম্ময়ো ঋঙ্ময়শ্চ সামাথর্ব্বময়স্তথা।
পঠ্যসে ব্রহ্মবিদ্ভিস্ত্বং কল্পোপনিষদাং গণৈঃ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাবর্ণাবরাশ্চ যে।
ত্বমেব মেঘসঙ্ঘাশ্চ বিদ্যুতোঽশনিগর্জ্জিতম্ ॥২৩২
সংবৎসরস্ত্বমৃতবো মাসো মাসার্দ্ধমেব চ
কলাকাষ্ঠানিমেষাশ্চ নক্ষত্রাণি যুগা গ্রহাঃ ॥২৩৩
বৃষাণাং ককুদং ত্বং হি গিরীণাং শিখরাণি চ।
সিংহো মৃগাণাং পততাং তার্ক্ষ্যোঽনন্তশ্চ ভোগিনাম্ ॥২৩৪
ক্ষীরোদো হ্যুদধীনাঞ্চ যন্ত্রাণাং ধনুরেব চ।
বজ্রং প্রহরণানাঞ্চ ব্রতানাং সত্যমেব চ ॥ ২৩৫
ইচ্ছা দ্বেষশ্চ রাগশ্চ মোহঃ ক্ষামো দমঃ শমঃ
ব্যবসায়ো ধৃতির্লোভঃ কামক্রোধৌ জয়াজয়ৌ
ত্বং গদী ত্বং শরী চাপি খট্বাঙ্গী ভুস্তরী তথা।
ছেত্তা ভেত্তা প্রহর্ত্তা চ ত্বং নেতাপ্যন্তকো মতঃ

কলকল, শ্বেতপিঙ্গলনেত্র, কৃষ্ণরক্তেক্ষণ, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ, ক্রথ, ক্রথন, সাংখ্য, সাংখ্যামুখ্য ও যোগাধিপতি, আপনাকে নমস্কার। হে সাংখ্যবিরথ্য, আপনি চতুষ্পথ, কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়, ব্যালযজ্ঞোপবীতী, ঈশান, বজ্রসংহ, হরিকেশ, অবিবেকৈকনাথ, ব্যক্তাব্যক্ত, কাম, কামদ, কামঘ্ন, ধৃষ্ট, দৃপ্তনিসূদন, সর্ব্ব, সর্ব্বদ, সর্ব্বঘ্ন, সন্ধ্যারাগ, মহাবল, মহাবাহু, মহাসত্ত্ব মহাদ্যুতি, মহামেঘবর-প্রেক্ষ, মহাকাল, স্থূল, জীর্ণাঙ্গজটী, বল্কলাজিনধারী, দীপ্তসূর্য্যাগ্নিজটী, বল্কলাজিনবাসা, সহস্র সূর্য্যপ্রতিম, তপোনিত্য, উন্মাদন, শতাবর্ত্ত, গঙ্গাতোয়ার্দ্রমস্তক, চন্দ্রাবর্ত্ত, যুগাবর্ত্ত, মেঘাবর্ত্ত, অন্ন, অন্নকর্ত্তা, অন্নদ, অন্নস্রষ্টা, পক্তা, পক্কভুক্তপচ, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, দেবদেবেশ, চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম, চরাচর স্রষ্টা, প্রতিহর্ত্তা ও ব্রহ্মবিদ্বর। আপনি জন্তুগণের যোনি, জল, বায়ু ও জ্যোতিঃ পদার্থের নিধি। ব্রহ্মবাদিগণ আপনাকে ঋক্ সাম ও ওঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করেন। হে সুরশ্রেষ্ঠ। আপনিই হবির্হাবী হব, হায় এবং হোমের আহুতি। সামগ ব্রহ্মবাদিগণ আপনার এই সকল নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন। ২০১-২৩০। আপনি যজুর্ম্ময়, ঋঙ্ময়, সমাথর্ব্বময়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণবর, বিদ্যুত্ত নিতগর্জ্জিত, সংবৎসর, ঋতু, মাস, মাসার্দ্ধ, কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ নক্ষত্র, যুগ, গ্রহ, বৃষককুদ, গিরিশিখর, মৃগদিগের মধ্যে সিংহ, পক্ষীদিগের মধ্যে গরুড়, সর্পদিগের মধ্যে অনন্ত, উদধিদিগের মধ্যে ক্ষীরোদ, যন্ত্রের মধ্যে ধনু, প্রহরণের মধ্যে বজ্র, ব্রত সকলের মধ্যে সত্য, ইচ্ছা, দ্বেষ, রাগ, মোহ, ক্ষাম, দম, শম, ব্যবসায়, ধৃতি, লোভ, কাম, ক্রোধ, জয়, অজয়,

দশলক্ষণসংযুক্তো ধর্ম্মোঽর্থঃ কাম এব চ।
ইন্দ্রঃ সমুদ্রাঃ সরিতঃ পল্বলানি সরাংসি চ ॥
লতাবল্লী তৃণৌষধ্যঃ পশবো মৃগপক্ষিণঃ।
দ্রব্যকর্ম্মগুণারম্ভঃ কালপুষ্পফলপ্রদঃ ॥ ২৩৯
আদিশ্চান্তশ্চ মধ্যশ্চ গায়ত্র্যোঙ্কার এব চ।
হরিতো লোহিতঃ কৃষ্ণো নীলঃ পীতস্তথারুণঃ ॥
কদ্রুশ্চ কপিলশ্চৈব কপোতো মেচকস্তথা।
সুবর্ণরেতা বিখ্যাতঃ সুবর্ণশ্চাপ্যতো মতঃ ॥
সুবর্ণনাম চ তথা সুবর্ণপ্রিয় এব চ।
ত্বমিন্দ্রোঽথ যমশ্চৈব বরুণো ধনদোঽনলঃ ॥
উৎফুল্লশ্চিত্রভানুশ্চ স্বর্ভানুর্ভানুরেব চ।
হোত্রং হোতা চ হোমস্ত্বং হুতং চ প্রহুতং প্রভুঃ
সুপর্ণশ্চ তথা ব্রহ্ম যজুষাং শতরুদ্রিয়ম্।
পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ মঙ্গলানাং চ মঙ্গলম্ ॥২৪৪
গিরিঃ স্তোকস্তথা বৃক্ষো জীবঃ পুদ্গল এব চ।
সত্ত্বং ত্বঞ্চ রজস্ত্বঞ্চ তমশ্চ প্রজনং তথা ॥ ২৪৫
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ
উন্মেষশ্চৈব মেষশ্চ তথা জৃম্ভিতমেব চ ॥ ২৪৬
লোহিতাক্ষো গদী দংষ্ট্রী মহাবক্ত্রো মহোদরঃ
শুচিরোমা হরিশ্মশ্রুরূর্দ্ধকেশস্ত্রিলোচনঃ ॥ ২৪৭
গীতবাদিত্রনৃত্যাঙ্গো গীতবাদনকপ্রিয়ঃ।
মৎস্যো জলো জল্যো জবঃ কালঃ কলী
কলঃ ॥ ২৪৮
বিকালশ্চ সুকালশ্চ দুষ্কালঃ কালনাশনঃ।
মৃত্যুশ্চৈব ক্ষয়োঽন্তশ্চ ক্ষমাপায়করো হরঃ ॥
সম্বর্ত্তকোঽন্তকশ্চৈবসম্বর্ত্তকবলাহকৌ।
ঘটো ঘটীকো ঘন্টীকো চূড়ালো লবণো বলী
ব্রহ্মকালোঽগ্নিবক্ত্রশ্চ দণ্ডী মুণ্ডী চ দণ্ডধৃক্।
চতুর্যুগশ্চতুর্ব্বেদশ্চতুর্হোত্রশ্চতুষ্পথঃ ॥ ২৫১
চতুরাশ্রমবেত্তা চ চাতুর্ব্বর্ণ্যকরশ্চ হ।
ক্ষরাক্ষরপ্রিয়ো ধূর্ত্তোঽগণ্যোঽগণ্যগণাধিপঃ
রুদ্রমাল্যাম্বরধরো গিরিশো গিরিকপ্রিয়ঃ।
শিল্পীশঃ শিল্পিনাং শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশিল্পপ্রবর্ত্তকঃ ॥
ভগনেত্রাঙ্কুশশ্চন্দ্রঃ পূষ্ণো দন্তবিনাশনঃ।
স্বাহা স্বধা বষট্কার নমস্কার নমোঽস্তু তে ॥
গূঢ়াবর্ত্তশ্চ গূঢ়শ্চ গূঢ়প্রতিনিষেবিতা ॥ ২৫৪
তরণস্তারকশ্চৈব সর্ব্বভূতসুতারণঃ।
ধাতা বিধাতা সত্ত্বানাং নিধাতা ধারণো ধরঃ ॥
তপো ব্রহ্ম চ সত্যঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যমথার্জ্জবম্।
ভূতাত্মা ভূতকৃদ্ভূতো ভূতভব্যভবোদ্ভবঃ ॥
ভূর্ভুবস্বারতশ্চৈব তথোৎপত্তির্মহেশ্বরঃ।

গদী, শরী খট্বাঙ্গী, ঝর্ঝরী, হেত্তা, ভেত্তা, প্রহর্ত্তা, নেতা, অন্তক, দশ লক্ষণ-সংযুক্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ইন্দ্র, সমুদ্র, সরিৎ, পল্বল, সর, লতা, বল্লী, তৃণ, ওষধি, পশু, মৃগপক্ষী, দ্রব্য-কর্ম্ম-গুণারম্ভ, কালপুষ্প-ফলপ্রদ, আদি, অন্ত, মধ্য, গায়ত্রী, ওঙ্কার, হরিত, লোহিত, কৃষ্ণ, নীল, পীত, অরুণ, কদ্রু, কপিল, কপোত, মেচক, সুবর্ণরেতা, বিখ্যাত, সুবর্ণ, সুবর্ণনামা, সুবর্ণপ্রিয়, ইন্দ্র, যম, বরুণ, ধনদ, অনল, উৎফুল্ল, চিত্রভানু, স্বর্ভানু, ভানু, হোত্র, হোতা, হোম, হুত, প্রহুত, প্রভু, সুবর্ণ, ব্রহ্মা, শতরুদ্রিয়, পবিত্রেরও পবিত্র, মঙ্গলেও মঙ্গল, গিরি, স্তোক বৃক্ষ, জীব, পুদ্গল, সত্ত্ব, রজ, তম, প্রজন, প্রাণ, অপান, সমান ; উদান ও ব্যান। আপনিই উন্মেষ, মেষ, জৃম্ভিত, লোহিতাক্ষ, গদী, দংষ্ট্রী, মহাবক্ত্র, মহোদর, শুচিরোমা, হরিশ্মশ্রু, ঊর্দ্ধকেশ, ত্রিলোচন, গীত-বাদিত্র-নৃত্যাঙ্গ, গীত-বাদনক-প্রিয়, মৎস্য, জলী, জল, জল্য, জব, কাল, কলী, কল, বিকাল, সুকাল, দুষ্কাল, কালনাশন, মৃত্যু, ক্ষয়, অন্ত, ক্ষমাপায়কর, হর, সংবর্ত্তক, অন্তক, সংবর্ত্তক-বলাহক, ঘট, ঘটিক, চূড়াবল, বল, বলী, ব্রহ্মকাল, অগ্নিবক্ত্র, দণ্ডী, মুণ্ডী, দণ্ডধৃক্, চতুর্যুগ, চতুর্ব্বেদ, চতুর্হোত্র, চতুষ্পথ, চতুরাশ্রমবেত্তা, চাতুর্ব্বর্ণ্যকর, ক্ষরাক্ষর-প্রিয়, ধূর্ত্ত, অগণ্য, অগণ্য-গণাধিপ, রুদ্রাক্ষ মাল্যাম্বরধর, গিরিক, গিরিকপ্রিয়, শিল্পীশ, শিল্পিশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব শিল্পপ্রবর্ত্তক, ভগনেত্রাঙ্কুশ, চন্দ্র, পূষার, দন্তবিনাশন, গূঢ়াবর্ত্ত, গূঢ়প্রতিনিষেবিত, তরণ, তারক, সর্ব্বভূতসুতারণ, ধাতা, বিধাতা, সত্ত্ব-নিধাতা, ধারণ, ধর, তপ, ব্রহ্ম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, আর্জ্জব,

ঈশানোহীক্ষণঃ শান্তো দুর্দ্দান্তো দন্তনাশনঃ ॥
ব্রহ্মাবর্ত্ত সুরাবর্ত্ত কামাবর্ত্ত নমোহস্তু তে ।
কামবিম্বনিহর্ত্তা চ কর্ণিকার রজঃপ্রিয়ঃ ॥২৫৮
মুখচন্দ্রো ভীমমুখঃ সুমুখো দুর্ম্মুখো মুখঃ।
চতুর্ম্মুখো বহুমুখো রণেহ্যভিমুখঃ সদা ॥২৫৯
হিরণ্যগর্ভঃ শকুনির্মহোদধিঃ পরো বিরাট্
অধর্ম্মহা মহাদণ্ডো দণ্ডধারো রণপ্রিয়ঃ ॥২৬০
গৌতমো গোপ্রতারশ্চ গোবৃষেশ্বরবাহনঃ।
ধর্ম্মকৃদ্ধর্ম্মস্রষ্টা চ ধর্ম্মো ধর্ম্মবিদুত্তমঃ ॥২৬১
ত্রৈলোক্যগোপ্তা গোবিন্দো মানদো মান এব চ
তিষ্ঠন্ স্থিরশ্চ স্থাণুশ্চ নিষ্কম্পঃ কম্প এব চ
॥দুর্ব্বারণো দুর্ব্বিষহো দুঃসহো দুরতিক্রমঃ
দুর্দ্ধরো দুষ্প্রকম্পশ্চ দুর্ব্বিদো দুর্জ্জয়ো জয়ঃ
শশঃ শশাঙ্কঃ শমনঃ শীতোষ্ণং দুর্জ্জরাথ তুষ্টি
আধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব ব্যাধিহা ব্যাধিগশ্চ হ ॥
সহ্যো যজ্ঞো মৃগব্যাধো ব্যাধীনামাকরোহকরঃ
শিখণ্ডী পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুণ্ডরীকাবলোকনঃ ॥২৬৫
দণ্ডধরঃ সদণ্ডশ্চ দণ্ডমুণ্ডবিভূষিতঃ।
বিষপোহমৃতপশ্চৈব সুরাপঃ ক্ষীরসোমপঃ ॥
মধুপশ্চাজ্যপশ্চৈব সর্ব্বপশ্চ মহাবলঃ।
বৃষাশ্ববাহ্যো বৃষভস্তথা বৃষভলোচনঃ ॥ ২৬৭
বৃষভশ্চৈব বিখ্যাতো লোকানাং লোকসংকৃতঃ
চন্দ্রাদিত্যৌ চক্ষুষী তে হৃদয়ঞ্চ পিতামহঃ।
অগ্নিরাপস্তথা দেবো ধর্ম্মকর্ম্মপ্রসাধিতঃ ॥ ২৬৮
ন ব্রহ্মা ন চ গোবিন্দঃ পুরাণ ঋষয়ো ন চ।
মাহাত্ম্যং বেদিতুং শক্তা যথাতথ্যেন তে শিব
যা মূর্ত্তয়ঃ সুসূক্ষ্মাস্তে ন মহ্যং যান্তি দর্শনম্।
তাভির্মাং সততং রক্ষ পিতা পুত্রমিবৌরসম্ ॥
রক্ষমাং রক্ষণীয়োহহং তবানঘ নমোহস্তু তে
ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ভক্তশ্চাহং সদা ত্বয়ি ॥
যঃ সহস্রাণ্যনেকানি পুংসামাহৃত্য দুর্দ্দশঃ।
তিষ্ঠত্যেকঃ সমুদ্রান্তে স মে গোপ্তাস্তু নিত্যশঃ
যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সত্ত্বস্থাঃ সমদর্শিনঃ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাস্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ
সম্ভক্ষ্য সর্ব্বভূতানি যুগান্তে সমুপস্থিতে

ভূতাত্মা, ভূতকৃদ্, ভূত, ভূতভব্য, ভবোদ্ভব, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, ঋতুৎপত্তি, মহেশ্বর, ঈশান, বীক্ষণ, শান্ত, দুর্দ্দান্ত, দন্তনাশন, ব্রহ্মাবর্ত্ত, সুরাবর্ত্ত, কামাবর্ত্ত, কাম-বিম্বনিহর্ত্তা, কর্ণিকার-রজঃপ্রিয়, মুখচন্দ্র, ভীমমুখ, সুমুখ, দুর্ম্মুখ, মুখ, চতুর্ম্মুখ, বহুমুখ, রণাভিমুখ, হিরণ্যগর্ভ, শকুনি, মহোদধি, পর, বিরাট্, অধর্ম্মাহা, মহাদণ্ড, দণ্ডধার, রণপ্রিয়, গৌতম, গো, প্রতার, গো-বৃষেশ্বর-বাহন, ধর্ম্মকৃৎ, ধর্ম্মস্রষ্টা, ধর্ম্ম, ধর্ম্মবিদুত্তম, ত্রৈলোক্যগোপ্তা, গোবিন্দ, মানদ, মান, তিষ্ঠ, স্থির, স্থাণু, নিষ্কম্প, কম্প, দুর্ব্বারণ, দুর্ব্বিষহ, দুঃসহ, দুরতিক্রম, দুর্দ্ধর, দুষ্প্রকম্প, দুর্ব্বিদ ; দুর্জ্জয়, জয়, শশ, শশাঙ্ক, শমন, শীতোষ্ণ, দুর্জ্জরা, তুষ্টি, আধি, ব্যাধি, ব্যাধিহা, ব্যাধিগ, সহ্য, যজ্ঞ, মৃগ, ব্যাধ, ব্যাধি-আকর, অকর, শিখণ্ডী, পুণ্ডরীকাক্ষ, পুণ্ডরীকাবলোকন, দণ্ডধর, সদণ্ড, দণ্ডমুণ্ডবিভূষিত, বিষপ, অমৃতপ, সুরাপ, ক্ষীর-সোমপ, মধুপ, আজ্যপ, সর্ব্বপ, মহাবল, বৃষাশ্ব-বাহ্য, বৃষভ, বৃষভলোচন, লোক-বিখ্যাত বৃষভ, ও লোক সংকৃত। চন্দ্র ও আদিত্য আপনার চক্ষুর্দ্বয়, এবং পিতামহ আপনার হৃদয়। অগ্নি, জল, ধর্ম্মকর্ম্ম-প্রসাধক দেবগণ, ব্রহ্মা, গোবিন্দ, ও পুরাণ ঋষিগণ, ইহাঁরা কেহই আপনার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে সক্ষম নহেন। ১৩১-২৬৯। আপনার যে অতিসূক্ষ্ম মূর্ত্তি সকল, তাহা আমাদের দৃষ্টিপথের অগোচর। ঐ সকল মূর্ত্তি দ্বারা আপনি পিতার ন্যায় আমাকে রক্ষা করিতেছেন। আপনি আমায় রক্ষা করুন, আমি আপনার রক্ষণীয়। আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ভক্তানুকম্পী, আমি আপনার ভক্ত। আপনি বহু সহস্র পুরুষ আহরণ করিয়া একাকী সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করেন, আপনিই আমার পালনকর্ত্তা। বিগতনিদ্র-জিতশ্বাস সমদর্শী যুঞ্জান পুরুষগণ আপনাকে জ্যোতীরূপে দর্শন করিয়া থাকেন আপনি যোগাত্মা ; আপনাকে

যঃ শেতে জলমধ্যস্থস্তং প্রপদ্যেঽহম্বু শায়িনম্
প্রবিশ্য বদনে রাহোর্যঃ সোমং গ্রসতে নিশি।
গ্রসত্যর্কঞ্চ স্বর্ভানুর্ভূত্বা সোমাগ্নিরেব চ ॥ ২৭৫
যেঽঙ্গুষ্ঠমাত্রাঃ পুরুষা দেহস্থাঃ সর্ব্বদেহিনাম্,
রক্ষন্তু তে হি মাং নিত্যং নিত্যমাপ্যায়য়ন্তু মাম্
যে চাপ্যুৎপতিতা গর্ভাদধোভাগগতাশ্চ যে।
তেষাং স্বাহা স্বধাশ্চৈব আপ্নুবন্তু স্বদন্তু চ ॥
যে ন রোদন্তি দেহস্থাঃ প্রাণিনো রোদয়ন্তি চ
হর্ষয়ন্তি চ হৃষ্যন্তি নমস্তেভ্যস্তু নিত্যশঃ ॥
যে সমুদ্রে নদীদুর্গে পর্ব্বতেষু গুহাসু চ।
বৃক্ষমূলেষু গোষ্ঠেষু কান্তারগহনেষু চ ॥ ২৭৮
চতুষ্পথেষু রথ্যাসু চত্বরেষু সভাসু চ।
হস্ত্যশ্বরথশালাসু জীর্ণোদ্যানালয়েষু চ ॥ ২৭৯
পঞ্চপক্ষসুভূতেষু দিশাসু বিদিশাসু চ।
চন্দ্রার্কয়োর্মধ্যগতা যে চ চন্দ্রার্করশ্মিসু ॥ ২৮০
রসাতলগতা যে চ যে চ তস্মাৎ পরং গতাঃ।
নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যশ্চ নিত্যশঃ
সূক্ষ্মাঃ স্থূলাঃ কৃশা হ্রস্বা নমস্তেভ্যস্তু নিত্যশঃ
সর্ব্বস্ত্বং সর্ব্বগো দেব সর্ব্বভূতপতির্ভবান্।
সর্ব্বভূতান্তরাত্মা চ তেন ত্বং ন নিমন্ত্রিতঃ ॥২৮৩
ত্বমেব চেজ্যসে যস্মাদ্ যজ্ঞৈর্বিবিধদক্ষিণৈঃ।
ত্বমেব কর্ত্তা সর্ব্বস্য তেন ত্বং ন নিমন্ত্রিতঃ ॥২৮৪
অথ বা মায়য়া দেব মোহিতঃ সূক্ষ্ময়া ত্বয়া।
এতস্মাৎ কারণাদ্বাপি তেন ত্বং ন নিমন্ত্রিতঃ ॥
প্রসীদ মম দেবেশ ত্বমেব শরণং মম।
ত্বং গতিস্ত্বং প্রতিষ্ঠা চ ন চান্যাস্তি ন মে গতিঃ
স্তুত্বৈবং স মহাদেবং বিররাম প্রজাপতিঃ।
ভগবানপি সুপ্রীতঃ পুনর্দক্ষমভাষত ॥ ২৮৭
পরিতুষ্টোঽস্মি তে দক্ষ স্তবেনানেন সুব্রত।
বহুনাত্র কিমুক্তেন মৎসমীপং গমিষ্যসি ॥২৮৮
অথৈনমব্রবীদ্বাক্যং ত্রৈলোক্যাধিপতির্ভবঃ
কৃত্বাশ্বাসকরং বাক্যং বাক্যজ্ঞো বাক্যমাহ তম্
দক্ষ দক্ষ ন কর্ত্তব্যো মন্যুর্বিঘ্নমিমং প্রতি।

নমস্কার। যুগান্তকাল সমুপস্থিত হইলে আপনি ভূত সকল সম্যক্ ভক্ষণ করিয়া জলমধ্যে শয়ন করেন; আপনাকে নমস্কার। আপনি রজনিযোগে রাহুবদনে প্রবিষ্ট হইয়া চন্দ্রকে গ্রাস করেন এবং স্বর্ভানু ও সোমাগ্নি হইয়া সূর্য্যকে কবলিত করিয়া থাকেন। আপনিই দেহীদিগের দেহস্থ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ; আপনি নিত্য আমাকে রক্ষা ও আপ্যায়িত করুন। যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ গর্ভ হইতে উৎপতিত ও অধোগত হয়, স্বাহা ও স্বধা তাহাদের রুচিকর হইয়া থাকে। উহারা দেহস্থ অবস্থায় রোদন করে না এবং প্রাণিগণকেও রোদন-পরায়ণ, হৃষ্ট বা তুষ্ট করে না উহাদিগকে নমস্কার। ঐ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সমুদয় সমুদ্র-মধ্যে, নদীদুর্গে, পর্ব্বতে, গুহায়, বৃক্ষমূলে, গোষ্ঠে, কান্তার-গহনে, চতুষ্পথে, রথ্যায় চত্বরে, সভাভূমিতে, চন্দ্র-সূর্য্যের মধ্যস্থলে, চন্দ্রার্ক-রশ্মি-মধ্যে, রসাতলে ও তদতিরিক্ত স্থানেও অবস্থিত। তাহারা স্থূল, সূক্ষ্ম, কৃশ ও হ্রস্ব আপনি তাহাদিগের স্বরূপ। অতএব তাহাদিগকে আমি নিত্য নমস্কার করি। হে দেব! আপনিই নিখিল বস্তু, সর্ব্বগ, সর্ব্ব ভূতপতি, ভগবান্ ও সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা, এই জন্যই আপনার নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ সকলে আপনিই বিধিবৎ যজনীয় হন; আপনি সকলের কর্ত্তা; এই জন্যই আপনি নিমন্ত্রিত হন নাই। হে দেব! অথবা আপনিই আমাকে সূক্ষ্ম মায়া দ্বারা অভিভূত করিয়াছিলেন, এই জন্যই আপনি নিমন্ত্রিত হন নাই। হে দেব! অথবা আপনিই আমাকে সূক্ষ্ম মায়া দ্বারা অভিভূত করিয়াছিলেন, এই জন্যই আপনি নিমন্ত্রিত হন নাই।২৭০-২৮৪। হে দেবেশ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আপনিই আমার একমাত্র শরণ্য। আপনি আমার গতি ও প্রতিষ্ঠা; আপনি ব্যতীত আমার আর গত্যন্তর নাই। প্রজাপতি দক্ষ এইরূপে ভগবান্ মহেশের স্তব করিয়া বিরত হইলে, ভগবান্ মহেশ্বর সুপ্রীত হইয়া পুনরায় দক্ষকে বলিলেন,- হে সুব্রত! আমি তোমার এই সুবিবৃত স্তবে পরিতুষ্ট হইয়াছি; আর অধিক তোমায় বলিতে হইবে না, তুমি আমার নিকটে আইস; এই বলিয়া ভগবান্ সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,-

অহং যজ্ঞহা ন চান্যো দৃশ্যতে তৎপুরা ত্বয়া ॥
ভূয়শ্চ ত্বং বরমিমং মত্তো গৃহ্ণীষ্ব সুব্রত।
প্রসন্নবদনো ভূত্বা ত্বমেকাগ্রমনাঃ শৃণু ॥ ২১১
অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ।
প্রজাপতে মৎপ্রসাদাৎ ফলভাগী ভবিষ্যসি ॥
বেদান্ ষড়ঙ্গানুদ্ধৃত্য সাঙ্খ্যান্ যোগাংশ্চ কৃৎস্নশঃ
তপশ্চ বিপুলং তপ্তা দুশ্চরং দেবদানবৈঃ ॥
অর্থৈর্দশার্দ্ধসংযুক্তৈর্গূঢ়মপ্রাজ্ঞনির্ম্মিতম্
বর্ণাশ্রমকৃতৈর্ধর্ম্মৈর্বিপরীতং ক্বচিৎ সমম্ ॥ ২১৪
শ্রুত্যর্থৈরধ্যবসিতং পশুপাশবিমোক্ষণম্।
সর্ব্বেষামাশ্রমাণাং তু ময়া পাশুপতং ব্রতম্।
উৎপাদিতং শুভং দক্ষ সর্ব্বপাপবিমোক্ষণম্ ॥
অস্য চীর্ণস্য যৎসম্যক্‌ফলং ভবতি পুষ্কলম্।
তদস্তু তে মহাভাগ মানসস্ত্যজ্যতাং জ্বরঃ ॥
এবমুক্ত্বা মহাদেবঃ সপত্নীকঃ সহানুগঃ।
অদর্শনমনুপ্রাপ্তো দক্ষস্যামিতবিক্রমঃ ॥ ২১৭
অবাপ্য চ তদা ভাগং যথোক্তং ব্রহ্মণা ভবঃ।
জ্বরঞ্চ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞো বহুধা ব্যভজত্তদা।
শান্ত্যর্থং সর্ব্বভূতানাং শৃণুধ্বং তত্র বৈ দ্বিজাঃ
শীর্ষাভিতাপো নাগানাং পর্ব্বতানাং শিলারুজঃ
অপাং তু নীলিকাং বিদ্যান্নির্ম্মোকং ভুজগেষ্বপি
খৌরকঃ সৌরভেয়াণামূষরঃ পৃথিবীতলে।
ইভানামপি ধর্ম্মজ্ঞ দৃষ্টিপ্রত্যবরোধনম্ ॥ ৩০০
রন্ধ্রোদ্ভূতং তথাশ্বানাং শিখোদ্ভেদশ্চ বর্হিণাম্।
নেত্ররাগঃ কোকিলানাং জ্বর প্রোক্তো মহাত্মভিঃ ॥৩০১
অজানাং পিত্তভেদশ্চ সর্ব্বেষামিতি নঃ শ্রুতম্।
শুকানামপি সর্ব্বেষাং হিক্কিকা প্রোচ্যতে জ্বরঃ
শার্দ্দূলেষ্বপি বৈ বিপ্রাঃ শ্রমো জ্বর ইহোচ্যতে
মানুষেষু তু সর্ব্বজ্ঞ জ্বরো নাম্নৈব কীর্ত্তিতঃ।
মরণে জন্মনি তথা মধ্যে চ বিশতে সদা ॥ ৩০৩
এতন্মাহেশ্বরং তেজো জ্বরো নাম সুদারুণঃ।
নমস্যশ্চৈব মান্যশ্চ সর্ব্বপ্রাণিভিরীশ্বরঃ ॥ ৩০৪
ইমাং জ্বরোৎপত্তিমদীনমানসঃ
পঠেৎ সদা যঃ সুসমাহিতো নরঃ।

হে দক্ষ! তুমি এই যজ্ঞবিঘ্ন বিষয়ে দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ হইও না। আমিই এই যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছি; অন্য কেহ নহে, তাহা তুমি সাক্ষাৎ দেখিয়াছ; তুমি পুনরায় আমার নিকট হইতে বর প্রার্থনা কর। হে প্রজাপতে! তুমি প্রীতি সহকারে শ্রবণ কর; তুমি সহস্র অশ্বমেধের ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফলভাগী হইবে। তুমি ষড়ঙ্গ বেদ উদ্ধার করিয়া সাংখ্যযোগ ও বিপুল তপ স্মরণ করিয়া গূঢ়, অপ্রাজ্ঞচরিত, বিপরীত-ভাবাপন্ন ও ক্বচিৎসম বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম শ্রুত্যর্থ-সঙ্গত করিয়া প্রচার কর, এই পশুপাশ-বিমোচন পাশুপত ব্রত আমি সর্ব্বাশ্রমীর নিকটেই প্রচারিত করিব। এই ব্রত আচরণ করিলে যে ফল হইবে, তাহার সমুদয় ফল, তুমিই প্রাপ্ত হইবে তুমি মানস জ্বর পরিত্যাগ কর। এই কথা বলিয়া ভগবান্ মহাদেব অনুচরগণের সহিত সপত্নীক অন্তর্হিত হইলেন এবং ব্রহ্ম-পরিকল্পিত যথোক্ত যজ্ঞ ভাগ লাভ করিয়া সর্ব্বভূতের শান্তির নিমিত্ত জ্বরকে বহুভাগে বিভক্ত করিলেন। হে দ্বিজগণ! আপনারা ইহা বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করুন। ২৮৫-৩১৮। নাগদিগের শীর্ষাভিতাপ, পর্ব্বতদিগের শিলাজনিত পীড়া, জলের নালিকা, ভুজগগণের নির্ম্মোক, সৌরভেয়গণের খৌরক, পৃথিবীর ঊষরতা, গজগণের দৃষ্টি প্রত্যবরোধন, অশ্বগণের রন্ধ্রোদ্ভব, ময়ূরদিগের শিখোদ্ভেদ, এবং কোকিলগণের নেত্ররোগ জ্বর বলিয়া কীর্ত্তিত। এই প্রকার- অজগণের পিত্তভেদ, শুকদিগের হিক্কিকা এবং শার্দ্দূলগণের শ্রম, জ্বর বলিয়া কথিত। মানুষদিগের জ্বর জ্বরনামেই অভিহিত। ইহা মানবগণের জন্ম-মরণ-কালে ও মধ্যাবস্থাতেও সংঘটিত হইয়া থাকে। এই যে সুদারুণ জ্বর, ইহা শাম্ভব তেজ বলিয়া জানিবেন এই জ্বররূপী শাম্ভব তেজ সর্ব্বপ্রাণীরই সদা নমস্য, ও মাননীয় যে

বিমুক্তরোগঃ স নরো মুদা যুতো
লভেত কামান্ স যতা মনীষিতান্ ॥ ৩০৫
দক্ষপ্রোক্তং স্তবং পাপি কীর্ত্তয়েদ্ যঃশৃণোতি বা
নাশুভং প্র প্নুয়াৎকিঞ্চিদ্দীর্ঘং চায়ুরবাপ্নুয়াৎ ॥
যতা সর্ব্বেষু দেবেষু বরিষ্ঠো যোগবান্ হরঃ।
তথা স্তবো বরিষ্ঠোঽয়ং স্তবানাং ব্রহ্মনির্ম্মিতঃ
যশোরাজ্যসুখৈশ্বর্য্যবিত্তায়ুর্ধনকাঙ্ক্ষিভিঃ।
স্তোতব্যো ভক্তিমাস্থায় বিদ্যাকামৈশ্চ যত্নতঃ
ব্যাধিতো দুঃখিতো দীনশ্চৌরগ্রস্তো ভয়ার্দ্দিতঃ
রাজকার্য্যনিযুক্তো বা মুচ্যতে মহতো ভয়াৎ ॥
অনেন চৈব দেহেন গণানাং স গণাধিপঃ।
ইহ লোকে সুখং প্রাপ্য গণ এবোপপদ্যতে ॥
ন চ যক্ষাঃ পিশাচা বা ন নাগা ন বিনায়কাঃ।
কুর্য্যুর্বিঘ্নং গৃহে তস্য যত্র সংস্তূয়তে স্তবঃ ॥৩১০
শৃণুয়াদ্বা ইদং নারী সুভক্ত্যা ব্রহ্মচারিণী।
পিতৃভির্ভর্তৃপক্ষাভ্যাং পূজ্যা ভবতি দেববৎ ॥
শৃণুয়াদ্বা ইদং সর্ব্বং কীর্ত্তয়েদ্বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
তস্য সর্ব্বাণি কার্য্যাণি সিদ্ধিং গচ্ছন্ত্যবিঘ্নতঃ ॥
মনসা চিন্তিতং যচ্চ যচ্চ বাচাপ্যুদাহৃতম্।
সর্ব্বং সম্পদ্যতে তস্য স্তবনস্যানুকীর্ত্তনাৎ ॥
দেবস্য সহস্যাথ দেব্যা নন্দীশ্বরস্য তু।
বলিং বিভবতঃ কৃত্বা দমেন নিয়মেন চ ॥ ৩১৫
ততঃ সযুক্তো গৃহীয়ান্নামান্ত যথাক্রমম্।
ঈপ্সিতার্থাস্তভতেঽত্যর্থং কামান্ ভোগাংশ্চ মানবঃ
মৃতশ্চ স্বর্গমাপ্নোতি স্ত্রী সহস্রপরীবৃতঃ ॥ ৩১৬
সর্ব্বকর্ম্মসু যুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
পঠন্ দক্ষকৃতং স্তোত্রং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
মৃতশ্চ গণসালোক্যং পূজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ॥
বৃষেব বিধিযুক্তেন বিমানেন বিরাজতে।
আভূতসংপ্লবস্থায়ী রুদ্রস্যানুচরো ভবেৎ ॥ ৩১৮
ইত্যাহ ভগবান্ ব্যাসঃ পরাশরসুতঃ প্রভুঃ।
নৈতদ্বেদয়তে কশ্চিন্নেদং শ্রাব্যং তু কস্যচিৎ ॥
শ্রুত্বৈতং পরমং গুহ্যং যেঽপি স্যুঃ পাপকারিণঃ

নর সুসমাহিত হইয়া এই জরোৎপত্তি বিবরণ পাঠ করে, সে সর্ব্বরোগমুক্ত হইয়া আনন্দের সহিত যথামতি অভিলষিত সকল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি এই দক্ষ-প্রোক্ত স্তব পাঠ বা শ্রবণ করে, সে কদাচ অমঙ্গল প্রাপ্ত হয় না; পরন্তু দীর্ঘায়ু লাভ করে। যেমন সকল দেবতার মধ্যে ভগবান্ হরই বরিষ্ঠ, সেইরূপ যাবতীয় স্তবের মধ্যে ব্রহ্মনির্ম্মিত দক্ষপ্রোক্ত এই স্তব অতি মহনীয়। যাহারা যশ, রাজ্য, সুখ, ঐশ্বর্য্য, বিত্ত, আয়ু এবং ধন আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তোত্র পাঠ করিবে এবং যাহারা ব্যাধিপীড়িত, দুঃখিত, ভীত, রাজকার্য্য নিযুক্ত, তাহারাও এই স্তোত্র পাঠ করিলে মহৎ ভয় হইতে মুক্তি লাভ করে এই দেহেই তাহারা গণাধিপত্য লাভ করিয়া ইহলোকে সুখ ও পরলোকে গণনায়কত্ব প্রাপ্ত হয়। যেখানে ভগবান্ ভব স্তুত হন, সেখানে যক্ষ, পিশাচ, নাগ ও বিনায়কগণ কোন বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্রহ্মচারিণী নারী ভক্তি সহকারে এই স্তোত্র পাঠ শ্রবণ করে, সেই নারী, পিতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুল এই উভয় কুল হইতেই দেববৎ পূজা লাভ করে। যে ব্যক্তি এই স্তব মাত্র শ্রবণ বা বারবার কীর্ত্তন করে, তাহারও সকল কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাহা মনে মনে ভাবনা করা যায়, যাহা স্পষ্ট বাক্যে বলা যায়, এতৎসমুদয়ই এই স্তবানুকীর্ত্তনে সিদ্ধ হইয়া থাকে। কার্ত্তিকেয়সহ বিভবানুসারে যে ব্যক্তি দেব-ত্রিলোচন, দেবী ও নন্দীশ্বরের বলি-পূজাদি করে, সে ঈপ্সিতার্থ ও অভিলষিত ভোগ সকল প্রাপ্ত হয় এবং মৃত হইলে স্ত্রীসহস্রপরিবৃত হইয়া স্বর্গ লাভ করে বিষয়মুগ্ধ বা সর্ব্ব পাতকযুক্ত ব্যক্তি দক্ষ-কৃত এই স্তোত্র পাঠ করিলে, সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে এবং অন্তে সুরাসুর-পুজিত হইয়া গণসালোক্য প্রাপ্ত হয়; পরে আভুতসংপ্লব কাল পর্য্যন্ত রুদ্রানুচর হইয়া থাকে। ইহা পরাশরসুত ব্যাসদেব বলেন।

বৈশ্যা স্ত্রিয়শ্চ শূদ্রশ্চ রুদ্রলোকমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৩২০
শ্রাবয়েদ্ যস্তু বিপ্রেভ্যো সদা পর্ব্বসু পর্ব্বসু।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি দ্বিজো বৈ নাত্র সংশয়ঃ

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে দক্ষ প্রোক্ত-স্তবো নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়।

সূত উবাচ

ইত্যেষা সমনুজ্ঞাতা কথা পাপপ্রণাশিনী।
যা দক্ষমধিকৃত্যেহ কথা সর্ব্বাদুপাগতা ॥ ১
পিতৃবংশ প্রসঙ্গেন কথা হ্যেষা প্রকীর্ত্তিতা।
পিতৃণামানুপূর্ব্ব্যেণ দেবান্ বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্ ॥
ত্রেতাযুগমুখে পূর্ব্বমাসন্ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে।
দেবা যামা ইতি খ্যাতাঃ পূর্ব্বং যে যজ্ঞসূনবঃ ॥
অজিতা ব্রহ্মণঃ পুত্রা জিতা জিদজিতাশ্চ যে
পুত্রাঃ স্বায়ম্ভুবস্যৈতে শুক্রনাম্না তু মানসাঃ ॥ ৪
তৃপ্তিমন্তো গণা হ্যেতে দেবানন্তু ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ
ছন্দোগাস্তু ত্রয়স্ত্রিংশৎসর্ব্বে স্বায়ম্ভুবস্য হ ॥ ৫
যদুর্যযাতির্দ্দেবৌ দীধয়ঃ শ্রবসো মতিঃ।
বিভাসশ্চ ক্রতুশ্চৈব প্রজাতির্বিশতো দ্যুতিঃ ॥
বায়সো মঙ্গলশ্চৈব যামা দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ
অভিমন্যুরুগ্রদৃষ্টিং সময়োঽথ শুচিশ্রবাঃ।
কেবলো বিশ্বরূপশ্চ সুপক্ষো মধুপস্তথা ॥ ৭
তুরীয়ো নির্হ্যশ্চৈব যুক্তো গ্রাবাজিনস্তু তে।
যমিনো বিশ্বদেবাদ্যং যবিষ্ঠোঽমৃতবানপি ॥ ৮
অজিরো বিভুর্বিভাবশ্চ মুনিকোঽথ দিদেহকঃ
শ্রুতিশ্রণো বৃহচ্ছুক্রো দেবা দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ ॥
আসন্ স্বায়ম্ভুবস্যৈতে অন্তরে সোমপায়িনঃ।
ত্রিবিমন্তো গণা হ্যেতে বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ ॥
তেষামিন্দ্রঃ সদা হ্যাসীদ্বিশ্বভুক্ প্রথমো বিভুঃ।
অসুরা যে তদা তেষামাসন্ দায়াদবান্ধবাঃ ॥ ১১
সুপর্ণযক্ষগন্ধর্ব্বাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ।
অষ্টৌ তে পিতৃভিঃ সার্দ্ধং নাসত্যা দেবযোনয়ঃ

এই স্তোত্র কেহ সহসা প্রকাশ করিবে না এবং শ্রবণও করিবে না। পাপকারী ব্যক্তি বৈশ্য, স্ত্রী, বা শূদ্র, যদি এই পরম গুহ্য স্তব শ্রবণ করে, তাহা হইলে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। যে দ্বিজ বিপ্রগণকে পর্ব্ব পর্ব্বে ইহা শ্রবণ করায়, সে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়; ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ৩১৯-৩২০।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,- পিতৃবংশ বর্ণন প্রসঙ্গে ভগবান্, স্তব ও দক্ষসম্বন্ধিনী কথা আপনারা অবগত হইয়াছেন; অধুনা পিতৃবংশের অনুরূপ দেববংশ বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ করুন। স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারকালে ত্রেতাযুগের আদিতে দেবগণ 'যাম' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পূর্ব্বে ইহাঁরা যজ্ঞপুত্র বলিয়া বিখ্যাত হন। ইহাঁদের মধ্যে অজিতগণ ব্রহ্মার পুত্র এবং জিত, জিৎ ও অজিত, ইহাঁরা স্বায়ম্ভুব মনুর শুক্র নামক মানস পুত্র। দেবগণের মধ্যে গণ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ঐ সকল পুত্র তৃপ্তিমান গণ বলিয়া খ্যাত। স্বায়ম্ভুব মনুর ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক পুত্র ছন্দোগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। যদু, যযাতি, দীধয়, শ্রবস, মতি, বিভাস, ক্রতু, প্রজাপতি, বিশত, দ্যুতি, বায়স, ও মঙ্গল, এই দ্বাদশটী 'যাম' দেব বলিয়া কথিত এবং অভিমন্যু, উগ্রদৃষ্টি, সময়, শুচিশ্রবা, কেবল, বিশ্বরূপ, সুপক্ষ, মধুপ, তুরীয়, গ্রাবাজিন, যুক্ত, নির্হ্য, সাধন বিশ্বদেবাদ্য, যবিষ্ঠ অমৃতবান, অজির, বিভু, বিভাব, মুনিক, বিদেহগ, শ্রুতিশ্রণ, ও বৃহচ্ছুক্র, ইহাঁরা স্বায়ম্ভুবাধিকারে সোমপায়ী ছিলেন। ইহাঁরা মহাবল ত্রিবিমন্তগণ বলিয়া বিখ্যাত। ১-১০। বিশ্বভুক্ বিভু সর্ব্বদা ইহাঁদের ইন্দ্র ছিলেন। তৎকালে অসুর, সুপর্ণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, ও রাক্ষস এই অষ্টগণ উহাঁদের জ্ঞাতি ও বান্ধব মধ্যে পরিগণিত ছিল। তৎকালে পিতৃগণের সহিত

স্বায়ম্ভুবেঽন্তরেঽতীতাঃ প্রজাস্তাসাং সহস্রশঃ
প্রভাবরূপসম্পন্না আয়ুষা চ বলেন চ ॥ ১৩
বিস্তরাদিহ নোচ্যন্তে যা প্রসঙ্গে ভবন্তিহ।
স্বায়ম্ভুবো নিসর্গশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সাম্প্রতং মনুঃ ॥১৪
অতীতে বর্ত্তমানেন দৃষ্টো বৈবস্বতেন সঃ।
প্রজাভির্দেবতাভিশ্চ ঋষিভিঃ পিতৃভিঃ সহ ॥১৫
তেষাং সপ্তর্ষয়ঃ পূর্ব্বমাসন্ যে তান্নিবোধত।
ভৃগুরঙ্গিরা মরীচিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ॥১৬
অত্রিশ্চৈব বসিষ্ঠশ্চ সপ্ত স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
অগ্নীধ্রশ্চাতিবাহুশ্চ মেধা মেধাতিথির্বসুঃ ॥১৭
জ্যোতিষ্মান দ্যুতিমান্ হব্যঃ সবনঃ পুত্র এব চ
মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যৈতে দশ পুত্রা মহৌজসঃ ॥১৮
বায়ুপ্রোক্তা মহাসত্ত্বা রাজানঃ প্রথমেঽন্তরে।
সাসুরং তৎসগন্ধর্ব্বং সযক্ষোরগরাক্ষসম্।
সপিশাচমনুষ্যঞ্চ সুপর্ণাপ্সরসাং গণম্ ॥ ১৯
নো শক্যমানুপূর্ব্ব্যেণ বক্তুং বর্ষশতৈরপি।
বহুত্বান্নামধেয়ানাং সংখ্যা তেষাং কুলে তথা ॥

যা বৈ ব্রহ্মকুলাখ্যাস্তু আসন্ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে
কালেন বহুনাতীতা অয়নাব্দযুগক্রমৈঃ ॥২১

ঋষয় ঊচুঃ।

ক এষ ভগবান্ কালঃ সর্ব্বভূতাপহারকঃ
কস্য যোনিঃ কিমাদিশ্চ কিং তত্ত্বং স কিমাত্মকঃ
কিমস্য চক্ষুঃ কা মূর্ত্তি কে চাস্যাবয়বাঃ স্মৃতাঃ
কিংনামধেয়ঃ কোঽস্যাত্মা এতৎ প্রব্রূহি
পৃচ্ছতাম্ ॥২৩

সূত উবাচ।

শ্রূয়তাং কালসদ্ভাবঃ শ্রুত্বা চৈবাবধার্য্যতাম্।
সূর্য্যযোনির্নিমেষাদিঃ সংখ্যাচক্ষুঃ স উচ্যতে ॥
মূর্ত্তিরস্য ত্বহোরাত্রে নিমেষাবয়বশ্চ সঃ।
সংবৎসরশতং ত্বস্য নাম চাস্য কলাত্মকম্।
সাম্প্রতানাগতাতীতকালাত্মা স প্রজাপতিঃ ॥
পঞ্চানাং প্রবিভক্তানাং কালাবস্থাং নিবোধত
দিনার্দ্ধমাসমাসৈস্তু ঋতুভিস্ত্বয়নৈস্তথা ॥ ২৬
সংবৎসরস্তু প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ।

নাসত্যগণ দেবযোনি ছিলেন। ইহাঁদের প্রভাব-রূপ-সম্পন্ন আয়ুষ্মান্ বলবান্ সহস্র সহস্র সন্তান-সন্ততি স্বায়ম্ভুব অন্তরে অতীত হইয়াছে। এ গ্রন্থে তাহাদের প্রসঙ্গ না থাকায় বিস্তৃতভাবে কথিত হইল না। অতবী স্বায়ম্ভুব মনুর, সৃষ্টিবিস্তার সাম্প্রতিক মনুর ন্যায়ে জ্ঞাতব্য। স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কাল অতীত হইলে, বর্ত্তমান বৈবস্বত মনুর দৃষ্টান্তেই তৎকালিক স্বভাবাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই পূর্ব্ব মন্বন্তরে যাঁহারা প্রজা, দেবতা, ঋষি এবং পিতৃগণের সহিত সপ্তর্ষি ছিলেন, তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন, যথা :- ভৃগু, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি ও বসিষ্ঠ। অগ্নীধ্র, অতিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান, হব্য, সবন ও পুত্র-এই দশ জন মহৌজা স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র। বায়ু বলিয়াছেন, ইহাঁরাই প্রথম মন্বন্তরের রাজা ছিলেন। আর অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস, পশাচ, ও মনুষ্যগণের সহিত কত যে সুপর্ণ ও অপ্সরঃসমূহ সেই মন্বন্তরে ছিলেন, বহুত্ববশত শতবর্ষেও তাহাদের বা পূর্ব্বোক্ত রাজবংশীয়গণের নামের আনুপর্ব্বিক সংখ্যা করা অসম্ভব। সবায়ম্ভুব মন্বন্তরে যে সকল ব্রহ্মকুলাখ্য প্রজা ছিল, বহু অয়ন, অব্দ, ও যুগক্রমে বহুকাল হইল তাহারা অতীত হইয়াছে। ১১-২১। ঋষিগণ বলিলেন,-হে সূত! ঐ সর্ব্ব ভূতাপহারক কাল কে? ইহার উৎপত্তি, আদি, তত্ত্ব, স্বরূপ, চক্ষু, মূর্ত্তি, অবয়ব, নাম এবং দেহ কি ? তাহা বলুন সূত বলিলেন,- আপনারা এই কাল সদ্ভাব শ্রবণ করিয়া অবধারণ করুন ; আমি কীর্ত্তন করিতেছি। সূর্য্যযোনি নিমেষাদিকে কাল কহে ; সংখ্যা কালের চক্ষুঃস্বরূপ। এইকালের মূর্ত্তি অহোরাত্র ; অবয়ব নিমেষ ও কলাত্মক সংবৎসর তাহার নাম ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানাত্মক কালই স্বয়ং প্রজাপতি অধুনা দিন, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু ও অয়নদ্বারা পঞ্চধা বিভক্ত কালের অবস্থাভেদ শ্রবণ

ইদ্বৎসরস্তৃতীয়স্তু চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ ॥ ২৭
বৎসরঃ পঞ্চমস্তেষাং কালঃ স যুগসংজ্ঞিতঃ।
তেষাং তু তত্ত্বং বক্ষ্যামি কীর্ত্ত্যমানং নিবোধত
ঋতুরগ্নিস্তু যঃ প্রোক্তঃ স তু সংবৎসরো মতঃ
আদিত্যো যস্তুসৌ সাবঃ কালাগ্নিঃ পরিবৎসরঃ
শুক্লকৃষ্ণা গতিস্তস্যাপি অপাং সারময়ঃ খগঃ।
স ইদাবৎসরঃ সোমঃ পুরাণে নিশ্চয়ো মতঃ ॥
যশ্চায়ং তপতে লোকাংস্তনুভিঃ সপ্তসপ্তভিঃ।
আত্ম কর্ত্তা চ লোকস্য স বায়ুরিতি বৎসরঃ ॥
অহঙ্কারাদ্রুদন্ রুদ্রঃ সম্ভূতো ব্রহ্মণস্ত্রয়ঃ।
স রুদ্রো বৎসরস্তেষাং বিজজ্ঞে নীললোহিতঃ
তেষাং হি তত্ত্বং বক্ষ্যামি কীর্ত্ত্যমানং নিবোধত।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসংযোগাৎ কালাত্মা প্রপিতামহঃ।
ঋক্সামযজুষাং যোনিঃ পঞ্চানাং পতিরীশ্বরঃ ॥
সোঽগ্নিরাজ্যঞ্চ সোমশ্চ স ভূতঃ স প্রজাপতিঃ।
প্রোক্তঃ সম্বৎসরশ্চেতি সূর্য্যো

যোঽগ্নির্মনীষিভিঃ ॥ ৩৪

যস্মাৎ কালবিভাগানাং মাসর্ত্ত্বয়নয়োরপি।
গ্রহনক্ষত্রশীতোষ্ণবর্ষায়ুঃকর্ম্মণাং তথা।
যোজিতঃ প্রবিভাগানাং দিবসানাঞ্চ ভাস্করঃ ॥
বৈকারিকঃ প্রসন্নাত্মা ব্রহ্মপুত্রঃ প্রজাপতিঃ।
একশ্চৈনেকোঽহশ্চ দিবসো মাসোঽহমর্তুঃ পিতামহঃ
আদিত্যঃ সবিতা ভানুর্জীবনো ব্রহ্মসংস্কৃতঃ।
প্রভবশ্চাপ্যয়শ্চৈব ভূতানাং তেন ভাস্করঃ ॥ ৩৭
তারাভিমানী বিজ্ঞেয়স্তৃতীয়ঃ পরিবৎসরঃ ॥
সোমঃ সর্ব্বৌষধিপতির্যস্মাৎ স প্রপিতামহঃ ॥৩৮
আজীবঃ সর্ব্বভূতানাং যোগক্ষেমকৃদীশ্বরঃ।
অবেক্ষমাণঃ সততং বিভর্ত্তি জগদংশুভিঃ ॥৩৯
তিথীনাং পর্ব্বসন্ধীনাং পূর্ণিমাদর্শয়োরপি।
যোনির্নিশাকরো যশ্চ যোঽমৃতাত্মা প্রজাপতিঃ
তস্মাৎ স পিতৃমান সোম ঋগ্‌যজুশ্ছন্দসাত্মকঃ
প্রাণাপানসমানৈর্ব্যানোদানাশ্চকৈরপি ॥ ৪১
কর্ম্মভিঃ প্রাণিনাং লোকে সর্ব্বচেষ্টা প্রবর্ত্তকঃ।
প্রাণাপানসমানানাং বায়ূনাঞ্চ প্রবর্ত্তকঃ ॥ ৪২

করুন। প্রথম সংবৎসর; দ্বিতীয় পরিবৎসর; তৃতীয় ইদ্বৎসর, চতুর্থ অনুবৎসর এবং পঞ্চম বৎসর সংজ্ঞায় অভিহিত। ইহাদের স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি; যে ঋতু অগ্নি বলিয়া কীর্ত্তিত, উহা সংবৎসর; আদিত্য যে কাল বিভাগ করেন, তাহা পরিবৎসর; সোম ইদ্বৎসর; ইহাঁর শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়বিধ গতি এবং ইনি জলসারময় ও আকাশগামী; ইহাই পুরাণানুমোদিত। যিনি সপ্ত সপ্ত তনু দ্বারা এই লোক সকলকে তাপযুক্ত ও সচেষ্ট করেন, তিনিই বায়ু এবং ঐ বায়ুই অনুবৎসর। রুদ্র রোদন করিতে করিতে অহঙ্কারবশে ব্রহ্মা হইতে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া সম্ভূত হন, ঐ নীললোহিত রুদ্রই রুদ্রদিগের বৎসর। ইহাঁদের যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কালাত্মা প্রপিতামহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যোগে ঋক্ সাম ও যজুর নিদান এবং পঞ্চ কালের ঈশ্বর। তিনিই অগ্নি, যজ্ঞ, সোম ভূত ও প্রজাপতি। যিনি অগ্নি, তিনিই সূর্য্য বলিয়া খ্যাত এবং সেই সূর্য্যই মনীষিগণের মতে সংবৎসর। এই সূর্য্য হইতেই কাল-বিভাগ, মাস, ঋতু, অয়ন, গ্রহ, নক্ষত্র, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, আয়ু ও দিবসের বিভাগ সঙ্ঘটিত হয়। এই প্রসন্নাত্মা ব্রহ্মপুত্র প্রজাপতি, দিবস, মাস ও ঋতুর প্রবর্ত্তয়িতা এবং ইনিই পিতামহস্বরূপ। ইনিই আদিত্য, সবিতা, ভানু, জীবন ও ব্রহ্ম সংস্কৃত নামে অভিহিত এবং ভূতগণের উৎপত্তি-বিনাশ-সাধক বলিয়া ভাস্কর আখ্যায় নিশ্চিত। ২২-৩৭। তৃতীয় পরিবৎসর, তারাভিমানী সোম সকল ওষধির পতি বলিয়া তিনিও প্রপিতামহ-পদবাচ্য ও সর্ব্বভূতের যোগ-ক্ষেমকারী। ইনি অংশু দ্বারা জগৎ পোষণ করেন। তিথি, পর্ব্বসন্ধি, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার ইনি যোনি। ইনি নিশাকর অমৃতাত্মা ও প্রজাপতি; এজন্য এই সোম পিতৃমান এবং ঋক্ যজু ও ছন্দোময়। ইনিই প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানাত্মক কর্ম্ম দ্বারা নিখিল প্রাণীর সর্ব্ব

পঞ্চানাং চেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিস্মৃতিজলাত্মনাম্।
সমানকালকরণঃ ক্রিয়াঃ সম্পাদয়ন্নিব ॥ ৪৩
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকানামাবহ প্রবহাদিভিঃ।
বিধাতা সর্ব্বভূতানাং কর্ম্মী নিত্যং প্রভঞ্জনঃ ॥
যোনিরপ্তেরপাং ভূমেরবেশ্চন্দ্রমসশ্চ যঃ।
বায়ুঃ প্রজাপতির্ভূতং লোকাত্মা প্রপিতামহঃ ॥
প্রজাপতিমুখৈর্দেবৈঃ সম্যগিষ্টফলার্থিভিঃ।
ত্রিভিরেব কপালৈস্ত অম্বকৈরোষধিক্ষয়ে।
ইজ্যতে ভগবান্‌যস্মাত্তস্মাত্র্যম্ব উচ্যতে ॥ ৪৬
গায়ত্রী চৈব ত্রিষ্টুপ চ জগতী চৈব যা স্মৃতা।
ত্র্যম্বকা নামতঃ প্রোক্তা যোনয়ঃ সবনস্য তাঃ
তাভিরেকত্বভূতাভিস্ত্রিবিধাভিঃ স্ববীর্য্যতঃ।
ত্রসাধনপুরোডাশস্ত্রিকপালঃ স বৈ স্মৃতঃ ॥ ৪৮
ইত্যেতৎপঞ্চবর্ষং হি যুগং প্রোক্তং মনীষিভিঃ
যশ্চৈব পঞ্চধাত্মা বৈ প্রোক্তঃ সংবৎসরো দ্বিজৈঃ
সৈকং ষট্‌কং বিজজ্ঞেহথ মধ্বাদীনৃতবঃ কিল
ঋতুপুত্রার্ত্তবঃ পঞ্চ ইতি সর্গঃ সমাসতঃ।
ইত্যেষ পবমানো বৈ প্রাণিনাঞ্চ জীবিতানি তু
নদীবেগসমযুক্তং কালো ধাবতি সংহরন্।
অহোরাত্রকরস্তস্মাৎ স বায়ুরভবৎ পুনঃ ॥ ৫১
এতে প্রজানাং পতয়ঃ প্রধানাঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
পিতরঃ সর্ব্বলোকানাং লোকাত্মানং প্রকীর্ত্তিতাঃ
ধ্যায়তো ব্রহ্মণো বক্ত্রাদ্ভবদ্ভবঃ সমভবস্তুবঃ।
ঋষির্বিপ্রো মহাদেবো ভূতাত্মা প্রপিতামহঃ ॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং প্রণবায়োপপদ্যতে।
আত্মবেশেন ভূতানামঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্ভবঃ ॥ ৫৪
অগ্নিঃ সংবৎসরঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রমা বায়ুরেব চ।
যুগাভিমানী কালাত্মা নিত্যং সংক্ষেপকৃদ্বিভুঃ।
উন্মাদকোঽনুগ্রহকৃৎ স ইদ্বৎসর উচ্যতে ॥ ৫৫
রুদ্রাবিষ্টো ভগবতা জগত্যস্মিন্ স্বতেজসা।
আশ্রয়াশ্রয়সংযোগাত্তনুভির্নামভিস্তথা ॥ ৫৬
ততস্তস্য তু বীর্য্যেণ লোকানুগ্রহকারকম্

চেষ্টাপ্রবর্ত্তক। ইনি প্রাণ, অপান ও সমান বায়ুর প্রবর্ত্তয়িতা; ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, স্মৃতি ও রসের যথাকালে পুষ্টিসাধক; এবং উহাদের যেন ক্রিয়াসম্পাদক। সর্ব্বাত্মা। প্রভঞ্জন আবহ-প্রবহাদি দ্বারা সকল জীবের জীবনস্বরূপ ও বিধাতা। ইনি জল, অগ্নি, ভূমি, রবি ও চন্দ্রমার উৎপত্তি স্থান; তাই ইনি প্রজাপতি, লোকাত্মা ও প্রপিতামহ বলিয়া উক্ত। প্রজাপতিপ্রমুখ দেবতারা সম্যক্ ইষ্টফল কামনায় ওষধিক্ষয়ে ত্রিকপাল ও অম্বক দ্বারা ভগবান্ রুদ্রের পূজা করেন, এজন্য তাঁহার নাম 'ত্র্যম্বক' হইয়াছে। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী এই ছন্দ তিনটি 'ত্র্যম্বক' উঁহারাই যজ্ঞযোনি বলিয়া কথিত। ঐ ত্রিবিধ ছন্দ স্বীয় প্রভাবে কৌভূত হওয়ায় ত্র্যম্বক ত্রিসাধন, পুরোডাশ ও ত্রিকপাল বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। মনীষিগণ এবম্প্রকার পঞ্চবর্ষকে যুগ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। দ্বিজগণ এই যে পঞ্চবিধ সম্বৎসরের কথা কহিয়াছেন, উহাদের এক এক বর্ষ মধু প্রভৃতি ছয় ঋতু হইয়া প্রাদুর্ভূত।

ঋতুপুত্র আর্ত্তবগণ পঞ্চধা বিভক্ত। সংক্ষেপে এই কাল সর্গ কথিত হইল। বায়ুও এইরূপে বায়ুকালরূপে প্রাণিগণের জীবন ক্ষয় করিয়া নদীর বেগের ন্যায় প্রধাবিত হইতেছেন। এই কাল হইতেই অহোরাত্র হইয়াছে, এই কালই পুনরায় বায়ুমূর্ত্তি-ধর। ইহারা সকলেই প্রজাপতি সর্ব্বদেহীদিগের প্রধান, সর্ব্বলোকের পিতা, ও লোকাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত। ৩৮-৫৩। ভগবান্ ব্রহ্মা ধ্যানস্থ থাকিলে ভগবান্ ভব তাঁহা হইতে আবির্ভূত হন। ইনি ঋষি, বিপ্র, ও মহাদেবস্বরূপ ভূতাত্মা এবং পিতামহ। ইনিই সকলের ঈশ্বর, প্রণবের নিমিত্তই ইহাঁর আবির্ভাব। ইনি আত্মরূপে প্রাণিগণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উৎপত্তিকারণ। ইনিই অগ্নি, সংবৎসর, সূর্য্য, চন্দ্রমা ও বায়ু, ইনি যুগাভিমানী, কালাত্মা, নিত্য সংহারক এবং ইনি উন্মাদক ও অনুগ্রহকর্ত্তৃরূপে ইদ্বৎসরনামে কথিত ইনিই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আশ্রয়াশয়-সম্বন্ধ নিবন্ধন তনু

দ্বিতীয়ং অগ্নিসংযোগং শতং তস্যৈকবারকম্ ॥
দেবত্বঞ্চ পিতৃত্বঞ্চ কালত্বঞ্চাস্য যৎপরম্
তস্মাদ্বৈ সর্ব্বথা ভদ্রভক্তিরভিপূজ্যতে ॥ ৫৮
পতিঃ পতীনাং ভগবান্ প্রজেশানাং প্রজাপতিঃ
ভবনঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বেষাং নীললোহিতঃ।
ওষধীঃ প্রতিসন্ধত্তে রুদ্রঃ ক্ষীণাং পুনঃপুনঃ ॥
ইত্যেষাং যদপত্যং বৈ ন তচ্ছক্যং প্রমাণতঃ।
বহুত্বাৎ পরিসংখ্যাতুং পুত্রপৌত্রমনন্তকম্ ॥ ৬০
ইমং বংশং প্রজেশানাং মহতাং পুণ্যকর্ম্মণাম্
কীর্ত্তয়ন্ স্থিরকীর্ত্তীনাং মহতীং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥৬১

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে দেববংশ-
বর্ণনং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি প্রণবস্য বিনিশ্চয়ম্।
ওঙ্কারমক্ষরং ব্রহ্ম ত্রিবর্ণমাদিতঃ স্মৃত ॥ ১
যো যে যস্য যত্তা বর্ণো বিহিতো দেবতাস্তথা।
ঋচো যজুংষি সামানি বায়ুরগ্নিস্তথা জলম্ ॥ ২
তস্মাত্তু অক্ষরাদেব পুনরন্যে প্রজজ্ঞিরে।
চতুর্দ্দশ মহাত্মানো দেবানাং যে তু দেবতাঃ ॥ ৩
তেষু সর্ব্বগতশ্চৈব সর্ব্বগঃ সর্ব্বযোগবিৎ।
অনুগ্রহায় লোকানামাদিমধ্যান্ত উচ্যতে ॥ ৪
সপ্তর্ষয়স্তথেন্দ্র যে দেবাশ্চ পিতৃভিঃ সহ।
অক্ষরান্নিঃসৃতাঃ সর্ব্বে দেবদেবান্মহেশ্বরাৎ ॥
ইহামুত্র হিতার্থায় বদন্তি পরমং পদম্।
পূর্ব্বমেব ময়োক্তস্তে কালস্তু যুগসংজ্ঞিতঃ ॥ ৬
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ যুগাদিঃ কলিনা সহ।
পরিবর্ত্তমানৈস্তৈরেব ভ্রমমাণেব চক্রবৎ ॥ ৭
দেবতাস্তু তদোদ্বিগ্নাঃ কালস্য বশমাগতাঃ।
ন শক্নুবন্তি তন্মানং সংস্থাপয়িতুমাত্মনা ॥ ৮
তপা তে বাগ্যতা ভূত্বা আদৌ মন্বন্তরস্য বৈ।
ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ ইন্দ্রশ্চৈব মহাতপাঃ ॥ ৯
সমাধায় মনস্তীব্রং সহস্রং পরিবৎসরান্।

ও নাম সকল দ্বারা নীব জেন্যে এ জগতে প্রতিভাত। অনন্তর তাঁহারই প্রভাবে আবার লোকানুকূল বিকৃত সৃষ্টি এবং দেব, পিতৃ ও কাল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। পরে ঐ উৎপন্ন ভূতগণই আবার তাঁহার পূজা করে। ভগবান্ ভব প্রজেশ, প্রজাপতি, পতিরও পতি, সর্ব্বভূতের প্রভব এবং ক্ষীণ ওষধি সকলের পুনঃপুনঃ প্রতিসন্ধাতা। প্রথমোক্ত পুণ্যকর্ম্মাদিগের পুত্র পৌত্রাদি অসংখ্য বলিয়া সম্পূর্ণ বংশবিবরণ কীর্ত্তন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। যিনি এই স্থিরকীর্ত্তি প্রজাপতিগণের মহৎ বংশ কীর্ত্তন করেন, তিনি মহতী সিদ্ধি প্রাপ্ত হন্। ৫৪-৬১।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,-অতঃপর প্রণবের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। ওঙ্কারাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ; ওঙ্কারে তিনটী বর্ণ আছে। ইহা মন্ত্রের আদিতে প্রযুক্ত হয়। ওঙ্কারস্থ বর্ণ হইতেই ঋক্ যজুঃ, সাম ও বায়ু অগ্নি বরুণ প্রভৃতি দেবগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। দেবতাদিগের মধ্যে যে চতুর্দ্দশ জন মহাত্মা, তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বগ, সর্ব্বগত ও সর্ব্বযোগবিৎ, তিনিই লোকানুগ্রহের নিমিত্ত ওঙ্কারের আদি-মধ্য অন্তরূপে আবির্ভূত সপ্তর্ষি, ইন্দ্র, দেবগণ ও পিতৃগণ-ইঁহারা সকলেই দেবদেব মহেশ্বরস্বরূপ. ওঙ্কারাক্ষর হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ১-৫। মনীষিগণ ঐ ওঙ্কারাক্ষরকে ইহলোক ও পরলোকের হিতকর পরমপদ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে আমি চক্রবৎ ভ্রমমাণ কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের সহিত কালের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি; যুগ সকল চক্রবৎ ভ্রমণ করিতে থাকিলে, তখন দেবগণ কালের বশতাপন্ন হইয়া ব্যাকুলিতভাবে তাহার ইয়ত্তা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন এবং মন্বন্তরের আদিতে ঐ

প্রপন্নাস্তে মহাদেবং ভীতাঃ কালস্য বৈ তদা
অয়ং হি কালো দেবেশশ্চতুর্মূর্ত্তিমর্ভুর্মুখঃ
কোঽস্য বিদ্যান্মহাদেব অগাধস্য মহেশ্বর ॥ ১১
অথ দৃষ্ট্বা মহাদেবস্তন্তু কালং চতুর্মুখম্।
ন ভেতব্যমিতি প্রাহ কো বঃ কামঃ প্রনীয়তাম্
তৎকরিষ্যাম্যহং সর্ব্বং ন বৃথায়ং পরিশ্রমঃ।
উবাচ দেবো ভগবান্ স্বয়ং কালঃ সুদুর্জ্জয়ঃ ॥১৩
যদেতস্য মুখং শ্বেতং চতুর্জিহ্বং হি লক্ষ্যতে।
এতৎ কৃতযুগং নাম তস কালস্য বৈ মুখম্।
অসৌ দেবঃ সুরশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মা বৈবস্বতো মুখঃ ॥
যদেতদ্রক্তবর্ণাঙ্গং দ্বিতীয়ং বঃ স্মৃতং ময়া।
ত্রিজিহ্বাং লেলিহানশ্চ এতত্ত্রেতা যুগং দ্বিজাঃ
অথ যজ্ঞ প্রবৃত্তিশ্চ জায়তে হি মহেশ্বরাৎ।
ততোঽস্য ইজ্যতে যজ্ঞস্ত্রিস্ত্রোজিহ্বাত্রয়ে হ্যগ্নয়ঃ
দৃষ্ট্বা চৈবাগ্নয়ো বিপ্রাঃ কালজিহ্বাবর্ত্ততে ॥
যদেতত্ত্বৈ মুখং ভীমং দ্বিজিহ্বং রক্তপিঙ্গলম্
দ্বিপাদোঽস্ত্রে ভবিষ্যামি দ্বাপরং নাম তদ্যুগম্
যদেতৎ কৃষ্ণবর্ণাভং তুরীয়ং রক্তলোচনম্।
একজিহ্বো পৃথু শ্যামং লেলিহানং পুনঃপুনঃ ॥
ততঃ কলিযুগং ঘোরং সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্।
কল্পস্য তু মুখং হ্যেতচ্চতুর্থং নাম ভীষণম্ ॥১৯
ন সুখংনোপি নির্ব্বাণং তস্মিন্ ভবতি বৈ যুগে
কালগ্রস্তা প্রজা চাপি যুগে তস্মিন্ ভবিষ্যতি ॥
ব্রহ্মা কৃতযুগে পুজ্যস্ত্রেতায়াং যজ্ঞ উচ্যতে।
দ্বাপরে পুজ্যতে বিষ্ণুরহং পুজ্যশ্চতুর্ষ্বপি ॥ ২১
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ যজ্ঞশ্চ কালস্যৈব কলাত্রয়ঃ।
সর্ব্বেষ্বেব হি কালেষু চতুর্মূর্ত্তির্মহেশ্বরঃ ॥ ২২
অহং জনো জনয়িতা কালঃ কালপ্রবর্ত্তকঃ
যুগকর্ত্তা ততা চৈব পরং পরপরায়ণং ॥ ২৩
তস্মাৎ কলিযুগং প্রাপ্য লোকানাং হিতকারণাৎ
অভয়ার্থং চ দেবানামুভয়োর্লোকয়োরপি ॥ ২৪
তদা ভব্যশ্চ পূজ্যশ্চ ভবিষ্যামি সুরোত্তমাঃ
তস্মাদ্ভয়ং ন কার্য্যঞ্চ কলিং প্রাপ্য মহৌজসঃ ॥

ইন্দ্রপ্রমুখ দেব, ঋষি ও তপোধনগণ যতবাক্ হইয়া সহস্র বর্ষব্যাপী তীব্র তপস্যায় মনঃসমাধানপূর্ব্বক কাল ভয়ে ভীত হইয়া ভগবান মহাদেবকে প্রাপ্ত হন। তাঁহারা বলেন,–হে মহেশ্বর মহাদেব! এই দেবেশ কাল চতুর্ম্মূর্ত্তি চতুর্ব্বদন ; ইহাঁর তত্ত্ব কে জানিতে পারে? অনন্তর মহাদেব চতুর্ম্মুখ কালকে নিরীক্ষণ করিয়া দেবগণকে বলিলেন,–তোমাদের ভয় নাই, আমি তোমাদের কোন্ অভিলষিত পূরণ করিব, তাহা তোমরা বল ; তোমাদিগকে আর বৃথা পরিশ্রম করিতে হইবে না ; এই বলিয়া কালরূপী সাক্ষাৎ সুদুর্জ্জয় দেবদেব বলিতে লাগিলেন,–এই যে চারিটী জিহ্বাবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ বদন দেখিতেছ এইটী কালের কৃতযুগ নামক প্রথম মুখ আর এই মুখই দেব সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ও ইনিই বৈবস্বত নামক মুখ। ঐ যে রক্তবর্ণ ত্রিজিহ্ব, লেলিহান দ্বিতীয় মুখ, উহাই ত্রেতাযুগ ; ইহাতেই মহেশ্বর হইতে যজ্ঞপ্রবৃত্তি হয় এজন্য ইহাতেই যজ্ঞ আরব্ধ হয়। ইহার তিনটী জিহ্বা তিনটী অগ্নিস্বরূপ, ইহাকে আহিত অগ্নিই কালের জিহ্বা। আর এই যে দুইটী জিহ্বা বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর রক্ত পিঙ্গল বদন, এই বদনই আমার দ্বিপাদধর্ম্ম যুক্ত দ্বাপর যুগ। আর এই যে কৃষ্ণবর্ণ রক্তলোচন একজিহ্ব পুনঃপুনঃ লেলিহান স্থূল চতুর্থ বদন, ইহাই কল্পমুখস্বরূপ সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর ঘোর কলিযুগ। কলিযুগে সুখও নাই, নির্ব্বাণও নাই, সকল প্রজাই কলিগ্রস্থ হইয়া থাকে। কৃতযুগে ব্রহ্মা পুজ্য, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে বিষ্ণু এবং আমি চারিযুগেই পূজনীয়। ৬–২১। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও যজ্ঞ-ইহারা কালেরই তিনটী অংশ মাত্র। আর সকল কালেই আমি চতুর্ম্মূর্ত্তি। আমিই জন, আমিই তোমাদের জনয়িতা কালপ্রবর্ত্তক কাল। আমিই যুগকর্ত্তা পরম পরপরায়ণ এজন্য আমি কলিযুগ প্রাপ্ত হইয়া লোকের হিত ও দেবগণের অভয়ের নিমিত্ত ভব্য ও পূজার্হ হইয়া থাকি। হে সুরোত্তমগণ ! সুতরাং কলিপ্রাপ্তিতে আপনাদের ভয়ের কারণ কিছুই নাই। দেব ও ঋষিগণ কালরূপী মহাদেব কর্ত্তৃক

এবমুক্তাস্ততঃ সর্ব্বা দেবতা ঋষিভিঃ সহ।
প্রণম্যশিরসা দেবং পুনরূচুর্জগৎপতিম্ ॥ ২৬
দেবর্ষয় ঊচুঃ।
মহাতেজা মহাকায়ো মাহাবীর্য্যো মহাদ্যুতিঃ।
ভীষণঃ সর্ব্বভূতানাং কথং কালশ্চতুর্মুখঃ ॥২৭
মহাদেব উবাচ।
এষ কালশ্চতুর্মূর্ত্তিমউর্দংষ্ট্রশ্চতুর্মুখঃ।
লোকসংরক্ষণার্থায় অতিক্রামতি সর্ব্বশঃ ॥২৮
নাসাধ্যং বিদ্যতে চাস্য সর্ব্বস্মিন্ সচরাচরে।
কালঃ সৃজতি ভূতানি পুনঃ সংহরতি ক্রমাৎ ॥
সর্ব্বে কালস্য বশগা ন কালঃ কস্যচিদ্বশে।
তস্মাত্তু সর্ব্বভূতানি কালঃ কলয়তে সদা ॥ ৩০
বিক্রমস্য পদান্যস্য পূর্ব্বোক্তান্যেকসপ্ততিঃ।
তানি মন্বন্তরাণীহ পরিবৃত্তযুগক্রমাৎ ॥ ৩১
একং পদং পরিক্রম্য পদামেকসপ্ততিঃ।
যদা কালঃ প্রক্রমতে তদা মন্বন্তরক্ষয়ঃ ॥ ৩২

এবমুক্তা তু ভগবান্ দেবর্ষি পিতৃদানবান্।
নমস্কৃতশ্চ তৈঃ সর্ব্বৈস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩৩
এবং স কালো ভগবান দেবর্ষিপিতৃদানবান্।
পুনঃ পুনঃ সংহরতে সজতে চ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৪
অতো মন্বন্তরে চৈব দেবর্ষিপিতৃদানবৈঃ।
পূজ্যতে ভগবানীশো ভয়াৎ কালস্য তস্য বৈ
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কলৌ কুর্য্যাত্তপো দ্বিজাঃ
প্রপন্নস্য মহাদেবং তস্য পুণ্যফলং মহৎ।
অন্দেবা দিবং গত্বা অবতীর্য্য চ ভূতলে ॥
ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ কলিং প্রাপ্য সুদারুণম্।
তপ ইচ্ছন্তি ভূয়িষ্ঠং কর্ত্তুং ধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৩৬
অবতারান কলিং প্রাপ্য করোতি চ পুনঃপুনঃ
এবং কালান্তরে সর্ব্বে যেহতীতা বৈ সহস্রশঃ
বৈবস্বতেহন্তরে তস্মিন্ দেবরাজর্ষয়স্তথা ॥ ৩৮
দেবাপিঃ পৌরবো রাজা মনুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজাঃ
মহাযোগবলোপেতাঃ কালান্তরমুপাসতে ॥ ৩৯

এইরূপে উক্ত হইয়া তাঁহাকে অবনত-মস্তকে অভিবাদনপূর্ব্বক পুনরায় বলিতে লাগিলেন,- হে দেব। অতিতেজস্বী, মহাকায়, মহাবীর্য্য, মহাদ্যুতি, লোক ভয়ঙ্কর এই কাল চতুর্মুখ হইলেন কি জন্য ? ভগবান্ মহাদেব জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন,- এই চতুর্মূর্ত্তি চতুর্মুখ চতুর্দংষ্ট্র কাল লোকরক্ষার নিমিত্ত সকলেই অতিক্রম করিয়া থাকেন। এই চরাচরে তাঁহার কিছুই অসাধ্য নাই। তিনিই ভূত সমুদয় সৃষ্টি করিতেছেন, আবার তিনিই ক্রমশঃ সংহার করিয়া থাকেন। সকলেই কালের বশবর্ত্তী, কিন্তু কাল কাহারও বশীভূত নহে। এজন্য কালই সর্ব্বভূতের সঙ্কলয়িতা। পূর্ব্বোক্ত একসপ্ততি যুগ-কালের এক একটী পাদক্ষেপ স্বরূপ এবং উহাই মন্বন্তর বলিয়া কথিত এক একবার করিয়া যখন কালের একসপ্ততি বার পাদ বিক্ষেপ হয়, তখনই মন্বন্তরের ক্ষয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ একসপ্ততি যুগে এক যুগান্তর হয়। ভগবান্ মহাদেব- দেব, ঋষি, পিতৃ ও দানবগণকে এই কথা কহিলে তাঁহারা তাঁহাকে নমস্কার করিলেন ; পরে তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন, কাল এই প্রকারে দেব, ঋষি পিতৃ ও দানব প্রভৃতিকে পুনঃপুনঃ সৃজন ও সংহার করিতেছেন । এই নিমিত্তই ভগবান ঈশ, কাল-ভয়ে ভক্তি দেব ঋষি পিতৃ ও দানবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হন। হে দ্বিজগণ ! অতএব কলিযুগে সকলেরই সর্ব্বপ্রযত্নে তপশ্চরণ করা বিধেয়। তিনি তপস্যায় মহাদেবকে প্রাপ্ত হন, তাঁহার পুণ্যফল মহৎ এজন্য ধর্ম্ম পরায়ণ দেবগণ ও ঋষিগণ সুদারুন কলিকালে অবতীর্ণ হইয়া তপস্যা করিতেই ইচ্ছা করেন। ২২-৩৬। এইরূপে তাঁহারা কলিপ্রাপ্ত হইয়া পুনঃপুনঃ অবতীর্ণ ও তপোনিষ্ঠ হইয়া থাকেন। এইরূপে দেবাপি, পুরুবংশসম্ভূত রাজা, মনু ও ইক্ষাকুবংশজাত সহস্র সহস্র নৃপতিগণ,-যাঁহারা কালে অতীত হইয়াছেন, তাঁহারাই আবার কালধর্ম্মের বশীভূত হইয়া বৈবস্বত মন্বন্তরে সত্য ত্রেতা

ক্ষীণে কলিযুগে তস্মিংস্ত্রিভ্যো ত্রেতাযুগে কৃতে
সপ্তর্ষিভিশ্চৈব সার্দ্ধং ভাব্যে ত্রেতাযুগে পুনঃ
গোত্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং চ ভবিষ্যান্তে
প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪০
দ্বাপরান্তে প্রতিষ্ঠন্তে ক্ষত্রিয়া ঋষভিঃ সহ।
কৃতে ত্রেতাযুগে চৈব তথা ক্ষীণে চ দ্বাপরে ॥
ব্রহ্মক্ষত্রস্য চোচ্ছেদা দ্বিজার্থায় কলৌ স্মৃতাঃ।
এবমেতেষু সর্ব্বেষু যুগেষু ক্রমশস্তথা ॥ ৪২
সপ্তর্ষিস্তথা সার্দ্ধং সন্তানার্থং যুগে যুগে।
এবং ক্ষত্রস্য চোচ্ছেদাঃ সম্বন্ধ বৈ দ্বিজৈঃ স্মৃতাঃ
নরাঃ পাতকিনো যে বৈ বর্ত্তন্তে তে কলৌ
স্মৃতা ॥ ৪৩
মন্বন্তরাণাং সপ্তানাং সন্তনার্থা শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ।
এবমেতেষু সর্ব্বেষু যুগাক্ষয়ক্রমস্তথা ॥ ৪৪
পরম্পরং যুগানাং চ ব্রহ্মক্ষত্রস্য চোদ্ভবঃ।
যতা বৈ প্রকৃতিস্তেভ্যঃ প্রবৃত্তানাং যথাক্ষয়ম্ ॥
জামদগ্ন্যেন রামেণ ক্ষত্রে নিরবশেষিতে।
ক্রিয়ন্তে কুলটাঃ সর্ব্বা ক্ষত্রিয়ৈর্বসুধাধিপৈঃ।
দিবং গতানহং তুভ্যং কীর্ত্তয়িষ্যে নিবোধত ॥
ঐড়মিক্ষ্বাকুবংশ্যা প্রকৃতিং পরিচক্ষতে।
রাজানঃ শ্রোণিবন্ধাস্ত তথান্যে ক্ষত্রিয়া ভুবি ॥
ঐড়বংশেহথ সম্ভূতাস্তথা চেক্ষ্বাকবে নৃপাঃ
তেভ্য এব শতং পূর্ণং কুলানামভষেচিতম্ ॥
তাবদেব তু ভোজানাং বিস্তরো দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ
ভোজং তু ত্রিশতং ক্ষত্রং চতুর্দ্ধা তদ্যথাদিশম্
তেষ্বতীতস্ত রাজানো ব্রুবতস্তান্নিবোধত।
শতং বৈ প্রতিবিন্ধ্যানাং হৈহয়ানাং তথা শতম্
ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্ত্বেকশতমশীতির্জনমেজয়াঃ।
শতং বৈ ব্রহ্মদত্তানাং কুলানাং বীর্যিণাং শতম্
ততঃ শতং তু পৌলানাং শতং কাশিকুশাদয়ঃ
তথাপরং সহস্রং তু যেহতীতাঃ শশবিন্দবঃ।
ঈজানাস্তেহশ্বমেধৈস্তে সর্ব্বে নিবৃতদক্ষিণৈঃ ॥
এবং রাজর্ষয়োহতীতাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ।
মনোর্বৈবস্বতস্যেহ বর্ত্তমানেহন্তরে শুভে ॥ ৫৩

দ্বাপর কলি এই যুগেই সপ্তর্ষিগণের সহিত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারাই ক্ষত্রিয়বংশের ভাবী প্রবর্ত্তকরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। কৃত, ত্রেতা ও দ্বাপর-যুগের শেষে ক্ষত্রিয়গণ সপ্তর্ষিগণের সহিত মিলিত হন এবং তাঁহারা দ্বিজগণের ধর্ম্ম্য কর্ম্মের সহায়তার নিমিত্তই সপ্তর্ষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণের জন্য উচ্ছেদ প্রাপ্ত হন সকল যুগেই এইরূপ সঙ্ঘটিত হয়। পাতকী নরসকলই কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সপ্ত মন্বন্তরের বিস্তৃত বৃত্তান্ত শ্রুতি ও স্মৃতি গ্রন্থেই নিহিত। যুগ পরাবার উদ্ভব, ব্রহ্মক্ষেত্রদিগের উৎপত্তি, তাহাদিগের প্রকৃতি ও তৎপ্রবৃত্ত প্রজাদিগের ক্ষয়, ঐরূপে যুগক্ষয়ক্রম সকল গ্রন্থেই ঐরূপ জানিতে হইবে জামদগ্ন্য রাম ক্ষত্রকুল নির্ম্মূল করিলে ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ কুলটা সংসর্গ করিয়াছিলেন। অতঃপর আমি স্বর্গত নৃপতিগণের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ঐড় বংশ ইক্ষ্বাকু বংশের আদি বলিয়া কথিত। 'শ্রোণিবন্ধ' নৃপতিগণ এবং অন্যান্য বহু নৃপতি ঐড়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নৃপতিবৃন্দ হইতে শত শত কুল বিস্তৃত হইয়াছিল। ৩৭-৫০। ভোজবংশীয় নৃপদিগের বংশ উঁহাদের দ্বিগুণ; প্রায় তিন শত হইবে। এই ভোজবংশের চারিটী অংশ আছে; উহা উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রতিবিন্ধ্য, হৈহয় ও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের প্রত্যেক বংশের একশত করিয়া কুল অতীত হইয়াছে। জনমেজয়বংশের আশি, ব্রহ্মদত্ত, বীর্য্য পৌল ও কাশিকুশবংশের প্রত্যেককতঃ একশত এবং শশবিন্দুদিগের এক সহস্র কুল অতীত হইয়াছে। এই বংশীয়গণ সকলেই ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এইরূপ শত শত সহস্র সহস্র

পুনরুক্তবহুত্বাচ্চো ন শক্যং বিস্তরেণ তু।
এবং সঙ্কেপতঃ প্রোক্তা ন শক্যো বিস্তরেণ তু
বক্তুং রাজর্ষয়ঃ কৃৎস্না যেহতীতাস্তেযুগৈ সহ ॥
এতে যযাতিবংশ্য বহুবুর্বংশবর্দ্ধনাঃ।
কীর্ত্তিতা দ্যুতিমন্তস্তে যে লোকন্ ধারয়ন্তি বৈ
লভন্তে চ বরান্ পঞ্চ দুর্লভান্ ব্রহ্মলৌকিকান্
আয়ুঃ পুত্রান্ ধনং কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যং ভূতিরেব চ ॥
ধারণাচ্ছ্রবণাচ্চৈব পঞ্চবর্গস্য ধীমতাম্।
তথোক্তা লৌকিকাশ্চৈব ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি বৈ
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাঞ্চ কৃতং যুগম্।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥
কৃতে বৈ প্রক্রিয়াপাদশ্চতুঃসাহস্র উচ্যতে
তস্মাচ্চতুঃশতং সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥
ত্রেতা ত্রীণি সহস্রাণি সংখ্যয়া মুনিভিঃ সহ।
তস্যাপি ত্রিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশস্ত্রিশতঃ স্মৃতঃ
অনুষঙ্গপাদস্ত্রেতায়াস্ত্রিসাহস্রস্তু সংখ্যয়া।
দ্বাপরে দ্বে সহস্রে তু বর্ষাণাং সম্প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
তস্যাপি দ্বিশতী সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশো দ্বিশতস্তথা
উপোদ্ঘাতস্তৃতীয়স্তু দ্বাপরে পাদ উচ্যতে ॥ ৬২
কলিং বর্ষসহস্রং তু প্রাহুঃ সংখ্যাবিদো জনাঃ।
তস্যাপি শতিকা সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশঃ শতমেব চ ॥
সংহারপাদঃ সংখ্যাতশ্চতুর্থো বৈ কলৌ যুগে।
সসন্ধ্যানি সহাংশানি চত্বারি তু যুগানি বৈ ॥ ৬৪
এতদ্দ্বাদশসাহস্রং চতুর্যুগমিতি স্মৃতম্
এবং পাদৈঃ সহস্রাণি শ্লোকানাং পঞ্চ পঞ্চ চ ॥
সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশকৈরেব দ্বে সহস্রে তথাপরে।
এবং দ্বাদশসাহস্রং পুরাণং কবয়ো বিদুঃ ॥ ৬৬
যথা বেদশ্চতুষ্পাদশ্চতুষ্পাদং তথা যুগম্।
যথা যুগং চতুষ্পাদং বিধাত্রা বিহিতং স্বয়ম্।
চতুষ্পাদং পুরাণন্তু ব্রহ্মণা বিহিতং পুরা ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে যুগধর্ম্ম-
নিরূপণং নাম দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২

রাজর্ষি অতীত হইয়াছেন। বৈবস্বত মনুর এই বর্ত্তমান অধিকার কালে যাঁহারা অতীত হইয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে তাঁহাদের উল্লেখ বিস্তৃতরূপে করিতে আমি অক্ষম। কাজেই যে সকল রাজর্ষি সেই সেই যুগের সহিত অতীত হইয়াছেন; সংক্ষেপে তাঁহাদের উল্লেখ করিলাম; বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করিতে পারিলাম না। এই রাজন্যবর্গ সকলেই যযাতিবংশ-সম্ভূত। ইহাঁরা সকলেই দ্যুতিমান্ ছিলেন এবং সকলেই সমস্ত লোক পালন করিয়াছিলেন। প্রজাগণের পুত্রবৎ পালন ও তাহাদের সকল প্রকার অভিযোগ শ্রবণ হেতু ইহারা দুর্লভ ব্রহ্ম লোকপ্রাপক বর লাভ করিবার পর আয়ু, ধন, পুত্র, কীর্ত্তি, ও ঐশ্বর্য্য এই পাঁচটি বরও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃতযুগে প্রক্রিয়াপাদ; ঐ যুগের পরিমাণ- চারি হাজার বৎসর এবং উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ চারিশত বৎসর। ত্রেতাযুগে অনুষঙ্গ পাদ; ঐ যুগের পরিমাণ তিন হাজার; এবং উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ তিন শত বৎসর দ্বাপরে উপোদ্ঘাত পাদ; ঐ যুগের পরিমাণ দুই হাজার বৎসর এবং উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই শত বৎসর। কলিযুগে সংহারপাদ প্রখ্যাত;ঐ যুগের পরিমাণ এক সহস্র বৎসর; ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশও এক শত বৎসর করিয়া। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের সহিত এই চারি যুগের কথা বলা হইল। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণসহ এই চারি যুগের পরিমান দ্বাদশ সহস্র বৎসর। এইরূপ যুগপাদেরও পরিমাণ দশ সহস্র বৎসর। আর ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ পমিাণ দুই হাজার বৎসর। ঋষিগণ এই দ্বাদশ সহস্র যুগপাদ-পমিাণ কীর্ত্তন করেন। বেদ যেমন চতুষ্পাদ, তেমনি যুগও চতুষ্পাদ বলিয়া কীর্ত্তিত; ইহা স্বয়ং বিধাতা বিধান করিয়াছেন। ৫১-৬৭।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু অতীতানাগতেষ্বিহ।
তুল্যাভিমানিনঃ সর্ব্বে জায়ন্তে নামরূপতঃ॥ ১
দেবাশ্চ বিবিধা যে চ তস্মিন্ মন্বন্তরেঽধিপাঃ
ঋষয়ো মনবশ্চৈব সর্ব্বে তুল্যাভিমানিনঃ॥ ২
মহর্ষিসর্গঃ প্রোক্তো বৈ বংশঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ কীর্ত্ত্যমানং নিবোধত॥ ৩
মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যাসন্ দশ পৌত্রাস্তু তৎসমাঃ।
যৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপসমন্বিতা॥ ৪
সসমুদ্রাকরবতী প্রতিবর্ষং নিবেশিতা।
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে পূর্ব্বমাদ্যে ত্রেতাযুগে তদা॥ ৫
প্রিয়ব্রতস্য পুত্রৈস্তৈঃ পৌত্রৈঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু।
প্রজাসর্গতপোযোগৈস্তৈরিয়ং বিনিবেশিতা॥ ৬
প্রিয়ব্রতাৎ প্রজাবন্তো বীরাৎ কন্যা ব্যজায়ত
কন্যা সা তু মহাভাগা কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ॥ ৭
কন্যে দ্বে শতপুত্রাশ্চ সম্রাট্ কুক্ষিশ্চ তে উভে
তয়োর্ব্বৈ ভ্রাতরঃ শূরাঃ প্রাজাপতিসমা দশ॥৮
অগ্নীধ্রশ্চ বপুষ্মাংশ্চমেধা মেধাতিথির্ব্বিভুঃ।
জ্যোতিষ্মান্ দ্যুতিমান্ হব্যঃ সবনঃ সর্ব্ব এব চ
প্রিয়ব্রতোঽভ্যষিঞ্চৈতান্ সপ্ত সপ্তসু পার্থিবান্
দ্বীপেষু তেষু ধর্ম্মেণ দ্বীপাংস্তাংশ্চ নিবোধত॥
জম্বুদ্বীপেশ্বরং চক্রে অগ্নীধ্রন্তু মহাবলম্।
প্লক্ষদ্বীপেশ্বরশ্চাপি তেন মেধাতিথিঃ কৃতঃ॥১১
শাল্মলৌ তু বপুষ্মন্তং রাজানমভিষিক্তবান্।
জ্যোতিষ্মন্তং কুশদ্বীপে রাজানং কৃতবান্ প্রভুঃ
দ্যুতিমন্তঞ্চ রাজানং ক্রৌঞ্চদ্বীপে সমাদিশৎ।
শাকদ্বীপেশ্বরং চাপি হব্য চক্রে প্রিয়ব্রতঃ।
পুষ্করাধিপতিং বাপি সবনং কৃতবান্ প্রভুঃ।
পুষ্করে সবনস্যাপি মহাবীতঃ সুতোঽভবৎ
ধাতকিশ্চৈব দ্বাবেতৌ পুত্রৌ পুত্রবতাং বরৌ
মহাবীতং স্মৃতং বর্ষং তস্য নাম্না মহাত্মনঃ
নাম্না তু ধাতকেশ্চাপি ধাতকীখণ্ড উচ্যতে॥ ১৫
হব্যো ব্যজনয়ৎ পুত্রান্ শাকদ্বীপেশ্বরান্ প্রভুঃ
জলদঞ্চ কুমারঞ্চ সুকুমারং মণীচকম্॥ ১৬
বসুমোদং সুমোদাকং সপ্তমঞ্চ মহাদ্রুমম্।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,-অতীত ও অনাগত মন্বন্তরসমূহে সকলেই নাম ও রূপানুসারে তুল্যাভিমানী হইয়া থাকে। সেই সেই মন্বন্তরের বিবিধ দেবতা, মন্বন্তরাধিপ, বিভিন্ন মনু এবং ঋষি সকলেই তুল্যাভিমানী পূর্ব্বে মহর্ষিসৃষ্টি কথিত হইয়াছে; অধুনা বিস্তৃতরূপে স্বায়ম্ভুব বংশ কীর্ত্তন করিতেছি- শ্রবণ করুন। স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পৌত্র ছিলেন; তাঁহারা প্রিয়ব্রতের পুত্র এবং গুণে সকলেই স্বায়ম্ভুব মনুর সমান। পূর্ব্বে সত্য ও ত্রেতাযুগে তাঁহারা যোগ ও তপশ্চরণ দ্বারা সসমুদ্রা সপ্তদ্বীপ-সমন্বিতা সমগ্র পৃথিবীর করগ্রহণ করিতেন। প্রজাপতি বীর প্রিয়ব্রত হইতে এক কন্যা উৎপন্ন হয়। ঐ মহাভাগা কন্যা কর্দ্দমপ্রজাপতির সহধর্ম্মিণী ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আরও দুইটী কন্যা এবং সম্রাট্ ও কুক্ষি প্রভৃতি শত পুত্র উৎপন্ন হয়। ইঁহাদের মধ্যে দশজন ভ্রাতা প্রজাপতি-সম প্রখ্যাত পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহাদের নাম- অগ্নীধ্র, বপুষ্মান্, মেধা, মেধাতিথি, বিভু, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, হব্য, সবন ও সর্ব্ব। প্রিয়ব্রত ইহাঁদের মধ্যে ধর্ম্মানুসারে সাতজনকে সপ্তদ্বীপে অভিষেক করেন। তিনি কোন দ্বীপে কাহাকে অভিষেক করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন অগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপের, মেধাতিথিকে প্লক্ষদ্বীপের, বপুষ্মানকে শাল্মলিদ্বীপের, জ্যোতিষ্মানকে কুশদ্বীপের,, দ্যুতিমানকে ক্রৌঞ্চদ্বীপের, হব্যকে শাকদ্বীপের ও সবনকে পুষ্করদ্বীপের অধীশ্বর করেন। পুষ্করদ্বীপে সবনের মহাবীত ও ধাতকী নামে দুই পুত্র হয়। মহাবীতের নামে মহাবীত নামক বর্ষ এবং ধাতকীর নামে ধাতকীখণ্ড প্রসিদ্ধ লাভ করে হব্য কতিপয়

জলদং জলদস্যাথ বর্ষং প্রথমমুচ্যতে।
কুমারস্য চ কৌমারং দ্বিতীয়ং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
সুমুকারং তৃতীয়ন্তু সুকুমারস্য কীর্ত্তিতম্।
মণীচকস্য চতুর্থং মণীচকমিহোচ্যতে ॥ ১৮
বসুমোদস্য বৈ বর্ষং পঞ্চমং বসুমোদকম্।
মোদকস্য তু মোদাকং বর্ষষষ্ঠং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১৯
মহাদ্রুমস্য নাম্না তু সপ্তমন্তু মহাদ্রুমম্
এবান্তু নামভিস্তানি সপ্ত বর্ষাণি তত্র বৈ ॥ ২০
ক্রৌঞ্চদ্বীপেশ্বরস্যাপি পুত্র দ্যুতিমতস্তু বৈ।
কুশলা মনুগশ্চোষ্ণঃ পীবরশ্চান্ধকারকঃ
মুনিশ্চ দুন্দুভিশ্চৈব সুতা দ্যুতিমতস্তু বৈ ॥ ২১
তেষাং স্বনামভির্দেশাঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপাশ্চ যাঃ শুভাঃ
উষ্ণস্যোষ্ণঃ স্মৃতো দেশঃ পীবরস্যাপি পীবরঃ
অন্ধকারকদেশস্তু অন্ধকারশ্চ কীর্ত্ত্যতে।
মুনেস্তু মুনিদেশো বৈ দুন্দুর্ভেদুন্দুভিঃ স্মৃতঃ।
এতে জনপদাঃ সপ্ত ক্রৌঞ্চদ্বীপে তু ভাস্বরাঃ
জ্যোতিষ্মতঃ কুশদ্বীপে সপ্তৈতে সুমহৌজসঃ

উদ্ভিদো বেণুমাংশ্চৈব বৈরথো লবণো ধৃতিঃ ॥
ষষ্ঠঃ প্রভাকরশ্চৈব সপ্তমঃ কপিলঃ স্মৃতঃ।
উদ্ভিদং প্রথমং বর্ষং দ্বিতীয়ং বেণুমণ্ডলম্।
তৃতীয়ং বৈরথাকারং চতুর্থং লবণং স্মৃতম্ ॥ ২৫
পঞ্চমং ধৃতিমদ্বর্ষং ষষ্ঠং বর্ষং প্রভাকরম।
সপ্তমং কপিলং নাম কপিলস্য প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৬
তেষাং দ্বীপাঃ কুশদ্বীপে তৎসনামান এব তু।
আশ্রমাচারযুক্তাভিঃ প্রজাভিঃ সমলঙ্কৃতাঃ ॥ ২৭
শাল্মলস্যেশ্বরাঃ সপ্ত পুত্রাস্তে তু বপুষ্মতঃ।
শ্বেতশ্চ হরিতশ্চৈব জীমূতো রোহিতস্তথা।
বৈদ্যুতো মানসশ্চৈব সুপ্রভঃ সপ্তমস্তথা ॥ ২৮
শ্বেতস্য শ্বেতদেশস্তু রোহিতস্য চ রোহিতঃ
জী তস্য চ জীমূতো হরিতস্য চ হরিতঃ ॥ ২৯
বৈদ্যুতো বৈদ্যুতস্যাপি মানসস্যাপি মানসঃ।
সুপ্রভঃ সুপ্রভস্যাপি সপ্তৈতে দেশাপালকাঃ ॥
সপ্তদ্বীপে তু বক্ষ্যামি জম্বুদীপাদনন্তরম্।
সপ্তমেধাতিথেঃ পুত্রাঃ প্লক্ষদ্বীপেশ্বরা নৃপা ॥ ৩১

শাকদ্বীপাধিপ কুমার উৎপাদন করেন। তাঁহাদের নাম,-জলদ, কুমার, সুকুমার, মণীচক, বসুমোদ, সুমোদক ও মহাদ্রুম। ইহাঁদের মধ্যে জলদের জলদনামক প্রথম বর্ষ, কুমারের কৌমার নামক দ্বিতীয় বর্ষ, সুকুমারের সুকুমারনামক তৃতীয় বর্ষ, মণীচকের মণীচক নামক চতুর্থ বর্ষ, বসুমোদের বসুমোদনামক পঞ্চম বর্ষ, মোদকের মোদাক নামক ষষ্ঠ বর্ষ ও মহাদ্রুমের মহাদ্রুম নামক সপ্তম বর্ষ প্রসিদ্ধ। শাকদ্বীপে ইহাঁদের নামানুসারে ঐ সাতটী বর্ষ-পর্ব্বত আছে। ক্রৌঞ্চদ্বীপের ঈশ্বর দ্যুতিমানের কতিপয় পুত্র ছিলেন; তাঁহাদের নাম- কুশল, মনুগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি। ইহাঁরা ক্রৌঞ্চদ্বীপে আপন আপন নামে নাম দিয়া এক এক দেশে অধিকার করিয়াছিলেন। তদনুসারে উষ্ণের উষ্ণদেশ, পীবরের পীবরদেশ, অন্ধকারকের অন্ধকার দেশ, মুনির মুনিদেশ, ও দুন্দুভির দুন্দুভিদেশ; ক্রৌঞ্চদ্বীপে এই সপ্ত জনপদ অতি সমৃদ্ধ. কুশদ্বীপে জ্যোতিষ্মানের সপ্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। নাম যথা- উদ্ভিদ, বেণুমান, বৈরথ, লবণ, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল। এই সকল পুত্রের নামানুসারে ঐ দ্বীপে এক এক বর্ষ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম বর্ষ উদ্ভিদ, দ্বিতীয় বেণুমণ্ডল, তৃতীয় বৈরথাকার, চতুর্থ লবণ, পঞ্চম ধৃতিমান, ষষ্ঠ প্রভাকর ও সপ্তম কপিল বর্ষ নামে প্রসিদ্ধ কুশদ্বীপের অন্তর্গত দ্বীপগুলি এইরূপে ইহাঁদের নামানুসারে প্রখ্যাত এবং আশ্রমাচারযুক্ত প্রজাবর্গে সমলঙ্কৃত। ১-২৭। শাল্মলেশ্বর বপুষ্মানের সপ্ত পুত্র; নাম- শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ। তন্মধ্যে শ্বেত, শ্বেত নামক দেশের, রোহিত, রোহিতনামক দেশের, জীমূত, জীমূতনামক দেশের, হরিত, হরিতনামক দেশের, বৈদ্যুত, বৈদ্যুতনামক দেশের, মানস, মানসনামক

জ্যেষ্ঠঃ শান্তভয়স্তেষাং সপ্তবর্ষাণি তানি বৈ।
তস্মাচ্ছান্তভয়াচ্চৈব শিশিরস্তু সুখোদয়ঃ।
আনন্দশ্চ ধ্রুবশ্চৈব ক্ষেমকশ্চ শিবস্তথা ॥ ৩২
তানি তেষাং সনামানি সপ্তবর্ষাণি ভাগশঃ
নিবেশিতানি তৈস্তানি পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥
মেধাতিথেস্তু পুত্রৈস্তৈঃ সপ্তদ্বীপনিবাসিভিঃ।
বর্ণাশ্রমাচারযুক্তাঃ প্লক্ষদ্বীপে প্রজাঃ কৃতাঃ ॥২৪
প্লক্ষদ্বীপাদিকেষেব শাকদ্বীপান্তরেষু বৈ।
জ্ঞেয়ঃ পঞ্চসু ধর্ম্মো বৈ বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ॥২৫
সুখমায়ুশ্চ রূপঞ্চ বলং ধর্ম্মশ্চ নিত্যশঃ।
পঞ্চস্বেতেষু দ্বীপেষু সর্ব্বং সাধারণং স্মৃতম্ ॥২৬
সপ্তদ্বীপপরিক্রান্তং জম্বুদ্বীপং নিবোধত।
অগ্নীধ্রং জ্যেষ্ঠদায়াদং কন্যাপুত্রং মহাবলম্।
প্রিয়ব্রতোঽভ্যষিঞ্চত্তং জম্বুদ্বীপেশ্বরং নৃপম্ ॥
তস্য পুত্রা বভূবুর্হি প্রজাপতিসমৌজসঃ।
জ্যেষ্ঠো নাভিরিতিখ্যাতস্তস্য কিম্পুরুষোঽনুজঃ

হরিবর্ষস্তৃতীয়স্তু চতুর্থোঽভূদিলাবৃতঃ।
রম্যঃ স্যাৎ পঞ্চমঃ পুত্রো হরিন্মান্ ষষ্ঠ উচ্যতে
কুরুস্তু সপ্তমস্তেষাং ভদ্রাশ্বো হ্যষ্টমঃ স্মৃতঃ।
নবমঃ কেতুমালস্তু তেষাং দেশান্নিবোধত ॥
নাভেস্তু দক্ষিণং বর্ষং হিমাহ্বং তু পিতা দদৌ
হেমকূটং তু যদ্বর্ষং দদৌ কিম্পুরুষায় তৎ ॥৪১
নৈষধং যৎস্মৃতং বর্ষং হরিবর্ষায় তদ্দদৌ
মধ্যমং যৎসুমেরোস্তু স দদৌ তদিলাবৃতে ॥৪২
নীলং তু যৎস্মৃতং বর্ষং রম্যায়ৈতৎপিতা দদৌ
শ্বেতং যদুত্তরং তস্মাৎ পিত্রা দত্তং হরিন্মতে ॥৪৩
যদুত্তরং শৃঙ্গবতো বর্ষং তৎকুরবেদদৌ।
বর্ষং মাল্যবতং চাপি ভদ্রাশ্বায় ন্যবেদয়ৎ ॥৪৪
গন্ধমাদনবর্ষং তু কেতুমালে ন্যবেদয়ৎ।
ইত্যেতানি মহান্তীহ নব বর্ষাণি ভাগশঃ ॥৪৫
অগ্নীধ্রস্তেষু সর্ব্বেষু পুত্রাংস্তানভ্যষিঞ্চত।
যথাক্রমং স ধর্ম্মাত্মা ততস্তু তপসি স্থিতঃ ॥৪৬
ইত্যেতৈঃ সপ্তভিঃ কৃৎস্নাঃ সপ্তদ্বীপা
নিবেশিতাঃ।
প্রিয়ব্রতস্য পুত্রৈস্তৈঃ পৌত্রৈঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু ॥
যানি কিম্পুরুষাদ্যানি বর্ষাণ্যষ্টৌ শুভানি তু।

সেমের বেং সুপ্রভ, সুপ্রভ দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। আমি সপ্তদ্বীপের মধ্যে জম্বু দ্বীপের পরবর্ত্তী অন্যান্য দীপপুঞ্জের বিবরণই অগ্রে কীর্ত্তন করিতেছি। মেধাতিথির সপ্ত পুত্র, ইহাঁরা সকলেই প্লক্ষদ্বীপের অধীশ্বর। ইহাদের মধ্যে শান্তভয় জ্যেষ্ঠ। ইহাঁরা সপ্ত ভ্রাতায় নিজ নিজ নামে প্রসিদ্ধ সপ্ত বর্ষ পালন করিতেন। শান্তভয়ের অনুজগণের নাম-শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, ধ্রুব, ক্ষেমক ও শিব। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মেধাতিথির পুত্রগণ সমগ্র প্লক্ষদ্বীপের প্রজাবর্গকে বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত করিয়াছিলেন। প্লক্ষদ্বীপ হইতে শাক দ্বীপের প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বর্ণাশ্রম-বিভাগানুযায়ী ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় এই পঞ্চ দ্বীপে সুখ, আয়ু, রূপ, রস ও ধর্ম্ম সকলেরই সমান। অধুনা সপ্তদ্বীপ-সুশোভিত জম্বুদ্বীপের বিবরণ শ্রবণ করুন। প্রিয়ব্রত জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবল অগ্নীধ্রকে কন্যা-পুত্রের সহিত এই জম্বুদ্বীপের আধিপত্যে অভিষিক্ত করেন। প্রজাপতি সদৃশ ঐ

অগ্নীধ্রের কতিপয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ নাভি ; ইহার অনুজ কিম্পুরুষ দ্বিতীয় ; হরিবর্ষ তৃতীয় ; চতুর্থ ইলাবৃত ; পঞ্চম রম্য ; হরিন্মান্ ষষ্ঠ ; কুরু সপ্তম ; ভদ্রাশ্ব অষ্টম ; এবং নবম কেতুমাল; ইনিই সর্ব্ব কনিষ্ঠ। ইহাদের পিতা নাভিকে হিমাখ্য দক্ষিণ বর্ষ, কিম্পুরুষকে হেমকুট, হরিবর্ষকে নৈষধবর্ষ, ইলাবৃতকে সমেরুর মধ্য প্রদেশ, রম্যকে নীলবর্ষ, হরিন্মনএক শ্বেতবর্ষ, কুরুকে শৃঙ্গবানের উত্তর প্রদেশ, ভদ্রাশ্বকে মাল্যবান্ বর্ষ এবং কেতুমালকে গন্ধমাদন বর্ষ, প্রদান করেন। অগ্নীধ্র এই প্রকারে পুত্রগণকে নয়টি বর্ষে অভিষিক্ত করিয়া তপস্যায় মনঃ সমাধান করেন। স্বায়ম্ভুব প্রিয়ব্রতের সপ্তপুত্র এই প্রকারে সপ্তদ্বীপশালিনী সমস্ত পৃথিবী ভোগ

তেষাং স্বভাবতঃ সিদ্ধিঃ সুখপ্রায়া হ্যযত্নতঃ ॥
বিপর্যয়ো ন তেষ্বস্তি জরামৃত্যুভয়ং ন চ।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তেষ্বাস্তাং নোত্তমাধমমধ্যমাঃ।
ন তেষ্বস্তি যুগাবস্থা ক্ষেত্রেষ্বেব তু সর্ব্বশঃ ॥৪৯
নাভের্হি সর্গং বক্ষ্যামি হিমাহ্বে তন্নিবোধত।
নাভিস্ত্বজনয়ৎ পুত্রং মরুদেব্যাং মহাদ্যুতিঃ।
ঋষভং পার্থিবশ্রেষ্ঠং সর্ব্বক্ষত্রস্য পূর্ব্বজম্ ॥৫০
ঋষভাদ্ভরতো জজ্ঞে বীরঃ পুত্রশতাগ্রজঃ।
সোহভিষিচ্যাথ ভরতং পুত্রং প্রাব্রাজ্যমাস্থিতঃ
হিমাহ্বং দক্ষিণং বর্ষং ভরতায় ন্যবেদয়ৎ।
তস্মাত্তু ভারতং বর্ষং তস্য নাম্না বিদুর্বুধাঃ ॥৫২
ভরতস্যাত্মজো বিদ্বান্ সুমতির্নাম ধার্ম্মিকঃ।
বভূব তস্মিংস্তদ্রাজ্যং ভরতঃ সন্ন্যযোজয়ৎ।
পুত্রসংক্রামিতশ্রীকো বনং রাজা বিবেশ সঃ।
তৈজসস্তৎসুতশ্চাপি প্রজাপতিরমিত্রজিৎ।
তৈজসস্যাত্মজো বিদ্বানিন্দ্রদ্যুম্ন ইতি শ্রুতঃ ॥
পরমেষ্ঠিসুতশ্চাথ নিধনে তস্য শোভনঃ।
প্রতীহারঃ কুলে তস্য নাম্না জজ্ঞে তদন্বয়াৎ।
প্রতিহর্ত্তেতি বিখ্যাতো জজ্ঞে তস্যাপি ধীমতঃ
উন্নেতা প্রতিহর্ত্তুস্তু ভুবস্তস্য সুতঃ স্মৃতঃ।
উদ্গীথস্তস্য পুত্রোহভূৎ প্রস্তাবিশ্চাপি তৎসুতঃ
প্রস্তাবেস্তু বিভুঃ পুত্রঃ পৃথুস্তস্য সুতো মতঃ।
পৃথোশ্চাপি সুতো নক্তো নক্তস্যাপি গয়ঃ স্মৃতঃ
গয়স্য তু নরঃ পুত্রো নরস্যাপি সুতো বিরাট্
বিরাট্সুতো মহাবীর্য্যো ধীমাংস্তস্য
সুতোহভবৎ ॥৫৮
ধীমতশ্চ মহান্ পুত্রো মহতশ্চাপি ভৌবনঃ।
ভৌবনস্য সুতস্ত্বষ্টা অরিজস্তস্য চাত্মজঃ ॥৫৯
অরিজস্য রজঃ পুত্রঃ শতজিদ্রজসো মতঃ।
তস্য পুত্রশতং ত্বাসীদ্রাজানঃ সর্ব্ব এব তে ॥৬০
বিশ্বজ্যোতিঃপ্রধানা যৈস্তিরিমা বর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ
তৈরিদং ভারতং বর্ষং সপ্তখণ্ডং কৃতং পুরা ॥
তেষাং বংশপ্রসূতৈশ্চ ভুক্তেয়ং ভারতী ধরা
কৃতত্রেতাদিযুক্তানি যুগাখ্যান্যেকসপ্ততিঃ ॥৬২
যেহতীতাস্তৈর্যুগৈঃ সার্দ্ধং রাজানস্তে তদন্বয়াঃ

করিয়াছিলেন।২৮-৪৭। এই যে কিম্পুরুষাদি অষ্ট বর্ষের কথা বলা হইল এই সকল বর্ষের অধিবাসীদিগের সিদ্ধি সুখপ্রায় হইয়া অনায়াসেই উপস্থিত হয়। ঐ সকল বর্ষে বিপর্যয় কিছুরই নাই ; জরামৃত্যু, অধর্ম্ম, উত্তম-অধম-মধ্যম ভেদ বা যুগ ধর্ম্ম, এ সমুদায়ও কস্মিন্ কালেই নাই। অতঃপর নাভির বংশ কীর্ত্তন করিতেছি- শ্রবণ করুন নাভি, মরুদেবীর গর্ভে ঋষভ নামক এক সর্ব্ব ক্ষত্রিয়াগ্রগণ্য মহাদ্যুতি পুত্র উৎপাদন করেন ঋষভ হইতে ভরতের জন্ম ; ভরত বীর ও পীর শত ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ। ঋষভ ভরতকে হিমাখ্য দক্ষিণ বর্ষে অভিষিক্ত করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। এজন্য ঐ স্থানের নাম হয় ভারতবর্ষ। ভরতের পুত্র বিদ্বান্ সুমতি, ভরত সুমতিকে ভারতবর্ষে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থধর্ম্মের আশ্রয় লয়েন। সুমতির পুত্র- তৈজস, প্রজাপতি ও অমিত্রজিৎ। তৈজসের পুত্র বিদ্বান্ ইন্দ্রদ্যুম্ন। ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্র নাশ হওয়ার পরমেষ্ঠী স্বয়ং তাহার বংশে প্রতীহার নামে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রতিহারের পুত্র প্রতিহর্ত্তা নামে বিখ্যাত। প্রতিহর্ত্তার পুত্র উন্নেতা; তৎপুত্র-ভুব; তৎপুত্র-উদ্গীথ; তৎপুত্র- প্রস্তাবি; তৎপুত্র-বিভু ; তৎপুত্র- পৃথু; তৎপুত্র- নক্ত; তৎপুত্র- গয়; তৎপুত্র- নর; তৎপুত্র- বিরাট্ ; তৎপুত্র- মহাবীর্য্য; তৎপুত্র- ধীমান্; তৎপুত্র- মহান্; তৎপুত্র- ভৌবন; তৎপুত্র- ত্বষ্টা; তৎপুত্র অরিজ; তৎপুত্র- রজ এবং রজের পুত্র শতজিৎ। শতজিতের শত পুত্র; তাঁহারা সকলেই রাজা ছিলেন, পূর্ব্বকথিত বিশ্ববিখ্যাতবীর্য্য নৃপতিগণ যাঁহারা এই প্রজাসমষ্টি সৃজন করিয়াছেন; তাঁহারা এই ভারতবর্ষকে সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করেন। ৪৮-৬১। তাঁহাদের বংশপ্রসূত শতসহস্র সন্তানগণই কৃত ত্রেতাদি যুগক্রমে মন্বন্তর পর্য্যন্ত এই ভারতী ধরা ভোগ করিয়া আসিয়াছেন।

স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে পূর্ব্বং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৬৩
এষ স্বায়ম্ভুবঃ সর্গো যেনেদং পূরিতং জগৎ।
ঋষিভির্দেবতৈশ্চাপি পিতৃগন্ধর্ব্বরাক্ষসৈঃ ॥৬৪
যক্ষভূতপিশাচৈশ্চ মনুষ্যমৃগপক্ষিভিঃ।
তেষাং সৃষ্টিরিয়ং লোকে যুগৈঃ সহ বিবর্ত্ততে ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে সবায়ম্ভুব-
বংশানুকীর্ত্তনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

এবং প্রজাসন্নিবেশং শ্রুত্বা চা ঋষিপুঙ্গবঃ।
পপ্রচ্ছ নিপুণঃ সূতং পৃথিব্যায়ামবিস্তরৌ ॥ ১
কতি দ্বীপাঃ সমুদ্রা বা পর্ব্বতাশ্চ কতি প্রভো।
কিয়ন্তি চৈব বর্ষাণি তেষু নদ্যশ্চ কাঃ স্মৃতাঃ ॥
মহাভূতপ্রমাণঞ্চ লোকালোকৌ তথৈব চ।
পর্য্যায়পরিমাণঞ্চ গতিশ্চন্দ্রার্কয়োস্তথা।
এতৎ প্রব্রূহি নঃ সর্ব্বং বিস্তরেণ যথা তথা ॥৩

সূত উবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি পৃথিব্যায়ামবিস্তরম্।
সংখ্যাঞ্চৈব সমুদ্রাণাং দ্বীপানাং চৈব বিস্তরম্
যাবন্তি চৈব বর্ষাণি তেষু নদ্যশ্চ যাঃ স্মৃতাঃ।
মহাভূতপ্রমাণঞ্চ লোকালোকৌ তথৈব চ ॥
পর্য্যায়পরিমাণঞ্চ গতিশ্চন্দ্রার্কয়োস্তথা ॥ ৫
দ্বীপভেদসহস্রাণি সপ্তস্বন্তর্গতানি বৈ।
ন শক্যন্তে প্রমাণেন বক্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৬
সপ্তদ্বীপং তু বক্ষ্যামি চন্দ্রাদিত্যগ্রহৈঃ সহ।
যেষাং মনুষ্যাস্তর্কেণ প্রমাণানি প্রচক্ষতে ॥ ৭
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ ভাবয়েৎ
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥ ৮
নববর্ষং প্রবক্ষ্যামি জম্বুদ্বীপং যথা তথা।

তাঁহাদের মধ্যে অতীত যুগের সহিত যাঁহারা অতীত হইয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহাদেরই বংশ-সম্ভূত। এইরূপে এই সবায়ম্ভুব মন্বন্তরীয় শত শত সহস্র সহস্র নৃপতি অতীত হইয়াছেন। এই স্বায়ম্ভুব বংশধরগণই প্রজাসৃষ্টি করিয়া ঋষি, দেবতা, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, মনুষ্য, মৃগ এবং পক্ষী সহ এই জগৎ পুরণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের এই সৃষ্টিই যুগানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। ৬২-৬৫।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,- সুপণ্ডিত ঋষিশ্রেষ্ঠ এইরূপে প্রজাসন্নিবেশ কাহিনী শ্রবণ করিয়া পৃথিবীর আয়াম ও বিস্তার সম্বন্ধে সূতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন,- হে প্রভো! পৃথিবীতে কত দ্বীপ, কত সমুদ্র, কত পর্ব্বত, কত বর্ষ এবং সেই সেই বর্ষে কত নদী বিরাজ করিতেছে? মহাভুতদিগের প্রমাণ কি? লোকালোক এবং চন্দ্রসূর্য্যের পর্য্যায়-পরিমাণই বা কিরূপ? এতৎসমস্ত আমাদিগের নিকট যথাযথ বর্ণন কর। সূত কহিলেন,- অতঃপর আমি পৃথিবীর আয়াম ও বিস্তার, সমুদ্রসংখ্যা, দ্বীপবিস্তার, বর্ষ ও নদীপরিমাণ, মহাভূত প্রমাণ, লোকালোক এবং চন্দ্র সূর্য্যের পর্য্যায়-পরিমাণ বিবৃত করিতেছি। সাতটী প্রধান দ্বীপের অন্তর্গত যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র সহস্র দ্বীপভেদ আছে, তাহাদের যথাযথ বিরবরণ প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে শত বর্ষেও বলিতে পারা যায় না। সুতরাং একণে চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণ সহ প্রধানতঃ সপ্ত দ্বীপের কথাই ব্যক্ত করিতেছি। মনুষ্যেরা তর্ক করিয়া এই সকলের প্রমাণ প্রয়োগ করে; কিন্তু আমার মতে, যে সকল অচিন্তনীয় ভাব, সে সম্বন্ধে তর্ক করা অনুচিত। যাহা প্রকৃতির অতীত পরম বস্তু,

বিস্তারান্মণ্ডলাচ্চৈব যোজনৈস্তন্নিবোধত ॥ ৯
শতমেকং সহস্রাণাং যোজনানাং প্রমাণতঃ ।
নানাজনপদাকীর্ণৈঃ পুরৈশ্চ বিবিধৈঃ শুভৈঃ ॥
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বপর্ব্বতৈরুপশোভিতম্ ।
সর্ব্বধাতুনিবদ্ধৈশ্চ শিলাজালসমুদ্ভবৈঃ ।
পর্ব্বতপ্রভবাভিশ্চ নদীভিঃ পর্ব্বতৈস্তথা ॥ ১১
জম্বুদ্বীপঃ পৃথুঃ শ্রীমান্ সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ ।
নবভিশ্চাবৃতঃ সর্ব্বৈর্ভুবনৈর্ভূতভাবনৈঃ ।
লাবণেন সমুদ্রেণ সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ ॥ * ১২
জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারাৎ সমেন তু সমন্ততঃ ।
প্রাগায়তাঃ সুপর্ব্বাণঃ ষড়িমে বর্ষপর্ব্বতাঃ ।
অবগাঢ়া উভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব্বপশ্চিমৌ ॥ ১৩
হিমপ্রায়শ্চ হিমবান্ হেমকূটশ্চ হেমবান্ ।
তরুণাদিত্যবর্ণাভো হৈরণ্যো নিষধঃ স্মৃতঃ ॥
চাতুর্ব্বর্ণ্যস্তু সৌবর্ণো মেরুশ্চোচ্চতমঃ স্মৃতঃ
বৃত্তাকৃতিপ্রমাণশ্চ চতুরস্রঃ সমুচ্ছ্রিতঃ ॥ ১৫
নানাবর্ণস্তু পার্শ্বেষু প্রজাপতিগুণান্বিতঃ ।
নাভিবন্ধনসম্ভূতো ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥ ১৬
পূর্ব্বতঃ শ্বেতবর্ণোঽসৌ ব্রাহ্মণ্যং তস্য তেন তৎ
পীতশ্চ দক্ষিণেনাসৌ তেন বৈশ্যত্বমিষ্যতে ॥
ভৃঙ্গপত্রনিভশ্চাসৌ পশ্চিমেন মহাবলঃ
তেনাস্য শূদ্রতা দৃষ্টা মেরোর্নানার্থকারণাৎ ॥ ১৮
পার্শ্বমুত্তরতস্তস্য রক্তবর্ণং স্বভাবতঃ ।
তেনাস্য ক্ষত্রতা চ স্যাদিতি বর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
ব্যক্তঃ স্বভাবতঃ প্রোক্তো বর্ণতঃ পরিমাণতঃ
নীলশ্চ বৈদূর্য্যময়ঃ শ্বেতাশৃঙ্গে হিরণ্ময়ঃ ।
ময়ূরবর্হবর্ণস্তু শাতকৌম্ভস্তু শৃঙ্গবান্ ॥ ২০
এতে পর্ব্বতরাজানঃ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ ।
তেষামন্তরবিষ্কম্ভো নবসাহস্র উচ্যতে ॥ ২১
মধ্যে ত্বিলাবৃতং বর্ষ মহামেরোঃ সমন্ততঃ ।

তাহা নিত্য বলিয়াই প্রখ্যাত। ১-৮ যাহা হৌক নব বর্ষাত্মক জম্বুদ্বীপের যথাযথ কথা কহিতেছি, ইহার বিস্তারমণ্ডল ও যোজন পরিমাণ সহ বিবরণ আমার নিকট শ্রবণ করুন। এই দ্বীপের প্রমাণ,-এক সহস্র একশত যোজন। নানা জনাপদাকীর্ণ বহু বিবিধ রম্য রম্য পুরসমূহে ইহা সমৃদ্ধি-সম্পন্ন। এখানে সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব ও বহু পর্ব্বত বিরাজমান। তত্রত্য পর্ব্বত সকল সর্ব্ববিধ ধাতুজালে নিবদ্ধ এবং শিলাজালে পরিব্যাপ্ত। একানে বহু পার্ব্বত্য নদী প্রবাহিত। এহেন সুবিস্তৃত, শ্রীমান, জম্বুদ্বীপ, নয়টী সুবিশাল বর্ষে সর্ব্বে রকমে পরিবারিত এবং ভূতভাবন দেবগণে পরিব্যাপ্ত। লবণাম্বুধি দ্বারা ইহার চতুর্দ্দিক বেষ্টিত। এই দ্বীপের সর্ব্বদিকে ইহারাই সমপরিমাণ বিস্তৃত সুপর্ব্বশালী ছয়টী বর্ষ পর্ব্বত প্রাগায়তভাবে অবস্থিত। এই সকল বর্ষের অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগরে নিমগ্ন। হিমপ্রায় হিমবান্, হেমময়, হেমকূট, বালার্কবর্ণ-সদৃশ হৈরণ্য নিষধ, নীল এবং মেরু এই ছয়টী প্রসিদ্ধ বর্ষ পর্ব্বত। ইহাদের মধ্যে মেরু অতি উচ্চতম। ইহা সুবর্ণময় ও চতুর্ব্বর্ণশালী। ইহার প্রমাণ বৃত্তাকৃতি; ইহা চতুরস্র, উন্নত. ইহার পার্শ্বে নানা বর্ণের বাস; তাই ইহা প্রজাপতি গুণে অন্বিত। অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার নাভিবন্ধন হইতে এই মেরুগিরি উৎপন্ন। ইহার পূর্ব্বদিক্ শ্বেতবর্ণ; তাই ইহার ব্রাহ্মণ্য। দক্ষিণে ইহা পীতবর্ণ; তাই ইহার বৈশ্যত্ব। ইহার পশ্চিম দিক্ ভৃঙ্গপত্র নিভ; তাই ইহর শূদ্রত্ব এবং উত্তর দিকের পার্শ্বাবচ্ছেদে ইহা স্বাভাপতঃ রক্তবর্ণ বলিয়া ইহার ক্ষত্রত্ব পরিব্যাপ্ত এইরূপে নানার্থহেতু এই মেরু অনেক বর্ণে অন্বিত বলিয়া কীর্ত্তিত। ৯-১৯। স্বভাব, বর্ণ ও পরিমাণ অনুসারে এই মেরুগিরির প্রকৃত স্বরূপ পরিব্যক্ত হইল নীলগিরি বৈদূর্য্যময়, এবং হিরন্ময় বা হৈরণ্য শ্বেতশৃঙ্গশালী। নীলগিরির বর্ণ ময়ূরবর্হতুল্য এবং শৃঙ্গবান্ সুবর্ণময়। এই সকল পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ, সিদ্ধ ও চারণগণে সেবিত. ইহাদিগের অন্তরবিষ্কম্ভ

* পদত্রয়মিদং ক্বচিন্নাস্তি

নবৈব তু সহস্রাণি বিস্তীর্ণঃ পর্ব্বতসত্ত্ব সঃ।
মধ্যে তস্য মহামেরুর্নির্ধূম ইব পাবকঃ ॥ ২২
বেদ্যর্দ্ধং দক্ষিণং মেরোরুত্তরার্দ্ধং তথোত্তরম্ ।
বর্ষাণি যানি সপ্তাত্র তেষাং যে বর্ষপর্ব্বতাঃ।
যে যে সহস্রে বিস্তীর্ণা যোজনানি সমুচ্ছ্রয়াৎ ॥
জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারাত্তেষামায়াম উচ্যতে।
যোজনানাং সহস্রাণি শতে দ্বে মধ্যমৌ গিরী
নীলশ্চ নিষধশ্চৈব তাভ্যাং হীনাস্তু যেঽপরে
শ্বেতশ্চ হেমকূটশ্চ হিমবান্ শৃঙ্গবাংশ্চ যঃ ॥ ২৫
নবতির্দ্বাবশীতিৰ্দ্বৌ সহস্রাণ্যায়তাস্তু যে।
তেষাং মধ্যে জনপদাস্তানি বর্ষাণি সপ্ত বৈ ॥
সম্পাতবিষমৈস্তৈস্তু পর্ব্বতৈরাবৃতানি চ।
সন্ততানি নদীভেদৈরগম্যানি পরস্পরম্ ।
বসন্তি তেষু সত্ত্বানি নানাজাতীনি ভাগশঃ ॥ ২৭
ইদং হৈমবতং বর্ষং ভারতং নাম বিশ্রুতম্ ।
হেমকূটং পরং তস্মান্নাম্না কিম্পুরুষং স্মৃতম্ ॥
নৈষধং হেমকূটাত্তু হরিবর্ষং তদুচ্যতে।
হরিবর্ষাৎ পরঞ্চৈব মেরোশ্চ তদিলাবৃতম্ ॥ ২৯
ইলাবৃতপরং নীলং রম্যকং নাম বিশ্রুতম্ ।
রম্যাৎ পরতরং শ্বেতং বিশ্রুতং তদ্ধিরণ্ময়ম্ ।
হিরণ্ময়াৎ পরঞ্চাপি শৃঙ্গবাংশ্চ কুরু স্মৃতম্ ॥৩০
ধনুঃসংস্থে চ বিজ্ঞেয়ে দ্বে বর্ষে দক্ষিণোত্তরে
দীর্ঘাণি তত্র চত্বারি মধ্যমং তদিলাবৃতম্ ॥ ৩১
অর্ব্বাক্ চ নিষধস্যাথ বেদ্যর্দ্ধং দক্ষিণং স্মৃতম্
পরং নীলবতো যচ্চ বেদ্যর্দ্ধং তু তদুত্তরম্ ॥
বেদ্যর্দ্ধে দক্ষিণে ত্রীণি বর্ষাণি ত্রীণি চোত্তরে
তয়োর্মধ্যে তু বিজ্ঞেয়ং মেরুমধ্যমিলাবৃতম্
দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু ॥ ৩৩
উদগায়তো মহাশৈলো মাল্যবান্নাম পর্ব্বতঃ।
যোজনানাং সহস্রোরুর্নীলনিষধা যতঃ।
আয়ামতশ্চতুস্ত্রিংশৎ সহস্রাণি প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৪

নব সহস্র যোজন বলিয়া কথিত। ঐ পর্ব্বতগণের মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ বিদ্যমান। অত্রত্য বর্ষপর্ব্বত মহামেরুর চারিদিকে নব সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ ঐ পর্ব্বতের মধ্যভাগে মহামেরু নির্ধূম পাবকের ন্যায় প্রতীয়মান। মেরুর দক্ষিণার্দ্ধ উহার বেদী এবং উত্তরার্দ্ধ উহার উত্তর বাগ। এখানে যে সপ্তবর্ষ বিরাজিত, তাহাদিগের বর্ষ পর্ব্বতগুলি দুই দুই সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ। ইহাদের আয়াম জম্বুদ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা অধিক বলিয়া কথিত। ইহাদের মধ্যবর্ত্তী নীল ও নিষধগিরি দুশিত সহস্র যোজন বিস্তৃত। শ্বেত, হেমকূট, হিমবান্ ও শৃঙ্গবান্, ইহারা ঐ দুই পর্ব্বত অপেক্ষা হীন। এই পর্ব্বতগুলি সমষ্টিতে দ্ব্যশীতি সহস্র ত্রিনবতি যোজন আয়ত। ইহাদের মধ্যে যে সকল জনপদ আছে, তৎসমুদয় সপ্ত বর্ষে বিভক্ত এই বর্ষগুলি পতনোন্মুখ বিষম পর্ব্বতসমূহে পরিবৃত, ভিন্ন ভিন্ন নদীনিচয়ে পরিব্যাপ্ত এবং পরস্পর অগম্য। এই সমস্ত বর্ষে নানা জাতীয় প্রাণী বিভাগক্রমে বাস করে। এই হৈমবত বর্ষ ভারত নামে বিখ্যাত। ইহার পরবর্ত্তী বর্ষ হেমকূট এবং তৎপরবর্ত্তী বর্ষ কিম্পুরুষ নামে কথিত। নিষধ ও হেমকূট লইয়া হরিবর্ষ নির্দ্দিষ্ট। হরিবর্ষ ও মেরুর পরবর্ত্তী ইলাবৃত বর্ষ। ইলাবৃতের পর রম্যক বর্ষ প্রসিদ্ধ, রম্যকের পরবর্ত্তী বর্ষ শ্বেত ; ইহা হিরন্ময় বলিয়া প্রসিদ্ধ। হিরন্ময়ের পর শৃঙ্গবান্ ; ইহা কুরুবর্ষ নামে বিখ্যাত। দক্ষিণোত্তর দিকের বর্ষদ্বয় ধনুরাকারে অবস্থিত। বর্ষসমূহের মধ্যে চারিটী বর্ষ অতি দীর্ঘ, ইলাবৃত মধ্যম। নিষধাচলের পূর্ব্বভাগ, দক্ষিণবেদ্যর্দ্ধ এবং নীলশৈলের পরভাগ উত্তরবেদ্যর্দ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। দক্ষিণ বেদ্যর্দ্ধে তিনটী এবং উত্তর বেদ্যর্দ্ধে তিনটী বর্ষ বিরাজিত। উক্ত উভয় বেদ্যর্দ্ধের মধ্যভাগে নীলাচলের দক্ষিণে এবং নিষধের উত্তরে মেরুর অন্তর্গত ইলাবৃত বর্ষ অবস্থিত। ২০-৩৩। মাল্যবান্ নামক মহাগিরি উত্তর দিকে আয়ত। এই গিরি নীল

তস্য প্রতীচ্যাং বিজ্ঞেয়ঃ পর্ব্বতো গন্ধমাদনঃ।
আয়ামাদথ বিস্তারান্মাল্যবানিতি বিশ্রুতঃ।
পরিমণ্ডলয়োর্মধ্যে মেরুরুত্তমপর্ব্বতঃ ॥ ৩৫
চতুর্বর্ণঃ সুসৌবর্ণশ্চতুরস্রঃ সমুচ্ছ্রিতঃ।
অব্যক্তা ধাতবঃ সর্ব্বে সমুৎপন্না জলাদয়ঃ। ৩৬
অব্যক্তাৎ পৃথিবীপদ্মং মেরুপর্ব্বতকর্ণিকম্।
চতুষ্পথং সমুৎপন্নং ব্যক্তং পঞ্চগুণং মহৎ ॥ ৩৭
ততঃ সর্ব্বাঃ সমুৎপন্না বৃত্তয়ো দ্বিজসত্তমাঃ।
নৈককল্পাজ্জিতৈঃ পুণ্যৈর্বিবিধৈঃ প্রাগুপার্জ্জিতৈঃ।
কৃতাত্মভির্বিনীতাত্মা মাহাত্মা পুরুষোত্তমঃ।
মহাদেবো মহাযোগী জগজ্জ্যেষ্ঠো মহেশ্বরঃ
সর্ব্বলোকগতোঽনন্তো হ্যমূর্ত্তিস্ত্বাদজায়ত ॥ ৩৯
ন তস্য প্রাকৃতা মূর্ত্তির্মাংস মেদোঽস্থিলক্ষণ
যোগাচ্চৈশ্বরত্বাচ্চ সর্ব্বাত্মগত এব সঃ ॥ ৪০
তন্নিমিত্তং সমুৎপন্নং লোকপদ্মং সনাতনম্।
কল্পশেষস্য তস্যাদৌ কালস্য গতিরীদৃশী ॥ ৪১
তস্মিন্ পদ্মে সমুৎপন্নে দেবদেবশ্চতুর্মুখঃ।
প্রজাপতিপতির্ব্রহ্মা ঈশানো জগতঃ প্রভুঃ ॥ ৪২
তস্য বীজনিসর্গো হি পুষ্করস্য যথার্থবৎ।
কৃৎস্নঃ প্রজানিসর্গেণ বিস্তরেণেহ কথ্যতে ॥ ৪৩
যদব্জং বৈষ্ণবং কার্য্যং ততস্তন্নাভিতোঽভবৎ
পদ্মাকারা সমুৎপন্না পৃথিবী সবনদ্রুমা ॥ ৪
তদস্য লোকপদ্মস্য বিস্তরেণ প্রকাশিতম্।
বর্ণ্যমানং বিভাগেন ক্রমশঃ শৃণুত দ্বিজা ॥ ৪৫
মহাদ্বীপাস্তু বিখ্যাতাশ্চত্বারঃ পত্রসংস্থিতাঃ।
ততঃ কর্ণিকসংস্থনো মেরুর্নাম মহাবলঃ ॥ ৪৬
নানাবর্ণেষু পার্শ্বেষু পর্ব্বতঃ শ্বেত উচ্যতে।
পীতং তু দক্ষিণং তস্য শৃঙ্গং কৃষ্ণং তথাপরম্
উত্তরং তস্য রক্তং বৈ লোভিবর্ণসমন্বিতম্।
মেরুস্তু শোভতে শুভ্রো রাজবৎ স তু ধিষ্ঠিতঃ

ও নিষধাচল হইতে সহস্র যোজন উন্নত। ইহার আয়াম চতুস্ত্রিংশৎ সহস্র যোজন বলিয়া কথিত এই মাল্যবান্ গিরির প্রতীচীদিকে গন্ধমাদন গিরি অবস্থিত। আয়াম-বিস্তারে এই গিরি মাল্যবানের সমকক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। উভয় পরিমণ্ডলের মধ্যভাগে উত্তম পর্ব্বত মেরু বিরাজিত। এই মেরু চতুর্ব্বর্ণশালী, সুন্দর, সুবর্ণময়, চতুরস্র ও সমুচ্ছ্রিত। ইহাতে সমুদয় ধাতু ও জলাদি অব্যক্তভাবে সমুৎপন্ন। অব্যক্ত হইতে পৃথিবীপদ্মের আবির্ভাব। এই মেরুগিরি ঐ পদ্মের কর্ণিকাস্থানীয়। ইহাতে সমুদয় বৃত্তি ও সমস্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ সমুৎপন্ন হইয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু কল্পসঞ্চিত বিবিধ পুণ্যফলে কৃতাত্মগণ এখানে বাস করিয়া থাকেন যিনি জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা পুরুষোত্তম, যাঁহাকে মহাদেব মহাযোগী জগৎপ্রধান মহেশ্বর নামে অভিহিত করা হয়, সেই সর্ব্বলোকের মধ্যগত অনন্ত অশরীরিরূপে পূর্ব্বোক্ত পদ্মে আবির্ভূত হন। মাংস, মেদ বা অস্থিসম্ভূত প্রাকৃত দেহ তাঁহার নাই। তিনি ঐশ্বর্য্য বেং যোগপ্রভাবে সর্ব্বান্তর্যামীরূপে বিরাজমান। ঐ সনাতন লোকপদ্ম তাঁহারই নিমিত্ত সমুৎপন্ন হয়। কল্পশেষের উপক্রমে কালের গতি এই রূপই হইয়া থাকে। যিনি প্রজাপতি, জগৎপ্রভু, দেবদেব চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, তিনিই ঐ পদ্মে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ পদ্মের বীজসৃষ্টি সত্যমূলক। এক্ষণে উহা হইতে সমস্ত প্রজাসৃষ্টির কথা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতেছি। ঐ পদ্ম বিষ্ণুর সৃষ্টি; বিষ্ণুর নাভি হইতেই উহার আবির্ভাব। এই বন-বৃক্ষশালিনী পৃথিবীই পদ্মাকারে সমুৎপন্ন হন। এক্ষণে এই লোকপদ্মের প্রকাশবার্ত্তা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতেছি হে দ্বিজগণ! আপনারা বিভাগানুসারে ক্রমশঃ ইহা শ্রবণ করুন। ৩৪-৪৫। এই পৃথিবীর চারিটী মহাদ্বীপ ঐ লোকপদ্মের পত্রস্থানীয় বলিয়া বিখ্যাত। মহাবল মেরু উহার কর্ণিকা-স্থান। এই মেরুর পার্শ্ব সকল নানা বর্ণময়। উহার পূর্ব্বদিক শ্বেত, দক্ষিণ পীত, পশ্চিম কৃষ্ণ, এবং উত্তরাংশে রক্তবর্ণ। মেরুর এই অংশ নানা

তরুণাদিত্যবর্ণাভো বিধূম ইব পাবকঃ।
চতুরশীতিসাহস্রং উৎসেধেন প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৯
প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্বিস্তৃতস্তাবদেব তু।
স শরাবস্থিতঃ পূর্ব্বং দ্বাত্রিংশন্মূর্দ্ধ্নি বিস্তৃতঃ ॥
বিস্তারাত্রিগুণশ্চাস্য পরিণাহঃ সমন্ততঃ।
মণ্ডলেন প্রমাণেন ত্র্যস্রেহর্দ্ধং তু তদিষ্যতে ॥
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি যোজনানাং সমন্ততঃ
অষ্টাভিরধিকানি স্যুস্ত্র্যস্রে মানং প্রকীর্ত্তিতম্
চতুরস্রেণমানেন পরিণাহঃ সমন্ততঃ। *
চতুঃষষ্টিঃ সহস্রাণি যোজনানাং বিধীয়তে ॥ ৫২
স পর্ব্বতো মহান্ দিব্যো দিব্যৌষধিসমন্বিতঃ।
ভুবনৈরাবৃতঃ সর্ব্বে জাতরূপময়ৈঃ শুভৈঃ ॥৫৩
তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ।
শৈলরাজে প্রদৃশ্যন্তে শুভাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ ॥
স তু মেরুঃ পরিবৃতো ভুবনৈর্ভূতভাবনৈঃ।
চত্বারো যস্য দেশা বৈ নানাপার্শ্বেষধিষ্ঠিতাঃ ॥
ভদ্রাশ্বো ভারতশ্চৈব কেতুমালশ্চ পশ্চিমাঃ
উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ ॥ ৫৬

কর্ণিকা তস্য পদ্মস্য সমন্তাৎ পরিমণ্ডলা।
যোজনানাং সহস্রাণি নবতিঃ ষট্প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
চত্বারশ্চাশীতিশ্চ অন্তরাস্তরধিষ্ঠিতাঃ ॥ ৫৮
ত্রিশতঞ্চ সহস্রাণি যোজনানাং প্রমাণতঃ।
তস্য কেশরজালানি বিস্তীর্ণানি সমন্ততঃ ॥ ৫৯
শতসাহস্রিকায়ামা সাশীতিপৃথুলায়তা।
চত্বারি তস্য পত্রাণি যোজনানাং চতুর্দ্দিশম্ ॥
তত্র যাসৌ ময়া পূর্ব্বং কর্ণিকেত্যভিশব্দিতা।
তাং বর্ণ্যমানামেকাগ্রাঃ সমাসেন নিবোধত ॥
শতাস্রিমেনং মেনেহত্রিঃ সহস্রাস্রিমৃষির্ভৃগুঃ
অষ্টাস্রিমেনং সবর্ণিশ্চতুরস্রং তু ভাগুরিঃ ॥ ৬২
বার্ষায়ণিস্তু সামুদ্রং শরাবঞ্চৈব গালবঃ।
ঊর্দ্ধবেণীকৃতং গার্গ্যঃ ক্রোষ্টুকিঃ পরিমণ্ডলম্ ॥
যদ্যদ্যস্য হি যৎপার্শ্বং পর্ব্বতাধিপতেঋষিঃ।
তত্তদেবাস্য বেদাসৌ ব্রহ্মৈকনং বেদ কৃৎস্নশঃ

বিশিষ্ট বর্ণে অন্বিত। এই মেরুগিরি শুভ্রাকারে শোভিত ও রাজার ন্যায় বিরাজিত। ইহার আকার তরুণ তপন-সন্নিভ সুতরাং বিধূম পাবকের ন্যায় ইহা বিরাজমান। ইহার ঔন্নত্য চতুরশীতি সহস্র যোজন বলিয়া কথিত। এই গিরি অধোভাগে ষোড়শ যোজন প্রবিষ্ট এবং উহা উক্ত পরিমাণ বিস্তৃত। এই মেরুগিরি মস্তকদেশে দ্বাত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত হইয়া পূর্ব্বে শরাবাকারে অবস্থিত। ইহার চারিদিকের পরিণাহ বিস্তার অপেক্ষা ত্রিগুণ। এই মহান্ পর্ব্বত দিব্য ওষধিগণে অন্বিত। সুবর্ণময় শুভ ভুবনসমূহে ইহার সর্ব্বস্থান আবৃত। এই শৈলরাজের উপরিভাগে দেব, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও সুন্দরী অপ্সরোগণ পরিদৃষ্ট হয়। ভূতব্যবন বিবিধভুবনে এই মেরু গিরি পরিবৃত। ইহার নানাদিকের পার্শ্বে চারিটী দেশ অধিষ্ঠিত। ঐ দেশচতুষ্টয়ের নাম-ভদ্রাশ্ব, ভারত, কেতুমাল ও উত্তরকুরু। এই উত্তর কুরু পুণ্যবানইদগের আশ্রয়ভূমি। ভূপদ্মের কর্ণিকা চারিদিকে মণ্ডলাকারে ষণ্নবতিসহস্র যোজন বলিয়া বিখ্যাত। উহার কেশরজাল চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ। উহারা উপর্য্যপরি অধিষ্ঠিত। উহাদের সংখ্যা চতুরশীতি এবং প্রমাণে উহারা ত্রিশতাধিক সহস্র যোজন পূর্ব্বোক্ত ভূ-পদ্মের যে চারিটী পত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহাদের আয়াম-বিস্তার শত সহস্র অশীতি যোজন। উহা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া অবস্থিত। ঐ যে আমি পূর্ব্বে কর্ণিকার কথা কহিয়াছি, উহার সম্বন্ধে আবার সংক্ষেপে বলিতেছি। একাগ্রভাবে শ্রবণ করুন। ৪৬-৬১। অত্রি মুনি ইহাকে শতাস্র, ভৃগুঋষি সহস্রাস্র, সাবর্ণি অষ্টাস্র ও ভাগুরি চতুরাস্রাকারে এবং বার্ষায়ণি সমুদ্রাকারে গালব শরাবাকারে গার্গ্য ঊর্দ্ধবেণীর আকারে এবং ক্রোষ্টুকি পরিমণ্ডলাকারে পরিজ্ঞাত আছেন। ফলে যে

* মণ্ডলেনেত্যাদি শ্লোকদ্বয়মধিকং পুস্তিকান্তর সম্মতম্।

মণিরত্নময়ং চিত্রং নানাবর্ণপ্রভাযুতম্।
অনেকবর্ণনিচয়ং সৌবর্ণমরুণপ্রভম্ ॥ ৬৫
কান্তং সহস্রপর্ব্বাণং সহস্রোদককন্দরম্।
সহস্রশতপত্রং তং বিদ্ধি মেরুং নগোত্তমম্ ॥৬৬
মণিরত্নার্পিতস্তম্ভৈর্মণিচিত্রিতবেদিকৈঃ।
সুবর্ণমণিচিত্রাঙ্গং তথা বিদ্রুমতোরণৈঃ ॥ ৬৭
বিমানযানৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ শতশৈর্দিবৌকসাম্
প্রভাদীপিতপর্য্যন্তং মেরুং পর্ব্বণি পর্ব্বণি ॥৬৮
তস্য পর্ব্বসহস্রেহশিল্পানাশ্রয়বিভূষিতে।
সর্ব্বদেবনিকায়ানি সন্নিবিষ্টান্যনেকশঃ ॥৬৯
তমাবসচ্চোর্দ্ধতলে দেবদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো বরিষ্ঠস্ত্রিদিবৌকসাম্ ॥
মহাভবনসম্পূর্ণৈঃ সর্ব্বৈঃ কামফলপ্রদৈঃ
মহাপুরসহস্রৈস্তং দিক্ষনেকসমাকুলম্ ॥৭১
তত্র ব্রহ্মসভা রম্যা ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতা।
নাম্না মনোবতী নাম সর্বলোকেষু বিশ্রুতা ॥৭২
তত্রেশানস্য দেবস্য সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্
মহাবিমানসংস্থস্য মহিমা বর্ত্ততে সদা ॥৭৩
তত্র সর্ষিগণা দেবাশ্চতুর্বক্ত্রশ্চ তে তদা।
তদেব তেজসাং রাশির্দেবানাং তত্র কীর্ত্ত্যতে
তত্রাস্তে শ্রীপতিঃ শ্রীমান্ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ
উপাস্যমানস্ত্রিদশৈর্মহাযোগৈঃ সুরর্ষিভিঃ ॥৭৫
তত্র লোকপতেঃ স্থানমাদিত্যসমবর্চ্চসঃ।
মহেন্দ্রস্য মহারাজঃ সর্ব্বসিদ্ধৈর্নমস্কৃতম্ ॥৭৬
তমিন্দ্রলোকং লোকস্য ঋদ্ধ্যা পরময়া যুতম্।
দীপ্যতে ত্বমরশ্রেষ্ঠৈস্ত্রিদিশৈর্নিত্যসেবিতম্ ॥
দ্বিতীয়েহপ্যন্তরতটে বৈদিশ্যে পূর্ব্বদক্ষিণে।
নানাধাতুশতৈশ্চিত্রৈঃ সুরম্যমতিতেজসম্ ॥৭৮
নৈকরত্নার্পিততলমনেকস্তম্ভসংযুতম্।
জাম্বুনদকৃতোদ্যানং নানারত্নসুবেদিকম্ ॥৭৯

ঋষি যেরূপ আকারেই এই পর্ব্বতাধিপতির পার্শ্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, ইহার পার্শ্ব বস্তুতঃ সেই সেইরূপই আছে। পরন্তু ইহার সমস্ত তত্ত্ব একমাত্র ব্রহ্মাই জানেন। এই নগোত্তম মেরুগিরি বিচিত্র মণিরত্নময় এবং নানা বর্ণ প্রভাপাতে সমুজ্জ্বল। এখানে অনেক বর্ণের সমাবেশ; ইহার প্রভা সুবর্ণ ও অরুণাবৎ প্রতিভাত। ইহা দেখিতে অতি রমণীয়, সহস্র পর্ব্বে অম্বিত, সহস্র সহস্র জলপূর্ণ কন্দরে সুশোভিত এবং সহস্র সহস্র কমলদলে উদ্ভাসিত। এখানে মণিরত্নখচিত বহু স্তম্ভ আছে; মণি মণ্ডিত বহু বেদিকা আছে। ইহার সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণ-মণি দ্বারা চিত্রিত রহিয়াছে এবং বহু বিদ্রুমতোরণে অম্বিত আছে দেবগণের শত শত সুন্দর সুন্দর বিমানযানের প্রভাপাতে প্রতি পর্ব্বে পর্ব্বে এই মেরুর পর্য্যন্তভূমি বিদীপিত হয়। তদীয় সহস্র সহস্র পর্ব্ব বিবিধ আশ্রয়ে বিভূষিত, সমুদয় দেব-নিবাস উহাতে সন্নিবিষ্ট এবং ব্রহ্মবিদ্গণের বরেণ্য দেবপ্রধান চতুরানন ব্রহ্মা উহার ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত। এই গিরি নানা দিকে বহু সহস্র মহাপুরে সমাকুল। ঐ সকল পুরী নিখিল কামফলের প্রদায়ক এবং মহাভবনে পরিপূর্ণ। উহাদের মধ্যে ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত ব্রহ্ম-সভা অতি রমনীয়। উহা মনোবতী নামে সর্ব্বলোকে বিখ্যাত। ঐ মেরুশৈলে মহাবিমানে বিরাজিত দেবদেব ঈশানের এক আবাস স্থান আছে। উহা সহস্রাদিত্য-সম উজ্জ্বল এবং স্বীয় মহিমায় সততই দেদীপ্যমান। তথায় দেব, ঋষি, এমন কি স্বয়ং চতুরানন সর্ব্বদা সন্নিহিত। দেবগণের সন্নিহিত ঐ স্থান তেজঃপুঞ্জরূপে কীর্ত্তিত। তথায় আদিত্য-সমতেজা দেবরাজ মহেন্দ্রের এক আবাসস্থান আছে, সেখানে শ্রীমান্ শ্রীপতি সহস্রাক্ষ পুরন্দর দেবও দেবর্ষিগণের উপাস্যমান হইয়া সতত বিরাজমান নিখিল সিদ্ধসম্প্রদায় ঐ স্থানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ঐ ইন্দ্রলোক পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন, উহা প্রধান প্রধান অমরগণ কর্ত্তৃক নিত্য নিত্য সেবিত হইয়া দীপ্যমান। ৬২-৭৭। ঐ গিরির পূর্ব্বদক্ষিণ দিকের দ্বিতীয় অন্তরতটে অগ্নিদেবের এক ভাস্বর মহাবিমান বিরাজমান। উহা শত শত বিবিধ বিচিত্র

কূটাগারৈর্বিনিক্ষিপ্তমনেকৈর্ভবনোত্তমৈঃ।
মহাবিমানং প্রথিতং ভাস্বরং জাতবেদসম্ ॥
সা হি তেজোবতী নাম হুতাশস্য মহাসভা।
সাক্ষাত্তত্র সুরশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বদেবমুখোঽনলঃ ॥ ৮১
শিখাশতসহস্রোঢ্যো জ্বালামালী বিভাবসুঃ।
স্তূয়তে হূয়তে চৈব তত্র সর্ষিগণৈঃ সুরৈঃ ॥ ৮২
অধিদৈবকৃতং বিপ্রৈর্বিশেষঃ স তু উচ্যতে।
সবিভাগং চ তেজশ্চ সর্ব্ব এব ন সংশয়ঃ ॥ ৮৩
ভোগান্তরমনুপ্রাপ্তঃ একতেজোবিভুঃ স্মৃতঃ।
পৃথক্ত্বং চ হি যুক্ত্যা তু কার্য্যকারণমিশ্রিতম্ ॥৮৪
তমগ্নিং লোকলোকজ্ঞৈর্মহাবীর্য্যৈস্তৎপরাক্রমৈঃ
মহাত্মভির্মহাসিদ্ধৈর্মহাবাগৈর্নমস্কৃতম্ ॥ ৮৫
তৃতীয়েঽপ্যন্তরতটে এবমেব মহাসভা।
বৈবস্বতস্য বিজ্ঞেয়া লোকে খ্যাতা সুসংযমা ॥
তথা চতুর্থদিগ্‌দেশে নৈর্ঋত্যাধিপতেঃ সভা
নাম্না কৃষ্ণাঙ্গনা নাম বিরূপাক্ষস্য ধীমতঃ ॥৮৭
পঞ্চমেঽপ্যন্তরতটে এবমেব মহাসভা।
বৈবস্বতস্য বিজ্ঞেয়া নাম্না শুভবতী সতী।
উদকাধিপতেঃ খ্যাতা বরুণস্য মহাত্মনঃ ॥৮৮
পরোত্তরে তথা দেশে ষষ্ঠেঽন্তরতটে শিবে।
বায়োর্গন্ধবতী নাম সভা সর্ব্বগুণোত্তরা ॥ ৮৯
সপ্তমেঽপ্যন্তরতটে নক্ষত্রাধিপতেঃ সভা।
নাম্না মহোদয়া নাম শুদ্ধবৈদূর্য্য বেদিকা ॥৯০
তথাষ্টমেঽন্তরতটে ঈশানস্য মহাত্মনঃ।
যশোবতী নাম সভা তপ্তকাঞ্চনসুপ্রভা ॥ ৯১
মহাবিমানোন্যেতানি দিক্‌কূটাসু তথানি হি।
অষ্টানাং দেবমুখ্যানামিন্দ্রাদীনাং মহাত্মনাম্ ॥
ঋষিভির্দেবগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভির্মহোরগৈঃ
সেবিতানি মহাভাগৈরুপস্থানগতৈঃ সদা ॥৯৩
নাকপৃষ্ঠং দিবং স্বর্গমিতি যৈঃ পরিপঠ্যতে।
বেদবেদাঙ্গবিদ্বিদ্ভির্ শব্দৈঃ পর্য্যায়বাচকৈঃ ॥ ৯৪

ধাতুসমূহে অন্বিত সুরম্য ও অতিতেজঃসম্পন্ন। উহার তলদেশ বহুরত্নে আবৃত। উহাতে নানা স্তম্ভ বিরাজিত। বিবিধ স্বর্ণ-উদ্যান ও নানাবিধ রম্য রত্নবেদিকায় সদাই উহা সমুদ্ভাসিত। উহাতে কত কূটাগার ও কত উত্তম উত্তম ভবন বিদ্যমান। উহা অগ্নিদেবের তেজোবতী নাম্নী মহাসভা বলিয়া প্রথিত। সর্ব্বদেবের মুখস্বরূপ সুরশ্রেষ্ঠ অনল দেব সাক্ষাৎ তথায় বিরাজমান। ঐ বিভাবসু শত সহস্র শিখায় অন্বিত এবং জ্বালামালায় মণ্ডিত। সুরগণ ও ঋষিগণ তাঁহার স্তুতি করেন এবং তাহাতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। বিপ্রগণ তাঁহকে বিশিষ্ট অধিদেবরূপে কীর্ত্তন করেন। তিনিই সমস্ত তেজঃসমষ্টি, সন্দেহ নাই। ভিন্ন ভিন্ন ভোগ প্রাপ্ত হইয়া সেই একই তেজঃ বিভুরূপে বিরাজিত। পরন্তু কার্য্য কারণ বশত যুক্তি দ্বারা তদীয় পৃথকভাব কল্পিত। অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, লোকতত্ত্বজ্ঞ, মাহাত্মা, মহাভাগগণ ঐ অগ্নিদেবকে নমস্কার করেন। মেরুর তৃতীয় অন্তরতটে এইরূপ অপর এক মহসভা আছে। উহা যমের সুসংযমা নাম্নী মহাসভা বলিয়া লোকে বিখ্যাত। উহার চতুর্থ তটে নৈর্ঋতাধিপতি ধীমান্ বিরূপাক্ষের এক সভা আছে তাহার নাম কৃষ্ণাঙ্গনা। মেরুর পঞ্চম অন্তরতটে আরও এক মহসভা বিরাজিতা। উহা বৈবস্বতের শুভগতিনাম্নী রমণীয় মহাসভা। মহাত্মা জলাধিপতি বরুণের সতী নাম্নী সভা সুবিখ্যাত। ঐ সভাপুরীর উত্তরে মেরুর সুরম্য ষষ্ঠ অন্তরতটে পবনদেবের গন্ধবতী নাম্নী সভা সুপ্রসিদ্ধ। এই সভা সর্ব্বগুণে উপচিত। মেরুর সপ্তম অন্তরতটে নিশাপতির মহোদয়া নাম্নী সভা বিরাজিত। উহা বিশুদ্ধ বৈদূর্য্যবেদিকায় অলঙ্কৃত। মেরুর অষ্টম অন্তরতটে মাহাত্মা ঈশানের যশোবতী নাম্নী সভা বিরাজমান। প্রতপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় ঐ সভার প্রভা সমুজ্জ্বল। ইন্দ্রাদি মহাত্মা অষ্ট দেবশ্রেষ্ঠগণের অষ্টদিকৃস্থিত এই অষ্ট শুভ মহাবিমান কথিত হইল। ৭৮-৯২। ঋষিগণ, দেবগণ,

তদেতৎসর্ব্বদেবানামধিবাসে কৃতাত্মনাম্।
দেবলোকো গিরৌ তস্মিন্ সর্ব্বশ্রুতিষু গীয়তে
নিয়মৈর্বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্বহুভির্নিয়তাত্মভিঃ ॥ ৯৬
পুণ্যৈরন্যৈশ্চ বিবিধৈর্নৈকতাস্ত্রিশতাজ্জিতৈঃ।
প্রাপ্নোতি দেবলোকং তং স স্বর্গ ইতি চোচ্যতে
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে জম্বুদ্বীপবর্ণনং
নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।
সূত উবাচ।
যত্তদ্বৈ কর্ণিকামূলমিতি বৈ সম্প্রকীর্ত্তিতম্।
তদ্যোজনসহস্রাণাং সপ্ততীনামধঃ স্মৃতম্ ॥ ১
চত্বারিংশেত্তথাষ্টৌ চ সহস্রাণ্যত্র মণ্ডলম্।
শৈলরাজাবৃতং রম্যং মেরুমূলমিতি শ্রুতিঃ ॥ ২
তেষাং গিরিসহস্রাণামনেকেষু মহোচ্ছ্রিতাঃ।
দিক্ষু সর্ব্বাসু পর্য্যন্তৈর্মর্য্যাদাঃ পর্ব্বতাঃ স্মৃতাঃ
নিকুঞ্জকন্দরনদীগুহানির্ঝরশোভিতাঃ।
বহুপ্রাসাদকটকৈস্তটৈশ্চকুসুমোজ্জ্বলৈঃ ॥ ৪
নিতম্বপুষ্পমালৌঘৈঃ সানুভির্ধাতুমণ্ডিতৈঃ।
শিখরৈর্হেমকপিলৈর্নৈকপ্রস্রবণাবৃতৈঃ ॥ ৫
বিহঙ্গশতসম্পুষ্টৈঃ কুঞ্জৈরনুপমৈরপি।
সিংহশার্দ্দূলশরভৈর্নৈকৈশ্চামরবারণৈঃ।
নানাবর্ণাকৃতিধরৈঃ সেবিতা বিবিধৈর্নগৈঃ ॥৬
সপ্তাশ্বহরিকূটানমেকৈকং দশপর্ব্বতম্।
বাহ্যমাভ্যন্তরা যেতু ত্রিবাহাস্তু সমাঃ স্মৃতাঃ ॥
জঠরো দেবকূটশ্চ পূর্ব্বস্যাং দিশি পর্ব্বতৌ।
তৌ দক্ষিণোত্তরায়ামাবানীলনিষধায়তৌ ॥ ৮
কৈলাসো হিমবাংশ্চৈবদক্ষিণোত্তরপর্ব্বতৌ।

গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাগণ ও মহাভাগ মহোরগগণ সর্ব্বদাই এই সকল মহাবিমান সেবা করিয়া থাকেন। অতএব সমুদায় কৃতাত্মাদেবগণের অধিষ্ঠান বলিয়া দেববেদাঙ্গবিৎ ব্যক্তিগণ নাকপৃষ্ঠ, দিব, ও স্বর্গ ইত্যাদি পর্য্যায়বাচক শব্দে এই মেরুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন সমস্ত শ্রুতিবাক্যে এই গিরিবরেই দেবলোক বিরাজিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বিবিধ যজ্ঞ, নিয়ম, ও অনেক জন্ম সঞ্চিত বহু পুণ্যফলে মানব এই দেবলোক প্রাপ্ত হয়। ইহাই স্বর্গ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ৯২-৯৭।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,- পূর্ব্বে যে কর্ণিকা-মূলের কথা বলিয়াছি; তাহা সপ্ততি সহস্র যোজন নিম্নভাগে অবস্থিত। উহার মণ্ডল-পরিমাণ অষ্টচত্বারিংশৎ সহস্র যোজন। ঐ মণ্ডল শৈলরাজ-পরিবৃত এবং উহাই রম্য মেরুমূল বলিয়া প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে যে সহস্র সহস্র গিরির উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের অধিকাংশের মধ্যে মহোন্নত মর্য্যাদাপর্ব্বতগণ সর্ব্বদিকে বিরাজতি। ঐ সকল পর্ব্বত-নিকুঞ্জ, কন্দর, নদী, গুহা ও নির্ঝরনিচয়ে সুশোভিত। উহাদের তটসমস্ত কুসুমসমূহে সমুজ্জ্বল এবং উচ্চ উচ্চ বহু প্রাসাদের সমলঙ্কৃত। উহাদের নিতম্বদেশ পুষ্পপুঞ্জে পরিবৃত, সানু সকল ধাতু মণ্ডিত এবং শিখরসমূহ হেমকপিল ও বহু প্রস্রবণে পরিবৃত। ঐ গিরিসমূহ পরিপুষ্ট রত্নপ্রভায় প্রভাসিত। উহাদের মধ্যে মধ্যে অসংখ্য অনুপম কুঞ্জ বিরাজিত। সেই সকল কুঞ্জমধ্যে শত শত বিহঙ্গনাদ পরিশ্রুত, এবং সিংহ শার্দ্দুল, শরভ, চামর ও বারণ প্রভৃতি নানা বর্ণ ও নানা আকৃতি সম্পন্ন বিবিধ জন্তু ঐ পর্ব্বতসকলের সর্ব্বত্রই বিচরণশীল উক্ত পর্ব্বতসমূহের মধ্যে দশটী পর্ব্বত অতীব উন্নত। সূর্য্যের রথবাহী অশ্বগণ উহাদের প্রত্যেকটীর উপর দিয়াই ধাবিত হয় তাহাদের খুরপাতে ঐ পর্ব্বতগণের

পূর্ব্বপশ্চায়তাবেতাবর্ণবান্তব্যবস্থিতৌ ॥ ৯
যোঽসৌ মেরুর্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রাংশুঃ কনকপর্ব্বতঃ
বিষ্কম্ভং তস্য বক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১০
মহাপাদাস্তু চত্বারো মেরোরথ চতুর্দ্দিশম্।
যৈর্ধৃতস্তান্ন চলতি সপ্তদ্বীপবতী মহী ॥ ১১
দশযোজনসাহস্র আয়ামস্তেষু পঠ্যতে।
দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং নানারত্নোপশোভিতাঃ।
নৈকনির্ঝরবপ্রাঢ্যা রম্যকন্দরনির্ম্মিতাঃ ॥ ১২
নিতম্বপুষ্পকাদম্বৈঃ শোভিতাশ্চিত্রসানবঃ
মনঃশিলাদরীভিশ্চ হরিতালতলৈস্তথা ॥ ১৩
সুবর্ণমণিচিত্রাভির্গুহাভিশ্চ সমন্ততঃ।
শুদ্ধহিঙ্গলকপ্রখ্যৈঃ কাঞ্চনৈর্ধাতুমণ্ডিতৈঃ ॥ ১৪
মরকাঞ্চনচিত্রৈশ্চ প্রবালৈঃ সমলঙ্কৃতাঃ।
রুচিরাঃ শতপার্ব্বাণঃ সিদ্ধবাসা মুদান্বিতাঃ।
মহাবিমানৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ সমন্তাৎ পরিদীপিতাঃ ॥
পূর্ব্বেণ মন্দরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ ;
বিপুলঃ পশ্চিমে পার্শ্বে সুপার্শ্বশ্চোত্তরে স্মৃতঃ ॥
তেষাং সহস্রশৃঙ্গেষু বজ্রবৈদূর্য্যবেদিকাঃ।
শাখাসহস্রকলিতাঃ সুমূলাঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৭
স্নিগ্ধৈর্নীলৈর্ঘনৈঃ পর্ণৈঃ সঙ্ক্ষন্নবিবিধাশ্রয়াঃ।
অনেকযোজনোৎসেধাঃ সদা পুষ্পফলোপগাঃ
যক্ষগন্ধর্ব্বসেব্যাশ্চ সেবিতাঃ সিদ্ধচারণৈঃ।
মহাবৃক্ষাঃ সমুৎপন্নশ্চত্বারো দীপকেতবঃ ॥
মন্দরস্য গিরেঃ শৃঙ্গে মহাবৃক্ষঃ স কেতুরাট্।
আলম্বশাখাশিখরঃ কদম্বশ্চৈব পাদপঃ ॥ ২০
মহাকুম্ভপ্রমাণৈস্তু পুষ্পৈর্বিকচকেসরৈঃ।
মহাগন্ধৈর্মনোজ্ঞৈশ্চ শোভিতঃ সর্ব্বকালজৈঃ

প্রত্যেকেরই অঙ্গ ক্ষুন্ন হইয়া থাকে জঠর এবং দেবকূট এই দুই পর্ব্বত পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহারা দক্ষিণোত্তরভাগে আয়ত এবং নীল নিষধাচল পর্য্যন্ত পরিব্যপ্ত। ১-৮ কৈলাস ও হিমবান দক্ষিণ ও উত্তর দিগ্‌বর্ত্তী। ইহারা পূর্ব্ব ও পশ্চিমে আয়ত এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থিত। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই যে সমুন্নত কনকাচল সুমেরুর কথা বলিয়াছি, এক্ষণে তাহার বিষ্কম্ভের বিষয় বলি, শ্রবণ করুন- মেরুর চারিদিকে চারিটী মহান্‌পাদ বিদ্যমান। ঐ পাদচতুষ্টয় এই সপ্তদ্বীপবতী মহীকে ধরিয়া রাখে বলিয়া ইহা কখনই টলে না। ঐ পাদচতুষ্টয়ের আয়াম দশসহস্র যোজন বলিয়া উল্লিখিত। উহারা নানা রত্নে উপশোভিত হইয়া দেব, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণের আবাস মধ্যে গণ্য। ঐ সকল পাদ হইতে অসংখ্য নির্ঝর-স্রব সমুত্থিত এবং উহাদের স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর কন্দরবৃন্দ সুনির্ম্মিত। উহাদের নিতম্বদেশে যে সকল পুঞ্জ পুঞ্জ পুষ্প প্রস্ফুটিত, তাহা দ্বারা বিচিত্র সানুসকল সুশোভিত। উহাদের স্থানে স্থানে কত সুবর্ণ-মণি-খচিত বিচিত্র গুহা বিরাজিত ; তাহাদের কতস্থানে কত মনঃশিলাময় দরীগৃহ, কত হরিতালময় তটদেশ, কত বিশুদ্ধ হিঙ্গুল তুল্য কাঞ্চন-লাঞ্ছিত প্রবালদামে সমলঙ্কৃত সুন্দর সুন্দর সিদ্ধনিবাস বিদ্যমান। এই সকল সিদ্ধাশ্রম পরম প্রীতির আস্পদ। কত সুন্দর সুন্দর মহতী বিমানশ্রেণী উহাদের চতুর্দ্দিকে সমুজ্জল পূর্ব্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল, এবং উত্তর পার্শ্বে সুপার্শ্ব গিরি অবস্থিত। ইহাদের শৃঙ্গসমূহোপরি চারিটী মহাবৃক্ষ প্রদীপ্ত কেতুস্বরূপে সমুৎপন্ন হইয়া অবস্থিত। এই সকল বৃক্ষের মূলদেশ সুদৃঢ়। উহারা সহস্র সহস্র শাখা সম্পন্ন ও সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহাদের মূলে যে সকল বেদিকা আছে, উহারা হীরক ও বৈদূর্য্যমণিময়। ঐ বৃক্ষ সমূহের স্নিগ্ধ নীর অবিরল পত্ররাজি দ্বারা নানা আশ্রম আচ্ছাদিত। উহারা অনেক যোজন উন্নত এবং সর্ব্বদাই পুষ্প-ফলে পরিপূর্ণ। যক্ষ গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ এই সকল বৃক্ষের সেবা করেন। ৯-১৯। মন্দরগিরির শৃঙ্গে এক কেতুরাট্ মহাবৃক্ষ বিরাজিত। উহার শাখা-প্রশাখায় অগ্রভাগ ও কোটর সর্ব্বদিকে আলম্বিত। এই বৃক্ষে সকল ঋতুজাত

সহস্রমধিকং সোহথ গন্ধেনাপূরয়ন্ দিশঃ।
যোজনানাং সমন্তাদ্বৈ মন্দমারুতবীজিতঃ॥
বরবেতুরিব প্রথিতো ভদ্রাশ্বো নাম যো দ্বিজাঃ
যত্র সাক্ষাদ্ধৃষীকেশঃ সিদ্ধসঙ্ঘৈর্হীয়তে॥ ২৩
তস্য ভদ্রকদম্বস্য তদা শ্বেতহয়ো হরিঃ।
প্রাপ্তবানমরশ্রেষ্ঠঃ স তত্র সহিতঃ পুরা॥ ২৪
তেন চালোকিতং সর্ব্বং দ্বীপং দ্বিপদনায়কাঃ।
যস্য নাম্না সমাখ্যাতো ভদ্রাশ্বো নাম নামতঃ॥
দক্ষিণস্যাপি শৈলস্য শিখরে দেবসেবিতা।
জম্বুঃ সদা পুষ্পফলা সদা মাল্যোপশোভিতা॥
মহামূলৈর্ম্মহাস্কন্ধৈঃ স্নিগ্ধবর্ণৈর্ব্বিভূষিতা।
নবৈঃ সদাপুষ্পফলৈঃ শাখাভিশ্চোপশোভিতা
তস্যা হ্যতিপ্রমাণানি স্বাদূনি চ মৃদূনি চ।
ফলান্যমৃতকল্পানি পতন্তি গিরিমূর্দ্ধনি॥ ২৮
তস্মাদ্গিরিবরপ্রস্থাৎ পুনঃ প্রস্যন্দবাহিনী
নদী জম্বুনদী নাম প্রবৃত্তা মধুবাহিনী॥ ২৯
তত্র জম্বুনদং নাম সুবর্ণং জ্বলনপ্রভম্।
দেবালঙ্কারমতুলং জায়তে পাপনাশনম্॥ ৩০
দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ
তৎপিবন্ত্যমৃতপ্রখ্যং মধু জম্বুরসস্রবম্॥ ৩১
স কেতুর্দক্ষিণে দ্বীপে জম্বুলোকেষু বিশ্রুতো
যস্যা নাম্না স বিখ্যাতো জম্বুদ্বীপঃ সনাতনঃ॥
বিপুলস্যাপি শৈলস্য পশ্চিমস্য মহাত্মনঃ।
জাতঃ শৃঙ্গেঽতিসুমহানশ্বত্থশ্চৈব পাদপঃ॥ ৩৩
বিলম্বিবরমালাঢ্যে সুবর্ণমণিবেদিকঃ।
মহোচ্চস্কন্ধবিটপো নৈকসত্ত্বসমালয়ঃ॥ ৩৪
কুম্ভপ্রমাণৈঃ সুস্বাদৈঃ ফলৈঃ সর্ব্বর্ত্তুকৈঃ শুভৈঃ
স কেতুঃ কেতুমালানাং দেবগন্ধর্ব্বসেবিতঃ॥৩৫
কেতুমালেতি চ তথা তস্যা নাম প্রকীর্ত্তিতম্।
তন্নিবোধত বিপ্রেন্দ্রা নিরুক্তং নাম কর্ম্মতঃ॥

পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত। এই পুষ্প সমূহের প্রমাণ এক একটা মহাকুম্ভের সমান। উহারা মহাগন্ধময় ও দেখিতে অতি মনোহর। এবম্বিধ পুষ্পপুঞ্জে ঐ বৃক্ষ সুশোভিত উহা মন্দ মারুতে আন্দোলিত হইয়া চতুর্দ্দিকের সহস্রাধিক যোজন স্থান গন্ধামোদিত করে। হে দ্বিজগণ! ভদ্রাশ্ব নামে যে এক প্রধান কেতুস্থানীয় দেশে প্রসিদ্ধ আছে, এবং যথায় সাক্ষাৎ হৃষীকেশ সিদ্ধসমূহ কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন, সেইদেশে ঐ বৃক্ষ বিরাজিত। উহার নাম ভদ্রকদম্ব। হরি পুরাকালে শ্বেতবর্ণ হয়ে আরোহণ করিয়া ঐ তরুর প্রান্তে উপনীত হইয়াছিলেন এবং হে নরবরগণ! তিনি তথায় আসিয়া সমসত দ্বীপ অবলোকন করেন, এই জন্য নামসাদৃশ্যে ঐ দেশ ভদ্রাশ্ব নামে নিরূপিত হয়। দক্ষিণ শৈলের শিখরদেশে এক দেবসেবিত জম্বুবৃক্ষ আছে. উহা সদাই পুষ্প-ফলে অন্বিত এবং সর্ব্বদাই মাল্য-দামে মণ্ডিত। উহার মূলদেশ অতি বিপুল, স্কন্ধদেশ অতি মহান্। ঐ বৃক্ষ স্নিগ্ধ পর্ণে বিভূষিত, এবং সতত নবোদ্ভিন্ন পুষ্প, ফল ও শাখা-প্রশাখায় পরিশোভিত। উহার ফল সকল অতি বৃহৎ সুস্বাদু, মৃদু ও অমৃতোপম উহারা সতত গিরিশিখরে পতিত হয়। তাহাতে সেই গিরিপ্রস্থ হইতে জম্বুনাম্নী এক মধু বাহিনী নদী প্রবাহিত হইতে থাকে। তথায় জ্বলন-সন্নিভ জাম্বুনদ নামক সুবর্ণ দেবগণের অনুপম অলঙ্কাররূপে উৎপন্ন হয়। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ সেই অমৃতোপম জম্বুরস পান করেন। ঐ লোকপ্রসিদ্ধ জম্বুবৃক্ষ দক্ষিণদিকের কেতুস্বরূপে অবস্থিত। উহার নামানুসারে এই শাশ্বত জম্বুদ্বীপ বিখ্যাত। ২০-৩২। পশ্চিম পার্শ্বস্থিত মহাকায় বিপুল শৈলের শৃঙ্গে এক অতি বড় অশ্বত্থ পাদপ বিদ্যমান। উহা বিলম্বিত। মাল্যদামে অন্বিত এবং উহার তলদেশে সুবর্ণ-মণিময় বেদিকা বিরাজিত উহার স্কন্ধ ও শাকা সকল অতি উচ্চ। ঐ বৃক্ষ বহু প্রাণীর আবসস্থল। উহার ফলগুলির প্রমাণ কুম্ভ সদৃশ, উহারা সুস্বাদু, সুন্দর ও সকল ঋতুতেই সমুৎপন্ন। দেব ও গন্ধর্ব্বগণ

ক্ষীরোদমথনে বৃত্তে দৈত্যপক্ষে পরাজিতে।
মহাসমরসম্মর্দবৃক্ষক্রোড়বিমর্দিতা ॥ ৩৭
সহস্রাক্ষেণ বিহিতা মালা তস্য সুভানিতা।
তস্য স্কন্ধে সমাসক্তা হ্যাশ্বস্য বনস্পতেঃ ॥৩৮
সা তথৈব মহাগন্ধা হ্যম্লানা সর্ব্বকামিকী।
ইজ্যতেসুমহাভাগা বিবিধৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ ॥৩৯
তস্য কেতোঃ সদা মালা দেবদত্তা বিরাজতে।
পবনেনেরিতা দিব্যং বাতি গন্ধং মনোরমম্ ॥
তাভ্যাং নামাঙ্কিতো দ্বীপঃ পশ্চিমে বহু বস্তুরঃ
কেতুমাল ইতি খ্যাতো দিবিচেহ চ সর্ব্বশঃ ॥
সুপার্শ্বস্যোত্তরে চাপি শৃঙ্গে জাতো মহাদ্রুমঃ।
ন্যগ্রোধো বিপুলস্কন্ধোঽনেকযোজনমণ্ডলঃ ॥
মাল্যদামাকলাপৈশ্চ বিবিধৈর্গন্ধ শালিভিঃ।
শাখাবিলম্বী শুশুভে সিদ্ধচারণসেবিতঃ ॥ ৪৩

প্রবালকুম্ভসদৃশৈর্মধুপূর্ণৈঃ ফলৈঃ সদা।
স হ্যুত্তরকুরূণাং তু কেতুবৃক্ষঃ প্রকাশতে ॥
সনৎকুমারাবরজা মানসা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
সপ্ত তত্র মহাভাগাঃ কুরবো নাম বিশ্রুতাঃ ॥
তত্র তৈরাগতজ্ঞানৈঃ সত্ত্বস্থৈঃ পুণ্যকীর্ত্তিভিঃ।
অক্ষয়ং ক্ষেমমপরং লোকং প্রাপ্তং সনাতনম্ ॥
তেষাং নামাঙ্কিতো দ্বীপঃ সপ্তানাং বৈ মহাত্মনাম্।
দিবি চেহ চ বিখ্যাতা উত্তরাঃ কুরবঃ সদা ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে জম্বুদ্বীপবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ঐ বৃক্ষের সেবা করেন। উঁহা কেতুমাল প্রদেশের কেতুস্বরূপে প্রতিভাত। হে বিপেন্দ্রগণ! কি কারণে কেতুমাল এই নাম নিরুক্তি হইল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। পুরাকালে ক্ষীরাব্ধিমন্থন সমাপ্ত হইলে দৈত্যপক্ষ পরাজিত হয়। দেবেন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে যে মালা পরিয়া আসিয়াছিলেন, তৎকালিক মহাসমর সঙ্ঘর্ষে বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত বৃক্ষক্রোড়ে মর্দ্দিত হইয়াও ঐ মালা অম্লানভাবে অবস্থিত ছিল। ইন্দ্র তখন সেই সুভানিত মালা ঐ অশ্বত্থ বনস্পতির স্কন্ধদেশে নিজেই রাখিয়া দেন। এইজন্য তখন হইতে সিদ্ধ ও চারণসম্প্রদায় সেই মহাগন্ধশালিনী সর্ব্বকামদায়িনী সৌভাগ্যবতী মালাকে অর্চনা করিতে থাকেন। সেই কেতুস্বরূপ বৃক্ষের উপর ঐ দেবদত্ত মালা সদাই বিরাজিতা। উহা পবনবেগে আন্দোলিত হইয়া সতত দিব্য, ও মনোজ্ঞ গন্ধ প্রকটিত করে, এইজন্য কেতু ও মালা এই উভয়ের নামাঙ্কিত হইয়া ঐ পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী বহু বিস্তৃত দ্বীপ স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে কেতুমালাখ্যায় বিখ্যাত। সুপার্শ্ব গিরির উত্তর শৃঙ্গে ন্যগ্রোধ নামক এক মহাবৃক্ষ অবস্থিত। উহার স্কন্ধ বিপুল এবং উহা বহু যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত। বিবিধ গন্ধশালী মাল্যদামসমূহে ঐ বৃক্ষ বিরাজিত। সিদ্ধ ও চারণগণ ঐ বৃক্ষের সেবা করেন। উহা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রবালময় কুম্ভসদৃশ মধুপূর্ণ ফলরাজি দ্বারা সর্ব্বদাই সুশোভিত। ঐ বৃক্ষ উত্তর কুরু দেশের কেতুরূপে দণ্ডায়মান। সনৎকুমারাদি মহাভাগ সপ্ত ব্রহ্মনন্দনগণের নামানুসারে ঐ উত্তরকুরুনাম বিখ্যাত। সেই সকল পুণ্যকীর্ত্তি সত্ত্বগুণাবলম্বী জ্ঞানী ব্রহ্মকুমারগণ ঐ অবিনাশী মঙ্গলাস্পদ শাশ্বত দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই জন্য ঐ সপ্ত মহাত্মা মানস পুত্রগণের নামাঙ্কিত হইয়া ঐ দ্বীপ উত্তরকুরু আখ্যায় স্বর্গ, মর্ত্ত্য, উভয়ত্রই বিখ্যাত হইয়াছে। ৩৩-৪৭।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

তেষাং চতুর্ণাং বক্ষ্যামি শৈলেন্দ্রাণাং যথাক্রমম্
অনুবস্থানি রম্যাণি সর্ব্বকালর্ত্তুকানি চ ॥ ১

সারিকাভির্ময়ূরৈশ্চ চকোরৈশ্চ মদোৎকটৈঃ।
শুকৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈশ্চ চিত্রকৈশ্চ সমন্ততঃ ॥ ২
জীবঞ্জীবকনাদৈশ্চ হেমকানাঞ্চ নাদিতৈঃ।
মত্তকোকিলশব্দৈশ্চ বল্গুশূনাঞ্চনিনাদিতৈঃ ॥
সুগ্রীবাকাঞ্চনবরৈঃ কলবিঙ্কৈস্তথা।
কূজিতান্তরশব্দৈশ্চ সুরম্যাণি চ সর্ব্বশঃ ॥ ৪
মদোৎকটৈর্মধুকরৈর্ভ্রমরৈশ্চ মদালসৈঃ।
উপগীতবনান্তানি কিন্নরৈশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥ ৫
পুষ্পবৃষ্টিং বিমুঞ্চন্তি মন্দমারুতকম্পিতাঃ।
তরবো যত্র দৃশ্যন্তে চারুপল্লবশোভিতাঃ ॥ ৬
স্তবকৈর্মঞ্জরীভিশ্চ তাম্রৈঃ কিশলয়ৈস্তথা ॥
মন্দবাতপশাদ্ধোলৈর্দোলয়দ্ভির্যুতানি চ ॥ ৭
নানাধাতুবিচিত্রৈশ্চ কান্তরূপৈঃ শিলাশতৈঃ।
শৈলৈঃ ক্বচিদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বিন্যস্তৈঃ শোভিতানি চ
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈর্যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ।
সিদ্ধাপ্সরোগণৈশ্চৈবসেবিতানি ততস্ততঃ ॥ ৯
মনোহরাণি চত্বারি দেবাক্রীড়নকান্যথ।
চতুর্দ্দিশমুদারাণি নাম্না শৃণুত তানি মে ॥ ১০
পূর্ব্বং চৈত্ররথং নাম দক্ষিণং নন্দনং বনম্।
বৈভ্রাজং পশ্চিমং বিদ্যাদুত্তরং সবিতুর্বনম্ ॥১১
মহাবনেষু চৈতেষু নিবিষ্টানি যথাক্রমম্।
অনুবদ্ধানি রম্যাণি বিহঙ্গৈঃ কূজিতানি চ ॥১২
বনৈর্বিস্তীর্ণতীর্থানি মহাপুণ্যবনানি চ।
মহানাগাধিবাসানি সেবিতানি মহাত্মভিঃ ॥১৩
সুরসামলতোয়ানি শিবানি সুসুখানি চ।
সিদ্ধদেবাসুরবরৈরুপস্পৃষ্টজলানি চ ॥ ১৪
হৃষ্টপ্রমণৈর্বিকচৈর্মহাপদ্মৈর্মনোহরৈঃ
পুণ্ডরীকৈর্মহাপত্রৈরুৎপলৈঃ শোভিতানি চ।
মহাসরাংসি চত্বারি তানি বক্ষ্যামি নামতঃ ॥১৫
অরুণোদং সরঃ পূর্ব্বং দক্ষিণং মানসং স্মৃতম্।
শীতোদং পশ্চিমসরো মহাভদ্রং তথোত্তরম্ ॥

ষটত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,- আমি একণে পূর্ব্বোল্লিখিত চারিটী প্রধান পর্ব্বতের সুরম্য সংস্থান-সন্নিবেশ বলিতেছি, ঐ সকল পর্ব্বত প্রদেশ সকল কালের সকল ঋতুর ফলে ফুলে সুশোভিত। উঁহাদের স্থানে স্থানে সারিকা, ময়ূর, চকোর, মদোৎকট, শুক ও ভৃঙ্গরাজ বিহঙ্গ, দলে দলে বিচরণ করে। জীবঞ্জীবক, হেমক, মত্তকোকিল, বল্গু, সুগ্রীব, কাঞ্চন, ও কলবিঙ্ক প্রভৃতি বিহঙ্গকুলের মধুর নিনাদে ও অন্যান্য অব্যক্ত শব্দে ঐ সকল প্রদেশের সকল স্থান সর্ব্বদাই মুখরিত ও সুরম্য। কোথাও কোথাও বনান্তভূমি সকল মদোৎকট মধু করকুলের মধুর ঝঙ্কারে ও মদালসগতি কিন্নরগণের কণ্ঠরবে উপগীত। ঐ সকল পার্ব্বত্য প্রদেশস্থ তরুনিচয় সর্ব্বদাই চারু পল্লবে সুশোভিত উঁহারা মন্দমারুতে আন্দোলিত হইয়া সততই পুষ্পবর্ষণ করে। ঐ তরুবৃন্দের আতাম্র কিশলয়দল, মঞ্জরীপুঞ্জ ও পুষ্পস্তবকসকল বায়ু-হিল্লোলে সততই সুচঞ্চল প্রতি পর্ব্বতের স্থানে স্থানে নানাবিধ ধাতুচিত্রিত শত শত কমনীয় শিলা ও কোথাও কোথাও শৈল সকল সুবিন্যস্ত; তাহাতে ঐ সকল পার্ব্বত্য দেশ অতীব সুশোভিত। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ। দেব দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, সিদ্ধ ও অপ্সরোগণ ঐ পর্ব্বতসমূহের ইতস্ততঃ বিচরণশীল। ঐ চারি পর্ব্বতের চারিদিকে চারিটী মনোহর উদার দেবোদ্যান বিদ্যমান। উঁহাদিগের নাম আমার নিকট শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে চিত্ররথ, দক্ষিণে নন্দন, পশ্চিমে বিভ্রাজ এবং উত্তরে সবিতৃবন; এই সকল মহাবনের অভ্যন্তর প্রদেশের ক্রমিক সন্নিবেশ বড়ই রমণীয় এবং বিহঙ্গকূজনে উহাতে কত সুরম্য সুবিস্তীর্ণ তীর্থ ও কত মহাপুণ্য বনরাজি বিরাজিত। ঐ সকল বনে মহানাগগণ বাস করে এবং মহাত্মগণ উঁহাদের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন ১-১৩। ঐ বনরাজির মধ্যে মধ্যে যে সকল তোয়াশয় আছে; তাহাদের জল-সুরস, সুবিমল, সুসুখ ও শুভ সিদ্ধগণ, দেবগণ ঐ সকলের জল স্পর্শ করিয়া থাকেন। উঁহাদের

অরুণোদং চ পূর্ব্বেণ যে চ শৈলাস্ততঃ স্মৃতাঃ।
তান্ কীর্ত্ত্যমানাং স্তত্ত্বেন শৃণুধ্বং বিস্তারানাম ॥
শীতান্তশ্চ কুমুঞ্জশ্চ সুবীরশ্চাচলোত্তমঃ।
বিকঙ্কোমনিশীলশ্চ বৃষভশ্চাচলোত্তমঃ ॥ ১৮
মহানীলোঽথ রুচবঃ সবিন্দুর্মন্দরস্তথা।
বেণুমাংশ্চ সুমেধশ্চ নিষধো দেবপর্ব্বতঃ ॥১৯
ইত্যেতে পর্ব্বতবরা অন্যে চ গিরয়স্তথা।
পূর্ব্বেণ মন্দরস্যৈতে সিদ্ধবাসা উদাহৃতঃ ॥২০
সরসো মানসস্যেহ দক্ষিণা যে মহাচলাঃ।
যে কীর্ত্তিতা ময়া তে বৈ নামতস্তান্নিবোধত ॥
শৈলঃ শ্রীশিখরশ্চাপি শিশিরশ্চাচলোত্তমঃ।
কলিঙ্গশ্চ পতঙ্গশ্চ রুচকশ্চৈব সানুমান্ ॥ ২২
তাম্রাভশ্চ বিশাখশ্চ তথা শ্বেতোদরো গিরিঃ
সমূলো বিষধারশ্চ রত্নধারশ্চ পর্ব্বতঃ ॥ ২৩
একশৃঙ্গো মহামূলো গজশৈলঃ পিশাচকঃ।
পঞ্চশৈলোঽথ কৈলাসো হিমবাংশ্চাচলোত্তমঃ
ইত্যেতে দেবচরিতা হ্যুৎকৃষ্টাঃ পর্ব্বতাঃ স্থিতাঃ
দিগ্‌ভাগে দক্ষিণে প্রোক্তা মেরোরমরবর্চ্চসঃ
অপরেণ সিতোদস্য সরসো দ্বিজসত্তমাঃ।
উত্তমা যে মহাশৈলাস্তান্ প্রবক্ষ্যে যথাক্রমম্ ॥
সুবক্ষাঃ শিখিশৈলশ্চ কালো বৈদূর্য্যপর্ব্বতঃ।
কপিলঃ পিঙ্গলো রুদ্রঃ সুরসশ্চ মহাচলঃ ॥ ২৭
কুমুদো মধুমাংশ্চৈব অঞ্জনো মুকুটস্তথা।
কৃষ্ণশ্চ পাণ্ডরশ্চৈব সহস্রশিখরশ্চ হ ॥ ২৮
পরিজাতশ্চ শৈলেন্দ্রস্ত্রিশৃঙ্গশ্চাচলোত্তমঃ।
ইত্যেতে পর্ব্বতবরা দিগ্‌ভাগে পশ্চিমে স্মৃতাঃ
মহাভদ্রস্য সরস উত্তরেণাপি শ্রীমতঃ
যে ময়া পর্ব্বতাঃ প্রোক্তাস্তান্ বদিষ্যে যথাক্রমম্
শঙ্খকূটো মহাশৈলো বৃষভো হংসপর্ব্বতঃ।
নাগশ্চ কপিলশ্চৈ ইন্দ্রশৈলশ্চ সানুমান্ ॥ ৩১
নীলঃ কনকশৃঙ্গশ্চ শতশৃঙ্গশ্চ পর্ব্বতঃ।
পুষ্পকো মেঘশৈলশ্চ বিরাজশ্চাচলোত্তমঃ
জারুধিশ্চৈব শৈলেন্দ্র ইত্যেতে উত্তরাঃ স্মৃতা

মধ্যে মধ্যে যে সকল প্রস্ফুটিত কমল, পুণ্ডরীক, ও মহাপত্রশালী উৎপল আছে, তাহারা মনোজ্ঞ, মহাগন্ধযুক্ত ও ছত্রপ্রমাণ বিস্তৃত। তন্মধ্যে চারিটী মহাসরোবর বিদ্যমান। উঁহাদের নাম-সমূহ নির্দ্দেশ করিতেছি ; যথা,- পূর্ব্বে অরুণোদ, দক্ষিণে মানস, পশ্চিমে শীতোদ ও উত্তরে মহাভদ্রনামক মহাসরোবর বিরাজিত। পূর্ব্বোক্ত অরুণোদ সরোবরের অধিষ্ঠান মন্দর গিরির পূর্ব্বদিকে যে সকল শৈল আছে, বিস্তৃতরূপে তাহাদিগের নামনিচয় কীর্ত্তন করিতেছি ; আপনারা যথাযথরূপে শ্রবণ করুন। শীতান্ত, কুমুঞ্জ, সুধীর, বিকঙ্ক, মণিশীল, কৃষ্ণ, মহানীল, সবিন্দু মন্দর বেণুমান, সুমেধ, নিষধ ও দেবাচল। এই সকল এবং অন্যান্য আরও অনেক গিরিবর মন্দরগিরির পূর্ব্বভাগে বিরাজিত। এই সকল শৈলশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ-নিবাস বলিয়া কথিত। মানস সরোবরের দক্ষিণে যে সকল মহাচলের অবস্থানের কথা কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে তাহাদিগের নাম শ্রবণ করুন। শ্রীশিখর, শিশির, কলিঙ্গ, পতঙ্গ, রুচক, সানুমান, তাম্রাভ, বিশাখ, শ্বেতোদর, সমূল, বিষধার, রত্নাধার, একশৃঙ্গ, মহামূল, গজশৈল, পিশাচক, পঞ্চশৈল, কৈলাস ও হিমবান ; এই সকল দেবনিবাস উত্তর উত্তর পর্ব্বত, অমরদ্যুতি মেরুর দক্ষিণদিগ্ বিভাগে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! শীতোদ সরোবরের পশ্চিম দিকে যে সকল উত্তম উত্তম মহাশৈল অবস্থিত, যথাক্রমে তাহাদের নাম বলিতেছি ; যথা-সুবক্ষা, শিখিশৈল, কাল, বৈদুর্য্যগিরি, কপিল, পিঙ্গল, রুদ্র, সুরস, কুমুদ, মধুমান, অঞ্জন, মুকুট, কৃষ্ণ, পাণ্ডর সহস্রশিখর, পরিজাত, এবং অচলোত্তম ত্রিশৃঙ্গ, এই সকল গিরিবর পশ্চিমদিক্‌বিভাগে বিরাজিত। শ্রীমান্ মহাভদ্র সরোবরের উত্তরে যে সকল পর্ব্বত আছে বলিয়া আমি কীর্ত্তন করিয়াছি, যথাক্রমে

এতেষাং শৈলমুখ্যানান্তরেষু যথাক্রমম্।
স্থল্যোহপ্যন্তরদ্রোণ্যশ্চ সরাংসি চ নিবোধত।
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবনবিন্যাসো নাম ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শীতান্তস্যাচলেন্দ্রস্য কুমুঞ্জস্যান্তরেণ তু।
দ্রোণ্যো বিহঙ্গসংঘুষ্টা নানাসত্ত্বনিষেবিতাঃ ॥ ১
ত্রিযোজনশতায়ামা বিস্তীর্ণাঃ শতযোজনাঃ।
সুরসামলপানীয়রম্যং তত্র সরোবরম্ ॥ ৩
দ্রোণ্যায়ামপ্রমাণৈশ্চ পুণ্ডরীকৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
সহস্রশতপত্রৈর্হি মহাপদ্মৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৩
মহোরগৈরধ্যুষিতং মহাভোগৈর্দুরাসদৈঃ
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈরুপস্পৃষ্টজলং শুভম্ ॥ ৪
পুণ্যং তচ্ছ্রীসরো নাম প্রকাশং দিবি চেহ চ।
প্রসন্নজলসম্পূর্ণং শরণ্যং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৫
তত্র ত্বেকং মহাপদ্মং মধ্যে পদ্মবনস্য হ।
কোটিপত্রপ্রচারং তত্তরুণাদিত্যবর্চ্চসম্ ॥ ৬
নিত্যং ব্যাকোশমজরং চাঞ্চল্যাচ্চাতিমণ্ডলম্
চারুকেশরজালাঢ্যং মত্তষট্‌পদনাদিতম্ ॥ ৭
তস্মিন্ পদ্মে ভগবতী সাক্ষাচ্ছ্রীর্নিত্যমেব হি
লক্ষ্যাঃ পদ্মং তদাবাসং মূর্ত্তিমত্যা ন সংশয়ঃ ॥
সরসস্তস্য পূর্ব্বস্মিংস্তীরে সিদ্ধনিষেবিতে।
সদাপুষ্পফলং রম্যং তত্র বিল্ববনং মহৎ ॥ ৯
শতযোজনবিস্তীর্ণং ত্রিযোজনশতায়তম্।
অর্দ্ধক্রোশোচ্চশিখরৈর্মহাবৃক্ষৈঃ সহস্রশঃ ॥ ১০
শাখাসহস্রকলিতৈর্মহাস্কন্ধৈঃ সমাকুলম্
ফলৈঃ সুবর্ণসঙ্কাশৈর্হরিতৈঃ পাণ্ডুরৈস্তথা ॥ ১১

তাঁহাদিগের নাম বলিতেছি ;-যথা-শঙ্খকূট, বৃষভ, হংস, নাগ, কপিল, ইন্দ্রশৈল, নীল, কনকশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গ, পুষ্পক, মেঘশৈল, বিরাজ, এবং জারুধি এই সকল অচলোত্তম উত্তর দিকে অবস্থিত। এই সকল শৈলশ্রেষ্ঠের অভ্যন্তরে যথাক্রমে যে সকল স্থলী, অন্তরদ্রোণী ও সরোবরসমূহ আছে, তৎসমুদয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১৪-৩৩

ষটত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,-গিরীন্দ্র শীতান্ত ও কুমুঞ্জের মধ্যভাগে যে সকল দ্রোণী আছে, উহারা বিবিধ বিহঙ্গনাদে মুখরিত ও নানাবিধ প্রাণিসমূহে নিষেবিত। ঐ সকল দ্রোণী তিনশত যোজন আয়ত এবং শতযোজন বিস্তৃত ; উহাতে এক সরোবর আছে, তাহা সুরস ও সুনির্ম্মল জলে রমণীয়। দ্রোণীর আয়াম-পরিমিত সুগন্ধি পুণ্ডরীকসমূহে এবং শতসহস্র দলশালী মহাপদ্মে ঐ সরোবর অলঙ্কৃত উহাতে মহাভোগশালী দুর্দ্ধর্ষ মহোরগ সকল বাস করে এবং দেব, দানব ও গন্ধর্ব্ব উহার শুভ জল স্পর্শ করিয়া থাকেন ঐ পুণ্য সরোবর স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে সুপ্রকাশিত ; উহার নাম শ্রীসর। উহা প্রসন্ন পুণ্য জলে পরিপূর্ণ ও সকল প্রাণীর শরণ্য। তন্মধ্যে এক পদ্মবন বিরাজমান। সেই পদ্মবনের মধ্যে এক মহাপদ্ম প্রকাশমান। ঐ মহাপদ্মের কোটি কোটি দল এবং উহা তরুণ তপনের ন্যায় সমুজ্জ্বল ঐ পদ্ম সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত। উহা কখন জীর্ণ-শীর্ণ হয় না। চাঞ্চল্যবশতঃ উহার মণ্ডল অতীব বিস্তৃত দেখা যায় উহা সুচারু কেসরজালে অন্বিত এবং মদমত্ত ষট্‌পদসমূহে নিনাদিত। ঐ পদ্মে ভগবতী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী নিত্য বিরাজিত বাস্তবিকই ঐ মহাপদ্ম মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর নিবাসস্থল ; তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সেই সরোবরের সিদ্ধসেবিত পূর্ব্বতীরে এক বৃহৎ বিল্ববন বিদ্যমান। ঐ বন ফলে-ফুলে সর্ব্বদাই মনোরম। উহা শত যোজন বিস্তৃত এবং ত্রিশত যোজন আয়ত। ঐ বনে সহস্র সহস্র

অমৃতস্বাদুসদৃশৈস্তৈর্ভেরীমাত্রৈঃ সুগন্ধিভিঃ
শীর্য্যমাণৈঃ পতদ্ভিশ্চ কীর্ণা ভূমির্নিরন্তরা ॥ ১২
নাম্না তচ্ছ্রীবনং নাম সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্।
গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈর্যক্ষৈর্মহানাগৈশ্চ সেবিতম্ ॥
সিদ্ধৈশ্চৈব সমাকীর্ণং নিত্যং বিল্বফলার্থিভিঃ
বিবিধৈর্ভূতসঙ্ঘৈশ্চ নিত্যমেব নিষেবিতম্ ॥১৪
তস্মিন্ বনে ভগবতী সাক্ষাৎ শ্রীর্নিত্যমেব হি
দেবী সন্নিহিতা তত্র সিদ্ধসঙ্ঘৈর্নমস্কৃতা ॥ ১৫
বিকঙ্কস্যাচলেন্দ্রস্য মণিশৈলস্য চান্তরে।
শতযোজনবিস্তীর্ণং দ্বিযোজনশতায়তম্ ॥ ১৬
বিপুলং চম্পকবনং সিদ্ধচারণসেবিতম্।
পুষ্পলক্ষ্ম্যা বৃতং ভাতি জ্বলন্তমিব নিত্যদা ॥১৭
অর্দ্ধক্রোশোচ্ছ্রিশিখরৈর্মহাস্কন্ধৈঃ পলাশিভিঃ।
প্রফুল্লশাখাশিখরৈঃ পিঞ্জরং ভাতি তদ্বনম্ ॥১৮
দ্বিবাহুপরিণাহৈস্তৈস্ত্রিহস্তায়মবিস্তরৈঃ।
মনঃশিলাচূর্ণনিভৈঃ পাণ্ডুকেশরশালিভিঃ ॥ ১৯
পুষ্পৈর্মনোহরৈর্ব্যাপ্তং ব্যাকোশৈর্গন্ধশালিভিঃ
বিরাজতে বনং সর্ব্বং মত্তভ্রমরনাদিতম্ ॥ ২০
তদ্বনং দানবৈর্দেবৈর্গন্ধর্ব্বৈর্যক্ষরাক্ষসৈঃ।
কিন্নরৈরপ্সরোভিশ্চ মহানাগৈশ্চ সেবিতম্ ॥ ২১
তত্রাশ্রমং ভগবতঃ কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ।
সিদ্ধসাধ্যগণাকীর্ণং নানাশ্রুতিবিভূষিতম্ ॥২২
মহানীলকুমুদাভ্যামন্তরেঽপ্যচলাবথ ॥ ২৩
মহানদ্যাঃ সুখায়াস্তু তীরে সিদ্ধনিষেবিতে ॥
পঞ্চাশদ্‌যোজনায়ামং ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তৃতম্ ॥
রম্যং তালবনং তদ্ধি অর্দ্ধক্রোশোচ্চমস্তকম্ ॥
মহামূলৈর্মহাসারৈঃ স্থিরৈরবিরলৈঃ শুভৈঃ।
কুমুদাঞ্জনসংস্থানৈঃ পরিবৃত্তৈর্মহাফলৈঃ।

মহাবৃক্ষ বিরাজিত। তাহাদের শিরোদেশ অর্দ্ধক্রোশ উচ্চে অবস্থিত। ১-১০। ঐ বৃক্ষগুলির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্কন্ধ সহস্র সহস্র শাখা-প্রশাখায় পরিব্যাপ্ত এবং সুবর্ণপ্রতিম হরিত-পাণ্ডুর ফলসমূহে সুশোভিত। ঐ সকল ফল ভেরী প্রমাণ, সুগন্ধি এবং অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু. উহারা সুপক্ব হইয়া বৃক্ষ হইতে পতিত হওয়ায় বৃক্ষের তলভূমি নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন হয়। ঐ বনের নাম শ্রীবন। উহা সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ ও মহোরগগণে ঐ বিল্ববন নিষেবিত. সিদ্ধগণ বিল্বফলের লালসায় নিত্য ঐ বনে বিচরণ করেন। বিবিধ ভূতবৃন্দ নিত্য ঐ বনে বাস করে। ঐ বনে ভগবতী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী নিত্যই সন্নিহিতা সিদ্ধগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে নমস্কার করেন। অচলশ্রেষ্ঠ বিকঙ্ক ও মণিশৈলের মধ্যভাগে শত যোজন বিস্তীর্ণ, দ্বিশত যোজন আয়ত এক সুবিপুল চম্পকবন বিদ্যমান। উহা সিদ্ধ ও চারণগণে নিষেবিত এবং কুসুম সৌন্দর্য্যে পরিবৃত হইয়া নিত্যই উজ্জ্বলাকারে বিভাত। ঐ বনে মহাস্কন্ধশালী বহু বৃক্ষ বিরাজিত। তাহাদের প্রত্যেকেরই শিরোভাগ অর্দ্ধক্রোশ উন্নত এবং অসংখ্য শাখাশিখর প্রফুল্ল পুষ্পে উজ্জ্বলিত। ঐ সকল বৃক্ষ দ্বারা সেই চম্পকবন যেন পিঞ্জরাকারে অবস্থিত। ঐ বৃক্ষসমূহের নিত্য প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি সতত সুগন্ধশালী ও সুরম্য. উহাদের বর্ণ মনঃশিলাচূর্ণ-সম এবং উহারা পাণ্ডুরবর্ণ কেশরজালে সুশোভিত। উহাদের প্রত্যেকের পরিণাহ দ্বিবাহু পরিমিত এবং আয়াম ও বিস্তার ত্রিহস্ত প্রমাণ। ঐ সকল পুষ্প দ্বারা সেই সমগ্র চম্পকবন বিরাজিত এবং মধুমত্ত ভ্রমরগুঞ্জনে উহা মুখরিত। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, অপ্সরা ও মহানাগসমূহ সে বনে সর্ব্বদা বিচরণশীল। তথায় ভগবান্ কশ্যপপ্রজাপতির এক আশ্রম বিদ্যমান। উহা সিদ্ধ ও সাধ্যগণে আকীর্ণ এবং বিবিধ বেদনাদে মুখরিত। ১১-২২ মহানীল ও কুমুদশৈলের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতপ্রদেশে সুখা নাম্নী মহানদীর সিদ্ধসেবিত তীরদেশে এক সুরম্য তালবন আছে। সে বনের শিরোভাগ অর্দ্ধক্রোশ উচ্চ, উহা পঞ্চাশৎ যোজন

মৃষ্টগন্ধরাসোপেতৈরুপেতং সিদ্ধসেবিতম্ ॥ ২৬
মাহেন্দ্রস্য দ্বিপেন্দ্রস্য তত্র বাস উদাহৃতঃ।
ঐরাবতস্য ভদ্রস্য সর্ব্বলোকেষুবিশ্রুত ॥ ২৭
বেণুমন্তস্য শৈলস্য সুমেধাস্যোত্তরেণ চ।
সহস্রযোজনায়ামং বিস্তীর্ণং শতযোজনম্ ॥ ২৮
বৃক্ষগুল্মলতাগুচ্ছৈঃ সর্ব্ববীরুদ্ভিরীরিতম্।
দুর্ব্বাপ্রস্তারমেবাথ সর্ব্বসত্ত্ববিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৯
তথা নিষধশৈলস্য দেবশৈলস্য চোত্তরে।
সহস্রযোজনায়ামা শতযোজনবিস্তৃতা ॥ ৩০
সর্ব্বা হ্যেকশিলা ভূমির্বৃক্ষবীরুদ্বিবর্জ্জিতা।
আপ্লুতা পাদমাত্রেণ হ্যুদকেন সমন্ততঃ ॥ ৩১
ইত্যেতা হ্যন্তরদ্রোণ্যো নানাকারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
মেরোঃ পূর্ব্বেণ বিপ্রেন্দ্র যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবনবিন্যাসো নাম সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

আয়ত ও ত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত। ঐ বনে মহাফলশালী বহু তত্ত বৃক্ষ বিরাজিত। উহারা মহামূল-বিশিষ্ট, মহাসার-সম্পন্ন, স্থির, অবিরল। উহাদের সংস্থান সন্নিবেশ কুমুদ ও অঞ্জনশৈলবৎ। ঐ সকল বৃক্ষের ফলরাজি সুরস ও সুগন্ধে পরিপূর্ণ। সিদ্ধগণ এতাদৃশ বৃক্ষ-পরিপূর্ণ ঐ তালবনে সতত বিচরণ করেন। ঐ তালবন ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের বাসভূমি বলিয়া বিখ্যাত। বেণুমন্ত ও সুমেধ-শৈলের উত্তরে এক বন আছে। উহা সহস্র যোজন আয়ত এবং শত যোজন বিস্তীর্ণ। উহাতে বৃক্ষ, গুল্ম বা লতাগুচ্ছ কিছুই নাই। উহা কেবল দুর্ব্বাবনে আবৃত। উহাতে কোন প্রাণী নাই। নিষধ ও দেবশৈলের উত্তরে সহস্র যোজন আয়ত ও শত যোজন বিস্তৃত যে ভূভাগ আছে; উহাতে বৃক্ষ বা লতা কিছুই নাই। উহার সর্ব্বস্থান এক শিলাময় এবং পাদমাত্র জলে উহার সর্ব্ব স্থান আপ্লুত হে বিপ্রেন্দ্রগণ! মেরুর পূর্ব্বদিকস্থিত এই সকল নানাকৃতি-সম্পন্ন অন্তর-দ্রোণী যথাবৎ কীর্ত্তিত হইল। ২৩-৩২।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭।

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দিক্ষণ্যা দিশমাশ্রিতাঃ।
যা দ্রোণ্যঃ সিদ্ধচরিতাঃ শৃণু তা হ্যনুপূর্ব্বশঃ ॥ ১
শিশিরস্যাচলেন্দ্রস্য পতঙ্গস্যান্তরেণ চ।
শুক্লভূমিশ্রিয়া যুক্তং লতালিঙ্গিতপাদপম্ ॥ ২
পৃথুচ্চৈঃপোচ্চশিখরৈঃ পাদপৈরুপশোভিতম্।
উদুম্বরবনং রম্যং পক্ষিসঙ্ঘনিষেবিতম্ ॥ ৩
পক্বৈর্বিদ্রুমসঙ্কাশৈর্মধুপূর্ণৈর্মনোরমৈঃ।
জ্বলিতং তদ্বনং ভাতি মহাকুম্ভোপমৈঃ ফলৈঃ
তৎসিদ্ধযক্ষগন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা উরগাস্তথা
বিদ্যাধরাশ্চ মুদিতা উপজীবন্তি নিত্যশঃ ॥ ৫
প্রসন্নস্বাদুসলিলাস্তত্র নদ্যো বহূদকাঃ।
সুরসামলতোয়াস্তঃ সরাংসি চ সমন্ততঃ ॥ ৬

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

সূত কহিলেন,- যে সকল সিদ্ধ সেবিত গিরিশ্রেণী দক্ষিণ দিক আশ্রয় করিয়া অবস্থিত, অতঃপর তাহাদেরই আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বলিতেছি। অচলেন্দ্র শিশির ও পতঙ্গ এই উভয় পর্ব্বতের মধ্যভাগে এক রমণীয় উদুম্বর বন বিদ্যমান। ঐ বন বিপুল শাখা ও উচ্চ শিখর-সম্পন্ন বিবিধ পাদপে শোভিত, নানাজাতীয় বিহঙ্গমে নিষেবিত এবং সুকোমল ভূমি শোভায় সুসমৃদ্ধ। ঐ বনের পাদপ সকল বিবিধ লতায় আলিঙ্গিত। এই সকল পাদপস্থ ফল সমূহের প্রমাণ এক একটা মহাকুম্ভ সদৃশ। উহারা পক্কাবস্থায় দেখিতে বিদ্রুমের ন্যায় বর্ণশালী; উহাদের অভ্যন্তর মধুরসে পরিপূর্ণ। ঐ সকল মনোজ্ঞ ফলে ঐ উদুম্বর বন জ্বলিতবৎ প্রতিভাত। সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ ও বিদ্যাধরগণ মুদিত মনে নিত্যই সে বনের সেবা করেন। সে বনের মধ্যে দিয়া প্রসন্ন-পুণ্য-বিমলা প্রভৃত

তত্রাশ্রমং ভগবতঃ কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ।
রম্যং সুরগণাকীর্ণং সর্ব্বতশ্চিত্রকাননম্।
সমন্তাদ্‌যোজনশতং দধনং পরিমণ্ডলম্ ॥ ৭
তাম্রবর্ণস্য শৈলস্য পতঙ্গস্যান্তরেণ তু
শতযোজনবিস্তীর্ণং দ্বিযোজনশতায়তম্ ॥ ৮
তরুণাদিত্যসঙ্কাশৈঃ পুণ্ডরীকৈঃ সমন্ততঃ।
সহস্রপত্রৈর্বিকচৈর্মহাপদ্মৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৯
তথা ভ্রমরসংলীনৈঃ শতপত্রৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
প্রফুল্লৈঃ শোভিতজলং রক্ত নীলৈর্মহোৎপলৈঃ
সরোবরং মহাপুণ্যং দেবদানবসেবিতম্।
মহোরগৈরধ্যুষিতং নীলজালবিভূষিতম্ ॥ ১১
তস্য মধ্যে জনপদো হ্যায়তঃ শতযোজনঃ।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণো রক্তধাতুবিভূষিতঃ ॥ ১২
তস্যোপরি মহারথ্যা প্রাংশুপ্রাকারতোরণা।
নরনারীগণাকীর্ণা স্ফীতা বিভববিস্তরৈঃ ॥ ১৩
বলভীকূটনির্য্যূহৈর্মণিভক্তিবিচিত্রিতৈঃ।
রত্নচিত্রার্পিততলৈঃ শ্লক্ষ্ণচিত্রোত্তরচ্ছদৈঃ ॥ ১৪
মহাভবনমালাভির্মহাপ্রাংশুভিরুত্তমৈঃ।
বিদ্যাধরপুরং তত্র শোভতে ত্রাণুয়চ্ছুভম্। ১৫
বিদ্যাধরপতিস্তত্র পুলোমা তত্র বিশ্রুতঃ।
চিত্রবেষধরঃ স্রগ্বী মহেন্দ্রসদৃশদ্যুতিঃ ॥ ১৬
দীপ্তানাং চিত্রবেষাণাং সূর্য্যপ্রতিমতেজসাম্।
বিদ্যাধরসহস্রাণামনেকেষাং স রাজরাট্ ॥
বিশাখস্যাচলেন্দ্রস্যাতদঙ্গস্যান্তরেণ চ।
সরসস্তাম্রবর্ণস্য পূর্ব্বে তীরে পরিশ্রুতম্ ॥ ১৮
পঞ্চস্কন্ধৈর্বিষ্কং সুশং বর্ণশোভিতম্।
সর্ব্বকালফলং তত্র স্ফীতশ্চাম্রবনং মহৎ ॥ ১৯
ফলৈঃ কনকসঙ্কাশৈর্মহাস্বাদৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
মহাকুম্ভপ্রমাণৈশ্চ তনুশাখৈঃ সমন্ততঃ ॥ ২০
গন্ধর্ব্বকিন্নরা যক্ষা নাগা বিদ্যাধরাস্তথা।

জলবাহিনী বহু নদী প্রবাহিত। মধ্যে মধ্যে চতুর্দ্দিকে সরোবর সকল বিরাজিত। সেখানে ভগবান্ কর্দ্দম প্রজাপতির আশ্রম। ঐ আশ্রম রমণীয় সুরগণ-সেবিত ও সর্ব্বদিকে বিচিত্র বনে অম্বিত তত্রত্য বনভূমির চতুর্দ্দিগ্‌ব্যাপী মণ্ডল শত যোজন সুপ্রসর। তাম্রপর্ণ ও পতঙ্গ গিরির অন্তরালে শত যোজন বিস্তৃত ও দ্বিশত যোজন আয়ত এক মহাপুণ্য সরোবর আছে। উহার সর্ব্বস্থান তরুণ তপন সন্নিভ পুণ্ডরীক ও সহস্য সহস্র পত্রযুক্ত প্রফুল্ল পদ্মসমূহে সমলঙ্কৃত উহার জল মধুকরপরিগত সুগন্ধি শত পত্রদলে এবং রক্ত ও নীলবর্ণ প্রফুল্ল মহোৎপলসমূহে সুশোভিত। এসরোবর দেব, দানব ও মহোরগকুলে নিবেষিত। পূর্ব্বোক্ত বনাভ্যন্তরে শত যোজন আয়ত ত্রিংশৎযোজন বিস্তীর্ণ রক্তবর্ণ ধাতুমণ্ডিত এক জনপদ আছে। তাহার উপর এক মহারথ্যা বিদ্যমান। ঐ রথ্যা উন্নত প্রকার ও তোরণযুক্ত, নানা নরনারীগণে আকীর্ণ এবং বৈভববিস্তারে সমৃদ্ধ তত্রত্য জনপদের মধ্যভাগে এক সুসজ্জিত বিদ্যাধরপুরী বিরাজমান। ঐ পুরীর অভ্যন্তরে যে সকল মহোন্নত মহাভবন আছে, সে সমুদায় নানা মণিখচিত, বিবিধ চিত্রে অম্বিত, ও বলভী প্রভৃতি দ্বারা সমলঙ্কৃত। তাহাদের তলভাগে নানা রত্নময় চিত্র বিন্যস্ত এবং সুকোমল সুচিত্র উত্তরচ্ছদে পরিচ্ছন্ন। ঐ পুরীর মধ্যে বিখ্যাত বিদ্যাধরপতি পুলোমা বাস করেন। তিনি বিচিত্র বেশধারী, মাল্যমণ্ডিত ও মহেন্দ্রসদৃশ দ্যুতিসম্পন্ন। ১-১৬। সূর্য্যতুল্য তেজঃপুঞ্জধারী বিচিত্রবেশী বহু সহস্র বিদ্যাধরদিগের তিনি রাজাধিরাজ অচলেন্দ্র বিশাখ ও পতঙ্গের মধ্যভাগে তাম্রপর্ণাখ্য সরোবরের পূর্ব্বতীরে এক সুসমৃদ্ধ সুবৃহৎ আম্রবন বিদ্যমান। ঐ বন পঞ্চবান দ্বার বিদ্ধ, সুন্দর শাখা সম্পন্ন, নানা বর্ণে শোভিত ও সার্ব্বকালিক ফলসমূহে পরিপূর্ণ। বনের মধ্যে মধ্যে সর্ব্বদিকেই যে সকল বৃক্ষ আছে, তাহাদের শাখাঅতি অল্প ; সে সমুদায়ে প্রচুর ফল ফলিয়া রহিয়াছে। ঐ সকল ফল প্রমাণে এক একটা মহাকুম্ভের ন্যায়, দেখিতে স্বর্ণবর্ণ,

পিবন্ত্যাম্ররসং তত্র সুস্বাদু হ্যমৃতোপমম্ ॥ ২১
তত্রাম্ররসপীতানাং মুদিতানাং মহাত্মনাম্।
শ্রূয়ন্তে হৃষ্টতুষ্টানাং নাদাস্তস্মিন্মহাবনে ॥ ২২
সমুলস্যাচলেন্দ্রস্য বসুধারস্য চান্তরে ॥
সমাসুরভিপূর্ণাঢ্যা বিহঙ্গৈরুপশোভিতা ॥ ২৩
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণা পঞ্চাশদ্‌যোজনায়তা।
তত্র বিল্বস্থলী বিপ্রাঃ শুদ্ধা নিম্নফলদ্রুমা ॥ ২৪
সুস্বাদৈর্বিদ্রুমনিভৈঃ ফলৈর্বিল্বৈর্মহোপমৈঃ
শীর্যমাণৈর্বিশীর্ণৈশ্চ প্রক্লিন্নতলমৃত্তিকাঃ ॥ ২৫
তাং স্থলীমুপজীবন্তি যক্ষগন্ধর্বকিন্নরাঃ।
সিদ্ধা নাগাশ্চ বহুশো নিত্যং বিল্বফলাশিনঃ
অন্তরে বসুধারস্য রত্নধারস্য চান্তরে।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণমায়তং শতযোজনম্ ॥২৭
সুগন্ধং কিংশুকবনং নিত্যং পুষ্পিতপাদপম্।
পুষ্পলক্ষ্যাবৃতং ভাতি প্রদীপ্তমিব সর্বতঃ ॥২৮
যস্য গন্ধেন দিব্যেন বাস্যন্তে পরিমণ্ডলম্।
সমন্তংযোজনশতং কাননানি সমন্ততঃ ॥ ২৯
তৎ সিদ্ধচারণগণৈরপ্সরোভিশ্চ সেবিতম্।
রম্যং তৎকিংশুকবনং জলাশয়বিভূষিতম্ ॥ ৩০
তত্রাদিত্যস্য দেবস্য দীপ্তমায়তনং মহৎ।
মাসে মাসেঽবতরতি তত্র সূর্য্যঃ প্রজাপতিঃ ॥
তত্র কালস্য কর্তারং সহস্রাংশুং সুরোত্তমম্।
সিদ্ধসঙ্ঘা নমস্যন্তি সর্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ৩২
পঞ্চকূটস্য শৈলস্য কৈলাসস্যান্তরেণ তু।
ষট্‌ত্রিংশদ্‌যোজনায়ামং বিস্তীর্ণং শতযোজনম্ ॥
ক্ষুদ্রসত্ত্বৈরণাধৃষ্যং সর্বতো হংসপাণ্ডুরম্।
দুষ্পারং সর্বসত্ত্বানাং দুর্গমং লোমহর্ষণম্ ॥ ৩৪
ইত্যেতা হ্যন্তরদ্রোণ্যো দক্ষিণে পরিকীর্তিতাঃ
যথানুপূর্ব্বমখিলাঃ সিদ্ধ সজ্জনিষেবিতাঃ ॥ ৩৫
পশ্চিমায়াং দিশি তথা যেঽন্তরদ্রোণিবিস্তরাঃ।
তান্ বর্ণ্যমানাংস্তত্ত্বেন শৃণুতেমান্দ্বিজোত্তমাঃ
অন্তরালে গিরৌ তস্মিন্ সুবক্ষঃশিখিশৈলয়োঃ

খাইতে অতি সুস্বাদু এবং সুগন্ধসঞ্চারে পরিপূর্ণ। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, নাগ ও বিদ্যাধরগণ সেই সুস্বাদু অমৃতোপম আম্ররস পান করিয়া থাকেন। ঐ সকল মহাত্মারা আম্ররসপানে হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া মুদিতমনে কালাতিপাত করেন। সেই মহাপ্রদেশে নিত্যই তাঁহাদের কণ্ঠনিনাদ পরিশ্রুত হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! অচলেন্দ্র সমুলে বসুধারের অন্তরালে ত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত পঞ্চাশৎ যোজন আয়ত এক বিল্ববন বিরাজিত। ঐ বন বিহঙ্গমগণে পরিব্যাপ্ত এবং সুমিষ্টগন্ধে পরিপূর্ণ. উহা বিশুদ্ধ এবং সমৃদ্ধ। ঐ বনে যে সকল বৃক্ষ আছে, যাহারা ফলভারে আনত। তাহাদের ফলগুলি বিদ্রুমাকার, সুমিষ্ট ও মহাপ্রমাণ। ঐ সকল ফল পাকিয়া বিশীর্ণাবস্থায় বৃক্ষতলে পতিত হওয়ায় তত্রত্য মৃত্তিকাসকল ক্লিন্ন হইতে থাকে। বিল্বফলভোজী যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ ও নাগগণ নিত্য নিত্য ঐ বিল্বস্থলীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। বসুধার ও রত্নধারের অন্তরালে ত্রিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণ ও শত যোজন আয়ত এক সুগন্ধ সুপুষ্পিত কিংশুবন বিদ্যমান। পুষ্পশ্রী সদাই সে বন বেষ্টন করিয়া বিরাজমান; সুতরাং উহা যেন সর্ব্বথা জ্বলিতাকারেই প্রতীয়মান। সে বনের দিব্য গন্ধে শত যোজনবিস্তীর্ণ সমগ্র কাননদেশ সর্ব্বথা সুবাসিত হয়। সিদ্ধ, চারণ ও অপ্সরোগণ সেই জলাশয়-শোভিত রম্য কিংশুকবনে বিরচণ করেন। তথায় ভগবান্ আদিত্যের এক দীপ্ত দিব্য আয়তন আছে। প্রজাপতি আদিত্য মাসে মাসে সেখানে অবতরণ করিয়া থাকেন। ১৭-৩১। সিদ্ধ সম্প্রদায় সেই কালকর্ত্তা সর্ব্বাভিবন্দ্য সুরবর সহস্ররশ্মিকে তখন নমস্কার করেন পঞ্চকূট ও কৈলাসশৈলের মধ্যভাগে ষট্‌ত্রিংশৎ যোজন আয়ত ও শতযোজনবিস্তীর্ণ এক বনভূমি আছে। উহা দুষ্পার, লোম হর্ষণ ও সর্ব্বজন্তুর সুদুর্গম উহার সর্ব্বস্থান দেখিতে হংসের ন্যায় পাণ্ডুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের সঞ্চার ঐ বনের কুত্রাপি নাই। এই আমি দক্ষিণদিক্‌স্থিত সিদ্ধসেবিত অন্তরদ্রোণীসকল আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে পশ্চিমদিকে যে সকল অন্তরদ্রোণী

সমন্তদ্‌যোজনশতমেকভূমং শিলাতলম্ ॥ ৩৭
নিত্যতপ্তং মহাঘোরং দুঃস্পর্শং রোমহর্ষণম্।
অগম্যং সর্ব্বসত্ত্বানামীশ্বরাণাং সুদারুণম্ ॥ ৩৮
মধ্যে তস্যাং শিলাস্থল্যাংস্ত্রিংশদ্‌যোজনমণ্ডলম্
জ্বালাসহস্রকলিলং বহ্নিস্থানং সুদারুণম্ ॥ ৩৯
অনিন্ধনস্তত্র সদা জ্বালামালী বিভাবসুঃ।
জ্বলত্যেব সদা দেবঃ শশ্বত্তত্র হুতাশনঃ ॥ ৪০
অধিদেবকৃতে যোঽসাবগ্নের্ভাগো বিধীয়তে।
স তত্র জ্বলতে নিত্যং লোকসম্বর্ত্তকোঽনলঃ ॥
অন্তরে শৈলবরয়োর্দেবাপিজয়োঃ শুভাঃ।
মাতুলুঙ্গস্থলী তত্র ব্যায়ামদ্বিশযোজনা ॥ ৪২
মধুব্যঞ্জনসংস্থানৈঃ সুরসৈঃ কনকপ্রভৈঃ
ফলৈঃ পরিণতৈঃ সর্ব্বা শোভিতা সা মহাস্থলী
তত্রাশ্রমং মহাপুণ্যং সিদ্ধসঙ্ঘনিষেবিতম্।
বৃহস্পতেঃ প্রমুদিতং সর্ব্বকামগুণৈর্যুতম্ ॥ ৪৪
তথৈব শৈলবরয়োঃ কুমুদাঞ্জনয়োরপি।

অন্তরে কেসরদ্রোণিরনেকায়ামযোজনা ॥ ৪৫
দ্বিবাহুপরিণাহৈস্তৈস্ত্রিহস্তায়তবিস্তৃতৈঃ।
চন্দ্রাংশুবর্ণৈর্ব্যাকোশৈর্মত্তষট্‌পদনাদিতৈঃ ॥ ৪৬
মধুসর্পীরজঃ পৃক্তৈর্মহাগন্ধৈর্মনোহরৈঃ।
শবলং তদ্বনং ভাতি কুসুমৈঃ সর্ব্বকালজৈঃ ॥
তত্র বিষ্ণোঃ সুরগুরোর্দীপ্তমায়তনং মহৎ
প্রকাশংস্ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ৪৮
অন্তরে শৈলবরয়োঃ কৃষ্ণপাণ্ডুরয়োরপি।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণং নবত্যায়তযোজনম্ ॥ ৪৯
শ্লক্ষ্ণমেকশিলং দেশং বৃক্ষবীরুদ্ধিবর্জ্জিতম্।
সুখপাদপ্রচারঞ্চ নিম্নোন্নতবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫০
মধ্যে তু সরসস্তস্য রম্যা তু স্থলপদ্মিনী।
সহস্রপত্রৈর্ব্যাকোশৈশ্ছত্রমাত্রৈরলঙ্কৃতা ॥ ৫১
পুণ্ডরীকৈর্মহাপদ্মৈরুচিরৈর্গন্ধশালিভিঃ।
শত পত্রৈশ্চবিকচৈরম্বুজৈর্নীলপত্রকৈঃ ॥ ৫২

আছে, হে দ্বিজবরগণ। তৎ সমুদায় বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ করুন সুবক্ষ ও শিখিশৈলের অন্তরালে চতুর্দ্দিকে যোজনবিস্তীর্ণ এক ভূমিময় এক শিলাতল আছে। উহা নিত্য তপ্ত মহাঘোর, দুঃস্পর্শ ও রোমহর্ষণ। ঐ স্থানে কোন প্রাণীই যাইতে পারে না; উহা ঈশ্বরদিগের পক্ষেও ভয়াবহ। সেই শিলাস্থলীর মধ্যভাগে ত্রিংশদ্‌যোজন মণ্ডলিত সহস্র সহস্র জ্বালামালায় সমাকুল এক সুদারুণ বহ্নিস্থান আছে। অগ্নি সেখানে বিনা ইন্ধনেই সতত জ্বালামালায় মণ্ডিত। দেব হুতাশন, সর্ব্বদা তথায় দেদীপ্যমান। অধিদেবার্থ অগ্নির যে ভাগ কল্পনা করা হয় সেই সম্বর্ত্তক অগ্নিই নিত্য তথায় প্রজ্বলিত হইয়া থাকেন। শৈলশ্রেষ্ঠ দেবাপি ও জয়ের অন্তরালে দশযোজন আয়ত এক মাতুলুঙ্গস্থলী বিদ্যমান। ঐ স্থলী মধুময় ব্যঞ্জনবৎ সুরস, কনকসন্নিভ ও পরিপক্ক ফলসমূহে সুশোভিত। ঐ স্থানে বৃহস্পতির এক মহাপবিত্র আশ্রম আছে। উহা সর্ব্ববিধ কমগুণে অন্বিত, সিদ্ধসমূহে নিষেবিত ও আনন্দযুত। কুমুদ ও অঞ্জনাচলের অভ্যন্তরে বহু যোজনায়ত কেসরদ্রোণি বিরাজিত। তত্রত্য বন সর্ব্বকালোৎপন্ন কুসুমসমূহে বিচিত্রাকারে বিভাত। ঐ কুসুম রাজির পরিণাহ দ্বিবাহু পরিমিত এবং আয়াম বিস্তার ত্রিহস্ত। উহারা মত্ত মধুকরকুলে নিনাদিত, চন্দ্রাংশুর ন্যায় শুভ্রবর্ণ, সর্ব্বদা প্রস্ফুট মধু ও ঘৃতকণিকায় সংপৃক্ত এবং মনোহর মহাগন্ধ বিশিষ্ট, তথায় সুরগুরু বিষ্ণুর এক দীপ্ত আয়তন বিদ্যমান উহা লোকত্রয়ে বিখ্যাত এবং সর্ব্বলোকের নমস্কৃত। ৩২-৪৮ কৃষ্ণ ও পাণ্ডুর নামক শৈলবরের মধ্যভাগে ত্রিংশৎযোজন বিস্তীর্ণ নব্বতি যোজন আয়ত একশিলাময় এক সুকোমল দেশ বিরাজমান। ঐ দেশে বৃক্ষ লতা নাই, বন্ধুরতা নাই। সেখানে সুখ-স্বচ্ছন্দে পাদবিক্ষেপ করা যায়। তাহার মধ্যে এক সরোবর আছে। সেই সরোবরে এক রমণীয় স্থল-পদ্মিনী বিরাজ করে উহার প্রস্ফুট সহস্র সহস্র পদ্মদ্বারা ঐ সরোবর যেন ছত্র দ্বারাই অলঙ্কৃত। ঐ সরোবরে মনোজ্ঞ গন্ধশালী মহাপদ্ম পুণ্ডরীক, প্রস্ফুট

মদোৎকটৈর্মধুকরৈস্তত্র মত্তৈশ্চ মদোৎকটৈঃ।
মৃদুগদ্গদকণ্ঠানাং কিন্নরাণাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ ॥ ৫৩
উপগীতপদ্মখণ্ডাঢ্যা বিস্তীর্ণা স্থলপদ্মিনী ।
যক্ষগন্ধর্ব্বচরিতা সিদ্ধচারণসেবিতা ॥ ৫৪
মধ্যে তস্যাশ্চ পদ্মিন্যাঃ পঞ্চযোজনমণ্ডলঃ ।
ন্যগ্রোধো বিপুলস্কন্ধোহ্যনেকারোহমণ্ডিতঃ ॥
তত্র চন্দ্র প্রভঃ শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র নিভাননঃ ।
সহস্রবদনো দেবো নলবাসাঃ সুরারিহা ॥ ৪৬
পদ্মমালাধরস্তস্যাং মহাভাগোহপরাজিতঃ ।
ইজ্যতে যক্ষগন্ধর্ব্বৈর্বিদ্যাধরগণৈস্তথা ॥ ৫৭
তস্মিন্নায়তনে সাক্ষাদনাদিনিধনো হরিঃ ।
পদ্মোপহারৈর্বিবিধৈরিজ্যতে সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ৫৮
তদনন্তসদো নাম সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্ ।
পদ্মমালাবলম্বাভির্মালাভিরুপশোভিতম্ ॥ ৫৯
তথা সহস্রশিখরকুমুদস্যান্তরেণ চ ।
পঞ্চাশদ্‌যোজনায়ামং ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তরম্ ।

নীলপত্র শত পত্র উৎপল এবং মদমত্ত ভ্রমর ও মদমত্ত মধুকর সুশোভিত। গদগদকণ্ঠ কিন্নরদিগের কোমল কণ্ঠঝঙ্কারে ঐ পদ্মবন মুখরিত। ঐ স্থলপদ্মিনী অতীব বিস্তীর্ণ। উহা যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ ও চারণগণে সেবিত। ঐ পদ্মিনীর মধ্যভাগে এক বিপুলস্কন্ধ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ বিদ্যমান। এই বৃক্ষের বেষ্টন পরিমাণ পঞ্চযোজন। উহার শাখা প্রশাখা অনেক। তথায় ভগবান্ নীলাম্বর দেব বিরাজমান। তাঁহার আকার চন্দ্রবৎ শুভ্র ; তিনি শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্রনিভানন, সহস্রবদন ও সুরশত্রু-নাশন। সেই অপরাজিত মহাভাগ তত্রত্য পদ্মমালা মণ্ডিত বনস্থলী মধ্যে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। অনাদিনিধন সাক্ষাৎ হরি,-সিদ্ধ ও চারণগণ কর্তৃক বিবিধ পদ্ম পুষ্পের উপহার দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। ঐ স্থান 'অনন্তপদ' নামে লোকত্রয়ে বিখ্যাত এবং পদ্মমালার ন্যায় বিবিধ বিলম্বিত পুষ্পমালায় মণ্ডিত। সহস্রশিখর ও কুমুদাচলের অন্তরালে যে গিরিশিখর আছে,

ইষুক্ষেপোচ্চশিখরং নানাবিহগসেবিতম্ ॥ ৬০
মহাগন্ধৈর্মহাস্বাদৈর্গজদেহনিভৈঃ ফলৈঃ ।
মধুস্রবৈর্মহাবৃক্ষৈরুপেতং তৎসমন্ততঃ ॥ ৬১
তত্রাশ্রমং মহাপুণ্যং দেবর্ষিগণসেবিতম্ ।
শুক্রস্য প্রথিতং তত্র ভাস্বরং পুণ্যকর্ম্মণঃ ॥ ৬২
শঙ্খকূটস্য শৈলস্য বৃষভস্যান্তরেণ চ ।
পরূষকস্থলী রম্যা হ্যনেকায়তযোজনা ॥ ৬৩
বিল্বপ্রমাণৈশ্চ ফলৈর্মহাস্বাদৈঃ সুগন্ধিভিঃ ।
ফলৈঃ প্রক্লিদ্যতে ভূমিঃ পুরুষৈর্বৃন্তবিচ্যুতৈঃ
তাং স্থলীমুপজীবন্তি কিন্নরোরগসাধবঃ ।
পরূষকরসোন্মত্তা মানাঢ্যাস্তত্র চারণাঃ ॥ ৬৫
কপিঞ্জলস্য শৈলস্য নাগশৈলস্য চান্তরে ।
দ্বিযোজন শতায়ামা বিস্তীর্ণা শতযোজনা ॥ ৬৬
স্থলী মনোহরা সা হি নানাবর্ণাবিভূষিতা ।
নানাপুষ্পফলোপেতা কিন্নরোরগসেবিতা ॥ ৬৭

উহা ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত বাণের গতিপথ পর্য্যন্ত উচ্চ এবং বিবিধ বিহঙ্গগণে সেবিত। উহার চতুর্দ্দিকে মধুস্রাবী মহা বৃক্ষরাজি বিরাজমান। ঐ সকল বৃক্ষের ফল সকল মহাগন্ধশালী, মহা স্বাদযুক্ত ও দেখিতে গজদেহের ন্যায় বৃহৎ। ঐ শিখরে পুণ্যকর্ম্মা ভগবান্ শুক্রাচার্য্যের এক মহাপুণ্যজনক আশ্রম আছে। ঐ আশ্রম দেব ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক সেবিত এবং দেখিতে অতি উজ্জ্বল। ৪৯–৬২। গিরিবর শঙ্খকূট ও বৃষভের অন্তরালে অনেক যোজন বিস্তৃত এক রমণীয় পরূষকস্থলী বিদ্যমান। তত্রস্থ বৃন্ত-বিচ্যুত পরূষ ফলের রসধারায় ঐ স্থল ক্লিন্ন হইতেছে। ঐ সকল পুরুষফল বিল্বপ্রমাণ, সুগন্ধি, সুন্দর ও মহাস্বাদময়। মাননীয় কিন্নর, উরগ ও চারণগণ ঐ পরূষকস্থলীতে বিচরণ করেন। তাঁহারা পরূষক-রস পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া থাকেন কপিঞ্জলও নাগশৈলের অন্তরালে এক নানাবর্ণ বিভূষিত মনোহর স্থলী বিদ্যমান। ঐ স্থলী দ্বিশত যোজন আয়ত এবং শত যোজন বিস্তৃত। উহার স্থানে স্থানে কিন্নর ও উরগগণ বিচরণশীল। উহা নানা

দ্রাক্ষাবনানি রম্যাণি তথা নাগবনানি চ।
খর্জ্জুরবনখণ্ডানি নীলাশোকবনানি চ ॥ ৬৮
দাড়িমানাং চ স্বাদুনামক্ষোটকবনানি চ
অতসীতিলকানাং চ কদলীনাং বনানি চ ॥ ৬৯
বদরীণাং চ স্বদুনাং বনখণ্ডানি সর্ব্বশঃ।
স্বাদুশীতাম্বুপূর্ণাভির্নদীভিঃ শোভিতানি চ ॥ ৭০
তথা পুষ্পকশৈলস্য মহামেঘস্য চান্তরে।
ষষ্টিযোজনবিস্তীর্ণা সা ভূমিঃ শতমায়তা ॥ ৭১
সম্য পাণিতলপ্রখ্যা কঠিনা পাণ্ডুরা ঘনা।
বৃক্ষগুল্মলতাগুল্মৈস্তৃণৈশ্চাপি বিবর্জ্জিতা ॥ ৭২
বর্জ্জিতা বিবিধৈঃ সত্ত্বৈর্নিত্যমাশ্মিন্নিরাশ্রয়া।
সা কাননস্থলী নাম দারুণা রোমহর্ষণ ॥ ৭৩
মহাসরাংসি চ তথা মহাবৃক্ষাস্তথৈব চ।
মহাবনানি সর্ব্বাণি কান্তানীমানি সর্ব্বশঃ। ৭৪
মহাবনানি বনানাঞ্চ স্থলীনাঞ্চ প্রজাপতেঃ।
ক্ষুদ্রাণাং সরসাঞ্চৈব সংখ্যা তত্র ন বিদ্যতে ॥
দশদ্বাদশ সপ্তাষ্টৌ বিংশৎত্রিংশচ্চ যোজনাঃ
স্থল্যো দ্রোণ্যশ্চ বিখ্যাতঃ সরাংসি চ
বনানি চ ॥৭৬
কেচিৎসন্তি মহাঘোরাঃ শ্যামাঃ পর্ব্বতকুক্ষয়ঃ।
সূর্য্যাং শুজালৈরস্পৃষ্টাঃনিত্যং শীতা দুরাসদাঃ
তথা হ্যনলতপ্তানি সরাংসি দ্বিজসত্তমাঃ।
শৈলকুক্ষ্যন্তরস্থানি সহস্রাণি শতানি চ ॥ ৭৮
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবন বিন্যাসো
নামাষ্টাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি যস্মিন্ যস্মিন্ শিলোচ্চয়ে
যে সন্নিবিষ্টা দেবানাং বিবিধানাং গৃহোত্তামাঃ
তত্র যোহসৌ মহাশৈলঃ শীতান্তো নৈকবিস্তরঃ
নিকধাতুশতৈশ্চিত্রৈর্নিকরত্নাকরাকরঃ ॥ ২

বিধ পুষ্প ও ফলসমূহে অন্বিত। কত রম্য দ্রাক্ষাবণ, কত নাগবন, কত খর্জ্জুরবণ, কত নীল অশোকবন, কত সুস্বাদু দাড়িম, ও অক্ষোটবন, এবং কত অতসী, তিলক, কদলী ও স্বাদু বদরীবন ঐ স্থলীর স্থানে স্থানে বিরাজমান। ঐ সকল বনের মধ্যে মধ্যে স্বাদু শীতাম্বুবাহিনী নীসমূহ প্রবহামান। পুষ্কর ও মহামেঘ শৈলের অন্তরালে ষষ্টিযোজন বিস্তীর্ণ ও শত যোজন আয়ত এক ভূমি আছে। উহার নাম কাননস্থলী। উহা পাণিতলবৎ সম, কঠিন, পাণ্ডুর ও ঘন। উহাতে বৃক্ষ-গুল্ম, তৃণ-লতা কিছুই নাই; কোনওরূপ প্রাণী নাই। ঐ স্থলী নিত্য নিরাশ্রয়; উহা দারুণ ও রোমহর্ষণ। ঐ স্থানে কত মহাসরোবর, কত মহাবৃক্ষ, কত কমনীয় মহাবন, কত বনস্থলী এবং কত যে প্রজাপতিকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরোবর আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, তথায় এমন সকল প্রসিদ্ধ স্থলী, দ্রোণী, বন ও সরোবর আছে যে, তৎসমুদায়ের কেহ দশ, কেহ দ্বাদশ, কেহ সপ্ত, কেহ অষ্ট ও কেহ কেহ বা ত্রিংশৎ যোজন আয়ত। ঐ প্রদেশের স্থানে স্থানে এমন কতকগুলি মহাঘোর শ্যামবর্ণ পর্ব্বতকুক্ষি আছে যে, তাহারা কস্মিন্‌কালেও সৌরকরে স্পৃষ্ট নহে; তাহারাশীত ও দুরাসদ। হে দ্বিজসত্তমগণ। ঐ প্রদেশে শৈলকুক্ষির অন্তর্গত এমন শত শত সহস্র সহস্র সরোবর আছে যে তাহারা অনলতাপে নিত্য উত্তপ্ত ॥ ৬৩-৭৮।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৮।

উনচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন- অতঃপর য যে পর্ব্বতে বিবিধ দেবগণের উত্তম উত্তম গৃহ বিরাজমান, আমি তাহাদের কথাই বলিতেছি ঐ সকল পর্ব্বতের মধ্যে শীতান্ত নামে এক বহুবিস্তৃত মহাগিরি বিরাজিত। ঐ গিরিবহুবিধ রত্নের আকর এবং গৈরিকাদি শত

নিতম্বৈঃ পুষ্পসালম্বৈর্নৈকসত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ।
মহার্হমণিচিত্রাভির্হেমবংশৈরলঙ্কৃতঃ ॥ ৩
নিতম্বৈঃ ষট্পদোদ্গীতৈঃ প্রবালৈর্হেমচিত্রকৈঃ
তটৈঃ কুসুমসঙ্কীর্ণৈর্মত্তভ্রমরনাদিতৈঃ ॥ ৪
শতশৈবৈচিত্র্যবিচিত্রৈর্ধাতুশতাচিতৈস্তথানুভী
রত্নচিত্রৈশ্চ পুষ্পাঢ্যৈশ্চ বিভূষিতঃ ॥ ৫
বিমলস্বাদুপানীয়ৈর্নৈকপ্রস্রবণৈর্যুতঃ।
নিকুঞ্জৈঃ কুসুমোৎকীর্ণৈরনেকৈশ্চ বিভূষিতঃ ॥
পুষ্পোডুপবহাভিশ্চ স্রবন্তীভিরলঙ্কৃতঃ।
কিন্নরাচরিতাভিশ্চ দরীভিঃ সমন্ততঃ ॥ ৭
যক্ষগন্ধর্ব্বচরিতৈরনেকৈঃ কন্দরোদরৈঃ।
শোভিতশ্চ সুখাসেব্যৈশ্চিত্রৈর্গহন সঙ্কটৈঃ ॥ ৮
নানাসত্ত্বগণাকীর্ণৈঃ সুপনীয়ৈ সুখাশ্রয়ৈঃ
নানাপুষ্পফলোপেতৈঃ পাদপৈঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥ ৯
তস্মিন্ গুহাশ্রয়াকীর্ণে অনেকোদরকন্দরে।
ক্রীড়াবনং মহেন্দ্রস্য সর্ব্বকামগুণৈর্যুতম্ ॥ ১০
তত্র তদ্দেবরাজস্য পরিজাতবনং মহৎ।
প্রকাশং ত্রিষু লোকেষু গীয়তে শ্রুতিনিশ্চয়াৎ ॥
তরুণাদিত্যসঙ্কাশৈর্মহাগন্ধৈর্মনোহরৈঃ।
পুষ্পৈর্ভাতি নগশ্রেষ্ঠঃ সুদীপ্ত ইব সর্ব্বশঃ ॥ ১২
সমগ্রং যোজনশতং তং গন্ধমনিলো বহৌ।
পরিজাতকপুষ্পাণাং মাহেন্দ্রবননির্গতঃ ॥ ১৩
বৈদূর্য্যনালৈঃ কমলৈঃ সৌবর্ণৈর্বজ্রকেশরৈঃ।
সর্ব্বগন্ধজলোপেতৈর্মত্তষট্পদনাদিতৈঃ ॥ ১৪
ব্যাকোশৈর্নিকষৈশ্চাপি তপত্রৈর্মনোহরৈঃ।
সুপঙ্কজৈর্মহাপত্রৈর্বাপ্যস্তত্র বিভূষিতাঃ ॥ ১৫
বিরেজুরন্তরমুখাঃ সৌবর্ণমণিভূষিতাঃ।
পরিস্পন্দেক্ষণা নিত্যং মীনমুখাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৬
কূর্ম্মৈশ্চানেকসংস্থানৈর্হেমরত্নপরিষ্কৃতৈঃ।

শত ধাতুরাগে রঞ্জিত। উহার নিতম্বদেশে পুষ্পরাজি বিলম্বিত; উহা সর্ব্ববিধ সত্ত্বগুণের আলয় এবং মহামূল্য মণিমণ্ডিত হেমময় বংশরাজি দ্বারা অলঙ্কৃত। ঐ গিরির নিতম্ব ভৃঙ্গ-নাদিত, প্রবালগুলি হেমচিত্রিত, তটসমূহ কুসুম-সমাকীর্ণ ও মত্ত মধুপনাদিত এবং সানুসকল লতালম্বিত, শত শত চিত্র বিচিত্র ধাতু সম্পন্ন রত্নখচিত ও পুষ্পাঢ্য। ঐ স্থানে অনেক প্রস্রবণ আছে, যে সকল বিমল স্বাদু জলে পরিপূর্ণ; নেক নিকুঞ্জ আছে, যে সকল বিবিধ কুসুমসমূহে সমাকীর্ণ। এমন বহুসংখ্যক নদী দ্বারা ঐ গিরি অলঙ্কৃত, যাহাদের মধ্য দিয়া বিবিধ পুষ্পের ভেলা প্রবাহিত। উহার ইতস্ততঃ কিন্নরপরিবৃত বহু দরী বিরাজমান। স্থানে স্থানে অনেক কন্দর আছে; সেই সকল কন্দরের মধ্যদেশে যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণে সেবিত, উহারা নানা বন-জঙ্গলে আকীর্ণ হইয়াও সুখসেব্য। ঐ গিরি বহু পাদপে পরিশোভিত এবং সকল পাদপ প্রভূত পুষ্পফলে পরিপূর্ণ, বিবিধ প্রাণিগণে আকীর্ণ এবং নানা সুখের আস্পদ। ঐ সকল গুহাগৃহে আকীর্ণ হইয়া তথায় আরও বিবিধ কন্দর অবস্থিত। তথায় মহেন্দ্রের এক ক্রীড়া-কানন বিদ্যমান। উহা সমুদয় কামগুণে অন্বিত। ঐ স্থানে দেবরাজের বৃহৎ পরিজাত বন বিরাজমান। ঐ ত্রিলোকমধ্যে প্রকাশমান। এইরূপ শ্রুতিগীতিই নিশ্চিত। ঐ নগরে তরুণ তপনসন্নিভ পুষ্পসমূহ দ্বারা যেন চতুর্দ্দিকে সুদীপ্ত হইয়াই বিভাত। ঐ পুষ্প সকল মনোহর ও মহাগন্ধময়। বায়ু মহেন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত বন হইতে নির্গত হইয়া পরিজাত-পুষ্পসমূহের গন্ধ লইয়া তত্রত্য সমগ্র শত যোজন স্থান ব্যাপিয়া প্রবাহিত হয়। ১-১৩। তথায় বহু বাপিকা বিরাজিত। ঐ সকল বাপিকার জলোপরি অসংখ্য কমল সুশোভিত। এই কমল দলের নাল বৈদূর্য্যময়, কেশরসমূহ হীরকময় এবং অন্যান্য অঙ্গ সুবর্ণময়। উহারা সর্ব্ববিধ সুবাসিত জলে পরিবৃত এবং মধুমত্ত মধুকর কুলে নিনাদিত; এতদ্ভিন্ন উল্লিখিতবাপীসমূহে বহু প্রস্ফুট পঙ্কজ ও বহু মনোজ্ঞ শতপত্র বিরাজিত। ঐ সকল বাপীর জলাভ্যন্তরে সুবর্ণমণিমণ্ডিত চঞ্চলাক্ষ বহু সহস্র মীনমুখ নিত্য বিদ্যমান।

চক্ষুর্য্যমাণৈঃ সলিলৈর্ভাতি চিত্রং সমন্ততঃ ॥ ১৭
নানাবর্ণৈশ্চ শকুনৈর্নানারত্নতনূরুহৈঃ।
সুবর্ণপুষ্পৈমন্যানেকৈর্মণিতুণ্ডৈর্দ্বিজাতিভিঃ ॥ ১৮
বহুস্বরৈঃ সদোন্মত্তৈঃ সম্পতদ্ভিঃ সমন্ততঃ।
শুশুভে তদ্বনং রম্যং সহস্রাক্ষ্য ধীমতঃ ॥ ১৯
মত্তভ্রমরসন্নাদৈর্বিহঙ্গানাঞ্চ কূজিতৈঃ।
নিত্যমানন্দিতবনং তস্মাৎ ক্রীড়াবনং মহৎ ॥
সুবর্ণপার্শ্বৈশ্চ নগৈর্মণিমুক্তাপুরস্কৃতৈঃ।
মণিশঙ্কণ্বাপত্রৈঃ পতদ্ভিশ্চ সমন্ততঃ ॥ ২১
শাখামৃগৈশ্চ চিত্রাঙ্গৈর্নানারত্নতনূরুহৈঃ।
নানাবর্ণপ্রকারৈশ্চ সত্ত্বৈরন্যৈঃ সমাকুলম্ ॥২২
মুঞ্চন্তি পুষ্পবর্ষঞ্চ তত্র বাললতা দ্রুমাঃ
পরিজাতকপুষ্পাণাং স্তীর্ণে রত্নবিভূষিতৈঃ।
বিহারভূময়স্তত্র দ্বিজাঃ শক্রবণে শুভাঃ।

ন চ শীতো ন চাপ্যুষ্ণো রবিস্তত্র সমঃ সদা॥২৪
নিত্যমুন্মাদজননো মধুমাধবসম্ভবঃ।
বাতি চাপ্যনিলস্তত্র নানাপুষ্পাধিবাসিতঃ।
নিত্যং সঙ্গসুখস্পর্শী শ্রমক্লমবিনাশনঃ ॥ ২৫
তস্মিন্নিন্দ্রবণে শুভ্রে দেবদানবপন্নগাঃ।
যক্ষরাক্ষসগুহ্যাশ্চ গন্ধর্ব্বাশ্চামিতৌজসঃ ॥২৬
বিদ্যাধরশ্চ সিদ্ধাশ্চ কিন্নরাশ্চ মুদা যুতাঃ।
তথাপ্সরোগণাশ্চৈব নিত্যং ক্রীড়াপরায়ণাঃ ॥
তস্য পর্ব্বতরাজস্য পূর্ব্বে পশে মহোচ্চিতম্।
কুমুদং শৈলরাজানং নৈকনির্ঝরকন্দরম্ ॥ ২৮
তস্য ধাতুবিচিত্রেষু কূটেষু বহুবিস্তরাঃ
অষ্টৌ পুর্য্যো হ্যদীণাশ্চ দানবানাং মহাত্মনাম্ ॥
বজ্রকে পর্ব্বতে চাপি অনেকশিখরোদরৈঃ।
উদীর্ণা রাক্ষসাবাসা নরনারীসমাকুলাঃ ॥ ৩০

এতদ্ব্যতীত হেমরত্নমণ্ডিত বিবিদাকৃতি বহু কূর্ম্ম, অতিচঞ্চল জল, নানাবর্ণশালী নানা রত্নময় রোম-বিশিষ্ট বহু বিহঙ্গম, বহু সুবর্ণপুষ্প, মণিময় তুণ্ডধারী অন্যবিধ বহু বিহঙ্গ দ্বারা ঐ বন বিচিত্রাকারে বিতাত ঐ স্থানের বিহঙ্গমগণ বিবিধ মধুরস্বরে গান করে এবং কেহ কেহ বা মত্ততার সহিত সতত সর্ব্বদিকে সম্পতিত হয়। এইরূপে ধীমান্ সহস্রাক্ষের সেই বন অতীব রমণীয়রূপে সুশোভিত। মধুমত্ত ভ্রমরগণের ঝঙ্কারেও বিহঙ্গগণের কূজনে, ঐ বন নিত্য আনন্দিত। এই সকল কারণে উহা মহৎ ক্রীড়াবন বলিয়া বিখ্যাত। ঐ বনের নগনিচয় সুবর্ণময় পার্শ্বশালী এবং বিবিধ রত্নময় রোমযুত শাখামৃগ সকল এবং বিবিধবর্ণের অন্যান্য প্রাণিগণ আপতিত হয়। তাহাতে ঐ বন সমাকুল হইয়া থাকে। ঐ বনে যে সকল বাললতা ও পরিজাত পুষ্পের পাদপ আছে, তাহারা মন্দ মারুতে আন্দোলিত হইয়া অজস্র পুষ্পবর্ষণ করে। হে দ্বিজগণ ! ঐ ইন্দ্রবনে সুন্দর সুন্দরবিহার ভূমি আছে। ঐ সকল ভূমি নানারত্নময় বিবিধ শয়ন ও আসনাদি দ্বারা পরিস্তৃত। ঐ স্থানে দিবাকর নাত্যুষ্ণ ও নাতিশীতভাবে সর্ব্বদাই প্রকাশমান। তথায় বসন্তকালীন মলয়ানিল নানা পুষ্পগন্ধ সুবাসিত হইয়া প্রতিনিয়ত তত্রত্য প্রাণীদিগকে উন্মাদিত করিয়া প্রবহমাণ। ঐ অনিল নিত্যই স্পর্শ সুখের উৎপাদক এবং শ্রম ও ক্লমহর। ঐ সুন্দর ইন্দ্রবনে দেব, দানব, পন্নগ, যক্ষ, রাক্ষস, গুহক, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ কিন্নর, ও অপ্সরোগণ মুদিতমনে নিতই ক্রিড়াশীল। ঐ পর্ব্বত বরের পূর্ব্ববর্ষে কুমুদ নামেএক শৈলেন্দ্র আছে। উহা অতীব উন্নত এবং উহার কন্দরগুলি বহু নির্ঝরের আকর। ঐ শৈলেন্দ্রের ধাতুরাগরঞ্জিত শৃঙ্গসমূহে মহাত্মা দানবদিগের বহু বিস্তৃত আটটী পুরী বিরাজিত। ১৪-১৯। বজ্রকপর্ব্বতে রাক্ষসদিগের অনেক আবাস আছে। ঐ আবাস ভবনগুলি বহু নরনারীগণে সমাকুল এবং বহুবিধ কূটাগারে সমৃদ্ধ। ঐ সকল আবাসে

তত্র তেহভিরতা নিত্যং মহাবলপরাক্রমাঃ ॥
মহানীলেহপি শৈলেন্দ্রে পুরাণি দশ পঞ্চ চ।
হয়াননানাং বিখ্যাতাঃ কিন্নরাণাং মহাত্মনাম্ ॥
দেবসেনো মহাবাহুর্বলমিন্দ্রাদয়স্তথা।
তত্র কিন্নররাজানো দশ পঞ্চ চ গর্ব্বিতাঃ॥৩৩
সুবর্ণপার্শ্বঃ প্রাকারৈ নানাবর্ণসমাকুলৈঃ।
বিলপ্রবেশৈর্নগরৈঃ শৈলেন্দ্রঃ সোহত্যলঙ্কৃতঃ
অতিদারুণা দৃষ্টিবিষা হ্যগ্নিকোপা দুরাসদাঃ।
মহোরগশতাস্তত্র সুবর্ণবর্ণবর্জিনঃ ॥ ৩৫
সুনাগেহপি মহাশৈলে দৈত্যাবাসাঃ সহস্রশঃ
হর্ম্ম্যপ্রাসাদকলিলাঃ প্রাংশুপ্রকারতোরণাঃ ॥৩৬
বেণুমন্তে মহাশৈলে বিদ্যাধরপুরত্রয়ম্।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণং পঞ্চাশদ্‌যোজনায়তম্ ॥
উলূকো রোমশশ্চৈব মহানেত্রশ্চ বীর্য্যবান্।
বিদ্যাধরবরাস্তত্র শক্রতুল্যপরাক্রমাঃ ॥ ৩৮
বৈকঙ্কে শৈলশিখরে হ্যন্তঃকন্দরনির্ঝরে।
মহোচ্চশৃঙ্গে রুচিরে রত্নধাতুবিচিত্রিতে ॥ ৩৯
তত্রাস্তে গারুড়ির্নিত্যমুরগারির্দুরাসদঃ।
মহাবায়ুজবস্তত্র সুগ্রীবো নাম বীর্য্যবান্ ॥৪০
মহা প্রমাণৈর্বিক্রান্তৈর্মহাবলপরাক্রমৈঃ।
স শৈলো হ্যাবৃত সর্ব্বঃ পক্ষিভিঃ পন্নগারিভিঃ ॥
করঞ্জেহভিরতো নিত্যং সাক্ষাদ্ভূতপতিঃ প্রভুঃ
বৃষভাঙ্কো মহাদেবঃ শঙ্করো যোগিনাং প্রভুঃ ॥
নানাবেশধরৈর্ভূতৈঃ প্রমথৈশ্চ দুরাসদৈঃ।
করঞ্জে সানবঃ সর্ব্বে হ্যবকীর্ণাঃ সমন্ততঃ ॥৪৪
বসুধারে বসুমতাং বসূনামমিতৌজসাম্।
অষ্টাবায়তনানাহুঃ পূজিতানি মহাত্মনাম্।
সপ্তাশ্রমাণি পুণ্যানি সিদ্ধাবাসযুতানি চ ॥ ৪৫
মহাপ্রজাপতেঃ স্থানং হেমশৃঙ্গে নগোত্তমে।

নীলক নামে কামরূপী ভীষণ নিশাচরগণ নিত্য বাসকরে। ঐ সকল নিশাচর অতবি বল বীর্য্যশালী। শৈলেন্দ্র মহানীলের উপরিভাগে মহাত্মা অশ্বমুখ কিন্নরদিগের পঞ্চদশ পুরী প্রখ্যাত। দেবসেন ও মহাবাহু প্রমুখ পঞ্চদশ জন গর্ব্বিত কিন্নররাজ ঐ সকল পুরীর অধিপতি। তত্রত্য শৈলেন্দ্র, বহুবিধ গুহাদ্বার পরিবৃত নগরসমূহে সমলঙ্কৃত। ঐ সকল নগরেরপ্রাচীরাদি প্রায়ই সুবর্ণময় এবং অন্যান্য নানা বর্ণে সমাকীর্ণ। ঐ সমুদ নগরের অভ্যন্তরে শত শত ভীষণাকার দৃষ্টিবিষ বিষধর বাস করে। উহারা ক্রোধে অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান এবং অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ। মহাগিরি সুনাগের উপরিভাগে সহস্র সহস্রদৈত্যবাস প্রতিষ্ঠিত। উহারারম্য হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ পরম্পরায় পরিব্যাপ্ত এবং সমুন্নত প্রাকার ও তোরণ দ্বারা পরিবৃত। মহাশৈল বেণুমন্তের উপরিভাগে তিনটী বিদ্যাধরপুরী আছে; ঐ পুরত্রয় ত্রিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণ এবং পঞ্চাশৎ যোজন আয়ত। উলূক রোমশ ও মহানেত্রনামক ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী তিনজন প্রধান বিদ্যাধর ঐ পুরত্রয়ের অধিপতি। বৈকঙ্ক নামক শৈলশিখরের অভ্যন্তরভাগ নির্ঝর-সম্পন্ন। এই মহোন্নত রত্নধাতুরঞ্জিত মনোহর শিখরে সুগ্রীব নামক জনৈক বীর্য্যবান্ গারুড়ি বিরাজমান। ঐ গারুড়ি প্রবল বায়ুবেগশালী, অতিক্রোধী, দুরাধর্ষ এবং নিত্যই উরগদ্বেষী। এই বিকঙ্ক শৈলের সর্ব্বত্র মহাবল বিক্রান্ত, মহাকৃতি, বহু পক্ষী বিদ্যমান। ঐ পক্ষিগণ সকলেই পন্নগারি। ৩০-৪১। করঞ্জশৈলে সাক্ষাৎ ভূতপতি বৃষবাহন যোগিবর মহাদেব শঙ্কর নিরন্তর বাস করেন। তিনি নানা বেশধারী দুর্দ্ধর্ষ ভূত ও প্রমথগণে পরিবৃত। ঐ শৈলের সানু সকল উহার সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। কথিত আছে, বসুধারপর্ব্বতে অমিততেজা মহাত্মা বসুগণের আটটী পূজ্য আয়তন বিদ্যমান। গিরিবর রত্নধাতুর উপরিভাগে মহাত্মা সপ্তর্ষিগণের সাতটী সিদ্ধাবাসযুক্ত পুণ্যাশ্রম বিরাজমান। নগবর হেমশৃঙ্গে চতুরানন মহাপ্রজাপতির সর্ব্বজনবন্দিত পুণ্য আশ্রম বিদ্যমান। ভগবান্ ভবের

চতুর্ব্বক্ত্রস্য দেবস্য সর্ব্বভূতনমস্কৃতম্‌।।৪৬
গজশৈলে ভগবতো নানাভূতগণাবৃতাঃ।
রুদ্রাঃ প্রমুদিতা নিত্যং সর্ব্বভূতনমস্কৃতাঃ।।৪৭
সুমেধে ধাতুচিত্রাঢ্যে শৈলেন্দ্রে মেঘসন্নিভে।
নৈকোদরদরিবপ্রনিকুঞ্জৈশ্চোপশোভিতে।।৪৮
আদিত্যানাং বসূনাঞ্চ রুদ্রানাং চামিতৌজসাম্
তত্রায়তনবিন্যাসা রম্যাশ্চৈবাশ্বিনোরপি।।৪৯
স্থানানি সিদ্ধৈর্দেবানাং স্থাপিতানি নগোত্তমে
তত্র পূজাপরা নিত্যং যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।।৫০
গন্ধর্ব্বনগরী স্ফীতা হেমকক্ষে নগোত্তমে।
অশীত্যমরপুর্য্যাভা মহাপ্রাকারতোরণা।।৫১
সিদ্ধা হ্যপত্তনা নাম গন্ধর্ব্বা যুদ্ধশালিনঃ।
যেষামধিপতির্দেবো রাজরাজঃ কপিঞ্জলঃ ।৫২
অনলে রাক্ষসাবাসাঃ পঞ্চকূটেঽপি দানবাঃ।
উর্জ্জিতা দেবরিপবো মহাবলপরাক্রমাঃ।।৫৩

শতশৃঙ্গে পুরশতং যক্ষাণামমিতৌজসাম্‌।
তাম্রাভে কাদ্রবেয়স্য তক্ষকস্য পুরোত্তমম্‌।।৫৪
বিশাখে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে নৈকবপ্রদরীগুহে।
গুহানিরতবাসস্য গুহস্যায়তনং মহৎ।।৫৫
শ্বেতোদরে মহাশৈলে মহাভবনমণ্ডিতে।
পুরুং গরুড় পুত্রস্য সুনাভস্য মহাত্মনঃ।।৫৬
পিশাচকে গিরিবরে হর্ম্ম্যং প্রাসাদমণ্ডিতম্‌।
যক্ষগন্ধর্ব্বরচিতং কুবেরভবনং মহৎ।।৫৭
হরিকূটে হরির্দেবঃ সর্ব্বভূতনমস্কৃতঃ।
প্রভাবাত্তস্য শৈলোঽসৌ মহানাভঃ প্রকাশতে
কুমুদে কিন্নরবাসা অঞ্জনে চ মহোরগাঃ।
কৃষ্ণে গন্ধর্ব্বনগরা মহাভবনশালিনঃ।।৫৯
পাণ্ডুরে চারুশিখরে মহাপ্রাকারতোরণে।
বিদ্যাধরপুরং তত্র মহাভবনশালিনম্‌।।৬০
সহস্রশিখরে শৈলে দৈত্যানামুগ্রকর্ম্মণাম্‌।
পুরাণি সমুদীর্ণানাং সহস্রং হেমমালিনাম্‌।।৬১

আলয় গজশৈলে নানা ভূতগণ-পরিবৃত সর্ব্বভূত-বন্দিত রুদ্রগণ নিত্যই প্রমুদিতচিত্তে অবস্থিত। শৈলেন্দ্র সুমেধ বিবিধ ধাতুরাগে রঞ্জিত; উহা দেখিতে মেঘ সন্নিভ। উহাতে যে সকল দরী, বপ্র ও নিকুঞ্জ আছে, তৎসমপদায় দ্বারা উহা পরিশোভিত। ঐ গিরীন্দ্রের উপরিভাগে অমিততেজা আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের রম্য রম্য আশ্রমসন্নিবেশ বিরাজিত। ঐ নগরের সিদ্ধগণ সহ দেবগণের অনেক আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ নিত্য নিত্য ঐ সকল আশ্রমের পূজাকার্য্যে নিরত। গিরিবর হেমকক্ষে এক সুসমৃদ্ধ গন্ধর্ব্বনগরী বিরাজিত ঐ নগরীর প্রভা অশীতিসংখ্যক দেবপুরীর সমকক্ষ; মহোচ্চ প্রাকার ও তোরণ দ্বারা উহা পরিবৃত্ত, অপত্তনাখ্য সিদ্ধগণ এবং যুদ্ধ-বিদ্যাশী গন্ধর্ব্বগণ ঐ পুরীমধ্যে বাস করে। রাজরাজ কপিঞ্জ উহাদিগের অধিপতি রূপে বিরাজ করেন। অনশৈলে রাক্ষসাবাস এবং পঞ্চকূটে দানবাবাস প্রতিষ্ঠিত। এই দেবোক্ত আবাসে মহাব-পরাক্রমন্ত গর্ব্বিত দেবরিপুগণ বাস করে। শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে অমিততেজা যক্ষগণের একশত পুরী বিদ্যমান। তাম্রাভ অচলে কদ্রুনন্দন তক্ষকের এক শ্রেষ্ঠ পুরী বিরাজমান। বিশাখনামক গিরিবর বহু দরী ও বহু বপ্র দ্বারা সুশোভন। তথায় গুহাবাস-নিরত গুহের এক বৃহৎ আয়তন বিদ্যমান। মহাভবনশালী মহাগিরি শ্বেতোদরে গরুড়নন্দন মহাত্মা সুনাভের এক দিব্য পুরী বিরাজিত। গিরিশ্রেষ্ঠ পিশাচকে যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-সেবিত দেবমন্দির পরিশোভিত এক হর্ম্ম্য আছে। ঐ হর্ম্ম্য কুবেরের মহাভবন হরিকূটশৈলে সর্ব্বভূত-নমস্কৃত হরিদেব বিরাজ করেন। তাঁহার প্রভাবে ঐ গিরি মহানাভরূপে প্রকাশমান কুমুদাচলে কিন্নরবাস, অঞ্জন শৈলে মহোরগাবাস এবং কৃষ্ণাচলে মহাভবন-সম্পন্ন গন্ধর্ব্বপুরী বিদ্যমান। মহোচ্চ প্রাকার ও তোরণসম্পন্ন সুরম্য শিখরশালী পাণ্ডুরাচলে এক মহাভবন-মণ্ডিত বিদ্যাধরপুরী বিরাজিত। শৈলবর সহস্রশৃঙ্গে হেম

মুকুটে পন্নগাবাসা অনেকাঃ পর্ব্বতোত্তমাঃ।
পুষ্পকে বৈ মুনিগণা নিত্যমেব মুদা যুতাঃ।।৬২
বৈবস্বতস্য সোমস্য বায়োর্নাগাধিপস্য চ।
সুপক্ষে পর্ব্বতবরে চত্বার্য্যায়তনানি চ।। ৬৩
গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈর্যক্ষৈর্নাগৈর্বিদ্যাধরোত্তমৈঃ।
সিদ্ধৈরহিতেষু স্থানেষু নিত্যমিষ্টিঃ প্রপূজ্যতে।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবনবিন্যাসো নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।। ৩৯।।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

মর্য্যাদাপর্ব্বতে শুভ্রে দেবকূটে নিবোধত।
বিস্তীর্ণে শিখরে তস্য কূটে গিরিবরস্য হ।।১
সমন্তাদ্যোজনশতং মহাভবনমণ্ডিতম্।
জন্মক্ষেত্রং সুপর্ণস্য বৈনতেয়স্য ধীমতঃ।।২
নৈকৈর্মহাপক্ষিগণৈর্গারুড়ৈঃ শীঘ্রবিক্রমৈঃ।
সপূর্ণবীর্য্যসম্পন্নৈর্মনৈরুরগারিভিঃ।।৩
পক্ষিরাজস্য ভবনং প্রথমং তন্মহাত্মনঃ।
মহাবায়ুপ্রবেগস্য শাল্মলিদ্বীপবাসিনঃ। ৪
তস্যৈব চারুমূর্দ্ধন্ত কূটেষু চ মহার্দ্ধিষু।
দক্ষিণেষু বিচিত্রেষু সপ্তস্বপি তু শোভিনঃ।।৫
সন্ধ্যাভ্রাভাঃ সমুদিতা রুক্ম প্রাকারতোরণাঃ।
মহাভবনমালাভিঃ শোভিতা দেবনির্ম্মিতাঃ।।৬
বিংশদযোজনবিস্তীর্ণাশ্চত্বারিংশত্তমায়তাঃ।
সপ্ত গন্ধর্ব্বনগরা নরনারীসমাকুলাঃ।।৭
আগ্নেয়া নাম গন্ধর্ব্বা মহাবলপরাক্রমাঃ।
কুবেরানুচরা দীপ্তাস্তেষাং তে ভবনোত্তমাঃ।
তস্য চোত্তরকূটেষু ভুবনস্য মহাগিরেঃ।
হর্ম্যপ্রাসাদবদ্ধঞ্চ উদ্যানবনশোভিতম্।।৯
পুরমাশীর্বিষৈঃ পূর্ণং মহাপ্রাকারতোরণম্।

মালা-মণ্ডিত কঠোরকর্ম্মা দৈত্যগণের এক সহস্র পুরী সুশোভিত। মুকুটাচলে পন্নগদিগের উত্তম উত্তম শৈলাবাস প্রতিষ্ঠিত। পুষ্পক পর্ব্বতে মুনিগণ নিত্যই মুদিতমনে বিরাজ করেন। সুপক্ষনামক শৈলবরে বৈবস্বত, সোম, বায়ু ও নাগাধিপতির চারিটি আয়তন বিদ্যমান। ঐ সকল শুভ আয়তনে গিয়া গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, নাগ, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ নিত্য নিত্য স্ব স্ব ইষ্টদেবের পূজা করিয়া থাকেন।। ৪২—৬৪।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।।৩৯।।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন— শ্রবণ করুন, শুভ্রবর্ণ দেবকূট একটি মর্য্যাদা পর্ব্বত। এই পর্ব্বতবরের বিস্তীর্ণ শিখরে বিনতানন্দন ধীমান্ সুপর্ণের জন্মস্থান বিদ্যমান। এই স্থান চতুর্দ্দিকে শত যোজন বিস্তৃত এবং এক মহাভবনে মণ্ডিত। শাল্মলিদ্বীপনিবাসী মহাবায়ুবেগী মহাত্মা পক্ষিরাজের ঐ আদিভবন তাঁহার স্বগোত্রীয় বহুসংখ্যক শীঘ্রগামী পক্ষিসমূহে পরিবৃত। এই পক্ষিগণ সকলেই সম্পূর্ণ বীর্য্যশালী এবং সকলেই সর্পশত্রু। ঐ চারু শিখরযুক্ত পর্ব্বতবরের দক্ষিণে সাতটি সু-সমৃদ্ধ বিচিত্র শৃঙ্গ আছে। তাহাতে সাতটি গন্ধর্ব্ব নগর বিদ্যমান। এই নগরশ্রেণী সন্ধ্যাকালীন মেঘমালার ন্যায় সমুদিত ও সুশোভিত। উহাদের প্রাকার ও তোরণ সকল স্বর্ণবর্ণ; উহারা উচ্চ উচ্চ ভবনরাজি দ্বারা অলঙ্কৃত, ত্রিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণ ও চত্বারিংশৎ যোজন আয়ত। ঐ দেবনির্ম্মিত নগরশ্রেণী নানা নরনারীগণে সমাকুল। আগ্নেয় নামক মহাবল পরাক্রান্ত কুবেরানুচর গন্ধর্ব্বগণ তত্রত্য ভবনরাজির অধিপতি; হে দ্বিজগণ। শ্রবণ করুন, ঐ ভুবন-মধ্যস্থ মহাগিরি দেবকূটের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী শৃঙ্গ সমূহে দেবদ্বেষী সৈংহিকেয়-দিগের এক নগর আছে। ঐ নগর রম্য রম্য হর্ম্ম্য ও প্রাসাদমালায় সম্বদ্ধ এবং নানাবিধ উদ্যানবনে পরিশোভিত।১—৯ উহার প্রাকার ও তোরণ

বাদিত্রশতনির্ঘোষৈরানন্দিতবনান্তরম্ ।।১০
দুষ্প্রসহ্যমমিত্রাণাং ত্রিংশদ্‌যোজনমণ্ডলম্।
নগরং সৈংহিকেয়ানামুদগ্রং দেববিদ্বিষাম্
সিদ্ধদেবর্ষিচরিতং দেবকূটে নিবোধত ।।১১
দ্বিতীয়ে দ্বিজশার্দ্দূলা মর্য্যাদাপর্ব্বতে শুভে।
মহাভবনমালাভির্নানাবর্ণাভিরাবৃতম্ ।।১২
সুবর্ণমণিচিত্রাভিরনেকাভিরলঙ্কৃতম্
বিশালরথ্যং দুর্দ্ধর্ষং নিত্যং প্রমুদিতং শিবম্।।
নরনারীগণাকীর্ণং প্রাংশুপ্রাকারতোরণম্।
ষষ্টিযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্ ।।১৪
নগরং কালকেয়ানামসুরাণাং দুরাসদম্।
দেবকূটতটে রম্যে সন্নিবিষ্টং সুদুর্জ্জয়ম্।
মহাভ্রচয়সঙ্কাশং সুনাসং নাম বিশ্রুতম্ ।।১৫
তস্যৈব দক্ষিণে কূটে বিংশদ্‌যোজনবিস্তরম্।
দ্বিষষ্টিযোজনায়ামং হেমপ্রাকারতোরণম্ ।।১৬

হৃষ্টপুষ্টাবলিপ্তানামাবাসঃ কামরূপিণাম্।
ঔৎকচানাং প্রমুদিতং রাক্ষসানাং মহাপুরম্।।
মধ্যমে তু মহাকূটে দেবকূটস্য বৈ গিরেঃ।
সুবর্ণমণিপাষাণৈশ্চিত্রৈঃ শ্লক্ষ্ণতরৈঃ শুভৈঃ।
শাখাশতসহস্রাঢ্যৈর্নৈকারোহসমাকুলম্ ।।১৮
স্নিগ্ধবর্ণমহামূলমনেকস্কন্ধবাহনম্
রম্যং হ্যবিরলচ্ছায়ং দশযোজনমণ্ডলম্। ১৯
তত্র ভূতবটং নাম নানাভূতগণালয়ম্।
মহাদেবস্য প্রথিতং ত্র্যম্বকস্য মহাত্মনঃ
দীপ্তমায়তনং তত্র সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্।।২০
বরাহগজসিংহর্ক্ষশার্দ্দূলকরভাননৈঃ।
গৃধ্রোলূকমুখৈশ্চৈব মেষোষ্ট্রাজমহামুখৈঃ।।২১
কল্পৈর্বিকটৈঃ স্থূলৈর্লম্বকেশতনূরুহৈঃ।
নানাবর্ণাকৃতিধরৈর্নানাসংস্থানসংস্থিতৈঃ।।২২
দীপ্তৈরনেকৈঃ প্রথিতৈর্ভূতৈরুগ্রপরাক্রমৈঃ।

অতীব স্বচ্ছ এবং উহা আশীবিষগণে পরিপূর্ণ। শত শত বাদিত্রনাদে ঐ নগরস্থ বনাভ্যন্তর সতত আনন্দিত। ঐ নগর অমিত্রগণের অনাক্রমণীয় এবং উহার চারিদিকের বেষ্টন ত্রিংশদ্‌যোজন। দেবকূটগিরিস্থিত এই নগর সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের বিচরণস্থান। হে দ্বিজবরগণ! দ্বিতীয় মর্য্যাদা-পর্ব্বতে কালকেয় অসুরগণের এক দুর্দ্ধর্ষ নগর বিদ্যমান। ঐ নগর নানাবর্ণরঞ্জিত সুবর্ণমণি-চিত্রিত অসংখ্য মহাভবমমালায় অলঙ্কৃত। উহার রথ্যা সকল বহু বিস্তৃত এবং ঐনগর নিত্যই প্রমুদিত, শুভাবহ ও সুরক্ষিত। উহাতে নানাবিধ নরনারী বাস করে। উহার তোরণ ও প্রাকার উন্নত এবং উহা ষষ্টি যোজন বিস্তীর্ণ ও শত যোজন আয়ত। ঐ সুদুর্জ্জয় নগর রমণীয় দেবকূটতটে সন্নিবিষ্ট। উহা মহতী মেঘমালার ন্যায় প্রতীয়মান। এই আসুর নগর সুনীল নামে বিখ্যাত। তাহার দক্ষিণতটে রাক্ষসদিগের এক মহাপুরী বিরাজিত। উহা ত্রিংশৎযোজন বিস্তীর্ণ ও দ্বিষষ্টি যোজন আয়ত। উহার তোরণ হেমময়। ঐ পুরী হৃষ্ট, পুষ্ট, গর্ব্বিত, কামরূপী রাক্ষসদিগের আবাসস্থল। উহা নিত্য প্রমুদিত। ঐ মহাপুরীর রাক্ষসেরা ঔৎকোচ নামে প্রসিদ্ধ। দেবকূট গিরির মধ্য মহাকূট ভূতবট নামে এক মহাবৃক্ষ বিদ্যমান। ঐ বৃক্ষ নানা সুবর্ণমণিশিলায়, বিবিধ বিচিত্র শুভসূক্ষ্ম সুকোমল চিত্র-রচনায় ও সহস্র সহস্র শাখা-প্রশাখায় সমাকুল। উহার পর্ণরাজি স্নিগ্ধ, মূলদেশ সুবৃহৎ ও স্কন্ধ কাণ্ডাদি অসংখ্য। ঐ বৃক্ষ দশ যোজন স্থান ব্যাপিয়া বিরাজমান। উহা দেখিতে রমণীয়; উহার তলদেশ গাঢ় ছায়ায় আচ্ছন্ন। উহা বিবিধ ভূতজাতির আশ্রয় স্থল এবং মহাত্মা মহাদেব ত্র্যম্বকের সর্ব্বলোকবিখ্যাত উজ্জ্বল আয়তনরূপে প্রথিত। ১০—২০ মহাদেবের মহাপারিষদগণ নিত্যই তথায় সন্নিহিত। ঐ সকল পারিষদবর্গের মধ্যে কেহ কেহ বরাহ, গজ, সিংহ, ঋক্ষ, শার্দ্দূল ও করভের ন্যায় মুখবিশিষ্ট, কেহ কেহ গৃধ্র ও উলূকমুখ, কেহ কেহ মেষ, উষ্ট্র ও অজার ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ মুখ সম্পন্ন। কেহ কেহ বিকটাকার, কেহ কেহ স্থূল, কেহ কেহ লম্বিত-

অপূন্যামভবন্নিত্যং মহাপারিষদৈস্তথা।।২৩
তত্র ভূতপতের্ভূতা নিত্যং পূজাং প্রযুঞ্জতে।
ঝর্ঝরৈঃ শঙ্খপটহৈর্ভেরীডিণ্ডিমগোমুখৈঃ।।২৪
রণিতাস্ফালিতোদগীতৈর্নিত্যং বল্গিতবল্গিতৈঃ
বিস্ফূর্জিতশতৈস্তত্র পূজাযুক্তা গণেশ্বরাঃ।
প্রীতাঃ পুরারিপ্রমথাস্তত্র ক্রীড়াপরাঃ সদাঃ।।
সিদ্ধদেবর্ষিগন্ধর্বযক্ষনাগেন্দ্রপূজিতঃ।
স্থানে তস্মিন্মহাদেবঃ সাক্ষাল্লোকশিবঃ শিবঃ

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবনকোষ-
বিন্যাসো নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।।৪০।।

কেশ ও লোমবিশিষ্ট, এবং কেহ কেহ বিবিধ বর্ণ ও আকৃতিধর। ঐ পারিষদেরা নানাস্থানে অবস্থিত। উঁহাদের মধ্যে কেহ দীপ্ত, কেহ উগ্রাস্য এবং উগ্র পরাক্রমসম্পন্ন ঐ সকল ভূতগণ প্রত্যহ তথায় ভূতপতির পূজা করিয়া থাকে। গণপতিগণ পূজায় নিযুক্ত হইলে ঝর্ঝর, শঙ্খ, পটহ, ভেরী, ডিণ্ডিম ও গোমুখাদি বিবিধ বাদ্যধ্বনি এবং রণিত আরসিত নানা গীতরব ও শত শত গভীর গর্জ্জনে ঐ স্থান পূর্ণ হইয়া থাকে, পুরারির পারিষদ প্রমথগণ মুদিতমনে নিত্যই তথায় ক্রীড়ানিরত। ঐ স্থানে সাক্ষাৎ জগন্মঙ্গলময় মহাদেব — সিদ্ধ, দেব, ঋষি, গন্ধর্ব, যক্ষ ও নগেন্দ্রগণ কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইয়া বিরাজ করেন। ২১—২৬।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।। ৪০।।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

বিবিক্তচারুশিখরং পবিত্রং শঙ্খবর্চসম্।
কৈলাসং দেবভক্তানামালয়ং সুকৃতাত্মনাম্।।১
তস্য কূটতটে রম্যে মধ্যমে কুন্দসন্নিভে।
যোজনানাং শতায়ামে পঞ্চাশচ্চ তথায়তম্।
সুবর্ণমণিচিত্রাভিরনেকাভিরলঙ্কৃতম্
মহাভবনমালাভির্ভূষিতং নৈকবিস্তরম্।।৩
ধনাধ্যক্ষস্য দেবস্য কুবেরস্য মহাত্মনঃ
নগরং তদনাধৃষ্যমৃদ্ধিযুক্তং মুদা যুতম্ ।।৪
তস্য মধ্যে সভা রম্যা নানাকনকমণ্ডিতা।
বিপুলা নাম বিখ্যাতা বিপুলস্তম্ভতোরণা।।৫
তত্র তৎপুষ্পকং নাম নানারত্নবিভূষিতম্।।
মহাবিমানং রুচিরং সর্বকামগুণৈর্যুতম্ ।।৬
মনোজবং কামগমং হেমজালবিভূষিতম্।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, — কৈলাস নামে এক পবিত্র গিরি আছে, ঐ গিরির শিখর বিবিক্ত ও সুন্দর; উহা দেখিতে শঙ্খসদৃশ ধবল। অনেক পুন্যাত্মা দেবভক্তগণ ঐ কৈলাস শৈলে বাস করেন। উহার মধ্যেভাগে এক কুন্দ-কুসুমসম শুভ্রবর্ণ রমণীয় শৃঙ্গতট বিদ্যমান উহা শত যোজন বিস্তৃত ও পঞ্চাশৎ যোজন আয়ত। উহাতে মহাত্মা ধনাধ্যক্ষ কুবেরের এক নগর আছে। ঐ নগর বহু বিবিধ সুবর্ণ-মণি-মাণিক্য-চিত্রে অলঙ্কৃত, মহতী ভবনরাজি দ্বারা বিভূষিত এবং বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ নগর অন্যের অনাক্রমণীয়, প্রভূত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সর্ব্বদা মুদান্বিত। উহার মধ্যভাগে এক নানা কনক-মণ্ডিত রমণীয় সভা বিরাজিত, ঐ সভাগৃহ সুবিপুল স্তম্ভ ও তোরণ দ্বারা পরিবৃত। তথায় পুষ্পক নামে এক মহাবিমান আছে। উহা নানা রত্নে অলঙ্কৃত, সর্ব্ববিধ কামগুণে অন্বিত ও দেখিতে অতি মনোহর। ১—৬। এই

বাহনং যক্ষরাজস্য কুবেরস্য মহাত্মনঃ।।৭
তত্রৈকপিঙ্গলো দেবো মহাদেবসখঃ স্বয়ম্।
বসতি স্ম সযক্ষেন্দ্রঃ, সর্ব্বভূতনমস্কৃতঃ।।৮
তত্রাপ্সরোগণৈর্যক্ষৈর্গন্ধর্ব্বৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ।
বসতি স্ম মহাত্মাসৌ কুবেরো দেবসত্তমঃ।।৯
তত্র পদ্মমহাপদ্মৌ তথা মকরকচ্ছপৌ।
কুমুদঃ শঙ্খনীলশ্চ নন্দনো নিধিসত্তমঃ।।১০
ঐষ্টাবেতেঽক্ষয়া দিব্যা ধনেশস্য মহাত্মনঃ।
মহানিধানাস্তিষ্ঠন্তি সভায়াং রত্নসঞ্চয়াঃ।।১১
তথেন্দ্রাগ্নিযমাদীনাং দেবনামপ্সরোগণৈঃ।
তেষাং কৈলাস আবাসো যত্র যক্ষেশ্বরঃ প্রভুঃ
কৃত্বা পূর্ব্বমুপস্থানং যক্ষেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
পশ্চাদাগচ্ছন্তি যে যস্য বিহিতাঃ পরিচারকাঃ।।
তত্র মন্দাকিনী নাম সুরম্যা বিপুলোদকা।
সুবর্ণমণিসোপানা নানাপুষ্পোৎকটোৎকটা।।
জাম্বুনদময়ৈঃ পদ্মৈর্গন্ধস্পর্শগুণান্বিতৈঃ।
নীলবৈদূর্য্যগন্ধোপেতৈর্মহোৎপলৈঃ।।
তথা কুমুদখণ্ডৈশ্চ মহাপদ্মৈরলঙ্কৃতা।
যক্ষগন্ধর্ব্বনারীভিরপ্সরোভিশ্চ শোভিতা।।১৬
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈর্যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ।
উপস্পৃষ্টজলা রম্যা বাপী মন্দাকিনী শুভা।।১৭
তথা অলকানন্দা চ নন্দা চ সরিতাং বরা।
এতৈরেব গুণৈর্যুক্তা নদ্যো দেবর্ষিসেবিতাঃ।।
তস্যৈব শৈলরাজস্য পূর্ব্বে কূটে পরিষ্কৃতা।
সহস্রযোজনায়ামাস্ত্রিংশদ্যোজনবিস্তরাঃ।।১৯
দশ গন্ধর্ব্বনগরাঃ সমৃদ্ধ্যা পরয়া যুতাঃ।
মহাভবনমালাভিরনেকাভিবিভূষিতাঃ।।২০
সুবাহুহরিকেশাদ্যাশ্চিত্রসেনজয়াদয়ঃ।
দশগন্ধর্ব্বরাজানো দীপ্তবহ্নিপরাক্রমাঃ।।২১
তস্যৈব পশ্চিমে কূটে কুন্দেন্দুসদৃশপ্রভে।
নানাধাতুশতৈশ্চিত্রৈঃ সিদ্ধদেবর্ষিসেবিতে।।২২
অশীতিযোজনায়ামং চত্বারিংশৎপ্রবিস্তরম্।

মনোজব কামগামী, হেমমালা-মণ্ডিত পুষ্পক বিমান মহাত্মা যক্ষরাজ কুবেরের বাহন। ভগবান একপিঙ্গল মহাদেবের সখা। তিনি প্রধান প্রধান যক্ষদিগের সহিত সর্ব্বভূত কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া ঐ নগরে বাস করেন। দেবপ্রবর মহাত্মা কুবের এইরূপে অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণে পরিবৃত হইয়াও ঐ স্থানে সতত বাস করিয়া থাকেন। মহাত্মা কুবেরের সভায় পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, কুমুদ, শঙ্খ, নীল ও নিধিশ্রেষ্ঠ নন্দন এই আটটি অক্ষয় দিব্য মহানিধি অবস্থিত আছে। কৈলাসশৈলের যে প্রদেশে যক্ষেশ্বরের আবাস, তাহারই নিকট ইন্দ্র, অগ্নি ও যমপ্রমুখ দেবগণ ও অপ্সরোগণের আবাস সকল অবস্থিত। পূর্ব্বে যাঁহারা মহাত্মা যক্ষেশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহারাই পরবর্ত্তিকালে তদীয় পরিচারকের পদে উন্নীত হইয়া থাকেন। তথায় প্রভূত জলশালিনী সুরম্য মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত। উহার সোপানশ্রেণী সুবর্ণমণি নির্ম্মিত। উহা নানাবিধ পুষ্পসমূহে সমুদ্ভাসিত, গন্ধ ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট জাম্বূনদময় পদ্ম, নীলবর্ণ বৈদূর্য্যপত্রশালী সুগন্ধি মহোৎপল, অসংখ্য কুমুদখণ্ড ও মহাপদ্মসমূহ দ্বারা ঐ স্বর্গগঙ্গা অলঙ্কৃত; যক্ষ ও গন্ধর্ব্বরমণী, তথা অসংখ্য অপ্সরা দ্বারা সর্ব্বদা উহা সুশোভিত। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ ঐ সুরম্য সুরদীর্ঘিকা মন্দাকিনীর জলস্পর্শ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন অলকানন্দা ও নন্দা নামে দুই সরিদ্বরা তথায় প্রবাহিত। এই সকল নদীই বহু গুণান্বিত ও দেবঋষিসমূহে নিষেবিত। ৫--১৮। পূর্ব্বোক্ত কৈলাস শৈলের পূর্ব্বশৃঙ্গ পরম সমৃদ্ধিশালী দশটী গন্ধর্ব্বনগর বিদ্যমান ঐ নগরনিচয় দশ যোজন বিস্তৃত এবং সহস্র যোজন আয়ত। মহতী ভবনরাজি দ্বারা ঐ সকল নগর বিভূষিত। সুবাহু হরিকেশ চিত্রসেন ও জয়প্রমুখ দশজন্ দীপ্ততেজা পরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বরাজ ঐ নগরসমূহের অধিপতি। ঐ শৈলের সুরসেবিত শত শত ধাতু রঞ্জিত, কুন্দ ও ইন্দুবৎ শুভ্রকান্তিময় পশ্চিম শৃঙ্গে এক একটী

ঐকৈকযক্ষভবনং মহাভবনমালিনম্ ।।২৩
মহাযক্ষালয়াস্তত্র ত্রিংশদাদ্যানি মে শৃণু।
মুদাথ পরমর্দ্ধ্যা চ সংযুক্তানি সমন্ততঃ।।২৪
মহামালিসুনেত্রাদ্যাস্তথা মণিবরাদয়ঃ।
উদীর্ণা যক্ষরাজানস্তত্র ত্রিংশৎ সদা বভুঃ।।২৫
ইত্যেতে কথিতা যক্ষা বায়্বগ্নিসমতেজসঃ।
যেষামধিপতির্দেবঃ শ্রীমান্ বৈশ্রবণঃ প্রভু।।২৬
তস্যৈব দক্ষিণে পার্শ্বে হিমবত্যচলোত্তমে।
নিকুঞ্জনির্ঝরগুহানৈকসানুদরীতটে।।২৭
অর্ণবাদর্ণবং যাবৎ পূর্ব্বপশ্চায়তেহচলে।
কিন্নরাণাং পুরশতঃ নিবিষ্টং বৈ ক্বচিৎ কচিৎ
নৈকশৃঙ্গকলাপস্য শৈলরাজস্য কুক্ষিষু
নরনারীপ্রমুদিতং হৃষ্টপুষ্টজনাকুলম্ ।।২৯
দ্রুমসুগ্রীবসৈন্যাদ্যা ভগদত্তপুরঃসরাঃ।
তত্র রাজশতং তেষাং দীপ্তানাং বলশালিনাম্

বিবাহো যত্র রুদ্রস্য মহাদেব্যোময়া সহ।
তপস্তপ্তবতী চৈব যত্র দেবী বরাঙ্গনা।।৩১
কিরাতরূপিণা চৈব তত্র রুদ্রেণ ক্রীড়িতম্।
যত্র চৈব কৃতং তাভ্যাং জম্বুদ্বীপাবলোকনম্ ।
যত্র তাঃ সম্মদা যুক্তা নানাভূতগণৈর্বৃতাঃ
চিত্রপুষ্পফলোপেতা রুদ্রস্যাক্রীড়ভূময়ঃ।।৩৩
হৃষ্টা গিরিদরীবাসাঃ কৃশোদর্য্যো মনোরমাঃ।
সুন্দর্য্যো যত্র কিন্নর্য্যো রমন্তে স্ম সুলোচনাঃ
বিশালাক্ষাস্তথা যক্ষা অন্যাশ্চাপ্সরসাং গণা।
গন্ধর্ব্বাশ্চাঙ্গশালিন্যো যত্র তত্র মুদা যুতাঃ।
তত্রৈবোমাবনং নাম সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্।
অর্দ্ধনারীনরং রূপং ধৃতবান্ যত্র শঙ্করঃ।।৩৬
তথা শরবণং নাম যত্র জাতঃ ষড়াননঃ।
যত্র চৈব কৃতোৎসাহঃ ক্রৌঞ্চশৈলবনং প্রতি।।
ধ্বজাপতাকিনশ্চৈব কিঙ্কিণীজালমালিনম্।

যক্ষ ভবন আছে। উহা অশীতি যোজন আয়ত ও চত্বারিংশৎ যোজন বিস্তৃত। শ্রবণ করুন, –ঐ স্থানে মহাযক্ষদিগের ত্রিশটী সুসমৃদ্ধ আলয় আছে এই সকল আলয়ের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদাই আনন্দধারা প্রবাহিত। মহামালী, সুমন্ত্র ও মণিবরাদি ত্রিশজন যক্ষরাজ ঐ সকল আলয়ে সর্ব্বদা বিরাজ করেন। অত্রত্য যক্ষগণ বায়ু ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী; শ্রীমান বৈশ্রবণ দেব উঁহাদিগের অধিপতি ঐ কৈলাস-শৈলের দক্ষিণপার্শ্বে অচলোত্তম হিমবান্ অবস্থিত। এই হিমালয় প্রদেশ বহু নিকুঞ্জ, নির্ঝর, গুহাগৃহ, সানু-দরী ও তটভূমিময়। এই গিরি এক অর্ণব হইতে অপর অর্ণব পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে আয়ত উহার কোথাও কোথাও কিন্নরদিগের শত শত পুরী সন্নিবিষ্ট। ঐ সকল পুরী বহু শৃঙ্গশালী শৈলাধিরাজ হিমালয়ের কুক্ষিমধ্যে অবস্থিত উহারা নানা নরনারীগণে প্রমুদিত ও হৃষ্টপুষ্ট জনে পরিব্যাপ্ত। দ্রুম, সুগ্রীব, সৈন্য ও ভগদত্ত প্রমুখ একশত জন রাজা ঐ সকল পুরবাসী প্রবল পরাক্রান্ত কিন্নরদিগের প্রভু। ঐ শৈলপ্রদেশেই মহাদেবী উমার সহিত রুদ্র দেবের বিবাহ হইয়াছিল। বরাঙ্গনা উমা দেবী ঐ স্থানেই তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন। হরপার্ব্বতী ঐ শৈল-প্রদেশ হইতেই সমগ্র জম্বুদ্বীপ অবলোকন করেন। রুদ্রদেবের হিমালয়স্থ ক্রীড়াভূমি সকল বিবিধ ভূতগণে পরিবৃত ও বিচিত্র পুষ্প ও ফলসম্পন্ন। ঐ শৈলদেশে সুনয়না সুমনোহরা গিরিদরীবাসিনী সুন্দরী কৃশোদরী কিন্নরীরা পরম হৃষ্টচিত্তে রমণ করিয়া থাকে বহু বিশালাক্ষ যক্ষগণ অন্যান্য অপ্সরোগণ, এবং গন্ধর্ব্বগণ পরম প্রীতি সহকারে ঐখানে নিত্য বিচরণ করেন। ঐ স্থানেই সেই সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ উমাবন; শঙ্কর সেই উমাবনে থাকিয়াই অর্দ্ধনারী ও অর্দ্ধ নররূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ১৯–৩৬। সেখানে শরবন নামেও এক বন আছে, এই বনে ষড়ানন জন্মিয়াছিলেন। এইখানে থাকিয়াই তিনি ক্রৌঞ্চগিরি বিদারণে উদ্যম প্রকাশ করেন ধীমান্ কার্ত্তিকেয়ের ঐ স্থানে এক সিংহরথ বিদ্যমান। ঐ রথ ধ্বজ-পতাকা ও কিঙ্কিণীজালে মণ্ডিত। অসুর

যত্র সিংহরথং যুক্তং কার্ত্তিকেয়স্য ধীমতঃ।।
চিত্রপুষ্পনিকুঞ্জ ক্রৌঞ্চস্য চ গিরেস্তটে
দেবারিস্কন্দনঃ স্কন্দো যত্র শক্তিং বিমুক্তবান্
যত্রাভিষিক্তশ্চ গুহঃ সেন্দ্রোপেন্দ্রৈঃ সুরোত্তমৈঃ
সেনাপত্যে চ দৈত্যারির্দ্বাদশার্কপ্রতাপবান।।
ভূতসঙ্ঘাবকীর্ণানি এতান্যন্যানি চ দ্বিজাঃ।
তত্র তত্র কুমারস্য স্থানান্যায়তনানি চ।।৪১
তথা পাণ্ডুশিলা নাম হ্যাক্রীড়া ক্রৌঞ্চঘাতিনঃ
নানাভূতগণাকীর্ণে পৃষ্ঠে হিমবতঃ শুভে।।৪২
তস্য পূর্ব্বে তটে রম্যে সিদ্ধবাসমুদাহৃতম্।
কলাপগ্রামমিত্যেবং নাম্নাখ্যাতং মনীষিভিঃ।।
মৃকণ্ডস্য বশিষ্ঠস্য ভরতস্য নলস্য চ।
বিশ্বামিত্রস্য বিপ্রর্ষেস্তথৈবোদ্দালকস্য চ।।
অন্যেষাং চোগ্রতপসামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্
হিমবত্যাশ্রমাশ্চ সহস্রাণি শতানি চ।।৪৫
নৈকসিদ্ধগণাবাসং স্থানায়তনমণ্ডিতম্।
যক্ষগন্ধর্ব্বচরিতং নানাম্লেচ্ছগণৈর্যুতম্।।৪৬
নানারত্নাকরপূর্ণং নানাসত্ত্বনিষেবিতম্।
নানানদীসহস্রাণাং সম্ভবং বরপর্ব্বতম্।।৪৭
পশ্চিমস্যাচলেন্দ্রস্য নিষধস্য যথার্থবৎ।
কীর্ত্ত্যমানমশেষেণ বিশেষং শৃণুত দ্বিজাঃ।।৪৮
বিস্তীর্ণে মধ্যমে কূটে হেমধাতুবিভূষিতে।
দীপ্তমায়তনং বিষ্ণোঃ সিদ্ধর্ষিগণসেবিতম্
যক্ষাপ্সরঃসমাকীর্ণং গন্ধর্ব্বগণসেবিতম্ ।৪৯
তত্র সাক্ষান্মহাদেবঃ পীতাম্বরধরো হরিঃ
বরদঃ সেব্যতে সিদ্ধৈর্লোককর্ত্তা সনাতনঃ।।৫০
তস্যৈবাভ্যন্তরে কূটে নানাধাতুবিভূষিতে।
তটে নিষধকূটস্য শ্লক্ষ্ণচারুশিলাতলে।।৫১
রুক্মকাঞ্চননির্য্যূহং তপ্তকাঞ্চনতোরণম্।
অনেকবলভীকূটপ্রতোলীশতসঙ্কটম্।।৫২
হর্ম্ম্যপ্রাসাদমতুলং তপ্তকাঞ্চনভূষিতম্।
হর্ম্ম্যপ্রাসাদবহুলং চ মুদিতং চাতিবিস্তরম্ ।৫৩
উদ্যানমালাকলিতং ত্রিংশদ্‌যোজনমায়তম্।

ধ্বংসী স্কন্দ তথায় থাকিয়া বিচিত্র পুষ্প ও নিকুঞ্জময় ক্রৌঞ্চ গিরির তটে শক্তি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। দ্বাদশ দিবাকরের ন্যায় দেদীপ্যমান দৈত্যবিদ্বেষী গুহ ঐ স্থানে ইন্দ্রোপেন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ! ঐ শৈলবরের স্থানে স্থানে কার্ত্তিকেয়ের নানা আবাসস্থান আছে। এই সকল স্থান বিবিধ ভূতবৃন্দে পরিব্যাপ্ত। হিমালয়ের নানাভূত-পরিবৃত সুন্দর পৃষ্ঠদেশে ক্রৌঞ্চঘাতী কার্ত্তিকেয়ের এক ক্রীড়াভূমি আছে। উহার নাম পাণ্ডুশিলা। ঐ গিরির পূর্ব্বতটে বিখ্যাত সিদ্ধবাস; মনিষীগণ উহাকে কলাপ গ্রাম নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। মৃকণ্ড, বশিষ্ট, ভরত, নল ও বিপ্রর্ষি বিশ্বামিত্র এবং অন্যান্য উগ্রতপা ভাবিতাত্মা ঋষিগণের শত সহস্র আশ্রম হিমালয়ে যথাবস্থিত। হিমালয় বহু সিদ্ধাবাসে পরিপূর্ণ; নানা আশ্রম ও আয়তনে সুশোভিত। উহা যক্ষ ও গন্ধর্ব্বদিগের বিচরণস্থান, বিবিধ ম্লেচ্ছজাতির আবাস, নানা রত্নের আকর, নানা প্রাণীর আশ্রয় এবং বহু নদ-নদীর উদ্ভবস্থান। হে দ্বিজগণ! পশ্চিমাচল নিষধের বিবরণ যথাযথ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। গিরিবর নিষধের মধ্যম শৃঙ্গ সুবিস্তীর্ণ এবং স্বর্ণ ও ধাতু মণ্ডিত। তথায় বিষ্ণুর এক উজ্জ্বল আয়তন প্রতিষ্ঠিত। উহা সিদ্ধ ও গান্ধর্ব্বগণে নিষেবিত এবং যক্ষ ও অপ্সরাগণে আকীর্ণ। যিনি লোককর্ত্তা বরদাতা সনাতন পুরুষ, ঐ স্থানে সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সেই সাক্ষাৎ মহাদেবী; পীতাম্বরধারী হরি অর্চ্চিত হইয়া থাকেন ৩৭—৫০। নিষধ কূটের অভ্যন্তরস্থ নানা ধাতুমণ্ডিত কোমল চারু চারু শিলাময় তট প্রদেশে উলত্তথী রাক্ষসদিগের এক আনন্দময় পুরী আছে। উহার তোরণদ্বারগুলি তপ্তকাঞ্চনময় এবং নির্যূহাদি রৌপ্য ও কাঞ্চনযুক্ত। বহু বলভী কূটাগার ও শত শত প্রতোলী দ্বারা ঐ পুরী সমাকুল। নানা হর্ম্ম্যে ও প্রাসাদে উহা সুশোভিত। ঐ রাক্ষসপুর কাঞ্চনময়, অতি বিস্তৃত, উদ্যানমালায় অলঙ্কৃত, ত্রিংশৎ

দুষ্প্রসহ্যমমিত্রৈস্তৎপূর্ণমাশীবিষোপমৈঃ।
উলগুধীনাং প্রমুদিতং রক্ষসাং রাক্ষসং পুরম্।।
তস্যৈব দক্ষিণে পার্শ্বে নৈকদৈত্যগণালয়ে।
গুহাপ্রবেশং নগরং শৈলকুক্ষৌ দুরাসদম্।।৫৫
তথৈব পশ্চিমে কূটে পারিজাতশিলোচ্চয়ে
দেবদানবনাগনাং সমৃদ্ধানি পুরাণি তু।।৫৬
তত্র সোমশিলা নাম গিরেস্তস্য মহাতটে।
সোমো যত্রাবতরতি সদা পর্ব্বসু পর্ব্বসু।।৫৭
উপাসতেঽত্র শ্রীমন্তং তারাপতিমনিন্দিতম্।।
ঋষিকিন্নরগন্ধর্ব্বাঃ সাক্ষাদ্দেবং তমোনুদম্।।৫৮
তত্রৈব চোত্তরে কূটে ব্রহ্মপার্শ্বমিতি স্মৃতম্।
স্থানং তত্র সুরেশস্য ব্রহ্মণঃ প্রথিতং দিবি।।৫৯
ইজ্যাপূজানমস্কারৈস্তত্র সিদ্ধাঃ স্বয়ম্ভুবম্।
উপাসতে মহাত্মানং যক্ষগন্ধর্ব্বদানবাঃ।।৬০
তথৈবায়তনং বহ্নেঃ সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্।
তত্র বিগ্রহবান্ বহ্নিঃ সেব্যতে সিদ্ধচারণৈঃ।।
তথৈব চোত্তরে রম্যে ত্রিশৃঙ্গে বরপর্ব্বতে।
ঋষিসিদ্ধানুচরিতে নানাভূতগণালয়ে।
পুরং ত্রিষু লোকেষু হেমচিত্রং তু বিশ্রুতম্
ত্রয়াণাং দেবমুখ্যানাং ত্রীণ্যেবায়তনানি চ
নারায়ণস্যায়তনং পূর্ব্বকূটে দ্বিজোত্তমাঃ।
মধ্যমে ব্রহ্মণঃ স্থানং শঙ্করস্য তু পশ্চিমে।।৬৩
দৈত্যদানবগন্ধর্ব্বৈর্যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ।
ঈজানা অভিপূজ্যন্তে দেবদেবা মহাবলাঃ।।৬৪
তথা পুরাণি রম্যাণি দেশে চৈব ক্বচিৎ ক্বচিৎ
যক্ষগন্ধর্ব্বনাগানাং ত্রিশৃঙ্গে বরপর্ব্বতে।
তথৈব চোত্তরে দেশে জারুধৌ দেবপর্ব্বতে।
অনেকশৃঙ্গকলিতে সিদ্ধসাধুনিষেবিতে।।৬৬
যক্ষাণাং কিন্নরাণাঞ্চ গন্ধর্ব্বাণাং সহস্রশঃ
নাগানাং রাক্ষসানাঞ্চ দৈত্যানাঞ্চ মহাবলে।
কূটে তু মধ্যমে তস্য সিদ্ধসঙ্ঘনিষেবিতে।
রম্যে দেবর্ষিচরিতে রত্নধাতুবিভূষিতে।।৬৮

যোজন আয়ত, শত্রুবর্গের অনাক্রম্য এবং আশীবিষোপম রক্ষী সৈন্যে পরিপূর্ণ উহার দক্ষিণ পার্শ্বে বহু দৈত্য বাস করে, তথায় শৈলকুক্ষির মধ্যভাগে এক দুষ্প্রবেশ্য নগর আছে। গিরিগুহার মধ্য দিয়া ঐ নগরে প্রবেশ করিতে হয়। ঐ গিরির পশ্চিম দিকের শৃঙ্গ পারিজাত-শোভিত শিলামালায় পরিব্যাপ্ত সেখানে দেব, দানব ও নাগগণের বহুসংখ্যক সুসমৃদ্ধ পুরী বিদ্যমান। সেই গিরির মহাতটে সোমশিলা নামে মহাশিলা রহিয়াছে। সোম পর্ব্বে পর্ব্বে সতত উহাতে অবতরণ করিয়া থাকেন। ঋষি, কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ এই স্থানে সাক্ষাৎ শ্রীমান তিমিরারি অনিন্দিত তারাপতির উপাসনা করেন। উহার উত্তর কূটে ব্রহ্মপার্শ্ব নামে একস্থান আছে। স্বর্গে উহা সুরবর ব্রহ্মার স্থান বলিয়াই প্রসিদ্ধ। সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণ পূজা ও নমস্কারাদি দ্বারা মহাত্মা স্বয়ম্ভুকে সর্ব্বদা সেখানে উপাসনা করিয়া থাকেন এইরূপে সেখানে বাহ্নিরও এক সর্ব্বলোকবিখ্যাত আয়তন বিদ্যমান। সিদ্ধ ও চারণগণ তথায় মূর্ত্তিমান্ অগ্নিদেবের সেবা করিয়া থাকেন। এইরূপে উত্তর দিকে এক শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত আছে; উহার নাম ত্রিশৃঙ্গ। উহা ঋষি ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত এবং বিবিধ ভূতবৃন্দের বাসস্থানরূপে পরিণত তথায় এক ত্রিলোক বিখ্যাত পুরী আছে, উহার নাম হেমচিত্র। ঐ স্থানে তিনজন শ্রেষ্ঠ দেবের তিনটী আয়তন অবস্থিত। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকূটে নারায়ণের, মধ্যে ব্রহ্মার এবং পশ্চিমে শঙ্করের স্থান বিদ্যমান। ৫৯—৬৩। ঐদৈত্য, দানব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগ ঐ মহাবল দেবদেবগণের পূজা করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত ত্রিশৃঙ্গের স্থানে স্থানে কোথাও কোথাও যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও নাগগণের রম্য রম্য পুরী বিরাজমান। উত্তর দিকে দেবগিরি জারুধি বহু শৃঙ্গশোভিত এবং অনেক সিদ্ধ ও সাধুগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত। যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, নাগ, রাক্ষস ও দৈত্যগণের সহস্র সহস্র আবাস তথায় প্রতিষ্ঠিত। ঐ গিরির

পদ্মোৎপলবনৈঃ ফুল্লৈঃ সৌগন্ধিকবনৈস্তথা
তথা কুমুদখণ্ডৈশ্চ বিকচৈরুপশোভিতে।।৬৯
বিহঙ্গসঙ্ঘসঙ্ঘুষ্টং নানাসত্ত্বনিষেবিতম্।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং মত্তষট্পদসেবিতম্।।৭০
নানাসত্ত্বগণাকীর্ণং বিহঙ্গৈরুপশোভিতম্।
চারুতীর্থমসম্বাধং ত্রিংশদ্যোজনমণ্ডলম্।।৭১
সিদ্ধৈরুপস্পৃষ্টজলং জলদোষবিবর্জ্জিতম্
অত্রানন্দজলং নাম মহাপুণ্যজলং সরঃ।।৭২
তত্র নাগপতিশ্চণ্ডশ্চণ্ডো নাম দুরাসদঃ।
শতশীর্ষো মহাভোগা বিষ্ণুচক্রাঙ্কচিহ্নিতঃ।
ইত্যেবমষ্টৌ বিজ্ঞেয়া বিচিত্রা দেবপর্ব্বতাঃ।।৭৩
পুরৈরায়তনৈঃ পুণ্যৈঃ পুণ্যোদৈশ্চ সরোবরৈঃ
সুবর্ণপর্ব্বতৈর্নৈকৈস্তথা রজতপর্ব্বতৈঃ।।৭৪
নানারত্নপ্রভাসৈশ্চ নৈকৈশ্চ মণিপর্ব্বতৈঃ।
হরিতালপর্ব্বতৈর্নৈকৈস্তথা হিঙ্গুলকাঞ্চনৈঃ ৭৫
শুদ্ধৈর্মনঃশিলাজালৈস্তাম্রৈররুণপ্রভৈঃ।
নানাধাতুবিচিত্রৈশ্চ নৈকৈশ্চ মণিপর্ব্বতৈঃ।।৭৬
পূর্ণা বসুমতী সর্ব্বা গিরিভির্নৈকবিস্তরৈঃ।
নদীকন্দরশৈলাঢ্যৈরনেকৈশ্চিত্রসানুভিঃ।।৭৭
তেষু শৈলসহস্রেষু নানাবর্ণেষু নিত্যশঃ।
দৈত্যদানবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাঞ্চ মহাত্মনাং।।৭৮
ইত্যেবমচলৈর্যুক্তৈর্দৈত্যরাক্ষসসাধুভিঃ
কিন্নরোরগগন্ধর্ব্বৈর্বিচিত্রৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ।।৭৯
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ সেবিতা নৈকবিস্তারাঃ।
পুণ্যকৃদ্ভিঃ সমাকীর্ণাঃ কেসরাকৃতয়ো নগাঃ।।
গিরিজালং তু তস্মেরোঃ সিদ্ধলোকমিতি স্মৃতম্
চিত্রং নানাশ্রয়োপেতং প্রচারং সুকৃতাত্মনাম্।।
নাত্যুগ্রকর্ম্মসিদ্ধানাং প্রতিমা মধ্যমাঃ স্মৃতাঃ।
স হি স্বর্গ ইতি খ্যাতঃ ক্রমস্তেষ প্রকীর্ত্তিতঃ।
চতুর্মহাদ্বীপবতী সেয়মুর্ব্বী প্রকীর্ত্তিতাঃ।।
নানাবর্ণপ্রমাণৈর্হি নানাবর্ণৈস্তথা ৮৩
নানাভক্ষ্যান্নপানৈশ্চ নানাচ্ছাদনভূষণৈঃ।
প্রজাবিকারৈর্বিবিধৈশ্চিত্রৈরধ্যুষিতৈঃ সহঃ।।৮৪

অষ্টম শৃঙ্গ সিদ্ধসমূহে নিষেবিত, রমণীয়, দেব ও ঋষি পরিবৃত, নানারত্ন ও ধাতুরাগে বিভূষিত এবং ফুল্ল পদ্ম, উৎপল, সৌগন্ধিক বন ও প্রস্ফুট কুমুদখণ্ড দ্বারা সুশোভিত তথায় আনন্দজল নামে এক মহাপুণ্য জলময় সরোবর আছে, উহা বিবিধ বিহঙ্গ-রবে মুখরিত, নানা প্রাণী কর্ত্তৃক নিষেবিত, হংস ও কারণ্ডবগণে আকীর্ণ, মধুমত্ত মধুকর-কুলে পরিবৃত, সুন্দর সোপানাবলী দ্বারা সুসম্বদ্ধ এবং চারিদিকে ত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত। সিদ্ধগণ উহার জল স্পর্শ করিয়া থাকেন। উহাতে জলদোষ কিছুমাত্র নাই ঐ সরোবরে চণ্ড নামে এক চণ্ডস্বভাব দুর্দ্ধর্ষ নাগপতি বাস করেন। তিনি শতশীর্ষ, মহাভোগ ও বিষ্ণুর চক্রচিহ্নে চিহ্নিত। এই আটটী বিচিত্র দেবপর্ব্বত প্রসিদ্ধ। বহু সুবর্ণ শৈল, বহু রজতাচল, নানা রত্নপ্রভামণ্ডিত মণিপর্ব্বত, বহু হরিতালশৈল, অসংখ্য হিঙ্গুল ও কাঞ্চন, অরুণাভ বিশুদ্ধ তাম্র মনঃশিলাসকল, নানা ধাতু রাগ রঞ্জিত মণিপর্ব্বত, এবং নদী, কন্দর ও বিচিত্র সানুশালী অন্যান্য আরও বহু বিস্তৃত বহুসংখ্যক গিরিনিবহ দ্বারা এই সমগ্র বসুমতী পরিব্যাপ্ত। এই ভূমণ্ডলে কতকগুলি কেসরাকৃতি অচল আছে। উহারা পূর্ব্বোক্ত অসংখ্য পর্ব্বতযুক্ত দৈত্য, রাক্ষস, সিদ্ধ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, বিবিধ চারণ ও বহু অপ্সরগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত। ঐ সকল গিরি বহু বিস্তৃত ও পুণ্যজনগণে আকীর্ণ। ৬৪—৮০। মেরুপর্ব্বতের গিরিমালাই সিদ্ধলোক বলিয়া বিখ্যাত। উহা বিচিত্র, বিবিধ আশ্রয়যুক্ত ও সুকৃতাত্মাদিগের বিহারস্থল. নাতি উৎকট কর্ম্মশালী সিদ্ধগণের মধ্যমা প্রতিমা বলিয়া বিখ্যাত। ঐ সুমেরু গিরিই স্বর্গ আখ্যায় অভিহিত। উহার সংস্থানক্রম এইরূপই নির্দিষ্ট। এই রূপে নানাবর্ণ, বিবিধ বর্ণবিল, নানা ভক্ষ্য, অন্ন, পান, আচ্ছাদন, ভূষণ ও বিবিধ অধ্যুষিত প্রজাবৃন্দসহ চারিটী মহাদ্বীপবতী পৃথ্বী

চত্বারো নৈকবর্ণাঢ্যা মহাদ্বীপাঃ পরিস্থিতাঃ।
ভদ্রাশ্চ ভরতশ্চৈব কেতুমালশ্চ পশ্চিমাঃ।
উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ।।৮৫
সৈষা চতুর্মহাদ্বীপা নানাদ্বীপসমাকুলা।
পৃথিবী কীর্ত্তিতা কৃৎস্না পদ্মাকারা ময়া দ্বিজাঃ
তদেষা সান্তরদ্বীপা সশৈলবনকাননা
পদ্মেত্যভিহিতা কৃৎস্না পৃথিবী বহুবিস্তরা।।৮৭
সব্রহ্মসদনং লোকং সদেবাসুরমানুষম্।
ত্রিলোকমিতি বিখ্যাতং যৎসর্ব্বৈর্ব্যবহার্য্যতে।।
চন্দ্রাদিত্যাবভাসং যত্তজ্জগৎ পরিগীযতে।
গন্ধবর্ণসোপেতং শব্দস্পর্শগুণান্বিতম্।৮৯
তং লোকপদ্মং শ্রুতিভিঃ পদ্মমিত্যভিধীয়তে।
এষ সর্ব্বপুরাণেষু ক্রমঃ সুপরিনিশ্চিতঃ।।৯০
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবনবিন্যাসো নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।।৪১।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ

সরোবরেভ্যঃ পুণ্যোদা দেবনদ্যো বিনির্গতাঃ।
মহৌঘতোয়া নদ্যশ্চ তাঃ শৃণুধ্বং যথাক্রমম্ ।১
আকাশাম্ভোনিধের্যোঽসৌ সোম ইত্যভিধীয়তে
আধারঃ সর্ব্বভূতানাং দেবানামমৃতাকরঃ। ২
তস্মাৎ প্রবৃত্তা পুণ্যোদা নদী হ্যাকাশগামিনী।
সপ্তমেনানিলপথা প্রযাতা বিমলোদকা ।৩
সা জ্যোতিষি নিবর্ত্তন্তী জ্যোতির্গণনিষেবিতা
তারাকোটিসহস্রাণাং নভসশ্চ সমায়তা।।৪
মাহেন্দ্রেণ গজেন্দ্রেণ আকাশপথযায়িনা
ক্রীড়িতা হ্যন্তরতরে যা সা বিক্ষোভিতোদকা
নৈকৈর্বিমানসঙ্ঘাতৈঃ প্রক্রামদ্ভির্নভস্তলম্।
সিদ্ধৈরুপস্পৃষ্টজলা মহাপুণ্যজলা শিবা।।৬
বায়ুনা প্রেৰ্য্যমাণা চ অনেকাভোগগামিনী।

কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অনেক বর্ণযুক্ত চারিটী মহাদ্বীপ বিখ্যাত, এই দ্বীপপুঞ্জের নাম — ভদ্র, ভরত, কেতুমাল ও উত্তরকুরু। এই সকল দ্বীপ পুণ্যাত্মাদিগের বাসভূমি। হে দ্বিজগণ! এই আমি সেই চারিটী প্রধান দ্বীপ ও অন্যান্য বিবিধ দ্বীপসমন্বিতা, সমস্ত পৃথ্বীকে পদ্মাকারে বর্ণন করিলাম। এই বহু বিস্তৃত সমস্ত পৃথিবী বহু অন্তর দ্বীপ ও বিবিধ শৈল-কাননাদি দ্বারা পরিবৃত হইয়া পদ্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বিখ্যাত ব্রহ্মলোক হইতে দেব, অসুর ও মানুষলোক পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান প্রাণিগণের নিকট ত্রিলোক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে চন্দ্র ও আদিত্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং গন্ধ, বর্ণ, রস, শব্দ ও স্পর্শগুণে অন্বিত হইয়া যাহা জগৎ শব্দে পরিগীত হয়, তাহার নাম লোকপদ্ম; শ্রুতি এই জগৎকে পদ্ম বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সমস্ত পুরাণে এইরূপ ক্রমই নিশ্চিত ৮১—৯০।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪১।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, — শৈলস্থিত সরোবরসমূহ হইতে যে সকল পুণ্যসলিলা সুরনদী ও অন্যান্য মহাজলৌঘশালিনী নদী নির্গত হইয়াছে, শ্রবণ করুন। যিনি আকাশরূপ অম্ভোনিধির চন্দ্র নামে অভিহিত এবং যিনি সর্ব্বভূতের আধার ও দেবগণের সুধাকর, তাঁহা হইতেই পুণ্যজলশালিনী আকাশগামিনী বিমলোদকা নদী প্রবর্ত্তিত হইয়া সপ্তম-বায়ুপথে প্রয়াণ করিয়াছে। ঐ নদী জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে এবং জ্যোতিষ্কগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত হইয়া সহস্র সহস্র কোটিসংখ্যক তারকা ও নভোমণ্ডলের মধ্যভাগে বিস্তৃত আছে। ইন্দ্রের গজেন্দ্র ঐরাবত আকাশ-পথে প্রয়াণ করিয়া উহার জলাভ্যন্তরে ক্রীড়া করে। এবং উহার জলরাশি বিক্ষোভিত করিয়া দেয়। সিদ্ধগণ বহু সংখ্যক বিমানযোগে নভস্তলে উত্থিত হইয়া উহার পুণ্যজল স্পর্শ করিয়া থাকেন। ঐ নদী প্রকৃতই মহাপুণ্য জলে পরিপূর্ণ মঙ্গলাবহ ১—৬। সূর্য্য যেমন প্রতিদিন পরি

পরিবর্ত্তত্যহরহো যথা সূর্য্যস্তথৈব সা।।৮
চত্বার্য্যশীতি প্রততা যোজনানাং সমন্ততঃ।
বেগেন কুর্ব্বতী মেরুং সা প্রযাতা প্রদক্ষিণম্
বিভিদ্যমানা সলিলৈস্তেজসেনানিলেন চ
মেরোরুত্তরকূটেষু পতিতার্থ চতুর্ষপি। ৯
মেরুকূটতটান্তেভ্য উৎকৃষ্টেভ্যো নিবর্ত্তিতা।
বিকীর্য্যমণিসলিলা চতুর্দ্ধা সংসৃতোদকা। ১০
ষষ্টিযোজনসাহস্রং নিরালম্বনমম্বরম্।
নিপপাত মহাভাগা মেরোস্তস্য চতুর্দ্দিশম্।।১১
সা চতুর্ষ ভিত্তশৈব মহাপাদেষু শোভনা।
পুণ্যা মন্দরপূর্ব্বেণ পতিতা হি মহানদী। ১২
পূর্ব্বেণাংশেন দেবানাং সর্ব্বসিদ্ধগণালয়ম্।
সুবর্ণচিত্রকটকং নৈকনির্ঝরকন্দরম্ ।১৩
প্লাবয়ন্তী সশৈলেন্দ্রং মন্দরং চারুকন্দরম্।
বপ্রপ্রতাপশমনৈরনেকৈঃ স্ফটিকোদকৈঃ ।১৪
তথা চৈত্ররথং রম্যং প্লাবয়ন্তী প্রদক্ষিণম্।
প্রবিষ্টা হ্যম্বরনদী হ্যরুণোদসরোবরম্ ।১৫
অরুণোদাদ্বিরত্যথ শীতান্তে রম্যনির্ঝরে
শৈলে সিদ্ধগণাবাসে নিপপাত সুগামিনী। ১৬
সীতা নাম সহ্যপুণ্যা নদীনাং প্রবরা নদী।
সা নিকুঞ্জনিরুদ্ধা তু অনেকাভোগগামিনী। ১৭
শীতান্তশিখরাদ্‌ভ্রষ্টা মুকুঞ্জে বরপর্ব্বতে।
নিপপাত মহাভাগা তস্মাদরি সুমঞ্জসম্।।১৮
তস্মান্মাল্যবতং শৈলং ভাবয়ন্তী বরাপগা।
বৈকঙ্কং সমনুপ্রাপ্তা বৈকঙ্কান্মণিপর্ব্বতম্।
মণিপর্ব্বতান্মহাশৈলমৃষভং নৈককন্দরম্।।১৯
এবং শৈলসহস্রাণি দারয়ন্তী মহানদী।
পতিতাথ মহাশৈলে জঠরে সিদ্ধসেবিতে। ২০
তস্মাদপি মহাশৈলং দেবকূটং তরঙ্গিণী।
তস্য কুক্ষিসমুদ্ভ্রান্তা ক্রমেণ পৃথিবীং গতা।।২১

বর্ত্তিত হইয়া থাকেন, ঐ নদীও তেমনি বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বহুস্থানে গমনপূর্ব্বক অহরহঃ পরিবর্ত্তনশীল হয়। ঐ নদী চতুরশীতি যোজন বিস্তৃত এবং বেগভরে সুমেরুগিরিকেও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রয়াত। তেজময় অনিল ও অন্যান্য সলিল দ্বারা বিদ্যমান হইয়া ঐ নদী মেরুগিরির উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী চারিটী শৃঙ্গে পতিত হইতেছে। মেরুর উত্তম উত্তম কূটতটের প্রান্ত হইতে নিবর্ত্তিত হইয়া উহার জলরাশি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহাতে ঐ নদী চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। মেরুর চতুর্দ্দিকে ষষ্টিসহস্র যোজনব্যাপী নিরালম্ব অম্বরদেশে মহাভাগা ঐ নদী নিপতিত হইতেছে এবং ঐ গিরীন্দ্রের বিশাল পাদসমূহের চতুর্দ্দিকে চতুর্দ্ধা প্রবাহিত হইয়া সুন্দরাকারে ধারণ করিয়াছে। ঐ পুণ্য মহানদী একভাগে মন্দরগিরির পূর্ব্বদিক্ হইতে পতিত হইয়া শৈলেন্দ্র সুমেরু সহ সুরসিদ্ধবাস সুবর্ণচিত্রিত নিতম্বশালী নানা নির্ঝরপূর্ণ সুন্দর কন্দরময় মন্দরগিরিকে প্লাবিত করিতেছে এবং উত্তপ্ত গিরিতটভূমির তাপোপশমকারী স্ফটিকাভ জলরাশি দ্বারা রম্য চৈত্ররথ বন প্রদক্ষিণক্রমে প্লাবিত করিয়া অরুণোদ সরোবরে মিলিত হইয়াছে। অনন্তর অরুণোদ সরোবর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সরল গমনে রম্য নির্ঝরময় সিদ্ধনিবাস শীতান্তশৈলে পতিত হইয়াছে। শীতা নামে এক মহাপুণ্যা নদী আছে। ঐ নদী সকল নদীর শ্রেষ্ঠ। উহা গিরিনিকুঞ্জে নিরুদ্ধ হইয়া বহু পথে বহুদিকে প্রধাবিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ঐ মহতী নদী শীতান্ত শৈলের শিখর হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গিরিবর মুকুঞ্জে পতিত হয়, পরে তথা হইতে সুমঞ্জ শৈলে, ঐ স্থান হইতে মাল্যবান্ পর্ব্বতে, তথা হইতে বৈকঙ্কে, বৈকঙ্ক হইতে মণিশৈলে এবং মণিশৈল হইতে বহু কন্দরময় মহান্ বৃষভাচলে উপনীত হয়। এই রূপে ঐ মহানদী সহস্র সহস্র পর্ব্বত বিদারিত করিয়া ক্রমশঃ সিদ্ধসেবিত জঠর নামক মহাশৈলে পতিত হইয়াছে।৮—২০। ঐ তরঙ্গিণী তৎপরে সেই জঠরগিরি হইতেও নির্গত হইয়া মহাগিরি দেবকূটে গমনপূর্ব্বক তদীয় কুক্ষিদেশ প্লাবিত করতঃ ক্রমশঃ পৃথিবীতে

সৈবং স্থলীসহস্রাণি শৈলরাজশতানি চ।
বনানি চ বিচিত্রাণি সরাংসি বিবিধানি চ।।২২
প্লাবয়ন্তী মহাভাগা বিস্তারেণামলোদকা।
নদীসহস্রানুগতা প্রবৃত্তা চ মহানদী।।২৩
ভদ্রাশ্বং সুমহাদ্বীপং প্লাবয়ন্তী বরাপগা
প্রবিষ্টা হ্যর্ণবং পূর্ব্বং পূর্ব্বে দ্বীপে মহানদী।।২৪
দক্ষিণেঽপি প্রপন্না যা শৈলেন্দ্রে গন্ধমাদনে
চিত্রৈঃ প্রপাতৈর্বিবিধৈর্নৈকবিস্ফালিতোদকা।।
তদ্গন্ধমাদনবনং নন্দনং দেবনন্দনম্।
প্লাবয়ন্তী মহাভাগা প্রযাতা সা প্রদক্ষিণম্।।২৭
নাম্না হ্যলকনন্দেতি সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতা।
প্রবিশত্যুত্তরসরো মানসং দেবমানসম্।।
মানসাচ্ছৈলরাজানং রম্যং ত্রিশিখরং গতা।।
ত্রিকূটাচ্ছৈলশিখরাৎ কলিঙ্গশিখরং গতা।।২৮
কলিঙ্গশিখরাদ্ভ্রষ্টা রুচকে নিপপাত সা।
রুচকান্নিষধং প্রাপ্তা তাম্রাভং নিষধাদ গ।।২৯

তাম্রাভশিখরাদ্ভ্রষ্টা গতা শ্বেতোদরং গিরিম্।
তস্মাৎ সুমূলং শৈলেন্দ্রং বসুধারঞ্চ পর্ব্বতম্।।
হেমকূটং গতা তস্মাদ্দেবশৃঙ্গে ততো গতা।
তস্মাদগাত্তা মহাশৈলং ততশ্চাপি পিশাচকম্।।
পিশাচকাচ্ছৈলবরাৎ পঞ্চকূটং গতা পুনঃ।
পঞ্চকূটাত্তু কৈলাসং দেবাবাসং শিলোচ্চয়ম্।।
তস্যকুক্ষিষু বিভ্রান্তা নৈককন্দরসানুষু।
হিমবত্যুত্তমনদী নিপপাতাচলোত্তমে।।৩৩
সৈবং শৈলসহস্রাণি দারয়ন্তী মহানদী।
স্থলীশতান্যনেকানি প্লাবয়ন্ত্যাশুগামিনী।।৩৪
বনানাঞ্চ সহস্রাণি কন্দরাণাং শতানি চ।
প্লাবয়ন্তী মহাভাগা প্রযাতা স।গোদধিম্।।৩৫
রম্যা যোজনবিস্তীর্ণা শৈলকুক্ষিষু সংবৃতা।
যা ধৃতা দেবদেবেন শঙ্করেণ মহাত্মনা।।৩৬
পাবনী দ্বিজশার্দ্দূল ঘোরাণামপি পাপ্মনাম্।
শঙ্করস্যাঙ্গসংস্পর্শান্মহাদেবস্য ধীমতঃ।
দ্বিগুণং পবিত্রসলিলা সর্ব্বলোকে মহানদী।।৩৭

পতিত হইয়াছে। এইরূপে ঐ নদী সহস্র সহস্র ভূমি, শত শত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ এবং বহু বিচিত্র বন, সরোবর প্লাবিত করিয়া বহু বিমল জল বহনপূর্ব্বক অন্যান্য সহস্র সহস্র নদীর সহিত মিলিত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ঐ শ্রেষ্ঠ নদী প্রধান প্রধান দ্বীপসহ ভদ্রাশ্ব বর্ষ প্লাবিত করিয়া পূর্ব্ব সাগরে মিলিত হইয়াছে। পূর্ব্বদ্বীপে উহা মহানদী আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। দক্ষিণদিগবর্ত্তী শৈলশ্রেষ্ঠ গন্ধমাদনে যে নদী উপস্থিত হইয়াছে, উহা বিবিধ বিচিত্র প্রপাত দ্বারা বিমল জল বিকীর্ণ করতঃ গন্ধমাদনগিরির দেবনন্দন নন্দনবন প্রদক্ষিণক্রমে প্লাবিত করিয়া প্রয়াণ করিয়াছে ঐ নদীর নাম অলকনন্দা। উহা সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধা। ঐ অলকনন্দা প্রথমতঃ দেবগণের মনোমোদ মানস সরোবরে প্রবেশ করিয়া পরে তথা হইতে রম্য শৈলশ্রেষ্ঠ ত্রিকূটে, ত্রিকূট হইতে কলিঙ্গশিখরে, কলিঙ্গশিখর হইতে রুচকাচলে, তথা হইতে নিষধে, নিষধ হইতে তাম্রাভ-শিখরে, তথা হইতে শ্বেতোদর শৈলে, তথা হইতে শৈলেন্দ্র সুমূল ও বসুধার পর্ব্বতে, তথা হইতে হেমকূট, হেমকূট হইতে দেবশৃঙ্গে, তথা হইতে শৈলশ্রেষ্ঠ পিশাচকে, ঐ স্থান হইতে পঞ্চকূটে এবং তথা হইতে দেবনিবাস কৈলাসশৈলে উপস্থিত হইয়া তদীয় কুক্ষি প্লাবিত করত বহু কন্দরময় হিমালয় শৈলে নিপতিত হইয়াছে। এইরূপে ঐ মহানদী সহস্র সহস্র শৈল, শত শত ভূমি এবং সহস্র সহস্র কানন ও শত শত কন্দর প্লাবিত করিয়া দক্ষিণ সাগরে মিলিত হইয়াছে। ২১—৩৫। যে রম্য নদী যোজন পরিমাণ আয়ত, শৈলকুক্ষি সংবৃত এবং মহাত্মা দেবদেব শঙ্কর কর্ত্তৃক বিধৃত, হে দ্বিজবর! সেই মহানদী গঙ্গা ভীষণ পাপাচারীদিগেরও পাবনী এবং মহাদেব শঙ্করের অঙ্গসংস্পর্শে দ্বিগুণ পবিত্রজলশালিনী হইয়া সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ঐ নদী হিমালয় শৈল হইতে চতুর্দ্দিকে নির্গত হইয়া বহু শাখায় বিভক্ত ও ভিন্ন ভিন্ন নামে সহস্র সহস্র নদীরূপে

অনুশৈলং সমন্তাচ্চ নির্গতা বহুভির্মুখৈঃ।
অথোঽন্যেনাভিধানেন খ্যাতা নন্দাঃ সহস্রশঃ
তস্মাদ্ধিমবতো গঙ্গা গতা সা তু মহানদী।
এবং গঙ্গেতি নাম্না হি প্রকাশা সিদ্ধসেবিতা।
ধন্যাস্তে সত্তমা দেশা যত্র গঙ্গা মহানদী।
রুদ্রসাধ্যানিলাদিত্যৈর্জুষ্টতোয়া যশোবতী॥
মহাপাদং প্রবক্ষ্যামি মেরোরপি হি পশ্চিমম্।
নানারত্নাকরং পুণ্যং পুণ্যকৃদ্ভির্নিষেবিতম্॥৪১
বিপুলং শৈলরাজানং বিপুলোদককন্দরম্।
নিতম্বকুঞ্জকটকৈর্বিমলৈর্মাণ্ডিতোদরম্॥৪২
অপি যা ত্র্যম্বকস্যোষ্মা ত্রিদশৈঃ সেবিতোদকা।
বায়ুবেগা গতাভোগা লতেব ভ্রামিতা পুনঃ॥
মেরুকূটতটাদ্ভ্রষ্টা প্রাণিভিঃ স্বাদিতোদকা।
বিস্তীর্ণমণিসলিলা নির্ম্মলাংশুকসন্নিভা॥৪৪
তস্যাকূটেঽম্বরনদী সিদ্ধচারণসেবিতা।
প্রদক্ষিণমথাবৃত্য পতিতা সানুগামিনী॥৪৫
দেবভ্রাজং মহাভ্রাজং সবৈভ্রাজং মহাবনম্।
প্লাবয়ন্তী মহাভাগা নানাপুষ্পফলোদকা॥৪৬
প্রদক্ষিণং প্রকুর্ব্বাণা নানাবনবিভূষিতা
প্রবিষ্টা পশ্চিমসরঃ সিতোদং বিমলোদকম্॥৪৭
সা সিতোদাদ্বিনিষ্ক্রান্তা সুপক্ষং পর্ব্বতং গতা।
সুপক্ষতস্ত পুণ্যোদাস্ততো দেবর্ষিসেবিতা॥৪৮
সুপক্ষকূটতটগা তস্মাচ্চ সংশিতোদকা।
নিপপাত মহাভাগা রম্যাং শিখিপর্ব্বতম্॥৪৯
শিখেশ্চ পর্ব্বতাৎ কঙ্কং কঙ্কাৎ বৈদূর্য্যপর্ব্বতম্
বৈদূর্য্যাৎ কপিলং শৈলং তস্মাচ্চ গন্ধমাদনম্॥
তস্মাদপি গিরিবরাৎ প্রাপ্তা পিঞ্জরং বরপর্ব্বতম্।
পিঞ্জরাৎ সরসো যাতা তস্মাচ্চ কুমুদাচলম্॥৫১
মধুমন্তং জলঞ্চৈব মুকুটঞ্চ শিলোচ্চয়ম্।
মুকুটাচ্ছৈলশিখরাৎ কৃষ্ণং যাতা মহাগিরিম্।
কৃষ্ণাচ্ছ্বেতং মহাশৈলং মহানাগনিষেবিতম্।
শ্বেতাৎ সহস্রশিখরং শৈলেন্দ্রং পতিতা পুনঃ॥

বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ মহানদী নন্দা নামে প্রসিদ্ধ এবং সিদ্ধগণ কর্তৃক নিসেবিত। যে সকল দেশের মধ্য দিয়া রুদ্র, সাধ্য, বায়ু, ও আদিত্য প্রভৃতি দেবগণসেবিত যশস্বিনী গঙ্গা প্রবাহিত, সেই সকল দেশই ধন্য এবং শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে মেরুর পশ্চিম দিকৃস্থিত সুবিস্তৃত প্রত্যন্ত পর্ব্বতের কথা বলিতেছি, উহা নানা রত্নের আকর, পুণ্যময়, পুণ্যকারীদিগের সেবিত, অতি বিস্তৃত এবং বিপুল কুক্ষি ও কন্দর দ্বারা পরিশোভিত। উহার অভ্যন্তরদেশ নিতম্বস্থিত কুঞ্জ ও বিমল কটক দ্বারা মণ্ডিত। ভগবান্ ত্রিলোচন যাঁহাকে ধারণ করিয়াছেন, ত্রিদশগণ যাঁহার জল ব্যবহার করেন, যিনি বায়ুবৎ বেগশালিনী, বহু দেশপ্রসর্পিণী ও লতার ন্যায় ঘূর্ণ্যমান হইয়া মেরুগিরির শৃঙ্গতট হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন; যাঁহার জল বহু প্রাণীর আস্বাদ্য, যিনি নির্ম্মল বস্ত্রসন্নিভ, যাঁহার জল বহু বিস্তৃত, সেই স্বর্নদী পূর্ব্বোক্ত মেরুকূটে সিদ্ধচারণগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত হইয়া প্রদক্ষিণক্রমে প্রবাহিত ও শৈলসানুর মধ্য দিয়া গমঃপূর্ব্বক দেবভ্রাজ বনে পতিত হইতেছেন। নানা পুষ্প-ফলযুক্ত জলশালিনী ঐ মহাভাগা নদী ক্রমে দেবভ্রাজ, মহাভ্রাজ ও বৈভ্রাজ প্রভৃতি মহাবন সকল প্রদক্ষিণক্রমে প্লাবিত করিয়া নানা বন বিলোড়নপূর্ব্বক পশ্চিম দিগ্‌বর্ত্তী বিমলজল শীতোদ সরোবরে মিলিত হইয়াছে। অনন্তর তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুপক্ষ শৈলে, তথা হইতে পুণ্যোদ সরোবরে এবং তথা হইতে পুনরায় সুপক্ষশৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া দেবগণ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক সেবিত ও পরে সে স্থান হইতে সুরম্য শিখী পর্ব্বতে পতিত হইয়াছে। ৩৬—৪৯। শিখী পর্ব্বত হইতে ক্রমে কঙ্ক, কঙ্ক হইতে বৈদূর্য্যে, তথা হইতে কপিলে, কপিল হইতে গন্ধমাদনে, তথা হইতে পিঞ্জরাচলে, পিঞ্জরাচল হইতে পিঞ্জরাখ্য সরোবরে, তথা হইতে কুমুদাচলে, তথা হইতে মধুমান্ ও মুকুটাচলে, মুকুটাখ্য শৈলশিখর হইতে কৃষ্ণাখ্য মহাপর্ব্বতে, কৃষ্ণ হইতে মহানাগ-নিষেবিত শ্বেত মহাশৈলে এবং শ্বেত শৈল হইতে শৈলেন্দ্র

অনেকাভিঃ স্রবন্তীভিরাপ্যায়িতজলা শিবা।।
এবং শৈলসহস্রাণি সাদয়ন্তী মহানদী।
পারিজাতে মহাশৈলে নিপপাতাশুগামিনী।।৫৪
অনেকনির্ঝরনদী-গুহাসানুষু রাজতে।
তস্য কুক্ষিষনেকাসু প্লাভতোয়া তরঙ্গিণী।।
ব্যাহন্যমানসংবেগা গণ্ডশৈলৈরনেকশঃ।
সংবিদ্যমানসলিলা গতা চ ধরণীতলে।।৫৬
কেতুমালং মহাদ্বীপং নানাম্লেচ্ছগণৈর্যুতম্।
প্লাবয়ন্তী মহাভাগা প্রযাতা পশ্চিমার্ণবম্।।৫৭
সুবর্ণচিত্রপার্শ্বে তু সুপার্শ্বেঽপ্যুত্তরে গিরৌ।
মেরোশ্চিত্রমহাপাদে মহাসত্ত্বনিষেবিতে।।৫৮
মেরুকূটতটাদ্‌ভ্রষ্টা পবনেনেরিতোদকা।
অনেকভোগমণ্ডলেনী ক্ষিপ্তনাগা নভস্তলে।।৫৯
ষষ্টিযোজনসাহস্রে নিরালম্বেঽম্বরে শুভে।
বিকীর্য্যমাণা মালের নিপপাত মহানদী।।৬০
এবং কূটতটৈর্ভ্রষ্টা নৈকৈর্দেবর্ষিসেবিতৈঃ।
বিকীর্য্যমাণসলিলা নৈকপুষ্পাড়ুপোৎকরা।।৬১
নানারত্নবনোদ্দেশমরণ্যং সবিতুর্বনম্।
মহাবনং মহাভাগা প্লাবয়ন্তী প্রদক্ষিণম্।।৬২
সরোবরং মহাপুণ্যং মহাভাগনিষেবিতম্।
তত্রাবিবেশ কল্যাণী মহাভদ্রং সিতোদকা।।৬৩
ভদ্রসোমেতি নাম্না হি মহাপারা মহাজবা।
মহানদী মহাপুণ্যা মহাভদ্রবিনির্গতা।।৬৪
নৈকনির্ঝরবপ্রাঢ্যা শঙ্খকূটতটে তু সা।
তত্র কূটে গিরিতটে নিপপাতাশুগামিনী।।
শঙ্খকূটতটাদ্‌ভ্রষ্টা পপাত বৃষপর্ব্বতম্।
বৃষপর্ব্বতাদ্বৎসগিরিং নাগশৈলং ততো গতা
তস্মান্নীলং নগশ্রেষ্ঠং সম্প্রাপ্তা বর্ষপর্ব্বতম্।
নীলাৎ কপিঞ্জলঞ্চৈব ইন্দ্রনীলঞ্চ নিম্নগা।।৬৭
ততঃ পরং মহানীলং হেমশৃঙ্গঞ্চ সা যযৌ।

সহস্রশিখরে পতিত হইয়াছে, অন্যান্য বহু প্রস্রবণ ঐ মহানদীর জল বর্দ্ধিত করিয়াছে। এইরূপে ঐ আশুগামিনী মহানদী শৈলসহস্র বিদারিত করিয়া পারিজাতাখ্য মহাশৈলে পতিত হইয়াছে। ঐ মহাগিরির গুহা এবং সানুমধ্যে বহু নির্ঝরাকারে পরিণত হইয়া পূর্ব্বোক্ত তরঙ্গিণী উহার কুক্ষি মধ্য প্লাবিত করত বহুসংখ্যক গণ্ডশৈল দ্বারা জলবেগ ব্যাহত হওয়ায় বহু বিভিন্ন পথে ধরণীতলে গমন করিয়াছে এবং নানা ম্লেচ্ছ-পরিপূর্ণ মহাদ্বীপ কেতুমাল বর্ষ প্লাবিত করিয়া পশ্চিমার্ণবে মিলিত হইয়াছে। পবনান্দোলিত জলশালিনী পূর্ব্বোক্ত মহানদী হেমকূটতট হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মেরুগিরির উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী সুবর্ণচিত্রিত সুপার্শ্ববিশিষ্ট বিশাল বিচিত্র বহুপ্রাণিসঙ্কুল পাদদেশে পতিত হইতেছে। ঐ নদী যখন পবন কর্ত্তৃক নভস্তলে নিক্ষিপ্ত হইয়া বহু বিস্তৃতাকারে বক্রভাবে প্রবাহিত হয়, তখন উহার আধার স্থান নিরালম্ব অম্বরের ষষ্টি সহস্র যোজন প্রদেশ ব্যাপিয়া ঐ মহানদী মালার ন্যায় বিক্ষিপ্তভাবে পতিত হইয়াছিল। এইরূপে দেব-ঋষিসেবিত বহুল কূটতট হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় উহার জলরাশি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয় এবং বিবিধ পুষ্পের ভেলা বহন করিয়া নানারত্নময় দেশ, অরণ্য, সবিতৃবন ও অন্যান্য মহাবন প্রদক্ষিণক্রমে প্লাবিত করত ঐ কল্যাণী শুভ্র জলশালিনী প্রস্রবণী মহাভদ্র নামক এক মহাসরোবরে মিলিত হইয়াছে। ঐ সরোবর মহাপুণ্য এবং মহাভাগ সাধুগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত। ঐ মহাভদ্র সরোবর হইতে নির্গত হইয়া অনন্তর সেই মহাপুণ্যা মহানদী ভদ্রসোমা নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই ভদ্রসোমা বহুবিস্তৃত ও অত্যন্ত বেগবতী। এই নদী বহু নির্ঝর ও বপ্র সহ মিলিত হইয়া পরে ক্ষিপ্রগমনে শঙ্খকূটাখ্য গিরিতটে নিপতিত হইয়াছে। ৫০—৬৫ অনন্তর ঐ স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বৃষ পর্ব্বতে, তথা হইতে বৎস পর্ব্বতে, তথা হইতে নাগশৈলে, তথা হইতে নগশ্রেষ্ঠ বর্ষপর্ব্বত নীলাচলে, নীলাচল হইতে কপিঞ্জলে, তথা হইতে ইন্দ্রনীলে, সেই স্থান হইতে পরে নিম্নদিক্ দিয়া

হেমশৃঙ্গাদগতা শ্বেতং শ্বেতাচ্চ সুনগং যযৌ।।
সুনগাচ্চতশৃঙ্গঞ্চ সম্প্রাপ্তা সা মহানদী।
শতশৃঙ্গান্মহাশৈলং পুষ্করং পুষ্পমণ্ডিতম্।।৬৯
পুষ্করাচ্চ মহাশৈলং বিরাজং সুমহদ্বলম্।
বরাহপর্ব্বতং তস্মান্ময়ূরঞ্চ শিলোচ্চয়ম্।।৭০
ময়ূরাচ্চৈকশিখরং কন্দরোদরমণ্ডিতম্।
জারুধিং শৈলশিখরং নিপপাতাশুগামিনী।।৭১
এবং গিরিসহস্রাণি দারয়ন্তী মহানদী।
ত্রিশৃঙ্গং শৃঙ্গকলিলং মর্য্যাদাপর্ব্বতং গতা।৭২
ত্রিশৃঙ্গতটবিভ্রষ্টা মহাভাগনিষেবিতা।
মেরুকূটতটাদ্ভ্রষ্টা পবনেনেরিতোদকা।।৭৩
বীরুধং পর্ব্বতবরং পপাত বিমলোদকা।
প্লাবয়ন্তী মহাভাগা প্রযাতা পশ্চিমার্ণবম্।।৭৪
সুবর্ণভূবি পার্শ্বে তু সুপার্শ্বেঽপ্যুত্তরে গিরৌ
মেরোশ্চিত্রে মহাপাদে মহাসত্ত্বনিষেবিতে।।৭৫
কন্দরোদরবিভ্রষ্টা তস্মাদপি তরঙ্গিনী।
নৈকভোগা পপাতোর্ব্বীং
চিত্রপুষ্পোড়ুপোৎকচা
প্লাবয়ন্তী প্রমুদিতা উত্তরান্ সা কুরূন শিবা।
মহাদ্বীপস্য মধ্যেন প্রযাতা সোত্তরার্ণবম্।।৭৭
এবং তাস্ত মহানদ্যশ্চতস্রো বিমলোদকাঃ.
মহাগিরিতটভ্রষ্টাঃ সম্প্রযাতাশ্চতুর্দ্দিশম্।৭৮
তথ্যস্যেয়ং কথিতপ্রায়া পৃথিবী বহুবিস্তরা।
মেরুশৈলমহাকীর্ণা বিশতে সর্ব্বতোদিশম্ ৭৯
চতুর্মহাদ্বীপবতী চতুরোক্রীড়কাননা।
চতুষ্কেতুমহাবৃক্ষা চতুর্ব্বরসরস্বতী।৮০
চতুর্মহাশৈলবতী চতুরোরগসংশ্রয়া।
অষ্টোত্তরমহাশৈলা তথাষ্টবরপর্ব্বতা।৮১

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবন-
বিন্যাসো নাম দ্বিচত্বারিংশো-
ঽধ্যায়ঃ।।৪২।।

মহানীল ও হেমশৃঙ্গে; হেমশৃঙ্গ হইতে শ্বেতাচলে, তথা হইতে সুনগশৈলে, তথা হইতে শতশৃঙ্গে শতশৃঙ্গ হইতে পুষ্পমণ্ডিত মহাশৈল পুষ্করে, পুষ্কর হইতে মহাগিরি বরাহপর্ব্বতে, বরাহ পর্ব্বত হইতে ময়ূরাখ্য শিলোচ্চয়ে এবং ঐ ময়ূরাচল হইতে এক শিখরশালী বহু কন্দরোদর-মণ্ডিত জারুধি নামক শৈলশিখরে ক্ষিপ্রগমনে নিপতিত হইয়াছে। এইরূপে এই মহানদী সহস্র সহস্র পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া ত্রিশৃঙ্গনামক শৃঙ্গময় মর্য্যাদা-পর্ব্বতে উপনীত হইয়াছে। অনন্তর ঐ মহাভাগা নদী ঐ স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট এবং পবনবেগে মেরুকূট-তট হইতে বিচ্যুত হইয়া বিমল জল ধারণপূর্ব্বক বীরুধ পর্ব্বতে পতিত হয় ও তত্রত্য সমস্ত প্রদেশ প্লাবিত করিয়া পশ্চিমার্ণবে মিলিত হয় এবং মহানদী মেরুর উত্তর দিক্‌স্থিত সুপার্শ্ব নামক সুবর্ণময় নানা প্রাণিসঙ্কুল বিচিত্র বিশাল পাদদেশে বহুবিস্তৃতভাবে পতিত হয়। অনন্তর কন্দরোদর হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তথা হইতে বিচিত্র পুষ্পপুঞ্জের ভেলা বহনপূর্ব্বক পৃথিবীর অভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে এবং উত্তরকুরু দেশ প্লাবিত করিয়া মহাদ্বীপের মধ্য দিয়া উত্তর সাগরে মিলিত হইয়াছে। এইরূপে চারিটী বিমল জলশালিনী মহানদী মহাগিরিতট হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রয়াণ করিয়াছে. এইরূপে এই বহু বিস্তৃত পৃথিবীর কথা প্রায় কথিত হইল. এই পৃথিবী মেরু প্রভৃতি মহাশৈল দ্বারা সর্ব্বদিকে সমাকীর্ণ, চারিটী প্রধানদ্বীপে অন্বিত, চারিটী ক্রীড়া-কাননে পরিশোভিত, চারিটী কেতুস্বরূপ মহাবৃক্ষে ভূষিত, চারিটী মহা-সরোবরে সমন্বিত, চারিটী মহাশৈলে পরিবৃত, চারিটী মহোরগে আশ্রিত, এবং আটটী মহাশৈলে পরিব্যাপ্ত। ৬৬—৮১।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।।৪২।।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়।

সূত উবাচ।

গন্ধমাদনপার্শ্বে তু স্বীয়া চোপরি গণ্ডিকা।
দ্বাত্রিংশতঃ সহস্রাণি যোজনৈঃ পূর্ব্বপশ্চিমা ॥১
আয়ামাচ্চতুস্ত্রিংশৎ সহস্রাণি প্রমাণতঃ।
তত্র তে শুভকর্ম্মাণঃ কেতুমালাঃ পরিশ্রুতাঃ ॥২
তত্র কৃষ্ণা নরাঃ সর্ব্বে মহাসত্ত্বা মহাবলাঃ।
স্ত্রিয়শ্চোৎপলপত্রাভাঃ সর্ব্বাস্তাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥৩
তত্র দিব্যো মহাবৃক্ষঃ পনসঃ ষড়্রসাশ্রয়ঃ।
ঈশ্বরো ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ কামচারী মনোজবঃ।
তস্য পীত্বা ফলরসং জীবন্তি হি সমাযুতম্ ॥৪
পার্শ্বে মাল্যবতশ্চাপি পূর্ব্বে পূর্ব্বা তু গণ্ডিকা।
আয়ামতোঽথ বিস্তারাদ্ যথৈবাপরগণ্ডিকা ॥৫
ভদ্রাশ্বাস্তত্র বিজ্ঞেয়া নিত্যং মুদিতমানসাঃ।
ভদ্রং সালবনং তত্র কালাম্রশ্চ মহাদ্রুমঃ ॥৬
তত্র তে পুরুষাঃ শ্বেতা মহাসত্ত্বা মহাবলাঃ।
স্ত্রিয়ঃ কুমুদবর্ণাভাঃ সুন্দর্য্যঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥৭
চন্দ্রপ্রভাশ্চন্দ্রবর্ণাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
চন্দ্রশীতলগাত্র্যশ্চ স্ত্রিয়শ্চোৎপলগন্ধিকাঃ ॥৮
দশ বর্ষসহস্রাণি তেষামায়ুর্নিরাময়ম্।
কালাম্রস্য রসং পীত্বা সর্ব্বদা স্থিরযৌবনাঃ ॥৯

ঋষয় ঊচুঃ।

প্রমাণং বর্ণমায়ুশ্চ যাথাতথ্যেন কীর্ত্তিতম্।
চতুর্ণামপি দ্বীপানাং সমাসান্ন তু বিস্তরং ॥১০

সূত উবাচ।

ভদ্রাশ্বানাং যথা চিহ্নং কীর্ত্তিতং কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ।
তৎকৃৎস্নং তু বর্ণয়েহং পূর্ব্বসিদ্ধৈরুদাহৃতম্ ॥
দেবকূটস্য সর্ব্বস্য প্রথিতস্যাহ সম্পরম্।
পূর্ব্বেণ দিক্ষু সর্ব্বাসু যথাবৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
কুলাচলানাং পঞ্চানাং নদীনাঞ্চ বিশেষতঃ।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—গন্ধমাদন-গিরির পার্শ্বে এক সুবিস্তৃত গণ্ডশিলা আছে; উহার বিস্তার দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন এবং উহা পূর্ব্ব-পশ্চিম দিকে আয়ত। উহার আয়াম-প্রমাণ চতুস্ত্রিংশৎ সহস্র যোজন। ঐ স্থানে শুভ কর্ম্মকারী কেতুমালবর্ষবাসীরা বাস করে; ঐ স্থানের অধিবাসী নরগণ কৃষ্ণবর্ণ, মহাবীর্য্য ও মহাবল। তথাকার স্ত্রীজাতির বর্ণ পদ্মপত্রনিভ এবং সকলেই প্রিয়দর্শন। ঐ স্থানে পনস নামে এক ষড়্রসময় দিব্য মহাবৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষ কামচারী, মনোজব এবং ব্রহ্মার পুত্রস্থানীয়। পূর্ব্বোক্ত গণ্ডশিলাবাসী নর-নারীগণ উহার ফল-রস পান করিয়া অযুত বর্ষ জীবন ধারণ করে। মাল্যবান্ গিরির পূর্ব্বপার্শ্বে এক গণ্ডশিলা আছে। উহা পূর্ব্বগণ্ডিকা নামে বিখ্যাত। আয়ামে এবং বিস্তারে ঐ গণ্ডশিলা পূর্ব্বোক্ত শিলারই অনুরূপ। ভদ্রাশ্ববাসী জনগণ তথায় নিত্য মুদিতমনে বাস করে। ঐ স্থানে ভদ্র নামে এক শালবন আছে। সে বনের বিশাল দ্রুমরাজি কালাম্র নামে বিখ্যাত। তথায় যে সকল পুরুষ আছে, তাহারা শ্বেতবর্ণ, মহাসত্ত্ব ও মহাবল। স্ত্রী-লোকেরা সকলেই প্রিয়দর্শন এবং তাহাদের বর্ণ কুমুদবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। ঐ স্ত্রীজাতি উৎপল-গন্ধিনী, চন্দ্রের ন্যায় শীতলাঙ্গী, পূর্ণেন্দুর ন্যায় মুখশ্রীধারিণী, এবং চন্দ্রের ন্যায় প্রভা ও বর্ণ-শালিনী। তথাকার নর-নারীগণ কালাম্রফলের রস পান করিয়া সর্ব্বদা স্থিরযৌবন-সম্পন্ন এবং উহাদের আয়ুষ্কাল দশ সহস্র বর্ষ। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! তুমি চতুর্দ্বীপবাসীদিগের প্রমাণ, বর্ণ ও জীবিতকাল সংক্ষেপতঃ যথা-যথ কীর্ত্তন করিয়াছ, কিন্তু বিস্তৃতরূপে তাহা তুমি নির্দ্দেশ কর নাই। ১—১০। সূত বলিলেন,—হে কীর্ত্তিশালিগণ! ভদ্রাশ্ব সম্বন্ধে যেরূপ চিহ্ন কীর্ত্তিত হইয়াছে, পূর্ব্বতন সিদ্ধ-গণের নির্দ্দেশ অনুসারে আমি তাহা সম্পূর্ণরূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রসিদ্ধ দেবকূট-গিরির পর সমস্ত দিকে যে পাঁচটী কুলাচল, যে সকল নদী ও বিশেষতঃ যে সকল জনপদ

তথা জনপদাংশ্চ যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্ ।।১৩
শৈবালো বর্ণমালাগ্রঃ কোরঞ্জশ্চচলোত্তমঃ ।
শ্বেতবর্ণশ্চ নীলশ্চ পঞ্চৈতে কুলপর্ব্বতাঃ ।১৪
তেষাং প্রসূতিরন্যেঽপি পর্ব্বতা বহুবিস্তরাঃ ।
কোটিকোটিঃ স্থিতৌ জ্ঞেয়াঃ শতশোঽথ
সহস্রশঃ ।।১৫
তৈর্বিমিশ্রা জনপদা নানাসত্ত্বসমাকুলাঃ ।
নানাপ্রকারজাতীয়া অনেকনৃপপালিতাঃ ।।১৬
নামধেয়ৈশ্চ বিক্রান্তৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ পুরুষর্ষভৈঃ ।
অধ্যাসিতা জনপদাঃ কীর্ত্তনীয়াশ্চ শোভিতাঃ
তেষাং তু নামধেয়ানি রাষ্ট্রাণি বিবিধানি চ ।
গিরিষ্বন্তর্নিবিষ্টানি সমেষু বিষমেষু চ ১৮
তথা সুমঙ্গলাঃ শুদ্ধাশ্চন্দ্রকান্তাঃ সুনন্দনাঃ ।
ব্রজকা নীলমৌলেয়াঃ সৌবীরা বিজয়স্থলাঃ ।।
মহাস্থলাঃ সুকামশ্চ মহাকেশাঃ সুমূর্দ্ধজাঃ ।
বাতরংহাঃ সোপাসঙ্গাঃ পরিবারাঃ পরাচকাঃ ।।
সপ্তবক্ত্রা মহানেত্রাঃ শৈবালাস্তনপাস্তথা ।
কুমুদাঃ শাকমুণ্ডাশ্চ উরঃসঙ্কীর্ণভৌমকাঃ ।।২১
সোদকা বৎসকাশ্চৈব বারাহা হরবামকাঃ ।
শঙ্খাখ্যা ভাবিমন্ত্রাশ্চ উত্তরা হৈমভৌমকাঃ ।।
কৃষ্ণভৌমাঃ সুভৌমাশ্চ মহাভৌমাশ্চ কীর্ত্তিতাঃ
এতে চান্যে চ বিখ্যাতা নানাজনপদা ময়া ।।২৩
তে পিবন্তি মহাপুণ্যাং মহাগঙ্গাং মহানদীম্ ।
আদৌ ত্রৈলোক্যবিখ্যাতা শীতা শীতাম্বুবাহিনী
তথা চ হংসবসতির্মহাচক্রা চ নিম্নগা ।
চক্রা বক্রা চ কাঞ্চী চ সুরসা চাপগোত্তমা ।
শাখাবতী চেন্দ্রনদী মেঘা অঙ্গারবাহিনী ।
কাবেরী হরিতোয়া চ সোমাবর্ত্তা শতহ্রদা ।।
বনমালা বসুমতী পম্পা পম্পাবতী শুভা ।
সুবর্ণা পঞ্চবর্ণা চ তথা পুণ্যা বপুষ্মতী ।২৭
মণিবপ্রা সুবপ্রা চ ব্রহ্মভাগা শিলাশিনী ।
কৃষ্ণতোয়া চ পুণ্যোদা তথা নাগপদী শুভা

অবস্থিত, সে সমুদয় আমি যেমন দেখিয়াছি, যেমন শুনিয়াছি, যথাযথ কীর্ত্তন করিয়াছি। শৈবাল, বর্ণ, মালাগ্র, কোরঞ্জ, শ্বেত, ও নীলাচল, এই পাঁচটী কুলপর্ব্বত। এই সকল পর্ব্বতের প্রসূতিস্থানীয় আরও কোটি কোটি, সহস্র সহস্র, শত শত বহু বিস্তৃত পর্ব্বত প্রথিত আছে। এই সকল পর্ব্বতে মিশ্রিত হইয়া কত যে জনপদ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সকল জনপদ নানা প্রাণীর আশ্রয়ীভূত, নানাকারে বিভক্ত ও নানা নরপতি কর্ত্তৃক পরিপালিত। কত সুগৃহীতনামা বল-বিক্রমশালী শ্রীমান্ পুরুষ-পুঙ্গবেরা ঐ সকল জনপদে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের বাস নিবন্ধন ঐ জনপদ-সমূহ সুশোভিত ও সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই সকল জনপদ ও গিরিমধ্যবর্ত্তী নতোন্নত স্থান-সন্নিবিষ্ট নানাবিধ রাষ্ট্রসমূহের নামনিচয় ব্যক্ত করিতেছি-যথা; সুমঙ্গল, শুদ্ধ, চন্দ্রকান্ত, সুনন্দন, ব্রজক, নীলমৌলেয়, সৌবীর, বিজয়স্থল, মহাস্থল, সুকাম, মহাকেশ, সুমূর্দ্ধজ, বাতরংহ, সোপাসঙ্গ পরিবার, পরাচক, সপ্তবক্ত্র, মহানেত্র, শৈবাল, স্তনপ, কুমুদ, শাকমুণ্ড, পুরঃসঙ্কীর্ণ, ভৌমক, সোদক, বৎসক, বারাহ, হারবাহক, শঙ্খ, ভাবিমন্ত্র, উত্তর, হৈমভৌম, কৃষ্ণভৌম ও মহাভৌম। এই সকল এবং অন্যান্য আরও বহুবিধ বহু জনপদ ও রাষ্ট্র বিখ্যাত। ঐ সকল জনপদবাসী নরনারীগণ মহাপুণ্যা, মহানদী, মহাগঙ্গার জল পান করে। এই মহা-গঙ্গা অগ্রে শীতাম্বুবাহিনী শীতা নামে বিশ্ববিশ্রুত ছিলেন। এই মহাগঙ্গার ন্যায় আরও বহু নদী ঐ জনপদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ১১—২৪ তাহাদের নাম-যথা; হংসবসতি, মহাচক্রা, চক্রা, বক্রা, কাঞ্চী, সুরসা, শাখাবতী, ইন্দ্রনদী, মেঘা, অঙ্গারবাহিনী, কাবেরী, হরিতোয়া, সোমাবর্ত্তা, শতহ্রদা, বনমালা, বসুমতী, পম্পা, পম্পাবতী, সুবর্ণা, পঞ্চবর্ণা, বপুষ্মতী, মণিবপ্রা, সুবপ্রা, ব্রহ্মভাগা, শিলাসিনী, কৃষ্ণতোয়া, পুণ্যদা, নাগপদী, শৈবালিনী, মণিতটা, ক্ষারোদা,

শৈবালিনী মণিতটা ক্ষয়ন্তেন চরুণাবতী।
তথা বিষ্ণুপদী চৈব মহাপুণ্যা মহানদী।।২৯
হিরণ্যবাহিনী নীলা স্কন্দমালা সুরবতী
বাসোদা চ পতাকা চ বেত্রালী চ মহানদী।।
এতা পুণ্যা মহানদ্যো নায়িকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ক্ষুদ্রনদ্যস্ত্বসংখ্যাতাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।।৩১
পুষ্করদ্বীপস্য বাহিন্যঃ পুণ্যতমাশ্চ কীর্ত্তিতাঃ।
কীর্ত্তনেনাপি চৈতাসাং পুতঃ স্যাদিতি মে মতিঃ
সমৃদ্ধরাষ্ট্রং স্ফীতঞ্চ নানাজনপদাকুলম্।
নানা বৃক্ষবনোদ্দেশং নানানগসুবেষ্টিতম্।।৩৩
নরনারীগণাকীর্ণং নিত্যং প্রমুদিতং শিবম্।
বহুধনাবনোপেতং নানানৃপতিপালিতম্
উপেতং তীর্থকোটিভির্নানাত্মান্তরান্তরম্।।৩৪
তস্মিন্ দেশে সমাখ্যাত হেমপদ্মদলপ্রভাঃ।
মহাকায়া মহাবীর্য্যাঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভাঃ।।৩৫
সভক্ষ্যোং দর্শনঞ্চ সমহ্বানোপসেবনম্
দেবৈঃ সহ মহাভাগাঃ কুর্ব্বন্তে অত্র বৈ প্রজাঃ
দশ বর্ষসহস্রাণি তেষামায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিশেষশ্চ ন তেষ্বস্তি মহাত্মসু।
অহিংসা সত্যবাক্যঞ্চ প্রকৃত্যৈব হি বর্ত্ততে।।
তে ভক্ত্যা শঙ্করং দেবং গৌরীং পরমবৈষ্ণবীম্
ইজ্যাপূজানমস্কারাদ্যেত্যাং নিত্যং প্রযুঞ্জতে।।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবনবিন্যাসো নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।।৪৩।।

অরুণাবতী, বিষ্ণুপদী, মহাপুণ্যা মহানদী, হিরণ্যবাহিনী, নীলা, স্কন্দমালা, সুরবতী, বাসোদা, পতাকা, ও মহানদী বেত্রালী। এই সমস্ত নদী পুণ্যতোয়া ও শ্রেষ্ঠা। ইহারা সকলেই গঙ্গার ন্যায় মহানদী এবং অন্যান্য নদীর নায়িকা বলিয়া কীর্ত্তিতা। এতদ্ব্যতীত আরও শত সহস্র অসংখ্য ক্ষুদ্র নদী আছে; ঐ সকল নদী পুষ্করদ্বীপের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। উহারা সকলেই পুণ্যতম। আমি মনে করি, মানব ঐ সকল নদীর নাম কীর্ত্তনেও পূত হইয়া থাকে। ভদ্রাশ্ববর্ষের রাষ্ট্র সকল সুসমৃদ্ধ, স্ফীত, নানা জনপদে পরিব্যাপ্ত, নানা বৃক্ষবনে বেষ্টিত, নানা নগনিচয়ে অন্বিত, নানা নরনারীগণের আকীর্ণ, সর্ব্বদাই প্রমোদিত এবং সর্ব্বদাই মঙ্গলাবহ। তথায় আরও বহু বন আছে। ভিন্ন ভিন্ন নরপতি ঐ বর্ষের বিভিন্ন স্থান পালন করেন। উহা নানাবিধ ধনরত্নের আকর। ঐ দেশে যে সকল পুরুষপুঙ্গব বাস করেন, তাঁহারা সকলেই মহাকায় ও মহাবীর্য্য বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহাদের আকৃতি হৈম পদ্মদলের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। ঐ দেশস্থ মহাভাগশালী প্রজাগণ দেবগণসহ দর্শন, সম্ভাষণ ও তুল্য স্থানে উপবেশন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আয়ুষ্কাল দশ সহস্র বৎসর। তাঁহারা মহাত্মা। তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষত্ব কিছুই নাই। অহিংসা এবং সত্য বাক্য তাঁহাদের স্বভাব-সিদ্ধ। তাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক নিত্য নিত্য দেবদেব শঙ্কর ও পরম বৈষ্ণবী গৌরী দেবীকে পূজা ও নমস্কারাদি করিয়া থাকেন। ২৫-৩৮।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।।৪৩।।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

নিসর্গ এষ বিখ্যাতো ভদ্রাশ্বানাং যথার্থবৎ।
শৃণুধ্বং কেতুমালানাং বিস্তরো প্রকীর্ত্তনম্। ১
নিষধস্যাচলেন্দ্রস্য পশ্চিমস্য মহাত্মনঃ।
পশ্চিমেন হি যত্তত্র দিক্ষু সর্ব্বাসু কীর্ত্তিতম্।।২

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—ভদ্রাশ্ববাসীদিগের স্বাভবিক বিবরণ এই আমি যথাবৎ কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে কেতুমাল বর্ষের বিস্তৃত বিবরণ শ্রবণ করুন। পশ্চিম দিগ্‌বর্ত্তী অচলেন্দ্র নিষধের পশ্চিমদিক্‌সমূহে যে সপ্ত কুলাচল, যে সকল নদী এবং বিশেষতঃ যে সকল জনপদের বিষয়

কুলাচলানাং সপ্তানাং নদীনাঞ্চ বিশেষতঃ।
তথা জনপদানাঞ্চ বিস্তরং শ্রোতুমর্হথ ॥৩
বিশালঃ কম্বলঃ কৃষ্ণো জয়ন্তো হরিপর্ব্বতঃ।
অশোকো বর্দ্ধমানশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ ॥৪
তেষাং প্রসূতিরন্যেঽপি পর্ব্বতা বহুবিস্তরাঃ।
কোটিকোটিশতং জ্ঞেয়াঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ
তৈর্বিমিশ্রা জনপদা নানাজাতিসমাকুলাঃ।
নানাপ্রবরবিভেদাস্তেঽনেকনৃপপালিতাঃ ॥৬
তে নামধেয়ৈর্বিক্রান্তৈর্বিবিধৈঃ প্রথিতা ভুবি।
অধ্যাসিতা জনপদৈঃ বীর্য্যৈশ্চ বিভূষিতাঃ ।
তেষাং সমাসধেয়ানি রাষ্ট্রাণি বিবিধানি চ।
গিরিগহ্বরনিবিষ্টানি সমেষু বিষমেষু চ ॥৮
যথেষ্ট কর্ণিকৈঃ পৌরা গোমনুষ্যকপোতকাঃ।
তৎসুখা ভ্রমরা যূথা মাহেয়াচলকূটকাঃ ॥৯
সুমৌলাঃ স্তবকাঃ ক্রৌঞ্চাঃ কৃষ্ণাঙ্গমণিপুঞ্জকাঃ
কূটকম্বলমৌবীয়াঃ সমুদ্রান্তরকাস্তথা ॥১০
করম্ভগাঃ কুচাঃ শ্বেতাঃ সুবর্ণকটিকাঃ শুভাঃ।
শ্বেতাঙ্গাঃ কৃষ্ণপাদাশ্চ বিল্বাঃ কপিলকর্ণিকাঃ।
অত্যাকরালগোস্থলা হৈনালা বনপাতকাঃ।
মহিষাঃ কুমুদাভাশ্চ করবাটাঃ সহোৎকচাঃ ॥১২
শুনকাসা মহানাসা বনাসগজভূমিকাঃ।
করঞ্জমঞ্জ্যা বাহাঃ কিষ্কিন্ধী পাণ্ডুভূমিকাঃ ॥১৩
কুবেরা ধূমজা জঙ্গা বঙ্গা রাজীবকোকিলাঃ।
বাচঙ্গাশ্চ মহাঙ্গাশ্চ মধৌরেয়াঃ সুরেচকাঃ ॥১৪
পিঙ্গলাঃ কাচলাশ্চৈব শ্রবণা মত্তকাশিকাঃ।
গোদাবা বকুলা বাঙ্গা বঙ্গকামোদকাঃ কলাঃ ॥
তে পিবন্তি মহাভাগাঃ প্রথমান্তু মহানদীম্।
সুবপ্রাং পুণ্যসলিলাং মহানাগনিষেবিতাম্ ॥
কম্বলাং তামসীং শ্যামাং সুমেধাং বকুলাং নদীম্
বিকীর্ণাং শিখিমালাঞ্চ তথা দর্ভবতীমপি ॥১৭
ভদ্রানদীং শুকনদীং পলাশাঞ্চ মহানদীম্।
ভীমাং প্রভঞ্জনাং কাঞ্চীং পুণ্যাঞ্চৈব কুশাবতীম্
দক্ষাং শাকবতীঞ্চৈব পুণ্যোদাঞ্চ মহানদীম্

উল্লিখিত আছে, এক্ষণে তৎসমস্ত বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করুন। ঐ কুলাচলসমূহের নাম—যথা; বিশাল, কম্বল, কৃষ্ণ, জয়ন্ত, হরিপর্ব্বত, অশোক ও বর্দ্ধমান। এই সকল কুলাচলের প্রসূতি স্থানীয় অন্য আরও কোটি কোটি, সহস্র সহস্র, শত শত, বহুবিস্তৃত পর্ব্বত প্রথিত আছে সেই সকল পর্ব্বতের মিশ্রণে কত যে জনপদ অবস্থিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ সকল জনপদ নানাজাতীয় জীবে পরিবৃত, নানা বিভাগে বিভক্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন নরপতি কর্ত্তৃক পরিপালিত। বহু বিখ্যাত-নামা বল-বিক্রমশালী জনপদবাসিগণ কর্ত্তৃক ঐ সকল জনপদ অধ্যুষিত ও বিভূষিত; তাই উহা সর্ব্বত্র প্রথিত। ঐ সকল জনপদ ও গিরিমধ্যবর্ত্তী সম বা বিষম দেশস্থিত বিবিধ রাজ্যের নাম—যথা; সুখ, ভ্রমর, যূথ, অচলকূটক, সুমৌল, স্তবক, ক্রৌঞ্চ, কৃষ্ণাঙ্গ, মণিপুঞ্জক, কূটকম্বল, মৌবীয়, সমুদ্রান্তরক, করম্ভগ, কুচ, শ্বেত, সুবর্ণকটিক, শুভ, শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণপাদ, বিল্ব, কপিলকর্ণিক, অত্যাকরাল, গোস্থল, হৈনাল, বনপাতক, মহিষ, কুমুদাভ, করবাট, সহোৎকচ, শুনকাস, মহানাস, বনাস, গজভূমিক, করঞ্জমঞ্জ, বাহ, কিষ্কিন্ধী, পাণ্ডুভূমিক, কুবের, ধূমজ, জঙ্গ, বঙ্গ, রাজীবকোকিল, বচাঙ্গ, মহাঙ্গ মধুরেয়, সুরেচক, পিঙ্গল, কাচল, শ্রবণ, মত্তকাশিক, গোদাব, বকুল, বাঙ্গ, বঙ্গকামোদক ও কলা, এই সকল জনপদ বা রাজ্য অসংখ্য গো, মনুষ্য ও কপোতাদি বিবিধ বিহঙ্গমে পরিপূর্ণ।১—১৫। ঐ সকল জনপদবাসী মহাভাগ নরনারীগণ নিম্নোক্ত মহানদীসমূহের জল পান করিয়া থাকেন। ঐ সকল নদীর নাম যথা,—মহানদী সুবপ্রা, মহানাগ-নিষেবিতা পুণ্যতোয়া কম্বলা, তামসী, শ্যামা, সুমেধা, বকুলা, বিকীর্ণা, শিখিমালা গর্ভবতী, ভদ্রানদী, শুকনদী, পলাশা, ভীমা, প্রভঞ্জনা, কাঞ্চী, পুণ্যা কুশাবতী, দক্ষা,

চন্দ্রাবতীং সুমূলাঞ্চ ঋষভাং চাপগোত্তমাম্।।
নদীং সমুদ্রমালাঞ্চ তথা চম্পাবতীমপি।
একাক্ষাং পুষ্কলাং বাহাং সুবর্ণাং নন্দিনীমপি
কালিন্দীং চৈব পুণ্যোদাং ভারতীং চ মহানদীম্
শীতোদাপাতিকাং ব্রাহ্মীং বিশালাঞ্চ মহানদীম্
পীবরীং কুম্ভকারীং চ রুষাং চৈবাপগোত্তমাম্
মহিষীং মানুষীং দণ্ডাং তথা নন্দনদীং শুভাম্
এতাশ্চান্যাশ্চ পীয়ন্তে বহ্ব্যো হি সরিতোত্তমাঃ
দেবর্ষিসিদ্ধচরিতাঃ পুণ্যোদাঃ পাপহাঃ শুভাঃ
নানাজনপদাকীর্ণং মহাপগাবিভূষিতম্।
নানারত্নৌঘসম্পূর্ণং নিত্যং প্রমুদিতং শিবম্।
উদীর্ণং ধনধান্যাঢ্যৈর্নরবাসৈঃ সমন্ততঃ।
সন্নিবিষ্টং মহাদ্বীপং পশ্চিমং সুকৃতাত্মনাম্
নিসর্গঃ কেতুমালানামেবন্তু পরিকীর্ত্তিতঃ ।২৫
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবনবিন্যাসো
নাম চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।।৪৪।।

পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

শাংশপায়ন উবাচ।

পূর্ব্বাপরৌ সমাখ্যাতৌ দ্বৌ দেশৌ ত্বয়া প্রভো।
উত্তরাণাঞ্চ বর্ষাণাং দক্ষিণানাঞ্চ সাম্প্রতম্।
আচক্ষ্ব নো যথাতথ্যং যে চ পর্ব্বতবাসিনঃ।।১

সূত উবাচ।

দক্ষিণেন তু শ্বেতস্য নীলস্যৈবোত্তরেণ তু।
বর্ষং রমণকং নাম জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ।২
সর্ব্বর্তুকামদাঃ সত্ত্বা জরাদুর্গন্ধবর্জ্জিতাঃ
শুক্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্ব্বে চ প্রিয়দর্শনাঃ।।৩
তত্রাপি সুমহান্ দিব্যো ন্যগ্রোধো রোহিণো মহান্
তস্য পীত্বা ফলরসং পিবন্তো বর্ত্তয়ন্ত্যত ।৪

শাকবতী, চন্দ্রাবতী, সুমূলা, ঋষভা, সমুদ্রমালা, চম্পাবতী, একাক্ষা, পুষ্কলা, বাহা, সুবর্ণা, নন্দিনী, কালিন্দী, ভারতী, শীতোদা, পাতিকা, ব্রাহ্মী, বিশালা, পীবরী, কুম্ভকারী, রুষা, মহিষী, মানুষী, দণ্ডা, এবং নন্দনদী। শুভা এই সমস্ত নদী পুণ্য জলশালিনী মহানদী নামে প্রথিতা। এই সকল এবং অন্যান্য বহু সরিৎপ্রবরার জল পূর্ব্বোক্ত জনপদবাসীরা পান করে। উল্লিখিত নদীনিচয় ব্যতীত অপরাপর যে সকল নদী আছে, তাহারা সকলেই দেব, ঋষি ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সেবিত, পুণ্যোদকযুক্ত, পাপঘ্ন, এবং শুভাবহ। পূর্ব্বোক্ত কেতুমাল এইরূপে নানা জনপদসমূহে সমৃদ্ধ, নানা মহানদীবৃন্দে বিভূষিত, নানা রত্ননিচয়ে পরিপূর্ণ এবং নিত্যই প্রমুদিত ও মঙ্গলাবহ। বহু ধনধান্য-সম্পন্ন নরগণ উহার সর্ব্বত্র বাস করে বলিয়া ঐ মহাদ্বীপ সবিশেষ সমৃদ্ধ। সুকৃতাত্মা ব্যক্তিবর্গের বাস-ভূমি মহাদ্বীপ কেতুমাল বর্ষ পশ্চিমদিকে এইরূপেই সন্নিবিষ্ট। হে দ্বিজগণ। এই আমি কেতুমালবাসীদিগের স্বাভাবিক পর্য্যালোচনাদি কীর্ত্তন করিলাম।১৬—২৫।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।৪৪।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

শাংশপায়ন কহিলেন,—হে প্রভো। আপনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্‌স্থিত দুইটী মহাদেশের বিবরণ বলিলেন,—এক্ষণে উত্তর ও দক্ষিণ দিগ্‌বর্ত্তী বর্ষসমূহের ও পর্ব্বতবাসীদিগের বৃত্তান্ত যথাযথ কীর্ত্তন করুন। সূত কহিলেন,—শ্বেতপর্ব্বতের দক্ষিণে ও নীলাচলের উত্তরে রমণকনামক এক বর্ষ আছে। তথায় যে সকল মানব জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সকল ঋতুতে সমান কামফল উপভোগ করে। তাহাদের জরা নাই বা দুর্গন্ধ নাই। তাহারা বিশুদ্ধ অভিজন-সম্পন্ন ও প্রিয়দর্শন। তথায় এক মহান্ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ আছে, তাহার নাম রোহিণ। তত্রত্য জনগণ সেই বৃক্ষের ফলরস পান করিয়া জীবিকা

দশ বর্ষসহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ।
জীবন্তি তে মহাভাগাঃ সদা হৃষ্টা নরোত্তমাঃ।।
উত্তরেণ তু শ্বেতস্য শৃঙ্গসাহস্য দক্ষিণে।
বর্ষং হিরণ্বতং নাম যত্র হৈরণ্বতী নদী।।৬
মহাবলাঃ সুতেজস্কা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ।
সর্ব্বর্তুকামদাঃ সত্ত্বা ধনিনঃ প্রিয়দর্শনাঃ।।৭
একাদশ সহস্রাণি বর্ষাণাং তেঽমিতৌজসঃ।
আয়ুষ্প্রমাণং জীবন্তি শতানি দশ পঞ্চ চ।।৮
তস্মিন বর্ষে মহাবৃক্ষো লকুচঃ ষড়্‌রসাশ্রয়ঃ।
তস্য পীত্বা ফলরসং তত্র জীবন্তি মানবাঃ।।৯
ত্রীণি শৃঙ্গবতঃ শৃঙ্গাণ্যুচ্ছ্রিতানি মহান্তি চ।
একং মণিময়ং তেষামেকঞ্চৈব হিরণ্ময়ম্
সর্ব্বরত্নময়ং চৈকং ভবনৈরুপশোভিতম্।।১০
উত্তরস্য সমুদ্রস্য সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে।
কুরবস্তত্র তদ্বর্ষং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্।।১১
তত্র বৃক্ষা মধুফলা নিত্যং পুষ্পফলোপগাঃ।

নির্ব্বাহ করে এবং দশ সহস্র দশ শত বর্ষ বাঁচিয়া থাকে। সেই সকল মহাভাগ্যশালী লোকেরা সর্ব্বদাই সন্তুষ্টচিত্ত। শ্বেতাচলের উত্তরে ও শৃঙ্গাচলের দক্ষিণে হিরণ্বত নামে এক বর্ষ আছে, ঐ বর্ষের মধ্য দিয়া হৈরণ্বতী নদী প্রবাহিত হিরণ্বত বর্ষে যে সকল মানব জন্মগ্রহণ করে, তাহারা মহাবল, সুতেজস্ক, সমস্ত ঋতুকালীন কামোপভোক্তা, ধনাঢ্য ও প্রিয়দর্শন। ঐ সকল মানব একাদশ সহস্র একশত পঞ্চদশ বর্ষ জীবন ধারণ করে। উহারা সকলেই অপ্রতিমতেজা। ঐ বর্ষে লকুচ নামে এক মহাবৃক্ষ আছে, উহা ছয় রসের আশ্রয়। তাহার ফলরস পান করিয়া ঐ বর্ষবাসী মানবেরা জীবন ধারণ করে। ঐ হিরণ্বত বর্ষে শৃঙ্গবান্ গিরির তিনটী মহান্ শৃঙ্গ সমুচ্ছ্রিত রহিয়াছে। ঐ শৃঙ্গত্রয়ের একটী মণিময়, অপরটী হিরণ্ময় এবং অন্যটী সর্ব্বরত্নময়। এই শেষোক্ত শৃঙ্গটী বিবিধ ভবনমালায় মণ্ডিত। উত্তর সমুদ্রের দক্ষিণাংশে সমুদ্রসমীপে সিদ্ধ-সেবিত পুণ্য কুরুবর্ষ অবস্থিত। এই বর্ষস্থিত বৃক্ষগণ সর্ব্বদাই

বস্ত্রাণি চ প্রসূয়ন্তে ফলেষ্বাভরণানি চ।।১২
সর্ব্বকামফলাস্তত্র কেচিদ্বৃক্ষা মনোরমাঃ।।
গন্ধবর্ণরসোপেতং প্রস্রবন্তি মধূত্তমম্।।১৩
অপরে ক্ষীরিণো নাম বৃক্ষাস্তত্র মনোরমাঃ।
যে ক্ষরন্তি সদা ক্ষীরং ষড়্‌রসং হ্যমৃতোপমম্।।
সর্ব্বা মণিময়ী ভূমিঃ সূক্ষ্মকাঞ্চনবালুকা।
সর্ব্বতঃ সুখসংস্পর্শা নিষ্পঙ্কা নীরজা শুভা।।১৫
দেবলোকাচ্চ্যুতাস্তত্র জায়ন্তে মানবাঃ শুভাঃ
শুক্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্ব্বে চ স্থিরযৌবনাঃ।।১৬
মিথুনানি প্রসূয়ন্তে স্ত্রিয়শ্চাতিমনোহরাঃ।
তে চ তৎ ক্ষীরিণং বৃক্ষং পিবন্তি হ্যমৃতোপমম্
মিথুনং জায়তে সদ্যঃ সমঞ্চৈব বিবর্দ্ধতে।
সমং শীলঞ্চ রূপঞ্চ ম্রিয়ন্তে চৈব তে সমম্।।১৮
অন্যোন্যমনুরক্তাশ্চ চক্রবাকসধর্ম্মিণঃ।

পুষ্পফলে পরিপূর্ণ উহাদের ফলরাশি সর্ব্বদাই মধুস্রাবী। উহারা নিত্য বস্ত্র ও আভরণ সকল প্রসব করিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কতিপয় বৃক্ষ সমস্ত কামফল-সম্পন্ন এবং মনোরম। তাহারা উত্তম গন্ধ, বর্ণ ও রসপূর্ণ মধুক্ষরণ করে। কতকগুলি ক্ষীরী বৃক্ষ আছে, তাহারা দেখিতে মনোহর এবং সর্ব্বদাই ষড়্‌রসময় অমৃতোপম ক্ষীর ক্ষরণে নিরত। তত্রত্য ভূভাগ সমস্তই মণিময়; সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাঞ্চনচূর্ণ উহার বালুকা। উহার সর্ব্বস্থানই সুখস্পর্শ, নিষ্পঙ্ক ও নির্ধূলি ১—১৫ দেবলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া মানবেরা তথায় জন্মগ্রহণ করে। মানবগণ সকলেই শুদ্ধ অভিজনসম্পন্ন ও সকলেই স্থিরযৌবনশালী। সেইস্থানে স্ত্রীপুরুষ যুগপৎ উৎপন্ন হয়। তথাকার রমণীরা অতি মনোহারিণী। ঐ সকল স্ত্রীপুরুষ তত্রত্য ক্ষীরী বৃক্ষের অমৃতোপম ক্ষীর পান করে, নরনারী সদাই জন্ম গ্রহণ করে এবং সদাই একসঙ্গে বর্দ্ধিত হয়। তাহাদের স্বভাব চরিত্র, আকৃতি তুল্যরূপ; তাহারা এক সঙ্গেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চক্রবাক-মিথুনের ন্যায় তাহারা পরস্পর

অনাময়া হ্যশোকাশ্চ নিত্যং সুখনিষেবিণঃ ।।১৯
ত্রয়োদশ সহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ ।
জীবন্তি তে মহাবীর্য্যা ন চান্যস্ত্রীনিষেবিণঃ ।।১৯
কুরূণামপি চৈতেবং শৃণুধ্বং বিস্তরেণ তু ।
জারুধেঃ শৈলরাজস্যাপ্যুত্তরেণোত্তরস্য হি ।
দিক্ষু সর্ব্বাসু যদ্যত্র কীর্ত্ত্যমানং বিবোধত ।২১
অনেককন্দরদরীগুহানির্ঝরমণ্ডিতৌ ।
নৈককুঞ্জবনোপেতৌ চিত্রধাতুবিভূষিতৌ ।।২২
অনেকধাতুকলিতৌ সর্ব্বধাতুবিভূষিতৌ ।
পুষ্পমূলফলোপেতৌ সিদ্ধচারণসেবিতৌ ।।২৩
দ্বাবপ্যেতৌ সুমহান্তাবৃচ্ছ্রিতৌ কুলপর্ব্বতৌ ।
তাভ্যাং কূটশতৈর্নৈকৈস্তদ্দ্বীপমুপসেবিতম্ ।।২৪
চন্দ্রকান্তশ্চ শৈলশ্চ সূর্য্যকান্তশ্চ সানুমান্ ।
যয়ৌ মধ্যেন সায়াতা ভদ্রসীমা মহানদী । ২৫
সহস্রশশ্চ নদ্যো হ্যন্যাঃ প্রসন্নসুরসোদকাঃ ।
পর্য্যাপ্তোদাঃ কুরূণাং হি স্নানপানাবগাহিনঃ ।
তথান্যাঃ ক্ষীরবাহিন্যো মহানদ্যঃ সহস্রশঃ ।
মধুমৈরেয়বাহিন্যো ঘৃতবাহিন্য এব চ ।২৭
পদ্মঃ শতহ্রদাশ্চান্যাস্তত্র স্বাদন্নপর্ব্বতাঃ ।
অমৃতস্বাদুকল্পানি ফলানি বিবিধানি চ ।।২৮
গন্ধবর্ণরসাঢ্যানি মূলানি চ ফলানি চ ।
পঞ্চযোজনমানানি মহাগন্ধানি সর্ব্বশঃ ।।২৯
নানাবর্ণপ্রকারাণি পুষ্পাণি চ সহস্রশঃ ।
উপভোগসহস্রাণি ভদ্রাণি চ মহান্তি চ ।।৩০
গন্ধবর্ণরসাঢ্যানি স্পর্শোপেতানি সর্ব্বশঃ ।
তমালাগুরুগন্ধানাং চন্দনানাং বনানি চ ।।৩১
ভ্রমরৈরুপগীতানি প্রফুল্লানি সদৈব চ ।
গুল্মবল্লীলতাঢ্যানি সরাংসি চ সহস্রশঃ ।।৩২
ষট্পদৈরুপগীতানি দ্বিজৈশ্চান্যৈর্দ্বিজোত্তমাঃ ।
পদ্মোৎপলবনাঢ্যানি সরাংসি চ সহস্রশঃ ।৩৩
ভক্ষ্যমাল্যসমৃদ্ধাশ্চ বহুমাল্যানুলেপনাঃ ।
মনোহরমুখৈশ্চিত্রৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈর্নিকূজিতাঃ ।

পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত। তাহাদের রোগ নাই, শোক নাই, সর্ব্বদাই তাহারা সুখসেবী। তত্রত্য অধিবাসী নরগণ ত্রয়োদশ সহস্র একশত পঞ্চদশ দিন জীবন ধারণ করে। ঐ সকল মহাবীর্য্য মানবেরা কদাচ পরস্ত্রী সম্ভোগ করে না। এই ত কুরুবর্ষের বিস্তৃত বিবরণ শুনিলেন অতঃপর শৈলরাজ জারুধির উত্তরদিক্স্থিত উত্তর কুরুবর্ষের সকল বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই বর্ষে দুইটী অত্যুন্নত সুমহান্ কুলাচল আছে। উহারা ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু কন্দর ও নির্ঝর-নিচয়ে মণ্ডিত, বহু কুঞ্জবনে পরিব্যাপ্ত, চিত্র বিচিত্র ধাতুরাগে রঞ্জিত, বহুবিধ ধাতুযুক্ত, প্রভূত ফল পুষ্প ও মূলসমন্বিত এবং সিদ্ধ ও চারণগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত। ঐ দুই কুলাচলের শত শত শৃঙ্গ দ্বারা ঐ দ্বীপ উপসেবিত। ঐ কুলাচল দুইটীর নাম চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত। এই দুই পর্ব্বতের মধ্য দিয়া ভদ্রসীমানাম্নী মহানদী প্রবাহিত। ইহা ভিন্ন সেখানে আরও সহস্র সহস্র প্রসন্ন-পুণ্যসলিলা নদী আছে। কুরুবর্ষবাসী-দিগের স্নান, পান ও অবগাহনের নিমিত্ত তাহারা পর্য্যাপ্ত জল বহন করে। সেই সকল নদী ভিন্ন আরও বহু সহস্র মহানদী ঐ বর্ষের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি নদী ক্ষীরবাহিনী, কতকগুলি মধু ও মদ্যবাহিনী এবং কতকগুলি ঘৃতবাহিনী। এতদ্ভিন্ন ঐ স্থানে শত শত দধিহ্রদ; বহুসংখ্যক সুস্বাদু অন্নপর্ব্বত, অমৃতবৎ সুস্বাদু বিবিধ ফলরাশি; গন্ধবর্ণ-ও রসান্বিত নানাপ্রকার মূল; পঞ্চ যোজন-পরিমিত নানা বর্ণ, নানারূপ সহস্র সহস্র পুষ্প; উপভোগ-যোগ্য মঙ্গলাবহ গন্ধবর্ণ, রস ও স্পর্শযুক্ত তমাল, অগুরু ও চন্দনসমূহের বহুবিস্তৃত সহস্র সহস্র বনভূমি; ভ্রমরোপগীত সতত প্রফুল্ল বৃক্ষ গুল্ম ও লতাযুক্ত অন্যান্য সুন্দর সুন্দর বন; ভৃঙ্গ ও বিহঙ্গগণে মুখরিত পদ্মোৎপল-বনযুত সহস্র সহস্র সরোবর; সকল ঋতুতে সুখ-সম্পাদক বিবিধ ভক্ষ্য ও মাল্যসমূহ; মধুরকণ্ঠ বিচিত্র বিহঙ্গরবে মুখরিত, বহু গুণান্বিত শয়ন ও আসনাদি উপভোগ-সম্পন্ন বিবিধ রম্য রম্য

শয়নাসনোপভোগাশ্চ অনেকগুণ বিস্তরাঃ।
বিহারভূময়ো রম্যাঃ সর্ব্বর্ত্তুষু সুখপ্রদাঃ।।৩৫
আক্রীড়াঃ সর্ব্বতঃ স্ফীতা মণিহেমপরিষ্কৃতাঃ।
শিলাগৃহা বৃক্ষগৃহা বরেণ্যাঃ কদলীগৃহাঃ।।৩৬
লতাগৃহসহস্রাণি সুসুখানি সমন্ততঃ।
শুদ্ধশঙ্খদলাভানি ভূমিবেশ্মশতানি চ।।৩৭
তপনীয়গবাক্ষাণি মণিজালান্তরাণি চ।
সুবর্ণমণিচিত্রাণি সর্ব্বত্র বিপুলানি চ ।৩৮
মহাবৃক্ষসহস্রাণি বরেণ্যানি চ সর্ব্বশঃ।
নানাকারাণি বাসাংসি সূক্ষ্মাণি সুসুখানি চ।।৩৯
মৃদঙ্গবেণুপণববীণাদ্যা বহুবিস্তরাঃ
ফলন্তি কল্পবৃক্ষাণাং সহস্রাণি শতানি চ।।৪০
সর্ব্বত্রৈব তথোদ্যানং সর্ব্বত্রৈব হি তৎপুরম্।
সর্ব্বদ্বীপপ্রমুদিতং নরনারীসমাকুলম্।
প্রবাতি চানিলস্তত্র নানাপুষ্পাধিবাসিতঃ।।৪১
নিত্যমঙ্গসুখাহ্লাদস্তস্মিন্ দ্বীপে শ্রমাপহে।
তত্র স্বর্গপরিভ্রষ্টা জায়ন্তে হি নরাঃ সদা।
ভৌমং তদপি হি স্বর্গং তস্মাদপি চ গুণোত্তমম্।।
চন্দ্রকান্তা নরবরাঃ শ্যামাঙ্গাঃ পূর্ব্বকূলজাঃ।
শ্যামাবদাতাঃ সুখিনঃ সূর্য্যকান্তা বরাঃ প্রজাঃ
তস্মিন্ দেশে নরাঃ শ্রেষ্ঠা দেবসত্ত্বপরাক্রমাঃ।
সদা বিহারিণঃ সর্ব্বে কামবৃক্ষাঃ সুবর্চ্চসঃ।।৪৪
বলয়াঙ্গদকেয়ূরহারকুণ্ডলভূষিতাঃ।
স্রগ্বিণশ্চিত্রমুকুটাশ্চিত্রাচ্ছাদনবাসসঃ।। ৪৫
অজীর্ণযৌবনধরাঃ সুপ্রিয়াঃ প্রিয়দর্শনাঃ।
প্রজা বর্ষসহস্রাণি জীবন্তি সুবহূন্যত।।৫৬
ন তাঃ প্রসবধর্ম্মিণ্যো ন বংশপ্রক্ষয়ো বিধিঃ।
মিথুনং জায়তে বৃক্ষাদুপক্রমমনীদৃশম্।।৪৭
সামান্যবিভবাঃ সর্ব্বে মমত্বপরিবর্জ্জিতাঃ।
ন তত্র বিদ্যতে ধর্ম্মো নাধর্ম্মঃ সম্প্রবর্ত্ততে।।
ন ব্যাধির্ন জরা তত্র ন দুর্ম্মেধা ন চ ক্লমঃ।

বিহারভূমি, মণিহেম-পরিষ্কৃত সুসমৃদ্ধ উদ্যানপরম্পরা; বহু বরেণ্য শিলাগৃহ, বৃক্ষগৃহ, কদলীগৃহ, সহস্র সহস্র লতাগৃহ; সম্যক্ সুখাবহ শুদ্ধ শঙ্খ-বদন-সন্নিভ মণিজালাবৃত হেম-গবাক্ষযুত সুবর্ণ-মণি-চিত্রিত সুপ্রশস্ত শত শত ভূমিগৃহ; সহস্র সহস্র প্রধান প্রধান মহাবৃক্ষ; নানাকার সূক্ষ্ম সুখদ বস্ত্ররাশি এবং মৃদঙ্গ বেণু, পণব ও বীণা প্রভৃতি বহু বিস্তর বাদ্যযন্ত্র বিরাজমান। তথাকার শত শত সহস্র সহস্র কল্পবৃক্ষ ঐ সকল ফল প্রসব করিয়া থাকে। ঐ বর্ষের সর্ব্বত্রই উদ্যান, এবং সর্ব্বত্রই নগর বিদ্যমান। সমস্ত দ্বীপ নর-নারী-সমাকুল এবং নিত্যই প্রমুদিত। নানা জাতীয় পুষ্পগন্ধে সুবাসিত হইয়া স্পর্শসুখাবহ বায়ু তথায় নিত্যই প্রবাহিত। তাহাতে ঐ দ্বীপ সর্ব্বথা ক্লান্তিকর। তথায় স্বর্গচ্যুত নরগণ সর্ব্বদা জন্মগ্রহণ করে, সেই গুণবরেণ্য স্থানকেই ভৌম স্বর্গ নামে অভিহিত করা হয়। তথাকার পূর্ব্ব দেশজাত নরশ্রেষ্ঠগণ চন্দ্রের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন এবং অপরার্দ্ধের অধিবাসী প্রজাবৃন্দ সূর্য্যের ন্যায় কান্তিশালী; উহারা যথাক্রমে শ্যামাঙ্গ ও শ্যামাবদাত এবং সকলেই সুখভোগে নিমগ্ন। ঐ সকল দেশের নরগণ দেববৎ সত্ত্বসম্পন্ন, পরাক্রান্ত, সর্ব্বদা কামনানুরূপ বিহারশীল ও সুপ্রভ।১৬—৪৪ বলয়, অঙ্গদ, কেয়ূর, হার ও কুণ্ডল উহাদের ভূষণ। উহারা সকলেই সুন্দর মাল্য-মণ্ডিত এবং সকলেই বিচিত্র মুকুট ও বিচিত্র বস্ত্রাচ্ছাদন পরিহিত; উহারা স্থিরযৌবন, সুপ্রিয় ও প্রিয়দর্শন; ঐ প্রজাগণ বহু সহস্র বর্ষ জীবন ধারণ করে। উহারা প্রসবধর্ম্মী নহে অথচ উহাদের বংশক্ষয় নাই। তথাকার বৃক্ষসমূহ হইতে যমজ নরনারী উৎপন্ন হয়। অধিবাসীরা সকলেই সামান্য বিভবশালী ও সকলেই মমত্বহীন। তথায় ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম কিছুই নাই। না ব্যাধি, না জরা, না দুর্ম্মেধা, না ক্লম, কিছুই সেখানে নাই; কালপূর্ণ হইলেই সকলে জলবুদ্বুদবৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে সেখানকার লোক সকল অত্যন্ত সুখভোগী ও সর্ব্বদুঃখ হইতে পরিমুক্ত। তাহারা বিষয়ানুরক্ত

পুর্ণে কালে বিনশ্যন্তি জলবুদ্বুদবচ্চ তে।।৪৯
এবমত্যন্তসুখিনঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতঃ।
স্বতো ধর্ম্মঃ ন পশ্যন্তি দুঃখাদ্ধর্ম্মোঽভিজায়তে।।
উত্তরাণাং কুরূণাঞ্চ পার্শ্বে জ্ঞেয়স্তু দক্ষিণে
সমুদ্রমূর্ম্মিমালাঢ্যং নানাবর্ণবিভূষিতম্।।৫১
পঞ্চযোজনসাহস্রমতিক্রম্য সুরালয়ম্।
চন্দ্রদ্বীপমিতি খ্যাতং চন্দ্রমণ্ডলসংস্থিতম্ ।।৫২
সহস্রযোজনানাস্তু সর্ব্বতঃ পরিমণ্ডলম্।
নানাপুষ্পফলোপেতং সমৃদ্ধ্যা পরয়া যুতম্।
শতযোজনবিস্তীর্ণমুচ্ছ্রিতং তাবদেব তু।।৫৩
তস্য মধ্যে গিরিবরঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ।
চন্দ্রতুল্যপ্রভৈঃ কান্তৈশ্চন্দ্রাকারৈঃ সুলক্ষণৈঃ
শ্বেতবৈদূর্য্যকুমুদৈশ্চিত্রোঽসৌ কুমুদপ্রভঃ।
অনেকচিত্রকোদ্যানো নৈকনির্ঝরকন্দরঃ।
মহাসানুদরীকুঞ্জৈর্বিবিধৈঃ সমলঙ্কৃতঃ ।।৫৫
তস্মাচ্চৈলান্মহাপুণ্যা চন্দ্রাংশুবিমলোদকা
প্রবহত্যুত্তমনদী চন্দ্রাবর্ত্তা তরঙ্গিণী।।৫৬
তত্র চন্দ্রমসঃ স্থানং নক্ষত্রাধিপতের্ব্বরম্।
সদাবতরতে তত্র চন্দ্রমা গ্রহনায়কঃ।।৫৭
তত্র চন্দ্রমসো নাম্না শৈলঃ স তু পরিশ্রুতঃ।
চন্দ্রদ্বীপং মহাদ্বীপং প্রকাশং দিবি চেহ চ।।৫৮
তত্র চন্দ্রপ্রতীকাশাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
চন্দ্রকান্তাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা বিমলাশ্চন্দ্রদৈবতাঃ।।৫৯
অত্যন্তধার্ম্মিকাঃ সৌম্যাঃ সত্যসন্ধাঃ সুতেজসঃ
প্রজাস্তত্র সদাচারা দশবর্ষশতায়ুষঃ।।৬০
পশ্চিমেন তু দ্বীপস্য পশ্চিমস্য প্রকীর্ত্তিতম্।
চতুর্য্যোজনসাহস্রং সমতীত্য মহোদধিম্ ।।৬১
দশযোজনসাহস্রং সমন্তাৎ পরিমণ্ডলম্
দ্বীপং ভদ্রাকরং নাম নানাপুষ্পোপশোভিতম্
প্রভূতধনধান্যাঢ্যমনেকনৃপপালিতম্।
নিত্যং প্রমুদিতং স্ফীতং মহাশৈলৈশ্চ

অবস্থায় ধর্ম্মানুশীলন করে না; দুঃখের অবস্থাতেই তাহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে উত্তর কুরুদেশের দক্ষিণ পার্শ্বে পঞ্চ সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী দেশে চন্দ্রদ্বীপ নামে এক বিখ্যাত সুরনিবাস আছে। উহা সাগরের উর্ম্মিমালায় পরিব্যাপ্ত এবং বিবিধ জল-কল্লোলরবে মুখরিত; ঐ চন্দ্রদ্বীপ চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থিত। উহার সর্ব্বদিকের পরিমণ্ডল সহস্র যোজন বিস্তৃত, ঐ দ্বীপ বিবিধ ফলে ফুলে অন্বিত এবং পরম সমৃদ্ধি সম্পন্ন। উহার বিস্তারমান সহস্র যোজন এবং ঔন্নত্যও ঐ পরিমাণ উহার মধ্যস্থলে কুমুদপ্রভ নামে এক সিদ্ধ চারণ সেবিত গিরিশ্রেষ্ঠ আছে, উহা চন্দ্রাভ, চন্দ্রাকার, কমনীয়, সুলক্ষণ-সম্পন্ন, শ্বেতবর্ণ, বৈদূর্য্যময় কুমুদ দ্বারা চিত্রিত; উহার অভ্যন্তরে বর্ণবিচিত্র উদ্যান ও নানা নির্ঝরময় কন্দর নিচয় বিরাজমান। উহার বিবিধ বিপুল সানু, কন্দর, ও কুঞ্জসমূহ দ্বারা ঐ গিরি সমলঙ্কৃত। ঐ গিরি হইতে চন্দ্রাবর্ত্তা নামে এক তরঙ্গশালিনী উত্তম নদী প্রবাহিত হইয়াছে। ঐ নদীর জল চন্দ্রাংশুর ন্যায় বিমল ঐ নদী নক্ষত্রাধিপ চন্দ্রমার প্রধান স্থান। গ্রহনেতা চন্দ্রমা সর্ব্বদাই ঐ নদীতে অবতরণ করেন। ঐ স্থানে চন্দ্রমার নামানুসারে এক প্রসিদ্ধ শৈল আছে এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য—উভয়ত্রই মহাদ্বীপ চন্দ্রদ্বীপ প্রকাশ পাইতেছে, তথায় যে সকল প্রজা বাস করে, তাহারা চন্দ্রের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডলধারী, চন্দ্রদৈবত, বিমল, অত্যন্ত ধার্ম্মিক, প্রিয়দর্শন, সত্যসন্ধ ও প্রকৃষ্ট তেজঃশালী। তাহারা সকলেই সদাচার-নিয়ত এবং এক সহস্র বর্ষকাল জীবনধারী।৪৫—৬০। পশ্চিমদিকে সাগরের চারিসহস্র যোজন দূরে নানা পুষ্প শোভিত এক দ্বীপ আছে উহা পশ্চিম দ্বীপ বলিয়া বিখ্যাত। ঐ দ্বীপের নাম ভদ্রাকর। উহার চারিদিকের পরিধি দশ সহস্র যোজন। ঐ দ্বীপ প্রভূত ধন-ধান্য-সম্পন্ন এবং নানা নৃপতির হস্তে উহার পালন-ভার বিন্যস্ত। উহা নিত্যই প্রমুদিত, নিত্যই সমৃদ্ধ এবং মহাশৈলগণে সুশোভিত। ঐ দ্বীপে ভগবান্ বায়ুর এক নানারত্নমণ্ডিত

শোভিতম্। ৬৩
তত্র ভদ্রাসনং বায়োর্নানারত্নৈশ্চ মণ্ডিতম্।
তত্র বিগ্রহবান বায়ুঃ সদা পর্ব্বসু পূজ্যতে। ৬৪
তপনীয়সুবর্ণাভাস্তপনীয়বিভূষিতাঃ।
বিরাজন্তেহম্বরপ্রখ্যাস্তত্র চিত্রাম্বরস্রজঃ। ৬৫
বীর্য্যবন্তো মহাভাগাঃ পঞ্চবর্ষশতায়ুষঃ।
সত্যসন্ধা মুদা যুক্তাঃ প্রজাস্তা বায়ুদৈবতাঃ। ৬৬

সূত উবাচ

এবমেব নিসর্গোহয়ং বর্ষাণাং ভারতে যুগে।
দৃষ্টঃ পরমতত্ত্বজ্ঞৈর্ভূয়ঃ কিং কীর্ত্তয়ামি তে। ৬৭
আখ্যাতে দেবযুষয়ঃ সূতপুত্রেণ ধীমতা।
উত্তরশ্রবণে ভূয়ঃ পপ্রচ্ছুস্তমনন্তরম্। ৬৮

ঋষয় উচুঃ

যদিদং ভারতং বর্ষং যস্মিন্ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ।
চতুর্দ্দশৈতে মনবঃ প্রজাসর্গে ভবন্ত্যুত। ৬৯
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামস্ত্বত্তো নিগদ সত্তম।
এতৎ শ্রুত্বা বচস্তেষামব্রবীল্লোমহর্ষণঃ। ৭০
পৌরাণিকস্তদা সূত ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
এতদ্বিস্তরতো ভূয়স্তানুবাচ সমাহিতঃ। ৭১

সূত উবাচ।

নিসর্গ এষ বিখ্যাতঃ কুরূণাঞ্চ যথার্থবৎ।
ভারতস্য তু বক্ষ্যামি নিসর্গং তং নিবোধত।
পুণ্যতীর্থে হিমবতো দক্ষিণস্যাচলস্য হি।
পূর্ব্বপশ্চায়তস্যাস্য দক্ষিণেন দ্বিজোত্তমাঃ।
তথা জনপদানাঞ্চ বিস্তরং শ্রোতুমর্হথ।
অত্র বো বর্ণয়িষ্যামি বর্ষেহস্মিন্ ভারতে প্রজাঃ
ইদন্তু মধ্যমং চিত্রং শুভাশুভফলোদয়ম্
উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমবদ্দক্ষিণঞ্চ যৎ। ৭৫
বর্ষং যদ্ভারতং নাম যত্রেয়ং ভারতী প্রজা
ভরণাচ্চ প্রজানাং বৈ মনুর্ভরত উচ্যতে।
নিরুক্তবচনাচ্চৈব বর্ষং তদ্ভারতং স্মৃতম্। ৭৬

ভদ্রাসন আছে। তথায় পর্ব্বে পর্ব্বে মূর্ত্তিমান্ বায়ু পূজিত হইয়া থাকেন। যেখানে যে সকল হৃষ্টপুষ্ট প্রজা বাস করে, তাহারা সকলেই তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, হৈমালঙ্কারে ভূষিত, বিচিত্র মাল্যবস্ত্রে বিমণ্ডিত, এবং দেখিতে দেবসদৃশ। তাহাদের আয়ুঃপরিমাণ পঞ্চ শত বর্ষ; তাহারা সকলেই বীর্য্যবান্ ভাগ্যবান্, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ও বায়ুদৈবত। সূত বলিলেন,—পরমতত্ত্বজ্ঞ ঋষি যেরূপ বিদিত আছেন, আমি বর্ষসমূহের স্বভাবসংস্থান সেইরূপই কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর আর কি বলিব? ধীমান্ সূতপুত্র এই কথা কহিলে, ঋষিগণ উত্তর শ্রবণার্থ পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—এই যে ভারতবর্ষ— যেখানে স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু প্রজাসৃষ্টি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, হে সত্তম। সেই ভারতের বিষয়ই আমরা জানিতে ইচ্ছা করি; তুমি আমাদিগের নিকট তাহা ব্যক্ত কর। পুরাণপণ্ডিত লোমহর্ষণ ভাবিতাত্মা ঋষিগণের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তৎকালে সাবধানে তাঁহাদের পৃষ্ট বিষয়ের বিস্তৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সূত কহিলেন,— দ্বিজগণ। এই আমি কুরুবর্ষের স্বাভাবিক স্থিতি যথাযথ বর্ণন করিলাম। অতঃপর ভারতবর্ষের স্বভাবস্থিতি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ৬১—৭২ হিমালয়ের দক্ষিণদিকের উন্নত প্রদেশ পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে আয়ত। উহার দক্ষিণে পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষ এই ভারতবর্ষের এবং অত্রত্য জনপদসমূহ ও প্রজাসমূহের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন এই ভারতবর্ষ মধ্যম স্থান ইহা বিচিত্র ও শুভাশুভফলের উৎপাদক। দক্ষিণাব্ধির উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে যে বর্ষ, তাহারই নাম ভারতবর্ষ। তত্রত্য প্রজাগণ ভারতী প্রজা নামে বিখ্যাত। মনু এখানকার প্রজাদিগের ভরণ করিতেন বলিয়া ভরত নামে অভিহিত হন। ভরত নামের এইরূপ নিরুক্তি হেতু এই বর্ষ ভারত নামে বিখ্যাত হয়। এই ভারতবর্ষেই স্বর্গ, মোক্ষ অথবা মধ্য ও অন্তগতি লক্ষ্য লইয়া

ততঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ গম্যতে।
ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং ভূমৌ কর্ম্ম বিধীয়তে।।৭৭
ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রান্তরিতা জ্ঞেয়াস্তে ত্বগম্যাঃ পরস্পরম্। ৭৮
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণঃ।।৭৯
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরম্।।
আয়তো হ্যাকুমারিক্যাদাগঙ্গাপ্রভবাচ্চ বৈ।
তির্য্যগুত্তরবিস্তীর্ণঃ সহস্রাণি নবৈব তু।।৮১
দ্বীপো হ্যপনিবিষ্টোহয়ং ম্লেচ্ছৈরন্তেষু নিত্যশঃ
পূর্ব্বে কিরাতা হ্যন্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্মৃতাঃ
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ।
ইজ্যাযুদ্ধবণিজ্যাভির্বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ।।৮৩
তেষাং সংব্যবহারোহয়ং বর্ত্ততে তু পরস্পরম্
ধর্ম্মার্থকামসংযুক্তো বর্ণানান্তু স্বকর্ম্মসু।।৮৪
সঙ্কল্পপঞ্চমানান্তু আশ্রমাণাং যথাবিধি
ইহ স্বর্গাপবর্গার্থং প্রবৃত্তির্যেষু মানুষী।।৮৫
যস্ত্বয়ং নবমো দ্বীপস্তির্য্যগায়ত উচ্যতে
কৃৎস্নং জয়তি যো হ্যেনং স সম্রাড়িহ কীর্ত্ত্যতে
অয়ং লোকস্তু বৈ সম্রাড়ন্তরিক্ষো বিরাট্ স্মৃতঃ
স্বরাড়ন্যঃ স্মৃতো লোকঃ পুনর্বক্ষ্যামি বিস্তরম্
সপ্ত চাস্মিন্ সুপর্ব্বাণো বিশ্রুতাঃ কুলপর্ব্বতাঃ
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিযাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ।।৮৮
তেষাং সহস্রশশ্চান্যে পর্ব্বতাস্তু সমীপগাঃ,
অভিজ্ঞাতাঃ সর্ব্বগুণা বিপুলাশ্চিত্রসানবঃ।।৮৯
মন্দরঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠো বৈহারো দর্দ্দুরস্তথা
কোলাহলঃ সসুরসো মৈনাকো বৈদ্যুতস্তথা।।
পাতন্ধমো নাম গিরিস্তথা পাণ্ডুরপর্ব্বতঃ।
গণ্ডপ্রস্থঃ কৃষ্ণগিরির্গোধনো গিরিরেব চ।।৯১
পুষ্পগিরির্ঝুজ্জয়ন্তো চ শৈলো রৈবতকস্তথা।

থাকে। এই স্থান ব্যতীত অন্য কোন ভূমিতেই মর্ত্ত্যবাসীদিগের কর্ম্ম-ব্যবস্থা নাই। এই ভারতবর্ষের নয়টী বিভাগ বা দ্বীপ উল্লিখিত হইয়া থাকে। ঐ সকল দ্বীপ সমুদ্র দ্বারা অন্তরিত; সুতরাং পরস্পর অগম্য। ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরু, তাম্রপর্ণী, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব ও বারুণ, এবং এই সাগরসংবৃত দ্বীপ ভারত উহাদের নবম। এই বর্ষ দক্ষিণোত্তরে সহস্র যোজন বিস্তৃত। ইহা কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত আয়ত এবং নবসহস্র যোজন পর্য্যন্ত উত্তরদিকে তির্য্যগ্‌ভাবে বিস্তীর্ণ। ইহার অন্তসীমায় নিয়ত ম্লেচ্ছজাতি উপবিনিষ্ট। এই বর্ষের পূর্ব্বপ্রান্তে কিরাতগণের এবং পশ্চিমপ্রান্তে যবনগণের বাস। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতি ইহার মধ্যভাগে বিভাগক্রমে অবস্থিত। ইজ্যা, যুদ্ধ, এবং বাণিজ্যাদি দ্বারা উক্ত বর্ণচতুষ্টয় জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই সকল বর্ণের পরস্পর ব্যবহার ধর্ম্ম, অর্থ ও কামযুক্ত। স্বর্গ ও অপবর্গের নিমিত্ত এই ভারতবর্ষেই সঙ্কল্প হইয়া পাঁচটী আশ্রম যথাবিধি প্রতিপালিত হয় এবং ঐ সকল আশ্রমে মানুষদিগের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই নবম দ্বীপ ভারত তির্য্যগ্‌ভাবে আয়ত এবং ইহাই সম্রাটের ন্যায় সর্ব্বপ্রকর্ষে বর্ত্তমান এই লোক সম্রাট্, অন্তরীক্ষ—বিরাট্ এবং অন্যান্য লোক স্বরাট্ বলিয়া প্রসিদ্ধ যাহাহৌক আমি ইহার বিস্তৃত বার্ত্তা বর্ণন করিতেছি। এই ভারতবর্ষে সাতটী সুপর্ব্ববিশিষ্ট কুলাচল বিখ্যাত। উহাদের নাম—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, ও পরিযাত্র। ভারতে এই সুপ্ত কুলপর্ব্বত প্রখ্যাত। এই সকল কুলপর্ব্বতের সমীপে অন্যান্য আরও সহস্র সহস্র পর্ব্বত আছে। উহারা সর্ব্বগুণের আস্পদ, সুবৃহৎ ও বিচিত্র সানু-সম্পন্ন। উহাদের মধ্যে মন্দর, বৈহার, দর্দ্দুর, কোলাহল, সুরস, মৈনাক, বৈদ্যুত, পাতন্ধম, পাণ্ডুর, গণ্ডপ্রস্থ, কৃষ্ণগিরি, গোধন, পুষ্পগিরি, উজ্জয়ন্ত, রৈবতক, শ্রীপর্ব্বত, কারু, এবং কূটশৈল প্রভৃতি পর্ব্বত

শ্রীপর্ব্বতশ্চ কারুশ্চ কূটশৈলো গিরিস্তথা ॥৯২
অন্যে তেভ্যঃ পরিজ্ঞাতা হ্রস্বাঃ স্বল্পোপজীবিনঃ
তৈর্বিমিশ্রা জনপদা আর্য্যম্লেচ্ছাশ্চ নিত্যশঃ।
পীয়ন্তে যৈরিমা নদ্যো গঙ্গা সিন্ধুঃ সরস্বতী।
শতদ্রুশ্চন্দ্রভাগা চ যমুনা সরযূস্তথা। ॥৯৪
ইরাবতী বিতস্তা চ বিপাশা দেবিকা কুহূঃ।
গোমতী ধূতপাপা চ বাহুদা চ দৃষদ্বতী। ॥৯৫
কৌশিকী চ তৃতীয়া তু নিশ্চীরা গণ্ডকী তথা
ইক্ষুর্লোহিত ইত্যেতা হিমবৎপাদনিঃসৃতাঃ।
বেদস্মৃতির্বেদবতী বৃত্রঘ্নী সিন্ধুরেব চ।
পর্ণাশা চন্দনা চৈব সতীরা মহতী তথা। ॥৯৭
পরা চর্ম্মন্বতী চৈব বিদিশা বেত্রবত্যপি।
শিপ্রা হ্যবন্তী চ তথা পারিযাত্রাশ্রয়াঃ স্মৃতাঃ॥
শোণো মহানদশ্চৈব নর্ম্মদা সমহাদ্রুমা
মন্দাকিনী দশার্ণা চ চিত্রকূটা তথৈব চ। ॥৯৯
তমসা পিপ্পলা শ্রোণী করতোয়া পিশাচিকা
নীলোৎপলা বিপাশা চ জম্বুলা বালুবাহিনী॥
সিতেরজা শুক্তিমতী মক্রুণা ত্রিদিবা ক্রমাৎ
ঋক্ষপাদাৎ প্রসূতাস্তা নদ্যো মণিনিভোদকাঃ
তাপী পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা মদ্রা চ নিষধা নদী।
বেণ্বা বৈতরণী চৈব শিতিবাহুঃ কুমুদ্বতী ॥১০২
তোয়া চৈব মহাগৌরী দুর্গা চান্তশিলা তথা।
বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাশ্চ নদ্যঃ পুণ্যজলাঃ শুভাঃ॥
গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণা বৈণ্যাথ বঞ্জুলা।
তুঙ্গভদ্রা সুপ্রয়োগা কাবেরী চ তথাপগা।
দক্ষিণাপথনদ্যস্তু সহ্যপাদাদ্বিনিঃসৃতাঃ॥১০৪
কৃতমালা তাম্রপর্ণী পুষ্পজাত্যুৎপলাবতী।
মলয়াদ্রিজাতাস্তা নদ্যঃ সর্ব্বাঃ শীতজলাঃ শুভাঃ
ত্রিসামা ঋতুকুল্যা চ ইক্ষুলা ত্রিদিবা চ যা।
লাঙ্গুলিনী বংশধরা মহেন্দ্রতনয়াঃ স্মৃতাঃ॥১০৬
ঋষীকা সুকুমারী চ মন্দগা মন্দবাহিনী।
কৃপা পলাশিনী চৈব শুক্তিমৎপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ॥
সর্ব্বাঃ পুণ্যাঃ সরস্বত্যঃ সর্ব্বা গঙ্গাঃ সমুদ্রগাঃ।

সর্ব্বপ্রধান। এই সকল পর্ব্বত হইতে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত প্রসারিত হইয়াছে। সেই সকল পর্ব্বতে ভারতবর্ষীয় জনপদ সকল মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। আর্য্য ও ম্লেচ্ছজাতিরা সর্ব্বদা ঐ সকল জনপদে বাস করেন। তাঁহারা নিত্য নিত্য যে সকল নদীর জলপান করিয়া থাকেন, উহাদের নাম—যথাঃ গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, সরযূ, ইরাবতী, বিতস্তা, বিপাশা, দেবিকা, কুহু, গোমতী, ধূতপাপা, বাহুদা, দৃষদ্বতী, কৌশিকী, তৃতীয়া, গণ্ডকী, নিশ্চিরা, ইক্ষু, ও লোহিত এই সকল নদী এবং নদ হিমালয়ের পাদদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। বেদস্মৃতি, বেদবতী, বৃত্রঘ্নী, সিন্ধু, পর্ণাশা, বন্দনা, সতীরা, মহতী, পরা, চর্ম্মন্বতী, বিদিশা, বেত্রবতী, শিপ্রা ও অবন্তী, এই সকল নদী পারিযাত্র হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। মহানদ শোণ, মহাদ্রুমশালিনী নর্ম্মদা, মন্দাকিনী, দর্শার্ণা, চিত্রকূটা, তমসা, পিপ্পলা, শ্রোণী, করতোয়া, পিশাচিকা, নীলোৎপলা, বিপাশা, জম্বুলা, বালুবাহিনী, সিতেরজা, শুক্তিমতী, মক্রুণা, ও ত্রিদিবা—এই সকল নদ-নদীর জল মণিনিভ এবং ইহারা ঋক্ষপাদ হইতে প্রবাহিত। তাপী, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, ভদ্রা, নিষধা, বেণ্বা, বৈতরণী, শিতিবাহু, কুমুদ্বতী, তোয়া, মহাগৌরী, দুর্গা ও অন্তঃশিলা এই সকল পুণ্যজলানদী বিন্ধ্যপাদ-বিনির্গতা। গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণা, বেণী, বঞ্জুলা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা ও কাবেরী, এই সমুদয় দক্ষিণাপথপ্রবাহিনী নদী সহ্যপাদ হইতে নির্গত হইয়াছে।৮৯—১০৪। কৃতমালা, তাম্রবর্ণী, পুষ্পজাতী ও উৎপলাবতী, এই শীত-জলা নদী সকল মলয় পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে বহির্গত হইয়াছে। ত্রিসামা ঋতুকুল্যা, ইক্ষুলা, ত্রিদিবা, লাঙ্গুলিনী ও বংশধরা এই নদী সকল মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে বিনির্গত হইয়াছে। ঋষীকা: সুকুমারী, মন্দগা, মন্দবাহিনী, কৃপা ও পলাশিনী এই নদী সকল শুক্তিমৎপ্রভবা। এই গঙ্গা প্রভৃতি নদী সকল পুণ্য জলশালিনী, সমুদ্রগা, বিশ্ব-

বিখ্যাতা মাতরঃ সর্ব্বা জগৎপাপহরাঃ স্মৃতাঃ।
তাসাং নদ্যুপনদ্যোঽপি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তা ইমে কুরুপাঞ্চালাঃ শাল্বাশ্চৈব সজাঙ্গলাঃ
শূরসেনা ভদ্রকারা বোধাঃ শতপথেশ্বরৈঃ।
বৎসাঃ কিসষ্ণাঃ কুল্যাশ্চ কুন্তলাঃ কাশি-
কোশলাঃ ॥১১০

অথর্ব্বাশ্চ কলিঙ্গাশ্চ মগধাশ্চ বৃকৈঃ সহ।
মধ্যদেশা জনপদাঃ প্রায়শোঽমী প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
সহ্যস্য চোত্তরার্দ্ধে তু যত্র গোদাবরী নদী।
পৃথিব্যামপি কৃৎস্নায়াং স প্রদেশো মনোরমঃ ॥
তত্র গোবর্দ্ধনো নাম সুররাজেন নির্ম্মিতঃ।
রামপ্রিয়ার্থং স্বর্গোঽয়ং বৃক্ষা ওষধয়স্তথা ॥১১৩
ভরদ্বাজেন মুনিনা তৎপ্রিয়ার্থেঽবতারিতাঃ।
অন্তঃপুরবনোদ্দেশস্তেন জজ্ঞে মনোরমঃ ॥১১৪
বাহ্লীকা বাটধানাশ্চ আভীরাঃ কালতোয়কাঃ
অপরীতাশ্চ শূদ্রাশ্চ পহ্লবাশ্চর্ম্মখণ্ডিকাঃ ॥১১৫
গান্ধারা যবনাশ্চৈব সিন্ধুসৌবীরভদ্রকাঃ।
শকা হ্রদাঃ কুলিন্দাশ্চ পরিতা হারপূরিকাঃ
রমটা রদ্ধকটকাঃ কেকয়া দশমানিকাঃ।
ক্ষত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্যশূদ্রকুলানি চ ॥১১৬
কাম্বোজা দরদাশ্চৈব বর্ব্বরাঃ প্রিয়লৌকিকাঃ।
পীনাশ্চৈব তুষারাশ্চ পহ্লবা বাহ্যতোদরাঃ ॥
আত্রেয়াশ্চ ভরদ্বাজাঃ প্রস্থলাশ্চ কসেরুকাঃ।
লম্পাকাঃ স্তনপাশ্চৈব পীড়িকা জুহুড়ৈঃ সহ ॥
অপগাশ্চালিমদ্রাশ্চ কিরাতানাঞ্চ জাতয়ঃ,
তোমরা হংসমার্গাশ্চ কাশ্মীরাস্তঙ্গণাস্তথা ॥১২০
চূলিকাশ্চাহুকাশ্চৈব পূর্ণদর্ব্বাস্তথৈব চ।
এতে দেশা উদীচ্যাস্তু প্রাচ্যান্ দেশান্নিবোধত
অন্ধ্রবাকাঃ সুজরকা অন্তর্গিরিবহির্গিরাঃ।
তথা প্রবঙ্গবঙ্গেয়া মালদা মালবর্ত্তিনঃ ॥১২২
ব্রহ্মোত্তরাঃ প্রবিজয়া ভার্গবা গেয়মর্থকাঃ।
প্রাগ্জ্যোতিষাশ্চ মুণ্ডাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ
মালা মগধগোবিন্দাঃ প্রাচ্যা জনপদাঃ স্মৃতাঃ
অথাপরে জনপদা দক্ষিণাপথবাসিনঃ।
পাণ্ড্যাশ্চ কেরলাশ্চৈব চৌল্যাঃ কুল্যাস্তথৈব চ

মাতৃকল্পা ও জগৎপাপহরা বলিয়া কথিত। তাহাদের শাখা-প্রশাখা ভেদে শত সহস্র নদী ও উপনদী আছে। ঐ নদী ও উপনদীর মধ্যে কতিপয় কুরুপাঞ্চালে প্রবাহিত। এইরূপে কতিপয় শাল্বদেশে, কতিপয় জাঙ্গলে, কতিপয় শূরসেনে, কতিপয় ভদ্রকারে, কতিপয় বোধদেশে, কতিপয় শতপথেশ্বরদেশে, কতিপয় বৎসদেশে, কতিপয় কিসষ্ণদেশে, কতিপয় কাশিকোশলে, কতিপয় কুন্তলে কতিপয় তৈলঙ্গে, কতিপয় মগধে এবং কতিপয় মধ্যদেশে প্রবাহিত হইয়াছে। সহ্যাদ্রির উত্তর পার্শ্ব, যেখানে গোদাবরী নদী প্রবাহিত হইয়াছে; ঐ স্থান সমগ্র পৃথিবীর প্রদেশসমূহের মধ্যে মনোরম। ঐ স্থানেই সুররাজ গোবর্দ্ধন নামে এক পুর নির্ম্মাণ করেন। ভগবান্ ভরদ্বাজ মুনি রামচন্দ্রের প্রিয়কামনায় এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি— পর্ব্বত, বৃক্ষ, ওষধি প্রভৃতি অবতারিত করেন। এই স্থান রামচন্দ্রের অন্তঃপুরচারিণীদিগের জন্য নির্ম্মিত হয়। বাহ্লীক, বাটধান, আভীর, কালতোয়ক, অপরীত, শূদ্র, পহ্লব, চর্ম্মখণ্ডিক, গান্ধার, যবন, সিন্ধুদেশীয়, সৌবীর, ভদ্রক, শক, হ্রদ, কুলিন্দ, পরিত, হারপূরিক, রমট, রদ্ধকটক, কৈকয়, দশমানিক, ক্ষত্রিয়োপনিবেশ, বৈশ্য-শূদ্রকুল, কাম্বোজ, দরদ, বর্ব্বর, প্রিয়লৌকিক, পীন, তুষার, পহ্লব, বাহ্যতোদর, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, প্রস্থল, কসেরুক, লম্পাক, স্তনপ, পীড়িক, জুহুড়, অপগ, আলিমদ্র, কিরাত-জাতি, তোমর, হংসমার্গ, কাশ্মীর, তঙ্গণ, চূলিক, আহুক, ও পূর্ণদর্ব্ব। এই সকল দেশ উদীচ্য। অতঃপর প্রাচ্যদেশের কথা শ্রবণ করুন। ১০৫—১২১। অন্ধ্রবাক, সুজরক, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, প্রবঙ্গ, বঙ্গেয়, মালদ, মালবর্ত্তী, ব্রহ্মোত্তর, প্রবিজয়, ভার্গব, গেয়মর্থক, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, মুণ্ড, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক, মাল, মগধ ও গোবিন্দ এই সকল প্রাচ্যদেশীয় জনপদ। অনন্তর দক্ষিণাপথস্থিত জনপদসমূহের নাম বলিতেছি, পাণ্ড্য, কেরল, চৌল্য, কুল্য, সেতুক, মূষিক, কুমন, বনবাসিক, মহারাষ্ট্র, মাহিষক,

সেতুকা মূষিকাশ্চৈব কুমনা বনবাসিকাঃ।।
মহারাষ্ট্রা মাহিষকাঃ কলিঙ্গাশ্চৈব সর্ব্বশঃ ।।১২৫
আভীরাঃ সহচৈষীকাঃ আটব্যাশ্চ বরাশ্চ যে।
পুলিন্দা বিন্ধ্যমূলীকা বৈদর্ভা দণ্ডকৈঃ সহ।।১২৬
পৌনিকা মৌনিকাশ্চৈব অশ্মকা ভোগবর্দ্ধনাঃ
নৈর্ণিকাঃ কুন্তলা অন্ধ্রা উদ্ভিদা নলকালিকাঃ।।
দাক্ষিণাত্যাশ্চ বৈ দেশা অপরাংস্তান্নিবোধত
শূর্পাকারাঃ কোলবনা দুর্গাঃ কালীতকৈঃ সহ।।
পুলেয়াশ্চ সুরালাশ্চ রূপসাস্তাপসৈঃ সহ।
তথা তুরসিতাশ্চৈব সর্ব্বে চৈব পরক্ষরাঃ ।।১২৯
নাসিক্যাদ্যাশ্চ যে চান্যে যে বৈচান্তরনর্ম্মদাঃ।
ভানুকচ্ছাঃ সমাহেয়াঃ সহসা শাশ্বতৈরপি।।
কচ্ছীয়াশ্চ সুরাষ্ট্রাশ্চ আনর্ত্তাশ্চার্ব্বুদৈঃ সহ।
ইত্যেতে সম্পরীতাশ্চ শৃণুধ্বং বিন্ধ্যবাসিনঃ ।
মালবাশ্চ করূষাশ্চ রোকলাশ্চোৎকলৈঃ সহ।
উত্তমার্ণা দশার্ণাশ্চ ভোজাঃ কিষ্কিন্ধকৈঃ সহ।।
তোসলাঃ কোসলাশ্চৈব ত্রৈপুরা বৈদিকাস্তথা
তুমুরাস্তুম্বুরাশ্চৈব বট্‌সুরা নিবধৈঃ সহ। ১৩৩
অনূপাস্তুণ্ডিকেরাশ্চ বীতিহোত্রা হ্যবন্তয়ঃ।
এতে জনপদাঃ সর্ব্বে বিন্ধ্যপৃষ্ঠনিবাসিনঃ।।
অতো দেশান্ প্রবক্ষ্যামি পর্ব্বতাশ্রয়িণশ্চ যে
নিগর্হরা হংসমার্গাঃ ক্ষুপণাস্তঙ্গণাঃ খসাঃ।।১৩৫
কুশপ্রাবরণাশ্চৈব হূণা দর্ব্বাঃ সহূদকাঃ।
ত্রিগর্ত্তা মালবাশ্চৈব কিরাতাস্তামসৈঃ সহ।।
চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি কবয়ো বিদুঃ।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুষ্টয়ম্।
তেষাং নিসর্গং বক্ষ্যামি উপরিষ্টান্নিবোধত।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবনবিন্যাসো নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।৪৫।।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু ঋষয় উত্তরং পুনরেব তে।
শুশ্রূষবো মুদা যুক্তাঃ পপ্রচ্ছুর্লোমহর্ষণম্।।১
ঋষয় উচুঃ।
যচ্চ কিম্পুরুষং বর্ষং হরিবর্ষং তথৈব চ।
আচক্ষ্ব নো যথাতত্ত্বং কীর্ত্তিতং ভারতং ত্বয়া।।২

কলিঙ্গ, আভীর, সহবৈষীক, আটব্য, বর, পুলিন্দ, বিন্ধ্যমূলিক, বৈদর্ভ, দণ্ডক, পৌণিক, মৌনিক, অশ্মক, ভৌগবর্দ্ধন, নৈর্ণিক, কুন্তল, অন্ধ্র উদ্ভিদ ও নলকালিক, এই সকল দাক্ষিণাত্য দেশ। এক্ষণে অপরাপর দাক্ষিণাত্য দেশের নাম শ্রবণ করুন,—সূর্পাকার, কোলবর্ণ, দুর্গ, কালিতক, কুলেয়, সুরাল, রূপস, তাপস, তুরসিত, পরক্ষর ও নাসিক্য প্রভৃতি এবং এতদ্ভিন্ন নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী অন্যান্য দেশ-ভানুকচ্ছ, মাহেয়, শাশ্বত, কচ্ছীয়, সুরাষ্ট্র, নর্ত্তন, ও অর্ব্বুদ ও সম্পরীত। এক্ষণে বিন্ধ্যাচলস্থ দেশসমূহের নাম শ্রবণ করুন- মালব, করূষ, রোকল, উৎকল, উত্তমার্ণ, দশার্ণ, ভোজ, কিষ্কিন্ধ, তোষল, কৌশল, ত্রৈপুর, বৈদিক, তুমুর, তুম্বুর, বট্‌সুর, নিবধ, অনূপ, তুণ্ডিকের, বীতিহোত্র ও অবন্তী- এই সকল জনপদ বিন্ধ্যোপরি অবস্থিত। এক্ষণে পর্ব্বতাশ্রয়ী দেশসমূহের নাম বলিতেছি; যথা,—নিগর্হর, হংসমার্গ, ক্ষুপণ, তঙ্গণ, খশ, কুশপ্রাবরণ, হূণ, দর্ব্ব, হূদক, ত্রিগর্ত্ত, মালব, কিরাত, ও তামস। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, —এই ভারতবর্ষে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটী যুগ প্রচলিত। উহাদের স্বভাব আমি বলিব, আপনারা পরে শ্রবণ করিবেন ১২২—১৩৭।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।৪৫।।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ তাঁহাদের প্রশ্নের এইরূপ উত্তর শুনিয়া অন্যান্য বিষয়ও শুনিতে ইচ্ছা করিলেন এবং প্রীতিভাবে লোমহর্ষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন—হে সূত। তুমি ভারতবর্ষের কথা যেরূপ বলিয়াছ, কিম্পুরুষ ও হরিবর্ষের বিবরণও এইরূপে বর্ণন কর।

পৃষ্টস্তিদং যথা বিপ্রৈর্যথাপ্রশ্নং বিশেষতঃ।
উবাচ মুনিনির্দ্দিষ্টং পুরাণং বিহিতং যথা।।৩
সূত উবাচ।
শুশ্রূষা যত্র বো বিপ্রাস্তচ্ছৃণুধ্বং মুদা যুতাঃ।
প্লক্ষখণ্ডঃ কিম্পুরুষে সুমহান্নন্দনোপমঃ।।৪
দশবর্ষসহস্রাণি স্থিতিঃ কিম্পুরুষে স্মৃতা
সুবর্ণবর্ণাশ্চ নরাঃ স্ত্রিয়শ্চাপ্সরসোপমাঃ।।৫
অনাময়া হ্যশোকাশ্চ সর্ব্বে তে শুদ্ধমানসাঃ।
জায়ন্তে মানবাস্তত্র নিষ্টপ্তকনকপ্রভাঃ।।৬
বর্ষে কিম্পুরুষে পুণ্যে প্লক্ষো মধুবহঃ শুভঃ
তস্য কিম্পুরুষাঃ সর্ব্বে পিবন্তি রসমুত্তমম্।।৭
অতঃপরং কিম্পুরুষাদ্ধরিবর্ষঃ প্রচক্ষ্যতে।
মহারজতসঙ্কাশা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ।।৮
দেবালোকাচ্চ্যুতাঃ সর্ব্বে দেবরূপাশ্চ সর্ব্বশঃ।
হরিবর্ষে নরাঃ সর্ব্বে পিবন্তীক্ষুরসং শুভম্।।৯
একাদশ সহস্রাণি বর্ষাণাং তু মুদা যুতাঃ।
হরিবর্ষে তু জীবন্তি সর্ব্বে মুদিতমানসাঃ।
ন জরা বাধতে তত্র জীর্য্যন্তি ন চ তে নরাঃ।।
মধ্যমং যন্ময়া প্রোক্তং নাম্না বর্ষমিলাবৃতম্।
ন তত্র সূর্য্যস্তপতি ন চ জীর্য্যন্তি মানবাঃ।।১১
চন্দ্রসূর্য্যৌ সনক্ষত্রাবপ্রকাশাবিলাবৃতে।
পদ্মপ্রভাঃ পদ্মবর্ণাঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণাঃ।
পদ্মপত্রসুগন্ধাশ্চ জায়ন্তে তত্র মানবা।।১২
জম্বুরসফলাহারা হ্যনিস্পন্দাঃ সুগন্ধিনঃ।
মনস্বিনো ভুক্তভোগাঃ সৎকর্ম্মফলভোগিনঃ।
দেবলোকচ্চ্যুতাঃ সর্ব্বে জায়ন্তে হ্যজরামরাঃ।
ত্রয়োদশ সহস্রাণি বর্ষাণাং তে নরোত্তমাঃ।।১৪
আয়ুষ্প্রমাণং জীবন্তি তে তু বর্ষে হ্যিলাবৃতে।
মেরোঃ প্রাচীদিশং তে তু নবসাহস্রবিস্তৃতে।।
যোজনানাং সহস্রাণি ষড়্‌বিংশত্তস্য বিস্তরঃ।
চতুরস্রঃ সমন্তাচ্চ শরাবাকারসংস্থিতঃ।।১৬
মেরোস্তু পশ্চিমে ভাগে নবসাহস্রসংস্থিতে।

তখন সূত বিপ্রগণ কর্ত্তৃক এইরূপে পৃষ্ঠ হইয়া তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নের পুরাণসম্মত যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। সূত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ। আপনাদের যাহা শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছে, আপনারা প্রীতচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। কিম্পুরুষ বর্ষে নন্দনোপম সুমহান্ প্লক্ষখণ্ড বিদ্যমান। তথাকার লোকদিগের আয়ুঃপরিমাণ দশ সহস্রবর্ষ। নরগণ, সুবর্ণবর্ণ এবং স্ত্রীজাতি অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী। কি নর, কি নারী, সকলেই তথায় অনাময়, শোকহীন শুদ্ধচিত্ত এবং তপ্তকাঞ্চনবৎ উজ্জ্বলদেহ। পবিত্র কিম্পুরুষ বর্ষে এক মধুস্রাবী শুভ্র পুষ্পবৃক্ষ বিদ্যমান কিম্পুরুষবর্ষবাসী নরনারী, সকলেই উহার উত্তম ফলরস পান করিয়া থাকে। এক্ষণে হরিবর্ষের বিবরণ বলিতেছি, এই বর্ষের মানবেরা উজ্জ্বল রজতসঙ্কাশ, দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট এবং সকলেই দেবাকৃতি সম্পন্ন। হরিবর্ষের নরগণ মধুর ইক্ষুরস পান করিয়া থাকে। তথাকার মানবদিগের আয়ুপরিমাণ একাদশ সহস্র বৎসর। উহারা সকলেই মুদিত মনে কালাতিপাত করে, জরা উহাদিগের অঙ্গে পীড়া উৎপাদন করিতে পারে না; কদাচ উহারা জীর্ণদশায় উপনীত হয় না। আমি যে মধ্যম বর্ষ ইলাবৃতের কথা কহিয়াছি, তথায় সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করেন না, বা তত্রত্য মানবেরা কদাচ জীর্ণ হয় না। চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র সমস্তই ইলাবৃতে অপ্রকাশ। মানবেরা সেখানে পদ্মপ্রভ, পদ্মবর্ণ, পদ্মপত্রনিভ-নেত্র ও পদ্মপত্রবৎ সুগন্ধশালী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ১—১২। তাহারা জম্বুফল রস পান করিয়া থাকে। তাহাদের জরামৃত্যু নাই। তাহারা মনস্বী, ভোগনিরত, সৎকর্ম্মসমূহের ফলভোগী, ও দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট তত্রত্য নরোত্তমগণ ত্রয়োদশ সহস্রবর্ষ জীবন ধারণ করে। ইলাবৃতবর্ষে কেহই অকালে মৃত্যুগ্রস্ত হয় না মেরু গিরির পূর্ব্বদিকে নব সহস্র যোজনবিস্তৃত ভূভাগে ইলাবৃত বর্ষবাসীরা বাস করে। ঐ বর্ষ ষড়্‌বিংশ সহস্র যোজন বিস্তৃত; উহা চতুরস্র ও শরাবাকারে অবস্থিত। মেরুর পশ্চিম ভাগ নব সহস্র যোজন

চতুস্ত্রিংশৎসহস্রাণি গন্ধমাদনপর্ব্বতঃ ॥১৭
উদগ্দক্ষিণতশ্চৈব আনীলনিষধায়তঃ।
চত্বারিংশৎসহস্রাণি পরিবৃদ্ধো মহীতলাৎ।
সহস্রমবগাঢ়শ্চ তাবদেব তু বিস্থিতঃ ॥১৮
পূর্ব্বেণ মাল্যবান্ শৈলস্তৎপ্রমাণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ
দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু ॥১৯
তেষাং মধ্যে মহামেরুঃ সুপ্রমাণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ
সর্ব্বেষামেব শৈলানামবগাঢ়ো যথা ভবেৎ ॥২০
বিস্তরস্তৎ প্রমাণঃ স্যাদায়ামে নিযুতঃ স্মৃতঃ।
বৃত্তভাবাৎ সমুদ্রস্য মহীমণ্ডলভাবনঃ ॥২১
আয়ামাঃ পরিহীয়ন্তে চতুরস্রাঃ সমন্ততঃ।
অনাবৃত্তাশ্চতুষ্কোণ ভিদ্যন্তে মধ্যমাগতাঃ ॥২২
প্রভিন্নাঞ্জনসঙ্কাশা জম্বুরসবতী নদী।
মেরোস্তু দক্ষিণে পার্শ্বে নিষধস্যোত্তরেণ তু ॥
সুদর্শনো নাম মহাজম্বুবৃক্ষঃ সনাতনঃ।
নিত্যপুষ্পফলোপেতঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ ॥২৪
তস্য নাম্না সমাখ্যাতো জম্বুদ্বীপে বনস্পতিঃ।
যোজনানাং সহস্রং তু শতকানাম্মহাদ্রুমঃ।
উৎসেধো বৃক্ষরাজস্য দিবং স্পৃশতি সর্ব্বশঃ ॥
অরত্নীনাং শতান্যষ্টৌ একষষ্ট্যধিকানি তু।
ফলপ্রমাণং সংখ্যাতমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥২৬
পতমানানি তান্যুর্ব্ব্যাং কুর্ব্বন্তি বিপুলং স্বনম্।
তস্যা জম্বাঃ ফলরসো নদীভূয় প্রসর্পতি ॥২৭
মেরুং প্রদক্ষিণীকৃত্য জম্বুবৃক্ষং বিশত্যধঃ।
তে পিবন্তি সদা হৃষ্টা জম্বুরসফলাবৃতাঃ ॥২৮
জম্বুরসফলং পীত্বা ন জরাং প্রাপ্নুবন্তি তে।
ন ক্রোধং ন চ রোগং তু ন চ মৃত্যুং তথাবিধম্
তত্র জাম্বুনদং নাম কনকং দেবভূষণম্।
ইন্দ্রগোপকসঙ্কাশং জায়তে ভাস্বরন্তু তৎ ॥৩০
সর্ব্বেষাং বর্ষবৃক্ষাণাং শুভঃ ফলরসস্তু সঃ
স্কন্নং ভবতি তচ্চাপি কনকং দেবভূষণম্ ॥৩১

পরিমিত, তথায় চতুস্ত্রিংশৎ সহস্র যোজন ব্যাপিয়া গন্ধমাদনগিরি অবস্থিত। উহা উত্তর ও দক্ষিণ দিকে নীল ও নিষধাচল পর্য্যন্ত আয়ত ভূপৃষ্ঠ হইতে উহার উচ্চতার পরিমাণ চত্বারিংশৎ সহস্র যোজন উহা ভূগর্ভে এক সহস্র যোজন প্রবিষ্ট হইয়া অধিষ্ঠিত। উহার পূর্ব্বদিকে মাল্যবান্ গিরি। এই গিরির পরিমাণ গন্ধমাদনেরই অনুরূপ বলিয়া কথিত। দক্ষিণে নীলাচল, উত্তরে নিষধাচল আর ঐ গন্ধমাদন ও মাল্যবান্ ইহাদের মধ্যে সুপ্রমাণ মহামেরু অবস্থিত। উহার বিস্তার প্রমাণ নিযুত যোজন। সমুদ্রের ন্যায় বৃত্তাকারে অবস্থিত বলিয়া মহীমণ্ডলস্থ সুমেরুর পরিমাণগত কিঞ্চিৎ হ্রাস দেখা যায়; কেননা, চতুরস্র পরিমাণকে বৃত্তাকারে ধরিলে উহার চারি কোণ হইতে কিছু কিছু পরিমাণ হ্রাস পায় বলিয়া মধ্যভাগের পরিমাণ-গত ন্যূনতা নিশ্চিত। নিষধাচলের উত্তর দিক্ দিয়া সুমেরুর দক্ষিণ পার্শ্বে এক জম্বুরসবতী নদী প্রবাহিত। ঐ নদী প্রভিন্ন অঞ্জনসদৃশ; তথায় সুদর্শন নামে এক মহা জম্বুবৃক্ষ আছে। উহা নিত্য পুষ্পফলে অন্বিত এবং সিদ্ধ ও চারণগণ কর্ত্তৃক সেবিত। জম্বুদ্বীপের নামানুসারে ঐ দ্বীপে অন্য এক মহান বনস্পতি আছে। ঐ বনস্পতি সাত সহস্র যোজন বিস্তৃত, উহার এত ঔন্নত্য যে, তাহা সর্ব্ব প্রকারে স্বর্গভূমি স্পর্শ করিয়াছে। ১৩—২৫। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ বলেন, ঐ বৃক্ষের এক একটী ফলের প্রমাণ অষ্ট শত ষষ্টি অরত্নি। ঐ সকল ফল ভূতলে পতিত হইয়া মহা শব্দ উৎপাদন করে। তাহাদের রসপ্রবাহ নদীর আকারে প্রসর্পিত হইয়াছে এবং মেরুগিরিকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া পুনরায় জম্বুবৃক্ষের নিম্নে প্রবেশ করিয়াছে। তত্রত্য অধিবাসীরা হৃষ্টচিত্তে ঐ জম্বুফলরস পান করে, তাহারা জম্বুফলরস পান করিয়া কদাচ জরা, ব্যাধি ক্রোধ বা মৃত্যু প্রাপ্ত হয় না। তথায় জাম্বুনদ নামে এক প্রকার বিশুদ্ধ সুবর্ণ জন্মে; উহা দেবগণের ভূষণস্বরূপ এবং ইন্দ্রচাপ-সদৃশ ভাস্বর। সমুদায় বর্ষ-বৃক্ষের মধ্যে এই ফলরসই সুমধুর। ঐ সকল বৃক্ষের শুক্র ক্ষরিত হইয়া

তেষাং মূত্রং পুরীষঞ্চ দিক্ষু সর্ব্বাসু ভাগশঃ।
ঈশ্বরানুগ্রহাদ্ভূমির্মৃতাংশ্চ গ্রসতে তু তান্ ।৩২
রক্ষঃপিশাচা যক্ষাশ্চ সর্ব্বে হৈমবতাঃ স্মৃতাঃ।
হেমকূটে তু গন্ধর্ব্বা বিজ্ঞেয়াঃ সাপ্সরোগণাঃ।
সর্ব্বে নাগাস্তু নিষধে শেষবাসুকিতক্ষকাঃ।
মহামেরৌ ত্রয়স্ত্রিংশদ্রমন্তে যাজ্ঞিকাঃ সুরাঃ।
নীলে তু বৈদূর্য্যময়ে সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ ।৩৪
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ শ্বেতপর্ব্বত উচ্যতে।
শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠঃ পিতৃণাং প্রতিসঞ্চরঃ।।
নবস্বেতেষু বর্ষেষু যথাভাগস্থিতেষু বৈ।
ভূতান্যুপনিবিষ্টানি গতিমন্তি ধ্রুবাণি চ।৩৬
তেষাং বিবৃদ্ধির্বহুলা দৃশ্যতে দেবমানুষী।
ন শক্যা পরিসংখ্যাতুং শ্রদ্ধেয়ানুবুভূষতা।৩৭

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবনবিন্যাসো
নাম ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।৪৬।

দেবভূষণ কনকাকারে পরিণত হয়, এবং তাহাদের মূত্র এবং পুরীষও বিভাগক্রমে সর্ব্বদিকে পতিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরানুগ্রহেই তত্রত্য ভূমি মৃতদিগকে গ্রাস করে। রক্ষ, পিশাচ ও যক্ষগণ হিমালয়বাসী এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা হেমকূটস্থ, শেষ, বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি সমস্ত নাগ নিষধাচলে অবস্থিত। ত্রয়স্ত্রিংশৎ যাজ্ঞিক সুরগণ মহামেরুর উপরি ভ্রমণশীল। বৈদূর্য্যময় নীলাচলে অনল, সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিগণ বিরাজমান। শ্বেতগিরি দৈত্য ও দানবগণের বাসভবন বলিয়া উল্লিখিত। শৃঙ্গবান্ গিরি পিতৃগণের আবাসস্থল। বিভাগক্রমে অবস্থিত এই নয়টী বর্ষে গতিশীল ভূতগণ নিত্য উপনিবিষ্ট। এই সকল ভূতদিগের নিত্য মানুষী বহু বিবৃদ্ধি দেখা যায়, বিশেষ অনুধাবন করিয়াও তাহার পরিসংখ্যা করিতে পারা যায় না।২৬—৩৭।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।।৪৬।।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

মধ্যে হিমবতঃ পার্শ্বে কৈলাসো নাম পর্ব্বতঃ।
তস্মিন্ নিবসতি শ্রীমান্ কুবেরঃ সহ রাক্ষসৈঃ
অপ্সরোগণসংযুক্তো মোদতে হ্যলকাধিপঃ।।১
কৈলাসপাদাৎ সম্ভূতং পুণ্যং শীতজলং শুভম্
মন্দং নাম্না কুমুদ্বৎ শরদম্বুদসন্নিভম্।।২
তস্মাদ্দিব্যা প্রভবতি নদী মন্দাকিনী শুভা।
দিব্যঞ্চ নন্দনং তত্র তস্যাস্তীরে মহদ্বনম্।।৩
প্রাগুত্তরেণ কৈলাসাদ্দিব্যসর্ব্বৌষধং গিরিম্।
সুরধাতুময়ং চিত্রং সুবর্ণং পর্ব্বতং প্রতি।।৪
চন্দ্রপ্রভো নাম গিরিঃ স শুভ্রো রত্নসন্নিভঃ।।
তস্য পাদে মহদ্দিব্যমচ্ছোদং নাম তৎসরঃ।।
তস্মাদ্দিব্যা প্রভবতি হ্যচ্ছোদা নাম নিম্নগা
তস্যাস্তীরে মহাদিব্যং বনং চৈত্ররথং স্মৃতম্।।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হিমালয়ের মধ্য পার্শ্বে কৈলাস নামে এক পর্ব্বত আছে, তথায় শ্রীমান্ কুবের রাক্ষসগণ সহ বাস করেন। অলকাপতি কৈলাসে অপ্সরাগণ সহ নিত্যই আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকেন। কৈলাসশৈলের পাদদেশ হইতে শরদম্বুদ-সদৃশ, পবিত্র সুখ শীতল জল উৎপন্ন হয়। এই জল মন্দ নামে অভিহিত এই মন্দ জল হইতেই শুভ মন্দাকিনী নাম্নী দিব্য নদী উৎপন্ন এই নদীর তীরে এক দিব্য বৃহৎ নন্দনবন প্রতিভাত। কৈলাস শৈলের পূর্ব্বোত্তর দিকে চন্দ্রপ্রভ নামে এক রত্নসন্নিভ গিরি আছে, ঐ গিরি দিব্যসত্ত্ব ও ওষধিসম্পন্ন নানাবিধ ধাতুমণ্ডিত স্বর্ণাচলের অদূরে অবস্থিত। উহার পাদদেশে অচ্ছোদ নামে এক সুবৃহৎ স্বর্গীয় সরোবর বিরাজিত, এই সরোবর হইতে অচ্ছোদা নাম্নী এক দিব্য নদী প্রবাহিত হইতেছে সেই নদীর তীরে চৈত্ররথ নামক প্রসিদ্ধ বন বিদ্যমান।

তস্মিন্ গিরৌ নিবসতি মণিভদ্রঃ সহানুগঃ।
যক্ষসেনাপতিঃ ক্রূরগুহ্যকৈঃ পরিবারিত।।৭
পুণ্যা মন্দাকিনী চৈব নিম্নগাচ্ছোদিকা তথা।
মহীমণ্ডলমধ্যেন প্রবিষ্টে তে মহোদধিম্।।৮
কৈলাসাদ্দক্ষিণ প্রাচ্যাং শিবসর্ব্বৌষধিং শুভম্।
মনঃশিলাময়ং দিব্যং পিশঙ্গং পর্ব্বতং প্রতি।
লোহিতো হেমশৃঙ্গস্তু গিরিঃ সূর্য্যপ্রভো মহান্
তস্য পাদে মহদ্দিব্যং লোহিতং নাম তৎসরঃ।।
তস্মাৎ পুণ্যঃ প্রভবতি লৌহিত্যঃ স নদো মহান্
দেবারণ্যং বিশোকঞ্চ তস্য তীরে মহাবনম্।।
তস্মিন্ গিরৌ নিবসতি যক্ষো মণিবরো বশী।
সৌম্যৈঃ সুধার্ম্মিকৈশ্চৈব গুহ্যকৈঃ পরিবারিতঃ
কৈলাসাদ্দক্ষিণে পার্শ্বে ক্রূরসর্ব্বৌষধং গিরিম্।
বৃত্রকায়াৎ কিলোৎপন্নমঞ্জনং ত্রিককুং প্রতি।।১৩
সর্ব্বধাতুময়স্তত্র সুমহান্ বৈদ্যুতো গিরিঃ।
তস্য পাদে সরঃ পুণ্যং মানসং সিদ্ধসেবিতম্।।
তস্মাৎ প্রভবতে পুণ্যা সরযূর্লোকভাবনী।
তস্যাস্তীরে বনং দিব্যং বৈভ্রাজং নাম বিশ্রুতম্
কুবেরানুচরস্তত্র প্রহেতৃতনয়ো বশী।
ব্রহ্মপাতো নিবসতি রাক্ষসোহনন্তবিক্রমঃ।
অন্তরিক্ষচরৈর্ঘোরৈর্যাতুধানশতৈর্বৃতঃ।।১৬
অপরেণ তু কৈলাসাৎ সুখসর্ব্বৌষধিং গিরিম্।
অরুণং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং রুক্মধাতুময়ং প্রতি।।১৭
ভবস্য দয়িতঃ শ্রীমান্ পর্ব্বতো মেঘসন্নিভঃ।
শাতকুম্ভময়ৈঃ শুভ্রৈঃ শিলাজালৈঃ সমাবৃতঃ
শতসংখ্যৈস্তাপনীয়ৈঃ শৃঙ্গৈর্দিবমিবোল্লিখন্।
শৃঙ্গবান্ স মহাদিব্যো দুর্গশৈলো হিমাচিতঃ।।
তস্মিন্ গিরৌ নিবসতি গিরিশো ধূম্রলোহিতঃ
তস্য পাদাৎ প্রভবতি শৈলোদং নাম তৎসরঃ

পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রপ্রভ শৈলে যক্ষসেনাপতি মণিভদ্র অনুচরসহ বাস করিতেছেন। ক্রূরপ্রকৃতি গুহ্যকগণ তাঁহার সমভিব্যাহারে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছে, মন্দাকিনী ও অচ্ছোদা নাম্নী পুণ্য নদীদ্বয় মহীমণ্ডলের মধ্য দিয়া মহাব্ধি মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কৈলাসশৈলের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে সূর্য্যপ্রভ নামে এক মহান্ শৈল আছে। উহা দেখিতে লোহিতাকার; উঁহার শৃঙ্গগুলি হেমময়। এই গিরি শিবসত্ত্ব সম্পন্ন মনঃশিলাময় স্বর্গীয় পিশঙ্গাচলের অদূরে অবস্থিত। এই সূর্য্যপ্রভ গিরি পাদদেশে লোহিত নামে এক দিব্য মহৎ সরোবর আছে। ঐ সরোবর হইতে লৌহিত্যনামে এক পুণ্য মহানদ প্রবাহিত হইতেছে। তাহার তীরে বিশোক নামে এক মহাবন বিরাজমান এই বন দেবগণের লীলাস্থান। পূর্ব্বোক্ত শৈলোপরি মণিবর নামে এক যক্ষরাজ বাস করেন। তিনি সৌম্য সুধার্ম্মিক গুহ্যকসমূহে পরিবৃত। কৈলাস-শৈলের দক্ষিণ পার্শ্বে বৃত্রকায় হইতে উৎপন্ন, ক্রূর জন্তু ও ওষধিমণ্ডিত অঞ্জনাচলের অদূরে সর্ব্বধাতুময় সুমহান্ বৈদ্যুত গিরি বিরাজিত। তাহার পাদদেশে সিদ্ধ-সেবিত এক পুণ্য সরোবর আছে; উহার নাম মানস। এই মানস সরোবর হইতে লোকপাবনী পুণ্য সরযূ নদী প্রবাহিত হইতেছে। উহার তীরে দিব্য দিব্য বৈভ্রাজ বন বিরাজিত। ঐ বনে প্রহেতৃনন্দন কুবেরানুচর ব্রহ্মপাত নামে এক বিপুলবিক্রম রাক্ষস বাস করে। অন্তরীক্ষচর শত শত ভীষণ যাতুধান কর্ত্তৃক ঐ রাক্ষস সর্ব্বদা পরিবৃত।১—১৬। কৈলাস শৈলের পশ্চিম প্রান্তে প্রধান প্রধান জন্তু ও ওষধিমণ্ডিত রুক্মধাতুময় গিরিবর অরুণাচলের অদূরে শাতকুম্ভময় শুভ্র শুভ্র শিলাসমূহে সমাবৃত ভব-দয়িত মেঘাকার শ্রীমান্ পর্ব্বত অবস্থিত। শতসংখ্যক হেমশৃঙ্গ দ্বারা ঐ গিরি যেন গগনতল স্পর্শ করিয়া বিরাজিত। ঐ দুর্গম গিরি সুবৃহৎ দেবভোগ্য ও হিমাচিত। ঐ গিরির উপরিভাগে ধূম্র লোহিত গিরিশ বাস করেন উঁহার পাদদেশ হইতে শৈলোদ নামে এক সরোবর সমুৎপন্ন হইয়াছে। সেই সরোবর হইতে শৈলোদা নাম্নী এক দিব্য নদী

তস্মাৎ প্রভবতে দিব্যা শৈলোদা নাম নিম্নগা
সা চক্ষুঃশীতয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টা লবণোদধিম্। ২১
তস্যাস্তীরে বনং দিব্যং বিশ্রুতং সুরভীতি বৈ
অস্তোত্তরেণ কৈলাসাদ্রিবসর্ত্তৌষধো গিরিঃ।
গৌরো নাম গিরিস্তত্র হরিতালময়ঃ শুভঃ
হিরণ্যশৃঙ্গঃ সুমহান্ দিব্যো মণিময়ো গিরিঃ।
তস্য পাদে মহদ্দিব্যং শুভং কাঞ্চনবালুকম্।
রম্যং বিন্দুসরো নাম যত্র যাতো ভগীরথঃ।।২৪
গঙ্গানিমিত্তং রাজর্ষিরুবাস বহুলাঃ সমাঃ।
দিবং যাস্যন্তি মে পূর্ব্বে গঙ্গাতোয়পরিপ্লুতাঃ।
তত্র ত্রিপথগা দেবী প্রথমন্তু প্রতিষ্ঠিতা।
সোমপাদপ্রসূতা সা সপ্তধা প্রতিপদ্যতে।।২৬
যূপা মণিময়াস্তত্র চিতয়শ্চ হিরণ্ময়াঃ।
তত্রেষ্ট্বা তু গতঃ স্বর্গং শক্রঃ সর্ব্বৈঃ সুরৈঃ সহ
দিবিচ্ছায়াপথো যস্তু অনুনক্ষত্রমণ্ডলম্।
দৃশ্যতে ভাস্বরো রাত্রৌ দেবী ত্রিপথগা তু সা
অন্তরিক্ষং দিবঞ্চৈব ভাবয়ন্তী ভুবঙ্গতা।।
ভবোত্তমাঙ্গে পতিতা সংরুদ্ধা যোগমায়য়া।
তস্যা যে বিন্দবঃ কেচিৎ ক্রুদ্ধায়াঃ পতিতাঃ ক্ষিতৌ।
কৃতঃ বিন্দুসরস্তত্র ততো বিন্দুসরঃ স্মৃতম্।।
ততো নিরুদ্ধা দেবী সা ভবেন স্ম রতা কিল
চিন্তয়ামাস মনসা শঙ্করক্ষেপণং প্রতি।।৩১
ভিত্ত্বা বিশামি পাতালং স্রোতসা গৃহ্য শঙ্করম্
জ্ঞাত্বা তস্যা অভিপ্রায়ং ক্রূরং দেব্যা চিকীর্ষিতম্
তিরোভাবয়িতুং বুদ্ধিরাসীদঙ্গেষু তাং নদীম্।
তস্যাবলেপং তং বুদ্ধা নদ্যাঃ ক্রুদ্ধস্তু শঙ্করঃ।
নিরুধ্য তু শিরস্যেনাং বেগেন পতিতাং ভুবি

প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদী চক্ষু ও শীতা নদীর মধ্য দিয়া লবণ-সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। উহার তীরে সুরভি নামে এক বিখ্যাত স্বর্গীয় বন বিরাজিত। কৈলাসশৈলের উত্তরদিকে মঙ্গলময় প্রাণী ও ওষধিময় গৌর নামে এক গিরি আছে। উহা হরিতালময়; উহার শৃঙ্গগুলি হিরণ্ময়। উহা এক দিব্য মণিময় সুমহান্ শুভ গিরি। উহার পাদদেশে এক রমণীয় কাঞ্চন বালুকাময় দিব্য সরোবর আছে। তাহার নাম বিন্দুসর, রাজা ভগীরথ সেই স্থানে গমন করিয়াছিলেন। সেই রাজর্ষি গঙ্গার নিমিত্ত তথায় বহু বৎসর বাস করেন। মদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ গঙ্গাজলে প্লাবিত হইয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইবেন, রাজর্ষি ভগীরথ মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প লইয়াই সেখানে গঙ্গার আরাধনা করেন। দেবী ত্রিপথগা প্রথমতঃ সেই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি সোমপাদ হইতে প্রসূত হইয়া সপ্তধা ভিন্নাকারে প্রবাহিত হন। তথায় যূপসকল মণিময় ও চিতি সকল হিরণ্ময় ছিল। ইন্দ্র সমস্ত সুরগণ সহ সেই স্থানে যজ্ঞ করিয়া স্বর্গধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন আকাশে রাত্রিযোগে নক্ষত্রমণ্ডলের সমীপে যে উজ্জ্বল ছায়াপথ দেখা যায়, উহাই দেবী ত্রিপথগামিনী। তিনি স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ প্লাবিত করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন দেবী ত্রিপথগা মহাদেবের উত্তমাঙ্গে পতিত ও যোগমায়ায় সংরুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইলে ভূতলে যে কতিপয় জলবিন্দু পতিত হইয়াছিল, তাহাতেই বিন্দুসর নির্ম্মিত হয় এবং সেই হইতেই উহা প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৭—৩০। দেবী গঙ্গা পরিহাস-রসিক মহাদেব কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি কি প্রকারে শঙ্করের হস্ত হইতে মুক্ত হই। আমি স্রোতোবেগে শঙ্করকে লইয়া পাতাল ভেদ করিয়াই প্রবেশ করি। ইতি মধ্যে শঙ্কর তাঁহার ঐ ক্রূর অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে একেবারেই লুক্কায়িত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিলেন এবং সেই গঙ্গা নদীর উদ্ধত চেষ্টায় তিনি কিঞ্চিৎ কুপিতও হইলেন। অপিচ শঙ্কর সেই সবেগে ভূতল-পতিতা গঙ্গাকে স্বীয় মস্তক

এতস্মিন্নেব কালে তু দৃষ্ট্বা রাজানমগ্রতঃ।
ধমনীসন্ততং ক্ষীণং ক্ষুধাপরিগতেন্দ্রিয়ম্।।৩৪
অনেন তোষিতশ্চাহং নদ্যর্থং পূর্ব্বমেব হি।
বুদ্ধাস্য বরদানন্তু কোপং নিয়তবাংস্তু সঃ।।৩৫
ব্রহ্মণো হি বচঃ শ্রুত্বা প্রতিজ্ঞাধারণং প্রতি
ততো বিসর্জ্জয়ামাস সংরুদ্ধাং স্বেন তেজসা
নদীং ভগীরথস্যার্থে তপসোগ্রেণ তোষিতঃ।
ততো বিসৃজ্যমানায়াঃ স্রোতস্তৎসপ্তধা গতম্
ত্রয়ঃ প্রাচীমভিমুখং প্রতীচীং ত্রয় এব তু।
নদ্যাঃ স্রোতস্তু গঙ্গায়াঃ প্রত্যপদ্যত সপ্তধা।
নলিনী হ্লাদিনী চৈব পাবনী চৈব প্রাগ্‌গতা।।
সীতা চক্ষুশ্চ সিন্ধুশ্চ প্রতীচীং দিশমাশ্রিতাঃ
সপ্তমী ত্বনুগা তাসাং দক্ষিণেন ভগীরথম্।।৩৯
অস্মাদ্ভাগীরথী যা সা প্রবিষ্টা লবণোদধিম্।
সপ্তৈতা ভাবয়ন্তীহ হিমাহ্বং বর্ষমেব তু।।৪০

প্রসূতাঃ সপ্ত নদ্যস্তাঃ শুভা বিন্দুসরোদ্ভবাঃ।
নানাদেশান্ ভাবয়ন্তো ম্লেচ্ছপ্রায়াংশ্চ সর্ব্বশঃ।
উপগচ্ছন্তি তাঃ সর্ব্বা যতো বর্ষতি বাসবঃ
সিরিন্ধ্রান্ কুন্তলাংশ্চীনান্ বর্ব্বরান্যবসান্ দ্রুহ্যান্
রুষাণাংশ্চ কুনিন্দাংশ্চ অঙ্গলোকবরাশ্চ যে।
কৃত্বা দ্বিধা সিন্ধুমরুং সীতাগাৎ পশ্চিমোদধিম্।।
অথ চীনমরূংশ্চৈব তঙ্গণান্ সর্ব্বমূলিকান্।
সাধ্রাংস্তুষারাংস্তুম্পাকান্ পহ্লবান্ দরদান্
শকান্।
এতান্ জনপদান্ চক্ষুঃ প্লাবয়ন্তী গতোদধিম্।
দরদাংশ্চ সকাশ্মীরান্ গান্ধারান্ বরপান্ হ্রদান্
শিবপৌরানিন্দ্রহাসান্ বদাতীংশ্চ বিসর্জ্জয়ান্।
সৈন্ধবান্ রন্ধ্রকরকান্ ভ্রমরাভীররোহকান্।
শুনামুখাংশ্চোর্দ্ধমনূন্ সিদ্ধচারণসেবিতান্।।৪৩
গন্ধর্ব্বান্ কিন্নরান্ যক্ষান্ রক্ষোবিদ্যা-
ধরোরগান্
কলাপগ্রামকাংশ্চৈব পারদান্ সীগণান্ খসান্
কিরাতাংশ্চ পুলিন্দাংশ্চ কুরূন্ সভরতানপি।

মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ইত্যবসরে তিনি সম্মুখে দেখিলেন—ক্ষীণদেহ শিরা-পরিব্যাপ্ত রাজা ভগীরথ ক্ষুধায় বিকলেন্দ্রিয় হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিলেন—ঐ ভগীরথই পূর্ব্বে গঙ্গার নিমিত্ত আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন; অতএব ইহাঁকে বরদান করা কর্ত্তব্য। ইহা বুঝিয়া তিনি স্বীয় কোপ সম্বরণ করিলেন। এই সময় ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালনে শঙ্করের বুদ্ধি নিবিষ্ট হইল। অনন্তর সেই রুদ্ধ গঙ্গাকে ভগীরথের জন্য স্বয়ং তিনি সসন্তোষে স্বীয় তেজে পরিত্যাগ করিলেন। পরে সেই বিসর্জ্জিত গঙ্গার স্রোতোধারা সপ্তধা বিভক্ত হয়। তাহার তিনটী ধারা প্রাচী দিকে ও তিনটী প্রতীচী দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। নলিনী হ্লাদিনী ও পাবনী এই তিন ধারা পূর্ব্বদিকে প্রয়াত এবং সীতা, চক্ষু ও সিন্ধু এই তিনটী ধারা প্রতীচী দিকে প্রবাহিত। গঙ্গার যে সপ্তমী ধারা, উহা দক্ষিণপথে ভগীরথের অনুগমন করে। এই জন্যই গঙ্গা ভাগীরথী নামে পরিচিত হইয়া লবণসাগরে প্রবেশ করেন। গঙ্গার এই সপ্ত ধারাই হিম বর্ষ প্লাবিত করিতেছে। বিন্দুসরোবর হইতে সাতটী নদী প্রসূত। উহারা বিবিধ ম্লেচ্ছপ্রায় দেশসমূহ সর্ব্বথা প্লাবিত করিয়া থাকে এবং এই সপ্ত নদীই সিরীন্ধ্র, কুন্তল, চীন, বর্ব্বর, যবন, দ্রুহ, রুষান, কুলিন্দ, ও প্রসিদ্ধ অঙ্গলোকে উপস্থিত হইয়াছে। গঙ্গার শীতা ধারা সিন্ধু, ও মরুদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পশ্চিম সাগরে প্রবেশ করিয়াছে.৩১—৪৩। চক্ষুনাম্নী ধারা চীন, মরু, তঙ্গণ, সর্ব্বমূলিক, অন্ধ্র, তুষার, তুম্পাক, পহ্লব, দরদ, ও শক নামক জনপদ সকল প্লাবিত করিয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে দরদ, কাশ্মীর, গান্ধার, বরক, হ্রদ, শিবপৌর, ইন্দ্রহাস, বদাতি, বিসর্জ্জয়, সৈন্ধব, রন্ধ্রকরক, ভ্রমর, আভীর, রোহক, সুনামুক, ঊর্দ্ধমনু, সিদ্ধ-চারণসেবিত দেশসমূহ, গন্ধার্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ, বিদ্যাধর, উরগ, কলাপগ্রাম, পারদ, সীগণ, খশ, কিরাত, পুলিন্দ, কুরু, ভরত, পঞ্চাল,

শকালকাংশ্চ মৎস্যাংশ্চ মগধাঙ্গাংস্তথৈব চ।।
ব্রহ্মোত্তরাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ তাম্রলিপ্তাংস্তথৈব চ।
এতান্ জনপদানার্য্যান্ গঙ্গা ভাবয়তে শুভান্
ততঃ প্রতিহতা বিন্ধ্যে প্রবিষ্টা দক্ষিণোদধিম্।
ততশ্চাহ্লাদিনী পুণ্যা প্রাচীনাভিমুখী যযৌ।
প্লাবয়ন্ত্যুপভোগাংশ্চ নিষাদানাঞ্চ জাতয়ঃ
ধীবরানৃষিকাংশ্চৈব তথা নীলমুখানপি।।৫১
কেরলানুষ্ট্রকর্ণাংশ্চ কিরাতানপি চৈব হি।
কালোদরান্ বিবর্ণাংশ্চ কুমারান্ স্বর্ণভূষিতান্
সা মণ্ডলে সমুদ্রস্য তিরোভূতানুপূর্ব্বতঃ।
ততস্তু পাবনী চৈব প্রাচীমেব দিশং গতা।।৫৩
অপথান্ ভাবয়ন্তীহ ইন্দ্রদ্যুম্নসরোঽপি চ।
তথা খরপথাংশ্চৈব ইন্দ্রশঙ্কুপথানপি।।৫৪
মধ্যেনোদ্যানমস্করারান্ কুথপ্রাবরান্ যযৌ।
ইন্দ্রদ্বীপসমুদ্রে তু প্রবিষ্টা লবণোদধিম্।।৫৫
ততশ্চ নলিনী চাগাৎ প্রাচীমাশাং জবেন তু
তোমরান্ ভাবয়ন্তীহ হংসমার্গান্ সহূহুকান্।।
পূর্ব্বান্ দেশাংশ্চ সেবন্তী ভিত্ত্বা সা বহুধা গিরীন্
কর্ণপ্রাবরণাংশ্চৈব প্রাপ্য চাশ্বমুখানপি।।৫৭
সিকতাপর্ব্বতমরূন্ গত্বা বিদ্যাধরান্ যযৌ।
নেমিমণ্ডলকোষ্ঠে তু প্রবিষ্টা সা মহোদধিম্।।
তাসাং নদ্যুপনদ্যশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
উপগচ্ছন্তি তাঃ সর্ব্বা যতো বর্ষতি বাসবঃ।।৫৯
বস্বোকসারাতীরে তু বনে সুরভিসিংহ্বকে।
হরিশৃঙ্গে তু বসতি বিদ্বান্ কৌবেরকো বশী।।
যজ্ঞোপেতঃ স সুমহানমিতৌজাঃ সুবিক্রমঃ।
তত্রাগস্ত্যৈঃ পরিবৃতো বিদ্বদ্ভির্ব্রহ্মরাক্ষসৈঃ।
কুবেরানুচরা হ্যেতে চত্বারস্তৎসমাঃ স্মৃতাঃ।।৬১
এবমেব তু বিজ্ঞেয়া ঋদ্ধিঃ পর্ব্বতবাসিনাম্।
পরস্পরেণ দ্বিগুণা ধর্ম্মতঃ কামতোঽর্থতঃ।।৬২
হেমকূটস্য পৃষ্ঠে তু সরসং নাম তৎস্মৃতঃ।
মনস্বিনী প্রভবতি তস্মাজ্জ্যোতিষ্মতী চ সা
অবগাহ্য হ্যুভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব্বপশ্চিমৌ।

কাশী, মৎস্য, মগধ, অঙ্গ, ব্রহ্মোত্তর বঙ্গ, ও তাম্রলিপ্ত, এই সকল লোক ও জনপদসমূহকে গঙ্গা নদী পবিত্র করিতেছেন এবং বিন্ধ্যাচলে প্রতিহত হইয়া দক্ষিণসাগরে প্রবেশ করিয়াছেন। পবিত্র হ্লাদিনী ধারা প্রাচীনাভিমুখে প্রয়াণ করিয়াছে; উপভোগ, নিষাদজাতি, ধীবর ঋষিক, নীলমুখ কেরল, উষ্ট্রকর্ণ, কিরাত ও কালোদর, বিবর্ণ, স্বর্ণভূষিত ও কুমারদিগকে ইনিই প্লাবিত করিয়া সমুদ্রমণ্ডলে তিরোভূত হইয়াছেন। অন্তরপাবনী ধারা প্রাচীদিকে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সমস্ত অপথ, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, খরাপথ, ইন্দ্রশঙ্কুপথ ও কুথপ্রাবরণ প্রভৃতি স্থান প্লাবিত করিয়া ইন্দ্রদ্বীপের সন্নিকটস্থ সমুদ্রপথে ইনিই লবণসাগরে প্রবেশ করিয়াছেন। নলিনী ধারা সবেগে প্রাচীনদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা তোমার, হংসমার্গ, হূহুক ও অন্যান্য পূর্ব্বদেশসমূহ প্লাবিত হইতেছে। এই ধারাই বহু পর্ব্বত ভেদ করিয়া কর্ণপ্রাবরণ, অশ্বমুখ, সিকতাপর্ব্বত ও মরু প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইয়া বিদ্যাধরদেশে গমন করিয়াছে; অনন্তর নেমিমণ্ডল কাষ্ঠের নিকট দিয়া মহাব্ধিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ঐ সপ্ত ধারা হইতে শত শত সহস্র সহস্র নদী ও উপনদী সকল বহির্গত হইয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগের সঙ্গেই মিলিত হইয়াছে। বাসব এই সকল নদীর জল লইয়াই বর্ষণ করিয়া থাকেন।৪৪—৫৯। বস্বোকসারার তীরস্থিত সুরভিত বনপ্রদেশে হরি শৃঙ্গোপরি বিদ্বান্ কৌবেরক, জিতেন্দ্রিয় যজ্ঞোপেত, অমিতৌজা সুমহান্ ও সুবিক্রম—এই চারিজন কুবেরানুচর বাস করেন ইহারা অগস্ত্যবংশীয় বিদ্বান্ ব্রহ্মরাক্ষসগণে পরিবৃত এবং সকলেই কুবেরের সমকক্ষ। পর্ব্বতবাসীদিগের সমৃদ্ধি এইরূপেই প্রসিদ্ধ। তাহারা পরস্পর ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ বিষয়ে পরস্পর অপেক্ষা দ্বিগুণ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। হেমকূটের পৃষ্ঠে শায়ন নামে এক সরোবর আছে। ঐ সরোবর হইতে মনস্বিনী জ্যোতিষ্মতী নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই

সরো বিষ্ণুপদং নাম নিষধে পর্ব্বতোত্তমে।৬৫
তস্মাদ্দ্বয়ং প্রভবতি গান্ধর্ব্বী নভলী চ যা
মেরোঃ পশ্চাৎ প্রভবতি হ্রদশ্চন্দ্রপ্রভো মহান্
তত্র জাম্বুনদী পুণ্যা যস্যাং জাম্বুনদং শুভম্
পয়োদস্তু সরো নীলে সুশুভ্রং পুণ্ডরীকবৎ।।
পুণ্ডরীকা পয়োদা চ তস্মান্নদ্যৌ বিনির্গতে।
শ্বেতাৎ প্রভবতে পুণ্যং সরস্তূত্তরমানসম্।।৬৭
জ্যোৎস্না চ মৃগকান্তা চ তস্মান্নদ্যৌ সমুদ্ভবতুঃ।
মধুরংসরঃ পুণ্যঞ্চ পদ্মমীনদ্বিজাকুলম্।।৬৮
কল্পবৃক্ষসমাকীর্ণং মধুরং সর্ব্বতঃ সুখম্।
রুদ্রকান্তমিতি খ্যাতং নির্ম্মিতং ভবেন তু।।
অন্যে চাপ্যত্র বিখ্যাতাঃ পদ্মমীনদ্বিজাকুলাঃ।
নাম্না হ্রদা জয়া নাম দ্বাদশোদধিসন্নিভাঃ।।৭০

তেভ্যঃ শান্তী চ মাধ্বী চ দ্বে নদ্যৌ সম্বভূবতুঃ
যানি কিম্পুরুষাদ্যানি তেষু দেবো ন বর্ষতি।।
উদ্ভিজ্জান্যুদকান্যত্র প্রবহন্তি সরিদ্বরাঃ।
ঋষভো দুন্দুভিশ্চৈব ধূম্রশ্চৈব মহাগিরিঃ।।৭২
পূর্ব্বায়তা মহাভাগা নিম্নগা লবণাম্ভসি।
চন্দ্রকঙ্কস্তথা দ্রোণো মহানগ্নিঃ শিলোচ্চয়ঃ।
উদগায়তা উদীচ্যান্তা অবগাঢ়া মহোদধিম্।।
সোমকশ্চ বরাহশ্চ নারদশ্চ মহীধরঃ।
প্রতীচীমায়তাস্তে বৈ প্রবিষ্টা লবণোদধিম্।
চক্রো বলাহকশ্চৈব মৈনাকশ্চৈব পর্ব্বতঃ।
আয়তাস্তে মহাশৈলাঃ সমুদ্রং দক্ষিণং প্রতি।।
তত্র সংবর্ত্তকো নাম সোঽগ্নিঃ পিবতি তজ্জলম্
নাম্না সমুদ্রপঃ শ্রীমানৌর্ব্বঃ স বড়বামুখঃ।।৭৬
দ্বাদশৈতে প্রবিষ্টা হি পর্ব্বতা লবণোদধিম্।

নদী অগ্র ও পশ্চাৎ দিক্ দিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগরে অবগাহন করিয়াছে। নিষধাচলে বিষ্ণুপাদ নামে এক সরোবর আছে, তাহা হইতে গান্ধর্ব্বী ও নভলী নাম্নী দুইটী নদী প্রবাহিত হইয়াছে। মেরুর পশ্চাৎ দিকে চন্দ্রপ্রভ নামে এক সুবৃহৎ হ্রদ উৎপন্ন আছে। তাহা হইতে পবিত্র জম্বু নদী প্রবাহিত। উহার মধ্যে শুভ জাম্বুনদ নামক সুবর্ণ প্রতিভাত। নীলাচলে পয়োদ নামে এক পুণ্ডরীক-মণ্ডিত শুভ্র সরোবর আছে, তাহা হইতে পুণ্ডরীকা ও পয়োদা নাম্নী দুইটী নদী নিঃসৃত হইয়াছে। শ্বেতশৈল হইতে উত্তর মানসাখ্য পুণ্য সরোবর সমুৎপন্ন হইয়াছে। জ্যোৎস্না ও মৃগকান্তা নাম্নী দুইটী নদী তাহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তথায় পদ্ম, মীন, ও বিহঙ্গসঙ্কুল আরও একটী পুণ্য সরোবর প্রতিষ্ঠিত আছে। উহা মধুরসে পরিপূর্ণ, কল্পবৃক্ষ-সমাকীর্ণ এবং সর্ব্বদিকে সুখসম্পন্ন। উহার নাম রুদ্রকান্ত স্বয়ং ভবদেব কর্ত্তৃক উহা নির্ম্মিত। এতদ্ভিন্ন পদ্ম, মীন ও বিহঙ্গ-সঙ্কুল অন্যান্য বহু বিখ্যাত হ্রদ এখানে বিদ্যমান। ঐ সকল হ্রদ জয় নামে অভিহিত এবং দেখিতে উহারা দ্বাদশ উদধির সমকক্ষ।৬৫—৭০। ঐ সকল হ্রদ হইতে শান্তি ও মাধ্বী নাম্নী দুইটী নদী উৎপন্ন হইয়াছে। কিম্পুরুষাদি বর্ষসমূহে দেবতা বৃষ্টি বর্ষণ করেন না। তত্রত্য প্রধান প্রধান নদী সকল উদ্ভিজ্জ উদকরাশি বহন করিয়া থাকে। এই সকল মহাভাগা নিম্নগা পূর্ব্বদিকে আয়ত লবণ সাগরে প্রবিষ্ট। ঋষভ, দুন্দুভি, মহাগিরি ধূম্র, চন্দ্রকঙ্ক ও দ্রোণাদি শিলোচ্চয় সকল দক্ষিণ দিক্ হইতে উদীচীদিকের অন্ত সীমা পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া মহাব্ধি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সোমক, বরাহ ও নারদ নামক মহীধর পশ্চিমায়তভাবে লবণসাগরে প্রবেশ করিয়াছে। চক্র, বলাহক ও মৈনাক শৈল দক্ষিণায়ত হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রে আশ্রয় লইয়াছে। দক্ষিণদিক্স্থিত চন্দ্র ও মৈনাকশৈলের মধ্যভাগে সম্বর্ত্তক নামে এক অগ্নি আছে। ঐ অগ্নি দক্ষিণাব্ধির জলপান করে। এই অগ্নিরই নামান্তর সমুদ্রপ, বড়বামুখ ও শ্রীমান ঔর্ব্ব।

মহেন্দ্রভয়বিত্রস্তাঃ পক্ষচ্ছেদভয়াত্তদা।
যদেতদ্দৃশ্যতে চন্দ্রে শ্বেতে কৃষ্ণং শশাকৃতি।
ভারতস্য তু বর্ষস্য ভেদাস্তে নব কীর্ত্তিতাঃ।
ইহোদিতস্য দৃশ্যন্তে তথান্যেহন্যত্র চোদিতে
উত্তরোত্তরমেতেষাং বর্ষমুদ্দিশ্যতে গুণৈঃ।
আরোগ্যায়ুঃ প্রমাণাভ্যাং ধর্ম্মতঃ
কামতোহর্থতঃ।।৭৯

সমন্বিতানি ভূতানি গুণৈ র্বৈভক্ত ভাগতঃ।
বসন্তি নানাজাতীনি তেষু বর্ষেষু তানি বৈ।
ইত্যেসাধারয়ৎ সর্ব্বং পৃথ্বী বিশ্বং জগৎস্থিতৌ

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবনবিন্যাসো নাম সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।।৪৭।।

পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ্ পর্ব্বত মহেন্দ্রকৃত পক্ষচ্ছেদ-ভয়ে ভীত হইয়া তৎকালে লবণার্ণবে প্রবেশ করিয়াছিল। শুভ্রবর্ণ চন্দ্র মধ্যে ঐ যে কৃষ্ণবর্ণ শশাকৃতি দেখা যায়, উহা নবধা ভিন্ন ভারত-বর্ষেরই প্রতিবিম্ব বলিয়া কীর্ত্তিত এই বর্ষোদিত চন্দ্র মধ্যেই এই সকল দেখা যায়. অন্যত্র উদিত চন্দ্রে অন্যান্য বর্ষের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। উত্তরোত্তর ক্রমে এই সকল বর্ষবাসী প্রাণিবৃন্দ পরস্পর গুণাধিকভাবে অবস্থিত এবং আরোগ্য, আয়ুঃপ্রমাণ, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সম্বন্ধে উহারা উত্তরোত্তর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষস্থ লোক অপেক্ষা সমধিক সবৃদ্ধি-সম্পন্ন নানা জাতীয় প্রাণিবৃন্দই উল্লিখিত বর্ষসমূহে বাস করিয়া থাকে। এইরূপেই পৃথিবী জগৎস্থিতি ব্যাপারে সর্ব্ববিধ ধারণ করিয়াছেন।৭১—৮০।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।।৪৭।।

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

দক্ষিণেনাপি বর্ষস্য ভারতস্য নিবোধত।
দশযোজনসাহস্রং সমতীত্য মহার্ণবম্।।১
দ্বীপোব তু সহস্রাণি যোজনানাং সমায়তম্।
অতস্ত্রিভাগবিস্তীর্ণং নানাপুষ্পফলোদয়ম্।।২
বিদ্যুত্বন্তং মহাশৈলং তত্রৈকং কুলপর্ব্বতম্
যেন কৃটতটৈনৈকৈস্তদ্দ্বীপং সমলঙ্কৃতম্।।৩
প্রসন্নস্বাদুসলিলা তত্র নদ্যঃ সহস্রশঃ।
বাপ্যস্তস্য তু দ্বীপস্য প্রবৃদ্ধা বিমলোদকাঃ।।৪
তস্য শৈলস্য ছিদ্রেষু বিস্তীর্ণেষ্বায়তেষু চ।
অনেকেষু সমৃদ্ধানি নানাকারাণি সর্ব্বশঃ।।৫
নরনারীসমাঢ্যানি মুদিতানি মহান্তি চ।
তেষাং তলপ্রবেশানি সহস্রাণি শতানি চ।।৬
পুরাণি সন্নিবিষ্টানি পর্ব্বতান্তর্গতানি চ।
সুসম্বাধানি চান্যোন্যমেকদ্বারাণি চাপ্যথ।।৭
দীর্ঘশ্মশ্রুধরাস্তানো নীলা মেঘসমপ্রভাঃ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ভারতবর্ষের দক্ষিণে অযুতযোজন ব্যবধানে মহাসাগর বিরাজিত। ঐ মহাসাগর তিন সহস্র যোজন আয়ত; উহার ত্রিভাগবিস্তীর্ণ স্থানে বিবিধ ফলপুষ্প-সমন্বিত বিদ্যুত্বান্ নামক এক মহাশৈল কুলপর্ব্বতরূপে বিরাজমান। তদীয় শৃঙ্গদেশসমূহ দ্বারা সেই দ্বীপ উপশোভিত। ঐ দ্বীপে স্বচ্ছ ও স্বাদুসলিলা সহস্র সহস্র নদী এবং বিমলজলপূর্ণ ব্যাপী সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বিদ্যুত্বান নামক কুলপর্ব্বতের চারিদিকে বিস্তীর্ণ ও আয়ত গহ্বরসমূহ নানা আকারবিশিষ্ট, সমৃদ্ধ, সর্ব্বদা প্রমুদিত নরনারী দ্বারা পূর্ণ, অতি বৃহৎ পুর সকল শোভিত রহিয়াছে। ঐ পর্ব্বতের তলদেশে এবং মধ্যে সুসমৃদ্ধ শত শত সহস্র পুর সন্নিবিষ্ট ও উহারা পরস্পর একই দ্বারবিশিষ্ট।১—৭। তত্রত্য প্রজা অখিবামাত্র দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী,

জাতমাত্রাঃ প্রজাস্তত্র অশীতিপরমায়ুষঃ।৮
শাখামৃগসধর্ম্মাণঃ ফলমূলাশিনস্তথা।
গোধর্ম্মাণো হ্যনির্দ্দিষ্টাঃ শৌচাচারবিবর্জ্জিতাঃ
তদ্দ্বীপং তাদৃশৈঃ পূর্ণং মনুজৈঃ ক্ষুদ্রমানুষৈঃ।
এবমেতেঽন্তরদ্বীপাঃ ব্যাখ্যাতা অনুপূর্ব্বশঃ।।
বিংশত্রিংশচ্চ পঞ্চাশৎ ষষ্ট্যশীতিঃ শতং তথা
সমগ্রমপি চাপ্যুক্তং যোজনানাং সমন্ততঃ।।১১
বিস্তীর্ণাশ্চায়তাশ্চৈব নানাসত্ত্বসমাকুলাঃ।
বর্হিণদ্বীপপর্ব্বাণি ক্ষুদ্রদ্বীপাঃ সহস্রশঃ। ১২
জম্বুদ্বীপপ্রদেশাস্তু বড়ত্যো বিবিধাশ্রয়াঃ।
অত্র দ্বীপাঃ সমাখ্যাতা নানারত্নাকরাঃ ক্ষিতৌ
অঙ্গদ্বীপং যমদ্বীপং বরাহদ্বীপমেব চ।।১৪
অঙ্গদ্বীপং নিবোধ ত্বং নানাসত্ত্বসমাকুলম্।।
নানাম্লেচ্ছগণাকীর্ণং তদ্দ্বীপং বহুবিস্তরম্।।১৫
হেমবিক্রমপূর্ণানাং রত্নানামাকরং ক্ষিতৌ
নদীশৈলবনৈশ্চিত্রং সন্নিভং লবণাম্ভসা।।১৬
তত্র চক্রগিরির্নাম নৈকনির্ঝরকন্দরঃ।
তত্র সা তু নদী চাস্য নানাসত্ত্বসমাশ্রয়া।।১৭
স মধ্যে নাগদেশস্য নৈকদেশে মহাগিরিঃ
কোটিভ্যাং নাগনিলয়ং প্রাপ্তো নদনদীপতিম্।
যমদ্বীপমিতি প্রোক্তং নানারত্নাকরাচিতম্।
তত্রাপি দ্যুতিমান্নাম পর্ব্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ।
সমুদ্রগাণাং প্রভবঃ প্রভবঃ কাঞ্চনস্য তু।।
তথৈব মলয়দ্বীপমেবমেব সুসংবৃতম্।
মণিরত্নাকরং স্ফীতমাকরং কনকস্য চ।।২০
আকরং চন্দনানাঞ্চ সমুদ্রাণাং তথাকরম্।
নানাম্লেচ্ছগণাকীর্ণং নদী পর্ব্বতমণ্ডিতম্।।২১
তত্র শ্রীমাংস্তু মলয়ঃ পর্ব্বতো রজতাকরঃ।
মহামলয় ইত্যেবং বিখ্যাতো বরপর্ব্বতঃ।।২২
দ্বিতীয়ং মন্দরং নাম প্রথিতঞ্চ সদা ক্ষিতৌ।

নীলমেঘকান্তি এবং অশীতিবর্ষ পরমায়ুশালী। ঐ প্রজাগণের মধ্যে কেহ শাখামৃগের ন্যায় ফলমূল ভোজী এবং কেহ বা গোরুর ন্যায় লতাপত্রভোজী, তাহারা সকলেই শৌচাচার-বিরহিত; এবং বিধ ও অন্যান্য বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবে ঐ দ্বীপ পরিপূর্ণ। ঐরূপ অন্তরদ্বীপের বিবরণ আনুপূর্ব্বিক কথিত হইতেছে। অন্তরদ্বীপ সকলের মধ্যে কোনটী বিংশতি, কোনটী ত্রিংশৎ, কোনটী পঞ্চাশৎ, কোনটী ষষ্ট্যশীতি, কোনটী শত, এবং কোনটী বা চারিদিকে সহস্র যোজন আয়ত ও বিস্তীর্ণ এবং ঐ অন্তরদ্বীপ সকল বহুপ্রাণি-সমাকুল। বর্হিণদ্বীপবর্ষ, সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, উহারা জম্বুদ্বীপ প্রদেশ হইতে সর্ব্বাংশে সমধিক উন্নত। সম্প্রতি সে সকল দ্বীপ বর্ণিত হইতেছে, পৃথিবীর মধ্যে সেই দ্বীপপুঞ্জই নানারত্নের আকর। দ্বীপ কয়টী এই— অঙ্গদ্বীপ, যমদ্বীপ, মলয়দ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, কুশদ্বীপ এবং বরাহদ্বীপ। এতন্মধ্যে অঙ্গদ্বীপ বিবিধ প্রাণি-পরিপূর্ণ, বহু ম্লেচ্ছজন-সমাকীর্ণ ও বহু বিস্তীর্ণ এবং হেম বিক্রমাদি বহুবিধ রত্নের আকর। এই দ্বীপ বহু নদী ও শৈলবন দ্বারা বিচিত্র এবং লবণ জলধিসন্নিভ। এখানে বহু নির্ঝর ও কন্দর-সমন্বিত চক্রগিরি নামক এক পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতের গুহাপ্রদেশে নানাবিধ জন্তুর আশ্রয় এবং নাগ দেশের মধ্যে ঐ মহাগিরি দ্বারাই বহুপ্রদেশ পরিব্যাপ্ত; উহার কটিদেশে নাগনিলয় ও নদনদীপতি সাগর বিরাজিত রহিয়াছে।৮— ১৮। অনন্তর যমদ্বীপ বলিয়া যাহা কথিত হইয়াছে, উহাও নানারত্নের আকর। এখানেও ধাতুমণ্ডিত দ্যুতিমান্ নামক পর্ব্বত বিদ্যমান। ঐ পর্ব্বতই নদনদী সকল ও সুবর্ণের উদ্ভব স্থান। মলয় দ্বীপও এইরূপে বর্ত্তমান; এই দ্বীপ অত্যুচ্চ, এবং মণি, রত্ন সুবর্ণ ও চন্দনের আকর; সমুদ্রসমূহ এই দ্বীপ হইতে নির্গত হইয়াছে। এই সুসমৃদ্ধ মলয় বহু ম্লেচ্ছের আবাস ভূমি; নদী ও পর্ব্বতে ইহা বিভূষিত। এই দ্বীপে মলয়াচল আছে। উহা রজতসকলের আকর। এখানে মহামলয় নামেও আর একটী বিখ্যাত

নানাপুষ্পফলোপেতং রম্যং দেবর্ষিসেবিতম্।
অগস্ত্যভবনং তত্র দেবাসুরনমস্কৃতম্ ।২৩
তথা কাঞ্চনপাদস্য মলয়স্যাপরস্য হি।
নিকুঞ্জেস্তৃণসোমাদ্যৈরাশ্রমং পুণ্যসেবিতম্ ।।২৪
নানাপুষ্পফলোপেতং স্বর্গাদপি বিশিষ্যতে।
তত্রাবতরতে স্বর্গঃ সদা পর্ব্বসু পর্ব্বসু ।।২৫
তথা ত্রিকূটনিলয়ে নানাধাতুবিভূষিতে।
অনেকযোজনোৎসেধে চিত্রসানুদরীগৃহে।।২৬
তস্য কূটতটে রম্যে হেমপ্রাকারতোরণা।
নির্য্যূহবলভীচিত্রা হর্ম্ম্য প্রাসাদমালিনী।।২৭
শতযোজনবিস্তীর্ণা ত্রিংশদায়ামযোজনা।
নিত্যপ্রমুদিতা স্ফীতা লঙ্কা নাম মহাপুরী।।২৮
সা কামরূপিণাং স্থানং রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্
আবাসো বলদৃপ্তানাং তদ্বিদ্যাদ্দেববিদ্বিষাম্
মানুষাণামসম্বাধা হ্যগম্যা সা মহাপুরী।।২৯

তস্য দ্বীপস্য বৈ পূর্ব্বে তীরে নদনদীপতেঃ।
গোকর্ণনামধেয়স্য শঙ্করস্যালয়ং মহৎ।।৩০
তথৈবরাজ্যং বিজ্ঞেয়ং শঙ্খদ্বীপসমাশ্রিতম্।
শতযোজনবিস্তীর্ণং নানাম্লেচ্ছগণালয়ম্।।৩১
তত্র শঙ্খগিরির্নাম যৌতশঙ্খদলপ্রভঃ।
নানারত্নাকরঃ পুণ্যঃ পুণ্যকৃদ্ভির্নিষেবিতঃ।।৩২
শঙ্খনাগা মহাপুণ্যা যস্মাৎ প্রভবতে নদী
যত্র শঙ্খমুখী নাম নাগরাজঃ কৃতালয়ঃ।।৩৩
তথৈব কুমুদদ্বীপং নানাপুণ্যোপশোভিতম্।
নানাগ্রামসমাকীর্ণং নানারত্নাকরং শিবম্।।৩৪
কুমুদা নাম মহাভাগা দুষ্টচিত্তনিবর্হণী।
মহাদেবস্য ভগিনী প্রভাভিস্তাভিরিজ্যতে।
তথা বরাহদ্বীপে চ নানাম্লেচ্ছগণাকুলে।
নানাজাতিসমাকীর্ণে নানাধিষ্ঠানপত্তনে।।৩৬

পর্ব্বত আছে উহা পর্ব্বত সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দ্বিতীয় মলয় বলিয়া ক্ষিতিতলে প্রখ্যাত। দেবাসুরপূজ্য অগস্ত্যঋষি এই পর্ব্বতে বাস করিয়া থাকেন, মলয়ের অনুরূপ আরও একটী পর্ব্বত এখানে বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার নাম কাঞ্চনপাদ; ঐ পর্ব্বতে বহু তৃণ ও সোমলতা-নিকুঞ্জ দ্বারা পুণ্যজনসেবিত আশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে এবং উহা বিবিধ ফল পুষ্পে উপশোভিত হইয়া স্বর্গাপেক্ষাও অত্যুত্তম শ্রীধারণ করিয়াছে। আর এই স্থানেই প্রতিপর্ব্বে স্বর্গভূমি অবতরণ করিয়া থাকে। তারপর নানা ধাতু-বিভূষিত ত্রিকূট-নিলয় পর্ব্বত, ইহার উৎসেধ বহুযোজন, সানু ও গুহা অতীব বিচিত্র। এই ত্রিকূট শৃঙ্গ স্বর্ণময় প্রাকার ও তোরণ দ্বারা রম্য; এই ত্রিকূট শৃঙ্গে বিচিত্র বলভী-বিভূষিত—হর্ম্ম্যপ্রসাদশ্রেণী বিরাজমান। ঐ সকল প্রাসাদ শতযোজন বিস্তৃত ও ত্রিংশৎ যোজন আয়ত এবং সতত প্রমুদিত ও স্ফীত। এই স্থানেই লঙ্কানামক মহাপুরী। ঐ পুরী কামরূপী বলদৃপ্ত মহাত্মা দেবদ্বেষী রাক্ষসদিগের আবাসস্থান। ঐ মহাপুরী মানবের প্রবেশযোগ্য নহে, কিংবা কেহ উহার বাধা জন্মাইতেও সমর্থ হয় না। এই লঙ্কাদ্বীপের পূর্ব্বে সাগরতীরে গোকর্ণ নামক শঙ্করের এক প্রধান আবাসস্থান আছে। তার পর শঙ্খদ্বীপে অবস্থিত একটী রাজ্য আছে, উহা শতযোজন বিস্তীর্ণ; তথায় বহুবিধ ম্লেচ্ছজাতির নিবাস স্থান বিদ্যমান তথায় পুণ্যজন-নিষেবিত পবিত্র ও নানা রত্নের আকর স্বচ্ছ সঙ্খসদৃশ ধবল শঙ্খগিরি নামক এক পর্ব্বত আছে, ঐ শঙ্খগিরি হইতে শঙ্খনাগানাম্নী একটা পুণ্যনদী প্রবাহিত হইয়াছে শঙ্খমুখ নামে এক নাগরাজ তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ১৯—৩৩। তার পর বহুবিধ গ্রামসমাকীর্ণ নানারত্নের আকর, বিবিধ মঙ্গলবিষয়ক বহু পুণ্যজন-শোভিত কুমুদনামক একদ্বীপ বর্ত্তমান। সেখানে মহাভাগা কুমুদানাম্নী মহাদেবভগিনী স্বীয় প্রভাদ্বারা সকলের পূজ্য হইয়াছেন। তিনি চিত্তদোষ বিদূরিত করিয়া থাকেন। এইরূপ বিবিধ অধিষ্ঠান ও পত্তন-সমন্বিত বরাহ দ্বীপেও নানাবিধ ম্লেচ্ছ ও অন্যান্য বহুজাতির বাসস্থান বর্ত্তমান। ঐ দ্বীপ অত্যুচ্চ ও ধনধান্যপূর্ণ। তথায়

ধনধান্যযুতে স্ফীতি বর্দ্ধিষ্ণুজনসঙ্কুলে।
নদীশৈলবনৈশ্চিত্রৈর্বহুপুষ্পফলোপগৈঃ।।৩৭
বরাহপর্ব্বতো নাম তত্র রম্যঃ শিলোচ্চয়ঃ।
অনেককন্দরদরীগুহানির্ঝরশোভিতঃ।।৩৮
তস্যাঃসুরসপানীয়া পুণ্যতীর্থতরঙ্গিণী
বরাহী নাম বরদা প্রবৃত্তা স্ম মহানদী।।৩৯
বারাহরূপিনে তত্র বিষ্ণবে প্রভবিষ্যবে।
অনন্যদেবতাস্তস্মৈ নমস্কুর্ব্বন্তি বৈ প্রজাঃ।।৪০
এবং ষড়েতে কথিতা অনুদ্বীপাঃ সমন্ততঃ।
ভারতদ্বীপদেশো বৈ দক্ষিণে বহুবিস্তরঃ।।৪১
এবমেকমিদং বর্ষং বহুধা পরিহোচ্যতে।
সমুদ্রজলসম্ভিন্নং খণ্ডখণ্ডীকৃতং স্মৃতম্ ।৪২
এবং চতুর্মহাদ্বীপঃ সান্তরদ্বীপমণ্ডিতঃ।
সানুদ্বীপঃ সমাখ্যাতো জম্বুদ্বীপস্য বিস্তরঃ।।৪৩

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবন-
বিন্যাসো নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।।৪৮।।

ধার্ম্মিক লোকগণ বাস করিয়া থাকেন ঐ দ্বীপে অত্যুচ্চ ও ধনধান্যপূর্ণ। তথায় ধার্ম্মিক লোকগণ বাস করিয়া থাকেন। ঐ দ্বীপে বরাহ নামে এক পর্ব্বত আছে, উহা বিচিত্র নদী, দ্বীপ, শৈল, বন, বহুপুষ্প ও ফল এবং শিবাসমূহ দ্বারা সাতিশয় রম্য। বহুবিধ কন্দর, গুহা এবং নির্ঝরসমূহে উহা শতত শোভিত; সুরসজলা পবিত্রতীর্থ তরঙ্গিনী বরদা বারাহী নাম্নী মহানদী সেই বরাহ সর্ব্বদেবময়; ইহা জানিয়া বিপ্রগণ এই পর্ব্বতে বরাহরূপী প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া থাকেন। আপনাদের নিকট চতুর্দ্দিকস্থ এই ছয়টী অন্তরদ্বীপের বিষয় বর্ণন করিলাম। ভারতদ্বীপ দক্ষিণে বহু বিস্তৃত এই ভারতবর্ষ মধ্যে বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। এইরূপে অন্তরদ্বীপ-পরিশোভিত চারিটী মহাদ্বীপ, জম্বুদ্বীপের বিস্তার ও তাহার অনুদ্বীপের বিবরণ আমি পূর্ব্বেই সম্যকরূপে কীর্ত্তন করিয়াছি।৩৪—৪৩।

অষ্টাচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৮।।

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
প্লক্ষদ্বীপং প্রবক্ষ্যামি যথাবদিহ সংগ্রহাৎ।
শৃণুতেমং যথাতত্ত্বং ব্রুবতো মে দ্বিজোত্তমাঃ।।
জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণস্তস্য বিস্তরঃ
বিস্তারাত্রিগুণশ্চাস্য পরিণাহঃ সমন্ততঃ।
তেনাবৃতঃ সমুদ্রোঽয়ং দ্বীপেন লবণোদকঃ।।২
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চিরাচ্চ ম্রিয়তে প্রজা।
কুত এব হি দুর্ভিক্ষং জরাব্যাধিভয়ং কুতঃ।।৩
তত্রাপি পর্ব্বতাঃ শুভ্রাঃ সপ্তৈব মণিভূষণাঃ।
রত্নাকরাস্তথা নদ্যস্তাসাং নামানি বক্ষ্যতে
প্লক্ষদ্বীপাদিষু যেষু সপ্ত সপ্তসু সপ্তসু।
ঋজ্বায়তাঃ প্রতিদিশং নিবিষ্টাঃ পর্ব্বতাঃ সদা।।৫
প্লক্ষদ্বীপে তু বক্ষ্যামি সপ্তদ্বীপান্ মহাচলান্
গোমেদকোঽত্র প্রথমঃ পর্ব্বতো মেঘসন্নিভঃ।
খ্যায়তে তস্যনাম্না বৈ বর্ষং গোমেদকং তু তৎ

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! আমার যেরূপ জানা আছে, আমি তদনুসারে প্লক্ষদ্বীপের বিষয় বর্ণন করিতেছি; আপনারা আমার নিকট যথাযথ শ্রবণ করুন। প্লক্ষদ্বীপের বিস্তার জম্বুদ্বীপের দ্বিগুণ এবং ইহার চতুর্দ্দিকের বিশালতা তদপেক্ষা ত্রিগুণ। এই প্লক্ষদ্বীপই লবণজলধিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এখানকার জনপদ সকল অতীব পবিত্র এবং প্রজাগণ দীর্ঘায়ুঃ। এখানে দুর্ভিক্ষ জরা কিম্বা ব্যাধিভয় নাই। সেখানে বিবিধ-মণিভূষিত সাতটী পর্ব্বত এবং নানাবিধ রত্নের আকর নদী সকল রহিয়াছে। হে দ্বিজগণ! তাহাদিগের নাম বলিতেছি। সেই প্লক্ষাদি সপ্ত দ্বীপের প্রতিদিকেই সাতটী করিয়া পর্ব্বত আছে। এই সকল পর্ব্বত ঋজু ও আয়ত।১—৫। তন্মধ্যে প্লক্ষদ্বীপের সাতটী সুবৃহৎ পর্ব্বতের কথা কহিতেছি। প্রথমটীর নাম—গোমেদকপর্ব্বত;

দ্বিতীয়ঃ পর্ব্বতশ্চন্দ্রঃ সর্ব্বৌষধিসমন্বিতঃ।
অশ্বিভ্যামমৃতস্যার্থে ওষধ্যস্তত্র সংস্থিতাঃ ॥৭
তৃতীয়ো নারদো নাম দুর্গশৈলো মহোচ্চ্রয়ঃ।
তত্রাচলে সমুৎপন্নৌ পূর্ব্বং নারদপর্ব্বতৌ।।৮
চতুর্থস্তত্র বৈ শৈলো দুন্দুভির্নাম নামতঃ।
শব্দমৃত্যুঃ পুরা তস্মিন্ দুন্দুভিস্তাড়িতঃ সুরৈঃ
রজ্জুদারো রজ্জুময়ঃ শাল্মলশ্চাসুরান্তকৃৎ।।৯
পঞ্চমঃ সোমকো নাম দেবৈর্যত্রামৃতং পুরা।
সম্ভৃতং চ হৃতং চৈব মাতুরর্থে গরুত্মতা ।১০
ষষ্ঠস্তু সুমনা নাম স এবর্ষভ উচ্যতে।
হিরণ্যাক্ষো বরাহেণ তস্মিন্ শৈলে নিষূদিতঃ
বৈভ্রাজঃ সপ্তমস্তত্র ভ্রাজিষ্ণুঃ স্ফটিকো মহান্
যস্মাদ্বিভ্রাজতেঽর্চির্ভির্বৈভ্রাজস্তেন স স্মৃতঃ ॥
তেষাং বর্ষাণি বক্ষ্যামি নামতস্তু যথাক্রমম্।
গোমেদং প্রথমং বর্ষং নাম্না শান্তভয়ং স্মৃতম্।।
চন্দ্রস্য শিশিরং নাম নারদস্য সুখোদয়ম্।
আনন্দং দুন্দুভের্বর্ষে সোমকস্য শিবং স্মৃতম্।
ক্ষেমকমৃষভস্যাপি বৈভ্রাজস্য ধ্রুবং তথা ।১৪
এতেষু দেবগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ
বিহরন্তি রমন্তে চ দৃশ্যমানাস্তু তৈঃ সহ ।১৫
তেষাং নদ্যশ্চ সপ্তৈব প্রতিবর্ষং সমুদ্রগাঃ।
নামতস্তাঃ প্রবক্ষ্যামি সপ্ত গঙ্গা মহানদীঃ। ১৬
অনুতপ্তা সুতপ্তৈব নিষ্পাপা মুদিতা ক্রতুঃ।
অমৃতা সুকৃতা চৈব সপ্তৈতাঃ সরিতাং বরাঃ।
অভিগচ্ছন্তি তা নদ্যস্তাভ্যশ্চান্যাঃ সহস্রশঃ।
বহূদকাশ্চৌঘবত্যো যতো বর্ষতি বাসবঃ।।১৮
তাঃ পিবন্তি সদা হৃষ্টা নদীজলপদাস্তু তে
শুভাঃ শান্তবহাশ্চৈব প্রমোদা যে চ তে শিবাঃ
আনন্দাশ্চ ধ্রুবাশ্চৈব ক্ষেমকাশ্চ শিবৈঃ সহ।
বর্ণাশ্রমাচারযুক্তাঃ প্রজাস্তেষথ সর্ব্বশঃ ॥২০

ইহা মেঘের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, এই পর্ব্বতের বর্ষও গোমেদক আখ্যায় অভিহিত। দ্বিতীয়টীর নাম চন্দ্রপর্ব্বত; এই পর্ব্বতে সর্ব্ববিধ ওষধি সতত বর্ত্তমান; অমৃতের নিমিত্ত অশ্বিনীকুমার কর্তৃক এই পর্ব্বতে ওষধি সকল স্থাপিত হইয়াছে। তৃতীয় নারদ পর্ব্বত, এই পর্ব্বত দুর্গ শৈলরূপে বিরাজমান। ইহা অত্যুচ্চ এবং এইখানেই নারদ ও পর্ব্বত ঋষি সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। চতুর্থ দুন্দুভি; পুরাকালে এই পর্ব্বতে সুরগণ কর্তৃক শব্দমৃত্যু নামক অসুর, দন্দুভিশব্দে বিতাড়িত হইয়াছিল। ইহা রজ্জুদার, রজ্জুময়, শাল্মল প্রভৃতি অসুরগণের বধ্যভূমি। পঞ্চম অমৃত, এই অমৃতশৈলে পুরাকালে সুরগণ অমৃত সংস্থাপন করেন এবং গরুড় স্তনীয় জননীর জন্য ঐ অমৃত হরণ করে। ষষ্ঠ সুমনা, এই পর্ব্বত ঋষভ নামেও কথিত হইয়া থাকে। ভগবান্ বরাহ দেব এই শৈলেই হিরণ্যাক্ষের নিধন সাধন করেন। সপ্তম বৈভ্রাজ, এই পর্ব্বত স্ফটিকময় ও অতি দীপ্তিশালী। ইহা স্বীয় আভাস দ্বারা ভাসমান বলিয়াই এই পর্ব্বতের নাম বৈভ্রাজ হইয়াছে। এক্ষণে যথাক্রমে ইহাদিগের বর্ষসমূহের নাম কীর্ত্তন করিতেছি। গোমেদ পর্ব্বতের বর্ষনাম শান্ত ভয়, চন্দ্রের—শিশির, নারদের—সুখোদয়, দুন্দুভির—আনন্দ, সোমকের—শিব, ঋষভের — ক্ষেমক এবং বৈভ্রাজের—বর্ষ ধ্রুব। এই সকল স্থানে চারণগণসহ দেব, গন্ধর্ব ও সিদ্ধগণকে সতত বিহার ও রমণাদি করিতে দেখা যায়। এই সকল বর্ষের প্রত্যেকটীতেই সাগরান্তগামী এক একটী নদী আছে। ঐ মহানদী সপ্ত গঙ্গার নাম কীর্ত্তিত হইতেছে।৬—১৬। অনুতপ্তা, সুতপ্তা, নিষ্পাপা, মুদিতা, ক্রতু, অমৃতা ও সুকৃতা; এই প্রধান নদী সতত প্রবহমাণ, এবং উহারা অন্যান্য সহস্র সহস্র নদীর প্রসূতি। এই নদী সকল বিপুলজল এবং ওঘবতী। দেবরাজ এই সকল বর্ষে নিরন্তর বর্ষণ করিয়া থাকেন। শুভা, শান্তবহা, প্রমোদা, শিবা, আনন্দা, ধ্রুবা এবং ক্ষেমকা ইহারা যথাক্রমে বর্ষনদী বলিয়া কথিত প্রজাগণ হর্ষ সহকারে সর্ব্বদা এই সকল নদীর জল পান করিয়া থাকে। এই সকল বর্ষমধ্যে কুত্রাপি রোগ নাই অত্রত্য যাবতীয়

সর্ব্বৌষধরোগাঃ সুবলাঃ প্রজাস্ত্বাময়বর্জ্জিতাঃ।
অধঃসর্পিণী ন তেষ্বস্তি তথৈবোৎসর্পিণী ন চ
ন তত্রাস্তি যুগাবস্থা চতুর্য্যুগকৃতা ক্বচিৎ।
ত্রেতাযুগসমঃ কালঃ সর্ব্বদা তত্র বর্ত্ততে। ২২
প্লক্ষদ্বীপাদিষু জ্ঞেয়ঃ পঞ্চস্বেতেষু সর্ব্বশঃ।
দেশস্যানুবিধানেন কালস্যানুবিধাঃ স্মৃতাঃ ।২৩
পঞ্চ বর্ষসহস্রাণি তেষু জীবন্তি মানবাঃ।
সুরূপাশ্চ সুবেশাশ্চ অরোগা বলিনস্তথা।।২৪
সুখর্মাস্বূর্ব্বলং রূপমারোগ্যং ধর্ম্ম এব চ।
প্লক্ষদ্বীপাদিষু জ্ঞেয়ং শাকদ্বীপান্তকেষু চ।।২৫
প্লক্ষদ্বীপঃ পৃথুঃ শ্রীমান্ সর্ব্বতোধনধান্যবান্।
দিব্যৌষধীফলোপেতঃ সর্ব্বৌষধিবনস্পতিঃ।।
আবৃতঃ পশুভিঃ সর্ব্বৈর্গ্রাম্যারণ্যৈঃ সহস্রশঃ।
জম্বুবৃক্ষেণ সংখ্যাতস্তস্য মধ্যে দ্বিজোত্তমাঃ।
প্লক্ষো নাম মহাবৃক্ষস্তস্য নাম্না স উচ্যতে।।২৭
স তত্র পূজ্যতে স্থাণুর্মধ্যে জনপদস্য হি।
স চাপীক্ষুরসোদেনঃ প্লক্ষদ্বীপসমাবৃতঃ। ২৮

প্লক্ষদ্বীপস্য চৈবেহ বৈপুল্যাদ্বিস্তরেণ তু।
ইত্যেষ সন্নিবেশো বঃ প্লক্ষদ্বীপস্য কীর্ত্তিতঃ।
অনুপূর্ব্ব্যা সমাসেন শাল্মলং তং নিবোধত।২৯
ততস্তৃতীয়ং দ্বীপানাং শাল্মলং দ্বীপমুত্তমম্।
শাল্মলেন সমুদ্রস্তু দ্বীপেনেক্ষুরসোদকঃ।
প্লক্ষদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন সমাবৃতঃ।৩০
তত্রাপি পর্ব্বতাঃ সপ্ত বিজ্ঞেয়া রত্নযোনয়ঃ।
রত্নাকরাস্তথা নদ্যস্তেষু বর্ষেষু সপ্ত সু।৩১
প্রথমঃ সূর্য্যসঙ্কাশঃ কুমুদো নাম পর্ব্বতঃ।
সর্ব্বধাতুময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ শিলাজালসমুদ্গতৈঃ।।
দ্বিতীয়ঃ পর্ব্বতস্তস্য উন্নতো নাম বিশ্রুতঃ।
হরিতালময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতি।৩৩
তৃতীয়ঃ পর্ব্বতস্তস্য বলাহক ইতি শ্রুতঃ।
জাত্যঞ্জনময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতি।৩৪
চতুর্থঃ পর্ব্বতো দ্রোণো যত্রৌষধ্যো মহাবলাঃ

প্রজাগণ বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত, সবল ও নিরাময়; এই বর্ষবাসী মানুষগণের আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ বা অতি নীচ নহে। এখানে সত্য ত্রেতাদি চতুর্যুগাবস্থা নাই। প্লক্ষাদি পাঁচটী দ্বীপে সর্ব্বদা যেন ত্রেতাযুগ বিদ্যমান। দেশ ও কালমাহাত্ম্যে ঐ সকল দ্বীপবাসী মনুষ্যগণ পঞ্চ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে, তাহারা সুরূপ, সুবেশ, নীরোগ ও বলবান্ এবং তাহাদের আয়ু, বল, রূপ, ধর্ম্ম, সকলই যেন কেমন এক অপূর্ব্বরূপে শোভমান। প্লক্ষদ্বীপের যে সব গুণগরিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, শাকদ্বীপেরও এই সকল গুণ বিদ্যমান জানিবেন। প্লক্ষদ্বীপ পৃথু, শ্রীমান, সর্ব্বত্র ধনধান্য-পূর্ণ, দিব্য ওষধি ও সর্ব্বৌষধিময় বনস্পতি-সমন্বিত। সহস্র সহস্র গ্রাম্য ও আরণ্য পশুগণদ্বারা এই দ্বীপ পরিবেষ্টিত। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই দ্বীপ এক প্রসিদ্ধ জম্বুবৃক্ষ দ্বারা বিখ্যাত। এই দ্বীপ প্লক্ষ নামক যে এক মহাবৃক্ষ আছে, এই বৃক্ষের নামানুসারেই উহার নাম প্লক্ষ দ্বীপ হইয়াছে। অত্রত্য জনপদবাসীদিগের পূজ্য দেবতা স্থাণু। এই দ্বীপ ইক্ষুরস সাগরে সমাবৃত রহিয়াছে। এই আপনাদের নিকট আমি প্লক্ষদ্বীপের বিপুলতা ও সন্নিবেশ বিস্তার ক্রমে বর্ণন করিলাম, এক্ষণে সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক শাল্মল দ্বীপের বিবরণ শ্রবণ করুন। এই শাল্মলদ্বীপ শ্রেষ্ঠতায় অন্যান্য দ্বীপসমূহের তৃতীয় ও ইক্ষুরসোদক সাগরদ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার পরিধি প্লক্ষদ্বীপবিস্তারের দ্বিগুণ। এখানেও সাতটী বর্ষ পর্ব্বত আছে, উহারা রত্নের আকার এই সকল বর্ষে সাতটী রত্নাকার নদীও বিদ্যমান।১৭—৩১। ঐ সকল বর্ষ পর্ব্বতের মধ্যে প্রথমটীর নাম কুমুদ। এই কুমুদ পর্ব্বত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, ইহার শৃঙ্গমালা বিবিধ ধাতুময়, এবং উহা হইতে আবার বহু শিলা সমুদ্গত হইয়াছে। দ্বিতীয়—উন্নত পর্ব্বত; এই পর্ব্বত অতীব বিখ্যাত এবং হরিতালময় শৃঙ্গ সকল দ্বারা স্বর্গ আবৃত করিয়া অবস্থিত। তৃতীয়—বিশ্রুত বলাহক, এই বলাহকও অঞ্জনময় শৃঙ্গ দ্বারা স্বর্গ আবৃত করিয়া রহিয়াছে। চতুর্থ—দ্রোণ, এই দ্রোণ

বিশল্যকরণী চৈব মৃতসঞ্জীবনী তথা ॥৩৫
কঙ্কস্তু পঞ্চমস্তত্র পর্ব্বতঃ সুমহোদয়ঃ।
দিব্যপুষ্পফলোপেতো বৃক্ষবীরুৎসমাবৃতঃ ॥৩৬
ষষ্ঠস্তু পর্ব্বতস্তত্র মহিষো মেঘসন্নিভঃ।
যস্মিন্ সোঽগ্নির্নিবসতি মহিষো নাম বারিজঃ
সপ্তমঃ পর্ব্বতস্তত্র ককুদ্মান্নাম ভাষ্যতে।
তত্র রত্নান্যনেকানি স্বয়ং বর্ষতি বাসবঃ।
প্রজাপতিমুপাদায় প্রাজাপত্যে বিধিঃ স্বয়ম্॥
ইত্যেতে পর্ব্বতাঃ সপ্ত শাল্মলে মণিভূষিতাঃ।
তেষাং বর্ষাণি বক্ষ্যামি সপ্তৈব তু শুভানি বৈ
কুমুদাৎ প্রথমং শ্বেতমুন্নতস্য তু লোহিতম্ ॥৩৯
বলাহকস্য জীমূতং দ্রোণস্য হরিতং স্মৃতম্
কঙ্কস্য বৈদ্যুতং নাম মহিষস্য তু মানসম্ ॥৪০
ককুদ্মঃ সুপ্রভং নাম সপ্তৈতানি তু সপ্তধা।
বর্ষাণি পর্ব্বতাংশ্চৈব নদীস্তেষু নিবোধত ॥৪১
পাণিতোয়া বিতৃষ্ণা চ চন্দ্রা শুক্লা বিমোচনী।
নিবৃত্তিঃ সপ্তমী তাসাং প্রতিবর্ষন্তু তাঃ স্মৃতাঃ
তাসাং সমীপগাশ্চান্যাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অশক্যাঃ পরিসংখ্যাতুং শ্রদ্ধেয়াস্তু বুভুৎসতা ॥
ইত্যেষ সন্নিবেশো বঃ শাল্মলস্যাপি কীর্ত্তিতঃ
প্লক্ষবৃক্ষেণ সংখ্যাতস্তস্য মধ্যে মহাদ্রুমঃ ॥৪৪
শাল্মলির্বিপুলস্কন্ধস্তস্য নাম্না স উচ্যতে।
শাল্মলিস্তু সমুদ্রেণ সুরোদেন সমন্ততঃ।
বিস্তারাচ্ছাল্মলস্যৈব সমেন তু সমন্ততঃ ॥৪৫
উত্তরেষু তু ধর্ম্মজ্ঞা দ্বীপেষু শৃণুত প্রজাঃ।
যথাশ্রুতং যথান্যায়ং ব্রুবতো মে নিবোধত ॥৪৬
কুশদ্বীপং প্রবক্ষ্যামি চতুর্থং তং সমাসতঃ।
সুরোদকঃ পরিবৃতঃ কুশদ্বীপেন সর্ব্বত ॥৪৭
সপ্তৈব গিরয়স্তত্র বর্ণমানান্নিবোধত।
শাল্মলস্য তু বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন সমন্ততঃ ॥৪৮
কুশদ্বীপে তু বিজ্ঞেয়ঃ পর্ব্বতো বিদ্রুমোচ্চয়ঃ।

পর্ব্বতে মহাফলবিধায়ক ওষধি সকল এবং মৃতসঞ্জীবনী ও বিশল্যকরণী বিদ্যমান. পঞ্চম—কঙ্ক, এই পর্ব্বত অত্যুচ্চ এবং দিব্য ফল ও পুষ্প সমন্বিত বৃক্ষ ও লতা-পরিবৃত। ষষ্ঠ—মহিষ পর্ব্বত; ইহার আভা মেঘের ন্যায়। এখানে জল হইতে উৎপন্ন মহিষ নামক অগ্নি বিরাজ করেন। সপ্তম ককুদ্মান; এখানে নানাবিধ রত্ন আছে। বিধাতা যখন প্রাজাপত্য বিধিতে অবস্থিত হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন, স্বয়ং বাসব তৎকালে এখানে বারি বর্ষণ করিয়াছিলেন। শাল্মলদ্বীপের মণিভূষণ সাতটী পর্ব্বতের নাম কথিত হইল। এক্ষণে উহাদের সুশোভন সপ্তবর্ষের নাম কীর্ত্তন করিতেছি। কুমুদ পর্ব্বতের বর্ষ শ্বেত, উন্নতের লোহিত, বলাহকের জীমূত, দ্রোণের হরিত, কঙ্কের বৈদ্যুত, মহিষের মানস এবং ককুদের সুপ্রভ এই সপ্তধাবিভক্ত সপ্তবর্ষ। ইহা হইল বর্ষ ও পর্ব্বতের নাম, এক্ষণে এই সকল বর্ষপর্ব্বতস্থিত নদীনিচয়ের নাম শ্রবণ করুন। পাণিতোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্লা, বিমোচনী ও নিবৃত্তি এই সাতটী নদী উক্ত বর্ষ সকলে বিদ্যমান রহিয়াছে। হে শ্রদ্ধেয়গণ। এই সকল নদী সন্নিধানে আবার অন্য শত সহস্র নদী আছে, তাহাদের সংখ্যা করা অসাধ্য। এই আপনাদের নিকট শাল্মলের সন্নিবেশ কথিত হইল। ইহা প্লক্ষবৃক্ষ দ্বারা বিখ্যাত এবং ইহার মধ্যদেশে শাল্মল নামক বিপুলাকায় একমহাদ্রুম আছে। ঐ শাল্মলদ্রুমের নামেই এই দ্বীপের শাল্মল দ্বীপ এইরূপ নামনিরুক্তি হইয়াছে. ইহার চারিদিকেই সুরাসাগর এবং বিস্তার শাল্মল-দ্বীপেরই সমান। ৩২—৪৫। হে ধর্ম্মজ্ঞগণ। ইহার উত্তরস্থিত দ্বীপসমূহে প্রজাগণ বসবাস করিতেছে। আমি যেরূপ শুনিয়াছি, যথাযুক্ত রূপে এই সকল কথিত হইল, আপনারা অবধারণ করুন। এক্ষণে সংক্ষেপে চতুর্থ কুশদ্বীপের কথা কহিতেছি, এই কুশদ্বীপ দ্বারা সুরোদ সাগরের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টিত। এখানে সাতটী পর্ব্বত বিদ্যমান, এক্ষণে তাহাদের বর্ষ পরিমাণ বলিতেছি। কুশদ্বীপে যে বিদ্রুমোচ্চয় নামক পর্ব্বত আছে, উহার বিস্তার

দ্বীপস্য প্রথমস্তস্য দ্বিতীয়ো হেমপর্ব্বতঃ ।।৪৯
তৃতীয়ো দ্যুতিমান্নাম জীমূতসদৃশো গিরিঃ।
চতুর্থঃ পুষ্পবান্নাম পঞ্চমস্তু কুশেশয়ঃ ।।৫০
ষষ্ঠো হরিগিরির্নাম সপ্তমো মন্দরঃ স্মৃতঃ।
মন্দা ইতি হ্যপাং নাম মন্দরো দারণা দপাম্ ।।
তেষামন্তরবিষ্কম্ভো দ্বিগুণঃ পরিবারিতঃ।
উদ্ভিদং প্রথমং বর্ষং দ্বিতীয়ং বেণুমণ্ডলম্ ।।৫২
তৃতীয়ং বৈরথাকারং চতুর্থং লবণং স্মৃতম্।
পঞ্চমং ধৃতিমদ্বর্ষং ষষ্ঠং বর্ষং প্রভাকরম্।
স প্তমঃ কপিলং নাম সপ্তৈতে বর্ষপর্ব্বতাঃ ।।৫৩
এতেষু দেবগন্ধর্ব্বাঃ প্রভান্ জগদীশ্বরাঃ।
বিহরন্তি রমন্তে চ দৃশ্যমানাস্তু সর্বশঃ ।।৫৪
ন তেষু দস্যবঃ সন্তি ম্লেচ্ছজাত্যস্তথৈব চ।
গৌরপ্রায়ো জনঃ সর্ব্বঃ ক্রমাচ্চ ম্রিয়তে তথা ।।
তত্রাপি নদ্যঃ সপ্তৈব ধৃতপাপাঃ শিবাস্তথা।
পবিত্রা সন্ততিশ্চৈব দ্যুতিগর্ভা মহী তথা ।।৫৬
অন্যাস্তাভ্যোঽপরিজ্ঞাতাঃ শতশোঽথসহস্রশঃ

চারিদিকে শাল্মল দ্বীপের দ্বিগুণ এবং ইহাই ঐ দ্বীপের প্রথম পর্ব্বত। এইরূপ এই দ্বীপে দ্বিতীয় হেম পর্ব্বত, তৃতীয় জীমূত সদৃশ দ্যুতিমান্, চতুর্থ পুষ্পবান্, পঞ্চম কুশেশয়, ষষ্ঠ হরিগিরি এবং সপ্তম মন্দর; মন্দ নামক জলের ভেদ করিয়া এই পর্ব্বত অবস্থিত; এজন্য উক্ত মন্দজলের নামানুসারে ইহার নাম মন্দার হইয়াছে। এই সকল পর্ব্বতের অন্তর বিষ্কম্ভ দ্বিগুণ পরিমাণে পরিবেষ্টিত। এক্ষণে ইহাদিগের বর্ষ পর্ব্বত কথিত হইতেছে। প্রথম উদ্ভিদ, দ্বিতীয় বেণুমণ্ডল, তৃতীয় বৈরথাকার, চতুর্থ লবণ, পঞ্চম ধৃতিমৎ, ষষ্ঠ প্রভাকর এবং সপ্তম কপিল। এই সকল বর্ষ পর্ব্বতে ঐশীশক্তিসম্পন্ন দেব ও গন্ধর্ব্বগণকে বিচরণ ও রমণ করিতে দেখা যায়। এ সকল বর্ষে দস্যুভীতি বা ম্লেচ্ছজাতি নাই মানবগণ প্রায়শঃ গৌরবর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং উহাদের পর্য্যায়ক্রমেই মৃত্যু হয়। এখানে বিধুতপাপঃ শিবজলা সাতটী নদী আছে।

অভিগচ্ছন্তি তাঃ সর্ব্বা যতো বর্ষতি বাসবঃ।
ঘৃতোদেন কুশদ্বীপো বাহ্যতঃ পরিবারিতঃ।
বিজ্ঞেয়ঃ স তু বিস্তারাৎ কুশদ্বীপসমেন তু ।।৫৮
ইত্যেষ সন্নিবেশো বঃ কুশদ্বীপস্য বর্ণিতঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বিস্তারং বক্ষ্যাম্যহতমঃ পরম্ ।।
কুশদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণঃ স তু বৈ স্মৃতঃ।
ঘৃতোদকসমুদ্রো বৈ ক্রৌঞ্চদ্বীপেন সংবৃতঃ ।
তস্মিন্ দ্বীপে নগশ্রেষ্ঠঃ ক্রৌঞ্চস্তু প্রথমো গিরিঃ
ক্রৌঞ্চাৎ পরো বামনকো বামনাদন্ধকারকঃ ।।
অন্ধকারাৎ পরশ্চাপি দিবাবৃন্নাম পর্ব্বতঃ;
দিবাবৃতঃ পরশ্চাপি দিবিন্দো গিরিরুচ্যতে।
দিবিন্দাৎ পরতশ্চাপি পুণ্ডরীকো মহাগিরিঃ।
পুণ্ডরীকাৎ পরশ্চাপি প্রোচ্যতে দুন্দুভস্বনঃ ।।
এতে রত্নময়াঃ সপ্ত ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য পর্ব্বতাঃ।
বহুবৃক্ষফলোপেতা নানাবৃক্ষলতাবৃতাঃ ।।৬৪
পরস্পরেণ দ্বিগুণা বিষ্কম্ভাবর্ষপর্ব্বতাঃ।

এই সকল স্থানের মৃত্তিকা পবিত্র, বিস্তৃত ও তেজোগর্ভ। ঐ সকল নদী হইতে আরও শত সহস্র নদী সমুদ্ভূত হইয়াছে। এই সকল নদীতে বাসব বারি বর্ষণ করেন বলিয়া ইহারা প্রবাহিত হইতেছে। ঘৃতোদসাগরে এই কুশদ্বীপের বহির্ভাগ পরিবেষ্টিত। উহার বহির্বেষ্টনের পরিমাণ কুশদ্বীপ-বিস্তারের সমান। এই আপনাদের নিকট কুশদ্বীপের সন্নিবেশ কথিত হইল, অতঃপর ক্রৌঞ্চদ্বীপের বিস্তার বলিতেছি।৪৬—৫৯। ঐ দ্বীপের বিস্তার কুশদ্বীপ বিস্তারের দ্বিগুণ। ইহা ঘৃতোদসাগরকে পরিবেষ্টন করিয়া বিরাজমান। এই ক্রৌঞ্চ দ্বীপস্থিত ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতই প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ক্রৌঞ্চের পর বামনক, বামনের পর অন্ধকারক, অন্ধকারের পর দিবাবৃৎ, দিবাবৃতের পর দিবিন্দ, দিবিন্দের পর পুণ্ডরীক এবং পুণ্ডরীকের পরে দুন্দুভিনামক পর্ব্বত প্রসিদ্ধ। ক্রৌঞ্চদ্বীপের এই সাতটী পর্ব্বতই রত্নময়, ফলবান্ বৃক্ষ-সমন্বিত এবং নানাজাতীয় বহু বৃক্ষ ও লতা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

বর্ষাণি তত্র বক্ষ্যামি নামতস্তু নিবোধত। ৬৫
ক্রৌঞ্চস্য কুশলো দেশো বামনস্য মনোনুগঃ।
মনোনুগাৎ পরশ্চোষ্ণস্তৃতীয়ো দেশ উচ্যতে।।
উষ্ণাৎপরঃ প্রাবরকঃ প্রাবরাদন্ধকারকঃ।
অন্ধকারকদেশাত্তু মুনিদেশঃ পরঃ স্মৃতঃ। ৬৬
মুনিদেশাৎপরশ্চৈব প্রোচ্যতে দুন্দুভিস্বনঃ।
সিদ্ধচারণসঙ্কীর্ণো গৌরপ্রায়ো জনঃ স্মৃতঃ। ৬৮
তত্রাপি নদ্যঃ সপ্তৈব প্রতিবর্ষং স্মৃতাঃ শুভাঃ।
গৌরী কুমুদ্বতী চৈব সন্ধ্যা রাত্রির্মনোজবা।
খ্যাতিশ্চ পুণ্ডরীকা চ গঙ্গা সপ্তবিধা স্মৃতাঃ। ৬৯
তাসাং সমুদ্রগাশ্চান্যা নদ্যো যাস্তু সমীপগাঃ
অনুগচ্ছন্তি তাঃ সর্ব্বা বিপুলাঃ সুবহূদকাঃ।।
ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ সমুদ্রেণ দধিমণ্ডোদকেন তু।
আবৃতঃ সর্ব্বতঃ শ্রীমান্ ক্রৌঞ্চদ্বীপসমেন তু।।
প্লক্ষদ্বীপাদয়ো হ্যেতে সমাসেন প্রকীর্ত্তিতাঃ।

তেষাং নিসর্গো দ্বীপানামানুপূর্ব্ব্যেণ সর্ব্বশঃ।
ন শক্যং বিস্তরাদ্বক্তুমপি বর্ষশতৈরপি।
নিসর্গোঽয়ং প্রজানান্তু সংহারো যশ্চ তাসু বৈ
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি শাকদ্বীপস্য যো বিধিঃ
শাকদ্বীপস্য বৃত্তান্তস্য যথাবদিহ নিশ্চয়াৎ।
শৃণুধ্বং বৈ যথাতত্ত্বং ব্রুবতো মে যথার্থবৎ। ৭৪
ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণস্তস্য বিস্তরঃ।
পরিবার্য্য সমুদ্রং স দধিমণ্ডোদকং স্থিতঃ। ৭৫
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চিরাচ্চ ম্রিয়তে জনঃ
কুত এব তু দুর্ভিক্ষং জরাব্যাধিভয়ং কুতঃ। ৭৬
তত্রাপি পর্ব্বতাঃ শুভ্রাঃ সপ্তৈব পরিভূষিতাঃ
রত্নাকরাস্তথা নদ্যস্তাসাং নামানি মে শৃণু।। ৭৭
দেবর্ষিগন্ধর্ব্বযুতঃ প্রথমো মেরুরুচ্যতে।
প্রাগায়তঃ সসৌবর্ণ উদয়ো নাম পর্ব্বতঃ। ৭৮
তত্র মেঘাস্তু বৃষ্ট্যর্থং প্রভবন্তি চ যান্তি চ
তস্যাপরেণ সুমহান্ জলধারো মহাগিরিঃ। ৭৯

ইহাদের বর্ষপর্ব্বত সকল পরস্পর স্ব স্ব বিস্তার হইতে দ্বিগুণ। এক্ষণে উহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ক্রৌঞ্চের বর্ষ নাম কুশলী, বামনের মনোনুগ, মনোনুগের পর তৃতীয় বর্ষ উষ্ণ, উষ্ণের পর প্রাবরক, প্রাবরকের পর অন্ধকারক, অন্ধকারকের পর মুনিদেশ এবং মুনিদেশের পর দুন্দুভিস্বন। এই বর্ষ সকল সিদ্ধচারণ-সমাকীর্ণ। এখানকার মানবগণ প্রায়ই গৌরবর্ণ। এই বর্ষসমূহের প্রত্যেকটী এক একটী করিয়া সাতটী নদী বিদ্যমান এবং উহারা সকলেই শুভদায়িনী। গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি, পুণ্ডরীকা ও গঙ্গা, এই সপ্ত বর্ষনদী জানিবেন। এই সকল বর্ষনদীর সমীপে বিপুল-জলশালিনী আরও বহু নদী আছে। উহারা সমুদ্রের সহিত মিলিত। এই বিপুলজলা সাগরগামিনী নদী নিচয়ের সঙ্গে আবার ঐ সপ্ত বর্ষনদী মিলিত। এই সমৃদ্ধিমান দ্বীপের চারিদিকই এতৎ-পরিমাণ দধিমণ্ডোদক সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এবং প্লক্ষদ্বীপাদিও ঐ ক্রৌঞ্চদ্বীপের তুল্য বলিয়া কথিত। এই প্লক্ষ দ্বীপাদির বিবরণ সংক্ষেপে কীর্ত্তিত হইল ইহাদের স্বাভাবিক অবস্থা, বা অত্রত্য প্রজাগণের সৃষ্টি ও সংহার শতবৎসরেও আনুপূর্ব্বিক বিস্তররূপে কীর্ত্তন করা দুঃসাধ্য অনন্তর শাকদ্বীপের বিষয় নিশ্চয়রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা আমার নিকট যথাযথ শ্রবণ করুন। এই শাকদ্বীপের বিস্তার ক্রৌঞ্চ দ্বীপের দ্বিগুণ। দধিমণ্ডোদক সমুদ্রকে পরিবেষ্টন করিয়া এই দ্বীপ অবস্থিত। এখানকার জনপদ সকল পবিত্র ও অত্রত্য প্রজাগণ দীর্ঘজীবী। এখানে দুর্ভিক্ষ, জরা বা ব্যাধি-ভয় নাই। ৬০—৭৬। এই দ্বীপে মণিভূষিত সপ্ত শুভ্র পর্ব্বত এবং বিবিধরত্নের আকররূপা সপ্ত নদী আছে, আমার নিকট উহাদিগের নাম শ্রবণ করুন। প্রথমে সপ্ত পর্ব্বতের নাম কথিত হইতেছে— প্রথমটীর নাম মেরু, এই মেরুতে দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ অবস্থান করেন; দ্বিতীয় উদয় পর্ব্বত; এই পর্ব্বত পূর্ব্বদিকে আয়ত, সুবর্ণময়। বৃষ্টির জন্য মেঘসকল এইখানে উদ্ভূত হয় এবং এই

তস্মাদ্বিত্তমুপাদত্তে বাসবঃ পরমং জলম্
ততো বর্ষং প্রভবতি বর্ষাকালে প্রজাস্বিহ। ৮০
তস্যাপরে রৈবতকো যত্র নিত্যং প্রতিষ্ঠিত।
রেবতী দিবি নক্ষত্রং পিতামহকৃতো গিরিঃ। ৮১
তস্যাপরেণ সুমহান্ শ্যামো নাম মহাগিরিঃ।
তস্মাচ্ছ্যামত্বমাপন্নাঃ প্রজাঃ পূর্ব্বমিমাঃ কিল।।
তস্যাপরেণ রজতো মহানস্তো গিরিঃ স্মৃতঃ।
তস্যাপরেণাম্বিকেয়ো দুর্গঃ শৈলো হিমাচিতঃ
আম্বিকেয়াৎ পরো রম্যঃ সর্ব্বৌষধিসমন্বিতঃ।
স চৈব কেশরীত্যুক্তো যতো বায়ুঃ প্রবায়তি
শৃণুধ্বং নামতস্তানি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
উদয়স্যোদয়ং বর্ষং জলদং নাম বিশ্রুতম্। ৮৫
দ্বিতীয়ং জলধারস্য সুকুমারমিতি স্মৃতম্,
রৈবতস্য তু কৌমারং শ্যামস্য তু মণীচকম্। ৮৬
অস্তস্যাপি শুভং বর্ষং বিজ্ঞেয়ং কুসুমোত্তরম্।
আম্বিকেয়স্য মোদাকং কেসরেষু মহাদ্রুমম্।।
দ্বীপস্য পরিমাণঞ্চ হ্রস্বদীর্ঘত্বমেব চ।
শাকদ্বীপেন বিখ্যাতস্তস্য মধ্যে বনস্পতিঃ।
শাকো নাম মহাবৃক্ষস্তস্য পূজাঃ প্রযুঞ্জতে। ৮৮
এতেন দেবগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ।
বিহরন্তি রমন্তে চ দৃশ্যমানাশ্চ তৈঃ সহ। ৮৯
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চাতুর্বর্ণ্যসমন্বিতাঃ।
তেষু নদ্যশ্চ সপ্তৈব প্রতিবর্ষং সমুদ্রগাঃ।
বিদ্ধি নামশ্চ তাঃ সর্ব্বা গঙ্গাস্তাঃ সপ্তধা স্মৃতাঃ
প্রথমা সুকুমারীতি গঙ্গা শিবজলা তথা।
অনুতপ্তা চ নাম্নৈব নদী সম্পরিকীর্ত্তিতা। ৯১
কুমারী নামতঃ সিদ্ধা দ্বিতীয়া সা পুনঃ সতী।
নন্দা চ পার্ব্বতী চৈব তৃতীয়া পরিকীর্ত্তিতা। ৯২
শিবেতিকা চতুর্থী স্যাদিত্রিদিবা চ পুনঃ স্মৃতা।
ইক্ষুশ্চ পঞ্চমী জ্ঞেয়া তথৈব চ পুনঃ ক্রুতঃ। ৯৩
ধেনুকা চ মৃতা চৈব ষষ্ঠী সম্পরিকীর্ত্তিতা।
এতাঃ সপ্ত মহাগঙ্গাঃ প্রতিবর্ষং শিবোদকাঃ।

স্থান হইতেই অন্যত্র চলিয়া যায়। তাহার পর অতিবৃহৎ জলধার মহাগিরি। এই গিরি হইতে বাসব অত্যুত্তম জল গ্রহণ করেন এবং ঐ জলই বর্ষাকালে বর্ষণ করিয়া থাকেন। এখানে বহু প্রজার আবাস বিদ্যমান; অনন্তর রৈবতক, এখানে রেবতীনক্ষত্র নিত্য প্রতিষ্ঠিত এবং ইহা স্বর্গ বলিয়া বিদিত। এই পর্ব্বত ব্রহ্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তৎপর অতি বৃহৎ শ্যাম নামক মহাগিরি। এইস্থান হইতেই পূর্ব্বকালে প্রজাগণ শ্যামত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; তার পর বৃহদাকার অস্তগিরি; এই পর্ব্বত হিমময় ও দুর্গম। এই আম্বিকেয়ের পর রম্য পুণ্যৌষধিসমন্বিত এক পর্ব্বত আছে, এই পর্ব্বত কেশরী নামে কথিত হয় এবং এখান হইতেই বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আনুপূর্ব্বিক ইহাদিগের বর্ষপর্ব্বত জলদ; এইরূপ জলাধারের সুকুমার, রৈবতের কৌমার, শ্যামের মণীচক, অস্তের শুভ কুসুমোত্তর এবং আম্বিকেয়ের মোদাক। এই মোদাকের কেসরদেশে বড় বড় বৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দ্বীপের হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি পরিমাণ শাকদ্বীপের সমান। ইহার মধ্যে এক বিখ্যাত বনস্পতি আছে, উহার নাম শাক; সকলেই ঐ মহাবৃক্ষের পূজা করিয়া থাকে এই দ্বীপে চারণগণসহ দেব ও গন্ধর্ব্বগণকে বিচরণ ও রমণ করিতে দেখা যায়। অত্রত্য জনপদ সকল পবিত্র ও চাতুর্ব্বর্ণ্যসংস্থান-সম্পন্ন। এই দ্বীপের প্রতি বর্ষেই এক একটী নদী আছে এবং উহারা সকলেই সাগরে মিলিত হইয়াছে এই সপ্ত নদী সপ্ত গঙ্গা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এক্ষণে উহাদের পৃথক্ পৃথক্ নাম শ্রবণ করুন।৭৭—৯১। প্রথম শিবজলা সুকুমারী গঙ্গা; উহা সামান্যতঃ অনুতপ্তা নামক নদী বলিয়া কথিত হয় এইরূপ দ্বিতীয়—কুমারী বাসবী; তৃতীয়—নন্দা ও পার্ব্বতী। চতুর্থ—শিবেতিকা বা ত্রিদিবা; পঞ্চম—ইক্ষু বা ক্রুত; ষষ্ঠ ধেনুকা বা মৃতা; ইত্যাদি সপ্ত গঙ্গা প্রতিবর্ষেই প্রবাহিত। ইহাদের

ভাবয়ন্তি জনং সর্ব্বং শাকদ্বীপনিবাসিনম্ ।।৯৪
অনুগচ্ছন্তি তাস্ত্বন্যা নদীর্নদ্যঃ সহস্রশঃ ।
বহূদকপরিস্রাবা যতো বর্ষতি বাসবঃ ।।৯৫
তাসাং তু নামধেয়ানি পরিমাণং তথৈব চ ।
ন শক্যং পরিসংখ্যাতুং পুণ্যাস্তাঃ সরিদুত্তমাঃ
তাঃ পিবন্তি সদা হৃষ্টা নদীর্জনপদাস্তু তে ।।৯৬
শাংশপায়ন বিস্তীর্ণো দ্বীপোহসৌ চক্রসংস্থিতঃ
নদীজলৈঃ প্রতিচ্ছন্নঃ পর্ব্বতৈশ্চাভ্রসন্নিভৈঃ ।।
সর্ব্বধাতুবিচিত্রৈশ্চ মণিবিদ্রুমভূষিতৈঃ ।
পুরৈশ্চ বিবিধাকারৈঃ স্ফীতৈর্জনপদৈরপি ।।৯৮
বৃক্ষৈঃ পুষ্পফলোপেতৈঃ সমন্তাদ্ধনধান্যবান্ ।
ক্ষীরোদেন সমুদ্রেণ সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ ।
শাকদ্বীপস্য বিস্তারাৎ সমেন তু সমন্ততঃ ।।৯৯
তস্মিন্ জনপদাঃ পুণ্যাঃ পর্ব্বতান্তরিতে শুভাঃ
বর্ণাশ্রমসমাকীর্ণা দেশাস্তে সপ্ত বৈ স্মৃতাঃ ।।১০০
ন সঙ্করশ্চ তেষ্বস্তি বর্ণাশ্রমকৃতঃ ক্বচিৎ ।
ধর্ম্মস্য চাব্যভীচারাদেকান্তসুখিতাঃ প্রজাঃ ।।
ন তেষু লোভো মায়া বা ঈর্ষাসূয়াধৃতিঃ কুতঃ
বিপর্য্যয়ো ন তেষ্বস্তি এতৎস্বাভাবিকং স্মৃতম্ ।।
করোৎপত্তির্ন তেষ্বস্তি ন দণ্ডো ন চ দণ্ডকাঃ ।
স্বধর্ম্মেণৈব ধর্ম্মজ্ঞাস্তে রক্ষন্তি পরস্পরম্ ।।১০৩
এতাবদেব শক্যং বৈ তস্মিন্ দ্বীপে নিবাসিনাম্
পুষ্করং সপ্তমং দ্বীপং প্রবক্ষ্যামি নিবোধত ।।
পুষ্করেণ তু দ্বীপেন বৃতঃ ক্ষীরোদকো বহিঃ ।
শাকদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন সমন্ততঃ ।।১০৫
পুষ্করে পর্ব্বতঃ শ্রীমানেক এব মহাশিলঃ ।
চিত্রৈর্মণিময়ৈঃ শৈলৈঃ শিখরৈস্তু সমুচ্ছ্রিতৈঃ ।।
দ্বীপস্য তস্য পূর্ব্বার্দ্ধে চিত্রসানুঃ স্থিতো মহান্
পরিমণ্ডলসহস্রাণি বিস্তীর্ণঃ
পঞ্চবিংশতিঃ ।।১০৭
ঊর্দ্ধঞ্চৈব চতুস্ত্রিংশৎসহস্রাণি সমাচিতঃ ।
দ্বীপার্দ্ধস্য পরিক্ষেপঃ পর্ব্বতো মানসোত্তমঃ ।।

জল অতীব মঙ্গলদায়ক এবং ইঁহারা শাকদ্বীপবাসী জনগণের সুখপ্রদ। এইস্থানে বাসব বর্ষণ করেন বলিয়া আরও অনেক প্রভূত জলশালী নদ নদী ইঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে। সেই সকল নদী-নদীও পূতজলা নদ-নদীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। ইঁহাদিগের নাম বা পরিমাণ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। অত্রত্য জনপদবাসীরা সর্ব্বদা ঐ সকল নদ-নদীর জল পান করিয়া হৃষ্ট হয়। হে শাংশপায়ন! ঐ সকল নদীর জলে মেঘসন্নিভ বহু পর্ব্বতে আচ্ছন্ন হইয়া সেই বিস্তীর্ণ দ্বীপ চক্রবৎ অবস্থিত। ঐ পর্ব্বত সকল বিবিধ ধাতুদ্বারা চিত্রিত, মণি-বিদ্রুম-ভূষিত ও পুষ্পফলযুক্ত বৃক্ষ প্রভৃতি দ্বারা বিবিধ পুর, উন্নত জনপদ এবং ধান্যধনে ধনবান্। ক্ষীরোদ সাগর ইঁহার চারিদিকেই বেষ্টনাকারে অবস্থিত; বিস্তার শাকদ্বীপের সমান। এখানকার বিভিন্ন জনপদ সকল পর্ব্বত দ্বারা বিভক্ত, সুখপ্রদ ও পবিত্র। এখানে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। এই বর্ষে সাতটী দেশ আছে। ঐ সকল বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত দেশ-সমূহের কোথাও সঙ্করবর্ণ নাই, ধর্ম্মের ব্যভিচার নাই; সুতরাং প্রজাগণ অতীব সুখী; সেখানে স্বভাবতই লোভ, মায়া, ঈর্ষা, অসূয়া, অধৈর্য্য বা বিপর্য্যয় বিদ্যমান নাই। কর নাই, দণ্ড্য বা দণ্ডদাতা নাই। স্ব স্ব ধর্ম্ম দ্বারাই ধর্ম্মজ্ঞ প্রজাগণ রক্ষিত হইয়া থাকে। আমি শাকদ্বীপবাসীর বিবরণ এই পর্য্যন্তই বলিতে সমর্থ। অনন্তর সপ্তম দ্বীপ পুষ্করের কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন।৯১—১০৪। ক্ষীরোদ সাগর দ্বারা এই দ্বীপ পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিত। ইহার বিস্তার চারিদিকেই শাক দ্বীপের দ্বিগুণ। এই পুষ্করদ্বীপে এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন পর্ব্বত আছে। উঁহার নাম মহাশিল। ঐ মহাশিল পর্ব্বত অন্যান্য বিচিত্র মণিময় শৈল ও শিখর দ্বারা উচ্ছ্রিত। এই দ্বীপের পূর্ব্বার্দ্ধভাগে এক বিচিত্র বৃহৎ সানুদেশ অবস্থিত, ইহার পরিমণ্ডল পঞ্চবিংশতি সহস্র এবং উচ্চতা চতুস্ত্রিংশৎ সহস্র যোজন; দ্বীপার্দ্ধের পরিমাণ তুল্য উত্তম মানস পর্ব্বত; ইহা সাগরের বেলাভূমির সমীপে

স্থিতো বেলাসমীপে তু নবচন্দ্র ইবোদিতঃ।
যোজনানাং সহস্রাণি ঊর্দ্ধং
পঞ্চাশদুচ্ছ্রিতঃ ॥১০৯
তাবদেব স বিস্তীর্ণঃ সর্ব্বতঃ পরিমণ্ডলঃ।
স এবং দ্বীপপশ্চার্দ্ধে সর্ব্বতঃ পরিমণ্ডলঃ।
এক এব মহাসানুঃ সন্নিবেশাদ্দ্বিধা কৃতঃ।
স্বাদূদকেনোদধিনা সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ ॥১১১
পুষ্করদ্বীপবিস্তারাদ্বিস্তীর্ণোঽসৌ সমন্ততঃ।
তস্মিন্ দ্বীপে স্মৃতৌ যৌ তু পুণ্যৌ জনপদৌ
শুভৌ
অভিতো মানসস্যাথ পর্ব্বতস্যানুমণ্ডলৌ ॥১১২
মহাবীতন্তু যদ্বর্ষং বাহ্যতো মানসস্য তৎ।
তস্যৈবাভ্যন্তরে বস্তু ধাতকীখণ্ডমুচ্যতে ॥১১৩
দশ বর্ষসহস্রাণি তত্র জীবন্তি মানবাঃ।
আরোগ্যসুখভূয়িষ্ঠা মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ ॥
সমমায়ুশ্চ রূপং চ তস্মিন্ বর্ষদ্বয়ে স্থিতম্।
অধমোত্তমৌ ন তেষ্বাস্তাং তুল্যাস্তে রূপশীলতঃ
ন তত্র বঞ্চকো নের্ষ্যা ন স্তেয়া ন ভয়ং তথা
নিগ্রহো ন চ দণ্ডোঽস্তি ন লোভো ন পরিগ্রহঃ
সত্যানৃতং ন তত্রাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তথৈব চ।
বর্ণাশ্রমাণাং বার্ত্তা বা পাশুপাল্যং বণিক্ক্রিয়া
ত্রয়ী বিদ্যা দণ্ডনীতিঃ শুশ্রূষা শল্যমেব চ।
বর্ষদ্বয়ে সর্ব্বমেতৎ পুষ্করস্য ন বিদ্যতে ॥১১৮
ন তত্র নদ্যো বর্ষং চ শীতোষ্ণং বা ন বিদ্যতে
উদ্ভিজ্জান্যুদকান্যত্র গিরিপ্রস্রবণানি চ ॥১১৯
উত্তরাণাং কুরূণাং চ তুল্যকালো জনঃ সদা।
সর্ব্বত্র সুখসত্ত্বত্র জরাক্লমবিবর্জ্জিতঃ ॥১২০
ইত্যেষ ধাতকীখণ্ডে মহাবীতে তথৈব চ।
আনুপূর্ব্ব্যাদ্বিধিঃ কৃৎস্নঃ পুষ্করস্য প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
স্বাদূদকেনোদধিনা পুষ্করঃ পরিবারিতঃ।
বিস্তারান্মণ্ডলাচ্চৈব পুষ্করস্য তথৈব চ। ১২২
এবং দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্তসপ্তভিরাবৃতাঃ।
দ্বীপস্যানন্তরো যস্তু সমুদ্রস্তৎসমস্তু সঃ ॥১২৩

অবস্থিত হইয়া যেন নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহা পঞ্চাশ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধ্বে উচ্ছ্রিত। ইহার পরিমণ্ডল সকলদিকে এইরূপ বিস্তীর্ণ, এই দ্বীপের পাশ্চাদ্ভাগার্দ্ধে পৃথ্বীধর মানস পর্ব্বত বিদ্যমান, উঁহার একটী মহাসানু দেশ দ্বিধা বিভক্ত ভাবে বিরাজিত এবং উঁহা স্বাদুজল সাগরে সকলদিকেই পরিবেষ্টিত। উঁহার চারিদিক পুষ্কর দ্বীপেরই অনুরূপ বিস্তীর্ণ। এই দ্বীপে দুইটী পুণ্য ও শুভকর জনপদ আছে। সেই জনপদদ্বয় মানস পর্ব্বতের নিম্নভাগে মণ্ডলাকারে প্রতিষ্ঠিত। মানস পর্ব্বতের বহির্দেশে মহাবীত নামক যে বর্ষ আছে, তাহার মধ্যে যে ধাতকীখণ্ড কথিত হয়, সেখানকার মানবগণ দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। ঐ অরোগ্য-সুখবহুল লোক সকল সর্ব্বদা মানসী সিদ্ধিপ্রাপ্ত এবং উঁহারা সকলেই তুল্যরূপ ও তুল্যায়ুঃ। কি রূপে, কি চরিত্রে, কোন প্রকারেই তাহাদের মধ্যে উত্তম অধম নাই পুষ্কর পর্ব্বতের বর্ষদ্বয়ে বঞ্চনা নাই ঈর্ষ্যা, চৌর্য্য, ভয়, নিগ্রহ, দণ্ড, লোভ, পরিগ্রহ, সত্যানৃত, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমবার্ত্তা, পাশুপাল্য, বণিক্‌ক্রিয়া, ত্রয়ীবিদ্যা, দণ্ডনীতি, শুশ্রূষা কিংবা শল্য এই সকলের কোনটীই নাই। সেখানে নদী, বৃষ্টি, শীত কিংবা গ্রীষ্ম নাই; উদ্ভিজ্জ, জল বা গিরি প্রস্রবণ নাই, সেখানে উত্তর কুরুসদৃশ একইরূপ কাল সর্ব্বদা বর্ত্তমান। তত্রত্য মানবগণ সর্ব্বদা উত্তম সুখসম্পন্ন এবং জরা ও ক্লান্তিবিবর্জ্জিত। ধাতকীখণ্ড, মহাবীত ও পুষ্কর দ্বীপের অনুপূর্ব্বিক এই সকল বিবরণ কীর্ত্তিত হইল।১০৫—১২১। স্বাদুজল-সাগরে এই পুষ্কর দ্বীপ পরিবেষ্টিত। সপ্ত সাগর-পরিবেষ্টিত এই সপ্ত দ্বীপের পর পর এক একটী সমুদ্র আছে অর্থাৎ সমুদ্রের পর বর্ষ এবং বর্ষের পর সমুদ্র। এই সকল সমুদ্র মণ্ডলও বিস্তারে বর্ষমানের সমান বর্ষ ও সমুদ্রের পরস্পর সংস্থান এইরূপই। জলের সমুদ্রেক হয়

এবং দ্বীপসমুদ্রাণাং বৃদ্ধির্জ্ঞেয়া পরস্পরাৎ
অপাং চৈব সমুদ্রেকাৎ সমুদ্রা ইতি সংজ্ঞিতাঃ।।
ঋষয়ো নিবসন্ত্যস্মিন্ প্রজা যস্মাচ্চতুর্ব্বিধাঃ
তস্মাদ্বর্ষমিতি প্রোক্তং প্রজানাং সুখদং তু তৎ
ঋষ ইত্যেব ঋষিণো বৃষঃ শক্তিপ্রবন্ধনে।
রতিপ্রবন্ধনাৎ সিদ্ধং বর্ষত্বং তেন তেষু তৎ।।
শুক্লপক্ষে চন্দ্রবৃদ্ধৌ সমুদ্রঃ পূর্য্যতে সদা।
প্রক্ষীয়মাণে বহুলে ক্ষীয়তেঽস্তমিতে খগে।।
আপূর্য্যমাণ উদধিঃ স্বত এবাভিপূর্য্যতে।
ততোঽপক্ষীয়মাণেঽপি স্বস্থানেবাপকৃষ্যতে।
উখস্থমগ্নিসংযোগাচ্চ সমুদ্রিচ্যতে যথা।
তথা মহোদধিগতং তোয়মুদ্রিচ্যতে ততঃ।।
অন্যূনা হ্যতিরিক্তাস্ত বর্দ্ধন্ত্যাপো হ্রসন্তি চ।
উদয়াস্তমিতেস্বেন্দোঃ পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ
ক্ষয়বৃদ্ধিরেবমুদধেঃ সোমবৃদ্ধিক্ষয়াৎ পুনঃ।।১৩০
দশোত্তরাণি পঞ্চৈব অঙ্গুলীনাং শতানি তু।
অপাং বৃদ্ধিঃ ক্ষয়ো দৃষ্টঃ সমুদ্রাণান্তু পর্ব্বসু।।
দ্বিরাপত্বাৎ স্মৃতা দ্বীপাঃ সর্ব্বতশ্চোদকাবৃতাঃ।
উদকস্যাধানং যস্মাত্তস্মাদুদধিরুচ্যতে।
অপর্ব্বাণস্তু গিরয়ঃ পর্ব্বভিঃ পর্ব্বতাঃ স্মৃতাঃ
প্লক্ষদ্বীপে তু গোমেদঃ পর্ব্বতস্তেন চোচ্যতে
শাল্মলিঃ শাল্মলদ্বীপে পূজ্যতে চ যথাক্রমঃ।
কুশদ্বীপে কুশস্তম্বস্তস্য নাম্না স উচ্যতে।।১৩৪
ক্রৌঞ্চদ্বীপে গিরিঃ ক্রৌঞ্চো মধ্যে জনপদস্য হ
শাকদ্বীপে ক্রমঃ শাকস্তস্য নাম্না স উচ্যতে।।
ন্যগ্রোধঃ পুষ্করদ্বীপে তত্র তৈঃ স নমস্কৃতঃ।
মহাদেবঃ পূজ্যতে তু ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ।।
তস্মিন্নিবসতি ব্রহ্মা সাধ্যৈঃ সার্দ্ধং প্রজাপতিঃ
উপাসতে তত্র দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশন্মহর্ষিভিঃ।
স তত্র পূজ্যতে চৈব দেবৈর্দেবোত্তমোত্তমঃ।
জম্বুদ্বীপাৎ প্রবর্ত্তন্তে রত্নানি বিবিধানি চ।
দ্বীপেষু তেষু সর্ব্বেষু প্রজানাং হি ক্রমাস্তিহ।।

বলিয়া উহার সমুদ্র নাম হইয়াছে। ঋষিগণ এই বর্ষে অবস্থান করেন, এবং ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণময় চতুর্ব্বিধ প্রজার বাস বলিয়াই এই বর্ষ সর্ব্ববিধ সুখপ্রদ। যেমন ঋষ ধাতু হইতে ঋষিপদ সাধিত হয়, তদ্রূপ শক্তি প্রবন্ধন অর্থে বৃষ ধাতু হইতে বর্ষপদ সাধিত হইয়া থাকে। বৃষ শব্দ হইতে ইহার নাম বর্ষ হইয়াছে। শুক্লপক্ষে চন্দ্রবৃদ্ধি হয়, তখন সমুদ্র পূর্ণ থাকে, অমাবস্যায় চন্দ্রক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রও প্রক্ষীণ হইতে থাকে, এইরূপ সাগর আপনা হইতেই কখন জলপূর্ণ আবার কখনও ক্ষীয়মাণ হইয়া থাকে। অগ্নিসংযোগে শরাবস্থিত জল যেমন উথলিয়া পড়ে, জলধি-জলও তদ্রূপ উথলিয়া থাকে। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের উদয় ও অস্তগমনে জল বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, চন্দ্রের ক্ষয়বৃদ্ধিক্রমেই সমুদ্রের এইরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পর্ব্বকালে পঞ্চদশ শত অঙ্গুলি পরিমাণ সমুদ্র জলের ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। উভয়দিকে জলপ্রবাহ থাকে বলিয়া দ্বীপের দ্বীপ নাম হইয়াছে। এই দ্বীপের চারিদিকই জল দ্বারা পরিবেষ্টিত। উদকের আধান অর্থাৎ স্থান বলিয়াই উদধি নাম কীর্ত্তিত হয়। পর্ব্বহীন বলিয়া গিরি এবং পর্ব্বযুক্ত বলিয়া পর্ব্বত, এই শব্দদ্বয় দ্বারা গিরি ও পর্ব্বতের ভেদ কথিত হইয়া থাকে প্লক্ষদ্বীপে গোমেদ মণি আছে বলিয়া ঐ দ্বীপস্থ পর্ব্বতের নাম গোমেদ, এইরূপ পূজ্য শাল্মলনামক বৃক্ষ দ্বারা শাল্মলদ্বীপ, কুশস্তম্ব দ্বারা কুশদ্বীপ, শ্রেষ্ঠ ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত দ্বারা ক্রৌঞ্চ দ্বীপ এবং শাক নামক বৃক্ষদ্বারা শাকদ্বীপ প্রসিদ্ধ। পুষ্কর দ্বীপে এক ন্যগ্রোধ বৃক্ষ আছে তত্রত্য জনগণ ঐ ন্যগ্রোধ বৃক্ষকে নমস্কার করিয়া থাকে এখানে ত্রিভুবনেশ্বর মহাদেব ও ব্রহ্মা পূজিত হন। ১২২—১৩৬। পূর্ব্বোক্ত পুষ্কর দ্বীপে ত্রয়স্ত্রিংশৎ মহর্ষিসহ দেবগণ ও সাধ্যগণ সহ প্রজাপতি ব্রহ্মা তপস্যা করেন এবং ঐ স্থানে দেবদেবোত্তম ব্রহ্মাও পূজিত হন। জম্বুদ্বীপ হইতে বিবিধ রত্ন সমুৎপন্ন হয়, এবং তত্রত্য দ্বীপ সকলের সর্ব্বত্র প্রজাগণ যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও দম-নিরত থাকিয়া আরোগ্য ও দ্বিগুণ

সর্ব্বশো ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন চ দমেন চ।
আরোগ্যায়ুঃপ্রমাণাভ্যাং দ্বিগুণস্তু সমন্ততঃ।।
এতস্মিন্ পুষ্করদ্বীপে যদুক্তং বর্ষকদ্বয়ম্
গোপায়তি প্রজাস্তত্র স্বয়ং সজ্জনমণ্ডিতাঃ।।
ঈশ্বরো দণ্ডমুদ্যম্য ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
স বিষ্ণুঃ সহ শিবো দেবঃ স পিতা স পিতামহঃ
ভোজনং চাপ্রযত্নেন তত্র স্বয়মুপস্থিতম্।
ষড়্রসং সুমহাবীর্য্যং ভুঞ্জতে চ প্রজাঃ সদা।।
পরেণ পুষ্করস্যাথ আবৃত্যাং স্থিতো মহান্।
স্বাদুদকঃ সমুদ্রস্তু সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতঃ।।১৪২
পরেণ তস্য মহতী দৃশ্যতে লোকসংস্থিতিঃ।
কাঞ্চনী দ্বিগুণা ভূমিঃ সর্ব্বা চৈকশিলোপমা।
তস্মাৎ পরেণ শৈলস্তু মর্য্যাদান্তে তু মণ্ডলম্
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোকঃ স উচ্যতে
আলোকস্তস্য চার্ব্বাক্ তু নিরালোকস্ততঃ পরম্
যোজনানাং সহস্রাণি দশ তস্যোচ্ছ্রয়ঃ স্মৃতঃ।।
তাবাংশ্চ বিস্তরস্তস্য পৃথিব্যাং কামগশ্চ সঃ।
আলোকে লোকশব্দস্ত নিরালোকে সলোকতা।
লোকার্থং সম্মতো লোকে নিরালোকস্তু বাহ্যতঃ
লোকবিস্তারমাত্রস্তু আলোকঃ সর্ব্বতো বহিঃ।
পরিচ্ছিন্নঃ সমন্তাচ্চ উদকেনাবৃতশ্চ সঃ।
নিরালোকাৎ পরশ্চাপি অণ্ডমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।
অণ্ডস্যান্তস্থিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী।
ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথ মহস্তথা
জনস্তপস্তথা সত্য এতাবাল্লোকসংগ্রহঃ।
এতাবানের বিজ্ঞেয়ো লোকান্তশ্চৈব তৎপরঃ
কুম্ভস্থায়ী ভবেদ্যাদৃক্ প্রতীচ্যাং দিশি চন্দ্রমাঃ
আদিতঃ শুক্লপক্ষস্য বপুরণ্ডস্য তদ্বিধম্।
অণ্ডানামীদৃশানান্তু কোট্যো জ্ঞেয়াঃ সহস্রশঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তাচ্চ কারণস্যাব্যয়াত্মনঃ।।১৫০
কারণৈঃ প্রাকৃতৈস্তত্র হ্যাবৃতং প্রতিসপ্তভিঃ।।

আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়। হিমযুক্ত পুষ্কর দ্বীপের যে বর্ষদ্বয় কথিত হইয়াছে, তত্রত্য প্রজাগণ সাধুচরিত্র এবং বিদ্বান্ বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য এবং পিতৃগণ সহ পিতামহ ব্রহ্ম স্বয়ং শিব, সূর্য্য এবং পিতৃগণ সহ পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং দণ্ডাদিবিধান দ্বারা উহাদিগের শাসন পালন করিয়া উপভোগ করে। এই পুরস্কারের চতুর্দ্দিক্ স্বাদুদক সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। তার পর একটী মহতী কাঞ্চনপুরী আছে, এখানে একটী লোকসংস্থান দৃষ্ট হয়। এ স্থানের ভূমি যেন একবিধ শিলা দ্বারা গঠিত। তারপর সীমান্তে একটী পর্ব্বত; অতঃপর মণ্ডল, এই পর্ব্বতের একদিক্ প্রকাশ ও অপরদিক্ অপ্রকাশ, ইহা লোকালোক নামে কথিত হয়। ইহার পূর্ব্বদিক্ আলোকময়; অপরদিক্ অন্ধকারময় ইহা দশ সহস্র যোজন উচ্চ, এবং ইহার বিস্তার উচ্চতার সমান পৃথিবীর মধ্যে এই পর্ব্বত কামগামী। ইহার যে দিকে আলোক, সেই দিকেই লোকশব্দ প্রযুক্ত হয় এবং নিরালোকেও লোক সকল বিদ্যমান; কিন্তু আলোক হেতুই লোক, আর দেখা যায় না বলিয়া অপর দিক্ নিরালোক ইহাই সম্মত। বহির্দিকেও যতদূর লোক বিস্তার আছে, তাহাকেই আলোক বলা হয়। ইহার চারিদিকেই সীমারূপে জলদ্বারা বেষ্টিত। নিরালোকের পর অপরাংশ ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত করিয়া অবস্থিত ঐ অণ্ডমধ্যেই সপ্তদ্বীপা মেদিনী, অনন্তর ভূঃ, ভুব, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, জন, তপ এবং সত্য এই সপ্তলোক অবস্থিত জানিবেন। ইহার পর অন্তসীমা অর্থাৎ তাহার পর কিছুই নাই শুক্লপক্ষের আদি অর্থাৎ প্রতিপদ দিনে পশ্চিমদিকে চন্দ্রমা যেমন কুম্ভে অবস্থান করেন, অণ্ডের গঠনও তদ্রূপই জানিবেন অব্যয় আত্মার কারণ স্বরূপ তির্য্যগ্, ঊর্দ্ধ ও মধ্যদিক্ হইতে অণ্ড সকলের সংখ্যা এক সহস্র কোটি। ঐ সপ্তলোকের প্রতি লোকেই এক একটী আবাস আছে। উহারা সাত সাতটী প্রকৃত কারণ দ্বারা আবৃত। উহাদের একটী হইতে অপরটী দশ দশগুণ অধিক। ইহারা পরস্পর পরস্পরকে ধারণ এবং আবরণ করিয়া আছে আর

দশাধিক্যেন চান্যোন্যং ধারয়ন্তি পরস্পরম্।
পরস্পরাবৃতাঃ সর্ব্বে উৎপন্নাশ্চ পরস্পরাৎ।।
অণ্ডস্যাস্য সমন্তাত্তু সন্নিবিষ্টো ঘনোদধিঃ।
সমন্তাদ্ঘনেন তোয়েন ধার্য্যমাণঃ স তিষ্ঠতি।
বাহ্যতো ঘনতোয়স্য তির্য্যগূর্দ্ধন্তু মণ্ডলম্।
ধার্য্যমাণং সমন্তাত্তু তিষ্ঠতে ঘনতেজসা।।১৫৬
অয়োগুড়নিভো বহ্নিঃ সমন্তাৎ মণ্ডলাকৃতিঃ
সমন্তাদ্ ঘনবাতেন ধার্য্যমাণঃ স তিষ্ঠতি।
ঘনবাতস্তথাকাশং ধারয়াণস্তু তিষ্ঠতি।।১৫৫
ভূতাদিশ্চ তথাকাশং ভূতাদ্যং চাপ্যসৌ মহান্
মহান্ ব্যাপ্তো হ্যনন্তেন অব্যক্তেন তু ধার্য্যতে
অনন্তমপরিব্যক্তং দশধা সূক্ষ্ম এব চ।
অনন্তমকৃতাত্মানমনাদিনিধনং চ তৎ।।১৫৭
অতীত্য পরতো ঘোরমনালম্বমনাময়ম্।
নৈকযোজনসাহস্রং বিপ্রকৃষ্টং তমোবৃতম্।।১৫৮
তম এব নিরালোকমমর্য্যাদমদেশিকম্।
দেবানামপ্যবিদিতং ব্যবহারবিবর্জ্জিতম্। ১৫৯
তমসোহন্তে চ বিখ্যাতমাকাশান্তে চ ভাস্বরম্
মর্য্যাদায়ামতস্তস্য শিবস্যায়তনং মহৎ।।১৬০
ত্রিদশানামগম্যং তু স্থানং দিব্যমিতি শ্রুতিঃ।।
মহতো দেবদেবস্য মর্য্যাদায়াং ব্যবস্থিতম্।
চন্দ্রাদিত্যাবতপ্তাসু যে লোকাঃ প্রথিতা বুধৈঃ
তে লোকা ইত্যভিহিতা জগতশ্চ ন সংশয়ঃ।।
রসাতলতলাৎ সপ্ত সপ্তোর্দ্ধতলাঃ ক্ষিতৌ
সপ্ত স্কন্ধাস্তথা বায়োঃ ব্রহ্মসদনা দ্বিজাঃ।।
আপাতালদ্দিবং যাবত্তত্র পঞ্চবিধা গতিঃ।
প্রমাণমেতজ্জগত এব সংসারসাগরঃ।।১৬৪
অনাদ্যন্তা প্রয়াত্যেবং নৈকজাতিসমুদ্ভবা।
বিচিত্রা জগতঃ সা বৈ প্রবৃত্তিরনবস্থিতা।।১৬৫
যশ্চৈতদ্ভৌতিকং নাম নিসর্গং বহুবিস্তরম্।
অতীন্দ্রিয়ৈর্মহাভাগৈঃ সিদ্ধৈরপি ন লক্ষ্যতে
পৃথিব্যাং চাগ্নিবায়ূনাং মহত্তমসস্তথা।
ঈশ্বরস্য তু দেবস্য অনন্তস্য দ্বিজোত্তমাঃ।।১৬৭

ইহাদের উৎপত্তিও পরস্পরই হইয়াছে। ঐ অণ্ডের চারিদিকে ঘনোদধি এরূপভাবে সন্নিবিষ্ট যে, পরস্পর পরস্পরকে জলদ্বারা ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। বাহিরের দিকেও ঐ ঘনজলের তির্য্যক্ ঊর্দ্ধ মণ্ডল এরূপ ভাবে অবস্থিত, যেন উহা তেজোদ্বারা ধার্য্যমাণ হইয়াই রহিয়াছে। চারিদিকে মণ্ডলাকৃতি অয়োগুড় সন্নিভ বহ্নি চারিদিকেই ঘনবায়ু দ্বারা ধার্য্যমাণ হইয়া অবস্থিত, ঐ ঘনবায়ু আবার আকাশ ধারণ করিয়া বিরাজিত। আকাশ ভূতাদি মহান্‌কে ও ভূতাদি মহান্ আবার আকাশকে ধারণ করিয়াছে। ঐ সকল মহান্ অব্যক্ত অনন্ত পরিব্যাপ্ত। ঐ অপরিব্যক্ত অনন্ত দশবিধ সূক্ষ্ম, অকৃতাত্মা, অনাদিনিধন, অসীম, ঘোর, অনালম্ব, অনাময়, বহু সহস্র যোজন দূরস্থ, তমোবৃত, অন্ধকারের ন্যায় দর্শনের অযোগ্য, অমর্য্যাদ, অদেশিক, দেবতাদিগেরও অবিদিত, এবং ব্যবহার-বিবর্জ্জিত। তমঃপারে আকাশের শেষভাগে ভাস্কর এবং শেষসীমায় শিবের বৃহৎ আয়তন। ঐ দিব্য স্থান দেবতাদিগেরও অগম্য বলিয়া কথিত হয়। ঐ মহাদেবায়তনের সীমান্তে চন্দ্র ও সূর্য্যকর-সমুদ্ভাসিত যে সকল লোক বিখ্যাত আছে, উহারা জাগতিক লোক বলিয়া অভিহিত হয়। ১৩৭—১৬২ রসাতলের ঊর্দ্ধে ও অধোদিকে সাত সাতটী তল বা স্তর আছে। হে দ্বিজগণ! ব্রহ্মসদন পর্য্যন্ত বায়ুর সপ্তস্কন্ধ বিরাজিত; তন্মধ্যে পাতাল হইতে স্বর্গভূমি পর্য্যন্ত উহার পঞ্চবিধ গতি নির্দ্দিষ্ট, ইহাই জগতের প্রমাণ এবং ইহারই নাম সংসারসাগর। বহু জাতির উদ্ভবভূমি এই অনাদি অনন্ত জগৎপরম্পরা এমনই ভাবে চলিয়া যাইতেছে, জগতের এই অস্থির প্রবৃত্তি একান্তই বৈচিত্র্যময়। ইহার ভৌতিক নিসর্গ, বহু বিস্তর অতীন্দ্রিয় মহাভাগ সিদ্ধগণও নিঃশেষরূপে দর্শন করিতে অসমর্থ। হে দ্বিজোত্তমগণ! এজগতে অগ্নি, বায়ু, মহান্, তমঃ, দেব ঈশ্বর ও অনন্ত ইহাদের ক্ষয়, পরিণাম বা অন্ত জানা যায় না; কেবল

ক্ষয়ো বা পরিমাণং বা অন্তো বাপি ন বিদ্যতে
অনন্ত এব সর্ব্বত্র সর্ব্বস্থানেষু পঠ্যতে।
তস্য চোক্তং ময়া পূর্ব্বং তস্মিন্নামানুকীর্ত্তনে।।
য এষ শিবনাম্না হি তত্ত্বঃ কার্ৎস্ন্যেন কীর্ত্তিতম্
স এব সর্ব্বত্র গতঃ সর্ব্বস্থানেষু পূজ্যতে ।১৬৯
ভূমৌ রসাতলে চৈব আকাশে পবনেঽনলে
অর্ণবেষু চ সর্ব্বেষু দিবি চৈব ন সংশয়ঃ। ১৭০
তথা তপসি বিজ্ঞেয় এষ এব মহাদ্যুতিঃ
অনেকধা বিভক্তাঙ্গো মহাযোগী মহেশ্বরঃ।
সর্ব্বলোকেষু লোকেশ ইজ্যতে বহুধা প্রভুঃ।।
এবং পরস্পরোৎপন্না ধার্য্যন্তে চ পরস্পরান্।
আধারাধেয়ভাবেন বিকারাস্তে বিকারিণঃ।।
পৃথ্ব্যাদয়ো বিকারাস্তে পরিচ্ছিন্নাঃ পরস্পরম্
পরস্পরাধিকাশ্চৈব প্রবিষ্টাশ্চ পরস্পরম্।।
যস্মাদ্বিষ্টাশ্চ তেঽন্যোন্যং তস্মাৎ স্থৈর্য্যমুপা-
গতাঃ।

প্রাগাসন্ হ্যবিশেষাস্ত বিশেষান্যোন্যবেশনাৎ
পৃথিব্যাদ্যাশ্চ বায়্বন্তাঃ পরিচ্ছিন্নাস্ত্রয়স্তু তে।
গুণাপচয়সারেণ পরিচ্ছেদো বিশেষতঃ।
শেষাণাস্তু পরিচ্ছেদঃ সৌক্ষ্ম্যান্নেহ বিভাব্যতে
ভূতেভ্যঃ পরতস্তেভ্যো হ্যালোকঃ পরতঃ স্মৃতঃ
ভূতান্যালোক আকাশে পরিচ্ছন্নানি সর্ব্বশঃ
পাত্রে মহতি পাত্রাণি যথৈবান্তর্গতানি তু।।
ভবন্ত্যন্যোন্যহীন্যান পরস্পর সমাশ্রয়াৎ।
তথা হ্যালোক আকাশে ভেদাস্ত্বন্তর্গতা মতাঃ
কৃৎস্নান্যোন্যানি চত্বারি অন্যোন্যস্যাধিকানি তু
যাবদেতানি ভূতান তাবদুৎপন্ন-ভুরুচ্যতে।।
জন্তুনাম্নক সংস্কারো ভূতেষ্বন্তর্গতো মতঃ
প্রত্যাখ্যায় চ ভূতান কার্য্যোৎপত্তির্ন বিদ্যতে
তস্মাৎ পারমতা ভেদাঃ স্মৃতাঃ কার্য্যাত্মকাস্ততে
কারণাত্মকাস্তবৈব স্যুর্ভেদা যে মহদাদয়ঃ।।১৮০
ইত্যেষ সন্নিবেশো যো ময়া প্রোক্তো বিভাগশঃ

ইহার সর্ব্ব স্থানেই অনন্ত নামে গীত হইয়া থাকে। যিনি শিব নামে আখ্যাত, তদীয় নামানুকীর্ত্তন প্রসঙ্গে আপনাদের নিকট তাঁহার বিবরণ বিস্তারপূর্ব্বক পূর্ব্বেই কীর্ত্তন করিয়াছি। তিনি সর্ব্বগ এবং ভূমি, রসাতল, আকাশ, পবন, অনল, সমুদ্রসমূহ, স্বর্গ সর্ব্বত্রই পূজিত হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই তিনি তপস্যায় রত ও মহাদ্যুতিসম্পন্ন। ঐ মহাযোগী প্রভু মহেশ্বর অনেকধা বিভক্ত হইয়া নিখিল লোকেই লোকেশ নামে পূজিত হন। বিকারী বস্তু যেমন বিকারকে ধারণ করে, তদ্রূপ আধারাধেয় ভাবে এই পরস্পরোৎপন্ন লোকসকল পরস্পরকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। পৃথিব্যাদি বৈকারিক পদার্থ পরস্পর পরিচ্ছিন্ন; কিন্তু একে অপরের অধিক হইয়াও একের মধ্যে অপর প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে যেহেতু ইহারা পরস্পর পরস্পরে প্রবিষ্ট, সেই জন্যই পরস্পর স্থৈর্য্যসম্পন্ন। পূর্ব্বে ইহারা অবিশেষভাবে বর্ত্তমান ছিল, পরে পরস্পর সন্নিবেশ হেতু ইহারাই বিশেষভাবে অবস্থিত হইয়াছে।

পৃথিবী আদি তেজ পর্য্যন্ত গুণের অপচয়ানুসারে ইহাদের মধ্যে তিনটী পরিচ্ছেদ বিদ্যমান; কিন্তু অতিসূক্ষ্ম বলিয়া বায়ু প্রভৃতি পরিচ্ছেদ কল্পনা করা যায় না।১৬৩—১৭৫। নিখিল ভূতের পরবর্ত্তী একটা নিরবচ্ছিন্ন আলোক আছে। সেই আলোকেই মহা পাত্রস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্রসমষ্টির ন্যায় আকাশাদি ভূত-পরম্পরা পরপর পরিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত। মহাপাত্রস্থ পাত্রসমষ্টির শেষ পাত্রটী অপেক্ষা অপরাপর পাত্রগুলি যেমন পরপর অধিক, ক্ষিত্যাদি ভূতগণও তেমনি পরপর অধিক্য-শালী। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে পর্য্যন্ত প্রাণী আছে, সেই পর্য্যন্তই সৃষ্টি জানিবেন; স্থূলভূতগণের সংস্কার প্রাণিগণেরই অন্তর্গত। পঞ্চভূত বিনা কার্য্যোৎপত্তি থাকে না মহদাদি যে সকল ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্ত কারণাত্মক। কার্য্য ও কার্য্যাত্মক ভেদ সকলকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই বুঝিতে হইবে। হে দ্বিজগণ! সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত-

সপ্তদ্বীপসমুদ্রায়া যাথাতথ্যেন বৈ দ্বিজাঃ।।১৮১
বিস্তারান্মণ্ডলাচ্চৈব প্রসংখ্যানেন চৈব হি।
বৈশ্বরূপং প্রধানস্য পরিমাণৈকদেশিকম্।।১৮২
অধিষ্ঠানং ভগবতো যস্য সর্ব্বমিদং জগৎ।
এবং ভূতগণাঃ সপ্ত সন্নিবিষ্টাঃ পরস্পরম্।।
এতাবান্ সন্নিবেশস্তু ময়া শক্যঃ প্রভাষিতুম্।
এতাবদেব শ্রোতব্যং সন্নিবেশে তু পার্থিব।।
সপ্ত প্রকৃতয়স্ত্বেতা ধারয়ন্তি পরস্পরম্।
তাস্বল্পপরিমাণেন প্রসংখ্যাতুমহোচ্যতে।
অসংখ্যেয়াঃ প্রকৃতযস্তির্য্যগূর্দ্ধমধশ্চ যাঃ।১৮৫
তারকাসন্নিবেশস্য যাবদ্দিব্যন্তু মণ্ডলম্।
মর্য্যাদাসন্নিবেশস্তু ভূমেস্তদনুমণ্ডলম্।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি পৃথিব্যাং বৈ
দ্বিজোত্তমাঃ।।১৮৬

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবন-
বিন্যাসো নামৈকোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।।৪৯।।

সমুদ্রযুক্ত মেদিনীর বিস্তার মণ্ডল, পরিসংখ্যা, বিভাগক্রমে যথাযৎ এই যে সন্নিবেশ আমি আপনাদের নিকট কহিলাম ইহা বিশ্বরূপিণী প্রকৃতির একাংশ মাত্র। এই সমস্ত জগৎ, সেই জগদুৎপাদক ভগবানের অধিষ্ঠান। ভূতগণের পরস্পর সন্নিবেশ, ও অন্যান্য সন্নিবেশাদি যাহা আমি বলিতে সক্ষম হইয়াছি, আপনারা তৎসমস্তই শ্রবণ করিয়াছেন। যে সপ্ত প্রকৃতি এই জগন্মণ্ডল ধারণ করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্য যে তির্য্যগ, ঊর্দ্ধ, মধ্যম প্রভৃতি বহু প্রকৃতি, তারকাসন্নিবেশ, দিব্যমণ্ডল পর্য্যন্ত সীমাসন্নিবেশ এবং ভূমির অনুমণ্ডল, এক্ষণে এই সকল বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি।১৭৬—১৮৬।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।।৪৯

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অধঃ প্রমাণমূর্দ্ধঞ্চ বর্ণ্যমানং নিবোধত।
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্।
অনন্তধাতবো হ্যেতে ব্যাপকাস্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ।।
জননী সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতধরা ধরা।
নানাজনপদাকীর্ণা নানাধিষ্ঠানপত্তনা।।২
নানানদনদীশৈলা নৈকজাতসমাকুলা
অনন্তা গীয়তে দেবী পৃথিবী বহু বস্তরা।।৩
নদীনদসমুদ্রস্থাস্তথা ক্ষুদ্রাশ্রয়াঃ স্থিতাঃ।
পর্ব্বতাকাশসংস্থাশ্চ অন্তর্ভূমিগতাশ্চ যাঃ।।৪
আপোহনন্তাশ্চ বিজ্ঞেয়াস্তথাগ্নিঃ সার্ব্বলৌকিকঃ
অনন্তঃ পঠ্যতে চৈব ব্যাপকঃ সর্ব্বসম্ভবঃ ।৫
তথাকাশমনালম্বং রম্যং নানাশ্রয়ং স্মৃতম্
অনন্তং প্রথিতং সর্ব্বং বায়ুশ্চাকাশসম্ভবঃ ।৬

পঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর ধরিত্রীর অধঃ, ঊর্দ্ধ ভাগের প্রমাণ শ্রবণ করুন। এই ধরিত্রী মৃত্তিকা, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতিঃ এই পঞ্চভূতপরিব্যাপ্ত। ইহারা পরস্পর ব্যাপক হইয়া এই অনন্ত জগতের ধারক। এই ধরাই সর্ব্ববিধ প্রাণীর জননী; ইনিই জীবনিবহ ধারণ করিয়া থাকেন। এই ধরিত্রীগর্ভে নানা জনপদ, অধিষ্ঠান, পত্তন, নদ, নদী, শৈল ও বহুবিধ জাতি বিরাজিত। এই পৃথ্বী দেবী বহুবিস্তৃত; এজন্য ইনি অনন্তা বলিয়া গীত হইয়া থাকেন। এই পৃথিবীস্থ নদ, নদী ও সাগর মধ্যে এবং পর্ব্বত ও আকাশাভ্যন্তরে বেং অন্যান্য স্থানেও জল বিদ্যমান। এই জন্য জলরাশি অনন্ত বলিয়া বিদিত, সার্ব্বলৌকিক অগ্নি, সকলেরই ব্যাপক ও সর্ব্ববিধ বস্তুর উৎপাদক; এইজন্য লোকে অনন্ত বলিয়া কথিত।১—৫। এতদ্ভিন্ন আকাশ নিরালম্ব, নানাবিধ বস্তুর আশ্রয়, রম্য ও বহু বিস্তৃত; সুতরাং অনন্ত

আপঃ পৃথিব্যামুদকে পৃথিবী চোপরি স্থিতা।
আকাশঞ্চাপরমধঃ পুনর্ভূমিঃ পুনর্জলম্।।৭
এবমন্তমনন্তস্য ভৌ তকস্য ন বিদ্যতে।
পুরা সুরৈরভিহিতং নিশ্চিতন্তু নিবোধত।।
ভূমিজলমৈথাকম শর্মিত জ্ঞেয়া পরম্পরা।
স্থিতিরেষা তু বিজ্ঞেয়া সপ্তমেঽস্মিন্ রসাতলে
দশযোজনসাহস্রমেকভৌমং রসাতলম্।
সাধুভিঃ পরিবিখ্যাতমেকৈকং বহুবিস্তরম্।।১০
প্রতমমতলঞ্চৈব সুতলন্তু ততঃপরম্।
ততঃ পরতরং বিদ্যাদ্ বিতলং বহুবিস্তরম্।।১১
ততো নভস্তলং নাম পরতশ্চ মহাতলম্।
শ্রীতলঞ্চ ততঃ প্রাহুঃ প.ত.লং সপ্তমং স্মৃতম্
কৃষ্ণভৌমং দ্বিতীয়ন্তু তৃতীয়ং রক্তমৃত্তিকম্।।
পাণ্ডুভৌমং দ্বিতীয়ন্তু তৃতীয়ং রক্তমৃত্তিকম্।।
পীতভৌমং চতুর্থন্তু পঞ্চমং শর্করাতলম্।
ষষ্ঠং শিলাময়ঞ্চৈব সৌবর্ণং সপ্তমং তলম্। ১৪

প্রথমে তু তলে খ্যাতমসুরেন্দ্রস্য মন্দিরম্।
নমুচেরিন্দ্রশত্রোর্হি মহানাদস্যচালয়ম্।।১৫
পরঞ্চ শঙ্কুকর্ণস্য কবন্ধস্য চ মন্দিরম্
নিষ্কুলাদস্য চ পুরং প্রহৃষ্টজনসঙ্কুলম্।।১৬
রাক্ষসস্য চ ভীমস্য শূলদন্তস্য চালয়ম্।
লোহিতাক্ষকলিঙ্গানাং নগরং শ্বাপদস্য তু ।১৭
ধনঞ্জয়স্য চ পুরং মাহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
কালিয়স্য চ নাগস্য নগরং কলসস্য চ।।১৮
এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্।
তলে জ্ঞেয়ানি প্রথমে কৃষ্ণভৌমে ন সংশয়ঃ।।
দ্বিতীয়েঽপিতিলে বিপ্রা দৈত্যেন্দ্রস্য সুবক্ষসঃ
মহাজম্ভস্য চ তথা নগরং প্রথমস্য তু।।২০
হয়গ্রীবস্য কৃষ্ণস্য নিকুম্ভস্য চ মন্দিরম্।
শঙ্খাখ্যেয়স্য চ পুরং নগরং গোমুখস্য চ।।২১
রাক্ষসস্য চ নীলস্য মেঘস্য ক্রথনস্য চ।
পুরঞ্চ কুকুপাদস্য মহোষ্ণীষস্য চালয়ম্।।২২
কম্বলস্য চ নাগস্য পুরমশ্বতরস্য চ।
কদ্রুপুত্রস্য চ পুরং তক্ষকস্য মহাত্মনঃ।।২৩
এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্।
দ্বিতীয়েঽস্মিংস্তলে বিপ্রাঃ পাণ্ডুভৌমে ন
সংশয়ঃ।।২৪

আকাশসম্ভব বায়ু অনন্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর উপর জল এবং জলের উপর ধরিত্রী দেবী অবস্থিতা; তাহার অধোদেশে আকাশ, পুনর্ব্বার ভূমি, তারপর আবার জল এইরূপ উপর্য্যুপরি এই ভৌতিক অনন্ত সৃষ্টির অন্ত নাই, পূর্ব্বকালে পণ্ডিতগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন; আনারা এক্ষণে উহা অবগত হউন। সপ্তম রসাতল পর্য্যন্ত প্রথমে মৃত্তিকা, তারপর জল, তারপর আকাশ এইরূপ পরম্পরাক্রমে অবস্থিতি জানিবেন। রসাতলের বিস্তার অযুত-যোজন ও উহা সমানভূমি; এইরূপে পণ্ডিতগণ সপ্ত তলের এক এক তলকে বহু বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন;—অতল, সুতল, বিতল, গভস্তল, মহাতল, শ্রীতল ও পাতাল, পরপরক্রমে এই সাতটী তল অবস্থিত। এক্ষণে যথাক্রমে উহাদের ভূমিভাগের বিবয় বলা হইতেছে;— প্রথমটীর মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ দ্বিতীয় পাণ্ডু, তৃতীয় রক্ত, চতুর্থ পীত, পঞ্চম শর্করাবৎ, ষষ্ঠ প্রস্তরময়

এবং সপ্তম সুবর্ণবর্ণ এই সকল তলদেশের প্রথমটীতে ভীমনাদী ইন্দ্রশত্রু অসুরেন্দ্র নমুচির বাসস্থান বিদ্যমান; এতদ্ভিন্ন শঙ্কুকর্ণ, কবন্ধ, নিষ্কুলাদ, ভীমনামক রাক্ষস, শূলদন্ত, লোহিতাক্ষ, শ্বাপদ, মহাত্মা ধনঞ্জয়, মাহেন্দ্র, কালিয় নাগ, কলস এবং অন্যান্য নাগ, দানব ও রাক্ষসদিগের বহু সহস্র পরী কৃষ্ণভূমি প্রথম তলদেশে বিদ্যমান।৬—১৯। হে বিপ্রগণ! দ্বিতীয় তলের প্রথমেই বিশালবক্ষ দৈত্যেন্দ্র মহাজম্ভের নগর। এইরূপ হয়গ্রীব, কৃষ্ণ, নিকুম্ভ, শঙ্খ, গোমুখ, এবং নীলরাক্ষস, মেঘ, ক্রথন, কুকুপাদ, মহোষ্ণীষ, কম্বলনাগ, অশ্বতর ও কদ্রুপুত্র মহাত্মা তক্ষক, ইহাদের পুর ও নগর সকল বিদ্য মান। এতদ্‌ভিন্ন নাগ, দানব ও রাক্ষসদিগেরও বহু সহস্র পুর এই দ্বিতীয় পাণ্ডু

তৃতীয়ে তু তলে খ্যাতং প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
অনুহ্রাদস্য চ পুরং দৈত্যেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।।২৫
তারকাখ্যস্য চ পুরং পুরং ত্রিশিরসস্তথা।
শিশুমারস্য চ পুরং হৃষ্টপুষ্টজনাকুলম্।।২৬
চ্যবনস্য চ বিজ্ঞেয়ং রাক্ষসস্য চ মন্দিরম্।
রাক্ষসেন্দ্রস্য চ পুরং কুম্ভিলস্য খরস্য চ।।২৭
বিরাধস্য চ ক্রূরস্য পুরমুল্কামুখস্য চ।
হেমকস্য চ নাগস্য তথা পাণ্ডুরকস্য চ।।২৮
মণিমন্ত্রস্য চ পুরং কপিলস্য চ মন্দিরম্।
নন্দস্য চোরগপতের্বিশালস্য চ মন্দিরম্।।২৯
এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্
তৃতীয়েঽস্মিংস্তলে বিপ্রাঃ পীতভৌমে ন সংশয়
চতুর্থে দৈত্যসিংহস্য কালনেমের্মহাত্মনঃ।
গজকর্ণস্য চ পুরং নগরং কুঞ্জরস্য চ।।৩১
রাক্ষসেন্দ্রস্য চ পুরং সুমালের্বহুবিস্তরম্
মুঞ্জস্য লোকনাথস্য বৃকবক্ত্রস্য চালয়ম।।৩২
বহুযোজনসাহস্রৈঃ বহুপক্ষিসমাকুলম্
নগরং বৈনতেয়স্য চতুর্থেঽস্মিন্ রসাতলে।।৩৩
পঞ্চমে শর্করাভৌমে বহুযোজনবিস্তৃতে
বিরোচনস্য নগরং দৈত্যসিংহস্য ধীমতঃ।।৩৪
বৈদূর্য্যস্যাগ্নিজিহ্বস্য হিরণ্যাক্ষস্য চালয়ম্
পুরঞ্চ বিদ্যুজ্জিহ্বস্য রাক্ষসস্য চ ধীমতঃ।।৩৫
মহামেঘস্য চ পুরং রাক্ষসেন্দ্রস্য শালিনঃ।
কর্ম্মারস্য চ নাগস্য স্বস্তিকস্য জয়স্য চ।।৩৬
এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্
পঞ্চমেঽপি তথা জ্ঞেয়ং শর্করানিলয়ে সদা।।৩৭
ষষ্ঠে তলে দৈত্যপতেঃ কেসরের্নগরোত্তমম্।
সুপর্ব্বণঃ পুলোম্নশ্চ নগরং মহিষস্য চ
রাক্ষসেন্দ্রস্য চ পুরমুৎক্রোশস্য মহাত্মনঃ।।৩৮
তত্রাস্তে সুরসাপুত্রঃ শতশীর্ষো মুদা যুতঃ।
কশ্যপস্য সুতঃ শ্রীমান বাসুকির্নাম নাগরাট্।
এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্।
ষষ্ঠে তলেঽস্মিন্ বিখ্যাতে শিলাভৌমে রসাতলে।।৪০
সপ্তমে তু তলে জ্ঞেয়ং পাতালে সর্ব্বপশ্চিমে।
পুরং বলেঃ প্রমুদিতং নরনারীসমাকুলম্।।৪১
অসুরাশীবিষৈঃ পূর্ণমুক্তৈর্দেবশত্রুভিঃ।
মুচুকুন্দস্য দৈত্যস্য তত্র বৈ নগরং মহৎ।।৪২
অনেকৈর্দিতিপুত্রাণাং সমুদীর্ণৈর্মহাপুরৈঃ।

ভূমিময় তলে অবস্থিত। হে বিপ্রগণ! তৃতীয় তলে—মহাত্মা দৈত্যেন্দ্র প্রহ্লাদ, অনুহ্রাদ, তারক, ত্রিশিরা ও শিশুমার, ইঁহাদের হৃষ্টপুষ্ট জনাকীর্ণ পুরী বিদ্যমান এবং চ্যবন রাক্ষস, রাক্ষসেন্দ্র কুম্ভিল, খর, বিরাধ ক্রূর, উল্কামুখ, হেমক, পাণ্ডুরক, মণিমন্ত্র, কপিল ও উরগপতি নন্দ, ইঁহাদের সুবিশাল আবাস-গৃহ; এতদ্ভিন্ন নাগ, দানব এবং রাক্ষসদিগের বহুসহস্র আবাসস্থান এই পীতভূমিতৃতীয় তলে বিদ্যমান। চতুর্থতলে—মহাত্মা দানবেন্দ্র কালনেমি, গজকর্ণ, কুঞ্জর, রাক্ষসেন্দ্র সুমালী, মুঞ্জ, লোকনাথ ও বৃকবক্ত, ইঁহাদের পুরী এবং বহু বিহগসমাকুল বৈনতেয়ের বহু সহস্র নগর অবস্থিত। বহু যোজনবিস্তৃত শর্করাভূমি পঞ্চমতলে অসুরসিংহ ধীমান্ বিরোচনের নগর এবং বৈদূর্য্য, অগ্নিজিহ্ব, হিরণ্যাক্ষ এবং বিদ্যুজ্জিহ্ব ও মহামেঘ নামক রাক্ষসেন্দ্রদ্বয় ও কর্ম্মার, স্বস্তিক, জয় প্রভৃতি নাগগণের পুরী বিরাজিত; এতদ্ভিন্ন এই শর্করাময় পঞ্চমতলে অন্যান্য নাগ, দানব, ও রাক্ষসদিগেরও সহস্র সহস্র নিলয় আছে।২০—৩৭ ষষ্ঠতলে দৈত্যপতি কেসরি, সুপর্ব্বা, পুলোমা, মহিষ এবং রাক্ষসেন্দ্র মহাত্মা উৎক্রোশের পুরী অবস্থিত। এখানে সুরসাতনয় শতশীর্ষা সহর্ষে অবস্থান করিতেছে এবং কশ্যপতনয় নাগরাজ বাসুকিও এই স্থানেই অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন এই বিখ্যাত শিলাময় ষষ্ঠতলে দেব, দানব ও রাক্ষসদিগেরও সহস্র সহস্র পুর রহিয়াছে। সর্ব্ব পশ্চিমদিকস্থিত সপ্তমতল পাতালে নরনারীসমাকুল বলির পুরী বিরাজিত; এই পুরী সর্ব্বদা প্রমুদিত, বহু সর্প ও অসুরনিকরে পরিপূর্ণ, এবং দেবাসুরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত। এই স্থানে মুচুকুন্দ দৈত্যের মহানগর ও

তথৈব নাগনগরৈঃ ঋদ্ধিমদ্ভিঃ সহস্রশঃ।।৪৩
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ সমুদীর্ণৈর্মহাপুরৈঃ
উদীর্ণে রাক্ষসাবাসৈরনেকৈশ্চ সমাকুলম্।।৪৪
পাতালান্তে চ বিপ্রেন্দ্রা বিস্তীর্ণে বহুযোজনে
আস্তে রক্তারবিন্দাক্ষো মহাত্মা হ্যজরামরঃ।
ধৌতশঙ্খোদরবপুর্নীলবাসা মহা ভুজঃ।
বিশালভোগো দ্যুতিমাংশ্চিত্রমালাধরো বলী
রুক্মশৃঙ্গাবদানেন দীপ্তাস্যেন বিরাজতা।
সমুর্মুখসহস্রেণ শোভতে বৈ স কুণ্ডলী।।৪৭
স জিহ্বামালয়া দেবো লোলজ্জ্বালানলার্চিষা
জ্বালামালাপরিক্ষিপ্তঃ কৈলাস ইব লক্ষ্যতে।।
স তু নেত্রসহস্রেণ দ্বিগুণেন বিরাজতা।
বালসূর্য্যাভিতাম্রেণ শোভতে নিক্ষমণ্ডলঃ।।৪৯
তস্য কুন্দেন্দুবর্ণস্য অক্ষমালা বিরাজতে
তরুণাদিত্যমালেব শ্বেতপর্ব্বতমূর্দ্ধনি।।৫০
জটাকরালো দ্যুতিমান্ ক্বাপি শয়নাসনে।
বিস্তীর্ণ ইব মেদিন্যাং সহস্রশিখরো গিরিঃ।।৫১
মহাভোগৈর্মহাভাগৈর্মহানাগৈর্মহাবলৈঃ।
উপাস্যতে মহাতেজা মহানাগপতিঃ স্বয়ম্।।৫২
স রাজা সর্ব্বনাগানাং শেষো নাম মহাদ্যুতিঃ।
সা বৈষ্ণবী হ্যস্তনুর্মর্য্যাদায়াং ব্যবস্থিতা।।৫৩
সপ্তৈবমেতে কথিতা ব্যবহার্য্যা রসাতলাঃ।
দেবাসুরমহানাগরাক্ষসাধ্যুষিতাঃ সদা।।৫৪
অতঃ পরমনালোক্যমগম্যং সিদ্ধসাধুভিঃ।
দেবানামপ্যবিদিতং ব্যবহারবিবর্জ্জিতম্।।৫৫
পৃথিব্যগ্ন্যম্বুবায়ূনাং নভসশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
মহত্ত্বমেবমৃষিভির্বর্ণ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।।৫৬
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্গতিম্।
সূর্য্যাচন্দ্রমসাবেতৌ ভ্রমন্তৌ যাবদেব তু।
প্রকাশতঃ স্বভাবিস্তৌ মণ্ডলাভ্যাং সমাস্থিতৌ

অবস্থিত এই তল দিতিসুতগণের বহুসংখ্যক পুরী সহস্র শ্রীমান্ নাগনগর, দৈত্য, দানব এবং রাক্ষসদিগের মহাপুর সকল ও অনেক আবাস গৃহ দ্বারা সর্ব্বদা সুসঙ্কীর্ণ। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এই পাতালতলের পর বহু যোজন বিস্তীর্ণ স্থানে শেষ নাগের আবাসভূমি। এই নাগের নয়ন রক্তপদ্মসম, শরীরপ্রভা, শঙ্খের স্বচ্ছ উদরবৎ শুভ্র, এবং পরিধানে নীল বসন। ইনি মহাত্মা, অজর ও অমর; ঐ বিশালভোগ মহাভুজ দ্যুতিমান্ চিত্র-মাল্যধারী বলবান্ কুণ্ডলীর মুখ যেন সুবর্ণ-শৃঙ্গসম নির্ম্মল ও প্রদীপ্ত। ঐ প্রভু, সহস্র মুখ ধারণ করিয়া সাতিশয় শোভমান হইয়াছেন. ঐ নাগ দেব অনলকান্তি; উঁহার লোলজিহ্বা-মালার কিরণসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় ইনি যেন কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় অনুমিত হইতেছেন। ঐ দ্বিসহস্র নেত্রযুগত নিক্ষমণ্ডল কুণ্ডলী বালসূর্য্যসদৃশ তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়া শোভিত হইতেছেন, ইহার বর্ণ কুন্দকুসুম কিংবা চন্দ্রের ন্যায় ধবল; ইনি তরুণ সূর্য্যকিরণবর্ণের ন্যায় অক্ষমালা ধারণ করেন এবং ইনি শ্বেতপর্ব্বতের শিরোদেশে বাস করিয়া থাকেন। ইনি যখন শয়ন কিংবা উপবেশন করেন, তখন জটাদ্বারা অতীব ভীষণ ও দ্যুতিমান্ হন। ইনি সহস্রশিখর গিরির ন্যায় ভূতলে বিস্তীর্ণ। মহাভাগ, মহাভোগ, মহাবল মহানাগগণ—এই মহাতেজ। মহানাগপতিকে উপাসনা করেন। এই দ্যুতিমান্ শেষনাগই নাগকুলের অধিপতি। ইহার বৈষ্ণব সর্পশরীর দ্বারাই অনন্তা পৃথিবীর শেষ সীমা নির্দ্দিষ্ট।৩৮—৫৩। দেব, অসুর, মহানাগ ও রাক্ষসদিগের অধ্যুষিত এই ব্যবহারিক সপ্ত রসাতলের বর্ণন করিলাম। এই স্থানের পর যাহা কিছু আছে, তাহা তপঃসিদ্ধ সাধু, এমন কি দেবগণেরও অগম্য, অদৃশ্য এবং ব্যবহার বিবর্জ্জিত। হে দ্বিজসত্তমগণ! পৃথিবী, অগ্নি, জল, বায়ু এবং আকাশের—মহত্ত্ব ঋষিগণ এইরূপই কীর্ত্তন করেন, সন্দেহ নাই। অনন্তর প্রথমে যে পর্য্যন্ত সূর্য্য ও চন্দ্র ভ্রমণ করেন, এবং মণ্ডলাকারে অবস্থিত হইয়া স্বীয় প্রভাদ্বারা যতদূর প্রকাশ করিয়া থাকেন, সূর্য্য-চন্দ্রের

সপ্তানাঞ্চ সমুদ্রাণাং দ্বীপানাঞ্চ স বিস্তরঃ।
বিস্তরার্দ্ধং পৃথিব্যাস্তু ভবেদন্যত্র বাহ্যতঃ।।৫৮
পর্য্যাসপারিমাণ্যন্তু চন্দ্রাদিত্যৌ প্রকাশতঃ।
পর্য্যাসপারিমাণ্যেন ভূমেস্তুল্যং দিবং স্মৃতম্।।
অবতি ত্রীনিমাল্লোঁকান্ যস্মাৎ সূর্য্যঃ পরিভ্রমন্
অবধাতুঃ প্রকাশাখ্যো হ্যবনাৎ স রবিঃ স্মৃতঃ
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি প্রমাণং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
মহিতত্বান্মহীশব্দো হ্যস্মিন্ বর্ষে নিপাত্যতে
অস্য ভারতবর্ষস্য বিষ্কম্ভস্তু সুবিস্তরম্।
মণ্ডলং ভাস্করস্যাথ যোজনানাং নিবোধত।।৬১
নবযোজনসাহস্রো বিস্তারো ভাস্করস্য তু।
বিস্তারাত্রিগুণশ্চাস্য পরিণাহোহথ মণ্ডলম্।।৬২
বিষ্কম্ভো মণ্ডলস্যৈব ভাস্করাদ্দ্বিগুণঃ শশী।।৬৩
অতঃ পৃথিব্যাং বক্ষ্যামি প্রমাণং যোজনৈঃ সহ
সপ্তদ্বীপসমুদ্রায়া বিস্তারো মণ্ডলঞ্চ যৎ।।৬৪
ইত্যেতদিহ সংখ্যাতং পুরাণং পরিমাণতঃ
তদ্বক্ষ্যামি প্রসংখ্যায় সাম্প্রতৈরভিমানিভিঃ।।
অভিমানিব্যতীতা যে তুল্যাস্তে সাম্প্রতৈরিহ
দেবা যে বৈ হ্যতীতাস্তে রূপৈর্নামভিরেব চ।।
তস্মাত্তু সাম্প্রতৈর্দেবৈর্বক্ষ্যামি বসুধাতলম্।
দিবস্তু সন্নিবেশো বৈ সাম্প্রতৈরেব কৃৎস্নশঃ।।
শতার্দ্ধকোটিবিস্তারা পৃথিবী কৃৎস্নতঃ স্মৃতা।
তস্যা হ্যর্দ্ধপ্রমাণেন মেরোর্বৈ চাতুরন্তরম্।।৬৮
পৃথিব্যা হ্যর্দ্ধবিস্তারো যোজনাগ্রাৎ প্রকীর্ত্তিতঃ
মেরুমধ্যাৎ প্রতিদিশং কোটিরেকাতু সা স্মৃতা
তথা শতসহস্রাণি একোননবতিঃ পুনঃ।
পঞ্চাশচ্চ সহস্রাণি পৃথিব্যাস্ত্বর্দ্ধবিস্তরঃ।।৭০
পৃথিব্যা বিস্তরং কৃৎস্নং যৌজনৈস্তন্নিবোধত।
তিস্রঃ কোট্যস্তু বিস্তারাঃ সংখ্যাতঃ স চতুর্দ্দিশম্
তথা শতসহস্রাণামেকোনাশীতিরুচ্যতে।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রায়াঃ পৃথিব্যাস্ত্বেষ বিস্তরঃ।।৭২

এই সকল গতি বর্ণন করিতেছি। সপ্ত সমুদ্র ও সপ্তদ্বীপের যে পরিমাণ বিস্তার, এই পৃথিবীর বিস্তারও ততদূর। চন্দ্র সূর্য্য ঐ সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসাগরের বহির্ভাগস্থ পরিধি পরিমাণ স্থান পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া থাকেন, আকাশমণ্ডল ঐ পরিধি পরিমাণের সমান। দিবাকর নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়া এই ত্রিলোক প্রকাশ করেন; এজন্য প্রকাশাখ্য অবধাতু দ্বারা 'রবি' শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনন্তর চন্দ্র-সূর্য্যের প্রমাণ কীর্ত্তন করিতেছি। মহিতত্ব অর্থাৎ পূজার্হত্ব নিবন্ধন ভারতবর্ষের বোধকরূপে 'মহী' শব্দটী নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। সূর্য্যমণ্ডল এই ভারতবর্ষের সুবিস্তৃত বর্গপরিমাণ সম। এক্ষণে উহার যোজন পরিমাণ শ্রবণ করুন। দিবাকরের বিস্তার নয় সহস্র যোজন; উহার বিশালতা বিস্তারের ত্রিগুণ, তার পর মণ্ডল; ইহাই হইল মণ্ডলের বর্গফল। চন্দ্রের পরিমাণ ইহার দ্বিগুণ। অনন্তর এই সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সাগরযুক্ত পৃথিবীর বিস্তার ও মণ্ডল, যোজন পরিমাণসহ বলিতেছি। এই পরিমাণ অভিমানী দেবগণ কর্ত্তৃক সংখ্যাত এবং পুরাণানুমোদিত। এক্ষণে ইদানীন্তন দেবগণ ব্যতীত অভিমানী দেবগণ, অতীত দেবগণের সমান। তাঁহারা রূপ ও নামাদি সহ অতীত হইয়াছেন। অতএব অভিমানীদিগের সহিত উহার সংখ্যা কহিতেছি। অভিমানী বর্ত্তমান দেবগণের পরিসংখ্যাক্রমে বসুধাতল এবং আকাশের সন্নিবেশ অশেষরূপে বলিতেছি। ৫৪—৬৭। এই পৃথ্বীর বিস্তার মেরুমধ্য হইতে চারিদিকে সার্দ্ধ এক কোটি যোজন এবং ইহার উচ্চতা মেরুর চতুর্দ্দিকস্থিত ভূমির সমান। এই পৃথিবীর অর্দ্ধবিস্তৃতি মেরুর ঊর্দ্ধভাগে এক যোজন হইতে কথিত হয় এবং মেরুমধ্য হইতে প্রতিদিকেই পৃথিবীর বিস্তার এককোটি যোজন। পূর্ব্বে পৃথিবীর যে উচ্চতা কথিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃতি দেড় কোটি নিরানব্বই যোজন। এক্ষণে সমগ্র পৃথিবী বিস্তারের যোজনপরিমাণ শ্রবণ করুন। এই পৃথিবী চারিদিকেই তিন কোটি এক লক্ষ ঊনাশীতি সহস্র যোজন বিস্তৃত। সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্রযুক্ত পৃথিবীর বিস্তার

বিস্তরাদ্দ্বিগুণশ্চৈব পৃথিব্যন্তস্য মণ্ডলম্।
গণিতং যোজনাগ্রন্তু কোট্যস্ত্বেকাদশ স্মৃতাঃ ।।
তথা শতসহস্রন্তু সপ্তত্রিংশাধিকানি তু।
ইত্যেতদ্বৈ প্রসংখ্যাতং পৃথিব্যন্তস্য মণ্ডলম্ ।।
তারকাসন্নিবেশস্য দিবি যাবদ্ধি মণ্ডলম্।
পর্য্যাসঃ সন্নিবেশস্য ভূমেস্তাবত্তু মণ্ডলম্ ।।৭৫
পর্য্যাসপা রমাণেন ভূমেস্তুল্যং দিবং স্মৃতম্
সপ্তানামপি লোকানামেতৎস্থানং প্রকীর্ত্তিতম্।
পর্য্যাসপরিমাণেন মণ্ডলানুগতেন চ।
উপর্য্যুপরি লোকানাং ছত্রবৎপরিমণ্ডলম্ ।।৭৭
সংস্থিতির্বিহিতা সর্ব্বা যেষু তিষ্ঠন্তি জন্তবঃ।
এতদণ্ডকটাহস্য প্রমাণং পরিকীর্ত্তিতম্ ।।৭৮
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদীপা চ মেদিনী।
ভূর্লোকশ্চ ভুবশ্চৈব তৃতীয়ঃ স্বরিতি স্মৃতঃ।
মহর্লোকো জনশ্চৈব তপঃ সত্যশ্চ সপ্তমঃ।।৭৯
এতে সপ্ত কৃতা লোকাশ্ছত্রাকার ব্যবস্থিতাঃ
স্বকৈরাবরণৈঃ সূক্ষ্মৈর্ধার্য্যমাণাঃ পৃথক্ পৃথক্ ।।
দশভাগাধিকাভিশ্চ তাভিঃ প্রকৃতিভির্বহিঃ।
ধার্য্যমাণা বিশেষৈশ্চ সমুৎপন্নৈঃ পরস্পরম্। ৮১
অস্যাণ্ডস্য সমন্তাচ্চ সন্নিবিষ্টো ঘনোদধিঃ।
পৃথিবীমণ্ডলং কৃৎস্নং ঘনতোয়েন ধার্য্যতে ।।৮২
ঘনোদধিপরেণাথ ধার্য্যতে ঘনতেজসা।
বাহ্যতে ঘনতেজস্তু তির্য্যগূর্দ্ধ্বন্তু মণ্ডলম্।।৮৩
সমন্তাদ্‌ঘনবাতেন ধার্য্যমাণং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঘনবাতাত্তথাকাশমাকাশঞ্চ মহাত্মনা।।৮৪
ভূতাদিনা বৃতং সর্ব্বং ভূতাদির্মহতা বৃতঃ।
বৃতো মহাননন্তেন প্রধানেনাব্যয়াত্মনা।।৮৫
পুরাণি লোকপালানাং প্রবক্ষ্যামি যথাক্রমম্।
জ্যোতির্গণ প্রচারস্য প্রমাণং পরিবক্ষ্যতে ।।৮৬
মেরোঃ প্রাচ্যাং দিশি তথা মানসস্যৈব মূর্দ্ধনি
বস্বোকসারা মাহেন্দ্রী পুণ্যা হেমপরিষ্কৃতা।।৮৭
দক্ষিণেন পুনর্মেরোর্মানসস্যৈব মূর্দ্ধনি।
বৈবস্বতো নিবসতি যমঃ সংযমনে পুরে।।৮৮
প্রতীচ্যান্তু পুনর্মেরোর্মানসস্যৈব মূর্দ্ধনি।
সুখা নাম পুরী রম্যা বরুণস্যাথ ধীমতঃ ।।৮৯

এইরূপই নির্দ্দিষ্ট। পৃথিবীর মধ্যগত মণ্ডল এই বিস্তারমানের দ্বিগুণ এবং সমগুল পৃথিবীর পরিমাণ একাদশ কোটী, একলক্ষ সপ্তত্রিংশতি যোজন। এই আপনাদের নিকট পৃথিবীর মধ্যগত মণ্ডলমান কথিত হইল। আকাশের যে পর্য্যন্ত তারকাসন্নিবেশ, তাহাকেই আকাশমণ্ডল এবং ভূতলের পরিধিপরিমাণই ভূমণ্ডলমান বলিয়া কথিত; আবার ঐ ভূতলের পরিধিপরিমাণ দ্বারাই আকাশমান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মণ্ডলানুগত পরিধিপরিমাণ দ্বারা সপ্তলোকের এইরূপেই পরিমাণ কথিত হয়। ঐ সপ্তলোক-মণ্ডল ছত্রকারে উপর্য্যুপরিভাবে সংস্থিত। তথায় জন্তুগণ অবস্থান করে, ঐ সপ্তলোক লইয়াই অণ্ডকটাহ পরিসংখ্যাত হয়। এই অণ্ডকটাহ মধ্যেই সপ্তদ্বীপা মেদিনী এবং ভূ ভুব স্ব মহ জন তপ ও সত্য এই সপ্তলোক। ছত্রাকারে ব্যবস্থিত এই সপ্তলোক স্বীয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিরাজিত। ঐ সকল বহিঃস্থিত আবরণ পরস্পর দশ দশ গুণ অধিক। এই অণ্ডকটাহের চারিদিকে ঘনোদধি সন্নিবিষ্ট থাকিয়া সমগ্র পৃথিবীমণ্ডলকে ঘনতোয় দ্বারা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ঘনোদধিতর পরেই ঘনতেজ; ঐ তেজ কেবল বাহিরে তির্য্যগ্ ও ঊর্দ্ধ সকল দিকেই মণ্ডলাকারে অবস্থিত। ঘনতেজের চতুর্দ্দিক্ স্থিত ঘন বায়ু দ্বারা ঐ মণ্ডল ধার্য্যমাণ। ঘনবাতের পর মহাকাশ; ঐ মহাকাশ প্রধান অব্যয়াত্মা অনন্ত দ্বারা আবৃত। ৬৮—৮৫। এক্ষণে যথাক্রমে লোকপালগণের পুর ও গ্রহনক্ষত্রাদির গতি-বিষয়ক প্রমাণ বলিতেছি। মেরুর পূর্ব্বদিকে মানস পর্ব্বতের শিখরে বিবিধ ঘনরত্নের আধার, সুবর্ণবৎ পরিষ্কৃত পবিত্র ইন্দ্রপুরী এবং দক্ষিণদিকে মেরুমস্তকে সংযমনপুর অবস্থিত। সূর্য্যপুত্র যম এই পুরে বাস করেন। অনন্তর উত্তর-

দিগ্ভাগতরস্যাং মেরোস্তু মানসস্যৈব মূর্দ্ধনি।
তুল্যা মাহেন্দ্রপুর্য্যা তু সোমস্যাপি বিভাবরী।
মানসোত্তরপৃষ্ঠে তু লোকপালাশ্চতুর্দ্দিশম্।
স্থিতা ধর্ম্মব্যবস্থার্থে লোকসংরক্ষণায় চ।।৯১
লোকপালোপরিষ্টাত্তু সর্ব্বতো দক্ষিণায়নে।
কাষ্ঠাগতস্য সূর্য্যস্য গতির্যা তাং নিবোধত।।৯২
দক্ষিণে প্রক্রমে সূর্য্যঃ ক্ষিপ্তেষুরিব সর্পতি।
জ্যোতিষাং চক্রমাদায় সততঃ পরিগচ্ছতি।।৯৩
মধ্যগশ্চামরাবত্যাং যদা ভবতি ভাস্করঃ।
বৈবস্বতে সংযমনে উদয়স্তত্র উচ্যতে।।৯৪
সুখায়ামর্দ্ধরাত্রশ্চ মধ্যগঃ স্যাদ্রবির্যদা।
সুখায়ামথ বারুণ্যামুদিতঃ স তু দৃশ্যতে।।৯৫
বিভাবর্য্যামর্দ্ধরাত্রং স্যান্মাহেন্দ্রামস্তমেতি চ
তদা দক্ষিণপূর্ব্বেষামপরাহ্নো বিধীয়তে।।৯৬
দক্ষিণাপরদেশ্যানাং পূর্ব্বাহ্নঃ পরিকীর্ত্তিতে।
তেষামপররাত্রশ্চ যে জনা উত্তরাপথে।।৯৭
দেশা উত্তরপূর্ব্বা যে পূর্ব্বরাত্রস্তু তান্ প্রতি
এবমেবোত্তরেষ্বর্কো ভবনেষু বিরাজতে।।৯৮
সুখায়ামথ বারুণ্যাং মধ্যাহ্নে চার্য্যমা যদা
বিভাবর্য্যাং সোমপুর্য্যামুত্তিষ্ঠতি বিভাবসুঃ
রাত্র্যর্দ্ধমমরাবত্যামস্তমেতি যমস্য চ।
সোমপুর্য্যা বিভায়ান্তু মধ্যাহ্নে স্যাদ্দিবাকরঃ।
মহেন্দ্রস্যামরাবত্যামুত্তিষ্ঠতি যদা রবিঃ।
অর্দ্ধরাত্রং সংযমনে বারুণ্যামস্তমেতি চ।।১০১
স শীঘ্রমেতি পর্য্যেতি ভাস্করোঽলাতচক্রবৎ।
ভ্রমন্ বৈ ভ্রমাণানি ঋক্ষাণি গগনে রবিঃ।।১০২
এবং চতুর্ষু দ্বীপেষু দক্ষিণায়েন সর্পতি
উদয়াস্তমানেনাসাবুত্তিষ্ঠতি পুনঃপুনঃ।।১০৩
পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নে তু দ্বৌ দ্বৌ দেবালয়ৌ তু
সঃ
তপত্যেকন্তু মধ্যাহ্নে তৈরেব তু স রশ্মিভিঃ।

দিকে মেরুমস্তকে ধীমান্ বরুণের সুখা নাম্নী রম্য পুরী ঐরূপ উত্তরদিকে ইন্দ্রপুরীর সদৃশ চন্দ্রের বিভাবরী পুরী। এইরূপে লোকপালগণ মানস পর্ব্বতের উত্তরপূর্ব্বে লোকরক্ষণজন্য স্ব স্ব ধর্ম্মে ব্যবস্থিত হইয়া রহিয়াছেন। অনন্তর লোকপালগণের উপরিস্থিত দক্ষিণায়নের কাষ্ঠা গত সূর্য্যের যে গতি, তাহা শ্রবণ করুন। সূর্য্য যখন দক্ষিণদিকে সংক্রমণ করেন, তখন উঁহার নিক্ষিপ্ত বর্ণের ন্যায় গতি হইয়া থাকে সূর্য্য তখন জ্যোতিশ্চক্র আশ্রয় করিয়া সতত গমন করেন। যখন তিনি মধ্যস্থানস্থিত অমরাবতী-পুরীতে উপস্থিত হন, তখন ঐ বৈবস্বত যমের সংযমনপুরে উদয় বুঝিতে হইবে। রবি সুখাপুরীর মধ্যগত হইলে অর্দ্ধরাত্র হয় পরে ঐ সুখাপুরী হইতেই দিবাকরকে উদিত হইতে দেখা যায়। ইহার পর বিভাবরী পুরীতে যখন আগমন করেন, তখন অর্দ্ধরাত্র হয়, সূর্য্য ইন্দ্রপুরীতে গিয়া অস্তমিত হন। এই সময় দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ দেশে অপরাহ্ন, দক্ষিণ ও অপরাপর দেশে পূর্ব্বাহ্ন, উত্তরাপথে যে সকল লোক বাস করে, তাহাদিগের শেষ রাত্র এবং উত্তর পূর্ব্ব কোণে যাহাদের বাস, তাহাদের পূর্ব্বরাত্র এইরূপ উত্তর ভুবনেও সূর্য্য সুখানাম্নী বরুণ-পুরীতে গমন করিলে মধ্যাহ্ন, চন্দ্রের বিভাবরী পুরীতে গমন করিলে উদয়, অমরাবতীতে অর্দ্ধরাত্র এবং সংযমনপুরে অস্ত হয়। আর যখন চন্দ্রের বিভাবরী পুরীতে গমন করিলে উদয়, অমরাবতীতে অর্দ্ধরাত্র এবং সংযমনপুরে অস্ত হয়। আর যখন চন্দ্রের বিভাবরীপুরীতে মধ্যাহ্ন ও ইন্দ্রের অমরাবতীতে উদয়, তখন সংযমনপুরে অর্দ্ধরাত্র, এবং বরুণের সুখাপুরে অস্ত হয়। এইরূপে দিবাকর যখন শীঘ্রগতিতে গমন করিতে থাকেন, তখন বোধ হয় যেন আকাশস্থিত নক্ষত্রগণ অলাতচক্রবৎ ভ্রমণ করিতেছে।৮৬—১০২। এই প্রকারে দিবাকর দক্ষিণদিক্ দ্বীপচতুষ্টয়ে বিচরণ করিয়া পুনঃপুনঃ উদিত ও অস্তমিত হইতেছেন এবং মধ্যাহ্নকালীন স্বীয় রশ্মিদ্বারা পূর্ব্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধ ভাগস্থিত স্বর্গীয় দ্বারসমূহ এককালেই তাপিত করিতেছেন; উদয় হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত তপনের কিরণ বর্দ্ধিত হইতে থাকে; তারপর

উদিতো বর্দ্ধমানাভিরামধ্যাহ্নং তপন্ রবিঃ।
অতঃ পরং হ্রসন্তীভির্গোভিরস্তং স গচ্ছতি।।
উদয়াস্তময়াভ্যাং হি স্মৃতে পূর্ব্বাপরে দিশৌ।
যাবৎ পুরস্তাত্তপতি তাবৎ পৃষ্ঠে তু পার্শ্বয়োঃ।
যত্রোদ্যন্ দৃশ্যতে সূর্য্যস্তেষাং স উদয়ঃ স্মৃতঃ
যত্র প্রণাশমায়াতি তেষামস্তঃ স উচ্যতে।।১০৭
সর্ব্বেষামুত্তরে মেরুর্লোকালোকস্তু দক্ষিণে।
বিদূরভাবাদর্কস্য ভূমের্লেখাবৃতস্য চ।
হ্রীয়ন্তে রশ্ময়ো যস্মাত্তেন রাত্রৌ ন দৃশ্যতে।
গ্রহনক্ষত্রতারাণাং দর্শনং ভাস্করস্য চ।
উচ্চত্বস্য প্রমাণেন জ্ঞেয়মস্তমনোদয়ম্।।১০৯
শুক্লচ্ছায়োঽগ্নিরাপশ্চ কৃষ্ণচ্ছায়া চ মেদিনী।
বিদূরভাবাদর্কস্য উদ্যতস্য বিরশ্মিতা।
রক্তাভাবো বিরশ্মিত্বাত্রক্তত্বাচ্চাপ্যনুষ্ণতা।
লেখয়াবস্থিতঃ সূর্য্যো যত্র যত্র তু দৃশ্যতে।
ঊর্দ্ধং গতঃ সহস্রন্তু যোজনানাং স দৃশ্যতে।।
প্রভা হি সৌরী পাদেন অস্তং গচ্ছতি ভাস্করে
অগ্নিমাবিশতে রাত্রৌ তস্মাদ্দূরাৎ প্রকাশতে।।
উদিতস্তু পুনঃ সূর্য্যো হ্যৌষ্ণ্যমাগ্নেয়মাবিশৎ
সংযুক্তো বহ্নিনা সূর্য্যস্ততঃ স তপতে দিবা।
প্রকাশ্যঞ্চ তথৌষ্ণ্যঞ্চ সূর্য্যাগ্নেয়ৌ চ তেজসী।
পরস্পরানুপ্রবেশাদাপ্যায়েতে দিবানিশম্।।
উত্তরে চৈব ভূম্যর্দ্ধে তথা তস্মিংশ্চ দক্ষিণে।
উত্তিষ্ঠতি তথা সূর্য্যে রাত্রিরাবিশতে হ্যপঃ।
তস্মাত্তাম্রা ভবন্ত্যাপো দিবারাত্রিপ্রবেশনাৎ
অস্তং যাতি পুনঃ সূর্য্যে দিনং বৈ প্রবিশত্যপঃ
তস্মাচ্ছুক্লা ভবন্ত্যাপো নক্তমহ্নঃ প্রবেশনাৎ।।
এতেন ক্রমযোগেন ভূম্যর্দ্ধে দক্ষিণোত্তরে
উদয়াস্তমনেঽর্কস্য অহোরাত্রং বিশত্যপঃ।।১১৭
দিনং সূর্য্যপ্রকাশাখ্যং তামসী রাত্রিরুচ্যতে।

ক্রমে তিনি ঐ কিরণ হ্রাস করিতে করিতে অস্ত গমন করেন। সূর্য্যের উদয় ও অস্ত দ্বারাই পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিক্ অনুমিত হয়। সূর্য্য—যেমন অগ্রে, তদ্রূপই পৃষ্ঠে ও পার্শ্বে তাপদান করিয়া থাকেন এবং যেস্থান হইতে উদ্গত হন, তাহা উদয়, ও যেখানে অদৃশ্য হন, তাহাকেই অস্ত বলা যায়। সকল লোকের উত্তরে মেরু এবং দক্ষিণে লোকালোক পর্ব্বত। দক্ষিণে অনেকদূর গমন করেন বলিয়া এস্থানে ভূমিরেখার মত প্রতীয়মান হন। রশ্মির ন্যূনতাবশতই রাত্রিতে ঐ লোকালোক পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ও সূর্য্য ইঁহাদের দর্শন, অস্ত ও উদয় উচ্চস্থান হইতেই জানিতে পারা যায়। অগ্নি ও জলের ছায়া শুক্ল, আর পৃথিবীর ছায়া কৃষ্ণ, বহু দূরত্বনিবন্ধন উদয়োন্মুখ সূর্য রশ্মিহীন হন। রশ্মিহীনতা প্রযুক্তই লোহিতবর্ণ ধারণ করেন এবং রশ্মিহীনতা ও রক্তিমা হেতুই তাপপরিশূন্য হইয়া থাকেন। রেখাবস্থিত সূর্য্য যে যে স্থলে দৃষ্ট হন, উহাও সহস্রযোজন ঊর্দ্ধে। দিবাকর অস্তমিত হইলে সৌরকিরণ পাদপাদ গ্রামে অগ্নিতে প্রবেশ করে; এজন্য রাত্রিকে অগ্নি বহুদূর হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। আবার সূর্য্য যখন উদিত হন, তখন ঐ অগ্নির তেজ তাঁহাতে প্রবেশ করে। সূর্য্য এইরূপে অগ্নিসংযুক্ত হন বলিয়া দিবসে তাপ প্রদান করিয়া থাকেন।১০৩—১১৩। প্রকাশমান সৌর তেজ ও উষ্ণ আগ্নেয় তেজ, এই উভয় তেজই পরস্পরে প্রবিষ্ট হইয়া লোকসকলকে নিরন্তর আপ্যায়িত করিতেছে। দক্ষিণ ও উত্তর এই ভূমিদ্বয়ে যখন সূর্য্য উদিত হন, তখন রাত্রি জলমধ্যে প্রবেশ করে। দিবসে রাত্রির জলমধ্যে প্রবেশহেতু জল তাম্রবর্ণ হয়। আবার সূর্য্য অস্তমিত হইলে দিন জলে প্রবেশ করে। তখন রাত্রিতে দিবসের জলে প্রবেশনিবন্ধন জল শুক্লবর্ণ হয়, এইরূপে ঐ উত্তর ও পূর্ব্ব ভূম্যর্দ্ধে সূর্য্যের উদয় এবং অস্ত সময়ে দিবা ও রাত্রি জলে প্রবেশ করে। সূর্য্যের প্রকাশই দিবা আর অন্ধকারই রাত্রি; অতএব

তস্মাদ্ব্যবস্থিতা রাত্রিঃ সূর্য্যাপেক্ষমহঃ স্মৃতম্
এবং পুষ্করমধ্যেন যদা সর্পতি ভাস্করঃ।
ত্রিংশাংশকন্তু মেদিন্যা মুহূর্ত্তেনৈব গচ্ছতি।।
যোজনাগ্রান্মুহূর্ত্তস্য ইমাং সংখ্যাং নিবোধত।
পূর্ণং শতসহস্রাণামেকত্রিংশত্তু সা স্মৃতা।।১২০
পঞ্চাশচ্চ তথান্যানি সহস্রাণ্যধিকানি তু।
মৌহূর্ত্তিকী গতির্হ্যেষা সূর্য্যস্য তু বিধীয়তে।।
এতেন গতিযোগেন যদা কাষ্ঠান্তু দক্ষিণাম্।
পর্য্যাগচ্ছেত্তদাদিত্যো মাঘে কাষ্ঠান্তমেব হি।।
সর্পতে দক্ষিণায়ান্তু কাষ্ঠায়াং তন্নিবোধত।
নব কোট্যঃ প্রসংখ্যাতা যোজনৈঃ পরিমণ্ডলম্
তথা শতসহস্রাণি চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
অহোরাত্রাৎ পতঙ্গস্য গতিরেষা বিধীয়তে।।
দক্ষিণাদ্বিনিবৃত্তোঽসৌ বিষুবস্থো যদা রবিঃ।
ক্ষীরোদস্য সমুদ্রস্য উত্তরান্তোদিতশ্চরন্।।১২৫
মণ্ডলং বিষুবস্যাপি যোজনৈস্তন্নিবোধত
তিস্রঃ কোট্যস্তু বিস্তীর্ণা বিষুবস্যাপি সা স্মৃতা
তথা শতসহস্রাণামশীত্যেকাধিকা পুনঃ।
শ্রবণে চোত্তরাং কাষ্ঠাং চিত্রভানুর্যদা ভবেৎ।
শাকদ্বীপস্য ষষ্ঠস্য উত্তরান্তোদিতশ্চরন্।।১২৭
উত্তরায়াশ্চ কাষ্ঠায়াঃ প্রমাণং মণ্ডলস্য চ।
যোজনাগ্রাৎ প্রসংখ্যাতা কোটিরেকা তু সা বিপ্রৈঃ।।১২৮
অশীতির্নিযুতানীহ যোজনানাং তথৈব চ।
অষ্টপঞ্চাশতঞ্চৈব যোজনান্যধিকানি তু।।১২৯
নাগবীথ্যুত্তরা বীথী অজবীথী চ দক্ষিণা।
মূলঞ্চৈব তথাষাঢ়ে হ্যজবীথ্যুদয়াস্ত্রয়ঃ।
অভিজিৎপূর্ব্বতঃ স্বাতির্নাগবীথ্যুদয়াস্ত্রয়ঃ।।১৩০
কাষ্ঠয়োরন্তরং যচ্চ তদ্বক্ষ্যে যোজনৈঃ পুনঃ।
এতচ্ছতসহস্রাণামেকত্রিংশোত্তরং শতম্।।১৩১
ত্রয়স্ত্রিংশাধিকাশ্চান্যে ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ যোজনৈঃ।
কাষ্ঠয়োরন্তরং হ্যেতদ্যোজনাগ্রাৎ প্রতিষ্ঠিতম্
কাষ্ঠয়োর্লেখয়োশ্চৈব অন্তরে দক্ষিণোত্তরে।

সূর্য্যের অস্ত ও উদয় লইয়াই দিবারাত্রির ব্যবস্থা। এইরূপ সূর্য্য যখন পুষ্কর মধ্যে বিচরণ করেন, তখন এক এক মুহূর্ত্তে মেদিনীর এক এক অংশ অতিক্রম করিয়া থাকেন। সূর্য্য এক এক মুহূর্ত্তে কত যোজন অতিক্রম করেন, তাহার সংখ্যা শ্রবণ করুন। সূর্য্য প্রতিমুহূর্ত্তে একত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যোজন, অতিক্রম করিয়া থাকেন, ইহাই সূর্য্যের মৌহূর্ত্তিকীগতি বলিয়া অভিহিত হয়। এইরূপ গতিতে সূর্য্য যখন দক্ষিণ কাষ্ঠা প্রাপ্ত হন, তখন মাঘ মাসীয় শেষ কাষ্ঠায় উঁহার উপস্থিতি হইয়া থাকে। ঐ দক্ষিণ কাষ্ঠায় ভ্রমণকালীন সূর্য্যমণ্ডল নবকোটী যোজন বিস্তৃত হয় এবং দিবাকরের অহোরাত্রের গতি নব কোটি এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ সহস্র যোজন কথিত হয়। যখন ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর দিকে উদিত হইয়া দিবাকর বিচরণ করিতে করিতে দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বিষুব রেখায় উপস্থিত হন, তৎকালের বিষুবমণ্ডলের যোজন-পরিমাণ শ্রবণ করুন। ঐ বিষুবের বিস্তার তিনকোটি একাশীতি লক্ষ যোজন। শাকদ্বীপের উত্তর দিক্ হইতে উদিত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে শ্রবণ মাসে যখন সূর্য্য উত্তরকাষ্ঠা অবলম্বন করেন, তৎকালীন উত্তরকাষ্ঠাস্থিত মণ্ডল প্রমাণ—দ্বিজগণ এক কোটি আশীনিযুত অষ্টপঞ্চাশ যোজন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।১১৪ -১২৯। সূর্য্যের গতিপথের মধ্যে উত্তর পথ নাগবীথি এবং দক্ষিণ পথ আজবীথী নামে প্রসিদ্ধ। মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া এই তিন নক্ষত্রে অজবীথী এবং অভিজিৎ প্রভৃতি তিন নক্ষত্রে অজবীথী এবং অভিজিৎ প্রভৃতি তিন নক্ষত্রে নাগবীথী নির্দ্দিষ্ট। এই বীথী দ্বারা পরিমাণ কীর্ত্তিত হইতেছে। উঁহার পরিমাণ একত্রিশ লক্ষ এক শত তেষট্টি যোজন। এই যে কাষ্ঠাদ্বয়ের পরিমাণ কথিত হইল, ঊর্দ্ধদিকে এক যোজন বাদ দিয়া তাহার নিম্ন হইতে এই পরিমাণ বুঝিতে হইবে' দক্ষিণ উত্তরে কাষ্ঠাদ্বয়ের রেখামধ্যগত যোজনপরিমাণের সংখ্যা শ্রবণ করুন। সেই রেখাদ্বয়ের একটী হইতে অপরটীর

যে তু বক্ষ্যামি সংখ্যায় যোজনৈস্তন্নিবোধত
ত্রৈকৈকমন্তরং তস্যা নিযুতান্যেকসপ্ততিঃ।
সহস্রাণ্যতিরিক্তানি ততো হন্যা পঞ্চসপ্ততিঃ।।
লেখয়োঃ কাষ্ঠয়োশ্চৈব বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ স্মৃতম্
অভ্যন্তরস্ত পর্য্যেতি মণ্ডলান্যুত্তরায়ণে।।১৩৫
বাহ্যতো দক্ষিণে চৈব সততন্তু যথাক্রমম্।
মণ্ডলানাং শতং পূর্ণমশীত্যধিকমুত্তরম্ ।১৩৬
চরতে দক্ষিণে চাপি তাবদেব বিভাবসুঃ।
প্রমাণং মণ্ডলস্যাথ যোজনাগ্রান্নিবোধত।।১৩৭
একবিংশদ্‌যোজনানাং সহস্রাণি সমাধতঃ।
শতে দ্বে পুনরপ্যন্যে যোজনানাং প্রকীর্ত্তিতে
একবিংশতিভিশ্চৈব যোজনৈরধিকৈর্হি তে।
এতৎ প্রমাণমাখ্যাতং যোজনৈর্মণ্ডলং হি তৎ
বিষ্কম্ভো মণ্ডলস্যৈব তির্য্যক্ স তু বিধীয়তে।
প্রত্যহং চরতে তানি সূর্য্যো বৈ মণ্ডলক্রমম্।।
কুলালচক্রপর্য্যন্তো যথ শীঘ্রং নিবর্ত্ততে।
দক্ষিণে প্রক্রমে সূর্য্যস্তথা শীঘ্রং নিবর্ত্ততে।
তস্মাৎ প্রকৃষ্টাং ভূমিঞ্চ কালেনাল্পেন গচ্ছতি
সূর্য্যো দ্বাদশভিঃ শীঘ্রং মুহূর্ত্তৈর্দক্ষিণোত্তরে।।
ত্রয়োদশার্দ্ধমৃক্ষাণামহ্নানুচরতে রবিঃ।
মুহূর্ত্তৈস্তাবদৃক্ষাণি নক্তমষ্টাদশৈশ্চরন্।।১৪৩
কুলালচক্রমধ্যস্থ যথা মন্দং প্রসর্পতি।
তথোদগয়নে সূর্য্যঃ সর্পতে মন্দবিক্রমঃ।।১৪৪
ত্রয়োদশার্দ্ধমর্দ্ধেন ঋক্ষাণাং চরতে রবিঃ।
তস্মাদ্দীর্ঘেণ কালেন ভূমিমল্পাং নিগচ্ছতিঃ ।
অষ্টাদশমুহূর্ত্তন্তু উত্তরায়ণপশ্চিমম্।
অগর্ভবত্তি তচ্চাপি চরতে মন্দবিক্রমঃ।।১৪৬
ত্রয়োদশার্দ্ধার্দ্ধেন ঋক্ষাণাঞ্চরতে রবিঃ।
মুহূর্ত্তৈস্তাবদৃক্ষাণি নক্তমষ্টাদশৈশ্চরন্। ১৪৭
ততো মন্দতরং তাভ্যাং চক্রঃ ভ্রমতি বৈ তথা।।
ত্রিংশন্মুহূর্ত্তানেবাহরহোরাত্রং ধ্রুবো ভ্রমন্।
উভয়োঃ কাষ্ঠয়োর্মধ্যে ভ্রমতে মণ্ডলানি সঃ।।
কুলালচক্রনাভিস্তু যথা তত্রৈব বর্ত্ততে
ধ্রুবস্তথা হি বিজ্ঞেয়স্তত্রৈব পরিবর্ত্ততে ।১৫০

মধ্যে একসপ্ততি নিযুত এক সহস্র পঁচাত্তর যোজন। রেখা ও কাষ্ঠাদ্বয়ের বাহ্য এবং অভ্যন্তরের এই একই পরিমাণ বুঝিতে হইবে। দিবাকর যথা যে দক্ষিণ ও উত্তরায়ণে সতত যে বাহ্য ও আভ্যন্তর মণ্ডলে সংখ্যা এক শত অশীতে যোজন। দক্ষিণাচলে দিবাকর যতদূর বিচরণ করেন, তাহার মণ্ডল পরিমাণ সংক্ষেপে শ্রবণ করুন। একযোজন ঊর্দ্ধ হইতে উহার পরিমাণ একত্রিংশৎ সহস্র দুই শত একবিংশতি যোজন। মণ্ডলের বিস্তম্ভ বক্রাকার, দিবাকর প্রত্যহ এক মণ্ডল হইতে অপর মণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন। কুম্ভকারের চক্র যেমন সত্বর ঘুরিয়া আইসে, দিবাকরও তদ্রূপ দক্ষিণায়নের গতি শীঘ্র শীঘ্র সাধিত করেন দক্ষিণায়নে দিবাকর দ্বাদশমুহূর্ত্তের মধ্যে সত্বরগতিতে উত্তম উত্তম ভূমি সকল অল্পকালের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন এবং সার্দ্ধ ত্রয়োদশ নক্ষত্র পরিভ্রমণ করেন। ইহা সূর্য্যের দিবসের গতি, আর রাত্রিকে তিনি দ্বাদশমুহূর্ত্তে অষ্টাদশ নক্ষত্রে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন কুলালচক্রের মধ্যস্থানের মন্দ বিসর্পণের ন্যায় সূর্য্য যখন উত্তরায়ণে মন্দগতিতে বিচরণ করেন, তখন চতুর্দ্দশী নক্ষত্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। উত্তরায়ণে সূর্য্য অষ্টাদশমুহূর্ত্তে চতুর্দ্দশটী নক্ষত্র পরিভ্রমণ করেন। এই সময় সূর্য্য দীর্ঘকালে অল্পভূমি অতিক্রম করেন এবং রাত্রিতেও ঐ অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দশটী নক্ষত্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ১৩০—১৪৭। অনন্তর চক্রের গতি মন্দ হইয়া আসিলে, চক্রের মধ্যবর্ত্তী মৃৎপিণ্ডের ন্যায় ধীরে ধীরে তিনি ধ্রুবনক্ষত্রে ভ্রমণ করেন ঐ ধ্রুব ত্রিংশমুহূর্ত্তে এক অহোরাত্রে পরিভ্রমণ করিয়া উভয়কাষ্ঠার মধ্যস্থিত মণ্ডল সকল পরিভ্রমণ করেন। কুলালচক্র ভ্রমণ করিলেও তাহার নাভি যেমন একস্থানেই অবস্থিত থাকে, ধ্রুবও ঐরূপ একস্থানে বিদ্যমান থাকেন।

উভয়োঃ কাষ্ঠয়োর্মধ্যে ভ্রমতো মণ্ডলানি তু
দিবা নক্তঞ্চ সূর্য্যস্য মন্দা শীঘ্রা চ বৈ গতিঃ।।
উত্তরে প্রক্রমে ত্বিন্দোর্দিবা মন্দা গতিঃ স্মৃতা
তথৈব চ পুনর্নক্তং শীঘ্রা সূর্য্যস্য বৈ গতিঃ।।
দক্ষিণে প্রক্রমে চৈব দিবা শীঘ্রং বিধীয়তে।
গতিঃ সূর্য্যস্য নক্তং বৈ মন্দা চাপি তথা স্মৃতা
এবং গতিবিশেষেণ বিভজন্ রাত্র্যহানি তু।
তথা বিচরতে মার্গং সমেন বিষমেণ চ।।১৫৪
লোকালোকে স্থিতা যে তে লোকপালাশ্চতু-
র্দিশম্।
অগস্ত্যশ্চরতে তেষামুপরিষ্টাজ্জবেন তু।
ভজমানাবহোরাত্রমেবং গতি বশেষণৈঃ।।১৫৫
দক্ষিণে নাগবীথ্যায়াং লোকালোকস্য চোত্তরম্
লোকসন্তারকো হ্যেষ বৈশ্বানরপথাদ্বহিঃ।।১৫৬
পৃষ্ঠে যাবৎ প্রভা সৌরী পুরস্তাৎ সম্প্রকাশতে
পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতস্তাবল্লোকালোকস্য সর্বতঃ
যোজনানাং সহস্রাণি দশোর্দ্ধং তূচ্ছ্রিতো গিরিঃ
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ সর্ব্বতঃ পরিমণ্ডলঃ।।১৫৮
নক্ষত্রচন্দ্রসূর্য্যাশ্চ গ্রহাস্তারাগণৈঃ সহ।।
অভ্যন্তরং প্রকাশন্তে লোকালোকস্য বৈ গিরে
এতাবানেব লোকস্তু নিরালোকস্ততঃ পরম্।
লোকালোক একধা তু নিরালোকস্ত্বনেকধা।।
লোকালোকন্ত সন্ধত্তে যস্মাৎ সূর্য্যঃ পরিগ্রহম্
তস্মাৎ সন্ধ্যেতি তামাহুরুষা ব্যুষ্ট্যোর্যদন্তরম্
উষা রাত্রিঃ স্মৃতা বিপ্রৈর্ব্যুষ্টিশ্চাপি ত্বহঃ স্মৃতম্
সূর্য্যাং হি গ্রসমানানাং সন্ধ্যাকালে হি রক্ষসাম্
প্রজাপতিনিয়োগেন শাপস্তেষাং দুরাত্মনাম্।
অক্ষয়ত্বঞ্চ দেহস্য প্রাপিতামরণং তথা।।১৬২
তিস্রঃ কোট্যস্তু বিখ্যাতা মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ
প্রার্থয়ন্তো সহস্রাংশুমুদয়ন্তং দিনে দিনে।
তাপয়ন্তো দুরাত্মানঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুম্।।
অথ সূর্য্যস্য তেষাঞ্চ যুদ্ধমাসীৎসু দারুণম্।

মণ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে সূর্য্য যখন উভয় কাষ্ঠার মধ্যগত হন, তখনই তাঁহার দিবারাত্রিরূপ শীঘ্র ও মন্দগতি হয়। চন্দ্র উত্তরদিকে গমন করিলে দিবা মন্দগতি হয়, ঐরূপ সূর্য্যের উত্তর গতিতে রাত্রি শীঘ্রগতি হয়। চন্দ্র দক্ষিণে গমন করিলে দিবা শীঘ্রগতি এবং সূর্য্যের দক্ষিণদিকে গতিকালে রাত্রি মন্দগতি হয়। এই সম ও বিষমরূপে প্রচরণশীল সূর্য্যের গতিবিশেষ দ্বারাই দিবারাত্রি ভেদ হইয়া থাকে। লোকালোক পর্ব্বতের চারিদিকে যে সকল দিক্‌পাল অবস্থিত করেন, তাঁহাদের উপর বিশেষ বেগ সহকারে অগস্ত্য নক্ষত্র বিচরণ করেন। ইঁহার গতিবিশেষ দ্বারাও দিবারাত্র বিভক্ত হইয়া থাকে। নাগ বীথীর দক্ষিণ, লোকালোক পর্ব্বতের উত্তর এবং বৈশ্বানর পথের বহির্ভাগে এই লোকসন্তারক অগস্ত্য অবস্থিত। ঐ লোকালোক পর্ব্বতের পৃষ্ঠে এবং সম্মুখভাগে যে পরিমাণ সূর্য্যতেজ প্রকাশিত হয়, উভয় পার্শ্বেও তদ্রূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই পর্ব্বতের উচ্চতা এক সহস্র দশ যোজন, ইহার একদিক্ প্রকাশমান ও অপরদিক্ অন্ধকারময় এবং সর্ব্বদিক্ পরিমণ্ডল-সম্পন্ন গ্রহ তারাগণ সহ নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্য ইহার অভ্যন্তরভাগ আলোকিত করেন। প্রথমে একাংশ প্রকাশমান, তারপর অপর অনেকাংশ অপ্রকাশ, এইরূপে লোকালোক পর্ব্বত অবস্থিত। সূর্য্য পরিভ্রমণ করিতে করিতে লোক এবং আলোক সন্ধান করেন বলিয়া উষা ও ব্যুষ্টির মধ্য সময়কে সন্ধ্যা বলা হয়। দ্বিজগণ উষাকে রাত্রি এবং ব্যুষ্টিকে দিবা বলিয়াছেন। ১৪৮—১৬৬। একসময়ে সন্ধ্যাসময়ে রাক্ষসগণ সূর্য্যকে গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন প্রজাপতি-প্রদত্ত শাপে সেই দুরাত্মারাক্ষসগণের দেহের অক্ষয়ত্ব সম্পাদিত হয়। সেই মন্দেহ নামে বিখ্যাত দুরাত্মা ত্রিশকোটি রাক্ষস প্রতিদিন সূর্য্য উদিত হওয়ায় পরিতপ্ত হইয়া সূর্য্যকে ভক্ষণ করিবার জন্য ধাবিত হয়। অনন্তর সূর্য্যের সহিত ঐ রাক্ষসগণের সুদারুণ যুদ্ধ হয়। তৎপর দেবশ্রেষ্ঠগণ ও ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাতে

ততো ব্রহ্মা চ দেবাশ্চ ব্রাহ্মণাশ্চৈব সত্তমঃ।
সন্ধ্যেতি সমুপাসন্তঃ ক্ষেপয়ন্তি মহাজলম্।।১৬৫
ওঙ্কারব্রহ্মসংযুক্তং গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রিতম্
তেন দহ্যন্তি তে দৈত্যা বজ্রভূতেন বারিণা।
অগ্নিহোত্রে হূয়মানের সমন্তাদ্ ব্রাহ্মণাহুতিঃ।
সূর্য্যজ্যোতিঃ সহস্রাংশু সূর্য্যো দীপ্যতি
ভাস্করঃ।।১৭৬
ততঃ পুনর্মহাতেজা মহাদ্যুতিপরাক্রমঃ।
যোজনানাং সহস্রাণি ঊর্দ্ধমুত্তিষ্ঠতে শতম্।।১৫৭
ততঃ প্রয়াতি ভগবান ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ
বালখিল্যৈশ্চ মুনিভিঃ কৃতার্থৈঃ সমরীচিভিঃ।।
কাষ্ঠা নিমেষা দশ পঞ্চ চৈব
ত্রিংশচ্চ কাষ্ঠা গণয়েৎ কলান্তন্।
ত্রিংশৎ কলাশ্চৈব ভবেন্মুহূর্ত-
স্তৈস্ত্রিংশতা রাত্র্যহনী সমেতে।।১৬৯
হ্রাসবৃদ্ধী অহর্ভাগৈর্দিবসানাং যথাক্রমম্।
সন্ধ্যা মুহূর্ত্তমানন্তু হ্রাসে বৃদ্ধৌ সমা স্মৃতা।।
লেখাপ্রভৃত্যথাদিত্যে ত্রিমুহূর্তাগতে তু বৈ
প্রাতস্তনঃ স্মৃতঃ কালো ভাগশ্চাহ্নঃ স পঞ্চমঃ।
তস্মাৎ প্রাতস্তনাৎ কালাৎ ত্রিমুহূর্তস্তু সঙ্গবঃ
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তস্তু তস্মাৎ কালাত্তু সঙ্গবাৎ।।
তস্মান্মধ্যন্দিনাৎ কালাদপরাহ্ণ ইতি স্মৃতঃ
ত্রয় এব মুহূর্ত্তাস্তু তস্মাৎ কালাত্তু মধ্যমাৎ।।
অপরাহ্ণে ব্যতীপতে কালঃ সায়াহ্ন উচ্যতে
দশপঞ্চমুহূর্ত্তে বৈ মুহূর্ত্তাস্ত্রয় এব চ।।১৭৪
দশপঞ্চমুহূর্ত্তং বৈ অহর্বিষুবতি স্মৃতম্।
দশপঞ্চমুহূর্ত্তোঽথ রাত্রিন্দিবমিতি স্মৃতম্।।
বর্দ্ধতে হ্রসতে চৈব অয়নে দক্ষিণোত্তরে।
অহস্তু গ্রসতে রাত্রিং রাত্রিস্তু গ্রসতে ত্বহঃ।।
শরদ্বসন্তয়োর্মধ্যে বিষুবং তদ্বিভাব্যতে।
অহো রাত্রং কলাশ্চৈব সমৌ সোমঃ সমশ্নুতে।।
তথা পঞ্চদশাহানি পক্ষ ইত্যভিধীয়তে,
দ্বৌ পক্ষৌ চ ভবেন্মাসো দ্বৌ মাসাবর্কজাবৃতুঃ
ঋতুত্রয়মযনং স্যাদ্দ্ব্যয়নে বর্ষমুচ্যতে।।১৭৮

সম্যক্‌উপাসনা করিয়া এক মহাজলক্ষেপ করেন। ঐ জল ওঙ্কার ব্রহ্ম ও গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত, তজ্জন্য উহা বজ্রের ন্যায় হইয়া দৈত্যগণকে দগ্ধ করে। তার পর চারিদিক্ হইতে ব্রহ্মণগণ যথাবিধি অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান করিলে সহস্রকিরণ সূর্য্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠেন এবং তদনন্তর মহাদ্যুতি মহাপরাক্রম মহাত্মা দিবাকর শতসহস্র যোজন ঊর্দ্ধে গমন করেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা ব্যঅলখিল্য, ঋষি, মহর্ষি, মরীচি ও ব্রাহ্মণ গণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎকাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত্ত এবং ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র গণনা হয়। দিবসের ভাগানুসারে যথাক্রমে হ্রাসবৃদ্ধি থাকিলেও সন্ধ্যার পরিমাণ সকল কালেই এক মুহূর্ত্ত থাকিবে। দিবার হ্রাস বৃদ্ধিতে উহার ব্যত্যয় হইবে না। আদিত্য যখন স্বীয় রেখায় অবস্থিত তখন হইতে মুহূর্ত্তত্রয় কালের নাম প্রাতস্তন, এবং উহা দিবসের পঞ্চমাংশ। সেই প্রাতস্তন কাল হইতে মুহূর্ত্তত্রয় সঙ্গব, এবং এই সঙ্গব কালের পর তিন মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন; ঐ মধ্যাহ্নকালের পরই অপরাহ্ণ, এবং ঐ অপরাহ্ণকালের পরিমাণ তিন মুহূর্ত্ত। অপরাহ্ণ অতীত হইলে সায়াহ্ন; ঐ সায়াহ্ন সার্দ্ধ পঞ্চদশ মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তত্রয়। পঞ্চদশ মুহূর্ত্তই দিবা ও রাত্রির সমান মধ্যস্থান। দিবা ও রাত্রির পরিমাণ সার্দ্ধ পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত করিয়া কথিত হয়।১৬৭—১৭৪। কখন দিবা রাত্রিতে, কখনও রাত্রি দিবাকে গ্রাস করে, এজন্য দক্ষিণ ও উত্তরায়ণে দিবা ও রাত্রিমানের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে শরৎ ও বসন্তকালের মধ্য সময়েই এই দিবা ও রাত্রিমান সমান হয়। এইরূপ পঞ্চদশ দিনে একপক্ষ, দুই পক্ষে একমাস, দুই মাসে এক ঋতু, তিনি ঋতুতে এক অয়ন ও দুই অয়নে এক বৎসর কথিত হইয়া থাকে। নিমেষাদি সংখ্যা দ্বারা কালের বিভাগ হইয়া

নিমেষাদিকৃতঃ কালঃ কাষ্ঠায়া দশ পঞ্চ চ।
কলায়াস্ত্রিংশতঃ কাষ্ঠা মাত্রাশী তিথয়াস্থিকম্।।
শতত্রয়েণৈককাত্রিংশন্মাত্রাত্রিংশৎষড়ুত্তরা।
দ্বিষষ্টিভাক্ত্রয়োবিংশন্মাত্রায়াঞ্চ চলা ভবেৎ।।
চত্বারিংশৎসহস্রাণি শতান্যষ্টৌ চ বিদ্যুতিঃ।
সপ্ততিঞ্চাপি তত্রৈব নবতিং বিদ্ধিনিশ্চয়ে।।
চত্বার্য্যেব শতান্যাহুর্বিদ্যুতৌ বৈধসংযুগে।
চরাংশো যোগ্ বিজ্ঞেয়ো নালিকা চাত্র কারণম্
সংবৎসরাদয়ঃ পঞ্চ চতুর্স্মাণ বিকল্পিকাঃ।
নিশ্চয়ঃ সর্ব্বকালস্য যুগমিত্যভিধীয়তে।৮৩
সংবৎসরস্তু প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ।
ইদ্বৎসরস্তৃতীয়স্তু চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ।
পঞ্চমো বৎসরস্তেষাং কালস্তু পরিসংজ্ঞিতঃ।।
বিংশৎ শতং ভবেৎ পূর্বং পঞ্চশাস্ত্র রবের্যুগম্
এতান্যষ্টাদশত্রিংশদয়ো ভাস্করস্য চ।।১৮৫
ঋতবস্ত্রিংশতঃ সৌরা অয়নানি দশৈব তু।
পঞ্চত্রিংশেহৃতঞ্চাপি ষষ্টির্মাসাশ্চ ভাস্করঃ।
একষষ্টিস্ত্বহোরাত্রা দনুরেকো বিভাব্যতে।।
অহস্তু ত্র্যধিকাশীতিঃ শতকাপ্যধিকং ভবেৎ
মানং তচ্চিত্রভানোস্তু বিজ্ঞেয়ং ভুবনস্য তু।।
সৌরং সৌম্যন্তু বিজ্ঞেয়ং নাক্ষত্রং সাবনং তথা
নামান্যেতানি চত্বারি যৈঃ পুরাণং বিভাব্যতে
শ্বেতস্যোত্তরতশ্চৈব শৃঙ্গবান্নাম পর্ব্বতঃ।
ত্রীণি তস্য তু শৃঙ্গাণি স্পৃশন্তীব নভস্তলম্।।
তৈশ্চাপি শৃঙ্গবান্নাম সর্ব্বতশ্চৈব বিশ্রুতঃ।
একমার্গশ্চ বিস্তারো বিষ্কম্ভশ্চাপি কীর্ত্তিতঃ।
তস্য বৈ পূর্ব্বতঃ শৃঙ্গং মধ্যমং তাম্ররথময়ম্।
দক্ষিণং রাজতঞ্চৈব শৃঙ্গন্তু স্ফটিকপ্রভম্।১৯২
সর্ব্বরত্নময়ঞ্চৈকং শৃঙ্গমুত্তরমুত্তমম্।
এবং কূটৈস্ত্রিভিঃ শৈলঃ শৃঙ্গবানিতি বিশ্রুতঃ।।
যত্তদ্বিষুবতং শৃঙ্গং তদর্কঃ প্রতিপদ্যতে।
শরদ্বসন্তয়োর্মধ্যে রাত্রিং করোতি তিমিরাপহঃ।
হরিতাশ্চ হয়া দিব্যাস্তে নিযুক্তা মহারথে

থাকে। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা এবং একশত-দ্ব্যশীতিকলায় এক মাত্রা হয়। কখন ষট্‌ত্রিংশৎ মাত্রায়, কখন দ্বিষষ্টিমাত্রায়, কদাচিৎ ত্রয়োবিংশতি মাত্রায় এক কলা পরিমাণ হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ চল্লিশ সহস্র অষ্টশত সপ্ততি বা নবতি মাত্রায় বৈদ্যুতি পরিমাণ নির্ণয় করেন। চারিশত বৈদ্যুতি পরিমাণে চরাংশ ও নালিকা সংঘটিত হয়। সংবৎসরাদি পঞ্চবিধ বৎসরের চতুর্বিধ পরিমাণ বিশেষ আছে। উহা দ্বারাই সর্ব্বকালে যুগাদির নির্ণয় হইয়া থাকে। প্রথম সংবৎসর, দ্বিতীয় পরিবৎসর, তৃতীয় ইদ্বৎসর, চতুর্থ অনুবৎসর, পঞ্চম বৎসর। বৎসর সকলের এইরূপ বিশেষ সংজ্ঞা বিহিত আছে. বিংশতি শত পর্ব্ব পূর্ণ হইলে রবির এক যুগ হয়। ত্রিংশৎ ঋতুতে সৌর দশ অয়ন হয়। এক অয়নে ষষ্টি সৌর মাস। এক সৌরমাসে ত্রিংশৎ অহোরাত্র. এক ষষ্টি অহোরাত্রে এক দনু। চিত্রভানুর ভুবনভ্রমণের পরিমাণ—একশত ত্র্যশীতি অহোরাত। সৌর, সোম্য, নক্ষত্র, ও সাবন,—এই চতুর্ব্বিধ মান, সকল পুরাণেই পরিবর্ণিত আছে। শ্বেত পর্ব্বতের উত্তরদিকে শৃঙ্গবান্ নামে এক পর্ব্বত আছে। উহার তিনটী শৃঙ্গ গগনস্পর্শী; এজন্য উহার শৃঙ্গবান্ নাম নির্দ্দিষ্ট। উহার বিস্তার বিষ্কম্ভ পরিমাণাদি ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। উহার পূর্ব্বদিকের শৃঙ্গটী হিরণ্ময়, ইহা উত্তম, দক্ষিণ দিকের শৃঙ্গ টী সর্ব্বরত্নময়, উত্তম শৃঙ্গ এই তিনটী শৃঙ্গ দ্বারাই ঐ পর্ব্বত শৃঙ্গবান্ নামে বিখ্যাত.১৭৫—১৯৩ ভগবান সূর্য্য শরৎ ও বসন্তকালে মধ্যম গতি অবলম্বন করিয়া সেই পর্ব্বতের বিষুব-রেখাসন্নিহিত শৃঙ্গ গমন করেন। তখন দিবা ও রাত্রি সমান হইয়া থাকে। তখন দিবা ও রাত্রি সমান হইয়া থাকে। সূর্য্যের রথে হরিতবর্ণ দিব্য অশ্ব সকল নিযুক্ত; উহারা যেন পদ্ম

অনুলিপ্তা ইবাভান্তি পদ্মরাগৈর্গভস্তিভিঃ।।
মেষান্তে চ তুলান্তে চ ভাস্করোদয়তঃ স্মৃতাঃ
মুহূর্ত্তা দশ পঞ্চৈব অহো রাত্রিশ্চ তাবতী।।
কৃত্তিকানাং যদা সূর্য্যঃ প্রথমাংশগতো ভবেৎ
বিশাখানাং তথা জ্ঞেয়শ্চতুর্থাংশে নিশাকরঃ।।
বিশাখায়াং যদা সূর্য্যশ্চরতেঽংশং তৃতীয়কম্
তদা চন্দ্রং বিজানীয়াৎ কৃত্তিকাশিরসি স্থিতম্
বিষুবন্তং তদা বিদ্যাদে মার্হর্ষয়ঃ।
সূর্য্যেণ বিষুবং বিদ্যাৎ কালং সোমেন লক্ষয়েৎ
সমা রাত্রিরহশ্চৈব যদা তদ্বিষুবাদ্ভবেৎ।
তদা দানানি দেয়ানি পিতৃভ্যো বিষুবত্যপি।
ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষেণ মুখমেতত্তু দৈবতম্।।
ঊনরাত্রাধিমাসৌ চ কলাকাষ্ঠামুহূর্ত্তকাঃ।
পৌর্ণমাসী তথা জ্ঞেয়া অমাবাস্যা তথৈব চ।
সিনীবালী কুহূশ্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা।।২০১
তপস্তপস্যৌ মধুমাধবৌ চ
শুক্রঃ শুচিশ্চায়নমুত্তরং স্যাৎ।
নভো নভস্যোঽথ ইষঃ সহোর্জ্জঃ
সহঃসহস্যাবিতি দক্ষিণং স্যাৎ।২০২
সংবৎসরাস্তথো জ্ঞেয়াঃ পঞ্চাব্দা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ
তস্মাত্তু ঋতবো জ্ঞেয়া ঋতবো হ্যন্তরাঃ স্মৃতাঃ
তস্মাদনুমুখা জ্ঞেয়া অমাবাস্যাস্য পর্ব্বণঃ।
তস্মাত্তু বিষুবৎ জ্ঞেয়ং পিতৃদেবাহিতং সদা।।
এবং জ্ঞাত্বা ন মুহ্যেত দৈবে পিত্র্যে চ মানবঃ
তস্মাৎ স্মৃতং প্রজানাং বৈ বিষুবৎপাবনং সদা
আলোকান্তঃ স্মৃতো লোকে লোকান্তো
লোক উচ্যতে।।
লোকপালাঃ স্থিতাস্তত্র লোকালোকস্য মধ্যতঃ
চত্বারস্তে মহাত্মানস্তিষ্ঠন্ত্যাভূতসংপ্লবাৎ।
সুধামা চৈব বৈরাজঃ কর্দ্দমঃ শঙ্খপাস্তথা।
হিরণ্যরোমা পর্জ্জন্যঃ কেতুমান্ রাজতশ্চ যঃ।।
নির্দ্বন্দ্বা নিরভীমানা নিস্তন্দ্রা নিষ্পরিগ্রহঃ।
লোকপালাঃ স্থিতা হ্যেতে লোকালোকে

রাগ-কিরণে রঞ্জিত। মেষ-রাশিতে ও তুলারাশিতে সূর্য্য অবস্থান করিলে দিবা ও রাত্রির প্রত্যেকটীই পঞ্চদশ মহূর্ত্ত পরিণত হয়। সূর্য যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথমাংশে বিরাজমান থাকেন, চন্দ্র তখন বিশাখা নক্ষত্রের চতুর্থাংশে অবস্থান করেন সূর্য্য যখন বিশাখায় তৃতীয় অংশে অবস্থান করেন, চন্দ্র তখন কৃত্তিকার মস্তকে বিরাজ করেন। মহর্ষিগণ এই কালকে বিষুব কাল বলিয়া বর্ণন করেন। চন্দ্র-সূর্য্যের গতি দ্বারাই ইহার নির্ণয় হইয়া থাকে। বিষুব কালে রাত্রি ও দিবা তুল্যপরিমাণ হয়। বিষুব কালে রাত্রি ও দিবা তুল্যপরিমাণ হয়, বিষুব কালে পিতৃগণের উদ্দেশে দান করা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে; কারণ ব্রাহ্মণই দেবগণের মুখস্বরূপ।১৪—২০০ কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্তাদির তারতম্যে ঊনরাত্রি ও অধিমাস হয় আর অনুমতি ও রাকা এই দ্বিবিধ পূর্ণিমা এবং সিনীবালী ও কুহূ এই দ্বিবিধ অমাবস্যাও হইয়া থাকে। মাঘ ও ফাল্গুন চৈত্র ও বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ইহারা উত্তরায়ণ এবং শ্রাবণ ও ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ইহারা দক্ষিণায়ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের সমুদয়ের মিলনে একটী বৎসর হয়। ব্রহ্মাতনয় পঞ্চবিধ বৎসরের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ঋতু সকল উঁহাদিগেরই অংশ। দৈব ও পৈত্র কার্য্যে ঋতু অপেক্ষা অমাবস্যা এবং তদপেক্ষা বিষুবই প্রশস্ত। এ তত্ত্ব জ্ঞাত হইলে কদাচ দৈবপৈত্র কার্য্যে মোহ হয় না; অতএব সকলেরই বিষুবতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। লোকালোক পর্ব্বত আলোকের শেষ ভাগে বর্ত্তমান; উহা লোকের অন্ত সীমাস্বরূপ। ঐ লোকালোক পর্ব্বতের মধ্যেই লোকপালগণ বাস করেন। বৈরাজ সুধামা, শঙ্খপোত্র কর্দ্দম, পর্জ্জন্য হিরণ্যলোমা এবং রাজত কেতুমান্—ইঁহারা সেই লোকালোক পর্ব্বতের চারিধারে চিরকাল অবস্থিত আছেন। ইঁহারা শীত বাতাদি দ্বন্দ্বদুঃখহীন, নিরভিমান, অনলস, ও পরিজন-শূন্য। বৈশ্বানর পথের বহির্ভাগে অগ-

চতুর্দ্দিশম্ ।।২০৮

উত্তরং যদগস্ত্যস্য অজবীথ্যাশ্চ দক্ষিণম্।
পিতৃযাণঃ স বৈ পন্থা বৈশ্বানরপথাদ্বহিঃ। ২০৯
তত্রাসতে প্রজাবন্তো মুনয়ো হ্যগ্নিহোত্রিণঃ।
লোকস্য সন্তানকরাঃ পিতৃযাণে পথি স্থিতাঃ।
ভূতারম্ভকৃতং কর্ম্ম আশিষা ঋত্বিগুচ্যতে।
প্রারভন্তে লোককামাস্তেষাং পন্থাঃ স দক্ষিণঃ
চলিতং তে পুনর্ধর্ম্মং স্থাপয়ন্তি যুগে যুগে।
সন্তত্যা তপসা চৈব মর্য্যাদভিঃ শ্রুতেন চ।
জায়মানাস্তু পূর্ব্বে বৈ পশ্চিমানাং গৃহেষু চ।
পশ্চিমাশ্চৈব জায়ন্তে পূর্ব্বেষাং নিধনেষ্বপি।
এবমাবর্ত্তমানাস্তে তিষ্ঠন্ত্যাভূতসংপ্লবাৎ।।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনীনাং গৃহমেধিনাম্।
সবিতুর্দক্ষিণং মার্গং শ্রিতা হ্যাচন্দ্রতারকম্।
ক্রিয়াবতাং প্রসাধ্যেষা যে শ্মশানানি ভেজিরে
লোকসংব্যবহারেণ ভূতারম্ভকৃতেন চ।
ইচ্ছাদ্বেষপ্রবৃত্ত্যা চ মৈথুনোপগমেন চ।।২১৫
তথা কামকৃতেনেহ সেবনাদ্বিষয়স্য চ
এতৈস্তৈঃ কারণৈঃ সিদ্ধাঃ শ্মশানানি হি ভেজিরে
প্রজৈষিণস্তে মুনয়ো দ্বাপরেষ্বিহ জজ্ঞিরে।।
নাগবীথ্যুত্তরে যচ্চ সপ্তর্ষিভ্যশ্চ দক্ষিণম্
উত্তরঃ সবিতুঃ পন্থা দেবযানস্তু স স্মৃতঃ।
যত্র তে বাসিনঃ সিদ্ধা বিমলা ব্রহ্মচারিণঃ।
সন্ততং তে জুগুপ্সন্তে তস্মান্মৃত্যুর্জিতস্তু তৈঃ
অষ্টাশীতিসহস্রাণি তেষামপ্যূর্দ্ধরেতসাম্।
উদক্পন্থানমর্য্যম্ণঃ শ্রিতা হ্যাভূতসংপ্লবাৎ।।২১৯
তে প্রসঙ্গাত্তু লোকস্য মৈথুনস্য তু বর্জ্জনাৎ।
ইচ্ছাদ্বেষনিবৃত্ত্যা চ ভূতারম্ভবিবর্জ্জনাৎ।
পুনশ্চ কামসংযোগাচ্ছব্দদোষবদর্শনাৎ ,
ইত্যেতৈঃ কারণৈঃ শুদ্ধৈস্তেহমৃতত্বং হি
ভেজিরে।।
আভূতসংপ্লবস্থানমমৃতত্বং বিভাব্যতে।।২২১

তেত্যায় উত্তরে ও অজবীথীর দক্ষিণে যে পথ, উহাই পিতৃযাণ নামে অভিহিত। সেই পিতৃযাণ পথে লোকবিস্তারক, প্রজাবান্, অগ্নিহোত্রী, মুনিগণ বাস করেন। ইঁহারা প্রজাবৃদ্ধি কামনায় ভূতারম্ভক কর্ম্মসমূহ প্রবর্ত্তিত করত আশীর্ব্বাদ দ্বারা তাহার পুষ্টিসাধন করেন, সন্ততি, তপস্যা, মর্য্যাদা ও শাস্ত্র জ্ঞানাদি দ্বারা ইঁহারাই যুগে যুগে বিচলিত ধর্ম্মকে সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী বংশধরের গৃহে পরবর্ত্তী বংশধরের যেমন জন্ম হয়। তদ্রূপ পরবর্ত্তী বংশধরের যেমন জন্ম হয়। তদ্রূপ পরবর্ত্তী বংশধরের গৃহেও পূর্ব্ববর্ত্তী বংশধরের মর পাতে উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইঁহারা এই প্রকারে আবর্ত্তিত হইয়া প্রলয় কাল পর্য্যন্ত সৃষ্টিব্যাপার অবিচ্ছিন্নভাবে রক্ষা করেন। ২০১—২১৩। অষ্টাশীতি সহস্র উর্দ্ধরেতা গৃহস্থ মুনি, সবিতার দক্ষিণ পথ আশ্রয় করিয়া তারা চন্দ্রাদির স্থিতিকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। ইঁহারা প্রজাবিস্তারার্থী ইঁহারাই ক্রিয়াবানরূপে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক শ্মশান আশ্রয় করেন। লোকব্যবহার, ভূতারম্ভক কর্ম্ম, ইচ্ছা দেষবাদিযুক্ত প্রকৃতি, মৈথুনাচরণ, ও কামকৃত বিষয় ভোগজনিত দোষ—এই সমস্ত কারণে সেই সিদ্ধগণ শ্মশান আশ্রয় করেন দ্বাপর যুগে ইঁহারা প্রজা কামনায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নাগবীথীর উত্তরে এবং সপ্তর্ষি মণ্ডলের দক্ষিণে, সবিতার উত্তর পথ প্রতিষ্ঠিত; উহা দেবযান নামে প্রসিদ্ধ। সেখানে বিমল ব্রহ্মচারিবর্গ বাস করিয়া থাকেন ইঁহারা গৃহধর্ম্মকে সতত হে মনে করেন; এজন্য মৃত্যু জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন; এই উর্দ্ধ-রেতা মুনিগণ সংখ্যায় অষ্টাশীতি সহস্র। ইঁহারা সবিতার উত্তর পথ আশ্রয়পূর্ব্বক কল্পস্থিতিকাল যাবৎ অবস্থান করেন। ইঁহারা লোকপ্রসঙ্গ বর্জ্জন, মৈথুন-পরিহার, ইচ্ছাদ্বেষসংযম, ভূতারম্ভক কর্ম্ম পরিত্যাগ, কামসংযোগ জন্য পুষ্টির ও শব্দাদি বিষয়ের দোষ দর্শন,—এই সমস্ত কারণে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। ভূতসমূহের লয় কাল পর্য্যন্ত স্থিতিমত্তাই অমৃতত্ব বলিয়া নির্দ্ধারিত ইহাই ত্রৈলোক্যের স্থিতিকাল।

ত্রিলোক্যস্থিতিকালোঽয়মপুনর্মার্গগামিণঃ
ব্রহ্মহত্যাশ্বমেধাভ্যাং পুণ্যপাপকৃতোঽপরম্।
আভূতসংপ্লবাত্তে তু ক্ষীয়ন্তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।।২২২
ঊর্দ্ধোত্তরমৃষিভ্যস্তু ধ্রুবো যত্রাস্তি বৈ স্মৃতম্।
এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি ভাস্বরম্
তত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
ধর্মধ্রুবাদ্যাস্তিষ্ঠন্তি যত্রতে লোকসাধকাঃ।

ইতি শ্রীমহা পুরাণে বায়ুপ্রোক্তে জ্যোতিঃ-
প্রচারো নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।।৫০।

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

স্বায়ম্ভুবে নিসর্গে তু ব্যাখ্যাতান্যন্তরাণি তু।
ভবিষ্যাণি চ সর্ব্বাণি তেষাং বক্ষ্যাম্যনুক্রমম্
এতচ্ছ্রুত্বা তু মুনয়ঃ পপ্রচ্ছুর্লোমহর্ষণম্।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোশ্চারং গ্রহাণাং চৈব সর্ব্বশঃ।।২

ঋষয় ঊচুঃ।।

ভ্রমন্তে কথমেতানি জ্যোতীংষি দিবি মণ্ডলম্।
তির্য্যগ্ব্যূহেন সর্ব্বাণি তথৈবাসঙ্করেণ চ।।৩
কশ্চ ভ্রাময়তে তানি ভ্রমন্তি যদি বা স্বয়ম্।।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামস্তন্নো নিগদ সত্তম।
ভূতসম্মোহনং হ্যেতচ্ছ্রোতুমিচ্ছা প্রবর্ত্ততে।।৪

সূত উবাচ।

ভূতসম্মোহনং হ্যেতদ্ব্রুবতো মে নিবোধত
প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যং যত্তৎ সম্মোহয়তে প্রজাঃ।
যোঽসৌ চতুর্দিশং পুচ্ছে শৈশুমারে
ব্যবস্থিতঃ
উত্তানপাদপুত্রোঽসৌ মেঢ়ীভূতো ধ্রুবো দিবি
স হি ভ্রমন্ ভ্রাময়তে চন্দ্রাদিত্যৌ গ্রহৈঃ সহ
ভ্রমন্তমনুগচ্ছন্তি নক্ষত্রাণি চ চক্রবৎ।।৭
ধ্রুবস্য মনসা চাসৌ সর্পতে জ্যোতিষাং গণঃ স্বয়ম্।।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তারা নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ।।৮
বাতানীকময়ৈর্বদ্ধৈ ধ্রুবে বদ্ধানি তানি বৈ।

পুনর্জন্মরহিত মুক্তগণও এই কাল পর্য্যন্তই থাকেন কি ব্রহ্মহত্যা-পাপী, কি অশ্বমেধ জনিত পুণ্যবান্, কি ঊর্দ্ধরেতাঃ—সকলেই মহাভূত প্রলয়কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঊর্দ্ধে, ধ্রুবের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত যে স্থান, তাহাকে বিষ্ণুপদ বলে ইহা গগন মণ্ডলে তৃতীয় ভাস্বর পদার্থ। এই দিব্য পরম বিষ্ণুপদে গমন করিলে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। সেই বিষ্ণুপদ আশ্রয় করিয়াই লোকসাধক ধ্রুব প্রভৃতির অবস্থান।১১৪—২২৪।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।৫০।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—স্বয়ম্ভুব মন্বন্তর বর্ণন-প্রসঙ্গে অতীত বৃত্তান্ত সমস্তই কথিত হইয়াছে, এক্ষণে ভবিষ্য বিবরণ যথাক্রমে বলিতেছি। ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া লোমহর্ষণ সূতকে চন্দ্রসূর্য্যের গতি-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন ঋষিগণ বলিলেন, এই সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী কি প্রকারে গগনমণ্ডলে বক্রভাবে ব্যূহাকারে পরস্পর সঙ্ঘর্ষ ব্যতীত ভ্রমণ করে? কে উহাদিগকে ভ্রামিত করে? অথবা উহারা স্বয়ংই পরিভ্রমণ করে? আমরা ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। হে সত্তম। এই মোহকর বিচিত্র বৃত্তান্ত শ্রবণে আমাদিগের বাসনা হইতেছে। সূত কহিলেন,—আমি এই ভূতসম্মোহন বিবরণ বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। এ বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলেও প্রাণিগণ এ বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকে। নভস্তলগত শিশুমারাকৃতির পুচ্ছদেশে উত্তানপাদতনয় ধ্রুব মেধিস্তম্ভরূপে অবস্থান করেন। সেই ধ্রুব স্বয়ং ভ্রমণ করত তাঁহাতে নিবদ্ধ চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহাদি সমস্ত পরিভ্রামিত করেন। নক্ষত্রগণ ভ্রমণশীল ধ্রুবেরই চক্রবৎ অনুবর্ত্তন করে। ধ্রুব স্বাধীন ভ্রমণ বশতই চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি সমস্ত পরি-ভ্রমণে বাধ্য হয়। জ্যোতিষ্কমণ্ডলী বায়বীয় রশ্মি

তেষাং যোগশ্চ ভেদশ্চ কালচারস্তথৈব চ।।৯
অস্তোদয়ৌ তথোৎপাতা অয়নে দক্ষিণোত্তরে
বিষুবদ্‌গ্রহবর্ণাশ্চ ধ্রুবাৎ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।।১০
বর্ষা ঘর্ম্মো হিমং রাত্রিঃ সন্ধ্যা চৈব দিনং তথা
শুভাশুভং প্রজানাঞ্চ ধ্রুবাৎ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।।
ধ্রুবেণাধিষ্ঠিতাশ্চৈব সূর্য্যো বৈ গৃহ্য তিষ্ঠতি।
তদেষ দীপ্তকিরণঃ স কালাগ্নির্দিবাকরঃ।।১২
পরিবর্ত্তক্রমাদ্বিপ্রা ভাভিরালোকয়ন্ দিশঃ।
সূর্য্যঃ কিরণজালেন বায়ুযুক্তেন সর্ব্বশঃ।
জগতো জলমাদত্তে কৃৎস্নস্য দ্বিজসত্তমাঃ।।১৩
আদিত্যপীতং সূর্য্যাগ্নেঃ সোমং সংক্রমতে জলম্
নাড়ীভির্বায়ুযুক্তাভির্লোকাধানং প্রবর্ত্ততে।।১৪
যৎসোমাৎ স্রবতে সূর্য্যাৎ তদভ্রেষ্ববতিষ্ঠতে।
মেঘা বায়্বভিঘাতেন বিসৃজন্তি জলং ভুবি।।১৫
এবমুৎক্ষিপ্যতে চৈব পততে চ পুনর্জ্জলম্।
ন নাশ উদকস্যাস্তি তদেব পরিবর্ত্ততে।।১৬
সন্ধারণার্থং ভূতানাং মায়ৈষা বিশ্বনির্ম্মিতা।
অনয়া মায়য়া ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
বিশ্বেশো লোককৃদ্দেবঃ সহস্রাংশুঃ প্রজাপতিঃ
ধাতা কৃৎস্নস্য লোকস্য প্রভুর্বিষ্ণুর্দিবাকরঃ। ১৮
সার্ব্বলৌকিকমম্ভো বৈ যৎসোমান্নভসশ্চ্যুতম্
সোমাধারং জগৎ সর্ব্বমেতত্তথ্যং প্রকীর্ত্তিতম্
সূর্য্যাদুষ্ণং নিস্রবতে সোমাচ্ছীতং প্রবর্ত্ততে
শীতোষ্ণবীর্য্যৌ দ্বাবেতৌ যুক্তৌ ধারয়তো জগৎ
সোমপুত্রপুরোগাশ্চ মহানদ্যো দ্বিজোত্তমাঃ।।২১
সর্ব্বভূতশরীরেষু আপো হ্যনুগতাশ্চ যাঃ
তেষু সন্দহ্যমানেষু জঙ্গমস্থাবরেষু চ।
ধূমভূতাস্তু তা আপো নিষ্ক্রামন্তীহ সর্ব্বশঃ। ২২
তেন চাভ্রাণি জায়ন্তে স্থানমভ্রময়ং স্মৃতম্।
আর্কং তেজো হি ভূতেভ্যো হ্যাদত্তে

যারা ধ্রুবে নিবদ্ধ। উহাদিগের যোগ, ভেদ, কালচার, অস্ত, উদয়, উৎপাত, দক্ষিণায়ন, উত্তরায়ণ, বিষুবৎ, গ্রহবর্গ,—এতৎ সমস্তই ধ্রুব হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। বর্ষা, গ্রীষ্ম, হিম, রাত্রি, দিবা, শুভ, অশুভ, সমস্তই সেই ধ্রুব হইতেই ঘটিয়া থাকে। জ্যোতিষ মণ্ডলী ধ্রুবেরই অধিকৃত; সূর্য্য ইহাদিগকে নিজ তেজে আবরণ করেন মাত্র। তিনিই প্রদীপ্ত-কিরণ হইয়া কালাগ্নি নামে পরিচিত হয়েন।১—১২। হে বিপ্রগণ। সূর্য্য এইরূপ পরিবর্ত্তন ক্রমে বায়ুযুক্ত কিরণ দ্বারা দিক্‌সমূহ আলোকিত করত জগতের জলরাশি শোষণ করেন। সেই জলরাশি অগ্নিময় সূর্য্য হইতে বায়ুযুক্ত নাড়ী দ্বারা সোমে সংক্রান্ত হইয়া থাকে; তাহতেই লোক সমূহের পুষ্টি সাধান হয়। সোম হইতে যে জল ক্ষরিত হয়, তাহা মেঘে থাকে, পরে মেঘগণ বায়ুজনিত অভিঘাতবশে সেই জল ভূতলে বর্ষণ করিয়া থাকে। জলরাশি এইভাবেই একবার উৎক্ষিপ্ত হইয়া আবার পতিত হয়; পরন্তু উহার নাশ হয় না; পরিবর্ত্তনই ঘটিয়া থাকে। বিশ্বকৃ-নির্ম্মিত এই মায়া দ্বারাই ভূতসমূহ ধৃত; সচরাচর ত্রৈলোক্য ইহা দ্বারাই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। দেব দিবাকরই বিশ্বেশ্বর, লোককর, সহস্রাংশু, ধাতা, সর্ব্বলোকপ্রভু, প্রজাপালক, বিশ্বব্যাপক প্রভু। সর্ব্বলোকে যত জল আছে, সমস্তই চন্দ্র হইতে ক্ষরিত হইয়াছে। সমস্ত জগৎই সোমে প্রতিষ্ঠিত। এই সত্য তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। সূর্য্য হইতে উষ্ণ এবং সোম হইতে শীত প্রবৃত্ত হয়। উষ্ণবীর্য্য ও শীতবীর্য্য—এই দুই দেবতা মিলিত হইয়া জগৎ ধারণ করিতেছেন। পবিত্রা বিমলোদকা গঙ্গানদী, সোমধারারূপিণী। হে দ্বিজোত্তমগণ! সোমপুত্র প্রভৃতিও নানা মহানদীরূপে পরিণত হইয়াছেন। সর্ব্বভূতের শরীরেই জল আছে। স্থাবর জঙ্গম যখন দগ্ধ হয়, তখন সেই জল ধূমাকারে পরিণত হইয়া বহির্গত হইয়া থাকে। তাহাতেই অভ্রসমূহের উৎপত্তি হয়; উহাতেই জলরাশি অবস্থান

রশ্মিভির্জলম্ ২৩
সমুদ্রাদ্বায়ুসংযোগাদ্বহন্ত্যাপো গভস্তয়ঃ।
যতস্ত্বৃতুবশাৎ কালে পরিবর্ত্তে দিবাকরঃ।
যচ্ছত্যপো হি মেঘেভ্যঃ শুক্লাঃ শুক্লগভস্তিভিঃ
অভ্রস্থাঃ প্রপতন্ত্যাপো বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
সর্ব্বভূতহিতার্থায় বায়ুভিশ্চ সমন্ততঃ। ২৫
ততো বর্ষতি ষণ্মাসান্ সর্ব্বভূতবিবৃদ্ধয়ে।
বায়ব্যং স্তনিতং চৈব বৈদ্যুতং চাগ্নিসম্ভবম্ ।২৬
মেহনাচ্চ মিহের্থে তোর্মেঘত্বং ব্যঞ্জয়ন্তি চ।
ন ভ্রশ্যন্তি যতস্ত্বাপস্তদভ্রং কবয়ো বিদুঃ।।২৭
মেঘানাং পুনরুৎপত্তিস্ত্রিবিধা যোনিরুচ্যতে।
আগ্নেয়া ব্রহ্মজাশ্চৈব পক্ষজাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ।
ত্রিধা ঘনাঃ সমাখ্যাতাস্তেষাং বক্ষ্যামি সম্ভবম্
আগ্নেয়াস্ত্বর্ণজাঃ প্রোক্তাস্তেষাং তস্মাৎ প্রবর্ত্তনম্
শীতদুর্দ্দিনবাতা যে স্বগুণাস্তে ব্যবস্থিতাঃ।।২৯
মহিষাশ্চ বরাহাশ্চ মত্তমাতঙ্গগামিনঃ।
ভূত্বা ধরণীমভ্যেত্য বিচরন্তি রমন্তি চ।।৩০
জীমূতা নাম তে মেঘা এতেভ্যো জীবসম্ভবঃ
বিদ্যুদ্গুণবিহীনাশ্চ জলধারাবিলম্বিনঃ।।৩১
মূকা ঘনা মহাকায়া আবহস্য বশানুগাঃ।
ক্রোশমাত্রাচ্চ বর্ষন্তি ক্রোশার্দ্ধাদপি বা পুনঃ।।
পর্ব্বতাগ্রনিতম্বেষু বর্ষন্তি চ রমন্তি চ।
বলাকাগর্ভদাশ্চৈব বলাকাগর্ভধারিণঃ।।৩৩
ব্রহ্মজা নাম তে মেঘা ব্রহ্মনিশ্বাসসম্ভবাঃ।
তে হি বিদ্যুদ্গুণোপেতাঃ স্তনয়ন্তি স্বনপ্রিয়াঃ
তেষাং শব্দপ্রণাদেন ভূমিঃ স্বাঙ্গরুহোদ্গমা।
রাজ্ঞী রাজাভিষিক্তেব পুনর্যৌবনমশ্নুতে।
তেষ্বিয়ং প্রীতিমাসক্তা ভূতানাং জীবিতোদ্ভবা
জীমূতা নাম তে মেঘা যেভ্যো জীবস্য সম্ভবাঃ
দ্বিতীয়ং প্রবহং বায়ুং মেঘাস্তে তু সমাশ্রিতাঃ
এতে যোজনমাত্রাচ্চ সার্দ্ধার্দ্ধাদ্বিকৃতাদপি।

করে। সূর্য্যকিরণসমূহ বায়ুসাহায্যে সর্ব্বভূত হইতে, বিশেষতঃ সমুদ্র হইতে জলরাশি আকর্ষণ করিয়া থাকে। দেব, দিবাকর আবার ঋতুপরিবর্ত্তে বশে নূতনাকারে শুক্ল কিরণ দ্বারা শুক্লবর্ণ জলরাশি মেঘদিগকে দান করেন।২৩—২৪ সেই মেঘস্থ জলরাশি বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া সর্ব্বভূতের হিত-বিধানার্থ ভূতলে পতিত হয়. প্রাণিগণের হিত বিধানার্থ, মেঘগণ বায়ুজাত স্তনিত গর্জ্জন, এবং অগ্নিজাত বিদ্যুৎপ্রকাশ সহকারে, ছয় মাসকাল বর্ষণ করিয়া থাকে। মিহ ধাতু ক্ষরণার্থক; ইহা হইতে 'মেঘ' শব্দ নিষ্পন্ন। মেঘেরাও ধাত্বর্থ প্রকটন করিয়া থাকে। ভ্রষ্ট হয় না বলিয়া ইহাদিগকে কবিগণ অভ্র বলেন মেঘসমূহ উৎপত্তিভেদে ত্রিবিধ; যথা,—আগ্নেয়, ব্রহ্মজ ও পক্ষজ। এই ত্রিবিধ বিখ্যাত মেঘের উৎপত্তি বিবরণ বলিতেছি। আগ্নেয় মেঘ জলজাত। এই মেঘে শীত বৃষ্টি বাতাদি জলগুণনিচয়ের সমাবেশ উপলব্ধি হয়। ইহারা মহিষ বরাহ ও মত্তমাতঙ্গাকারে ধরণীতলে অবতরণপূর্ব্বক বিহার করিয়া থাকে। ইহা-দিগের নাম জীমূত। ইহাদিগের দ্বারা জীবগণের সৃষ্টিব্যাপার রক্ষিত হয়। ইহারা বিদ্যুদ্গুণ-বিহীন; জলধারাময়, শব্দহীন ও মহাকায়; উহারা আবহ বায়ুর বশবর্ত্তী, বলাকাদিগেরও গর্ভস্থাপক, ব্রহ্মনিঃশ্বাসে সমুৎপন্ন বিদ্যুদ্গুণযুক্ত ও গর্জ্জন-প্রিয় মেঘগণ ব্রহ্মজ নামে বিখ্যাত। ভূমির এক ক্রোশ বা অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে পর্ব্বত শৃঙ্গাদিতে থাকিয়া ইহারা বর্ষণ ও গর্জ্জনপূর্ব্বক বিহার করিয়া থাকে। ধরণী, তাহাদিগের গর্জ্জনশব্দ শ্রবণে রাজাকর্ত্তৃক অভিষিক্তা রাজ্ঞীর ন্যায় পুলকাঞ্চিতা হয়; যেন পুনর্যৌবন প্রাপ্তির ন্যায় নবশস্যসম্পদে মনোহর শোভা ধারণ করে। এই ভূতধাত্রী পৃথিবী সেই মেঘগণে সপ্রীতি-সমাসক্ত। জীবোৎপাদক জীমূত নামক মেঘগণ প্রবহাখ্য দ্বিতীয় বায়ুর আশ্রয়ে অবস্থিত। ইহারা এক যোজন, অর্দ্ধযোজন, কখন বা পাদ যোজন দূরে থাকিয়া স্থূলধারায় বর্ষণ করিয়া থাকে।

বৃষ্টিসর্গস্তথা তেষাং ধারাসারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পুষ্করাবর্ত্তকা নাম যে মেঘাঃ পক্ষসম্ভবাঃ।।৩৭
শক্রেণ পক্ষাশ্ছিন্না যে পর্ব্বতানাং মহৌজসাম্
কামগানাং প্রবৃদ্ধানাং ভূতানাং শিবমিচ্ছতা।
পুষ্করানাম তে মেঘা বৃহন্তস্তোয়মৎসরাঃ।
পুষ্করাবর্ত্তকাস্তেন কারণেনেহ শব্দিতাঃ।।৩৯
নানারূপধরাশ্চৈব মহাঘোরতরাশ্চ তে।
কল্পান্তবৃষ্টেঃ স্রষ্টারঃ সংবর্ত্তাগ্নের্নিয়ামকাঃ।।৪০
বর্ষন্ত্যেতে যুগান্তেষু তৃতীয়াস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ
অনেকরূপসংস্থানাঃ পূরয়ন্তো মহীতলম্।
বায়ুং পরিবহন্তে স্যুরাশ্রিতাঃ কল্পসাধকাঃ।।৪১
যান্যস্যাণ্ডকপালস্য প্রাকৃতস্যাণ্ডসংস্তুতা।
তস্মাদ্ব্রহ্মা সমুৎপন্নশ্চতুর্ব্বক্তঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
তান্যেবাণ্ডকপালস্য সর্ব্বে মেঘাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
তেষামাপ্যায়নং ধূমঃ সর্ব্বেষামবিশেষতঃ।
তেষাং শ্রেষ্ঠশ্চ পর্জ্জন্যশ্চত্বারশ্চৈব দিগ্‌গজাঃ।।
গজানাং পর্ব্বতানাঞ্চ মেঘানাং ভোগিভিঃ সহ
কুলমেকং পৃথগ্‌ভূতং যোনিরেকা জলং স্মৃতম্
পর্জ্জন্যো দিগ্‌গজাশ্চৈব হেমন্তে শীতসম্ভবাঃ।
তুষারবৃষ্টিং বর্ষন্তি সর্ব্বশস্যবিবৃদ্ধয়ে।।৪৫
শ্রেষ্ঠঃ পরিবহো নাম তেষাং বায়ুরপাশ্রয়ঃ।
যোহসৌ বিভর্ত্তি ভগবান্ গঙ্গামাকাশগোচরাম্
দিব্যামৃতজলাং পুণ্যাং ত্রিধা স্বর্গপথে স্থিতাম্
তস্যা বিস্যন্দজং তোয়ং দিগ্‌গজাঃ পৃথুভিঃ করৈঃ।
শীকরং সম্প্রমুঞ্চন্তি নীহার ইতি স স্মৃতাঃ।।৪৭
দক্ষিণেন গিরির্যোহসৌ হেমকূট ইতি স্মৃতঃ
উদগ্‌হিমবতঃ শৈলাদুত্তরস্য চ দক্ষিণে ॥
পুণ্ড্রং নাম সমাখ্যাতং নগরং তত্র বৈ স্মৃতম্।।
তস্মিন্নিপতিতং বর্ষং যত্তুষারসমুদ্ভবম্।
ততস্তদাবহো বায়ুর্হিমশৈলাৎ সমুদ্বহন্।।
আনয়ত্যাত্মযোগেন সিঞ্চমানো মহাগিরিম্।।
হিমবন্তমতিক্রম্য বৃষ্টিশেষং ততঃ পরম্

২৫—৩৭। পক্ষজ মেঘগণের নাম পুষ্করাবর্ত্ত। ইন্দ্র পূর্ব্বে কামগামী পক্ষধর মহাতেজস্বী পর্ব্বতগণের উৎপীড়ন হইতে প্রাণিবর্গের ত্রাণ-মানসে উহাদিগের পক্ষনিচয় ছেদন করেন। সেই পক্ষ সকল জলপূর্ণ সুবৃহৎ আকারে মেঘরূপে পরিণত হয়। তাহাদিগেরই নাম—পুষ্করাবর্ত্ত। তাহারা নানারূপধর, ঘোরাকার, কল্পান্তে বর্ষণকর ও সম্বর্ত্তাগ্নি-নিবারক এই তৃতীয় শ্রেণীর মেঘগণ যুগান্তকালেই বৃষ্টি করিয়া থাকে। তখন নানারূপে ইহারা মহীমণ্ডল জল-পূরিত করিয়া থাকে। পরাবহ নামক বায়ুর আশ্রয়ে থাকিয়া ইহারা কল্প পরিবর্ত্তন সমাধা করে। ৩৮—৪১। যে প্রাকৃতি হিরণ্ময় অণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হইয়াছেন, সেই অণ্ডের কপাল (খোলা) সমূহ হইতে এই মেঘগণের উৎপত্তি। সকল মেঘেরই ধূম— সবিশেষ আপ্যায়ন-কর। তন্মধ্যে দিগ্‌গজচতুষ্টয় এবং পর্জ্জন্য,—ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গজ, পর্ব্বত, মেঘ ও সর্প, ইহারা এককুল-জাত;—এক জল হইতেই ইহাদিগের উৎপত্তি। পর্জ্জন্য ও দিগ্‌গজগণ, হেমন্তকালে সর্ব্বশস্য বৃদ্ধি নিমিত্ত শীতসম্ভূত তুষাররাশি বর্ষণ করিয়া থাকে। পরিবহ নামক শ্রেষ্ঠ বায়ু ইহাদিগের আশ্রয়। এই পরিবহ বায়ুই স্বর্গপথে ত্রিধারায় প্রবাহিণী দিব্যামৃতজলশালিনী পুণ্যা আকাশ-গঙ্গাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দিগ্‌গজগণ, সেই আকাশগঙ্গার যে বিস্পন্দ-বিক্ষিপ্ত জলরাশি স্থূল শুণ্ডে গ্রহণপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া থাকে; উহাই নীহার বলিয়া প্রসিদ্ধ।৪২—৪৭। হিমালয়ের উত্তরে, সুমেরুর দক্ষিণে হেমকূট নামক পর্ব্বতের সন্নিধানে পুণ্ড্র নামে এক প্রসিদ্ধ নগর আছে। সেই পর্ব্বতে তুষারবৃষ্টি পতিত হইলে পর আবহ বায়ু তাহা আত্মপ্রভাবে সংগৃহীত করিয়া পুনরায় সেই মহাগিরিতেই বর্ষণ করে। হেমকূট হইতে হিমালয় পর্য্যন্তই বৃষ্টি হয়; অপর দেশে আর তাদৃশ বৃষ্টি হয় না। তবে অল্পই যে বৃষ্টি হয়, তাহাতেই প্রান্ত ভূভাগের শস্যাদি বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

হ্রাদয়ন্তি ততঃ পশ্চাদপরান্তবিবৃদ্ধয়ে।।৫০
মেঘা বাপ্যায়নশ্চৈব সর্ব্বমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
সূর্য্য এব তু বৃষ্টীনাং স্রষ্টা সমুপদিশ্যতে।।৫১
ধ্রুবেণাবেষ্টিতঃ সূর্য্যস্তাভ্যাং বৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে।
ধ্রুবেণাবেষ্টিতো বায়ুর্বৃষ্টিং সংহরতে পুনঃ।।
গ্রহান্নিঃসৃত্য সূর্য্যাত্তু কৃৎস্নে নক্ষত্রমণ্ডলে
বারস্যান্তে বিশত্যর্কং ধ্রুবেণ পরিবেষ্টিতম্।
অতঃ সূর্য্যরথস্যাথ সন্নিবেশং নিবোধত।
সংস্থিতেনৈকচক্রেণ পঞ্চারেণ ত্রিনাভিনা।।৫৪
হিরণ্ময়েন ভগবান্ পর্ব্বণা তু মহৌজসা।
নষ্টবর্ণাঙ্ককারেণ ষট্প্রকারৈকনেমিনা।
চক্রেণ ভাস্বতা সূর্য্যঃ স্যন্দনেন প্রসর্পতি।।৫৫
দশযোজনসাহস্রো বিস্তারায়ামতঃ স্মৃতঃ।
দ্বিগুণোঽস্য রথোপস্থাদীষাদণ্ডঃ প্রমাণতঃ।।৫৬
স তস্য ব্রহ্মণা সৃষ্টো রথো হ্যর্থবশেন তু।
অসঙ্গঃ কাঞ্চনো দিব্যো যুক্তঃ পরমগৈর্হয়ৈঃ।।
ছন্দোভির্বাজিরূপৈস্তু যতঃ শুক্রস্ততঃ স্থিতঃ।
বরুণস্যন্দনস্যেহ লক্ষণৈঃ সদৃশস্তু সঃ।
তেনাসৌ সর্পতে ব্যোম্নি ভাস্বতা তু দিবাকরঃ
অথেমানি তু সূর্য্যস্য প্রত্যঙ্গানি রথস্য তু।
সংবৎসরস্যাবয়বৈঃ কল্পিতানি যথাক্রমম্।।৫৯
অহস্তু নাভিঃ সূর্য্যস্য একচক্রঃ স বৈ স্মৃতঃ।
অরাঃ পঞ্চর্ত্তবস্তস্য নেমিঃ ষড়্ঋতবঃ স্মৃতাঃ।।
রথনীড়ঃ স্মৃতো হ্যব্দস্ত্বয়নে কূবরাবুভৌ
মুহূর্ত্তা বন্ধুরাস্তস্য শম্যা তস্য কলাঃ স্মৃতাঃ।।
তস্য কাষ্ঠাঃ স্মৃতা ঘোণা ঈষাদণ্ডঃ ক্ষণাস্তু বৈ
নিমেষাশ্চানুকর্ষো হ্যস্য ঈষা চাস্য লবাঃ স্মৃতাঃ।
রাত্রির্বরূথো ধর্ম্মোহস্য ধ্বজ ঊর্দ্ধঃ সমুচ্ছ্রিতঃ।
যুগাক্ষকোটী তে তস্য অর্থকামাবুভৌ স্মৃতৌ।।
সপ্তাশ্বরূপাশ্ছন্দাংসি বহন্তে বামতো ধুরম্।
গায়ত্রী চৈব ত্রিষ্টুপ্ চ অনুষ্টুব্ জগতী তথা।।৬২
পঙ্‌ক্তিশ্চ বৃহতী চৈব উষ্ণিক্‌চৈব তু সপ্তমম্।
অক্ষে চক্রং-নিবদ্ধং তু ধ্রুবে ত্বক্ষঃ সমর্পিতঃ।।
সহচক্রো ভ্রমত্যক্ষঃ সহাক্ষো ভ্রমতি ধ্রুবঃ।
অক্ষঃ সহৈব চক্রেণ ভ্রমতেঽসৌ ধ্রুবেরিতঃ।।

মেঘ ও তাহার আপ্যায়ন-বৃত্তান্ত এই কহিলাম; পরন্তু সূর্যই প্রকৃত পক্ষে বৃষ্টির স্রষ্টা। সূর্য্য হইতে বৃষ্টি এবং বায়ু হইতে বর্ষণের নিবৃত্তি ঘটে। ধ্রুব নিবদ্ধ সূর্য্য ও বায়ু ইহাদিগের দ্বারাই বর্ষণাবর্ষণ নির্ব্বাহ হয়। ধ্রুব দ্বারা গ্রহকক্ষানিবদ্ধ সেই বায়ু, সূর্য্যমণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া সমগ্র নক্ষত্রমণ্ডলে বিচরণপূর্ব্বক বারশেষে পুনরায় সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়। অতএব এক্ষণে সূর্য্যরথের সন্নিবেশ বলিতেছি; শ্রবণ করুন। এই রথ, একটী চক্র, পাঁচটী অর এবং তিনটী নাভি যুক্ত, হিরণ্ময়, ষড়বিধ ভেদযুক্ত একটী নেমি-সমন্বিত, পথান্ধকারহর, অতিভাস্বর, ও মহাবেগধর সূর্য্য রথের বিস্তার পরিমাণ দশ সহস্র যোজন। রথমধ্যের প্রমাণ অপেক্ষা উহার ঈষাদণ্ডের পরিমাণ দ্বিগুণ। ব্রহ্মা কারণবশে, সূর্য্যের নিমিত্ত সেই অসঙ্গ দিব্য কাঞ্চনময় ছন্দোরূপ পরম বেগগামী অশ্বসংযুক্ত মহারথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই রথ বরুণের রথের ন্যায় লক্ষণ-সম্পন্ন। সেই জ্যোতির্ম্ময় রথারোহণে দিবাকর অন্তরীক্ষ পথে বিচরণ করিয়া থাকেন।৪৮—৫৮। সূর্য্যের রথের প্রত্যঙ্গসমূহ সংবৎসরে অবয়বসমূহ দ্বারা কল্পিত হইয়াছে। সেই একচক্র রথের নাভি—দিবা; অর ও নেমি—ছয়ঋতু; রথমধ্য—অব্দ, কুবরদ্বয়—দুই অয়ন; বন্ধুর—মুহূর্ত্ত; যুগকীল—কলা; ঘোণা—কাষ্ঠ, ঈষাদণ্ড—ক্ষণ; অনুকর্ষ—নিমেষ, ঈষ—লব, বরূথ—রাত্রি, সমুন্নত ধ্বজ—ধর্ম্ম; যুগ ও অক্ষকোটী—অর্থ ও কাম এবং উহার বাহন সপ্তাশ্ব—গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ, জগতী, পঙক্তি, বৃহতী, ও উষ্ণিহ। এই সপ্ত ছন্দঃ। উহার চক্র অক্ষে নিবদ্ধ, অক্ষ, এবং অক্ষের সহিত ধ্রুব ভ্রমণ করে। ধ্রুবের প্রেরণায় অক্ষ, চক্রের সহিতই ভ্রমণ করিয়া থাকে। কর্ম্মবশে সূর্য্যরথের এই

স্থানাভিমানিনো হ্যেতে গণা দ্বাদশ সপ্তকাঃ
সূর্য্যমাপ্যায়য়ন্ত্যেতে তেজসা তেজ উত্তমম্।।
গ্রথিতৈস্তৈর্বচোভিস্তু স্তুবন্তি মুনয়ো রবিম্।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব গীতনৃত্যৈরুপাসতে।।২৫
গ্রামণীযক্ষভূতাস্তু কুর্ব্বতেঽভীষুসংগ্রহম্।
সর্পা বহন্তি সূর্য্যং চ যাতুধানা নুযান্তি চ।
বালখিল্যা নয়ন্ত্যস্তং পরিবার্য্যোদয়াদ্রবিম্।।২৬
এতেষামেব দেবানাং যথাবীর্য্যং যথাতপঃ।
যথাযোগং যথাসত্যং যথাধর্ম্মং যথাবলম্।।২৭
যথা তপত্যসৌ সূর্য্যস্তেষাং সিদ্ধস্তু তেজসা।
ইত্যেতে বৈ বসন্তীহ দ্বৌ দ্বৌ মাসৌ দিবাকরে
ঋষয়ো দেবগন্ধর্ব্বাঃ পন্নগাপ্সরসাং গণাঃ।
গ্রামণ্যশ্চ তথা যক্ষা যাতুধানাশ্চ মুখ্যশঃ।।২৯
এতে তপন্তি বর্ষন্তি ভান্তি বান্তি সৃজন্তি চ।
ভূতানামশুভং কর্ম্ম ব্যপোহন্তীহ কীর্ত্তিতাঃ।।
মানবানাং শুভং হ্যেতে হরন্তি দুরিতাত্মনাম্।
দুরিতং হি প্রচারাণাং ব্যপোহন্তি ক্বচিৎ ক্বচিৎ
বিমানেঽবস্থিতা দিব্যে কামগা বাতরংহসঃ।
এতে সহৈব সূর্য্যেণ ভ্রমন্তি দিবসানুগাঃ।।৩২
বর্ষন্তশ্চ তপন্তশ্চ হ্লাদয়ন্তশ্চ বৈ প্রজাঃ।
গোপায়ন্তি তু ভূতানি সর্ব্বাণীহ্যমনুক্ষয়াৎ।।
স্থানাভিমানিনামেতৎ স্থানং মন্বন্তরেষু বৈ।
অতীতানাগতানাং বৈ বর্ত্তন্তে সাম্প্রতং তু যে
এবং বসন্তি বৈ সূর্য্যে সপ্তকাস্তে চতুর্দ্দশম্।
চতুর্দ্দশসু সর্গেষু গণা মন্বন্তরেষু চ।।৩৫

গ্রীষ্মে হিমে চ বর্ষাসু চ মুঞ্চমানো
ঘর্ম্মং হিমঞ্চ বর্ষং চ দিনং নিশাঞ্চ।
কালেন যাত্যৃতুবশাৎপরিবৃত্তরশ্মি-
র্দেবান্ পিতৄংশ্চ মনুজাংশ্চ স তর্পয়ন্ বৈ।।
প্রীণাতি দেবানমৃতেন সূর্য্যঃ
সোমং সুষুম্নেন বিবর্দ্ধয়িত্বা।
শুক্লে তু পূর্ণং দিবসক্রমেণ
তং কৃষ্ণপক্ষে বিবুধাঃ পিবন্তি।।৩৭

থাকে।১৬—২৩। এই সপ্ত শ্রেণীর দ্বাদশ দেবতা—স্থানাভিমানী, ইহারা আত্মতেজে সূর্য্যকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। মুনিগণ অভিমত বাক্যে রবিকে স্তব করেন; গন্ধর্ব্বেরা গীত-নৃত্য দ্বারা তদীয় তৃপ্তি বিধান করেন। গ্রামণীগণ রথের রশ্মি ধারণ করেন। সর্পগণ সূর্য্যকে বহন করে। রাক্ষসবর্গ রক্ষিরূপে সূর্য্যের অনুগমন করে যায়। বালখিল্য মুনিগণ, উদয়াবধি বিবিধ পরিচর্য্যা সহকারে সূর্য্যকে অস্তাচলে লইয়া যান। এই সকল দেব, মুনি, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, অপ্সরা, গ্রামণী ও রাক্ষসগণ সূর্য্যরথে দুই দুই মাস বাস করত তাপ, বৃষ্টি, প্রকাশ, বায়ু ইত্যাদি প্রাণিগণের শুভাশুভসমূহ উৎপাদন করিয়া থাকেন. সূর্য্যদেব ইহাদিগেরই বীর্য্য,তপস্যা, সত্য, ধর্ম্ম, বল ও যোগাদি অনুসারে উপবৃংহিত হইয়া জগতে তাপ বিতরণ করেন। ইহারা কখন মানবগণের শুভ অপহরণ করিয়া অশুভ বিধান করে, ক্বচিৎ বা পাপীদিগের পাপরাশি বিনাশপূর্ব্বক শুভ-সঙ্ঘটন করিয়া থাকে। ইহারা দিব্যকামগামী বায়ুবেগী বিমানে অবস্থানপূর্ব্বক সূর্য্যের সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া থাকে। মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত ইহারা বর্ষণ ও আতপাদান দ্বারা প্রজাবর্গের আনন্দ বিধান সহকারে পালন করিয়া থাকে। এই সপ্ত সপ্ত গণ-বিভক্ত চতুর্দ্দশ জন দেবতা, প্রতি ঋতুতে যথাক্রমে সূর্য্যরথে বাস করিয়া থাকে। অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান—সকল কালেই এইরূপ নিয়ম। চতুর্দ্দশ মন্বন্তর পর্য্যন্তই ইহারা এইরূপে আবর্ত্তিত হয়। ২৬—৩৫। দেব দিবাকর কালবশে রশ্মি পরিবর্ত্তন দ্বারা দিবারাত্র বিভাগ-পূর্ব্বক গ্রীষ্মে তাপ, শীতে হিম এবং বর্ষাকালে বৃষ্টি বিধান করিয়া দেব- পিতৃ-মনুষ্যগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকেন। সূর্য্য, স্বীয় সুষুম্ন নামক কিরণ দ্বারা সোমকে বর্দ্ধিত করিয়া দেবগণের তৃপ্তিপ্রদান করেন। চন্দ্র শুক্লপক্ষে সূর্য্যতেজে পূর্ণ হইলে দেবগণ কৃষ্ণপক্ষে তদীয় অমৃত পান করিয়া থাকেন। পীতাবশিষ্ট

পীতন্তু সোমং দ্বিকলাবশিষ্টং
কৃষ্ণক্ষয়ে রশ্মিভিস্তং ক্ষরন্তম্।
স্বধামৃতং তৎপিতরঃ পিবন্তি
দেবাশ্চ সৌম্যাশ্চ তথৈব কব্যম্।।৩৮
সূর্য্যেণ গোভিস্তু সমুদ্ধৃতাভি-
রদ্ভিঃ পুনশ্চৈব সমুক্ষিতাভিঃ।
বৃষ্ট্যাভিবৃদ্ধাভিরথৌষধীভি-
র্মর্ত্ত্যাঃ ক্ষুধং অন্নপানৈর্জ্জয়ন্তি।।৩৯
অমৃতেন তৃপ্তিস্ত্বর্দ্ধমাসং সুরাণাং
মাসার্দ্ধতৃপ্তিঃ স্বধয়া পিতৃণাম্।
অন্নেন শশ্বত্তু দধাতি মর্ত্ত্যাঃ
সূর্য্যঃ স্বয়ং তচ্চ বিভর্ত্তি গোভিঃ।।৪০
অয়ং হরিদ্ভির্হরিভিস্তুরঙ্গৈ-
র্নয়ন্ হি চাপো হরতীতি রশ্মিভিঃ।
বিসর্গকালে বিসৃজংশ্চ তাঃ পুন-
র্বিভর্ত্তি শশ্বৎ সবিতা চরাচরম্।।৪১
হরির্হরিদ্ভির্হ্রিয়তে তুরঙ্গমৈঃ
পিবত্যথাপো হরিভিঃ সহস্রধা।
ততঃ প্রমুঞ্চত্যপি তাস্তথাসৌ হরিঃ
সমুহ্যমানো হরিভিস্তুরঙ্গমৈঃ।।৪২
ইত্যেষ একচক্রেণ সূর্য্যস্তূর্ণং রথেন তু।
ভাস্বরৈরক্ষতৈরশ্বৈঃ সর্পতেঽসৌ দিবি ক্ষয়ে
অহোরাত্ররথেনাসৌ একচক্রেণ তু ভ্রমন্।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তং সপ্তভিঃ সপ্তভির্হয়ৈঃ।।৪৪
ছন্দোভিরশ্বরূপৈস্তৈর্যতশ্চক্রং ততঃ স্থিতৈঃ।
কামরূপৈঃ সকৃদ্যুক্তৈরমিতৈস্তৈর্মনোজবৈঃ।।৪৫
হরিতৈরব্যয়ৈঃ পিঙ্গৈরীশ্বরৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
অশীতিমণ্ডলশতং সমন্তাদ্যেন তে হয়াঃ।।৪৬
বাহ্যমভ্যন্তরং চৈব মণ্ডলং দিবসক্রমাৎ।
কল্পাদৌ সম্প্রযুক্তাস্তে বহন্ত্যাভূতসংপ্লবাৎ।
আবৃতো বালখিল্যৈস্তু ভ্রমতে রাত্র্যহানি তু।
গ্রথিতৈর্বচোভিরগ্র্যৈঃ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ।
সেব্যতে গীতনৃত্যৈশ্চ গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোগণৈঃ।
পতঙ্গঃ পতগৈরশ্বৈর্ভ্রমমাণো দিবস্পতিঃ।।৪৮

দ্বিকলা-মাত্রাত্মক সোম যে কিরণ ক্ষরণ করেন, তাহা পিতৃগণের স্বধামৃত ও সৌম্য দেবগণের কব্যরূপে পরিণত হয়। সূর্য্য-সংগৃহীত সেই অমৃত, উদ্ধৃত জলরাশি এবং বৃষ্টি, এই সকল কারণে শস্যসমূহ প্রবৃদ্ধ হয়। মর্ত্ত্যগণ উহা অন্নপানরূপে ব্যবহার করিয়া ক্ষুধাজয়ে সমর্থ হয়। সুরগণ অমৃত দ্বারা অর্দ্ধমাস কাল তৃপ্তিলাভ করেন; স্বধা দ্বারা পিতৃগণের অর্দ্ধমাস যাবৎ তৃপ্তি জন্মে; মর্ত্ত্যগণ যাবজ্জীবন কাল অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে। সেই অন্ন সূর্য্যকিরণেই পরিপুষ্ট হয়। এই সবিতা হরিবর্ণ তুরঙ্গারোহণে ভ্রমণ করত রশ্মি দ্বারা জগতের জল অপহরণ করেন, আবার বিসর্গ-কালে সেই জল বর্ষণ করিয়া চরাচরের জীবন পোষণ করেন। সূর্য্য হরিদ্বর্ণ সপ্ততুরঙ্গমে পরিভ্রমণপূর্ব্বক সহস্র কিরণ দ্বারা জল পান করেন, আবার হরিদ্বর্ণ তুরঙ্গকৃষ্ট রথারোহণে পরিভ্রমণ করত সেই জল বর্ষণ করেন। এই ভাবে সূর্য্যদেব, সুস্থ-সবল-সপ্তাশ্বযোজিত একচক্র-রথারোহণে গগনাঙ্গনে তূর্ণ-বেগে গমনাগমন করিয়া থাকেন। একচক্ররথারোহী সূর্য্যদেব অহোরাত্রে সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্ত মহীমণ্ডলে পরিভ্রমণ করেন। সেই রথের অশ্বগণ ছন্দোময়, যেদিকে চক্র, সেইদিকেই তাহারা নিবদ্ধ, যথেচ্ছরূপপরিগ্রহে সমর্থ, বায়ু সম বেগগামী, ব্রহ্মতত্ত্ববাদী, মহা বলবান, হরিতপিঙ্গলবর্ণ, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং অব্যয়। কল্পাদি কালে একবার মাত্র যোজিত হইয়া ঐ অশ্বগণ কল্পান্ত পর্য্যন্ত সূর্য্যরথ বহন করিয়া থাকে। এক বৎসরে তাহারা বাহ্য ও অভ্যন্তরবর্ত্তী অশীতিশত মণ্ডল পথ পরিক্রমণ করে। আকাশগামী সূর্য্য অশ্বগণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যখন ভ্রমণ করেন, তখন বালখিল্য মুনিগণ মহার্থ প্রশস্ত বচনাবলী দ্বারা তদীয় স্তুতিগান করেন; গন্ধর্ব্বগণ নৃত্য করত গীত দ্বারা তদীয় পরিচর্য্যা করে, সূর্য্য ইহাদিগের সহিত পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।৩৬—৪৮।

অষ্টাশ্বৈর্লোহিতৈরশ্বৈঃ সর্বগৈরগ্নিসম্ভবৈঃ।
সর্পত্যসৌ কুমারো বৈ ঋজু কানুবক্রগঃ॥
ততস্ত্বাঙ্গিরসো বিদ্বান্ দেবাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ।
গৌরেণাশ্বেন কাঞ্চনেন স্যন্দনেন প্রসর্পতি॥
যুক্তস্তু বাজিভির্দিব্যৈরষ্টাভির্বাতসম্মিতৈঃ।
নক্ষত্রেষ্বব্দং নিবসতি সর্ব্বগান্তেন গচ্ছতি॥৭৮
ততঃ শনৈশ্চরোঽপ্যশ্বৈঃ শবলৈর্ব্যোমসম্ভবৈঃ
কার্ষ্ণায়সং সমারুহ্য স্যন্দনং যাতি বৈ শনৈঃ॥
স্বর্ভানোস্তু তথৈবাশ্বাঃ কৃষ্ণা হ্যষ্টৌ মনোজবাঃ
রথং তমোময়ং তস্য সকৃদ্যুক্তা বহন্তি তে।৮০
আদিত্যান্নিঃসৃতো রাহুঃ সোমং গচ্ছতি পর্ব্বসু
আদিত্যমেতি সোমাচ্চ পুনঃ সৌরেষু পর্ব্বসু
অথ কেতুরথস্যাশ্বা অষ্টাস্তে বাতরংহসঃ।
পলালধূমসঙ্কাশাঃ শবলা রাসভারুণাঃ।৮২

রথ বাহিত হয়। মঙ্গলের রথ—অষ্টাশ্বযোজিত, কাঞ্চন-নির্ম্মিত ও সুদৃশ্য উঁহার অশ্বসকল অসম লোহিতবর্ণ, সর্ব্বত্র বিচরণ-ক্ষম, ও অগ্নি হইতে সমুৎপন্ন। মঙ্গল সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক রাশিচক্রে ঋজুবক্রাদি-গতিতে বিচরণ করিয়া থাকেন। অঙ্গিরানন্দন দেবাচার্য্য বিদ্বান্ বৃহস্পতি বায়ুতুল্য বেগসম্পন্ন কাঞ্চন স্যন্দনারোহণে সর্ব্বত্র বিচরণ করেন ঐ রথের অশ্বসকল বায়ুসম বেগগামী। বৃহস্পতি সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করেন। শনৈশ্চরের রথ—কৃষ্ণলৌহ-বিনির্ম্মিত। উঁহার অশ্বসকল ব্যোমজাত ও সবলবর্ণ। শনি সেই রথারোহণে শনৈঃ শনৈঃ বিচরণ করেন। রাহুর রথ—মনোবেগী কৃষ্ণবর্ণ অষ্টাশ্ববাহিত। সেই সকল অশ্ব একবারমাত্র সেই রথে যোজিত হইয়াছে। রথখানি তমোময় কৃষ্ণ বর্ণ। রাহু পূর্ণিমার দিন সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া চন্দ্রে প্রবিষ্ট হয় এবং অমাবস্যার দিন চন্দ্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনরায় সূর্য্যমধ্যে প্রবেশ করে। কেতুর রথেবেগবান্ চতুঃষষ্টি অশ্ব যোজিত। সেই সকল অশ্ব—পলালধূম-সম-কান্তি, শবল ও রাসভারুণ বর্ণ।

এতে বাহা গ্রহাণাং বৈ ময়া প্রোক্তা রথৈঃ সহ
সর্ব্বে ধ্রুবনিবদ্ধাস্তে প্রবদ্ধা বাতরশ্মিভিঃ।৮৩
এতে বৈ ভ্রাম্যমাণাস্তু যথাযোগং ভ্রমন্তি বৈ।
বায়ব্যাভিরদৃশ্যাভিঃ প্রবদ্ধা বাতরশ্মিভিঃ।
পরিভ্রম তু তথন্তাশ্চন্দ্রসূর্য্যগ্রহা দিবি।
ভ্রমন্তমনুগচ্ছন্তি ধ্রুবং তে জ্যোতিষাং গণাঃ
যথা নদ্যুদকে নৌস্তু সলিলেন সহোদ্যতে।
তথা দেবালয়া হ্যেতে উহ্যন্তে বাতরশ্মিভিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বেণ দৃশ্যন্তে ব্যোম্নি দেবগণাস্তু তে
যাবত্যশ্চৈব তারাস্তু তাবন্তো বাতরশ্ময়ঃ।
সর্ব্বা ধ্রুবনিবদ্ধাস্তা ভ্রমন্ত্যো ভ্রাময়ন্তি তম্॥
তৈলপীড়াকরং চক্রং ভ্রমদ্ভ্রময়তে যথা।
তথা ভ্রমন্তি জ্যোতীংষি বাতবদ্ধানি সর্ব্বশঃ॥
অলাতচক্রবদ্‌যান্তি বাতচক্রেরিতানি তু।
যস্মাজ্জ্যোতীংষি বহতে প্রবহস্তেন স স্মৃতঃ
এবং ধ্রুবনিবদ্ধোঽসৌ সর্পতে জ্যোতিষাং গণঃ

গ্রহগণের রথের ও অশ্বের বিবরণ এই আমি বর্ণন করিলাম। চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণ সকলেই বায়ুময় অদৃশ্য রশ্মি দ্বারা ধ্রুবে নিবদ্ধ থাকিয়া রাশিচক্রে ভ্রাম্যমাণ হইয়া যথাযোগ্য ভ্রমণ করিতেছে ফলতঃ জ্যোতির্গণ, ভ্রমণশীল ধ্রুবের নিরন্তর অনুগমন করে। নদীজলে নৌকার ন্যায় বায়ুমণ্ডলে দেবালয়সমূহ ধৃত রহিয়াছে। সেই জন্যই সকলে নভোমণ্ডলে দেবগণের দর্শন লাভ করে যত তারা, তত সংখ্যক বাত রশ্মি, ধ্রুবে নিবদ্ধ। তৎসমস্ত পরিভ্রামিত হইয়া তন্নিবদ্ধ জ্যোতির্মণ্ডলকেও ভ্রমিত করিয়া থাকে। তৈল-পীড়ন-চক্রের ন্যায় সেই রশ্মি-সমূহযুক্ত ধ্রুব, স্বয়ং ভ্রমণ করত সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে পরিভ্রামিত করে। বায়ুচক্রচালিত জ্যোতির্গণ অলাতচক্রবৎ দ্রুতবেগে পরিভ্রমণ করে। জ্যোতির্মণ্ডলকে বহন করে বলিয়া অত্রত্য বায়ুর নাম প্রবহ। ধ্রুব-নিবদ্ধ জ্যোতির্গণ এই ভাবে বিচরণ করে। সেই তারাময় শিশুমারাখ্য ধ্রুব আকাশমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত রহিয়া-

চৈব তারাময়ো জ্ঞেয়ঃ শিশুমারো ধ্রুবো দিবি
যদহ্না কুরুতে পাপং দৃষ্ট্বা তং নিশি মুচ্যতে
যাবন্ত্যশ্চৈব তারাস্তাঃ শিশুমারাশ্রিতা দিবি।
তাবন্ত্যেব তু বর্ষাণি জীবত্যভ্যধিকানি তু।।৯০
শাশ্বতঃ শিশুমারোহসৌ বিজ্ঞেয়ঃ প্রবিভাগশঃ
উত্তানপাদস্তস্যাথ বিজ্ঞেয়ো হ্যধরো হনুঃ।।৯১
যজ্ঞোহধরস্তু বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মো মূর্দ্ধানমাশ্রিতঃ।
হৃদি নারায়ণঃ সাধ্যাশ্চ অশ্বিনৌ পূর্ব্বপাদয়োঃ।
বরুণশ্চার্য্যমা চৈব পশ্চিমে তস্য সক্থিনী।
শিশ্নঃ সংবৎসরস্তস্য মিত্রোহপানে সমাশ্রিতঃ
পুচ্ছেহগ্নিশ্চ মহেন্দ্রশ্চ মরীচিঃ কশ্যপো ধ্রুবঃ।
তারকাঃ শিশুমারশ্চ নাস্তমেতি চতুষ্টয়ম্।।
নক্ষত্রচন্দ্রসূর্য্যাশ্চ গ্রহাস্তারাগণৈঃ সহ।
উন্মুখাভিমুখাঃ সর্ব্বে চক্রীভূতাশ্রিতা দিবি।৯৬
ধ্রুবেণাধিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে ধ্রুবমেব প্রদক্ষিণম্।
প্রয়ান্তীহ বরং শ্রেষ্ঠং মেঢ়ীভূতং ধ্রুবং দিবি
ধ্রুবাগ্নিকশ্যপানাং তু বরশ্চাসৌ ধ্রুবঃ স্মৃতঃ।
এক এব ভ্রমত্যেষ মেরুপর্ব্বতমূর্দ্ধনি।।৯৮
জ্যোতিষাং চক্রমেতদ্ধি সদা কর্ষত্যবাঙ্মুখঃ।
মেরুমালোকয়ত্যেষ প্রযাতীহ প্রদক্ষিণম্।।৯৯

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ধ্রুবচর্য্যা
নাম দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।।৫২।।

ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

শাংশপায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু মুনয়ঃ পুনস্তে সংশয়ান্বিতাঃ।
পপ্রচ্ছুরুত্তরং ভূয়স্তদা তে লোমহর্ষণম্।।১
ঋষয় ঊচুঃ।
যদেতদুক্তং ভবতা গৃহাণ্যেতানি বিস্তরম্।
কথং দেবগৃহাণি স্যুঃ কথং জ্যোতীংষি বর্ণয়।
এতৎসর্ব্বং সমাচক্ষ্ব জ্যোতিষাঞ্চৈব নিশ্চয়ম্।
শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং তদা সূতঃ সমাহিতঃ।
অস্মিন্নর্থে মহাপ্রাজ্ঞৈর্যদুক্তং জ্ঞানবুদ্ধিভিঃ।

ছেন। তাঁহাকে দেখিলে দিনকৃত পাপক্ষয় হয়। ৭১—৯০। সেই শিশুমারে যত তারা আছে, দর্শনকারী মানব তত সহস্র বর্ষ জীবিত থাকে। সেই শিশুমার নিত্য বিদ্যমান, উহার অঙ্গ বিভাগ অনুসারে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। উত্তানপাদ উহার উত্তর হনু, যজ্ঞ উহার অধর, ধর্ম্ম মস্তক, হৃদয় নারায়ণ দেব এবং সাধ্য দেবগণ, পূর্ব্ব পদদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারযুগল, পশ্চিম পদদ্বয় বরুণ ও অর্য্যমা, গুহ্যদেশে মিত্র, এবং পুচ্ছে অগ্নি, মহেন্দ্র, মরীচি, কশ্যপ, ও ধ্রুব ইহাঁরা প্রতিষ্ঠিত। এই সংবৎসরাত্মক শিশুমারের অস্তোদয় নাই। নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা ও গ্রহগণ সকলেই উন্মুখ ও অভিমুখাদি ভাবে চক্রাকারে গগনমণ্ডল আশ্রয় করিয়া বিরাজমান, ইহারা সকলেই ধ্রুবদ্বারা অধিষ্ঠিত; সকলেই সেই মেঢ়িস্তম্ভসম ধ্রুবকে বেষ্টন করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে চক্রাকারে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে। ধ্রুব, অগ্নি ও কশ্যপ—ইহাঁদিগের মধ্যে ধ্রুবই প্রধান। সেই ধ্রুব একাকীই মেরুপর্ব্বত মস্তকে অধোমুখে থাকিয়া প্রদক্ষিণক্রমে মেরুকে দেখিতে দেখিতে নিরন্তর পরিভ্রমণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিশ্চক্রকে আকর্ষণ করিয়া থাকে।৯১—৯৯।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।৫২।।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

শাংশপায়ন কহিলেন,—মুনিগণ এই কথা শুনিয়া সংশয়ান্বিত-মানসে পুনরায় লোমহর্ষণ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—আপনি যে বিখ্যাত দেবগৃহ সকলের উল্লেখ করিলেন, সেই দেবগৃহ সমূহ কি প্রকারে অবস্থিত? উহাদিগের কান্তিই বা কি প্রকার? জ্যোতির্গণ সম্বন্ধে এই সকল বিবরণ বর্ণন করুন। ঋষিগণের এই প্রশ্ন শ্রবণান্তে সমা-

অতোহহং সম্প্রবক্ষ্যামি সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্গতিম্ ।
তথা দেবগৃহাণীহ সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্গৃহম্ । ৪
অতঃপরং ত্রিবিধাগ্নের্বক্ষ্যেহহং তু সমুদ্ভবম্
দিব্যস্য ভৌতিকস্যাগ্নের্যোহগ্নিঃ পার্থিবস্তু চ । ৫
ব্যুষ্টায়াং তু রজন্যাং বৈ ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ
অব্যাকৃতমিদং ত্বাসীন্নৈশেন তমসাবৃতম্ । ৬
চতুর্ভূতাবশিষ্টেহস্মিন্ পার্থিবঃ সোহগ্নিরুচ্যতে
যশ্চাসৌ তপতে সূর্য্যে শুচিরগ্নিশ্চ স স্মৃতঃ ।।
বৈদ্যুতাখ্যস্তু বিজ্ঞেয়স্তেষাং বক্ষ্যেহথ লক্ষণম্
বৈদ্যুতো জাঠরঃ সৌরো হ্যপাং গর্ভাস্ত্রয়োহগ্নয়ঃ
তস্মাদপঃ পিবন্ সূর্য্যো গোভির্দীপ্যত্যসৌ দিবি
বৈদ্যুতেন সমাবিষ্টো বার্ক্ষো নাদ্ভিঃ প্রশাম্যতি
মানবানাঞ্চ কুক্ষিস্থো নাদ্ভিঃ শাম্যতি পাবকঃ
অর্চ্চিষ্মান্ পবনঃ সোহগ্নিঃ প্রভবো জাঠরঃ স্মৃতঃ ।।
যশ্চায়ং মণ্ডলী শুক্লো নিরূষ্মা সম্প্রকাশতে ।
প্রভা হি সৌরী পাদেন হ্যস্তং যাতি দিবাকরে
অগ্নিমাবিশতে রাত্রৌ তস্মাদ্দূরাৎ প্রকাশতে
উদ্যন্তঞ্চ পুনঃ সূর্য্যমৌষ্ণ্যমাগ্নেয়মাবিশৎ ।
পাদেন পার্থিবস্যাগ্নেস্তস্মাদগ্নিস্তপত্যসৌ । ১২
প্রকাশঞ্চ তথৌষ্ণ্যঞ্চ সৌরাগ্নেয়ে তু তেজসী
পরস্পরানুপ্রবেশাদাপ্যায়েতে দিবানিশম্ ।।
উত্তরে চৈব ভূম্যর্দ্ধে তথাপ্যস্মিংশ্চ দক্ষিণে ।
উত্তিষ্ঠতি পুনঃ সূর্য্যে রাত্রিরাবিশতে হ্যপঃ ।
তস্মাত্তাম্রা ভবন্ত্যাপো দিবারাত্রিপ্রবেশনাৎ
অস্তং যাতি পুনঃ সূর্য্যে অহর্বৈ প্রবিশত্যপঃ
তস্মান্নক্তং পুনঃ শুক্লা আপো বিশন্তি ভাস্বরা
এতেন ক্রমযোগেন ভূম্যর্দ্ধে দক্ষিণোত্তরে ।
উদয়াস্তময়ে নিত্যমহোরাত্রং বিশত্যপঃ ।।১৩

হিত মনে—পূর্ব্বপূর্ব্ব মহাব্রাহ্মণগণ এ সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তদনুসারে সূতমুনি যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তৎসমস্ত বৃত্তান্তই আপনাদিগকে আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে বলিব। চন্দ্র-সূর্য্যের গৃহ, দেবগৃহ, চন্দ্রসূর্য্যের সংস্থান ইত্যাদি সমস্ত তত্ত্ব কথাই আপনারা এই প্রসঙ্গে জ্ঞাত হইবেন। পরন্তু সম্প্রতি দিব্য, ভৌতিক ও পার্থিব,—এই ত্রিবিধ অগ্নির উৎপত্তি বৃত্তান্ত বলিতেছি। ব্রাহ্ম রজনীর অবসানে যখন চারিটি ভূত মাত্র অবশিষ্ট ছিল, যখন অপর কোন পদার্থই সৃষ্ট হয় নাই, যখন নৈশ অন্ধকারে সমস্ত সমাচ্ছন্ন, তখন সর্ব্বপ্রথমে যে অগ্নি দৃষ্ট হয়, তাহাই পার্থিব অগ্নি যে অগ্নি সূর্য্যে থাকিয়া তাপ দান করে, উহার নাম শুচি অগ্নি। যে অগ্নি সূর্য্যে থাকিয়া তাপ দান করে, উহার নাম শুচি অগ্নি উহাই বৈদ্যুত অগ্নি। ইহাদিগের লক্ষণ বলিব বৈদ্যুত, জাঠর ও সৌর,—এ তিন অগ্নিই জল-গর্ভ। সেই জন্যই সূর্য্য, কিরণ দ্বারা জল পান করত দীপ্তি পাইয়া থাকেন। বৃক্ষাগ্নিতে যদি বৈদ্যুতাগ্নি সমাবিষ্ট হয়, তবে তাহা আর জলসেচনে নির্ব্বাণ হয় না। মানবগণের কুক্ষিস্থ জাঠর অগ্নিও জলসেচনে শান্ত হয় না। জাঠর অগ্নি অত্যন্ত জ্যোতিঃসম্পন্ন। আর যে অগ্নি মণ্ডলাকারে নিরূষ্ম ভাবে প্রকাশ পায়, উহা দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিকালে সমধিক দূর প্রকাশসম্পন্ন হয়; কারণ, দিবাকর অস্তগমন করিলে একপাদ পরিমিত সৌরী প্রভা সেই অগ্নি মধ্যে আবিষ্ট হয়। আবার উদয়কালে পার্থিব অগ্নির এক পাদ প্রভা সূর্য্য মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তজ্জন্য সূর্য্যদেব তাপিত করিয়া থাকেন। ১—১২। প্রকাশ ও উষ্ণতা গুণযুক্ত সৌর ও আগ্নেয় তেজোদ্বয় পরস্পর অনুপ্রবেশ হেতু দিবারাত্র, পরস্পরের আপ্যায়ন সাধন করিয়া থাকে। উত্তর ভূম্যর্দ্ধে কিম্বা এই দক্ষিণ ভূম্যর্দ্ধে সূর্য্যোদয় হইলে রাত্রি, জলমধ্যে আবিষ্ট হয়। এজন্য দিবাভাগে জল তাম্রবর্ণ দৃষ্ট হয়। আবার সূর্য্য অস্তগমন করিলে দিবা, রাত্রিমধ্যে প্রবেশ করে, এ নিমিত্ত রাত্রিকালে জল, শুক্লবর্ণ ভাস্বরাকার পরিদৃষ্ট হয়। এই ক্রমে দক্ষিণোত্তর ভূভাগে উদয়াস্ত কালে প্রতিদিন দিবা ও

ঘনাদৌ তপতে সূর্য্যঃ পিবন্নম্ভো গভস্তিভিঃ।
পার্থিবো হি বিমিশ্রোঽয়মসৌ দিব্যঃ শুচিরিতি
স্মৃতঃ ॥১৭
সহস্রপাদঃ সোঽগ্নিস্তু বৃত্তঃ কুম্ভনিভঃ শুচিঃ।
আদত্তে স তু নাড়ীনাং সহস্রেণ সমন্ততঃ ॥১৮
না দেয়ীশ্চৈব সামুদ্রীঃ কৌপ্যাশ্চৈব সহ স্রবীঃ
স্থাবরা জঙ্গমাশ্চৈব যশ্চ সূর্য্যো হিরণ্ময়ঃ।
তস্য রশ্মিসহস্রন্তু বর্ষশীতোষ্ণনিস্রবম্ ॥১৯
তাসাং চতুঃশতা নাড্যো বর্ষন্তি চিত্রমূর্ত্তয়ঃ।
বন্দনাশ্চৈব বন্দ্যাশ্চ ঋতনা নূতনাস্তথা।
অমৃতা নামতঃ সর্ব্বা রশ্ময়ো বৃষ্টিসর্জ্জনাঃ ॥২০
হিমবাহ্যশ্চ তাভ্যোঽন্যা হিমসর্জ্জনাঃ
চন্দ্রাস্তা নামতঃ সর্ব্বাঃ পীতাভাস্তু গভস্তয়ঃ।
শুক্লাশ্চ কুহকাশ্চৈব গাবো বিশ্বভৃতস্তথা
শুক্লাস্তা নামতঃ সর্ব্বা স্ত্রিশতা ঘর্ম্মসর্জ্জনাঃ।
সমং বিভর্ত্তি তাভিঃ স মনুষ্যপিতৃদেবতাঃ ॥২৩
মনুষ্যানৌষধেনেহ স্বধয়া চ পিতৄনপি।
অমৃতেন সুরান্ সর্ব্বান্ ত্রিভিস্ত্রীংস্তর্পয়ত্যসৌ।
বসন্তে চৈব গ্রীষ্মে চ শতৈঃ স তপতে ত্রিভিঃ
বর্ষাস্বথো শরদি চ চতুর্ভিঃ সম্প্রবর্ষতি ॥২৫
হেমন্তে শিশিরে চৈব হিমং স সৃজতে ত্রিভিঃ
ওষধীষু বলং ধত্তে স্বধয়া চ পিতৄনপি।
সূর্য্যো২মরত্বমমৃতেন ত্রয়ং ত্রিষু নিযচ্ছতি ॥২৬
এবং রশ্মিসহস্রং তৎ সৌরং লোকার্থসাধকম্।
ভিদ্যতে ঋতুমাসাদ্য জলশীতোষ্ণনিস্রবম্ ॥২৭
ইত্যেতন্মণ্ডলং শুক্লং ভাস্বরং সূর্য্যসংজ্ঞিতম্।
নক্ষত্রগ্রহসোমানাং প্রতিষ্ঠা যোনিরেব চ।
চন্দ্রঋক্ষগ্রহাঃ সর্ব্বে বিজ্ঞেয়াঃ সূর্য্যসম্ভবাঃ ॥২৮
নক্ষত্রাধিপতিঃ সোমো গ্রহরাজো দিবাকরঃ
শেষাঃ পঞ্চ গ্রহা জ্ঞেয়া ঈশ্বরাঃ কামরূপিণঃ ॥২৯
পঠ্যতে চাগ্নিরাদিত্য উদকঞ্চন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ।

রাত্রি, জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে যে অগ্নি, সূর্য্যে থাকিয়া কিরণ দ্বারা জল পান করে উহা বিমিশ্র পার্থিবাগ্নি। উহাকে দিব্য অগ্নি বলা যায়। সেই অগ্নি সহস্রপাদ, কুম্ভসম বৃত্তাকার। সে সহস্ররশ্মি দ্বারা চতুর্দ্দিক্ হইতে সমুদ্র, নদী, কূপ, বিলাদি-গত স্থাবর, জঙ্গম ও সর্ব্ববিধ জল আকর্ষণ-পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়া থাকে। হিরণ্ময় সূর্য্যের উষ্ণ, শীত ও বর্ষকরণকারী সহস্র কিরণ আছে। তন্মধ্যে চারিশত কিরণ বিচিত্রমূর্ত্তি; উহারা বৃষ্টি করিয়া থাকে বর্ষণকারী সেই কিরণসমূহ বন্দন, বন্দ্য, ঋতন, নূতন ও অমৃত নামে প্রসিদ্ধ। ১৩—২০। ইহা ব্যতীত তিন শত হিমবর্ষী কিরণ আছে। উহারা দৃশ্য, মেধ্য, বাহ্য হ্লাদন ও চন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ সেই হিমবর্ষী কিরণসমূহ পীতাভ। কবুড, বিশ্ব ভৃৎ ও শুক্র ইত্যাদি নামে খ্যাত শুক্লবর্ণ তিন শত কিরণ উত্তাপ বর্ষণ করে। সূর্য্য এই সমস্ত কিরণ দ্বারা পিতৃ, দেব ও মনুষ্যগণকে সমানভাবে পোষণ করিয়া থাকেন। তিনি স্বধাদ্বারা পিতৃগণকে, অমৃত দ্বারা সুরগণকে এবং ওষধি দ্বারা মনুষ্যগণকে তর্পিত করিয়া থাকেন সূর্য্য, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে তিন শত কিরণে তাপ দান, বর্ষা ও শরৎ কালে চারিশত কিরণে বর্ষণ, এবং হেমন্ত ও শিশিরকালে তিনশত কিরণে হিম সৃজন করিয়া থাকেন। সূর্য্য ত্রিবিধ কিরণ দ্বারা ত্রিবিধ কর্ম্ম সাধন করেন। তিনি নিজ কর-পরিপুষ্ট ওষধি-সমূহে বলাধান, স্বধা দ্বারা পিতৃগণের পুষ্টি সম্পাদন, এবং অমৃত দ্বারা অমরত্ব বিধান করেন। তদীয় তিনগুণে ত্রিবিধ পদার্থ পুষ্টি করেন। সূর্য্যের রশ্মিসহস্র এই ভাবে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ভাব ধারণ করত জল শীত ও উত্তাপ সৃজন করিয়া থাকে। শুক্ল-ভাস্বর জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য, নক্ষত্র-গ্রহ-চন্দ্রাদির প্রতিষ্ঠা স্থান ও উদ্ভবহেতু। তারা-চন্দ্র-গ্রহাদি সূর্য্য হইতে জন্মিয়াছে, নক্ষত্রাধিপতি সোম; গ্রহরাজ সূর্য্য। অপর পাঁচটী গ্রহ, কামরূপী এবং অসাধারণ সামর্থ্যসম্পন্ন। অগ্নিই আদিত্য এবং জলই চন্দ্র; এইরূপ বেদে

শেষাণাং প্রকৃতিং সম্যগ্বর্ণ্যমানাং নিবোধত
সুরসেনাপতিঃ স্কন্দঃ পঠ্যতেঽঙ্গারকো গ্রহঃ
নারায়ণং বুধং প্রাহুর্দেবং জ্ঞানবিদো বিদুঃ ।।
রুদ্রো বৈবস্বতঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মো লোকে প্রভুঃ স্বয়ম্
মহাগ্রহো দ্বিজশ্রেষ্ঠো মন্দগামী শনৈশ্চরঃ ।।৩২
দেবাসুরগুরূ দ্বৌ তু ভানুমন্তৌ মহাগ্রহৌ ।
প্রজাপতিসুতাবেতাবুভৌ শুক্রবৃহস্পতী ।
আদিত্যা মহেন্দ্রশ্চ তয়োরাধিপত্যে বিনির্ম্মিতৌ
আদিত্যমূলমখিলং ত্রিলোক্যং নাত্র সংশয়ঃ ।
ভবত্যস্য জগৎকৃৎস্নং সদেবাসুরমানুষম্ ।।৩৪
রুদ্রেন্দ্রোপেন্দ্রচন্দ্রাণাং বিপ্রেন্দ্রাস্ত্রিদিবৌকসাম্
দ্যুতির্দ্যুতিমতাং কৃৎস্না যত্তেজঃ সার্ব্বলৌকিকম্
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকেশো মূলং পরমদৈবতম্ ।
ততঃ সঞ্জায়তে সর্ব্বং তত্র চৈব প্রলীয়তে ।।৩৫
ভাবাভাবৌ হি লোকানামাদিত্যান্নিঃসৃতৌ পুরা ।
জগজ্জ্ঞেয়ো গ্রহো বিপ্রা দীপ্তিমান্ সুগ্রহো রবিঃ ।।৩৬
যত্র গচ্ছন্তি নিধনং জায়ন্তে চ পুনঃপুনঃ ।
ক্ষণা মুহূর্ত্তা দিবসা নিশাঃ পক্ষাশ্চ কৃৎস্নশঃ ।
মাসাঃ সংবৎসরাশ্চৈব ঋতবোঽব্দযুগানি চ ।।
তদাদিত্যাদৃতে ন নিগমো ন দীক্ষা নাহ্নিকক্রমঃ ।।
ঋতুনামবিভাগশ্চ পুষ্পমূলফলং কুতঃ ।
কুতঃ শস্যাভিনিষ্পত্তির্গৌষধিগণানি বা ।।৪০
অভাবো ব্যবহারাণাং দেবানাং দিবি চেহ চ ।
জগৎপ্রতাপনমৃতে ভাস্করং বারিতস্করম্ ।।৪১
স এব কালশ্চাগ্নিশ্চ দ্বাদশাত্মা প্রজাপতিঃ
তপত্যেব দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
স এব তেজসাং রাশিঃ সমস্তঃ সার্ব্বলৌকিকঃ
উত্তমং মার্গমাস্থায় বায়োর্ভাবরিদং জগৎ ।
পার্শ্বমূর্দ্ধমধশ্চৈব তাপয়ত্যেব সর্ব্বশঃ ।।৪৩
রবেরশ্মিসহস্রং যৎপ্রাঙ্ময়া সমুদাহৃতম্

পঠিত হয়। অপর কয়টী গ্রহের প্রকৃতি আমি বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ করুন। সুর-সেনাপতি স্কন্দদেবই মঙ্গলগ্রহ; এবং নারায়ণই বুধ জ্ঞানবান্‌গণ এরূপ বলিয়া থাকেন. ২১—৩১। রুদ্রদেবই সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ বৈবস্বত যম বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনিই মন্দগামী শনৈশ্চর-গ্রহাকার পরিগ্রহ করিয়াছেন। দেবগুরু ও অসুরগুরু, ইহাঁরা দুইজন জ্যোতিষ্মান্ মহাগ্রহ। এই শুক্র ও বৃহস্পতি, প্রজাপতির সন্তান। ইহাঁদিগের প্রভাবেই দৈত্যপতি ও দেবরাজ প্রতাপবান্। সমগ্র লোকত্রয় আদিত্যমূলক; এ বিষয়ে সংশয় নাই। সদেবাসুর মানুষ সমগ্র জগৎই ইহাঁর। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! রুদ্র, ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও চন্দ্রাদি দেবগণের যে তেজ, তাহাও এই সূর্য্যেরই দ্যুতি, ইনি সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বলোকেশ, মূলভূত ও পরম দেবতা সকলই সূর্য্য হইতে জন্মে এবং সমস্তই সেই সূর্য্যে লয় পায়। লোক-সমূহের সদ্ভাব ও অভাব, পূর্ব্বকালে আদিত্য হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে. হে বিপ্রগণ! জগৎই গ্রহময় জানিবে রবিই মূর্ত্তিমান সুগ্রহ ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দিবস, নিশা, পক্ষ, মাস, সংবৎসর, ঋতু, অব্দ, যুগ,—এ সমস্তই সেই সূর্য্যে নিয়ত লয়োদয় প্রাপ্ত হয়. সেই আদিত্য ব্যতীত কাল সংখ্যা করা যায় না. কালজ্ঞান ব্যতীত দীক্ষা আহ্নিকাদি কিছুই সিদ্ধ হয় না। ঋতু-বিভাগা-ভাবে ফলপুষ্প-মূল সকল উৎপন্ন হয় কি প্রকারে? শস্যোৎপত্তি এবং মহৌষধিসমূহই সম্ভূত হইবে কেন? সেই জগৎ-প্রতাপন বারিতস্কর ভাস্কর ব্যতীত কি মর্ত্ত্যলোক— কি সুরলোক,—কুত্রাপি ব্যবহার-নিষ্পত্তি হইতে পারে না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! দ্বাদশাত্মা প্রজাপতি সূর্য্যই কাল ও অগ্নিস্বরূপ; তিনিই সচরাচর ত্রৈলোক্যে তাপদান করিয়া থাকেন। সর্ব্বলোক-হিতকর তেজোরাশি সূর্য্য, উত্তম বায়ু-পথাশ্রয়ে কিরণ দ্বারা পার্শ্ব, ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ সন্তাপিত করেন।৩২—৪৩। আমি রবির যে সহস্র রশ্মির কথা বলিয়াছি,

তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত রশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ ।।
সুষুম্নো হরিকেশশ্চ বিশ্বকর্ম্মা তথৈব চ।
বিশ্বশ্রবাঃ পুনশ্চান্যঃ সংযদ্বসুরতঃপরম্
অর্ব্বাগ্বসুঃ পুনশ্চান্যো স্বরাড়ন্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ
সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিস্তু ক্ষীণং শশিনমেধয়ন্।
তির্য্যগূর্দ্ধপ্রচারোঽসৌ সুষুম্নঃ পরিকীর্ত্ত্যতে।
হরিকেশঃ পুরস্তাদ্ যঃ ঋক্ষযোনিঃ প্রকীর্ত্ত্যতে।
দক্ষিণে বিশ্বকর্ম্মা তু রশ্মির্বর্দ্ধয়তে বুধম্।।৪৭
বিশ্বশ্রব স্তু যঃ পশ্চাচ্ছুক্রযোনিঃ স্মৃতা বুধৈঃ।
সংযদ্বসুশ্চ যো রশ্মিঃ স যোনির্লোহিতস্য তু।
ষষ্ঠস্ত্বর্ব্বাগ্বসু রশ্মির্যোনিস্তু স বৃহস্পতেঃ।
শনৈশ্চরং পুনশ্চাপি রশ্মিরাপ্যায়তে স্বরাট্।।
এবং সূর্য্যপ্রভাবেণ গ্রহনক্ষত্রতারকাঃ
বর্দ্ধন্তে বিদিতাঃ সর্ব্বা বিশ্বং চেদং পুনর্জগৎ।
ন ক্ষীয়ন্তে পুনস্তানি তস্মান্নক্ষত্রতা স্মৃতা।।৫০
ক্ষেত্রাণ্যেতানি বৈ পূর্ব্বমাপতন্তি গভস্তিভিঃ।
তেষাং ক্ষেত্রাণ্যাদত্তে সূর্য্যো নক্ষত্রতাংগতঃ
তীর্ণানাং সুকৃতেনেহ সুকৃতান্তে গ্রহাশ্রয়াৎ।
তারণাৎ তারকা হ্যেতাঃ শুক্লত্বাচ্চৈব তারকাঃ
দিব্যানাং পার্থিবানাঞ্চ নৈশানাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ।
আদানান্নিত্য মাদিত্যস্তমসাং তেজসাং মহান্।
সুবতি স্যন্দনার্থে চ ধাতুরেষ বিভাব্যতে
সবনাত্তেজসোঽপাঞ্চ তেনাসৌ সবিতা মতঃ।।
বহ্বর্থশ্চন্দ্র ইত্যেষ হ্লাদনে ধাতুরিষ্যতে।
শুক্লত্বে চামৃতত্বে চ শীতত্বে বিভাব্যতে।।৫৫
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্দিব্যে মণ্ডলে ভাস্বরে খগে।
জলতেজোময়ে শুক্লে বৃত্তকুম্ভনিভে শুভে।।
ঘনতোয়াত্মকং তত্র মণ্ডলং শশিনঃ স্মৃতম্।
ঘনতেজোময়ং শুক্লং মণ্ডলং ভাস্করস্য তু ।৫৭
বিশন্তি সর্ব্বদেবাস্তু স্থানান্যেতানি সর্ব্বশঃ।
বিশন্তি সর্ব্বস্তু চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাশ্রয়াঃ।।৫৮
তানি দেবগৃহাণ্যেব তদাখ্যাস্তে ভবন্তি চ।
সৌরং সূর্য্যোঽবিশৎ স্থানং সৌম্যং সোম-
স্তথৈব চ।।৫৯

তন্মধ্যে সাতটী রশ্মি প্রধান। উহারাই গ্রহযোনি উহাদিগের নাম যথা— সুষুম্ন, হরিকেশ, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বশ্রবাঃ, সংযদ্বসু, অর্ব্বাগ্বসু ও স্বরাট্। সুষুম্ন রশ্মি, ক্ষীণ চন্দ্রের বৃদ্ধি সাধন করে, উহার প্রচার তির্য্যক্-ঊর্দ্ধ দিকে। হরিকেশ রশ্মি পুরোভাগবর্ত্তী, উহা নক্ষত্রযোনি। বিশ্বকর্ম্মা রশ্মি দক্ষিণে থাকিয়া বুধের বৃদ্ধিসাধন করে। বিশ্বশ্রবা রশ্মি পশ্চাদ্ভাগস্থ; উহাই শুক্রযোনি' সংযদ্বসু রশ্মি, বৃহস্পতির যোনি এবং স্বরাট নামক রশ্মি, শনৈশ্চরের আপ্যায়নসাধন করে এই প্রকারে সূর্য্য প্রভাবেই গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সমস্ত জগৎই সূর্য্য দ্বারা প্রকটিত হইয়া থাকে। ক্ষয় পায় না বলিয়া 'নক্ষত্র' এই নাম নিরুক্ত হইয়াছে। সূর্য্য প্রথমতঃ কিরণ দ্বারা সেই সকলের ক্ষেত্রে আপতিত হয়েন, আর তাহাদিগের ক্ষেত্র সকল গ্রহণ করেন; এজন্য তাহাদিগের নক্ষত্রত্ব সিদ্ধ হয়। গ্রহাশ্রয়ে থাকিয়া সুকৃত-সমুত্তীর্ণ জনগণের ত্রাণ-সাধন সহায়তা করে বলিয়া ইহারা তারকা; আর শুক্ল তেজোময় বলিয়াও ইহাদিগকে তারকা বলা যায়। দিব্য, পার্থিব, নৈশ তমোরাশির নিয়ত আদান করেন বলিয়া সেই তেজোরাশিকে আদিত্য বলে। 'সু' ধাতু, স্যন্দনার্থক। তেজ ও জল ক্ষরণ করেন বলিয়া সূর্য্যের সবিতা নাম নির্ব্বাচিত হইয়াছে। 'চন্দ' ধাতু, আহ্লাদন, শুক্লত্ব, অমৃতত্ব, শীতত্বাদি বিবিধার্থযুক্ত; উহা হইতে 'চন্দ্র' শব্দ নিষ্পন্ন। ।৪৪—৫৫। আকাশস্থ চন্দ্র সূর্য্যের মণ্ডলদ্বয়, জল তেজোময়, দিব্য, ভাস্বর, শুক্লবর্ণ, কুম্ভসম বৃত্তাকার। তন্মধ্যে চন্দ্রমণ্ডল, ঘন-তোয়াত্মক; আর সূর্য্যমণ্ডল ঘন তেজোময়। সমস্ত দেবগণ এই সমস্ত স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। সকল মন্বন্তরেই তাঁহারা চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহাদির আশ্রয়ে থাকিয়া প্রকাশমান হয়েন। তাঁহাদিগের সেই সকল আশ্রয় স্থানই দেবগৃহ বলিয়া খ্যাত। সূর্য্য সৌরস্থান, সোম সৌম্যস্থান,

শৌক্রং শুক্রোঽহবিশং স্থানং ষোড়শার্চ্চিঃ
প্রতাপবান্।।
বৃহদ্বৃহস্পতিশ্চৈব লোহিতশ্চৈব লোহিতঃ।
শনৈশ্চরং তথা স্থানং দেবশ্চৈব শনৈশ্চরঃ।।
আদিত্যরশ্মিসংযোগাৎ সম্প্রকাশাত্মিকাঃ স্মৃতাঃ
নবযোজনসাহস্রো বিষ্কম্ভঃ সবিতুঃ স্মৃতঃ।
ত্রিগুণস্তস্য বিস্তারো মণ্ডলস্য প্রমাণতঃ।
দ্বিগুণঃ সূর্য্যবিস্তারাদ্বিস্তারঃ শশিনঃ স্মৃতঃ
তুল্যস্তয়োস্তয়োস্তু স্বর্ভানুর্ভূত্বাধস্তাৎ প্রসর্পতি।
উদ্ধৃত্য পার্থিবচ্ছায়াং নির্ম্মিতো মণ্ডলাকৃতিঃ।।
স্বর্ভানোস্তু বৃহৎস্থানং নির্ম্মিতং যত্তমোময়ম্।
আদিত্যাচ্চ নিষ্ক্রম্য সোমং মণ্ডলাকৃতিঃ।।
আদিত্যমেতিসোমাচ্চ পুনঃ সৌমেষু পর্ব্বসু।।
স্বর্ভাসা নুদতে যস্মাত্ততঃ স্বর্ভানুরুচ্যতে।।৬৮
চন্দ্রস্য ষোড়শো ভাগো ভার্গবস্য বিধীয়তে।
বিষ্কম্ভান্মণ্ডলাচ্চৈব যোজনাগ্রাৎ প্রমাণতঃ।।
ভার্গবাৎ পাদহীনস্তু বিজ্ঞেয়ো বৈ বৃহস্পতিঃ।

বৃহস্পতেঃ পাদহীনৌ কুজসৌরাবুভৌ স্মৃতৌ।
বিস্তারান্মণ্ডলাচ্চৈব পাদহীনস্তয়োর্বুধঃ।।৬৭
তারানক্ষত্ররূপাণি বপুষ্মন্তীহ যানি বৈ।
বুধেন সমতুল্যানি বিস্তারান্মণ্ডলাদথ।।৬৮
প্রায়শশ্চন্দ্রযোগীনি বিদ্যাদৃক্ষাণি তত্ত্ববিৎ।
তারানক্ষত্ররূপাণি হীনানি তু পরস্পরম্।।৬৯
শতানি পঞ্চ চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈব যোজনে।
পূর্ব্বাপরনিকৃষ্টানি তারকামণ্ডলানি তু।
যোজনান্যর্দ্ধমাত্রাণি তেভ্যো হ্রস্বং ন বিদ্যতে।
উপরিষ্টাত্ত্রয়স্তেষাং গ্রহা যে দূরসর্পিণঃ।
সৌরোঽঙ্গিরাশ্চ বক্রশ্চ জ্ঞেয়া মন্দবিচারিণঃ।।
তেভ্যোঽধস্তাত্তু চত্বারঃ পুনরন্যে মহাগ্রহাঃ।
সূর্য্যঃ সোমো বুধশ্চৈব ভার্গবশ্চৈব শীঘ্রগাঃ।।
যাবত্যস্তারকাঃ কোট্যস্তাবদৃক্ষাণি সর্ব্বশঃ।
বীথীনাং নিয়মাচ্চৈবমৃক্ষমার্গো ব্যবস্থিতঃ।।৭৩
গতিস্তাবেব সূর্য্যস্য নীচোচ্চত্বেঽয়নক্রমাৎ।
উত্তরায়ণমার্গস্থো যদা পর্ব্বসু চন্দ্রমাঃ।

ষোড়শার্চ্চি প্রতাপবান্ শুক্র, শৌক্র স্থান, বৃহস্পতি বৃহৎ স্থান, মঙ্গল লোহিত স্থান এবং শনৈশ্চর শনৈশ্চর স্থান আশ্রয় করিয়া থাকেন ৫৬—৬০। সেই সমস্ত স্থান আদিত্য-রশ্মি-সংযোগে সুপ্রকাশ। সূর্য্য মণ্ডলের বিষ্কম্ভ-পরিমাণ সহস্র যোজন। মণ্ডলের বিস্তারপরিমাণ ইহার ত্রিগুণ। সূর্য্যবিস্তার অপেক্ষা চন্দ্রের বিস্তার দ্বিগুণ। রাহু, ইহাদিগের তুল্যাকারে অধোভাগে বিচরণ করে। পৃথিবীর ছায়া দ্বারা সেই মণ্ডলাকৃতি রাহু নির্ম্মিত। উহার বৃহৎ স্থান তমোময়। রাহু, পূর্ণিমাদিনে আদিত্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সোমে প্রবেশ করে, এবং অমাবস্যার দিন সোম হইতে পুনরায় আদিত্যে প্রবিষ্ট হয়। নিজ তেজো দ্বারা স্বর্লোক সমাচ্ছাদিত করে বলিয়া উহাকে স্বর্ভানু বলে। শুক্র, চন্দ্রের ষোড়শ ভাগ। বৃহস্পতি, বিষ্কম্ভ পরিমাণাদি দ্বারা তদপেক্ষা পাদহীন এবং যোজনাগ্রবর্ত্তী। মঙ্গল ও শনি, বৃহস্পতি অপেক্ষা একপাদ-হীন ইহাদিগের অপেক্ষাও বিস্তার-মণ্ডল-পরিমাণে বুধ একপাদ-হীন। অপেক্ষাকৃত স্থূল যে সকল তারকা দৃষ্ট হয়, তাহারা বিস্তার মণ্ডলাদিতে বুধের সমান। উহারা প্রায়শঃ চন্দ্র-সন্নিধানবর্ত্তী। তত্ত্বজ্ঞ মানব ইহা জ্ঞাত হইবেন। তারা নক্ষত্রাদি পরস্পর পঞ্চ, চারি, তিন, দুই, এক ও অর্দ্ধ যোজন ব্যবধানে বিরাজমান। এতদপেক্ষা অল্প ব্যবধানে কোন জ্যোতিষ্কের সংস্থান নাই। শনি, বৃহস্পতি ও মঙ্গল,—ইহারা সকল গ্রহের উপরিভাগে মন্দভাগে বিচরণ করেন। ইহাদিগের অধোভাগে অপর চারিটী মহাগ্রহ—সূর্য্য, সোম, বুধ ও শুক্র,—ইহারা শীঘ্র বিচরণ করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ যত তারা দৃষ্ট হয়, তত কোটি নক্ষত্র গগনতলে বিদ্যমান। বীথী অনুসারে নক্ষত্রপথ অবিহিত। ৬১—৭৩। সেই পথেই সূর্য্য অয়নানুসারে নীচ-উচ্চ ভাবে গমনাগমন করেন। পর্ব্বকালে যখন চন্দ্রমা উত্তরায়ণ পথে অবস্থান করেন,

বৌধং বৌধোহথ স্বর্ভানুঃ স্বর্ভানোঃ
স্থানমাস্থিতঃ।।৭৫

নক্ষত্রাণি চ সর্ব্বাণি নক্ষত্রাণি বিশন্ত্যত
গৃহাণ্যেতানি সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি সুকৃতাত্মনাম্
কল্পাদৌ সম্প্রবৃত্তানি নির্ম্মিতানি স্বয়ম্ভুবা।
স্থানান্যেতানি তিষ্ঠন্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্।।৭৬
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু দেবতায়তনানি বৈ।
অভিমানিনোহবতিষ্ঠন্তি স্থানানি তু পুনঃপুনঃ
অতীতৈস্তু সহাতীতা ভাব্যা ভাব্যৈঃ
সুরাসুরৈঃ।
বর্ত্তন্তে বর্ত্তমানৈশ্চ স্থানানি তৈঃ সুরৈঃ সহ।।
অস্মিন্মন্বন্তরে চৈব গ্রহা বৈমানিকাঃ স্মৃতাঃ।
বিবস্বানদিতেঃ পুত্রঃ সূর্য্যো বৈবস্বতেহন্তরে।।
ত্বিষিমান্ ধর্ম্মপুত্রস্তু সোমদেবো বসুঃ স্মৃতঃ।
শুক্রো দেবস্তু বিজ্ঞেয়ো ভার্গবোহসুরযাজকঃ
বৃহত্তেজাঃ স্মৃতো দেবো দেবাচার্য্যোহঙ্গিরঃ
সুতঃ।
বুধো মনোহরশ্চৈব ত্বিষিপুত্রস্তু স স্মৃতঃ।।
অগ্নির্বিকল্পাৎ সঞ্জজ্ঞে যুবাসৌ লোহিতাধিপঃ।
নক্ষত্রঋক্ষগামিন্যো দাক্ষায়ণ্যঃ স্মৃতাস্তু তাঃ।।

তখন বুধ বুধস্থানে, রাহু রাহুস্থানে, এবং নক্ষত্র সকলও নক্ষত্রস্থানে অবস্থান করে। সেই সকল স্থান, সুকৃতাত্মা জনগণের জ্যোতি দ্বারা নির্ম্মিত। ব্রহ্মা কল্পাদি কালে তৎসমস্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই সকল স্থান মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। এইসকল দেবগৃহ, তখন অভিমানাত্মরূপে অবস্থান করে। ইঁহারা অতীত দেবগণসহ অতীত হইয়াছে, ভাবী দেবগণ সহ প্রাদুর্ভূত হইবে এবং বর্ত্তমান দেবগণ সহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। বর্তমান মন্বন্তরে গ্রহগণ বৈমানিক বলিয়া স্থিরীকৃত। বৈবস্বত মন্বন্তরে অদিতিপুত্র বিবস্বান্ সূর্য্যদেব, ধর্ম্মপুত্র ত্বিষিমান, বসু চন্দ্র দেব, অসুরযাজক ভার্গব শুক্রদেব, অঙ্গিরোনন্দন দেবাচার্য্য বৃহত্তেজা বৃহস্পতি, ত্বিষিপুত্র মনোহর বুধ, অগ্নি বিকল্পজাত যুবা মঙ্গল, দাক্ষায়ণীগণ নক্ষত্র এবং সিংহিকা-পুত্র ভূতসন্তাপন অসুর রাহু হয়েন। নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য্য

স্বর্ভানুঃ সিংহিকাপুত্রো ভূতসন্তাপনোহসুরঃ।
সোমর্ক্ষগ্রহসূর্য্যে তু কীর্ত্তিতস্ত্বভিমানিনঃ।।
স্থানান্যেতান্যথোক্তানি স্থানিন্যশ্চৈব দেবতাঃ।
শুক্রমগ্নিময়ং স্থানং সহস্রাংশোর্বিবস্বতঃ।।৮৪
সহস্রাংশোস্ত্বিষঃ স্থানমম্ময়ং শুক্রমেব চ।
আপ্যং শ্যামং মনোজস্য পঞ্চরশ্মের্গৃহং স্মৃতম্
শুক্রস্যাপ্যম্ময়ং স্থানং সপ্ত ষোড়শর শ্মবৎ।
নবরশ্মের্গৃহং প্রোক্তং কৃষ্ণং বুধস্য অম্ময়ম্।।
হরিচ্চাপ্যং বৃহচ্চাপি দ্বাদশাংশোর্বৃহস্পতেঃ।
অষ্টরশ্মের্গৃহং প্রোক্তং কৃষ্ণং বুধস্য অম্ময়ম্।।
স্বর্ভানোস্তামসং স্থানং ভূতসন্তাপনালয়ম্।
বিজ্ঞেয়াস্তারকাঃ সর্ব্বাস্ত্বম্ময়াস্ত্বেকরশ্ময়ঃ।।৮৮
আশ্রয়াঃ পুণ্যকীর্ত্তীনাং সুশুক্লাশ্চৈব বর্ণতঃ।
ঘনতোয়াত্মিকা জ্ঞেয়াঃ কল্পাদৌ দেবনির্ম্মিতাঃ
উচ্চত্বাদ্দৃশ্যতে শীঘ্রমভিব্যক্তৈর্গভস্তিভিঃ।।৯০
তথা দক্ষিণমার্গস্থো নীবীবীথীসমাশ্রিতঃ।
ভূমিলেখাবৃতঃ সূর্য্যঃ পূর্ণিমাবাস্যয়োস্তথা।

গ্রহাদির অভিমানী দেবতাগণের ও তাহাদিগের স্থানসমূহের বিবরণ এই বলিলাম। সহস্রকিরণ বিবস্বানের স্থান অগ্নিময় শুক্লবর্ণ। চন্দ্রের স্থান জলময় শ্বেতবর্ণ পঞ্চরশ্মি বুধের স্থান জলময় শ্যামবর্ণ। ষোড়শরশ্মি শুক্রের স্থানও জলময়। নবরশ্মি মঙ্গলের স্থান লোহিত-বর্ণ জলময়। নবরশ্মি মঙ্গলের স্থান লোহিত-বর্ণ জলময়। দ্বাদশরশ্মি বৃহস্পতির স্থান বৃহৎ হরিদ্বর্ণ। অষ্টরশ্মি শনির স্থান কৃষ্ণবর্ণ জলময়। রাহুর স্থান তামস,—প্রাণিবর্গের তাপপ্রদ। তারকাসমূহ ও একরশ্মি, জলময়, অতি শুভ্রবর্ণ ও পুণ্যকীর্ত্তিগণের আশ্রয় বলিয়া জ্ঞাতব্য। বিধাতা কল্পাদিকালে উঁহাদিগকে অতিশয় উচ্চ হইলেও সুব্যক্ত কিরণ দ্বারা অবিলম্বে দৃষ্টিগোচর হয়। ৭৫—৯০। সূর্য্য যখন দক্ষিণপথে নাগবীথীতে বিচরণ করেন, তখন ভূমিলেখা দ্বারা আবৃত হইয়া অমাবস্যা-পূর্ণিমায় যথাকালে নয়নগোচর হয়েন না এবং শীঘ্র অস্ত গমন করেন। নিশাকর

ন দৃশ্যতে যথাকালং শীঘ্রমস্তমুপৈতি চ ।৯১
তস্মাদুত্তরমার্গস্থো হ্যমাবস্যাং নিশাকরঃ
দৃশ্যতে দক্ষিণে মার্গে নিয়মাদ্ দৃশ্যতে ন চ ।৯২
জ্যোতিষাং গতিযোগেন সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ ।
সমানকালাস্তময়ৌ বিষুবৎসু সমোদয়ৌ ।৯৩
উত্তরাসু চ বীথীষু ব্যন্তরাস্তময়োদয়ৌ ।
পৌর্ণমাস্যমাবাস্যয়োর্জ্ঞেয়ৌ জ্যোতিশ্চক্রানুবর্ত্তিনৌ
দক্ষিণায়নমার্গস্থো যদা ভবতি রশ্মিবান্ ।
তদা সর্ব্বগ্রহাণাং স সূর্য্যোঽধস্তাৎ প্রসর্পতি ।৯৫
বিস্তীর্ণং মণ্ডলং কৃত্বা তস্যোর্দ্ধং চরতে শশী ।
নক্ষত্রমণ্ডলং কৃৎস্নং সোমাদূর্দ্ধং প্রসর্পতি
নক্ষত্রেভ্যো বুধশ্চোর্দ্ধং বুধাদূর্দ্ধং বৃহস্পতিঃ ।
তস্মাচ্ছনৈশ্চরশ্চোর্দ্ধং তস্মাৎ সপ্তর্ষিমণ্ডলম্ ।
ঋষীণাং চৈব সপ্তানাং ধ্রুব ঊর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ ।
দ্বিগুণেষু সহস্রেষু যোজনানাং শতেষু চ ।
তারাগ্রহান্তরাণি স্যুরুপরিষ্টাদ্‌যথাক্রমম্ ।৯৮
গ্রহাশ্চ চন্দ্রসূর্য্যৌ তু দিবি দিব্যেন তেজসা ।
নিত্যমৃক্ষেষু যুজ্যন্তি গচ্ছন্তি নিয়মক্রমাৎ ।৯৯
গ্রহনক্ষত্রসূর্য্যাস্তু নীচোচ্চমৃজ্বস্থিতাঃ ।
সমাগমে চ ভেদে চ পশ্যন্তি যুগপৎপ্রজাঃ ।।১০০
পরস্পরস্থিতা হ্যেতে যুজ্যন্তে চ পরস্পরম্ ।
অসঙ্করেণ বিজ্ঞেয়স্তেষাং যোগস্তু বৈ বুধৈঃ ।।
ইত্যেষ সন্নিবেশো বঃ পৃথিব্যাং জ্যোতিষস্য চ
দ্বীপানামুদধীনাঞ্চ পর্ব্বতানাং তথৈব চ ।১০২
বর্ষাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ যে চ তেষু বসন্তি বৈ ।
এতে চৈব গ্রহাঃ পূর্ব্বং নক্ষত্রেষু সমুত্থিতাঃ ।।
বিবস্বানদিতেঃ পুত্রঃ সূর্য্যো বৈ চাক্ষুষেঽন্তরে
বিশাখাসু সমুৎপন্নো গ্রহাণাং প্রথমো গ্রহঃ ।।
ত্বিষিমান ধর্ম্মপুত্রস্তু সোমো বিশ্বাবসুস্তথা ।
শীতরশ্মিঃ সমুৎপন্নঃ কৃত্তিকাসু নিশাকরঃ ।।১০৫
ষোড়শার্চ্চির্ভৃগোঃ পুত্রঃ শুক্রঃ সূর্য্যাদনন্তরম্
তারাগ্রহাণাং প্রবরস্তিষ্যক্ষেত্রে সমুত্থিতঃ ।।১০৬
গ্রহশ্চাঙ্গিরসঃ পুত্রো দ্বাদশার্চ্চির্বৃহস্পতিঃ ।
ফল্গুনীষু সমুৎপন্নঃ সর্ব্বাসু চ জগদ্গুরুঃ । ১০৭

যখন উত্তর পথে থাকেন, তখন দৃষ্ট হয়েন; কিন্তু দক্ষিণ পথে থাকিলে নিয়ম অনুসারে কখন দৃশ্য এবং কখন অদৃশ্য হইয়া থাকেন। জ্যোতির্গণের গতির নিয়ম আছে তদনুসারে চন্দ্রসূর্য্যেরও নিয়মিতকালে বিষুব-রেখায় উদয়াস্ত হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তরবীথীতে অমাবস্যা-পূর্ণিমায় অস্তোদয়ের কালব্যত্যয় পরিদৃষ্ট হয়। সূর্য, যখন দক্ষিণায়ন পথবর্ত্তী হয়েন, তখন তিনিই সকল গ্রহের নিম্নচারী। তদূর্দ্ধে বিস্তীর্ণমণ্ডল চন্দ্র, তদূর্দ্ধে নক্ষত্রমণ্ডল, তদূর্দ্ধে বুধ, তদূর্দ্ধে বৃহস্পতি, তদূর্দ্ধে শনৈশ্চর, তদূর্দ্ধে সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং তদূর্দ্ধে ধ্রুব অবস্থিত। ঊর্দ্ধে দুইলক্ষ যোজন ক্রমে তারাগ্রহগণের অন্তর-পরিমাণ জ্ঞাতব্য চন্দ্র সর্ব্ব গ্রহগণ মধ্যে দিব্য তেজোময় গগনমণ্ডলে প্রতিদিন যথানিয়মে নক্ষত্রনিকরে সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকেন। নিয়মিত গমন-পরায়ণ উচ্চ সন্নিহিত বিপ্রকৃষ্ট গ্রহগণ, পরস্পর নীচাদিভাবে প্রজাবর্গের নেত্র পথগত হয়েন কিন্তু কদাচ কেহ কাহারও সহিত সংশ্লিষ্ট হন না, উঁহাদিগের যে যোগ হয়, তাহাও অসংশ্লিষ্ট রূপেই বুদ্ধিমান্ মানবের জ্ঞাতব্য। আপনাদিগের নিকট এই পৃথিবীর জ্যোতিশ্চক্র, দ্বীপ, সাগর, পর্ব্বত, বর্ষ, নদী, এবং এতৎসমস্তের অধিবাসীদিগের বিবরণ বলিলাম। এই সমস্ত গ্রহ, পূর্ব্বকালে নক্ষত্রসমূহে সমুৎপন্ন হয় ।৯১—১০৩। গ্রহগণের অগ্রগণ্য অদিতিপুত্র বিবস্বান্ সূর্য্য, চাক্ষুষ মন্বন্তরে বিশাখানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন. ধর্ম্মপুত্র, ত্বিষি-মান্, বিশ্বাবসু, সোম, শীতরশ্মি, নিশাকর কৃত্তিকাতে সমুৎপন্ন হয়েন। সূর্য্যের পর, ষোড়শ-রশ্মি, ভৃগুপুত্র, তারাগ্রহবর শুক্র, পুষ্যা-নক্ষত্রে প্রাদুর্ভূত হয়েন। দ্বাদশরশ্মি, আঙ্গিরস জগদ্‌গুরু বৃহস্পতি, সমগ্র ফাল্গুনীনক্ষত্রে আবির্ভূত হয়েন। নবরশ্মি প্রজাপতিসুত মঙ্গলগ্রহ, আষাঢ়া নক্ষত্রে জন্ম লাভ করেন রেবতী নক্ষত্রে সপ্তরশ্মি

নবার্চ্চির্লোহিতাঙ্গস্তু প্রজাপতিসুতো গ্রহঃ।
আষাঢ়াস্বিহ পূর্ব্বাসু সমুৎপন্ন ইতি শ্রুতিঃ।।
রেবতীষ্বেব সপ্তার্চ্চিস্তথা সৌরঃ শনৈশ্চরঃ।
রেবতীষু সমুৎপন্নৌ গ্রহৌ চন্দ্রার্কমর্দ্দনৌ।।১০৯
এতে তারাগ্রহাশ্চৈব বোদ্ধব্যা ভার্গবাদয়ঃ।
জন্মনক্ষত্রপীড়াসু যান্তি বৈগুণ্যতাং যতঃ।
স্পৃশ্যন্তে তেন দোষেণ ততস্তা গ্রহভক্তিষু।।
সর্ব্বগ্রহাণামেতেষামাদিরাদিত্য উচ্যতে।
তারাগ্রহাণাং শুক্রস্তু কেতূনাং চৈব ধূমবান্।।
ধ্রুবঃ কীলো গ্রহাণাং তু বিভক্তানাং চতুর্দ্দিশম্
নক্ষত্রাণাং শ্রবিষ্ঠা স্যাদয়নানাং তথোত্তরম্।।
বর্ষাণাং চাপি পঞ্চানামাদ্যঃ সংবৎসরঃ স্মৃতঃ।
ঋতূনাং শিশিরং চাপি মাসানাং মাঘ এব চ।।
পক্ষাণাং শুক্লপক্ষস্তু তিথীনাং প্রতিপত্তথা।
অহোরাত্রবিভাগানামহশ্চাপি প্রকীর্ত্তিতম্।।
মুহূর্ত্তানাং তথৈবাদির্মুহূর্ত্তো রুদ্রদৈবতঃ
অক্ষোশ্চাপি নিমেষাদিঃ কালঃ কালবিদো মতঃ
শ্রবণান্তং শ্রবিষ্ঠাদি যুগং স্যাৎ পঞ্চবার্ষিকম্
ভানোর্গতিবিশেষেণ চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে।।১১৬
দিবাকরঃ স্মৃতস্তস্মাৎ কালস্তং বিদ্ধি চেশ্বরম্
চতুর্ব্বিধানাং ভূতানাং প্রবর্ত্তকনিবর্ত্তকঃ।।১১৭
ইত্যেষ জ্যোতিষামেব সন্নিবেশোঽর্থনিশ্চয়াৎ
লোকসংব্যবহারার্থমীশ্বরেণ বিনির্ম্মিতঃ।।১১৮
উৎপন্নঃ শ্রবণেনাসৌ সন্তিকন্তশ্চ ধ্রুবে তথা।
সর্ব্বতোঽন্তেষু বিস্তীর্ণো বৃত্তাকার ইতি স্থিতিঃ
বুদ্ধিপূর্ব্বং ভগবতা কল্পাদৌ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ।
সাশ্রয়ঃ সোঽভিমানী চ সর্ব্বস্য জ্যোতিষাত্মকঃ
বিশ্বরূপং প্রধানস্য পরিণামোঽয়মদ্ভুতঃ।।১২০
নৈব শক্যং প্রসংখ্যাতুং যাথাতথ্যেন কেনচিৎ
গতাগতং মনুষ্যেষু জ্যোতিষাং মাংসচক্ষুষা।
আগমাদনুমানাচ্চ প্রত্যক্ষাদুপপত্তিতঃ
পরীক্ষ্য নিপুণং ভক্ত্যা শ্রদ্ধাতব্যং বিপশ্চিতা
চক্ষুঃ শাস্ত্রং জলং লেখ্যং গণিতং বুদ্ধিসত্তমাঃ।
পঞ্চৈতে হেতবো জ্ঞেয়া জ্যোতির্গণবিচিন্তনে।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তেঽনুষঙ্গ-
পাদে জ্যোতিঃসন্নিবেশো নাম
ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।।৫৩।।

শনৈশ্চর এবং রাহু ও কেতু গ্রহদ্বয় সমুৎপন্ন হয়। শুক্রপ্রমুখ তারাগ্রহগণ জন্মনক্ষত্রের পীড়া জন্মাইলে বিবিধ ক্লেশ এবং গ্রহভক্তিবশতঃ নানা অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া থাকে। আদিত্য সমস্ত গ্রহের আদি, শুক্র সমস্ত তারাগ্রহের আদি, এবং কেতু সমস্ত কেতুগ্রহের আদি। আর চতুর্দ্দিকে বিভক্ত গ্রহগণের কীলরূপী ধ্রুব, সমস্ত গ্রহগণের আদি। নক্ষত্রগণের মধ্যে শ্রবিষ্ঠা, অয়ন মধ্যে উত্তর, পঞ্চবিধ বর্ষের মধ্যে সংবৎসর, ঋতুগণ মধ্যে শিশির, মাস সকলের মধ্যে মাঘ, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে শুক্লপক্ষ, তিথিসমূহ মধ্যে প্রতিপৎ, দিবারাত্রের মধ্যে দিবা, মুহূর্ত্তগণ মধ্যে রৌদ্রমুহূর্ত্ত, এবং কালসমূহ মধ্যে নিমেষাত্মক কালই আদি বলিয়া কালবিদ্‌গণের অভিমত সূর্য্যের গতিবৈশিষ্ট্য নিবন্ধন, শ্রবিষ্ঠাদি শ্রবণান্ত যুগ, প্রতি পঞ্চ বর্ষ ক্রমে চক্রবৎ আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। দিবাকরই কালভিমাণের এবং চতুর্ব্বিধ ভূতের প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক। লোকব্যবহারের সুশৃঙ্খলা সম্পাদনার্থ ঈশ্বর, এই সুনিয়ন্ত্রিত জ্যোতিশ্চক্র সন্নিবেশ করিয়াছেন। ইহা বিস্তীর্ণ বৃত্তাকার ইহার একপ্রান্ত শ্রবণানক্ষত্রে এবং অপর প্রান্ত ধ্রুবে সংলগ্ন। বিধাতা কল্পাদিকালে বুদ্ধি পূর্ব্বকই এই সমস্ত আশ্রয়বান্ অভিমানী-দিগের সংস্থান করিয়াছেন। এই জ্যোতিশ্চক্র, বিশ্বরূপাত্মিকা প্রকৃতির একটী অদ্ভুত পরিণাম। জ্যোতির্গণের গতাগত সম্বন্ধে মাংসচক্ষু কোন মানবই প্রকৃতরূপে নির্ণয় করিতে সক্ষম নহে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, আগম, অনুমান, প্রত্যক্ষ, ও উপপত্তিদ্বারা সযত্নে পরীক্ষা করিয়া এবিষয়ে শ্রদ্ধা স্থাপন করিবেন। জ্যোতিস্তত্ত্ব নির্ণয় বিষয়ে চক্ষু, শাস্ত্র, জল, লিখিত গ্রন্থাদি এবং গণিত—বুদ্ধি-ব্যাপারিত এই পাঁচটীই কারণ বলিয়া জ্ঞাতব্য।১০৪—১২৩।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।।৫৩।।

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

কস্মিন্ দেশে যথা পুণ্যমেতদাখ্যানমুত্তমম্।
বৃত্তং ব্রহ্মপুরোগাণাং কস্মিন্ কালে মহাদ্যুতে
এতদাখ্যাহি নঃ সম্যগ্যথাবৃত্তং তপোধন।

সূত উবাচ।

যথা শ্রুতং ময়া পূর্ব্বং বায়ুনা জগদায়ুনা।
কথ্যমানং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সত্রে বর্ষসহস্রকে।।২
নীলতা যেন কণ্ঠস্য দেবদেবস্য শূলিনঃ।
তদহং কীর্ত্তয়িষ্যামি শৃণুধ্বং শংসিতব্রতাঃ।।৩
উত্তরে শৈলরাজস্য সরাংসি সরিতো হ্রদাঃ।
পুণ্যোদ্যানেষু তীর্থেষু দেবতায়তনেষু চ।
গিরিশৃঙ্গেষু তুঙ্গেষু গহ্বরোপবনেষু চ।।৪
দেবভক্তা মহাত্মানো মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ।
স্তুবন্তি চ মহাদেবং যত্র যত্র যথাবিধি।।৫
ঋগ্যজুঃসামবেদৈশ্চ নৃত্যগীতার্চ্চনাদিভিঃ।
ওঙ্কারহুংনমস্কারৈরর্চ্চয়ন্তি সদা শিবম্।।৬
প্রবৃত্তে জ্যোতিষাং চক্রে মধ্যব্যাপ্তে দিবাকরে
দেবতা নিয়তাত্মানঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি তাং কথাম্
অথ নিয়মপ্রবৃত্তাশ্চ প্রাণশেষব্যবস্থিতাঃ।।৭
নমস্তে নীলকণ্ঠায় ইত্যুবাচ সদাগতিঃ।
তচ্ছ্রুত্বা ভাবিতাত্মানো মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ।
বালখিল্যেতিবিখ্যাতাঃ পতঙ্গসহচারিণঃ।।৮
অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
তস্মাৎ পৃচ্ছন্তি বৈ বায়ুং
বায়ুপর্ণাম্বুভোজনাঃ।।৯

ঋষয় ঊচুঃ।

নীলকণ্ঠেতি যৎপ্রোক্তং ত্বয়া পবনসত্তম।
এতদ্গুহ্যং পবিত্রাণাং পুণ্যং পুণ্যকৃতাং বরাঃ
তদ্বয়ং শ্রোতুমিচ্ছামস্ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রভঞ্জন।
নীলতা যেন কণ্ঠস্য কারণেনাম্বিকাপতেঃ। ১১
শ্রোতুমিচ্ছামহে সম্যক্ তব বক্ত্রাদ্বিশেষতঃ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহদ্যুতে। কোন্ দেশে এবং কোন্ কালে ব্রহ্মপুরোগামীদিগের পুণ্য উত্তম আখ্যান সংঘটিত হইয়াছিল? হে তপোধন! যথাযথ সমস্ত আমদিগের নিকট বলুন। সূত উত্তর করিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ। যেরূপে দেব-দেব শূলীর কণ্ঠদেশ নীল হইয়াছে, পূর্ব্বকালে সহস্র বার্ষিক সূত্রে জগদায়ু বায়ু ইহা কীর্ত্তন করেন, হে শংসিতব্রতগণ! ঐ বৃত্তান্ত আমি যেরূপ শুনিয়াছি, তদনুরূপই কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। শৈলরাজ হিমালয়ের উত্তরদিকে সরোবর, নদী হ্রদ, পবিত্র উদ্যান, তীর্থ, দেবায়তন, গিরিশৃঙ্গ, উচ্চ গহ্বর ও উপবন প্রভৃতি স্থানে উত্তম ব্রতধারী দেবভক্ত মহাত্মা মুনিগণ বিধিপূর্ব্বক দেবদেব মহাদেবের স্তব করেন। ঐ সকল মুনি সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ এবং নৃত্য, গীত, পূজা, ওঁকার, হুঙ্কার, নমস্কার প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বদা শিবকে পূজা করিতে থাকেন। অনন্তর একদা দিবাকর জ্যোতিশ্চক্রের মধ্যগত হইলে নিয়তাত্মা দেবগণ সেই অনিষ্টা-শংসী জ্যোতিশ্চক্রের আলোচনা করিতে থাকেন। ক্রমে ঐ জ্যোতিশ্চক্রের মধ্যগত সূর্য্যতাপে ঐ নিয়তাত্মা মুনিগণের প্রাণান্তকর দশা উপস্থিত হয়। এই সময় বায়ু 'নীলকণ্ঠকে নমস্কার' এই কথা উচ্চারণ করেন, এতচ্ছ্রবণে তখন নিয়তব্রত ভাবিতাত্মা সূর্য্য-সহচর বায়ু পর্ণজলাহারী ঊর্দ্ধরেতা বিখ্যাত অষ্টাশীতি সহস্র বালখিল্য মুনি বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১—৯। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সত্তম পবন। তুমি যে "নীলকণ্ঠ" এই শব্দটী উচ্চারণ করিলে, হে পুণ্যকারিগণের শ্রেষ্ঠ! ইহা পূতচারীদিগের পবিত্রতাজনক ও গুহ্য; অতএব তোমার নিকট ইহার বিষয় শুনিতে আমাদের অভিলাষ হইতেছে। হে প্রভঞ্জন! যে যে কারণে অম্বিকাপতির কণ্ঠ নীলতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তোমার মুখে সম্যক্রূপে সে সকল

যাবদ্বাচঃ প্রবর্ত্তন্তে সার্থাস্তাশ্চ ত্বয়েরিতাঃ ॥১
বর্ণস্থানগতে বায়ৌ বাগ্বিধিঃ সম্প্রবর্ত্ততে।
জ্ঞানং পূর্ব্বমথোৎসাহস্ততো বায়ো প্রবর্ত্ততে।
ত্বয়ি নিস্পন্দমানে তু শেষা বর্ণপ্রবৃত্তয়ঃ
যত্র বাচো নিবর্ত্তন্তে দেহবন্ধাশ্চ দুর্লভাঃ ॥১৪
তত্রাপি তেঽস্তি সদ্ভাবঃ সর্ব্বগত্বং সদানিল।
নান্যঃ সর্ব্বগতো দেবত্বদৃতেঽস্তি সমীরণ ১৫
এব বৈ জীবলোকস্তে প্রত্যক্ষঃ সর্ব্বতোঽনিল
বেত্ত বাচস্পতিং দেবং মনোনায়কম
শ্বরম্ ॥১৬
ব্রূহি তৎকণ্ঠদেশস্য কিংকৃতা রূপবিক্রিয়া
শ্রুত্বা বাক্যং ততস্তেষামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্
প্রত্যুবাচ মহাতেজা বায়ুর্লোকনমস্কৃতঃ ॥১৭

বায়ুরুবাচ।

পুরা কৃতযুগে বিপ্রো বেদনির্ণয়তৎপরঃ।
বসিষ্ঠো নাম ধর্ম্মাত্মা মানসো বৈ প্রজাপতেঃ
পপ্রচ্ছ কার্ত্তিকেয়ং বৈ ময়ূরবরবাহনম্।
মহিষাসুরনারীণাং নয়নাঞ্জনতস্করম্ ॥১৯
মহাসেনং মহাত্মানং মেঘস্তনিতনিস্বনম্।
উমামনঃপ্রহর্ষেণ বালকং ছদ্মরূপিণম্ ॥২০
ক্রৌঞ্চজীবিতহর্ত্তারং পার্ব্বতীহৃদি নন্দনম্।
বসিষ্ঠঃ পৃচ্ছতে ভক্ত্যা কার্ত্তিকেয়ং মহাবলম্।

বসিষ্ঠ উবাচ।

নমস্তে হরনন্দায় উমাগর্ভ নমোঽস্তু তে।
নমস্তে অগ্নিগর্ভায় গঙ্গাগর্ভ নমোঽস্তু তে ॥২২
নমস্তে শরগর্ভায় নমস্তে কৃত্তিকাসুত।
নমো দ্বাদশনেত্রায় ষণ্মুখায় নমোঽস্তু তে
নমস্তে শক্তিহস্তায় দিব্যঘণ্টাপতাকিনে। ২৩
এবং স্তুত্বা মহাসেনং পপ্রচ্ছ শিখিবাহনম্ ॥২৪
যদেতদ্দৃশ্যতে বর্ণং শুভং শুদ্ধাঞ্জনপ্রভম্।
তৎকিমর্থং সমুৎপন্নং কণ্ঠে কুন্দেন্দুসপ্রভে ॥২৫
এতদাখ্যায় ভক্তায় দান্তায় ব্রূহি পৃচ্ছতে।
কথাং মঙ্গলসংযুক্তাং পবিত্রাং পাপনাশিনীম্।
মৎপ্রিয়ার্থং মহাভাগ বক্তুমর্হস্যশেষতঃ ॥২৬

কথা শুনিবার জন্য আমাদিগের বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। বিশেষতঃ তোমার মুখ হইতে উচ্চারিত বাক্য সকল অর্থযুক্ত; কেননা বায়ু বর্ণের যথাযথ উচ্চারণ স্থান প্রাপ্ত হইলেই তাহা বাক্যে পরিণত হয়। হে বায়ো! আরও দেখ,—তোমা হইতেই প্রথমে জ্ঞান, তৎপর উদ্যম, তারপর প্রবৃত্তি জন্মে, অনন্তর তুমি চলিত হইলে শেষে বর্ণপ্রবৃত্তি হয়। হে অনিল, দুর্লভ বাক্য ও জীবগণের যে দেহবন্ধ, এ বিষয়েও তোমার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব; কেননা তোমার গতি সর্ব্বত্র। হে সমীরণ! দেবগণমধ্যে তোমা ভিন্ন সর্ব্বগ আর কেহ নাই; ইহা জীবগণ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে এবং তোমাকেই বাচস্পতি, মনের নায়ক ও ঈশ্বর বলিয়া বিদিত হয়। অতএব হে অনিল! কিরূপে নীলকণ্ঠের কণ্ঠদেশ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বল। অনন্তর ভাবিতাত্মা সেই ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকপূজ্য মহাতেজা বায়ু প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—পূর্ব্বকালে সত্যযুগের কোন এক সময় বেদনির্ণয়-তৎপর ব্রহ্মার মানসতনয় ধর্ম্মাত্মা বিপ্র বসিষ্ঠ—মহিষাসুর-নারীগণের নয়নাঞ্জন-বিলোপনকারী ময়ূর-বরবাহন ষড়াননকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। মহাত্মা মহাসেন, মেঘবৎ গম্ভীরনাদী, উমা-মনঃপ্রমোদ-কারী, ছদ্মরূপী বালক, ক্রৌঞ্চ-জীবনহারী ও পার্ব্বতী-হৃদয়নন্দন মহাবল কার্ত্তিকেয়কে ভক্তি-সহকারে বসিষ্ঠ এইরূপ প্রশ্ন করিলেন যে, হে হরনন্দন! আপনাকে নমস্কার করি। উমা, অগ্নি ও গঙ্গা এই সকলই আপনার উৎপত্তিস্থান; আপনাকে নমস্কার। হে কৃত্তিকাতনয়! আপনি শরবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; আপনার ছয়টী মুখ, দ্বাদশ নয়ন এবং আপনার হস্তে শক্তি শোভিত ও পতাকায় দিব্য ঘণ্টানিনাদিত। ১০—২৩। আপনাকে নমস্কার। বসিষ্ঠ ময়ূর-বাহন কার্ত্তিকেয়কে এইরূপে স্তব করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—কুন্দ-কুসুমসদৃশ শিবকণ্ঠে এই যে শুদ্ধাঞ্জননিভ শুভ উত্তম নীলবর্ণ দেখা

শ্রুত্বা বাক্যং ততস্তস্য বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ সুরারিবলসূদনঃ।।২৭
শৃণুষ বদতাং শ্রেষ্ঠ কথ্যমানং বচো মম।
উমোৎসঙ্গনির্বিষ্টেন ময়া পূর্ব্বং যথা
শ্রুতম্।।২৮
পার্ব্বত্যা সহ সংবাদঃ শর্ব্বস্য চ মহাত্মনঃ
তদহং কীর্ত্তয়িষ্যামি ত্বৎপ্রিয়ার্থং মহামুনে। ২৯
কৈলাসশিখরে রম্যে নানাধাতুবিচিত্রিতে।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশে তপ্তচামীকরপ্রভে।৩০
বজ্রস্ফটিকসোপানে চিত্রপট্টশিলাতলে।
জাম্বূনদময়ে দিব্যে নানাধাতুবিচিত্রিতে।
নানাদ্রুমলতাকীর্ণে চক্রবাকোপশোভিতে।৩১
ষট্‌পদোদ্‌গীতবহুলে ধারাসম্পাতনাদিতে।
মত্তক্রৌঞ্চময়ূরাণাং নাদৈরাপূর্ণকন্দরে।।৩২
অপ্সরোগণসংকীর্ণে কিন্নরৈশ্চোপশোভিতে।
জীবঞ্জীবকজাতীনাং বীরুদ্ভিরুপশোভিতে
কোকিলারাব-মধুরে সিদ্ধচারণসেবিতে।
গৌরভেরীনিনাদাঢ্যে মেঘস্তনিতনিস্বনে।।৩৪
বিনায়কভয়োদ্বিগ্নৈঃ কুঞ্জরৈর্মুক্তকন্দরে।
বীণাবাদিত্রনির্ঘোষৈঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়মনোরমৈঃ।।
দোলালম্বিতসম্পাতে বনিতাসঙ্ঘসেবিতে।
ধ্বজৈর্লম্বিতদোলানাং ঘণ্টানাং নিনদাকুলে।।
মুখমর্দ্দলবাদিত্রৈর্ব্বসিনাং স্ফোটিতৈস্তথা।
ক্রীড়ারবিবিচারাণাং নির্ঘোষৈঃ
পূর্ব্বমন্দিরে।।৩৭
হাসৈঃ সন্ত্রাসজননৈর্বিকরালমুখৈস্তথা।
দেহগন্ধৈর্বিচিত্রৈশ্চ প্রক্রীড়িতগণেশ্বরৈঃ।।৩৮

যাইতেছে; ইহা কিরূপে সমুৎপন্ন হইল? আমি আপনার ভক্ত, আপনাতে আমার বিশ্বাস অটল; আমি এ বিষয়ে শ্রদ্ধাসম্পন্ন। অতএব হে মহাভাগ! আমার প্রীতির নিমিত্ত পাপনাশিনী মঙ্গলাবহ এই পবিত্র কথা আপনি অশেষরূপে কীর্ত্তন করুন। অনন্তর দৈত্যবলসূদন মহাতেজা কার্ত্তিকেয় মহাত্মা বসিষ্ঠের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—হে বক্তৃপ্রবর! মাতা উমার ক্রোড়ে শয়ান থাকিয়া পূর্ব্বে আমি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে মহামুনে! মহাত্মা শঙ্কর পার্ব্বতীর সহিত এ বিষয়ে যে সকল কথোপকথন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনার প্রীতির নিমিত্ত তাহাই আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। কৈলাস পর্ব্বত নানাবিধ ধাতু দ্বারা বিচিত্রিত ও রম্য-নবোদিত সূর্য্য—ও তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় উহার প্রভা; উহার বিচিত্র পট্টশিলাতলে বজ্রস্ফটিকময় সোপানশ্রেণী সন্নিবিষ্ট। সুবর্ণময় বিবিধ দিব্য ধাতুপ্রভায় উহা চিত্রিত। ঐ স্থান নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা দ্বারা সমাকীর্ণ। চক্রবাক উহার শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছে। এই কৈলাসের কোন স্থানে অলিকুলের গীতবাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়, কোথাও বা কলকল নাদে মেঘের বারিধারা পতিত হয়, এবং কোথাও বা কন্দর দেশ মত্ত ময়ূর ও ক্রৌঞ্চগণের নিনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। কোথাও দলে দলে অপ্সরা ও কিন্নরগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া ঐ কৈলাসশিখরের শোভা বর্দ্ধিত করিতেছে; কোন স্থান জীবঞ্জী-বকজাতীয় লতায় উপশোভিত রহিয়াছে এবং কোথাও কোকিলাকুলের মধুরালাপে সিদ্ধচারণ-গণের উপভোগভূমি মুখরিত হইতেছে। সুরভি-গণের নিনাদে, মেঘমালার ঘর্ঘরশব্দে ও বিনায়কদিগের প্রচরণে, ইহার একদিকের কুঞ্জকন্দর সকল যেমন ভয়সঙ্কুল, অপর অপর দিক্ তেমনি শ্রবণ-মনোরম বীণাবাদিত্র-নির্ঘোষে, বনিতাগণ-সেবিত লম্বমান দোলার আন্দোলনে এবং ঐ সকল দোলধ্বজে লম্বমান ঘণ্টানিনাদে মধুর হইতেছে।২৭—৩৬। কোথাও বীরগণের মুখে মর্দ্দল বাদিত হইতেছে, ঐ বীরগণ আবার বাহ্বাস্ফোটন করিতেছে, কোথাও মন্দিরমধ্য ক্রীড়ারবে, পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, ঐ ক্রীড়াকারিগণের বীভৎস হাস্যের উচ্ছ্বাসে

বজ্রস্ফটিকসোপানচিত্রপট্টশিলাতলৈঃ
ব্যাঘ্রসিংহমুখৈশ্চান্যৈর্গজবাজিমুখৈস্তথা ॥৩৯
বিড়ালবদনৈশ্চোগ্রৈঃ ক্রোষ্টুকাকারমূর্ত্তিভিঃ।
হ্রস্বৈর্দীর্ঘৈঃ কৃশৈঃ
স্থূলৈর্লম্বোদরমহোদরৈঃ ॥৪০
হ্রস্বজঙ্ঘৈশ্চ লম্বোষ্ঠৈস্তালজঙ্ঘৈস্তথাপরৈঃ।
গোকর্ণৈরেককর্ণৈশ্চ মহাকর্ণৈরকর্ণকৈঃ ॥৪১
বহুপাদৈর্মহাপাদৈরেকপাদৈশ্চ পাদকৈঃ।
বহুশীর্ষৈর্মহাশীর্ষৈরেকশীর্ষৈরশীর্ষকৈঃ। ৪২
বহুনেত্রৈর্মহানেত্রৈরেকনেত্রৈরনেত্রকৈঃ।
এবংবিধৈর্মহাযোগী ভূতৈর্ভূতপতির্বৃতঃ ॥৪৩

বিশুদ্ধমুক্তামণিরত্নভূষিতে
শিলাতলে হেমময়ে মনোনরমে।
সুখোপবিষ্টং মদনাঙ্গনাশনং
প্রোবাচ বাক্যং গিরিরাজপুত্রী ॥৪৪

দেব্যুবাচ।

ভগবন্ ভূতভব্যেশ গোবৃষাঙ্কিতশাসন।
তব কণ্ঠে মহাদেব রাজতেঽঞ্জনসন্নিভম্ ॥৪৫
নাত্যুজ্জ্বলং নাতিশুভ্রং নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
কিমিদং দীপ্যতে দেব কণ্ঠে কামাঙ্গনাশন ॥
কো হেতুঃ কারণং কিঞ্চ কণ্ঠে নীলত্বমীশ্বর।
এতৎসর্ব্বং যথান্যায়ং ব্রূহি কৌতূহলং হি মে।
শ্রুত্বা বাক্যং ততস্তস্যাঃ পার্ব্বত্যাঃ
পার্ব্বতীপ্রিয়ঃ।
কথাং মঙ্গলসংযুক্তাং কথয়ামাস শঙ্করঃ ॥৪৮
মথ্যমানেঽমৃতে পূর্ব্বং ক্ষীরোদে সুরদানবৈঃ
অগ্রে সমুত্থিতং তস্মিন্ বিষং কালানলপ্রভম্ ॥
তং দৃষ্ট্বা সুরসঙ্ঘাশ্চ দৈত্যাশ্চৈব বরাননে
বিষণ্ণবদনাঃ সর্ব্বে গতাস্তে ব্রহ্মণোঽন্তিকম্ ॥
দৃষ্ট্বা সুরগণান্ ভীতান্ ব্রহ্মোবাচ মহাদ্যুতিঃ।
কিমর্থং ভো মহাভাগা ভীতা উদ্বিগ্নচেতসঃ ॥

ঐ ক্রীড়াকারিগণের বীভৎস হাস্যের উচ্চহাস্যে এই স্থান যেন সন্ত্রাসসমাকুল হইয়াছে; উহাদের বিচিত্র দেহগন্ধে উন্মত্ত হইয়া গণেশ্বরগণ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতেছে। কোথাও বিচিত্র পট্ট শিলাতলের সোপানশ্রেণীতে ব্যাঘ্র ও সিংহমুখ এবং কোথাও হস্ত হস্ত গজ অশ্ব, বিড়াল, ও ভীষণ শিবামুখ প্রমথগণ বিচরণ করিতেছে। ঐ প্রমথগণের মধ্যে কেহ খর্ব্ব, কেহ দীর্ঘ, কেহ কৃশ, কেহ স্থূল, কেহ লম্বোদর, কেহ মহোদর; কাহার হস্ত ও জঙ্ঘা খর্ব্বাকার। কাহার ওষ্ঠ সুদীর্ঘ, কাহার জঙ্ঘা তালপ্রমাণ। কেহ গোকর্ণ, কেহ এককর্ণ, কেহ অনেককর্ণ এবং কেহ বা অকর্ণ; কেহ অনেককর্ণ এবং কেহ বা অকর্ণ; কেহ বহুপাদ, কেহ মহাপাদ, কেহ একপাদ, কেহ পাদহীন; কাহারও বহু মস্তক, কাহার মস্তক অতিবৃহৎ, কাহারও একটী মস্তক, কাহারও বা মস্তক নাই; কেহ বহুনেত্র, কেহ মহানেত্র, কেহ একনেত্র, কেহ নেত্রহীন;—এবংবিধ বিশুদ্ধ মণি-মুক্তারত্নভূষিত সুবর্ণময় মনোরম শিলাতলে সুখসমাসীন মদনান্তক মহাযোগী ভূতপরিবৃত ভূতনাথকে গিরিরাজতনয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী বলিলেন,—হে ভগবন্। ভূতভব্যেশ। গোবৃষাঙ্কিতশাসন। হে মহাদেব। হে কামাঙ্গ-নাশন। আপনার কণ্ঠে মেঘসন্নিভ নীল অঞ্জনরাশির ন্যায় ও কি শোভিত হইতেছে? দেখিতেছি,—উহা অতি উজ্জ্বল বা অতি শুভ্রও নহে। হে ঈশ্বর। ঐ নীলতার হেতু কি? আমার মনে হয়, ইহার কোনও বিশেষ কারণ থাকিবে, আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; অতএব এই সকল কথা যথাযথ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥৩৭—৪৭ অনন্তর পার্ব্বতীপ্রিয় শঙ্কর দেবীর প্রশ্ন শুনিয়া এই সকল মঙ্গলযুক্ত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন; বলিলেন,—যখন সুরগণ অমৃত নিমিত্ত সমুদ্র মন্থন করেন, তৎকালে প্রথমেই কালানল-সন্নিভ বিষ সমুত্থিত হয়। হে বরাননে। দেব ও দৈত্যগণ ঐ বিষ দর্শনে বিষণ্ণবদন হইয়া ব্রহ্মার সমীপে গমন করেন। তখন সুরগণকে ভীত দেখিয়া মহাদ্যুতি ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মহাভাগ দেবগণ। কি

ময়াষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং ভবতাং সম্প্রকল্পিতম্।
কেন ব্যবস্থিতৈশ্বর্য্যা যূয়ং বৈ সুরসত্তমাঃ।।৫২
ত্রৈলোক্যস্যেশ্বরা যূয়ং সর্ব্বে বৈ বিগতজ্বরাঃ।
প্রজাসর্গে ন সোহস্তীহ আজ্ঞাং যো মে
নিবর্ত্তয়েৎ ।৫৩
বিমানগামিনং সর্ব্বে সর্ব্বে স্বচ্ছন্দগামিনঃ।
অধ্যাত্মে চাধিভূতে চ আধিদৈবে চ নিত্যশঃ
প্রজাঃ কর্ম্মবিপাকেন শক্তা যূয়ং প্রবর্ত্তিতুম্।
তৎকিমর্থং ভয়োদ্বিগ্না মৃগাঃ সিংহার্দ্দিতা ইব।
কিং দুঃখং কেন সন্তাপঃ কুতো বা ভয়মাগতম্
এতৎসর্ব্বং যথান্যায়ং শীঘ্রমাখ্যাতুমর্হথ।।৫৫
শ্রুত্বা বাক্যং ততস্তস্য ব্রহ্মণো বৈ মহাত্মনঃ।
উচুস্তে ঋষিভিঃ সার্দ্ধং সুরাস্তেজোত্তমানবঃ।।
সুরাসুরৈর্মথ্যমানে পাথোধৌ চ মহাত্মভিঃ।
ভুজঙ্গভৃঙ্গসঙ্কাশং নীলজীমূতসন্নিভম্।
প্রাদুর্ভূতং বিষং ঘোরং সংবর্ত্তাগ্নিসমপ্রভম্।।

কালমৃত্যুরিবোদ্ভূতং যুগান্তাদিত্যবর্চ্চসম্।
ত্রৈলোক্যোৎসাদিসূর্য্যাভং প্রস্ফুরন্তং সমন্ততঃ
বিষেণোত্তিষ্ঠমানেন কালানলসমত্বিষা
নির্দ্দগ্ধো রক্তগৌরাঙ্গঃ কৃতঃ কৃষ্ণো জনার্দ্দনঃ।
দৃষ্ট্বা তং রক্ত গৌরাঙ্গং কৃতং কৃষ্ণং জনার্দ্দ-ম্
ভীতাঃ সর্ব্বে বয়ং দেবাস্ত্বামেব শরণং গতাঃ।।
সুরাণামসুরাণাঞ্চ শ্রুত্বা বাক্যং পিতামহঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা লোকানাং হিতকাম্যয়া।।
শৃণুধ্বং দেবতাঃ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ
যদগ্রে সমুৎপন্নং মথ্যমানে মহোদধৌ।।৬২
বিষং কালানলপ্রখ্যং কালকূটেতিবিশ্রুতম্।
যেন প্রোদ্ভূতমাত্রেণ কৃতঃ কৃষ্ণো জনার্দ্দনঃ।।
তস্য বিষ্ণুরহং চাপি সর্ব্বে তে সুরপুঙ্গবাঃ।
ন শক্ নুবন্তি বৈ সোঢ়ুং বেগমন্যো তু শঙ্করাৎ।।
ইত্যুক্ত্বা পদ্মগর্ভাভঃ পদ্মযোনিরযোনিজঃ।

জন্য আপনারা ভীত ও উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়াছেন? হে সুরসত্তমগণ! আপনাদিগের জন্য আমি অষ্টগুণ ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত করিয়াছি, কেহ কি আপনাদের সেই ঐশ্বর্য্যের অপলাপ করিয়াছে? আপনারা সকলেই ত্রৈলোক্যের ঈশ্বর ও বিগতজ্বর; এই প্রজাসর্গে আমি এখন কাহাকেও দেখি না যে, আমার আদেশ অতিক্রম করে আপনারা সকলেই বিমানগামী ও স্বচ্ছন্দবিহারী; অধ্যাত্ম, অধিভূত বা অধিদৈব এই সকল বিষয়ে প্রজাগণকে কর্ম্মানুসারে প্রবর্ত্তিত করিতে আপনারাই সমর্থ। অতএব সিংহপীড়িত মৃগের ন্যায় আপনারা কিজন্য ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন? কেন আপনারা সন্তপ্ত হইয়াছেন? কেনই বা আপনারা দুঃখিত হইতেছেন? আর কাহার নিকট হইতেই বা আপনাদের ভয় উপস্থিত হইয়াছে? যথাক্রমে এ সকল বিষয় শীঘ্র আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। অনন্তর মহাত্মা ব্রহ্মার এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিপ্রমুখ দেবদানবগণ বলিতে লাগিলেন,—মহাত্মা সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক সমুদ্র মথিত হইলে প্রলয়-কালীন সংবর্ত্তনামক অগ্নির ন্যায় এক ভীষণ বিষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, ঐ বিষের বর্ণ ভুজঙ্গ, ভ্রমর ও নীল ঘন মেঘের ন্যায়। যুগাবসানে ত্রৈলোক্যবিনাশী সূর্য্যকিরণের ন্যায় কাল-মৃত্যু-সদৃশ ঐ বিষ চারিদিক্ প্রদীপ্ত করিয়া সমুত্থিত হইয়াছে। এমন কি, ঐ কালানলপ্রভ বিষে দগ্ধ হইয়া রক্তগৌরাঙ্গ জনার্দ্দন বিষ্ণুও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছেন। সেই রক্তগৌরাঙ্গ বিষ্ণুকে কৃষ্ণ হইতে দেখিয়া আমরা ভীত হইয়াই এখন আপনার শরণ লইয়াছি। পিতামহ মহাতেজা ব্রহ্মা সুরাসুরগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকহিতের নিমিত্ত উত্তর করিলেন,—হে দেবগণ! হে তপোধন ঋষিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন; মথ্যমান মহোদধি হইতে এই যে কালানলতুল্য কালকূট নাম বিষ সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহা উত্থিত হইয়াই বিষ্ণুকে কৃষ্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, হে সুরপুঙ্গবগণ! শঙ্কর ভিন্ন এই বিষ্ণুতেজোহর বিষের বেগ সহ্য করিতে কেহ সমর্থ নহে।৪৮—৬৪।

ততঃ স্তোত্রং সমারব্ধো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ
নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তেহনেকচক্ষুষে।
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ ॥৬৬
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ।
নমঃ সুরারিসংহর্ত্রে তাপসায় ত্রিচক্ষুষে ॥৬৭
ব্রহ্মণে চৈব রুদ্রায় বিষ্ণবে চৈব তে নমঃ।
সাংখ্যায় চৈব যোগায় ভূতগ্রামায় বৈ নমঃ ॥
মন্মথাঙ্গবিনাশায় কালকালায় বৈ নমঃ
রুদ্রায় চ সুরেশায় দেবদেবায় তে নমঃ ॥৬৯
কপর্দ্দিনে করালায় শঙ্করায় কপালিনে।
বিরূপায়ৈকরূপায় শিবায় বরদায় চ ॥৭০
ত্রিপুরঘ্নায় বন্দ্যায় মাতৃণাং পতয়ে নমঃ।
বুদ্ধায় চৈব শুদ্ধায় মুক্তায় কেবলায় চ ॥৭১
নমঃ কমলহস্তায় দিগ্বাসা শিখণ্ডিনে।
লোকত্রয়বিধাত্রে চ চন্দ্রায় বরুণায় চ ॥৭২
অগ্রায় চৈব চোগ্রায় বিপ্রায়ানেকচক্ষুষে।
রজসে চৈব সত্ত্বায়
তমসেহব্যক্তযোনয়ে ॥৭৩
নিত্যায়ানিত্যরূপায় নিত্যানিত্যায় বৈ নমঃ
ব্যক্তায় চৈবাব্যক্তায় ব্যক্তাব্যক্তায় বৈ
নমঃ ॥
চিন্ত্যায় চৈবাচিন্ত্যায় চিন্ত্যাচিন্ত্যায় বৈ নমঃ।
ভক্তানামার্ত্তিনাশায় নরনারায়ণায় চ ॥৭৫
উমাপ্রিয়ায় শর্ব্বায় নন্দিবক্ত্রাঙ্কিতায় চ।
পক্ষমাসার্দ্ধমাসায় নমঃ সংবৎসরায় চ ॥৭৬
বহুরূপায় মুণ্ডায় দণ্ডিনেহথ বরূথিনে।
নমঃ কপালহস্তায় দিগ্বাসায় শিখণ্ডিনে ॥৭৭
ধ্বজিনে রথিনে চৈব যমিনে ব্রহ্মচারিণে।
ঋগ্যজুঃসামবেদায় পুরুষায়েশ্বরায় চ।
ইত্যেবমাদিচরিতৈস্তুভ্যং দেব নমোহস্তু তে।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং স্তুত্বা ততো দেবঃ প্রণিপত্য বরাননে ॥

পদ্মগর্ভসমপ্রভ অজ পদ্মযোনি লোক-পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া শঙ্করের স্তব আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন,—হে বিরূপাক্ষ! তোমাকে নমস্কার। তোমার অনন্ত চক্ষু। পিনাক ও বজ্র তোমার হস্তে বিরাজিত। তুমি ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর, নিখিল প্রাণের পতি, অসুরগণের নিহন্তা, তাপস ও ত্রিলোচন—তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু; সংখ্যযোগ ও ভূত-গ্রাম তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। তোমাকে নমস্কার। তোমার রোষানলেই অনঙ্গ দেব ভস্মীভূত হইয়াছেন; তুমি কালেরও কাল রুদ্র। হে সুরেশ দেবদেব! তোমাকে নমস্কার। তুমি কপর্দ্দী, করাল, শঙ্কর, কপালী, বিরূপ, শিব এবং বরদ, তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিপুর দাহ করিয়াছ, তুমি বন্দ্য ও মাতৃগণের পতি তুমি বুদ্ধ, শুদ্ধ, মুক্ত; তোমার দ্বিতীয় আর কেহ নাই, তোমাকে নমস্কার। তোমার করদ্বয় কমল কমলতুল্য কোমল, দশদিক্ তোমার বসন, তুমি লোকত্রয়ের বিধাতা তুমি চন্দ্র ও বরুণ; তোমার মস্তকে চূড়া বিরাজিত, তোমাকে নমস্কার. তুমি অগ্র, উগ্র, বিপ্র, অনন্তলোচন; তুমি সত্ত্ব, রজ ও তমোময় এবং অব্যক্তযোনি, তুমি নিত্য, অনিত্যরূপ ও নিত্যানিত্য; তুমি ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং ব্যক্তাব্যক্ত, তুমি চিন্ত্য, অচিন্ত্য ও চিন্ত্যাচিন্ত্য; তুমিই স্বীয় ভক্তগণের পীড়াহরণ করিয়া থাক এবং তুমিই নরনারায়ণ; তোমাকে নমস্কার। তুমি উমাপ্রিয়, সর্ব্ব, পক্ষ, মাস, অর্দ্ধমাস, সংবৎসর, এবং তোমার শরীর নন্দিবক্ত্রদ্বারা চিহ্নিত; তুমি কখনও বহুরূপ, কখনও মুণ্ডিত-মস্তক, তোমার দক্ষিণে স্বদীয় সেনা গণনায়কগণ অবস্থিত; তোমার হস্তে নরকপাল, দিক্‌সমূহ তোমার বস্ত্র এবং শিরোদেশে তোমার চূড়া; তুমি ধ্বজ ও রথযুক্ত; তুমি যতি, ব্রহ্মচারী, তুমি ঋক্, যজুঃ ও সামময়; তুমি পুরুষ ও ঈশ্বর; তোমাকে নমস্কার তুমি এই সকল ও অন্যান্য অনন্ত গুণ দ্বারা ভূষিত; অতএব তোমাকে নমস্কার করি। ৬৫—৭৮। মহাদেব

জ্ঞাত্বা তু ভক্তিং মম দেবদেবো
গঙ্গাজলাপ্লাবিতকেশদেশঃ।
সূক্ষ্মোঽতিযোগাতিশয়াদচিন্ত্যো
ন হি দ্রুতো ব্যক্তমুপৈতি চক্ষুঃ।৮০
এবং ভগবতা পূর্ব্বং ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা।
স্তুতোঽহং বিবিধৈস্তোত্রৈর্বেদবেদাঙ্গসম্ভবৈঃ।
ততঃ প্রীতোঽস্ম্যহং তস্মৈ ব্রহ্মণে সুমহাত্মনে
ততোঽহং সূক্ষ্ময়া বাচা পিতামহমথাব্রবম্।৮২
ভগবন্ ভূতভব্যেশ লোকনাথ জগৎপতে।
কিং কার্য্যং তে ময়া ব্রহ্মন্ কর্ত্তব্যং বদ সুব্রত
শ্রুত্বা বাক্যং ততো ব্রহ্মা প্রত্যুবাচাম্বুজেক্ষণঃ
ভূতভব্যভবন্নাথ শ্রূয়তাং কারণেশ্বর।৮৪
~~সুরাসুরৈর্ম্মথ্যমানে পয়োধাবম্বুজেক্ষণ।~~
ভগবন্ মেঘসঙ্কাশং নীলজীমূতসন্নিভম্।৮৫
প্রাদুর্ভূতং বিষং ঘোরং সংবর্ত্তাগ্নিসমপ্রভম্।
কালমৃত্যুরিবোদ্ভূতং যুগান্তাদিত্যবর্চ্চসম্
ত্রৈলোক্যোৎসাদনসূর্য্যাভং বিস্ফুরন্তং সমন্ততঃ।
অগ্রে সমুত্থিতং তস্মিন্ বিষং কালানলপ্রভম্।।
তং দৃষ্ট্বা তু বয়ং সর্ব্বে ভীতাঃ সম্ভ্রান্তচেতসঃ।
তৎপিবস্ব মহাদেব লোকানাং হিতকাম্যয়া।
ভবানগ্র্যস্য ভোক্তা বৈ ভবাংশ্চৈব বয়ঃ প্রভুঃ
ত্বামৃতেঽন্যো মহাদেব বিষং সোঢ়ুং ন বিদ্যতে
নাস্তি কশ্চিৎ পুমাংস্তত্রৈলোক্যেষু চ গীয়তে
এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
বাঢ়মিত্যেব তদ্বাক্যং প্রতিগৃহ্য বরাননে।৮৯
ততোঽহং পাতুমারব্ধো বিষমন্তকসন্নিভম্।
পিবতো মে মহাঘোরং বিষং সুরভয়ঙ্করম্।
কণ্ঠঃ সমভবৎ পূর্ণং কৃষ্ণো মে বরবর্ণিনি।৯০
তং দৃষ্ট্বোৎপলপত্রাভং কণ্ঠে সক্তমিবোরগম্।।
তক্ষকং নাগরাজানং লেলিহানমিব স্থিতম্।।
অথোবাচ মহাতেজা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
শোভসে ত্বং মহাদেব কণ্ঠেনানেন সুব্রত।।৯২

বলিলেন,—হে বরাননে! অনন্তর দেব ব্রহ্মা এইরূপে স্তব ও প্রণিপাত-পূর্ব্বক আরও বলিলেন,—যাঁহার শিরোদেশ গঙ্গাজলে আপ্লুত, সেই অতিসূক্ষ্ম ও যোগ দ্বারা অচিন্ত্য দেবদেব মহাদেব আমার ভক্তি জানিয়াই আবির্ভূত হউন, কেননা, চক্ষু প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হইলেও তিনি কাহারও আহ্বানে আগমন করেন না। হে দেবি! তদনন্তর বেদবেদাঙ্গ সম্ভূত বিবিধ স্তুতি বাক্য দ্বারা লোককর্ত্তা ভগবান্ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়া আমি সেই সুমহাত্মা ব্রহ্মার প্রতি প্রীত হইলাম এবং সূক্ষ্ম বাক্যদ্বারা পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলাম,—হে ভগবন্! হে ভূত-ভব্যেশ! হে লোকনাথ! হে জগৎপতে! হে সুব্রত! হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার কি প্রিয় করিব? তারপর আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া কমললোচন ব্রহ্মা প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—হে কারণেশ্বর! হে ভূতভব্য-ভবন্নাথ! শ্রবণ করুন; হে ভগবন্! হে পদ্মনেত্র! সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক মথ্যমান সমুদ্র হইতে ঘন নীল মেঘ সন্নিভ এক মহাভয়ঙ্কর বিষ সমুদ্ভূত হইয়াছে; ঐ বিষ প্রলয়কালীন ত্রৈলোক্য উৎসাদক স্বর্ত্তনামক অগ্নি ও সূর্য্য-কিরণের ন্যায় চারিদিক্ প্রদীপ্ত করিয়া যেন কালমৃত্যুর ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রথমেই এই কালানলপ্রভ বিষকে উত্থিত হইতে দেখিয়া আমরা ভীত ও সম্ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়াছি; যখন যাহাই উৎপন্ন হউক, আপনিই তাহার অগ্রভোক্তা; অতএব হে মহাদেব! লোকহিতের নিমিত্ত আপনি এই বিষ পান করুন। হে মহাদেব! আপনি ভিন্ন অন্য কেহ যে এই বিষ পান করিতে সমর্থ হয়, ত্রিভুবনে এমন কোন আমরা পুরুষই দেখিতে পাই না।৭৯—৮৮। শঙ্কর বলিলেন,—হে বরাননে! তখন সেই পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার এবংবিধ বাক্য শ্রবণে সম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থিত পূরণে অঙ্গীকার করিয়া সেই অন্তকোপম বিষপানে প্রবৃত্ত হইলাম। হে বরবর্ণিনি!

তস্তন্য বচঃ শ্রুত্বা ময়া গিরিবরাত্মজে।
স্থিতাং দেবগন্ধর্বানাং দৈত্যানাঞ্চ বরাননে।।
যক্ষগন্ধর্বভূতানাং পিশাচোরগরক্ষসাম্।
ধৃতং কণ্ঠে বিষং ঘোরং নীলকণ্ঠস্ততো হ্যহম্।
তৎ কালকূটং বিষমুগ্রতেজঃ
কণ্ঠে ময়া পর্ব্বতরাজপুত্রি।
নিবেশ্যমানং সুরদৈত্যসঙ্ঘা
দৃষ্ট্বা পরং বিস্ময়মাজগাম।।৯৫
ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে সদৈত্যোরগরাক্ষসাঃ।
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা মত্তমাতঙ্গগামিনি।।৯৬
অহো বলং বীর্য্যপরাক্রমস্তে
অহো পুনর্যোগবলং তথৈব।
অহো প্রভুত্বং তব দেবদেব
গঙ্গাজলাস্ফালিতমুক্তকেশ।।৯৭
ত্বমেব মৃত্যুর্বরদস্ত্বমেব।
ত্বমেব সূর্য্যো রজনীকরশ্চ
ত্বমেব ভূমিঃ সলিলং ত্বমেব।।৯৮
ত্বমেব যজ্ঞো নিয়মস্ত্বমেব
ত্বমেব ভূতং ভবিতা ত্বমেব।
ত্বমেব চাদির্নিধনং ত্বমেব
স্থূলশ্চ সূক্ষ্মঃ পুরুষস্ত্বমেব।।৯৯
ত্বমেব সূক্ষ্মস্য পরঃ পরস্য
ত্বমেব বহ্নিঃ পবনস্ত্বমেব।
ত্বমেব সর্ব্বস্য চরাচরস্য
লোকস্য কর্ত্তা প্রলয়ে চ গোপ্তা। ১০০
ইতীদমুক্ত্বা বচনং সুরেন্দ্রাঃ
প্রগৃহ্য সোমং প্রণিপত্য মূর্দ্ধা।
গতা বিমানৈরনিগৃহ্যবেগৈ-
র্মহাত্মনো মেরুমুপেত্য সর্ব্বে।।১০১
ইত্যেতৎপরমং গুহ্যং পুণ্যাৎ পুণ্যতরং মহৎ।
নীলকণ্ঠেতি যৎপ্রোক্তং বিখ্যাতং লোকবিশ্রুতম্
স্বয়ং স্বয়ম্ভুবা প্রোক্তাং কথাং পাপপ্রণাশনীম্
যস্তু শ্রবয়তে নিত্যমেনাং স্বশ্রোত্রবাৎ কথাম্
তস্যাহং সম্প্রবক্ষ্যামি ফলং বৈ বিপুলং মহৎ।।
বিষং তস্য বরারোহে স্থাবরং জঙ্গমং তথা

দেবগণেরও ভয়ঙ্কর সেই ঘোর বিষ পান করায় তৎক্ষণাৎ আমার কণ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল. লেলিহান নাগরাজ বাসুকির ন্যায় সেই পদ্মপত্রনিভ মদীয় কণ্ঠাসক্ত বিষ দর্শনে মহাতেজা লোকপিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মহাদেব! হে সুব্রত! আপনি নীলকণ্ঠ হইয়া সাতিশয় শোভিত হইয়াছেন। হে গিরিরাজনন্দিনি! আমি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দেব, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নিখিল প্রাণী, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণের সমক্ষে কণ্ঠে ঐরূপ ঘোর বিষধারণ করিয়াছিলাম বলিয়াই তদবধি "নীলকণ্ঠ" হইয়াছি। হে পার্ব্বতি! আমি সেই তীব্রতেজ কালকূট কণ্ঠে ধারণ করিলে আমাকে দর্শন করিয়া সুরাসুরগণ পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। হে মত্তমাতঙ্গগামিনি! অনন্তর দৈত্য, উরগ ও রাক্ষসগণসহ সুরগণ অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন।—"অহো! তোমার বীর্য্য, পরাক্রম এবং যোগবল ধন্য! হে দেবদেব! তোমার প্রভুত্বকেও ধন্যবাদ দিতে হয়। গঙ্গাজলের আস্ফালনে তোমার মস্তকস্থিত কেশপাশ স্খলিত হইয়াছে। তুমি বিষ্ণু, চতুরানন ব্রহ্ম; অন্তকেরও বরদাতা; তুমিই সূর্য্য, চন্দ্র, ভূমি, জল, যজ্ঞ, এবং নিয়ম। তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, অনাদিনিধন, স্থূল, সূক্ষ্ম ও তুমিই পুরুষ তুমি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, পরাপর, বহ্নি, পবন; তুমি নিখিল চরাচরের কর্ত্তা এবং প্রলয়কালে তুমি ঐ সকল প্রাণিগণের রক্ষাকর্ত্তা। মহাত্মা সুরেন্দ্রগণ এই সকল বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক মস্তকদ্বারা হরের চরণ বন্দনা করিলেন এবং অতিবেগগামী স্ব স্ব বিমানে আরোহণ করিয়া স্বাবাসভূমি মেরুগৃহে প্রস্থিত হইলেন। ৮৯—১০১। এই যে লোকবিশ্রুত বিখ্যাত নীলকণ্ঠ উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, ইহা পরম পবিত্র, গুহ্য ও পবিত্র হইতেও পবিত্রতর। স্বয়ং স্বয়ম্ভু এই পাপপ্রণাশিনী কথা কহিয়াছেন।

গাত্রং প্রাপ্য তু সুশ্রোণি কিঞ্চং তৎ প্রতিহন্যতে।
শময়ত্যশুভং ঘোরং দুঃস্বপ্নং চাপকর্ষতি।
স্ত্রীষু বল্লভতাং যাতি সভায়াং পার্থিবস্য চ।
বিবাদে জয়মাপ্নোতি যুদ্ধে শূরত্বমেব চ।
গচ্ছতঃ ক্ষেমমধ্বানং গৃহে চ নিত্যসম্পদঃ।।
শরীরভেদে বক্ষ্যামি গতিং তস্য বরাননে।
নীলকণ্ঠো হরিশ্মশ্রুঃ শশাঙ্কাঙ্কিতমূর্দ্ধজঃ।
ত্র্যক্ষস্ত্রিশূলপাণিশ্চ বৃষযানঃ পিনাকধৃক্।
নন্দিতুল্যবলঃ শ্রীমান্নন্দিতুল্যপরাক্রমঃ।।১০৮
বিচরত্যচিরাৎ সর্ব্বান্ সর্ব্বলোকান্মমাজ্ঞয়া।
ন হন্যতে গতিস্তস্য অনিলস্য যথাম্বরে।
মম তুল্যবলো ভূত্বা তিষ্ঠত্যাভূতসংপ্লবম্।।১০৯
মম ভক্তা বরারোহে যে চ শৃণ্বন্তি মানবাঃ।
তেষাং গতিং প্রবক্ষ্যামি ইহলোকে পরত্র চ
ব্রাহ্মণো বেদমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়ো জয়তে মহীম্
বৈশ্যস্তু লভতে লাভং শূদ্রঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ।।১১১
ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগাদ্বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ
গুর্ব্বিণী লভতে পুত্রং কন্যা বিন্দতি সৎপতিম্।।
নষ্টঞ্চ লভতে সর্ব্বমিহ লোকে পরত্র চ।।১১২
গবাং শতসহস্রস্য সম্যগ্দত্তস্য যৎফলম্।
তৎফলং ভবতি শ্রুত্বা বিভোর্দিব্যামিমাং কথাম্।।১১৩
পাদং বা যদি বাপ্যর্দ্ধং শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা
যস্তু ধারয়তে নিত্যং রুদ্রলোকং স গচ্ছতি।।

ইতিহাসমেনং গিরিরাজপুত্রি
ময়া সুতুষ্টেন তবাম্বুজেক্ষণে
নিবেদিতং পুণ্যফলাদযুক্তং
ময়া চ গীতং চতুরাননেন।।১১৪
কথামিমাং পুণ্যফলাদিযুক্তাং
নিবেদ্য দেব্যাঃ শশিবদ্ধমূর্দ্ধজঃ।
বৃষস্য পৃষ্ঠেন সহোময়া প্রভু-
র্জগাম কিষ্কিন্ধ্যগুহাং গুহপ্রিয়ঃ।।১১৫

যে ব্যক্তি নিত্য এই ব্রহ্মসম্ভূত কথা ধারণ করে, তাহার যে বিপুল ফললাভ হয়, এক্ষণে তাহা কহিতেছি. হে সুশ্রোণি, হে বরারোহে! এই পবিত্র বাক্য ধারণকারীর গাত্রে স্থাবর, জঙ্গম যে কোন বিষ নিক্ষিপ্ত হউক না কেন, ইহার প্রভাবে তাহা প্রশমিত হয়; ইহা দুঃস্বপ্নজ দুঃখ দূর করে, এবং পুরুষকে রাজসভায় সম্মানিত ও স্ত্রীগণের সম্মত করিয়া দেয়। এই কথাপ্রভাবে বিবাদে জয় প্রাপ্তি, যুদ্ধে বীর্য্যলাভ পথগমনে মঙ্গল এবং গৃহে সম্পদ্ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে বরাননে! নীলকণ্ঠ, হরিৎশ্মশ্রু, শশাঙ্কাঙ্কিতমূর্দ্ধজ, ত্র্যক্ষ, ত্রিশূলপাণি, বৃষযান ও পিনাকধৃক্ এই সকল নাম যে ব্যক্তি শরীরে ধারণ করে, তাহার গতি শ্রবণ করুন। আকাশ-পথে বায়ুর গতি যেমন অব্যাহত থাকে, তদ্রূপ সেই ব্যক্তি আমার ন্যায় বলশালী, শ্রীমান, ও নন্দিতুল্য পরাক্রম হইয়া আমার আদেশে অচির-কালমধ্যে নিখিল লোকে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় এবং প্রলয়কাল পর্য্যন্ত আমার তুল্যবল হইয়া অবস্থান করে। আমার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া যে সকল মানব আমার চরিত্রকথা শ্রবণ করে, ইহ পর কালে তাহাদের গতি কীর্ত্তন করিতেছি। ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞান প্রাপ্ত হন, ক্ষত্রিয় পৃথিবী জয় করেন, বৈশ্যের সম্পদ্প্রাপ্তি ঘটে এবং শূদ্র সুখলাভ করিয়া থাকে, রোগী ব্যক্তি রোগ হইতে এবং বদ্ধজন বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। গর্ভিণী পুত্র লাভ করে, কন্যা সুন্দর পতি প্রাপ্ত হয় এবং ইহ পরত্র বিনষ্ট বিত্তলাভ হইয়া থাকে। শত সহস্র গোদানে যে ফল লাভ হয়, বিভুর এই দিব্য কথা শ্রবণেও তৎফল লাভ হইয়া থাকে। ইহার এক শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ অথবা তদর্দ্ধ নিত্য ধারণ করিলেও মানব রুদ্রলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। হে পার্ব্বতি! আমি চতুরানন ব্রহ্মার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। হে কমললোচনে! সম্প্রতি সেই পুণ্যফলযুক্ত কথা তোমার নিকটও কথিত হইল। অনন্তর কার্ত্তিকেয় প্রিয় চন্দ্রশেখর

জ্ঞাত্বং ময়া পাপহরং মহাপদং
নিবেদ্য তেভ্যঃ প্রময়ৌ প্রভঞ্জনঃ।
অধীত্য সর্ব্বং ত্বখিলং সলক্ষণং
জগাম আদিত্যপথং দ্বিজোত্তমাঃ।।১১৭

ইতি শ্রীমহপুরাণে বায়ু প্রোক্তে নীলকণ্ঠ-
স্তবো নাম চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।৫৪

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

গুণকর্ম্মপ্রভাবৈশ্চ কোঽধিকো বদতাং বরঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামহে সম্যগৈশ্বর্য্যগুণবিস্তরম্।।১

সূত উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
মহাদেবস্য মাহাত্ম্যং বিভুত্বং চ মহাত্মনঃ।।২
পূর্ব্বং ত্রৈলোক্যবিজয়ে বিষ্ণুনা সমুদাহৃতম্।
বলিং বদ্ধা মহৌজাস্ত ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ পুরা

প্রনষ্টেষু চ দৈত্যেষু প্রহৃষ্টে চ শচীপতৌ।
অথাজগ্মুঃ প্রভুং দ্রষ্টুং সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।
যত্রাস্তে বিশ্বরূপাত্মা ক্ষীরোদস্য সমীপতঃ।
সিদ্ধব্রহ্মর্ষয়ো যক্ষা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ।।৫
নাগা দেবর্ষয়শ্চৈব নদ্যঃ সর্ব্বেচ পর্ব্বতাঃ।
অভিগম্য মহাত্মানং স্তবন্তি পুরুষং হরিম্।।৬
ত্বং ধাতা ত্বং চ কর্ত্তাসি ত্বং লোকান্ সৃজসি
প্রভো।
ত্বৎপ্রসাদাচ্চ কল্যাণং প্রাপ্তং ত্রৈলোক্যমব্যয়ম্
অসুরাশ্চ জিতাঃ সর্ব্বে বলির্বদ্ধশ্চ বৈ ত্বয়া।।৭
এবমুক্তঃ সুরৈর্বিষ্ণুঃ সিদ্ধৈশ্চ পরমর্ষিভিঃ।
প্রত্যুবাচ ততো দেবান্ সর্ব্বাংস্তান্
পুরুষোত্তমঃ।।৮
শ্রূয়তামভিধাস্যামি কারণং সুরসত্তমাঃ।
যঃ স্রষ্টা সর্ব্বভূতানাং কালঃ কালকরঃ প্রভুঃ।।৯
যেনেহং ব্রহ্মণা সার্দ্ধং সৃষ্টা লোকাশ্চ মায়য়া।

দেবীর নিকট এই সকল পুণ্য কথা কীর্ত্তন করিয়া বৃষারোহণে উমার সহিত কিঙ্কিন্ধ্যাগুহায় প্রবেশ করিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ। বায়ু সেই মুনিগণসমীপে পাপাপহর মহাক্ষরযুক্ত এই পুরাবৃত্ত সকল নিবেদন করিয়া লক্ষণযুক্ত আদিত্যরথে গিয়া মিলিত হইলেন; আমিও ঐ সকল যোগ যেরূপ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, আপনাদের নিকট তদনুরূপ কীর্ত্তন করিলাম। ১০২—১১৭

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়

ঋষিগণ কহিলেন,—হে বাগ্মিবর! গুণ, কর্ম্ম এবং বীর্য্যবত্তায় কে শ্রেষ্ঠ এবং কাহারই বা গুণপরম্পরা আশ্চর্য্যাবহ, তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। সূত কহিলেন,—এইস্থানে প্রাচীনগণ মহাত্মা মহাদেবের মাহাত্ম্য ও বিভুত্ব-সম্পন্ন একটি পুরাতন ইতিহাস বর্ণনা করিয়া থাকেন; আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে ত্রিভুবনবিজয় সময়ে বিষ্ণু এই ইতিহাস বলিয়াছিলেন। পুরাকালে অমিততেজা ত্রিলোকপতি বিষ্ণু বলিকে বন্ধন করিয়া দানবগণকে নিহত করিলে শচীপতি বাসব আহ্লাদিত হন। অনন্তর দেবগণ সকলেই প্রভু বিষ্ণুকে তখন দর্শন করিতে আগমন করেন। বিশ্বরূপাত্মা বিষ্ণু ক্ষীরাব্ধিমধ্যে অবস্থিত ছিলেন। তথায় সিদ্ধ, ব্রহ্মর্ষি এবং নদীনিচয় ও পর্ব্বত সকল আগমন করিয়া তৎকালে পুরাণপুরুষ মহাত্মা হরিকে স্তব করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—হে প্রভো! তুমি বিধাতা, তুমিই এই চরাচরের কর্ত্তা, তুমিই লোক সকল সৃজন করিতেছ। তোমার প্রসাদেই আমরা এই অব্যয় ত্রিভুবন এবং কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমিই অসুর সকল জয় করিয়াছ এবং তুমিই বলিকে বন্ধন করিয়াছ।১-৭। পুরুষোত্তম বিষ্ণু, সিদ্ধঋষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে সুরবরগণ। আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন; যে প্রভু কালাত্মা, কালকর ও ভূতগণের সৃজনকর্ত্তা, যিনি মায়া

তস্যৈব চ প্রসাদেন আদৌ সিদ্ধত্বমাগতম্ ।।১০
পুরা তমসি চাব্যক্তে ত্রৈলোক্যে গ্রসিতে ময়া।
উদরস্থেষু ভূতেষু লোকেঽহং শয়িতস্তদা ।।১১
সহস্রশীর্ষা ভূত্বাথ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ শয়িতো বিমলেঽম্ভসি ।।১২
এতস্মিন্নন্তরে দূরাৎ পশ্যামি হ্যমিতপ্রভম্।
শতসূর্য্যপ্রতীকাশং জ্বলন্তং স্বেন তেজসা ।।১৩
চতুর্বক্ত্রং মহাযোগং পুরুষং কাঞ্চনপ্রভম্।
কৃষ্ণাজিনধরং দেবং কমণ্ডলুবিভূষিতম্।
নিমেষান্তরমাত্রেণ প্রাপ্তোঽসৌ পুরুষোত্তমঃ।
ততো মামব্রবীদ্‌ব্রহ্মা সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ।
কস্ত্বং কুতো বা কিঞ্চেহ তিষ্ঠসে বদ মে বিভো।
অহং কর্ত্তাস্মি লোকানাং স্বয়ম্ভূর্বিশ্বতোমুখঃ।
এবমুক্তস্তদা তেন ব্রহ্মণাহমুবাচ তম্ ।।১৬
অহং কর্ত্তা চ লোকানাং সংহর্ত্তা চ পুনঃপুনঃ।
এবং সম্ভাষমাণাভ্যাং পরস্পরজয়ৈষিণাম্।
উত্তরাং দিশমাস্থায় জ্বালা দৃষ্টাপাধিষ্ঠিতা ।।১৭
জ্বালাং তত্তামালোক্য বিস্মিতৌ চ তদানঘঃ ।।
তেজসা চৈব তে নাথ সর্ব্বং জ্যোতিষ্কৃতং জলম্
বর্দ্ধমানো তদা বহ্নিরত্যন্তপরমাদ্ভুতে
অভিদুদ্রাব তাং জ্বালাং ব্রহ্মা চাহং চ সত্বরৌ।
দিবং ভূমিং চ বিষ্টভ্য তিষ্ঠন্তং জ্বালমণ্ডলম্
তস্য জ্বালস্য মধ্যে তু পশ্যাবো বিপুলপ্রভম্ ।
প্রাদেশমাত্রমব্যক্তং লিঙ্গং পরমদীপিতম্।
ন চ তৎ কাঞ্চনং মধ্যে ন শৈলং ন চ রাজতম্
অনির্দ্দেশ্যমচিন্ত্যং চ লক্ষ্যালক্ষ্যং পুনঃপুনঃ।
মহৌজসং মহাঘোরং বর্দ্ধমানং ভৃশং তদা।
জ্বালামালাবৃতং নাস্তং সর্ব্বভূতভয়ঙ্করম্ ।।২২

বিকাশ করিয়া ব্রহ্মার সহিত লোক সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই প্রসাদে সময়ে জন্মলাভ হইয়াছে। পূর্ব্বে মৎকর্ত্তৃক ত্রিভুবন গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইলে জীবগণ মদীয় উদরস্থ হইয়া অবস্থান করিতেছিল। আমি সহস্রশীর্ষা, সহস্র-লোচন এবং সহস্রপদ হইয়া শঙ্খ, চক্র, ও গদা ধারণপূর্ব্বক স্বচ্ছ সলিলে শয়ন করিয়াছিলাম। এই সময় আমি দূর হইতে এক যোগী পুরুষকে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম—তিনি অমিত-প্রভাসম্পন্ন, শত শত ভাস্করবৎ দীপ্তিমান, স্বীয় তেজে প্রকাশমান, চতুরানন, কাঞ্চননিভ এবং কৃষ্ণাজিন ও কমণ্ডলুধারী। সেই পুরুষোত্তম নিমেষ মধ্যে আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সর্ব্বলোক-পূজিত ব্রহ্মা আমাকে কহিলেন,— হে বিভো! আপনি কে? কোথা হইতে আসিয়া এ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? তাহা আমাকে বলুন,—জানিবেন আমি চতুরানন; আমি আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি। আমি লোকসকলের স্রষ্টা। সেই ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে আমি তখন তাঁহাকে কহিলাম,—আমি এই লোক-সকলের কর্ত্তা, এবং আমিই ইহা পুনঃপুনঃ সংহার করিতেছি। আমি ও ব্রহ্মা, আমরা পরস্পর অপেক্ষা পরস্পরের উৎকর্ষা-ভিলাষী হইয়া এইরূপ কথোপকথন করিতেছি, এই সময় আমরা উত্তরদিকে এক জ্বলন্ত জ্যোতি দর্শন করিলাম। অনন্তর সেই জ্বালা বিলোকন করিয়া আমরা উভয়েই বিস্মিত হইলাম। অনন্তর সেই তেজে সমস্ত জলরাশি জ্যোতির্ম্ময় হইল। সেই অতীব বিস্ময়কর তেজ বর্দ্ধিত হইলে, তখন আমি ও ব্রহ্মা তাহার অন্ত দর্শন করিবার জন্য সত্বর সেই দিকে ধাবিত হইলাম। দেখিলাম—সেই জ্বালমালা স্বর্লোক এবং পৃথিবী অতিক্রম করিয়া বিরাজিত। অনন্তর আমরা সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মধ্যে অব্যক্ত, দেদীপ্যমান, প্রভাশালী প্রদেশপ্রমাণ এক লিঙ্গ দেখিলাম। সেই জ্যোতির্মধ্যবর্ত্তী লিঙ্গ স্বর্ণময়, রজতনির্ম্মিত বা পাষাণ-নির্ম্মিতও নহে।১৮—২১। উহা অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য, লক্ষ্য এবং অলক্ষ্য। ঐ লিঙ্গ মহাতেজা, ঘোররূপী, ও সমস্ত প্রাণীর ভয়ঙ্কর। সেই জ্বালামালা ক্রমে অতিশয় বিস্তৃত

অস্য লিঙ্গস্য যোহন্তং বৈ গচ্ছতে মন্ত্রকারণম্
ঘোররূপিণমত্যর্থং ভিন্দন্তমিব রোদসী।।২৩
ততো মামব্রবীদ্‌ব্রহ্মা অধো গচ্ছত্বতন্দ্রিতঃ
অন্তমস্য বিজানীমো লিঙ্গস্য তু মহাত্মনঃ। ২৪
অহমূর্দ্ধং গমিষ্যামি যাবদন্তোহস্য দৃশ্যতে।
তদা তৌ সময়ং কৃত্বা গতাবূর্দ্ধমধশ্চ হ।।২৫
ততো বর্ষসহস্রং তু অহং পুনরধো গতঃ।
ন চ পশ্যামি তস্যান্তং ভীতশ্চাহং ন সংশয়ঃ।।
তথা ব্রহ্মা চ শান্তশ্চ ন চান্তং তস্য পশ্যতি।
সমাগতো ময়া সার্দ্ধং তত্রৈব চ মহাম্ভসি।।২৭
ততো বিস্ময়মাপন্নাবুভৌ তস্য মহাত্মনঃ।
মায়য়া মোহিতৌ তেন নষ্টসংজ্ঞৌ ব্যবস্থিতৌ
ততো ধ্যানগতং তত্র ঈশ্বরং সর্ব্বতোমুখম্।
প্রভবং নিধনং চৈব লোকানাং প্রভুমব্যয়ম্।।
ব্রহ্মাঞ্জলিপুটৌ ভূত্বা তস্মৈ শর্ব্বায় শূলিনে।
মহাভৈরবনাদায় ভীমরূপায় দংষ্ট্রিণে।
অব্যক্তায় মহান্তায় নমস্কারং প্রকুর্ম্মহে ।৩০

নমোহস্তু তে লোকসুরেশ দেব
নমোহস্তু তে ভূতপতে মহান্ত।
নমোহস্তু তে শাশ্বত সিদ্ধযোনে
নমোহস্তু তে সর্ব্বজগৎপ্রতিষ্ঠ।।৩১

পরমেষ্ঠী পরং ব্রহ্ম অক্ষরং পরমং পদম্।
শ্রেষ্ঠস্ত্বং বামদেবশ্চ রুদ্রঃ স্কন্দঃ শিবঃ প্রভুঃ।।৩২
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোঙ্কারঃ পরং পদম্।
স্বাহাকারো নমস্কারঃ সংস্কারঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
স্বধাকারশ্চ জাপ্যশ্চ ব্রতানি নিয়মাস্তথা।
বেদা লোকাশ্চ দেবাশ্চ ভগবানেব সর্ব্বশঃ।।৩৪
আকাশস্য চ শব্দস্ত্বং ভূতানাং প্রভবাব্যয়ম্।
ভূমের্গন্ধো রসশ্চাপাং তেজোরূপং মহেশ্বর।।৩৫
বায়োঃ স্পর্শশ্চ দেবেশ বপুশ্চন্দ্রমসস্তথা।

হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল অনন্তর ব্রহ্মা আমাকে বলিলেন,—এই মহাত্মা লিঙ্গের অন্ত আমরা দর্শন করিব; অতএব আপনি অধোভাগে গমন করুন এবং যতক্ষণ আমি ইহাঁর অন্তসীমা দেখিতে না পাই, ততক্ষণ আমি ঊর্দ্ধদেশেই গমন করিতে থাকি। সেই সময় আমরা উভয়ে এইরূপ স্থির করিয়া ঊর্দ্ধে এবং অধোভাগে গমন করিলাম। অনন্তর সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত আমি অধোদেশে ভ্রমণ করিলাম; কিন্তু তাহার সীমা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলাম না। তখন আমি ভীত হইয়া পড়িলাম। আমার ন্যায় ব্রহ্মাও ক্লান্ত হইয়া তাঁহার অন্ত দর্শন করিতে পারিলেন না। তখন আমার সহিত সেই মহাসলিল সমীপে ব্রহ্মার সাক্ষাৎ হইল। অনন্তর সেই মহাত্মা লিঙ্গের মায়ায় আমরা বিস্মিত এবং মোহিত হইয়া নিতান্ত জড়ের ন্যায় অবস্থান করিলাম। তখন আমরা ধ্যানযোগে সেই সলিল মধ্যে সকল লোকের স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, সর্ব্বতোমুখ, অব্যয়, প্রভু, ঈশ্বরকে দেখিলাম। ব্রহ্মা ও আমি তখন অঞ্জলি বন্ধন করিলাম—করিয়া সেই অব্যক্ত ভয়ঙ্কররূপী, ভীমনাদী, দংষ্ট্রী, শূলপাণি, মহাদেবকে নমস্কার করিলাম বলিলাম,—হে দেব, নিখিল লোকের ঈশ্বর। তোমায় নমস্কার। হে মহান্ ভূতপতে! তোমাকে নমস্কার করি। হে অব্যয়, সিদ্ধযোনে। হে জগৎপ্রতিষ্ঠাকারিন্। তোমায় আমরা নমস্কার করি। তুমি পরব্রহ্ম, তুমি পরমেষ্ঠী, তুমি পরম অক্ষয় এবং তুমিই পরম পদ। তুমি শ্রেষ্ঠ, বামদেব, তুমি রুদ্র, তুমি মঙ্গলময় এবং তুমিই প্রভু স্কন্দ। তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্কার এবং তুমিই পরমপদ ওঙ্কারস্বরূপ। তুমি নিখিল কর্ম্মের স্বাহাস্বরূপ, তুমিই নমস্কার ও সংস্কার তুমি স্বধা, তুমি জাপ্য, এবং তুমিই ব্রত ও নিয়ম। তুমি বেদ, তুমি সুর সকল এবং তুমিই এই দৃশ্যমান লোকসমূহ। তুমি আকাশের শব্দস্বরূপ, তুমি ভূতগণের উৎপত্তি ও অব্যয়। হে মহেশ তুমি ক্ষিতির গন্ধস্বরূপ, জলের রসস্বরূপ এবং তেজঃস্বরূপে বিদ্যমান।২২—৩৫। তুমি বায়ুর স্পর্শস্বরূপ, এবং চন্দ্রের আধার। হে দেবেশ!

বুধো জ্ঞানঞ্চ দেবেশ প্রকৃতৌ বীজমেব চ।।৩৬
ত্বং কর্ত্তা সর্ব্বভূতানাং কালো মৃত্যুর্যমোহন্তকঃ
ত্বং ধারয়সি লোকাংস্ত্রীংস্ত্বমেব সৃজসি প্রভো।।
পূর্ব্বেণ বদনেন ত্বমিন্দ্রত্বঞ্চ প্রকাশসে।
দক্ষিণেন চ বক্ত্রেণ লোকান্ সংক্ষয়সি প্রভো।
পশ্চিমেন তু বক্ত্রেণ বরুণত্বং করোষি বৈ।
উত্তরেণ তু বক্ত্রেণ সৌম্যত্বঞ্চ ব্যবস্থিতম্।।৩৯
রাজসে বহুধা দেব লোকানাং প্রভবাব্যয়ঃ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরুতশ্চাশ্বিনীসুতৌ।।
সাধ্যা বিদ্যাধরা নাগাশ্চারণাশ্চ তপোধনাঃ।
বালখিল্যা মহাত্মানস্তপঃসিদ্ধাশ্চ সুব্রতাঃ।।৪১
ত্বত্তঃ প্রসূতা দেবেশ যে চান্যে নিয়তব্রতাঃ।
উমা সীতা সিনীবালী কুহূর্গায়ত্রিরেব চ।।৪২
লক্ষ্মীঃ কীর্ত্তির্ধৃতির্মেধা লজ্জা কান্তির্বপুঃ স্বধা।
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়া চৈব বাচাং দেবী সরস্বতী।
ত্বত্তঃ প্রসূতা দেবেশ সন্ধ্যা রাত্রিস্তথৈব চ।।৪৩

তুমি প্রকৃতির বীজরূপে বর্ত্তমান। তুমি জ্ঞান এবং তুমিই পণ্ডিত। তুমি নিখিল প্রাণিগণের কর্ত্তা, তুমি মৃত্যু, তুমি কাল, তুমি অন্তক। হে প্রভো! তুমি ত্রিলোক ধারণ করিয়া রহিয়াছ, এবং তুমিই ইহা সৃজন করিতেছ। হে প্রভো! তুমি তোমার পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী বদন দ্বারা ইন্দ্রের কার্য্য করিতেছ, দক্ষিণাননে লোক সকল ক্ষয় কর। পশ্চিমাননে বরুণদেবের কার্য্য সমাধা করিতেছ। এবং তোমার উত্তরাননে সৌম্যভাব বিকশিত। হে দেব! তুমি ভূতগণের প্রভব এবং অব্যয় হইয়া বহুরূপে বিরাজ কর। হে দেবেশ! আদিত্য, অষ্ট বসু, রুদ্রগণ, বায়ু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্য, বিদ্যাধর, নাগগণ, তপোধন, চারণগণ, মহাত্মা বালখিল্য মুনিগণ, সুব্রত সিদ্ধগণ, এবং অন্যান্য নিয়তব্রত সাধুগণ, তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। হে দেবেশ! উমা, সিনীবালী, সীতা, গায়ত্রী, কুহূ, লক্ষ্মী, বাগ্‌দেবী সরস্বতী, কীর্ত্তি, ধৃতি, মেধা, লজ্জা, কান্তি, স্বধা, বপুঃ, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, সন্ধ্যা এবং রাত্রি, এ সকল

সূর্য্যাযুতানামযুতপ্রভাব
নমোহস্তু তে চন্দ্রসহস্রগোচর।
নমোহস্তু তে পর্ব্বতরূপধারিণে
নমোহস্তু তে সর্ব্বগুণাকরায়।।৪৪
নমোহস্তু তে পট্টিশরূপধারিণে
নমোহস্তু তে চর্ম্মবিভূতিধারিণে।
নমোহস্তু তে রুদ্রপিনাকপাণয়ে
নমোহস্তু তে সায়কচক্রধারিণে।।৪৫
নমোহস্তু তে ভস্মবিভূষিতাঙ্গ
নমোহস্তু তে কামশরীরনাশন।
নমোহস্তু তে দেব হিরণ্যবাসসে
নমোহস্তু তে হিরণ্যবাহবে।।৪৬
নমোহস্তু তে দেব হিরণ্যরূপ
নমোহস্তু তে দেব হিরণ্যনাভ।
নমোহস্তু তে নেত্রসহস্রচিত্র
নমোহস্তু তে দেব হিরণ্যরেতঃ।।৪৭
নমোহস্তু তে দেব হিরণ্যবর্ণ
নমোহস্তু তে দেব হিরণ্যগর্ভ।
নমোহস্তু তে দেব হিরণ্যচীর
নমোহস্তু তে দেব হিরণ্যদায়িনে।।৪৮

তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। হে অযুত সূর্য্যপ্রভাশালিন্! তোমায় নমস্কার। হে সহস্র চন্দ্রবৎ দীপ্তিবিশিষ্ট! তোমাকে নমস্কার করি। হে পর্ব্বতরূপিন্ হে সর্ব্বগুণাকর! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি পট্টিশরূপধারী, চর্ম্ম ও বিভূতিভূষণ, তোমাকে নমস্কার। তুমি রুদ্র, পিনাকপাণি, সায়ক ও চক্রধারী, তোমাকে নমস্কার করি। হে বিভূতি-ভূষিতাঙ্গ! হে কামসূদন! তোমাকে নমস্কার করি হে দেব! কনকপাণি! তোমায় নমস্কার করি। স্বর্ণদুকূল, তোমায় নমস্কার হে দেব! সুবর্ণরূপী, হে দেব! পুষ্মনাভ, তোমাকে নমস্কার করি। হে হিরণ্যরেতা! হে সহস্রাক্ষ! তোমায় নমস্কার। ৩৬—৪৭। হে হিরণ্যগর্ভ! হে সুবর্ণকান্তিমন্! তোমাকে নমস্কার করি। হে দেব

নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যমালিনে
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যবাহিনে।
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যবর্দ্ধনে
নমোঽস্তু তে ভৈরবনাদনাদিনে॥৫১
নমোঽস্তু তে ভৈরববেগবেগ
নমোঽস্তু তে শঙ্কর নীলকণ্ঠ।
নমোঽস্তু তে দিব্যসহস্রবাহো
নমোঽস্তু তে নর্ত্তন বাদনপ্রিয়॥৫০

এবং সংস্তূয়মানস্তু ব্যক্তো ভূত্বা মহামতিঃ।
ভাতি দেবো মহাযোগী সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ॥
অভিভাষ্যতদা হৃষ্টো মহাদেবো মহেশ্বরঃ।
বক্ত্রকোটিসহস্রেণ গ্রসমান ইবাম্বরম্॥৫২
একগ্রীবস্ত্বেকজটো নানাভূষণভূষিতঃ।
নানারত্নবিচিত্রাঙ্গো নানামাল্যানুলেপনঃ॥৫৩
পিনাকপাণির্ভগবান্ বৃষভাসন শূলধৃক্।
দণ্ডকৃষ্ণাজিনধরঃ কপালী ঘোররূপধৃক্॥৫৪
ব্যালযজ্ঞোপবীতী চ সুরাণামভয়ঙ্করঃ।
দুন্দুভিস্বননির্ঘোষ পর্জ্জন্যনিনদোপমঃ।
মুক্তো হাসস্তদা তেন নভঃ সর্ব্বমপূরয়ৎ॥৫৫
তেন শব্দেন মহতা বয়ং ভীতা মহাত্মনঃ।
তদোবাচ মহাযোগী প্রীতোঽহং সুরসত্তমৌ॥
পশ্যেতাঞ্চ মহামায়াং ভয়ং সর্ব্বং প্রমুচ্যতাম্
যুবাং প্রসূতৌ গাত্রেষু মম পূর্ব্বং সনাতনৌ॥
অয়ং মে দক্ষিণো বাহুর্ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
বামো বাহুশ্চ মে বিষ্ণুর্নিত্যং যুদ্ধেষু তিষ্ঠতি॥
প্রীতোঽহং যুবয়োঃ সম্যগ্‌বরং দদ্মি যথেপ্সিতম্
ততঃ প্রহৃষ্টমনসৌ প্রণতৌ পাদয়োঃ পুনঃ।
উচতুশ্চ মহাত্মানৌ পুনরেব তদাননৌ॥৫৯
যদি প্রীতিঃ সমুৎপন্না যদি দেয়ো বরশ্চ নৌ।
ভক্তির্ভবতু নো নিত্যং ত্বয়ি দেব সুরেশ্বর॥

ভগবানুবাচ।

এবমস্তু মহাভাগৌ সৃজতাং বিবিধাঃ প্রজাঃ।
এবমুক্ত্বা স ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।৬০

সুবর্ণবল্কলধারিন্! হে দেব! হিরণ্যনায়ক! তোমায় নমস্কার। হে দেব! স্বর্ণমালিন্! হে দেব! ভৈরবনাদ, তোমাকে নমস্কার করি। হে শঙ্কর! হে নীলকণ্ঠ! হে ভীমবেগ! তোমায় নমস্কার। হে সহস্রবাহো! হে নর্ত্তনবাদ্যপ্রিয়! তোমাকে নমস্কার করি সেই কোটীসূর্য্যসম প্রভাশালী, মহামতি, মহাযোগী, দেব, এইরূপে স্তুত হইয়া উজ্জ্বলাকারে শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবগণের অভয়দাতা, ভুজগরূপ যজ্ঞসূত্র, কপাল, কৃষ্ণাজিন ও ভয়ঙ্কর রূপধারী, শূল ও দণ্ডপাণি, বৃষভবাহন, পিনাকপাণি, বিবিধ মাল্য ও চন্দন-ভূষিত, নানাবিধ চিত্রবিচিত্রাঙ্গ বিবিধ ভূষণে বিভূষিত, এক গ্রীবা ও এক জটা-শালী, ভগবান্ মহেশ্বর, মহাদেব তখন সহস্রকোটি বদন ব্যাদানপূর্ব্বক দুন্দুভিনির্ঘোষ বা মেঘগম্ভীর নাদে হাস্য করিয়া সমস্ত আকাশ মণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন। মনে হইল যেন, তিনি সমস্ত জলনিধি গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। মহাত্মা শঙ্করের সেই হাস্যশব্দে আমরা ভীত হইলাম। তখন মহাযোগী বলিলেন,—হে সুরসত্তম! আমি প্রীত হইয়াছি। তোমরা ভয় পরিহার কর। তোমরা সনাতনমূর্ত্তি—আমারই শরীর হইতে পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিলে। এই আমার দক্ষিণ বাহু লোকপিতামহ ব্রহ্মা আর এই নিয়ত যুদ্ধাদিকার্য্যে ব্যাপৃত বামবাহু বিষ্ণু। আমি তোমাদের প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তোমাদিগকে আমি অভিলষিত বর প্রদান করিব।৪৮—৫৮। অনন্তর আমরা প্রহৃষ্টমনে পুনরপি তাঁহার চরণে প্রণত হইলাম এবং বলিলাম,—হে সুরেশ্বর! দেব! যদি আমাদের প্রতি আপনার প্রসন্নতা হইয়া থাকে, যদি আপনি আমাদিগকে বর দেন, তবে আপনাতে যেন নিত্য আমাদের ভক্তি থাকে। ভগবান বলিলেন,—হে মহাভাগ, তাহাই হউক, তোমরা বিবিধ প্রজা সৃজন কর। ভগবান্

এবমেব ময়োক্তো বঃ প্রভাবস্তস্য যোগিনঃ
তেন সর্ব্বমিদং সৃষ্টং হেতুমাত্রা বয়ং ত্বিহ। ৬১
এতদ্ভিন্নমজ্ঞাতমব্যক্তং শিবসংজ্ঞিতম্।
অচিন্ত্যং তদদৃশ্যঞ্চ পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ। ৬৩
তস্মৈ দেবাধিপত্যায় নমস্কারং প্রযুঞ্জহে।
যেন সূক্ষ্মমচিন্ত্যঞ্চ পশ্যতি জ্ঞানচক্ষুষঃ। ৬৪
মহাদেব নমস্তেঽস্তু মহেশ্বর নমোঽস্তু তে।
সুরাসুরবরশ্রেষ্ঠ মনোহংসে নমোঽস্তু তে। ৬৫

সূত উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বিবিশ সর্ব্বে সুরাঃ স্বং স্বং নিবেশনম্
নমস্কারং প্রযুঞ্জানাঃ শঙ্করায় মহাত্মনে। ৬৬
ইমং স্তবং পঠেদ্যস্তু ঈশ্বরস্য মহাত্মনঃ
~~কামাংশ্চ লভতে সর্ব্বান্ পাপেভ্যশ্চ বিমুচ্যতে~~
এতৎসর্ব্বং সদা তেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
মহাদেবপ্রসাদেন উক্তং ব্রহ্ম সনাতনম্।

এই কথা বলিয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন। সেই যোগী পুরুষের প্রভাব এই আপনাদের নিকট আমি বলিলাম। তিনিই এই সমস্ত নিখিল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা কেবল ইঁহার হেতুমাত্র। জ্ঞানিগণই এই অব্যক্ত, অজ্ঞাত, শিব-সংজ্ঞক, অচিন্ত্য ও অদৃশ্য যোগী পুরুষকে দর্শন করিয়া থাকেন। দেবাধিপতি সেই শঙ্করকে আপনারা নমস্কার করুন। সেই সূক্ষ্মতম, অচিন্ত্য, ঈশ্বর একমাত্র জ্ঞানীজনেরই দর্শন-যোগ্য। হে মহেশ্বর, মহাদেব! তোমাকে নমস্কার করি। হে সুরাসুর শ্রেষ্ঠ হে মনোহংস! তোমায় নমস্কার। সূত কহিলেন,—ইহা শ্রবণ করিয়া সুরসকল মহাত্মা শঙ্করকে নমস্কার করিতে করিতে নিজ নিজ আবাসে গমন করিলেন। মহাত্মা ঈশ্বরের এই স্তব যে পাঠ করে, সে সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হয় এবং নিখিল পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ প্রভবিষ্ণু মহাদেবের প্রসাদেই এই সকল বার্ত্তা তখন বলিয়াছিলেন

এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং ময়া মাহেশ্বরং বলম্। ৬৮

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে লিঙ্গোদ্ভব-স্তবো নাম পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৫৫॥

ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়।

শাংশপায়ন উবাচ।

অগাৎ কথমমাবাস্যাং মাসি মাসি দিবং নৃপঃ।
ঐলঃ পুরূরবাঃ সূত কথং বাতর্পয়ৎ পিতৄন্ ॥১

সূত উবাচ।

তস্য চাহং প্রবক্ষ্যামি প্রভাবং শাংশপায়ন।
ঐলস্যাদিত্যসংযোগং সোমস্য চ মহাত্মনঃ ॥২
অপাং সারময়স্যেন্দোঃ পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ
হ্রাসবৃদ্ধী পিতৃমতঃ পক্ষস্য চ বিনির্ণয়ঃ। ৩
সোমাচ্চৈবামৃতপ্রাপ্তিঃ পিতৄণাং তর্পণং তথা।
কব্যাদেষ্বাত্তসোমানাং পিতৄণাঞ্চৈব দর্শনম্ ॥
যথা পুরূরবাশ্চৈনস্তর্পয়ামাস বৈ পিতৄন্।

তাই আমি আপনাদের নিকট মহাদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিলাম। ৫৯—৬৮।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৫।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

শাংশপায়ন বলিলেন,—হে সূত! ইলাপুত্র নরপতি পুরূরবা কিরূপে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন এবং প্রতিমাসীয় অমাবস্যায় কিরূপেই বা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিতেন? সূত উত্তর করিলেন—হে শাংশপায়ন! সেই মহাত্মা ইলাতনয়ের প্রভাব, চন্দ্রমার সূর্য্যসংযোগ, জলের সারভূত চন্দ্র, শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের হ্রাসবৃদ্ধি, এতদুভয়ের কোন্ পক্ষ পিতৃগণের সম্মত, চন্দ্রের অমৃতপ্রাপ্তি, পিতৃগণের তর্পণ, কাব্যবাহ অগ্নি ও পিতৃগণের দর্শন এবং পুরূরবা কর্ত্তৃক পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন ও পর্ব্ব সকল

এতৎসর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি পর্ব্বাণি চ যথাক্রমম্ ।।৫
যদা তু চন্দ্রসূর্য্যৌ তৌ নক্ষত্রেণ সমাগতৌ।
অমাবাস্যাং নিবসত একরাশ্যেকমণ্ডলে।।৬
স গচ্ছতি তদা দ্রষ্টুং দিবাকরনিশাকরৌ।
অমাবস্যামমাবাস্যাং মাতামহপিতামহৌ।
অভিবাদ্য তদা তত্র কালাপেক্ষঃ প্রতীক্ষতি
প্রসীদমানাৎ সোমাচ্চ পিত্র্যর্থং তৎপরিস্রবম্।
ঐলঃ পুরূরবা বিদ্বান্ মাসি মাসি প্রযত্নতঃ।
উপাস্তে পিতৃমন্তং তং সমোমং স দিবা স্থিতঃ
দ্বিলবং কুহুমাত্রঞ্চ তে উভে তু বিচার্য্য সঃ।
সিনীবালী প্রমাণেন সিনীবালীমুপাসকঃ।।৯
কুহুমাত্রাং কলাঞ্চৈব জ্ঞাত্বোপাস্তে কুহুং পুনঃ
স তদা ভানুমত্যেককালাবেক্ষী প্রপশ্যতি ।।১০
সুধামৃতং কুতঃ সোমাৎ প্রস্রবেন্মাসতৃপ্তয়ে।
দশভিঃ পঞ্চভিশ্চৈব সুধামৃতপরিস্রবৈঃ।।১১
কৃষ্ণপক্ষে তদা পীত্বা দুহ্যমানং তদাংশুভিঃ।
সদ্যঃ প্রক্ষরতা তেন সৌম্যেন মধুনা চ সঃ।।
নির্ব্বাপণার্থং দত্তেন পিত্র্যেণ বিধিনা নৃপঃ।
সুধামৃতেন রাজেন্দ্রস্তর্পয়াস বৈ পিতৄন্ ।।১৩
সৌম্যা বর্হিষদঃ কাব্যা অগ্নিষ্বাত্তাস্তথৈব চ।।
ঋতুরগ্নিস্তু যঃ প্রোক্তঃ স তু সংবৎসরো মতঃ
জজ্ঞিরে হ্যতবস্তস্মাদৃতুভ্যশ্চার্ত্তবাশ্চ যে।।১৪
আর্ত্তবা হ্যর্দ্ধমাসাখ্যাঃ পিতরো হ্যব্দসূনবঃ
ঋতুঃ পিতামহা মাসা ঋতুশ্চৈবাব্দসূনবঃ।।১৫
প্রপিতামহাস্তু বৈ দেবাঃ পঞ্চাব্দা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ
সৌম্যাস্তু সৌম্যজা জ্ঞেয়াঃ কাব্যা জ্ঞেয়াঃ
কবেঃ সুতাঃ।।১৬
উপহূতাঃ স্মৃতা দেবাঃ সোমজাঃ সোমপাস্তথা।
আজ্যপাস্তু স্মৃতাঃ কাব্যাস্তৃপ্যন্তি পিতৃজাতয়ঃ
কাব্যা বর্হিষদশ্চৈব অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ তে ত্রিধা।
গৃহস্থা যে চ যজ্বান ঋতুর্বর্হিষদো ধ্রুবম্।।১৮
গৃহস্থাশ্চাপি যজ্বানো অগ্নিষ্বাত্তাস্ত্বথার্ত্তবাঃ।
অষ্টকাপতয়ঃ কাব্যাঃ পঞ্চাব্দাস্তান্নিবোধত ।।১৯

যথাক্রমে তৎসমস্ত নিশ্চয়রূপে কীর্ত্তন করিতেছি। যে সময় চন্দ্র ও সূর্য্য একরাশিতে ও সমান নক্ষত্র এবং একই মণ্ডলে মিলিত হন, সেই সময়ের নাম অমাবস্যা; পুরূরবাঃ প্রতি অমাবস্যাতেই মাতামহ ও পিতামহরূপী সূর্য্য ও চন্দ্রের দর্শনার্থ গমন করিতেন এবং তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক সময় প্রতীক্ষণ করিতেন; ইলাতনয় বিদ্বান্ পুরূরবাঃ স্বর্গে অবস্থানপূর্ব্বক প্রতি মাসেই ঐ অমাবস্যার সময় যত্নপূর্ব্বক পিতৃযান সোমের উপাসনা করিতেন। তখন তাঁহার উপাসনায় চন্দ্র প্রসন্ন হইলে পিতৃগণের জন্য অমৃত ক্ষরিত হইত। সেই উপাসক পুরূরবাঃ সম্পূর্ণ অমাবস্যার স্থিতি এবং ঐ অমাবস্যার চতুর্দ্দশী ও প্রতিপদ্‌যুক্ত কাল ও লবদ্বয়, এই উভয়কাল উপাসনার উপযুক্ত মনে করিয়া অমাবস্যার ও কুহুকলার উপাসনা করিতেন; কেন না, ঐ সময়েই চন্দ্র ও সূর্য্য একত্র মিলিত হন। পিতৃগণের মাস তৃপ্তির জন্য সূর্য্য শুক্লপক্ষে পঞ্চদশ কিরণ দ্বারা চন্দ্রের সুধামৃত পূরণ করেন, কৃষ্ণপক্ষে আবার স্বীয় পঞ্চদশ কিরণধারা দ্বারা চন্দ্র হইতে দুহ্যমান ঐ সুধামৃত গ্রহণ করিয়া থাকেন। নৃপবর পুরূরবা ঐ সদ্যঃ ক্ষরিত সোমামৃত দ্বারা পিত্র্য বিধি অনুসারে নির্ব্বাপণ দান করিয়া পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। ১—১৩। সৌম্য, বর্হিষদ, কাব্য, অগ্নিষ্বাত্ত, ঋতু, অগ্নি প্রভৃতি যাহা কথিত হইয়াছে, ইহারা একটী সংবৎসর। সংবৎসর হইতে ঋতু হইয়াছে, ঋতু হইতে অয়ন। বৎসর হইতে সমুদ্ভূত এই ষষ্ঠ মাসাত্মক অয়নও একরূপ পিতৃগণ। বৎসর হইতে জাত যে মাসদ্বয়াত্মক ঋতু, উহা পিতৃগণ। ব্রাহ্ম কল্পের দেবমানে যে পাঁচ বৎসর, উহা প্রপিতামহগণ; সোমপায়িগণ হইতে সৌম্য পিতৃগণ। ভৃগুর তনয়গণ সোমপায়ী। সৌম্যদিগকে উপহূতও বলা যায়। কাব্য পিতৃগণ আজ্যপানে পরিতৃপ্ত হন। কাব্য, বর্হিষদ ও অগ্নিষ্বাত্ত এই পিতৃত্রয়ের ভেদ যথা,—যাগশীল গৃহস্থ ও ঋতু, ইহাঁরা বর্হিষদ, গৃহস্থ যাগশীল ও অয়ন ইহাঁরা

এবং সংবৎসরো হ্যগ্নিঃ সূর্য্যস্তু পরিবৎসরঃ।
সোম ইদ্বৎসরঃ প্রোক্তো বায়ুশ্চৈবানুবৎসরঃ।
রুদ্রস্তু বৎসরস্তেষাং পঞ্চাব্দা যে যুগাত্মকাঃ।
কেশশ্চৈবোষ্মপাশ্চৈব দিবাকীর্ত্ত্যাশ্চ তে স্মৃতাঃ
এতে পিবন্ত্যমাবাস্যাং মাসি মাসি সুধাং দিবি।
তাংস্তেন তর্পয়ামাস যাবদাসীৎ পুরূরবাঃ।।২২
সম্যক্ প্রস্রবতে সোমান্মাসি মাসি নিবোধত।
তস্মাৎ সুধামৃতং তদ্বৈ পিতৄণাং সোমপায়িনাম্
এবং তদমৃতং সৌম্যং সুধা চ মধু চৈব হ।
কৃষ্ণপক্ষে যথা চেন্দোঃ কলাঃ পঞ্চদশ ক্রমাৎ।।
পিবন্ত্যম্বুময়ীর্দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশত্তু ছন্দজাঃ।
পীত্বা চ মাসং গচ্ছন্তি চতুর্দশ্যাং সুধামৃতম্।।২৫
ইত্যেবং পীয়মানস্তু দৈবতৈশ্চ নিশাকরঃ
সমাগচ্ছদমাবাস্যাং ভাগে পঞ্চদশে স্থিতঃ।।
সুষুম্নাপ্যায়িতং চৈব অমাবাস্যাং যথাক্রমম্।
পিবন্তি দ্বিকলং কালং পিতরস্তে সুধামৃতম্।।
ততঃ পীতক্ষয়ে সোমে সূর্য্যোঽসাবেকরশ্মিনা
আপ্যায়য়ৎ সুষুম্নেন পিতৄণাং সোমপায়িনাম্।।
নিঃশেষায়াং কলায়ান্তু সোমমাপ্যায়য়ৎ পুনঃ
সুষুম্নাপ্যায়মানস্য ভাগং ভাগমহঃক্রমাৎ।।
কলাঃ ক্ষীয়ন্তি তাঃ কৃষ্ণাঃ শুক্লাশ্চাপ্যায়য়ন্তি
তম্।।২৯
এবং সূর্য্যস্য বীর্য্যেণ চন্দ্রস্যাপ্যায়িতা তনুঃ।
দৃশ্যতে পৌর্ণমাস্যাং বৈ শুক্লঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ।
সংসিদ্ধিরেবং সোমস্য পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ।।
ইত্যেষ পিতৃমান সোমঃ স্মৃত ইদ্বৎসরঃ ক্রমাৎ
ক্রান্তঃ পঞ্চদশৈঃ সার্দ্ধং সুধামৃতপরিস্রবৈঃ।
অতঃ পার্ব্বাণি বক্ষ্যামি পর্ব্বণাং সন্ধয়স্তথা।
গ্রন্থিমন্তি যথা পর্ব্বাণীক্ষুবেণ্বোর্ভবন্ত্যুত।।৩২
তথার্দ্ধমাসপর্ব্বাণি শুক্লকৃষ্ণানি বৈ বিদুঃ।

অগ্নিষ্বাত, অষ্টাকাজাতি কাব্যগণ; ইঁহাদের পাঁচটী বৎসর আছে, তাহা শ্রবণ করুন। অগ্নি ইঁহাদের বৎসর, সূর্য্য, পরিবৎসর চন্দ্র ইদ্বৎসর আর বায়ু অনুবৎসর এবং যুগাত্মক পঞ্চাব্দ পিতৃগণের বৎসর রুদ্র বলিয়া কথিত হয়। কেশ, উষ্মপা ও দিবাকীর্ত্তি বলিয়া যে সকল পিতৃগণ কথিত হন, তাঁহারা প্রতিমাসেই স্বর্গে সুধাপান করিয়া থাকেন। গগনতলবাসী এই সমস্ত দেবগণ প্রতিমাসে অমাবস্যাতে সুধা পান করেন। মহাত্মা পুরূরবা তথায় যতক্ষণ থাকেন, তাবৎ ইঁহাদিগকে তর্পণ দ্বারা সন্তোষিত করেন। সোম হইতে মাসে মাসে ক্ষরিত হয় বলিয়া বোধিত হওয়া প্রযুক্ত সুধানাম বিনির্ম্মিত হইয়াছে। উহাই সোমপায়ী পিতৃলোকের অমৃত।১৪—২৩। ছন্দোজাত ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা এই প্রকারে কৃষ্ণপক্ষে সোমের পঞ্চদশ কলাগত জলময় সুধা অমৃত ও মধু পান করিয়া মাসান্তে চতুর্দ্দশীতে প্রস্থান করেন। নিশাকর দেবগণ কর্ত্তৃক এইভাবে পীত হইয়া কলামাত্রে অবশিষ্ট থাকেন। পরন্তু সেই পঞ্চদশী কলা, সূর্য্যের সুষুম্না-কিরণে পুনরায় ক্রমশঃ আপ্যায়িত হইতে থাকে। অমাবস্যাতে পিতৃগণ দুই কলামাত্র কাল সেই সোমকলা পান করেন। পিতৃগণের পানবিশেষে সূর্য্য আবার সুষুম্না রশ্মি দ্বারা চন্দ্রকে আপূরণ করিয়া থাকেন। পিতৃগণ পান করিয়া যেমন চন্দ্রকলা নিঃশেষিত করেন, সূর্য্যও আবার তেমনই সুষুম্না দ্বারা উহাকে পরিপূরণ করেন। তাহাতে প্রতিদিন চন্দ্রের এক এক কলা পরিপূর্ণ হইতে থাকে। এই প্রকারে সূর্য্যের প্রভাবে, কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীয়মাণ চন্দ্রের কলা সকল শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাহাতে পৌর্ণমাসীতে চন্দ্র পূর্ণ মণ্ডলাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির এইরূপই নিয়ম। ইদ্বৎসরাত্মক পিতৃমান্ সোমের পঞ্চদশবিধ সুধামৃত ক্ষরণ বিবরণ এই কথিত হইল।২৪—৩১। অতঃপর পর্ব্ব ও পর্ব্বসন্ধি সকলের উল্লেখ করিতেছি। ইক্ষু ও বেণুর গ্রন্থির ন্যায় কালেরও যে সকল গ্রন্থি আছে, তাহাই পর্ব্ব-পদবাচ্য। শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষে অর্দ্ধ মাসেও

পূর্ণিমাবাস্যয়োর্ভেদৈর্গ্রন্থিবী সন্ধয়শ্চ বৈ।।৩৩
অর্দ্ধমাসাস্তু পর্ব্বাণি তৃতীয়া প্রভৃতীনি তু।
অগ্ন্যাধানক্রিয়া যস্মাৎ ক্রিয়তে পর্ব্বসন্ধিষু।।৩৪
সায়াহ্নে হ্যনুমত্যাসৌ যৌ লবৌ কাল উচ্যতে
লবৌ দ্বাবেব রাকায়াঃ কালো জ্ঞেয়োঽপরাহ্নকঃ
প্রতিপৎ কৃষ্ণপক্ষস্য কালেতীতেঽপরাহ্নিকঃ।
সায়াহ্নে প্রতিপচ্চৈব স কালঃ পৌর্ণমাসিকঃ।।
ব্যতীপাতে স্থিতে সূর্য্যে লেখোর্দ্ধন্তু যুগান্তরে
যুগান্তরোদিতে চৈব লেখোর্দ্ধং শশিনঃ ক্রমাৎ
পৌর্ণমাসে ব্যতীপাতে যদীক্ষেতে পরস্পরম্
যস্মিন্ কালে স সোমার্কে স ব্যতীপাত এব তু
কালং সূর্য্যস্যনির্দ্দেশং দৃষ্ট্বা সংখ্যা তু সর্পতি
ন চৈব কস্য ক্রিয়াকালাঃ কালাৎ শক্যা নিশীয়তে
পূর্ণেন্দোঃ পূর্ণপক্ষে তু রাত্রিসন্ধিষু পূর্ণিমা।
যস্মাত্তামনুপশ্যন্তি পিতরো দৈবতৈঃ সহ।
তস্মাদনুমতির্নাম পূর্ণিমা প্রথমা স্মৃতা। ৪০
অত্যর্থং ভ্রাজতে যস্মাৎ পৌর্ণমাস্যাং নিশাকরঃ
রঞ্জনাচ্চৈব চন্দ্রস্য রাকেতি কবয়ো বিদুঃ।।৪১
অমা বসেতামৃক্ষে তু যদা চন্দ্রদিবাকরৌ।
একাং পঞ্চদশীং রাত্রিমমাবাস্যা ততঃ স্মৃতা।।৪২
ততোঽপরস্য চৈর্ব্যক্তঃ পৌর্ণমাসাং নিশাকরঃ
যদীক্ষেতে ব্যতীপাতে দিবা পূর্ণৌ পরস্পরম্
চন্দ্রার্কাবপরাহ্নে তু পূর্ণাত্মানৌ তু পূর্ণিমা।।৪৩
বিচ্ছিন্নাং তামমাবাস্যাং পশ্যতশ্চ সমাগতৌ।
অন্যোন্যং চন্দ্রসূর্য্যৌ তৌ যদা তদ্দর্শ উচ্যতে
দ্বৌ দ্বৌ লবাবমাবাস্যাং যঃ কালঃ পর্ব্বসন্ধিষু
দ্ব্যক্ষরং কুহমাত্রং তু এবং কালস্তু স স্মৃতঃ।
নষ্টচন্দ্রাপ্যমাবাস্যা মধ্যসূর্য্যেণ সঙ্গতা।।৪৫
দিবসার্দ্ধেন রাত্র্যর্দ্ধং সূর্য্যং প্রাপ্য তু চন্দ্রমাঃ।
সূর্য্যেণ সহসা মুক্তং গত্বা প্রাতস্তনোৎসবৌ।

তাদৃশ কতগুলি পর্ব্ব বিদ্যমান। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার ভেদ গ্রন্থি ও সন্ধি সকল জ্ঞাতব্য ফলতঃ অর্দ্ধমাসে তৃতীয়াদি পর্ব্ব সকল প্রসিদ্ধ। পর্ব্বসন্ধিকালে অগ্ন্যাধানাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান বিহিত আছে। সায়াহ্ন কালে অনুমতির দুই লব এবং অপরাহ্ন কালে রাকার দুই লব কালক্রিয়ার্হ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ্ যদি অপরাহ্ন কালে প্রবৃত্ত হয়, তবে সে কাল কৃষ্ণপক্ষ বলিয়াই গণ্য; পরন্তু সায়াহ্ন প্রতিপদের প্রবৃত্তি হইলে সেই কাল পৌর্ণমাসিক বলিয়াই জ্ঞাতব্য। চন্দ্র ও সূর্য্য পরস্পর যুগ মাত্র ব্যবধানে থাকিয়া বিষুব রেখার ঊর্দ্ধ সমসূত্রপাতে উদিত হইলে পরস্পরের দর্শন হয়। ইহারই নাম ব্যতীপাত। পৌর্ণমাসীতেও ঐরূপই পরস্পরের দৃষ্টি হইয়া থাকে। সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়াই কালের বিশেষ সংখ্যা কল্পিত। সূর্য্য দ্বারাই কালের উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপিত হয় এবং কালবশেই সৎ ক্রিয়াদির প্রবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। যে রজনীতে চন্দ্রমা পূর্ণকলেবরে প্রকাশ পান, তাহাকে পূর্ণিমা বলে। যে পূর্ণিমায় চন্দ্র এক কলা অপূর্ণ অবস্থায় প্রকাশ পান, সেই পূর্ণিমাকে অনুমতি বলা যায়। পিতৃগণ, দেবগণ সহ উহাকে অনুদর্শন করেন; এজন্য সেই পূর্ণিমাকে অনুমতি নামে অভিহিত করা যায়। যে পূর্ণিমাতে চন্দ্র পূর্ণমণ্ডলে প্রকাশ পান, তাহাকে রাকা বলে। যে পৌর্ণমাসীতে চন্দ্র অত্যন্ত দীপ্তিবিকাশ করেন, এবং রঞ্জিত হয়েন, তাহাকে রাকা বলে। একমাত্র পঞ্চদশী রাত্রিতে চন্দ্র ও সূর্য্য 'অমা' অর্থাৎ একত্র এক নক্ষত্রে বাস করেন, এজন্য সেই তিথিকে অমাবস্যা বলে। ইহার পর আবার চন্দ্র-সূর্য্য পরস্পর পৃথক্ হয়েন। যে দিন অপরাহ্ন কালে চন্দ্র সূর্য্য পূর্ণরূপে ব্যতীপাতবৎ পরস্পরকে দর্শন করেন, তাহাই পূর্ণিমা।৩২—৪৩। যে বিচ্ছিন্ন অমাবস্যাতে চন্দ্র সূর্য্য পরস্পরকে মিলিত হইয়া পরস্পরকে দর্শন করেন, তাহাকে দর্শন বলে। পর্ব্বসন্ধি অমাবস্যা ও কুহু ইহাদিগের দুই লবপরিমিত কালই ও কুহু ইহাদিগের দুই লবপরিমিত কালই বিশেষ ক্রিয়াযোগ্য। মধ্যভাগে সূর্য্য সহ সঙ্গত হইয়া, অমাবস্যা চন্দ্রহীনরূপে প্রকাশ পান দিবসার্দ্ধাবধি

তৌ কালৌ সমতীতৌ তু মধ্যাহ্নে নিপতেদ্রবিঃ।
প্রতিপচ্ছুক্লপক্ষস্য চন্দ্রমাঃ সূর্য্যমণ্ডলাৎ।
নির্ম্মুচ্যমানয়োর্মধ্যে তয়োর্মণ্ডলয়োস্তু বৈ ॥৪৭
স সদা হ্যাহুতঃ কালো দর্শস্য চ বষট্‌ক্রিয়া।
এতদৃতুমুখং জ্ঞেয়মমাবাস্যাস্য পর্ব্বণঃ ॥৪৮
দিবা পর্ব্বণ্যমাবাস্যাং ক্ষীণেন্দৌ বহুলে তু বৈ
তস্মাদ্দিবা হ্যমাবস্যাং গৃহ্যতেঽসৌ দিবাকরঃ।
গৃহ্যতে বৈ দিবা হ্যস্মাদমাবাস্যাং নিবিষ্টয়োঃ ॥
কলানামপি বৈ তাসাং বর্ত্তমান্যাজড়াত্মকৈঃ।
তিথীনাং নামধেয়ানি বিদ্বদ্ভিঃ সংজ্ঞিতানি বৈ ॥
দর্শয়েতামথান্যোন্যং সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ।
নিষ্ক্রামত্যথ তেনৈব ক্রমশঃ স্পৃশতে শশী।
দ্বিলবেন হ্যহোরাত্রং ভাস্করং স্পৃশতে শশী।
স তদা হ্যাহুতঃ কালো দর্শস্য চ বষট্‌ক্রিয়া ॥
কুহ্বেতি কোকিলেনোক্তো যঃ কালঃ পরি-
চিহ্নিতঃ।
তৎকালসংজ্ঞিতা যস্মাদমাবাস্যা কুহূঃ স্মৃতা।

সিনীবালী প্রমাণেন ক্ষীণশেষো নিশাকরঃ।
অমাবাস্যাং বিশত্যর্কং সিনীবালী ততঃ স্মৃতা
অনুমত্যাঃ সরাকায়াঃ সিনীবালী কুহূস্তথা।
এতাসাং দ্বিলবঃ কালঃ কুহুমাত্রা কুহূস্তথা।
ইত্যেষ পর্ব্বসন্ধীনাং কালো বৈ দ্বিলবঃ স্মৃতঃ
পর্ব্বণঃ পর্ব্বকালস্তু তুল্যো বৈ তু বষট্‌ক্রিয়া।
চন্দ্রসূর্য্যব্যতীপাতে উভে তে পূর্ণিমে স্মৃতে ॥
প্রতিপৎপঞ্চদশ্যোশ্চ পর্ব্বকালো দ্বিমাত্রকঃ।
কালঃ কুহূ সিনীবাল্যোঃ সমুদ্রো দ্বিলবঃ স্মৃতঃ
অর্কাগ্নিমণ্ডলে সোমে পর্ব্বকালঃ কলাশ্রয়ঃ।
এবং স শুক্লপক্ষে বৈ রজন্যাঃ পর্ব্বসন্ধিষু ॥৫৮
সম্পূর্ণমণ্ডলঃ শ্রীমাংশ্চন্দ্রমা উপরজ্যতে।
যস্মাদাপ্যায়তে সোমঃ পঞ্চদশ্যাং তু পূর্ণিমা।
দশভিঃ পঞ্চভিশ্চৈব কলাভির্দিবসক্রমাৎ।
তস্মাৎ কলাঃ পঞ্চদশী সোমে নাস্তি তু ষোড়শী
তস্মাৎ সোমস্য ভবতি পঞ্চদশ্যাং মহাক্ষয়ঃ ॥৬০

যামার্দ্ধ পর্য্যন্ত, সূর্য্য চন্দ্র সহ মিলিত থাকিয়া পরে চন্দ্রকে পরিত্যাগ করেন। প্রাতঃকালীন দুই কলাত্মক কাল পর্য্যন্ত চন্দ্রমণ্ডল হইতে দূরে অপসৃত হয়েন। শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ্ তিথিতে চন্দ্রমা সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিযুক্ত হয়েন চন্দ্র সূর্য্যের পরস্পর সঙ্গ ত্যাগকালীন দ্বিলবকালই আহুতি ও বষট্‌ক্রিয়াদির জন্য প্রশস্ত। ইহারই নাম ঋতুমুখ। ইহাদিগের মধ্যে অমাবস্যাই প্রধান পর্ব্ব। সূর্য্যকিরণাকৃষ্ট চন্দ্রের ক্ষয় প্রযুক্ত যখন দিবাভাগেই অমাবস্যায় ক্ষয় হয়, তখন দেবগণও সূর্য্যে আবিষ্ট হয়েন। অভিমানময় জড়াত্মক কলাসমূহই তিথি নামে সুধীজনসমাজে প্রসিদ্ধ। অমাবস্যাতে চন্দ্র সূর্য্য পরস্পর মিলিত ভাবে প্রকাশিত হয়েন, পরে চন্দ্র ক্রমে ক্রমে সূর্য্যমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়েন। চন্দ্র, দুই লব কাল মাত্র সূর্য্যমণ্ডল স্পর্শ করেন। সেই কালই অমাবস্যা-নিমিত্তক আহুতি ও বষট্‌ক্রিয়ায় বিহিত। সে কালে কোকিলগণ 'কুহু' শব্দ করে, অমাবস্যাও তৎকালসম গুণসম্পন্ন বলিয়া 'কুহু' নামে বিখ্যাত। যে অমাবস্যায় নিশাকর, সিনীবালী পরিপরিমাণে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়েন, তাহা সিনীবালী নামে প্রসিদ্ধ। অনুমতি, রাকা, সিনীবালী ও কুহু, ইহাদিগের সকলেরই দুই লব মাত্র কাল প্রশস্ত। হে মুনিগণ! পর্ব্বসন্ধির কালের তাৎপর্য্যার্থ এই প্রকটিত হইল। সকল পর্ব্বেরই পর্ব্ববিহিত কাল বষট্‌কারাদি কার্য্যে সদৃশ ফলোপধায়ক। প্রতিপদ ও পঞ্চদশীর পর্ব্বকাল দুই মাত্রা মাত্র। কুহু এবং সিনীবালীর পর্ব্বকাল দ্বিলব মাত্র। চন্দ্র যখন সূর্য্যের অগ্নিমণ্ডল-মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন পর্ব্বকাল এক কলা মাত্র। চন্দ্র শুক্লপক্ষে পর্ব্বসন্ধিকালে রজনীতে সম্পূর্ণ মণ্ডলে প্রকাশমান হয়েন চন্দ্র প্রতিদিন এক এক কলা করিয়া বৃদ্ধি লাভ করত পূর্ণিমা তিথিতে পঞ্চদশ কলায় পরিপূর্ণকায় প্রাপ্ত হয়েন। ইহা দ্বারাই চন্দ্র যে পঞ্চদশ কলাত্মক, তাঁহাতে যে ষোড়শ কলা নাই; ইহা

ইত্যেতে পিতরো দেবাঃ সোমপাঃ সোম-
বর্দ্ধনাঃ।
আর্ত্তবা ঋতবো যস্মাত্তে দেবা ভাবয়ন্তি চ।।
অতঃ পিতৄন্ প্রবক্ষ্যামি মাসশ্রাদ্ধভুজস্তু যে।
তেষাং গতিং চ সত্বং চ গতিং শ্রাদ্ধস্য চৈব হি
ন মৃতানাং প্রসিদ্ধেন কিং পুনর্মাংসচক্ষুষা।।৬৩
তপসাপি প্রসিদ্ধেন কিং পুনর্মাংসচক্ষুষা।।৬৩
শ্রাদ্ধদেবান্ পিতৄনেতান্ পিতরো লৌকিকাঃ
স্মৃতাঃ।
দেবাঃ সৌম্যাশ্চ যজ্বানঃ সর্ব্বে চৈব হ্যযোনিজাঃ
দেবাস্তে পিতরঃ সর্ব্বে দেবাস্তান্ ভাবয়ন্ত্যত
মনুষ্যাঃ পিতরশ্চৈব তেভ্যোঽন্যে লৌকিকাঃ
স্মৃতাঃ।।৬৫
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
যজ্বানো যে তু সোমেন সোমবন্তস্তু তে স্মৃতাঃ
যে যজ্বানঃ স্মৃতাস্তেষাং তে বৈ বর্হিষদঃ স্মৃতাঃ
কর্ম্মস্বেতেষু যুক্তাস্তে তৃপ্যন্ত্যাদেহসম্ভবাৎ।।
অগ্নিষ্বাত্তাঃ স্মৃতাস্তেষাং হোমিনো যাজ্য-
যাজিনঃ
তেষাং তে ধর্ম্মসাধর্ম্যাৎ স্মৃতা সা যেজ্যাকে-
র্দ্বিজৈঃ।।৬৮
যে বাপ্যাশ্রমধর্ম্মেণ প্রস্থানেষু ব্যবস্থিতাঃ।।
অন্তে চ নৈব সীদন্তি শ্রদ্ধাযুক্তেন কর্ম্মণা
ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা যজ্ঞেন প্রজয়া চ বৈ।।৬৯
শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়া চৈব প্রদানেন চ সপ্তধা।
কর্ম্মস্বেতেষু তে যুক্তা ভবন্ত্যাদেহপাতনাৎ।
দেবৈস্তৈঃ পিতৃভিঃ সার্দ্ধং সূক্ষ্মকৈঃ সোম-
পায়কৈঃ।
স্বর্গতা দিবি মোদন্তে পিতৃমন্তমুপাসতে।।৭১
প্রজাবতাং প্রশংসৈষ স্মৃতা সিদ্ধা ক্রিয়াবতাম্
তেষাং নিবাপদত্তায়ং তৎকুলীনৈশ্চ বান্ধবৈঃ
মাসং শ্রাদ্ধভুজস্তৃপ্তিং লভন্তে সোমলৌকিকাঃ
এতে মনুষ্যাঃ পিতরো মাসি শ্রাদ্ধভুজস্তু তে
তেভ্যোঽপরে তু যে চান্যে সঙ্কীর্ণাঃ কর্ম্ম-
যোনিষু।

নির্ণীত হয়। সেইজন্যই পঞ্চদশীতে চন্দ্রের সম্পূর্ণ পক্ষক্ষয় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই আমি সোমপায়ী, সোমবর্দ্ধনকারী, দেবগণের তৃপ্তিবিধায়ক আর্ত্তব পিতৃগণের বিবরণ বর্ণন করিলাম।৪৪—৬১। অতঃপর মাসশ্রাদ্ধভোজী পিতৃগণের আচার, সামর্থ্য ও শ্রাদ্ধ, এ সকলের বৃত্তান্ত বলিতেছি। কঠোর তপস্যা দ্বারাও মৃত মনুষ্যগণের পারলৌকিক গতি বলিতে পারা যায় না; মাংস চক্ষুদ্বারা তদ্বিষয়ের সম্যক্ নির্ব্বাচনের আর কথা কি? লৌকিক পিতৃগণকেই শ্রাদ্ধদেব বলা যায়। তাঁহারা সৌম্য, অযো-নিজ ও যাগশীল। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা দেবগণের তৃপ্তিসাধন করেন, তাঁহারা দেবপিতৃ-পদবাচ্য। পিতৃগণ—দেবপিতৃগণ ও মানুষপিতৃগণ—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মানুষপিতৃগণ লৌকিক পিতৃপদবাচ্য। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ,—ইহাঁরাই লৌকিক পিতৃগণ। যাঁহারা সোম যাগ করেন, তাঁহারা সোমবন্ত নামে বিখ্যাত যাঁহারা সোমযাগের সহায়তা করেন, তাঁহারা বর্হির্ষদ নামে প্রসিদ্ধ। সেই সোমযাগে হোমকারী ব্যক্তিগণ অগ্নিষ্বাত্ত নামে খ্যাত। ইহাঁরা এইরূপ নানাকর্ম্মে নিরত থাকিয়া পুনর্জ্জন্ম পর্য্যন্ত সন্তুষ্টমনে কালাতিপাত করেন, আশ্রমধর্ম্ম-পালনকারী যাগাদি ধর্ম্মনিষ্ঠ দ্বিজগণ, মরণান্তে এই পিতৃগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। যাঁহারা দেহপাত পর্য্যন্ত অনুরাগ সহকারে ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, যজ্ঞ, সন্তান, শ্রদ্ধা, বিদ্যা, ও দান, এই সকল কর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহারা সোমপায়ী সূক্ষ্ম পিতৃগণের সহিত স্বর্গধামে প্রমুদিত মানসে পিতৃগণের উপাসনা করেন।৬২—৭১। ক্রিয়াবান্ জনগণের সন্তান থাকিলে বিশেষ প্রশংসার বিষয়। বংশধরগণ যে নিবাপ দান করে, বংশ-প্রবর্ত্তক সোমলৌকিক শ্রাদ্ধভোজী পিতৃগণ তদ্দ্বারা একমাস যাবৎ তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই মানুষ পিতৃগণ মাসিক শ্রাদ্ধ ভোজন করিয়া থাকেন। ইহাঁরা

ভ্রষ্টাশ্চাশ্রমধর্ম্মেভ্যঃ স্বধাস্বাহাবিবর্জ্জিতাঃ।।৭৪
ভিন্নদেহা দুরাত্মানঃ প্রেতভূতা যমক্ষয়ে।
স্বকর্ম্মণ্যেব শোচন্তি যাতনাস্থানমাগতাঃ।।৭৫
দীর্ঘায়ুষ্যতিতপ্তাশ্চ বিবর্ণাশ্চ বিবাসসঃ।
ক্ষুৎপিপাসাপরীতাশ্চ বিদ্রবন্তি ততস্ততঃ।।৭৬
সরিৎসরস্তড়াগানি বাপীশ্চৈব জলেপ্সবঃ।
পরান্নানি চ লিপ্সন্তে কাল্যমানাস্ততস্ততঃ।।৭৭
স্থানেষু পাচ্যমানাশ্চ যাতনাস্তেষু তেষু বৈ।
শাল্মলৌ বৈতরণ্যাঞ্চ কুম্ভীপাকেষু তেষু চ।।৭৮
করম্ভবালুকায়াং চ অসিপত্রবনে তথা।
শিলাসম্পেষণে চৈব পাত্যমানাঃ স্বকর্ম্মভিঃ।।
তত্র স্থানানি তেষাং বৈ দুঃখনামশ্যনাকল্পং,
তেষাং লোকান্তরস্থানাং বিবিধৈর্নামগোত্রতঃ
ভূম্যাপসব্যং দর্ভেষু দত্বা পিণ্ডত্রয়ং তু বৈ।
পতিতাংস্তর্পয়তে চ প্রেতস্থানেষধিষ্ঠিতাঃ।।৮১
অপ্রাপ্তা যাতনাস্থানং সৃষ্টা যে ভুবি পঞ্চধা।
পশ্বাদিস্থাবরান্তেষু ভূতানাং তেষু কর্ম্মসু।।৮২
নানারূপাসু জাতীষু তির্য্যগ্‌যোনিষু জাতিষু।
যদাহারা ভবন্ত্যেতে তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
তস্মিংস্তস্মিংস্তদাহারং শ্রাদ্ধে দত্তোপতিষ্ঠতি।
কালে ন্যায়াগতং পাত্রং বিধিনা প্রতিপাদিতম্
প্রাপ্নোত্যন্নং যথাদত্তং জন্তুর্যত্রাবতিষ্ঠতে।।৮৪
যথা গোষু প্রনষ্টাসু বৎসো বিন্দতি মাতরম্।
তথা শ্রাদ্ধে তন্নিষ্ঠানাং মন্ত্রঃ প্রাপয়তে পিতৄন্
এবং হ্যবিকলং শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাদত্তং তু মন্ত্রতঃ।
সনৎকুমারঃ প্রোবাচ পশ্যন্ দিব্যেন চক্ষুষা।
গতাগতিজ্ঞঃ প্রেতানাং প্রাপ্তশ্রাদ্ধস্য চৈব হি
বল্মীকাশ্চোষ্ণপাশ্চৈব দিবাকীর্ত্ত্যাশ্চ তে স্মৃতাঃ
কৃষ্ণপক্ষস্ত্বহস্তেষাং শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্ব্বরী।।৮৭
ইত্যেতে পিতরো দেবা দেবাশ্চ পিতরশ্চ বৈ
ঋতবার্ত্তবা অন্যোন্যে তু অন্যোন্যপিতরঃ স্মৃতাঃ

ব্যতীত অপর যাহারা আশ্রমধর্ম্মভ্রষ্ট, স্বাহা-স্বধাবর্জ্জিত ও সঙ্কীর্ণ কর্ম্মা, সেই সকল দুরাত্মা ব্যক্তিগণ, মরণান্তে যমালয়ে প্রেতাকারে যাতনাস্থান-গত হইয়া আত্মকৃত কুকর্ম্মসমূহেরই বহু শোচনা করিয়া থাকে। শুষ্ক, বিবর্ণ ও উলঙ্গ দেহে তাহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পরিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে থাকে। দীর্ঘকালেও তাহাদিগের সেই যাতনাদেহ বিনষ্ট হয় না। পিপাসায় সরিৎ-সরোবর-তড়াগবাপী প্রভৃতিতে গমন করে এবং ক্ষুধাবশতঃ পরান্নাপহরণেও অভিলাষ করিয়া থাকে। উহারা নানা স্থানে বিবিধ নরকে নিরন্তর পাচ্যমান হয়। শাল্মলী, বৈতরণী, কুম্ভীপাক, করম্ভবালুকা, অসিপত্রবন, শিলাসম্পেষণ,—ইত্যাদি নানা নরকে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে পতিত হইয়া দারুণ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। সেই প্রেতস্থানগত জীবগণের উদ্দেশে ভূতলে অবসরক্রমে পিণ্ডত্রয় প্রদত্ত হইলে তাহারা নরকনির্ম্মুক্ত হইয়া পশ্বাদি স্থাবরান্ত পঞ্চবিধ আকারে ভূতলে জন্ম লাভ করে। উহাদিগের কর্ম্মানুসারেই তির্য্যক্‌যোন্যাদি নানা যোনিতে জন্মলাভ হয়। উহারা যে যোনিতেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তত্তদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত শ্রাদ্ধাদি সেই সেই যোনির উপযোগ্য আহাররূপে পরিণত হইয়া তাহাদিগের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে। যোগ্যকালে ন্যায়োপার্জ্জিত দ্রব্য যথাবিধি প্রদত্ত হইলে উহা—সেই উদ্দিষ্ট বান্ধব যেখানেই থাকুক, তাহার সমীপস্থ হয়। গোরু হারাইয়া গেলেও যেমন বৎস তদীয় মাতাকে চিনিয়া লয়, তদ্রূপ নির্দ্দোষ, মন্ত্র সকল, শ্রদ্ধাপ্রদত্ত, শ্রাদ্ধ দ্রব্যসমূহ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকটে উপস্থাপিত করে। ভগবান্ সনৎকুমার, দিব্যচক্ষু দ্বারা প্রেত ও শ্রাদ্ধাদির গতাগতি সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া এই সমস্ত বলিয়াছেন।৭২—৮৬। বল্মীক, উষ্ণপ, দিবা-কীর্ত্ত্য, ইহাদিগের কৃষ্ণপক্ষ দিবা এবং শুক্লপক্ষ নিদ্রাসাধন শর্ব্বরী বলিয়া নিরূপিত। দেবগণের পিতৃত্ব ও পিতৃগণের দেবত্ব এবং পিতৃগণের ঋতুত্ব আর্ত্তবত্বাদি এই পরিবর্ণিত হইল। ইহারা পরস্পর পিতৃত্ব সম্বন্ধযুক্ত। এই পিতৃদেব ও

এতে তু পিতরো দেবা মানুষাঃ পিতরশ্চ যে
প্রীতেষু তেষু প্রীয়ন্তে শ্রদ্ধাযুক্তেন কর্ম্মণা। ৮৯
ইত্যেবং পিতরঃ প্রোক্তাঃ পিতৃণাং সোম-
পায়িনাম্।
এতৎপিতৃমতত্ত্বং হি পুরাণে নিশ্চয়ো মতঃ। ৯০
ইত্যর্কপিতৃসোমানামৈলস্য চ সমাগমঃ
সুধামৃতস্য চাবাপ্তিঃ পিতৃণাং চৈব তর্পণম্। ৯১
পূর্ণিমাবাস্যয়োঃ কালঃ পিতৃণাং স্থানমেব চ।
সমাসাৎ কীর্ত্তিতস্তভ্যমেষ সর্গঃ সনাতনঃ। ৯২
বৈশবরূপ্যং তু সর্ব্বস্য কথিতং চৈকদেশিকম্।
ন শক্যং পরিসংখ্যাতুং শ্রদ্ধেয়ং ভূতিমিচ্ছতা।।
স্বায়ম্ভুবস্য হীত্যেষ সর্গঃ ক্রান্তো ময়াত্র বৈ
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ ভূয়ঃ কিং বর্ণয়াম্যহম্।। ৯৪

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে পিতৃবর্ণনং
নাম ষট্পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।। ৫৬।।

দেবপিতৃগণ শ্রদ্ধা-সমন্বিত কর্ম্মফলে পরস্পর প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। পিতৃগণের বিবরণ এই কথিত হইল। পুরাণসমূহে পিতৃগণের পিতৃত্ব এইরূপই নির্ণীত আছে। সূর্য্য, সোম, পিতৃগণও ঐলের সমাগম, সুধামৃতপ্রাপ্তি, পিতৃতর্পণ, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় বিহিত কাল, পিতৃগণের বাসস্থান, ইত্যাদি সনাতন তত্ত্ব বিষয়সমূহ সম্পূর্ণরূপে এই আপনাদিগের নিকট সংক্ষেপে কীর্ত্তিত হইল। এ সকলের বিশ্বরূপতাও নামমাত্রে উল্লেখ করিয়াছি; পরন্তু উহার বিস্তার করিয়া সংখ্যা করা যায় না। মঙ্গলাভিলাষী মানবের ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য। হে মুণিগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট স্বায়ম্ভুব মনুর সৃষ্টিবিবরণ আনুপূর্ব্বীক্রমে সবিস্তর বর্ণন করিলাম। অতঃপর আর কোন্ বিষয় বর্ণন করিব? ৮৭—৯৪।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ।। ৫৬

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ।
চতুর্যুগাণি যান্যাসন্ পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবেহন্তরে।
তেষাং নিসর্গং তত্ত্বঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরাৎ।
সূত উবাচ।
পৃথিব্যাদিপ্রসঙ্গেন যন্ময়া প্রাগুদাহৃতম্।
তেষাং চতুর্যুগং হ্যেতৎ প্রবক্ষ্যামি নিবোধত।। ২
সংখ্যয়েহ প্রসংখ্যায় বিস্তরাচ্চৈব সর্ব্বশঃ।
যুগঞ্চ যুগভেদঞ্চ যুগধর্ম্মং তথৈব চ।। ৩
যুগসন্ধ্যংশকং চৈব যুগসন্ধানমেব চ।
ষট্প্রকারযুগাখ্যানাং প্রবক্ষ্যামীহ তত্ত্বতঃ।। ৪
লৌকিকেন প্রমাণেন নিবৃত্তোহব্দস্তু মানুষঃ।
তেনাব্দেন প্রসংখ্যায় বক্ষ্যামীহ চতুর্যুগম্ ।। ৫
নিমেষকালঃ কাষ্ঠা চ কলাশ্চাপি মুহূর্ত্তকাঃ।
নিমেষকালতুল্যং হি বিদ্যাল্লঘ্বক্ষরঞ্চ যৎ।। ৬
কাষ্ঠা নিমেষা দশ পঞ্চ চৈব
ত্রিংশচ্চ কাষ্ঠা গণয়েৎ কলান্তাঃ।
ত্রিংশৎকলাশ্চৈব ভবেন্মুহূর্ত্ত-
স্তৈস্ত্রিংশতা রাত্র্যহনী সমেতে।। ৭

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যে যুগচতুষ্টয় ছিল; তাহাদিগের প্রকৃত তত্ত্ব ও অবস্থাদি বিস্তরক্রমে শুনিতে ইচ্ছা করি। সূত কহিলেন,—পৃথিবীবর্ণন প্রসঙ্গে ইতঃপূর্ব্বে আমি যে যুগচতুষ্টয়ের উল্লেখ করিয়াছি, উহার সংখ্যাদিসহ এক্ষণে সবিস্তর অপরাপর তত্ত্বসমূহ বর্ণন করিতেছি যুগ, যুগভেদ, যুগধর্ম্ম, যুগসন্ধি, যুগাংশ, সন্ধান,—এই ষড়্বিধ যুগতত্ত্ব প্রকটিত করিতেছি। লৌকিক নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা ও মুহূর্ত্তাদি পরিমাণসিদ্ধ বৎসরানুসারেই চতুর্যুগ বলিব। একটী লঘু অক্ষর উচ্চারণের কালকে এক নিমেষ বলা যায়। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত্ত এবং মিলিত ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র। সূর্য্য মানুষ ও

অহোরাত্রে বিভজতে সূর্য্যো মানুষদৈবিকে।
তত্রাহঃ কর্ম্মচেষ্টায়াং রাত্রিঃ স্বপ্নায় কল্পতে।
পিত্র্যে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ
কৃষ্ণপক্ষস্ত্বহস্তেষাং শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্ব্বরী।।৯
ত্রিংশচ্চ মানুষা মাসাঃ পিত্র্যো মাসশ্চ স স্মৃতঃ
শতানি ত্রীণি মাসানাং ষষ্ট্যা চাপ্যধিকানি বৈ।
পিত্র্যঃ সংবৎসরো হ্যেষ মানুষেণ বিভাব্যতে
মানুষেণৈব মানেন বর্ষাণাং যচ্ছতং ভবেৎ।
পিতৃণাং ত্রীণি বর্ষাণি সংখ্যাতানীহ তানি বৈ
চত্বারশ্চাধিকা মাসাঃ পিত্র্যে চৈবেহ কীর্ত্তিতাঃ
লৌকিকেনৈব মানেন অব্দো যো মানুষঃ স্মৃতঃ
এতদ্দিব্যমহোরাত্রং শাস্ত্রেঽস্মিন্নিশ্চয়ো মতঃ।।
দিব্যে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদ্দক্ষিণায়নম্।
যে তে রাত্র্যহনী দিব্যে প্রসংখ্যাতে তয়োঃ
পুনঃ।
ত্রিংশচ্চ তানি বর্ষাণি দিব্যো মাসস্তু স স্মৃতঃ
মানুষঞ্চ শতং বিদ্ধি দিব্যমাসাস্ত্রয়স্তু তে।
দশ চৈব তথাহানি দিব্যো হ্যেষ বিধিঃ স্মৃতঃ।
ত্রীণি বর্ষশতান্যেব ষষ্টিবর্ষাণি যানি চ।
দিব্যঃ সংবৎসরো হ্যেষ মানুষেণ প্রকীর্ত্তিতঃ।।
ত্রীণি বর্ষশতান্যেব ষষ্টিবর্ষাণি যানি চ।
দিব্যঃ সংবৎসরো হ্যেষ মানুষেণ প্রকীর্ত্তিতঃ।।
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি মানুষেণ প্রমাণতঃ।
ত্রিংশদ্যানি তু বর্ষাণি মতঃ সপ্তর্ষিবৎসরঃ।।১৭
নব যানি সহস্রাণি বর্ষাণাং মানুষাণি তু।
অন্যানি নবতিশ্চৈব ক্রৌঞ্চঃ সংবৎসরঃ স্মৃতঃ
ষট্‌ত্রিংশত্তু সহস্রাণি বর্ষাণাং মানুষাণি তু।।
বর্ষাণান্তু শতং জ্ঞেয়ং দিব্যো হ্যেষ বিধিঃ স্মৃতঃ
ত্রীণ্যেব নিযুতান্যত্র বর্ষাণাং মানুষাণি চ।
ষষ্টিশ্চৈব সহস্রাণি সংখ্যাতানি তু সংখ্যয়া।
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু প্রাহুঃ সংখ্যাবিদো জনাঃ।।
ইত্যেবমৃষিভির্গীতং দিব্যয়া সংখ্যয়ান্বিতম্।
দিব্যেনৈব প্রমাণেন যুগসংখ্যাপ্রকল্পনম্।।২১
চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি কবয়ো বিদুঃ।
পূর্ব্বং কৃতযুগং নাম ততস্ত্রেতা বিধীয়তে।
দ্বাপরশ্চ কলিশ্চৈব যুগান্যেতানি কল্পয়েৎ।।২২
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণান্তু কৃতং যুগম্।
তত্র তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ।।
ইতরাসু চ সন্ধ্যাসু সন্ধ্যাসু সন্ধ্যাংশেষু চ বৈ ত্রিষু।
একাপায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ।।২৪
ত্রেতা ত্রীণি সহস্রাণি সংখ্যয়া পরিকীর্ত্ত্যতে।
তস্যাস্তু ত্রিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ।।

দৈব অহোরাত্রের সৃজন করেন। তন্মধ্যে দিবাভাগ কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য এবং রাত্রিভাগে নিদ্রার জন্য নির্দ্দিষ্ট। একমাসে পিতৃলোকের এক অহোরাত্র; তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ দিবা ও শুক্লপক্ষ রাত্রি বলিয়া গণ্য। মানুষপরিমাণের ত্রিশ শত ষষ্ঠি মাসে পিতৃগণের এক বৎসর। মানুষমানের এক শত বৎসরে পিতৃগণের তিন বৎসর চারিমাস হয়।১—১১। লৌকিক মানের এক বৎসরে দৈব এক অহোরাত্র। তন্মধ্যে উত্তরায়ণ দিবা এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি। মানুষমানের ত্রিশ বর্ষে এক দৈব মাস এবং শতবর্ষে দিব্য তিনমাস দশ দিন হয়। মানুষ মানের তিনশত ষষ্ঠি বৎসরে এক দিব্য সংবৎসর। মানুষমানের তিন সহস্র ত্রিশ বৎসরে সপ্তর্ষিবৎসর এবং নয় সহস্র নবতি বৎসরে ক্রৌঞ্চ সংবৎসর হয়। মানুষ মানের ষট্‌ত্রিংশ সহস্র বৎসরে দিব্য শতবর্ষ এবং তিন নিযুত ষষ্টি সহস্র বৎসরে দিব্য সহস্র বৎসর হয়। গণিত-বিশারদ জনগণ এইরূপ সংখ্যা করিয়াছেন। এই দিব্য পরিমাণেই যুগসংখ্যা কল্পিত। ঋষিগণ এইরূপ বলেন। কবিগণ ভারতবর্ষে চারিটী যুগ বর্ণন করিয়াছেন; তন্মধ্যে প্রথমে কৃত যুগ, পরে ত্রেতাযুগ, তারপর দ্বাপরযুগ, অতঃপর কলিযুগ। কৃতযুগ চারি সহস্র বৎসর; উহার সন্ধ্যা চারিশত এবং সন্ধ্যাংশ চারিশত বৎসর। অপর সকল যুগেরও সন্ধ্যাংশ যুগমান যত সহস্র বর্ষ তত শত বর্ষ। ত্রেতায় তিন সহস্রবৎসর; ইহার সন্ধ্যা তিনশত ও সন্ধ্যাংশ তিনশত বৎসর। দ্বাপর যুগ, দুই

দ্বাপরং দ্বে সহস্রে তু যুগমাহুর্মনীষিণঃ।
তস্যাপি বিংশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশঃ সন্ধ্যয়া সমঃ
কলিং বর্ষসহস্রন্তু যুগমাহুর্মনীষিণঃ।
তস্যাপ্যেকশতী যুগাখ্যা পরিকীর্ত্তিতা।
এষা দ্বাদশসাহস্রী যুগাখ্যা পরিকীর্ত্তিতা।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিশ্চৈব চতুষ্টয়ম্ ।।২৮
অত্র সংবৎসরাঃ সৃষ্টা মানুষেণ প্রমাণতঃ।
কৃতস্য তাবদ্বক্ষ্যামি বর্ষাণাং তৎ প্রমাণতঃ।।২৯
সহস্রাণাং শতান্যত্র চতুর্দ্দশ তু সংখ্যয়া।
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি কলিকালযুগস্য তু।।৩০
এবং সংখ্যাতকালশ্চ কালেঽস্মিন্ বিশেষতঃ।
এবং চতুর্যুগঃ কালো বিনা সন্ধ্যাংশকৈঃ স্মৃতঃ
* নিযুতান্যেকষড়বিংশন্নিরংশানি তু তানি বৈ
চত্বারিংশত্ত্রীণি চৈব নিযুতানি চ সংখ্যয়া।
বিংশতিশ্চ সহস্রাণি স সন্ধ্যাংশশ্চতুর্যুগে ।৩২
এবং চতুর্যুগাখ্যা তু সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ।
কৃতত্রেতাদিযুক্তা সা মনোরন্তরমুচ্যতে।।৩৩
মন্বন্তরস্য সংখ্যা তু বর্ষাগ্রেণ নিবোধত।
ত্রিংশৎকোট্যস্তু বর্ষাণাং মানুষেণ প্রকীর্ত্তিতাঃ
সপ্তষষ্টিস্তথান্যানি নিযুতান্যধিকানি তু।

বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালোঽয়ং সাধিকং বিনা।।
মন্বন্তরস্য সংখ্যৈষা সংখ্যাবিদ্ভির্দ্বিজৈঃ স্মৃতা।
মন্বন্তরস্য কালোঽয়ং যুগৈঃ সার্দ্ধং প্রকীর্ত্তিতঃ।।
চতুঃসহস্রযুক্তং বৈ প্রথমং তৎকৃতং যুগম্।
ত্রেতাবশিষ্টং বক্ষ্যামি দ্বাপরং কলিমেব চ।।৩
যুগপৎসমবেতার্থো দ্বিধা বক্তুং ন শক্যতে।
ক্রমাগতং ময়া হ্যেতত্তুভ্যং প্রোক্তং যুগদ্বয়ম্।
ঋষিবংশপ্রসঙ্গেন ব্যাকুলত্বাত্তথৈব চ।।৩৮
তত্র ত্রেতাযুগস্যাদৌ মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চ তে।
শ্রৌতং স্মার্ত্তং চ ধর্ম্মঞ্চ ব্রহ্মণাচ প্রচোদিতম্।
দারাগ্নিহোত্রসংযোগমৃগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞিতম্।
ইত্যাদিলক্ষণং শ্রৌতং ধর্ম্মং সপ্তর্ষয়োঽব্রুবন্।।
পরম্পরাগতং ধর্ম্মং স্মার্ত্তং চাচারলক্ষণম্।
বর্ণাশ্রমাচারযুতং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।।৪১
সত্যেন ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রুতেন তপসা চ বৈ।
তেষাং সুতপ্ততপসামার্ষেয়েণ ক্রমেণ তু।।৪২
সপ্তর্ষীণাং মনোশ্চৈব আদ্যে ত্রেতাযুগস্য তু
অবুদ্ধিপূর্ব্বকং তেষামক্রিয়াপূর্ব্বমেব চ।।৪৩
অভিব্যক্তাস্তু তে মন্ত্রাস্তারকাদ্যৈর্নিদর্শনৈঃ।

সহস্র বৎসর; ইহার সন্ধ্যা দুই শত ও সন্ধ্যাংশ দুইশত বৎসর। কলি যুগ সহস্র বর্ষ; ইহার সন্ধ্যা একশত ও সন্ধ্যাংশ একশত বৎসর। কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের সমষ্টি পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র বৎসর। ইহা হইল দিব্য পরিমাণ। এক্ষণে ইহার মানুষ পরিমাণ বলিতেছি। চতুর্দ্দশ লক্ষ চত্বারিংশৎ সহস্র বৎসর কলিকালের পরিমাণ। ইহা ব্যতীত চতুর্যুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সকলের পরিমাণ ত্রিচত্বারিংশ নিযুত বিংশতি সহস্র বৎসর। এইরূপ, কৃতত্রেতাদি যুগচতুষ্টয়ের একসপ্ততি চতুর্যুগে এক মন্বন্তর কাল নির্দিষ্ট। মন্বন্তরের বর্ষপরিমাণ শ্রবণ করুন। মানুষমানের ত্রিংশকোটি সপ্তষষ্টি নিযুত, বিংশতিসহস্র বৎসরে এক মন্বন্তর। গণনাকুশল দ্বিজগণ সন্ধিকাল ব্যতীত মন্বন্তর কালের এই পরিমাণ নির্দ্দেশ করেন। যুগের সহিত মন্বন্তর কালের পরিমাণ এই কথিত হইল। ১২—৩৬। কৃতযুগ দৈব চতুঃসহস্র বৎসর। ইতঃপূর্ব্বে ঋষি-বংশ প্রসঙ্গে ব্যগ্রতাবশে ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগের বিবরণ সবিস্তরেই বলিয়াছি যাহা একবার বলা হইয়াছে তাহার আবার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কোন বিষয় বার বার বলা যায় না। ত্রেতাযুগের আদিমকালে ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে মনু, ও সপ্তর্ষিগণ, শ্রৌত স্মার্ত্ত ধর্ম্ম প্রচারিত করেন। ঋক্-যজুঃ-সাম-বেদানুমত ও দারপরিগ্রহ অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত ধর্ম্মসমূহ সপ্তর্ষিগণ উপদেশ করেন। পরম্পরাগত বর্ণাশ্রমানুমত আচার প্রতি পালয়িতব্য স্মার্ত্ত ধর্ম্ম, স্বায়ম্ভুব মনুকর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। সেই ত্রেতাযুগের আদিকালে মনু ও সপ্তর্ষিগণের অন্তঃকরণে, তারকাদি বিবিধ

* ইদমর্দ্ধমধিকং কচিন্নাস্তে।

আদিকল্পে তু দেবানাং প্রাদুর্ভূতাস্তু তে স্বয়ম্
প্রণাশে স্বথ সিদ্ধীনামন্যাসাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।
আসন্মন্ত্রা হ্যতীতেষু যে কল্পেষু সহস্রশঃ
তে মন্ত্রা বৈ পুনস্তেষাং প্রতিভাসমুপস্থিতাঃ।।
ঋচো যজুংষি সামানি মন্ত্রাশ্চাথর্ব্বণানি চ।
সপ্তর্ষিভিস্তু যে প্রোক্তাঃ স্মার্ত্তং ধর্ম্মং মনুর্জগৌ। ৪৬
ত্রেতাদৌ সংহিতা বেদাঃ কেবলা ধর্ম্মশেষতঃ।
সংরোধাদায়ুষশ্চৈব ব্যস্যন্তে দ্বাপরেষু তে। ৪৭
ঋষয়স্তপসা দেবাঃ কলৌ চ দ্বাপরেষু বৈ।
অনাদিনিধনা দিব্যাঃ পূর্ব্বং সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা। ৪৮
সধর্ম্মাঃ সমন্ত্রাঃ সাঙ্গা যথাধর্ম্মং যুগে যুগে।
বিক্রিয়ন্তে সমানার্থা বেদবাদা যথাযুগম্। ৪৯
আরম্ভযজ্ঞাঃ ক্ষত্রস্য হবির্যজ্ঞা বিশাম্পতেঃ।
পরিচারযজ্ঞাঃ শূদ্রাস্তু জপযজ্ঞা দ্বিজোত্তমাঃ।।
তদা প্রমুদিতা বর্ণাস্ত্রেতায়াং ধর্ম্মপালিতাঃ।
ক্রিয়াবন্তঃ প্রজাবন্তঃ সমৃদ্ধাঃ সুখিনস্তথা।।৫১

ব্রাহ্মণাননুবর্ত্তন্তে ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়ান্ বিশঃ
বৈশ্যাননুবর্ত্তিনং শূদ্রাঃ পরস্পরমনুব্রতাঃ। ৫২
শুভাঃ প্রবৃত্তয়স্তেষাং ধর্ম্মা বর্ণাশ্রমাস্তথা।
সঙ্কল্পিতেন মনসা বাচোক্তেন স্বকর্ম্মণা।
ত্রেতাযুগে ত্ববিকল্পঃ কর্ম্মারম্ভঃ প্রসিধ্যতি। ৫৩
আয়ুর্মেধা বলং রূপমারোগ্যং ধর্ম্মশীলতা।
সর্ব্বসাধারণা হ্যেতে ত্রেতায়াং বৈ ভবন্ত্যুত।
বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং তেষাং ব্রহ্মা তথাকরোৎ।
পুনঃ প্রজাস্তু তা মোহাত্তান্ ধর্ম্মান্ ন্যপালয়ন্
পরস্পরবিরোধেন মনুং তাঃ পুনরভ্যযুঃ।
মনুঃ স্বায়ম্ভুবো দৃষ্ট্বা যাথাতথ্যং প্রজাপতিঃ।।
ধ্যাত্বা তু শতরূপায়াঃ পুমান্ স উৎপাদয়ৎ।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ প্রথমং তৌ মহীপতী।।
ততঃ প্রভৃতি রাজান উৎপন্না দণ্ডধারিণঃ।

নিদর্শন হেতু, পূর্ব্বপুত্ত মন্ত্রসমূহ অভিব্যক্ত হয়। আদিকল্পে দেবগণের মন্ত্র সকল স্বয়ংই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। পরে সেই সিদ্ধি বিনষ্ট হইলে সেই সহস্র সহস্র মন্ত্র কালান্তরে ইহাঁদিগের অন্তরে প্রতিভাত হয়। ৩৭—৪৫ ঋক্, যজু, সাম, আথর্ব্বণ মন্ত্র,—এ সমস্ত সপ্তর্ষিগণ-প্রচারিত। আর স্মার্ত্তধর্ম্ম মনু কীর্ত্তন করিয়াছেন। ত্রেতাদিকালে বেদ, অতি সংক্ষিপ্তভাবে সারধর্ম্মময় ছিল; দ্বাপরাদিকালে জনগণের আয়ুর অল্পতা ঘটিলে সেই বেদকে বিভক্ত করা হয়। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূর্ব্বসৃষ্ট অনাদিনিধন দিব্য ঋষি তপস্বী এবং দেবগণ, দ্বাপরে ও কলিযুগে, প্রাদুর্ভূত হন। যুগে যুগে ধর্ম্ম, প্রজাবর্গের ন্যায়, সমানার্থক হইলেও বেদ ও বেদাঙ্গনিচয়ের যথাক্রমে বিকার ঘটিতে থাকে। ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়গণ উদ্যম-যজ্ঞ, বৈশ্যগণ হবির্যজ্ঞ, শূদ্রগণ ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যাযজ্ঞ এবং বিপ্রগণ জপযজ্ঞনিষ্ঠ ছিলেন। তখন প্রজাগণ ক্রিয়ারত, সন্তানযুক্ত, সমৃদ্ধ ও সুখসমন্বিত, অতএব হর্ষিতচিত্ত ছিল। তখন ক্ষত্রিয়বর্গ ব্রাহ্মণগণের, বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়দিগের, এবং শূদ্রগণ বৈশ্যদিগের আনুগত্য করিত,—সকলেই পরস্পর বাধ্য থাকিয়া সুখে কালাতিপাত করিত। তাহারা সৎপ্রবৃত্তি-সম্পন্ন ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিরত ছিল। ত্রেতাযুগে প্রজাগণের সঙ্কল্পে ও বাক্যে—প্রারব্ধ কর্ম্ম সম্যক্ সিদ্ধ হইত। ৪৬—৫৩। তখন আয়ু, মেধা, বল, রূপ, আরোগ্য, ধর্ম্মশীলতা,—এ সকল সর্ব্বসাধারণে তুল্যরূপেই বিদ্যমান ছিল। প্রথমে ব্রহ্মা তাৎকালিক প্রজাবর্গের বর্ণাশ্রমাচার ব্যবস্থা করেন; পরে কালবশে প্রজাবর্গ সেই ধর্ম্মব্যবস্থা পালনে ঔদাসীন্য করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পর ধর্ম্মবিষয়ক বিবাদ করিয়া মীমাংসার্থ স্বায়ম্ভুব মনুর নিকট উপস্থিত হইল প্রজাপতি, মনু, সেই প্রজাগণকে দেখিয়া তাহাদিগের আগমনহেতু যথাযথ বিচারপূর্ব্বক ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া শতরূপা নাম্নী আত্মপত্নীতে সন্তান উৎপাদন করেন। মনুনন্দন প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ তখন সর্ব্ব প্রথমে মহীপতি হয়েন। সেই হইতে দণ্ডধারী রাজগণ উৎপন্ন হয়েন।

প্রজানাং রঞ্জনাচ্চৈব রাজানস্তত্ত্বন্নৃপাঃ।।৫৮
প্রচ্ছন্নপাপা যে জেতুমশক্যা মনুজা ভুবি।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় তেষাং শাস্ত্রে তপোময়াঃ।।
বর্ণানাং প্রবিভাগাশ্চ ত্রেতায়াং সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ
সংহিতাশ্চ ততো মন্ত্রা ঋষিভির্ব্রাহ্মণৈস্তু তে।।
যজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তিতৈশ্চৈব তদা হ্যেবং তু দৈবতৈঃ।
যামৈঃ শুক্রৈর্জপৈশ্চৈব সর্ব্বসম্ভারসংবৃতৈঃ।।৬১
সার্দ্ধং বিশ্বভুজা চৈব দেবেন্দ্রেণ মহৌজসা।
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে দেবৈর্যজ্ঞাস্তে প্রাক্প্রবর্ত্তিতাঃ
সত্যং জপস্তপো দানং ত্রেতায়াং ধর্ম্ম উচ্যতে
ক্রিয়াধর্ম্মশ্চ হ্রসতে সত্যধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে ।।৬৩
প্রজায়ন্তে ততঃ শূরা আয়ুষ্মন্তো মহাবলাঃ।
ন্যস্তদণ্ডা মহাভাগা যজ্বানো ব্রহ্মবাদিনঃ।।৬৪
পদ্মপত্রায়তাক্ষাশ্চ পৃথুবক্ষাঃ সুসংহিতাঃ।
সিংহান্তকা মহাসত্ত্বা মত্তমাতঙ্গগামিনঃ।।৬৫
মহাধনুর্দ্ধরাশ্চৈব ত্রেতায়াং চক্রবর্ত্তিনঃ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলাঃ।।৬৬
ন্যগ্রোধৌ তৌ স্মৃতৌ বাহূ ব্যামো ন্যগ্রোধ উচ্যতে।
ব্যামেনৈবোচ্ছ্রয়ো যস্য সম ঊর্দ্ধং তু দেহিনঃ
সমুচ্ছ্রয়পরীণাহো জ্ঞেয়ো ন্যগ্রোধমণ্ডলঃ।।৬৭
চক্রাং রথো মণির্ভার্য্যা নিধিরশ্বো গজাস্তথা।
সপ্তাতিশয়রত্নানি সর্ব্বেষাং চক্রবর্ত্তিনাম্।।৬৮
চক্রং রথো মণিঃ খড়্গং ধনূরত্নং চ পঞ্চমম্।
কেতুর্নিধিশ্চ সপ্তৈতে প্রাণহীনাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
ভার্য্যা পুরোহিতশ্চৈব সেনানী রথকৃচ্চ যঃ।
মন্ত্র্যশ্বঃ কলভশ্চৈব প্রাণিনঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ ।৭০
রত্নান্যেতানি দিব্যানি সংসিদ্ধানি মহাত্মনাম্।
চতুর্দ্দশ বিধেয়ানি সর্ব্বেষাং চক্রবর্ত্তিনাম্।।৭১
বিষ্ণোরংশেন জায়ন্তে পৃথিব্যাং চক্রবর্ত্তিনঃ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু অতীতানাগতেষু বৈ।।৭২
ভূতভব্যানি যানীহ বর্ত্তমানানি যানি চ।
ত্রেতাযুগাদিকেষ্বত্র জায়ন্তে চক্রবর্ত্তিনঃ।।৭৩
ভদ্রাণীমানি তেষাং বৈ ভবন্তীহ মহীক্ষিতাম্।

প্রজারঞ্জন করিতেন বলিয়া সেই নৃপতিগণ রাজা শব্দে অভিহিত হইতেন। এইরূপ ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে বিধানসমূহ প্রণীত হইলেও জনগণ প্রচ্ছন্নভাবে পাপাচারণ করিতে লাগিল তখন তপস্যা, বর্ণসকলের বিশেষ বিভাগ, সংহিতা ও নানাবিধ মন্ত্র,—ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ প্রণয়ন করিলেন। ৫৪—৬০। তখন যাম, শুক্র ও জপাদি দেবতাগণ সর্ব্বসম্ভার সহ যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবগণ, বিশ্বভুক্ মহৌজা দেবেন্দ্রের সহিত যজ্ঞসমূহ প্রবর্ত্তিত করেন। ত্রেতা যুগে, সত্য, জপ, তপস্যা ও দানপ্রধান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়; পরন্তু ক্রিয়াধর্ম্ম হ্রাস পায় এবং সত্যধর্ম্মই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ৬১—৬৩। তখন আয়ুষ্মান বলবান্ শূরগণের জন্ম হইতে থাকে। ত্রেতা যুগের চক্রবর্ত্তী রাজগণ, মহাভাগ, যোগ্যদণ্ডদাতা, যাগশীল, ব্রহ্মজ্ঞ, পদ্মপলাশায়তনেত্র, বিশালবক্ষ সুসংহত, সিংহবিক্রান্ত, মহাসত্ত, মত্তমাতঙ্গগামী, মহাধনুর্দ্ধর ও ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলাদি সুলক্ষণসম্পন্ন হয়েন। বাহুদ্বয় এবং ব্যামকে ন্যগ্রোধ বলা যায়। যাহার উচ্চতা ও স্থূলতা এক ব্যাম পরিমিত, তাহাকে ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল বলে। ৬৪—৬৭। চক্র, রথ, মণি, ভার্য্যা, নিধি, অশ্ব ও গজ,—এই সাতটী নৃপতিদিগের প্রধান রত্ন বলিয়া গণ্য। চক্র, রথ, মণি, ধনু, রত্ন, কেতু ও নিধি— এই সাতটি প্রাণহীন রত্ন। ভার্য্যা, পুরোহিত, সেনানী, রথকার, মন্ত্রী, অশ্ব, কলভ,—এ সমস্ত প্রাণী রত্ন। এই দিব্য চতুর্দ্দশবিধ রত্ন, সমস্ত চক্রবর্ত্তী রাজারই প্রয়োজনীয়। অতীত ও অনাগত সকল মন্বন্তরেই বিষ্ণুর অংশে ভূতলে চক্রবর্ত্তী রাজাদিগের জন্ম হয়। ত্রেতাদি যুগে ভূত ভবিষ্য যে কোন চক্রবর্ত্তী রাজা, সকলকেই এই সমস্ত মঙ্গলাস্পদ রত্ন আশ্রয় করিয়া থাকে।

অদ্ভুতানি চ চত্বারি বলং ধর্ম্মঃ সুখং ধনম্।
অন্যোন্যস্যাবিরোধেন প্রাপ্যন্তে বৈ
নৃপৈঃ সমম্।
অর্থো ধর্ম্মশ্চ কামশ্চ যশো বিজয় এব চ।।৭৫
ঐশ্বর্য্যেণাণিমাদ্যেন প্রভুশক্ত্যা তথৈব চ।
শ্রুতেন তপসা চৈব ঋষীনভিভবন্তি চ।
বলেন তপসা চৈব দেবদানবমানুষান্।।৭৬
লক্ষণৈশ্চাপি ললাটোর্ণা জিহ্বা চাস্য প্রমার্জ্জনী
কেশস্থিতা ললাটোর্ণা জিহ্বা চাস্য প্রমার্জ্জনী
তাম্রপ্রভোষ্ঠদন্তোষ্ঠাঃ শ্রীবৎসাশ্চোর্দ্ধরোমশাঃ
আজানুবাহবশ্চৈব জালহস্তা বৃষাঙ্কিতাঃ।
ন্যগ্রোধপরিণাহাশ্চ সিংহস্কন্ধাঃ সুমেহনাঃ।
গজেন্দ্রগতয়শ্চৈব মহাহনব এব চ।।৭৭
পাদয়োশ্চক্রমৎস্যৌ তু শঙ্খপদ্মৌ তু হস্তয়োঃ
পঞ্চাশীতিসহস্রাণি তে ভবন্ত্যজরা নৃপাঃ।।৭৯
অসঙ্গা গতয়স্তেষাং চতস্রশ্চক্রবর্ত্তিনাম্।
অন্তরিক্ষে সমুদ্রে চ পাতালে পর্ব্বতেষু চ।।৮০
ইজ্যা দানং তপঃ সত্যং ত্রেতায়াং ধর্ম্ম উচ্যতে
তদা প্রবর্ত্ততে ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।।৮১
মর্য্যাদাস্থাপনার্থং চ দণ্ডনীতিঃ প্রবর্ত্ততে
হৃষ্টপুষ্টাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা হ্যরোগাঃ পূর্ণমানসাঃ।।৮২
একো বেদশ্চতুষ্পাদস্ত্রেতাযুগবিধৌ স্মৃতঃ।
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি তদা জীবন্তি মানবাঃ।।৮৩
পুত্রপৌত্রসমাকীর্ণা ম্রিয়ন্তে চ ক্রমেণ তু।
এষ ত্রেতাযুগে ধর্ম্মস্ত্রেতাসন্ধৌ নিবোধত।।৮৪
ত্রেতাযুগস্বভাবস্তু সন্ধ্যাপাদেন বর্ত্ততে।
সন্ধ্যায়াং বৈ স্বভাবস্থ যুগপাদেন তিষ্ঠতি।।৮৫

শাংশপায়ন উবাচ।

কথং ত্রেতাযুগমুখে যজ্ঞস্যাসীৎ প্রবর্ত্তনম্।
পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবে সর্গে যথাবত্তদ্ব্রবীহি মে।।৮৬
অন্তর্হিতায়াং সন্ধ্যায়াং সার্দ্ধং কৃতযুগেন বৈ।
কলাখ্যায়াং প্রবৃত্তায়াং প্রাপ্তে ত্রেতাযুগে তদা

নৃপতিগণ, পরস্পরের অবিরোধে অত্যদ্ভুতরূপ ধর্ম্ম, বল, সুখ ও ধন,—এই চারিটী বিষয় সভাবতঃ প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহারা ঋষিদিগেরও অভিভবসমর্থ অর্থ, ধর্ম্ম, কাম, যশ, বিজয়, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, প্রভুশক্তি, শ্রুত ও তপস্যা সমন্বিত হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে সমর্থ এবং বল ও তপস্যা দ্বারা দেব দানব মানবগণের পরাভব বিধানে দক্ষ। ৬৮—৭৬। তদানীন্তন রাজগণের শরীরে অমানুষ লক্ষণ সকল লক্ষিত হইত। তাঁহাদিগের ললাটোপরিস্থ কেশজালের কিয়দংশ উর্ণাতন্তুসম সুদৃশ্য; জিহ্বা সুমার্জ্জিত, ওষ্ঠ ও দন্ত তাম্রপ্রভ, রোমসকল উর্দ্ধমুখ এবং সকলেই শ্রীবৎসলক্ষণাক্রান্ত। তাঁহারা আজানুলম্বিবাহু, জাল হস্ত, বৃষবিহ্নাঙ্কিত, ন্যগ্রোধ-পরিণাহ, সিংহস্কন্ধ, সুমেহন, মহাহনু ও গজেন্দ্রগামী। তাঁহাদিগের সকলেরই পদদ্বয় চক্র মৎস্যাঙ্কিত এবং করতলদ্বয় শঙ্খ পদ্ম চিহ্নে সুশোভিত। তাঁহারা পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর অজরামর হইয়া ছিলেন। সেই চক্রবর্ত্তী রাজগণের অন্তরিক্ষ, সমুদ্র, পাতাল ও পর্ব্বতে—চারিস্থানেই সমান অব্যাহত গতিবিধি ছিল।৭৭—৮০। যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও সত্য—এই চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ছিল; বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও তখনই প্রাদুর্ভূত হয়। মর্য্যাদাস্থাপন জন্য দণ্ডনীতিও ত্রেতাযুগেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তখন সকল প্রজাই হৃষ্ট পুষ্ট, নীরোগ ও পূর্ণকাম ছিল। ত্রেতাযুগেই এক বেদ পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়াছে। তখন মানবগণের আয়ুঃ সাধারণতঃ তিন সহস্র বৎসর; সকলেই পুত্র পৌত্র-সমাবৃত হইয়া ক্রমে মরণাপন্ন হইত। ত্রেতাযুগের লক্ষণ কহিলাম।এক্ষণে ত্রেতা-সন্ধির বিষয় বলিতেছি। সন্ধ্যাস্বভাব ত্রেতাযুগের একপাদ; আর যুগস্বভাব, সন্ধ্যাস্বভাবের একপাদ সহিত প্রবর্ত্তিত হয়।৮১—৮৫। শাংশপায়ন কহিলেন, পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে কি প্রকারে যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল? আমার নিকট তদ্বিবরণ বর্ণন করুন। সত্যযুগের সন্ধ্যাকাল, যুগধর্ম্ম সহ অন্তর্হিত হইলে যখন এক কলামাত্র ত্রেতাযুগের প্রবৃত্তি

বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং কৃতবস্তশ্চ বৈ পুনঃ।৮৭
সম্ভারাংস্তাংশ্চ সম্ভৃত্য কথং যজ্ঞঃ প্রবর্ত্তিতঃ
এতচ্ছ্রুত্বাব্রবীৎ সূতঃ শ্রূয়তাং শাংশপায়ন।।
যথা ত্রেতাযুগমুখে যজ্ঞস্যাসীৎ প্রবর্ত্তনম্।
ওষধীষু চ জাতাসু প্রবৃত্তে বৃষ্টিসর্জ্জনে।
প্রতিষ্ঠিতায়াং বার্ত্তায়াং গৃহাশ্রমপুরেষু চ।৮৯
বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং কৃত্বা মন্ত্রাংশ্চ সংহিতান্।
মন্ত্রান্ সংযোজয়িত্বাথ ইহামুত্রেষু কর্ম্মসু।৯০
তথা বিশ্বভুগিন্দ্রস্তু যজ্ঞং প্রবির্ত্তয়ত্তদা।
দৈবতৈঃ সহিতঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বসম্ভারসম্ভৃতম্।৯১
অথাশ্বমেধে বিততে সমাজগ্মুর্মহর্ষয়ঃ।
যজন্তে পশুভির্মেধ্যৈঃ শ্রুত্বা সর্ব্বে সমাগতাঃ।
কর্ম্মব্যগ্রেষু ঋত্বিক্ষু সন্ততে যজ্ঞকর্ম্মণি।
সম্প্রগীতেষু তেষ্বেবমাগমেষথ সুস্বরম্।৯৩
পরিক্রান্তেষু লঘুষু অধ্বর্য্যুবৃষভেষু চ।
আলব্ধেষু চ মেধ্যেষু তথা পশুগণেষু বৈ।।৯৪
হবিষ্যগ্নৌ হূয়মানে দেবানাং দেবহোতৃভিঃ।
আহূতেষু চ দেবেষু যজ্ঞভাক্ষু মহাত্মসু।৯৫
য ইন্দ্রিয়াত্মকা দেবা যজ্ঞভাজস্তথা তু যে।
তান্ যজন্তে তদা দেবাঃ কল্পাদিষু ভবন্তি যে।
অধ্বর্য্যবঃ প্রৈষকালে ব্যুত্থিতা যে মহর্ষয়ঃ।
মহর্ষয়স্তু তান দৃষ্ট্বা দীনান্ পশুগণান্ স্থিতান্।।
পপ্রচ্ছুরিন্দ্রং সম্ভূয় কোঽয়ং যজ্ঞবিধিস্তব।৯৭
অধর্ম্মো বলবানেষ হিংসা ধর্ম্মেপ্সয়া তব।
নেষ্টঃ পশুবধস্ত্বেষ তব যজ্ঞে সুরোত্তম।৯৮
অধর্ম্মো ধর্ম্মঘাতায় প্রারব্ধঃ পশুভিস্ত্বয়া।
নায়ং ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মোঽয়ং ন হিংসা ধর্ম্ম উচ্যতে
আগমেন ভবান্ যজ্ঞং করোতু যদিহেচ্ছসি।
বিধিদৃষ্টেন যজ্ঞেন ধর্ম্মেণাব্যয়হেতুনা।
যজ্ঞবীজৈঃ সুরশ্রেষ্ঠ যেষু হিংসা ন বিদ্যতে।
ত্রিবর্ষপরমং কালমুষিতৈরপ্ররোহিভিঃ।
এষ ধর্ম্মো মহানিন্দ্র স্বয়ম্ভুবিহিতঃ পুরা।।১০১
এবং বিশ্বভুগিন্দ্রস্তু মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।

হয়, তখন বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল? জনগণ কিপ্রকারে যজ্ঞীয় সম্ভারসমূহ সমাহরণপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিল? তৎসমস্ত আমাকে বলুন। এই কথা শুনিয়া সূত কহিলেন,—শাংশপায়ন! ত্রেতাযুগের প্রারম্ভকালে যেরূপ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, বলিতেছি, শ্রবণ কর। বৃষ্টি হওয়ার পর ওষধিসমূহের উৎপত্তি হওয়ায় গৃহ, আশ্রম ও পুরাদিতে জীবিকা প্রতিষ্ঠিত হইল দেখিয়া বিশ্বভুক্ নামক ইন্দ্র তখন বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা, মন্ত্র-সংহিতা প্রচার, এবং মন্ত্রসমূহকে ঐহিক পারত্রিক কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেবগণ সহ মিলিত হইয়া সর্ব্ববিধ সামগ্রী সম্পন্নযজ্ঞ প্রবর্ত্তিত করেন। তৎকালে অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রারব্ধ হইলে মেধ্য পশু দ্বারা যজ্ঞ হইতেছে শুনিয়া ঋষিগণ আগমন করেন যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইলে যখন ঋত্বিগাদি সকলেই কর্ম্মে ব্যস্ত; সুস্বরে সাম গান হইতেছে; প্রধান প্রধান অধ্বর্য্যুগণ ইতস্ততঃ দ্রুত পরিক্রমণ করিতেছেন; মেধ্য পশুগণের আলম্ভন করা হইতেছে; দেবহোতৃগণ অগ্নিতে হবি আহুতি প্রদান করিতেছেন, যজ্ঞভাগী মহাত্মগণ আহুত হইতেছেন; প্রতিকল্পাদিকালে যে ইন্দ্রিয়াত্মক দেবগণ যজ্ঞভাগভোজী হয়েন, দেবগণ যখন তাঁহাদিগের যজন করিতেছেন, এমন সময়ে সমাগত মহর্ষিগণ অধ্বর্য্যুকে পশু প্রোক্ষণোদ্যত দেখিয়া সেই দীন পশুগণের প্রতি করুণাবশতঃ সকলে একযোগে ইন্দ্রকে কহিলেন, এ তোমার কি প্রকার যজ্ঞবিধান? এ বলবান, অধর্ম্ম। তুমি ধর্ম্মকামনায় হিংসা করিতেছ? ইহা ধর্ম্ম নহে,—অধর্ম্ম। হিংসা কদাচ ধর্ম্ম হইতে পারে না। হে সুররাজ! আপনি যদি আগম বিধানে যজ্ঞ করিতে চাহেন, যজ্ঞবীজ দ্বারা যজ্ঞ করিতে পারেন। তাহাতে বিধি প্রতিপালন জন্য অব্যয় ধর্ম্মও লাভ হইবে; পরন্তু হিংসাও হইবে না। হে ইন্দ্র! পুরাকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, ত্রিবর্ষ পুরাতন, অনঙ্কুরিত বীজ দ্বারা যজ্ঞের বিধান করিয়াছেন। ইহা মহান ধর্ম্ম। বিশ্বভুক ইন্দ্র তত্ত্বদর্শী মুনিগণের এবম্বিধ

জঙ্গমৈঃ স্থাবরৈর্বেতি কৈর্যষ্টব্যমিহোচ্যতে।।
তে তু খিন্না বিবাদেন তত্ত্বযুক্তা মহর্ষয়ঃ।
সন্ধায় বাক্যমিন্দ্রেণ পপ্রচ্ছুঃ খেচরং বসুম্।

ঋষয় ঊচুঃ

মহাপ্রাজ্ঞ কথং দৃষ্টস্ত্বয়া যজ্ঞবিধির্নৃপ।
উত্তানপাদে প্রব্রূহি সংশয়ং ছিন্ধি নঃ প্রভো
শ্রুত্বা ব ক্যং ততস্তেষামবিচার্য্য বলাবলম্।
বেদশাস্ত্রমনুস্মৃত্য যজ্ঞতত্ত্বমুবাচ হ।
যথোপদিষ্টৈর্যষ্টব্যমিতি হোবাচ পার্থিবঃ।।১০৫
যষ্টব্যং পশুভির্মেধ্যৈরথ বীজৈঃ ফলৈস্তথা।
হিংসাস্বভাবো যজ্ঞস্য ইতি মে দর্শয়ত্যসৌ।।
যথেহ সংহিতামন্ত্রা হিংসালিঙ্গা মহর্ষিভিঃ
দীর্ঘেণ তপসা যুক্তৈর্দর্শিতৈস্তারকাদিভিঃ।
তৎপ্রমাণান্ময়া চোক্তং তস্মান্ন মন্তুমর্হথ।।

উত্তর শ্রবণে জঙ্গম বা স্থাবর বীজদ্বারা যজ্ঞ করণ বিষয়ে সংশয়িত হইলেন। তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণও ইন্দ্রসহ এতদ্বিষয়ের বাদবিচারে বিরক্ত হইয়া ইন্দ্রের মতানুসারে উপরিচর বসুকে ইহার মীমাংসা নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন ৷৮১—১০৩। ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ, প্রভো! উত্তানপাদনন্দন! আপনি কি প্রকারে যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইতে দেখিয়াছেন, তাহা বলিয়া আমাদিগকের সংশয় নিরাস করুন। রাজা উপরিচর, তাঁহাদিগের সেই কথা শুনিয়া দোষগুণ বিচার না করিয়াই বেদ শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞতত্ত্ব কহিতে লাগিলেন তিনি কহিলেন, যেমন শস্ত্রোপদেশ আছে, তদনুরূপই যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য। মেধ্য পশু দ্বারা এবং বীজ দ্বারা যজ্ঞ করিবে। বেদবাক্যানুসারে যজ্ঞের হিংসাস্বভাব প্রতিপন্ন হয়। তপিতাপস যোগী মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক যোগসামর্থ্যে আবিষ্কৃত মন্ত্র সকলও হিংসাত্মক দৃষ্ট হয়; আর তারকাদি দর্শনেও যজ্ঞের হিংসাত্মকত্বই অনুমিত হয়। আমিও সেইজন্যই এ কথা কহিলাম, আপনারা ক্রোধ করিবেন না যদি সেই সমস্ত মন্ত্রবাক্য প্রমাণ হয়, তবে

যদি প্রমাণং তান্যেব মন্ত্রবাক্য নি বৈ দ্বিজাঃ।
তদা প্রবর্ত্ততাং যজ্ঞো হ্যন্যথা নোহনৃতং বচঃ
এবং কৃতোত্তরাস্তে বৈ যুক্তাত্মানস্তপোধনাঃ
অধস্তু ভবনং দৃষ্ট্বা তমর্থং বাগ্যতস্তে ভব।
মিথ্যাবাদী নৃপো যস্মাৎ প্রবিবেশ রসাতলম্।
ইত্যুক্তমাত্রে নৃপতিঃ প্রবিবেশ রসাতলম্।
ঊর্দ্ধচারী বসুর্ভূত্বা রসাতলচরোহভবৎ।।১১০
বসুধাতলবাসী তু তেন বাক্যেন সোহভবৎ।
ধর্ম্মাণাং সংশয়চ্ছেত্তা রাজা বসুরধোগতঃ।।
তস্মান্ন বাচ্যমেকেন বহুজ্ঞেনাপি সংশয়ঃ
বহুদ্বারস্য ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা দুরনুগা গতিঃ।।১১২
তস্মান্ন নিশ্চয়াদ্বক্তুং ধর্ম্মঃ শক্যস্তু কেনচিৎ।
দেবানৃষীনুপাদায় স্বায়ম্ভুবমৃতে মনুম্।।১১৩
তস্মান্ন হিংসা ধর্ম্মস্য দ্বারমুক্তং মহর্ষিভিঃ।
ঋষিকোটিসহস্রাণি কর্মভিঃ স্বৈর্দিবং যযুঃ।।১১৪
তস্মান্ন দানং যজ্ঞং বা প্রশংসন্তি মহর্ষয়ঃ।

যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হউক। নচেৎ আমি যে মিথ্যা বলিতেছি, এমন নহে। মহর্ষিগণ, বসুর এবম্বিধ বাক্যে নিরুত্তর হইয়া সক্রোধে 'তুমি রাজা হইয়া মিথ্যা কথা কহিলে, এই জন্য চুপ কর,'' এই বলিয়া অধোভাগে একটী ভবন আছে দেখিয়া, পুনরায় কহিলেন, 'তুমি রসাতলে প্রবেশ কর।'' এই কথা বলিবামাত্র সেই ঊর্দ্ধচারী বসু, রসাতলে প্রবেশপূর্ব্বক অধঃশায়ী হইলেন। ধর্ম্ম সংশয়চ্ছেত্তা বসু রাজা এইরূপে বাক্যদোষে বসুধাতলবাসী হইলেন। অতএব বহুজ্ঞ ব্যক্তিও একাকী সংশয়িত বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবেন না, যেহেতু ধর্ম্ম বহুদ্বার। উহার সূক্ষ্মতত্ত্ব দুরধিগম্য। এজন্য একমাত্র স্বায়ম্ভুব মনু ব্যতীত দেবতা ঋষি প্রভৃতি অপর কেহই নিশ্চিতরূপে ধর্ম্মতত্ত্ব বলিতে সক্ষম নহে। এই কারণই মহর্ষিগণ হিংসাকে ধর্ম্মের দ্বার বলেন না। পূর্ব্বতন সহস্র-কোটি ঋষি, নিজ নিজ তপঃপ্রভাবেই স্বর্গগামী হইয়াছেন।১০৪—১১৪। সেই জন্য মহর্ষিগণ দান বা যজ্ঞকে

তুচ্ছং মূলং ফলং শাকমুদপাত্রং তপোধনাঃ
এবং দত্ত্বা বিভবতঃ স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অদ্রোহশ্চাপ্যলোভশ্চ দমো ভূতদয়া তপঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং তথা সত্যমনুক্রোশঃ ক্ষমা ধৃতিঃ।
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতদ্দুরাসদম্।।১১৬
ধর্ম্মমন্ত্রাত্মকো যজ্ঞস্তপশ্চানশনাত্মকম্।
যজ্ঞেন দেবানাপ্নোতি বৈরাগ্যং তপসা পুনঃ
ব্রাহ্মণ্যং কর্ম্মসন্ন্যাসাদ্বৈরাগ্যাৎ প্রেক্ষতে লয়ম্
জ্ঞানাৎ প্রাপ্নোতি কৈবল্যং পঞ্চৈতা গতয়ঃ স্মৃতাঃ।।১১৮
এবং বিবাদঃ সুমহান্ যজ্ঞস্যাসীৎপ্রবর্ত্তনে।
ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
ততস্তে ঋষয়ো দৃষ্ট্বাহূতং ধর্ম্ম বলেন তু।
বসোর্বাক্যমনাদৃত্য জগ্মুস্তে বৈ যথাগতাঃ।।
গতেষু ঋষিসঙ্ঘেষ্বেঞ দেবা যজ্ঞমবাপুয়ুঃ।
শ্রুয়ন্তে হি তপঃসিদ্ধা ব্রহ্মক্ষত্রময়া নৃপাঃ।।১২১
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ ধ্রুবো মেধাতিথির্বসুঃ।
সুমেধা বিরজাশ্চৈব শঙ্খপাত্রজ এব চ।
প্রাচীনবর্হিঃ পর্জ্জন্যো হবির্দ্ধানদয়ো নৃপাঃ।।
এতে চান্যে চ বহবো নৃপাঃ সিদ্ধা দিবং গতাঃ
রাজর্ষয়ো মহাসত্ত্বা যেষাং কীর্ত্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা।।
তস্মাদ্বিশিষ্যতে যজ্ঞাত্তপঃ সর্ব্বেষু কারণৈঃ।
ব্রহ্মণা তপসা সৃষ্টং জগদ্বিশ্বমিদং স্মৃতম্।
তস্মান্নাপ্নোতি তদ্যজ্ঞস্তপোমূলমিদং পুরা।।১২৪
যজ্ঞপ্রবর্ত্তনং হ্যেবমতঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
ততঃ প্রভৃতি যজ্ঞোঽয়ং যুগৈঃ সহ ব্যবর্ত্তত।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে যজ্ঞপ্রবর্ত্তনং নাম সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।।৫৭।।

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দ্বাপরস্য বিধিং পুনঃ।
তত্র ত্রেতাযুগে ক্ষীণে দ্বাপরং প্রতিপদ্যতে।।১
দ্বাপরাদৌ প্রজানাং তু সিদ্ধিস্ত্রেতাযুগে তু যা

তাদৃশ প্রশংসা করেন না। শক্ত্যনুসারে সামান্য কন্দ-মূল, শাক জল ও পাত্রাদি দান করিয়াই তাঁহারা স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। অদ্রোহ, অলোভ, দম, ভূতদয়া, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, অনৃশংসতা, ক্ষমা, ধৃতি,—এই সমস্তই সনাতন ধর্ম্মের মূল। যজ্ঞধর্ম্ম মন্ত্রাত্মক, আর তপস্যা অনশনাত্মক। যজ্ঞ দ্বারা দেবত্ব এবং তপস্যা দ্বারা বৈরাগ্য প্রাপ্তি হয় কর্ম্মসন্ন্যাসদ্বারা ব্রহ্মণ্য, বৈরাগ্য দ্বারা লয়, এবং জ্ঞান দ্বারা কৈবল্য লাভ ঘটে। গতি এই পাঁচ প্রকার। পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যজ্ঞপ্রবর্ত্তনকালে ঋষিগণের সহিত দেবতাদিগের এই প্রকার সুমহান্ বিবাদ ঘটিয়াছিল। ঋষিগণ এই হিংসাত্মক অদ্ভুত ধর্ম্মপথ দেখিয়া বসুর বাক্যে অনাদরপূর্ব্বক যথাস্থানে প্রতিগমন করিলেন। ঋষিগণ প্রতি-গমন করিলে পর দেবগণ যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। শুনা যায় যে, প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, ধ্রুব, মেধাতিথি, বসু, সুমেধা, বিরজা, শঙ্খপাদ, রজ, প্রাচীনবর্হি, পর্জ্জন্য ও হবির্দ্ধান প্রমুখ তপঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বংশজ অনেকানেক মহাত্মা এবং মহাসত্ত্ব বিখ্যাতকীর্ত্তি নানা রাজর্ষি,—সকলেই তপস্যাপ্রভাবে স্বর্গগামী হইয়াছেন এইজন্য যজ্ঞ অপেক্ষা তপস্যাকেই সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। ব্রহ্মা তপঃপ্রভাবেই এই চরাচর জগৎ সৃজন করিতেছেন; সুতরাং তপস্যা অপেক্ষা যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ নহে। তপস্যাই জগতের মূল। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এইরূপে যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তদবধি প্রতিযুগেই উহা প্রচলিত রহিয়াছে।।১১৫—১২৫।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।।৫৭।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়

সূত কহিলেন,—অতঃপর দ্বাপরযুগের বৃত্তান্ত বলিতেছি। ত্রেতাযুগ ক্ষীণ হইলে

পরিবৃত্তে যুগে তস্মিংস্ততঃ সা সম্প্রণশ্যতি।।২
ততঃ প্রবর্ত্ততে তাসাং প্রজানাং দ্বাপরে পুনঃ
লোভোহধৃতির্বণিগ্‌যুদ্ধং তত্ত্বানামবিনিশ্চয়ঃ।।৩
সম্ভেদশ্চৈব বর্ণানাং কার্য্যাণাং চাবিনির্ণয়ঃ।
যাচ্ঞা বধঃ পণো দণ্ডো মদো দম্ভোহক্ষমা-
বলম্।
এষাং রজস্তমোযুক্তা প্রবৃত্তির্দ্বাপরে স্মৃতা।।৪
আদ্যে কৃতে নো ধর্ম্মোহস্তি ত্রেতায়াং
সম্প্রবর্ত্ততে।
দ্বাপরে ব্যাকুলো ভূত্বা প্রণশ্যতি কলৌ যুগে।
বর্ণানাং বিপরিধ্বংসঃ সঙ্কীর্য্যন্তে তথাশ্রমাঃ
দ্বৈধমুৎপদ্যতে চৈব যুগে তস্মিন্ শ্রুতৌ
স্মৃতৌ।।৬
দ্বৈধচ্ছিন্নৈঃ শ্রুতেশ্চৈব নিশ্চয়ো নাধিগম্যতে
অনিশ্চয়াধিগমনাদ্ধর্ম্মতত্ত্বং ন বিদ্যতে।
ধর্ম্মতত্ত্বে তু ভিন্নানাং মতিভেদো ভবেন্নৃণাম্।।
পরস্পরবিভিন্নৈস্তৈর্দৃষ্টীনাং বিভ্রমেণ চ।
অয়ং ধর্ম্মো হ্যয়ং নেতি নিশ্চয়ো নাভিগম্যতে
কারণানাং চ বৈকল্যাৎ কারণস্যাপ্যনিশ্চয়াৎ
মতিভেদে চ তেষাং বৈ দৃষ্টীনাং বিভ্রমো
ভবেৎ।।৯
ততো দৃষ্টিবিভিন্নৈস্তৈঃ কৃতং শাস্ত্রকুলং ত্বিদম্
একো বেদশ্চতুষ্পাদস্ত্রেতাস্বিহ বিধীয়তে।।১০
সংরোধাদায়ুষশ্চৈব দৃশ্যতে দ্বাপরেষু চ।
বেদব্যাসৈশ্চতুর্দ্ধা তু ব্যস্যতে দ্বাপরাদিষু।।১১
ঋষিপুত্রৈঃ পুনর্বেদা ভিদ্যন্তে দৃষ্টিবিভ্রমৈঃ।
মন্ত্রব্রাহ্মণবিন্যাসৈঃ স্বরবর্ণবিপর্য্যয়ৈঃ।।১২
সংহিতা ঋগ্‌যজুঃসাম্নাং সংহন্যন্তে শ্রুতর্ষিভিঃ।
সামান্যাদ্বৈকৃতাচ্চৈব দৃষ্টিভিন্নৈঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ
ব্রাহ্মণং কল্পসূত্রাণি মন্ত্রপ্রবচনানি চ।
অন্যে তু প্রতিজগ্মুর্যে কেচিত্তান্
প্রত্যবস্থিতাঃ।।১৪
দ্বাপরেষু প্রবর্ত্তন্তে ভিন্নবৃত্ত্যাশ্রমা দ্বিজাঃ।
একমাধ্বর্য্যবং পূর্ব্বমাসীদ্দ্বৈধং পুনস্ততঃ।।১৫
সামান্যং বিপরীতার্থৈঃ কৃতং শাস্ত্রকুলং ত্বিদম্

দ্বাপরযুগ প্রবৃত্ত হয়। এই যুগপরিবর্ত্তনে, ত্রেতা-যুগের সিদ্ধি সকলও অন্তর্হিত হইয়া যায়। তখন আবার প্রজাগণের লোভ, অধৈর্য্য, বাণিজ্য, যুদ্ধ, তত্ত্বনিশ্চয়াভাব, পরস্পর মতভেদ, বর্ণসকলের ও তাহাদের কর্ম্মের বৈপরীত্য, যাচ্ঞা, মারণ, পণ, দণ্ড, মদ, দম্ভ, অক্ষমা, দৌর্ব্বল্য,—এই সকল রজস্তমোময়ী বৃত্তি দ্বাপরযুগে প্রাদুর্ভূত হয়।১—৪। সত্যযুগে ধর্ম্ম নাই; ত্রেতাযুগে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হয়; দ্বাপরে নানা প্রকারে ধর্ম্মের বৈকল্য ঘটে এবং কলিতে ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়। দ্বাপরযুগে বর্ণ ও আশ্রম সকল ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইতে থাকে। শ্রুতি স্মৃতির সিদ্ধান্ত বিষয়ে দ্বৈধ উপস্থিত হয় বলিয়া কোন মতেই বিশ্বাস থাকে না; সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্বে পরস্পর বিভিন্ন জ্ঞানসম্পন্ন জনগণ 'ইহা ধর্ম্ম, ইহা ধর্ম্ম নহে' এইরূপ সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তখন ক্রমে ক্রমে প্রজাবর্গের মতভেদ ঘটিতে থাকে। কারণবৈকল্যপ্রযুক্ত কারণের অনিশ্চয় জন্য মতিভেদবশতঃ তখন প্রজাগণের জ্ঞানের পার্থক্য হইয়া থাকে পরে বিভিন্ন মতবাদী জনগণ নানাবিধ শাস্ত্রপ্রচার করেন। ত্রেতাযুগে চতুষ্পাদ বেদমাত্র ছিল; ক্রমে আয়ুষ্কাল কমিয়া যাইতে থাকিলে দ্বাপরাদিকালে সেই বেদকে বেদব্যাসগণ বিভক্ত করেন। জ্ঞানভেদপ্রযুক্ত ঋষিপুত্রগণ আবার সেই বিভক্ত বেদকে স্বর বর্ণ ব্যত্যয় সহ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। কালক্রমে শ্রুতিধর ঋষিগণের অন্তঃকরণ হইতে ঋক্-যজুঃ-সাম-সংহিতা সকল ক্বচিৎ ক্বচিৎ বিলুপ্ত হইতে থাকে। সেই সামান্য বৈকল্য হইতেই জ্ঞানপার্থক্য নিবন্ধন তাহাদিগের কল্পসূত্র, ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রপ্রবচনাদিও ক্রমে ক্রমে বিস্মৃতি প্রাপ্ত হয়। তখন অনেকে তীর্থাদিতে ভক্তিমান হয়; আবার অনেকে তীর্থাদিতে ভক্তিহীন হইয়া পড়ে।৫—১৪। দ্বাপরযুগে আশ্রমধর্ম্মের বিপর্য্যয় ঘটিতে থাকে; পূর্ব্বে

আধ্বর্য্যবস্য প্রস্তাবৈর্বহুধা ব্যাকুলং কৃতম্ ।।১৬
তথৈবাথর্ব্বঋক সাম্নাং বিকল্পৈশ্চাপ্যসঙ্ক্ষয়ৈঃ
ব্যাকুলং দ্বাপরে ভিন্নং ক্রিয়তে ভিন্নদর্শনৈঃ।।
তেষাং ভেদাঃ প্রভেদাশ্চ বিকল্পৈশ্চাপ্য-
সঙ্ক্ষয়াঃ
দ্বাপরে সম্প্রবর্ত্তন্তে বিনশ্যন্তি পুনঃ কলৌ। ১৮
তেষাং বিপর্য্যয়োৎপন্না ভবন্তি দ্বাপরে পুনঃ।
অবৃষ্টির্মরণং চৈব তথৈব ব্যাধ্যুপদ্রবাঃ।।১৯
বাঙ্মনঃকর্ম্মজৈর্দুঃখৈর্নির্বেদো জায়তে পুনঃ।
নির্বেদাজ্জায়তে তেষাং দুঃখমোক্ষবিচারণা ।২০
বিচারণাচ্চ বৈরাগ্যং বৈরাগ্যাদ্দোষদর্শনম্।
দোষাণাং দর্শনাচ্চৈব দ্বাপরে জ্ঞানসম্ভবঃ।।২১
তেষামজ্ঞানিনাং পূর্ব্বমাদ্যে স্বায়ম্ভুবেহন্তরে।
উৎপদ্যন্তে হি শাস্ত্রাণাং দ্বাপরে পরিপন্থিনঃ।।
আয়ুর্ব্বেদবিকল্পাশ্চ অঙ্গানাং জ্যোতিষস্য চ
অর্থশাস্ত্রবিকল্পশ্চ হেতুশাস্ত্রবিকল্পনম্।।২৩
স্মৃতিশাস্ত্রপ্রভেদাশ্চ প্রস্থানানি পৃথক্ পৃথক্।
দ্বাপরেষ্বভিবর্ত্তন্তে মতিভেদাস্তথা নৃণাম্।।২৪
মানসা কর্ম্মণা বাচা কৃচ্ছ্রা দ্বার্ত্তা প্রসিধ্যতি
দ্বাপরে সর্ব্বভূতানাং কায়ক্লেশপুরস্কৃত।।২৫
লোভোহধৃতির্বণিগ্‌যুদ্ধং তত্ত্বানামবিনিশ্চয়ঃ
বেদশাস্ত্রপ্রণয়নং ধর্ম্মাণাং সঙ্করস্তথা।।২৬
দ্বাপরেষু প্রবর্ত্তন্তে রাগো লোভো বধস্তথা।
বর্ণাশ্রমপরিধ্বংসোঃ কামদ্বেষৌ তথৈব চ।।২৭
পূর্ণে বর্ষসহস্রে দ্বে পরমায়ুস্তথা নৃণাম্
নিঃশেষে দ্বাপরে তস্মিংস্তস্য সন্ধ্যা তু পাদতঃ
প্রতিষ্ঠন্তে গুণৈর্হীনো ধর্ম্মোহসৌ দ্বাপরস্য তু
তথৈব সন্ধ্যাপাদেন অংশস্তস্যাবতিষ্ঠতে।।২৯
দ্বাপরস্য চ বর্বে বা তিষ্যস্য তু নিবোধত।
দ্বাপরস্যাংশশেষে তু প্রতিপত্তিঃ কলেরতঃ।।৩০
হিংসাসূয়ানৃতং মায়া বধশ্চৈব তপস্বিনাম্
এতে স্বভাবাস্তিষ্যস্য সাধয়ন্তি চ বৈ প্রজাঃ।
এষ ধর্ম্মঃ কৃতঃ কৃৎস্নো ধর্ম্মশ্চ পরিহীয়তে।
মনসা কর্ম্মণা স্তুত্যা বার্ত্তা সিধ্যতি বা নবা।।

এক আধ্বর্য্যব ছিল, পরে উহা দ্বৈধ প্রাপ্ত হয়; সামান্য অর্থের বৈপরীত্য জন্য তদ্বিষয়ক নানাশাস্ত্র নির্নীত হয়। বিবিধ আধ্বর্য্যব প্রস্তাব নিবন্ধসমূহ, অথর্ব্ব, এবং ঋক্ সামবেদেরও অসংখ্য মতভেদ দ্বারা তদানীন্তন প্রজাবর্গ ব্যাকুল হইয়া উঠে। দ্বাপরে অশেষ সন্দেহজনিত অনেকানেক ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তিত হইয়া কলিতে ক্রমশঃ বিনষ্ট হইতে থাকে। প্রজাগণের কর্ম্মবিপর্য্যয় হেতু দ্বাপরযুগে অনাবৃষ্টি, ব্যাধি, ও উপদ্রব জন্মে, তাহাতে প্রজামধ্যে মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব হয়। পরে বাক্য-মনঃ কর্ম্মজনিত দুঃখে প্রজাগণের মনে ক্রমশঃ নির্ব্বেদ জন্মিয়া দুঃখ-মোক্ষবিষয়ক বিচার উৎপাদন করে। সেই বিচার হইতে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য হইতে দোষ-দর্শন, এবং দোষদর্শন হইতে প্রজাবর্গের জ্ঞানসমুৎপত্তি হয়। তখন প্রাচীন অজ্ঞানগণের প্রচারিত শাস্ত্রবাদের পরিপন্থিরূপে জ্ঞানী প্রজাগণ অভ্যুদিত হইতে থাকে। আয়ুর্ব্বেদ, বেদাঙ্গ, জ্যোতিষ, অর্থশাস্ত্র, হেতুশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, এবং অপরাপর সকল শাস্ত্রই মতভেদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। দ্বাপরযুগে কায়মনোবাক্যে কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। তন্মধ্যে শ্রমজীবীর সংখ্যাই অধিক হইয়া থাকে।১৫—২৫। লোভ, অধৈর্য্য, বাণিজ্য, যুদ্ধ, নানা মত স্থাপন, বেদশাস্ত্র প্রণয়ন, ধর্ম্মের ব্যভিচার, রাগ, লোভ, হত্যা, বর্ণাশ্রম লোপ, কাম, দ্বেষ, এতৎ সমস্ত সমুদ্ভূত হয়। দ্বাপরে নরগণের পরমায়ু, দুই সহস্র বৎসর। দ্বাপর শেষ হইলে তাহার পাদপরিমিত সন্ধ্যা প্রবৃত্ত হয়। তখন দ্বাপরযুগের গুণসমূহই কিঞ্চিৎ হীনভাবে বিদ্যমান থাকে। সন্ধ্যা শেষে সন্ধ্যাপাদপরিমিত সন্ধ্যাংশ প্রবৃত্ত হয়। সন্ধ্যাংশ শেষ হইলে কলির প্রতিপত্তি হয়। হিংসা, অসূয়া, মিথ্যা, ছলনা, তপস্বিজনের হত্যা, এই কয়টী কলিযুগের স্বভাব। প্রজাগণ এই কাল-ধর্ম্মানুসারেই চলিয়া থাকে। বেদ-ধর্ম্ম ক্রমশঃ

কলৌ প্রমারকো রোগঃ সততং ক্ষুদ্ভয়ানি বৈ।
অনাবৃষ্টিভয়ং ঘোরং দেশানাঞ্চ বিপর্য্যয়ঃ ॥৩৩
ন প্রমাণং স্মৃতেরস্তি তিষ্যে লোকে যুগে যুগে
গর্ভস্থো ম্রিয়তে কশ্চিদ্‌যৌবনস্থস্তথাপরঃ।
স্থবিরে মাধ্যকৌমারে ম্রিয়ন্তে বৈ কলৌ
প্রজাঃ ॥৩৪
অধার্ম্মিকাস্ত্বনাচারা মোহকোপাল্পতেজসঃ।
অনৃতব্রুবাশ্চ সততং তিষ্যে জায়ন্তি বৈ প্রজাঃ
দুরিষ্টৈর্দুরধীতৈশ্চ দুরাচারৈর্দুরাগমৈঃ।
বিপ্রাণাং কর্ম্মদোষৈস্তৈঃ প্রজানাং জায়তে
ভয়ম্।॥৩৬
হিংসা মায়া তথের্ষ্যা চ ক্রোধোহসূয়াক্ষমানৃতম্
তিষ্যে ভবন্তি জন্তূনাং রাগো লোভশ্চ সর্ব্বশঃ
সংক্ষোভো জায়তেহত্যর্থং কলিমাসাদ্য
বৈ যুগম্।
নাধীয়তে তদা বেদা ন যজন্তে দ্বিজাতয়ঃ।
উৎসীদন্ত নরাশ্চৈব ক্ষত্রিয়াঃ সবিশঃ ক্রমাৎ।
শূদ্রাণামন্ত্যযোনেস্ত সম্বন্ধা ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
ভবন্তীহ কলৌ তস্মিন্ শয়নাসনভোজনৈঃ ॥৩৯
রাজানঃ শূদ্রভূয়িষ্ঠাঃ পাষণ্ডানাং প্রবর্ত্তকাঃ ॥
ভ্রূণহত্যাঃ প্রজাস্তত্র যত্র এবং প্রবর্ত্ততে ॥৪০
আয়ুর্ম্মেধা বলং রূপং কুলং চৈব প্রহীয়তে।
শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাচারাঃ শূদ্রাচারাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ। ৪১
রাজবৃত্তে স্থিতাশ্চৌরাশ্চৌরবৃত্তাশ্চ পার্থিবাঃ
ভৃত্যাশ্চ নষ্টসুহৃদো যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ॥৪২
অশীলিন্যোহব্রতাশ্চাপি স্ত্রিয়ো মদ্যামিষপ্রিয়াঃ
মায়ামাত্রা ভবিষ্যন্তি যুগান্তে প্রত্যুপস্থিতে। ৪৩
শ্বাপদপ্রবলত্বঞ্চ গবাং চৈবাপ্যপক্ষয়ঃ।
সাধূনাং বিনিবৃত্তিশ্চ বিদ্যাত্তস্মিন্ কলৌ যুগে।
তদা সূক্ষ্মো মহোদর্কো দুর্লভো দানমূলবান্।
চতুরাশ্রমশৈথিল্যাদ্ধর্ম্মঃ প্রবিচলিষ্যতি ॥৪৫
তদা হ্যল্পফলা দেবী ভবেদ্ভূমির্মহীয়সী।
শূদ্রাস্তপশ্চরিষ্যন্তি যুগান্তে প্রত্যুপস্থিতে ॥৪৬
তদা হ্যৈকাহিকো ধর্ম্মো দ্বাপরে যশ্চ মাসিকঃ
ত্রেতায়াং বৎসরস্থশ্চ একাহ্নাদতিরিচ্যতে ॥৪৭
অরক্ষিতারো হর্ত্তারো বলিভাগস্য পার্থিবাঃ

ক্ষীণ হইতে থাকে, মনঃ কর্ম্ম স্তুতি দ্বারাও জীবিকা-নির্ব্বাহ হইয়া উঠে না। কলিকালে মারক রোগ, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, দেশবিপর্য্যয়, এবং স্মৃতি শাস্ত্রের প্রমাণ্যাভাব হইয়া থাকে গর্ভগত, যৌবনস্থ, স্থবির, মধ্যবয়স্ক ও কুমার প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বয়স্ক প্রজা মৃত্যুগ্রস্ত হয়। প্রজাগণ অধার্ম্মিক, অনাচার, মূঢ়, ক্রোধী, অল্পতেজাঃ, এবং সতত মিথ্যাবাদী হয়। তখন বিপ্রগণের কুশিক্ষা, দুরাকাঙ্ক্ষা, কদাচার, অসদুপায়ে জীবিকার্জ্জন প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত প্রজাবর্গের ভয় উপস্থিত হয় হিংসা, ছলনা, ঈর্ষা, ক্রোধ, অসূয়া, অক্ষমা, মিথ্যাবাদ, রাগ এবং লোভ; এ সকল কলিযুগে প্রাদুর্ভূত হয়। ফলতঃ কলি যুগে প্রজাগণের মহাসংক্ষোভ জন্মে। তখন দ্বিজগণের বেদাধ্যয়ন ও যাগ-যজ্ঞ লুপ্ত হয়। ক্রমশঃ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি উৎসন্ন যাইতে থাকে। শূদ্রাদি হীনযোনিসহ শয়ন আসন ও ভোজনাদিতে ব্রাহ্মণগণের সংস্রব ঘটে। অধিকাংশ রাজা শূদ্র; তাহারাও আবার পাষণ্ড মত প্রবর্ত্তন করে তখন ভ্রূণহত্যাদি নানা কুকর্ম্ম ঘটিতে থাকে। প্রজাবর্গের আয়ু, মেধা, বল, রূপ, কুল এবং সৌভাগ্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। শূদ্র ব্রাহ্মণাচার, ব্রাহ্মণ শূদ্রাচার, এবং চৌর রাজকর্ম্মে ও রাজা চৌর্য্যে নিরত হয়। সেই যুগান্ত কলিকালে, ভৃত্যগণও প্রভুভক্তিহীন হইয়া থাকে।২৬—৪২। কালকালে রমণীগণ দুঃশীলা, পাতিব্রত্যহীনা, মদ্যামিষপ্রিয়া, ও মায়াময়ী হয়। শ্বাপদগণের বৃদ্ধি, গোগণের ক্ষয়, এবং সাধুগণের তিরোধান, এ কয়টীও কলিতে হইয়া থাকে। কলিযুগে এইরূপে দানমূল সূক্ষ্ম মহাফলপ্রদ দুর্লভ ধর্ম্ম, আশ্রমচতুষ্টয়ের বিধিশৈথিল্য প্রযুক্ত প্রবিচালিত হয়েন। যুগান্তকালে পৃথিবী ক্রমে অল্পফলা হইবে। শূদ্রগণ তপস্যাচরণ করে। কলিকালের একদিনের ধর্ম্মকর্ম্ম, দ্বাপরের একমাসের এবং ত্রেতার সংবৎসরের তুল্য ফল দান করে।

যুগান্তেষু ভবিষ্যন্তি স্বরক্ষণপরায়ণাঃ।।৪৮
অক্ষত্রিয়াশ্চ রাজানো বিশঃ শূদ্রোপজীবিনঃ
শূদ্রাভিবাদিনঃ সর্ব্বে যুগান্তে দ্বিজসত্তমাঃ।।৪৯
যতয়শ্চ ভবিষ্যন্তি বহবোঽস্মিন্ কলৌ যুগে।
চিত্রবর্ষী, তদা দেবো যদা স্যাত্তু যুগক্ষয়ঃ।।৫০
সর্ব্বে বাণিজ্যকাশ্চাপি ভবিষ্যন্ত্যধমে যুগে।
শূদ্রাশ্চ যতিনশ্চৈব গুড়বাসাস্ত স্বিনঃ।
লোলুপাঃ পরদারেষু নষ্টমার্গাঃ কলৌ যুগে।।
ভূয়িষ্ঠং কূটমানৈশ্চ পণ্যং বিক্রীণতে জনৈঃ
কুশীলচর্য্যা পাষণ্ডৈর্বৃথারূপৈঃ সমাবৃতম্।
পুরুষাল্পং বহুস্ত্রীকং যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে।।৫২
বহুযাচনকো লোকো ভবিষ্যতি পরস্পরম্।
ক্রব্যাদনঃ ক্রূরবাকোঽনার্জবো নানসূয়কঃ।
ন কৃতে প্রতিকর্ত্তা চ ক্ষীণো লোকো ভবিষ্যতি।
অশঙ্কা চৈব পতিতে তদ্যুগান্তস্য লক্ষণম্।।৫৪
নরশূন্যা বসুমতী শূন্যা চৈব ভবিষ্যতি।
মণ্ডলানি ভবন্ত্যত্র দেশেষু নগরেষু চ।।৫৫
অল্পোদকা চাল্পফলা ভবিষ্যতি বসুন্ধরা।
গোপ্তারশ্চাপ্যগোপ্তারঃ প্রভবিষ্যন্ত্যশাসনাঃ
কর্ত্তারঃ পররত্নানাং পরদার প্রধর্ষং।
কামাত্মানো দুরাত্মানো হ্যধর্ম্মাঃ সাহস প্রিয়াঃ।।
প্রনষ্টচেতনাঃ পুরুষা মুক্তকেশাস্তু চূলিকাঃ।
ঊনষোড়শবর্ষাশ্চ প্রজায়ন্তে যুগক্ষয়ে।।৫৮
শুক্লদন্তা জিতাক্ষাশ্চ মুণ্ডাঃ কাষায়বাসসঃ।
শূদ্রা ধর্ম্মং চরিষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে।।৫৯
শস্যচৌরা ভবিষ্যন্তি তথা চৈলাভিমর্শিনঃ।
চৌরাশ্চৌরস্য হর্ত্তারো হর্ত্তুর্হর্ত্তার এব চ।।৬০
জ্ঞানকর্ম্মণ্যুপরতে লোকে নিষ্ক্রিয়তাং গতে।
কীটমূষিকসর্পাশ্চ ধর্ষয়িষ্যন্তি মানবান্।।৬১
সুভিক্ষং ক্ষেমমারোগ্যং সামর্থ্যং দুর্লভং ভবেৎ

যুগান্তকালে রাজগণ করগ্রহণ করিবে; কিন্তু রক্ষণ করিবে না। কেবল স্ব স্ব রক্ষায় ব্যস্ত হইবে। হে দ্বিজসত্তমগণ! যুগান্তকালে রাজগণ অক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণ শূদ্রোপজীবী এবং সকলেই শূদ্র গণের অভিবাদনকারী হইবে। এই কলিযুগে বহুলোকই যতিবৃত্তি অবলম্বন করিবে। সেই যুগান্ত কালে মেঘগণ কখন অধিক কখনও বা অল্প,—কালে অবৃষ্টি, অকালে বৃষ্টি ইত্যাদিরূপে বিচিত্র ভাবে বর্ষণ করিবে। সেই অধম যুগে সকলেই বাণিজ্য-ব্যবসায়ী হইবে। শূদ্রগণ সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক কৌপীনধারী ও তপশ্চারী হইবে। কলিযুগে সকলেই পরদার লোলুপ সৎপথভ্রষ্ট হইবে। পণ্যবিক্রেতাগণ কূটরূপে কপট পরিমাণ দ্বারা ক্রেতাগণকে প্রবঞ্চিত করিবে। সেই যুগান্ত কালে পুরুষের সংখ্যা অল্প এবং রমণীরসংখ্যা অধিক হইবে। জনগণ পরস্পর অতিশয় যাচনপর হইবে। সকলেই মাংসভোজী ক্রূরভাষী, অসরল ও অসূয়াপরবশ হইবে। কেহ কোন অপকার করিলেও তাহার প্রতীকার করিতে সমর্থ হইবে না। লোক সকল ক্ষীণ হইয়া পাতিত্যজনক কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। ইহাই যুগান্তের লক্ষণ।৪৩—৫৪। যুগান্তকালে পৃথিবী ক্রমে নরশূন্য,—শূন্যাকার হইবে। দেশে নগরে মণ্ডলপ্রতিষ্ঠা হইবে। বসুন্ধরা ক্রমশঃ অল্পজলা ও অল্পফলা হইবে রক্ষক রাজগণ তখন রক্ষা করিবে না; যোগ্য শাসনও করিবে না। জনগণ, পরধনরত্নহারী, পরদারধর্ষণকারী, কামুক, দুরাত্মা, অধার্ম্মিক ও দুঃসাহস হইবে। এই সময় অনেকে কাণ্ডজ্ঞানহীন, মুক্তকেশ ও চূড়াধারী হইবে। যুগান্তকালে ঊনষোড়শবর্ষ বয়সেই সন্তানোৎপাদন করিবে। শূদ্রগণ শুক্লদন্ত, সংযতেন্দ্রিয়, মুণ্ডিতমস্তক, কাষায়বসনধারী ধর্ম্মানুষ্ঠান তৎপর হইবে। শস্যচৌর-বস্ত্র-চৌরের প্রাদুর্ভাব হইবে। চৌরগণ সাধুর দ্রব্যের ন্যায় চৌরের দ্রব্যও অপহরণ করিবে। ক্রমে লোকসকল জ্ঞানকর্ম্মহীন হইয়া নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করিবে। বনকীট মূষিক ও সর্পাদি দ্বারাও জনগণ ধর্ষিত হইতে থাকিবে। সুভিক্ষ,

কৌশিকাঃ প্রতিবৎস্যন্তি দেশান্ ক্ষুত্তরপীড়িতান্
দুঃখেনাভিপ্লুতানাং চ পরমায়ুঃ শতং ভবেৎ।
দৃশ্যন্তে ন চ দৃশ্যন্তে বেদাঃ কলিযুগেঽখিলাঃ।।
উৎসীদন্তি তথা যজ্ঞাঃ কেবলাধর্ম্মপীড়িতাঃ।
কষায়িণশ্চ নির্গ্রন্থাস্তথা কাপালিনশ্চ হ।।৬৪
বেদবিক্রয়িণশ্চান্যে তীর্থবিক্রয়িণোঽপরে।
বর্ণাশ্রমাণাং যে চান্যে পাষণ্ডাঃ পরিপন্থিনঃ।।
উৎপদ্যন্তে তথা তে বৈ সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে
নাধীয়ন্তে তদা বেদাঃ শূদ্রা ধর্ম্মার্থকোবিদাঃ।।
যজন্তে নাশ্বমেধেন রাজানঃ শূদ্রযোনয়ঃ।
স্ত্রীবধং গোবধং কৃত্বা হত্বা চৈব পরস্পরম্।
উপহন্যুস্তদান্যোন্যং সাধয়ন্তি তথা প্রজাঃ।।৬৭
দুঃখপ্রচুরতাল্পায়ুর্দেশোৎসাদঃ সরোগতা।
মোহো গ্লানিস্তথা সৌখ্যং তমোবৃত্তং কলৌ
স্মৃতম্।।৬৮
প্রজাসু ভ্রূণহত্যা চ অথ বৈ সম্প্রবর্ত্ততে।
তস্মাদায়ুর্বলং রূপং কলিং প্রাপ্য প্রহীয়তে।
দুঃখেনাভিপ্লুতানাং বৈ পরমায়ুঃ শতং নৃণাম্
দৃশ্যন্তে নাভিদৃশ্যন্তে বেদাঃ কলিযুগেঽখিলাঃ

শান্তি, আরোগ্য ও সামর্থ্য, দুর্লভ হইয়া উঠিবে। দুর্ভিক্ষে দেশসমূহ ক্রমশঃ পেচকগণের আবাসরূপে পরিণত হইবে। কলিযুগে দুঃখার্ত্ত জনগণের আয়ু শতবর্ষ মাত্র। সমগ্র বেদশাস্ত্র, কচিৎ দৃষ্ট হইবে। গেরুয়াধারী, বৈরাগী, কাপালিক, বেদবিক্রয়ী, তীর্থবিক্রয়ী ও বর্ণাশ্রম-ধ্বংসী পাষণ্ডগণের উৎপত্তি হইতে থাকিবে। কেহই আর বেদ পাঠ করিবে না। শূদ্রগণ ধর্ম্মতত্ত্বমীমাংসক হইবে। শূদ্রযোনি রাজগণ অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান করিবে না। কলিযুগে প্রজাবর্গ স্ত্রীবধ, গোবধ ও পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া কোন মতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।।৫৫—৬৭। দুঃখবাহুল্য, আয়ুহ্রাস, দেশধ্বংস, ব্যাধি, মোহ, গ্লানি, অশান্তি,—এই সমস্ত তামসভাব কলির লক্ষণ। কলিতে প্রজাগণমধ্যে ভ্রূণহত্যা হয়। দুঃখ বাহুল্য প্রযুক্ত

উৎসীদন্তে তদা যজ্ঞাঃ কেবলাধর্ম্মপীড়িতাঃ
তদা স্বল্পেন কালেন সিদ্ধিং যাস্যন্তি মানবাঃ
ধন্যা ধর্ম্মং চরিষ্যন্তি যুগান্তে দ্বিজসত্তমাঃ।।
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মং যে চরন্ত্যনসূয়কাঃ।
ত্রেতায়াং বার্ষিকো নাম দ্বাপরে মাসিকঃ স্মৃতঃ
যথাশক্তি চরন্ প্রাজ্ঞস্তদহ্না প্রাপ্নুয়াৎ কলৌ এবা
কলিযুগেঽবস্থা সন্ধ্যাংশং তু নিবোধ মে
যুগে যুগে তু হীয়ন্তে ত্রীংস্ত্রীন্ পাদাংশ্চ সিদ্ধয়ঃ
যুগস্বভাবাৎ সন্ধ্যাস্তু তিষ্ঠন্তীমাস্তু পাদশঃ।
সন্ধ্যাস্বভাবাচ্চাংশেষু পাদশস্তে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
এবং সন্ধ্যাংশকে কালে সম্প্রাপ্তে তু যুগান্তিকে
তেষাং শাস্তা হ্যসাধূনাং ভৃগূণাং নিধনোত্থিতঃ
গোত্রেণ বৈ চন্দ্রমসো নাম্না প্রমিতিরুচ্যতে।
মাধবস্য তু সোঽংশেন পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে
সমাঃ স বিংশতিং পূর্ণাঃ পর্য্যটন বৈ বসুন্ধরাম্

সকলেরই আয়ু বল ও রূপাদি সদ্গুণসমূহ বিলুপ্ত হইয়া যায়। জনগণ একশতবর্ষমাত্র জীবিত থাকে বেদ সকল কচিৎ ব্যক্ত কখন বা অব্যক্ত হয়। অধর্ম্মবশে যজ্ঞ সকল উৎসন্ন হইয়া যায়। হে দ্বিজসত্তমগণ। কলিকালে ধন্য জনগণই অসূয়াশূন্য চিত্তে শ্রুতিস্মৃতিবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। পরন্তু মানবগণ অল্পকালেই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় ত্রেতায় একবৎসরে এবং দ্বাপরে যাহা একমাসে হয়, কলিযুগে যথাশক্তি অনুষ্ঠান দ্বারা মানব একদিনেই তাদৃশ ধর্ম্মলাভ করিতে পারে। কলিযুগের অবস্থা এই বলিলাম এক্ষণে সন্ধ্যাংশের কথা শ্রবণ করুন। যুগে যুগে সিদ্ধিসমূহের এক এক পাদ হানি হয়। সন্ধ্যাতে যুগস্বভাব একপাদ এবং সন্ধ্যাংশে সন্ধ্যাস্বভাব একপাদমাত্র বিদ্যমান থাকে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আদি কলিযুগের সন্ধ্যাংশ কালে বিষ্ণুর অংশে ভৃগুগোত্রে পরশুরামের ন্যায় চন্দ্রমস গোত্রে প্রমিতি নামে জনৈক দুষ্টরাজগণের শাসনকর্ত্তা সমুৎপন্ন হয়েন। তিনি গৃহীতায়ুধ শত সহস্র

আচকর্ষ স বৈ সেনাং সবাজিরথকুঞ্জরাম্।।৭৭
প্রগৃহীতায়ুধৈর্বিপ্রৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
স তদা তৈঃ পরিবৃতো ম্লেচ্ছান্ হন্তি সহস্রশঃ
স হত্বা সর্ব্বশশ্চৈব রাজ্ঞস্তান্ শূদ্রযোনিজান্।
পাষণ্ডান্ স ততঃ সর্ব্বান্নিঃশেষান্ কৃতবান্ প্রভুঃ
নাত্যর্থং ধার্ম্মিকা যে চ তান্ সর্ব্বান্ হন্তি সর্ব্বশঃ
বর্ণব্যত্যাসজাতাংশ্চ যে চ তানুপজীবিনঃ।৮০
উদীচ্যান্মধ্যদেশাংশ্চ পার্ব্বতীয়াংস্তথৈব চ।
প্রাচ্যান্ প্রতীচ্যাংশ্চ তথা বিন্ধ্যপৃষ্ঠাপরান্তিকান্
তথৈব দাক্ষিণাত্যাংশ্চ দ্রাবিড়ান্ সিংহলৈঃ সহ
গান্ধারান্ পারদাংশ্চৈব পহ্লবান্যবনাংস্তথা।
তুষারান্ বর্ব্বরাংশ্চীনাংশ্চুলিকান্ দরদান্ খসান্
লম্পাকানথ কেতাংশ্চ কিরাতানাং চ জাতয়ঃ
প্রবৃত্তচক্রো বলবান্ ম্লেচ্ছানামন্তকৃদ্বিভুঃ।
অধৃষ্যঃ সর্ব্বভূতানাং চচারাথ বসুন্ধরাম্।।৮৪
মাধবস্য তু সোঽংশেন দেবস্য হি বিজজ্ঞিবান্
পূর্ব্বজন্মনি বিষ্ণোশ্চ প্রমিতির্নাম বীর্য্যবান।।৮৫
গোত্রেণ বৈ চন্দ্রমসঃ পূর্ব্বে কলিযুগে প্রভুঃ
দ্বাত্রিংশেঽভ্যুদিতে বর্ষে প্রক্রান্তো বিংশতিং

সমাঃ।।৮৬

বিনিঘ্নন্ সর্ব্বভূতানি মানবানি সহস্রশঃ।
কৃত্বা বীর্য্যবশেষাং তু পৃথ্বীং ক্রূরেণ কর্ম্মণা।
পরস্পরনিমিত্তেন কোপেনাকস্মিকেন তু।।৮৭
স সাধয়িত্বা বৃষলান্ প্রায়শস্তানধার্ম্মিকান্।
গঙ্গা যমুনয়োর্মধ্যে নিষ্ঠাং প্রাপ্তঃ সহানুগঃ।।৮৮
ততো ব্যতীতে তস্মিংস্তু সামাত্যে সহসৈনিকে
উৎসাদ্য পার্থিবান্ সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছাংশ্চৈব সহস্রশঃ
তত্র সন্ধ্যাংশকে কালে সম্প্রাপ্তে তু যুগান্তিকে
স্থিতাস্বল্পাবশিষ্টাসু প্রজাস্বিহ কচিৎ কচিৎ।।
অপ্রগ্রহাস্ততস্তা বৈ লোভাবিষ্টাস্তু বৃন্দশঃ।
উপহিংসন্তি চান্যোন্যং প্রপদ্যন্তে পরস্পরম্।
অরাজকে যুগবশাৎ সংশয়ে সমুপস্থিতে।
প্রজাস্তা বৈ ততঃ সর্ব্বাঃ পরস্পরভয়ার্দ্দিতাঃ।।
ব্যাকুলাশ্চ পরিশ্রান্তাস্ত্যক্ত্বা দারান গৃহাণি চ
স্বান্ প্রাণান্ সমবেক্ষন্তো নিষ্কারুণ্যাঃ

সুদুঃখিতাঃ।।৯৩

নষ্টে শ্রৌতে স্মৃতে ধর্ম্মে পরস্পরহতাস্তদা।
নির্ম্মর্য্যাদা নিরাক্রন্দা নিঃস্নেহা নিরপত্রপাঃ।।৯৪
নষ্টে ধর্ম্মে প্রতিহতা হ্রস্বকাঃ পঞ্চবিংশকাঃ।

ব্রাহ্মণসহ অশ্ব-রথ-কুঞ্জর সহিতা মহতী সেনা লইয়া পূর্ণ বিংশতি বৎসর, পৃথিবী পর্য্যটনপূর্ব্বক সহস্র সহস্র ম্লেচ্ছ ও শূদ্র রাজগণের নিধন সাধন করেন। প্রভু, প্রমতি, এইভাবে বিচরণ করিয়া সমস্ত পাষণ্ডগণকে নির্ম্মূল করেন। যাহারা দৃঢ় ধার্ম্মিক নহে, যাহারা বর্ণ-সঙ্করকারী, ও যাহারা সেই সমস্ত পাপীর সাহায্যকারী,—প্রভু প্রমিতি সেই সকলকেই সংহার করেন। ৭৮—৮০। উদীচ্য, মধ্যদেশীয়, পার্ব্বতীয়, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, বিন্ধ্যাচলগত, সীমান্তস্থ, দাক্ষিণাত্য, দ্রাবিড়, সিংহলীয়, গান্ধার, পারদ, পহ্লব, যবন, তুষার, বর্ব্বর, চীন, শূলিক, দরদ, খস, লম্পাক, কেত ও কিরাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণ, সৈন্যসহায়যুক্ত সর্ব্বভূতের অধৃষ্য বলবান্ প্রমিতি কর্ত্তৃক তখন বিনাশিত হয়। চন্দ্রগোত্রজ বৈষ্ণবাংশ বীর্য্যবান্ পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতিমান্ প্রভু প্রমিতি, দ্বাত্রিংশ বর্ষ বয়সে পৃথিবীপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইয়া কঠোর কর্ম্মে সর্ব্বভূতের বিনাশ সাধন করেন। প্রজাগণ তখন পরস্পর সামান্য কারণে আকস্মিক কোপবশে বিধ্বস্ত হয়। প্রমিতি এইভাবে সমস্ত শূদ্র, অধার্ম্মিক ম্লেচ্ছ রাজগণের বধসাধনান্তে সৈন্যামাত্য সহ গঙ্গা-যমুনার মধ্যে দেহ ত্যাগ করেন। অতঃপর সেই সন্ধ্যাংশকালে স্থানে স্থানে অল্পমাত্র প্রজা বিদ্যমান থাকে। তাহারা শাসনাভাবে পরস্পর দলবদ্ধ হইয়া পরস্পরের হিংসা করিয়া স্ব স্ব জীবিকার্জ্জন করে। সেই অরাজক কালে প্রজাগণ ভীত, ব্যাকুল, ও পরিশ্রান্ত হইয়া স্নেহ, দয়া, লজ্জা ও সম্মানাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহ পরিগ্রহ পরিহার করিয়াও আত্মপ্রাণ রক্ষার্থ ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মসমূহ তখন লুপ্ত হয়। তদানীন্তন

হিত্বা দারাংশ্চ পুত্রাংশ্চ বিষাদব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ।
অনাবৃষ্টিহতাশ্চৈব বার্ত্তামুৎসৃজ্য দুঃখিতাঃ।
প্রত্যন্তাংস্তান্নিষেবন্তে হিত্বা জনপদান্ স্বকান্
সরিতঃ সাগরানূপান্ সেবন্তে পর্ব্বতাংস্তথা।
মধুমাংসৈর্মূলফলৈর্ব্বর্ত্তয়ন্তি সুদুঃখিতাঃ।।৯৭
চীরবস্ত্রাজিনধরা নিষ্ক্রিয়া নিষ্পরিগ্রহাঃ।
বর্ণাশ্রমপরিভ্রষ্টাঃ সঙ্করং ঘোরমাস্থিতাঃ।।৯৮
এতাং কাষ্ঠামনুপ্রাপ্তা অল্পশেষাঃ প্রজাস্তথা।
জরাব্যাধিক্ষুধাবিষ্টা দুঃখান্নির্ব্বেদমাগমন্।।৯৯
বিচারণং তু নির্ব্বেদাৎ সাম্যাবস্থা বিচারণাৎ
সাম্যাবস্থাসু সম্বোধঃ সম্বোধাদ্ধর্ম্মশীলতা।।৯৯
তাসূপশমযুক্তাসু কলিশিষ্টাসু বৈ স্বয়ম্।
অহোরাত্রং তদা তাসাং যুগন্তু পরিবর্ত্ততে।।
চিত্তসম্মোহনং কৃত্বা তাসাং তৈঃ সপ্তমং তু তৎ
ভাবিনোঽর্থস্য চ বলাত্ততঃ কৃতমবর্ত্তত।।১০৩
প্রবৃত্তে তু পুনস্তস্মিংস্ততঃ কৃতযুগং তু বৈ।
উৎপন্নাঃ কলিশিষ্টাস্তু কার্ত্তযুগাঃ প্রজাস্তদা।।
তিষ্ঠন্তি চেহ যে সিদ্ধাঃ সুহৃষ্টা বিচরন্তি চ।
সহ সপ্তর্ষিভিশ্চৈব তত্র তে চ ব্যবস্থিতাঃ।।১০৪
ব্রহ্মক্ষত্রবিশঃ শূদ্রা বীজার্থং যে স্মৃতা ইহ।
কলিজৈঃ সহ তে সর্ব্বে নির্ব্বিশেষাস্তদাভবন্
তেষাং সপ্তর্ষয়ো ধর্ম্মং কথয়ন্তীতরেষু চ।
বর্ণাশ্রমাচারযুক্তাঃ শ্রৌতঃ স্মার্ত্তো দ্বিধা তু সঃ
ততস্তেষু ক্রিয়াবৎসু বর্ত্তন্তে বৈ প্রজাঃ কৃতে
শ্রৌতঃ স্মার্ত্তঃ কৃতানান্তু ধর্ম্মঃ সপ্তর্ষিদর্শিতঃ।।
তাসু ধর্ম্মব্যবস্থার্থং তিষ্ঠন্তীহাযুগক্ষয়াৎ।
মন্বন্তরাধিকারেষু তিষ্ঠন্তি মুনয়স্তু বৈ।।১০৮
যথা দবপ্রদগ্ধেষু তৃণেষ্বিহ তপে ঋতৌ।
নবানাং প্রথমং দৃষ্টস্তেষাং মূলে তু সম্ভবঃ।।
তথা কার্ত্তযুগানাং তু কলিজেষ্বিহ সম্ভবঃ
এবং যুগাদ্যুগস্যেহ সন্তানস্তু পরস্পরম্।
বর্ত্ততে হ্যব্যবচ্ছেদাদ্যাবন্মন্বন্তরক্ষয়ঃ।।১১০
সুখমায়ুর্ব্বলং রূপং ধর্ম্মার্থৌ কাম এব চ।
যুগেষ্বেতানি হীয়ন্তে ত্রীণি পাদক্রমেণ তু।।

জনগণ ক্রমশ হ্রস্বাকার, ও পঞ্চবিংশতি বর্ষমাত্র জীবী হয়। তাহারা অনাবৃষ্টি দ্বারা পীড়িত হইয়া বিষাদব্যাকুল চিত্তে স্থানীয় জীবিকোপায় পরিহারপূর্ব্বক স্ত্রী-পুত্রাদি ছাড়িয়া স্ব স্ব জনপদ হইতে প্রত্যন্ত দেশসমূহে যাইয়া বাস করিতে থাকে।৮১—৯৬। তাহারা সরিৎ-সাগর ও অনূপ দেশে বাস স্থাপনপূর্ব্বক মধু, মাংস, মূল, ফলাদি দ্বারা অতি ক্লেশে জীবন যাপন করে। চীরাজিনধারী, পরিগ্রহহীন, বর্ণাশ্রমভ্রষ্ট, ঘোর সঙ্করতাপ্রাপ্ত তদানীন্তন অবশিষ্ট অল্প সংখ্যক প্রজাবর্গ ক্রমশঃ জরা-ব্যাধি ও ক্ষুধাক্লেশে নিপীড়িত হইয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়। ক্রমে নির্ব্বেদ হইতে বিচার, বিচার হইতে সাম্যাবস্থা, সাম্যাবস্থা হইতে সম্বোধ এবং সম্বোধ হইতে তাহাদিগের ধর্ম্মশীলতা জন্মিয়া থাকে। কলির অবশিষ্ট সেই প্রজাগণ ধর্ম্মপরায়ণ হইলে অহোরাত্র মধ্যে যুগপরিবর্ত্তন হয়। তখন ভবিতব্যতানুসারে প্রজাগণের চিত্ত মোহিত করিয়া সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইলে কলির অবশিষ্ট প্রজাগণই তখন সেই সত্যযুগের আদিম প্রজা বলিয়া গণ্য হয়। তখন চতুর্বর্ণের বীজার্থ যাঁহারা জীবিত থাকেন, এবং যে সকল সিদ্ধ ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, তাঁহারা আর সপ্তর্ষিগণ, সকলেই পূর্ব্বোক্ত কলিকালীয় প্রজাগণের সহিত নির্ব্বিশেষভাবে মিলিত হইয়া থাকেন। সপ্তর্ষিগণ, অপর সকলকে বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত শ্রৌত ও স্মার্ত্ত, এই উভয়বিধ ধর্ম্ম উপদেশ করেন। প্রজাগণ তদনুসারে শ্রৌত স্মার্ত্ত ধর্ম্মাচরণ করিতে থাকে। মন্বন্তরাধিকারে সপ্তর্ষিগণ যুগক্ষয়ান্তে ধর্ম্ম স্থাপনার্থই অবস্থান করেন। গ্রীষ্মকালে দবদগ্ধ তৃণসমূহের মূল হইতে যেমন পুনরায় অঙ্কুরোদ্গম হয়, তদ্রূপ কলিশেষ প্রজাগণ হইতেই সত্যযুগের প্রজাসমুৎপত্তি হইয়া থাকে। মন্বন্তরক্ষয় যাবৎ এইরূপে এক যুগ হইতে অপর যুগে প্রজাবিস্তার হইয়া থাকে। ৯৭—১১০। সুখ, আয়ু, বল, রূপ, ধর্ম্ম, অর্থ,

সসন্ধ্যাংশেষু হীয়ন্তে যুগানাং ধর্ম্মসিদ্ধয়ঃ।
ইত্যেষ প্রতিসন্ধির্বঃ কীর্ত্তিতস্তু ময়া দ্বিজাঃ।
চতুর্যুগানাং সর্ব্বেষামেতেনৈব প্রসাধনম্।
এষাং চতুর্যুগাবৃত্তিরা সহস্রাৎ প্রবর্ত্ততে ।১১৩
ব্রহ্মণস্তদহঃ প্রোক্তং রাত্রিশ্চ তাবতী স্মৃতা।
অনার্জ্জবং জড়ীভাবো ভূতানামায়ুষঃ ক্ষয়াৎ,
এতদেব তু সর্ব্বেষাং যুগানাং লক্ষণং স্মৃতম্।।
এষাং চতুর্যুগানাং তু গণনা হ্যেকসপ্ততিঃ
ক্রমেণ পরিবৃত্তা তু মনোরন্তরমুচ্যতে ।১১৫
চতুর্যু গ তথৈকস্মিন্ ভবতীহ যথাক্রতম্।।
তথা চান্যেষু ভবতি পুনস্তত্বৈ যথাক্রমম্।।১১৬
সর্গে সর্গে যথা ভেদা উৎপদ্যন্তে তথৈব তু
পঞ্চবিংশৎপরিমিতা ন ন্যূনা নাধিকাস্তথা।।
তথা কল্পযুগৈঃ সার্দ্ধং ভবন্তি সমলক্ষণাঃ
মন্বন্তরাণাং সর্ব্বেষামেতদেব তু লক্ষণম্।।১১৮
তত্তা যুগানাং পরিবর্ত্তনানি
চিরপ্রবৃত্তানি যুগস্বভাবাৎ।
তথা ন সন্তিষ্ঠতি জীবলোকঃ
ক্ষয়োদয়াভ্যাং পরিবর্ত্তমানঃ।।১১৯
ইত্যেতল্লক্ষণং প্রোক্তং যুগানাং বৈ সমাসতঃ
অতীতানাগতানাং প্রোক্তং যুগানাং বৈ সমাসতঃ
অতীতানাগতানাং বৈ সর্ব্বমন্বন্তরেষ্বিহ।।১২০
অনাগতেষু তদ্বচ্চ তর্কঃ কার্য্যো বিজানতা।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষএষ্ণ অতীতানাগতেষ্বিহ।।১২১
মন্বন্তরেণ চৈকেন সর্ব্বাণ্যেবান্তরাণি বৈ।
ব্যাখ্যাতানি বিজানীধ্বং কল্পঃ কল্পেন চৈব হি
প্রস্যাভিমানিনঃ সর্ব্বে তুল্যাঃ প্রয়োজনৈঃ।
এবং বর্ণাশ্রমাণাং তু প্রবিভাগো যুগে যুগে।।
যুগস্বভাবাচ্চ তথা বিধত্তে বৈ সদা প্রভুঃ।
বর্ণাশ্রমবিভাগশ্চ যুগানি যুগসিদ্ধয়ে।।১২৫
অনুষঙ্গঃ সমাখ্যাতঃ সৃষ্টিসর্গং নিবোধত।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ স্থিতিং বক্ষ্যে যুগেষ্বিহ।।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে চতুর্যুগাখ্যানং
নামাষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।।৫৮।।

কাম,—এ সমস্ত যুগানুসারে পাদ পাদ ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে। সন্ধ্যাংশকালে ধর্ম্মসিদ্ধি সকল বিলুপ্ত হইয়া যায়। হে দ্বিজগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট প্রতিসন্ধি কীর্ত্তন করিলাম। ইহা দ্বারাই চতুর্যুগসকলের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। এই চতুর্যুগের এক সহস্রবার আবর্ত্তনে ব্রহ্মার এক দিবা। ব্রহ্মার রাত্রির পরিমাণও ততকাল বলিয়া জ্ঞাতব্য। চতুর্যুগের এই একটী বিশেষ লক্ষণ যে, ক্রমশঃ আয়ুঃক্ষয় হয় বলিয়া প্রজাগণ অসরল জড়তাপূর্ণ হইতে থাকে। এবম্বিধ চতুর্যুগের একসপ্ততি আবর্ত্তনে এক মন্বন্তর শেষ হয়। এক চতুর্যুগে যে সকল ঘটনা ঘটে, অথবা পর সমস্ত চতুর্যুগেই তদনুরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। পরন্তু সৃষ্টিতে সৃষ্টিতে পঞ্চবিংশতি সংখ্যক ভেদ ঘটিয়া থাকে; ইহার ন্যূনাধিক্য হয় না। আর কল্প-যুগাদি পরস্পর সমান লক্ষণাক্রান্তই হয়। মন্বন্তরসমূহের ইহাই লক্ষণ। প্রকৃতিবশেই যুগসমূহের পরিবর্ত্তন চির প্রবৃত্ত রহিয়াছে। তজ্জন্য ক্ষয়োদয় দ্বারা নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়াও জীবলোক উৎসন্ন হয় না অতীত অনাগত সমস্ত মন্বন্তরের যুগসমূহের লক্ষণ আমি এই সংক্ষেপে কহিলাম ধীমান্ মানব, অতীত মন্বন্তরের দ্বারা আগামী মন্বন্তর সম্বন্ধেও অনুমানসিদ্ধ বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। একটী মন্বন্তর দ্বারা সমস্ত মন্বন্তর এবং এক কল্প দ্বারা সমস্ত কল্পই ব্যাখ্যাত হইল বলিয়া আপনারা অবধারণ করুন। মন্বন্তর মাত্রেই তত্তদভিমানী মন্বন্তরেশ্বর অষ্টবিধ দেবগণ, ঋষিগণ, মনুগণ,—সকলেই তুল্যরূপ প্রয়োজনসাধক বিভু বিধাতা, যুগে যুগে, যুগস্বভাবানুসারে যুগকার্য্য সাধনার্থ বর্ণাশ্রমাচার বিভাগ সহিত এইরূপ সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। অনুষঙ্গ বিবরণ এই কথিত হইল

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ

যুগেষু যাস্তু জায়ন্তে প্রজাস্তা বৈ নিবোধত।
আসুরী সর্পগোপক্ষিপৈশাচী যক্ষরাক্ষসী।
যস্মিন্ যুগে চ সম্ভূতিস্তাসাং যাবচ্চ জীবিতম্।
পিশাচাসুরগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ
যুগমাত্রং তু জীবন্তি ঋতে মৃত্যুং বধেন তে।
মনুষ্যাণাং পশূনাং চ পক্ষিণাং স্থাবরৈঃ সহ।
তেষামায়ুঃ পরিক্রান্তং যুগধর্ম্মেষু সর্ব্বশঃ।।৩
অস্থিতিস্তু কলৌ দৃষ্টা ভূতানামায়ুষস্ত বৈ।
পরমায়ুঃ শতং ত্বেতন্মনুষ্যাণাং কলৌ স্মৃতম্।।৪
দেবাসুরপ্রমাণস্তু সপ্তসপ্তাঙ্গুলং তু সৎ।
অঙ্গুলানাং শতং পূর্ণমষ্টপঞ্চাশদুত্তরম্।।৫
দেবাসুরপ্রমাণং তদঙ্গুল্যায়ং কলিজৈঃ স্মৃতম্।
চত্বারশ্চাপ্যশীতিশ্চ কলিজৈরঙ্গুলৈঃ স্মৃতম্।।৬
যেনাঙ্গুলপ্রমাণেন ঊর্দ্ধমাপাদমস্তকম্।
ইত্যেব মানুষোৎসেধো হ্রসতীহ যুগান্তিকে।।
সর্ব্বেষু যুগকালেষু অতীতানাগতেষিহ।
যেনাঙ্গুলপ্রমাণেন অষ্টতালঃ স্মৃতো নরঃ।।৮
আপাদতো মস্তকন্তু নবতালো ভবেদ্ যঃ।
সংহতাজানুবাহুস্তু স সুরৈরপি পূজ্যতে।।৯
গবাশ্বহস্তিনাং চৈব মহিষস্থাবরাত্মনাম্।
ক্রমেণৈতেন যোগেন হ্রাসবৃদ্ধী যুগে যুগে।।১০
ষট্‌সপ্তত্যঙ্গুলোৎসেধঃ পশূনাং ককুদস্ত বৈ।
অঙ্গুলাষ্টশতং পূর্ণমুৎসেধঃ করিণাং স্মৃতঃ।।১১
অঙ্গুলানাং সহস্রন্তু চত্বারিংশাঙ্গুলং বিনা।
পঞ্চাশতং হয়ানাঞ্চ উৎসেধঃ শাখিনাং স্মৃতঃ।।
মানুষস্য শরীরস্য সন্নিবেশস্তু যাদৃশঃ।
তল্লক্ষণন্তু দেবানাং দৃশ্যতে তত্ত্বদর্শনাৎ।।১৩
বুদ্ধ্যাতিশয়যুক্তশ্চ দেবানাং কায়মুচ্যতে।
দেবানতিশয়ঞ্চৈব মানুষং কায়মুচ্যতে।।১৪
ইত্যেতে বৈ পরিক্রান্তা ভাবা যে দিব্যমানুষাঃ

অতঃপর সৃষ্টিবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। আমি সবিস্তরে আনুপূর্ব্বীক্রমে যুগসকলের স্থিতি-বিবরণ বলিতেছি।১১১—১২৬।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।।৫৮।।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—যুগসমূহে যে সমস্ত প্রজা সমুৎপন্ন হয়, তাহাদিগের বিবরণ শ্রবণ করুন। অসুর, সর্প, গো, পক্ষী, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষসাদি প্রজাবর্গ, যে যুগে জন্মে এবং যত কাল জীবিত থাকে, তাহা বলিতেছি। পিশাচ, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগদিগকে কেহ অকস্মাৎ বধ না করিলে উহারা যুগমাত্র জীবিত থাকে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও স্থাবরসমূহ যুগধর্ম্মানুরূপ আয়ুষ্কাল জীবিত থাকে। কেবল কলিকালেই প্রাণিগণের আয়ুর অস্থিরতা দৃষ্ট হয়। কলিতে মনুষ্যগণের আয়ু শতবর্ষ মাত্র। দেব, অসুর ও মনুষ্য,—ইহারা সপ্তাঙ্গুলি পরিমাণে পরস্পর ন্যূন। কলিজাত মনুষ্যগণের অঙ্গুলিপ্রমাণে দেবাসুরগণের পরিমাণ এক শত অষ্টপঞ্চাশৎ অঙ্গুলি। কলিজ মানবগণের আপাদমস্তক পরিমাণ,—স্ব স্ব অঙ্গুলির চতুরশীতি অঙ্গুলি। মানুষগণের এই উচ্চতা আবার ক্রমশঃ যুগশেষে কমিতে থাকে। অতীত অনাগত সকল মন্বন্তরেই নরগণ স্বীয় অঙ্গুলিপ্রমাণে অষ্টতাল বলিয়া নির্দ্ধারিত। যে মানব, পাদতলাদি মস্তকান্ত নবতাল প্রমাণ, সে দেবগণেরও পূজনীয় হয়।১—৯। গো, অশ্ব, হস্তী, মহিষ ও স্থাবরগণের যুগে যুগে পরিমাণগত হ্রাস-বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। গোগণের ককুদ পর্য্যন্তের উচ্চতা ষট্‌সপ্ততি অঙ্গুলি। করিগণের উচ্চতা পূর্ণ অষ্টশত অঙ্গুলি। অশ্বের উচ্চতা নয় শত ষষ্টি অঙ্গুলি। বানরগণের উচ্চতা পঞ্চাশৎ অঙ্গুলি। দেবগণের শরীরসংস্থান মানুষদিগের ন্যায়। তত্ত্বদর্শনানুসারে ইহা নিরূপিত। দেবশরীর সমধিক বুদ্ধিযুক্ত। মানুষ দেহ, দেবদেহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ গুণহীন। দিব্য ও

পশূনাং পক্ষিণাঞ্চৈব স্থাবরাণাং নিবোধত।।
গাবো হ্যজা মহিষ্যোঽশ্বা হস্তিনঃ পক্ষিণো নগাঃ
উপযুক্তাঃ ক্রিয়াস্বেতে যজ্ঞিয়াস্থিহ সর্ব্বশঃ।।
দেবস্থানেষু জায়ন্তে তদ্রূপা এব তে পুনঃ
যথাশয়োপভোগন্তু দেবানাং শুভমূর্ত্তয়ঃ।।১৭
তেষাং রূপানুরূপৈস্তৈঃ সমানৈঃ স্থূপসঙ্গমৈঃ।
মনোজ্ঞৈস্তত্ত্ব ভাবৈশ্চৈঃ সুখিনো হ্যুপপেদিরে।।
অতঃ শিষ্টান্ প্রবক্ষ্যামি সতঃ সাধূংস্তথৈব চ
সদিতি ব্রহ্মণঃ শব্দস্তদ্বন্তো যে ভবন্ত্যত।
সাযুজ্যং ব্রহ্মণোঽত্যন্তং তেন সন্তঃ প্রচক্ষতে
দশাত্মকে যে বিষয়ে কারণে চাষ্টলক্ষণে।
ন ক্রুধ্যন্তি ন হৃষ্যন্তি জিতাত্মানস্তু তে স্মৃতাঃ।
সামান্যেষু চ ধর্ম্মেষু তথা বৈশেষিকেষু চ।
ব্রহ্মক্ষত্রবিশো যুক্তা, যস্মাত্তস্মাদ্দ্বিজাতয়ঃ।।২১
বর্ণাশ্রমেষু যুক্তস্য স্বর্গগোঽসুখচারিণঃ।
শ্রৌতস্মার্ত্তস্য ধর্ম্মস্য জ্ঞানাদ্ধর্ম্মঃ স উচ্যতে।।২২
বিদ্যায়াঃ সাধনাৎ সাধুর্ব্রহ্মচারী গুরোর্হিতঃ।
ক্রিয়াণাং সাধনাচ্চৈব গৃহস্থঃ সাধুরুচ্যতে।।২৩
সাধনাত্তপসোঽরণ্যে সাধুর্বৈখানসঃ স্মৃতঃ।
যতমানো যতিঃ সাধুঃ স্মৃতো যোগস্য সাধনাৎ
এবমাশ্রমধর্ম্মাণাং সাধনাৎ সাধবঃ স্মৃতাঃ।
গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ।।২৫
ন চ দেবা ন পিতরো মুনয়ো ন চ মানবাঃ।
অয়ং ধর্ম্মো হ্যয়ং নেতি ব্রুবতে ভিন্নদর্শনাঃ।
ধর্ম্মাধর্ম্মাবিহ প্রোক্তৌ শব্দাবেতৌ ক্রিয়াত্মকৌ
কুশলাকুশলং কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মাবিতি স্মৃতৌ। ২৭
ধারণার্থে-ধৃরিত্যস্মাত্তোর্ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অধারণেঽমহত্ত্বে চ অধর্ম্ম ইতি চোচ্যতে।।২৮
অত্রেষ্টপ্রাপকো ধর্ম্ম আচার্য্যৈরুপদিশ্যতে।
বৃদ্ধা হ্যলোলুপাশ্চৈব আত্মবন্তো হ্যদম্ভকাঃ।
সম্যগ্বিনীতা ঋজবস্তানাচার্য্যান্ প্রচক্ষতে।।২৯
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচারং স্থাপয়ত্যপি।
আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থান্যমৈঃ সনিয়মৈর্যুতঃ।।৩০

মানুষ ভাব এই কহিলাম। পশু-পক্ষি-স্থাবরাদির বিষয় শ্রবণ করুন। গো, অজ, মহিষ, অশ্ব, হস্তী, পক্ষী, ও নাগগণ যজ্ঞক্রিয়া-সাধক যজ্ঞীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারা দেবগণ-কমনীয় সেই সেইরূপে দেব-স্থানসমূহে দেবগণের যথেচ্ছ ভোগার্থ জন্মিয়া থাকে। চরাচর জগৎ, সাধ্যসমূহের অনুরূপ মনোরম যথাযথ ভাবোদ্বোধক রূপ প্রমাণানুকরণে সুখাভিমানী হইয়া থাকে। ১০—১৮। অতঃপর অবশিষ্টসৎ ও সাধুর বর্ণন করিতেছি। সৎ শব্দ ব্রহ্ম; যাঁহারা তদ্বিশিষ্ট হয়েন,—যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত অত্যন্ত সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই সৎ বলা যায়। যাঁহারা দশবিধ বিষয়ে ও অষ্টবিধ কারণে ক্রুদ্ধ বা হৃষ্ট হয়েন না, তাঁহারাই জিতাত্মা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই ত্রিবর্ণ, সামান্য ও বিশেষ, উভয়বিধ ধর্ম্মাচরণে নিযুক্ত; এজন্য ইঁহারা দ্বিজাতি পদবাচ্য। বর্ণাশ্রমযোগ-স্বর্গ-তীর্থ-মন্ত্রাত্মক শ্রৌত-স্মার্ত্ত ধর্ম্মের জ্ঞানই ধর্ম্ম শব্দে অভিহিত। গুরুহিত কারী ব্রহ্মচারী, বিদ্যার সাধন করেন বলিয়া সাধুপদ বাচ্য এবং ক্রিয়াসাধন করেন বলিয়া গৃহস্থকেও সাধু বলে বৈখানসগণ অরণ্যে তপঃসাধন করেন বলিয়া সাধু, এবং যোগসাধনে সত্যপরায়ণ বলিয়া যতিগণও সাধু। এইরূপ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুকগণ, আশ্রমধর্ম্ম সকলের সাধন করেন বলিয়া সাধু শব্দে অভিহিত হয়েন। দেব, পিতৃ, মুনি, মানব, সকলই জ্ঞানভেদ প্রযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ বলিয়া 'ইহা ধর্ম্ম, ইহা নহে' এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ মত প্রচার করেন। "ধর্ম্ম" ও "অধর্ম্ম" এই শব্দদ্বয় ক্রিয়াত্মক। কুশল ও অকুশল কর্ম্মই ধর্ম্মা-ধর্ম্ম-পদবাচ্য। ধারণার্থক 'ধৃ' ধাতু হইতে ধর্ম্ম শব্দ নিষ্পন্ন। অধারক ও অমহত্ত্ব অর্থে অধর্ম্ম শব্দ প্রচলিত। যাহা ইষ্টপ্রাপক, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া উপদিষ্ট। যাঁহারা বৃদ্ধ, অলোলুপ, জিতেন্দ্রিয়, দম্ভহীন, সুশিক্ষিত ও সরলচেতা, তাঁহারাই আচার্য্য পদবাচ্য।১৯—২৯। যিনি আচার্য্য, তিনি আচার পালন করেন, অপরকে

পূর্ব্বেভ্যো বেদয়িত্বেহ শ্রৌতং সপ্তর্ষয়োঽব্রুবন্
ঋচো যজূংষি সামানি ব্রহ্মণোঽঙ্গানি চ শ্রুতিঃ।
মন্বন্তরস্যাতীতস্য স্মৃত্বা চাসং পুনর্ম্মনৌ।
তস্মাৎ স্মার্ত্তঃ স্মৃতো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমবিভাগজঃ
স এষ দ্বিবিধো ধর্ম্মঃ শিষ্টাচার ইহোচ্যতে।
শেষশব্দাচ্ছিষ্ট ইতি শিষ্টাচারঃ প্রচক্ষতে।।
মন্বন্তরেষু যে শিষ্টা ইহ তিষ্ঠন্তি ধার্ম্মিকাঃ
মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চৈব লোকসন্তানকারণাৎ।
ধর্ম্মার্থং যে চ শিষ্টা বৈ যথাতথ্যং প্রচক্ষতে
মন্বাদয়শ্চ যে শিষ্টা যে ময়া প্রাগুদীরিতাঃ।
তৈঃ শিষ্টৈশ্চরিতো ধর্ম্মঃ সম্যগেব যুগে যুগে
ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিরিজ্যা বর্ণাশ্রমাস্তথা।
শিষ্টৈরাচর্য্যতে কস্মান্মনুনা চ পুনঃপুনঃ।
পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বগতত্বাচ্চ শিষ্টাচারঃ স শাশ্বতঃ
দানং সত্যং তপোঽলোভো বিদ্যেজ্যা
প্রজনৌ দয়া।
অষ্টৌ তান চরিত্রাণি শিষ্টাচারস্য লক্ষণম্।।
শিষ্টা যস্মাচ্চরন্ত্যেনং মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চ বৈ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু শিষ্টাচারস্ততঃ স্মৃতঃ।।৩৮

বিজ্ঞেয়ঃ শ্রবণাচ্ছ্রৌতঃ স্মরণাৎ স্মার্ত্ত উচ্যতে
ইজ্যাবেদাত্মকঃ শ্রৌতঃ স্মার্ত্তো বর্ণাশ্রমাত্মকঃ
প্রত্যঙ্গানি চ বক্ষ্যামি ধর্ম্মস্যেহ তু লক্ষণম্।।
দৃষ্টা প্রকৃতমার্থং যঃ পৃষ্টো বৈ ন নিগূহতি।
যথা ভূতপ্রবাদস্তু ইত্যেতৎ সত্যলক্ষণম্।।৪০
ব্রহ্মচর্য্যং জপো মৌনং নিরাহারত্বমেব চ।
ইত্যেতত্তপসো মূলং সুঘোরং তদ্দুরাসদম্।।৪১
পশূনাং দ্রব্যহবিষামৃক্সামযজুষাং তথা।
ঋত্বিজাং দক্ষিণানাং চ সংযোগো যজ্ঞ উচ্যতে
আত্মবৎসর্ব্বভূতেষু যঃ হিতায়াহিতায় চ।
সমা প্রবর্ত্ততে দৃষ্টিঃ কৃৎস্না হ্যেষা দয়া স্মৃতা।
আক্রুষ্টোঽভিহতো বাপি নাক্রুশ্যেদযো
ন হন্তি বা।
বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ ক্ষান্তিস্তিতিক্ষৈষা ক্ষমা স্মৃতা।
স্বামিনারক্ষ্যমাণানামুৎসৃষ্টানাং চ সংসু চ।
পরস্বানামনাদানমলোভ ইহ কীর্ত্ত্যতে।।৪২
মৈথুনস্যাসমাচারো হ্যচিন্তনমকল্পনম্।

আচারে প্রবর্ত্তিত করেন এবং যম-নিয়ম সহিত শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ করেন। সপ্তর্ষিগণ, আদি-কল্পীয় জনগণকে ঋক্ যজুঃ সাম, শ্রুতি ও বেদাঙ্গ সম্মত শ্রৌত ধর্ম্ম উপদেশ করেন। পূর্ব্ব মন্বন্তরের আচার স্মরণ করিয়া যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই স্মার্ত্ত ধর্ম্ম; এই ধর্ম্ম বর্ণাশ্রম-বিভাগজাত। এই দ্বিবিধ ধর্ম্মই শিষ্টাচারপদবাচ্য। শিষ্ট শব্দ শেষবাচক; এজন্য শিষ্টাচার বলে। মন্বন্তরের শেষে যে মনু সপ্তর্ষিগণ বর্ত্তমান থাকেন, সে কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহারাই যুগে যুগে সৃষ্টিবিস্তারার্থ, ধর্ম্মপ্রচার কামনায় পুনঃপুনঃ যে ধর্ম্মাচার প্রবর্ত্তিত করেন; পূর্ব্ব পূর্ব্ব জনগণ যাহার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাই চিরন্তন শিষ্টাচার। দান, সত্য, তপস্যা, অলোভ, বিদ্যা, যজ্ঞ, সন্তান, দয়া,—এই অষ্টবিধ গুণই শিষ্টাচারের লক্ষণ। সকল মন্বন্তরেই অবশিষ্ট মনু ও সপ্তর্ষিগণ এই ধর্ম্মের আচরণ করেন বলিয়া ইহা শিষ্টাচার পদবাচ্য। শ্রবণ করিয়া যাহা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহা শ্রৌত এবং স্মরণ দ্বারা যাহা বিজ্ঞাত হইয়াছে তাহা স্মার্ত্ত নামে খ্যাত। শ্রৌত ধর্ম্ম যজ্ঞ-বেদাত্মক; আর স্মার্ত্তধর্ম্ম বর্ণাশ্রমাত্মক। ৩০—৩৯। অতঃপর ধর্ম্মের প্রত্যঙ্গ লক্ষণসমূহ বলিতেছি। যাহা কিছু দৃষ্ট হউক না কেন, জিজ্ঞাসিত হইয়া গোপন না করিয়া যথাযথ বৃত্তান্ত কথনের নামই সত্য। ব্রহ্মচর্য্য, জপ, মৌন, অনাহার,—এই কয়টী তপস্যার মূল। ইহা অতীব দুঃসাধ্য পশু, দ্রব্য, হবিঃ, ঋক্, সাম, যজুঃ, ঋত্বিক্ ও দক্ষিণা, এতৎসমস্তের সংযোগই যজ্ঞ বলিয়া উক্ত। হিত অহিত সর্ব্বভূতেই যে সমদৃষ্টি, তাহাই দয়াপদবাচ্য। দুর্ব্বাক্যপীড়িত বা আঘাতপ্রাপ্ত হইলেও যে দুর্ব্বাক্য বা আঘাত না করিয়া বাক্য মন ও কর্ম্মসংযম, এই তিতিক্ষাই ক্ষমা শব্দে অভিহিত হয়। স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অরক্ষ্যমাণ পরধন গ্রহণ না করাই অলোভ। মৈথুনের চিন্তন, কল্পন

নিবৃত্তির্ব্রহ্মচর্য্যং তদচ্ছিদ্রং দম উচ্যতে।।৪৬
আত্মার্থং বা পরার্থং বা ইন্দ্রিয়াণীহ যস্য বৈ।
ন মিথ্যা সম্প্রবর্ত্তন্তে শমস্যৈতত্তু লক্ষণম্।।৪৭
দশাত্মকে যো বিষয়ে কারণে চাষ্টলক্ষণে।
ন ক্রুধ্যেত্তু প্রতিহতঃ স জিতাত্মা বিভাব্যতে।
যদ্যদিষ্টতমং দ্রব্যং ন্যায়েনোপাগতং চ যৎ।
তত্তদ্গুণবতে দেয়মিত্যেতদ্দানলক্ষণম্।।৪৯
দানং ত্রিবিধমিত্যেতৎ কণিষ্ঠজ্যেষ্ঠমধ্যমম্
তত্র নৈঃশ্রেয়সং জ্যেষ্ঠং কনিষ্ঠং স্বার্থসিদ্ধয়ে।
কারুণ্যাৎ সর্ব্বভূতেভ্যঃ সুবিভাগস্তু বন্ধুষু।।৫০
শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং বিহিতো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমাত্মকঃ।
শিষ্টাচারাবিরুদ্ধশ্চ ধর্ম্মঃ সৎসাধুসম্মতঃ।।৫১
অপ্রদ্বেষো হ্যনিষ্টেষু তথেষ্টানভিনন্দনম্।
প্রীতিতাপবিষাদেভ্যো বিনিবৃত্তির্বিরক্ততা।।৫২
সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো ন্যাসঃ কৃতানামকৃতৈঃ সহ।
কুশলাকুশলানাং চ প্রহাণং ত্যাগ উচ্যতে।।৫৩

ও আচরণ বর্জ্জন করাই ব্রহ্মচর্য্য। নির্দোষরূপে ব্রহ্মচর্য্য পালনই দম। আপনার বা পরের জন্য ইন্দ্রিয়গণের মিথ্যাপ্রবৃত্তি সংযমই শমের লক্ষণ। দশবিধ বিষয় ও অষ্টবিধ কারণে যাহার ক্রোধোৎপত্তি না হয়, তাহাকে জিতাত্মা বলা যায়। যে যে দ্রব্য প্রিয়, এবং যাহা ন্যায়ানুসারে উপার্জ্জিত, তাহাই গুণবান পাত্রে দান করিতে হয়। ইহাই দানের লক্ষণ। দান ত্রিবিধ, জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠদান মুক্তিদায়ক, কনিষ্ঠ দান স্বার্থসাধক, স্নেহাদিবশে বন্ধু-বান্ধবাদি সর্ব্বভূতে যে দান, তাহাই মধ্যম। শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত ধর্ম্ম বর্ণ প্রমাত্মক। শিষ্টাচারের অবিরুদ্ধ যে ধর্ম্ম, তাহা সাধুসম্মত সদ্ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনিষ্টে দ্বেষাভাব, ইষ্টে আনন্দাভাব, এবং প্রীতি, তাপ, বিষাদাদিবর্জ্জন,—এই সকলই বিরক্তের লক্ষণ।৪০—৫২। কৃত ও অকৃত কর্ম্ম সকলের পরিত্যাগই সন্ন্যাস এবং শুভ শুভ পরিত্যাগই ত্যাগ শব্দে অভিহিত। অব্যক্ত অবিশেষ হইতে যে অচেতনে চেতনাত্মক বিকার প্রাদুর্ভূত হয়,

অব্যক্তাদ্যোঽবিশেষান্ত বিকারোঽস্মিন্নচেতনে
চেতনাচেতনান্যত্ব বিজ্ঞানং জ্ঞানমুচ্যতে।।৫৪
প্রত্যঙ্গানাং তু ধর্ম্মস্য ইত্যেতল্লক্ষণং স্মৃতম্।
ঋষিভির্ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞৈঃ পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।।৫৫
অত্র বো বর্ত্তয়িষ্যামি বিধির্মন্বন্তরস্য যঃ।
ইতেবক্তরবর্ণস্য চাতুর্বর্ণস্য চৈব হি।
প্রতিমন্বন্তরং চৈব শ্রুতিরন্যা বিধীয়তে।।৫৬
ঋচো যজূংষি সামানি যথাবৎপ্রতিদৈবতম্
আভূতসম্প্লবস্থায়ি বর্জ্জ্যৈকং শতক্রিয়ম্।।৫৭
বিধির্হোত্রং তথা স্তোত্রং পূর্ব্ববৎসম্প্রবর্ত্ততে।
দ্রব্যস্তোত্রং গুণস্তোত্রং কর্ম্মস্তোত্রং
তথৈব চ।
চতুর্থমাভিজনিকং স্তোত্রমেতচ্চতুর্ব্বিধম্।।৫৮
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু যথা দেবা ভবন্তি যে।
প্রবর্ত্তয়তি তেষাং বৈ ব্রহ্মা স্তোত্রং চতুর্ব্বিধম্।
এবং মন্ত্রগুণানাং চ সমুৎপত্তিশ্চতুর্ব্বিধা।।৫৯
অথর্ব্বযজুষাং সাম্নাং বেদেষ্বিহ পৃথক্ পৃথক্।
ঋষীণাং তপ্যতামুগ্রং তপঃ পরমদুশ্চরম্।।৬০

তাহার চেতনত্ব অচেতনত্ব ও তদুভয়া-নত্বত্ব-বিজ্ঞানই জ্ঞান বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ প্রত্যঙ্গ সমূহের এইরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন। এক্ষণে আপনাদিগের নিকট মন্বন্তরের বিধান বলিতেছি। প্রতিমন্বন্তরেরই শ্রুতিসকল পৃথক্‌রূপে প্রবর্ত্তিত হয়। শতক্রিয় ব্যতীত ঋক্, যজুঃ সাম, দেবতা, স্তোত্র, বিধি, স্তোত্র, সমস্তই পূর্ব্ববৎ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। দ্রব্যস্তোত্র, গুণস্তোত্র, কর্ম্মস্তোত্র, ও আভিধানিক স্তোত্র,- স্তুতি এই চতুর্ব্বিধ। প্রতি মন্বন্তরেই যেমন যেমন দেবতা, তাহাদিগের তদনুরূপ চতুর্ব্বিধ স্তুতিসমূহও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। অথর্ব্ব, যজুঃ ও সাম বেদের বিবিধ গুণসম্পন্ন মন্ত্রসকলও এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্ব

মন্ত্রাঃ প্রাদুর্ব্বভূবুর্হি পূর্ব্বমন্বন্তরেষিহ।
পরিতোষাদ্ভয়াদ্দুঃখাৎ সুখাচ্ছোকাচ্চ পঞ্চধা ॥৬১
ঋষীণাং তারকাদ্যেন দর্শনেন যদৃচ্ছয়া।
ঋষীণাং যদৃষিত্বং হি তদ্বক্ষ্যামীহ লক্ষণৈঃ ॥৬২
অতীতানাগতানাং তু পঞ্চধা ঋষিরুচ্যতে।
অতস্তু ঋষীণাং বক্ষ্যামি হ্যার্ষস্য চ সমুদ্ভবম্ ॥৬৩
গুণসাম্যে বর্ত্তমানে সর্ব্বসম্প্রলয়ে তদা।
অবিভাগে তু দেবানামবিদেশে তমোময়ে ॥৬৪
অবুদ্ধিপূর্ব্বকং তদ্বৈ চেতনার্থং প্রবর্ত্ততে।
তেন হ্যবুদ্ধিপূর্ব্বং তচ্চেতনেন হ্যধিষ্ঠিতম্ ॥৬৫
বর্ত্ততে চ যথা তৌ তু যথা মৎস্যোদকে উভৌ
চেতনাধিষ্ঠিতং তত্ত্বং প্রবর্ত্ততি গুণাত্মনা ॥৬৬
কারণত্বাত্তথা কার্য্যং তদা তস্য প্রবর্ত্ততে।
বিষয়ে বিষয়িত্বাচ্চ হ্যর্থেহর্থিত্বাত্তথৈব চ ॥৬৭
কালেন প্রাপণীয়েন ভেদাস্তু কারণাত্মকাঃ।
সংসিধ্যন্তি তদা ব্যক্তাঃ ক্রমেণ মহদাদয়ঃ ॥৬৮
মহতশ্চাপ্যহঙ্কারস্তস্মাদ্ভূতেন্দ্রিয়াণি চ।
ভূতভেদাস্তু ভেদেভ্যো জজ্ঞিরে তে পরস্পরম্
সংসিদ্ধিকারণং কার্য্যং সদ্য এব নিবর্ত্ততে ॥৬৯
যথোল্মুকস্ত্রুটিঃসর্ব্বমেককালং প্রবর্ত্ততে।
তথা বিবৃত্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ কালেনৈকেন কর্ম্মণা ॥৭০
যথান্ধকারে খদ্যোতঃ সহসা সম্প্রদৃশ্যতে।
তথা নিবৃত্তো হ্যব্যক্তাৎ খদ্যোত ইব চোত্থিতঃ ॥৭১
স মহান্ সশরীরস্তু যত্রৈবাগ্রে ব্যবস্থিতঃ।
তত্রৈব সংস্থিতো বিদ্বান্দ্বারশালামুখে স্থিতঃ ॥৭২
মহাংস্তু তমসঃ পারে বৈলক্ষণ্যাদ্বিভাব্যতে।
তত্রৈব সংস্থিতো বিদ্বাংস্তমসোহন্ত ইতি
শ্রুতিঃ ॥৭৩
বুদ্ধিবিবর্ত্তমানস্য প্রাদুর্ভূতা চতুর্ব্বিধা।
জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং ধর্ম্মশ্চেতি চতুষ্টয়ম্ ॥ ৭৪
সাংসিদ্ধিকান্যথৈতানি সুপ্রতীকানি তস্য বৈ।
মহতঃ সশরীরস্য বৈবর্ত্তাৎ সিদ্ধিরুচ্যতে ॥৭৫
তত্র শেতে চ যৎপূর্য্যাং ক্ষেত্রজ্ঞানমথাপি বা

পূর্ব্ব মন্বন্তরে পরম দুশ্চর তপঃপরায়ণ মুনিগণের অন্তঃকরণে তাঁহাদিগের তারকাদি দর্শনফলে, পরিতোষ, ভয়, দুঃখ, সুখ ও শোক এই পঞ্চবিধ কারণে মন্ত্রসকল প্রাদুর্ভূত হয়। অতীতানাগত ঋষিগণের ঋষিত্বের এক্ষণে লক্ষণ বলিতেছি। ঋষি পাঁচ প্রকার সেই ঋষিগণের ও আর্ষের লক্ষণ বলিব প্রলয়ান্তে যখন প্রকৃতির গুণত্রয় সাম্যাবস্থ ছিল, যখন দেবগণেরও সত্তা ছিল না, তখন দেশকাল বিভাগহীন প্রধানতত্ত্বে অবুদ্ধিপূর্ব্বক চেতনের পরিস্ফুরণ হয়। তাহাতে মৎস্যাধিষ্ঠিত জলের ন্যায় চেতনাধিষ্ঠিত প্রধানতত্ত্ব গুণবৈষম্য প্রাপ্ত হয়।৫৩—৬৬। তখন উহার কারণত্ব নিবন্ধন উহা হইতে কার্য্য প্রবৃত্ত হয়। বিষয়ে বিষয়ত্ব ও অর্থে অর্থিত্ব নিবন্ধন কালকরণক মহদাদি ক্রমশঃ ব্যক্তাকার প্রাপ্ত হয়। মহৎ তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, এবং অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র জন্মে। তন্মাত্র হইতে স্থূল পঞ্চভূত প্রাদুর্ভূত হয়। সহজ সিদ্ধকারণ, সদ্যই কার্য্যাকারে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। জ্বলন্ত মশাল ঊর্দ্ধনিক্ষিপ্ত হইয়া যেমন একদা দশদিকে কিরণ বিস্তার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয় ক্ষেত্রজ্ঞও তদ্রূপ কাল-কর্ম্ম দ্বারা বিবর্ত্তিত হইয়া একদা সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। অন্ধকারে সহসা খদ্যোতাবির্ভাবের ন্যায় অব্যক্ত মধ্যে মহত্তত্ত্বের বিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। সেই সর্ব্বজ্ঞানাধার সশরীর মহান্ পূর্ব্বে যেখানে ছিলেন, সেইখানেই আছেন। তিনি যেন তমোরূপ মহাগৃহের দ্বারদেশে অবস্থিত। মহান্, তমোরাশির পারে অবস্থিত, তমোরাশি অপেক্ষা তদীয় বৈলক্ষণ্যই এরূপ নিশ্চয়ের হেতু। এই প্রকার শ্রুতি আছে। মহান্ বিবর্ত্তিত হইলে তাঁহার জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্ম, এই চতুর্ব্বিধ বুদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়। তাঁহার এই বুদ্ধি সহজ এবং সর্ব্বাধিক প্রভাব-বিশিষ্ট, সশরীর মহত্তত্ত্বের বিবর্ত্ত দ্বারাই সিদ্ধি হইয়া থাকে।৬৭—৭৫। যিনি অব্যক্তাখ্য পুরে শয়ান থাকেন, যিনি সেই অব্যক্ত পুরীর অধীশ্বর এবং যাঁহার ক্ষেত্রজ্ঞান

পুরীশয়াচ্চ পুরুষঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাৎ সমুচ্যতে ।৭৬
ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রবিজ্ঞানাদ্ভগবান্ মতিরুচ্যতে ।
যস্মাদ্‌বুদ্ধ্যানুশেতে হীতস্মাদ্বোধাত্মকঃ স বৈ
সংসিদ্ধয়ে পরিণতং ব্যক্তাব্যক্তমচেতনম্ ।।৭৭
এবং নিবৃত্তি ক্ষেত্রজ্ঞা ক্ষেত্রজ্ঞেনাভিসংহিতা ।
ক্ষেত্রজ্ঞেন পরিজ্ঞাতো ভোগোহয়ং বিষয়
স্থিতি ।৭৮
ঋষীত্যেষ গতৌ ধাতুঃ শ্রুতৌ সত্যে তপস্যথ
এতৎসন্নিয়তং তস্মিন্ ব্রহ্মণা স ঋষিঃ স্মৃতঃ ।৭৯
নিবৃত্তিসমকালং তু বুদ্ধ্যাব্যক্তমৃষিঃ স্বয়ম্
পরং হি ঋষতে যস্মাৎপরমর্ষিস্ততঃ স্মৃতঃ ।৮০
গত্যর্থাদৃষতের্ধাতোর্নামনির্বৃত্তিরাদিতঃ ।
যস্মাদেষ স্বয়ম্ভূতস্তস্মাচ্চ ঋষিতা স্মৃতা ।৮১
ঈশ্বরাঃ স্বয়মুদ্ভূতা মানসা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ ।
যস্মান্ন হন্যতে মানৈর্মহান্ পরিগতঃ পুরঃ ।
যস্মাদৃষন্তি যে ধীরা মহান্তং সর্ব্বতো গুণৈঃ ।
তস্মান্মহর্ষয়ঃ প্রোক্তা বুদ্ধেঃ পরমদর্শিনঃ ।৮২
ঈশ্বরাণাং সুতাস্তেষাং মানসা ঔরসাশ্চ তে ।
অহঙ্কারং তমশ্চৈব ত্যক্ত্বা চ ঋষিতাং গতাঃ ।৮৩
তস্মাত্তু ঋষয়স্তে বৈ ভূতাদৌ তত্ত্বদর্শিনঃ ।
ঋষিপুত্রা ঋষীকাস্তু মৈথুনাদ্গর্ভসম্ভবাঃ ।৮৪
তন্মাত্রাণি চ সত্যঞ্চ ঋষন্তে তে মহৌজসঃ
সপ্তর্ষয়স্ততস্তে বৈ পরমাঃ সত্যদর্শিনঃ ।৮৫
ঋষীণাঞ্চ সুতাস্তে তু বিজ্ঞেয়া ঋষিপুত্রকাঃ ।
ঋষন্তি বৈ শ্রুতং যস্মাদ্বিশেষাংশ্চৈব তত্ত্বতঃ ।।
তস্মাচ্ছ্রুতর্ষয়স্তেহপি শ্রুতস্য পরিদর্শনাৎ ।৮৬
অব্যক্তাত্মা মহাত্মা চাহঙ্কারাত্মা তথৈব চ ।
ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ তেষাং তজ্জ্ঞানমুচ্যতে
ইত্যেতা ঋষিজাতীস্তু নামভিঃ পঞ্চ বৈ শৃণু ।।
ভৃগুর্মরীচিরত্রিশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
মনুর্দক্ষো বশিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যশ্চেতি তে দশ ।।
ব্রহ্মণো মানসা হ্যেত উদ্ভূতাঃ স্বয়মীশ্বরাঃ ।৮৮
প্রবর্ত্তত ঋষের্যস্মান্মহাংস্তস্মান্মহর্ষয়ঃ ।

বিদ্যমান, তাঁহাকে পুরুষ বলে। ক্ষেত্রবিজ্ঞান নিবন্ধন তাঁহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। মননাশ্রয় বলিয়া তিনি ভগবান্ এবং অখণ্ড বুদ্ধের সহিত বিদ্যমান বলিয়া তাঁহাকে বোধাত্মক বলা যায়। অচেতন প্রকৃতির স্বাভাবিক গুণ-পরিণামবশে ব্যক্তাব্যক্ত সমস্ত প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি এই ভাবে স্বয়ং নিষ্ক্রিয় থাকিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ কর্ত্তৃক ভোগ্য বিষয়রূপে পরিজ্ঞাত হয়। ঋষি ধাতু গমন, শ্রুতি, সত্য ও তপস্যার্থক। যাঁহারা এই সকল গুণে অন্বিত হইয়া ব্রহ্মে রত হয়েন, তাঁহারাই ঋষিপদ-বাচ্য। যে ঋষি, নিবৃত্তি-সমকালে বুদ্ধি দ্বারা অব্যক্ত পরম তত্ত্বে নিবিষ্ট হয়েন, তাঁহাকে পরমর্ষি বলা যায়। গত্যর্থক ঋষ ধাতু হইতে ঋষি শব্দ নিষ্পন্ন। আদিকালে যিনি স্বয়ং সমুৎপন্ন, তাঁহাকেও ঋষি বলে। ঐশ্বর্যশালী মানস ব্রহ্মনন্দনগণ স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হয়েন। যাঁহার পরিমাণের সীমা নাই, তাঁহাকেই মহান্ বলা যায়। যে সমস্ত বুদ্ধিপারদর্শী ধীরগণ সর্ব্বগুণে মহান্‌কে অবলম্বন করেন, তাঁহারা মহর্ষি পদবাচ্য। ঈশ্বরগণের মানস ও ঔরস সন্তানগণ মধ্যে যাঁহারা অহঙ্কার ও অজ্ঞান পরিহার করিয়াছেন, তাঁহারাও ঋষিত্ব প্রাপ্ত। এজন্য ভূতাদিতত্ত্বজ্ঞ জনগণ ঋষি এবং তাঁহাদিগের সন্তানগণ ঋষীক শব্দে অভিহিত হয়েন। ইহারা মৈথুনযোগে গর্ভে সমুৎপন্ন। ৭৬—৮৪। যাঁহারা পঞ্চতন্মাত্রে এবং সত্যে সমাসক্ত, সেই সমস্ত সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাতেজস্বী ঋষিগণ সপ্তর্ষিপদ-বাচ্য। ঋষিপুত্র ঋষীকগণ, শ্রুত তত্ত্বসমূহে বিশেষরূপে নিবিষ্ট হয়েন; এজন্য শ্রুত বিষয়েও পরিদর্শন হেতু তাঁহারা শ্রুতর্ষি শব্দে প্রসিদ্ধ। অব্যক্তাত্মা মহাত্মা, অহঙ্কারাত্মা, ভূতাত্মা ও ইন্দ্রিয়াত্মা,—ইহাঁরা এই পঞ্চবিধ আত্মতত্ত্বের অনুশীলন করেন। এই ঋষিজাতি পাঁচ প্রকার। ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, মনু, দক্ষ, বশিষ্ঠ ও পুলস্ত্য,— এই ঈশ্বরসদৃশ দশজন, ব্রহ্মার মানস পুত্র। মহান্‌ই সেই সমস্ত ঋষিরূপে পরিণত

ঈশ্বরাণাং সুতাস্তেভ ঋষয়স্তান্নিবোধত।।৮৯
কাব্যো বৃহস্পতিশ্চৈব কশ্যপশ্চোশনাস্তথা।
উতথ্যো বামদেবশ্চ অযোজ্যশ্চৌশিজস্তথা।
কর্দ্দমো বিশ্রবাঃ শক্তি বালখিল্যাস্তথা পরে।
ইত্যেত ঋষয়ঃ প্রোক্তা জ্ঞানতো ঋষিতাং গতাঃ
ঋষিপুত্রানৃষীকাংস্তু গর্ভোৎপন্নান্নিবোধত।
বৎসরো নগ্নহুশ্চৈব ভরদ্বাজস্তথৈব চ।।৯২
বৃহদুখঃ শরদ্বাংশ্চ অগস্ত্যশ্চৌশিজস্তথা।
ঋষিদীর্ঘতমাশ্চৈব বৃহদুক্থঃ শরদ্বতঃ।।৯৩
বাজশ্রবাঃ সুবিত্তশ্চ সুবাশ্বেষপরায়ণঃ।
দধীচঃ শঙ্খমাংশ্চৈব রাজা বৈশ্রবণস্তথা
ইত্যেত ঋষিকাঃ প্রোক্তাস্তে সত্যাদৃষিতাং
গতাঃ।।৯৪
ঈশ্বরা ঋষিকাশ্চৈব যে চান্যে বৈ তথা স্মৃতাঃ।
এতে মন্ত্রকৃতঃ সর্ব্বে কৃৎস্নশস্তান্নিবোধত।।৯৫
ভৃগুঃ কাব্যঃ প্রচেতাস্তু দধীচো হ্যাত্মবানপি।
ঔর্ব্বোঽথ জমদগ্নিশ্চ বিদুঃ সারস্বতস্তথা।।৯৬
অগ্নিবেশো হ্যরূপশ্চ বীতহব্যঃ সুমেধসঃ।
বৈন্যঃ পৃথুর্দিবোদাসঃ পশ্বাস্যো গৃৎসমান্নভঃ।
একোনবিংশদিত্যেত ঋষয়ো মন্ত্রবাদিনঃ।।৯৭
অঙ্গিরা বেধসশ্চৈব ভারদ্বাজোঽথ বাস্কলিঃ।
তথামৃতস্তথা গার্গ্যো শেনী সংস্কৃতিরেব চ।।
পুরুকুৎসোঽথ মান্ধাতা অম্বরীষস্তথৈব চ।
যুবনাশ্বঃ পৌরুকুৎসস্ত্রসদস্যুঃ সদস্যুমান্।।৯৯
আহার্য্যোঽথাজমীঢ়শ্চ ঋষভো বলিরেব চ।
পৃষদশ্বো বিরূপশ্চ কণ্বশ্চৈবাথ মুদগলঃ।।১০০
উতথ্যশ্চ ভরদ্বাজস্তথা বাজশ্রবা অপি।
আয়াপ্যশ্চ সুবিত্তিশ্চ বামদেবস্তথৈব চ।।১০১
ঔশজো বৃহদুক্থশ্চ ঋষিদীর্ঘতমাস্তথা।
কক্ষীবাংশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্মৃতা অঙ্গিরসো বরাঃ
এতে মন্ত্রকৃতঃ সর্ব্বে কাশ্যপাংস্তে নিবোধত।
কশ্যপশ্চৈব বৎসারো বিভ্রমো রৈভ্য এব চ।
অসিতো দেবলশ্চৈব ষড়েতে ব্রহ্মবাদিনঃ।।
অত্রিরর্দ্ধিসনশ্চৈব শ্যাবাবাংশ্চাথ নিষ্ঠুরঃ।
বল্গূতকো মুনির্ধীমাংস্তথা পূর্ব্বাতিথিশ্চ যঃ।
ইত্যেতে চাত্রয়ঃ প্রোক্তা মন্ত্রকারা মহর্ষয়ঃ।।
বসিষ্ঠশ্চৈব শক্তিশ্চ তথৈব চ পরাশরঃ।
চতুর্থ ইন্দ্রপ্রমতিঃ পঞ্চমস্তু ভরদ্বসুঃ।।১০৫

হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে মহর্ষিপদে অভিহিত করা হয়। সেই সমস্ত ঈশ্বরসদৃশ মহর্ষিগণের সন্ততিবিবরণ শ্রবণ করুন। কাব্য, বৃহস্পতি, উশনা, কশ্যপ, উতথ্য, বামদেব, অযোজ্য, ঔশিজ, কর্দ্দম, বিশ্রবা, শক্তি ও বালখিল্যগণ, ইহাঁরা ঋষি-পদবাচ্য। ইহাঁরা জ্ঞানপ্রভাবে ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন গর্ভজাত ঋষিপুত্র ঋষীকগণের বিবরণ শ্রবণ করুন। বৎসর, নগ্নহু, ভরদ্বাজ, বৃহদুখ, শরদ্বান্ অগস্ত্য, ঔশিজ, দীর্ঘতমা, বৃহদুক্থ, শরদ্বত, বাজ শ্রবা, সুবিত্ত, সুবাক্, সুবেশ, দধীচ, শঙ্খ মান, রাজা বৈশ্রবণ; এই সমস্ত ঋষীকগণ সত্যপ্রভাবে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল ঋষীকগণ, এবং ইহাঁদিগের সমকক্ষ ঐশ্বর্য্যবান্ অপর মুনিগণ বিবিধ মন্ত্রসমূহ প্রণয়ন করেন, তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ করুন। ভৃগু, কাব্য, প্রচেতা, জিতেন্দ্রিয় দধীচ, ঔর্ব্ব, জমদগ্নি, বিদু, সারস্বত, অগ্নিবেশ, অরূপ, বীতহব্য, সুমেধস, বৈন্য পৃথু, দিবোদাস, পশ্বাস্য গৃৎসমান্, নভ,—এই ঊণবিংশতি সংখ্যক ঋষি মন্ত্রবেদ।৮৫—৯৭ অঙ্গিরা, বেধস, ভরদ্বাজ, বাস্কলি, অমৃত, গার্গ্য, শেনী, সংস্কৃতি, পুরুকুৎস, মান্ধাতা, অম্বরীষ, যুবনাশ্ব, পুরুকুৎসপুত্র, ত্রসদস্যু, দস্যুমান্, আহার্য্য, আজমীঢ়, ঋষভ, বলি, পৃষদশ্ব, বিরূপ, কণ্ব, মুদগল, উতথ্য, ভরদ্বাজ, বাজশ্রবা, আয়াপ্য, সুবিত্তি, বামদেব, ঔশজ, বৃহদুক্থ, দীর্ঘতমা ঋষি ও কক্ষীবান,—এই অঙ্গিরোবংশীয় ত্রয়স্ত্রিংশৎ শ্রেষ্ঠ মুনি, মন্ত্রপ্রবর্ত্তক। অতঃপর কাশ্যপগণের বিবরণ শ্রবণ করুন। কশ্যপ, বৎসার, বিভ্রম, রৈভ্য, অসিত, দেবল,—এই কয়জন মন্ত্রকর্ত্তা কশ্যপবংশীয়। ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্মবাদী। অত্রি,

ষষ্ঠস্তু মৈত্রাবরুণঃ কুণ্ডিনঃ সপ্তমস্তথা।
এতে সপ্তর্ষয়ো বিপ্রা ব্রহ্মক্ষেত্রনিবাসিনঃ।।১০৬
ব্রহ্মক্ষেত্রং মহাতীর্থং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।
কুরুক্ষেত্রে পুণ্যতমে পিতামহনিষেবিতে।।১০৭
দেবানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ মুনীনাং তত্র সঙ্গমঃ।
ব্রহ্মণা চ কৃতং প্রশ্নং ক দৃষ্টো বায়ুদেবতা।।
ঋষিগণৈস্তদা প্রোক্তং ন দৃষ্টা বায়ুদেবতা।
ইতি চিন্তয়তাং তেষামনুমাত্রন্তু দৃষ্টবান্।
দৃষ্টং পুরঞ্চ তত্রাসীদ্বায়োর্নাম্না পুরং পরম্।
অষ্টাদশসহস্রাণি দ্বিজাঃ সংস্থাপিতাস্তদা।।
সূত্রাস্তদ্দ্বিগুণাস্তত্র স্থাপিতা মাতরিশ্বনা।
তানুবাচ ততো দেবো মাতরিশ্বা মহাবিভুঃ।।
যূয়ং মদ্ভক্তিকর্ত্তারো মন্নাম্না খ্যাতিমাপ্নুথ
দ্বয়ং দূতন্তু প্রত্যেকং দ্বিজান্ ভজত ভো দ্বিজাঃ
ভবতাস্তু ভবিষ্যন্তি গোত্রাণ্যেকাদশৈব হি।
বিবাহকালেহভিমতশ্চত্বরস্নপনাদরঃ।।১১৩
তত্রাকোষাসিহস্তাস্তু রক্ষ্যাঃ সুবলিনো নরাঃ
তত্র স্নানং ন পশ্যন্তি যথান্যে স বিধিঃ শুভঃ।।
গোত্রজায়াশ্চ নৈবেদ্যং যথাকার্য্যং পৃথক্ পৃথক্।
চতস্রঃ সুভগাস্তত্র কুর্য্যুঃ কুণ্ডনমাদরাৎ।।১১৫
এবমেষ কুলাচারো ভবতাং কথিতঃ কিয়ান্।
মজ্জনেন চ বাপীয়ং ভবজ্বরবিনাশিনী।।১১৬
অস্যাং নান্যাধিকারোহস্তি মজ্জনে মর্ত্তপুঙ্গবাঃ
ষট্ স্থানানি চ মন্নাম্না দৃষ্ট্বা পূতো ভবেন্নরঃ।
তত্তীর্থং ভুবি বিখ্যাতং হনূমান্যত্র জীবিতঃ।
তত্র বৈ স্থাপিতা বিপ্রা বায়ুনা ব্রহ্মবাদিনা।।
দেবত্রয়াণামাদেশাদ্ধর্ম্মসংরক্ষণায় চ।
যত্র রুদ্রঃ স্থিরশ্চাসীদ্দিক্ষু সর্ব্বাসু মূর্ত্তিমান্।।
বাতাদিত্যশ্চ দেবেশঃ স্থাপিতো বায়ুনা তদা।
কামদঃ সর্ব্বদঃ সূর্য্যো প্রভুরীশঃ প্রতাপবান্।।

অর্চ্চিসন, শ্যামাবান, নিষ্ঠুর, ধীমান্ বল্গুতক মুনি ও পূর্ব্বাতিথি, এই সকল মন্ত্রকর্ত্তা মহর্ষিগণ অত্রিগোত্রজাত। বসিষ্ঠ, শক্ত্রি, পরাশর, ইন্দ্রপ্রমতি, ভরদ্বসু, মৈত্রাবরুণ, ও কুণ্ডিন, এই সপ্তমহর্ষি, ব্রহ্মক্ষেত্রনিবাসী।৯৮—১০৬। ব্রহ্মক্ষেত্র মহাতীর্থ, ব্রহ্মা পুরাকালে উহা নির্ম্মাণ করেন। একদা পিতামহনিষেবিত পুণ্যতম কুরুক্ষেত্রে দেবতা ও মুনিগণের সমাগম হয়। ব্রহ্মা প্রশ্ন করিলেন যে, আপনারা বায়ুদেবতাকে কোথায় দেখিয়াছেন? তদুত্তরে ঋষিগণ কহিলেন, আমরা বায়ুদেবতাকে দেখি নাই। ঋষিগণ এ বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একটী অণুমাত্র পুর, তাঁহাদিগের নেত্র-গোচর হইয়া ক্রমে বৃহদাকারে স্পষ্ট ব্যক্ত হয়। সেই পুর 'বায়ুপুর' নামে প্রসিদ্ধ। সেই পুরে বায়ু কর্ত্তৃক অষ্টাদশ সহস্র ব্রাহ্মণ, এবং ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ শূদ্র সংস্থাপিত হয়। বিভু বায়ু, সেই ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন,—আপনারা আমাকে ভক্তি করিয়া থাকেন; অতএব আমার নামেই খ্যাত হইলেন হে দ্বিজগণ। আপনারা প্রত্যেকেই দুই দুই জন ব্রাহ্মণের আনুগত্য অবলম্বন করুন। আপনাদিগের একাদশটী গোত্র প্রবর্ত্তিত হইবে। আপনাদিগের শুভবিবাহ কালে চত্বরোপরি মঙ্গলস্নান হইবে। তখন বলবান্ নরগণ কোষমুক্ত অসিহস্তে এইরূপে রক্ষাকার্য্য করিবেন; যেন অপর কেহই সেই স্নানব্যাপার অবলোকন করিতে না পারে। এই বিধি আপনাদিগের মঙ্গলকর। সগোত্রা রমণীর নিমিত্ত একখানি নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে হইবে। আর চারিজন সুভগা রমণী আদর সহকারে কুণ্ডন কার্য্য করিবেন। আপনাদিগের কুলাচার সম্বন্ধে এই কিঞ্চিৎ কহিলাম। এই সরোবরে অবগাহন করিলে ভবতাপ দূর হয়। হে মর্ত্ত্যপুঙ্গবগণ। এই সরোবর অপর কাহারই মজ্জন করিবার অধিকার নাই আমার নামে খ্যাত যে ছয়টী স্থান আছে উহার দর্শনে নর পবিত্র হয়। হে বিপ্রগণ। সেখানে হনুমান জীবিত রহিয়াছেন। সেই তীর্থ ভূতলে বিখ্যাত তীর্থ। ব্রহ্মবাদী বায়ু, ধর্ম্মরক্ষার্থ দেবত্রয়ের আদেশে সেই স্থানেই সেই বিপ্রগণকে স্থাপন করিয়াছিলেন।

সহস্রকরসংযুক্তঃ সর্ব্বায়ুধবিভূষিতঃ।
রত্নাদেবীযুতঃ শ্রীমাংস্ত্রয়াধারস্ত্রয়ীময়ঃ॥১২১
সূর্য্যকুণ্ডঞ্চ তত্রাসীদ্‌ব্রহ্মকুণ্ডমতঃ পরম্।
রুদ্রকুণ্ডং হরেঃ কুণ্ডমেতৎকুণ্ডচতুষ্টয়ম্॥১২২
নব দুর্গাঃ স্থিতাস্তত্র ক্ষেত্রসংরক্ষণায় চ
হরিদ্বয়ং ত্রিতয়ং শম্ভোস্তথা যক্ষচতুষ্টয়ম্॥১২৩
বিবাহব্রতচূড়াসু করং তেষাং প্রদীয়তে।
আচারা ত্রিবিধাঃ প্রোক্তা বাড়বানাং প্রযত্নতঃ
তাবন্তো দ্বিগুণাঃ শূদ্রাঃ যাবন্তো ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ।
কূপ রূপা দ্বিজাঃ পূর্ব্বমেতিমন্তস্ততঃ স্থিতাঃ॥
মন্ত্রৈর্মন্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠৈঃ কৃতা বৈ শাস্ত্রকোবিদৈঃ।
বাপীকূপতড়াগানি দেবতায়তনানি চ॥১২৬
ধর্ম্মশালাপি বহুলা বায়ুস্থানে মহাপুরে
রত্নবতী স্বর্ণময়ী গঙ্গা চামৃতবাহিনী॥১২৭
কলৌ দুগ্ধবতী নাম মহাপাতকনাশিনী।
বায়ুনা স্থাপিতং হ্যেতৎস্থানং পাপনাশনম্।
সুনন্দনং বনং তত্র রম্যং রাজর্ষিসেবিতম্।
এতৎস্থানং ময়া প্রোক্তং সর্ব্বেষাং চ সমাসতঃ
নিরুপমাশ্চ তে বিপ্রা বায়ুনা স্থাপিতাশ্চ যে
উপমা চ দশৈবেতি বিধেয়া ব্রাহ্মণস্য তু॥
সুদ্যুম্নশ্চাষ্টমশ্চৈব নবমোহস্য বৃহস্পতিঃ।
দশমস্তু ভরদ্বাজো মন্ত্রব্রাহ্মণকারকাঃ॥
এতে চৈব হি কর্ত্তারো বিধর্ম্মধ্বংসকারিণঃ;
লক্ষণং ব্রাহ্মণস্যৈতদ্বিহিতং সর্ব্বশাখিনাম্।
হেতুর্হিতঃ স্মৃতো ধাতোর্হিংসার্থাদিতং পরৈঃ
অথ বার্থপরিপ্রাপ্তেহিনোতেগতিকর্ম্মণঃ॥১৩৩
তথা নিগমনং হ্যেতদ্বাক্যার্থস্যাবধারণাম্।
নিন্দাং তামথবাচার্য্যা যন্দোষানিন্দ্যতে বচঃ

তথায় রুদ্রদেব স্থিরভাবে সর্ব্বদিকে মূর্ত্তিমানরূপে বিরাজমান। বায় তখন সেখানে বাড়াদিত্য নামে সূর্য্যদেবের প্রতিষ্ঠা করেন সেই প্রতাপবান্ প্রভু, ঈশ্বর সূর্য্যদেব, কামাদি সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করেন। সেই ত্রয়ীময়, ত্রিলোকাধার শ্রীমান্ সূর্য্যদেব, সহস্রকিরণযুক্ত, সর্ব্ববিধ আয়ুধ-বিভূষিত, ও রত্নাখ্য দেবীর সহিত বিরাজমান। সেখানে সূর্য্যকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড, ও বিষ্ণুকুণ্ড,—এই চারিটী কুণ্ড বিদ্যমান। ১০৭—১১২। সেখানে ক্ষেত্ররক্ষণার্থ নবদুর্গা অবস্থান করিতেছেন; দুইটী বিষ্ণু, তিনটী শিব ও চারিটী যক্ষ তথায় প্রতিষ্ঠিত। চূড়োপনয়ন ও বিবাহাদিতে ইঁহাদিগের কর প্রদত্ত হইয়া থাকে। সেই ব্রাহ্মণগণের প্রযত্নসাধ্য আচার ত্রিবিধ। পূর্ব্বে সেখানে ব্রাহ্মণাপেক্ষা শূদ্রসংখ্যা দ্বিগুণ ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে আর শূদ্রগণ দ্বিগুণ কেন, ব্রাহ্মণগণের সমসংখ্যকও নহে। পূর্ব্বে তথায় কূপরূপী যে সকল ব্রাহ্মণ ছিল, এক্ষণে তাহারা মন্ত্রবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ; তাহারা শাস্ত্রাবিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের মন্ত্রসামর্থ্যে মূর্ত্তিমান্ হওয়ায় তথায় ব্রাহ্মণসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সেই বায়ুস্থান মহাপুরে বাপী, কূপ, তড়াগ, দেবমন্দির, ও ধর্ম্মশালা,—এ সমস্ত বহুলরূপে বিদ্যমান। তথায় রত্নাবতী নামী স্বর্ণময়ী এবং অমৃত-বাহিনী। সেই গঙ্গাই কলিকালে দুগ্ধবতী নামী মহাপাতকনাশিনী নদীরূপ ধারণ করিয়াছেন। বায়ু-স্থাপিত এই রাজ্যে পাপনাশক। তত্রত্য রাজর্ষিসেবিত বন মনোহর। এই আমি আপনা-দিগের নিকট সেই স্থানের সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। বায়ুস্থাপিত সেই বিপ্রগণ উপমাহীন। উপমা দিতে হইলে ব্রাহ্মণগণের উপমাস্থল দশটী হওয়া উচিত। ১১৩—১৩০। মন্ত্রব্রাহ্মণ কারক-গণের মধ্যে সুদ্যুম্ন অষ্টম, বৃহস্পতি নবম এবং ভরদ্বাজ দশম. ইঁহারা বিধর্ম্ম-ধ্বংসকারী হেতু শাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন করেন। সর্ব্বশাখী ব্রাহ্মণগণেরই এই লক্ষণ। হিংসার্থক 'হিত' ধাতু হইতে 'হেতু' শব্দ নিষ্পন্ন। যাহা পরকীয় মতের প্রতিবাদ করে, তাহাই হেতু। অথবা গমনার্থক হি ধাতু হইতে "হেতু" শব্দ নিষ্পন্ন। হেতুশাস্ত্রের সাহায্যে পরকীয় প্রবন্ধে দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক এমন বাগ্‌বিন্যাস করা যায় যে, স্বীয়াভিপ্রায়

প্রপূর্ব্বাচ্ছংদেতেধাতোঃ প্রশংসা গুণবত্তয়া।
ইদং স্থিমিদং নেদমিত্যনিশ্চিত্য সংশয়ঃ।
ইদমেব বিধাতব্যমিত্যয়ং বিধিরুচ্যতে
অন্যস্যান্যস্য চোক্তত্বাদ্‌বুধাঃ পরকৃতিঃ স্মৃতাঃ॥
যো হ্যত্যন্ততরোক্তস্ত পুরাকল্পঃ স উচ্যতে
পুরা বিক্রান্তবাচিত্বাৎ পুরাকল্পস্য কল্পনা। ১৩৭
মন্ত্রব্রাহ্মণকল্পৈশ্চ নিগমৈঃ শুদ্ধবিস্তরৈঃ।
অনিশ্চিত্য কৃতামাহুর্ব্বধারণকল্পনাম্॥
যথা হীদং তথা তদ্বৈ ইদং বাপি তথৈব তৎ
ইত্যেষ হুপদেশোঽয়ং দশমো ব্রাহ্মণস্য তু।
ইত্যেতদ্‌ব্রাহ্মণস্যাদৌ বিহিতং লক্ষণং বুধৈঃ।
তস্য তদ্‌বৃত্তির্নির্দিষ্টা ব্যাখ্যাপ্যানুপদং দ্বিজৈঃ
মন্ত্রাণাং কল্পনঞ্চৈব বিধিদৃষ্টেষু কর্ম্মসু।
মন্ত্রো মন্ত্রয়তের্ধাতোর্ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণোঽবনাৎ॥

অপরের অন্তরে অনায়াসে দৃঢ় প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক পরকীয় বাক্যের নিন্দাস্থাপন করা হয় বলিয়া আচার্য্যগণ উহা নিন্দাশব্দে অভিহিত করিয়াছেন। প্রপূর্ব্বক শংস ধাতু হইতে প্রশংসা শব্দ সমুৎপন্ন। উহার অর্থ—গুণবত্তা প্রকটন। 'ইহা এরূপ, ইহা এরূপ নহে' ইত্যাকার অনিশ্চয়ের নাম সংশয়। "ইহাই কর্ত্তব্য" এইরূপ অর্থ প্রকটনকারী বাক্য বিধিশব্দবাচ্য। নানা জনের অনুষ্ঠানসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রযুক্ত যাহাদিগের কার্য্যকুশলতা আছে, তাঁহারা বুধ বলিয়া প্রখ্যাত। যাহা অত্যন্ত পূর্ব্বে ঘটিয়াছে, তাহাকে পুরাকল্প বলে। পুরা শব্দ অতীতার্থক। অতীতকালে যে কল্পনা, তাহাই পুরাকল্প। সেই সকল পুরাকল্প, শুদ্ধ সুবিস্তর মন্ত্র-ব্রাহ্মণ কল্পনিগমাদি দ্বারা কল্পিত হয় নাই; পরন্ত অনিশ্চিত-ভাবেই রচিত হইয়াছিল। এ কল্পও যেমন, সে কল্পও তদ্রূপ। ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ইহা দশম উপদেশ। আদিকালে সুধীগণ, ব্রাহ্মণগণের এই লক্ষ্য বিধান করিয়াছেন। আর অনুদিন ইহার

অত্যাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥১৪২

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ঋষিলক্ষণং নামৈকোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥৫৯॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ

ঋষয়স্তদ্বচঃ শ্রুত্বা সূতমাহুঃ সুদুস্তরম্।
কথং বেদাঃ পুরা ব্যস্তাস্তস্মো ব্রূহি মহামতে॥১
সূত উবাচ।
দ্বাপরে তু পুরাবৃত্তে মানোঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
ব্রহ্মা মনুমুবাচেদং তন্মদিস্যে মহামতে॥২
পরিবৃত্তে যুগে তাত স্বল্পবীর্য্যা দ্বিজাতয়ঃ।
সংবৃত্তা যুগদোষেণ সর্ব্বে চৈব যথাক্রমম্॥৩

ব্যাখ্যাই সেই ব্রাহ্মণগণের বৃত্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিধিদৃষ্ট কর্ম্মসমূহে যথাযথ মন্ত্রকল্পনাও তাঁহার বৃত্তি। মন্ত্র ধাতু হইতেই মন্ত্র শব্দ নিষ্পন্ন। ব্রহ্মার পালন করেন বলিয়া ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা হইয়াছে। যাহা সন্দেহশূন্য, সারার্থযুক্ত, বহু অর্থবিশিষ্ট, আড়ম্বরবিহীন, নির্দ্দোষরূপে গ্রথিত, তাহাকেই সূত্রবিদ্‌গণ সূত্র বলেন॥ ১৩১—১৪২।

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥৫৯॥

ষষ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ সেই কথা শুনিয়া সূতকে কহিলেন,—হে মহামতে। পুরাকালে বেদসকল কি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছিল? এই সুদুস্তর কার্য্য কি প্রকারে সিদ্ধ হইল? আপনি আমাদিগের নিকট তাহা বলুন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দ্বাপর যুগ উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা মনুকে কহিলেন—হে তাত। যুগপরিবর্ত্ত হওয়ায় দ্বিজাতিগণ স্বল্পবীর্য্য হইয়াছে। যুগদোষে সকলই যথাক্রমে হীনবীর্য্য

হ্রস্যমানং যুগবশাদল্পশিষ্টং হি দৃশ্যতে।
দশসাহস্রভাগেন হ্যবশিষ্টং কৃতাদিদম্।।৪
বীর্য্যং তেজো বলং বাক্যং সর্ব্বঞ্চৈব প্রণশ্যতি
বেদবেদো হি কার্য্যাঃ স্যুর্মাভূদ্বেদবিনাশনম্।।৫
বেদে নাশমনুপ্রাপ্তে যজ্ঞো নাশং গমিষ্যতি।।
যজ্ঞে নষ্টে দেবনাশস্ততঃ সর্ব্বং প্রণশ্যতি।।৬
আদ্যো বেদশ্চতুষ্পাদঃ শতসাহস্রসংমিতঃ।
পুনর্দশগুণঃ কৃৎস্নো যজ্ঞো বৈ সর্ব্বকামধুক্।।৭
এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা মনুর্লোকহিতে রতঃ।
বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ।।৮
ব্রহ্মণো বচনাত্তাত লোকানাং হিতকাম্যয়া।
তদিদং বর্ত্তমানেন যুষ্মাকং বেদকল্পনম্।।৯
মন্বন্তরেণ বক্ষ্যামি ব্যতীতানাং প্রকল্পনম্।
প্রত্যক্ষেণ পরোক্ষং বৈ তন্নিবোধত সত্তমাঃ।।
অস্মিন্ যুগে কৃতো ব্যাসঃ পারাশর্য্যঃ পরন্তপঃ
দ্বৈপায়ন ইতি খ্যাতো বিষ্ণোরংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ

ব্রহ্মণা চোদিতঃ সোঽস্মিন্ বেদং ব্যস্তুং প্রচক্রমে।
অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদকারণাৎ।।
জৈমিনিঞ্চ সুমন্তুঞ্চ বৈশম্পায়নমেব চ।
পৈলং তেষাং চতুর্থন্তু পঞ্চমং লোমহর্ষণম্।।১৪
ঋগ্বেদশ্রাবকং পৈলং জগ্রাহ বিধিবদ্দ্বিজম্।
যজুর্ব্বেদপ্রবক্তারং বৈশম্পায়নমেব চ।।১৫
জৈমিনিং সামবেদার্থশ্রাবকং সোঽন্বপদ্যত।
তথৈবাথর্ব্ববেদস্য সুমন্তুমৃষিসত্তমম্।
ইতিহাসপুরাণস্য বক্তারং সমগেব হি।
মাঞ্চৈব প্রতিজগ্রাহ ভগবানীশ্বরঃ প্রভুঃ।।১৬
এক আসীদ্যজুর্ব্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্রমভূত্তস্মিংস্তেন যজ্ঞমকল্পয়ৎ।।
আধ্বর্য্যং যজুর্ভিস্তু ঋগ্ভির্হোত্রং তথৈব চ।
ঔদ্গাত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বং চাপ্যথর্ব্বভিঃ।
ব্রহ্মত্বমকরোদ্যজ্ঞে বেদেনাথর্ব্বণেন তু।।১৮
ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং সমকল্পয়ৎ।
হোতৃকং কল্প্যতে তেন যজ্ঞবাহং জগদ্ধিতম্।

হইতেছে। বীর্য্য, তেজ, বাক্য সকলই সত্যযুগ অপেক্ষা দশসহস্র ভাগে ক্ষীণ হইয়াছে; ক্রমে একবারেই বিনষ্ট হইবে। অতএব যাহাতে বেদ বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য বেদকে চারিভাগে বিভাগ করিতে হইবে। বেদ নাশ পাইলে যজ্ঞ লুপ্ত হইবে; যজ্ঞলোপে দেবতানাশ এবং তাহার ফলে সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আদ্য বেদ চতুষ্পাদ এবং শতসহস্রসংখ্যক। তার পর উহা সর্ব্বকামপ্রদ যজ্ঞসাধনার্থ দশগুণ বৃদ্ধি পায়। লোকহিত-নিরত প্রভু মনু "তথাস্তু" বাক্যে স্বীকৃত হইয়া চতুষ্পাদ বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। এক্ষণে আপনাদিগের যে বেদ আছে, ইহাই সেই ব্রহ্মার কথানুসারে লোকহিত-কামনায় চতুর্দ্ধা বিভক্ত বেদ।১—৯। এই মন্বন্তর দ্বারা অপরাপর মন্বন্তরের বেদ বিভাগকর্ত্তাদিগের নির্ণয় করিতেছি; হে দ্বিজোত্তমগণ। আপনারা এ বিষয়ে অবধান করুন। এই যুগে বিষ্ণুর অংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ পরন্তপ পরাশরনন্দন দ্বৈপায়ন ব্যাসপদবী লাভ করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মার আদেশে বেদবিভাগে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি বেদ প্রচারকালে চারিজন শিষ্য করেন। তাঁহাদিগের নাম—জৈমিনি, সুমন্তু, বৈশম্পায়ন ও পৈল। লোমহর্ষণ, তাঁহার পঞ্চম শিষ্য পৈল ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদ, জৈমিনি সামবেদ এবং সুমন্তু অথর্ব্ববেদ অভ্যাস করেন। আর ভগবান্ দ্বৈপায়ন, ইতিহাস-পুরাণশাস্ত্র আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। যজুর্ব্বেদ এক ছিল, তাহাকে তিনি চারভাগে বিভক্ত করেন উহাতে চাতুর্হোত্র হইলে, তাহাতে যজ্ঞ কল্পিত হইল। যজুর্দ্বারা আধ্বর্য্যব, ঋক্ দ্বারা হোত্র, সামদ্বারা উদ্গাত্র এবং অথর্ব্ব দ্বারা ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যজ্ঞে যে ব্রহ্মকার্য্য করিতে হয়, তাহা অথর্ব্ব-বেদানুমত। তারপর সেই দ্বৈপায়ন, ঋক্‌সমূহের উদ্ধার করিয়া ঋগ্বেদ রচনা করেন। তদ্দ্বারা

সামভিঃ সামবেদঞ্চ তেনোদ্গাত্রমরোচয়ৎ।
রাজ্ঞস্ত্বথর্ব্ববেদেন সর্ব্বকর্ম্মাণ্যকারয়ৎ।।২০
আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কুলকর্ম্মভিঃ
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ।।২১
যচ্ছিষ্টন্তু যজুর্ব্বেদে তেন যজ্ঞমথাযুজৎ।
যুঞ্জানঃ স যজুর্ব্বেদ ইতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ।।২২
পদানামুদ্ধৃতত্বাচ্চ যজূংষি বিষমাণি চ
স তেনোদ্ধৃতবীর্য্যস্তু ঋগ্গাত্রবের্বেদপারগৈঃ।
প্রযুজ্যতে হ্যশ্বমেধস্তেন বা যুজ্যতে তু সঃ।।২২
ঋচো গৃহীত্বা পৈলস্তু ব্যভজত্তদ্দ্বিধা পুনঃ।
দ্বিঃ কৃত্বা সংযুগে চৈব শিষ্যাভ্যামদদৎ প্রভুঃ
ইন্দ্রপ্রমতয়ে চৈকাং দ্বিতীয়াং বাস্কলায় চ।
চতস্রঃ সংহিতাঃ কৃত্বা বাস্কলির্দ্বিজসত্তমঃ।
শিষ্যানধ্যাপয়ামাস শুশ্রূষাভিরতান্ হিতান্।।
বোধ্যং তু প্রথমাং শাখাং দ্বিতীয়ামগ্নিমাঠরম্।
পারাশরং তৃতীয়াস্তু যাজ্ঞবল্ক্যমথাপরাম্।।২৬
ইন্দ্রপ্রমতিরেকান্তু সংহিতাং দ্বিজসত্তমঃ।
অধ্যাপয়ন্মহাভাগং মার্কণ্ডেয়ং যশস্বিনম্।।২৭
সত্যশ্রবসমগ্র্যং তু পুত্রং স তু মহাযশাঃ।
সত্যশ্রবাঃ সত্যহিতং পুনরধ্যাপয়দ্দ্বিজঃ।।২৮
সোঽপি সত্যতরং পুত্রং পুনরধ্যাপয়দ্বিভুঃ।
সত্যশ্রিয়ং মহাত্মানং সত্যধর্ম্মপরায়ণম্।।২৯
অভবংস্তস্য শিষ্যা বৈ ত্রয়স্তু সুমহৌজসঃ।
সত্যশ্রিয়স্তু বিদ্বাংসে শাস্ত্রগ্রহণতৎপরাঃ।।৩০
শাকল্যঃ প্রথমস্তেষাং তস্মাদন্যো রথীতরঃ।
বাস্কলিশ্চ ভরদ্বাজইতি শাখাপ্রবর্ত্তকাঃ।।৩১
দেবমিত্রস্তু শাকল্যো জ্ঞানাহঙ্কারগর্ব্বিতঃ
জনকস্য স যজ্ঞে বৈ বিনাশমগমদ্দ্বিজঃ।।৩২

শাংশপায়ন উবাচ।

কথং বিনাশমগমৎ স মুনির্জ্ঞানগর্ব্বিতঃ।
জনকস্যাশ্বমেধেন কথং বাদো বভূব হ।।৩৩
কিমর্থং চাভবদ্বাদঃ কেন সার্দ্ধমথাপি বা।

হোতৃক, ও জগতের হিতকর যজ্ঞবাহ সিদ্ধ হয়। সাম সংগ্রহপূর্ব্বক সামবেদ রচনা করিয়া তদ্দ্বারা উদ্গাত্র সাধন কল্পনা করেন। আর অথর্ব্ব-বেদ দ্বারা রাজগণের আবশ্যকীয় সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডের বিধান করেন। ১০—২০। পুরাতত্ত্ববিশারদ দ্বৈপায়ন, আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কুলকর্ম্ম দ্বারা পুরাণ সংহিতা রচনা করিয়াছেন। তৎকর্ত্তৃক বিপর্য্যস্ত পদসমূহান্বিত যজুর্ব্বেদ, বেদপরায়ণ অন্যান্য ঋষিগণ সহ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক সংগৃহীত হইয়াছে। সেই সময় যজুর্ব্বেদের যাহা অবশিষ্ট ছিল, তদ্দ্বারা যজ্ঞ বিধান করেন। তদনুসারেই অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পৈল মুনি, ঋক্‌সমূহ সংগ্রহ করিয়া উহাকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। তাহার এক ভাগ ইন্দ্রপ্রমতিকে এবং অপর ভাগ বাস্কলি মুনিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। দ্বিজসত্তম বাস্কলি, চারিখানি সংহিতা প্রণয়ন-পূর্ব্বক শুশ্রূষু গুরুহিত-রত শিষ্যদিগকে অধ্যাপন করেন। সেই সংহিতাচতুষ্টয়ের প্রথম শাখা বোধ্য, দ্বিতীয়শাখা অগ্নিমাঠর, তৃতীয় শাখা পরাশর ও চতুর্থ শাখা যাজ্ঞবল্ক্য মুনি অভ্যাস করিয়াছিলেন। দ্বিজসত্তম ইন্দ্রপ্রমতি একখানি সংহিতা রচনা করিয়া যশস্বী মহাভাগ মার্কণ্ডেয় মুনিকে অধ্যাপন করেন। মার্কণ্ডেয়, তাহা সত্যশ্রবা নামক পুত্রকে, মহাযশাঃ সত্যশ্রবা তাহা সত্যহিতকে এবং সত্যহিত তাহা সত্যরত, সত্যধর্ম্ম পরায়ণ মহাত্মা পুত্র সত্যশ্রীকে অধ্যাপন করেন। বিদ্বান্ সত্যশ্রীর শাস্ত্রাভ্যাস-তৎপর মহাতেজা তিনটী শিষ্য হয়। তাঁহাদিগের প্রথম শাকল্য, দ্বিতীয় রথীতর এবং তৃতীয় বাস্কলি ভরদ্বাজ। ইঁহারা বিভিন্ন শাখা প্রণয়ন করেন। দেবমিত্র শাকল্য দ্বিজ, জ্ঞানাহঙ্কারে গর্ব্বিত ছিলেন; এজন্য তিনি জনক রাজার যজ্ঞে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন।২১—৩২। শাংশপায়ন কহিলেন,—জ্ঞান-গর্ব্বিত সেই মুনি কি প্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইলেন? জনক রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞে বাদ প্রতিবাদ ঘটিয়াছিল কি

সর্ব্বমেতদ্যথাবৃত্তমাচক্ষ্ব বিদিতং তব।
ঋষিণাস্তু বচঃ শ্রুত্বা তদুত্তরমথাব্রবীদ্বৎ।।৩৪
সূত উবাচ।
জনকস্যাশ্বমেধে তু মহানাসীৎ সমাগমঃ।
ঋষীণাস্তু সহস্রাণি তত্রাজগ্মুরনেকশঃ।
রাজর্ষের্জনকস্যাথ তং যজ্ঞং হি দিদৃক্ষবঃ।।৩৫
আগতান্ ব্রাহ্মণান্ দৃষ্ট্বা জিজ্ঞাসাস্যাভবত্ততঃ
কো স্বেষাং ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ কথং মে নিশ্চয়ো ভবেৎ।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা বুদ্ধিং চক্রে জনাধিপঃ।।
গবাং সহস্রমাদায় সুবর্ণমধিকং ততঃ।
গ্রামান্ রত্নানি দাসাংশ্চ মুনীন্ প্রাহ নরাধিপঃ
সর্ব্বানহং প্রপন্নোঽস্মি শিরসা শ্রেষ্ঠভাগিনঃ।।
যদেতদাহৃতং বিত্তং যো বঃ শ্রেষ্ঠতমো ভবেৎ
তস্মৈ তদুপনীতং হি বিদ্যাবিত্তং দ্বিজোত্তমাঃ
জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা মুনয়স্তে শ্রুতিক্ষমাঃ।
দৃষ্ট্বা ধনং মহাসারং ধনলুব্ধা জিঘৃক্ষবঃ।
আহূয়াসঞ্চক্রুরন্যোন্যং বেদজ্ঞানমদোদ্ধতাঃ।৩৯
মনসা গতচিত্তাস্তে মমেদং ধনমিত্যুত।
মমৈবেতদবেত্যন্যো ব্রূহি কিং বা বিকত্থসে।
ইত্যেবং ধনদোষেণ বাদংশ্চক্রুরনেকশঃ।৪০
তথান্যস্তত্র বৈ বিদ্বান্ ব্রহ্মবাহসুতঃ কবিঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যো মহাতেজাস্তপস্বী ব্রহ্মবিত্তমঃ।।৪১
ব্রহ্মণোঽহ্বাৎ সমুৎপন্নো বাক্যং প্রোবাচ সুস্বরম্
শিষ্যং ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো ধনমেতদ্গৃহাণ ভোঃ।।
নয়স্ব চ গৃহং বৎস মমৈতদাত্র সংশয়ঃ।
সর্ব্ববেদেষ্বহং বক্তা নান্যঃ কশ্চিৎ মৎসমঃ।
যো বা ন প্রীয়তে বিপ্রঃ স মে ব্রূয়াতু মা চিরম্
ততো ব্রহ্মার্ণবঃ ক্ষুব্ধঃ সমুদ্র ইব সংপ্লবে।
তানুবাচ ততঃ হৃষ্টো যাজ্ঞবল্ক্যো হসন্নিব।।৪৪
ক্রোধং মা কার্ষুর্বিদ্যাংসো ভবন্তঃ সত্যবাদিনঃ
বদামহে যথাযুক্তং জিজ্ঞাসন্তঃ পরস্পরম্।।৪৫
ততোঽহভ্যাগমংস্তেবাং বাদা জজ্ঞুরনেকশঃ।

জন্য? সেই বিচার কি প্রকার, এবং কাহার সহিতই বা হইয়াছিল? এ সমস্ত আপনার সম্যক্ বিদিত আছে, ইহা আমাদিগকে বলুন। ঋষিগণের এই কথা শুনিয়া সূত, সমুচিত উত্তর করিলেন। সূত কহিলেন,—রাজর্ষি জনকের অশ্বমেধ যজ্ঞে সুমহান্ জনসমাগম হইয়াছিল। নানা স্থান হইতে সেই যজ্ঞ দর্শনার্থ অনেকানেক মুনি সমাগত হইয়াছিলেন। 'সমাগত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?—তাহা কিরূপে জানা যায়?' জনক রাজার মনে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা সমুৎপন্ন হয়। তখন জনক রাজা এক যুক্তি করিলেন; তিনি সহস্র গো, সহস্রাধিক সুবর্ণ, বহু গ্রাম, ও দাসদাসী লইয়া মুনিগণকে কহিলেন,—আমি মস্তকদ্বারা মহাত্মাগণের শরণাপন্ন হইলাম; আমি এই যে বিত্ত আনিয়াছি, ইহা বিদ্যার পুরস্কার। আপনাদিগের মধ্যে যিনি প্রধান, তিনি ইহা গ্রহণ করুন। শ্রুতিবিশারদ মুনিগণ জনকের বাক্য শ্রবণে বেদজ্ঞানের মদগর্ব্ববশে সেই মহাসার ধন গ্রহণ মানসে পরস্পর আস্ফালন করিতে লাগিলেন।৩৩—৩৯। অনেকে মনে মনে 'ইহা আমারই', এরূপ ভাবিলেন। কেহ কহিলেন 'ইহা আমারই', কেহ কহিলেন, 'না, না' তোমার নহে,' কেহ কহিলেন,—"কি ভাবিতেছ? কি বল?" ইত্যাদিরূপ নানা তর্ক হইতে লাগিল। তন্মধ্যে ব্রহ্মাসসম্ভূত ব্রহ্মবাহসুত কবি বিদ্বান্ মহাতেজস্বী তপস্বী ব্রহ্মজ্ঞপ্রধান যাজ্ঞবল্ক্য, সুস্বরে নিজ শিষ্যকে কহিলেন,—'বৎস! এই ধন গ্রহণ কর। গৃহে লইয়া যাও, ইহা আমারই। আমিই সর্ব্ববেদের অসাধারণ বক্তা, অপর কেহই আমার সমান নাই। আর যে বিপ্র আমার এ কথায় প্রীতিলাভ না করেন, তিনি অবিলম্বে আমার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হউন।' যাজ্ঞবল্ক্যের এই কথায় সেই ব্রাহ্মণ-সাগর প্রলয়কালের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল. যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাদিগের সুহৃচিত্তে হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—হে সত্যবাদী পণ্ডিতগণ! আপনারা ক্রোধ করিবেন না। আমি সত্যই বলিতেছি।

সহস্রশো ভবেরর্থৈঃ সূক্ষ্মদর্শনসম্ভবৈঃ।।৪৬
লোকবেদে তথাধ্যাত্মে বিদ্যাস্থানৈরলঙ্কৃতাঃ
শাপোত্তমগুণৈর্যুক্তা নৃপোদাপরিবর্জ্জনাঃ।
বাদাঃ সমভবং তত্র ধনহেতোর্মহাত্মনাং।।৪৭
পাযয়ন্তেকতঃ সর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্যেন ধীমতা।
একৈকশস্ততঃ পৃষ্টা নৈবোত্তরমথাব্রুবন্।।৪৮
তান্ বিজিত্য মুনীন্ সর্ব্বান্ ব্রহ্মরাশির্মহাদ্যুতিঃ
শাকল্যমিতি হোবাচ বাদকর্ত্তারমঞ্জসা।।৪৯
শাকল্য বদ বক্তব্যং কিং ধ্যায়ন্নবতিষ্ঠসে
পূর্ণস্ত্বং হৃতমানেন বাতাধ্মাতো যথা দৃতিঃ।।৫০
এবং স ধর্ষিতস্তেন রোষাত্তাম্রান্যলোচনঃ।
প্রোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং তং পরুষং মুনিসন্নিধৌ।।
ত্বমস্মাংস্তৃণবৎ কৃত্বা তথৈবেমান্ দ্বিজোত্তমান্।
বিদ্যাধনং মহাসারং স্বয়ংগ্রাহং জিঘৃক্ষসি।।৫২

শাকল্যেনৈবমুক্তঃ স যাজ্ঞবল্ক্যঃ সমব্রবীৎ।
ব্রহ্মিষ্ঠানাং বলং বিদ্ধি বিদ্যাতত্ত্বার্থদর্শনম্।।৫৩
কামস্কার্থেন সম্বদ্ধস্তেনার্থং কাময়ামহে।
কামপ্রশ্নবলা বিপ্রাঃ কামপ্রশ্নান্ বদামহে।।৫৪
পণশ্চৈবোহস্য রাজর্ষেস্তস্মান্নীতং ধনং ময়া।
এ তচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য শাকল্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যমথোবাচ কামপ্রশ্নার্থবদ্বচঃ।।৫৫
ব্রূহীদানী ময়োদ্দিষ্টান্ কামপ্রশ্নান্ যথার্থতঃ।
ততঃ সমভবদ্বাদস্তয়োর্ব্রহ্মবিদোর্মহান্।।৫৬
সাগ্রং প্রশ্নসহস্রন্তু শাকল্যস্তমপৃচ্ছৎ।
যাজ্ঞবল্ক্যোঽব্রবীৎ সর্ব্বানৃষীণাং শৃণ্বতাং তদা
শাকল্যে চাপি নির্ব্বাদে যাজ্ঞবল্ক্যস্তমব্রবীৎ।
প্রশ্নমেকং মমাপি ত্বং বদ শাকল্য কাম্যিকম্।
শাপঃ পণোঽস্য বাদস্য অব্রুবন্ মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ
অথ সম্প্রোদিতং প্রশ্নং যাজ্ঞবল্ক্যেন ধীমতা।
শাকল্যস্তমবিজ্ঞায় সদ্যো মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ।।৫৭

আপনারা পরস্পরে বিচার করুন। তখন তাঁহাদিগের মধ্যে নানারূপ তর্ক আরম্ভ হইল। ধনলোভে পণ্ডিতগণ তখন লোক, বেদ ও অধ্যাত্ম শাস্ত্রবিষয়ক সূক্ষ্মদর্শনজনিত শুভ অর্থসমূহের আবিষ্কার দ্বারা আক্রোশপূর্ব্বক সগর্ব্বে অথচ শান্তি ভঙ্গ না করিয়া মহাবিচার করিতে লাগিলেন ৪০—৪৭। সমস্ত ঋষি একপক্ষে ও যাজ্ঞবল্ক্য একাকী অপর পক্ষে। মুনিগণ সকলেই ক্রমে ক্রমে ধীমান্ যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিচারে নিরুত্তর হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মতেজোরাশি মহাদ্যুতি যাজ্ঞবল্ক্য, সেই সমস্ত মুনিগণকে বাদে পরাজিত করিয়া প্রধান বাদকর্ত্তা শাকল্য মুনিকে কহিলেন,—'শাকল্য! তোমার পক্ষের বক্তব্য বল। বসিয়া ভাবিতেছ কেন? তুমি বায়ুপূর্ণ। মুনিবর শকল্য, যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক এই প্রকারে ধর্ষিত হইয়া রোষরক্ত-মুখ-নয়নে মুনিগণ-সন্নিধানে যাজ্ঞবল্ক্যকে পরুষ বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন। তিনি কহিলেন,—তুমি আমাদিগের এবং এই সমস্ত দ্বিজোত্তমকে তৃণবৎ অবজ্ঞাপূর্ব্বক এই বিদ্যাধন লভ্য মহাসারধন, নিজে নিজেই হইতে চাহিতেছ? শাকল্য এই রূপ বলিলে তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,— সদ্ ব্রাহ্মণগণের বিদ্যা-তত্ত্বার্থজ্ঞানই বল। কাম-অর্থের সহিত সম্বন্ধ. এজন্য অর্থের কামনা করি। বিপ্রগণের কামানুরূপ প্রশ্ন করাই ধন আমরাও ইচ্ছানুরূপ প্রশ্নই করিব; জনক রাজর্ষির ইহাই পণ এজন্য আমি ধন গ্রহণ করিতেছি যাজ্ঞবল্ক্যের এই কথা শুনিয়া শাকল্য মুনি ক্রোধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,— আচ্ছা, এক্ষণে আমার জিজ্ঞাসিত ইষ্টপ্রশ্নসমূহের যথার্থ উত্তর দান কর। এই বলিয়া তিনি প্রশ্নার্থযুক্ত বাগ্‌বিন্যাস করিতে লাগিলেন অতঃপর সেই ব্রহ্মবাদী পণ্ডিতদ্বয়ের মহান্ বিচার আরব্ধ হইল। সেই ঋষিগণের সমক্ষে শাকল্য মুনি, যাজ্ঞবল্ক্যকে সহস্রাধিক প্রশ্ন করিলেন। পরন্তু যাজ্ঞবল্ক্য তৎসমস্তেরই যথাযথ সদুত্তরদানে শাকল্যকে নিরুত্তর করিলেন। শাকল্য নির্ব্বাক্ হইলে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে কহিলেন,— শাকল্য। তুমিও আমার একটী প্রশ্নের সদুত্তর

এবং মৃতঃ স শাকল্যঃ প্রশ্নব্যাখ্যানপীড়িতঃ।
এবং বাদশ্চ সুমহানাসীত্তেষাং ধনার্থিনাম্।
ঋষীণাং মুনিভিঃ সার্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্যস্য চৈব হি।।
সর্ব্বৈঃ পৃষ্টাস্তু সম্প্রশ্নান্ শতশোহথ সহস্রশঃ
ব্যাখ্যায় স মুনে তেষাং প্রজ্ঞাসারঃ মহামতিঃ
যাজ্ঞবল্ক্যো ধনং গৃহ্য যশো বিখ্যাপ্য চাত্মনঃ।
জগাম বৈ গৃহং হৃষ্টঃ শিষ্যৈঃ পরিবৃতো বশী।।
দেবমিত্রস্তু শাকল্যো মহাত্মা দ্বিজসত্তমঃ।
চকার সংহিতাঃ পঞ্চ বুদ্ধিমান পদবিত্তমঃ।
তচ্ছিষ্যা অভবন্ পঞ্চ মুদগলো গালকস্তথা।
খালীয়শ্চ তথা মৎস্যঃ শৈশিরেয়স্তু পঞ্চমঃ ।৬৪
প্রোবাচ সংহিতাস্তিস্রঃ শাকপূর্ণরথীতরঃ
নিরুক্তঞ্চ পুনশ্চক্রে চতুর্থং দ্বিজসত্তমঃ ।৬৫
তস্য শিষ্যাস্তু চত্বারঃ কেতবো দালকিস্তথা।
ধর্ম্মশর্ম্মা দেবশর্ম্মা সর্ব্বে ব্রতধরা দ্বিজাঃ ।৬৬

শাকল্যে তু মৃতে সর্ব্বে ব্রহ্মহ্যাত্তে বভূবিরে।
তদা চিন্তাং পরাং প্রাপ্য গতাস্তে ব্রহ্মণো

হন্তিকম্।৬৭

তান্ জ্ঞাত্বা চেতনা ব্রহ্মা প্রেষিতঃ পবনে পুরে
তত্র গচ্ছত যূয়ং বঃ সদ্যঃ পাপং প্রণশ্যতি।৬৮
দ্বাদশার্ক নমস্কৃত্য তথ বৈ বালুকেশ্বরম্।
একাদশ তথা রুদ্রান্ বায়ুপুত্রং বিশেষতঃ।
কুণ্ডে চতুষ্টয়ে স্নাত্বা ব্রহ্মহত্যাং তরিষ্যথ।৬৯
সর্ব্বে শীঘ্রতরা ভূত্বা তৎপুরং সমুপাগতাঃ।
স্নানং কৃতং বিধানেন দেবানং দর্শনং কৃতম্
উত্তরেশ্বরং নমস্কৃত্য বাড়বানাং প্রসাদতঃ।
সর্ব্বে পাপবিনির্ম্মুক্তা গতাস্তে সূর্য্যমণ্ডলম্।৭১
তদা প্রভৃতি তত্তীর্থং খ্যাতং পাতকনাশনম্।
বায়োঃ পুরং পবিত্রঞ্চ বায়ুনা নির্ম্মিতং পুরা।।
অঞ্জনাগর্ভসম্ভূতো হনুমান্ পবনাত্মজঃ।

দান কর। এই বিচারে মরণান্তিশাপই পণরূপে নির্দ্ধারিত হউক। এই বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যকে প্রশ্ন করিলেন। শাকল্য তদুত্তরদানে অসমর্থ হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইলেন।৪৮—৫৮ শাকল্য এই প্রকারে প্রশ্নদ্বারা নির্জ্জিত হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হন। ধন কামনায় মুনি-ঋষিগণের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের এই প্রকার সুমহান্ বিচার হইয়াছিল। হে মুনিবর! জিতেন্দ্রিয় মহামতি যাজ্ঞবল্ক্য, সেই মুনিগণজিজ্ঞাসিত শত সহস্র সারবান্ প্রশ্নের সদুত্তর দানান্তে ধন গ্রহণ-পূর্ব্বক আত্মযশঃ প্রখ্যাপন করিয়া শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া সুহৃচিত্তে স্বভবনে প্রতি গমন করিলেন। বুদ্ধিমান্, পদতত্ত্বজ্ঞ, মহাত্মা, দ্বিজ-সত্তম শাকল্য পাঁচখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। মুদগল, গোলক, খালীয়, মৎস্য, ও শৈশিরেয়, এই পাঁচজন শাকল্যের শিষ্য। দ্বিজসত্তম শাকপূর্ণ রথীতর তিনখানি সংহিতা এবং একখানি নিরুক্ত প্রণয়ন করেন। কেতব, দালকি, ধর্ম্মশর্ম্মা ও দেবশর্ম্মা,—এই চারিজন তাঁহার শিষ্য। এই দ্বিজগণ সকলেই ব্রহ্মচারী। শাকল্যের মৃত্যু হইলে বাদ-প্রতিবাদকারী ব্রাহ্মণগণ সকলেই ব্রহ্মহত্যা পাপগ্রস্ত হইলেন। তজ্জন্য তাঁহারা চিন্তান্বিত হইয়া ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় মনে মনে জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বায়ুপুরে যাইতে বলিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—তোমরা সেই বায়ুপুরে যাও; সেখানে গেলেই তোমাদিগের পাপ বিনষ্ট হইবে। তোমরা সেখানে যাইয়া দ্বাদশার্ক বালুকেশ্বরকে, একাদশ রুদ্রকে এবং বিশেষতঃ বায়ুপুত্রগণকে নমস্কারান্তে কুণ্ডচতুষ্টয়ে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে পরিত্রাণ পাইবে।৫৯—৬৯। ব্রহ্মার উপদেশ অনুসারে সেই বাদকারী দ্বিজগণ সত্বর সেই বায়ুপুরে গমনপূর্ব্বক বিধানানুসারে স্নানান্তে তত্রত্য দেবগণের দর্শন করিয়া উত্তরেশ্বরকে প্রণাম করিলেন। ইহার পর তাঁহারা তত্রত্য দ্বিজগণের মহিমায় ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সকলেই সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিলেন। সেই হইতে ভক্ত তীর্থ পাপনাশক বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে যে সময়ে অঞ্জনাগর্ভে বায়ুর ঔরস

যদা জাতো মহাদেব হনুমান্ সত্যবিক্রমঃ।
তদৈব নির্ম্মিতং তীর্থং বায়ুনা ব্রহ্মযোনিনা।।৭২
ঊর্দ্ধ্যাং জাতাস্তু যে পূরা ব্রাহ্মণানাং নিবেদিতাঃ।
বৃত্ত্যর্থং ব্রহ্মযজ্ঞার্থং করস্তেষু কৃতো মহান্।।৭৪
অনেন বিধিনা জাতং বিপ্রাণাং শাসনং মহৎ
গোঘ্নো বাপি কৃতঘ্নো বা সুরাপী গুরুতল্পগঃ।
বাড়াদিত্যং নমস্কৃত্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।৭৫

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে মহাস্থান তীর্থবেদশাস্ত্রপ্রণয়নবর্ণনং নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।।৬০।।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।
ভরদ্বাজো যাজ্ঞবল্ক্যো গালকিঃ সালকিস্তথা।
ধীমান্ শতবলাকশ্চ নৈগমশ্চ দ্বিজোত্তমঃ।।১

সন্তান সত্যবিক্রম হনুমান্ প্রাদুর্ভূত হয়েন, তখনই ব্রহ্মযোনি বায়ু সেই প্রশস্ত পবিত্র তীর্থস্বরূপ পুরী নির্ম্মাণ করেন। বায়ুপুরবাসী বিপ্রগণ, তদ্ভুমিজাত ব্রাহ্মণাধীন শূদ্রবর্গের প্রতি স্ব স্ব বৃত্তি ও যজ্ঞ সাধনার্থ করস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেই রাজ্য এই প্রকারেই প্রাদুর্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। অত্রত্য বাড়াদিত্য দেবকে নমস্কার করিলে, গোহত্যাকারী, কৃতঘ্ন, সুরাপায়ী বা গুরুপত্নীগামী ব্যক্তিও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করে।৭০—৭৫।

ষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত।।৬০।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—ভরদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য, গালকি, সালকি, ধীমান নিগমবিশারদ দ্বিজোত্তম শতবলাক, বালকি এবং ভারদ্বাজ ইহাঁরা প্রথমে

বাস্কলিশ্চ ভরদ্বাজস্তিস্রঃ প্রোবাচ সংহিতাঃ।
রথীতরো নিরুক্তঞ্চ পুনশ্চক্রে চতুর্থকম্। ২
ত্রয়স্তস্যাভবন্ শিষ্যা মহাত্মনো গুণান্বিতাঃ।
ধীমান্নন্দায়নীয়শ্চ পন্নগারিশ্চ বুদ্ধিমান।
তৃতীয়শ্চার্য্যবস্তে চ তপসা সংশিতব্রতাঃ।।৩
বীতরাগা মহাতেজাঃ সংহিতাজ্ঞানপারগাঃ।
ইত্যেতে বহ্‌চাঃ প্রোক্তাঃ সংহিতা যৈ প্রবর্ত্তিতাঃ।।৪
বৈশম্পায়নগোত্রোঽসৌ যজুর্ব্বেদং ব্যকল্পয়ৎ
ষড়শীতস্তু যেনোক্তাঃ সংহিতা যজুষাং শুভাঃ
শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ তাশ্চ জগৃহুস্তে বিধানতঃ।
একস্তত্র পরিত্যক্তো যাজ্ঞবল্ক্যো মহাতপাঃ।।
ষড়শীতিশ্চ তস্যাপি সংহিতানাং বিকল্পকাঃ।।৬
সর্ব্বেষামেব তেষাং বৈ ত্রিধা ভেদাঃ প্রবীর্ত্তিতাঃ।
ত্রিধা ভেদাস্তু তে প্রোক্তা ভেদেঽস্মিন্নবমে শুভে।।৭
উদীচ্যা মধ্যদেশাশ্চ প্রাচ্যাশ্চৈব পৃথগ্বিধাঃ।

তিনখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। রথীতর পুনরায় যে নিরুক্ত রচনা করেন, ইহা চতুর্থ। ঐ রথীতরের তিন জন শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা সকলেই তপস্যা দ্বারা সংশিতব্রত, বীতরাগ, মহাতেজা ও সংহিতা জ্ঞান-পারগামী। যাঁহারা এই সকল সংহিতা প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহারা বহ্‌চ বলিয়াও অভিহিত হন যিনি যজুর্ব্বেদের উত্তম ষড়শীতি সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই বৈশম্পায়নই যজুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক। বৈশম্পায়ন একমাত্র মহাতপা যাজ্ঞবল্ক্যকে পরিত্যাগ করিয়া অপর সমস্ত শিষ্যকেই ঐ সকল সংহিতা প্রদান করেন, এবং বৈশম্পায়ন-শিষ্যগণও উহা যথাবিধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈশম্পায়ন-প্রণীত ষড়শীতি সংহিতার মধ্যেও আবার একটী বিশেষরূপ কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়।১—৬। এতদ্ভিন্ন তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যেও আবার তিন তিনটী ভেদ পরিলক্ষিত হয়। ঐ তিন প্রকার ভেদের মধ্যেও আবার উদীচ্য,

শ্যামায়নিরুদীচ্যানাং প্রধানঃ সম্বভূব হ।৮
মধ্যদেশ প্রতিষ্ঠানামারুণিঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ।
আলম্বিরাদিঃ প্রাচ্যানাং ত্রয়োদশ্যাদকস্তু তে
ইত্যেতে চরকাঃ প্রোক্তাঃ সংহিতাবাদিনো
দ্বিজাঃ।
ঋষয়স্তদ্বচঃ শ্রুত্বা সূতং জিজ্ঞাসবোঽব্রুবন্।।১০
চরকাধ্বর্য্যবঃ কেন কারণং ব্রূহি তত্ত্বতঃ।
কিং চীর্ণং কস্য হেতোশ্চ চরকত্বঞ্চ ভেজিরে।
ইত্যুক্তঃ প্রাহ তেষাং স চরকত্বমভূদ্‌যথা।।১১
সূত উবাচ।
কার্য্যমাসীদৃষীণাঞ্চ কিঞ্চিদ্‌ব্রাহ্মণসত্তমাঃ
মেরুপৃষ্ঠং সমাসাদ্য তৈস্তদা ইতি মন্ত্রিতম্।।
যো নোঽত্র সপ্তরাত্রেণ নাগচ্ছেদ্দ্বিজসত্তমাঃ।
স কুর্য্যাদ্‌ব্রহ্মবধ্যাং বৈ সময়ো নঃ প্রকীর্ত্তিতঃ
ততস্তে সগণাঃ সর্ব্বে বৈশম্পায়নবর্জ্জিতাঃ।
প্রযযুঃ সপ্তরাত্রেণ যত্র সন্ধিঃ কৃতোঽভবৎ।।
ব্রাহ্মণানাস্তু বচনাদ্‌ব্রহ্মবধ্যাং চকার সঃ।
শিষ্যানথ সমানীয় স বৈশম্পায়নোঽব্রবীৎ।।
ব্রহ্মবধ্যাং চরধ্বং বৈ মৎকৃতে দ্বিজসত্তমাঃ
সর্ব্বে যূয়ং সমাগম্য ব্রূত নৈতদ্ধিতং বচঃ।।১৩
যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।
অহমেব চরিষ্যামি তিষ্ঠন্তু মুনয়স্ত্বিমে।
বলঞ্চোত্থাপয়িষ্যামি তপসা স্বেন ভাবিতঃ।।
এবমুক্তস্ততঃ ক্রুদ্ধো যাজ্ঞবল্ক্যমথাব্রবীৎ।
উবাচ যত্ত্বয়াধীতং সর্ব্বং প্রত্যর্পয়স্ব মে।।১৪
এবমুক্তঃ সরূপাণি যজূংষি প্রদদৌ গুরোঃ।
রুধিরেণ তথোক্তানি ছর্দ্দিত্বা ব্রহ্মবিত্তমঃ।।১৫

মধ্যদেশ ও প্রাচ্য ভেদে ভেদত্রয় পরিকল্পিত হওয়ায় সংহিতাসকল নয় প্রকার ভেদসম্পন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে উদীচ্য দেশবাসিগণের শ্যামায়নি, মধ্যদেশবাসীদিগের আরুণি এবং ত্রয়োদশ্যাদি প্রাচ্য দেশীয়সমূহের আলম্বি আদি ইহাঁরাই প্রধান ও প্রথম ভেদকর্ত্তা বলিয়া কথিত হন, সংহিতাবাদী এই সকল দ্বিজ চরক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঋষি সকল সূতের এতদ্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সূত! এই অধ্বর্য্যুগণ কি কারণে চরক হইলেন এবং তাঁহারা এমন কি আচরণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা চরকত্ব প্রাপ্ত হইলেন? আপনি যথাযথরূপে এই সকল বিষয় কীর্ত্তন করুন। ঋষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সূত তাঁহাদের নিকট চরকোৎপত্তির বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। সূত কহিলেন,—হে ব্রহ্মসত্তমগণ! এক সময়ে ঋষিগণের কোন একটী কার্য্য উপস্থিত হইলে তাঁহারা মেরুপৃষ্ঠে আগমনপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করেন। হে দ্বিজগণ! তখন স্থির হয় যে, যিনি সপ্তরাত্রের মধ্যে তাঁহাদিগের এই মন্ত্রণায় যোগদান না করিবেন, তাঁহার ব্রহ্মহত্যা পাপ করা হইবে। অনন্তর একমাত্র বৈশম্পায়ন ভিন্ন অপরাপর সমস্ত ঋষিই নিয়মিত সপ্তরাত্রের মধ্যে সেই মন্ত্রণা-সভায় গমন করিলেন, তখন ব্রাহ্মণদিগের বচনানুসারে ব্রহ্মহত্যা বৈশম্পায়নকে আশ্রয় করিলে তিনি শিষ্যগণকে আনয়নপূর্ব্বক বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! তোমরা সকলে মিলিত হইয়া এক্ষণে মৎকৃত ব্রহ্মহত্যা-ব্রত আচরণ কর। তখন বৈশম্পায়নের শিষ্যগণ মধ্যে একমাত্র যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—ইহা হিতকর বাক্য নহে। তিনি আরও বলিলেন,—অন্য মুনিগণ বৈশম্পায়নকে আশ্রয় করিয়া থাকুন, আমি স্বীয় তপস্যাদ্বারা বলসঞ্চয় করিবার জন্য এখনই এখান হইতে প্রস্থান করিব।৭—১৫। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিলে বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—তুমি আমার নিকট যে সকল বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা আমাকে প্রত্যর্পণ কর। ব্রহ্মবিত্তম যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া রুধির বমনদ্বারা রুধিরাক্ত সমস্ত যজুর্ব্বেদ উদ্গিরণপূর্ব্বক গুরুকে প্রত্যর্পণ করিলেন। হে দ্বিজগণ!

ততঃ স ধ্যানমাস্থায় সূর্য্যমারাধয়দ্দ্বিজাঃ।
সূর্য্যং ব্রহ্ম যদুচ্ছিন্নং খং গত্বা প্রতিতিষ্ঠতি।।২৩
ততো যানি গতান্ ঊর্দ্ধং যজুর্য্যোদিত্যমণ্ডলম্।
তানি তস্মৈ দদৌ তুষ্টঃ সূর্য্যো বৈ ব্রহ্মরাতয়ে
অশ্বরূপায় মার্ত্তণ্ডো যাজ্ঞবল্ক্যায় ধীমতে।।
যজূংষ্যধীয়তে যানি ব্রাহ্মণা যেন কেন চ।
অশ্বরূপায় দত্তানি ততস্তে বাজিনোহভবন্।।
ব্রহ্মহত্যা তু যৈশ্চীর্ণা চরণাচ্চরকাঃ স্মৃতাঃ।
বৈশম্পায়নশিষ্যাস্তে চরকাঃ সমুদাহৃতাঃ। ২৩
ইত্যেতে চরকাঃ প্রোক্তা বাজিনস্তান্নিবোধত
যাজ্ঞবল্ক্যস্য শিষ্যাস্তে কণ্ববৈধেয়শালিনঃ।।২৪
মধ্যন্দিনশ্চ শাপেয়ী বিদিগ্ধশ্চাপ্য উদ্দলঃ।
তাম্রায়ণশ্চ বাৎস্যশ্চ তথা গালবশৈশিরী।
আটবী চ তথা পর্ণী বীরণী সপরায়ণঃ।।২৫
ইত্যেতে বাজিনঃ প্রোক্তা দশ পঞ্চ চ
সংস্মৃতাঃ।

শতমেকাধিকং কৃৎস্নং যজুষাং বৈ বিকল্পকাঃ।।
পুত্রমধ্যাপয়ামাস সুমন্তুমথ জৈমিনিঃ।
সুমন্তুশ্চাপি সুত্বানং পুত্রমধ্যাপয়ৎ প্রভুঃ।
সুকর্ম্মাণং সুতং সুত্বা পুত্রমধ্যাপয়ৎপ্রভুঃ ।২৭
স সহস্রমধীত্যাশু সুকর্ম্মাপ্যথ সংহিতাঃ।
প্রোবাচাথ সহস্রস্য সুকর্ম্মা সূর্য্যবর্চ্চসঃ।।২৮
অনধ্যায়েষ্বধীয়ানাংস্তান্ জঘান শতক্রতুঃ।
প্রায়োপবেশমকরোত্ততোহসৌ শিষ্যকারণাৎ
ক্রুদ্ধং দৃষ্ট্বা ততঃ শক্রো বরমস্মৈ দদৌ পুনঃ।
ভাবিনৌ তে মহাবীর্য্যৌ শিষ্যাবনলবর্চসৌ।।
অধীয়ানো মহাপ্রাজ্ঞো সহস্র সংহিতাবুভে।
এতৌ সুব্রৌ মহাপ্রাজ্ঞৌ সহস্রং সংহিতাবুভৌ।
ইত্যুক্ত্বা বাসবঃ শ্রীমান্ সুকর্ম্মাণং যশস্বিনম্।
শান্তক্রোধং দ্বিজং দৃষ্ট্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ।৩২

তদনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য ধ্যানাবলম্বনপূর্ব্বক সূর্য্য-দেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। সূর্য্য যত ঊর্দ্ধে গমনপূর্ব্বক আকাশে অবস্থান করিতে লাগিলেন, যজুর্ব্বেদ সকলও তত ঊর্দ্ধে উঠিয়া তাঁহার মণ্ডলের আশ্রয় লইতে লাগিল। অনন্তর সূর্য্য সন্তুষ্ট হইয়া সেই অশ্বরূপধারী ধীমান্ ব্রহ্মবিৎ যাজ্ঞবল্ক্যকে যজুর্ব্বেদ সকল দান করিলেন। তারপর অশ্বরূপধারী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট তদীয় শিষ্যগণ যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া সকলেই অশ্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে সকল বৈশম্পায়নশিষ্য তদীয় ব্রহ্মহত্যা আচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা চরক নামে কথিত হইয়াছেন। এই চরক-বিবরণ কথিত হইল। এক্ষণে যে সকল যাজ্ঞবল্ক্যশিষ্য অশ্ব হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ শ্রবণ করুন। কণ্ব, বৈধেয়-শালী, মধ্যন্দিন, শাপেয়ী, বিদিগ্ধ, আপ্য, উদ্দল, তাম্রায়ণ, বাৎস্য, গালব, শৈশিরী, আটবী, পর্ণী, বীরণী ও সপরায়ণ এই পঞ্চদশ জন অশ্ব বলিয়া অভিহিত হন। সমস্ত যজুর্ব্বেদের একশত একটী বিশেষ কল্পনা পরিদৃষ্ট হয় জৈমিনি স্বীয় তনয় সুমন্তুকে এই সকল অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন; তারপর প্রভু সুমন্তু তাঁহার পুত্র সুত্বাকে এবং সুত্বা তৎপুত্র সুকর্ম্মাকে ঐ সকল যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। অনন্তর সুকর্ম্মা অতি, অল্পকাল মধ্যে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া সহস্র সূর্য্যতুল্য প্রদীপ্ত সহস্র শিষ্যকে সংহিতা সকল অধ্যয়ন করাইলেন; কিন্তু এই অধ্যয়ন অনধ্যায় দিনে কৃত হইয়াছিল বলিয়া শতক্রতু ইন্দ্র তাঁহাদিগের বিনাশ করেন। অনন্তর শিষ্যগণের শোকে সুকর্ম্মা প্রায়োপবেশন অবলম্বন করিলে, শতক্রতু সুকর্ম্মাকে ক্রোধান্বিত দেখিয়া তাঁহাকে দুইটী বর অর্পণ করেন। ইন্দ্র বলেন, হে দ্বিজসত্তম! আপনি ক্রোধ করিবেন না, আপনার দুইটী মহাভাগ মহাবীর্য্য, অনলকান্তি মহাপণ্ডিত শিষ্য হইবেন ১৬—৩০। এই মহাপ্রাজ্ঞ শিষ্যদ্বয় সহস্র সংহিতা অধ্যয়ন করিবেন শ্রীমান্ ইন্দ্র এইরূপ বলিয়া সেই যশস্বী সুকর্ম্মাকে শান্ত করিলেন এবং তিনি শান্ত ভাব ধারণ করিলে তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন হে দ্বিজসত্তমগণ!

তস্য শিষ্যোহ ভবদ্ধীমান্ পৌষ্যঞ্জী দ্বিজসত্তম
হিরণ্যনাভঃ কৌশিল্যো দ্বিতীয়োহভূন্নরাধিপঃ
অধ্যাপয়ত্তু পৌষ্যঞ্জী সহস্রার্দ্ধন্তু সংহিতাঃ।
তে নাম্নোদীচ্যসামান্যাঃ শিষ্যাঃ পৌষ্যঞ্জিনঃ শুভাঃ।।৩৫
শতানি পঞ্চ কৌশিল্যঃ সংহিতানাঞ্চ বীর্য্যবান্
শিষ্যা হিরণ্যনাভস্য স্মৃতাস্তে প্রাচ্যসামগাঃ।
লোকাক্ষী কুথুমিশ্চৈব কুশীতী লাঙ্গলিস্তথা।
পৌষ্যঞ্জিশিষ্যাশ্চত্বারস্তেষাং ভেদান্নিবোধত।।
রাণায়নীয়ঃ সহি তণ্ডিপুত্র-
স্তস্মাদন্যো মূলচারী সুবিদ্বান্।
সকৈতিপুত্রঃ সহসাত্যপুত্র
এতান্ ভেদান্ বিদ্ধ লোকাক্ষিণস্ত।।৩৭
ত্রয়স্তু কুথুমেঃ পুত্রা ঔরসো রসপাসরঃ।
ভাগবিত্তিশ্চ তেজস্বী ত্রিবিধাঃ কৌথুমাঃ স্মৃতাঃ
শৌরিদ্যুঃ শৃঙ্গিপুত্রশ্চ দ্বাবেতৌ চরিতব্রতৌ।
রাণায়নীয়ঃ সৌমিত্রিঃ সামবেদবিশারদৌ।।
প্রোবাচ সংহিতাস্তিস্রঃ শৃঙ্গিপুত্রো মহাতপাঃ।
চৈলঃ প্রাচিনযোগশ্চ সুরালশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।।
প্রোবাচ সংহিতাঃ ষট্ তু পারাশর্য্যস্তু কৌথুমঃ
আসুরায়ণবৈশাখ্যৌ বেদবৃদ্ধপরায়ণৌ।।৪১
প্রাচীনযোগপুত্রশ্চ বুদ্ধিমাংশ্চ পতঞ্জলিঃ।
কৌথুমস্য তু ভেদাস্তে পারাশর্য্যস্য ষট্ স্মৃতাঃ
লাঙ্গলিঃ শালিহোত্রশ্চ ষট্ষট্ প্রোবাচ সংহিতাঃ।।৪২
ভালুকিঃকামহানিশ্চ জৈমিনির্লোমগায়নিঃ
কণ্ডুশ্চ কীহলশ্চৈব ষড়েতে লাঙ্গলাঃ স্মৃতাঃ।
এতে লাঙ্গলিনঃ শিষ্যাঃ সংহিতা যৈঃ প্রবর্ত্তিতাঃ ।৪৩
যতো হিরণ্যনাভস্য কৃতশিষ্যো নৃপাত্মজঃ।
সোহকরোচ্চ চতুর্ব্বিংশৎ সংহিতা বিপুলাং বরঃ।
প্রোবাচ চৈব শিষ্যেভ্যো যেভ্যস্তাংশ্চ নিবোধত।।৪৪
রাড়শ্চ সহবীর্য্যশ্চ পঞ্চমো বাহনস্তথা।
তালকঃ পাণ্ডকশ্চৈব কালিকো রাজিকস্তথা।।

ইন্দ্রের বরে তাঁহার যে দুইটী শিষ্য হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রথম ধীমান্ পৌষ্যঞ্জী এবং দ্বিতীয় হিরণ্যনাভ নরাধিপ কৌশিল্য। শোভন উদীচ্য সাধারণই ঐ পৌষ্যঞ্জীর শিষ্য। তিনি তাহাদিগকে পাঁচশত সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। আর বীর্য্যবান হিরণ্যনাভ কৌশিল্যের শিষ্য—প্রাচ্যসামগগণ। ইনিও ঐ সকল শিষ্যকে পাঁচশত সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। এক্ষণে পৌষ্যঞ্জিশিষ্য লোকাক্ষী, কুথুমি, কুশীতী এবং লাঙ্গলি এই চারিজনের বিবরণ শ্রবণ করুন তণ্ডিপুত্র, রাণায়ণীয়, সুবিদ্বান্ মূলচারী কৈতিপুত্র ও সাত্যপুত্র—লোকাক্ষীর এই কয়েকজন শিষ্য। কুথুমির তিন পুত্র—ঔরস, রসপাসর এবং তেজস্বী ভাগবিত্তি; ইহাঁরা কৌথুম বলিয়া অভিহিত হন। ঐ কৌথুমগণ মধ্যেও বিবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। চরিতব্রত শৌরিদ্যু, মহাতপা শৃঙ্গিপুত্র সামবেদ-বিশারদ রাণায়ণীয় এবং সৌমিত্র, ইহাঁরা তিনটী সংহিতা প্রণয়ন করেন। হে দ্বিজগণ! এতদ্ভিন্ন চৈল, প্রাচীনযোগ, সুরাল, কুথমিশিষ্য পারাশর্য্য, ও প্রাচীনযোগ পুত্র বুদ্ধিমান্ পতঞ্জলি, ইহাঁরা সকলেই কৌথুমের শিষ্য। ইহাঁরা ছয়খানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ৩১-৪২ লাঙ্গলি ও শালিহোত্র মুনি প্রত্যেকে ছয়খানি করিয়া সংহিতা প্রণয়ণ করেন। ভালুকি, কামহানি; জৈমিনি, লোমগায়নি, কণ্ডু ও কীলহ, ইহাঁরা লাঙ্গল বলিয়া বিখ্যাত। এই লাঙ্গলিশিষ্যগণ বহুবিধ সংহিতা প্রচার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে হিরণ্যনাভনামে নরশ্রেষ্ঠ নৃপাত্মজের কথা বলিয়াছি, তিনি চতুর্ব্বিংশতি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া যে সকল শিষ্যকে উহা প্রদান করেন, তদ্বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রাড়, সহবীর্য্য, বাহন, পঞ্চম,

গৌতমশ্চাজবস্তশ্চ সোমরাজায়নস্ততঃ। ৪৫
পৃষ্টঘ্নঃ পরিকৃষ্টশ্চ উলূখলক এব চ।
যবীয়সশ্চ বৈশালো অঙ্গুলীয়শ্চ কৌশিকঃ।।৪৬
সালিমঞ্জরিসত্যশ্চ কাপীয়ঃ কানিকশ্চ যঃ।
পরাশরশ্চ ধর্ম্মাত্মা ইতি ক্রান্তাস্ত সামগাঃ।।৪৭
সামগানাং তু সর্ব্বেষাং শ্রেষ্ঠৌ দ্বৌ তু প্রকীর্ত্তিতৌ।
পৌষ্যঞ্জিশ্চ কৃতিশ্চৈব সংহিতানাং বিকল্পকৌ
অথর্ব্বাণং দ্বিধা কৃত্বা সুমন্তুরদদাদ্দ্বিজাঃ।
কবন্ধায় পুনঃ কৃৎস্নং স চ বিদ্যাদ্যথাক্রমম্।।৪৯
কবন্ধস্তু দ্বিধা কৃত্বা পথ্যায়ৈকং পুনর্দদৌ।
দ্বিতীয়ং বেদস্পর্শায় স চতুর্দ্ধাকরোৎ পুনঃ।।
মোদো ব্রহ্মবলশ্চৈব পিপ্পলাদস্তথৈব চ।
শৌল্কায়নিশ্চ ধর্ম্মজ্ঞশ্চতুর্থস্তপনঃ স্মৃতাঃ।
বেদস্পর্শস্য চত্বারঃ শিষ্যাস্তেতে দৃঢ়ব্রতাঃ।।৫১
পুনশ্চ ত্রিবিধং বিদ্ধি পথ্যানাং ভেদমুত্তমম্।
জাজলিঃ কুমুদাদিশ্চ তৃতীয়ঃ শৌনকঃ স্মৃতঃ।।
শৌনকস্তু দ্বিধা কৃত্বা দদাবেকং তু বভ্রবে।
দ্বিতীয়াং সংহিতাং ধীমান্ সৈন্ধবায়নসংজ্ঞিতে
সৈন্ধবো মুঞ্জকেশায় ভিন্না সা চ দ্বিধা পুনঃ।
নক্ষত্রকল্পো বৈতানস্তৃতীয়ঃ সংহিতাবিধিঃ।
চতুর্থোঽঙ্গিরসঃ কল্পঃশান্তিকল্পশ্চ পঞ্চমঃ।।৫৪
শ্রেষ্ঠাস্ত্বথর্ব্বণো হ্যেতে সংহিতানাং বিকল্পনাঃ।
ষট্‌শঃ কৃত্বা ময়াপ্যুক্তং পুরাণমৃষিসত্তমাঃ।।৫৫
আত্রেয়ঃ সুমতির্ধীমান্ কাশ্যপো হ্যকৃতব্রণঃ।
ভারদ্বাজোঽগ্নিবর্চ্চাশ্চ বশিষ্ঠো মিত্রযুশ্চ যঃ
সাবর্ণিঃ সৌমদত্তিস্তু সুশর্ম্মা শাংশপায়নঃ।।
এতে শিষ্যা মম ব্রহ্মন্ পুরাণেষু দৃঢ়ব্রতাঃ।
ত্রিভিস্তিস্রঃ সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ
কাশ্যপঃ সংহিতাং সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ।
সামিকা চ চতুর্থী স্যাৎ সা চৈষা পূর্ব্বসংহিতা।।
সর্ব্বাস্তা হি চতুষ্পাদাঃ সর্ব্বাশ্চৈকার্থবাচিকাঃ

ত্যালক, পাণ্ডক, কালিক, রাজিক, গৌতম, আজবস্ত, সোমরাজ, পৃষ্টঘ্ন, পরিকৃষ্ট, উলূখলক, যবীয়স, শৈবাল, অঙ্গুলীয়, কৌশিক, শালিমঞ্জরি সত্য, কাপীয়, কানিক, ও ধর্ম্মাত্মা পরাশর এই সকল হিরণ্যনাভের শিষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহারা সকলেই সামগ। এই সমাগগণের মধ্যে পৌষ্যঞ্জি ও কৃতি এই দুইজনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন। ইঁহারাই সংহিতাসমূহের প্রণেতা। হে দ্বিজগণ। সুমন্তু অথর্ব্ববেদকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া কবন্ধকে নিঃশেষরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে উহার ক্রম শ্রবণ করুন। কবন্ধ পুনরায় উহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পথ্যকে একভাগ ও বেদস্পর্শকে অপরভাগ প্রদান করেন; বেদস্পর্শ আবার উহাকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়া মোদ, ব্রহ্মবল, পিপ্পলাদ ও ধর্ম্মজ্ঞ শৌল্কায়নি, এই চারিজন দৃঢ়ব্রত শিষ্যকে প্রদান করেন। অনন্তর পথ্য যে ত্রিবিধ উত্তম ভেদ কল্পনা করেন, তাহা শ্রবণ করুন। পথ্য ঐ সংহিতাভাগ ত্রিধা বিভক্ত করিয়া জাজলি, কুমুদাদি এবং শৌনক এই শিষ্যত্রয়কে দান করেন। ধীমান্ শৌনক আবার ইহা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একভাগ বভ্রুকে ও অপরভাগ সৈন্ধবায়নকে প্রদান করিয়াছিলেন। সৈন্ধব পুনরায় উহা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া মুঞ্জকেশকে প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন নক্ষত্র কল্প, তৃতীয় বৈতান কল্প, চতুর্থ অঙ্গিরা কল্প এবং পঞ্চম শান্তি কল্প প্রভৃতি সংহিতা বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। সংহিতা সমূহের মধ্যে অথর্ব্ববিকল্পনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হে ঋষিসত্তমগণ। আমিও ঐ সংহিতা ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া পুরাণরূপে প্রণয়ন করিয়াছি।৪৩—৫৫। অত্রি-বংশসম্ভব ধীমান্ সুমতি, কাশ্যপ অকৃতব্রণ, অগ্নিতুল্য প্রভাশালী ভারদ্বাজ, বাশিষ্ঠ মিত্রয়ু, সোমদত্তবংশোদ্ভব সাবর্ণি এবং শাংশপায়ন-বংশীয় সুশর্ম্মা; আমার এই কয়জন শিষ্য পুরাণে দৃঢ়ব্রত। সংহিতা কর্ত্তা কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, ইহাঁরা তিন জনে প্রথমে তিনখানি সামবেদসংহিতা প্রণয়ন করিয়া প্রত্যেকেই তাহা আবার ত্রিধা বিভক্ত করেন। ইহাই পুরাণ-

পাঠান্তরে পৃথগ্ভূতা বেদশাখা যথা তথা।
চতুঃসাহস্রিকাঃ সর্ব্বাঃ শাংশপায়নিকাস্মৃতে ॥৫৯
লোমহর্ষণিকা মূলাস্ততঃ কাশ্যপিকাঃ পরাঃ।
সাবর্ণিকাস্তৃতীয়াস্তা যজুর্ব্বাক্যার্থমণ্ডিতাঃ॥৬০
শাংশপায়নিকাশ্চান্যা নোদনার্থবিভূষিতাঃ।
সহস্রাণি ঋচামষ্টৌ ষট্শতানি তথৈব চ॥৬১
এতাঃ পঞ্চদশান্যাশ্চ দশান্যা দশভিস্তথা।
বালখিল্যাঃ সহস্রাণি সামানি চ চতুর্দ্দশ।
অষ্টৌ সাম সহস্রাণি সামানি চ চতুর্দ্দশ।
আরণ্যকং সহোমঞ্চ এতদ্গায়ন্তি সামগাঃ॥৬২
দ্বাদশৈব সহস্রাণি ছন্দ আধ্বর্য্যবং স্মৃতম্
যজুষাং ব্রাহ্মণানঞ্চ তথা ব্যাসো ব্যকল্পয়ৎ॥
সগ্রাম্যারণ্যকং তৎ স্যাৎ সমন্ত্রকরণং তথা।
অতঃ পরং কথানাং তু পূর্ব্বা ইতি বিশেষণম্
গ্রাম্যারণ্যং সমন্ত্রঞ্চ ঋগ্‌ব্রাহ্মণযজুঃ স্মৃতম্।

তথা হারিদ্রবীয়াণাং খিলান্যুপখিলানি চ।
তথৈব তৈত্তিরীয়াণাং পরক্ষুদ্রা ইতি স্মৃতম্।
যে সহস্রে শতে ন্যূনে বেদে বাজসনেয়কে।
ক্রমণঃ পরিসংখ্যাতো ব্রাহ্মণন্তু চতুর্গুণম্॥৬৭
অষ্টৌ সহস্রাণি শতানি চাষ্টা-
বশীতিরন্যান্যধিকঞ্চ পাদঃ।
এতৎপ্রমাণং যজুষামৃচাঞ্চ
সশুক্রিয়ং সাখিলযাজ্ঞবল্ক্যম্॥৬৮
তথা চরণবিদ্যানাং প্রমাণং সংহিতাং শৃণু।
ষট্সাহস্রচামুক্তমৃচঃ ষড়্বিংশতিঃ পুনঃ।
এতাবদধিকং তেষাং যজুঃ কামং বিবক্ষতি॥
একাদশ সহস্রাণি দশ চান্যা দশোত্তরাঃ।
ঋচাং দশ সহস্রাণি অশীতিস্ত্রিশতানি চ॥৭৩
সহস্রমেকং মন্ত্রাণামৃচামুক্তং প্রমাণতঃ।
এতাবদ্ভৃগুবিস্তারমন্যচ্চাথর্ব্বিকং বহু॥৭১
ঋচামথর্ব্বণাং পঞ্চ সহস্রাণি বিনিশ্চয়ঃ।

সংহিতার আদিভূত এবং সকলগুলিই চতুষ্পাদ-সমন্বিত ও একার্থবাদযুক্ত পক্ষান্তরে যে সকল পৃথক্‌ভূত বেদশাখা পরিদৃষ্ট হয়, ঐ সকল লইয়া উহার [illegible] চারি হাজার। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক শাংশ[illegible]নিক শাখা আছে, তাহা ঐ চারিহাজারের অতিরিক্ত জানিবেন। ঐ সকল বেদশাখার মধ্যে লোমহর্ষণিকা শাখাই মূল। তারপর উত্তম কাশ্যপিকা শাখা। সাবর্ণিকা শাখা ঐ সমুদায়ের তৃতীয়। এই সকল শাখা যজুর্ব্বেদীয়। শাংশপায়নিকা যে সকল শাখা আছে, উহা প্রেরণার্থ-বিভূষিত এবং আট সহস্র ছয় শত মন্ত্রে নিবিদ্ধ। এ সকল সংহিতা, অন্য পঞ্চদশ বালখিল্য সংহিতা, বিংশতি সাবর্ণিসম্মত সংহিতা, অষ্ট সহস্র সাম, চতুর্দ্দশ সহস্র সামমন্ত্র এবং সহোম আরণ্যক—সামগগণ এই সকল গান করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন ব্যাসদেব যজুর্ব্বেদ ও ব্রাহ্মণ সকলের, দ্বাদশ সহস্র আধ্বর্য্যব ছন্দ প্রণয়ন করিয়াছেন. তিনি প্রথমে মন্ত্রাত্মক গ্রাম্য ও আরণ্যক সংহিতা, মন্ত্রক্রম, পূর্ব্বকথা ও উত্তরকথানামক সংহিতাভাগদ্বয়, হারিদ্রবীয়দিগের খিল ও উপখিল এবং তৈত্তিরীয় সংহিতার পর ও ক্ষুদ্রনামক দুইটী অংশ প্রণয়ন করেন। উহাই মন্ত্র ব্রাহ্মণময় যজুঃ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তিনি বাজসনেয় সংহিতার শতন্যূন দুই সহস্র মন্ত্র ও চতুর্গুণ ব্রাহ্মণ পরিসংখ্যা করিয়াছেন। হে ঋষিসত্তমগণ! এই যে যজুর্ব্বেদের নিখিল মন্ত্র কথিত হইল, শুক্ল ও যাজ্ঞবল্ক্যের প্রমাণানুসারে ইহার সংখ্যা অষ্ট সহস্র অষ্টশত অশীতি এবং উহার পাদসংখ্যা ততোধিক।৫৬—৬৮। এক্ষণে চরণাখ্যবিদ্যার সংহিতা ও প্রমাণ শ্রবণ করুন। ঐ চরণবিদ্যারও ঋক্‌সংখ্যা ষড়্বিংশতি অধিক ষট্সহস্র। অনন্তর যজুর্ব্বেদের বিষয় বিস্তরক্রমে বলিতেছি,—একাদশসহস্র বিংশতি সংখ্যক যজুর্ব্বেদের ঋক্‌সংখ্যা দশসহস্র তিনশত অশীতি এবং ঋত্মন্ত্র এক সহস্র। এইরূপ ভৃগুবিস্তারিত অন্য বহু অথর্ব্বসংহিতাও আছে। এই অথর্ব্ব

সহস্রমন্যদ্বিজ্ঞেয়মৃষিভির্বিংশতিং বিনা।।৭২
এতদঙ্গিরসা প্রোক্তং তেষামারণ্যকং পুনঃ
ইতি সংখ্যাপ্রসংখ্যাতা শাখাভেদাস্তথৈব চ।
কর্ত্তারশ্চৈব শাখানাং ভেদে হেতুস্তথৈব চ।
সর্ব্বমন্বন্তরেষ্বেবং শাখাভেদাঃ সমাঃ স্মৃতাঃ।।৭৪
প্রাজাপত্যা শ্রুতির্নিত্যা তদ্বিকল্পাস্ত্বিমে স্মৃতাঃ
অনিত্যভাবাদ্দেবানাং মন্ত্রোৎপত্তিঃ পুনঃপুনঃ।।
মন্বন্তরাণাং ক্রিয়তে সুরাণাং নামনিশ্চয়ঃ।
দ্বাপরেষু পুনর্ভেদাঃ শ্রুতীনাং পরিকীর্ত্তিতাঃ।।
এবং বেদং তদা ব্যস্য ভগবানৃষিসত্তমঃ।
শিষ্যেভ্যশ্চ পুনর্দত্ত্বা তপস্তপ্তুং গতো বনম্।
তস্য শিষ্যপ্রশিষ্যৈস্তু শাখাভেদাস্ত্বিমে কৃতাঃ
অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণং চ বিদ্যাস্ত্বেতাশ্চতুর্দ্দশ।।৭৮
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চৈব তে ত্রয়ঃ
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থং তু বিদ্যাহ্যষ্টাদশৈব তু।।৭৯

জ্ঞেয়া ব্রহ্মর্ষয়ঃ পূর্ব্বং তেভ্যো দেবর্ষয়ঃ পুনঃ।
রাজর্ষয়ঃ পুনস্তেভ্য ঋষিপ্রকৃতয়স্ত্রয়ঃ
তেভ্য ঋষিপ্রকৃতয়ো মুনিভিঃ সংশিতব্রতৈঃ
কশ্যপেষু বশিষ্ঠেষু তথা ভৃগ্বঙ্গিরোঽত্রিষু।
পঞ্চস্বেতেষু জায়ন্তে গোত্রেষু ব্রহ্মবাদিনঃ।
যস্মাদৃষন্তি ব্রহ্মানং তেন ব্রহ্মর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ।।৮১
ধর্ম্মস্যাথ পুলস্ত্যস্য ক্রতোশ্চ পুলহস্য চ।
প্রত্যূষস্য প্রভাসস্য কশ্যপস্য তথা পুনঃ।।৮২
দেবর্ষয়ঃ সুতাস্তেষাং নামতস্তান্নিবোধত।
দেবর্ষী ধর্ম্মপুত্রৌ তু নরনারায়ণাবুভৌ।
বালখিল্যা ক্রতোঃ পুত্রাঃ কর্দ্দমঃ পুলহস্য তু।
কুবেরশ্চৈ পৌলস্ত্যঃ প্রত্যূষস্যাচলঃ স্মৃতঃ।
পর্ব্বতো নারদশ্চৈব কশ্যপস্যাত্মজাবুভৌ।
ঋষন্তি দেবান্ যস্মাত্তে তস্মাদ্দেবর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ।।
মানবে বৈবয়ে বংশে ঐলবংশে চ যে নৃপাঃ।
ঐলা ঐক্ষ্বাকনাভাগা জ্ঞেয়া রাজর্ষয়স্তু তে।।৮৩
ঋষন্তি রঞ্জনাদ্যস্মাৎ প্রজা রাজর্ষয়স্ততঃ

সংহিতার ঋকসংখ্যা পঞ্চ সহস্র; অন্যান্য ঋষিগণ বিংশতিন্যূন আরও এক সহস্র সংখ্যা নিশ্চয় করেন। ঐরূপ অঙ্গিরাও অথর্ব্ববেদের আরণ্যকাদি কহিয়াছেন এইরূপ সর্ব্ববিধ মন্বন্তরে সমানরূপে সংখ্যা নির্দ্দেশ, শাখাভেদ, শাখাকর্ত্তা, ভেদহেতু, প্রভৃতি কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রজাপতি-প্রণীত শ্রুতিই নিত্য। উহার কোনও ভেদ নাই, সম্প্রতি যে সকল ভেদ কথিত হইল, এসমস্ত উঁহারাই বৈকল্পিক বিধান জানিবেন। দেবগণের অনিত্য ভাব হেতুই পুনঃ পুনঃ মন্ত্রোৎপত্তি এবং মন্বন্তরভেদে সুরগণের নাম নিশ্চয় হইয়া থাকে এই যে সকল শ্রুতিভেদ কথিত হইল, ইহা দ্বাপরযুগেই সংঘটিত হইয়াছে ভগবান্ ঋষিসত্তম ব্যাস এইরূপে বেদবিভাগপূর্ব্বক শিষ্যগণকে উহা দান করিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করেন। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণই এইরূপে শাখাভেদ করিয়াছেন। শিক্ষাদি অঙ্গশাস্ত্র ছয়, চারি বেদ, মীমাংসা ন্যায়বিস্তর, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পুরাণ এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা; আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ এবং অর্থশাস্ত্র এই চারিটী লইয়া ঐ বিদ্যা অষ্টাদশ।৬৯—৭৯। প্রথমে ব্রহ্মর্ষি, তাহা হইতে দেবর্ষিগণ, এইরূপ ক্রমে রাজর্ষি ঋষি প্রভৃতি এবং তৎসমস্ত হইতে ত্রিবিধ ঋষিপ্রকৃতি ও তৎসমস্ত হইতে ত্রিবিধ ঋষিপ্রকৃতি ও সংশিতব্রত মুনি এইরূপ ক্রম কথিত হয়। কশ্যপ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা এবং অত্রি এই পঞ্চ গোত্রেই ব্রহ্মবাদিগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন যাঁহারা ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তাঁহারাই ব্রহ্মর্ষি বলিয়া অভিহিত হন। ধর্ম্ম, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রত্যূষ, প্রভাস, কশ্যপ— ইহাঁদিগের তনয়গণই দেবর্ষি; এক্ষণে ইহাঁদিগের নাম শ্রবণ করুন। নর ও নারায়ণ ধর্ম্মপুত্র, ক্রতুপুত্র বালখিল্যগণ, পুলহপুত্র কর্দ্দম, পুলস্ত্যপুত্র কুবের, প্রত্যূষপুত্র অচল, কশ্যপাত্মজ পর্ব্বত ও নারদ, ইহাঁরা দেবতাদিগকে জানেন বলিয়া ইহাঁদিগের নাম দেবর্ষি। মনু-প্রবর্ত্তিত বৈবস্ব ও ঐলবংশে ঐড়, ঐক্ষ্বাক, নাভাগ প্রভৃতি যে

ব্রহ্মলোকপ্রতিষ্ঠাস্তু স্মৃতা ব্রহ্মর্ষয়ো মতাঃ ।৮৭

দেবলোকপ্রতিষ্ঠাশ্চ জ্ঞেয়া দেবর্ষয়ো শুভাঃ।

ইন্দ্রলোকপ্রতিষ্ঠাস্তু সর্ব্বে রাজর্ষয়ো মতাঃ ।

অভিজাত্যা চ তপসা মন্ত্রব্যাহরণৈস্তথা।

এবং ব্রহ্মর্ষয়ঃ প্রোক্তা দিব্যা রাজর্ষয়স্তু যে ।৮৯

দেবর্ষয়স্তথান্যে চ তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্।

ভূতভব্যভবজ্ জ্ঞানং সত্যাভিব্যাহৃতং তথা ।

সম্বুদ্ধাস্তু স্বয়ং যে তু সম্বদ্ধা যে চ বৈ স্বয়ম্।

তপসেহ প্রসিদ্ধা যে গর্ভে যৈশ্চ প্রণোদিতম্

মন্ত্রব্যাহারিণো যে চ ঐশ্বর্য্যাৎ সর্ব্বগাশ্চ যে ।

ইত্যেতে ঋষিভির্যুক্তা দেবদ্বিজনৃপাস্তু যে ।৯২

এতান্ ভাবানধীয়ানা যে চৈত ঋষয়ো মতঃ।

সপ্তৈতে সপ্তভিশ্চৈব গণৈঃ সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ।

দীর্ঘায়ুষো মন্ত্রকৃত ঈশ্বরা দিব্যচক্ষুষঃ

সকল রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা রাজর্ষি। যাঁহারা প্রজাগণকে রঞ্জন করিয়া তাহাদের মতি বুদ্ধি জানিতে পারেন, তাঁহারাই রাজর্ষি বলিয়া অভিহিত হন। যাঁহারা ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠাপন্ন তাঁহারা ব্রহ্মর্ষি। যাঁহারা দেবলোকে অবস্থান করেন, তাঁহারা দেবর্ষি এবং ইন্দ্রলোকে যাঁহাদের আবাসস্থান, তাঁহারা রাজর্ষি বলিয়া কথিত হন আর কৌলীন্য, তপস্যা, মন্ত্রবক্তৃতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন দিব্য দেবর্ষিগণকেও ব্রহ্মর্ষি বলা হয়। এতদ্ভিন্ন অন্য আরও যে সব রাজর্ষি আছেন, এক্ষণে তাঁহাদের লক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যদ্ বিষয়ে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, যাঁহারা সত্য ভাষণ করেন, যাঁহারা স্বয়ং সম্বুদ্ধ ও সংবদ্ধ, যাঁহারা তপস্যাদ্বারা প্রসিদ্ধ, গর্ভবাসকালেই যাঁহাদের জ্ঞান স্ফুরিত হয়, যাঁহারা মন্ত্রবক্তা, যাঁহারা ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পরিবৃত এইরূপ দেব, দ্বিজ ও নৃপগণ দেবর্ষি, আর যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের স্মরণ করেন, তাঁহারা ঋষি বলিয়া অভিহিত হন। দীর্ঘায়ুষ্কতা ও মন্ত্রকারিতা, ঐশ্বর্য্য, দিব্যদৃষ্টিতা, জ্ঞানশালিতা,

বৃদ্ধাঃ প্রত্যক্ষধর্ম্মাণো গোত্রপ্রাবর্ত্তকাশ্চ যে ।

ষট্‌কর্ম্মাভিরতা নিত্যং শালিনো গৃহমেধিনঃ

তুল্যৈর্ব্যবহরন্তি স্ম অদৃষ্টৈঃ কর্ম্মহেতুভিঃ ।।

অগ্রাম্যৈর্বর্ত্তয়ন্তি স্ম রসৈশ্চৈব স্বয়ং কৃতৈঃ

কুটুম্বিন ঋদ্ধিমন্তো বাহ্যন্তরনিবাসিনঃ ।।৯৬

কৃতাদিষু যুগাখ্যেষু সর্ব্বেষ্বেব পুনঃপুনঃ।

বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং ক্রিয়তে প্রথমং তু বৈ।।৯৭

প্রাপ্তে ত্রেতাযুগমুখে পুনঃ সপ্তর্ষয়স্ত্বিহ

প্রবর্ত্তয়ন্তি যে বর্ণানাশ্রমাংশ্চৈব সর্ব্বশঃ

তেষামেবান্বয়ে বীরা উৎপদ্যন্তে পুনঃ পুনঃ।

জায়মানে পিতা পুত্রে পুত্রঃ পিতরি চৈব হি।

এবং সমেত্যাবিচ্ছেদাৎ বর্ত্তয়ন্ত্যাযুগক্ষয়াৎ।

অষ্টাশীতি সহস্রাণি প্রোক্তানি গৃহমেধিনাম্ ।।

অর্য্যম্নো দক্ষিণা যে তু পিতৃযানং সমাশ্রিতাঃ।

দারাগ্নিহোত্রিণস্তে বৈ যে প্রজাহেতবঃ স্মৃতাঃ

গৃহমেধিনাঞ্চ সংখ্যায়াঃ শ্মশানান্যাশ্রয়ন্তি তে।

প্রত্যক্ষ-ধর্ম্মসেবিতা, এই সপ্তগুণযুক্ত ঋষিকে সপ্তর্ষিনামে অভিহিত করা হয় এই সপ্তর্ষিগণ গোত্রপ্রবর্ত্তক, নিত্য-যজন যাজনাদি ষট্‌কর্ম্ম-নিরত, সমৃদ্ধ, গৃহমেধী, কর্ম্মজাত অদৃষ্টফলবাদী, বন্যবৃত্তি, আত্মজ্ঞানরসে পরিপুষ্ট, কুটুম্বী, সম্পৎ-শালী এবং বাহ্যাভ্যন্তরচারী। ৮৩—৯৬। সত্যাদি সমস্তযুগে প্রথমেই এই সপ্তর্ষিগণ পুনঃপুনঃ বর্ণাশ্রমব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ত্রেতা-যুগারম্ভে যে সপ্তর্ষিগণ অশেষরূপে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের বংশে বীরগণ পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। পুত্র পিতা হইতে এবং পিতা পুত্র হইতে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে যুগক্ষয় পর্য্যন্ত সৃষ্টি নিরবিচ্ছিন্ন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইরূপে গৃহমেধীর সংখ্যা অষ্টাশীতি সহস্র বলিয়া কথিত। যাঁহারা দিবাকরের দক্ষিণায়নে পিতৃযান আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রজাসৃষ্টির জন্য কলত্র ও অগ্নিহোত্র পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহাই গৃহমেধিগণের

অষ্টাশীতিসহস্রাণি নিহিতা উত্তরায়ণে।।১০১
যে শ্রয়ন্তে দিবং প্রাপ্তা ঋষয়ো হ্যূর্দ্ধরেতসঃ
মন্ত্রব্রাহ্মণকর্ত্তারো জায়ন্তে হি যুগক্ষয়ে।।১০২
এবমাবর্ত্তমানাস্তে দ্বাপরেষু পুনঃপুনঃ।
কল্পানাং ভাষ্যবিদ্যানাং নানাশাস্ত্রকৃতঃ ক্ষয়ে।
ক্রিয়তে তৈর্ব্বিবরণং ত্রেতাদৌ সংযুগে প্রভু।।
ভবিষ্যন্তি দ্বাপরে চৈব দ্রৌণির্দ্বৈপায়নঃ পুনঃ।
বেদব্যাসো হ্যতীতেঽস্মিন্ ভবিতা সুমহাতপাঃ
ভবিষ্যন্তি ভবিষ্যেষু শাখাপ্রণয়নানি চ।
তস্মৈ তদ্ব্রহ্মণা ব্রহ্ম তপসা প্রাপ্তমব্যয়।।
তপসা কর্ম্ম সম্প্রাপ্তং কর্ম্মণা হি ততো যশঃ
যশস্যা প্রাপ্য সত্যং হি সত্যেনাপ্তো হি চাব্যয়ঃ
অব্যয়াদমৃতং শুক্রমমৃতাৎ সর্ব্বমেব হি।
ধ্রুবমেকাক্ষরমিদং স্বাত্মন্যেব ব্যবস্থিতম্।
বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণাচ্চৈব তদ্ব্রহ্মেত্যভিধীয়তে।।১০৭
প্রণবাবস্থিতং ভূয়ো ভূর্ভুবঃস্বরিতি স্মৃতম্।
ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাণং যত্তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ।
জগতঃ প্রলয়োৎপত্তৌ যত্তৎকারণসংজ্ঞিতম্।
মহতঃ পরমং গুহ্যং তস্মৈ সুব্রহ্মণে নমঃ।।১০৮
অগাধপারমক্ষয্যং জগৎসম্মোহনালয়ম্।
সপ্রকাশপ্রবৃত্তিভ্যাং পুরুষার্থ প্রয়োজনম্। ১১০
সাংখ্যজ্ঞানবতাং নিষ্ঠা গতিঃ সম্ম আত্মনঃ।
যত্তদব্যক্তমমৃতং প্রকৃতিব্রহ্ম শাশ্বতম্।।১১১
প্রধানমাত্মযোনিশ্চ গুহ্যং সত্ত্বঞ্চ পঠ্যতে,
অবিভাগস্তথা শুক্রমক্ষরং বহুবাচকম্।
পরমব্রহ্মণে তস্মৈ নিত্যমেব নমো নমঃ।।১১২
কৃতে পুনঃ ক্রিয়া নাস্তি কৃত এবাকৃতিক্রিয়া।
সকৃদেব কৃতং সর্ব্বং যস্মৈ লোকে কৃতাকৃতম্।।
শ্রোতব্যং বা শ্রুতং বাপি তথৈবাসাধুসাধুতাম্
জ্ঞাতব্যং চাথ মন্তব্যং স্পৃষ্টব্যং ভোজ্যমেব চ
দ্রষ্টব্যং চাথ শ্রোতব্যং জ্ঞাতব্যং বাথ কিঞ্চন

সংজ্ঞা। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা শ্মশান আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও অষ্টাশীতি সহস্র জানিবেন। দিবাকরের উত্তরায়ণে যে সকল ঊর্দ্ধরেতা ঋষি স্বর্গ আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া শ্রুত হয়, তাঁহারাই যুগক্ষয়ে মন্ত্রব্রাহ্মণকর্ত্তা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; এইরূপে দ্বাপরযুগে যখন ভাষ্যবিদ্যা পরিক্ষীণ হইতে থাকে, তখন ঐ শাস্ত্রকার ঋষিগণ আবির্ভূত হইয়া ভাষ্যবিদ্যাদি প্রবর্ত্তিত করেন। এবং ত্রেতাদি যুগেও তাঁহারাই ঐ সকল শাস্ত্রের বিবরণ প্রণয়ন করিয়া থাকেন। ভবিষ্য দ্বাপর যুগে সুমহাতপা দ্রৌণি বেদব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া তপস্যা দ্বারা অব্যয় ব্রহ্মপদ লাভ করিবেন। বেদের নানা শাখা প্রশাখা প্রবর্ত্তন করিবেন। তপস্যাদ্বারা কর্ম্মপ্রাপ্তি, কর্ম্মদ্বারা যশ, যশ দ্বারা সত্য, সত্যদ্বারা অব্যয়, অব্যয় হইতে অমৃত, অমৃত হইতে শুক্র, এমন কি অমৃত হইতেই সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়; একমাত্র অক্ষর ব্রহ্মই হৃদয়ে অবস্থিত থাকেন। ব্রহ্ম বৃহৎ এবং তিনিই সমস্ত পোষণ করেন বলিয়া তাঁহার 'ব্রহ্ম' এই নাম হইয়াছে। যে ব্রহ্ম প্রথমে প্রণবে অবস্থিত হইয়া পুনরায় 'ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ' রূপে প্রকাশ পান এবং তদনন্তর ঋগ্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বরূপে যাঁহার বিকাশ হয়, সেই ব্রহ্মকে নমস্কার। জগতের প্রলয় ও উৎপত্তি বিষয়ে যাঁহাকে একমাত্র কারণ বলা হয়, যিনি মহৎ হইতেও পরম গুহ্য, সেই সুন্দর ব্রহ্মকে নমস্কার।৯৭—১০৮। যাঁহার অন্ত দৃষ্ট হয় না, যিনি ক্ষয়হীন, যাঁহা হইতে জগৎ সম্মোহিত হয়, যাঁহারা সপ্রকাশ প্রবৃত্তি দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, যিনি সাংখ্যজ্ঞানশালীর নিষ্ঠাগতি, যিনি আত্মার সম্পদ, যিনি অব্যক্ত অমৃত শাশ্বত প্রকৃতি ব্রহ্ম, যিনি প্রধান, স্বয়ম্ভু, গুহ্য ও সত্ত্ব বলিয়া শাস্ত্রে হন এবং যাঁহার বিভাগ নাই, সেই শুক্র অক্ষর বহুবাচক পরম ব্রহ্মকে নিত্য নমস্কার—নমস্কার। শ্রোতব্য, শ্রুত, সাধুতা, অসাধুতা, জ্ঞাতব্য, মন্তব্য, স্পৃষ্টব্য, ভোজ্য, দ্রষ্টব্য প্রভৃতি ত্রিলোকে যে সমস্ত কৃতাকৃত আছে, এ সমস্ত এক সময়েই অব্যয় ব্রহ্ম কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সত্যযুগে শ্রোতব্য বা জ্ঞাতব্য

দর্শিতং যদনেনৈব জ্ঞানং তত্ত্বে সুরর্ষিণাম্।
যথৈ দর্শিতবানেষ কস্তদন্বেষ্টুমর্হতি।।১১৫
সর্ব্বাণি সর্ব্বান্ সর্ব্বাংশ্চ ভগবানেব সোঽব্রবীৎ
যদা যৎক্রিয়তে যেন তদা তৎ সোঽভিমন্যতে
যেনেদং ক্রিয়তে পূর্ব্বং তদন্যেন বিভাবিতম্।।
যদা তু ক্রিয়তে কিঞ্চিৎ কেন চিৎস্বাত্মনং ক্বচিৎ
তেনৈব তৎকৃতঃ পূর্ব্বং কর্ত্তৃণাং প্রতিভাতি বৈ
বিরক্তং চাবিরক্তঞ্চ জ্ঞানাজ্ঞানে প্রিয়াপ্রিয়ে।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং মৃত্যুশ্চামৃতমেব চ।
উর্দ্ধং তির্য্যগধোভাগস্তস্যৈবাদৃষ্টকারণম্।।১১৮
স্বায়ম্ভুবোঽথ জ্যেষ্ঠস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রত্যেকবিদ্যং ভবতি ত্রেতাস্বিহ পুনঃপুনঃ।।
ব্যস্যতে হ্যেকবিদ্যং দ্বাপরেষু পুনঃপুনঃ।
ব্রহ্মা চৈতদুবাচাদৌ তস্মিন্ বৈবস্বতেঽন্তরে।।
আবর্ত্তমানা ঋষয়ো যুগাখ্যাসু পুনঃপুনঃ।
কুর্ব্বন্তি সংহিতা হ্যেতে জায়মানাঃ পরস্পরম্।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি শ্রুতর্ষীণাং স্মৃতানি বৈ।
তা এব সংহিতা হ্যেতে আবর্ত্তন্তে পুনঃপুনঃ।
শ্রিতা দক্ষিণপন্থানং যে শ্মশানানি ভেজিরে।
যুগে যুগে তু তাঃ শাখা ব্যস্যন্তে তৈঃ পুনঃপুনঃ
দ্বাপরেস্বিহ সর্ব্বেষু সংহিতাশ্চ শ্রুতর্ষিভিঃ।
তেষাং গোত্রেস্বিমাঃ শাখা ভবন্তীহ পুনঃপুনঃ
তাঃ শাখাস্তত্র কর্ত্তারো ভবন্তীহ যুগক্ষয়াৎ।।
এবমেব তু বিজ্ঞেয়ং হ্যতীতানাগতেস্বিহ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু শাখাপ্রণয়নানি বৈ।।১২৫
অতীতেষু অতীতানি বর্ত্তন্তে সাম্প্রতেষু চ।
ভবিষ্যাণি চ যানি স্যুর্ব্বর্ত্স্যন্তেহনাগতেঽপি।।
পূর্ব্বেণ পশ্চিমং জ্ঞেয়ং বর্ত্তমানেন চোত্তমম্।
এতেন ক্রমযোগেণ মন্বন্তরবিনিশ্চয়ঃ।।১২৭
এবং দেবাশ্চ পিতর ঋষয়ো মনবশ্চ যে।
মন্ত্রৈঃ সহোর্দ্ধং গচ্ছন্তি হ্যাবর্ত্তন্তে চ তৈঃ সহ।

ভিন্ন কোন ক্রিয়া নাই, এতএব তখন অকার্য্য কিরূপে থাকিবে? ভগবান্ অব্যয় ব্রহ্মা সর্ব্ববিধ জ্ঞান, সকলপ্রকার বেদ ও অসংখ্য সংহিতা কীর্ত্তন করিয়া দেবর্ষিগণকে যে জ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ঐ জ্ঞানের অনুসন্ধান অন্য কেহ করিতে সমর্থ নহে; তারপর অপরাপর শাস্ত্র-দর্শিগণ যখন যে জ্ঞানের পথ প্রদর্শন করিতে-ছিলেন, ঐ সকলও অব্যয় ব্রহ্মের বিভাবিত ও সম্মত; তারপর আর যখন যিনি যে সকল বাঙ্ময় জ্ঞানপথের আবিষ্কার করিয়াছেন, উহাও ঐ ব্রহ্মের কৃত বস্তুতঃ সর্ব্ববিধ কর্ত্তারই তিনি আদি কর্ত্তা। বিরক্ত, অবিরক্ত জ্ঞান, অজ্ঞান, প্রিয়, অপ্রিয়, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, মৃত্যু, অমৃত, উর্দ্ধ, তির্য্যক্, অধোভাগ এই সকলই ব্রহ্মের অদৃষ্ট কারণ প্রথম বিধাতা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুই একমাত্র নিখিল বিদ্যা অবগত হইয়া ত্রেতা এবং দ্বাপরযুগে উহা পুনঃপুনঃ বিভক্ত করেন; ঐ বিদ্যা সমুদয় সেই সেই মন্বন্তরে প্রথমে ব্রহ্মারই মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে। তারপর সকল বিদ্যা বিদিত হইয়া ঋষিগণ পরম্পর সমস্ত যুগেই সংহিতা সকল প্রবর্ত্তিত করেন। পূর্ব্বে যে অষ্টাশীতি সহস্র বেদবিৎ ঋষির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারাই যুগে যুগে এই সকল সংহিতার প্রবর্ত্তন করিতেছেন। আর দিবাকরের দক্ষিণপথাশ্রিত শ্মশানবাসিগণ প্রতিযুগে পুনঃপুনঃ শখাসমূহের বিভাগ করিয়া থাকেন। দ্বাপরে যে সকল বেদবিৎ ঋষি সংহিতার প্রবর্ত্তন করেন, তাহাদের গোত্রেই এই সকল বিচিত্র বেদশাখা পুনঃপুনঃ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে; আবার যুগক্ষয় হইলেও সেই শাখা ও শাখাকর্ত্তার আবির্ভাব হইবে।১০৯—১২৫। অতীত অনাগত সকল মন্বন্তরেই শাখা প্রণয়ন, এই ভাবেই হয়। অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, সকল কালেই সমস্ত কার্য্য অতীত দ্বারা ভবিষ্যৎ এবং একবিধ বলিয়া বর্ত্তমান দ্বারা অতীত ভবিষ্যৎ উভয়েরই তত্ত্ব-সমূহ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে এই ক্রমেই মন্বন্তরতত্ত্ব বুঝিতে হয়। এইরূপ দেব, ঋষি, পিতৃ, মনু,—সকলেই মন্ত্রের সহিত উর্দ্ধলোকে

জনলোকাৎ সুরাঃ সর্ব্বে গত্বাকল্পাৎ পুনঃপুনঃ
পর্য্যাপ্তকালে সম্প্রাপ্তে সম্ভূতা নৈধনস্য তু।।
অবশ্যম্ভাবিনার্থেন সম্বধ্যন্তে তদা তু তে।
ততস্তে দোষবজ্জন্ম পশ্যন্তে রাগপূর্ব্বকম্। ১৩০
নিবর্ত্তন্তে তদা বৃত্তিস্তেষামাদোষদর্শনাৎ।
এবং দেবযুগানীহ দশ কৃত্বো নিবর্ত্তন্তে।।১৩১
জনলোকাত্তপোলোকং গচ্ছন্তীহানিবর্ত্তনম্।
এবং দেবযুগানীহ ব্যতীতানি সহস্রশঃ।
নিধনং ব্রহ্মলোকে বৈ গতানি মুনিভিঃ সহ।।
ন শক্যমানুপূর্ব্ব্যেণ তেষাং বক্তুং সবিস্তরান্।
অনাদিত্বাচ্চ কালস্য অসংখ্যানাচ্চ সর্ব্বশঃ।।
মন্বন্তরাণ্যতীতানি যানি কল্পৈঃ পুরা সহ।
পিতৃভির্মুনিভির্দেবৈঃ সার্দ্ধং সপ্তর্ষিভিশ্চ বৈ।
কালেন প্রতিসৃষ্টানাং যুগানাং চ নিবর্ত্তনম্।।
এতেন ক্রমযোগেন কল্পমন্বন্তরাণি তু।
সপ্রজানি ব্যতীতানি শতশোহথ সহস্রশঃ।।
মন্বন্তরান্তে সংহারঃ সংহারান্তে চ সম্ভবঃ।

দেবতানামৃষীণাং চ মনোঃ পিতৃগণস্য চ।।১৩৬
ন শক্যমানুপূর্ব্ব্যেণ বক্তুং বর্ষশতৈরপি।
বিস্তরস্ত নিসর্গস্য সংহারস্য চ সর্ব্বশঃ
মন্বন্তরস্য সংখ্যা তু মানুষেণ নিবোধত।।১৩৭
দেবতানামৃষীণাঞ্চ সংখ্যানার্থবিশারদৈঃ
ত্রিংশৎকোট্যস্তু সম্পূর্ণাঃ সংখ্যাতাঃ সংখ্যয়া
দ্বিজৈঃ।।১৩৮
সপ্তষষ্টিস্তথান্যানি নিযুতানি চ সংখ্যয়া
বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালোহয়ং সাধিকাস্থিনা
মন্বন্তরস্য সংখ্যৈষা মানুষেণ প্রকীর্ত্তিতা।
বৎসরেণৈব দিব্যেন প্রবক্ষ্যাম্যন্তরং মনোঃ।।
অষ্টৌ শতসহস্রাণি দিব্যয়া সংখ্যয়া স্মৃতম্।
দ্বিপঞ্চাশত্তথান্যানি সহস্রাণ্যধিকানি তু।।১৪১
চতুর্দ্দশগুণো হ্যেষ কাল আহূতসংপ্লবঃ।
পূর্ণং যুগসহস্রং স্যাত্তদহর্ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্।।১৪২
তত্র সর্ব্বাণি ভূতানি দগ্ধান্যাদিত্যরশ্মিভিঃ।
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা সহ দেবর্ষিদানবৈঃ।
প্রবিশন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবদেবং মহেশ্বরম্। ১৪৩

গমন করেন; আবার মন্ত্রের সহিতই তথা হইতে বিধিনির্দ্দিষ্টকালে লোকসংক্ষয়ান্তে ইহলোকে আবর্ত্তিত হয়েন। তাঁহারা অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে সম্বদ্ধ হইয়া দোষযুক্ত জন্ম গ্রহণান্তে রাগযুক্ত হয়েন। ক্রমে যখন তাঁহাদের বিশিষ্ট দোষদর্শন ঘটে, তখন তাঁহারা নিবর্ত্তিত হয়েন। এই ক্রমে দশ দেবযুগে যাতায়াত করিয়া তাঁহারা জনলোক হইতে তপোলোকে গমন করেন। তপোলোক হইতে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না এই ভাবে সহস্র সহস্র দেবযুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া মুনিগণ সহ ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছে। কালের অনাদিত্ব নিবন্ধন সেই সমুদায়ের সর্ব্বথা সংখ্যা করা যায় না। সুতরাং যথাক্রমে তৎসমস্তের বিবরণ বর্ণন করা অসম্ভব. পূর্ব্বে যেমন পিতৃ, মুনি, দেবতা ও সপ্তর্ষিগণের সহিত, যুগ কল্প ও মন্বন্তর সকল কালক্রমভাবে অতীত হইয়াছে, আগামী কালেও সেই নিয়মেই শত সহস্র কল্প মন্বন্তর হইবে। মন্বন্তরান্তে সংহার এবং সংহারান্তে পুনর্বার দেবতা, ঋষি, মনু ও পিতৃগণের সৃষ্টি হয়। ১২৬—১৩৬। এই সংহারের বা সৃষ্টির যথাযথ সংখ্যা করিয়া শত বর্ষেও বলিতে পারা যায় না। এক্ষণে মানুষ-পরিমাণে মন্বন্তরের সংখ্যা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবতা ও ঋষিগণের মধ্যে যাঁহারা সংখ্যাতত্ত্বে পারদর্শী, তাঁহারা ত্রিংশৎকোটী সপ্তষষ্টি নিযুত বিংশতি সহস্র বৎসর, মন্বন্তরের পরিমাণ নির্দ্দেশ করেন। দিব্য বৎসর দ্বারা মন্বন্তরপরিমাণ বলিতেছি। দিব্য সংখ্যায় আটলক্ষ দ্বিপঞ্চাশৎ সহস্রাধিক বৎসর মন্বন্তরপরিমাণ। ইহার চতুর্দ্দশ গুণ করিলে যুগসহস্রাত্মক ব্রাহ্মদিনের পরিমাণ হয়। তখন সর্ব্বভূতের প্রলয় ঘটিয়া থাকে। সর্ব্বভূত, আদিত্যকিরণে দগ্ধ হইয়া দেব-ঋষি-দানবাদি সহ ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সুরশ্রেষ্ঠ দেবদেব মহেশ্বরের দেহে বিলীন হইয়া থাকে।

সংস্রষ্টা সর্ব্বভূতানি কল্পাদিষু পুনঃপুনঃ।
ইত্যেষ স্থিতিকালো বৈ মনোর্দেবর্ষিভিঃ সহ।
সর্ব্বমন্বন্তরাণাং বৈ প্রতিসন্ধিং নিবোধত।
যুগাখ্যা যা সমুদ্দিষ্টা প্রাবেগবাস্মিন্ময়ানঘাঃ।
কৃতত্রেতাদিসংযুক্তং চতুর্যুগমিতি স্মৃতম্।
তদেকসপ্ততিগুণং পরিবৃত্তং তু সাধকম্।
মনোরেতমধীকারং প্রোবাচ ভগবান্ প্রভুঃ।
এবং মন্বন্তরাণাং তু সর্ব্বেষামেব লক্ষণম্
অতীতানাগতানাং বৈ বর্ত্তমানেন কীর্ত্তিতম্।।
ইত্যেষ কীর্ত্তিতঃ সর্গো মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য হ।
প্রতিসন্ধিং তু বক্ষ্যামি তস্য চৈবাপরস্য তু।।
মন্বন্তরং যথা পূর্ব্বমৃষিভির্দেবতৈঃ সহ।
অবশ্যম্ভাবিনার্থেন যথা তদ্বৈ নিবর্ত্ততে। ১৪৯
অস্মিন্ মন্বন্তরে পূর্ব্বং ত্রৈলোক্যস্যেশ্বরাস্তু যে
সপ্তর্ষয়শ্চ দেবাস্তে পিতরো মনবস্তথা।
মন্বন্তরস্য কালে তু সম্পূর্ণে সাধকাস্তথা ।১৫০
ক্ষীণাধিকারাঃ সংবৃত্তা বুদ্ধা পর্য্যায়মাত্মনঃ।
মহর্লোকায় তে সর্ব্বে উন্মুখা দধিরে গতিম্।।

তততো মন্বন্তরে তস্মিন্ প্রক্ষীণা দেবতাস্তু তাঃ
সম্পূর্ণে স্থিতিকালে তু তিষ্ঠন্ত্যেকং কৃতং যুগম্
উৎপদ্যন্তে ভবিষ্যান্চ যাবন্মন্বন্তরেশ্বরাঃ।
দেবতাঃ পিতরশ্চৈব ঋষয়ো মনুরেব চ।।১৫৩
মন্বন্তরে তু সম্পূর্ণে যদন্যাষে কলৌ যুগে।
সম্পদ্যতে কৃতস্য সন্তানঃ কলিশিষ্টেষু বৈ তদা।।
যথা কৃতস্য সন্তানঃ কলিপূর্ব্বঃস্মৃতো বুধৈঃ।
তথা মন্বন্তরান্তে আদির্মন্বন্তরস্য চ।।১৫৫
ক্ষীণে মন্বন্তরে পূর্ব্বে প্রবর্ত্তে চাপরে পুনঃ।
মুখে কৃতযুগস্যাথ তেষাং শিষ্টাস্তু যে তদা।
সপ্তর্ষয়ো মনুশ্চৈব কালাবেক্ষাস্তু যে স্থিতাঃ।
মন্বন্তরং প্রতীক্ষন্তে ক্ষীয়ন্তে তপসি স্থিতাঃ।।
মন্বন্তরব্যবস্থার্থং সন্তত্যর্থং চ সর্ব্বশঃ।
পূর্ব্ববৎসম্প্রবর্ত্তন্তে প্রবৃত্তে বৃষ্টিসর্জ্জনে।।১৫৮
দ্বন্দ্বেষু সম্প্রবৃত্তেষু উৎপন্নাস্বোষধীষু চ।
প্রজাসু চ নিকেতাসু সংস্থিতাসু কচিৎ কচিৎ
বার্ত্তায়াং তু প্রবৃত্তায়াং নষ্টধর্ম্মে ঋষিভাবিতে
নিরানন্দে গতে লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।।
অগ্রামনগরে চৈব বর্ণাশ্রমবিবর্জ্জিতে।
পূর্ব্বমন্বন্তরে শিষ্টে যে ভবন্তীহ ধার্ম্মিকাঃ

এই মহেশ্বরই কল্পাদি কালে সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। দেবর্ষিগণ সহ মনুর স্থিতিকাল এই কহিলাম। এক্ষণে মন্বন্তরসমূহের প্রতিসন্ধি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি যে ইতিপূর্ব্বে সত্য-ত্রেতাদি চতুর্যুগাত্মক যুগাখ্যান করিয়াছি, তাহারই একসপ্ততি আবর্ত্তনে এক মনুর অধিকারকাল শেষ হয়। প্রভু ভগবান এইরূপই ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমান দ্বারা অতীত অনাগত সকল মন্বন্তরের বৃত্তান্তই কীর্ত্তিত হইল। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের সৃষ্টিবৃত্তান্ত এইরূপ। এক্ষণে মন্বন্তরসমূহের প্রতিসন্ধি বলিতেছি। ভবিতব্যতানুসারে পূর্ব্বে যেমন ঋষি দেবতাদি সহ মন্বন্তর অতীত হইয়াছে, পরেও তদ্রূপই হইবে। সকল মন্বন্তরেই ঋষি, দেব, পিতৃ ও মনুগণ পূর্ণ মন্বন্তরকাল যাবৎ সৃষ্টি ব্যাপার সাধন করিয়া ক্রমে ক্ষীণাধিকার হওয়ায় আপনাদের অবস্থান্তর বুঝিতে পারিয়া মহর্লোকাভিমুখে গমন করিতে থাকেন। ১৩৭—১৫১। মন্বন্তরের প্রক্ষীণ দেবতাগণ এক সত্যযুগ যাবৎ বিদ্যমান থাকেন। ক্রমে ভবিষ্য মন্বন্তরেশ্বর দেবতা, পিতৃ, ঋষি ও মনুগণ প্রাদুর্ভূত হয়েন। সম্পূর্ণ মন্বন্তর মধ্যে কলিযুগশেষে কলির অবশিষ্ট জনগণ মধ্যেই সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সত্যযুগের সৃষ্টিতে যেমন কলিযুগ পূর্ব্ববর্ত্তী, তদ্রূপ এক মন্বন্তরেরও অপর মন্বন্তর আদিভূত। কলিকালের অবশেষে মনু ও সপ্তর্ষিগণ পুনরায় মন্বন্তর ব্যবস্থা ও সৃষ্টি প্রবর্ত্তনার্থ তপোযোগে সত্যযুগের প্রারম্ভকালের অপেক্ষায় থাকেন। ক্রমে পূর্ব্ববৎ সৃষ্টি হইলে ওষধি সকল সমুৎপন্ন, এবং প্রজাগণ সুখদুঃখ-দ্বন্দ্ব-নিরত, নিরাশ্রয়, স্থানে স্থানে দলবদ্ধ ভাবে অবস্থিত, নিরানন্দ, ও বর্ণাশ্রমাচারশূন্য

সপ্তর্ষয়ো মনুশ্চৈব সন্তানার্থং ব্যবস্থিতাঃ।
প্রজার্থং তপতাং তেষাং তপঃ পরমদুশ্চরম্।
উৎপদ্যন্তীহ সর্ব্বেষাং নিধনেষ্বিহ সর্ব্বশঃ।।
দেবাসুরাঃ পিতৃগণা মুনয়ো মনবস্তথা।
সর্পা ভূতাঃ পিশাচাশ্চ গন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসাঃ।।
ততস্তেষাং তু যে শিষ্টাঃ শিষ্টাচারান্ প্রচক্ষতে।
সপ্তর্ষয়ো মনুশ্চৈব আদৌ মন্বন্তরস্য হ।
প্রারভন্তে চ কর্ম্মাণি মনুষ্যা দৈবতৈঃ সহ।
মন্বন্তরাদৌ প্রাগেব ত্রেতাযুগমুখে ততঃ।
পূর্ব্বং দেবাস্ততস্তে বৈ স্থিতে ধর্ম্মে তু সর্ব্বশঃ
ঋষীণাং ব্রহ্মচর্য্যেণ গত্বানৃণ্যন্তু বৈ ততঃ
পিতৄণাং প্রজয়া চৈব দেবনামিজ্যয়া তথা।।১৬৬
শতং বর্ষসহস্রাণি ধর্ম্মে বর্ণাশ্রমে স্থিতাঃ।
ত্রয়ীং বার্ত্তাং দণ্ডনীতিং ধর্ম্মান্ বর্ণাশ্রমাংস্তথা।
স্থাপ য়িত্বাশ্রমাংশ্চৈব স্বর্গায় দধিরে মতীঃ।।
পূর্ব্বং দেবেষু তেষ্বেব স্বর্গায় প্রমুখেষু চ।
পূর্ব্বং দেবাস্ততস্তে বৈ স্থিতা ধর্ম্মেণ কৃৎস্নশঃ।।
মন্বন্তরে পরাবৃত্তে স্থানান্যুৎসৃজ্য সর্ব্বশঃ।
মহেঃ সহোর্দ্ধং গচ্ছন্তি মহর্লোকমনাময়ম্।।১৬৯
বিনিবৃত্তবিকারাস্তে মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ।
অবেক্ষ্যমাণা বশিনস্তিষ্ঠন্ত্যাভূতসংপ্লবম্।।
ততস্তেষু ব্যতীতেষু সর্ব্বেষ্বেতেষু সর্ব্বদা।
শূন্যেষু দেবস্থানেষু ত্রৈলোক্যে তেষু সর্ব্বশঃ
উপস্থিতা ইহৈবান্যে দেবানাং পিতৃভিঃ সহ।
ততস্তে তপসা যুক্তা স্থানান্যাপূরয়ন্তি বৈ।
সত্যেন ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রুতেন চ সমন্বিতাঃ।।১৭২
সপ্তর্ষীণাং মনোশ্চৈব দেবানাং পিতৃভিঃ সহ।
নিধনানীহ পূর্ব্বেষামাদিনা চ ভবিষ্যতাম্।।
তেষামত্যন্তবিচ্ছেদ ইহ মন্বন্তরক্ষয়াৎ।
এবং পূর্ব্বানুপূর্ব্বেণ স্থিতিরেষানবস্থিতা
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু যাবদাভূতসংপ্লবম্।।১৭৪
এবং মন্বন্তরাণাং তু প্রতিসন্ধানলক্ষণম্।
অতীতানাগতানান্তু প্রোক্তং স্বায়ম্ভুবেন তু।।
মন্বন্তরেষতীতেষু ভবিষ্যাণান্তু সাধনম্।

হইয়া জীবিকার্জ্জনার্থ প্রবৃত্ত হইলে বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুমত, ঋষিগণাভিমত পূর্ব্ব মন্বন্তরাবশিষ্ট ধার্ম্মিক মনু ও সপ্তর্ষিগণ সন্তানার্থ পরম দুশ্চর তপস্যা আচরণ করেন। সর্ব্বভূতের নিধনান্তে তখন আবার দেব, অসুর, পিতৃ, মুনি, মানব, সর্প, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ও রাক্ষসাদি সমুৎপন্ন হয়।১৫২—১৬৩। পূর্ব্বাবশিষ্ট জনগণ তখন শিষ্টাচার সকল প্রচার করেন। মনু ও সপ্তর্ষিগণ, সেই মন্বন্তরের আদিকালে মানুষ ও দেবগণ সহ কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। তারপর ত্রেতাযুগের প্রারম্ভ কালে দেবতা ও ধর্ম্ম, সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে জনগণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষি ঋণ, সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ এবং যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্ত হয়। তাহারা শত সহস্র বৎসর বর্ণাশ্রমধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি, বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বর্গ গমনে মনোযোগী হয়েন। পূর্ব্বকালে স্বর্গোন্মুখ দেবগণে সমগ্র বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়া তাঁহারা পূর্ব্বদেব পদবাচ্য। তাঁহার মন্বন্তরা পরিবর্ত্তনে স্থান সকল পরিহারপূর্ব্বক মহগণ সহ অনাময় মহর্লোকে গমন করেন। সেই সমস্ত বিকারহীন, মানসী সিদ্ধিসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয়গণ মহাপ্রলয় যাবৎ অবস্থানপূর্ব্বক মন্বন্তর পরিবর্ত্তন দর্শন করেন। ইহাঁরা সকলে এইরূপে অতীত হইলে সেই শূন্যাকার ত্রৈলোক্যে শূন্য দেবস্থানসমূহে স্বর্গ হইতে অপর দেবগণ প্রাদুর্ভূত হয়েন। তাঁহারা সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও তপস্যাযুক্ত হইয়া সেই সকল শূন্য স্থান পরিপূর্ণ করেন। সপ্তর্ষি, মনু, পিতৃ ও দেবগণের মধ্যে—পূর্ব্বজনগণ ভবিষ্যগণের সহিত নিধন প্রাপ্ত হয়েন। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তাঁহাদিগের মরণ হয় না; তবে মন্বন্তরক্ষয়ে তাঁহাদিগের অত্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটে মাত্র। সকল মন্বন্তরেই এই ক্রমে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত নিয়ত পরিবর্ত্তমানা সৃষ্টিস্থিতি বিদ্যমানা। অতীতানাগত মন্বন্তরসমূহের প্রতিসন্ধিলক্ষণ, স্বায়ম্ভুব মনু এইরূপ বলিয়াছেন। একমন্বন্তরের

এবমত্যন্তবিচ্ছিন্নং ভবত্যাভূতসংপ্লবাৎ ॥১৭৬

মন্বন্তরাণাং পরিবর্ত্তনানি
একান্তভক্তানি মহর্গতানি।
মহর্জনংস্থৈব জনং তপশ্চ
একান্তগানি স্থ ভবন্তি সত্যে ॥১৭৭
তত্ত্বাবিনাং তত্র তু দর্শনেন
নানাত্মদৃষ্টেন চ প্রত্যয়েন।
সত্যে স্থিতানীহ তপ তু তানি
প্রান্তে বিকারে প্রতিসর্গকালে ॥১৭৮
মন্বন্তরাণাং পরিবর্ত্তনানি
মুঞ্চন্তি সত্যন্ত তত্তাহপরান্তে।
ততোহভিযোগাদ্বিষমপ্রমাণাং
বিশন্তি নারায়ণমেব দেবম্ ॥১৭৯
মন্বন্তরাণাং পরিবর্ত্তনানি
চিরপ্রবৃত্তেষু বিধিস্বভাবাৎ।
ক্ষণং ন সন্তিষ্ঠতি জীবলোকঃ
ক্ষয়োদয়াভ্যাং পরিবর্ত্তমানঃ ॥১৮০
ইত্যন্তরাণ্যেবমৃষিপ্রভানাং
ধর্ম্মাত্মনাং দিব্যদৃশাং মনূনাম্।
বায়ুপ্রণীতান্যুপলভ্য পুণ্যং
দিব্যৌজসাং ব্যাসসমাসযোগৈঃ ॥১৮১
সর্ব্বাণি রাজর্ষিসুরর্ষিমন্তি
ব্রহ্মর্ষিদেবোরগবন্তি চৈব।
সুরেশসপ্তর্ষিপিতৃ প্রজেশৈ
র্যুক্তানি সম্যক্পরিবর্ত্তনানি ॥১৮২
উদারবংশাভিজনদ্যুতীনাং
প্রকৃষ্টমেধা ভসমেধিতানাম্।
কীর্ত্তিদ্যুতিখ্যাতিভি রন্বিতানাং
পুণ্যং হি বিখ্যাপনমীশ্বরাণাম্ ॥১৮৩
স্বর্গীয়মেতৎপরমং পবিত্রং
পুত্রীয়মেতচ্চ পরং রহস্যম্।
জপ্যং মহৎপর্ব্বসু চৈতদগ্র্যং
দুঃস্বপ্নশান্তিঃ পরমায়ুষেয়ম্ ॥১৮৪
প্রজেশদেবর্ষিমনুপ্রধানাং
পুণ্যপ্রসূতিং প্রথিতামজস্য।
যশানি বিখ্যাপনসংযমায়
সিদ্ধিং জুষধ্বং সুমহেশতত্ত্বম্ ॥১৮৫
ইত্যেতদন্তরং প্রোক্তং মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ ভূয়ঃ কিং বর্ণয়াম্যহম্ ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে প্রজাপতি বংশানুকীর্ত্তনং নামৈকষষ্টিতমো-হধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

সহিত অপর মন্বন্তরের সাধনগত এইরূপ দীর্ঘ পার্থক্য, মহাপ্রলয় যাবৎ ঘটিয়া থাকে। ১৬৪—১৭৬। মন্বন্তরপরিবর্ত্তনে সকলেই মহর্লোকগত হইয়া ক্রমে জন, তপঃ ও সত্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেখানে আবার নানাত্মদর্শন হেতু প্রত্যয়ভেদবশে, মন্বন্তরপরিবর্ত্তনান্তে পুনঃসৃষ্টির পূর্ব্বকালে সত্যলোক পরিহার করিয়া অপ্রমেয় নারায়ণ দেবে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। বিধাতার স্বভাববশে চিরপ্রবৃত্ত মন্বন্তর পরিবর্ত্তনসমূহে ক্ষয়োদয় দ্বারা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জীবলোক ক্ষণকালও স্থির থাকে না। ঋষিগণসংস্তুত ধর্ম্মাত্মা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাতেজা মনুগণের বিবরণ-সম্বলিত, বায়ুপ্রণীত কচিৎ সবিস্তরে কচিৎ সংক্ষেপে বর্ণিত, রাজর্ষি সুরর্ষি ব্রহ্মর্ষিদেব উরগ সুরেশ সপ্তর্ষি ও পিতৃপ্রজাপতি প্রভৃতি উদার-বংশজ মহাদ্যুতি সুমেধা কীর্ত্তি-কান্তি ও খ্যাতি-সম্পন্ন ঈশ্বরগণের পুণ্য কথাপূর্ণ, পরম পবিত্র, পুত্রপ্রদ, অতি গুহ্য মহনীয়, এই মহাপুরাণ মহা-পর্ব্বে পাঠ করিলে দুঃস্বপ্ন শান্তি ও পরমায়ুঃ প্রাপ্তি হয়। প্রজাপতি-মনু-দেবর্ষিগণের ও ব্রহ্মার পুণ্যপ্রদ প্রাদুর্ভাব-বিবরণ-সম্বলিত, মহেশ্বরতত্ত্ব পূর্ণ ও যশীয় খ্যাতিবর্দ্ধক এই মহাপুরাণ শ্রবণ ফলে আপনারা অভিমত সিদ্ধি সম্ভোগ করুন; আমার ও এ হেন তত্ত্ব কথা বর্ণনে যে গর্ব্ব বোধ হইতেছিল, তাহারও নিবৃত্তি হউক। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের বৃত্তান্ত এই সবিস্তরে যথাক্রমে বর্ণন

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শাংশপায়ন উবাচ।

ক্রমং মন্বন্তরাণাস্তু আতু মন্বাদি তত্ত্বতঃ।
দৈবতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং যে চ মন্বন্তরে মনোঃ।।

সূত উবাচ।

মন্বন্তরাণি যানি স্যুরতীতান্যনাগতানি হ।
সমসাদ্বিস্তরাচ্চৈব ব্রুবতো বৈ নিবোধত।।২
স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বং মনুঃ স্বারোচিষস্তথা।
ঔত্তমস্তামসশ্চৈব তথা বৈরতচাক্ষুষৌ।
ষড়েতে মনবোঽতীতা বক্ষ্যাম্যষ্টাবনাগতান্
সাবর্ণাঃ পঞ্চ রৌচ্যশ্চ ভৌত্যোবৈবস্বতস্তথা।
বক্ষ্যাম্যেতান্ পুরস্তাত্তু মনোর্বৈবস্বতস্য হ।।৪
মনবঃ পঞ্চ যেঽতীতা মানবাংস্তান্নিবোধত
মন্বন্তরং ময়া চোক্তং ক্রান্তং স্বায়ম্ভুবস্য হ।।৫
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি মনোঃ স্বারোচিষস্য চ।

করিলাম। এক্ষণে আর কোন্ বিষয় বর্ণন করিব? ১৭৭—১৮৩।।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৬১।।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

শাংশপায়ন বলিলেন,—মন্বন্তরের ক্রম এবং সেই সেই মন্বন্তরের যে সকল দেবতা, এই সমস্ত যথাযথ জানিতে আমাদের অভিলাষ হইতেছে। সূত উত্তর করিলেন,—যে সকল মন্বন্তর অতীত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যে সকল মন্বন্তর হইবে, যথাসম্ভব সংক্ষেপ ও বিস্তরক্রমে তৎ সমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন প্রথমে স্বায়ম্ভুব, তৎপর স্বারোচিষ এইরূপ ক্রমে উত্তম, তামস, রৈবত এবং চাক্ষুষ এই ছয়টী মনু অতীত হইয়াছে, এক্ষণে ভাবী আটজন মনুর বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, সাবর্ণ, রৌচ্য, ভৌত্য ও বৈবস্বত, এই সকল মনুর বিবরণ বৈবস্বত মনুর প্রসঙ্গে কীর্ত্তন করিব। যে পাঁচ জন মনু পূর্ব্বে অতীত হইয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহাদের বংশ শ্রবণ করুন স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর

প্রজাসর্গং সমাসেন দ্বিতীয়স্য স্বারোচিষস্য চ।
আসন্ বৈ তুষিতা দেবা মনুস্বারোচিষেঽন্তরে
পারাবতাশ্চ শিষ্টাশ্চ দ্বাদশৌ তৌ গণৌ স্মৃতৌ
তুষিতায়াং সমুৎপন্নাঃ ক্রতোঃ পুত্রাঃ স্বরোচিষা
পারাবতাশ্চ শিষ্টাশ্চ দ্বাদশৌ তৌ গণৌ স্মৃতৌ
ছন্দোজাশ্চ চতুর্ব্বিংশদ্দেবাস্তে বৈ তদা স্মৃতাঃ।
বৈবশস্যোঽথ বামান্যো গোপা দেবায়তাস্তথা
অজশ্চ ভগবান্ দেবো দুরোণশ্চ মহাবলঃ।।৯
আপশ্চাপি মহাবাহুর্মহৌজাশ্চাপি বীর্য্যবান্।
চিকিত্বান্নিভৃতো যশ্চ অংশো যষ্টৈব পঠ্যতে।।
অজশ্চ দ্বাদশস্তেষাং তুষিতাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ইত্যেতে ক্রতুপুত্রাস্তু তদাসন সোমপায়িনঃ।।
প্রচেতাশ্চৈব যে দেবো বিশ্বদেবাস্তথৈব চ।
সমঞ্জো বিশ্রুতো যশ্চ অজিহ্মশ্চারিমর্দ্দনঃ।।১২
অজিহ্মানমহীয়ানৌ বিদ্যাবন্তৌ তথৈব চ।
অজেথৌ চ মহাভাগৌ যবীয়শ্চ মহাবলঃ।।১৩
হোতা যজ্বা চ ইত্যেতে পরাক্রান্তাঃ পরাবতাঃ
ইত্যেতা দেবতা হ্যাসন্মনু স্বারোচিষেঽন্তরে।।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, এক্ষণে মহাত্মা দ্বিতীয় স্বারোচিষ মন্বন্তরের প্রজাসৃষ্টি সংক্ষেপে বলিতেছি ঐ স্বারোচিষ মন্বন্তরের দেবতা তুষিত ও বিদ্বান্ পারাবত, ঐ দেবতাদের দুইটী গণ কথিত হইয়াছে। ক্রতু হইতে তুষিতার গর্ভে যে সকল শিষ্টাচারসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের নাম পারাবত ও ছন্দোজ। এই দুইটী গণের প্রত্যেকটীতে দ্বাদশ করিয়া সর্ব্বসমেত চব্বিশটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।১—৮। বৈবশস্য, বামান্য, গোপ, দেবায়ত, দেব ভগবান্, অজ, মহাবল দুরোণ, মহাবাহু আপ, বীর্য্যবান্ মহৌজা, চিকিত্বান্ নিভৃত এবং অংশ, এই দ্বাদশটী তুষিত ইহাঁরা ক্রতুপুত্র ও সোমপায়ী। প্রচেতা, বিশ্বদেব, সমঞ্জ, বিশ্রুত, অজিহ্ম, অরিমর্দ্দন, বিদ্বান্ অজিহ্মান ও মহীয়ান্ মহাভাগ অজ ঊথ, মহাবল যবীয় হোতা এবং যজ্বা ইহাঁরা মহাবল পরাক্রান্ত পারাবত। স্বারোচিষ মন্বন্তরের

সোমপাস্তু তদা হ্যেতাশ্চতুর্বিংশতিদেবতাঃ।
তেষামিন্দ্রস্তদা হ্যাসীদ্বিশ্বশ্চ লোকবিশ্রুতঃ।।১৫
ঊর্জ্জো বশিষ্ঠপুত্রস্তু স্তম্ভঃ কাশ্যপ এব চ
ভার্গবশ্চ তথা প্রোণো ঋষভোহঙ্গিরসস্তথা।।১৬
পৌলস্ত্যশ্চৈব দত্তাত্রিরাত্রেয়ো নিশ্চলস্তথা।
পৌলহশ্চৈব ধাবাংস্তু এতে সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ।।
চৈত্রঃ কবিক্রন্তশ্চৈব কৃতান্তো বিভৃতো রবিঃ।
বৃহদ্‌ভ্রাহ্যো নবশ্চৈব শুভাশ্চৈতে নব স্মৃতাঃ।
মনোঃ স্বারোচিষস্যৈতে পুত্রা বংশকরাঃ স্মৃতাঃ
পুরাণে পরিসংখ্যাতে দ্বিতীয় চৈতদন্তরম্।।
সপ্তর্ষয়ো মনুর্দেবাঃ পিতরশ্চ চতুষ্টয়ম্।
মূলং মন্বন্তরস্যৈতে তেষাং চৈবান্তরপ্রজাঃ।
ঋষীণাং দেবতাঃ পুত্রাঃ পিতরো দেবসূনবঃ।
ঋষয়ো দেবপুত্রাশ্চ ইতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ।।২১
মনোঃ ক্ষত্রং বিশশ্চৈব সপ্তর্ষিভ্যো দ্বিজাতয়ঃ
এতন্মন্বন্তরং প্রোক্তং সমাসান্ন তু বিস্তরাৎ।
স্বায়ম্ভুবেন বিস্তারো জ্ঞেয়ঃ স্বারোচিষস্য তু
ন শক্যো বিস্তরস্তস্য বক্তুং বর্ষশতৈরপি।
পুনরুক্তবহুত্বাত্তু প্রজানাং বৈ কুলে কুলে।।২৩
তৃতীয়স্ত্বথ পর্য্যায় ঔত্তমস্যান্তরে মনোঃ।
পঞ্চ দেবগণাঃ প্রোক্তাস্তান্ বক্ষ্যামি নিবোধত
সুধামানশ্চ দেবাশ্চ যে চান্যে বশবর্ত্তিনঃ।
প্রতর্দ্দনাঃ শিবাঃ সত্যা গণা দ্বাদশ বৈ স্মৃতাঃ
সত্যো ধৃতির্দমো দান্তঃ ক্ষমঃ ক্ষামো ধৃতিঃ স্মৃতিঃ।
ঈশোর্জ্জশ্চ তথা জ্যেষ্ঠো বপুষ্মাংশ্চৈব দ্বাদশ
ইত্যেতে নামভিঃ জ্ঞাতাঃ সুধামানস্তু দ্বাদশ
সহস্রধারো বিশ্বাখ্যা শতধারো বৃহদ্বসুঃ।
বিশ্বাখ্যা বিশ্বকর্ম্মা চ মনস্বাতা বিরাজ্যশাঃ।।
জ্যোতিশ্চৈব বিভাবশ্চ কীর্ত্তিমন্ বংশকারিণঃ
অন্যানারধিতো দেবো বসুধিষ্ণো বিবস্বসুঃ।।
দিনক্রতুঃ সুধর্ম্মা চ ধৃতবর্ম্মা যশস্বিনঃ।
কেতুমাংশ্চৈব ইত্যেতে কীর্ত্তিমান্ত প্রতর্দ্দনাঃ

এই চতুর্বিংশতি দেবতা এই দেবগণ সোমপায়ী। লোকবিশ্রুত বিশ্ব এই মন্বন্তরের ইন্দ্র এবং বশিষ্ঠপুত্র ঊর্জ্জ, স্তম্ভ, কাশ্যপ, ভার্গব, দ্রোণ, ঋষভ ও অঙ্গিরা, ইহাঁরা সপ্তর্ষি। কেহ কেহ বলেন,—পৌলস্ত্য, দত্তাত্রি, আত্রেয়, নিশ্চল, পুলহ ও ধাবান্, ইহাঁরাই এই মন্বন্তরের সপ্তর্ষি। চৈত্র, কবিক্রত, কৃতান্ত, বিভৃত, বারি, বৃহৎ, ব্রহ্ম, নব এবং ইহাঁরা বংশকর বলিয়া পুরাণে আখ্যাত প্রতি মন্বন্তরেই সপ্তর্ষি, মনু, দেবতা ও পিতৃগণ এই চারিটী মূল, ইহার পর আর যে সব দেখিতে পাওয়া যায়, উহা পূর্ব্বোক্ত মূলচতুষ্টয়ের অবান্তর প্রজা। কখন ঋষিগণের পুত্র দেবতা, কখন দেবগণের পুত্র পিতৃগণ, আবার কখন বা দেবপুত্রগণই ঋষি হইতেছেন। শাস্ত্রে ইহাই বিশেষরূপে নিশ্চিত হইয়াছে। ঐরূপ মনু হইতে ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি এবং সপ্তর্ষি হইতে দ্বিজগণ উদ্ভূত হইয়া থাকেন। হে ঋষিগণ! এই যে মন্বন্তর কথিত হইল, ইহা সংক্ষিপ্ত; পরন্ত বিস্তৃত নহে। স্বায়ম্ভুব মনুর যেরূপ বিস্তার স্বারোচিষ মনুরও তদ্রূপই জানিবেন। প্রজাগণের পুনঃপুনঃ সন্নিহেতু ইহা এতই বৃহৎ হইয়াছে যে, শত বর্ষেও এ সকল বিস্তারপূর্ব্বক বলিতে আমি সমর্থ নহি।৯—২৩। অনন্তর অতীত তৃতীয় মনু ঔত্তমের বিবরণ বলিতেছি। এই মনুর শাসন সময়ে যে পঞ্চ দেবগণ কথিত হন, তাঁহাদিগের বিষয় শ্রবণ করুন সুধামান, দেব, প্রতর্দ্দন, শিব, সত্য এই গণপঞ্চকের সত্য, ধৃতি, দম, দান্ত, ক্ষম, ক্ষাম, ধৃতি, স্মৃতি, ঈশ, ঊর্জ্জ, জ্যেষ্ঠ ও বপুষ্মান্ এই দ্বাদশটী দেবতা। এই যে সুধামাদি পঞ্চগণের নাম কীর্ত্তিত হইল, ইহাঁদের অনুগ আরও অনেক দেবতা আছেন। এক্ষণে তাঁহাদের নাম বলিতেছি। সহস্রধার বিশ্বাখ্য, মনস্বী, বিরাট্‌-যশা, জ্যোতি, বিভাবস্থ ও কীর্ত্তিমান্ এই দ্বাদশজন সুধামার অনুগ এবং ইহাঁরা বংশপ্রবর্ত্তক। দিন, ক্রতু, সুধর্ম্মা, ধৃতবর্ম্মা, যশস্বী এবং কেতুমান্, ইহাঁরা

হংসস্বরোঽহিহা চৈব প্রতর্দ্দনযশস্করৌ।
সুদানো বসুদানশ্চ সুমঞ্জসবিষাবুভৌ ।।২৯
যমু বাহশ্রুতিশ্চৈব সুবিত্তসুনয়স্তথা।
শিবা হ্যেতে তু বিজ্ঞেয়া যজ্ঞিয়া দ্বাদশাপরাঃ।।
সত্যানামপি নামানি নিবোধত যথাসূতম্।
দিক্‌পতির্বাক্‌পতিশ্চৈব বিশ্বঃ শম্ভুস্তথৈব চ।।৩১
স্বমৃড়ীকোঽধিপশ্চৈব বর্চ্চোধা মুহ্যসর্ব্বশঃ।
বাসবশ্চ সদাশশ্চ ক্ষেমানন্দৌ তথৈব চ ।৩২
সত্যা হ্যেতে পরিক্রান্তা যজ্ঞিয়া দ্বাদশাপরাঃ।।
ইত্যেতা দেবতা হ্যাসন্নৌত্তমস্যান্তরে মনোঃ।।
অজশ্চ পরশুশ্চৈব দিব্যো দিব্যৌষধির্নরঃ।
দেবানুজশ্চাপ্রতিমো মহোৎসাহৌশিজস্তথা।।
বিনীতশ্চ সুকেতুশ্চ সুমিত্রঃ সবলঃ শুচিঃ।
ঔত্তমস্য মনোঃ পুত্রাস্ত্রয়োদশ মহাত্মনঃ।
এতে ক্ষত্রপ্রণেতারস্তৃতীয়ং চৈতদন্তরম্ ।৩৫
ঔত্তমস্য পরিসংখ্যাতঃ সর্গঃ স্বারোচিষেণ তু।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ তামসাংস্তান্নিবোধত।৩৬
চতুর্থে ত্বথ পর্য্যায়ে তামসস্যান্তরে মনোঃ।
সত্যাঃ স্বরূপাঃ সুধিয়ো হরয়শ্চতুরো গণাঃ।।
পুলস্ত্যপুত্রস্য সুতাস্তামসস্যান্তরে মনোঃ
গণস্তু তেষাং দেবানামেকৈকঃ পঞ্চবিংশকঃ।।
ইন্দ্রিয়াণাং শতং যচ্চ মুনয়ঃ প্রতিজানতে
সত্যপ্রাগাস্ত শীর্ষণ্যাস্তস্যৈবাষ্টমস্তথা
ইন্দ্রিয়াণি তদা দেবা মনোস্তস্যান্তরে স্মৃতাঃ।
তেষাঞ্চ প্রভুদেবানাং শিবিরিন্দ্রঃ প্রতাপবান্
সপ্তর্ষয়োঽন্তরে চৈব তান্নিবোধত সত্তমাঃ।।৪০
কাব্যো হর্ষস্তথা চৈব কাশ্যপঃ পৃথুরেব চ।
আত্রেয়শ্চাগ্নিরিত্যেব জ্যোতির্ধামা চ ভার্গবঃ
পৌলহো বলপীঠশ্চ গোত্রবাসিষ্ঠ এব চ
চৈত্রস্তথাপি পৌলস্ত্য ঋষয়স্তামসেঽন্তরে।।৪২
জনুষণ্ডস্তথা শান্তির্নরঃ খ্যাতির্ভয়স্তথা।
প্রিয়ভৃত্যো হ্যবক্ষিশ্চ পৃষ্ঠলোড়ো দৃঢ়োদ্যতঃ
ঋতশ্চ ঋতবন্ধুশ্চ তামসস্য মনোঃ সুতাঃ।।৪৩
পঞ্চমে ত্বথ পর্য্যায়ে মনোশ্চারিষ্ণবেঽন্তরে।
গণাস্তু সুসমাখ্যাতা দেবতানাং নিবোধত।।৪৪

প্রতর্দ্দনের অনুগ। ইহাঁরা সকলেই সূর্য্যের উপাসক। হংসস্বর, অহিহা, প্রতর্দ্দন, যশস্কর, সুদান, বসুদান, সুমঞ্জস, বিষ, হব্যবাহ হুতাশন, সুচিত্ত, ও সুনয় এই দ্বাদশ জন শিবের অনুগ। এক্ষণে সত্যের অনুগগণের নাম যথাযথ শ্রবণ কর দিক্‌পতি, বাক্‌পতি, বিশ্ব, শম্ভু, স্বমৃড়ীক, অধিপ, বর্চ্চোধা, মুহ্য, বাসব, সদাশ্ব, ক্ষেম ও আনন্দ, এই দ্বাদশজন সত্যের অনুগ। উত্তম মনুর সময় এই সকল দেবগণ সমুদ্ভুত হইয়াছিলেন। অনন্তর ঔত্তম মনুর পুত্রদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি। অজ, পরশু দিব্য, দিব্যৌষধি, নয়, দেবানুজ, অপ্রতিম, মহোৎসাহ, ঔশিজ, বিনীত, সুকেতু, সুমিত্র, সবল ও শুচি— এই ত্রয়োদশ জন মহাত্মা ঔত্তম মনুর পুত্র এবং এই সকল ঔত্তম মনুর পুত্র হইতেই ক্ষত্রবংশ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। স্বরোচিষ মনুর সৃষ্টিবিস্তারের অনুরূপই উত্তম মনুর সৃষ্টি বিস্তার জানিবেন। অনন্তর চতুর্থ তামস মনুর বিষয় বিস্তার ক্রমে আনুপূর্ব্বিক পরিজ্ঞাত হউন। সত্য, স্বরূপ, সুধী ও হরি, তামস মন্বন্তরের এই চারিটী দেবগণ। উহার এক একটী গণে পঞ্চবিংশতি দেবতা। এই মন্বন্তরে পুলস্ত্যনন্দন রাক্ষসগণের প্রাদুর্ভাব হয়। মুনিগণ যে একশত ইন্দ্রিয় স্বীকার করিয়াছেন, সেই একশত ইন্দ্রিয়ই পূর্ব্বোক্ত সত্যাদিগণচতুষ্টয়ের দেবতা এবং ঐ সকল ইন্দ্রিয়গণের প্রভু প্রতাপবান্ শিবি—এই মন্বন্তরের ইন্দ্র। এক্ষণে এই মন্বন্তরের সপ্তর্ষিগণের নাম অভিহিত হইতেছে ২৪— ৪০ কাব্য, হর্ষ, কাশ্যপ, পৃথু, আত্রেয়, অগ্নি ও জ্যোতির্দ্ধামা, ইহাঁরা সপ্তর্ষি। এতদ্ভিন্ন ভার্গব, পৌলহ, বশিষ্ঠগোত্রীয় বলপীঠ, চৈত্র এবং পৌল ইহাঁরা ঋষি। হে ঋষিগণ! জনুষণ্ড, শান্তি, নয়, খ্যাতি, ভয়, প্রিয়ভৃত্য, অবক্ষি, দৃঢ় উদ্যমশীল পৃষ্ঠলোড়, ঋত এবং ঋতবন্ধু, তামস মনুর পুত্র। অনন্তর পর্য্যায়াগত পঞ্চম রৈবতমন্বন্তরীয়

অমৃতাভাভূতরজোবিকুণ্ঠাঃ সসুমেধসঃ।
চরিষ্ণোস্তু শুভাঃ পুত্রা বসিষ্ঠস্য প্রজাপতেঃ।
চতুর্দ্দশ চ চত্বারো গণাস্তেষাং তু ভাস্বরাঃ ॥৪৫
স্বপ্নবিপ্রোঽগ্নিভাসশ্চ প্রত্যেতিষ্ঠামৃতস্তথা।
সুমতির্বাবিরাবশ্চ বাচিনোদস্তথাপরঃ। ॥৪৬
প্রবিরাশী চ বাদশ্চ প্রাশশ্চেতি চতুর্দ্দশ।
অমৃতাভাঃ স্মৃতা হ্যেতে দেবাশ্চরিষ্ণবেঽন্তরে
মতিশ্চসুমতিশ্চৈব ঋতসত্যৌ তথৈব চ।
আবৃত্তিবিবৃত্তিশ্চৈব মদো বিনয় এব চ। ॥৪৮
জেতা জিষ্ণুঃ সহশ্চৈব দ্যুতিমান্ শ্রবসস্তথা।
ইত্যেতানীহ নামানি অভূতরজসাং বিদুঃ ॥৪৯
বৃষভেত্তা জয়ো ভীমঃ শুচির্দান্তো যশো দমঃ
নাথো বিধানজেয়শ্চ কৃশো গৌরো ধ্রুবস্তথা ॥
কীর্ত্তিতাস্তু বিকুণ্ঠা বৈ সুমেধাস্তে নিবোধত॥
মেধা মেধাতিথিশ্চৈব সত্যমেধাস্তথৈব চ।
পৃশ্নিমেধাল্পমেধশ্চ ভূয়োমেধাপরঃ প্রভুঃ ॥৫১
দীপ্তিমেধা যশোমেধা স্থিরমেধাস্তথৈব চ।
সর্ব্বমেধাশ্বমেধশ্চ প্রতিমেধশ্চ যঃ স্মৃতঃ।
মেধাবান্মেধহর্ত্তা চ কীর্ত্তিতাস্তে সুমেধসঃ॥৫৩
বিভুরিন্দ্রস্তদা তেষামাসীদ্বিখ্যাতপৌরুষঃ।
পৌলস্ত্যো বেদবাহুশ্চ যজুর্নামা চ কাশ্যপঃ॥
হিরণ্যরোমাঙ্গিরসৌ বেদশ্রীশ্চৈব ভার্গবঃ।
ঊর্দ্ধবাহুশ্চ বাসিষ্ঠঃ পর্জ্জন্যঃ পৌলহস্তথা।
সত্যনেত্রস্তথাত্রেয় ঋষয়ো রৈবতান্তরে।॥৫৪
মহাপুরাণসম্ভাব্যঃ প্রত্যঙ্গপরহা শুচিঃ।
বলবন্ধুর্নিরামিত্রঃ কেতুভৃঙ্গো দৃঢ়ব্রতঃ।
চরিষ্ণবস্য পুত্রাস্তে পঞ্চমং চৈতদন্তরম্।॥৫৫
স্বারোচিষোত্তমশ্চৈব তামসো রৈবতস্তথা।
প্রিয়ব্রতান্বয়া হ্যেতে চত্বারো মনবস্তথা।॥৫৬
ষষ্ঠে প্রথম পর্য্যায়ে দেবা যে চাক্ষুষেঽন্তরে।
আদ্যাঃ প্রসূতা ভাব্যাশ্চ পৃথুকাশ্চ দিবৌকসঃ
মহানুভাবা লেখাশ্চ পঞ্চ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ ॥৫৭
দিবৌকসঃ সর্গ এষ প্রোচ্যতে মাতৃনামভিঃ।
অত্রেঃ পুত্রস্য নপ্তার আরণ্যস্য প্রজাপতেঃ।
গণশ্চ তেষাং দেবানামেকৈকো হ্যষ্টকঃ স্মৃতঃ।।

দেবগণের আখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ করুন এই মন্বন্তরে সুমহাখ্যাত গণ এবং প্রজাপতি বশিষ্ঠ চরিষ্ণুর অমৃতাভা, ভূতরাজ, বিকুণ্ঠ এবং সুমেধা এই চারিজন সুশোভন পুত্র। ইহাঁরা অমৃতাদি চারটী ভাস্করগণে বিভক্ত এবং ঐ গণে চতুর্দ্দশজন দেবতা আছেন। এক্ষণে উঁহাদিগের নাম শ্রবণ করুন স্বপ্ন-বিপ্র, অগ্নিভাস, প্রত্যেতিষ্ঠ অমৃত, সুপতি, বাবিরাব, বাচিনোদঃপ্রধা, প্রবিরাশী, বাদ, ও প্রাশ, ইত্যাদি চতুর্দ্দশটী অমৃতাভগণের অন্তর্গত। মতি, সুমতি, ঋত, সত্য, আবৃত্তি, বিবৃত্তি, মদ, বিনয়, নেতা, জিষ্ণু, সহ, দ্যুতিমান্ ও শ্রবস এই সকল ভূতরজের অন্তর্নিবিষ্ট। বৃষভেত্তা, জয়, ভীম, শুচি, দান্ত, যশ, দম, নাথ, বিধান্, অজেয়, কৃশ, গৌর ও ধ্রুব, এ সকল সুমেধার অন্তর্গত বলিয়া কথিত এবং মেধা, মেধাতিথি, সত্যমেধা, পৃশ্নিমেধা, অল্পমেধা, প্রভু ভূয়ো মেধা, দীপ্তমেধা, যশোমেধা, স্থিরমেধা, সর্ব্বমেধা, অশ্বমেধা, প্রতিমেধা, মেধাবান্ ও মেধাহর্ত্তা এই সকল সুমেধার অন্তর্গত। বিখ্যাতপৌরুষ বিভু এই মন্বন্তরের ইন্দ্র এবং পৌলস্ত্য, বেদবাহু, যজুঃ, কাশ্যপ, হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, ভার্গব, ঊর্দ্ধবাহু, বাসিষ্ঠ, পর্জ্জন্য, পৌলহ, সত্যনেত্র এবং আত্রেয় ইহাঁরা রৈবতমন্বন্তরের ঋষি॥৫১—৫৪। এই মন্বন্তরে মহাপুরাণসম্ভব্য, প্রত্যঙ্গপরহা শুচি, বালবন্ধু, নিরমিত্র, কেতুভৃঙ্গ এবং দৃঢ়ব্রত, ইহাঁরা চরিষ্ণু প্রজাপতির পুত্র হইয়াছিলেন। এই যে স্বারোচিষ, উত্তম, তামস ও রৈবত মনুর বিষয় কথিত হইল, এই মনুচতুষ্টয় প্রিয়ব্রতবংশে জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর পর্য্যায়গত ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরের যে সকল দেবতা, তাঁহাদের বিষয় বলিতেছি। আদ্য, প্রসূত, ভাব্য, পৃথুক, এবং লেখ, চাক্ষুষ মন্বন্তরে এই পাঁচটী দেবগণ কথিত হয়। প্রজাপতি অত্রির পুত্র আরণ্যের পৌত্রগণেই

অন্তরিক্ষো বসুহয়ো হ্যতিথিশ্চ প্রিয়ব্রতঃ।
শ্রোতা মন্তা সুমন্তা চ আদ্যা হ্যেতে প্রকীর্ত্তিতাঃ
শ্যেনভদ্রস্তথা পশ্যঃ পথ্যনেত্রো মহাযশাঃ
সুমনাশ্চ সুবেতাশ্চ রেবতঃ সুপ্রচেতসঃ।
দ্যুতিশ্চৈব মহাসত্ত্বঃ প্রসূত্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
বিজয়ঃ সুজয়শ্চৈব মনোদ্যানৌ তথৈব চ।
সুমতিঃ সুপরিশ্চৈব বিজ্ঞাতোঽর্থপতিশ্চ যঃ।
ভাব্যা হ্যেতে স্মৃতা দেবাঃ পৃথুকাস্তে নিবোধত
অজিষ্ঠঃ শাক্যনো দেবো বানপৃষ্ঠস্তথৈব চ।
শঙ্করঃ সত্যধৃষ্ণুশ্চ বিষ্ণুশ্চ বিজয়স্তথা।
অজিতশ্চ মহাভাগঃ পৃথুকাস্তে দিবৌকসঃ ।৬২
লেখাংস্তথা প্রবক্ষ্যামি শ্রুবতো মে নিবোধত
অজিতশ্চ মহাভাগঃ পৃথুকাস্তে মহাযশাঃ।।৬৩
বাতো ধ্রুবক্ষিতিশ্চৈব অদ্ভুতশ্চৈব বীর্য্যবান্।
অবনো বৃহস্পতিশ্চৈব লেখাঃ সম্পরিকীর্ত্তিতাঃ
মনোজবো মহাবীর্য্যস্তেষামিন্দ্রস্তদাভবৎ।
উন্নতো ভার্গবশ্চৈব হবির্দ্ধানঙ্গিরাঃ সুতঃ।।৬৫
সুধামা কাশ্যপশ্চৈব বসিষ্ঠো বিরজস্তথা।
অতিমানশ্চ পৌলস্ত্যঃ সহিষ্ণুঃ পৌলহস্তথা।
মধুরাত্রেয় ইত্যেতে সপ্ত বৈ চাক্ষুষেহন্তরে।।৬৬
উরুঃ পুরুঃ শতদ্যুম্নস্তপস্বী সত্যবাক্ কৃতিঃ
অগ্নিষ্টুদতিরাত্রশ্চ সদ্যুম্নশ্চেতি তে নব।।৬৭
অভিমন্যুশ্চ দশমো নাড়্বলেয়া মনোঃ সুতাঃ
চক্ষুষস্য সুতা হ্যেতে ষষ্ঠং চৈব তদন্তরম্।।
বৈবস্বতেন সংখ্যাতস্তস্য সর্গো মহাত্মনঃ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ কথিতং বৈ ময়া দ্বিজাঃ।।

ঋষয় ঊচুঃ।

চাক্ষুষস্য তু দায়াদঃ সম্ভূতঃ কস্যবান্বয়ে।
তস্যান্বয়ে যেঽপ্যন্যে তন্নো ব্রূহি যথাতথম্

সূত উবাচ।

চাক্ষুষস্য নিসর্গন্তু সমাসাচ্ছ্রোতুমর্হথ
তস্যান্বয়ে সম্ভূতঃ পৃথুর্বৈন্যঃ প্রতাপবান্।
প্রজানাং পতয়শ্চান্যে দক্ষঃ প্রাচেতসস্তথা।

ঐ গণপঞ্চক বদ্ধ হইয়াছে। ইহাঁরা মাতৃনামে পরিচিত এবং ইহাদের সৃষ্টি একটী দেবসর্গ। এই গণপঞ্চকের প্রত্যেকটীতে আটটী করিয়া দেবতা আছেন। অন্তরীক্ষ, বসুহয়, অতিথি, প্রিয়ব্রত, শ্রোতা, মন্তা ও সুমন্তা, ইহাঁরা আদ্যগণে নিবদ্ধ; শ্যেনভদ্র, পশ্য, মহাযশা পথ্যনেত্র, সুমনা, সুচেতা, রেবত, সুপ্রচেতস, দ্যুতি এবং অর্থপতি, এই সকল দেবগণ ভাব্যার অন্তর্ভুক্ত এবং অজিষ্ঠ, দেব শাক্যন, বানপৃষ্ঠ, শঙ্কর, সত্যধৃষ্ণু, বিষ্ণু, বিজয় ও মহাভাগ অজিত ইহাঁরা পৃথুক দেবগণ বলিয়া বিদিত হন। এক্ষণে লেখ নামক দেবতাগণের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন; মনোজব, প্রঘাস, মহাযশা প্রচেতা, বাত, ধ্রুব, ক্ষিতি, বীর্য্যবান্ অদ্ভুত, অবন ও বৃহস্পতি, ইহাঁরা লেখগণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এই দেবগণের ইন্দ্র মহাবীর্য্য মনোজব উন্নত ভার্গব, অঙ্গিরানন্দন হবির্দ্ধান, কাশ্যপতনয় সুধামা, বশিষ্ঠ, বিরজ, মানধন পৌলস্ত্য, সহিষ্ণু পৌলহ এবং মধুরাত্রেয় —চাক্ষুষ মন্বন্তরের এই সাতজন ঋষি। উরু, পুরু, তপস্বী, সত্যবাক্, কৃতী, শতদ্যুম্ন, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র ও সুদ্যুম্ন এই নয়জন এবং দশম অভিমন্যু এই কয়জন ষষ্ঠ চাক্ষুষ মনুর পুত্র; ইহাঁরা নড়্বলেয়বংশসম্ভূত মনু বলিয়া কথিত। এই মহাত্মা চাক্ষুষ মনুর সৃষ্টিবিস্তার বৈবস্বত মনুর তুল্য বলিয়া পরিসংখ্যাত। হে দ্বিজগণ! বিস্তৃতরূপে আনুপূর্ব্বিক এ সকল আপনাদের নিকট আমি বলিয়াছি।৫৫—৬৯। ঋষিগণ প্রশ্ন করিলেন, — কস্যপের বংশে চাক্ষুষ মনুর যে সকল বংশধর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই সকল বংশে অপর যাঁহারা সম্ভূত হইয়াছেন; আপনি তাঁহাদের বিবরণ আমাদের নিকট যথাযথ কীর্ত্তন করুন। সূত উত্তর করিলেন,—চাক্ষুষ মনুর সৃষ্টি সংক্ষেপে শ্রবণ করুন। চাক্ষুষ মনুর বংশে বেননন্দন প্রতাপবান্ পৃথু, প্রজাপতি দক্ষ এবং অন্যান্য

উত্তানপাদং জগ্রাহ পুত্রমত্রিঃ প্রজাপতিঃ।৭২
দক্ষকন্যা তু পুত্রাস্তেভ্যো ব্যাখ্যাস্যামীং প্রজাপতেঃ
স্বায়ম্ভুবেন মনুনা সন্তেহয়োঃ কারণং প্রতি।।
মন্বন্তরমথাসাদ্য ভবিষ্যৎ চাক্ষুষস্য হ।
ষষ্ঠং তদনুবক্ষ্যামি উপোদ্ঘাতেন বৈ দ্বিজাঃ
উত্তানপাদাচ্চতুরা সূনৃতা চিত্তভাবিনী।
ধর্ম্মস্য কন্যা ধর্ম্মজ্ঞা সূনৃতা নাম বিশ্রুতা।৭৫
উৎপন্না চাপি ধর্ম্মেণ ধ্রুবস্য জননী শুভা।
ধর্ম্মস্য পত্ন্যাং লক্ষ্ম্যাং বৈ উৎপন্না সা শুচিস্মিতা
ধ্রুবঞ্চ কীর্ত্তিমন্তঞ্চ অয়স্মন্তং বসুং তথা।
উত্তানপাদোহজনয়ৎ কন্যে দ্বে চ শুচিস্মিতে।।
মনস্বিনীং স্বরাঞ্চৈব তয়োঃ পুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
ধ্রুবো বর্ষসহস্রাণি দশ দিব্যানি বীর্য্যবান্।
তপস্তেপে নিরাহারঃ প্রার্থয়ন্ বিপুলং যশঃ।৭৭
ত্রেতাযুগে তু প্রথমে পৌত্রঃ স্বায়ম্ভুবস্য সঃ।
আত্মানং ধারয়ন্ যোগাৎ প্রার্থয়ন্ সুমহদ্যশঃ
তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ প্রীতো জ্যোতিষাং
স্থানমুত্তমম্।
আভূতসংপ্লবং হৃদ্যমস্তোদয়বিবর্জ্জিতম্।৭৯
তস্যা তমাত্রমৃদ্ধিঞ্চ মহিমানং নিরীক্ষ্য হ।
দৈত্যাসুরাণামাচার্য্যঃ শ্লোকমপ্যুশনা জগৌ।
অহোঽস্য তপসো বীর্য্যমহো শ্রুতমহো ব্রতম্
স্থিতঃ সপ্তর্ষয়ঃ কৃত্বা যদেনমুপরি ধ্রুবম্।।
ধ্রুবং দিবং সমাসক্তমীশ্বরঃ স দিবস্পতিঃ।
ধ্রুবাৎ পুষ্টিঞ্চ ভব্যঞ্চ ভূমিঃ সা সুষুবে নৃপৌ।
স্বাং ছায়ামাহ বৈ পুষ্টির্ভব নারী তু তাং বিভুঃ
সত্যাভিব্যাহৃতে তস্য সদ্যঃ স্ত্রী সাভবত্তদা।
দিব্যসংহননাচ্ছায়া দিব্যাভরণভূষিতা।।৮০
ছায়ায়াং পুষ্টিরাধত্ত পঞ্চ পুত্রানকল্মষান্।
প্রাচীনগর্ভং বৃষভং বৃকঞ্চ বৃকলং ধৃতিম্।৮১
পত্নী প্রাচীনগর্ভস্য সুবর্চ্চা সুষুবে নৃপম্।

প্রজাপতিগণ ও প্রচেতদগণ জন্ম গ্রহণ করেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে স্বায়ম্ভুব মনু কর্তৃক সৃষ্টির জন্য আদিষ্ট হইয়া দক্ষ প্রজাপতি প্রথমে উত্তানপাদকে সৃষ্টি করেন। অত্রি ঐ উত্তানপাদকে তৎকালে পৃথিবীর রাজা হইয়াছিলেন. হে দ্বিজগণ! প্রথমে এই মন্বন্তরের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, উপোদ্ঘাতাদি দ্বারা ভাবী ষষ্ঠ মন্বন্তরের বিবরণ ইহার পরে বলিব। ধর্ম্মের ঔরসে তদীয় পত্নী লক্ষ্মীর গর্ভে যে সুনৃতা নামে শুচিস্মিতা ধর্ম্মজ্ঞা, বিখ্যাত কন্যা উৎপন্ন হন, সেই ধর্ম্মকন্যা চতুরা চিত্তভাবিনী সুনৃতার গর্ভে রাজা উত্তানপাদ হইতে ধ্রুব কীর্ত্তিমান্ আয়ুষ্মান্ এবং ধনবান্ ছিলেন। মনস্বিনী ও স্বরা নামে রাজা উত্তানপাদের আরও দুইটী কন্যা জন্মে, ঐ কন্যাদ্বয় পরম পূতচরিত্র ছিলেন; ইহাঁদের সন্তান-সন্ততির বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র বীর্য্যবান্ ধ্রুব নিরাহারে দিব্য অযুত বৎসর তপস্যা করেন। তিনি যোগ দ্বারা স্বীয় আত্মাকে ধারণপূর্ব্বক সুমহান্ যশোলাভের জন্য তপস্যা করিলে ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অস্তোদয় বর্জ্জিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলের উত্তম মনোরম স্থান ধ্রুবলোক প্রদান করেন।৭০—৯৭। ইহাঁর অতিমাত্র তপঃসমৃদ্ধি ও মাহাত্ম্য দর্শনে দৈত্যদানবগণের আচার্য্য শুক্রাচার্য্য তৎকালে এইরূপ একটী শ্লোকগাথা গান করিয়াছিলেন,—"অহো! ইহাঁর কি তপোবল! কি বেদবিদ্যা! কি হুতাশন-সেবা! অহো! দিবস্পতি সাক্ষাৎ ঈশ্বর এই ধ্রুব, সপ্তর্ষিগণকেও পশ্চাদ্পদ করিয়া তাঁহাদের উপরিস্থিত ধ্রুব-স্বর্গে বাস করিতে সমর্থ হইবেন। ভূমি, ধ্রুব হইতে তুষ্টি ও ভব্যনামক নৃপদ্বয়কে প্রসব করেন। বিভু তুষ্টি স্বীয় ছায়াকে "তুমি একটী নারীরূপ ধারণ কর' এই সত্যবাক্য বলিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার ছায়া দিব্যাভরণভূষিতা, মনোহর দেহাবয়বশালিনী স্ত্রীরূপে পরিণতা

নাম্নোদারধিয়ং পুত্রমিন্দ্রোঽয়ঃ পূর্ব্বজন্মনি। ৮৫
সংবৎসরসহস্রান্তে সকৃদাহারমাহাৎ।
এবং মন্বন্তরং ভুক্তমিন্দ্রত্বং প্রাপ্তবান্ বিভুঃ। ৮৬
উদারধেঃ সুতং ভদ্রাজনয়ৎ সা দিবঞ্জয়ম্
রিপুং রিপুঞ্জয়ং জজ্ঞে বরাঙ্গী সা দিবঞ্জয়াৎ।।
রিপোরাধত্ত বৃহতী চাক্ষুষং সর্ব্বতেজসম্।
তস্য পুত্রো মনুর্বিদ্বান্ ব্রহ্মক্ষত্রপ্রবর্ত্তকঃ। ৮৮
ব্যজীজনৎ পুষ্করিণ্যাং বারুণ্যাং চাক্ষুষং মনুম্
প্রজাপতেরাত্মজায়ামরণ্যস্য মহাত্মনঃ। ৮৯
চাক্ষুষং নাম বিখ্যাতং মনুং ধর্ম্মার্থকোবিদম্
মনোরজায়ন্ত দশ নড্বলায়াং শুভাঃ সুতাঃ
কন্যায়াং বৈ মহাভাগ বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ।
উরুঃ পুরুঃ শতদ্যুম্নস্তপস্বী সত্যবাক্কবিঃ।
অগ্নিষ্টুদতিরাত্রশ্চ সুদ্যুম্নশ্চেতি তে নব।
অভিমন্যুশ্চ দশমো নড্বলায়াং মনোঃ সুতঃ।
উরোরজনয়ৎ পুত্রান্ ষড়াগ্নেয়ী মহাপ্রভান্।
অঙ্গং সুমনসং খ্যাতিং ক্রতুমঙ্গিরসং শিবম্।।
অঙ্গাৎ সুনীথাপত্যং বৈ বেনমেকং ব্যজায়ত।
অপচারেণ বেনস্য প্রকোপঃ সুমহানভূৎ। ৯৩
প্রজার্থমৃষয়স্তস্য মমন্থুর্দক্ষিণং করম্।
বেনস্য পাণৌ মথিতে সম্বভূব মহানৃপঃ।
বৈন্যো নাম মহীপালো যঃ পৃথুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
স ধন্বী কবচী জাতস্তেজসা প্রজ্বলন্নিব।
পৃথুর্বৈন্যঃ সর্ব্বলোকান্ ররক্ষ ক্ষত্রপূর্ব্বজঃ ।৯৪
রাজসূয়াভিষিক্তানামাদ্যঃ স পৃথুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
তস্য স্তবার্থমুৎপন্নৌ নিপুণৌ সূতমাগধৌ। ৯৫
তেনেয়ং গৌর্মহারাজ্ঞা দুগ্ধা সস্যানি ধীমতা।
প্রজানাং বৃত্তিকামানাং দৈবৈশ্চ ঋষিগণৈঃ সহ ।৯৬
পিতৃভির্দানবৈশ্চৈব গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোগণৈঃ
সর্পৈঃ পুণ্যজনৈশ্চৈব বীরুদ্ভিঃ পর্ব্বতৈস্তথা।।
তেষু তেষু তু পাত্রেষু দুহ্যমানা বসুন্ধরা।

হইলেন। তুষ্টি ছায়ার গর্ভে বীর্য্যাধান করিলে প্রাচীনগর্ভ, বৃষক, বৃক, বৃকল এবং ধৃতি এই পুণ্যবান্ পাঁচ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাচীনগর্ভের পত্নী সুবর্চ্চা রাজা উদারধীনামক এক পুত্র প্রসব করেন। এই উদারধী পূর্ব্বজন্মে ইন্দ্র ছিলেন। ইনি সহস্র সংবৎসরান্তে একবার মাত্র আহার করিতেন বলিয়া মন্বন্তরকালে ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উদারধী তৎপত্নী ভদ্রা দিবঞ্জয়কে প্রসব করেন। এই দিবঞ্জয় হইতে বরাঙ্গীর গর্ভে রিপু এবং রিপুঞ্জয় জন্ম গ্রহণ করেন রিপুর পত্নী বৃহতী। রিপুর ঔরসে বৃহতীর গর্ভে ব্রহ্মক্ষত্র প্রবর্ত্তক সর্ব্বতেজোময় বিদ্বান্ ধর্ম্মার্থকোবিদ বিখ্যাত চাক্ষুষ মনু, জন্মলাভ করেন। হে মহাভাগগণ! প্রসিদ্ধি আছে যে, ইনি বারুণ পুষ্করিণীতে জন্মগ্রহণ করেন। বৈরাজ প্রজাপতি মহাত্মা অরণ্যের কন্যা নড্বলা এই চাক্ষুষপত্নী। এই নড্বলার গর্ভে চাক্ষুষ মনুর ঔরসে উরু, পুরু, তপস্বী শতদ্যুম্ন, সত্যবাক্ কবি, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র ও সুদ্যুম্ন এবং অভিমন্যু এই দশ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। উরু হইতে আগ্নেয়ীর গর্ভে অঙ্গ, সুমনস, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও শিব এই মহাপ্রভাবশালী ছয় পুত্র জন্মে। অঙ্গ হইতে সুনীথার গর্ভে বেননামক এক পুত্র উৎপন্ন হয় এই বেন রাজার অত্যাচারে প্রজাগণ অত্যন্ত কুপিত হইলে প্রজারক্ষার্থ ঋষিগণ ইহাঁর দক্ষিণ বাহু মন্থন করেন। সেই মথিত বেন বাহু হইতে মহারাজ মহীপাল বেনতনয় পৃথুর জন্ম হয়। ধনু ও কবচযুক্ত সেই পৃথু জাতমাত্র প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ক্ষত্রিয়গণের অগ্রজ পৃথু নিখিল প্রজাকে পালন করিয়াছিলেন এবং এই বসুধাধিপই রাজসূয়াদি অভিষেকের প্রথম প্রবর্ত্তক। ইহাঁকে স্তব করিবার জন্য সুনিপুণ সূত মাগধগণ নিযুক্ত ছিল। এই ধীমান মহারাজ পৃথুই প্রজাগণের বৃত্তি কামনায় গোরূপধারিণী পৃথিবীকে দোহন করিয়া তাঁহাকে শস্যশালিনী করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে দেবগণ ও ঋষিগণ দ্বারা তৎপর ক্রমে পিতৃগণ, দানবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, নিখিল পুণ্য জনগণ,

প্রাদাদ্‌যথেপ্সিতং ক্ষীরং তেন লোকাংস্তধারয়ৎ

ঋষয় ঊচুঃ।

বিস্তরেণ পৃথোর্জন্ম কীর্ত্তয়ে মহামতে।
যথা মহাত্মনা দুগ্ধা পূর্ব্বং তেন বসুন্ধরা।।৯৯
যথা দেবৈশ্চ নাগৈশ্চ যথা ব্রহ্মর্ষিভিঃ সহ
যথা যক্ষৈঃ সগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভির্যথা পুরা।
যথাযথা চ তৈর্দুগ্ধা বিধিনা যেন যেন চ।।১০০
তেষাং পাত্রবিশেষাংশ্চ দোগ্ধারং ক্ষীরমেব চ
তথা বৎসবিশেষাংশ্চ তন্নঃ প্রব্রূহি পৃচ্ছতাম্।।
যস্মিংশ্চ কারণে পাণির্বেণস্য মথিতঃ পুরা
ক্রুদ্ধৈর্মহর্ষিভিঃ পূর্ব্বং তৎসর্ব্বং কথয়স্ব নঃ।।

সূত উবাচ।

বর্ণয়িষ্যামি বো বিপ্রাঃ পৃথোর্বৈণ্যস্য সম্ভবম্।
একাগ্রাঃ প্রযতাশ্চৈব শুশ্রূষধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ।
নাশুচের্নাপি পাপায় নাশিষ্যায়াহিতায় চ।
বর্ণয়েয়মিমং পুণ্যং নাব্রতায় কথঞ্চন।।১০৪
স্বর্গং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
রহস্যমৃষিভিঃ প্রোক্তং শৃণুয়াদ্যোহনসূয়কঃ।
যশ্চেমং শ্রাবয়েন্মর্ত্ত্যঃ পৃথোর্বৈণস্য সম্ভবম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ন স শোচেৎ কৃতাকৃতম্
গোপ্তা ধর্ম্মস্য রাজাসৌ বভূবাত্রিসমঃ প্রভুঃ।।
অত্রিবংশসমুৎপন্নো হ্যঙ্গো নাম প্রজাপতিঃ
যস্য পুত্রোহভবদ্বেণো নাত্যর্থ ধার্ম্মিকস্তথা।।
জাতো মৃত্যুসুতায়াং বৈ সুনীথায়াং প্রজাপতিঃ
স মাতামহদোষেণ বেণঃ কালাত্মজাত্মজঃ।।
স ধর্ম্মং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কামাল্লোভে ব্যবর্ত্তত।
স্থাপনং স্থাপয়ামাস ধর্ম্মাপেতং স পার্থিবঃ।।
বেদশাস্ত্রাণ্যতিক্রম্য হ্যধর্ম্মে নিরতোহভবৎ।
নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারাঃ প্রজাস্তস্মিন্ প্রজাপতি

বীরুধ, পর্ব্বত; এই সকল দ্বারা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ধরিত্রীর দোহন করাইয়াছিলেন। পৃথু কর্ত্তৃক বসুধা এইরূপে দুহ্যমানা হইয়া প্রত্যেক পাত্রেই অভীপ্সিত ক্ষীর প্রদান করিলেন এবং সেই ক্ষীরপানেই ত্রিলোক প্রতিষ্ঠিত হইল। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামতে। পূর্ব্বকালে সেই যে মহাত্মা পৃথু বসুধা দোহন করিয়াছিলেন, তাঁহার জন্ম এবং তিনি দেব, নাগ, ব্রহ্মর্ষি যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব অপ্সরোগণ দ্বারা যে যেরূপে দোহন করান ও এই দোহন কার্য্যের পাত্র, দোগ্ধা, ক্ষীর ও বৎস কি কি ছিল, এ সকল জানিবার জন্য আমাদিগের অভিলাষ হইতেছে, অতএব বিস্তারপূর্ব্বক এই সকল বিবরণ এবং পূর্ব্বকালে যে কারণে ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বেনপাণি মথিত করেন, তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। সূত উত্তর করিলেন,—হে বিপ্রগণ! বেনের উৎপত্তিবিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনারা প্রযত হইয়া একাগ্রমনে শ্রবণ করুন। অশুচি, পাপী, অহিতকারী বা ব্রতহীন ব্যক্তি এবং নিজ শিষ্য ভিন্ন অপর কাহাকেও এই আখ্যান বলা বিধেয় নহে। স্বর্গজনক যশস্য আয়ুষ্য পুণ্য, বেদ-সম্মিত, গোপনীয়, ঋষিগণ-কথিত এই আখ্যান, অসূয়াবিহীন ব্যক্তিই শ্রবণ করিবেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে নমস্কারপূর্ব্বক এই বেন ও পৃথু-জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করান, তাঁহার কৃতাকৃত কিছুই থাকে না। রাজা যেন অত্রির ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন ও ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন। ৮০—১০৮। অত্রিবংশে প্রজাপতি অঙ্গ সমুৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র বেন। এই বেনের মত অধার্ম্মিক তৎকালে কেহই ছিলেন না। প্রজাপতি অঙ্গ মৃত্যুর কন্যা সুনীথার পাণিগ্রহণ করেন। ঐ সুনীথার পাণিগ্রহণ করেন ঐ সুনীথার গর্ভেই অঙ্গের ঔরসে বেনের জন্ম হয়। কালকন্যার গর্ভজাত বেণ মাতামহদোষে ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হন এবং তিনি লোভাকৃষ্ট হইয়া পড়েন। বেন বেদশাস্ত্র অতিক্রমপূর্ব্বক অধর্ম্মনিরত হইয়া রাজ্যমধ্যে শাস্ত্রবিগর্হিত মত স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে রাজ্য হইতে বেদাধ্যয়ন ও বষট্‌কার তিরোহিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যে যজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত হইত না এবং দেবগণও

আসন্ন চ পুপুঃ সোমং হুতং যজ্ঞেষু দেবতাঃ।।
ন যষ্টব্যং ন হোতব্যমিতি তস্য প্রজাপতেঃ।
আসীৎ প্রতিজ্ঞা ক্রূরেয়ং বিনাশে প্রত্যুপস্থিতে
অহমিজ্যশ্চ পূজ্যশ্চ সর্ব্বযজ্ঞে দ্বিজাতিভিঃ।
ময়ি যজ্ঞো বিধাতব্যো ময়ি হোতব্যমিত্যপি।।
তমতিক্রান্তমর্য্যাদমাদদানমসাম্প্রতম্।
ঊচুর্মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে মরীচিপ্রমুখাস্তদা।।১১৩
বয়ং দীক্ষাং প্রবেক্ষ্যামঃ সংবৎসরশতান বহূন্
মাধর্ম্মং বেন কার্ষীস্ত্বং নৈষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
নিধনে চ প্রসূতোঽসি প্রজাপতিরসংশয়ঃ।।১১৪
পালয়িষ্যে প্রজাশ্চেতি ত্বয়া পূর্ব্বং প্রতিশ্রুতম্
তাংস্তথবাদিনঃ সর্ব্বান ব্রহ্মর্ষীনব্রবীত্তদা।।
স প্রহস্য তু দুর্ব্বুদ্ধিরিদং বচনকোবিদঃ।
স্রষ্টা ধর্ম্মস্য কশ্চান্যঃ শ্রোতব্যং কস্য বৈ ময়া।।
বীর্য্যশ্রুততপঃসত্যৈর্ময়া বা কঃ সমো ভুবি।
মহাত্মানমনূনং মাং যূয়ং জানীত তত্ত্বতঃ।।১১৭
প্রভবং সর্ব্বলোকনাং ধর্ম্মাণাং চ বিশেষতঃ।
ইচ্ছন্ দহেয়ং পৃথিবীং প্লাবয়েয়ং জলেন বা।
সৃজেয়ং বা গ্রসেয়ং বা নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
যদান শক্যতে স্তম্ভান্মানাচ্চ মোহিতঃ
অনুনেতুং নৃপো বেনস্ততঃ ক্রুদ্ধা
মহর্ষয়ঃ।।১১৯
নিগৃহ্য তং মহাবাহুং বিস্ফুরন্তং যথানলম্।
ততোহস্য বামহস্তং তে মমন্থুর্জাতকোপিতাঃ।
তস্মাৎ প্রমথ্যমানাদ্বৈ জজ্ঞে পূর্ব্বমিতিশ্রুতঃ
হ্রস্বোঽতিমাত্রং পুরুষঃ কৃষ্ণশ্চাপি তথা দ্বিজাঃ
স ভীতঃ প্রাঞ্জলিশ্চৈব স্থিতবান্ ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ
তমার্ত্তং বিহ্বলং দৃষ্ট্বা নিষীদেত্যব্রুবন্ কিল।।
নিষাদবংশকর্ত্তাসৌ বভূবানন্তবিক্রমঃ।

সোমপানে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। "কেহ যজ্ঞ করিও না, কেহ হুতাশনে আহুতি প্রদান করিও না" আসন্নমৃত্যু বেনের এইরূপ ক্রূর প্রতিজ্ঞা ছিল। তিনি বলিতেন,—"আমিই যজ্ঞ, আমিই পূজ্য, দ্বিজাতিগণকর্ত্তৃক সকল যজ্ঞে আমিই পূজিত, অতএব তোমারা আমাকেই পূজা কর। আমাতেই আহুতি প্রদান কর।" অনন্তর মরীচিপ্রমুখ মহর্ষিগণ সেই অতিক্রান্ত-মর্য্যাদ অবিনয়ী বেনকে বলিলেন, "হে বেন! আমরা বহুশত বৎসরসাধ্য যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া বাস করিব। তুমি কোনও অধর্ম্ম আচরণ করিও না। কেন না, তুমি যাহা করিতেছ, ইহা সনাতন ধর্ম্ম নহে। আরও দেখ, তুমি প্রজাপালন করিবে, পূর্ব্বকালে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; এখন কিনা তুমি প্রজাপতি হইয়া প্রজাকুলের নিধনবাসনায় অভ্যুত্থিত হইয়াছ ব্রহ্মর্ষিগণ তৎকালে এইরূপ বলিলে বচনবিশারদ দুর্ব্বুদ্ধি বেন হাস্য পূর্ব্বক তাঁহাদিগের কথার এইরূপ উত্তর করিল,—আমি ভিন্ন অন্যকে আর ধর্ম্মের স্রষ্টা আছে, আর আমার শ্রোতব্যই বা কি! এ সংসারে বীর্য্য, বিদ্যা, তপস্যা সত্যে কে আমার সমান! আপনারা সত্যসত্যই জানিবেন, আমি মহাত্মা এবং কোন অংশে হইতেই আমি ন্যূন নহি। নিখিল লোক ও বিশেষতঃ ধর্ম্ম আমা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে, আমি ইচ্ছা করিলে এই পৃথিবীকে দগ্ধ বা জলধারা প্লাবিত করিতে পারি; অথবা আমি এই পৃথিবীকে সৃষ্টি বা গ্রাসও করিতে পারি। ইহাতে কোন সংশয় করিবেন না।১০৭—১১৮। অনন্তর মহর্ষিগণ যখন অতি দর্পী, অভিমানী ও অতি মোহাচ্ছন্ন বেনকে বশে আনয়ন করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অনলের ন্যায় প্রদীপ্ত মহাবাহু বেনকে গ্রহণপূর্ব্বক অত্যন্ত রোষসহকারে তদীয় বামবাহু মন্থন করিতে লাগিলেন। অনন্তর হে দ্বিজগণ! ঋষিগণ তাঁহার বামবাহু মথিত করিতে থাকিলে সেই মথ্যমান বাহু হইতে এক অতিহ্রস্ব কৃষ্ণকায় পুরুষ জন্মগ্রহণ করিল। ঐ পুরুষ ভীত ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক অবস্থিত হইলে সেই বিহ্বল আর্ত্ত পুরুষকে সন্দর্শন করিয়া মহর্ষিগণ "নিষীদ" এই কথা বলিলেন। অনন্তর বেনের

ধীবরানসৃজদ্ যোঽপি বেনকল্মষসম্ভবান্ ।।১২৩
যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়াস্তুম্বুরাস্তুবরাঃ খসাঃ ।
অধর্ম্মরুচয়স্তাপি সম্ভূতা বেনকল্মষাৎ ।।১২৪
পুনর্মহর্ষয়স্তস্য পাণিং বেনস্য দক্ষিণম্
অরণীমিব সংরব্ধা মমন্থুর্জাতমন্যবঃ ।।১২৫
পৃথুস্তস্মাৎ সমুৎপন্নঃ করাজ্জ্বলনতেজসঃ।
পৃথোঃ করতলাদ্বাপি যস্মাজ্জাতঃ পৃথুস্ততঃ
দীপ্যমানঃ স্ববপুষা সাক্ষাদগ্নিরিবোজ্জ্বলন্ ।১২৬
আদ্যমাজগবং নাম ধনুর্গৃহ্য মহারবম্।
শরাংশ্চ দিব্যরক্ষার্থং কবচং চ মহাপ্রভম্। ১২৭
তস্মিন্ জাতেঽথ ভূতানি সম্প্রহৃষ্টানি সর্ব্বশঃ
সমুৎপন্নে মহারাজ্ঞি স সৎপুত্রেণ ধীমতা
ত্রাতঃ স পুরুষব্যাঘ্রঃ পুন্নাম্নো নরকাত্তদা ।।
তং নদ্যশ্চ সমুদ্রাশ্চ রত্নান্যাদায় সর্ব্বশঃ
অভিষেকায় তোয়ং চ সর্ব্বে এবোপতস্থিরে।
পিতামহশ্চ ভগবানঙ্গিরোভিঃ সহামরৈঃ।
স্থাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি চ সর্ব্বশঃ।।১৩১
সমাগম্য তদা বৈন্যমভ্যষিঞ্চন্নরাধিপম্।
মহতা রাজরাজ্যেন মহারাজং মহাদ্যুতিম্।।
সোঽভিষিক্তো মহারাজো দেবৈরঙ্গিরসঃ সুতৈঃ
আদিরাজো মহারাজঃ পৃথুর্বৈন্যঃ প্রতাপবান্
পিত্রাপরঞ্জিতাস্তস্য প্রজাস্তেনানুরঞ্জিতাঃ ।।
আপস্তস্তম্ভিরে চাস্য সমুদ্রমভিযাস্যতঃ।
পর্ব্বতাশ্চ বিশীর্য্যন্ত ধ্বজভঙ্গশ্চ
নাভবৎ ।।১৩৫
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সিধ্যন্ত্যন্নানি চিন্তয়া।
সর্ব্বকামদুঘা গাবঃ পুটকে পুটকে মধু ।।১৩৬
এতস্মিন্নেব কালে চ যজ্ঞে পৈতামহে শুভে।

পাণি হইতে সম্ভূত সেই অনন্তবিক্রম পুরুষ নিষাদগণের বংশকর্ত্তা হইয়া অনেক ধীবর সৃষ্টি করিল। পরে ঐ পুরুষ হইতে অধর্ম্মরুচি তুম্বুর, তুবর ও খসগণ সমুৎপন্ন হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে বাস করিতে লাগিল। অতঃপর ক্রুদ্ধ মহর্ষিগণ পুনরায় অরণীর ন্যায় বেনের দক্ষিণ পাণি মন্থন করিলে আজ্বলিত সমতল করতলের তেজ হইতে এক পুরুষ জন্ম করিলেন। পৃথুকরতল হইতে জন্ম হয় বলিয়া ইহাঁর নাম হইল পৃথু. এই পুরুষপ্রবর স্বীয় বপু দ্বারা দীপ্যমান হইয়া জাজ্বল্যমান বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ইনি আজগব নামক মহানিস্বন ধনু, প্রজাগণের রক্ষণার্থ শর এবং মহাপ্রভাবশালী কবচ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইলেন। এই মহাপুরুষের আবির্ভাবে নিখিল প্রাণিগণ প্রহৃষ্ট হইল এবং এই মহারাজ অবতীর্ণ হইলে পুরুষশার্দ্দূল রাজর্ষি বেনও সৎপুত্র দ্বারা পুন্নামনরক হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহার অভিষেকের জন্য সকল দিক্ হইতে নদী ও সাগরসমূহ রত্নাদি ও জল আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিল। অঙ্গিরা ও অপরাপর অমরনিকর সহ ভগবান পিতামহ ব্রহ্মা, এমন কি নিখিল স্থাবর জঙ্গম তথায় আগমনপূর্ব্বক সেই নরাধিপ পৃথুর অভিষেকক্রিয়া সমাধা করিলেন। আদিরাজ মহারাজ বেনতনয় প্রতাপবান্ পৃথু—দেব ও অঙ্গিরার তনয়গণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া এই বিপুল পৃথিবীরাজ্যে মহারাজ শ্রীসম্পন্ন হইলেন। ১১৯—১৩৩। পিতা কর্ত্তৃক উৎপীড়িত প্রজাগণকে অনুরঞ্জিত করিয়া পৃথু তৎকালে প্রজানুরাগবশে রাজা আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পালনগুণে সমুদ্রগামী জল আর স্তম্ভিত হইল না, পর্ব্বতগণ বিশীর্ণ বা ধ্বজভঙ্গ হইল না। পৃথিবী বিনাকর্ষণে কেবল চিন্তামাত্রেই প্রচুর শস্য প্রদান করিতে লাগিল। গোগণ নিখিল কাম্যবস্তু প্রদান করিল এবং প্রতিপাত্রেই মধু সঞ্চিত হইতে থাকিল। এই সময় পিতামহ ব্রহ্মা একটী শোভন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তখন সুতী হইতে সূত জন্মগ্রহণ করে; অনন্তর এই সূত-জন্মদিনে যজ্ঞ হইতে

সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেঽহনি মহামতিঃ
তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে জজ্ঞে প্রাজ্ঞোঽথ মাগধঃ
সামগেষু তু গায়ৎসু সুগণ্ডাণ্ডে বৈশ্বদেবকে।
সামগানে সমুৎপন্নস্তস্মান্মাগধ উচ্যতে।
ঐন্দ্রেণ হবিষা চাপি হবিঃ পৃক্তং বৃহস্পতেঃ।
জুহাবেন্দ্রায় দেবেন ততঃ সূতো ব্যজায়ত।।
প্রমাদস্তত্র সঞ্জজ্ঞে প্রায়শ্চিত্তং চ কর্ম্মসু।
শিষ্যহব্যেন যৎপৃক্তমভিভূতং গুরোর্হবিঃ।
অধরোত্তরচারেণ জজ্ঞে তদ্বর্ণবৈকৃতম্।।১৩৯
যচ্চ ক্ষত্রাৎ সমভবদ্‌ব্রাহ্মণ্যাং হীনযোনিতঃ
সূতঃ পূর্ব্বেণ সাধর্ম্ম্যাত্তুল্যধর্ম্মা প্রকীর্ত্তিতঃ।।
মধ্যমো হ্যেষ সূতস্য ধর্ম্মঃ ক্ষত্রোপজীবনম্।
রথনাগাশ্বচরিতং জঘন্যং চ চিকিৎসিতম্।।
পৃথোস্তবার্থং তৌ তত্র সমাহূতৌ সুরর্ষিভিঃ
তাবূচুর্ম্মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তূয়তামেষ পার্থিবঃ।
কর্ম্মৈতদনুরূপং বাং পাত্রং স্তোত্রস্য চাপ্যয়ম্।
তাবূচতুস্তদা সর্ব্বাংস্তানৃষীন্ সূতমাগধৌ
আবাং দেবানৃষীংশ্চৈব প্রীণয়াবঃ স্বকর্ম্মভিঃ।।
ন চাস্য কর্ম্ম বৈ বিদ্মো ন তথা লক্ষণং যশঃ
স্তোত্রং যেনাস্য কুর্য্যাবো রাজ্ঞস্তেজস্বিনো
দ্বিজাঃ।।১৪৪
ঋষিভিস্তৌ নিযুক্তৌ তু ভবিষ্যৈঃ স্তূয়তামিতি
দানধর্ম্মরতো নিত্যং সত্যবাক্ সংযতেন্দ্রিয়ঃ
জ্ঞানশীলো বদান্যশ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতঃ।।
যানি কর্ম্মাণি কৃতবান্ পৃথুশ্চাপি মহাবলঃ।
তানি গীতেন বদ্ধানি স্তুবন্তি সূতমাগধৈঃ।
ততস্তবান্তে সুপ্রীতঃ পৃথুঃ প্রাদাৎ প্রজেশ্বরঃ
অনূপদেশং সূতায় মগধান্মাগধায় চ।।১৪৭

মহামতি মাগধ ও সমুৎপন্ন হয়। এই যজ্ঞে সাম গীত হইতে থাকিলে তচ্ছ্রবণে হোতা অন্যমনস্ক হইয়া বিশ্বদেবসম্বন্ধীয় স্রুক্‌ভাণ্ডে ঐন্দ্র হবি বৃহস্পতি হবির সঙ্গে সম্পৃক্ত করিয়া ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে হবন করায় সূত জন্মগ্রহণ করেন। সামগান কালে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া অপর উৎপন্ন পুরুষের নাম হয় মাগধ। পূর্ব্বোক্ত প্রমাদহেতু এই যজ্ঞক্রিয়ায় বিশ্বদেব ও ইন্দ্র এই শিষ্যের হবির সঙ্গে মিলিত হওয়ায় গুরুর হবিঃ অভিভূত হইয়াছিল; এজন্য পাপসঞ্চয় হয়। যজ্ঞের এই বিপরীত অপচার হেতুই ইহাদের জাতিবিকৃতি ঘটিয়াছিল। এই সূত ক্ষত্রিয় হইতে হীন যোনি-জাত হইলেও যজ্ঞপ্রভব বলিয়াই ব্রাহ্মণ্য সম্পন্ন হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই ইহাদের নিজ ধর্ম্ম বলিয়া প্রধানরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ক্ষত্রধর্ম্ম দ্বারা জীবনধারণ করা ইহাদের মধ্যম ধর্ম্ম এবং রথ-গজাদির পরিচালন, চরিত্রকীর্ত্তন ও চিকিৎসা এ সকল তাহাদের জঘন্যবৃত্তি। সুরর্ষিগণ রাজা পৃথুর স্তব করিবার জন্য ইহাদিগকে আহ্বান করেন এবং "তোমরা এই রাজার স্তব কর" এইরূপ আদেশ প্রদান করেন। মুনিগণ আরও বলেন—হে সত্তমদ্বয়! আমরা যে এই নির্দ্দেশ করিতেছি, ইহা তোমাদেরই উপযুক্ত কার্য্য এবং এই রাজা পৃথুও স্তবের যোগ্য। অনন্তর সূত ও মাগধ ঋষিগণ সমীপে নিবেদন করিল,—হে দ্বিজগণ! আমরা স্বীয় স্বীয় কর্ম্মদ্বারা দেব ও ঋষিগণের প্রীতিসাধন করিয়া থাকি। কিন্তু এই তেজস্বী রাজা পৃথুর গুণ, কর্ম্ম, যশ, লক্ষণ, এ সকল আমরা কিছুই জানি না, অতএব কেমন করিয়া ইঁহার স্তব করিব? ১৩৪—১৪৪। ঋষিগণ বলিলেন,—নিত্য দান-ধর্ম্ম-রত সত্যবাক্ সংযতেন্দ্রিয়, জ্ঞানশীল, বদান্য এবং সংগ্রামে অপরাজিত মহাবল পৃথু যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে যে সকল সৎকার্য্য করিবেন, এই সকল ইহার চরিত্রের সহিত সম্মিলিত করিয়া তোমরা ইঁহার স্তুতিগাথা গান কর। অনন্তর ঋষিগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সূত ও মাগধ তাঁহার ঐরূপ স্তব করিলে প্রজানাথ পৃথু তাহাদের প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়া সূতকে অনুপদেশ এবং মাগধকে মগধদেশ দান করিলেন। হে দ্বিজগণ এই পৃথুর

তদা বৈ পৃথিবীপালাঃ স্তূয়ন্তে সূতমাগধৈঃ।
আশীর্ব্বাদৈঃ প্রবোধ্যন্তে সূতমাগধবন্দিভিঃ।
তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতাঃ প্রজাঃ ঊচুর্মহর্ষয়ঃ।
এষ বো বৃত্তিদো বৈন্যো ভবিষ্যতি নরাধিপঃ।।
ততো বৈন্যং মহাভাগং প্রজাঃ সমভিদুদ্রুবুঃ।
ত্বং নো বৃত্তিং বিধৎস্বেতি মহর্ষের্ব্বচনাত্তদা।
সোঽভিদ্রুতঃ প্রজাভিস্তু প্রজাহিতচিকীর্ষয়া।
ধনুর্গৃহীত্বা বাণাংশ্চ বসুধামার্দ্দয়দ্বলী।
অস্যার্দ্দনভয়ত্রস্তা গৌর্ভূত্বা প্রাদ্রবন্মহী।।১৫১
তাং পৃথুর্দ্ধনুরাদায় প্রদ্রবন্তীমধাবত।
সা লোকান্ ব্রহ্মলোকাদীন্ গত্বা বৈন্যভয়াত্তদা
দদর্শ চাগ্রতো বৈন্যং কার্ম্মুকোদ্যতধারিণম্।
জ্বলদ্ভির্বিশিখৈর্বাণৈর্দীপ্ততেজসমচ্যুতম্।
মহাযোগং মহাত্মানং দুর্দ্ধর্ষমমরৈরপি।।১৫৩
অলভন্তী তদা ত্রাণং বৈন্যমেবাভ্যপদ্যত।
কৃতাঞ্জলিপুটা দেবী পূজ্যা লোকৈস্ত্রিভিঃ সদা
উবাচ বৈন্যং নাধর্ম্মং স্ত্রীবধে পরিপশ্যসি।
কথং ধারয়িতা চাসি প্রজা রাজন্ ময়া বিনা।।
ময়ি লোকাঃ স্থিতা রাজন ময়েদং ধার্য্যতে জগৎ
মদৃতে চ বিনশ্যেয়ুঃ প্রজাঃ পার্থিবসত্তম। ১৫৬
ন মামর্হসি বৈ হন্তুং শ্রেয়শ্চেত্ত্বং চিকীর্ষসি।
প্রজানাং পৃথিবীপাল শৃণু চেদং বচো মম।।
উপায়তঃ সমারব্ধাঃ সর্ব্বে সিদ্ধ্যন্ত্যুপক্রমাঃ।
হত্বাপি মাং ন শক্তস্ত্বং প্রজানাং পালনে নৃপ।
অন্নভূতা ভবিষ্যামি জহি কোপং মহাদ্যুতে।

সময় হইতেই মহীপালগণ আশীর্ব্বাদ ও প্রবোধবাক্যে সূত, মাগধ ও বন্দিগণ দ্বারা স্তুত হইয়া আসিতেছেন। অনন্তর মহর্ষিগণ পৃথুকে সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং প্রজাগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"হে প্রজাগণ। এই নরাধিপ বেন-তনয় পৃথু তোমাদিগকে বৃত্তিবিধান করিবেন।" তৎপর মুনিগণের বচনগৌরবে প্রজাকুল বেনতনয় মহাভাগ পৃথুর প্রতি প্রধাবিত হইয়া তাঁহাকে বলিল,—"হে রাজন্! মহর্ষিগণ বলিয়াছেন, আপনি আমাদের বৃত্তিবিধান করিবেন, অতএব এখন তাহাই সম্পন্ন করুন।" মহারাজ পৃথু প্রজাগণ কর্তৃক এরূপে উপদ্রুত হইয়া তাহাদের হিতকামনায় ধনু ও বাণগ্রহণপূর্ব্বক বসুধাকে অর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। পৃথিবীও পৃথুপ্রদত্ত পীড়ায় ভীত হইয়া গো-রূপ ধারণপূর্ব্বক দৌড়াইতে লাগিলেন। তখন পৃথু ধনু ধারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইলেন। পৃথিবীও তৎকালে বেনতনয় পৃথু হইতে ত্রস্ত হইয়া ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত ভুবন পর্য্যটন করিলেন। তিনি সেখানে গমন করেন সর্ব্বত্রই দেখিতে লাগিলেন,—যেন প্রজ্বলিত অনলতুল্য অপরিমিত জ্যোতিঃসম্পন্ন, শাণিত বাণধারী, উদ্যতকার্ম্মুক, অমর-দুর্দ্ধর্ষ সেই মহাযোগী মহাত্মা পৃথু তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। অনন্তর বসুমতী কোন মতেই পরিত্রাণ না পাইয়া বেতনয় বেতনয় পৃথুর শরণ লইলেন। তখন ত্রিলোকপূজ্যা বসুন্ধরা দেবী বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—হে রাজন! স্ত্রীবধে যে অধর্ম্ম হয়, তাহা কি আপনি দেখিতেছেন না? আপনি আমাকে বিনষ্ট করিয়া কিরূপে প্রজাপালন করিবেন? হে প্রভো! আমাকেই নিখিল লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং আমিই এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়াছি। হে পার্থিবসত্তম! আমার অভাবে প্রজাগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ১৪৫—১৫৬। যদি আপনি নিজের ও আপনার প্রজাগণের মঙ্গল করিতে অভিলাষী হন, তবে আমাকে বিনষ্ট করিবেন না। হে পৃথিবীপাল! আমার এই বাক্য শ্রবণ করুন যথাযথ উপায় অবলম্বন করিলে সকল অধ্যবসায়ই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু হে নৃপ! আমাকে বধ করিয়া আপনি আপনার প্রজাপালনে কখনই সমর্থ হইবেন না। হে মহাদ্যুতে! আমি অন্নরূপ ধারণ করিতেছি, আপনি কোপ পরিত্যাগ করুন, দেখুন, মনুষ্যের

অবধ্যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ প্রাহুস্তির্য্যগ্‌যোনিগতেষ্বপি।
সত্ত্বেবং পৃথিবীপাল ধর্ম্মং ন ত্যক্তুমর্হসি।।১৫৯
এবং বহুবিধং বাক্যং শ্রুত্বা রাজা মহামনাঃ।
ক্রোধং নিগৃহ্য ধর্ম্মাত্মা বসুধামিদমব্রবীৎ।।৬০
একস্যার্থায় যো হন্যাদাত্মনো বা পরস্য বা।
একং প্রাণং বহূন্ বাপি কামং তস্যাস্তি পাতকম্
যস্মিংস্তু নিহতে ভদ্রে লভন্তে বহবঃ সুখম্।
তস্মিন্ হতে শুভে নাস্তি পাতকং চোপপাতকম্
সোহহং প্রজানিমিত্তং ত্বাং বধিষ্যামি বসুন্ধরে
যদি মে বচনং নাদ্য করিষ্যসি জগদ্ধিতম্।।
ত্বাং নিহত্যাদ্য বাণেন মচ্ছাসনপরাঙ্মুখীম্।
আত্মানং প্রথয়িত্বেহ ধারয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ।।
সা ত্বং বচনমাসাদ্য মম ধর্ম্মভৃতাংবরে।
সঞ্জীবয় প্রজা নিত্যং শক্তা হ্যসি ন সংশয়ঃ।।
দুহিতৃত্বঞ্চ মে গচ্ছ এবমেতং মহত্তরম্।
নিযচ্ছে ত্বাং তু ধর্ম্মার্থং প্রযুক্তং ঘোরদর্শনে।।
প্রত্যুবাচ ততো বৈন্যমেবমুক্তা সতী মহী।
এবমেতদহং রাজন্ বিধাস্যামি ন সংশয়ঃ।।১৬৭
বৎসন্তু মম তং বচ্ছ ক্ষরেয়ং যেন বৎসলা।
সমাঞ্চ কুরু সর্ব্বত্র মাং ত্বং ধর্ম্মভৃতাং বর।।
যথা বিষ্যন্দমানঞ্চ বৈন্যস্তেন শৈলা স্ববর্দ্ধিতাঃ
তত উৎসারয়ামাস শিলাজালানি সর্ব্বশঃ।
ধনুষ্কোট্যা ততো বৈন্যাস্তেন শৈলা বিবর্দ্ধিতাঃ
মন্বন্তরেষ্বতীতেষু বিষমাসীদ্বসুন্ধরা।
স্বভাবেনাভবংস্তস্যাঃ সমানি বিষমাণি চ।।১৭০
ন হি পূর্ব্ববিসর্গে বৈ বিষমে পৃথিবীতলে
প্রবিভাগঃ পুরাণাং বা গ্রামাণাং বাপি বিদ্যতে
ন শস্যানি ন গোরক্ষা ন কৃষির্ন বণিক্পথঃ।

ত কথাই নাই, শাস্ত্রকারগণ তির্য্যগ-যোনি-জাত স্ত্রীজাতিও অবধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব হে পৃথিবীপাল! আপনি এই সব জানিয়া শুনিয়া ধর্ম্মত্যাগ করিবেন না। অনন্তর মহামনা ধর্ম্মাত্মা রাজা পৃথু পৃথিবীর এই রূপ বহুবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধকে নিগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে বলিতে লাগিলেন,—হে ভদ্রে। যে একের জন্য আপনার কি অপরের কে কি বহুগণ বিনষ্ট করে, তাহার পাতক হইয়া থাকে; আর যে একজন নিহত হইলে বহুলোক সুখলাভ করে, হে শুভে! তাহার বধে পাতক বা উপপাতক নাই; অতএব হে বসুন্ধরে। আমি প্রজারক্ষার নিমিত্ত তোমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি। দেখ, তুমি যদি অদ্য আমার এই জগৎহিতকর বাক্যের প্রতি অনাদর কর, তবে তোমাকে বাণদ্বারা নিহত করিয়া আমি স্বয়ংই আত্মশরীর বিস্তার করিয়া প্রজাগণকে ধারণ করিব। আর দেখ, তুমি আমার আদেশ পালনে সম্পূর্ণ সমর্থা, ইহাতে সন্দেহ নাই; অতএব হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠে। তুমি আমার শাসন গ্রহণপূর্ব্বক সতত প্রজাগণের জীবন দান কর। হে ঘোরদর্শনে। তুমি আমার কন্যাত্ব প্রাপ্ত হও। ধর্ম্মরক্ষার জন্য তোমাকে আমি এই শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করিলাম। এইরূপ অভিহিত হইয়া পৃথিবী পৃথুর কথার উত্তরে বলিলেন,—হে রাজন্! আমি আপনার এই নির্দেশ পালন করিব, সংশয় নাই; কিন্তু হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার দোহন জন্য এইরূপ একটী উপযুক্ত বৎস প্রদান করুন, যেন তাহাকে দর্শন করিয়া আমার বাৎসল্যভাবের উদয় হয়। এইরূপ হইলেই আমি অমৃত ক্ষরণ করিতে পারিব আর আপনি আমার অসমান শরীরকে এরূপভাবে সমান করিয়া দিউন যেন সর্ব্বত্রই সমানরূপে ক্ষরিত ক্ষীর সকলেই প্রাপ্ত হইতে পারে। ১৫৭—১৬৮। অনন্তর বেনন্দন রাজা পৃথু ধনুষ্কোটি দ্বারা সমস্ত স্থান হইতে শিলা সকল উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। হে ঋষিগণ! পূর্ব্ব মন্বন্তরে শৈল সকল এরূপভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, পৃথিবী স্বভাবতই কোথাও সমান, কোথাও বা অসমানরূপে বিদ্যমান ছিল। পূর্ব্বসৃষ্টিতে এই বিষম পৃথিবীতলে প্রজা ও গ্রামসমূহের বিভাগ, শস্য, গোরক্ষা বা বণিক্পথ—ইহার কিছুই ছিল না।

চাক্ষুষস্যান্তরে পূর্ব্বমেতদাসীৎ পুরা কিল।
বৈবস্বতেঽন্তরে তস্মিন্ সর্ব্বস্যৈতস্য সম্ভবঃ ।
সমত্বং যত্র যত্রাসীদ্ভূমেস্তস্মিংস্তদেব হি।
তত্র তত্র প্রজাস্তা বৈ নিবসন্তি স্ম সর্ব্বদা।।
আহারঃ ফলমূলন্তু প্রজানামভবৎ কিল
কৃচ্ছ্রেণৈব তদা তাসামিত্যেবমনুশুশ্রুম।
বৈন্যাৎ প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বস্যৈতস্য
সম্ভবঃ ।১৭৪
কৃচ্ছ্রেণ মহতা সোঽপি প্রনষ্টাস্বোষধীষু বৈ
স কল্পয়িত্বা বৎসন্তু চাক্ষুষং মনুমীশ্বরঃ
পৃথুর্দুদোহ শস্যানি স্বতলে পৃথিবীং ততঃ।।
শস্যানি তেন দুগ্ধানি বৈন্যেন তু বসুন্ধরা
মনুশ্চ চাক্ষুষং কৃত্বা বৎসং পাত্রে চ ভূময়ে।
তেনান্নেন তদা তা বৈ বর্ত্তয়ন্তে প্রজাঃ সদা।।
ঋষিভিঃ শ্রূয়তে বাপি পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা
বৎসঃ সোমস্ত্বভূত্তেষাং দোগ্ধা চাপি বৃহস্পতিঃ।।
পাত্রমাসীত্তু ছন্দাংসি গায়ত্র্যাদীনি সর্ব্বশঃ।
ক্ষীরমাসীত্তথা তেষাং তপো ব্রহ্ম চ শাশ্বতম্
পুনঃ শ্রুত্বা দেবগণৈঃ পুরন্দরপুরোগমৈঃ
সৌবর্ণং পাত্রমাদায় অমৃতং দুদুহে তদা।
তেনৈব বর্ত্তয়ন্তে চ দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ।১৭৯
নাগৈশ্চ শ্রূয়তে দুগ্ধা বিষং ক্ষীরং তদা মহী।
তেষাঞ্চ বাসুকির্দোগ্ধা কাদ্রবেয়ো মহৌজসঃ ।
নাগানাং বৈ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্পাণাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ।
তেনৈব বর্ত্তয়ন্ত্যুগ্রা মহাকায়া মহাবলাঃ।
তদাহারাস্তদাচারাস্তদ্বীর্য্যাস্তু তদাশ্রয়াঃ।।১৮১
আমপাত্রে পুনর্দুগ্ধা ত্বন্তর্দ্ধানমিয়ং মহী।
বৎসং বৈশ্রবণং কৃত্বা যক্ষৈঃ পুণ্যজনৈস্তথা।
দোগ্ধা চ রজতনাভস্তু পিতা মণিবরস্য সঃ।
যক্ষাত্মজো মহাতেজা বশী স সুমহাবলঃ

পৃথিবীর এই যে অবস্থা বর্ণিত হইল, ইহা চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবস্থা, অতঃপর বৈবস্বত মন্বন্তরে ঐ সকলেরই সুব্যবস্থা হয়। আমরা শুনিয়াছি, এইরূপ ব্যবস্থা হইলে পৃথিবীর যে যে স্থান সমান হইতে লাগিল, প্রজাগণ নিয়ত সেই সেই স্থানে বসবাস করিল। পূর্ব্বকালে এই প্রজাসকল ফলমূল আহার করিয়া অতিকষ্টে স্ব স্ব জীবন অতিবাহিত করিতেছিল। অনন্তর বেনতনয় পৃথু হইতেই ত্রিলোক সর্ব্ববিধ বস্তুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। যে সময় প্রজাগণ অতিকষ্টে জীবন যাপন করিতে থাকে এবং ওষধি সকল বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আইসে, ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পৃথু চাক্ষুষ মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া তৎকালে স্বীয় করতলদ্বারা পৃথিবীর শস্যসমূহ দোহন করেন। সেই দোহনে ব্যাপারে শস্যসমূহ দুগ্ধ, স্বয়ং বেনতনয় পৃথু দোগ্ধা, বৎস—চাক্ষুষ মনু এবং দোহনপাত্র হইয়াছিল—ভূমিতল আর সেই দোহনলব্ধ শস্য দ্বারাই প্রজাগণের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয়। ঋষিগণ কহিয়া থাকেন,—ঐ বসুন্ধরাকে পুনরায় দোহন করা হইয়াছিল। সেই দোহনকার্য্যে দোগ্ধা—বৃহস্পতি, বৎস—সোম, গায়ত্রী আদি পাত্র এবং সনাতন ব্রহ্মতপ হইয়াছিল দুগ্ধ; ইহার পরও আবার পুরন্দরপ্রমুখ সুরগণ সুবর্ণ পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক ধরিত্রী দেবীর যে সুধা দোহন করেন, সেই সুধাই তাঁহাদের বৃত্তিরূপে নিরূপিত হয়। অনন্তর নাগগণ ধরিত্রীকে দোহন করেন, এই দোহন ক্রিয়ায় বাসুকি— দোগ্ধা, ক্ষীর বিষ, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই বিষ দ্বারাই নিখিল নাগগণের বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়। এই বিষ প্রভাবেই কদ্রুতনয়গণ অত্যন্ত বলশালী মহাকায় ও অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠে এবং ঐ বিষই উহাদের আশ্রয়, বীর্য্য, আচার এবং আহার।১৬৯—১৮১। পুণ্যজন যক্ষগণ বৈশ্রবণকে বৎস কল্পনা করিয়া আমপাত্রে পৃথিবীকে পুনরায় দোহন করেন, ইহাতে অন্তর্দ্ধান সমুৎপন্ন হন। এই দোহন ব্যাপারে দোগ্ধা ছিলেন,—মণিবরের পিতা সুমহাবল মহাতেজা বশী কৃতেন্দ্রিয় যক্ষাত্মজ রজতনাভ পরমর্ষিরা বলেন,—ঐ অন্তর্দ্ধান যক্ষগণের বৃত্তিরূপে ব্যবস্থিত হইয়াছিল। অনন্তর রাক্ষস ও পিশাচগণ বসুন্ধরাকে পুনরায়

তেন তে বর্ত্তয়ন্তীতি পরমর্ষিরুবাচ হ।।১৮৩
রাক্ষসৈশ্চ পিশাচৈশ্চ পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা।
ব্রহ্মোপেতস্তু দোগ্ধা বৈ তেষামাসীৎ কুবেরকঃ
বৎসঃ সুমালী বলবান্ ক্ষীরং রুধিরমেব চ।
কপালপাত্রে নির্দুগ্ধা অন্তর্দ্ধানঞ্চ রাক্ষসৈঃ।
তেন ক্ষীরেণ রক্ষাংসি বর্ত্তয়ন্তীহ সর্ব্বশঃ।।
রাজতং পাত্রমাদায় পিতৃভিঃ দুহ্যতে মহী।
স্বধামৃতঞ্চ পিতৃণামাসীদ্দোগ্ধার্য্যমা তথা।
যমো বৎসোঽভবত্তেষাং যাসে তৃপ্তিস্তু সর্ব্বদা
পদ্মপাত্রে পুনর্দুগ্ধা গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোগণৈঃ।
বৎসং চিত্ররথং কৃত্বা শুচীন্ গন্ধাংস্তথৈব চ।।
তেষাং বিশ্বাবসুস্ত্বাসীদ্দোগ্ধা পুত্রো মুনেঃ শুচিঃ
গন্ধর্ব্বরাজোঽতিবলো মহাত্মা সূর্য্যসন্নিভঃ।।
শৈলৈশ্চ দুহ্যতে দুগ্ধা পুনর্দেবী বসুন্ধরা।
তত্রৌষধীর্মূর্ত্তিমতী রত্নানি বিবিধানি চ।।১৮৯
বৎসস্তু হিমবাংস্তেষাং মেরুর্দোগ্ধা মহাগিরিঃ।
পাত্রন্তু শৈলমেবাসীত্তেন শৈলাঃ প্রতিষ্ঠিতা।।
দুহ্যতে বৃক্ষবীরুদ্ভিঃ পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা।
পলাশপাত্রমাদায় দুগ্ধং ছিন্নপ্ররোহণম্।।১৯১
কামধুক্ পুষ্পিতঃ শৈলঃ প্লক্ষো বৎসো যশস্বিনী
সর্ব্বকামদুঘা দোগ্ধ্রী পৃথিবী ভূতভাবিনী।
সৈষা ধাত্রী বিধাত্রী চ ধারণা চ বসুন্ধরা।
দুগ্ধা হিতার্থং লোকানাং পৃথুনা ইতি নঃ শ্রুতম্
চরাচরস্য লোকস্য প্রতিষ্ঠা যোনিরেব চ।।১৯২

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে পৃথিবী-
দোহনং নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।।৬২

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
আসীদিয়ং সমুদ্রান্তা মেদিনীতি পরিশ্রুতা
বসু ধারয়তে যস্মাদ্বসুধা তেন চোচ্যতে।।১

দোহন করেন এই দোহন ব্যাপারে দোগ্ধা ব্রহ্মজ্ঞান কুবেরক, বৎস—বলবান্ রাক্ষস সুমালী এবং ক্ষীর হইয়াছিল, রুধির, রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক কপাল-পাত্রে এই দোহন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল। নিখিল রাক্ষসগণ এই রুধির দ্বারাই আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। রৌপ্যপাত্রে পিতৃগণ মহীকে দোহন করেন অর্য্যমা—ইহার দোগ্ধা, বৈবস্বত যম—বৎস এবং স্বধা—অমৃত; এই স্বধা দ্বারাই পিতৃগণের তৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকে। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ পদ্মপাত্রে পুনরায় ধরিত্রীকে দোহন করেন। এই দোহন কার্য্যে বৎস—চিত্ররথ, শুচি নামক মুনিপুত্র মহাত্মা সূর্য্যসন্নিভ অতিবল গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু—দোগ্ধা এবং পবিত্র গন্ধনিবহ ইহার ক্ষীরস্বরূপ জানিবেন। অতঃপর হিমবান্‌কে বৎস কল্পনা করিয়া শৈলগণ পুনরায় মহীর দোহন করেন। এই দোহন ব্যাপারে সুমেরু—দোগ্ধা, মূর্ত্তিমান্ বিবিধ ওষধি ও রত্ননিচয় ইহার ক্ষীর। শৈলপাত্রে এই দোহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলিয়া শৈল সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহার পর আরও শুনা যায় যে, বৃক্ষ বীরুধগণও পলাশ-পাত্রে ধরিত্রীকে দোহন করিয়াছিল। ইহাতে দোগ্ধা—কামধুক্ পুষ্পিত পর্ব্বত, বৎস—পর্ব্বতপক্ষ এবং দুগ্ধ—অচ্ছিন্ন প্ররোহ। হে ঋষিসত্তমগণ! ভূতভাবিনী সর্ব্বকামদুঘা যশস্বিনী পৃথিবী দেবী এইরূপে দুহ্যমানা হইয়া নিখিল প্রজাগণের ধারণ ও পোষণ করিয়াছিলেন; এজন্য উঁহার নাম হয় বসুন্ধরা রাজা পৃথু এই বসুধাকে নিখিল লোকের হিতকামনায় চরাচর লোকসকলের আশ্রয় ও যোনিরূপে নির্দ্দেশ করেন, ইহাই আমরা শুনিয়াছি।১৮২—১৯২।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।।৬২।।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, সাগরান্তগামিনী এই ধরিত্রী দেবী পূর্ব্বকালে মধু এবং কৈটভের

মধুকৈটভয়োঃ পূর্ব্বং মেদসা সম্পরিপ্লুতা
ততোঽভ্যুপগমাদ্রাজ্ঞঃ পৃথোর্ব্বৈন্যস্য ধীমতঃ।
ইয়ং চাসীৎ সমুদ্রান্তা মেদিনীতি পরিশ্রুতা।
দুহিতৃত্বমনুপ্রাপ্তা পৃথিবীত্যুচ্যতে ততঃ।।৩
প্রথিতা প্রবিভক্তা চ শোভিতা চ বসুন্ধরা।
শস্যাকরবতী স্ফীতা পত্তনাকরমালিনী।
চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাকীর্ণা রক্ষিতা তেন ধীমতা।।৪
এবম্প্রভাবো রাজাসীদ্বৈন্যঃ স নৃপসত্তমঃ।
নমস্যশ্চৈব পূজ্যশ্চ ভূতগ্রামেণ সর্ব্বশঃ।।৫
পার্থিবৈশ্চ মহাভাগৈঃ প্রার্থয়দ্ভির্মহদ্যশঃ।
আদিরাজো নমস্কার্য্যঃ পৃথুর্ব্বৈন্যঃ প্রতাপবান্।
যোধৈরপি চ সংগ্রামে প্রার্থয়দ্ভির্জ্জয়ং যুধি।
আদিকর্ত্তা নরাণাং বৈ নমস্যঃ পৃথুরেব হি।।
যো হি যোদ্ধা রণং যাতি কীর্ত্তয়িত্বা পৃথুং নৃপম্

স ঘোররূপে সংগ্রামে ক্ষেমী ভবতি কীর্ত্তিমান্
বৈশ্যৈরপি চ রাজর্ষির্ব্বৈশ্যবৃত্তিসমাস্থিতৈঃ।
পৃথুরেব নমস্কার্য্যো বৃত্তিদাতা মহাযশাঃ।।১০
এতে বৎসবিশেষাশ্চ দোগ্ধারঃ ক্ষীরমেব চ।
পাত্রাণি চ ময়োক্তানি সর্ব্বাণ্যেব যথাক্রমম্।।১১
ব্রহ্মণা প্রথমং দুগ্ধা পুরা পৃথ্বী মহাত্মনা।
বায়ুং কৃত্বা তদা বৎসং বীজানি বসুধাতলে।।
ততঃ স্বায়ম্ভুবে পূর্ব্বং তদা মন্বন্তরে পুনঃ।
বৎসং স্বায়ম্ভুবং কৃত্বা দুগ্ধাগ্নীধ্রেণ বৈ মহী।।১২
মনৌ স্বারোচিষং কৃত্বা বৎসং শস্যানি বৈ পুরা
উত্তমেনানুত্তমেনাপি দুগ্ধা দেবভুজেন তু।
মনুং কৃত্বোত্তমং বৎসং সর্ব্বশস্যানি ধীমতা।।১৫
পুনশ্চ পঞ্চমে পৃথ্বী তামসস্যান্তরে মনোঃ।
দুগ্ধেয়ং তামসং বৎসং কৃত্বা তু বলবন্ধুনা।।১৬

মেদে পরিপ্লুতা হইয়া মেদিনীনামে খ্যাতি লাভ করেন এবং বসু ধারণ করেন বলিয়া লোকে ইঁহাকে বসুন্ধরা নামেও অভিহিত করিয়া থাকে। ধীমান্ বেননন্দন রাজা পৃথুর কন্যারূপে এই সমুদ্রান্তা মেদিনী আবার পৃথিবী নামে কীর্ত্তিতা হন। ঐ ধীমান্ পৃথুর প্রভাবে এই বসুন্ধরা প্রথিতা, বিভক্তা, শোভিতা, শস্যসমূহের আকরবতী, পত্তন ও আকরমালিনী, চতুর্ব্বর্ণ-সমাকীর্ণ এবং রক্ষিতা হন। এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন বেনতনয় নৃপসত্তম পৃথু নিখিল প্রাণীর নমস্য ও পূজ্য হইয়াছিলেন এবং বেদবেদাঙ্গপারগ মহাভাগ ব্রাহ্মণগণও ব্রহ্মযোনি সনাতন সেই একমাত্র পৃথুকেই নমস্কার করিতেন। মহাভাগ পার্থিবেন্দ্রগণ বেনতনয় আদিরাজ প্রতাপবান্ পৃথুকে প্রার্থনা ও নমস্কার জানাইতেন; সময়ে জয়াভিলাষী যোদ্ধৃগণ ইঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিতেন এবং আদিকর্ত্তা পৃথুই মানবগণের একমাত্র নমস্য ছিলেন। যে যোদ্ধা নৃপ পৃথুর নাম কীর্ত্তন করিয়া সমরে গমন করে, সেই কীর্ত্তিমান্ যোদ্ধা ঘোর সংগ্রামে জয়লাভ করিতে সমর্থ হন। এই মহাযশাঃ রাজর্ষি পৃথু বৈশ্যগণকে যথাযথ বৃত্তিদানপূর্ব্বক স্ব স্ব বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং বৈশ্যগণও পৃথুকে নমস্কার করিতেন। এই আমি যথাক্রমে আপনাদিগের নিকট পৃথ্বীদোহন ব্যাপারের বিশেষ বিশেষ বৎস, দোগ্ধা, ক্ষীর এবং পাত্র সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম; অপর দোহন ক্রিয়ার কথা শ্রবণ করুন।১—১০। পূর্ব্বকালে প্রথমে মহাত্মা ব্রহ্মা বায়ুকে বৎস করিয়া এই বসুধাতলে বীজনিচয় দোহন করেন; তারপর স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগ্নীধ্র ধরিত্রীকে দোহন করেন। এই দোহনব্যাপারের বৎস ছিলেন—স্বয়ং স্বায়ম্ভুব মনু। তদনন্তর স্বারোচিষ মন্বন্তরে ধীমান্ চৈত্র আবার স্বারোচিষ মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া পৃথিবীর শস্য সকল দোহন করেন। উত্তম মন্বন্তরে উত্তম মনুকে বৎস করিয়া সর্ব্বোত্তম দেবভুজ পৃথিবী হইতে সর্ব্ববিধ শস্য দোহন করেন। পুনর্ব্বার পঞ্চম তামস মন্বন্তরে বলবন্ধু

চরিষ্ণবস্য দেবস্য সম্প্রাপ্তে চান্তরে মনোঃ।
দুগ্ধা মহী পুরাণেন বৎসং চারিষ্ণবং প্রতি॥১৭
চাক্ষুষেঽপি চ সম্প্রাপ্তে তস্য মন্বন্তরে পুনঃ।
দুগ্ধা মহী পুরাণেন বৎসং কৃত্বা তু চাক্ষুষম্॥১৮
চাক্ষুষস্যান্তরেঽতীতে প্রাপ্তে বৈবস্বতে পুনঃ।
বেন্যেনেয়ং মহী দুগ্ধা যথা তে কীর্ত্তিতং ময়া॥
এতৈর্দুগ্ধা পুরা পৃথ্বী ব্যতীতেম্বন্তরেষু বৈ।
দেবাদিভির্মনুষ্যৈশ্চ তথা ভূতাদিভিশ্চ যা॥২০
এবং সর্ব্বেষু বিজ্ঞেয়া হ্যতীতানাগতেষ্বিহ।
দেবা মন্বন্তরেষস্য পৃথোস্তু শৃণুত প্রজাঃ॥২১
পৃথোস্তু পুত্রৌ বিক্রান্তৌ জজ্ঞাতেঽন্তর্দ্ধিপালিনৌ।
শিখণ্ডিনী হবির্দ্ধানমন্তর্দ্ধানাদ্ব্যজায়ত॥২২
হবির্দ্ধানাৎ ষড়াগ্নেয়ী ধিষণাজনয়ৎ সুতান্।
প্রাচীনবর্হিষং শুক্রং গয়ং কৃষ্ণং ব্রজাজিনৌ॥
বলশ্রুততপোবীর্য্যাং পৃথিব্যামেকরাড়সৌ।
প্রাচীনাগ্রাঃ কুশাস্তস্য তস্মাৎ প্রাচীনবর্হ্যসৌ।
সমুদ্রতনয়ায়ান্তু কৃতদারঃ স বৈ প্রভুঃ।
মহতস্তমসঃ পারে সবর্ণায়াঃ প্রজাপতিঃ।
সবর্ণাধত্ত সামুদ্রী দশ প্রাচীনবর্হিষঃ॥২৫
সর্ব্বে প্রচেতসো নাম ধনুর্ব্বেদস্য পারগাঃ।
অপৃথগ্ধর্ম্মচরণাস্তেঽতপ্যন্ত মহত্তপঃ।
দশ বর্ষসহস্রাণি সমুদ্রসলিলেশয়াঃ॥২৬
তপশ্চরৎসু পৃথিবীং প্রচেতঃসু মহীরুহাঃ।
অরক্ষ্যমাণামাবব্রুর্বভূবাথ প্রজাক্ষয়ঃ॥২৭
প্রত্যাহৃতে তদা তস্মিংশ্চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ
নাশকন্মারুতো বাতুং বৃতং খমভবদ্দ্রুমৈঃ।
দশ বর্ষসহস্রাণি ন শেকুশ্চেষ্টিতুং প্রজাঃ।
তদুপশ্রুত্য তপসা সর্ব্বে যুক্তাঃ প্রচেতসঃ।

ও পৃথ্বীকে দোহন করেন, এই দোহনে তামস মনুই বৎস হইয়াছিলেন। এই তামস মনুর একটী অন্তর মনু আছে, তাহার নাম চারিষ্ণব। এই মন্বন্তরে চারিষ্ণবকে বৎস করিয়া পুরাণ, পৃথ্বীকে দোহন করেন। অনন্তর চাক্ষুষ মন্বন্তরে চাক্ষুষ মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত পুরাণই মহীকে দোহন করেন। আর আমি যে পৃথুকর্ত্তৃক মহী-দোহন-বিবরণ কীর্ত্তন করিয়াছি, ইহা চাক্ষুষ মনুর পরবর্ত্তী বৈবস্বত মন্বন্তরে সঙ্ঘটিত হয়। এই যে অতীত যুগের দেবতা, মনুষ্য ও অপরাপর প্রাণিগণ কর্ত্তৃক দুহ্যমানা মহীর বিষয় কথিত হইল, অতীত ও অনাগত সর্ববিধ মন্বন্তরেই এইরূপ জানিবেন। এক্ষণে এই মন্বন্তরীয় দেবতা ও পৃথুর প্রজাগণের বিবরণ শ্রবণ করুন। পৃথুর অন্তর্দ্ধি ও পালী নামে মহাবিক্রম দুই পুত্র জন্মে; অন্তর্দ্ধান হইতে শিখণ্ডিনীর গর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহার নাম হবির্ধান, হবির্ধান হইতে আগ্নেয়ী-ধীষণা—প্রাচীনবর্হি, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ এবং অজিন এই ছয় পুত্র প্রসব করেন এই সকল তনয়ের মধ্যে ভগবান্ প্রাচীনবর্হি একজন শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি ছিলেন। ইঁনি বল, বেদবিদ্যা এবং তপোবীর্য্যে পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট্ হন। ইঁনি যজ্ঞকালে এতই কুশ আস্তৃত করিয়াছিলেন যে, ঐ কুশা প্রাচ্যদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই জন্য ইঁনি প্রাচীনবর্হি নামে প্রখ্যাত হন। এই প্রভু প্রজাপতি প্রাচীনবর্হি তমঃপারে গমন করিয়া সমুদ্রতনয়া সবর্ণাকে বিবাহ করেন . ঐ সাগরতনয়া সবর্ণা প্রাচীনবর্হি হইতে গর্ভধারণ করিয়াছিলেন; তাহাতেই প্রাচীনবর্হির দশজন প্রচেতা পুত্র উৎপন্ন হয়। এই প্রচেতাগণ ধনুর্ব্বেদে পারগ। ইঁহারা সমুদ্রসলিলে শয়ন করিয়া একই ধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক অযুত বর্ষব্যাপী মহাতপস্যা করেন। ১১—২৬। ইঁহারা তপস্যা করিতে থাকিলে মহীরুহগণ পৃথিবীকে অরক্ষিতবিষয়ায় ঘিরিয়া ফেলিল, অনন্তর প্রজাক্ষয় ঘটিতে লাগিল, সেই চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় প্রজাসর্গ সেইরূপে প্রত্যাহৃত হইলে তখন মহীরুহগণই সমস্ত আকাশ পথ আবৃত করিল, কাজেই বায়ু আর বহিতে পারিল না। প্রজাগণ দশ সহস্রবর্ষ যাবৎ একেবারে

মুখেভ্যো বায়ুমগ্নিঞ্চ সসৃজুর্জাতমন্যবঃ।।২৯
উন্মূলানথ তান্ বৃক্ষান্ কৃত্বা বায়ুরশোষয়ৎ।
তানগ্নিরদহদ্ঘোর এবমাসীদ্দ্রুমক্ষয়ঃ।।৩০
দ্রুমক্ষয়মথো বুদ্ধ্বা কিঞ্চিচ্ছেষেষু শাখিষু।
উপগম্যাব্রবীদেতান্রাজা সোমঃ প্রচেতসঃ।।৩১
দৃষ্ট্বা প্রয়োজনং সর্ব্বং লোকসন্তানকারণং।
কোপং ত্যজত রাজানঃ সর্ব্বে প্রাচীনবর্হিষঃ।।
বৃক্ষাঃ ক্ষিত্যাং জনিষ্যন্তি শাম্যেতামগ্নিমারুতৌ
রত্নভূতা তু কন্যেয়ং বৃক্ষাণাং বরবর্ণিনী।।৩৩
ভবিষ্যং জানতা হ্যেষা ময়া গোভির্বিবর্দ্ধিতা।
মারিষা নাম নাম্নৈষা বৃক্ষৈরেব বিনির্ম্মিতা।
ভার্য্যা ভবতু বো হ্যেষা সোমগর্ভবিবর্দ্ধিতা।।৩৪
যুষ্মাকং তেজসোঽর্দ্ধেন মম চার্দ্ধেন তেজসঃ।
অস্যামুৎপৎস্যতে বিদ্বান্ দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ।।৩৫

স ইমাং দগ্ধভূয়িষ্ঠাং যুষ্মত্তেজোময়েন বৈ
অগ্নিনাগ্নিসমো ভূয়ঃ প্রজাঃ সংবর্দ্ধয়িষ্যতি ।৩৬
ততঃ সোমস্য বচনাজ্জগৃহুস্তে প্রচেতসঃ।
সংহৃত্য কোপং বৃক্ষেভ্যঃ পত্নীং ধর্ম্মেণ মারিষাম্
মারিষায়াং ততস্তে বৈ মনসা গর্ভমাদধুঃ।
দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতিঃ
দক্ষো জজ্ঞে মহাতেজাঃ সোমস্যাংশেন বীর্য্যবান্।
অসৃজন্মনসা চাদৌ প্রজা দক্ষো ন মৈথুনাৎ।।৩৯
অচরাংশ্চ চরাংশ্চৈব দ্বিপদোঽথ চতুষ্পদঃ।
বিসৃজ্য মনসা দক্ষঃ পশ্চাদসৃজত স্ত্রিয়ঃ।।৪০
দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
কালস্য নয়নে যুক্তাঃ সপ্তবিংশতিমিন্দবে।।৪১
এভ্যো দত্ত্বা ততোঽন্যা ব চতস্রোঽরিষ্ট-নেমিনে
দ্বে চৈব বাহুপুত্রায় দ্বে চৈবাঙ্গিরসে তথা।

নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। তপোযুক্ত প্রচেতাগণ ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি উদ্গিরণ করিলেন। তাঁহাদের মুখবায়ু তখন বৃক্ষসমূহকে উন্মূলিত ও শুষ্ক করিয়া ফেলিল; আর সেই ঘোর অগ্নিতে বৃক্ষসকল ভস্মীভূত হইল। এইরূপে পৃথিবী বৃক্ষশূন্য হইল। অনন্তর বৃক্ষ সকল প্রায় বিনষ্ট ও অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে জানিয়া রাজা সোম প্রচেতাদিগের নিকট আসিয়া রাজা সোম বলিলেন,—হে প্রচেতোগণ! আপনারা লোকবিস্তৃতির জন্য আপনাদের পিতা প্রাচীনবর্হির প্রয়োজন অনুসরণ করিয়া কোপ পরিত্যাগ করুন। অগ্নি ও বায়ু প্রশমিত হউক, এবং ক্রমে ক্ষিতিতলে তরু সকল জন্মিতে থাকুক এই যে মারিষা নাম্নী কন্যারত্নটী দেখিতেছেন, এই কন্যা সোম-গর্ভে বর্দ্ধিত ও বৃক্ষগণকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছে; আমি ভাবী ঘটনা জানিয়া ইহাকে মদীয় কিরণ কলাদি দ্বারা বিবর্দ্ধিত করিয়াছি। এই রত্ন-ভূতা বরবর্ণিনী বৃক্ষ-কন্যাকে আপনারা ভার্য্যারূপে গ্রহণ করুন। ইহার গর্ভে আপনাদিগের অর্দ্ধ ও আমার অর্দ্ধ তেজ দ্বারা বিদ্বান্ প্রজাপতি দক্ষ সমুৎপন্ন হইবেন, তিনি আপনাদের তেজোময় অগ্নি দ্বারা অগ্নিতুল্য হইয়া দগ্ধ প্রায়া বসুধাও প্রজাগণকে পালন করিবেন। অনন্তর সোমের বাক্যে প্রচেতোগণ বৃক্ষ সকল হইতে কোপ পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাবিধি মারিষাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর ঐ দশ প্রচেতা মনে মনে মারিষার গর্ভাধান করিল মারিষা হইতে দশ প্রচেতারই সোমাংশে বীর্য্যবান্ মহাতেজা দক্ষ-প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করিলেন। দক্ষ প্রথমতঃ মৈথুনধর্ম্মে প্রজাসৃষ্টি না করিয়া মনদ্বারা সৃষ্টি আরম্ভ করেন। তিনি মনদ্বারা সর্ব্বাগ্রে অচর, চর, দ্বিপদ, এবং চতুষ্পদ সৃষ্টি করিয়া অনেক স্ত্রীসৃষ্টি করেন।২৭—৪০। সেই সকল স্ত্রী জাতির মধ্য হইতে দক্ষ ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, ও চন্দ্রকে কালবিভাগসাধিকা নক্ষত্ররূপিণী সপ্তবিংশ কন্যা প্রদান করেন। দক্ষ এইরূপে কন্যাগণকে দান করিয়া অনন্তর পুনরায় অরিষ্টনেমিকে চারি, বাহুপুত্রকে দুই, অঙ্গিরাকে

কন্যামেকাং কৃশাশ্বায় তেজোহপত্যং নিবেধিত
অন্তরং চাক্ষুষস্যাত্র মনোঃ ষষ্ঠস্য হীয়তে।
মনোর্বৈবস্বতস্যাপি সপ্তমস্য প্রজাপতেঃ।।৪৩
তাসু দেবাঃ খগা গাবো নাগা দিতিজদানবাঃ
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব জজ্ঞিরেহন্যাশ্চ জাতয়ঃ।
ততঃ প্রভৃতি লোকেহস্মিন্ প্রজা মৈথুনসম্ভবাঃ
সঙ্কল্পাদ্দর্শনাৎ স্পর্শাৎ পূর্ব্বেষাং সৃষ্টিরুচ্যতে।।

ঋষয় উচুঃ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ দেবর্ষীণাঞ্চ তে শুভঃ।
সম্ভবঃ কথিতঃ পূর্ব্বং দক্ষস্য চ মহাত্মনঃ।।৪৬
প্রাণাৎ প্রজাপতের্জন্ম দক্ষস্য কথিতং ত্বয়া।
কথং প্রাচেতসত্বঞ্চ পুনর্লেভে মহাপতাঃ।।৪৭
এতং নঃ সংশয়ং সূত ব্যাখ্যাতুং ত্বমিহার্হসি।
স দৌহিত্রশ্চ সোমস্য কথং শ্বশুরতাং গতঃ।

সূত উবাচ

উৎপত্তিশ্চ নিরোধশ্চ নিত্যং ভূতেষু সত্তমাঃ
ঋষয়োহত্র ন মুহ্যন্তি বিদ্যাবন্তশ্চ যে নরাঃ।।৪৯
যুগে যুগে ভবন্ত্যেতে সর্ব্বে দক্ষাদয়ো দ্বিজাঃ
পুনশ্চৈব নিরুধ্যন্তে বিদ্বাংস্তত্র ন মুহ্যতি।।৫০
জৈষ্ঠ্যং কানিষ্ঠ্যমপ্যেষাং পূর্ব্বং নাসীদ্দ্বিজোত্তমাঃ
তপ এব গরীয়োহভূৎ প্রভাবশ্চৈব কারণম্।।
ইমাং বিসৃষ্টিং যো বেদ চাক্ষুষস্য চরাচরম্।
প্রজানামায়ুরুত্তীর্ণঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে।।৫২
এষ সর্গঃ সমাখ্যাতশ্চাক্ষুষস্য সমাসতঃ।
ইত্যেতে ষড়্‌বিসর্গা হি ক্রান্তা মন্বন্তরাত্মকাঃ।
স্বায়ম্ভুবাদ্যাঃ সংক্ষেপাচ্চাক্ষুষান্তা যথাক্রমম্।
এতে সর্গা যথাপ্রজ্ঞং প্রোক্তা বৈ দ্বিজসত্তমাঃ
বৈবস্বতবিসর্গেণ তেষাং জ্ঞেয়স্তু বিস্তরঃ।।৫৪
অনন্তা নাতিরিক্তাশ্চ সর্ব্বে সর্গা বিবস্বতঃ
আরোগ্যায়ুঃপ্রমাণেন ধর্ম্মতঃ কামতোহর্থতঃ

দুই এবং কৃশাশ্বকে এক কন্যা প্রদান করেন। এক্ষণে ইহাদিগের বংশধরগণের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ষষ্ঠ চাক্ষুষমনু অতীত হইলে সপ্তম প্রজাপতি বৈবস্বত মনুর শাসনসময়ে ঐ সকল কন্যার দেব, খগ, গো, নাগ, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর এবং অন্যান্য অনেক জাতীয় সন্তান উৎপন্ন হয় পূর্ব্বকালে দর্শন স্পর্শন বা সঙ্কল্পমাত্রেই সৃষ্টি হইত; কিন্তু এই সময় হইতেই ত্রিলোকে মৈথুনধর্ম্মে প্রজাসৃষ্টি আরম্ভ হয়। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বাগ্মিপ্রবর। দেব, দানব, দেবর্ষি, এবং মহাত্মা প্রজাপতি দক্ষের শুভ জন্মবৃত্তান্ত পূর্ব্বেই আপনি কহিয়াছেন প্রাণ হইতে যে প্রজাপতির জন্ম, ইহাও আমরা আপনার নিকট শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু হে সূত। কিজন্য প্রজাপতি পুনুর্ব্বার প্রচেতোগণের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হন এবং সোমের দৌহিত্র হইয়া দক্ষ কিরূপে আবার তাঁহার শ্বশুর হইলেন, আমাদের এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছেন, আপনি যথাযথ ব্যাখ্যা করিয়া এই সংশয়ের অপনোদন করুন। সূত উত্তর করিলেন,—হে সত্তমগণ। উৎপত্তি ও নিরোধ প্রাণিগণের ইহা নিত্যধর্ম্ম। ঋষি জনগণ এ বিষয়ে মুহ্যমান হন না। হে দ্বিজোত্তমগণ। পূর্ব্বে প্রাণীদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বিচার ছিল না, একমাত্র তপস্যাই শ্রেষ্ঠ ছিল এবং তপস্যাই জন্ম প্রভৃতির কারণ হইত। চাক্ষুষ মন্বন্তরের এই চরাচর প্রজা সৃষ্টি যিনি বিদিত হন, তিনি সম্পূর্ণ আয়ু লাভ করিয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় এই সৃষ্টি সংক্ষেপে সম্যক্‌রূপে আপনাদের নিকট কথিত হইল, এইরূপ স্বায়ম্ভুবাদি চাক্ষুষান্তমন্বন্তরের ছয়টী সর্গও অতীত হইয়াছে, আমার যেরূপ জানা ছিল, যথাক্রমে সংক্ষেপে সে সকলও কহিলাম।৪১-৫৩। এক্ষণে বৈবস্বত মনুর বিস্তার বিদিত হউন। এই বৈবস্বত মনুর সর্গ সকল অনন্ত হইলেনও অতিরিক্ত নহে; কারণ সংখ্যাদিদ্বারা ইহার প্রবিভাগ উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়। যে মানব ধর্ম্ম অর্থ কিংবা কামকামী হইয়া এই আখ্যান পাঠ করে, সে চিরজীবন নীরোগ

এতানেব গুণানেতি যঃ পঠত্যনসূয়কঃ ।।৫৫
বৈবস্বতস্য বক্ষ্যামি সাম্প্রতস্য মহাত্মনঃ ।
সমাসাদ্ব্যাসতঃ সর্গং ব্রুবতো মে নিবোধত ।।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে পৃথুবংশানু-
কীর্ত্তনং নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।।৬৩।।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

সপ্তমে ত্বথ পর্য্যায়ে মনোর্বৈবস্বতস্য হ ।
মারীচাৎ কশ্যপাদ্দেবা জজ্ঞিরে পরমর্ষয়ঃ ।।১
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিশ্বে মরুদ্গণাঃ
ভৃগবোঽঙ্গিরসশ্চৈব হ্যষ্টৌ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ ।।
আদিত্যা মরুতো রুদ্রাঃ বিজ্ঞেয়াঃ কশ্যপাত্মজাঃ
সাধ্যাশ্চ বসবো বিশ্বে ধর্ম্মপুত্রাস্ত্রয়ো গণাঃ ।৩
ভৃগোস্তু ভার্গবো দেবো হ্যঙ্গিরোঽঙ্গিরসঃ
সুতঃ ।
বৈবস্বতেঽন্তরেঽস্মিংস্তু ইত্যেতে ছন্দোজাঃ সুরাঃ
এতেঽপি চ গমিষ্যন্তি মহতঃ কালপর্য্যয়াৎ ।।
এষ সর্গস্তু মারীচো বিজ্ঞেয়ঃ সাম্প্রতঃ শুভঃ
তেজস্বী সাম্প্রতস্তেষামিন্দ্রো নাম্না মহাবলঃ ।।
অতীতানাগতা যে চ বর্ত্তন্তে যে চ সাম্প্রতম্
সর্ব্বে মন্বন্তরেন্দ্রাস্ত বিজ্ঞেয়াস্তুল্যলক্ষণাঃ ।৬
ভূতভব্যভবন্নাথাঃ সহস্রাক্ষাঃ পুরন্দরাঃ ।
মঘবন্তশ্চ তে সর্ব্বে শৃঙ্গিণো বজ্রপাণয়ঃ ।
সর্ব্বৈঃ ক্রতুশতেনেষ্টং পৃথক্শতগুণেন তু ।।
ত্রৈলোক্যে যানি সত্ত্বানি গতিমন্ত্যচলানি চ ।
অভিভূয়াবতিষ্ঠন্তে ধর্ম্মাদ্যৈঃ কারণৈরপি ।
তেজসা তপসা বুদ্ধ্যা বলশ্রুতপরাক্রমৈঃ ।।৮
ভূতভব্যভবন্নাথা যথা তে প্রভবিষ্ণবঃ ।
এতৎ সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি ব্রুবতো মে নিবোধত
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যং তদ্যুতং লোক্যময়ং নিমেষঃ

থাকিয়া ঐ সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে ঋষিসকল! সম্প্রতি মহাত্মা বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে; আমি সংক্ষেপে ও বিস্তরক্রমে ইঁহার যথাযথ সর্গ কীর্ত্তন করিব, আপনারা শ্রবণ করুন।৫৪—৫৬।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।।৬৩।।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ। অনন্তর পর্য্যায়াগত সপ্তম বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে মরীচিতনয় কশ্যপ হইতে দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, বিশ্বেদেব, মরুৎ, ভৃগু, এবং অঙ্গিরা এই আটটী দেবগণ কথিত হয়। এতন্মধ্যে আদিত্য, মরুৎ ও রুদ্র ইহাঁরা কশ্যপাত্মজ। সাধ্য, বসু ও বিশ্বেদেব, ইহাঁরা ধর্ম্মপুত্র আত্রেয়গণ। ভৃগু হইতে ভার্গব ও অঙ্গিরা হইতে আঙ্গিরসগণ সমুদ্ভূত হন। বৈবস্বত মন্বন্তরে এই সমস্ত দেবগণ ছন্দোজ বলিয়া কথিত হন এবং মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত ইহাঁরা বিদ্যমান থাকেন। হে দ্বিজগণ! এই সকল দেবগণের ইন্দ্র তেজস্বী মহাবল ইহাঁকেই শোভন সাম্প্রত নামক পথ জানিবেন। অতীত, অনাগত ও সাম্প্রত মন্বন্তরে যে সকল ইন্দ্র হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তুল্য গুণসম্পন্ন এবং ভূত, ভব্য, সাম্প্রতিক কালভেদে তাঁহাদের নাম যথাক্রমে সহস্রাক্ষ, পুরন্দর ও মঘবা; এই ইন্দ্রগণ সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শত শত গুণাধিক শতাশ্বমেধ সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই শার্ঙ্গ ও বজ্রপাণি। ত্রৈলোক্যে যে সকল গতিশীল ও অচল প্রাণী আছে, তাহারা কখন অভিভূত হইতেছে, আবার তপস্যা, তেজ, বুদ্ধি, বল, বিদ্যা, পরাক্রম প্রভৃতি ধর্ম্ম সহিত কারণ দ্বারা কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।১—৮। এক্ষণে ভূত, ভব্য, সাম্প্রতিক প্রভবিষ্ণু প্রভুদিগের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দ্বিজগণ বলিয়া থাকেন,—ভূত, ভবিষ্য ও ভবৎ, এই

ভূর্লোকোঽয়ং স্মৃতো ভূমিরন্তরিক্ষং ভুবঃ স্মৃতম্
ভব্যং স্মৃতং দিবং হ্যেতেষাং বক্ষ্যামি সাধনম্
ধ্যায়তা পুত্রকামস্য ব্রহ্মণাদি বিভাবিতম্।
ভূরিতি ব্যাহৃতং পূর্ব্বং ভূর্লোকোঽয়মভূত্তদা।।
ভূসত্তায়াং স্মৃতো ধাতুস্তথাসৌ লোকদর্শনে
ভূতত্বাদ্দর্শনত্বাচ্চ ভূর্লোকে হ্যয়মভূত্ততঃ।
অতোঽয়ং প্রথমো লোকো ভূতত্ত্বাদ্দ্বিজৈঃস্মৃতঃ
ভূতেঽস্মিন্ ভবদিত্যুক্তং দ্বিতীয়ং ব্রহ্মণা পুনঃ
ভবত্যুৎপদ্যমানেন কালশব্দোঽয়মুচ্যতে।।১৩
ভবনাত্তু ভুবর্লোকো নিরুক্তজ্ঞৈর্নিরুচ্যতে।।
অন্তরিক্ষং ভুবস্তস্মাদ্দ্বিতীয়ো লোক উচ্যতে।।
উৎপন্নে তু ভুবর্লোকে তৃতীয়ং ব্রহ্মণা পুনঃ।
ভব্যেতি ব্যাহৃতং যস্মাত্তব্যো লোকস্তদাভবৎ
অনাগতে ভব্য ইতি শব্দ এষ বিভাব্যতে।
তস্মাদ্ভব্যো হ্যসৌলোকো নামতস্তু দিবং স্মৃতম্
স্বরিত্যুক্তং তৃতীয়োঽহন্যো ভাব্যো লোকস্তদা-
ভবৎ।
ভাব্য ইত্যেষ ধাতুর্বৈ ভাব্যো কালে
বিভাব্যতে।।১৭
ভূরিতীয়ং স্মৃতাং ভূমিরন্তরিক্ষং ভুবং স্মৃতম্।
দিবং স্মৃতং তথা ভাব্যং ত্রৈলোক্যস্যৈষ
সংগ্রহঃ।।১৮।।
ত্রৈলোক্যযুক্তৈর্ব্যাহারৈস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ো-
হভবন।
নাথ ইত্যেষ ধাতুর্বৈ ধাতুজ্ঞৈঃ পালনে স্মৃতঃ
যস্মাত্তস্য লোকস্য ভব্যস্য ভবতস্তথা।
লোকত্রয়স্য নাথাস্তে তস্মাদিন্দ্রা দ্বিজৈঃ স্মৃতাঃ
প্রধানভূতা দেবেন্দ্রা গুণভূতাস্তথৈব চ।
মন্বন্তরেষু যে দেবা যজ্ঞভাজো ভবন্তি হি।।২১
যক্ষগন্ধর্ব্বরক্ষাংসি পিশাচোরগদানবাঃ।
মহিমানঃ স্মৃতা হ্যেতে দেবেন্দ্রাণাস্তু সর্ব্বশঃ।।
দেবেন্দ্রা গুরবো নাথা রাজানঃ পিতরো হি তে
রক্ষন্তীমাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা ধর্ম্মেণেহ সুরোত্তমাঃ
ইত্যেতল্লক্ষণং প্রোক্তং দেবেন্দ্রাণাং সমাসতঃ

কালত্রয়ই ভূঃ, ভুব ও স্বঃ এই ত্রিলোক; তাঁহারা ভূমিকে ভূর্লোক, অন্তরীক্ষকে ভুব আর আকাশকে ভব্য স্বর্লোক বলেন। এক্ষণে এই সকল কাল অথবা লোকসকলের সাধন কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে পুত্রধর্ম্মী ব্রহ্মা ধ্যান করিতে করিতে প্রথমে 'ভূঃ' এই শব্দটী উচ্চারণ করেন। তৎকালে এই ভূর্লোক সমুদ্ভূত হয়। ভূধাতুর অর্থ সত্তা অর্থাৎ বিদ্যমানতা; এই লোক দর্শনযোগ্য ও ভূতত্ব ইহাতে বিদ্যমান; অতএব ইহার নাম ভূর্লোক। ইহা প্রথমে সমুদ্ভূত হয় বলিয়া দ্বিজগণ ইহাকে প্রথম লোকও কহিয়া থাকেন। এই ভূর্লোক সমুদ্ভূত হইলে পুনরায় ব্রহ্মা দ্বিতীয় বারে 'ভবৎ' এই শব্দটী উচ্চারণ করেন; নিরুক্তকারগণ বলিয়া থাকেন,—উৎপদ্যমান এই ভবৎ শব্দ দ্বারাও একটী বর্ত্তমান কাল সংসূচিত হওয়ায় ইহার নাম ভুবর্লোক হইল; এজন্য অন্তরীক্ষ দ্বিতীয় লোক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ভুবর্লোক উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মা পুনর্ব্বার তৃতীয় ভব্য শব্দ উচ্চারণ করেন; এজন্য ভব্যলোক সমুৎপন্ন হইল; অনাগত বিষয়েই তব্য শব্দ প্রযুক্ত হয়, তজ্জন্য এই লোককে স্বর্গলোক বলে। এই ভব্য স্বর্লোকই তৃতীয়; আর ভাব্য শব্দের ধাত্বর্থগত অর্থও ভবিষ্যৎ বোধক। ভূমিই ভূর্লোক, অন্তরীক্ষ ভুব আর আকাশ স্বর্লোক, ত্রিলোকবোধক এই ত্রিবিধ শব্দদ্বারাই এই লোকত্রয় ও কল্পিত হইয়াছে। ধাতুবিদ্ পণ্ডিতগণের মতে নাথ ধাতু পালনার্থে প্রযুক্ত হয়; ইন্দ্র ভূত, ভবৎ, ভব্য অর্থাৎ ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক এই লোকত্রয় পালন করেন বলিয়া দ্বিজগণ তাঁহাকে নাথশব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন।৯—২০। প্রতি মন্বন্তরীয় ইন্দ্রগণ স্ব স্ব গুণদ্বারা প্রধান হইয়া যজ্ঞভোজী দেবগণ এবং নিখিল যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পিশাচ, উরগ ও দানবগণের উপর যে প্রভুত্ব করিয়া থাকেন, ইহাই ঐ দেবেন্দ্রগণের মহিমা বলিয়া

সপ্তর্ষীন্ সম্প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং যে দিবি স্থিতা
গাধিজঃ কৌশিকো ধীমান্ বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
ভার্গবো জমদগ্নিশ্চ ঊরুপুত্রঃ প্রতাপবান্।।
বৃহস্পতিসুতশ্চাপি ভরদ্বাজো মহাতপাঃ।
ঔতথ্যো গৌতমো বিদ্বান শরদ্বান্নাম ধার্ম্মিকঃ
স্বায়ম্ভুবোঽত্রির্ভগবান্ ব্রহ্মকোশস্তু পঞ্চমঃ।
ষষ্ঠো বশিষ্ঠপুত্রস্তু বসুমল্লোকবিশ্রুতঃ।।২৭
বৎসারঃ কাশ্যপশ্চৈব সপ্তৈতে সাধুসম্মতাঃ।
এতে সপ্তর্ষয়ঃ সিদ্ধা বর্ত্তন্তে সাম্প্রতেঽন্তরে।
ইক্ষাকুশ্চৈব নাভাগো ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ।
নরিষ্যন্তশ্চ বিখ্যাতো নাভ উদ্দিষ্ট এব চ।।২৯
করুষশ্চ পৃষধ্রশ্চ বসুমান্নবমঃ স্মৃতাঃ।
মনোর্বৈবস্বতস্যৈতে নব পুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কীর্ত্তিতা বৈ ময়া হ্যেতে সপ্তমং চৈতদন্তরম্।।
ইত্যেষ বৈ ময়া পাদো দ্বিতীয়ঃ কথিতো দ্বিজাঃ
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ ভূয়ঃ কিং বর্ণয়াম্যহম্।।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে বৈবস্বত-
সর্গবর্ণনং নাম চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়।৬৪।।

সমাপ্তশ্চায়মনুষঙ্গপাদঃ।

উপোদঘাপাদঃ।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

*শ্রুত্বা পাদং দ্বিতীয়ং তু ক্রান্তং সূতেন ধীমতা
অতস্তৃতীয়ং পপ্রচ্ছ পাদং বৈ শাংশপায়নং।।১
পাদঃ ক্রান্তো দ্বিতীয়োঽয়মনুষঙ্গেণ যত্ত্বয়া।
তৃতীয়ং বিস্তরাৎ পাদং সোপোদ্ঘাতং প্রকীর্ত্তয়
এবমুক্তোঽব্রবীৎ সূতঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ।২
সূত উবাচ।
কীর্ত্তয়িষ্যে তৃতীয়ঞ্চ সোপোদ্ঘাতং সবিস্তরম্

কথিত হইয়া থাকে। দেবেন্দ্রগণ সকলেই গুরু, নাথ, রাজা, পিতা এবং ধর্ম্মদ্বারা যাবতীয় প্রজাগণের রক্ষক। এই আপনাদের নিকট সংক্ষেপে ইন্দ্রের লক্ষণ বর্ণিত হইল। এক্ষণে সম্প্রতি যে সকল সপ্তর্ষি স্বর্গে অবস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় বলিতেছি। কুশিকবংশোদ্ভব গাধিতনয় ধীমান মহাতপা বিশ্বমিত্র, ভৃগুকুলোদ্ভব ঊরুপুত্র প্রতাপবান্ জমদগ্নি, বৃহস্পতিতনয় মহাতপা ভরদ্বাজ, উতথ্যপুত্র শারদ্বত, ধার্ম্মিক গৌতম পঞ্চম স্বায়ম্ভুবতনয় ব্রহ্মকোষ ভগবান্ অত্রি এবং ষষ্ঠ লোকবিশ্রুত বশিষ্ঠপুত্র বসুমান্ ও কশ্যপনন্দন বৎসার বর্ত্তমান মন্বন্তরে এই সাধুসম্মত সাতজন সিদ্ধ সপ্তর্ষি ইক্ষাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, বিখ্যাত নরিষ্যন্ত, নাভ, উদ্দিষ্ট, পুরুষ পৃষধ্র, বসুমান্ ও বৈবস্বত মনুর এই নয় জন পুত্র, আমি সপ্তমমন্বন্তরীয় এই সকল নৃপগণের বিষয় আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। হে দ্বিজগণ! এই আপনাদের নিকট আনুপুর্ব্বিক বিস্তরক্রমে বায়ুপুরাণে দ্বিতীয় পাদ কথিত হইল, এক্ষণে বলুন—পুনরায় আর কি বর্ণন করিব?

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।।৬৪

অনুষঙ্গপাদ সমাপ্ত

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

উপোদঘাত পাদ।

সূত-কথিত অনুষঙ্গ নামক দ্বিতীয় পাদের বিবরণ শ্রবণান্তে শাংশপায়ন মুনি পুনরায় সূতকে কহিলেন,—হে সূত। আপনার নিকট অনুষঙ্গাখ্য দ্বিতীয় পাদ শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে উপক্রম সহ উপোদ্ঘাত নামক তৃতীয় পাদ কীর্ত্তন করুন। এই কথা শুনিয়া সূত, হৃষ্টচিত্তে

*ঋষয় ঊচুরিত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ।

পাদং সমুদ্দিষ্টাদ্বিপ্রা বদতো মে নিবোধত।।৩
মনোর্বৈবস্বতস্যেমং সাম্প্রতস্য মহাত্মনঃ
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ নিসর্গং শৃণুত দ্বিজাঃ।।৪
চতুর্যুগে সপ্তত্যা সংখ্যাতঃ পূর্ব্বমেব তু।
সহ দেবগণৈশ্চৈব ঋষিভির্দানবৈঃ সহ।।৫
পিতৃগন্ধর্ব্বযক্ষৈশ্চ রক্ষোভূতগণৈস্তথা
মানুষৈঃ পশুভিশ্চৈব পক্ষিভিঃ স্থাবরৈঃ সহ।।৬
মন্বাদিকং ভবিষ্যান্তমাখ্যানৈর্বহুবিস্তরম্
বক্ষ্যে বৈবস্বতং সর্গং নমস্কৃত্য বিবস্বতে।।৭
আদ্যে মন্বন্তরেহতীতাঃ সর্গাঃ প্রাবর্ত্তকাশ্চ যে
স্বায়ম্ভুবেহন্তরে পূর্ব্বং সপ্তাসন্যে মহর্ষয়ঃ।।৮
চাক্ষুষস্যান্তরেহতীতে প্রাপ্তে বৈবস্বতে পুনঃ।
দক্ষস্য চ ঋষীণাঞ্চ ভৃগ্বাদীনাং মহৌজসাম্
শাপান্মহেশ্বরস্যাসীৎ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনাম্
ভূয়ঃ সপ্তর্ষয়স্তে চ উৎপন্নাঃ সপ্ত মানসাঃ।
পুত্রত্বে কল্পিতাশ্চৈব স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।।১০
প্রজাসন্তানকৃষ্টিভিস্তৈরুৎপন্নৈর্মহাত্মভিঃ
পুনঃ প্রবর্ত্তিতঃ সর্গো যথাপূর্ব্বং যথাক্রমম্।।১১
তেষাং প্রসূতিং বক্ষ্যামি বিশুদ্ধজ্ঞানকর্ম্মণাম্।
সমাসব্যাসযোগাভ্যাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।।১২
যেষামন্বয়সম্ভূতৈর্লোকোহয়ং সচারাচরঃ।
পুনঃ স পূরিতঃ সর্গো গ্রহনক্ষত্রমণ্ডিতঃ।।১৩
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য মুনীনাং সংশয়োহভবৎ।
ততস্তং সংশয়াবিষ্টাঃ সূতং সংশয়নিশ্চয়ে।
সৎকৃত্য পরিপপ্রচ্ছুর্মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।।১৪

ঋষয় ঊচুঃ।

কথং সপ্তর্ষয়ঃ পূর্ব্ব মুৎপন্নাঃ সপ্ত মানসাঃ।
পুত্রত্বে কল্পিতাশ্চৈব তন্নো নিগদ সত্তম।
ততোহব্রবীন্মহাতেজাঃ সূতঃ পৌরাণিকো
ত্তমম্।।১৫

সূত উবাচ।

কথং সপ্তর্ষয়ঃ সিদ্ধা যে বৈ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে।
মন্বন্তরং সমাসাদ্য পুনর্বৈবস্বতং কিল।।১৬
বশিষ্ঠ ইতি তত্ত্বজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রা মানসাঃ সপ্তহর্ষয়ঃ।।১৭

বলিতে আরম্ভ করিলেন। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! আমি উটক্রম সহ সবিস্তর উপোদ্ঘাতাখ্য তৃতীয় পাদ কীর্ত্তন করিতেছি; আপনারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। হে বিপ্রগণ! প্রথমতঃ বর্ত্তমান মহাত্মা বৈবস্বত মনুর চরিত্রবৃত্তান্ত আপনারা সবিস্তরে যথাক্রমে শ্রবণ করুন। একসপ্ততি চতুর্যুগে সংখ্যাত মন্বন্তর, তদন্তর্গত দেব, ঋষি, মানব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, ভূত, পশু, পক্ষী ও স্থাবরাদি সহ আদিস্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সৃষ্টিপ্রবর্ত্তক যে সপ্ত ঋষি বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদিগের বিবরণ ও বহু বিস্তৃত বিবিধ ভবিষ্য বৃত্তান্ত সহিত, বৈবস্বত সৃষ্টি বিবরণ,—১—৮। চাক্ষুষ মন্বন্তর অতীত হইলে বৈবস্বত মন্বন্তর প্রবৃত্ত হয়। এই মন্বন্তরে দক্ষ এবং মহাত্মা মহাতেজা ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণের অভিশাপে মহেশ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়। তার পর সেই পূর্ব্বতন সপ্তর্ষিগণ স্বায়ম্ভুব সপ্ত মানসপুত্ররূপে সমুৎপন্ন হয়েন। সেই মহাত্মারাই পূর্ব্বনিয়মানুযায়ী নূতন প্রজাসমূহ সৃজনপূর্ব্বক সৃষ্টি বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের জ্ঞান-কর্ম্ম-বিশুদ্ধ সন্ততি বিবরণ সংক্ষেপে বিস্তর ভাবে যথাক্রমে বর্ণন করিতেছি। সেই সমস্ত মহাত্মাদিগের বংশধরগণ এই গ্রহ-নক্ষত্র-মণ্ডিত চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া বর্ত্তমান। মহাব্রতধারী নৈমিষীয় মুনিগণ এ কথা শুনিয়া সংশয়াপন্নচিত্তে সূতকে সৎকার সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সত্তম! পূর্ব্বতন সপ্তর্ষিগণ কি প্রকারে পুনরায় উৎপন্ন হইয়া স্বয়ম্ভুর পুত্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন, আমাদিগের নিকট তদ্বিবরণ বর্ণন করুন। তখন মহাতেজা পৌরাণিকোত্তম সূত কহিলেন, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরীয় সপ্তর্ষিগণ বৈবস্বত মন্বন্তরে যে কি প্রকারে পুনরায় উৎপন্ন হয়েন, আমি তাহা বলিতেছি। ইহাঁরা স্বয়ম্ভুব মন্বন্তরে সতীর

ভবাভিশাপং সংবিদ্ধা হ্যপ্রাপ্তাস্তে তদা তপঃ
উৎপন্না জনে লোকে সকৃদাগামিনস্তু তে। ১৭
ঊচুঃ সর্ব্বে ততোহন্যোন্যং জনলোকে মহর্ষয়ঃ
উচুরেব মহাভাগা বারুণে বিততে ক্রতৌ।।১৮
সর্ব্বে বয়ং প্রসূয়ামশ্চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
পিতামহস্থজাঃ সর্ব্বে ততঃ শ্রেয় ভবিষ্যতি
স্বায়ম্ভুবেহন্তরে শপ্তাঃ সত্যার্থং তে ভবেন তু
জজ্ঞিরে বৈ পুনস্তে হ জনলোকাদিবং গতাঃ
দেবস্য মহতো যজ্ঞে বারুণীং বিভ্রতস্তনুম্।
ব্রহ্মণো জুহুতঃ শুক্রমগ্নৌ পূর্ব্বং প্রজেপ্সয়া।
ঋষয়ো জজ্ঞিরে পূর্ব্বং দ্বিতীয়মিতি নঃ শ্রুতম্।
ভৃগুরঙ্গিরা মরীচীঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
অত্রিশ্চৈব বসিষ্ঠশ্চ অষ্টৌ তে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।।
তথাস্য বিততে যজ্ঞে দেবাঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ।
যজ্ঞাঙ্গানি চ সর্ব্বাণি বষট্কারশ্চ মূর্ত্তিমান্।
মূর্ত্তিমন্তি চ সামানি যজুংষি চ সহস্রশঃ।
ঋগ্বেদশ্চাভবত্তত্র পদক্রমবিভূষিতঃ।।২৪
যজুর্ব্বেদশ্চ বৃত্তাঢ্য ওঁকারোজ্জ্বলঃ।
স্থিতো যজ্ঞার্থসম্পৃক্তসূক্তব্রাহ্মণমন্ত্রবান্।।২৫
সামবেদশ্চ বৃত্তাঢ্যঃ সর্ব্বগেয়পুরঃসরঃ।
বিশ্বাবস্বাদিভিঃ সার্দ্ধং গন্ধর্ব্বৈঃ সম্ভৃতোহভবৎ
ব্রহ্মবেদস্তথা ঘোরৈঃ কৃত্যাবিধিভিরন্বিতঃ
প্রত্যঙ্গিরসযোগৈশ্চ দ্বিশরীরশিরোহভবৎ।।
লক্ষণানি স্বরা স্তোভা নিরুক্তস্বরভক্তয়ঃ।
আশ্রয়স্তু বষট্কারো নিগ্রহপ্রগ্রহাবপি।।২৮
দীপ্তা দীপ্তিরিলা দেবী দিশঃ প্রদিশপীশ্বরাঃ।
দেবকন্যাশ্চ পত্ন্যশ্চ তথা মাতর এব চ।।২৯
আয়ুঃ সর্ব্বত্র এবৈতে দেবস্য যজতো মখে।
মূর্ত্তিমন্তঃ স্বরূপাখ্যা বরুণস্য বপুর্দ্ধৃতঃ।।৩০
স্বয়ম্ভুবস্তু তা দৃষ্ট্বা রেতঃ সমপতদ্ভুবি।
ব্রহ্মর্ষের্ভাবভূতস্য বিধানাচ্চ ন সংশয়ঃ।।৩১
কৃত্বা জুহাব স্রুগ্ভ্যাং চ স্রুবেণ পরিগৃহ্য চ।
আজ্যবন্মন্ত্রবাচ্চকে মন্ত্রবচ্চ পিতামহঃ।।৩২
ততঃ স জনয়ামাস ভূতগ্রামং প্রজাপতিঃ।

নিমিত্ত ভবদেব কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য প্রলয়কালে জনলোক হইতে তপোলোকে যাইতে সক্ষম না হওয়ায় পরস্পরে মিলিত হইয়া এই মন্ত্রণা করিলেন; বলিলেন,— আমরা চাক্ষুষ মন্বন্তরে বারুণ যজ্ঞে পিতামহের সন্তানরূপে সমুৎপন্ন হইব। তাহা হইলেই আমাদিগের মঙ্গল হইবে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সতী নিমিত্ত ভবদেব কর্ত্তৃক অভিশপ্ত মহর্ষিগণ এইরূপ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণপূর্ব্বক জনলোক হইতে পুনরায় ভূমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হয়েন। ব্রহ্মা বারুণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রজাকামনায় অগ্নিমধ্যে শুক্র হোম করিলে পর সেই ঋষিগণ তাহা হইতে প্রাদুর্ভূত হয়েন। ইহাই সেই মহর্ষিগণের দ্বিতীয় জন্ম। আমরা এইরূপশ্রুত আছি। ১–২১। ব্রহ্মার সেই অষ্ট সন্তানের নাম যথা,— ভৃগু, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি ও বসিষ্ঠ। সেই যজ্ঞস্থলে দেবতা, যজ্ঞোপকরণ, বষট্কার সাম, যজুঃ — সমস্তই মূর্ত্তিমান হইয়া সন্নিহিত ছিল। পদক্রম-সমন্বিত এবং ওঙ্কার-মুখ-সমুজ্জ্বল, বৃত্তবিভূষিত যজুর্ব্বেদ, যজ্ঞীয় সূক্ত মন্ত্র ব্রাহ্মণাদি সহ তথায় অধিষ্ঠান করিয়াছিল। সামবেদ, সর্ব্ববিধ গীত, বৃত্ত ও বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণের সহিত সেখানে উপস্থিত ছিল। অথর্ব্ববেদ ও কৃত্যাবিধি, প্রত্যঙ্গিরস যোগাদি ঘোর আভিচারিক বিধান সহ এক মস্তকে শরীরদ্বয়ধারী হইয়া তথায় বর্ত্তমান ছিল। ইহাদিগের সহিত বষট্কারও নিগ্রহ প্রগ্রহ স্বর, স্তোভ ও স্বরবৈচিত্র্য, ইত্যাদি সহ তথায় উপস্থিত ছিল। দীপ্তা, দীপ্তি, ইলা দেবী, দিক্, বিদিক্, দিক্পাল, দেবকন্যা, দেবপত্নী, দেবমাতা, আয়ুঃ, —ইঁহারা সকলেই সেই বরুণ দেবের অনুষ্ঠিয়মান যজ্ঞস্থানে মূর্ত্তিমানরূপে বিরাজমান ছিলেন। ২০—৩০ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, তৎসমস্ত রমণীগণ-দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার রেতঃস্খলন হইল। তিনি সেই শুক্রসহ ঘৃতবৎ

তস্যার্কাকৃতেজসস্তস্য যজ্ঞে লোকেষু তৈজসম্
তমসা ভাবব্যাপ্তং তথঃ সত্ত্বং তথা রজঃ। ৩৩
সত্ত্বগাত্তেজসো নিত্যমাকাশে তমসি স্থিতম্
তমসস্তেজসশ্চাচ সর্ব্বভূতানি জজ্ঞিরে। ৩৪
যদা তস্মিন্নজায়ন্ত কালে পুত্রাস্তু কর্ম্মজাঃ।
আজ্যস্থাল্যামুপাদায় স্বশুক্রং জুহাবাঙ্গে হ। ৩৫
শুক্রে হুতেঽথ তস্মিংস্তু প্রাদুর্ভূতা মহর্ষয়ঃ।
জ্বলন্তো বপুষা যুক্তাঃ সপ্ত বৈ প্রসবৈর্গুণৈঃ॥
হুতে চাগ্নৌ সকৃচ্ছুক্রে জ্বালায়া নিঃসৃতঃ কবিঃ
হিরণ্যগর্ভস্তং দৃষ্ট্বা জ্বালাং ভিত্ত্বা বিনিঃসৃতম্।
ভৃগুস্ত্বমিতি হোবাচ যস্মাত্তস্মাৎ স বৈ ভৃগুঃ।
মহাদেবস্তথোদ্ভূতং দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণমব্রবীৎ।
মমৈব পুত্রকামস্য দীক্ষিতস্য ত্বয়াং প্রভো,
বিজজ্ঞেঽথ ভৃগুর্দেবোমম পুত্রো ভবাত্বয়ম্। ৩৮
তথেতি সমনুজ্ঞাতো মহাদেবঃ স্বয়ম্ভুব।
পুত্রত্বে কল্পয়ামাস মহাদেবস্তথা ভৃগুম্।
বারুণা ভৃগবস্তস্মাত্তদপত্যঞ্চ স প্রভুঃ। ৩৯

রেতঃ স্রুক্‌স্রুবে লইয়া সমিদ্ধ অগ্নিতে মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে হোম করিলেন। তাহাতে তখন বিবিধ ভুতগ্রাম প্রাদুর্ভূত হইল। তপঃপ্রভাবযুক্ত অথচ হীনপথে প্রচ্যুত সেই ব্রহ্মবীর্য্য সত্ত্বময়, রজোব্যাপ্ত ও তমোময় আকাশাধিকরণে দীপ্তমান হইয়াছিল। সেই তেজ হইতে সর্ব্বভূতের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তিনি যখন আজ্যস্থালীতে লইয়া স্বীয় শুক্র হোম করেন, তখন কর্ম্মজ সপ্ত পুত্র সমুৎপন্ন হয়েন. তাঁহারা ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান, ও জন্মানুরূপ গুণমণ্ডিত ৩১—৩৬। প্রথমতঃ অগ্নিতে শুক্র হোম করা মাত্র, সেই অগ্নিশিখা হইতে কবি বিনিঃসৃত হয়েন; হিরণ্যগর্ভ তাঁহাকে জ্বালামধ্য হইতে নির্গত দেখিয়া "তুমি ভৃগু" এই কথা বলিলেন; তজ্জন্য সেই পুত্র ভৃগু নামে বিখ্যাত হয়েন। মহাদেব তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, আমি পুত্রকামনায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি; অতএব এটী, আমারই পুত্র হউক। পরে ব্রহ্মা মহাদেবের বাক্যে অনুমোদন করিলে মহাদেব

দ্বিতীয়স্তু ততঃ শুক্রমঙ্গারেষ্বপতৎ প্রভুঃ
অঙ্গারেষ্বঙ্গিরোঽঙ্গানি সংহিতানি ততোঽঙ্গিরাঃ
সম্ভূতিং তস্য তাং দৃষ্ট্বা বহ্নির্ব্রহ্মাণমব্রবীৎ।
রেতোধাস্তব্যমেবাহং দ্বিতীয়োঽয়ং মমাস্ত্বিতি
এবমস্ত্বিতি সোঽপ্যুক্তো ব্রহ্মণা সদসস্পতিঃ।
তস্মাদঙ্গিরসশ্চাপি আগ্নেয়া ইতি নঃ শ্রুতম্॥
ষট্‌কৃতস্তু পুনঃ শুক্রে ব্রহ্মণা লোককারিণা
হুতে সমভবংস্তত্র ষড়্‌ব্রহ্মাণ ইতি শ্রুতিঃ।
মরীচিঃ প্রথমস্তত্র মরীচিভ্যঃ সমুত্থিতঃ।
ক্রতৌ তস্মিন্ সুতো জজ্ঞে যতস্তস্মাৎ স বৈ ক্রতু। ৪৪
অহং তৃতীয় ইত্যত্রিস্তস্মাদত্রিঃ স কীর্ত্ত্যতে।
কেশৈস্তু নিশিতৈর্ভূতঃ পুলস্ত্যস্তেন স স্মৃতঃ
কেশৈর্লম্বৈঃ সমুদ্ভূতস্তস্মাত্তু পুলহঃ স্মৃতঃ।
বসুমধ্যাৎ সমুৎপন্নো বসুমান্ বসুধাশ্রয়ঃ॥৪৬

সেই ভৃগুকে পুত্ররূপে কল্পনা করিলেন এই নিমিত্ত ভৃগুগণ বারুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ব্রহ্মা দ্বিতীয়বার সেই শুক্র দ্বারা অঙ্গার মধ্যে আহুতি প্রদান করেন; তাহাতে তন্মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সম্পন্ন অঙ্গিরা প্রাদুর্ভূত হয়েন। অগ্নি তাঁহাকে দেখিয়া তখন ব্রহ্মাকে কহিলেন, আমিই আপনার রেতঃ ধারণ করিয়াছি; অতএব এ পুত্রটি আমার হউক। ব্রহ্মা সে কথা অনুমোদন করিলেন। তদবধি আঙ্গিরাগণ আগ্নেয় বলিয়া প্রখ্যাত হয়েন। আমরা এইরূপ শ্রুত আছি। অতঃপর ব্রহ্মা পুনরায় অগ্নিতে সেই শুক্র হোম করিলে তাহা হইতে ছয়জন ব্রাহ্মণ সমুৎপন্ন হয়েন। এরূপ শ্রুতি আছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ মরীচি অর্থাৎ কিরণ হইতে যিনি সমুত্থিত হয়েন, তাঁহার নাম মরীচি। সেই ক্রতুতে জন্ম জন্য অপর পুত্রের নাম হইল ক্রতু। অপর পুত্র "আমি তৃতীয়" এই কথা বলিতে বলিতে সমুত্থিত হয়েন বলিয়া অত্রি নাম প্রাপ্ত হয়েন। অপর পুত্রের কেশরাশি শাণিতাগ্র-ধারাবৎ তীক্ষ্ণ হওয়ায় তাহা

লোকস্য সন্তানকরাস্তৈরিমা বর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ।
প্রজাপতয় ইত্যেবং পঠ্যন্তে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
অপরে পিতরো নাম এতৈরেব মহর্ষিভিঃ।
উৎপাদিতা ঋষিগণাঃ সপ্ত লোকেষু বিশ্রুতাঃ।
মারীচা ভার্গবাশ্চৈব তথৈবাঙ্গিরসোঽপরে।
পৌলস্ত্যাঃ পৌলহাশ্চৈব বশিষ্ঠাশ্চৈব বিশ্রুতাঃ
আত্রেয়াশ্চ গণাঃ প্রোক্তাঃ পিতৃণাং
লোকবিশ্রুতাঃ।।৫৩

এতে সমাসতস্তাত পূর্ব্বেব তু গুণাত্রয়ঃ।
অমূর্ত্তাশ্চ প্রকাশাশ্চ জ্যোতিষ্মন্তশ্চ বিশ্রুতাঃ।।
তেষাং রাজা যমো দেবো যমৈর্বিহতকল্মষঃ।
অপরে প্রজানাং পতয়স্তান শৃণুধ্বমতন্দ্রিতাঃ
কর্দ্দমঃ কশ্যপঃ শেষো বিক্রান্তঃ সুশ্রবাস্তথা
বহুপুত্রঃ কুমারশ্চ বিবস্বান্ স শুচিশ্রবাঃ।।৫৫
প্রচেতসোঽরিষ্টনেমির্বহুলশ্চ প্রজাপতিঃ
ইত্যেবমাদয়োঽন্যোঽপি বহবশ্চ প্রজেশ্বরাঃ।
কুশোচ্চয়া বালখিল্যাঃ সম্ভূতাঃ পরমর্ষয়ঃ।
মনোজবাঃ সর্ব্বগতাঃ সার্ব্বভৌমাশ্চ তেঽভবন্
জাতা ভস্মব্যপোহেভ্যাং ব্রহ্মর্ষিগণসম্মতাঃ
বৈখানসা মুনিগণাস্তু সংশ্রুতপরায়ণাঃ।।৫৬
শ্রোত্রোভ্যাস্তস্য চোৎপন্নাবশ্বিনৌ রূপসম্মিতৌ
নির্দুর্জন্মাক্ষরজসো বিমলা নেত্রসম্ভবাঃ।।৫৭
জ্যেষ্ঠাঃ প্রজানাং পতয়ঃ শ্রোত্রোভ্যাস্তস্য
জজ্ঞিরে।।৫৮

ঋষয়ো রোমকূপেভ্যস্তথা স্বেদমলোদ্ভবাঃ।
দারুণা হি ক্রতে মাসা নির্য্যাসাঃ পক্ষসন্ধয়ঃ।
বৎসরা যে হ্যহোরাত্রাঃ পিত্র্যং জ্যোতিশ্চ দারুণম্
রৌদ্রং লোহিতমিত্যাকর্ণ্যলোহিতং কনকং স্মৃতম্
তন্মৈত্রমিতি বিজ্ঞেয়ং ধূমাশ্চ পশবঃ স্মৃতাঃ।।৬০
যেহ্ ভবস্তস্য তে রুদ্রাস্তথাদিত্যাঃ সমুদ্ভবাঃ
অঙ্গারেভ্যঃ সমুৎপন্না জ্যোতিষো দিব্যমানুষাঃ
আদিমানস্য লোকস্য ব্রহ্মা ব্রহ্মসমুদ্ভবঃ।
সর্ব্বকামদমিত্যাহুস্তেন কন্যামুদাহরম্।।৬২

পুলস্ত্য এবং অন্য পুত্রের কেশসমূহ লম্বিত ছিল বলিয়া পুলহ নাম নির্ব্বাচিত হয়। বসু অর্থাৎ অগ্নিমধ্য হইতে উৎপন্ন হওয়ায় অপর তেজস্বী পুত্র বসিষ্ঠ নামে তত্ত্বজ্ঞগণ অভিহিত করেন। এই ছয় জন ব্রহ্মার মানস সন্তান। ইহাঁরাই লোকসৃষ্টি বিস্তারক। ইহাঁদিগের দ্বারাই এই পরিদৃশ্যমান প্রজাসমূহ বিস্তার লাভ করিয়াছে। সেই নিমিত্ত ইহাঁরা প্রজাপতি শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। এই মহর্ষিগণই লোকবিশ্রুত পিতৃগণ নামক অপর সপ্তঋষিকে সমুৎপাদন করেন মারীচ, ভার্গব, অঙ্গিরস, পৌলস্ত্য, পৌলহ, বশিষ্ঠ, ও আত্রেয়, এই সপ্তবিধ পিতৃগণ লোক-বিখ্যাত। হে তাত! গুণ ত্রয়ের বিকারজাত অমূর্ত্ত স্বপ্রকাশ জ্যোতিষ্মান্ সৃষ্টি এই আম সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। যম ইহাঁদিগের রাজা। যমানুষ্ঠানে ইহাঁরা পাপহীন। অপর প্রজাপতিগণের বিবরণ বলিতেছি; আপনারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন।৩৭—৫২। কর্দ্দম, প্রস্তুপ, শেষ, বিক্রান্ত, সুশ্রবা, বহুপুত্র, কুমার, বিবস্বান্ শুচিশ্রবা, প্রচেতস, অরিষ্টনেমি, ও বহুল প্রজাপতি প্রভৃতি অনেক প্রজাপতি ছিলেন। কুশসংগ্রহী বালখিল্যগণ, পরমর্ষি পদ লাভ করেন। স্বর্গগামী মনোজব প্রজাপতিগণ সার্ব্বভৌম হইয়াছিলেন। তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বৈখানস মুনিগণ উড্ডীয়মান যজ্ঞভস্ম হইতে প্রাদুর্ভূত হয়েন। ব্রহ্মার শ্রোত্র হইতে রূপবান্ অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অপরাপর দেহছিদ্র হইতে প্রধান প্রধান কতিপয় প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। তদীয় রোমকূপ হইতে স্বেদমল জাত অনেকানেক ঋষি প্রাদুর্ভূত হয়েন। তদীয় স্বর হইতে দারুণ গুণাক্রান্ত মাস, নির্য্যাস, পক্ষসন্ধি, বৎসর, অহোরাত্র ও পিতৃগণের জ্যোতিঃসমুৎপত্তি ঘটে। রৌদ্রকে লোহিত বলা যায়, লোহিতই কনক। উহাকে মৈত্র বলে, উহা বলে, উহা হইতে ধুম এবং পশুসমূহ জন্মে। ব্রহ্মার দেহদ্যুতি হইতে রুদ্র ও আদিত্যগণের উৎপত্তি হয় অঙ্গার হইতে দিব্যমানুষ জ্যোতিঃসমূহ জন্মে। বেদোৎপাদ ব্রহ্মা এই সৃষ্টির মূলস্বরূপ। তিনিই

ব্রহ্মা সুরগুরুস্তত্র ত্রিদশৈঃ সম্প্রসীদতি
ইমং বৈ জনয়িষ্যন্তি প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রজেশ্বরাঃ।
সর্ব্বে প্রজানাং পতয়ঃ সর্ব্বে চাপি তপস্বিনঃ।
তৎপ্রসাদাদিমাল্লোঁকান্ ধারয়েয়ুরিমাঃ ক্রিয়াঃ
অস্মৎ সংবর্দ্ধয়ামাস তব তেজো বিবর্দ্ধনম্।
দেবেষু বেদবিদ্বাংসঃ সর্ব্বে রাজর্ষয়স্তথা ।৬৫
বেদমন্ত্রপরাঃ সর্ব্বে প্রজাপতিগুণোক্তবাঃ।
অনন্তং ব্রহ্ম সত্যঞ্চ তপশ্চ পরমং ভুবি।৬৬
সর্ব্বে হি বয়মেতে চ তবৈব প্রসবঃ প্রভো
ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চৈব লোকাশ্চৈব চরাচরাঃ।
মরীচিমাদিভিঃ কৃত্বা দেবাশ্চ ঋষিভিঃ সহ।
অপত্যানীহ সঞ্চিন্ত্য তদপত্যং কাময়ামহে।
তস্মিন্ যজ্ঞে মহাভাগা দেবাশ্চ ঋষিভিঃ সহ।
এতদ্বংশসমুদ্ভূতাঃ স্থানকালাভিমানিনঃ।।৬৯
ন চ তেনৈব রূপেণ স্থাপয়েয়ুরিমাঃ প্রজাঃ।
যুগাদিনিধনাশ্চৈব স্থাপয়েয়ুরিমাঃ প্রজাঃ।।৭০
ততোঽব্রবীল্লোকগুরুঃ পরমিত্যবিচারয়ন।
এবং দেবা বিনিশ্চিত্য ময়া সৃষ্টা ন সংশয়ঃ।
ভবতাং বংশসম্ভূতাঃ পুনরেতে মহর্ষয়ঃ ।৭১

তেষাং ভৃগোঃ কীর্ত্তয়ে বংশংপূর্ব্বং মহাত্মনঃ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ প্রথমস্য প্রজাপতেঃ ।৭২
ভার্য্যে ভৃগোরপ্রতিমে উত্তমেঽভিজনে শুভে
হিরণ্যকশিপোঃ কন্যা দিব্যা নাম পরিশ্রুতা
পুলোমস্যাপ পৌলোমী দুহিতা বরবর্ণিনী ।
ভৃগোস্ত্বজনয়দ্দিব্যা কাব্যং বেদবিদাং বরম্।
দেবাসুরাণামাচার্য্যং শুক্রং কবিসুতং গ্রহম্ ।
স শুক্রশ্চোশনা খ্যাতঃ স্মৃতঃ কাব্যোঽপি নামতঃ।।৭৪
পিতৃণাং মানসী কন্যা সোমপানাং যশস্বিনী।
শুক্রস্য ভার্য্যা গোনাম বিজজ্ঞে চতুরঃ সুতান্
ব্রাহ্মেণ তেজসা যুক্তঃ স জাতো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
তস্যামেব তু চত্বারঃ পুত্রাঃ শুক্রস্য জজ্ঞিরে।
ত্বষ্টা বরাত্রী দ্বাবেতৌ বণ্ডমর্কৌ চ তাবুভৌ।
তে তদাদিত্যসঙ্কাশা ব্রহ্মকল্পাঃ প্রভাবতঃ।।
রক্ষণঃ পৃথুরশ্মিশ্চ বিদ্বান্ যশ্চ বৃহদ্গিরাঃ।

সর্ব্বকামসাধক মরীচি প্রমুখ মহর্ষিগণ মিলিতভাবে সৃষ্টিকামনায় সেই সুরশ্রেষ্ঠের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন যে, হে প্রভো। আপনার প্রসাদে এই প্রজাপতিগণ লোকধারণক্ষম প্রজাসমূহ সৃজন করিয়া আপনার অভীপ্সিত সাধনে অভিলাষী হইয়াছেন; বেদবিদ্ ও রাজর্ষিগণ সকলেই অনতাবের পক্ষপাতী; সুতরাং যাহাতে ইহারা অনন্তভাবযুক্ত হইয়া প্রজোৎপাদনে সক্ষম হয়েন, তজ্জন্য অভিমত কন্যা দান করা আপনার কর্ত্তব্য। ইহাঁরা সকলেই বেদমন্ত্রপর, প্রজাপতি গুণযুক্ত, এবং সত্য তপস্যাদি অনন্ত গুণে মণ্ডিত। এই সমস্ত স্থান-কালাভিমানী মহাত্মারা দেবতা ও অপরাপর ঋষিদিগের সহিত যুগাদি কাল হইতে যুগান্ত যাবৎ সৃষ্ট প্রজা দ্বারা সৃষ্টির পুষ্টিসাধন করিবেন ৫৩—৭০। এই কথা শুনিয়া লোকপিতামহ কহিলেন,—আমি এতৎসমস্ত বিবেচনা করিয়াই প্রথমে দেবগণের সৃষ্টি করিয়াছি। পরন্তু সেই সকল দেবগণ এবং অপরাপর ঋষিগণ, এই সমস্ত প্রজাপতিগণের বংশেই প্রাদুর্ভূত হইবেন হে মুনিগণ। সেই সকল প্রজাপতির মধ্যে প্রথমতঃ ভৃগুর বংশ আমি সবিস্তরে যথাক্রমে বর্ণন করিতেছি। ভৃগুর সদ্বংশীয়া দুইটী ভার্য্যা তন্মধ্যে দিব্যা নাম্নী শুভা ভার্য্যা—হিরণ্যকশিপুর কন্যা; আর বরবর্ণিনী পৌলোমী —পুলোমার কন্যা। ভৃগুসংসর্গে কাব্যা, বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য কাব্যকে প্রসব করেন। কবিসুত সেই কাব্য শুক্র নামে খ্যাত। ইনি দেব ও অসুরগণের আচার্য্যত্ব ও গ্রহত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁর শুক্র, উশনা ও কাব্য নাম প্রসিদ্ধ। শুক্র, সোমপ পিতৃগণের মানসী কন্যা যশস্বিনী গোনাম্নী কন্যাতে চারিটী পুত্র উৎপাদন করেন। শুক্রাচার্য্য ব্রাহ্ম তেজোযুক্ত ও ব্রহ্মবিত্তম ছিলেন। গোনাম্নী পত্নীতে শুক্রের বণ্ড, অমর্ক, এই দুই এবং ত্বষ্টা, বরাত্রী, এই দুই মোট চারিটী সন্তান জন্মে ইহাঁরা প্রভাবে সকলেই আদিত্যকল্প এবং

বরুত্রিশঃ সুতো হ্যেতে ব্রহ্মিষ্ঠাঃ সুরযাজকাঃ ।
ইজ্যাধর্ম্মবিনাশার্থং মনুমেত্যাভ্যযোজয়ন্
নিরস্যমানং বৈ ধর্ম্মং দৃষ্ট্বেন্দ্রো মনুমব্রবীৎ ।।
এভিরেব তু কামং ত্বাং প্রাপয়িষ্যামি যাজনম্
শ্রুত্বেন্দ্রস্য তু তদ্বাক্যং তস্মাদ্দেশাদপাক্রমৎ ।।
তিরোভূতেষু তেষ্বিন্দ্রো ধর্ম্মপত্নীঞ্চ চেতনাম্ ।
যত্নেন মোচয়িত্বা তু ততঃ সোহনুসার তাম্
তত্র ইন্দ্রবিনাশায় যতমানান্ যতীস্তু তান্
তত্রাগতান্ পুনর্দৃষ্ট্বা দুষ্টানিন্দ্রঃ যহনা তু ।
সুষাপ দেবদেবস্য বেদ্যাং বৈ দক্ষিণে ততঃ ।।
তেষাস্তু ভক্ষ্যমাণানং তত্র শালাবৃকৈঃ সহ ।
শীর্ষাণি ন্যপতংস্তানি খর্জ্জুরাণ্যভবংস্ততঃ ।।৮৩
এবং বরুত্রিশঃ পুত্রা ইন্দ্রেণ নিহতাঃ পুরা ।
যজন্যাং দেবযানী চ শুক্রস্য দুহিতাভবৎ ।।৮৪
ত্রিশিরা বিশ্বরূপস্তু ত্বষ্টুঃ পুত্রোহভবন্মহান্ ।
যশোধরায়ামুৎপন্নো বৈরোচন্যাং মহাযশাঃ ।
বিশ্বরূপানুজশ্চাপি বিশ্বকর্ম্মা যতঃ স্মৃতঃ ।৮৪
ভৃগোস্তু ভৃগবো দেবা জজ্ঞিরে দ্বাদশাত্মজাঃ
দেব্যাং তান্ সুষুবে সর্ব্বান্ কাব্যশ্চৈব যজ্ঞান্
প্রভুঃ ।।৮৫
ভুবনো ভাবনশ্চৈব অন্যশ্চান্যায়তস্তথা ।
ক্রতুঃ শ্রবাশ্চ মূর্দ্ধা চ ব্যজয়ো ব্যশ্রয়শ্চ যঃ ।
প্রসবশ্চাপ্যজশ্চৈব দ্বাদশোহধিপতিঃ স্মৃতঃ ।।
ইত্যেতে ভৃগবো দেবাঃ স্মৃতা দ্বাদশ যাজ্ঞিকাঃ
পৌলোম্যজনয়ৎ পুত্রং ব্রহ্মিষ্ঠং বশিনং বিভুম্
ব্যাধিতঃ সোহষ্টমে মাসি গর্ভঃ ক্রুরেণ কর্ম্মণা
চ্যবনাচ্চ্যবনঃ সোহভূচ্চেতনস্তু প্রচেতসঃ ।
প্রাচেতসাচ্চ্যবনক্রোধাদধমানং পুরুষাদকঃ ।৮৯
জনয়ামাস পুত্রৌ দ্বৌ সুকন্যায়াঞ্চ ভার্গবঃ ।
আপ্নবানং দধীচঞ্চ তাবুভৌ সাধুসম্মতৌ ।৯০
সারস্বতঃ সরস্বত্যাং দধীচাজ্জোপপদ্যতে ।
রুচী পত্নী মহাভাগা আপ্নবানস্য নাহুষী ।।৯১

ব্রহ্মতুল্য তেজস্বী ছিলেন। বরুত্রীর স্বজন, পৃথুরশ্মি, ও বিদ্বান্ বলহৃদ্গিরা,—এই কয়টী সন্তান। ইঁহারা দেবগণের যাজক অথচ ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন। ইঁহারা যাগ-পূজাদি ধর্ম্ম লোপ-করণার্থ মনুসমীপে যাইয়া আত্মাভিপ্রায় প্রকাশপূর্ব্বক তর্ক দ্বারা আত্মমতের সমর্থন করিতে থাকিলে ইন্দ্র, ধর্ম্মহানি দর্শনে মনুকে কহিলেন যে, ইঁহাদিগকেই পশু করিয়া আমি তোমাকে যাগ করাইব। বরুত্রিনন্দনগণ ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক লুক্কায়িত হইলেন। ইন্দ্র তখন মূল্যস্বরূপ অনেক ধন-রত্ন দিয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্মপত্নী চেতনাকে মোহিত ও বশীভূত করিয়া তাহাতে আসক্ত হইলেন। একদা ইন্দ্রের বিনাশার্থ যত্নপরায়ণ সেই যতিগণ যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে ইন্দ্র তাহাদিগের বিনাশার্থে অভিপ্রায় করিলেন। পরে তাঁহারা রাত্রিকালে যজ্ঞীয় দক্ষিণ বেদীতে নিদ্রিত হইলে ইন্দ্র তাহাদিগকে নিহত করিয়াছেন। অনন্তর কুক্কুরগণ তাহাদিগের মস্তক সকল ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে সেগুলি ভূপতিত হইয়া খর্জ্জুরাকার ধারণ করিল। ইন্দ্র এইভাবে বরুত্রীর পুত্রগণকে নিহত করেন। যজনীতে শুক্রাচার্য্যের দেবযানী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। ত্বষ্টার ত্রিশিরা বিশ্বরূপ এবং তৎকনিষ্ঠ যশস্বী বিশ্বকর্ম্মা, এই দুই যমজ সন্তান জন্মে। বিরোচননন্দিনী যশোধরার গর্ভে ইঁহাদিগের জন্ম হয়। ৭১-৭৮। ভৃগুবংশে দ্বাদশ জন দেবতা জন্ম গ্রহণ করেন। কাব্য হইতে তৎপত্নী দেবীর গর্ভে তাঁহাদিগের উৎপত্তি। তাঁহাদিগের নাম যথা—ভুবন, ভাবন, অন্য, অন্যায়ত, ক্রতু, শ্রবা, মূর্দ্ধা, ব্যজয়, ব্যশ্রয়, প্রসব, অজ ও অধিপতি। ভার্গববংশীয় এই দ্বাদশ জন যাজ্ঞিক দেবতা। পৌলোমী গর্ভ ধারণ করিলে সেই গর্ভ অষ্টম মাস কালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া প্রচ্যুত হয়; সেই সন্তান চ্যবন জন্য চ্যবন এবং চেতন যুক্তহেতু প্রচেতস-নামে প্রখ্যাত হয়। এই প্রচেতস চ্যবনের ক্রোধে পথবাসী মদ নামক রাক্ষসের উৎপত্তি হইয়াছিল। চ্যবন, সুকন্যার গর্ভে আপ্নবান ও দধীচিকে উৎপাদন করেন। ইঁহারা

তস্য ত্বৌর্বো ঋষির্জজ্ঞে ঊরু ভিত্ত্বা মহাযশাঃ।
ঔর্ব্বস্যাসীদৃচীকস্তু দীপ্তাগ্নিসদৃশপ্রভঃ ।।৯২
জামদগ্নিঋচীকস্য সত্যবত্যাং ব্যজায়ত
ভৃগোশ্চ চরুপর্য্যাসে রৌদ্রবৈষ্ণবয়োস্তথা ।৯৩
জমনাদ্বৈষ্ণবস্যাগ্নের্জমদগ্নিরজায়ত।
রেণুকা জমদগ্নেস্তু শক্রতুল্যপরাক্রমম্।
ব্রহ্মাক্ষত্রময়ং রামং সুষুবেঽমিততেজসম্।
ঔর্ব্বস্যাসীৎ পুত্রশতং জমদগ্নিপুরোগমম্।
তেষাং পুত্রসহস্রাণি ভার্গবাণাং পরস্পরাৎ।।
ঋষ্যন্তরেষু বৈ বাহ্য বহবো ভার্গবাঃ স্মৃতাঃ।
বৎসো বিদোঽহর্ষিষেণশ্চ পাণ্ডঃ পথ্যঃ
সশৌনকঃ।
গোত্রেণ সপ্তমা হ্যেতে পক্ষা জ্ঞেয়াস্তু ভার্গবাঃ
শৃণুতাঙ্গিরসো বংশমগ্নেঃ পুত্রস্য ধীমতঃ।
যস্যান্বয়ো সম্ভূতা ভারদ্বাজাঃ সগৌতমাঃ।
দেবাশ্চাঙ্গিরসো মুখ্যাস্ত্বিষুমন্তো মহৌজসঃ ।
সুরূপা চৈব মারচী কার্দ্দমী চ তথা স্বরাট্।

পথ্যা চ মানবী কন্যা তিস্রো ভার্য্যাস্ত্বথর্ব্বণঃ।
ইত্যেতাঙ্গিরসঃ পত্ন্যস্তাসু বক্ষ্যামি সন্ততিম্
অথর্ব্বণস্তু দায়দাস্তাসু জাতাঃ কুলোদ্বহাঃ।
উৎপন্না মহতা চৈব তপসা ভাবিতাত্মনাম্।।
বৃহস্পতিঃ সুরূপায়াং গৌতমং ষুষুবে স্বরাট্
অবন্ধ্যং বামদেবঞ্চ উতথ্যমুশিজং তথা।।১০০
বিষ্ণুঃ পুত্রস্তু পথ্যায়াং সংবর্ত্তশ্চৈব মানসঃ।
বিচিত্তশ্চ তথা যস্য শরদ্বাংশ্চাপ্যুতথ্যজঃ।।১০১
উশিজজো দীর্ঘতমা বৃহদুক্থো বামদেবজঃ।
বিষ্ণোঃ পুত্রঃ সুধন্বান ঋষভশ্চ সুধন্বনঃ।।১০২
রথকারঃ স্মৃতা দেবা ঋষয়ো যে পরিশ্রুতাঃ
বৃহস্পতের্ভরদ্বাজো বিশ্রুতঃ সুমহাযশাঃ।।১০৩
অঙ্গিরসস্তু সংবর্ত্তো দেবনাঙ্গিরসঃ শৃণু।
বৃহস্পতের্যবীয়াংসো দেবা হ্যঙ্গিরসঃ স্মৃতাঃ ।
ঔরসাঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ সুরূপায়াং বিজজ্ঞিরে।
ঔদার্য্যায়ুর্ম্মনুর্দক্ষো দর্ভঃ প্রাণস্তথৈব চ।
হবিষ্মাংশ্চ হবিষ্ণুশ্চ ক্রতুঃ সত্যশ্চ তে দশ।।

উভয়েই সাধুবর্গের অভিমত ছিলেন। দধীচি হইতে সরস্বতীর গর্ভে সারস্বত নামক পুত্র জন্মে। আপ্নবানের পত্নী নহুষনন্দিনী রুচির উরুদেশ ভেদ করিয়া মহাযশস্বী ঊর্ব্ব ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ঊর্ব্বের পুত্র দীপ্তাগ্নিসম ঋচীক। সত্যবতীর গর্ভে ঋচীকের জমদগ্নি নামে পুত্র হয়। ভৃগুকৃত রৌদ্র ও বৈষ্ণব চরুদ্বয়ের বিপর্য্যয় বশে বৈষ্ণবাগ্নির জমন হেতু জমদগ্নির জন্ম হয়। জমদগ্নি হইতে রেণুকা, ব্রহ্মক্ষত্র গুণময় অমিততেজা শক্র সমপরাক্রম রামনামক পুত্র প্রসব করেন। ঊর্ব্বনন্দন ঋচীকের জমদগ্নিপ্রমুখ শত পুত্র জন্মে। তাঁহাদিগের আবার সহস্র সহস্র পুত্র হয়। সেই বিপুল ভৃগুবংশের অনেকে অপরাপর মুনিগণের আনুগত্য ফলে তত্তৎ গোত্রান্তর্ভূত হইয়াছেন। বৎস, বিদ, আর্ষ্টি, সেন, পাণ্ড, পথ্য ও শৌনক—ভার্গবগণ এই সপ্ত গোত্রে সপ্তভাগে বিভক্ত।৮৬—৯৬। অতঃপর আপনারা অগ্নিনন্দন অঙ্গিরার বংশবিবরণ শ্রবণ করুন। ইহাঁর বংশে ভারদ্বাজ, গৌতম ও ইষুমন্ত নামে প্রখ্যাত মহাতেজা দেবগণ সমুদ্ভূত হয়েন। আঙ্গিরস অথর্ব্বণের তিন পত্নী; মরীচিনন্দিনী সুরূপা, কর্দ্দমনন্দিনী স্বরাট্ ও মনুতনয়া পথ্যা। ইহাঁদিগের সন্ততি বিবরণ বলিতেছি। অথর্ব্বণের মহাতপস্যা ফলে মহাত্মা বংশবিস্তারক সন্তান সকল সমুৎপন্ন হয়। সুরূপাতে বৃহস্পতি জন্মেন; স্বরাট্ গৌতম, অবন্ধ্য, উশিজ, ও উতথ্য নামক পুত্র প্রসব করেন। পথ্যার গর্ভজ পুত্র বিষ্ণু এবং মানস পুত্র সংবর্ত্ত ও বিচিত্ত। উতথ্যের পুত্র শরদ্বান। উশিজের পুত্র দীর্ঘতমা। বামদেবের পুত্র বৃহদুক্থ। বিষ্ণুর পুত্র সুধন্বা। সুধন্বার পুত্র ঋষভ ঋষভ হইতে রথকার দেবতা ও ঋষিগণের প্রাদুর্ভাব। বৃহস্পতির লোকবিখ্যাত পুত্র ভরদ্বাজ। অথর্ব্বণের অপর পুত্র সংবর্ত্ত। সংবর্ত্ত ও আঙ্গিরস দেবগণ বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ইহাঁরা সুরূপার গর্ভে আঙ্গিরসের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ঔদার্য্য আয়ু, মনু দক্ষ, দর্ভ,

অয়স্যশ্চ উতথ্যশ্চ বামদেবস্তথোশিজঃ
ভারদ্বাজঃ সাংকৃতিকা গার্গ্যঃ কাণ্বরথীতরাঃ।।
মুদ্গলা বিষ্ণুবৃদ্ধাশ্চ হরিতা বায়বস্তথা।
তথা ভাক্ষা ভরদ্বাজা আর্ষভাঃ কিন্তয়াস্তথা
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পক্ষা বিজ্ঞেয়া দশ পঞ্চ চ।
ঋষ্যান্তরেষু বৈ বাহ্য বহবোঽঙ্গিরসঃ স্মৃতাঃ।।
মারীচং পরিবক্ষ্যামি বংশমুত্তমপুরুষম্।
যস্যান্বয়ে সমুৎপন্নং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্।।১০৯
মরীচিরাপশ্চকমে তাভির্ধ্যায়ন প্রজেপ্সয়া।
পুত্রঃ সর্ব্বগুণোপেতঃ প্রজাবান সুরুচিনিভিঃ।
সম্পূজ্যতে প্রশস্তায়াং মনসা ভাবিতা প্রভুঃ।।
অভূতাশ্চ ততঃ সর্ব্বা আপঃ সমবসৎ প্রভুঃ।।
তাসু প্রণিহিতাত্মনমেকঃ সোঽজনয়ৎ প্রভুঃ।
পুত্রমপ্রতিমন্নামারিষ্টনেমিং প্রজাপতিং।
পুত্রং মরীচং সূর্য্যাভং বর্ষো বেশো ব্যজীজনৎ
প্রধ্যায়ন হি সতাং বাচং পুত্রার্থী সলিলে স্থিতঃ।

সপ্ত বর্ষসহস্রাণি ততঃ সোঽপ্রতিমোঽভবৎ।।
কশ্যপঃ সবিতুর্বিদ্বাংস্তেন স ব্রহ্মণঃ সমঃ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু ব্রহ্মণোঽংশেন জায়তে।।১১৪
কন্যানিমিত্তমিত্যুক্তে দক্ষেণ কুপিতাঃ প্রজাঃ
অপিবৎ স তদা কশ্যং কশ্যং মদ্যমিহোচ্যতে।।*
কশ্যং মদ্যং স্মৃতং বিপ্রৈঃ কাশ্যপানাত্তু কশ্যপঃ।।
করোতি নাম যদ্বাচো বাচং ক্রুরমুদাহৃতম্।
দক্ষাভিশপ্তঃ কুপিতঃ কশ্যপস্তেন সোঽভবৎ
তস্মাচ্চ কশ্যপেনোক্তো ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
তস্মাদ্দক্ষঃ কশ্যপায় কন্যাস্তাঃ প্রত্যপদ্যতে।
সর্ব্বাশ্চ ব্রহ্মবাদিন্যঃ সর্ব্বাস্তা লোকমাতরঃ।।
ইত্যেতমৃষিসর্গন্তু পুণ্যং যো বেদ বারুণম্।
আয়ুষ্মান্ পুত্রবান ধন্যঃ সুখমাপ্নোত্যনুত্তমম্
কারণাত্তু বণাত্তেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
অথাব্রুবন্ পুনঃ সর্ব্বে মুনয়ো রোমহর্ষণম্।

প্রাণ, হবিষ্মান্, হবিষ্ণু, ক্রতু, ও সত্য; এই দশ জন অঙ্গিরোবংশীয় দেবতা। আঙ্গিরস বংশ—অয়স্য, উতথ্য, বামদেব, উশিজ, সাঙ্কৃতিক, গার্গ, কাণ্ব, রথীতর, মুদ্গল, বিষ্ণু বৃদ্ধ, হরিত, বায়ু, ভাক্ষ, আর্ষভ, ও কিন্তেয়; এই পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত; আঙ্গিরস বংশ বহু বিস্তৃত; পরন্তু এ সকল বংশ ব্যতীত অপর বংশে ইহাঁদিগের বিবাহ বিহিত হইয়াছে।৯৭—১০৮। এক্ষণে মরীচির উত্তম বংশবিবরণ বলিতেছি। ইহাঁর বংশেই স্থাবর-জঙ্গম জগৎ সমুৎপন্ন হয়। মরীচি প্রজাকামনায় চিন্তান্বিত হইয়া জল সকলকে কামনা করেন। তাঁহার অভিধ্যানফলে জল সকল গুৎসমীপস্থ হইলে তিনি তন্মধ্যে বাসকরত "পুত্রহীনের গতি নাই" এই সাধুবাক্যে চিন্তান্বিত হইয়া অভিধ্যানবশে অপ্রতিম তেজঃসম্পন্ন অরিষ্টনেমি নামক এক পুত্র সৃজন করেন। অরিষ্টনেমি একজন প্রজাপতি। ইহাঁরই নামান্তর কশ্যপ। কশ্যপ, সবিতার জনক। মরীচি সপ্ত সহস্র বর্ষ জলমধ্যে থাকিয়া সেই সাধুবাক্য ভাবনা করিয়াছিলেন, সেইজন্য তদুৎপন্ন পুত্র জগতে অনুপম ব্রহ্মসম হয়েন। কশ্যপ, সূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী ছিলেন সকল মন্বন্তরেই ইনি ব্রহ্মার অংশে প্রাদুর্ভূত হয়েন। মদ্যেরই নামান্তর কশ্য। ব্রাহ্মণগণ মদ্যকেই কশ্য বলেন। কশ্য পানহেতু তিনি কশ্যপ নামে খ্যাত হয়েন। তিনি দক্ষের নিকট কন্যানিমিত্ত তিরস্কৃত হইয়া কশ্য অর্থাৎ মদ্য পান করিয়াছিলেন এবং দক্ষ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া কুপিতচিত্তে ক্রূরবাক্য বলিয়াছিলেন। সেই হইতে তিনি কশ্যপ নামে বিখ্যাত হয়েন। কশ্যপের অভিমতানুসারে ব্রহ্মা দক্ষকে আদেশ করিলে দক্ষ কয়েকটী কন্যা কশ্যপকে সম্প্রদান করেন। সেই কন্যাগণ সম্প্রদান করেন সেই কন্যাগণ সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানবতী ও লোকসকলের মাতৃরূপিণী। এই পুণ্যবারুণ ঋষিসর্গ যে জন

---

*হাস্তেকশ্য হি বিজ্ঞেয়া ব্রাহ্মনঃ কশ্য উচ্যতে। রুচিরয়মধিকঃ পাঠঃ।

বিনিবৃত্তে প্রজাসর্গে ষষ্ঠে বৈ চাক্ষুষস্য হ।
নিসর্গঃ সম্প্রবৃত্তোহয়ং মনোর্বৈবস্বতস্য হ ।।১২০

সূত উবাচ।

প্রজাঃ সৃজেতি ব্যাদিষ্টঃ স্বয়ং দক্ষঃ স্বয়ম্ভুব
সসর্জ্জ দক্ষো ভূতানি গতিমন্তি ধ্রুবানি চ।
উপস্থিতেহন্তরে হ্যস্মিন্মনোর্বৈবস্বতস্য হ।।১২১
ততঃ প্রবৃত্তো দক্ষস্তু প্রজাঃ স্রষ্টুং চতুর্ব্বিধাঃ
জরায়ুজাণ্ডজাংশ্চৈব উদ্ভিজ্জাঃ স্বেদজাস্তথা।।
দশ বর্ষসহস্রাণি তপ্ত্বা ঘোরং মহত্তপঃ।
সম্ভাবিতো যোগবলৈরণিমাদ্যৈর্বিশেষতঃ।।
আত্মানং ব্যভজচ্ছ্রীমান্মনুষ্যোরগরাক্ষসান্।
দেবাসুরসগন্ধর্ব্বান্ দিব্যসংহননপ্রজান্।
ঈশ্বরানাত্মনস্তুল্যান্ রূপপ্রবিণতেজসা।।১২৪
ঐশ্বর্য্যাণি সৃজিতো গতিমন্তি ধ্রুবাণি চ।
মানসান্যেব ভূতানি সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।।
ঋষীন দেবান্ সগন্ধর্ব্বান্ মনুষ্যোরগরাক্ষসান্
যক্ষভূতপিশাচাংশ্চ বয়ঃপশুমৃগাংস্তথা।।১২৬
যদাস্য মনসা সৃষ্টা ন ব্যবর্দ্ধন্ত তাঃ প্রজাঃ
অপধ্যাতা ভগবতা মহাদেবেন ধীমতা।।১২৭
মৈথুনেন চ ভাবেন সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অসিক্লীং চাবহৎ পত্নীং বীরণস্য প্রজাপতেঃ।
সুতাং সুমহতা যুক্তাং তপসা লোকধারিণীম্।
যয়া ধৃতমিদং সর্ব্বং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্ ।১২৯
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমৌ শ্লোকৌ প্রাচেতসং প্রতি
দক্ষস্যোদ্বাহতো ভার্য্যামসিক্লীং বীরণীং পরাম্
কৃপানাং নিযুতং দক্ষঃ সর্পিণাং সাভিমাননাম্
নদীগিরিষু সজ্জন্তো পৃষ্ঠতোহনুযযৌ প্রভুঃ
তং দৃষ্ট্বৈ ঋষিভিঃ প্রোক্তং প্রতিষ্ঠিতি বৈ
প্রজাঃ।
প্রথমাত্র দ্বিতীয়া তু দক্ষস্যেহ প্রজাপতেঃ।
তথাগচ্ছন্ যথাকামং কৃপানাং নিযুতে তু সঃ।
অসিক্লীং বৈরিণীং যত্র দক্ষঃ প্রচেতসোহবহৎ

অবগত হয়েন, তিনি আয়ুষ্মান্ পুণ্যবান্, পবিত্র এবং অনুত্তম সুখভাগী হয়েন। এ বৃত্তান্ত শ্রবণে ও ধারণে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।১০৯—১১৮। অতঃপর মুনিগণ চাক্ষুষ মন্বন্তর অতীত হইলে বৈবস্বত মন্বন্তর কি ভাবে প্রবৃত্ত হয়। তদ্বিষয়ে রোমহর্ষণকে পুনর্ব্বায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে সূত কহিলেন,—উপস্থিত বৈবস্বত মন্বন্তরে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দক্ষকে "প্রজা সৃজন কর" এইরূপ আদেশ করিলে দক্ষ স্থাবর ও জঙ্গম নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করেন। দক্ষ প্রজাপতি সেই হইতেই জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চতুর্ব্বিধ প্রজাসৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। শ্রীমান্ দক্ষ, দশ সহস্র বর্ষ ঘোর তপস্যাচরণ দ্বারা যোগসামর্থ্যে অণিমাদি সিদ্ধি সকল আয়ত্ত করিয়া আত্মাকে বিভাগপূর্ব্বক মনুষ্য, উরগ, রাক্ষস, দেবঃ অসুর ও গন্ধর্ব্বাদি দিব্যাকৃতি, ঐশ্বর্য্যশালী, তেজোরূপবলে আত্মতুল্য সন্তানসমূহ উৎপাদন করেন। এতদ্ভিন্ন চরাচর আরও নানা সৃষ্টি বিস্তার করেন। তিনি মানস সংকল্প বশেই সেই সমস্ত প্রজাসৃজন করিয়াছিলেন। তৎসৃষ্ট ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, পশু, পক্ষী ও মৃগাদি প্রজাসকল যখন ভগবান্ মহাদেবের অপধ্যানফলে আপনুরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না, তখন দক্ষ, মৈথুনধর্ম্মে প্রজাবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে বীরণ প্রজাপতির কন্যা অসিক্লীকে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করিলেন। অসিক্লীর সুমহান্ তপস্যাফলেই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দক্ষ যে বীরণকন্যা অসিক্লীকে বিবাহ করেন, তদ্বিষয়ে দক্ষসম্বন্ধে এই দুইটী শ্লোক উদাহৃত হইয়া থাকে ১২৯—১৩০। দক্ষ প্রজাপতি নিযুত সংখ্যক গমনশীল অভিমানী কৃপ সৃজন করেন; সেই সকল কৃপ গমন করিতে থাকিলে প্রভু দক্ষও তাহাদিগেরই অনুগমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে কৃপসকল নদী গিরি প্রভৃতি নানা স্থানে সংসক্ত হইয়া রহিল। ঋষিগণ দক্ষ প্রজাপতিকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন যে, ইহাঁ দ্বারা প্রজার প্রতিষ্ঠা হইবে। প্রথম সৃষ্ট প্রজাগণ দক্ষের সন্তানরূপে পরিগণিত

অথ পুত্রসহস্রং স বৈরিণ্যামমিতৌজসা।
অসিক্ন্যাং জনয়ামাস দক্ষঃ প্রাচেতসঃ প্রভুঃ।।
তাংস্তু দৃষ্ট্বা মহাভাগান্ স বিবর্দ্ধয়িষূন্ প্রজাঃ।
দেবর্ষিঃ প্রিয়সংবাদো নারদো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
নাশায় বচনং তেষাং শাপায়ৈবাত্মনোঽব্রবীৎ
যঃ স বৈ প্রোচ্যতে বিপ্রঃ কশ্যপস্যেতি কৃত্রিমঃ
দক্ষশাপভয়াদ্ভীতো ব্রহ্মর্ষিস্তেন কর্ম্মণা।।১৩৬
যঃ কশ্যপসুতস্যাথ পরমেষ্ঠী ব্যজায়ত।
মানসঃ কশ্যপস্যেহ দক্ষশাপভয়াৎ পুনঃ।।১৩৭
তস্মাৎ স কশ্যপস্যাথ দ্বিতীয়ং মানসোঽভবৎ।
স হি পূর্ব্বসমুৎপন্নো নারদঃ পরমেষ্ঠিনঃ।।১৩৮
যেন দক্ষস্য পুত্রাস্তে হর্য্যশ্বা ইতি বিশ্রুতাঃ।
নিস্কার্ণং নাশিতাঃ সর্ব্বে বিনষ্টাশ্চ ন সংশয়ঃ।
তস্যোদ্যতস্তদা দক্ষঃ ক্রুদ্ধো নাশায় বৈ প্রভুঃ
ব্রহ্মর্ষীন্ বৈ পুরস্কৃত্য যাচিতঃ পরমেষ্ঠিনা।।
ততোঽভিসন্ধিতং চক্রে দক্ষস্ত পরমেষ্ঠিনা।
কন্যায়াং নারদো মহ্যং তব পুত্রো ভবিষ্যতি।।
ততো দক্ষঃ সুতাং প্রাদৎ প্রিয়াং বৈ পরমেষ্ঠিনে
তস্যাং স নারদো জজ্ঞে ভূয়ঃ শাপো ভয়াদৃষিঃ

তদুপশ্রুত্য বিপ্রাস্তে জাতকৌতূহলাঃ পুনঃ।
প্রপৃচ্ছন্ শান্তং শ্রেষ্ঠং সূতং তত্ত্বার্থদর্শিনম্।

ঋষয় ঊচুঃ।

কথং বিনাশিতাঃ পুত্রা নারদেন মহাত্মনা।
প্রজাপতিসুতাস্তে বৈ প্রভোঃ প্রাচেতসাত্মজাঃ
স তথ্যং বচনং শ্রুত্বা জিজ্ঞাসাসম্ভবং শুভম্।
প্রোবাচ মধুরং বাক্যং তেষাং সর্ব্বগুণান্বিতম্।।
দক্ষপুত্রাশ্চ হর্য্যশ্বা বিবর্দ্ধয়িষবঃ প্রজাঃ।
সমাগতা মহাবীর্য্যা নারদস্তানুবাচ হ।।১৪৬
বালিশা বত যূয়ং বৈ ন প্রজানীথ ভূতলম্।
অন্তরূর্দ্ধমধশ্চৈব কথং স্রক্ষ্যথ বৈ প্রজাঃ।।১৪৭
কিং প্রমাণন্তু মেদিন্যাঃ পার্থিব্যানি তথৈব চ।
অবিজ্ঞায়েহ দ্রষ্টব্যংত্বন্যথা কিন্নু স্রক্ষ্যথ।।
অল্পং যদপি বহ্বপি তত্র দোষস্তু দৃশ্যতে।।
তে তু তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রয়াতাঃ সর্ব্বতো দিশম্
বায়ুস্তু সমনুপ্রাপ্য গতাস্তে বৈ পরাভবম্।

হইয়া দ্বিতীয় সৃষ্টিরূপে পরিণত হইবে। প্রাচেতস দক্ষ প্রজাপতি তৎসমস্ত রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে বীরণনন্দিনী অসিক্লীকে পরিণয় পূর্ব্বক তদীয় গর্ভে সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। ব্রহ্মনন্দন, বিবাদপ্রিয় দেবর্ষি নারদ, সেই দক্ষতনয়গণকে প্রজাবর্দ্ধনেচ্ছু দেখিয়া তাহাদিগের বিনাশার্থ এবং আত্মশাপ প্রাপ্তি নিমিত্ত কুপরামর্শ দিতে লাগিলেন। নারদ প্রথমে পরমেষ্ঠী হইতে সমুৎপন্ন হয়েন। পরে তিনি দক্ষ প্রজাপতির শাপে ভীত হইয়া কশ্যপ প্রজাপতির মানস সন্তানরূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন। ইহা দেবর্ষির দ্বিতীয় জন্ম। পরমেষ্ঠিনন্দন নারদ, দক্ষ প্রজাপতির হর্য্যশ্ব নামক সন্তান গণকে সংসারবিরোধী উপদেশ দ্বারা বিনাশিত করেন। তখন দক্ষ প্রজাপতি নারদের বিনাশার্থ উদ্যুক্ত হইলে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা অপর ব্রহ্মর্ষিগণ সহ মিলিত ভাবে তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক 'আপনার কন্যার গর্ভে' আমার সন্তানরূপে নারদ জন্মগ্রহণ করিবেন' দক্ষের সহিত এইরূপ স্থির করিলেন। পরে দক্ষ পরমেষ্ঠীকে এক কন্যা দান করেন, সেই কন্যাতে নারদ স্বয় পুনর্বার শাপ মুনিরূপে উদ্ভূত হয়েন। এ কথা শুনিয়া মুনিগণ কৌতুকবশে ঋষিবর তত্ত্বার্থাভিজ্ঞ সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৩১—১৪৩। ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! প্রাচেতস্ দক্ষ প্রজাপতির পুত্রগণ, নারদকর্ত্তৃক কি প্রকারে বিনাশিত হইয়াছিল? সূত, মুনিগণের সেই যোগ্য শুভ প্রশ্নবচন শ্রবণে সর্ব্বগুণসম্পন্ন মধুর বাক্যে কহিলেন,—মহাবীর্য্য হর্য্যশ্বগণ প্রজাবর্দ্ধন মানসে সম্মিলিত হইলে নারদ তাহাদিগকে কহিলেন,—ওহে হর্য্যশ্বগণ! তোমরা নিতান্ত নির্ব্বোধ! ভূতলের মর্ম্ম তোমরা কিছুমাত্র জান না; অথচ প্রজাসৃজনে অভিলাষী হইয়াছ! মেদিনীর ঊর্দ্ধ অধঃ অন্ত প্রমাণাদি না জানিয়া কিরূপে প্রজা সৃজন করিতে বাসনা করিতেছ? এ সকল না জানিয়া তোমরা অল্পই হউক, আর অধিকই হউক, প্রজাসৃষ্টি করিতে উদ্যম করিলে

অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে ভ্রমন্তে তে মহর্ষয়ঃ ।১৫০
নষ্টেষু পুত্রেষু নষ্টেষু দক্ষঃ প্রাচেতসঃ পুনঃ
বৈরিণ্যামেব পুত্রাণাং সহস্রমসৃজৎ প্রভুঃ।
প্রজা বিবর্দ্ধয়িষবঃ শবলাশ্বাঃ পুনস্তু তে।
পূর্ব্বমুক্তং বচস্তত্র প্রবিতা নারদেন হ।।১৫২
তস্তু ত্বা বচনং সর্ব্বে কুমারাস্তে মহৌজসঃ।
অন্যোন্যমূচুস্তে সর্ব্বে সম্যগাহ মহানৃষিঃ।
ভ্রাতৃণাং পদবী চৈব গন্তব্যা নাত্র সংশয়ঃ।।
জ্ঞাত্বা প্রমাণং পৃথ্ব্যাশ্চ সুখং স্রক্ষ্যামহে প্রজাঃ
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ প্রযাতাঃ সর্ব্বতোদিশম্
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ।।
ততঃ প্রভৃতি বৈ ভ্রাতা ভ্রাতুরন্বেষণে রতঃ।
প্রয়াতো নশ্যতি তথা তন্ন কার্য্যং বিজানতা।।
নষ্টেষু শবলাশ্বেষু দক্ষঃ ক্রুদ্ধোঽভ্যশপিত্তুঃ।
নারদং নাশমেহীতি গর্ভবাসং বসেতি চ ।১৫৬
তথা তেষ্বপি নষ্টেষু মহাত্মসু পুরা কিল।
ষষ্টিকন্যাসৃজদ্দক্ষো বৈরিণ্যামেব বিশ্রুতাঃ।।
তাস্তেন প্রতিজগ্রাহ পত্ন্যর্থে কশ্যপঃ প্রভুঃ।
ধর্ম্মঃ সোমশ্চ ভগবাংস্তথৈবান্যে মহর্ষয়ঃ।।১৫৮
ইমাং বিসৃষ্টিং দক্ষস্য কৃৎস্নাং যো বেদ তত্ত্বতঃ
আয়ুষ্মান্ কীর্ত্তিমান্ ধন্যঃ প্রজাবাংশ্চ ভবত্যুতে

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে প্রজাপতি-
বংশানুকীর্ত্তনং নাম পঞ্চষষ্টিতমো-
ঽধ্যায়ঃ।।৬৫।।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় ঊচুঃ।
দেবানাং দানবানাঞ্চ দৈত্যানাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ।
উৎপত্তিং বিস্তরেণেহ ব্রূহি বৈবস্বতেঽন্তরে।

দোষী হইবে হর্য্যশ্বগণ নারদের এইরূপ উপদেশে বিভ্রান্ত হইয়া নানাদিকে প্রস্থান করিল এবং ক্রমে বায়ুমণ্ডলে যাইয়া বায়ুবশীভূত হইয়া পড়িল। সেই মহর্ষিগণ অদ্যাপি সেই বায়ুমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছেন; তাঁহাদিগের আর পুনরাবর্ত্তন ঘটে নাই।১৪৪—১৫০। প্রাচেতস দক্ষ সেই আত্মজগনের বিনাশ ঘটিলে বীরণনন্দিনী অসিক্লীতে পুনরায় সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন সেই দক্ষ তনয়গণ শবলাশ্ব নামে প্রসিদ্ধ তাহারাও যখন প্রজাসৃজনে উদ্যুক্ত হয়, তখন নারদ, তাহাদিগকেও পূর্ব্ববৎ কুপরামর্শ দানে ভিন্নবুদ্ধি করিলেন। নারদের কথায় তাহারা পরস্পর বলাবলি করিল যে, নারদ ঋষি ভালই বলিয়াছেন। অগ্রে ভ্রাতৃবর্গের অনুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমরা পৃথিবীর পরিমাণাদি সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া পরে যথাসুখে প্রজা সৃজন করিব। শবলাশ্বগণ এইরূপ আলোচনা করিয়া দিকে দিকে প্রস্থান করিলেন। অদ্যাপি তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই সেই হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হয় না। এজন্য জ্ঞানবান্ মানবের এরূপ কার্য্য কর্ত্তব্য নহে। শবলাশ্বগণ বিনষ্ট হইলে প্রভু দক্ষ, ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে "তুমি বিনষ্ট হইয়া গর্ভবাস প্রাপ্ত হও" এই অভিশাপ দিলেন। পরে দক্ষ আবার বৈরিণীতে ষষ্টি সংখ্যক কন্যা উৎপাদন করেন। প্রভু কশ্যপ, ধর্ম্ম, ভগবান্ সোম এবং অপর মহর্ষিগণ, সেই দক্ষতনয়াদিগকে পত্নীরূপে পরিগ্রহ করেন। দক্ষের এই সমগ্র প্রজাসৃষ্টিবৃত্তান্ত যথাযথ জ্ঞাত হইলে মানব, আয়ুষ্মান, কীর্ত্তিমান, প্রজাবান্ ও ধন্য হয়।১৫১—১৫৯।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।।৬৫।।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! এক্ষণে বৈবস্বত মন্বন্তরীয় দেব, দানব ও দৈত্যগণের

সূত উবাচ।

ধর্ম্মস্য তাবদক্ষ্যামি নিসর্গং তং নিবোধত
অরুন্ধতী বসুর্যামী লম্বা ভানুর্মরুত্বতী ।২
সঙ্কল্পা চ মুহূর্ত্তা চ সাধ্যা বিশ্বা তথৈব চ
ধর্ম্মপত্ন্যো দশ ত্বেতা দক্ষঃ প্রাচেতসো দদৌ।।
সাধ্যা পুত্রাংস্তু ধর্ম্মস্য সাধ্যান্ দ্বাদশ জজ্ঞিরে
সাধ্যো নাম মহাভাগাশ্ছন্দজা যজ্ঞভাগিনঃ ।
দেবেভ্যস্তান্ পরান্ দেবান্ দেবাজ্ঞাঃ পরি
চক্ষতে ।।৪
ব্রহ্মণো বৈ মুখাৎ সৃষ্টা জয়া দেবাঃ প্রজেপ্সয়া
সর্ব্বে মন্ত্রশরীরাস্তে স্মৃতা মন্বন্তরেম্বিহ ।৫
দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ বৃহদ্যচ্চ রথন্তরম্।
চিত্তিশ্চৈব বিচিত্তিশ্চ আকূতিঃ কূতিরেব চ।।৬
বিজ্ঞাতা চৈব বিজ্ঞাতো মনো যজ্ঞশ্চ তে স্মৃতাঃ
নামান্যেতানি তেষাং বৈ জয়ানাং প্রথিতানি চ
ব্রহ্মশাপেন তে জাতাঃ পুনঃ স্বায়ম্ভুবেঽজিতাঃ
স্বারোচিষে বৈ তুষিতঃ সত্যাশ্চৈবোত্তমে পুনঃ
তামসে হরয়ো নাম বৈকুণ্ঠা রৈবতান্তরে।
সাধ্যাশ্চ চাক্ষুষে নাম্না ছন্দজা জজ্ঞিরে সুখাঃ
ধর্ম্মপুত্রা মহাভাগাঃ সাধ্যা যে দ্বাদশামরাঃ
পূর্ব্বং স্ব অনুসৃষ্টে চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।।
স্বারোচিষেঽন্তরেঽতীতা দেবা যে বৈ মহৌজসঃ
তুষিতা নাম তেঽন্যোন্যমূচুর্বৈ চাক্ষুষেঽন্তরে
কিঞ্চিচ্ছিষ্টে তদা তস্মিন্ দেবা বৈ তুষিতাঽ-
ব্রুবন্।
ইতরেতরং মহাভাগান্ বয়ং সাধ্যান্
প্রবিশ্য বৈ।
মন্বন্তরে ভবিষ্যামস্তন্নঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি। ১২
এবমুক্তা তু তে সর্ব্বে চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
জাতাদ্বাদশ সম্ভূতা ধর্ম্মাৎ স্বায়ম্ভুবাৎ পুনঃ ।।১৩
নরনারায়ণৌ তত্র জজ্ঞাতে পুনরেব হি।
বিপশ্চিদিন্দ্রো যশ্চাসীত্তথ্য সত্যো হরিশ্চ তৌ
স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বমাস্তাং তৌ তুষিতৌ
সুরৌ।।১৪
তুষিতানান্তু সাধ্যত্বে নামান্যেতানি বক্ষ্যতে।

উৎপত্তিবিবরণ সবিস্তার বর্ণন করুন। সূত কহিলেন।—প্রথমতঃ ধর্ম্মের স্বভাব বর্ণন করিতেছি, আপনারা অবধান সহকারে শ্রবণ করুন। প্রাচেতস দক্ষ প্রজাপতি ধর্ম্মকে অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা, এই দশ কন্যা সম্প্রদান করেন। ধর্ম্মের এই দশ পত্নী মধ্যে সাধ্যা হইতে দ্বাদশ জন সাধ্যনামক দেবতা সম্ভূত হয়েন। ইহাঁরা ছন্দোজাত; সুতরাং যজ্ঞভাগী। বিজ্ঞজনগণ ইহাদিগকে অপরাপর দেবগণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। প্রজাস্বামী ব্রহ্মা এই বৈবস্বত মন্বন্তরে মুখ হইতে জয় নামক দেবগণের সৃষ্টি করেন। তাঁহারা সকলেই মন্ত্রময় শরীর-সমন্বিত। সেই জয় দেবগণের নাম যথা;—দর্শ, পৌর্ণমাস, বৃহৎ, রথন্তর, চিত্তি, বিচিত্তি, আকূতি, কূতি, বিজ্ঞাতা, বিজ্ঞাতি, মন ও যজ্ঞ। ব্রহ্মশাপবশে ইহাঁরা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অজিত নামে, স্বরোচিষ মন্বন্তরে তুষিত নামে এবং উত্তম মন্বন্তরে সত্য নামে সমদ্ভূত হয়েন। সেই ছন্দোজ জয়াখ্য দেবগণ তামস মন্বন্তরে হরি, রৈবত মন্বন্তরে বৈকুণ্ঠ এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে সাধ্য নামে সমুৎপন্ন হয়েন। স্বরোচিষ মন্বন্তরের শেষ ভাগে তুষিতাখ্য দেবগণ পরস্পর মিলিত হইয়া এইরূপ কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিলেন যে, অতঃপর আমরা মহাভাগ সাধ্যগণ পরস্পর অনুপ্রবেশ করিয়া ধর্ম্ম হইতে প্রাদুর্ভূত হইব। ইহাতে আমাদিগের মঙ্গল হইবে ১—১২। তাহাঁরা এইরূপ পরামর্শ করিয়া স্বয়ম্ভুনন্দন ধর্ম্মের দ্বাদশ সন্তানরূপে চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রাদুর্ভূত হয়েন। স্বারোচিষমন্বন্তরীয় তুষিত দেবগণের বিপশ্চিৎ নামক ইন্দ্র এবং সত্য নামক বিষ্ণু, তখন নর-নরায়ণ নামে বিখ্যাত হয়েন। সেই তুষিত দেবগণ সাধ্যত্ব লাভ করিলে যে যে নামে প্রখ্যাত হয়েন, তাহা

মনোহনুমন্তা প্রাণশ্চ নরো যানশ্চ বীর্য্যবান্।
চিত্তির্হয়ো নয়শ্চৈব হংসো নারায়ণস্তথা
প্রভবোহথ বিভুশ্চৈব সাধ্যা দ্বাদশ জজ্ঞিরে।
স্বায়ম্ভুবেহন্তরে পূর্ব্বং ততঃ স্বারোচিষে পুনঃ।
নামান্যাসন্ পুনস্তানি তুষিতানাং নিবোধত।।
প্রাণোহপানস্তথোদানঃ সমানো ব্যান এব চ
চক্ষুঃ শ্রোত্রং রসো ঘ্রাণঃ স্পর্শো বুদ্ধির্মনস্তথা
প্রাণাপানাবুদানশ্চ সমানো ব্যান এব চ।
নামান্যেতানি পূর্ব্বন্তু তু যতানাং স্মৃতানি হ।।
বসোস্তু বসবঃ পুত্রাঃ সাধ্যানামনুজাঃ স্মৃতাঃ।
ধরো ধ্রুবস্য সোমশ্চ আপশ্চৈবানলোহনিলঃ।
প্রত্যুষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোহষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ
ধরস্য পুত্রো দ্রবিণো হুতহব্যবহস্তথা।
ধ্রুবপুত্রো ভবো নাম্না কালো লোকপ্রকালনঃ
সোমস্য ভগবান্ বর্চ্চা বুধশ্চ গ্রহবোধনঃ।
রোহিণ্যাং তৌ সমুৎপন্নৌ ত্রিষু লোকেষু
বিশ্রুতৌ।।২২
ধারোর্ম্মিকলিলাশ্চৈব ত্রয়শ্চন্দ্রমসঃ সুতাঃ।
আপস্য পুত্রো বৈতণ্ড্যঃ শমঃ শান্তস্তথৈব চ।।
স্কন্দঃ সনৎকুমারশ্চ জজ্ঞে পাদেন তেজসঃ।
অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্তু শরস্তম্বে ব্যজায়ত
তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজাঃ।।২৪
অনিলস্য শিবা ভার্য্যা তস্যাঃ পুত্রো মনোজবঃ
অবিজ্ঞাতগতিশ্চৈব দ্বৌ পুত্রাবনিলস্য চ।।২৫
প্রত্যুষস্য বিদুঃ পুত্র ঋষির্নাম্না তু দেবলঃ
দ্বৌ পুত্রৌ দেবলস্যাপি ক্ষমাবন্তৌ মনীষিণৌ
বৃহস্পতেস্তু ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মচারিণী
যোগসিদ্ধা জগৎকৃৎস্নমসক্তা বিচরত্যুত।।২৭
প্রভাসস্য তু সা ভার্য্যা বসূনামষ্টমস্য হ।
বিশ্বকর্ম্মা সুতস্তস্যা জাতঃ শিল্প প্রজাপতিঃ।।
স কর্ত্তা সর্ব্বশিল্পানাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ।
ভূষণানাঞ্চ সর্ব্বেষানাং কর্ত্তা কারয়িতা চ সঃ।
সর্ব্বেষাঞ্চ বিমানানি দেবতানাং করোতি সঃ
মানুষাশ্চোপজীবন্তি যস্য শিল্পানি শিল্পিনঃ।
বিশ্বেদেবাস্তু বিশ্বায়া জজ্ঞিরে দশ বিশ্রুতাঃ।

বলিতেছি। মনঃ, অনুমন্তা, প্রাণ, নয়, যান, চিত্তি হয়, নয়, হংস, নারায়ণ, প্রভাব ও বিভু; এই দ্বাদশ জন সাধ্যদেব। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত দেবগণের যাহা নাম ছিল, বলিতেছি। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, রসন, ঘ্রাণ, স্পর্শ, বুদ্ধি ও মন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত দেবগণ এই সমস্ত নামে বিখ্যাত ছিলেন। ধর্ম্মপত্নী বসুর গর্ভে অষ্ট বসুর জন্ম বসুগণ সাধ্যগণের অনুজ। প্রত্যূষ ও প্রভাস; ইঁহারা অষ্ট বসু ধরের পুত্র দ্রবিণ ও হুতহব্যবহ। ধ্রুবের পুত্র ভব; ইনি লোকসংহারকারী কাল নামে প্রখ্যাত। সোমের পুত্র মহাতেজা বর্চ্চা এবং গ্রহপ্রধান বুধ। ইঁহারা ত্রিলোকবিখ্যাত এবং রোহিনীতে সম্ভূত। এতদ্ভিন্ন ধায়, ঊর্ম্মি ও কলিল নামক সোমের আরও তিন পুত্র জন্মে। আপের পুত্র বৈতণ্ড্য, শম ও শান্ত। অনলের পুত্র কুমার। শরস্তম্ব স্কন্দ। স্কন্দ ও সনৎকুমার দুইজনই অনলের পাদ পরিমিত তেজঃসঞ্জাত। শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয়; ইঁহারা স্কন্দের কনিষ্ঠ।১৩—২৪। অনিলের ভার্য্যার নাম শিবা। ইঁহার মনোজব ও অভিজ্ঞাতগতি নামে দুই পুত্র জন্মে। প্রত্যূষের পুত্র দেবল ঋষি। ইঁহার ক্ষমাবান্ ও মনস্বী নামে দুই পুত্র জন্মে। বৃহস্পতির ভগিনী যোগসিদ্ধা ছিলেন। সেই বরবর্ণিনী ব্রহ্মচারিণী, নিঃশঙ্ক ভাবে সমগ্র জগৎ বিচরণ করিতেন। তিনি অষ্টম বসু প্রভাসের পত্নী হয়েন। ইঁহার পুত্র শিল্পপ্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা. তিনি দেবগণের শিল্পকর্ত্তা এবং সর্ব্ববিধ শিল্পের ও ভূষণসমূহের আদি নির্ম্মাণকর্ত্তা দেবগণের বিমানসমূহ তাঁহারই নির্ম্মিত। তাঁহার শিল্প সমস্ত মানুষগণেরও উপ জীব্য বিশ্বা হইতে দশ জন বিশ্বদেবের উৎপত্তি ক্রতু, দক্ষ, শ্রব, সত্য,

ক্রতুর্দক্ষঃ ধ্রুবঃ সত্যঃ কালঃ কামো ধুনিস্তথা।
কুরুবান্ প্রভবাংশ্চৈব রোচমানশ্চ তে দশ
ধর্ম্মপুত্রাঃ স্মৃতা হ্যেতে বিশ্বায়াং জজ্ঞিরে শুভাঃ
মরুত্বত্যান্তু মুহূর্ত্তায়াং ঘোষং লম্বা ব্যজায়ত।।৩৩
সঙ্কল্পায়ান্তু সঞ্জজ্ঞে বিদ্বান্ সঙ্কল্প এব চ।
নাগবীথ্যস্তু জাম্যাঞ্চ পথত্রয়সমাশ্রিতাঃ।।৩৪
পৃথিবীবিষয়াং সর্ব্বমরুন্ধত্যাং ব্যজায়ত।
এষ সর্গঃ সমাখ্যাতো বিদ্বান্ ধর্ম্মস্য শাশ্বতঃ।।
মুহূর্ত্তাশ্চৈব তিথ্যশ্চ পতিভিঃ সহ সুব্রতাঃ।
নামতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি ব্রুবতো মে নিবোধত।
অহোরাত্রবিভাগশ্চ নক্ষত্রাণি সমাসতঃ
মুহূর্ত্তাঃ সর্ব্বনক্ষত্রা অহোরাত্রবিদস্তথা।।৩৭
অসহায়াত্রকল্পানান্তু ষট্‌শতীত্যাহিকা স্মৃতা।
রবেগতিবিশেষেণ সর্ব্বেষত্র ঋতুমিচ্ছতঃ।।৩৮
রবেগতিবিশেষেণ সর্ব্বেষু ঋতুমিচ্ছন্তি পর্ব্বসু।

কাল, ধুনি, কুরুবান্, প্রভাবান, ও রোচমান; এই দশ জন ধর্ম্মনন্দন বিশ্বার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মরুত্বতীতে মরুদ্গণ, ভানুতে ভানুগণ, ও মহূর্ত্তাতে মুহূর্ত্তগণ জন্মলাভ করেন। লম্বার পুত্র ঘোষ। সংকল্পাতে বিদ্বান্ সংকল্প উৎপন্ন হয়েন। যামী হইতে নাগবীথ্যাদি পথত্রয় উৎপন্ন হয়। আর পৃথিবীবিষয়গত অপরাপর সমস্তই অরুন্ধতীতে জন্মে। বিদ্বান্ ধর্ম্মের এই চিরস্থায়ী সৃষ্টিবৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইল।২৫—৩৫। এক্ষণে মুহূর্ত্ত ও পতি-সমন্বিত তিথিসকলের নামোল্লেখ সহ বিবরণ বলিতেছি। আপনারা শ্রবণ করুন এই প্রসঙ্গে অহোরাত্রের বিভাগ ও সমস্ত নক্ষত্রের বৃত্তান্তও সংক্ষেপে বলা যাইবে। রবির গতিতারতম্যবশে বিবিধ ঋতুর প্রাদুর্ভাব হয়। সেই সমস্ত ঋতুতে অহোরাত্রগত ছয় শত ভেদ আছে। উহাতেই বিবিধ মুহূর্ত্ত প্রতিষ্ঠিত বেদবিদ্গণ সেই সকল মুহূর্ত্তের

অবিশেষেষু কালেষু যোজ্যাঃ স পিতৃদানতঃ।
রৌদ্রঃ সার্পস্তথা মৈত্রঃ পিত্র্যাবাসব এব চ
আপ্যোঽথ বৈশ্বদেবশ্চ ব্রাহ্মোমধ্যাহ্নসংশ্রিতঃ
প্রাজাপত্যস্তথা ঐন্দ্রস্তথৈন্দ্রো নৈর্ঋতস্তথা।
বারুণশ্চ তথার্য্যম্ণো ভাগ্যশ্চাপি দিনাশ্রিতাঃ।।
এতে দিনমুহূর্ত্তাশ্চ দিবাকরবিনির্ম্মিতাঃ।
শঙ্কুচ্ছায়াবিশেষেণ বেদিতব্যাঃ প্রমাণতঃ।।৪২
অজস্তথাহির্বুধ্নশ্চ পূষা হি যমদেবতা,
আগ্নেয়শ্চাপি বিজ্ঞেয়ঃ প্রাজাপত্যস্তথৈব চ।।
ব্রহ্মসৌম্যস্তথাদিত্যো বার্হস্পত্যোঽথ বৈষ্ণবঃ
সাবিত্রোঽথ তথা ত্বাষ্ট্রো বায়ব্যশ্চেতি সংগ্রহঃ
একরাত্রিমুহূর্ত্তাশ্চ পূষা হি যমদেবতা।
ইন্দোর্গতিবশাজ্জ্ঞেয়া নালিকাঃ পালিকাস্তথা
কালাবস্থাভিধায়েতে মুহূর্ত্তা দেবতাঃ স্মৃতাঃ
সর্ব্বগ্রহাণাং ত্রীণ্যেব স্থানানি বিহিতানি চ।
দক্ষিণোত্তরমধ্যানি তানি বিদ্যাদ্‌যথাক্রমম্।।
স্থানং জারদ্গবং মধ্যে তথৈরাবতমুত্তরম্।

তারতম্যানুসারেই বিভিন্ন তিথি-নক্ষত্রের কল্পনা করিয়া থাকেন এবং তিথ্যাদির ভেদানুসারে বিভিন্ন কালে পিতৃদানাদিরও ব্যবস্থা করেন। রৌদ্র সার্প, মৈত্র পিত্র্য, বাসব, আপ্য, বৈশ্বদেব, ব্রাহ্ম, মাধ্যাহ্ন, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, ইন্দ্র, নৈর্ঋত, বারুণ, আর্য্যম ও ভাগ; ইহাঁরা দিনাশ্রিত মুহূর্ত্ত দিবাকর কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত। শঙ্কুচ্ছায়া দ্বারা পরিমাণ করিয়া ইহা জ্ঞাতব্য।৩৬—৪২। অজ, অহি, বুধ্ন, পূষা, যমদৈবত, আগ্নেয়, প্রাজাপত্য, ব্রাহ্ম, সৌম্য, আদিত্য, বার্হস্পত্য, বৈষ্ণব, সবিত্র, ত্বাষ্ট্র ও বায়ব্য; এই পঞ্চদশ রাত্রিমুহূর্ত্ত। ইহারা দণ্ড প্রহরাদি বোধ ও কালের অবস্থাবিশেষের জ্ঞাপক মাত্র। ইহারাও দেবতা, চন্দ্রের গতি অনুসারেই ইহাদিগের উদয়াস্ত হইয়া থাকে। সমস্ত গ্রহেরই দক্ষিণ, উত্তর ও মধ্য, এই তিনটী স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। যথাক্রমে তাহা অবগত হউন। মধ্যস্থান জারদ্গব, উত্তর স্থান

বৈশ্বানরং দক্ষিণতো নির্দ্দিষ্টমিহ তত্ত্বতঃ ॥৪৭
অশ্বিনী কৃত্তিকা যাম্যা নাগবীথিরিতি স্মৃতা
পুষ্যোঽশ্লেষাপুনর্বসু বীথিরৈরাবতী মতা।
তিস্রস্তু বীথয়ো হ্যেতা উত্তরো মার্গ উচ্যতে।
পূর্ব্বোত্তরে ফাল্গুন্যৌ চ মঘা চৈবার্ষভী স্মৃতা
হস্তচিত্রে তথা স্বাতী গোবীথীত্যভিশব্দিতা ।
জ্যেষ্ঠা বিশাখানুরাধঃ বীথী জারদগবী স্মৃতা
এতাস্তু বীথয়স্তিস্রো মধ্যমো মার্গ উচ্যতে ।
মূলং চাষাঢ়ে দ্বে চাপি অজবীথ্যভিশব্দিতা।।
শ্রবণঞ্চ ধনিষ্ঠা চ গার্গী শতভিষক্ তথা ॥৫১
বৈশ্বানরী ভাদ্রপদে রেবতী চৈব কীর্ত্তিতা।
স্মৃতা বীথ্যস্তু তিস্রস্তা মার্গো বৈ দক্ষিণো বুধৈঃ
সপ্তবিংশত্তু যাঃ কন্যা দক্ষঃ সোমায় তা দদৌ
সর্ব্বা নক্ষত্রনাম্ন্যস্তা জ্যোতিষে চৈব কীর্ত্তিতাঃ ।
তাসামপত্যান্যভবন্ দীপ্তান্যমিততেজসা ॥৫৩
যাস্তু শেষাস্তদা কন্যাঃ প্রতিজগ্রাহ কশ্যপঃ।
চতুর্দ্দশ মহাভাগাঃ সর্ব্বাস্তা লোকমাতরঃ ॥৫৪

অদিতির্দিতির্দনুঃ কালা অরিষ্টা সুরসা তথা।
সুরভির্বিনতা চৈব তাম্রা ক্রোধবশা ইরা।
কদ্রুর্মুনিশ্চ ধর্মজ্ঞাঃ প্রজাস্তাসাং নিবোধত ॥৫৫
চরিষ্ণবেঽন্তরেঽতীতে যে দ্বাদশ সুরোত্তমাঃ
বৈকুণ্ঠা নাম তে সাধ্যা বভূবুশ্চাক্ষুষেঽন্তরে।
উপস্থিতেঽন্তরে হ্যস্মিন্ পুনর্বৈবস্বতস্য হ।
আরাধিতা হ্যদিত্যা তে সমেত্যাহুঃ পরস্পরম্
এতামেব মহাভাগামদিতিং সম্প্রবিশ্য বৈ
বৈবস্বতেঽন্তরে হ্যস্মিন্ যোগার্দ্ধেন তেজসঃ।
গচ্ছামঃ পুত্রতামস্যাস্তত্রঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি।
অদিত্যাস্তু প্রসূতানামাদিত্যত্বং ভবিষ্যতি ॥৫৯
এবমুক্ত্বা তু তে সর্ব্বে চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
জজ্ঞিরে দ্বাদশাদিত্যা মারীচাৎ কশ্যপাৎ পুনঃ
শতক্রতুশ্চ বিষ্ণুশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি।
বৈবস্বতেঽন্তরে হ্যস্মিন্নরনারায়ণৌ সুরৌ ॥৬১
তেষামপি হি দেবানাং নিধনোৎপত্তিরুচ্যতে।
যথা সূর্য্যস্য লোকেঽস্মিন্নুদয়াস্তময়াবুভৌ।

ঐরাবত এবং দক্ষিণস্থান বৈশ্বানর নামে প্রসিদ্ধ অশ্বিনী ভরণী ও কৃত্তিকা এই তিনটী নাগবীথী; পুষ্যা অশ্লেষা, ও পুনর্ব্বসু,—এই তিনটী ঐরাবতী বীথী নাগবীথী প্রভৃতি বীথীত্রয় উত্তর পথ বলিয়া কথিত হয়; পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী ও মঘা, ইহারা আর্ষভীবীথী; হস্তা, চিত্রা ও স্বাতী, ইহারা গোবীথী; জ্যেষ্ঠা, বিশাখা ও অনুরাধা,—ইহারা জারদগবী বীথী; এই তিন বীথী মধ্যম মার্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, ও উত্তরাষাঢ়া, ইহারা অজবীথী; শ্রবণা ধনিষ্ঠা ও শতভিষা ইহারা গার্গীবীথী; পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী; ইহারা বৈশ্বানরী বীথী এই তিন বীথী দক্ষিণ পথ বলিয়া প্রখ্যাত। দক্ষ, নক্ষত্রনাম্নী সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রকে সম্প্রদান করেন। ইহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ ইহাদিগের অমিততেজা প্রদীপ্ত সন্তান সকল জন্মে। দক্ষের এই সকল কন্যার পর আর যে চতুর্দ্দশটী কন্যা ছিল, কশ্যপ তাহাদিগকে পরিগ্রহ করেন। সেই মহাভাগ লোকমাতা দক্ষকন্যাগণের নাম যথা,—অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অরিষ্টা, সুরসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু ও মুনি। ইহাঁদিগের সন্তানবিবরণ বলিতেছি। চরিষ্ণু মন্বন্তরে যে বৈকুণ্ঠ নামে দেবতা ছিলেন, তাঁহারাই চাক্ষুষ মন্বন্তর উপস্থিত হইলে অদিতি কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া পরস্পরে পরামর্শপূর্ব্বক এই স্থির করিলেন যে, আমরা এই বৈবস্বত মন্বন্তরে যোগবলে অর্দ্ধতেজোদ্বারা এই মহাভাগা অদিতিতেই প্রবেশ করিয়া ইহাঁরা পুত্রতা প্রাপ্ত হই; ইহাতে আমাদিগের মঙ্গল হইবে। অদিতিগর্ভে জন্মিলে আমাদিগের আদিত্যত্ব ও ঘটিবে ॥৫৬—৫৯। আদিত্যগণ এই পরামর্শ করিয়া চাক্ষুষ মন্বন্তরে মরীচিনন্দন কশ্যপের পুত্ররূপে দ্বাদশ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। শতক্রতু ও বিষ্ণু, এই বৈবস্বত মন্বন্তরে নর-নারায়ণ রূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন। এই সকল দেবগণেরও জন্ম-মৃত্যু বিহিত আছে। সূর্য্যের

প্রজাপতেশ্চ বিষ্ণোশ্চ ভবস্য চ মহাত্মনঃ।৬২
শ্রেষ্ঠানুপ্রবিবিক্তে হ্রস্বাচ্ছস্তোঃ শব্দাদিলক্ষণে।
অষ্টাত্মকেঽণিমাদ্যে চ তস্মাত্তে জজ্ঞিরে সুরাঃ
ইত্যেব বিবক্তে রাগঃ সম্ভূত্যাঃ কারণং স্মৃতম্
ব্রহ্মশাপেন সম্ভূতা জয়াঃ স্বায়ম্ভুবেঽজিতাঃ।
স্বারোচিষে বৈ তুষিতাঃ সত্যাশ্চৈবোত্তমে
পুনঃ।।৬৫
তামসে হরয়ো দেবা জাতাশ্চরিষ্ণবে তু বৈ।
বৈকুণ্ঠাশ্চাক্ষুষে সাধ্যা আদিত্যাঃ সাম্প্রতে
পুনঃ।।৬৬
ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশো ভগস্তথা।
ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ পর্জ্জন্যো দশমঃ স্মৃতঃ।
ততস্ত্বষ্টা ততো বিষ্ণুরজঘন্যো জঘন্যজঃ।
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ কশ্যপস্য সুতাঃ স্মৃতা
সুরভী কশ্যপাদ্রুদ্রানেকাদশ বিজজ্ঞিরে।
মহাদেবপ্রসাদেন তপসা ভাবিতা সতী।।৬৮
অঙ্গারকং তথা সর্পং নির্ঋতিং সদসস্পতিম্।
অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যমূর্দ্ধকেতুং জ্বরং তথা।।৬৯
ভুবনং চেশ্বরং মৃত্যুং কপালঞ্চৈব বিশ্রুতম্
দেবানেকাদশৈতাংস্তু রুদ্রাংস্ত্রিভুবনেশ্বরান্।
তপসা তেন মহতা সুরভী ভাবতীক্ষণং।।৭০
অতো দুহিতরাবন্যে সুরভী দ্বে ব্যজায়ত।
রোহিণী চৈব কন্যাভা গান্ধারী চ যশস্বিনী।।৭১
রোহিণ্যাং জজ্ঞিরে কন্যাশ্চতস্রো লোক-
বিশ্রুতাঃ
সুরূপা হংসকীলা চ ভদ্রা কামদুঘা তথা।
সুষুবে কামদুঘা তু সুরূপা তনয়দ্বয়ম্।।৭২
হংসকীলা নৃমহিষা ভদ্রায়াস্তু ব্যজায়ত।
বিশ্রুতাস্তু মহাভাগা গন্ধর্ব্বা বাজিনঃ সুতাঃ।।
উচ্চৈঃশ্রবাদ্যা জাতাঃ খেচরাস্তু মনোজবাঃ
শ্বেতাঃ শোণাঃ পিশঙ্গাশ্চ সারঙ্গা হরিতার্জ্জুনাঃ
রুদ্রা দেবোপবাহ্যাস্তে গন্ধর্ব্বা বাজিনঃ সুতাঃ।।
ভূয়ো জজ্ঞে সুরভ্যাস্তু শ্রীমাংশ্চন্দ্রসমপ্রভঃ
বৃষো দক্ষ ইতি খ্যাতঃ কণ্ঠে মণিদলপ্রভঃ।।৭
বশী ককুদ্মী দ্যুতিমানমৃতালয়সম্ভবঃ।

উদয়াস্তের ন্যায় প্রজাপতি বিষ্ণুর ও শিবের আবির্ভাব তিরোভাব বিদ্যমান। শব্দাদি প্রধান বিষয় সমূহে এবং অনিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যে সমধিক সমর্থ বলিয়া ইহাদিগকে 'সুর' বলা যায়। বিষয়ানুরাগফলে যে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরীয় জয় নামক দেবগণই তাহার নিদর্শন। তাঁহারা ব্রহ্মশাপে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত নামে, উত্তম মন্বন্তরে সত্য নামে, তামস মন্বন্তরে হরি নামে, চরিষ্ণু মন্বন্তরে বৈকুণ্ঠ নামে, চাক্ষুষ মন্বন্তরে সাধ্য নামে এবং বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিত্যনামে প্রসিদ্ধ হয়েন। ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান, পূষা, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু, ইহাঁরা দ্বাদশ আদিত্য। ইহাঁদিগের মধ্যে বিষ্ণু সর্ব্ব কনিষ্ঠ হইলেও প্রভাবে সর্ব্বপ্রধান।৬০—৬৭। সুরভী, তপস্যা দ্বারা মহাদেবের সন্তোষ সাধনপূর্ব্বক তদীয়ানুগ্রহে কশ্যপ হইতে দ্বাদশ রুদ্র পুত্র উৎপাদন করেন। অঙ্গারক, সর্প, নির্ঋতি, সদসস্পতি, অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন উর্দ্ধকেতু, জ্বর, ঐশ্বর্য্যশালী ভুবন, মৃত্যু ও কপাল; এই ত্রিভুবনেশ্বর একাদশ রুদ্র সুরভির তপঃফলে তদীয় পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন। ততঃপর সুরভি কন্যসদৃশী রোহিণী ও যশস্বিনী গান্ধারী এই দুইটী কন্যা প্রসব করেন। সুরূপা রোহিণী,—সুরূপা, হংসকীলা, ভদ্রা ও কামদুঘা; এই চারিটী লোকবিশ্রুত কন্যা প্রসব করেন কামদুঘা ও সুরূপা, দুইটী পুত্র প্রসব করেন। হংসকীলা কতগুলি মনুষ্য ও মহিষ প্রসব করে। ভদ্রা হইতে সুবিখ্যাত খেচর ও মনোবৎ দ্রুতগামী গন্ধর্ব্বনামক অশ্বসকল জন্মে। দেববাহন সেই অশ্বগণ শ্বেত, শোণ, পিশঙ্গ, সারঙ্গ, হরিত, ধবল, ও রৌদ্র বর্ণ। ইহার পর আবার সুরভি হইতে দক্ষ নামক চন্দ্রসম কান্তিসম্পন্ন নীলকণ্ঠ, স্বাভাবিক মাল্যধারী, ককুদ্মী, কান্তিমান্ বৃষ জন্ম

সুরভ্যনুমতে দত্তো ধ্বজো মাহেশ্বরস্তু সঃ।
ইত্যেতে কশ্যপসুতা রুদ্রাদিত্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
ধর্ম্মপুত্রাঃ স্মৃতাঃ সাধ্যা বিশ্বে চ বসবস্তথা ।।৭৬
অরিষ্টনেমিপত্নীনামপত্যানীহ ষোড়শ।
বহুপুত্রস্য বিদুষশ্চতস্রো বিদ্যুতঃ স্মৃতাঃ।
প্রত্যঙ্গিরসজাঃ শ্রেষ্ঠা ঋচো ব্রহ্মর্ষিসৎকৃতাঃ।
কৃশাশ্বস্য তু দেবর্ষের্দেবপ্রহরণাঃ স্মৃতাঃ।
এতে যুগসহস্রান্তে জায়ন্তে পুনরেব হি।।৭৮
সর্ব্বে দেবগণা বিপ্রাস্ত্রয়স্ত্রিংশত্তু ছন্দজাঃ।
এতেষামপি দেবানাং নিরোধোৎপত্তিরুচ্যতে
যথা সূর্য্যস্য লোকেঽস্মিন্ উদয়াস্তময়াবুভৌ।
এতে দেবনিকায়াস্তে সম্ভবন্তি যুগে যুগে ।।৮০

ঋষয় ঊচুঃ।

সাধ্যাশ্চ বসবো বিশ্বে রুদ্রাদিত্যাস্তথৈব চ।
অভিজাত্যা প্রভাবৈশ্চ কর্ম্মভিশ্চৈব বিশ্রুতাঃ
প্রজাপতেশ্চ বিষ্ণোশ্চ ভবস্য চ মহাত্মনঃ।
অন্তরং জ্ঞাতুমিচ্ছামো যশ্চ যস্মাদ্বিশিষ্যতে।।
যশ্চ যস্মাৎ প্রভবতি যশ্চ যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ।
জ্যায়ান্ যো মধ্যমশ্চৈব কনীয়ান্ যশ্চ তেষু বৈ
প্রধানভূতো যস্তেষাং গুণভূতশ্চ তেষু যঃ।
কর্ম্মতশ্চাভিজাত্যা চ প্রভাবেণ চ যো মহান্
এতৎ প্রব্রূহি নঃ সর্ব্বং ত্বং হি বেত্থ যথাযথম্

সূত উবাচ।

অত্র বো বর্ণয়িষ্যেঽহমন্তরং তেষু যৎ স্মৃতম্।
যদ্ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণাং শৃণুধ্বং যে বিবক্ষতঃ।।৮৬
রাজসী তামসী চৈব সাত্ত্বিকা চৈব তাঃ স্মৃতাঃ
তনুঃ স্বয়ম্ভুবঃ প্রোক্তাঃ কালে কালে ভবন্তি যাঃ
এতাবানন্তরং বক্তুং নৈব শক্যং দ্বিজোত্তমাঃ
গুণবৃদ্ধিনিবন্ধত্বান্নিগ্রহানুগ্রহত্বতঃ।।৮৮
প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ গুণবৃদ্ধিরিহ দ্বিজাঃ
যথাশক্তি প্রবক্ষ্যামি তনূনাং তন্নিবোধত ।।৮৯
ব্রাহ্মী তু রাজসী তেষাং কালাখ্যা তমসী স্মৃতা।

গ্রহণ করে। সেই অমৃতালয়-জাত মহাবৃষ, সুরভির অনুমতি অনুসারে মহাদেবের বাহনত্ব প্রাপ্ত হয়। এই আমি কশ্যপনন্দন রুদ্র ও আদিত্যগণের, ধর্ম্মনন্দন সাধ্যগণের, বিশ্বদেবগণের এবং বসুদিগের উৎপত্তিবিবরণ বর্ণন করিলাম। অরিষ্টনেমির পত্নীদিগের ষোড়শ সন্তান জন্মে। বিদ্বান্ বহু পুত্রের চারিটী সন্তান জন্মে; তাহারা বিদ্যুৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মর্ষিসৎকৃত ঋক্‌সকল প্রত্যঙ্গিরসজাত। দেবর্ষি কৃশাশ্বের পুত্রগণ, দেবপ্রহরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারা, প্রতি সহস্র যুগান্তে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। হে দ্বিজগণ। ত্রয়স্ত্রিংশৎগণে বিভক্ত সমস্ত দেবতাই ছন্দোজাত তাহাঁদিগেরও সৃষ্টিলয় পরিদৃষ্ট হয়। ইহলোকে সূর্য্যের উদয়াস্তের ন্যায় সমুদয় দেবগণের যুগে যুগে আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটিয়া থাকে।৮৬—৮১। ঋষিগণ কহিলেন, সাধ্য, বসু, বিশ্বদেব, রুদ্র ও আদিত্যগণ অপেক্ষা প্রজাপতি বিষ্ণু ও ভবদেবের আভিজাত্য, প্রভাব ও কর্ম্মজন্য প্রাধান্য কিরূপ? ইহাঁদিগের পরস্পর তারতম্য কি? ইহাদিগের পরস্পর তারতম্য কি? ইহাদিগের যিনি যাহা হইতে যে অংশে বিশিষ্ট, যাঁহার প্রভাব যাহা অপেক্ষা অধিক, যিনি যাহা হইতে জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, বা মধ্যম যিনি প্রধান, যিনি অপ্রধান, সে সকল আমরা জানিতে বাসনা করি। ইহাঁদিগের মধ্যে কর্ম্ম, আভিজাত্য, বা প্রভাবে যিনি সর্ব্বপ্রধান, তাহা আপনি যথাযথ জ্ঞাত আছেন, আমাদিগের নিকট তৎসমস্ত বৃত্তান্ত বলুন। সূত কহিলেন, - হে মুণিগণ. ব্রহ্ম; বিষ্ণু ও শিবের পরস্পর যাহা তারতম্য, আমি তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি। আপনারা শ্রবণ করুন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার বিবিধ কালভেদে রাজসী তামসী ও সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি সকল পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজসত্তমগণ। এই সকল মূর্ত্তির তারতম্য বর্ণন করা যায় না; কারণ গুণত্রয়ের হ্রাস-বৃদ্ধিহেতু সে সকল মূর্ত্তি নিগ্রহানুগ্রহ দ্বিবিধ কার্য্যেরই সাধক। তথাপি আমি সেই সকল মূর্ত্তির গুণবৃত্তি

সাত্ত্বিকী পৌরুষী চৈব কর্ম্মতাসাং নিবোধত।
একা তু কুরুতে তাসাং রাজসী সর্ব্বতঃপ্রজাঃ
একা চৈবার্ণবস্থা তু সানুগৃহ্লাতি সাত্ত্বিকী।
একা সা ক্ষিপতে কালে তামসী গ্রসতে প্রজাঃ
রজসা তু সমুদ্রিক্তো ব্রহ্মা সম্ভবতে যদা।
পুরুষাখ্যা তদা তস্য সাত্ত্বিকী বিনিবর্ত্ততে॥
যদা ভবতি কালাত্মা উদ্রেকাত্তমসস্তু সঃ
ব্রহ্মাখ্যা সা তদা তস্য রাজসী বিনিবর্ত্ততে।৯১॥
সত্ত্বোদ্রেকাত্তু পুরুষো যদা ভবতি স প্রভুঃ।
কাল্যাখ্যা সা তদা তস্য পুনর্ন ভবতীতি বৈ॥
ক্রমাত্তস্য নিবর্ত্তন্তে রূপং নাম চ কর্ম্ম চ
ত্রৈলোক্যে বর্ত্তমানস্য সর্ব্বানুগ্রহনিগ্রহৈঃ।৯৫
যদা ভবতি ব্রহ্মা চ তদা চন্দ্রবমূর্ত্ত্যগে।
যদা চ পুরুষো ব্রহ্মা ন চৈব পুরুষস্তু সঃ।৯৬
যদা চ পুরুষো ভবতি ব্রহ্মা ন ভবতে তদা।
যদা রুদ্রো ভবতি হি তদা ন পুরুষস্তু যঃ।৯৭
যদা রুদ্রো ভবেদ্ভূয়ো ব্রহ্মান ভবতে তদা।
যদা ন ভবতি ব্রহ্মা ন চৈব পুরুষস্তু সঃ।৯৮
মণির্বিভজতে বর্ণান্ বিচিত্রান্ স্ফটিকো যথা।
বৈমল্যাদাশ্রয়বশাত্তদ্বৎ স্যাত্তদঞ্জনঃ।৯৯
তদা গুণবশাত্তস্য স্বয়ম্ভোরনুরঞ্জনম্।
একত্বে চ পৃথক্ত্বে চ প্রোক্তমেতন্নিদর্শনম্॥
একো ভূত্বা যথা মেঘঃ পৃথক্ত্বেনাবতিষ্ঠতে।
রূপতো বর্ণতশ্চৈব তথা গুণবশাত্তু সঃ।৯৭
ভবত্যেকো দ্বিধা চৈব ত্রিধা মূর্ত্তিবিনাশনাং।
একো ব্রহ্মান্তকৃচ্চৈব পুরুষশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।৯৮
একস্যৈতাঃ স্মৃতাস্তিস্রস্তনবস্তু স্বয়ম্ভুবঃ
ব্রাহ্মী চ পৌরুষী চৈব অন্তকারী চ তে ত্রয়ঃ
তত্র যা রাজসী তস্য তনুঃ সা বৈ প্রজাকরী
যা তমসী তু কাল্যাখ্যা প্রজাক্ষয়কারী তু সা
সাত্ত্বিকী পৌরুষী যা তু সানুগ্রহকারী স্মৃতা।

অনুসারে প্রবৃত্তিনিবৃত্তি যথাশক্তি বর্ণন করিতেছি। আপনারা অবধান করুন। ব্রাহ্মী মূর্ত্তি রাজসী, কালমূর্ত্তি তামসী এবং সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি পৌরুষী বলিয়া জ্ঞাতব্য। ইহাঁদিগের কর্ম্মবিবরণ শ্রবণ করুন।৮২—৯০ রাজসী মূর্ত্তি সমস্ত প্রজা সৃজন করেন, সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি অর্ণবে থাকিয়া পালন করেন এবং তামসী মূর্ত্তি লয়কালে সমস্ত প্রজাবর্গকে গ্রাস করিয়া থাকেন। একই দেব, রজোগুণের আধিক্যে ব্রহ্মা ও সত্ত্বগুণের আধিক্যে পুরুষরূপী নারায়ণ এবং তমোগুণের আধিক্য কাল নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকেন। পরন্তু যখন তিনি ব্রহ্মা হয়েন, তখন আর তাঁহার পুরুষমূর্ত্তি থাকে না; আর যখন তিনি কালরূপী হয়েন, তখন তাঁহার ব্রহ্মমূর্ত্তি থাকে না, এবং যখন পুরুষরূপী হয়েন, তখন তাঁহার কালমূর্ত্তিও থাকে না। ত্রৈলোক্যে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কার্য্যে ব্যাপৃত সেই মহাত্মায় রূপ-নাম-কর্ম্মের এই ভাবেই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে তিনি যখন ব্রহ্মা হয়েন, তখন পুরুষমূর্ত্তি বা রুদ্রমূর্ত্তি থাকে না। যখন পুরুষ হয়েন, তখন ব্রহ্মমূর্ত্তি বা রুদ্রমূর্ত্তি থাকে না; এবং যখন রুদ্র হন তখন ব্রহ্মমূর্ত্তি বা পুরুষমূর্ত্তি থাকে না ৯১—৯৬। বিমল স্ফটিক মণি যেমন আশ্রয়ভেদে বিবিধ বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া রক্ত পীতাদি নানাকারে লক্ষিত হয়, ভগবান্ স্বয়ম্ভুও তদ্রূপ গুণভেদবশে ব্রহ্মা বিষ্ণু-রুদ্রাদি রূপে প্রতীক হয়েন। তাহার একত্ব ও পৃথক্ত্ব সম্বন্ধে ইহাই নিদর্শন। একই মেঘ যেমন বর্ণ-রূপাদিভেদে পৃথক্ পৃথক্ আকারে দৃষ্ট হয়; স্বয়ম্ভুও সেই প্রকার গুণবশেই নানাকারে ব্যক্ত হইয়া থাকেন এক স্বয়ম্ভুই ব্রহ্মা, পুরুষ ও কালরূপে ত্রিবিধ আকারে পরিব্যক্ত হইয়া থাকেন। এক স্বাম্ভুবই ব্রাহ্মী, পৌরুষী ও অন্তকরী, এই তিন মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিত্রয় মধ্যে রাজসীমূর্ত্তি প্রজাসৃষ্টিকারী, তামসী কালমূর্ত্তি প্রজাক্ষয়কারী, আর সাত্ত্বিকমূর্ত্তি প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহকারিণী। রাজসী মূর্ত্তি ব্রহ্মা, ইহা হইতে মরীচি ও মরীচি হইতে কশ্যপের জন্ম হয়। তামসী অন্তকরী কালমূর্ত্তি হইতে ভবের উদ্ভব হয়। আর সাত্ত্বিকী

রাজস্যা ব্রহ্মণোঽংশেন মরীচিঃ কশ্যপোঽভবৎ
তামসী চাত্তকৃদ্যা তু তদংশেনাভবন্তবঃ ।।১০১
সাত্ত্বিকী পৌরুষী যা সা তস্যাংশো বিষ্ণুরুচ্যতে
ত্রৈলোক্যে তাঃ স্মৃতাস্তিস্রনবস্থা স্বয়ম্ভুবঃ।
নানাপ্রয়োজনার্থাং হি কালেঽবস্থাং করোতি যঃ।
ব্রহ্মত্বেন প্রজাঃ সৃষ্ট্বা বিষ্ণুত্বেনানুগৃহ্য চ
বৈষ্ণব্যানুগৃহীতাস্তা রৌদ্র্যানুগ্রসতে পুনঃ ।।
একঃ স্বয়ম্ভুঃ কালস্ত্রিভিস্ত্রীন্ বৈ করোতি সঃ
সৃজতে চানুগৃহ্ণাতি প্রজাঃ সংহরতে তথা ।।
ইত্যেতাঃ কথিতাস্তিস্রস্তনবস্তু স্বয়ম্ভুবঃ
প্রজাপত্যা চ রৌদ্রী চ বৈষ্ণবী চৈব তাঃ স্মৃতাঃ
একা তনুঃ স্মৃতা বেদে ধর্ম্মশাস্ত্রে পুরাতনে।
সাংখ্যযোগপরৈর্বীরৈঃ পৃথক্‌ত্বৈকত্বদর্শিভিঃ।
অভিজাতপ্রজাবত্তৈর্ব্বিবিক্তত্ত্বদর্শিভিঃ ।১০৩
একত্বে চ পৃথক্ত্বে চ তাসু ভিন্নাঃ প্রজাস্ত্বিহ।
ইদং পরমিদং নেতি ব্রুবতো ভিন্নদর্শনাঃ ।।
ব্রহ্মাণং কারণং কেচিৎ কেচিৎ প্রাহুঃ প্রজাপতিম্
কেচিচ্ছিবং পরত্বেন প্রাহুর্বিষ্ণুং তথাপরে।

অবিজ্ঞানেন সংসক্তাঃ সত্তাঃ রত্যাদিচেতসা
তত্ত্বং কালশ্চ দেশশ্চ কার্য্যাণ্যাবেক্ষ্য তত্ত্বতঃ।
কারণঞ্চ স্মৃতা হ্যেতা নানাত্বর্থমিহ দেবতাঃ।।
একং নিন্দতি যস্তেষাং সর্ব্বানেব স নিন্দতি।
একং প্রশংসমানস্তু সর্ব্বানেব প্রশংসতি।
একং নিন্দতি যস্তেষাং সর্ব্বানেব স নিন্দতি।
একং যো বেত্তি পুরুষং তমাহুর্ব্রহ্মবাদিনম্ ।
অদ্বেষস্তু সদা কার্য্যো দেবতাসু বিজানতা।
ন শক্যমীশ্বরং জ্ঞাতুমৈশ্বর্য্যেণ ব্যবস্থিতম্।।
একাত্মা স ত্রিধা ভূত্বা সম্মোহয়তি যঃ প্রজাঃ।
এতেষাঞ্চ প্রধানান্তরং বিচরন্ত্যন্তরং জনাঃ।।১১২
জিজ্ঞাসন্তঃ পরীক্ষন্তঃ শক্ত্যা রূপবিচেতসঃ।
ইদং পরমিদং নেতিবদন্তি ভিন্নদর্শিনঃ।।১১৩

পুরুষমূর্ত্তি হইতে বিষ্ণুর উৎপত্তি ঘটে। স্বয়ম্ভুর এই তিনমূর্ত্তি, কালভেদে প্রজাবর্গের বিবিধ প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকেন। তিনি ব্রহ্মত্বাবলম্বনে প্রজাবর্গের পালন করেন; আর রৌদ্রী মূর্ত্তি গ্রহণপূর্ব্বক প্রজাগণের সংহার বিধান করিয়া থাকেন। কালরূপী একমাত্র স্বয়ম্ভুই উক্ত ত্রিবিধমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক সৃজন, পালন ও সংহার কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। স্বয়ম্ভুর ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী,—এই ত্রিবিধমূর্ত্তির কথা কথিত হইল। বেদে ও পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বয়ম্ভুর একটী মূর্ত্তিরই উল্লেখ আছে; সাংখ্যযোগপরায়ণ, পৃথক্ত্ব ও একত্ব জ্ঞানসম্পন্ন বীরগণ ও আভিজাত্যসম্পন্ন, তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণও একমূর্ত্তিরই অনুমোদন করেন। ৯১—১১০ স্বয়ম্ভুর একত্ব ও পৃথক্ত্ব সম্বন্ধে বামসক্তচেতা, বিজ্ঞানহীন ভিন্নজ্ঞানসম্পন্ন প্রজাগণ 'ইহাই সত্য, ইহা নাই, ইত্যাদিরূপে বিশেষ বিতর্ক করিয়া থাকে। নহে ব্রহ্মাকে, কেহ প্রজাপতিকে, কেহ শিবকে এবং কেহ বা বিষ্ণুকেই প্রধান বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া থাকে, সেই স্বয়ম্ভুই দেশ-কাল-কর্ম্মে কারণস্বরূপ; তিনিই বিবিধ প্রয়োজনসাধক নানা দেবতাকার প্রাপ্ত হইয়াছেন এই সকল দেবতাকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল দেবতার এক জনের নিন্দা করিলে সকলেরই নিন্দা করা হয়, আর এক জনের প্রশংসা করিলে সকলেরই প্রশংসা করা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহাঁদিগের এক জনের নিন্দা করা হয়। যিনি সেই একমাত্র পুরুষকে জ্ঞাত হয়েন তাঁহাকেই ব্রহ্মবাদী বলা যায়। সর্ব্বৈশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরের তত্ত্ব জানিবার সামর্থ্য কাহারও নাই, সুতরাং জ্ঞানবান্ মানবের পক্ষে দেবতাগণের প্রতি দ্বেষ করা কর্ত্তব্য নহে। ঈশ্বর একমাত্র আত্মা; তিনি ত্রিবিধ মূর্ত্তি গ্রহণপূর্ব্বক প্রজাগণের সম্মোহন করিতেছেন। অজ্ঞ জনগণ এই মূর্ত্তিত্রয়ের তারতম্য নির্ণয়ার্থ যথাশক্তি জিজ্ঞাসা পরীক্ষাদি করিয়া জ্ঞানভেদ নিবন্ধন ইহা প্রধান, ইহা অপ্রধান, এইরূপ বলিয়া

যাতুধানান্ বিশন্ত্যেতাঃ পিশাচাংশ্চৈব তান্
নরান্।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন স্বয়ম্ভুর্ব্যবতিষ্ঠতে।।১১৪
গুণমাত্রাত্মিকাভিস্তু তনুভির্মোহয়ন্ প্রজাঃ।
তেষ্বেকং যজতে যস্তু স তদা যজতে ত্রয়ম্।।
তস্মাদ্দেবাস্ত্রয়ো হ্যেতে নৈরন্তর্য্যে ব্যবস্থিতাঃ
তস্মাৎ পৃথক্ত্বমেকত্বসংখ্যা সংখ্যাগতাগতম্
একত্বং বা বহুত্বং বা তেষু কো জ্ঞাতুমর্হতি।।
ধর্ম্মাৎ সৃষ্টানুগৃহীতে গ্রসতে চৈব তে প্রজাঃ
গুণাত্মকত্বাৎ ত্রৈকাল্যে তস্মাদেকঃ স উচ্যতে।।
রুদ্রং ব্রহ্মাণমিন্দ্রঞ্চ লোকপালান্ ঋষীন্ মনূন্
দেবং তমেকং বহুধা প্রাহুর্নারায়ণং দ্বিজাঃ।।
প্রাজাপত্যা তনুর্যা চ তনুর্যা চৈব বৈষ্ণবী।
মন্বন্তরে চ কল্পে চ আবর্ত্তন্তে পুনঃপুনঃ।।১২৩
ক্ষেত্রজ্ঞোহ্যপি চাপ্যেব্য বিভজেদিত্যনুগ্রহাৎ
তেজসা যশসা বুদ্ধ্যা শ্রুতেন চ বলেন চ।
জায়ন্তে তৎসমাশ্চৈব তানপীহ নিবোধত।।১২৪
রাজস্যা ব্রাহ্মণোহংশেন মরীচিঃ কশ্যপোহভবৎ
তামস্যাস্তস্য চাংশেন কালাত্মা রুদ্র উচ্যতে
সাত্ত্বিক্যাঃ পুরুষাংশেন যজ্ঞে বিষ্ণুরভূত্তদা।।
ত্রিষু কালেষু তস্যৈতা ব্রহ্মণস্তনবোহংশকাঃ।
কালো ভূত্বা পুনশ্চাসৌ রুদ্রঃ সংহরতে প্রজাঃ
সম্প্রাপ্তে চৈব কল্পান্তে সপ্তরশ্মির্দিবাকরঃ।
ভূত্বা সংবর্ত্তকাদিত্যো লোকাংস্ত্রীন্ স তদাদহন্
বিষ্ণুঃ প্রজানুগৃহ্ণাতি নামরূপবিপর্য্যয়ৈঃ।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং তত্তদুৎপত্তিকারণম্।।১২
সত্ত্বোদ্রিক্তা তু যা প্রোক্তা ব্রহ্মণঃ পৌরুষী
তনুঃ।
তস্যাংশেন বিজজ্ঞে স ইহ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
আকূত্যাং মনসো দেব উৎপন্নঃ প্রথমে বিভুঃ

থাকে। পরন্তু স্বয়ম্ভু, একত্বও পৃথক্ত্ব এই উভয়রূপেই প্রতিষ্ঠিত। রাক্ষস-পিশাচাদি রূপেও সেই স্বয়ম্ভুই পরিব্যাপ্ত। অজ্ঞান জনগণও তিনিই। ফলতঃ স্বয়ম্ভু গুণপরিমাণভেদে বিবিধ মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া প্রজাবর্গের মোহোৎপাদন করিতেছেন। উক্ত মূর্ত্তিত্রয়ের একের উপাসনা করিলেই তিনেরেই উপাসনা করা হয়। বস্তুতঃ এই দেবত্রয়ের কিছুমাত্র তারতম্য নাই। সুতরাং ইহাঁদিগের একত্ব পৃথক্ত্বাদি তরতম্যও নাই; আর তারতম্য থাকিলেও তাহা কে জানিতে পারে? স্বয়ম্ভু, প্রজাগণকে সৃজন করিয়া পালনপূর্ব্বক আবার সংহার করিয়া থাকেন; গুণভেদে ও কালভেদেই তাঁহার এই কার্য্যত্রয় সমাহিত হয়; অতএব তাঁহাকে এক বলা যায়।১১১—১২১। দ্বিজগণ সেই এক দেবকে রুদ্র, ব্রহ্মা, লোকপাল, ইন্দ্র ঋষি, মানব, ও নারায়ণাদি বিবিধ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রাজাপত্যা ও বৈষ্ণবী মূর্ত্তি প্রতিকল্পে ও প্রতিমন্বন্তরে পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হয়। সেই স্বয়ম্ভুই ক্ষেত্রজ্ঞ; তিনি তেজ, যশ, বুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞানও বলাদি গুণে বিভূষিত আত্মতুল্য বিবিধ প্রজারূপে আপনাকে বিভাগ করিয়া সমুৎপন্ন হয়েন। আপনারা তদ্বিবরণও শ্রবণ করুন রাজসী ব্রহ্মমূর্ত্তির অংশে মরীচি এবং মরীচির অংশে কশ্যপ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তামসী মূর্ত্তির অংশে সংহারকারী রুদ্র প্রাদুর্ভূত হয়েন। আর সাত্ত্বিকী পুরুষ মূর্ত্তির অংশে যজ্ঞস্থলে বিষ্ণু উৎপন্ন হয়েন। সেই ব্রহ্মমূর্ত্তির এ সকল অংশমূর্ত্তি কালত্রয়েই বিদ্যমান। রুদ্রদেব কালরূপে প্রজাবর্গের সংহার সাধন করেন, তিনি কল্পান্তকালে সপ্তরশ্মি দিবাকরমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক সংবর্ত্তকাদিত্য হইয়া ত্রিলোক দগ্ধীভূত করেন। বিষ্ণু সেই সেই বিবিধ অবস্থায় বিবিধ নাম-রূপাদি ধারণপূর্ব্বক সেই সেই কারণাবলম্বনে প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করেন। স্বয়ম্ভুর সত্ত্বগুণবহুল পুরুষমূর্ত্তির অংশে বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাব হয়। বিভু বিষ্ণু স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মন হইতে আকৃতির গর্ভে প্রথম সমুৎপন্ন হয়েন; পরে সেই অজিত দেব স্বারোচিষ

ততঃ পুনঃ স বৈ দেবো প্রাপ্তে স্বারোচিষে-
ন্তরে
তুষিতায়াং সমুৎপন্নো হ্যজিতস্তুষিতৈঃ সহ।
ঔত্তমে চান্তরে চৈব তুষিতস্তু বিভুঃ স বৈ।
বশবর্ত্তিভিরুৎপন্নো বশবর্ত্তী হরিঃ পুনঃ ।১২
সত্যায়ামভবৎ সত্যঃ সত্যৈঃ সহ সুরোত্তমৈঃ
তামসস্যান্তরে চাপি সম্প্রাপ্তে পুনরেব হি।
হর্য্যায়াং হরিভিঃ সার্দ্ধং হরিদেব বভূব হ।।
চারিষ্ণবেঽন্তরে চাপি হরির্দ্দেবঃ পুনস্ত সঃ।
বিকুণ্ঠায়ামসৌ জজ্ঞে হ্যাভূতরজসৈঃ সহ।
বৈকুণ্ঠঃস পুনর্দ্দেবঃ সম্প্রাপ্তে চাক্ষুষেঽন্তরে।।
ধর্ম্মো নারায়ণঃ সাধ্যঃ সাধ্যৈঃ সহ সুরৈরভূৎ
স তু নারায়ণঃ সাধ্যঃ প্রাপ্তে বৈবস্বতেঽন্তরে
মারীচাৎ কশ্যপাদ্বিষ্ণুরদিত্যাং সম্বভূব হ।
ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমা লোকান্ জিত্বা বিষ্ণুরুরু-
ক্রমঃ।।১৩১
প্রত্যপাদয়দিন্দ্রায় দেবেভ্যশ্চৈব স প্রভুঃ।
ইত্যেতাস্তনবস্তস্য ব্যতীতাঃ সপ্ত সপ্তসু।
মন্বন্তরেষ্বতীতেষু যাভিঃ সংরক্ষিতাঃ প্রজাঃ।
যস্মাদ্বিষ্টমিদং সর্ব্বং বামনেনেহ জায়তা।
তস্মাৎ স বৈ স্মৃতো বিষ্ণুর্বিশের্ধাতোঃ
প্রবেশনাৎ। ১৩৫
ইত্যেতে ব্রহ্মণশ্চৈব বামনস্য মহাত্মনঃ।
একত্বঞ্চ পৃথক্তঞ্চ বিশিষ্টত্বঞ্চ কীর্ত্তিতম্ ।১৩৪
দেবতানামিহাংশেন জায়ন্তে যাস্ত দেবতাঃ।
তাসাং তাস্তেজসা বুদ্ধ্যা শ্রুতেন চ বলেন চ
জায়ন্তে তৎসমাশ্চৈব তা বৈ তেষামনুগ্রহাৎ।
যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছধ্বং বিষ্ণোস্তেজোঽংশসম্ভবম্
স এবং জায়তেঽংশেন কেচিদিচ্ছন্তি মানবঃ
ততোঽপরে ত্বন্যমন্যোন্যাংশেন জায়তে
এবং বিবদমানাস্তে দৃষ্ট্বা তান্ বৈ ব্রুবন্তি হ।
যস্মান্ন বিদ্যতে ভেদো মনসশ্চেতসশ্চ হ।
তস্মাদনুগ্রহাত্তেষাং ক্ষেত্রজ্ঞাস্তে ভবন্ত্যত।।

মন্বন্তরে তুষিতা হইতে তুষিত দেবগণ সহ জন্মগ্রহণ করেন উত্তম মন্বন্তরে তিনি বশবর্ত্তী দেবগণ সহ জন্ম লইয়া বশবর্ত্তী নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। সেই হরি, সত্য দেবগণ সহ সত্যা হইতে জন্মিয়া সত্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন তামস মন্বন্তরে তিনি হর্য্যার গর্ভে হরি দেবগণ সহ হরিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।১২২—১৩২। চারিষ্ণব মন্বন্তরে সেই অজ হরিদেব বিকুণ্ঠা হইতে আভূতরজস দেবগণ সহ বৈকুণ্ঠরূপে উৎপন্ন হয়েন। পরে আবার চাক্ষুষ মন্বন্তরে সেই নারায়ণ সাধ্যদেবগণ সহ ধর্ম্মনামে সাধ্যদেবরূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন। সেই সাধ্যদেব বৈবস্বত মন্বন্তরে মরীচিনন্দন কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বামনরূপে আবির্ভূত হইয়া বিষ্ণুনামে খ্যাত হয়েন। এই সময়ে সেই উরুক্রম বিষ্ণু, ত্রিপদক্ষেপে লোকত্রয় জয় করিয়া দেবগণ সহ দেবেন্দ্রকে উহা দান করেন। অতীত সপ্ত মন্বন্তরে সেই বিষ্ণুর এই সপ্ত মূর্ত্তি অতীত হইয়াছে। সেই সকল মন্বন্তরে তিনি এই সমস্ত মূর্ত্তি দ্বারা প্রজাগণের রক্ষাবিধান করিয়াছেন। বামন আত্মদেহ দ্বারা এই সমগ্র লোকত্রয়ে বিষ্ট অর্থাৎ প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এ নিমিত্ত প্রবেশার্থক বিশ ধাতুর অর্থানুসারে তিনি বিষ্ণু নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা ও বামনাদি মূর্ত্তি এবং একত্ব পৃথক্ত্ব বিশিষ্টত্ব, এই কীর্ত্তিত হইল। দেবতাদিগের অংশে যাহার যাহার জন্ম হয়, তাহারা সেই সেই দেবতার অনুগ্রহে তেজ, বুদ্ধি, জ্ঞান ও বলাদিতে তত্তুল্যই হইয়া থাকে যাহা যাহা ঐশ্বর্য্যশালী, শ্রীমান্ বা প্রভাববান্, তৎসমস্ত সেই বিষ্ণুরই অংশসম্ভূত বলিয়া আপনারা অবধারণ করুন।১৩৩—১৪০। তিনি এই ভাবেই অংশানুসারে জন্মপরিগ্রহ করেন। পরন্তু কোন কোন মানব অপরাপরের অংশেই এই সমস্তের উৎপত্তি হয় বলিয়া মত প্রচার করেন। এরূপ বিবাদে শেষে এই মীমাংসা করা হয় যে, মন ও চিত্তের ভেদ নাই বলিয়া

একস্তু প্রভুশক্ত্যা বৈ বহুধা ভবতীশ্বরঃ
ভূত্বা যস্মাচ্চ বহুধা ভবত্যেকঃ পুনস্তু সঃ ।
তস্মাৎ সুমনসো ভেদাজ্জায়ন্তে তেজসশ্চ হ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু প্রজাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ।
প্রাপ্তে প্রাপ্তে তু কল্পান্তে রুদ্রঃ সংহরতি প্রজাঃ।
সর্গাদৌ সকৃদুৎপন্নাস্তিষ্ঠন্তীহ প্রশংসয়া।।১৪০
জায়ন্তে মোহয়ন্তোঽন্যানীশ্বরা যোগমায়য়া।।
ঐশ্বর্য্যেণ চরন্তস্তে মোহয়ন্তি হ্যনীশ্বরাঃ।
তস্মাদ্দোষপ্রকারেষু যুক্তাযুক্তং ন বিদ্যতে।।
ভূতাপবাদিনো দুষ্টা মধ্যস্থা ভূতভাবিনঃ।
ভূতাপবাদিনঃ শক্তাস্ত্রয়ো বেদাঃ প্রবাদিনাম্
পরীক্ষ্য যেন গৃহ্নন্তি গৃহ্নন্তি চ বিপর্য্যয়াৎ।
দৃঢ়পূর্ব্বশ্রুতত্বাচ্চ প্রবাদাচ্চৈব লৌকিকাৎ।
চতুর্ভিঃ কারণৈরেভির্ন্নাতত্ত্বং ন বিন্দতি ।১৪৪
পূর্ব্বমর্থান্তরে ন্যস্তাঃ কালান্তরগতা অপি।
তেনান্যৎ সত্যমপ্যর্থং দ্বেষান্ন প্রতিপদ্যতে।
দশানাং দ্রব্যতত্ত্বানাং যো গুণভূতশ্চ তেষু যঃ।
কার্য্যাণাং মনসাং কর্ত্তাভিজাত্যা চ যো মহান্
শ্রুতত্ত্বৈঃ কারণৈরেতৈশ্চতুর্ভিঃ পরিকীর্ত্ত্যতে
অশক্তরুষ্টৌ জানাতি দেবতাঃ প্রবিভাগশঃ।
ইমৌ চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকৌ যোগেশ্বরং প্রতি
আত্মনঃ প্রতিরূপাণি পরেষাঞ্চ সহস্রশঃ।
কুর্য্যাদ্যোগবলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্ব্বৈঃ সহাচরেৎ
প্রাপ্নুয়াদ্বিষয়াংশ্চৈব তথৈবোগ্রতপশ্চরন্
সংহরেচ্চ পুনঃ সর্ব্বান্ সূর্য্যস্তেজো গুণানিব।।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে কশ্যপীয়প্রজাসর্গো নাম ষটষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।।৬৬।।

সেই সেই মূল দেবতার অনুগ্রহে বিবিধ জীব আবির্ভূত হইয়া এবম্বিধ সৃষ্টিব্যাপার সাধন করিয়া থাকে। একমাত্র পরমেশ্বর স্বীয় প্রভুশক্তি দ্বারা বিবিধাকারে পরিণত হয়েন এবং পুনরায় একত্ব অবলম্বন করেন সেই আদিদেবের তেজোভেদ হইতেই সমস্ত মন্বন্তরে স্থাবরজঙ্গম প্রজাসমূহ একবার সমুৎপন্ন হইয়া জয়কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া থাকে। প্রতি কল্পান্তকালেই রুদ্রদেব প্রজাবর্গের সংহার সাধন করেন। যোগমায়াপ্রভাবে ঐশ্বর্য্যশালী ক্ষেত্রজ্ঞগণ ইতর-সাধারণকে মোহিত করিয়াই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা ঐশ্বর্য্য দ্বারা বিচরণ করিতে থাকিলে তদপেক্ষা অনীশ্বর-প্রজাগণ মুগ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং ঈশ্বরগণের আচরণে দোষ দর্শন হইলেও কর্ত্তব্য নহে। অনুষ্ঠিত ব্যাপারে, আসক্ত জনগণ অপবাদ, মধ্যম জনগণ অনুমোদন এবং সমর্থ জনগণ প্রতিবাদ করিয়া থাকে। জ্ঞানী জনগণ উক্ত ত্রিবিধ তত্ত্বই বেদানুমোদিত বলিয়া অবধারণ করেন। পরীক্ষা না করিয়াই গ্রহণ, বিপর্য্যয় করিয়া গ্রহণ, পূর্ব্বশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাস ও লৌকিক প্রবাদ,—এই চতুর্ব্বিধ কারণে জনগণ প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারে না। পূর্ব্বে কোন বিষয়ে একপ্রকার বিশ্বাস স্থাপন করিলে কালান্তরে তদ্বিষয় অন্যরূপে প্রতিপন্ন দেখিয়াও দ্বেষবশে তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। যিনি দশবিধ দ্রব্যাত্মক এবং তত্তদ্দ্রব্যাশ্রিত গুণস্বরূপ, যিনি মহদাদি কার্য্যসমূহের কর্ত্তা এবং আভিজাত্যেও সর্ব্বপ্রধান, তিনিই ঈশ্বর; শ্রুতিতত্ত্বজ্ঞগণ এই চতুর্ব্বিধ কারণ দ্বারা ঈশ্বরত্বের অনুভব করিয়া থাকেন। অসমর্থ ও রুষ্ট জনগণ বিভাগানুসারে দেবতাতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারেন। সেই যোগেশ্বরের সম্বন্ধে এই দুইটী শ্লোক কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যথা—ঈশ্বর যোগবল প্রভাবে সূর্য্যতেজের ন্যায় আপনার প্রতিরূপ অপর শত সহস্র মূর্ত্তির প্রাদুর্ভাব করিয়া তৎসমস্ত মূর্ত্তির সহিত বিবিধ বিষয় ভোগ ও উগ্র তপস্যাচরণপূর্ব্বক পরে আবার তৎসমস্তের সংহার করিয়া থাকেন।১৪১—১৫২।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।।৬৬।।

সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ।

এতচ্ছ্রুত্বা কত্তৎস্য নৈমিষেয়াস্তপস্বিনঃ।
পপ্রচ্ছুর্ঋষয়ঃ শ্রেষ্ঠং বচনস্য যথাক্রমে ॥১
ঋষয় ঊচুঃ
সপ্তমেহ কথং দেবা জাতা মন্বন্তরেষিহ।
ইন্দ্রবিষ্ণুপ্রধানস্তে আদিত্যাস্তু মহৌজসঃ।
এতৎ প্রব্রূহি নঃ সর্ব্বং বিস্তরাল্লোমহর্ষণ ॥২
এবমুক্তস্তদা সূতো বিনয়ী ব্রহ্মবাদিভিঃ।
উবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো যথা পৃষ্টো মহর্ষিভিঃ ॥৩
সূত উবাচ
ব্রহ্মণো বৈ মুখাৎ সৃষ্টা যথা দেবাঃ প্রজেপ্সয়া
সর্ব্বে মন্ত্রশরীরাস্তে স্মৃতা মন্বন্তরেষিহ ॥৪
দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ বৃহদ্‌যশ্চ রথন্তরম্।
আকূতঃ প্রথমস্তেষাং ততস্ত্বাকৃতিরেব চ ॥৫
বিত্তিশ্চৈব সুবিত্তিশ্চ বৃহদ্‌যচ্চ রথন্তরম্।
অধীষ্টশ্চ ততো জ্ঞেয় অধীতিশ্চৈব তত্ত্বতঃ।
বিজ্ঞাতিশ্চৈব বিজ্ঞাতো মনবো যে চ দ্বাদশ।
জ্ঞেয়ো দ্বাদশপুত্রশ্চ যশ্চাস্যেন সমা যজেৎ।
তান্ দৃষ্ট্বা চাব্রবীদ্ ব্রহ্মা জন্ম দেবানসুব্রত ॥৭
দারাগ্নিহোত্রসংযোগমিজ্যাধর্ম্মরতস্তেতি চ।
এবমুক্ত্বা তু তং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৮
ততস্তে নাভ্যনন্দন্ত তদ্বাক্যং পরমেষ্ঠিনঃ।
সন্ন্যস্যেহ তু কর্ম্মাণি বা নঃকমণ্ডলি তু ॥৯
যমেষেবাবতিষ্ঠন্তে তে দৃষ্ট্বা তু কর্ম্মসু
ক্ষয়াতিশয়যুক্তশ্চ তে দৃষ্ট্বা কর্ম্মণাং ফলম্ ॥১০
জুগুপ্সবঃ প্রসূতিঞ্চ নিস্তন্দ্রা নির্ম্মমাভবন্।
অজস্রং কা মনাস্তে বিরক্তা দোষদর্শিনঃ ॥
অর্থং ধর্ম্মঞ্চ কামঞ্চ হিত্বা তে বৈ ব্যবস্থিতাঃ।
পৌরুষং জ্ঞানমাস্থায় তেজঃ সং প্য চাশ্রিতাঃ
তেষাঞ্চ তমভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মা চুকোপ হ
তানব্রবীত্তদা ব্রহ্মা নিরুৎসাহান্ সুরানথ ॥
প্রজার্থমিহ যুয়ং বৈ প্রজাস্রষ্টাস্মি নান্যথা।
প্রসূয়ধ্বং যজধ্বঞ্চেত্যুক্তবানস্মি যৎ পুরা ॥
যস্মাদ্বাক্যমনাদৃত্য মম বৈরাগ্যমাস্থিতাঃ।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বী মহর্ষিগণ এই বৃত্তান্ত শ্রবণান্তে যথাক্রমে প্রধান প্রধান বিষয়ের প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণ! সপ্তম মন্বন্তরে ইন্দ্র বিষ্ণু প্রভৃতি মহাতেজা আদিত্য দেবগণ কি প্রকারে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন? এই বৃত্তান্ত আমাদিগের নিকট সবিস্তরে বর্ণন করুন। ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে বাগ্মিবর সূত বিনয়সহকারে উত্তর করিলেন। সূত কহিলেন, সকল মন্বন্তরেই প্রজাসৃসৃক্ষু ব্রহ্মার মুখ হইতে মন্ত্রময়শরীর দেবগণ সৃষ্ট হয়েন। দর্শ, পৌর্ণমাস, বৃহৎ, রথন্তর, আকূত, আকুতি, বিত্তি, সুবিত্তি, আকৃতি, কৃতি, অধীষ্ট, অধীতি, বিজ্ঞাত, বিজ্ঞাতি, এই সকল সন্তান এবং সংবৎসর যাবাকারী দ্বাদশ মন্ত্র, ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্ট ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে জয়গণ! তোমরা দেবগণকে সৃজন কর এবং দার পরিগ্রহ, অগ্নি হোত্র ও যাগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ব্রহ্মা এই বলিয়া সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মার সেই বাক্যে অভিনন্দন করিলেন না। কর্ম্মসকলের দোষ দর্শনে তাঁহারা যমাবলম্বনপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। কর্ম্মসকলের ফল ক্ষয়-বৃদ্ধিশীল দেখিয়া সন্তানোৎপাদনে অবজ্ঞাপূর্ব্বক বিরাগযুক্ত, নির্ম্মম ও অনলস হইয়া মুক্তিকামনায় অর্থ, ধর্ম্ম ও কাম পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানাবলম্বনে আত্মতেজঃ সংযম করিয়া অবস্থান করিলেন ১—১২। ব্রহ্মা তাঁহাদিগের এরূপ অভিপ্রায় জানিয়া ক্রুদ্ধ-চিত্তে সেই নিরুৎসাহ দেবগণকে কহিলেন,—তোমরা প্রজা সৃজন করিবে বলিয়াই আমি তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছি; অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে। আর তোমাদিগকে পূর্ব্বে প্রজা সৃজন করিতে ও যাগানুষ্ঠান করিতেও আমি আদেশ করিয়াছি; কিন্তু তোমরা আমার বাক্যে অবহেলা করিয়া

জুগুপ্সমানাঃ স্বয়ং জন্ম সন্ততিং নাভিনন্দথ।
কর্ম্মণাঞ্চ কৃতো ন্যাসো হ্যমৃতত্বমভিকাঙ্ক্ষয়া।
তস্মাদ্বৈ মদনাদৃত্য সপ্তকৃত্বস্তু বৈ স্যথ।।১৬
তে শপ্তা ব্রহ্মণা দেবা জয়াস্তং বৈ প্রসাদয়ন্।
ক্ষম্যতাস্মাকং মহাদেব যদজ্ঞানাৎ কৃতং বিভো।।
প্রণিপত্য সানুনয়ং ব্রহ্মা তানব্রবীৎ পুনঃ।
লোকে ময়াননুজ্ঞাতঃ কঃ স্বাতন্ত্র্যমিহার্হতি।।
ময়া পরিগতং সর্ব্বং কথমচ্ছন্দতো মম
প্রতিপৎস্যন্তি ভূতানি শুভং বা যদি বাশুভম্
লোকে বদন্তি কিঞ্চিদ্বৈ সচ্চাসচ্চ ব্যবস্থিতম্
বুদ্ধ্যাত্মনা ময়া ব্যাপ্তং কো মাং লোকেঽতি-
সন্তরেৎ।।২০
ভূতানাং তর্কিতং যচ্চ যচ্চাপ্যেষাং বিধারিতম্
তথা বিচারিতং যচ্চ তৎসর্ব্বং বিদিতং মম।।
ময়া স্থিতমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
আশাময়েন তন্ত্রেণ কথং ছেত্তুমিহোৎসহে।।
যস্মাচ্চাহং বিসৃষ্টো বৈ সর্গার্থমিহ নান্যথা।
ইহ কর্ম্মাণ্যনারভ্য কো মে ছন্দাদিমোক্ষ্যতে
পরিত্যজ্য ততো দেবান্ জয়ান্ বৈ নষ্টচেতসঃ
অব্রবীৎ স পুনস্তান্ বৈ বৃতান্ দত্তে প্রজাপতি
যস্মান্মামভিসন্ধায় সন্ন্যাসো বঃ কৃতঃ পুরা।
তস্মাৎ স বিফলো যত্নো হ্যপরাদ্ধেব বঃ কৃতঃ।
ভবিতারঃ সুখোদর্কো দেবা ভাবেষু জায়তাম্
আত্মচ্ছন্দেন বো জন্ম ভবিষ্যতি সুরোত্তমাঃ
মন্বন্তরেষু সম্মূঢাঃ ষট্সু সর্ব্বে গমিষ্যথ।।২৬
বৈবস্বতান্তেষু সুরাস্তথা স্বায়ম্ভুবাদিষু
তাংশ্চ শপ্ত্বা ব্রহ্মণা তত্র শ্লোকো গীতঃ পুরাতনঃ
ত্রয়ী বিদ্যাং ব্রহ্মচর্য্যং প্রসূতিং শ্রাদ্ধমেব চ।
যজ্ঞাংশ্চৈব তু দানঞ্চ এতানেব তু কুর্ব্বতাম্
স হি স্ম বিরজা ভূত্বা বসতেঽন্যপ্রশংসয়া।।

বৈরাগ্যাবলম্বনে আত্মজন্ম বৈফল্য ঘটাইতেছ; তোমরা প্রজা সৃষ্টি করিতে চাহ না; মুক্তিকামনায় কর্ম্ম সকলের সন্ন্যাসও করিয়াছ। অতএব তোমরা সপ্তবার জন্ম লাভ করিবে। জয়নামক দেবগণ ব্রহ্মার এবম্বিধ অভিশাপে দুঃখিতচিত্তে প্রণিপাতপূর্ব্বক সানুনয়ে কহিলেন, হে মহাদেব! আমরা অজ্ঞানবশে যাহা করিয়াছি, আপনি সে অপরাধ ক্ষমা করুন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন,— জগতে আমার অনুজ্ঞা ব্যতীত কে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে পারে? আমিই সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছি; আমার অনিচ্ছায় কোন্ প্রাণী শুভ বা অশুভ প্রাপ্ত হয়? লোকে যাহা কিছু আছে, বা নাই, আমি আত্মবুদ্ধি দ্বারা তৎসমস্তই ব্যাপিয়া রহিয়াছি; আমাকে কে অতিক্রম করিতে পারে? প্রাণী দিগের আলোচিত, অনালোচিত, সিদ্ধান্তীকৃত সমস্তই আমার বিদিত। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ মদীয় আশাপাশে স্থাপন করিয়াছি; কি প্রকারে ইহার উচ্ছেদ কামনা করিব? যেহেতু আমি সৃষ্টি-বিস্তারার্থই বিবর্দ্ধনাবলম্বন করিয়াছি, অপর কোন কারণে নহে; অতএব এই জগতে কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া আমার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ কে করিতে পারে?১৩—২৩। প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই জয় নামক দেবগণকে শাপ-দণ্ড দানান্তে এই সকল কথা বলিয়া পুনরায় কহিলেন, যেহেতু তোমরা আমাকে বঞ্চনাপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ, এবং যেহেতু সেই অসীম যত্ন তোমাদিগকের বৃথাই অনুষ্ঠিত হইয়াছে; অতএব তোমরা পরিণামসুখদায়ক জন্ম প্রাপ্ত হইবে; হে সুরোত্তমগণ! তোমরা আপন ইচ্ছানুসারেই জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে তোমরা অবিদ্যা-মোহাচ্ছন্ন হইয়া স্বায়ম্ভুবাদি বৈবস্বতান্ত ষট্ মন্বন্তরেই জন্ম লাভ করিবে ব্রহ্মা সেই জয় নামক দেবগণকে এরূপ শাপ দান করিয়া একটী শ্লোক পাঠ করেন। সেই পুরাতন শ্লোক যথা।—বেদবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সন্তানোৎপাদন, শ্রাদ্ধদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, এবং দান,—এই সমস্ত সৎকর্ম্মাচরণফলে পরিশুদ্ধ হইয়া প্রশংসা ব্রহ্মধ্যানাবলম্বন করিতে

স এবং শ্লোকমুক্তা তু জয়ান দেবান্ থাব্রবীৎ
বৈবস্বতেঽন্তরেহতীতে মৎসমীপমিহৈষ্যথ
ততো যূয়ং ময়া সার্দ্ধং সিদ্ধিং প্রাপ্স্যথ শাশ্বতীম
এবমুক্ত্বা তু তান্ ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত।৩০
ততো দেবাস্তিরোভূতে ঈশ্বরে হ্যকুতোভয়াঃ।
প্রপন্না অনিমাদ্যৈশ্চ যুক্তা যোগবলান্বিতাঃ।
ততস্তেষাং স্বাতবস্তাভবন্ দ্বাদশ হ্রদাঃ।
জয়া ইতি সমাখ্যাতা জাতাশ্চোদধিসন্নিভাঃ।।
ততঃ স্বায়ম্ভুবে তস্মিন্ সর্গে তে জজ্ঞিরে সুরাঃ
অজিতায়াং রুচেঃ পুত্রা অজিতা দ্বাদশাত্মজাঃ
বিধিশ্চ মুনয়শ্চৈব ক্ষেমো নন্দোঽব্যয়স্তথা।
প্রাণোঽপানঃ সুধামা চ ঋতুশক্তিধ্রুবস্থিতিঃ।
ইত্যেতে মানসাঃ সর্ব্বে অজিতা দ্বাদশ স্মৃতাঃ
তে চ যজ্ঞে সুরৈঃ সার্দ্ধং যজ্ঞভাজস্তদা স্মৃতাঃ
স্বায়ম্ভুবেহন্তরে পূর্ব্বং ততঃ স্বারোচিষে পুনঃ।
তুষিতা নাম তে হ্যাসন্ প্রাণাখ্যা যাজ্ঞিকাঃ সুরাঃ
পুনস্তে তুষিতা দেবা উত্তমে ত্বন্তরে স্বয়ম্।৩৬
উত্তমস্য তু তে পুত্রাঃ সত্যায়াং জজ্ঞিরে শুভাঃ
ততঃ সত্যাঃ স্মৃতা দেবা উত্তমে চান্তরে তদা
তুষিতায়াং সমুৎপন্নাঃ পুনঃ পুত্রাঃ স্বরোচিষঃ।
অভবন্ যজ্ঞভাজস্তে তৃতীয়ে দ্বাপরান্তরে।
তে তু তস্যাঃ পুনর্দ্দেবাঃ সম্প্রাপ্তে তামসেঽন্তরে।
হর্য্যায়াং তমসঃ পুত্রাঃ জজ্ঞিরে দ্বাদশৈব তু।
হরয়ো নাম তে দেবা যজ্ঞভাজস্তথাভবন্।৩৯
ততস্তে হরয়ো দেবাঃ প্রাপ্তে চারিষ্ণবেঽন্তরে
বৈকুণ্ঠায়াং ততস্তে বৈ চরিষ্ণোর্জজ্ঞিরে সুরাঃ
বৈকুণ্ঠা নাম তে দেবাঃ পঞ্চমস্যান্তরে মনোঃ
ততস্তে বৈ পুনর্দেবা বৈকুণ্ঠাঃ প্রাপ্য চাক্ষুষম্
সাধ্যায়াং দ্বাদশ সুতা জজ্ঞিরে ধর্ম্মসূনবঃ৪১
ততস্তে বৈ পুনঃ সাধ্যাঃ স ীপে চাক্ষুষেঽন্তরে
উপস্থিতে মনোঃ সর্গে পুনর্বৈবস্বতস্য হ।।৪২

হয়। ব্রহ্মা এই শ্লোকো চ্চারণান্তে পুনরায় জয় দেবগণকে বলিলেন, —বৈবস্বত মন্বন্তর অতীত হইলে তোমরা পুনরায় আমার সমীপে আসিতে পারিবে। তার পর তোমরা আমার সহিত চিরস্থায়িনী সিদ্ধি লাভ করিবে। ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। ঈশ্বর ব্রহ্মা, তিরোধান করিলে সেই অণিমাদি ঐশ্বর্য্যশালী অকুতোভয় যোগাবলসমন্বিত জয় নামক দেবগণ যোগাসক্ত হইলেন অতঃপর তাঁহাদিগের শরীর সকল দ্রবীভূত হইয়া জয় নামে বিখ্যাত সমুদ্র-সম দ্বাদশটী হ্রদে পরিণত হইল। অতঃপর তাঁহারা দ্বাদশ জন সেই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অজিতার গর্ভে রুচির পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক অজিত নামে প্রখ্যাত হয়েন। বিধি, মুনয়, ক্ষেম, নন্দ, অব্যয়, প্রাণ, অপান, সুধামা, ঋতু, শক্তি, ধ্রুব ও স্থিতি এই দ্বাদশজন অজিত দেবতা; ইহাঁরা সকলেই মানস সন্তান। ইহাঁরা সুরগণ সহ যজ্ঞভাগী হইয়াছিলেন। ঐ পর স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিতার গর্ভে স্বরোচিষের পুত্ররূপে তুষিত নামে দেবগণ প্রাদুর্ভূত হয়েন। তখন ইহাঁরা প্রাণ নামেও আখ্যাত হইতেন এবং যজ্ঞভাগও লাভ করিতেন। অতঃপর উত্তম মন্বন্তরে উত্তম মনুর পুত্ররূপে সত্যার গর্ভে সম্ভূত হইয়া সত্য নামে প্রখ্যাত হয়েন এবং তৃতীয় দ্বাপর যুগে যজ্ঞ ভাগ করেন। সেই সত্য দেবগণ তামস মন্বন্তরে তামস-মনুপত্নী হর্য্যা হইতে তামসমনুর পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হরি নামে প্রসিদ্ধ ও যজ্ঞভোজী হইয়াছিলেন সেই হরি দেবগণ চারিষ্ণব নামক পঞ্চম মন্বন্তরে বিকুণ্ঠা হইতে চরিষ্ণুর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ নামে বিখ্যাত হয়েন।২৪—৪০ অনন্তর সেই বৈকুণ্ঠ দেবগণ চাক্ষুষ মন্বন্তরে সাধ্যা হইতে ধর্ম্মের পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং সাধ্য নামেই খ্যাত

আদ্যে ত্রেতাযুগমুখে প্রাপ্তে বৈবস্বতস্য তু।
অংশেন সাধ্যাস্তেঽদিত্যাং মারীচাৎ
কশ্যপাৎ পুনঃ ।।৪৩
জজ্ঞিরে দ্বাদশাদিত্যা বর্ত্তমানেঽন্তরে পুনঃ।
যদা ত্বেতে সমুৎপন্নাশ্চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
ততঃ স্বায়ম্ভুবে সাধ্যা জজ্ঞিরে দ্বাদশাবরাঃ।
এবমাদ্যা জয়াস্তে বৈ শাপাৎ সম্ভবন্তেতা ।।৪৫
ইত্যেষাং সপ্তসম্ভূতিং দেবানাং দেবশাসনাৎ।
পঠেদ্যঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ প্রত্যবায়ং ন গচ্ছতি ।।৪৬
ইত্যেতে ভূতয়ঃ সপ্ত জয়ানাং সপ্তলক্ষণাঃ।
পরিক্রান্তা ময়া চাদ্য কিম্ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছথ ।।৪৭

ঋষয় ঊচুঃ।

দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্ব্বৈরুপশোভিতঃ ।।৫৩
সর্পভূতপিশাচানাং পশূনাং পক্ষিবীরুধাম্ ।।৪৮
উৎপত্তিং নিধনঞ্চৈব বিস্তারাৎ কথয়স্ব নঃ।
এবমুক্তস্তদা সূত উবাচ ঋষিসত্তমান্ ।।৪৯

সূত উবাচ।

দিতেঃ পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে কশ্যপাদিতি নঃ শ্রুতম্।
কশ্যপস্যাত্মজৌ তৌ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পূর্ব্বজৌ
স্মৃতৌ।
সৌত্যেঽহন্যতিরাত্রস্য কশ্যপস্যাশ্বমেধিকে ।।৫০
হিরণ্যকশিপোর্নাম প্রথমং ঋত্বিগাসনম্।
দিত্যা গর্ভাদ্বিনিঃসৃত্য তত্রাসীনোঽক্ষসংসদি।
হিরণ্যকশিপুস্তস্মাৎ কর্ম্মণা তেন স স্মৃতঃ ।।৫১

ঋষয় ঊচুঃ।

হিরণ্যকশিপোর্নাম জন্ম চৈব মহাত্মনঃ।
প্রভাবঞ্চৈব দৈত্যস্য বিস্তরাদ্ব্রূহি নঃ প্রভো

সূত উবাচ।

কশ্যপস্যাশ্বমেধে পুণ্যে বৈ পুষ্করে পুরা
ঋষিভির্দেবতাভিশ্চ গন্ধর্ব্বৈরুপশোভিতঃ ।।৫৩
উৎকৃষ্টেনৈব বিধিনা আখ্যানাদৌ যথাবিধি।
আসনান্যুপ ক্লৃপ্তানি কাঞ্চনানি তু পঞ্চ বৈ ।।৫৪

হয়েন। পরে সেই সাধ্যগণ বর্ত্তমান বৈবস্বত আদি ত্রেতা যুগের প্রথম ভাগে মরীচিনন্দন কশ্যপের পুত্ররূপে অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক দ্বাদশ আদিত্য নামে বিখ্যাত হয়েন। সেই জয় নামক দেবগণ চাক্ষুষ মন্বন্তরে সাধ্য দেবরূপে জন্ম গ্রহণান্তে বৈবস্বত মন্বন্তরে দ্বাদশ আদিত্য দেবরূপে জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মার অভিশাপে জয় দেবগণ এইরূপে সপ্ত মন্বন্তরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জয় দেবগণের এই সপ্তবিধ জন্মবৃত্তান্ত যে মানব শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করে, সে কোনও পাপে লিপ্ত হয় না। ইহা দেবগণেরই অনুশাসন। এই আমি জয় দেবগণের সপ্ত জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। অন্য আপনারা অপর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে চাহেন? ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, সর্প, ভূত, পিশাচ, পশু, পক্ষী ও লতা প্রভৃতির উৎপত্তি-বিনাশ-বৃত্তান্ত আমাদিগের নিকট সবিস্তরে বর্ণন করুন। এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সূত সেই ঋষিসত্তমগণকে কহিতে লাগিলেন। সূত কহিলেন, আমরা শুনিয়াছি, কশ্যপ হইতে দিতির দুইটী পুত্র জন্মে। কশ্যপের সমস্ত সন্তান মধ্যে সেই দুইটী পুত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। পূর্ব্বে কোন সময়ে মহর্ষি কশ্যপ অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই যজ্ঞের অন্তর্গত অতিরাত্র যাগের সৌত্য দিবসে তাঁহার এক পুত্র হয়, ঐ পুত্র দিতির গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়াই প্রধান ঋত্বিকের সমুচ্চ আসনে যাইয়া উপবেশন করিয়াছিল। এই কর্ম্মজন্য সেই দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপু নামে খ্যাত হয়। ঋষিগণ কহিলেন,—হে প্রভো! মহাত্মা হিরণ্যকশিপু দৈত্যের জন্ম ও প্রভাববিবরণ সবিস্তরে আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন।৪১—৫২। সূত কহিলেন,—পুরাকালে পুষ্কর ক্ষেত্রে কশ্যপ প্রজাপতির অশ্বমেধ যজ্ঞে গন্ধর্ব্বগণ উপস্থিত থাকিয়া তাহার শোভাসম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তখন

কুশপূতানি ত্রীণ্যত্র কূর্চ্চঃ ফলকমেব চ।
মুখ্যদ্বিজশ্চ চত্বারস্তথা যৎ তান্যপকল্পয়ৎ।।৫৫
শুভং তত্রাসনং যত্তু হোতুরর্থে প্রকল্পিতম্।
হিরণ্ময়ং তথা দিব্যং দিব্যাস্তরণসংস্তৃতম্।।৫৬
অন্তর্বত্নী দিতিশ্চৈব পত্নীত্বং সমুপাগতা।
দশ বর্ষসহস্রাণি গর্ভস্তস্যা অবর্ত্তত।।৫৭
স তু গর্ভাদ্বিনিঃসৃত্য মাতুর্বৈ উদরাত্তদা।
উপ স্থাসনং যত্তু হোতুরর্থে হিরণ্ময়ম্।
নিষসাদ স গর্ভোঽত্র তত্রাসীনঃ শশংস চ।।৫৮
আখ্যানপঞ্চমান্ বেদান্ মহর্ষিঃ কাশ্যপো যথা
তং দৃষ্ট্বা মুনয়স্তস্য নামাকুর্ব্বংস্তু তদ্বিধম্।।৫৯
হিরণ্যকশিপুস্তস্মাৎ কর্ম্মণা তেন বিশ্রুতঃ।
হিরণ্যাক্ষোঽনুজস্তস্য সিংহিকা তস্য চানুজা।
রাহোঃ সা জননী দেবী বি প্রচিত্তেঃ পরিগ্রহঃ।।
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যশ্চচার পরমং তপঃ।
শতং বর্ষসহস্রাণাং নিরাহারো হ্যধঃশিরাঃ।।৬১

বিধানানুসারে আখ্যানাদি নিমিত্ত পাঁচখানি উত্তম সুবর্ণাসন, কুশপূত তিনটী কূর্চ্চ ও ফলক এবং চারিজন মুখ্য ব্রাহ্মণ কল্পিত হইয়াছিল। তখন হোতার জন্য একখানি দিব্য আস্তরণযুক্ত হিরণ্ময় আসন স্থাপিত করা হয়। দিতি দেবী তখন পত্নীকার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। তিনি দশসহস্র বৎসর যাবৎ গর্ভবতী ছিলেন। তদীয় গর্ভ, সেই সময়ে সহসা মাতৃকুক্ষি হইতে বিনির্গত হইয়া হোতার নিমিত্ত যে যে হিরণ্ময় আসন কল্পিত ছিল, তাহাতে যাইয়া উপবেশনপূর্ব্বক কশ্যপ মহর্ষির ন্যায় বেদ এবং আখ্যানাত্মক পঞ্চম বেদ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। মুনিগণ তাহাকে তাদৃশ কর্ম্ম করিতে দেখিয়া তাহার নাম রাখিলেন— হিরণ্যকশিপু। সে তদবধি সেই নামেই প্রখ্যাত হয়। হিরণ্যকশিপুর কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম— হিরণ্যাক্ষ ইহাদিগের কনিষ্ঠা একটী ভগিনী জন্ম গ্রহণ করে; তাহার নাম সিংহিকা। সিংহিকা বিপ্রচিত্তির পত্নী ও রাহুর জননী।৫৩—৬০।

তং ব্রহ্মা ছন্দয়ামাস দৈত্যং তুষ্টো বরেণ তু।
সর্ব্বামরত্বং বিপ্রেভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্য এব চ।
যোগাদ্দেবান্ বিনির্জ্জিত্য সর্ব্বদেবত্বমাস্থিতঃ।
দানবাশ্চাসুরাশ্চৈব দেবাঃ সমা ভবন্তু বৈ।
মারুতৈর্যন্মহৈশ্বর্য্যমেব মে দীয়তাং বরঃ।।৬৩
এবমুক্তোঽথ ব্রহ্মা তু তস্মৈ দত্ত্বা যথেপ্সিতম্।
দত্ত্বা তস্মৈ বরান্ দিব্যান্ তত্রৈবান্তরধীয়ত।
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যঃ শ্লোকো গীতঃ পুরাতনৈঃ।।
রাজা হিরণ্যকশিপুর্যাং যমাশাং নিষেবতে।
তস্যৈ তস্যৈ দিশে দেবা নমশ্চক্রুর্মহর্ষিভিঃ।।৬৫
এবম্প্রভাবো দৈত্যেন্দ্রো হিরণ্যকশিপুর্দ্বিজাঃ
তস্যাসীন্নরসিংহঃ স বিষ্ণুর্মৃত্যুঃ পুরা কিল।
নখৈস্তু তেন নির্ভিন্নমার্দ্র-শুষ্কা নখাঃ স্মৃতাঃ।।
হিরণ্যাক্ষসুতাঃ পঞ্চ বিক্রান্তাঃ সুমহাবলাঃ

দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপু নিরাহার ও অধঃশিরা হইয়া লক্ষ বৎসর যাবৎ পরম তপস্যাচরণ করে। হে দ্বিজবরগণ! ব্রহ্মা তদীয় তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বরদানোদ্যত হইলে হিরণ্যকশিপু, সর্ব্বভূতের অবধ্যত্ব, যোগসামর্থ্যে দেবগণকে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব দেবত্ব, দেবদানবগণের তুল্যত্ব এবং মরুদ্গণের মহৈশ্বর্য্য বর প্রার্থনা করে। ব্রহ্মা তাহার প্রার্থিত দিব্য বরসমূহ দান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্ধান করেন। হিরণ্যকশিপুও ব্রহ্মবরানুসারে ইন্দ্রত্ব করিতে থাকে। হিরণ্যকশিপু সম্বন্ধে পুরাতত্ত্বজ্ঞগণ এই শ্লোক গান করিয়া থাকেন যে, রাজা হিরণ্যকশিপু যে যে দিকে যাইতেন, দেবগণ, মহর্ষিগণসহ সেই সেই দিকের উদ্দেশে নমস্কার করিতেন। হে দ্বিজগণ! হিরণ্যকশিপুর এইরূপ প্রভাব ছিল আমরা শুনিয়াছি, পুরাকালে নরসিংহদেব নখর দ্বারা তাহার বক্ষ বিদারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সংহার করেন। নরসিংহের নখসমূহ আর্দ্রও নহে এবং শুষ্কও নহে। (হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার নিকট এই বরও লইয়াছিল যে, আর্দ্র বা শুষ্ক

উৎকূরঃ শকুনিশ্চৈব কালনাভস্তথৈব চ।।৬৫
মহানাভশ্চ বিক্রান্তো ভূতসন্তাপনস্তথা।
হিরণ্যাক্ষসুতা হ্যেতে দেবৈরপি দুরাসদাঃ।।
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বালেয়াঃ সগণাঃ স্মৃতাঃ
শতং তানি সহস্রাণি নিহতাস্তারকাময়ে।।৬৯
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চত্বারস্তু মহাবলাঃ।
প্রহ্লাদঃ পূর্ব্বজস্তেষামনুহ্লাদস্তথৈব চ।
সংহ্রাদশ্চ হ্রদশ্চৈব হ্রদপুত্রান্নিবোধত।।৭০
হ্রাদো নিসুন্দশ্চ তথা হ্রদপুত্রৌ বভূবতুঃ।
সুন্দোপসুন্দৌ বিক্রান্তৌ নিসুন্দতনয়াবুভৌ।
ব্রহ্মঘ্নস্তু মহাবীর্য্যো মূকস্তু হ্রদপয়িনঃ
মারীচঃ সুন্দপুত্রস্তু তাড়কায়ামুপপদ্যতে।৭২
তাড়কা নিহতা সাথ রাঘবেণ বলীয়সা।
মূকো বিনিহতশ্চাপি কিরাতে সব্যসাচিনা।।৭৩
উৎপন্না মহতা চৈব তপসা ভাবিতা স্বয়ম্।
তিস্রঃ কোট্যস্তু তেষাং বৈ মণিবর্ত্তনিবাসিনাম্
অবধ্যা দেবতানাং যে নিহতাঃ সব্যসাচিনা।।
অনুহ্রাদসুতো বায়ুঃ সিনীবালী তথৈব চ।
তেষান্তু শতসাহস্রো গণো হালাহলঃ
স্মৃতঃ।।৭৫
বৈরোচনস্তু প্রাহ্লাদিঃ পঞ্চ তস্যাত্মজাঃ স্মৃতাঃ
গবেষ্ঠী কালনেমিশ্চ জম্ভো বাষ্কল এব চ।
শম্ভুস্তু অনুজস্তেষাং স্মৃতাঃ প্রাহ্লাদিসূনবঃ।
যথাপ্রধানাং বক্ষ্যামি তেষাং পুত্রান্ দুরাসদান
শুম্ভশ্চৈব নিশুম্ভশ্চ বিষ্বক্‌সেনো মহৌজসঃ।
গাবেষ্ঠিনঃ সুতো হ্যেতে জম্ভস্য শতদুন্দুভিঃ।
তথা দক্ষশ্চ খণ্ডশ্চ এয়স্তু জম্ভসূনবঃ।।৭৮
বিরোধশ্চ মনুশ্চৈব বৃক্ষায়ুঃ কুশনীমুখঃ।
বাষ্কলস্য সুতা হ্যেতে কালনেমিসুতান্ শৃণু।।
ব্রহ্মজিৎ ক্ষত্রজিচ্চৈব দেবান্তকনরান্তকৌ।
কালনেমিসুতা হ্যেতে শম্ভোস্তু শৃণুত প্রজাঃ।।
ধনুকো হ্যসিলোমা চ নাবলশ্চ সগোমুখঃ।
গবাক্ষশ্চৈব গোমাংশ্চ শম্ভোঃ পুত্রাঃ
প্রকীর্ত্তিতাঃ।।
বিরোচনস্য পুত্রশ্চ বলিরেকঃ প্রতাপবান্।

বস্ত্র দ্বারা মৃত্যু হইবে না।) হিরণ্যাক্ষের পাঁচটী বিক্রান্ত মহাবল পুত্র জন্মে। উৎকুর, শকুনি, কালনাভ, মহানাভ ও ভূতসন্তাপন, এই পাঁচজন মহাসুর হিরন্যাক্ষের সন্তান ইহারা দেবগণেরও দুর্জ্জয়। ইহাদিগের শত সহস্র পুত্র পৌত্র জন্মে। তাহারা বালেয়গণ নামে প্রসিদ্ধ। তাহারা তারকাময় সংগ্রামে নিহত হয়। হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, অনুহ্রাদ, সংহ্রাদ, ও হ্লদ নামক মহাবল চারিপুত্র জন্মে। তন্মধ্যে প্রহ্লাদ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। হ্লদপুত্রগণের নাম শ্রবণ করুন। হ্রাদ, ও নিসুন্দ,—এই দুইজন হ্লদের পুত্র। নিসুন্দের সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই পুত্র হয়। সুন্দের তাড়কা নাম্নী পত্নীর গর্ভে মহাবীর্য্য ব্রহ্মঘ্ন, মুক ও মারীচ এই তিন পুত্র জন্মে। বলবান্ রাঘব তাড়কাকে নিহত করেন। কিরাতযুদ্ধে অর্জ্জুন কর্তৃক মুকদৈত্য বিনাশিত হয় ইহাদিগের তিন কোটী বংশধর; তাহারাও নিজ নিজ তপস্যাফলে মহাতেজস্বী ও দেবগণেরো অবধ্য হইয়াছিল তাহারা মণিবর্ত্তে বাস করিত। কিরাতযুদ্ধে অর্জ্জুন ইহাদিগকে সংহার করিয়াছেন।৬১—৭৪ অনুহ্রাদের পুত্র বায়ু ও সিনীবালী। ইহাদিগের শত সহস্র সন্তান-সন্ততি হালাহলগণ নামে বিখ্যাত। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন। বিরোচনের কনিষ্ঠ অপর পাঁচ পুত্রের নাম যথা,—গবেষ্ঠী, কালনেমি, জম্ভ, বাষ্কল ও শম্ভু। ইহারা প্রহ্লাদের পুত্র ইহাদিগের দুর্দ্দম পুত্রগণের প্রধানানুক্রমে নাম বলিতেছি। শুম্ভ, নিশুম্ভ, ও বিষ্বক্‌সেন,—ইহারা মহাতেজস্বী গবেষ্ঠীর পুত্র। জম্ভের জম্ভাস্য, শতদুন্দুভি, দক্ষ ও খণ্ড;—এই চারি পুত্র। বিরোধ, মনু, বৃক্ষায়ুঃ ও কুশনীমুখ, ইহারা বাষ্কলের পুত্র। কালনেমির পুত্রগণের কথা শ্রবণ করুন। ব্রহ্মজিৎ, ক্ষত্রজিৎ, দেবান্তক ও নরান্তক,—ইহারা কালনেমির পুত্র শম্ভুর পুত্রগণের নাম শ্রবণ করুন ধনুক, অসিলোমা, নাবল, গোমুখ, গবাক্ষ

বলেঃ পুত্রশতং জজ্ঞে রাজানঃ সর্ব্বে এব তে ।
তেষাং প্রধানাশ্চত্বারো বিক্রান্তাঃ সুমহাবলাঃ
সহস্রবাহুর্জ্যেষ্ঠস্তু বাণো প্রবিশসম্মতঃ।
কুম্ভনাভো গর্দ্দভাক্ষঃ কুশিরিত্যেবমাদয়ঃ। ৮৩
শকুনী পূতনা চৈব কন্যে দ্বে তু বলেঃ সুতে
বলেঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ
বলির্যো নামবিখ্যাতো গণো বিক্রান্তপৌরুষঃ
বাণস্য চন্দ্রমনসো লৌহিত্যামুপপদ্যতে। ৮৫
দিতির্বিনষ্টপুত্রা বৈ তোষয়ামাস কশ্যপম্।
স কশ্যপঃ প্রসন্নাত্মা সম্যগারাধিতস্তয়া।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস সা চ বব্রে বরং ততঃ। ৮৬
স তু তস্যৈ বরং প্রাদাৎ প্রার্থিতং ভগবান্ প্রভুঃ।
কিমিচ্ছসি ময়ি শুভে মারীচস্তামভাষত। ৮৭
মারীচং কশ্যপং তুষ্টং ভর্ত্তারং প্রাঞ্জলিস্তথা।
হতপুত্রাস্মি ভগবন্ আদিত্যৈস্তব সূনুভিঃ। ৮৮
শক্রহন্তারমিচ্ছেয়ং পুত্রং দীর্ঘতপোঽন্বিতম্
অহং তপশ্চরিষ্যামি গর্ভমাধাতুমর্হসি ৮৯
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মারীচঃ কশ্যপস্তথা।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা দিতিং পরমদুঃখিতাম্। ৯০
এবং ভবতু ভদ্রং তে শুচির্ভব তপোধনে
জনয়িষ্যসি সৎপুত্রং শক্রহন্তারমাহবে। ৯১
পূর্ণং বর্ষশতং তাবৎ শুচির্যদি ভবিষ্যসি।
পুত্রং ত্রিলোকপ্রবরমথ ত্বং জনয়িষ্যসি। ৯২
এবমুক্ত্বা মহাতেজাস্তয়া সমবসৎ প্রভুঃ।
তামালিঙ্গ্য ত্রিভুবনং জগাম ভগবানৃষিঃ। ৯৩
গতে ভর্ত্তরি সা দেবী দিতিঃ পরমহর্ষিতা।
কুশপ্লবং বনমাসাদ্য তপস্তেপে সুদারুণম্। ৯৪
তপস্তস্যাস্তু কুর্ব্বত্যাং পরিচর্য্যাং চকার হ।
সহস্রাক্ষঃ সুরশ্রেষ্ঠঃ পরয়া গুণসম্পদা। ৯৫
অগ্নিং সমিৎকুশং কাষ্ঠং ফলং মূলং তথৈব চ।
ন্যবেদয়ৎ সহস্রাক্ষো যচ্চান্যদপি কিঞ্চন। ৯৬
গাত্রসংবাহনৈশ্চৈব শ্রমাপনয়নৈস্তথা
শক্রঃ সর্ব্বেষু লোকেষু দিতিং পরিচচার হ।

ও গোমান্, ইহারা শম্ভুর পুত্র। বিরোচনের একমাত্র পুত্র প্রতাপপ্রধান বলি। বলির একশত পুত্র জন্মে, তাঁহারা সকলেই রাজা। তন্মধ্যে সহস্রবাহু বাণ দানব সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন। অপর পুত্রগণের নাম,—কুম্ভনাভ, গর্দ্দভাক্ষ ও কুশি প্রভৃতি।৭৫ –৮৩। বলির শকুনী ও পূতনা নাম্নী দুইটী কন্যা জন্মে। এইরূপে বলির শত সহস্র পুত্র পৌত্র উৎপন্ন হয়। উঁহারা সুবিক্রান্ত ও বলিগণ নামে প্রসিদ্ধ বাণের লোহিতী নাম্নী পত্নীতে চন্দ্রমনস নামে পুত্র হয়। নষ্টপুত্রা দিতি দেবী পরিচর্য্যাদি দ্বারা কশ্যপের সন্তোষ সাধন করিলে প্রভু ভগবান্ উগ্রতেজা কশ্যপ মুনি তাঁহাকে বর দানে স্বীকৃত হইয়া "তুমি কি প্রার্থনা কর" বলিয়া কাম্যবরদানে উদ্যত হইলে দিতিদেবী ভর্ত্তা কশ্যপকে কৃতাঞ্জলি করে কহিলেন,—হে ভগবান্ আপনার আদিত্য পুত্রগণকর্ত্তৃক আমি হতপুত্রা হইয়াছি, অতএব আমি একটী দীর্ঘ তপঃসম্পন্ন ইন্দ্রহন্তা পুত্র কামনা করি। আমি তপস্যারত হইব; আপনি গর্ভাধান করুন। মহাতেজা মরীচি নন্দন কশ্যপ, পরম দুঃখিতা দিতির সেই বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—হে তপোধনে দিতি! তথাস্তু। তুমি শুচি হইয়া থাক; তাহা হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রের নিধনকারী সৎপুত্র প্রসব করিতে পারিবে। তুমি যদি সম্পূর্ণ শত বর্ষ কাল শুচিভাবে থাকিতে পার, তবে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ পুত্র প্রসব করিতে পারিবে। মহাতেজা ভগবান্ কশ্যপ ঋষি এই বলিয়া দিতির সহিত সহবাস করিলেন। পতি প্রস্থান করিলে পর দিতি দেবী পরম হর্ষিতচিত্তে কুশপ্লব নামক বনে যাইয়া সুদারুণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। দিতিদেবী তপঃপ্রবৃত্ত হইলে সুরশ্রেষ্ঠ সহস্রাক্ষ ইন্দ্র বিবিধ প্রকারে নানা উপচারে তাঁহার পরিচর্য্যায় নিরত হইলেন। তিনি দিতিদেবীর অগ্নি, সমিধ, কুশ, কাষ্ঠ, ফল ও মূলাদি যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই আনয়ন

এবমারাধিতা শক্রমুবাচাথ দিতিস্তথা ।৯৭

দিতিরুবাচ

প্রীতা তেঽহং সুরশ্রেষ্ঠ দশবর্ষাণি পুত্রক।
অবশিষ্টানি ভদ্রন্তে ভ্রাতরং দ্রক্ষ্যসে ততঃ।।
ত্বমর্থিন্যাং সমাধাস্যে লব্ধাহং তাদৃশং সুতম্।
ত্রৈলোক্যবিজয়ং পুত্র প্রাপ্স্যামি সহ তেন বৈ
এবমুক্ত্বা দিতিঃ শক্রং মধ্যং প্রাপ্তে দিবাকরে
নিদ্রয়াপহৃতা দেবী জান্বোঃ কৃত্বা শিরস্তদা।।
দৃষ্ট্বা তামশুচিং শক্রঃ পাদয়োর্গতমূর্দ্ধজাম্।
তস্যাস্তদন্তরং লব্ধা জহাস চ মুমোদ চ।।১০১
তস্যাঃ শরীরং বিবৃতং বিবেশাথ পুরন্দরঃ।
প্রবিশ্য চামিতং দৃষ্ট্বা গর্ভমিন্দ্রো মহৌজসম্।
অভিনৎ স প্রযত্নেন কুলিশেন মহাযশাঃ।।১০২
প্রবিশ্য চামিতং দৃষ্ট্বা গর্ভো বজ্রেণ শতপর্ব্বণা।
রুরোদ সস্বরং ভীমং বেপমানঃ পুনঃপুনঃ।
মা রোদীরিতি তং গর্ভং শক্রঃ পুনরভাষত।।
তং গর্ভং সপ্তধাভূতং হ্যেকৈকং সপ্তধা পুনঃ।
[illegible] ।১০৪
ন হন্তব্যো ন হন্তব্য ইত্যেবং দিতিরব্রবীৎ।
নিষ্পপাতোদরাদ্বজ্রী মাতুর্ব্বচনগৌরবাৎ।
প্রাঞ্জলির্ব্বজ্রসহিতো দিতিং শক্রোঽভ্যভাষত।।
অশুচির্দেবি সুপ্তাসি পাদয়োর্গতমূর্দ্ধজা।
তদন্তরমহং লব্ধা শক্রহন্তারমাহবে।
ভিন্নবান্ গর্ভমেতত্তে বহুধা কন্তুমর্হসি।।১০৬
তস্মিংস্তু বিফলে গর্ভে দিতিঃ পরমদুঃখিতা।
সহস্রাক্ষং ততো বাক্যং সা সানুনয়মব্রবীৎ।
মমাপরাধাদ্গর্ভোঽয়ং যদি তে বিফলীকৃতঃ।
নাপরাধোঽস্তি দেবেশ ঋষিপুত্র মহাবল।।১০৮
শত্রোর্বধে ন দোষোঽস্তি তেন ত্বাং ন
শপামি ভোঃ।
প্রিয়ন্তু কর্ত্তুমিচ্ছামি শ্রেয়ো গর্ভস্য মে কুরু।।

করিয়া দিতেন। এতদ্ভিন্ন শক্র, দিতি দেবীর গাত্রমর্দ্দন ও শ্রমাপনয়নাদি নানা প্রকারে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। দিতি দেবী এইরূপে আরাধিত হইয়া ইন্দ্রকে কহিলেন,—সুরশ্রেষ্ঠ, পুত্র! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। আর দশ বৎসর মাত্র অবশেষ আছে,—ইহার পর তুমি তোমার ভ্রাতাকে দেখিতে পাইবে। আমি তোমার ন্যায় পুত্র লাভ করিয়া জয় বাসনার সমাধান করিব। পুত্র! সেই পুত্রের সহিত আমি ত্রৈলোক্যে বিজয় প্রাপ্ত হইব। দিতি দেবী মধ্যাহ্ন কালে ইন্দ্রকে এই কথা বলিয়া নিদ্রাবিবশ হইয়া জানুদ্বয় মধ্যে মস্তকস্থাপন-পূর্ব্বক নিদ্রিত হইলেন। ইন্দ্র, দিতি দেবীকে পাদলগ্নকেশা ও অশুচি দর্শনে অবকাশ বুঝিয়া আনন্দিতচিত্তে হাসিতে লাগিলেন। মহাযশস্বী পুরন্দর ইন্দ্র, তখন দিতি দেবীর শরীরে প্রবেশ করিলেন এবং মহাতেজস্বী অপ্রতিম গর্ভ-দর্শনে সেই গর্ভকে বজ্রাস্ত্র দ্বারা সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন।৮৪—১০২। শতপর্ব্বশালী বজ্র দ্বারা ভিদ্যমান হইয়া সেই গর্ভ মুহুর্মুহুঃ কম্পিতকায়ে তারস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ইন্দ্র তখন সেই গর্ভকে "মা রোদীঃ"—রোদন করিও না, এই কথা বলিলেন। ইন্দ্র সেই গর্ভকে প্রথমতঃ সপ্তধা বিভক্ত করিয়া তাহার প্রত্যেক খণ্ডকে আবার সপ্তভাগে বিভক্ত করিলেন। এই সময় দিতি দেবী প্রবুদ্ধা হইলেন। তিনি "হনন করিও না, হনন করিও না" এই কথা কহিলেন। বজ্রধর ইন্দ্র তখন মাতার বাক্যগৌরব প্রযুক্ত উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কৃতাঞ্জলি-করে দিতি দেবীকে কহিলেন,—দেবি! আপনি অশুচি ভাবে শয়ন করিয়াছিলেন; আপনার কেশপাশ পদদ্বয়ে পতিত হইয়াছিল, আমি এই অবকাশ দেখিয়া এই ইন্দ্রহন্তা গর্ভকে বহুধা ছেদন করিয়াছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। সেই গর্ভ বিফল হইল দেখিয়া দিতি দেবী পরম দুঃখিতচিত্তে সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে সানুনয়ে কহিলেন,—হে মহাবল ঋষিপুত্র! তুমি যদি আমার দোষবশেই গর্ভকে বিফল করিয়া থাক, তবে তাহাতে তোমার আর অপরাধ কি? শত্রুর বধে দোষ নাই; হে

ভবন্তু মম পুত্রাণাং সপ্ত স্থানানি বৈ দিবি।
বাতস্কন্ধানিমান্ সপ্ত চরন্তু মম পুত্রকাঃ
মরুতশ্চেতি বিখ্যাতা গণাস্তে সপ্ত সপ্তকাঃ ।
পৃথিব্যাং প্রথমস্কন্ধো দ্বিতীয়শ্চৈব ভাস্করে
সোমে তৃতীয়ো বিজ্ঞেয়শ্চতুর্থো জ্যোতিষাংগণে
গ্রহেষু পঞ্চমশ্চৈব ষষ্ঠঃ সপ্তর্ষিমণ্ডলে।
ধ্রুবে তু সপ্তমশ্চৈব বাতস্কন্ধঃ পরস্তু সঃ। ১১২
তান্যেতে বিচরন্ত্বদ্য কালে কালে মমাত্মজাঃ।
বাতস্কন্ধানিমান্ ভূত্বা চরন্তু মম পুত্রকাঃ ।।১১৩
পৃথিব্যাং প্রথমস্কন্ধো আমেঘেভ্যো য আবহঃ
বাতস্কন্ধানিমান্ ভূত্বা সপ্তমে প্রথমে গণেঃ ।।১১৪
দ্বিতীয়শ্চাপি মেঘেভ্য আসূর্য্যাৎ প্রবহস্ত যঃ
বাতস্কন্ধং দ্বিতীয়স্তু দ্বিতীয়শ্চরতাং গণঃ।।১১৫
সূর্য্যোর্দ্ধন্তু ততঃ সোমাদুদ্বহো যস্তু বৈ স্মৃতঃ।
বাতস্কন্ধস্তু তাং প্রাহুস্তৃতীয়শ্চরতাং গণঃ।।১১৬
সোমাদূর্দ্ধং অথর্ক্ষেভ্যশ্চতুর্থঃ সুবহস্তু যঃ।
চতুর্থো মম পুত্রাণাং গণস্তু চরতাং দিবা।।১১৭
ঋক্ষেভ্যশ্চ উর্দ্ধমাগ্রহেভ্যো বহন্তু যঃ
পঞ্চমং পঞ্চমঃ সৌম্যঃ স্কন্ধস্তু চরতাংগণঃ।।১১৮
উর্দ্ধং গ্রহাদৃষিভ্যস্তু ষষ্ঠো যো বৈ পরাবহঃ।
চরন্তু মম পুত্রাস্তু তত্র ষষ্ঠে গণে তু যে।।১১৯
সপ্তর্ষিভ্যস্তথৈবোর্দ্ধমাধ্রুবাৎ সপ্তমস্তু যঃ।
বাতস্কন্ধঃ পরিবহস্তত্র তিষ্ঠন্তু মে সুতাঃ।।১২০
এতৎ সর্ব্বং চরন্ত্বেতে কালে কালে মমাত্মজাঃ
তৎকৃতেন চ নাম্না বৈ ভবন্তু মরুতস্ত্বিমে ।।১২১
ততস্ত্বেষান্তু নামানি মাতাপুত্রৌ প্রচক্রতুঃ।
তৎকৃতে কর্ম্মভিশ্চৈব মরুতো বৈ পৃথক্ পৃথক্
সত্ত্বজ্যোতিস্তথাদিত্যঃ সত্যজ্যোতিস্তথাপরঃ।
তির্য্যগ্জ্যোতিশ্চ সজ্যোতির্জ্যোতিস্মান্
হরিতস্তথা।।১২৩
প্রথমস্তু গণঃ প্রোক্তো দ্বিতীয়ং মে নিবোধত
ঋতজিৎ সত্যজিচ্চৈব সুষেণঃ সেনজিত্তথা।

পুত্র। সেই জন্যই আমি তোমাকে অভিশাপ্ দিতেছি। একণে আমি তোমার প্রিয় কর্ম্মই করিতে ইচ্ছা করি; তুমি মদীয় গর্ভের মঙ্গল বিধান কর। আমার এই পুত্রগণেশ নভোমণ্ডলে বাতস্কন্ধ নামক সপ্তবিধ স্থান কল্পিত হউক। মদীয় পুত্রগণ সপ্ত সপ্তগণে বিভক্ত মরুৎ নামে বিখ্যাত হইয়া বিচরণ করুক। উহাদিগের প্রথম স্কন্ধ পৃথিবীতে, দ্বিতীয় স্কন্ধ সূর্য্যমণ্ডলে, তৃতীয় স্কন্ধ পৃথিবীতে, দ্বিতীয় স্কন্ধ সূর্য্যমণ্ডলে, তৃতীয় স্কন্ধ চন্দ্রমণ্ডলে, চতুর্থ স্কন্ধ নক্ষত্রমণ্ডলে, পঞ্চমস্কন্ধ গ্রহমণ্ডলে, ষষ্ঠস্কন্ধ সপ্তর্ষিমণ্ডলে, এবং সপ্তমস্কন্ধ ধ্রুব মণ্ডলে অবিস্থত হউক। এই ধ্রুবস্থানস্থ বাতস্কন্ধই সমস্ত বাতস্কন্ধের পরবর্ত্তী। আমার পুত্রগণ অদ্যাবধি এই সপ্ত বাতস্কন্ধরূপে কালে কালে বিচরণ করিতে থাকুক।১০৩—১১৩। পৃথিবীস্থ প্রথম বাতস্কন্ধ মেঘ পর্য্যন্ত বিচরণকারী; উহার নাম আবহ। মেঘাবধি সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বাতস্কন্ধ বিদ্যমান। উহা প্রবহ নামে খ্যাত. সূর্য্যের উর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত তৃতীয় বাতস্কন্ধের স্থান; উদ্বহ নামে প্রসিদ্ধ। সোমাবধি নক্ষত্রমণ্ডল পর্য্যন্ত সুবহ নামক চতুর্থ বায়ুস্কন্ধ; উহাতে আমার পুত্রগণ বিচরণ করুক। নক্ষত্রমণ্ডলাবধি গ্রহমণ্ডল যাবৎ বিচরণশীল বায়ুস্কন্ধ—পঞ্চম। এই বাতস্কন্ধ সৌম্যগুণযুক্ত এবং উহার নাম—বিবহ। গ্রহমণ্ডল ও সপ্তর্ষিমণ্ডলাবধি যে বায়ুস্কন্ধ বিদ্যমান, উহার নাম পরাবহ. উহা ষষ্ঠ গণান্তর্গত বাতস্কন্ধ আমার পুত্রগণ ঐ স্থানেবিচরণ করুক। সপ্তর্ষিমণ্ডলাবধি ধ্রুব পর্য্যন্ত বিহারপরায়ণ সপ্তম বাতস্কন্ধ পরিবহ নামে বিখ্যাত। আমার আত্মজগণ তোমার কৃত কর্ম্মানুসারে মরুৎ নামে বিখ্যাত হউক এবং কালে উহা সেই সেই স্থানে বিচরণ করুক। দিতি দেবীর এই কথা শেষ হইলে তাঁহারা মাতা ও পুত্র উভয়ে ইন্দ্রকথিত "মা রোদীঃ" এই কথানুসারে সেই সন্তানগণেশ 'মরুৎ' এই নাম করণ করিলেন। সত্ত্বজ্যোতি, আদিত্য, সত্যজ্যোতি, তির্য্যগ্জ্যোতি, সজ্যোতি, জ্যোতিষ্মান্ ও হরিত;

সত্যমিত্রোঽভিমিত্রশ্চ হরিমিত্রস্তথাপরঃ
গণ এষ দ্বিতীয়স্তু তৃতীয়ং মে নিবোধত ॥ ১২৫
কৃতঃ সত্যো ধ্রুবো ধর্ত্তা বিধর্ত্তা চ বিধারয়ঃ।
ধ্বান্তশ্চৈব ধুনিশ্চৈব উগ্রো ভীমস্তথৈব চ
অভিযুঃ সাক্ষিপশ্চৈবমাহ্বয়শ্চ গণাঃ স্মৃতঃ। ১২৬
ঈদৃক্ষঃ চৈব তথান্যাদৃক্ যাদৃক্ চ প্রতিকৃত্তথা।
ঋক্ তথা সমিতিশ্চৈব সংরম্ভশ্চ তথা গণঃ ।
ঈদৃক্ষঃ পুরুষশ্চৈব অন্যাদৃক্ষশ্চ চেতসঃ।
সমিতাসমিদৃক্ষশ্চ প্রতিদৃক্ষশ্চ বৈ গণাঃ ।
মরুতিঃ সরতশ্চৈব তথা দেবো দিশোঽপরঃ।
যজুশ্চৈবগানুদৃক্ সামো তথান্যো মানুষো বিশঃ।
দৈত্যা দেবা সমাখ্যাতাঃ সপ্তৈতে সপ্তকাগণাঃ
এতে হ্যেকোনপঞ্চাশন্মরুতো নামতঃ স্মৃতাঃ।
প্রসংখ্যাতাস্তথা তাভ্যাং দিত্যা চেন্দ্রেণ চৈবহি।
কৃত্বা তেষাস্তু নামানি দিতিরিন্দ্রমুবাচ হ।
বাতস্কন্ধং চরন্ত্বেতে মম পুত্রাশ্চ পুত্রক।
বিচরন্তু চ ভদ্রন্তে দেবৈঃ সহ মমাত্মজাঃ।।১৩০
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা মাতর্ভবতু তত্তথা।।১৩১
সর্ব্বানেতান্ যথাকামং ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ
[illegible]ভূতা মহাত্মানঃ কুমারাস্তে [illegible]
দেবৈঃ সহ ভবিষ্যন্তি যজ্ঞভাজস্তথাত্মজাঃ
তস্মাত্তে মরুতো দেবাঃ সর্ব্বে চেন্দ্রানুজামরাঃ
বিজ্ঞেয়াশ্চামরাঃ সর্ব্বে দিতিপুত্রাস্তপস্বিনঃ।।
এবন্তৌ নিশ্চয়ং কৃত্বা মাতাপুত্রৌ তপোধনৌ
জগ্মতুস্ত্রিদিবং হৃষ্টৌ শক্রোঽপি ত্রিদিবং গতঃ
মরুতাং হি শুভং জন্ম শৃণুয়াদ্যঃ পঠেত বা।
নাবৃষ্টিভয়মাপ্নোতি বহ্বায়ুশ্চ ভবত্যেতঃ। ১৩৫

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে কশ্যপীয়-
প্রজাসর্গো নাম সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।৬৭।।

ইহারা প্রথম গণ; দ্বিতীয় গণের নাম শ্রবণ করুন। ঋতজিৎ, সত্যজিৎ, সুষেণ, সেনজিৎ, সত্যমিত্র, অভিমিত্র ও হরিমিত্র; ইহারা দ্বিতীয় গণ তৃতীয় গণের কথা শ্রবণ করুন। ঋত, সত্য ধ্রুব, ধর্ত্তা, বিধর্ত্তা, বিধারয়, ধ্বান্ত, ধুনি, উগ্র, ভীম, অভীধু, সাক্ষিপ, ইদৃক্, অন্যাদৃক্, যাদৃক্, প্রতিকৃৎ, ঋক্, সমিতি, সংরম্ভ, ঈদৃক্ষ, পুরুষ, অন্যাদৃক্ষ, চেতস, সমিতা, সমিদৃক্ষ, প্রতিদৃক্ষ, মরুতি, সরত, দেব, দিশ, যজুঃ, অনুদৃক্, সাম, মানুষ, বিশ, ও দৈত্য;—মরুদ্গণ ইত্যাদি নামে সপ্ত সপ্ত গণে বিভক্ত। দিতি ও ইন্দ্র উভয়ে উক্ত উনপঞ্চাশৎসংখ্যক মরুদ্গণের নামকরণপূর্ব্বক সংখ্যা করিয়াছিলেন। মরুদ্গণের নামকরণ করিবার পর দিতি দেবী ইন্দ্রকে কহিলেন, হে পুত্রক! তোমার কুশল হউক। আমার এই পুত্রগণ, দেবগণ সহ সপ্তবিধ বাতস্কন্ধে বিচরণ করুক। সহস্রাক্ষ পুরন্দর ইন্দ্র দিতি দেবীর সেই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলি-করে কহিলেন,—মাতঃ! তাহাই হউক। আপনি যাহা যাহা বলিলেন, সমস্তই নিষ্পন্ন হইবে; ইহাতে সংশয় নাই। আপনার এই মহাত্মা সন্তানগণ দেবগণসম্মত দেবসদৃশ হইয়া দেবগণ সহ যজ্ঞভাগভোজী হইবে; এই জন্যই ইন্দ্রানুজ মরুদ্গণ, দিতিপুত্র হইলেও দেবত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই নিরপরাধ মরুদ্গণকে এই কারণেই অমরগণ মধ্যে গণনা করা হয়। তপঃসম্পন্না মাতা দিতি ও পুত্র ইন্দ্র পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন অতঃপর ইন্দ্র স্বর্গলোকে গমন করিলেন। মরুদ্গণের এই জন্মবৃত্তান্ত যে মানব পাঠ করে কিম্বা শ্রবণ করে, সে দীর্ঘায়ু হয়, কদাপি তাহার অনাবৃষ্টিভয় জন্মে না।১১৪—১৩৫।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।।৬৭।।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অত উৰ্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দনুপুত্রান্নিবোধত
অতস্মন্ দনুপুত্রাস্ত বংশে খ্যাতা মহাসুরাঃ।
বিপ্রচিত্তিপ্রধানাস্তে শতং তীব্রপরাক্রমাঃ।
সর্ব্বে লব্ধবরাশ্চৈব সুতপ্তুতপসস্তথা।।২
সত্যসন্ধাঃ পরাক্রান্তাঃ ক্রুদ্ধা মায়াবিনশ্চ তে
মহাবলা অযজ্বানো হ্যব্রহ্মণ্যাশ্চ দানবাঃ।
কীর্ত্ত্যমানান্ময়া সর্ব্বান্ প্রাধান্যেন নিবোধত।।
দ্বিমূর্দ্ধা শঙ্কুকর্ণশ্চ তথা শঙ্কুনিরাময়ঃ।
শঙ্কু কর্ণো মহাবিশ্বো গবেষ্টির্দুন্দুভিস্তথা ।।৪
অজামুখোঽথ ভগবাঞ্ছিলো বামনস্তথা।
মরীচিরক্ষকশ্চৈব মহাগার্গ্যোঽঙ্গিরাবৃতঃ।।৫
বিক্ষোভ্যশ্চ সুকেতুশ্চ সুবীর্য্যঃ সুহৃদস্তথা।
ইন্দ্রজিদ্বিশ্বজিচ্চৈব তথা সুরবিমর্দ্দনঃ।।৬
একচক্রঃ সুবাহুশ্চ তারকশ্চ মহাবলঃ।
বৈশ্বানরঃ পুলোমাচ প্রবীণোঽথ মহাশিরাঃ।।
স্বর্ভানুর্বৃষপর্ব্বা চ মুণ্ডকশ্চ মহাসুরঃ।
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সূর্য্যশ্চ চন্দ্র ইন্দ্রশ্চ তাপনঃ।।৮
সুক্ষ্মশ্চৈব নিচন্দ্রশ্চ উর্ণনাভো মহাগিরিঃ।
অসিলোমা সুকেশশ্চ সদশ্চ বলকো মদ।।৯
তথা গগনমূর্দ্ধা চ কুম্ভনাভো মহোদরঃ।
প্রমোদাহশ্চ কুপথো হয়গ্রীবশ্চ বীর্য্যবান্।।১০
অনুরশ্চ বিরূপাক্ষঃ সুপথোঽথ মহাসুরঃ।
অজো হিরণ্ময়শ্চৈব শতমায়শ্চ শম্বরঃ।।১০
শরভঃ শলভশ্চৈব সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ।
অসুরাণাং সুরাকেতৌ সুরাণাং সাম্প্রতাবিমে
ইতি পুত্রা দনোর্বংশে প্রধানাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
তেষামপরিসংখ্যেয়ং পুত্রপৌত্রাদ্যনন্তকম্।।১৩
ইত্যন্তে ব সুরাঃ প্রোক্তা দৈত্যেয়া দানবাশ্চ যে
স্বর্ভানুর্থ স্মৃতো দৈত্যো হ্যনুভানুর্দনোঃ সুতঃ
ইমে তু বংশানুগতা দনোঃ পুত্রাস্ত যে স্মৃতাঃ
একাক্ষ ঋষভোঽরিষ্টঃ প্রলম্বনরকাবপি।
ইন্দ্রবাধনকেশী চ মেরুঃ শম্বোঽথ ধেনুকঃ।।১৫
গবেষ্টিশ্চ গবাক্ষশ্চ তালকেতুশ্চ বীর্য্যবান্।

অস্টষষ্টিত অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অবশিষ্ট দনুপুত্রগণের বংশবিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি; আপনারা শ্রবণ করুন। দনুপুত্রগণ সকলেই প্রখ্যাতবংশ ও মহাসুর ছিল। বিপ্রচিত্তি, ইহাদিগের প্রধান। ইহারা শতসংখ্যক এবং সকলেই তীব্রপরাক্রম সকলেই তপস্যায় বর লাভ করিয়াছিল সকলেই সত্যনিষ্ঠ, পরাক্রান্ত, ক্রুদ্ধ, মায়াবী, মহাবল, অযজ্বা, অব্রহ্মণ্য এবং দানবসংজ্ঞায় অভিহিত। এই দানবগণের মধ্যে যাহারা প্রধান ছিল, তাহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ করুন। দ্বিমূর্দ্ধা, শঙ্কুকর্ণ, শঙ্কু, নিরাময়, শঙ্কুকর্ণ, মহাবিশ্ব, গবেষ্টি, দুন্দুভি, অজামুখ, ভগবান্, শিল, বামনক, মরীচি, অক্ষক, অঙ্গিরাবৃত, বিক্ষোভ, সুকেতু, সুবীর্য্য, সুহৃদ, ইন্দ্রজিৎ, বিশ্বজিৎ, সুরবিমর্দ্দন, একচক্র, সুবাহু, মহাবল তারক, মহাবল বৈশ্বানর, পুলোমা, প্রবীণ মহাসুর স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা, মুণ্ডক, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, তাপন, সুক্ষ্ম, নিচন্দ্র, উর্ণনাভ, মহাগিরি, অসিলোমা, সুকেশ, মদ, গগনমূর্দ্ধা, কুম্ভনাথ, মহোদয়, প্রমোদাহ, কুপথ, বীর্য্যবান হয়গ্রীব, অসুর, বিরূপাক্ষ, সুপথ, মহাসুর, অজ, হিরণ্ময়, শতমায় শম্বর, শরভ ও শলভ। সূর্য্য ও চন্দ্রমা উভয়ে পূর্ব্বে অসুরদিগের দেবতা ছিলেন, অধুনা সুরদলভুক্ত হইয়াছেন। এই সমুদয় সন্তান দনুবংশধরগণের মধ্যে প্রধান। ইহাদের পুত্র পৌত্রাদি অসংখ্য ছিল।১ ১৩। এই সকল অসুর—দৈত্য ও দানবাখ্যায় অভিহিত। স্বর্ভানু, দিতির গর্ভজাত; আর অনুভানু দনুর পুত্র। এতদ্ভিন্ন নিম্নোক্ত দনুর পুত্রগণ দনুর বংশধর বলিয়া বিখ্যাত। যথা—একাক্ষ, ঋষভ, অরিষ্ট, প্রলম্ব, নারক, ইন্দ্রবাধন, কেশী, মেরু, শম্ব, ধেনু, গবেষ্টি, গবাক্ষ ও বীর্য্যবান তালকেতু, এই দনুপুত্রগণ

এতে মনুষ্যধর্ম্মাণস্তু দনোঃ পুত্রা ময়া স্মৃতাঃ।।
দৈত্যদানবসংসৃষ্টা সর্ব্বে জাতা ভীমপরাক্রমাঃ।
সিংহিকায়ামথোৎপন্না বিপ্রচিত্তিসুতাস্ত্বিমে।।১৭
সৈংহিকেয়া ইতি খ্যাতাশ্চতুর্দ্দশ মহাসুরাঃ।
শতগালশ্চ বলবান্ ন্যাসঃ শাম্বস্তথৈব চ। ১৮
অনুলোমঃ শুচিশ্চৈব বাতাপিশ্চ সিতাংশুকঃ।
হরকল্পঃ কালনাভো ভৌমশ্চ নরকস্তথা।।১৯
রাহুর্জ্যেষ্ঠস্তু তেষাং বৈ চন্দ্রসূর্য্যপ্রমর্দ্দনঃ।
ইত্যেতে সিংহিকাপুত্রা দেবৈরপি দুরাসদাঃ।।
দারুণাভিজনাঃ ক্রূরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মদ্বিষশ্চ তে।
দশান্যানি সহস্রাণি সৈংহিকেয়ো গণঃ স্মৃতঃ।।
নিহতো জামদগ্ন্যেন ভার্গবেণ বলীয়সা।
স্বর্ভানোস্তু প্রভা কন্যা পুলোম্নোঽথ শচী সুতা।
উপদানবী ময়স্যাপি শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী।
পুলোমা কালিকা চৈব বৈশ্বানরসুতে উভে।
প্রভায়া নহুষঃ পুত্রো জয়ন্তশ্চ শচীসুতঃ।
পুরুং জজ্ঞেঽথ শর্ম্মিষ্ঠা দুষ্মন্তমুপদানবী।।২৪
বৈশ্বানরসুতে হ্যেতে পুলোমাকালিকে উভে

মনুষ্যধর্ম্মী এবং দৈত্য-দানব-সংসর্গে সমুৎপন্ন। বিপ্রচিত্তির পুত্রগণ সিংহিকাগর্ভজাত ভীমপরাক্রম ও মহাসুর। তাহারা সৈংহিকেয় নামে খ্যাত। সংখ্যায় তাহারা চতুর্দ্দশ। তাহাদের নাম যথা—শতগাল, বলবান্ ন্যাস, শাম্ব, অনুলোম, শুচি, বাতাপি, সিতাংশুক, হরকল্প কালনাভ, ভৌম ও নরক চন্দ্র-সূর্য্যপ্রমর্দ্দন রাহু ইহাদের সকলের জ্যেষ্ঠ। এই সিংহিকাপুত্রগণ ক্রূর, ব্রহ্মদ্বেষী এবং দেবগণেরও দুর্দ্দম। ঐ সৈংহিকেয়দিগের এক সহস্র গণ। জমদগ্নিনন্দন বলবান্ ভার্গব ইহাদিগকে নিহত করেন। স্বর্ভাসুর প্রভা, পুলোমার শচী, ময়ের উপদানবী এবং বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা। পুলোমা, আর কালিকা বৈশ্বানরের সুতা। নহুষ, প্রভার এবং জয়ন্ত শচীর পুত্র। শর্ম্মিষ্ঠা পুরুকে এবং উপদানবী দুষ্মন্তকে প্রসব করেন। মারীচ, বৈশ্বানরনন্দিনী

উভে হ্যপি তু তে কন্যে মারীচস্য পরিগ্রহে।।
তাভ্যাং পুত্র সহস্রাণি ষষ্টির্দানবপুঙ্গবাঃ।
চতুর্দ্দশ তথান্যানি হিরণ্যপুরবাসিনাম্।।২৬
পৌলোমাঃ কালকেয়াশ্চ দানবাঃ সুমহাবলাঃ
অবধ্যা দেবতানাস্তে নিহতাঃ সব্যসাচিনা।।২৭
ময়স্য জাতা যে পুত্রাঃ সর্ব্বে বীর্য্যপরাক্রমাঃ।।
মায়াবী দুন্দুভিশ্চৈব বৃষশ্চ মহিষস্তথা।।২৮
বালিকো বজ্রকর্ণশ্চ কন্যা মন্দোদরী তথা।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ সর্গ এষ প্রকীর্ত্তিতঃ।২৯
দনায়ুষায়াঃ পুত্রাস্তু স্মৃতাঃ পঞ্চ মহাবলাঃ।
অরুরুর্বলিজম্ভৌ চ বিরক্ষশ্চ বিষস্তথা।।৩০
অরুরোস্তনয়ঃ ক্রূরো ধুন্ধুর্নাম মহাসুরঃ
নিহতঃ কুবলাশ্বেন উত্তঙ্কবচনাৎ কিল।।৩১
বলেঃ পুত্রৌ মহাবীর্য্যৌ তেজসা প্রতিমাবুভৌ
কুম্ভিলশ্চক্রবর্ম্মা চ স কর্ণঃ পূর্ব্বজন্মনি।।৩২
বিরক্ষস্যাপি পুত্রৌ দ্বৌ কালকশ্চ বরশ্চ তৌ।

পুলোমা ও কালিকার পাণিগ্রহণ করেন। মারীচ হইতে উহাদের গর্ভে ষষ্টিসহস্র দানব জন্মগ্রহণ করেন। মারীচ হইতে উহাদের গর্ভে ষষ্টিসহস্র দানব জন্মগ্রহণ করে। এতদ্ব্যতীত হিরণ্যপুরবাসী আরও চতুর্দ্দশসংখ্যক দানবের ইহারা জননী। পৌলোম ও কালকেয় দানবগণ মহাবল এবং দেবতাদিগের অবধ্য ছিল। সব্যসাচী ইহাদিগকে নিহত করেন। ময়দানবের পুত্রগণ সকলেই বীর পরাক্রমী; তাহাদের নাম দুন্দুভি, বৃষ, মহিষ, বালিক ও বজ্রসম। এতদ্ভিন্ন মন্দোদরী, নামে ময়দানবের এক কন্যা ছিল। দৈত্য ও দানবগণের সৃষ্টির বিষয় এই কথিত হইল।১৪—২৯। দনায়ুষার পঞ্চ পুত্র; পাঁচ জনই মহাবল। নাম—অরুরু, বলিজম্ভ, বিরক্ষ, ও বিষ। অরুরুর পুত্র ক্রূর ধুন্ধু নামক মহাসুর। উত্তঙ্কের কথানুসারে কুবলাশ্ব ইহাকে নিহত করেন। বলির পুত্র কুম্ভিল, ও চক্রবর্ম্ম; ইহারা উভয়ে মহাবীর্য্যশালী ও অপ্রতিমতেজা। পূর্ব্ব জন্মে ইহাদের নাম ছিল কর্ণ। বিরক্ষের দুই পুত্র, নাম—কালক ও বর। বিষের ক্রূরকর্ম্মা চারিটী

বিবন্যা স্ততবন পুত্রাশ্চত্বারঃ ক্রূরকর্ম্মিণঃ।
শ্রাদ্ধহা যজ্ঞহা চৈব ব্রহ্মহা পশুহা তথা।।৩৩
ক্রান্তা দশায়ুধাপুত্রা বৃত্রস্যাপি নিবোধত।
জজ্ঞিরে শ্বসনাদেষাং বৃত্তস্যেন্দ্রেণ যুধ্যতঃ।।
ভর্তারো মানসা খ্যাতা রাক্ষসাঃ সুমহাবলাঃ
শতংতানি সহস্রাণি মহেন্দ্রানুচরাঃ স্মৃতাঃ।।৩৫
সর্ব্বে ব্রহ্মবিদঃ সৌম্যা ধার্ম্মিকাঃ সূক্ষ্মমূর্ত্তয়ঃ।
প্রজাস্বন্তর্গতাঃ সর্ব্বে নিবসন্তি সুধার্ম্মিকাঃ।।৩৬
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ সর্গ এষ প্রকীর্ত্তিতঃ।
প্রবাহ্যজনয়ৎ পুত্রান্ যক্ষে বৈ গায়নোত্তমান্।।
সন্ধনঃ সত্ত্বাত্মকশ্চৈব কল্যাপশ্চৈব বীর্য্যবান।
কৃতবীর্য্যো ব্রহ্মচারী সুপাণ্ডুশ্চৈব সত্তমঃ।।৩৮
পনশ্চৈব তরণ্যশ্চ সুচন্দ্রো দশমস্তথা।
ইত্যেতে দেবগন্ধর্ব্বা বিজ্ঞেয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে কশ্যপীয়-
প্রজাসর্গো নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।।৬৮।।

পুত্র ছিল; নাম—শ্রদ্ধাহা, যজ্ঞহা, ব্রহ্মহা ও পশুহা। দশনায়ুধার পুত্রগণের বিবরণ শ্রবণ করুন। ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের যখন ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তখন বৃত্রের নিশ্বাসবায়ু হইতে উহারা জন্মগ্রহণ করে। ঐ শত সহস্র মহাবল রাক্ষসগণ মহেন্দ্রের অনুচর ছিল। উহারা সকলেই ব্রহ্মবিৎ, সৌম্য, ধার্ম্মিক, সূক্ষ্মমূর্ত্তি এবং প্রজাগণের অন্তর্নিবিষ্ট। এই ত দৈত্যদিগের ও দানবদিগের সৃষ্টি বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম। প্রবাহী যক্ষক্ষেত্রে কতিপয় গায়নোত্তম পুত্র উৎপাদন করে। তাহাদের নাম—সন্ধন, সত্ত্বাত্মক, কল্যাপক, বীর্য্যবান্, কৃতবীর্য্য, ব্রহ্মচারী, সুপাণ্ডু, পন, তরণ্য ও সুচন্দ্র, ইহারা দেবগন্ধর্ব্ব বলিয়া কীর্ত্তিত।৩৩—৩৯।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৬৮।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ পুণ্যা মৌনেয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চিত্রসেনোগ্রসেনশ্চ ঊর্ণায়ুরনঘস্তথা।।১
ধৃতরাষ্ট্রঃ পুলোমা চ সূর্য্যবর্চ্চাস্তথৈবচ।
যুগপত্তৃণপকালিদিতিশ্চিত্ররথস্তথা।।২
ত্রয়োদশো ভ্রমিশিরাঃ পর্জ্জন্যশ্চ চতুর্দ্দশঃ।
কলিঃ পঞ্চদশশ্চৈব নারদশ্চৈব ষোড়শঃ।
ইত্যেতে দেবগন্ধর্ব্বা মৌনেয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
চতুস্ত্রিংশদ্‌যবীয়স্যস্তেষামপ্সরসঃ শুভাঃ।
অন্তরা দারবত্যা চ প্রিয়মুখ্যা সুরোত্তমা।।৪
মিশ্রকেশী তথা চাশী পর্ণিনী বাপালম্বুষা।
মারীচী পুত্রিকা চৈব বিদ্যুদ্বর্ণা তিলোত্তমা।
অদ্রিকা লক্ষণা চৈব দেবী রম্ভা মনোরমা।
সুবরা চ সুবাহুশ্চ পূর্ণিতা সুপ্রতিষ্ঠিতা।।৬
পুণ্ডরীকা সুগন্ধা চ সুদন্তা সুরসা তথা।
হেমা শারদ্বতী চৈব সুবৃত্তা কমলা চ যা।।৭
সুভুজা হংসপাদা চ লৌকিক্যোঽপ্সরসস্তথা।

ঊনসপ্ততিতম্ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—পবিত্র গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ মৌনেয় নামে বিখ্যাত। চিত্রসেন, উগ্রসেন, ঊর্ণায়ু, অনঘ, ধৃতরাষ্ট্র, পুলোমা, সূর্য্যবর্চ্চা, যুগপৎ, তৃণপৎ, কালী, দিতি, চিত্ররথ, ভ্রমিশিরা, পর্জ্জন্য, কলি ও নারদ, এরাই ষোল জন দেব-গন্ধর্ব্বও মৌনের নামে প্রসিদ্ধ। চতুস্ত্রিংশৎসংখ্যক যবীয়সী সুন্দরী অপ্সরা ইহাঁদের অধীন ছিল। ঐ অপ্সরাদিগের নাম অন্তরা, দ্বারবত্যা, প্রিয়মুখ্যা, সুরোত্তমা, মিশ্রকেশী, আশী, পর্ণিনী, অলম্বুষা, মারীচী, পুত্রিকা, বিদ্যুদ্বর্ণা, তিলোত্তমা, মিশ্রকেশী, আশী, পর্ণিনী, অলম্বুষা, মারীচী, পুত্রিকা, বিদ্যুদ্বর্ণা, তিলোত্তমা, অদ্রিকা, লক্ষণা, দেবী, রম্ভা, মনোরমা, সুবরা, সুবাহু, পূর্ণিতা, সুপ্রতিষ্ঠিতা, পুণ্ডরীকা, সুগন্ধা, সুদন্তা, সুরসা, হেমা, শারদ্বতী, সুবৃত্তা, কমলা, সুভুজা, ও হংসপাদা। ইহারা

গন্ধর্ব্বাপ্সরসো হ্যেতা মৌনেয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
গন্ধর্ব্বাণাং দুহিতরো যয়াঃ যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তাসাং নামানি সর্ব্বসাং কীর্ত্তমানানি মে শৃণু
সুযশা প্রথমা তাসাং গান্ধর্ব্বী তদনন্তরম্।
বিদ্যাবতী চারুমুখী সুমুখী চ বরাননা।।১০
তাভ্যেম্ সূর্যপুত্রা মহাবলপরাক্রমাঃ।
প্রচেতসঃ সুতা যক্ষাস্তেষাং নামানি মে শৃণু।।
কম্বলো হরিকেশশ্চ কপিলঃ কাঞ্চনস্তথা।
মেঘমালী তু যক্ষাণাং গণ এষ উদাহৃতঃ।।১২
সুযশায়া দুহিতরশ্চতস্রোঽপ্সরসঃ স্মৃতাঃ।
তাসাং নামানি বৈ সম্যাগুক্ততো মে নিবোধত
লোহেয়ী স্তভবজ্যেষ্ঠা ভরতা তদনন্তরম্।
কৃশাঙ্গী চ বিশালা চ রূপেণাপ্রতিমা তথা ।।১৪
তাভ্যোঽপ্সরে যক্ষগণাশ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
উৎপাদিতা বিশালেন বিক্রান্তেন মহাত্মনা।।১৫
লোহেয়ী ভরতেয়াশ্চ কৃশাঙ্গেয়াশ্চ বিশ্রুতাঃ।
বিশালেয়াশ্চ যক্ষাণাং পুরাণে প্রথিতা গণাঃ ।
ইত্যেতৈরসুরৈর্ঘোরৈর্মহাবলপরাক্রমৈঃ।

নৈকৈর্যক্ষগণৈর্ব্যাপ্তা লোকা লোকবিদ্যাং বরাঃ
গন্ধর্ব্বশ্চাথ বালেয়া বিক্রান্তেন মহাত্মনা।
উৎপাদিতা মহাবীর্য্যা মহাগন্ধর্ব্বনায়কাঃ।।১৮
বিক্রমৌদার্য্যসম্পন্না মহাবলপরক্রমাঃ।
তেষাং নামানি বক্ষ্যাম যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।।১৯
চিত্রাঙ্গদোমহাবীর্য্যোশ্চিত্রবর্ম্মা তথৈব চ।
চিত্রকেতুর্মহাভাগঃ সোমদত্তোহথ বীর্য্যবান্।
তিস্রো দুহিতরশ্চৈব তাসাং নামানি বক্ষ্যতে।।
প্রথমা ত্বম্বিকা নাম কম্বলা তদনন্তরম্।
তথা বসুমতী নাম রূপেণাপ্রতিমৌজসঃ।।২১
তাভ্যঃ পরে কুমারেণ গণা উৎপাদিতাস্ত্রিমে।।
ত্রয়ো গন্ধর্ব্বমুখ্যাণাং বিক্রান্তা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
আম্বেয়াঃ কাম্বলেয়াশ্চ তথা বসুমতীসুতোঃ।
তৈর্গণৈর্বিবিধৈর্ব্যাপ্তমিদং লোকং চরাচরম্।।২৩
বিদ্যাবন্তশ্চ তেনৈব বিক্রান্তেন মহাত্মনা।
উৎপাদিতা মহাভাগা রূপবিদ্যাধনেশ্বরাঃ।।২৪
তেষামুগ্রবীর্য্যাণাং গন্ধর্ব্বাণাং মহাত্মনাম্।
নামানি কীর্ত্ত্যমানানি শৃণ্ধ্বং মে বিবক্ষতঃ।।
হিরণ্যরোমা কপিলঃ সুলোমা মাগধস্তথা।

মৌঙ্কিকী অপ্সরা এই গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ মৌনেয় নামে বিখ্যাত। আমি পূর্ব্বে যে গন্ধর্ব্বদুহিতাদিগের কথা উল্লেখ করিয়াছি, অধুনা তাহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন যথা,—সুযশা, গান্ধর্ব্বী, বিদ্যাবতী, চারুমুখী, সুমুখী ও বরাননা। ইঁহাদের মধ্যে সুযশার পুত্র মহাবল-পরাক্রম যক্ষগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই সুযশা-পুত্র যক্ষগণ প্রচেতা হইতে উৎপন্ন। ইঁহাদের নাম—কম্বল, হরিকেশ, কপিল, কাঞ্চন ও মেঘমালী। সুযশার চারিটী অপ্সরা কন্যা ছিল। তাহাদের নাম যথাযথ বলিতেছি, শ্রবণ করুন;—লোহেয়ী, ভরতা কৃশাঙ্গী ও বিশালা, এই চারিজন অপ্সরাই অনিন্দ্য-সুন্দরী। বিক্রমশালী মহাত্মা বিশাল, ঐ কন্যাচতুষ্টয়ের গর্ভে চারিটী যক্ষগণ উৎপাদন করেন। ঐ গণচতুষ্টয় লৌহেয়, ভরতেয়, কৃশাঙ্গেয় ও বিশালের নামে পুরাণশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। এই ভয়ঙ্কর মহাবল পরাক্রম অসংখ্য যক্ষগণ কর্ত্তৃক সর্ব্ব জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। মহাত্মা বিক্রান্ত, বিক্রম ও ঐদার্য্য-সম্পন্ন মহাবল-পরাক্রান্ত মহাগন্ধর্ব্বনায়ক বালেয়নামে প্রসিদ্ধ বহু গন্ধর্ব্ব উৎপাদন করেন। হে লোকবিদ্‌গণ! তাহাদের নাম শ্রবণ করুন।১—১৯। যথা—মহাবীর্য্য চিত্রাঙ্গদ, বিশ্বকর্ম্মা, মহাভাগ চিত্রকেতু ও বীর্য্যবান্ সোমদত্ত। এতদ্ব্যতীত বিক্রান্তের তিনটী কন্যা জন্মে তাহাদের নাম, অম্বিকা, কম্বলা ও বসুমতী। এই কন্যাগণ সকলেই সৌন্দর্য্যে ও বীর্য্যে নিরুপমা। ইঁহাদের গর্ভে কুমার হইতে তিনটী বিক্রান্ত যুদ্ধদুর্ম্মদ গন্ধর্ব্বগণ উৎপন্ন হয় ঐ গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক এই চরাচর সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত মহাত্মা বিক্রান্ত আরও কতিপয় রূপবান্, বিদ্বান্, ধনবান্ গন্ধর্ব্বগণ উৎপাদন করেন। ঐ উগ্রবীর্য্যগন্ধর্ব্বগণের নাম শ্রবণ করুন;—হরিণ্যরোমা, কপিল, সুলোমা, অশেষ,

চন্দ্রকেতুশ্চ বৈ গাঙ্গো গোদশ্চৈব মহাবলঃ।।
মহাবিদ্যাবদাতানাং বিক্রান্তানাং তপস্বিনাম্।
ইত্যেবমাদিরিহ গণো দ্বে চান্যে চ সুলোচনে।।
শিবা চ সুমনাশ্চৈব তাভ্যামপি মহাত্মনা।
উৎপাদিতা বিশ্রবসা বিদ্যাচরণগোচরাঃ।।২৮
শৈবেয়াশ্চৈব বিক্রান্তস্তথা সৌমনসা গণাঃ।
এতৈর্ব্যাপ্তমিদং লোকং বিদ্যাধরবিচেষ্টিতাং।
এভ্যোঽনেকানি জাতানি অম্বরান্তরচারিণাম্
লোকে গণশতান্যেব বিদ্যাধরবিচেষ্টিতাং ।৩০
অশ্বমুখাশ্চ তেনৈব বিক্রান্তেন মহাত্মনা।
উৎপাদিতা হ্যশ্বমুখাঃ কিন্নরাংস্তান্নিবোধত।
সমুদ্রসেনঃ কালিন্দো মহানেত্রো মহাবলঃ।
সুবর্ণঘোষঃ সুগ্রীবো মহাঘোষশ্চ বীর্য্যবান্।
ইত্যেবমাদিরিহ গণঃ কিন্নরাণাং মহাত্মনাম্।
হয়াননানাং বিখ্যাতো বিস্তীর্ণঃ পরিকীর্ত্ত্যতে।।৩৩
তথা সমুদ্রিতেনৈব বিক্রান্তেন মহাত্মনা।
উৎপাদিতা নরমুখাঃ কিন্নরাঃ শাংশপায়নাঃ ।

হরিষেণঃ সুষেণশ্চ বারিষেণশ্চ বীর্য্যবান্।
রুদ্রদত্তেন্দ্রদত্তৌ চ চন্দ্রক্রমমহাক্রমৌ।।৩৫
বিন্দুশ্চ বিন্দুসারশ্চ চন্দ্রবংশাশ্চ কিন্নরাঃ
ইত্যেতে কিন্নরাঃ শ্রেষ্ঠা লোকে খ্যাতাঃ
সুশোভনাঃ।।
নৃত্যগীতপ্রগল্ভানামেতেষাং দ্বিজসত্তমাঃ।
লোকে গণশতান্যেব কিন্নরাণাং মহাত্মনাম্
যক্ষা যক্ষোপশান্তাশ্চ লৌহেয়া রূপশালিনী।
দুহিতা সুরবিন্দেতি প্রকাশা সিদ্ধসম্মতা।।
উপায়াকেতনাখ্যো হি স্বয়মুৎপাদিতো গণঃ
করালকেন ভূতানাং তেষাং নামানি মে শৃণু*
সুতারঃ কালভবনানির্দেশকবিদেশকাঃ।
ইত্যেবমাদিরিহ গণো ভূমিগোচরকঃ স্মৃতঃ।।৩৭
বিজ্ঞেয় ইহ লোকেঽস্মিন্ ভূতানাং ভূতনায়কঃ
যে ত্বৎকৃষ্টা ভবন্ত্যেষামম্বরান্তচারিণাম্।

চন্দ্রকেতু, গাঙ্গ ও মহাবল গোদ; ইহারা মহাবিদ্যাবদাত, বিক্রান্ত ও তপস্বীদিগেরগণ বলিয়া উক্ত। এতদ্ব্যতীত বিক্রান্ত হইতে শিবা ও সুমনা নাম্নী দুইটী সুলোচনা কন্যা উৎপন্ন হয়। মহাত্মা বিশ্রবা এই কন্যাত্রয়ের গর্ভে বহু বিদ্যাকুশল শৈবেয়, বিক্রান্ত ও সৌমনস নামে প্রসিদ্ধ তিনটী বিদ্যাধরগণ উৎপাদন করেন এই তিনটী বিদ্যাধরগণ উৎপাদন করেন। এই তিনটী বিদ্যাধরগণ দ্বারাই এই পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ঐ বিদ্যাধরগণ হইতেই লোকে বহু ব্যোমচারী বিদ্যাধরগণের উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে লোকে একশত বিদ্যাধরগণ প্রসিদ্ধ। কসেই মহাত্মা বিক্রান্ত হইতেই অশ্বমুখ কিন্নর জাতির উৎপত্তি হয়। ইহাদের নাম শ্রবণ করুন সমুদ্রসেন, কালিন্দ, মহাবল, মহানেত্র, সুবর্ণঘোষ, সুগ্রীব ও বীর্য্যবান্ মহাঘোষ। মহাত্মা কিন্নরদিগের এই কয়টী গণের বিবরণ মনীষিগণ কীর্ত্তন করেন। এই সকল কিন্নর অশ্বমুখ নামে প্রসিদ্ধ।

হে শাংশপায়নপ্রমুখ ঋষিগণ! পূর্ব্বোক্ত মহাত্মা বিক্রান্ত হইতেই নরমুখ কিন্নরগণেরও উৎপত্তি হইয়াছে তাহাদের নাম যথা—হরিষেণ, সুষেণ, বারিষেণ, রুদ্র দত্ত, ইন্দ্রদত্ত, চন্দ্রক্রম, মহাক্রম, বিন্দু, ও বিন্দুসার ইহারা চন্দ্রবংশীয় কিন্নর বলিয়া কথিত। এই কিন্নরগণই শ্রেষ্ঠ। হে দ্বিজসত্তমগণ! নৃত্য ও গীতব্যাপারে ইহারা সুনিপুণ জগতে ঈদৃশ মহাত্মা কিন্নরগণের এক শত গণ প্রসিদ্ধ ২০—৩৭। যক্ষোপশান্ত প্রমুখ যক্ষগণ লোহেয়ীর অপত্য, তাহার দুহিতার নাম সুরবিন্দা; ইনি প্রকাশা ও সিদ্ধসম্মতা স্বয়ং করালক হইতে উপায় কেতনাখ্য ভূতগণের উৎপত্তি হয়। তাহাদের নামনিচয় শ্রবণ করুন। সুতার, কালভবন, নির্দ্দেশক ও বিদেশক, ইত্যাদি ভূতগণ ভূমিচর বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং লোকে ইহারাই ভূতগণের অধিনায়ক বলিয়া বিজ্ঞেয়। এই ব্যোমমধ্য-বিহারী ভূতগণের মধ্যে যাহারা

*অত পরং ভূতা ভূতগণৈর্জ্ঞেয়া আবেশকনিবেশকাঃ। ইতি শ্লোকার্দ্ধং কচিদাধিকম্

বৃক্ষাগ্রমাত্রমাকাশং তে চরন্তি ন সংশয়ঃ ।৪১
ত্বয়েমে দেবগন্ধর্ব্বাঃ প্রায়েণ কথিতা ময়া।
দেবোপস্থাননিরতা বিজ্ঞেয়াস্তে যশস্বিনঃ ।৪২
নারায়ণং সুরগুরুং বিরজং পুষ্করেক্ষণম্।
হিরণ্যগর্ভঞ্চ তথা চতুর্ব্বক্তং স্বয়ম্ভুবম্।।৪৩
শঙ্করঞ্চ মহাদেবমীশানঞ্চ জগৎপ্রভুম্।
ইন্দ্রপূর্ব্বাংস্তথাদিত্যান্ রুদ্রাংশ্চ বসুভিঃ সহ
উপতস্থুঃ সগন্ধর্ব্বা নৃত্যগীতবিশারদাঃ
ত্রিদশাঃ সর্ব্বলোকস্থা নিপুণা গীতবাদিনঃ।।৪৫
হংসো জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠোঽন্যো মধ্যমৌ চ হাহা হূহূ।
চতুর্থো বিষণশ্চৈব ততো বাসিরুচিস্তথা।।৪৬
ষষ্ঠস্তু তুম্বুরুস্তেষাং ততো বিশ্বাবসুঃ স্মৃতঃ।
ইমাশ্চাপ্সরসো দিব্যা বিহিতাঃ পুণ্যলক্ষণাঃ।
সুষুবেঽষ্টৌ মহাভাগা অরিষ্টা দেবপূজিতা।
অনবদ্যামনবশামম্বতাং মদনপ্রিয়াম্।
অরূপাং সুভগাং ভাসীমরিষ্টাষ্টৌ ব্যজায়ত।।

মনোবতী সুকেশা চ তুম্বুরোস্তু সুতে উভে।
পঞ্চচূড়াস্ত্রিমা দিব্যা দৈবিক্যেঽপ্সরসো দশ।।
মেনকা সহজন্যা চ পর্ণিনী পুঞ্জিকস্থলা।
ঘৃতস্থলা ঘৃতাচী চ বিশ্বাচী পূর্ব্বচীত্যপি।
প্রম্লোচেত্যভিবিখ্যাতানুম্লোচন্তী তথৈব চ।।
অনাদিনিধনস্যাথ জজ্ঞে নারায়ণস্য যা।
উরোঃ সর্ব্বানবদ্যাঙ্গী উর্ব্বশ্যেকাদশী স্মৃতা।।৫১
মেনস্য মেনকা কন্যা ব্রহ্মণো হৃষ্টচেতসঃ।
সর্ব্বাশ্চ ব্রহ্মবাদিন্যো মহাযোগাশ্চ তাঃ স্মৃতাঃ
গণা অপ্সরসাং খ্যাতাঃ পুণ্যাস্তে বৈ চতুর্দ্দশ
আহূতাঃ শোভয়ন্তশ্চ গণা হ্যেতে চতুর্দ্দশ।।৫৩
ব্রহ্মণো মানসাঃ কন্যাঃ শোভয়ন্ত্যো মনোঃ সুতাঃ।
বেগবত্যস্ত্বরিষ্টায়া উর্জ্জায়াশ্চাগ্নিসম্ভবাঃ।।৫৪
আয়ুষ্মত্যশ্চ সূর্য্যশ্চ রশ্মিজাতাঃ সুভাস্বরাঃ।
গর্ভজেজশ্চ সোমস্য জ্ঞেয়াস্তে কুরবঃ শুভাঃ ।

উৎকৃষ্ট, তাহারা বৃক্ষাগ্র এবং আকাশ পর্য্যন্ত বিচরণশীল। এই আমি দেবগন্ধর্ব্বগণের বিবরণ প্রায়শঃ কীর্ত্তন করিলাম; ইহারা যশস্বী এবং দেবার্চ্চনায় নিরত। এই নৃত্য গীত বিশারদ গন্ধর্ব্বগণের সহিত সুনিপুণ সুগায়ক ত্রিদশগণ নারায়ণ, সুরগুরু, বিরজ, পুষ্করেক্ষণ, হিরণ্যগর্ভ, চতুর্ব্বক্ত্র, স্বয়ম্ভু, শঙ্কর, ইন্দ্রপ্রমুখ অদিতিনন্দনগণ এবং বসুগণের সহিত রুদ্রগণের সর্ব্বদা উপাসনা করিয়া থাকে দেবপূজিতা মহাভাগা অরিষ্টার গর্ভে হংস, অন্য, হাহা, হূহূ, বিষণ, বাসিরুচি, তুম্বুরু ও বিশ্বাবসুনামক আটজন গন্ধর্ব্বের উৎপত্তি হয়। ইহাদের মধ্যে হংস জ্যেষ্ঠ; হাহা, হূহূ মধ্যম; বিষণ চতুর্থ, বাসিরুচি পঞ্চম, তুম্বুরু ষষ্ঠ, সপ্তম বিশ্বাবসু। এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ অষ্টম অন্য। এই আট জন গন্ধর্ব্বের আটটী পুণ্যলক্ষণা স্বর্গীয় অপ্সরা পত্নী ছিল তাহাদের নাম— অনবদ্যা, অনবশা, অম্বিতা, মদনপ্রিয়া, অরূপা, ও ভাসী। এই অষ্ট অপ্সরা অরিষ্টার গর্ভজাত। মনোবতী ও সুকেশা, তুম্বুরুর কন্যা। মেনকা, সহজন্যা, পর্ণিনী, পুঞ্জিকস্থলা, ঘৃতস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, পূর্ব্বচী, প্রম্লোচা ও অনুম্লোচন্তী, এই দশ জন পঞ্চ চূড়াবিশিষ্ট স্বর্গীয় অপ্সরা। অনাদিনিধন নারায়ণের উরু হইতে যে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী অপ্সরা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহার নাম উর্ব্বশী। এই উর্ব্বশীকে লইয়া পূর্ব্বোক্ত অপ্সরাগণ একাদশ সংখ্যায় বিভক্ত।৩৫—৫১। মেনকা, মেনের কন্যা। এই অপ্সরাগণ সকলেই ব্রহ্মবাদিনী ও মহাযোগশালিনী। সর্ব্বসমেত অপ্সরাদিগের চতুর্দ্দশটী পবিত্র গণ প্রখ্যাত। এই চতুর্দ্দশ গণের মধ্যে গণদ্বয়ের নাম শোভয়ন্ত ও আহুত এতন্মধ্যে শোভয়ন্ত গণ ব্রহ্মার মানসী কন্যা; আহুতগণ মনুর সুতা। এইরূপে অরিষ্টা হইতে বেগবন্ত গণ, উর্জ্জা হইতে অগ্নিসম্ভব এবং সূর্য্য হইতে আয়ুষ্মতীগণ অতীব ভাস্বরমূর্ত্তি। সোম হইতে কুরুনামক গণের উৎপত্তি হয়। এইরূপে যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন গণ

যজ্ঞোৎপন্নাঃ শুভা নাম ঋক্সামান্যা বহ্নয়ঃ
বারিজা হ্যমৃতোৎপন্না অমৃতা নামতঃ স্মৃতাঃ।।
বায়ূৎপন্না মুদা নাম ভূমিজাতা ভবন্তি বৈ।
বিদ্যুতশ্চ রুচো নাম মৃত্যোঃ কন্যাশ্চ ভৈরবাঃ
শোভয়ন্ত্যশ্চ কামস্য গণাঃ প্রোক্তাশ্চতুর্দশ।
সেন্দ্রোপেন্দ্রৈঃ সুরগণৈ রূপাতিশয়নির্ম্মিতাঃ।।
শুভরূপা মহাভাগা দিব্যা নারী তিলোত্তমা।
ব্রহ্মণশ্চাগ্নিকুণ্ডাচ্চ বেদনারী প্রভাবতী।
রূপযৌবনসম্পন্না উৎপন্না লোকবিশ্রুতা।।৫৯
বেদীতলসমুৎপন্না চতুর্ব্বক্ত্রস্য ধীমতঃ।
নাম্না বেদবতী নাম সুরনারী মহাপ্রভা।।৬০
তথা যমস্য দুহিতা রূপযৌবনশালিনী।
বরহেমনিভা হেমা দেবনারী সুলোচনা।।৬১
ইত্যেতে বহ্ন্যাঃসহস্রং ভাস্বরা হ্যপ্সরোগণাঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ পত্ন্যস্তা মাতরশ্চ হ।।৬২
সুগন্ধাশ্চম্পবর্ণাশ্চ সর্ব্বাশ্চাপ্সরসঃ সমাঃ।
সম্প্রয়োগে তু কান্তেন মদযন্তি মদিরাং বিনা।
তাসামাপ্যায়তে স্পর্শাদানন্দশ্চ বিবর্দ্ধতে।।
পর্ব্বতে নারদে পূর্ব্বং রেতঃ স্কন্নং প্রজাপতেঃ।
পর্ব্বতস্তত্র সম্ভূতো নারদশ্চৈব তাবুভৌ।।৬৪
তয়োর্যবীয়সী চৈব তৃতীয়ারুন্ধতী স্মৃতা।
দেবকন্যো সুর্য্যজন্ম তস্মিন্নারদপর্ব্বতৌ।।৬৫
বিনতায়াস্ত পুত্রৌ দ্বাবরুণো গরুড়শ্চ হ।
ষট্‌ত্রিংশত্তু স্বসারশ্চ যবীয়স্যস্তু তাঃ স্মৃতাঃ।।৬৬
গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংসি সৌপর্ণেয়াশ্চ পক্ষিণঃ।
হব্যবাহানি সর্ব্বাণি দিক্ষু সন্নিহিতানি চ।।৬৭
কদ্রুর্নাগসহস্রং বৈ চরাচরমজীজনৎ।
অনেকশিরসাং তেষাং খেচরাণাং মহাত্মনাম্।
বহুধা নামধেয়ানাং প্রাধান্যস্তু নিবোধত।।৬৮
তেষাং প্রধাননাগাশ্চ শেষবাসুকিতক্ষকাঃ।
সকর্ণীরশ্চ জম্ভশ্চ অঞ্জনো বামনস্তথা।
ঐরাবতমহাপদ্মৌ কম্বলাশ্বতরাবুভৌ।
ঐলপত্রশ্চ শঙ্খশ্চ কর্কোটকধনঞ্জয়ৌ।।৭০

শুভা নামে, ঋক্ ও সমাজ্ঞ গণ বহ্নি নামে, বারি হইতে উৎপন্ন গণ অমৃতা নামে, বায়ু হইতে জাতগণ মুদা নামে, ভূমিজগণ ভবা নামে বিদ্যুৎ হইতে জাতগণ রুক্‌নামে এবং মৃত্যুজাত কন্যাগণ ভৈরবা নামে প্রসিদ্ধ ইহাদের মধ্যে শোভয়ন্তী নামক অপ্সরাগণ কামদেবের গণ বলিয়া নির্দিষ্ট। ইন্দ্রোপেন্দ্র প্রমুখ সুরগণ এই সকল অপ্সরাগণকে রূপাতিশায়িনী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অপ্সরাদিগের মধ্যে সুরনারী তিলোত্তমা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ও ভাগ্যবতী; রূপযৌবনবতী দেবনারী প্রভাবতী ব্রহ্মার অগ্নিকুণ্ড হইতে প্রাদুর্ভূত হয়। অপ্সরা বেদবতী চতুর্ম্মুখের বেদীতল হইতে উৎপত্তিলাভ করে। এই বেদবতী একজন অতীব সৌন্দর্য্য শালিনী সুরনারী। যমনন্দিনী রূপযৌবনশালিনী হেমানাম্নী দেবনারী বিশুদ্ধ সুবর্ণ প্রভা সুলোচনা। এইরূপ বহু সহস্র সুন্দরী অপ্সরাগণ দেব ও ঋষিদিগের পত্নী ও মাতা। ঐ চম্পকবর্ণা, সুগন্ধশালিনী অপ্সরাগণ মদিরা ব্যবহার না করিয়াও কান্তজন সহযোগে মত্ততা প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের স্পর্শে প্রিয়জনের আনন্দ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পুরাকালে নারদপর্ব্বতে প্রজাপতির রেতঃ স্কন্দিত হয়; তাহাতে পর্ব্বত ও নারদ ঋষি প্রাদুর্ভূত হন। প্রজাপতির তৃতীয় সন্তান অরুন্ধতী ইহাদের কনিষ্ঠ সহোদরা। বিনতার দুই পুত্র, অরুণ ও গরুড়। ইহাদের ষট্‌ত্রিংশৎ সংখ্যক ভগিনী; তাহারা সকলেই ইহাদের কনিষ্ঠা। গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ, সৌপর্ণেয় পক্ষিগণ ও নানাদিক্‌স্থিত হব্যবাহগণ ঐ বিনতা হইতে জাত।৫২—৬৭

কদ্রু,—চরাচর খেচর ও অনেকশিরা সহস্র নাগ প্রসব করেন। এই সকল নাগের নাম শ্রবণ করুন। ঐ নাগগণের মধ্যে শেষ, বাসুকি ও তক্ষকই প্রধান। অপর নাগগণের নাম—সকর্ণীর, জম্ভ, অঞ্জন, বামন, ঐরাবত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, ঐলপত্র, শঙ্খ, কর্কোটক,

মহাকর্ণো মহানীলো ধৃতরাষ্ট্রবলাহকৌ।
কুমারঃ পুষ্পদন্তশ্চ সুমুখো দুর্মুখস্তথা।।৭১
শিলীমুখো দধিমুখঃ কালীয়ঃ শালপিণ্ডকঃ।
বিন্দুপাদঃ পুণ্ডরীকো নাগশ্চাপূরণস্তথা।।৭২
কপিলশ্চাম্বরীষশ্চ ধৃতপাদশ্চ কচ্ছপঃ।
প্রহ্লাদঃ পদ্মচিত্রশ্চ গন্ধর্ব্বোহথ মনস্বিকঃ।।৭৩
নহুষঃ খররোমা চ মণিরিত্যেবমাদয়ঃ।
কাদ্রবেয়া ময়া খ্যাতাঃ খশায়াস্ত নিবোধত।।৭৪
খশা বিজজ্ঞে পুত্রৌ দ্বৌ বিশ্রুতৌ পুরুষাদকৌ
জ্যেষ্ঠঃ পশ্চিমসংধ্যায়াং পূর্ব্বস্যং মনুজাস্তথা।।
বিলোহিতং বিকর্ণঞ্চ পূর্ব্বা সাজনয়ৎ সুতম্।
চতুর্ভুজং চতুষ্পাদং দ্বিমূর্দ্ধানং দ্বিধাগতিম্।।৭৬
সর্ব্বাঙ্গকেশং স্থূলাঙ্গং তুঙ্গনাসং মহোদরম্।
স্থূলশীর্ষং মহাকর্ণং মুঞ্জকেশং মনোরথম্।।৭৭
হস্বোষ্ঠং দীর্ঘজঙ্ঘঞ্চ অশ্বদংষ্ট্রং মহাহনুম্।
রক্তজিহ্বং জটাক্ষঞ্চ স্থূলাস্যং দীর্ঘনাসিকম্।
শ্যাবকং শিতিকর্ণঞ্চ মহানন্দং মহামুখম্।
এবংবিধং খশা পুত্রং বিজজ্ঞে সাতিভীষণম্।।

ধনঞ্জয়, মহাকর্ণ, মহানীল, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, কুমার, পুষ্পদন্ত, সুমুখ, দুর্ম্মুখ, শিলীমুখ, দধিমুখ, কালীয়, শালিপিণ্ডক, বিন্দুপাদ, পুণ্ডরীক, আপূরণ কপিল, অম্বরীষ, ধৃতপাদ, কচ্ছপ, প্রহ্লাদ, পদ্মচিত্রক, গন্ধর্ব্ব, মনস্বী নহুষ, খররোমা ও মণি, এই সকল কদ্রুনন্দনের কথা কহিলাম। অতঃপর খশার সন্তানগণের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। খশার গর্ভে প্রথমতঃ দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। দুই পুত্রই বিখ্যাত পুরুষাদক। তাহাদের নাম—বিলোহিত ও বিকর্ণ। খশার সন্ততিগণের মধ্যে ইহারাই জ্যেষ্ঠ. উহার অপর পুত্রগণের নাম—চতুর্ভুজ, চতুষ্পাদ, দ্বিমূর্দ্ধা, দ্বিধাগতি, সর্ব্বাঙ্গকেশ, স্থূলাঙ্গ, তুঙ্গনাস, মহোদর, স্থূলশীর্ষ, মহাকর্ণ, মুঞ্জকেশ, মনোরথ, হস্বোষ্ঠ, দীর্ঘজঙ্ঘ, অশ্বদংষ্ট্র, মহাহনু, রক্তজিহ্ব, দীর্ঘজঙ্ঘ, অশ্বদংষ্ট্র, মহাহনু, রক্তজিহ্ব, জটাক্ষ,

তস্যানুজং দ্বিতীয়ন্তু খশা চৈব ব্যজায়ত।
ত্রিশীর্ষঞ্চ ত্রিপাদঞ্চ ত্রিহস্তং কৃষ্ণলোচনম্।।৮০
ঊর্দ্ধকেশং হরিশ্মশ্রুং শিলাসংহননং দৃঢ়ম্।
হ্রস্বকায়ং সুবাহুঞ্চ মহাকায়ং মহাবলম্।।৮১
আকর্ণদারিতাস্যঞ্চ লম্বভ্রুং স্থূলনাসিকম্।
স্থূলোষ্ঠমষ্টদংষ্ট্রঞ্চ দ্বিজিহ্বং শঙ্কুকর্ণকম্।।৮২
পিঙ্গলোদ্বৃত্তনয়নং জটিলং পিঙ্গলং তথা।
মহাকর্ণং মহোরস্কং কটিহীনং কৃশোদরম্।
নখিনং লোহিতগ্রীবং সা কনিষ্ঠং প্রসূয়তে।।৮৩
সদ্যঃ প্রসূতমাত্রৌ তু বিবৃদ্ধৌ চ প্রমাণতঃ।
উপভোগসমর্থাভ্যাং শরীরাভ্যামুপস্থিতৌ।
সদ্যোজাতবিবৃদ্ধাঙ্গৌ মাতরং পর্য্যভূষতাম্।।৮৪
জ্যায়াংস্তয়োস্তু যঃ ক্রূরো মাতরং
সোহভ্যকর্ষত।
অব্রবীন্মাতরমাহি ভক্ষার্থে ক্ষুধয়ার্দ্দিতঃ।।৮৫
ন্যষেধয়ৎ পুনর্হ্যেনং জ্যায়াংসং তু কনিষ্ঠকঃ

স্থূলাস্য, দীর্ঘনাসিক, শিতিকর্ণ, মহানন্দ ও মহামুখ। খশা, এই সকল অতিভীষণ পুত্র প্রসব করে। ইহাদের অনুজাত আরও অনেক পুত্র খশা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম—ত্রিশীর্ষ, ত্রিপাদ, ত্রিহস্ত, কৃষ্ণলোচন, ঊর্দ্ধকেশ, হরিৎশ্মশ্রু, শিলাসংহনন, দৃঢ়, হ্রস্বকায়, সুবাহু, মহাকায়, মহাবল, আকর্ণ দারিতাস্য, লম্বভ্রু, স্থূলনাসিক, স্থূলোষ্ঠ, অষ্টদংষ্ট্র, দ্বিজিহ্ব, শঙ্কুকর্ণ, পিঙ্গলোদ্বৃত্তনয়ন, জটিল, পিঙ্গল, মহাকর্ণ, মহোরস্ক, কটিহীন, কৃশোদর, নখী ও লোহিতগ্রীব। খশার সর্ব্বকনিষ্ঠ ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় প্রসূত হইবামাত্র যথাযথ প্রমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবা বিষয়োপভোগসমর্থ হৃষ্টপুষ্ট শরীর লাভে মাতার অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছিল।৬৮—৮৪। ইহাদের জ্যেষ্ঠ, ক্রূর স্বভাববশত স্বীয় মাতাকে আকর্ষণপূর্ব্বক বলিল, হে মাতঃ! এস, আমি ক্ষুধায় অতিশয় পীড়িত হইয়াছি, তোমাকে ভক্ষণ করিব। কনিষ্ঠ তাহা দেখিয়া জ্যেষ্ঠকে নিষেধ করিয়া বার বার বলিতে লাগিল, হে অগ্রজ! ইনি আমাদের মাতা, ইহাকে রক্ষা কর,

অব্রবীৎ সৌম্যকৃত্তং বৈ রক্ষেমাং মাতরং
খশাম্।
বাহুভ্যাং পরিগৃহ্যৈনং মাতয়ং তাং ব্যমোচয়ৎ
এতস্মিন্নেব কালে তু প্রাদুর্ভূতস্তয়োঃ পিতা।
তৌ দৃষ্ট্বা বিকৃতাচারৌ খশতাং হীত্যভাষত ।
তৌ তু তং পিতরং দৃষ্ট্বা বলবন্তৌ ত্বরান্বিতৌ
মাতুরেব পুনশ্চাঙ্কে প্রলপেতাং স্বমায়য়া।।৮৮
অথাব্রবীদৃষির্ভার্য্যামবাভ্যামুক্তবত্যসি।
পূর্ব্বমাচক্ষ তত্ত্বেন তথৈবাভ্যাং ব্যতিক্রমম্।।৮৯
মাতুলং ভজতে পুত্রঃ পিতৃন্ ভজতি কন্যকা
যথাশীলা ভবেন্মাতা তথাশীলো ভবেৎ সুতঃ
যদ্বর্ণা তু ভবেদ্ভূমিস্তদ্বর্ণং সলিলং ধ্রুবম্।
মাতৃণাং শীলদোষেণ তথা শীলগুণৈঃ পুনঃ।
বিভিন্নাস্ত প্রজাঃ সর্ব্বাস্তথা খ্যাতিবশেন চ।।
বলশীলাদিভিস্ত্বাসামদিতির্ধর্ম্মতৎপরা।
গন্ধশীলা দিতিশ্চৈব প্রবাধ্যয়নশালিনী।
ধর্ম্মশীলাদিভিশ্চৈব প্রবোধবলশালিনী।।৯২
গীতশীলা তথারিষ্টা মায়াশীলা দনুঃ স্মৃতা।
বিনতা তু পুনর্দেবী বৈহায়সগতিপ্রিয়া।।৯৩
তপোময়েন শীলেন সুরভিঃ সমলঙ্কৃতা।
ক্রোধশীলা তথা কদ্রুঃ ক্রোধনাসুখশীলকা।।
দনায়ুষায়াঃ শীলং বৈ বৈরানুগ্রহলক্ষণম্।
ত্বঞ্চ দেবি মহাভাগে ক্রোধশীলা মতাসি মে
ইত্যেতানি স্বশীলানি স্বভাবালোকনাম্নুণাম্।
কর্ম্মতো যত্নতো বুদ্ধ্যা রূপতো বলতস্তথা।
ক্ষমতাশ্চৈব ভিন্নানি ভাবিতার্থবলেন চ।।৯৬
রজঃসত্ত্বতমোবৃত্তের্বিশ্বরূপাঃ স্বভাবতঃ।
মাতুলং হ্যনুযাতাস্তে পুত্রকা গুণবৃত্তিভিঃ।।৯৭
ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্ খশাম প্রতিমাং তদা।
পুত্রাবাহূয় সাম্না বৈ চক্রে সোমবতীতয়ঃ।।৯৮
তাভ্যাঞ্চ যৎকৃতং তস্যাস্তদাচষ্ট তদা খশা।
মাত্রা যথা সমাখ্যাতং কর্ম্ম তাভ্যাং পৃথক্পৃথক্
তেন ধাত্বর্থযোগেন তত্ত্বদর্শী চকার হ।।৯৯
যক্ষ ইত্যেব ধাতুর্বৈ খাদনে কৃষণে চ সঃ।

ভক্ষণ করিও না। এই বলিয়া অগ্রজকে উভয়হস্তে অপসারিত করিয়া মাতাকে মুক্ত করিল এমন সময়ে তাহাদের পিতা কশ্যপ তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন এবং পুত্রদ্বয়কে বলিলেন, রে দুরাচার পুত্রদ্বয়! স্থির হইয়া থাক। তখন সেই বলবান্ ভ্রাতৃদ্বয় পিতাকে তিরস্কার করিতে দেখিয়া অতি ত্বরাসহকারে পুনরায় মাতারই অঙ্কে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর ঋষি ভার্য্যাকে বলিলেন,—তোমার পুত্রদ্বয় প্রথমে কিরূপ দুর্ব্যবহার বা কিরূপে উক্তি করিয়াছে এবং তুমি তাহার কিরূপ উত্তর দিয়াছ, তাহা যথাযথ আমার নিকট ব্যক্ত কর। জানিও—পুত্র, মাতুলের এবং কন্যা পিতার তাবৎ গুণ প্রাপ্ত হয়। মাতা যেরূপ শীলসম্পন্ন হন, পুত্রও তদ্রূপ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেখ—ভূমির যেমন রূপ, সলিলেও সেই প্রকার রূপ হয়। জননীর স্বভাবদোষে বা স্বভাবগুণে বিভিন্ন প্রকার সন্তান জন্মিয়া থাকে। যেমন অদিতি বলশীলাদি দ্বারা ধর্ম্মতৎপরা, দিতি ধর্ম্মশীলাদিদ্বারা প্রবোধ-বলশালিনী, অরিষ্টা গীতশীলা, দনু মায়াশীলা, বিনতা বৈহায়স গতিপ্রিয়া, সুরভি তপোময় স্বভাব দ্বারা সমলঙ্কৃতা, কদ্রু ক্রোধশীলা এবং দনায়ুষা বৈরানুগ্রহস্বভাবা। হে দেবি! মহাভাগে! আমার মতে তুমিও তেমনি ক্রোধশীলা। এইরূপ বিভিন্ন স্বভাবের দৃষ্টান্তে বুঝা যায়,—সকল লোকেরই স্বভাব চরিত্র—কর্ম্ম, যত্ন, বল, বুদ্ধি, রূপ এবং ক্ষমাগুণে ও ভবিতব্যতাবশে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয় ৮৫—৯৬। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বৃত্তিবশে এ বিশ্বের বৈলক্ষণ্য স্বভাবত এইরূপই হইয়া থাকে সন্তানগণ গুণবৃত্তিদ্বারা মাতুলেরই অনুকরণ করে। ভগবান্ কশ্যপ ভার্য্যা খশাকে এই কথা কহিয়া তখন পুত্রদ্বয়কে আহ্বানপূর্ব্বক সামবাক্যে উপদেশ প্রদান করিলে খশা পৃথক্ পৃথক্ পুত্রচেষ্টিত বর্ণন করিল। তখন তত্ত্বদর্শী কশ্যপ ধাত্বর্থযোগে তাহাদের জাতি নির্দ্দেশ করিলেন।

যক্ষস্বয়ুক্তবান্ যস্মাত্তস্মাদ্যক্ষো ভবত্বয়ম্ ।
রক্ষ ইত্যেষ ধাতুর্যঃ পালনে স বিভাব্যতে ।
উক্তবাংশ্চৈব যস্মাত্ত্বং রক্ষ মে মাতরং খলম্ ।।
নাম্নায়ং রাক্ষসস্তস্মাদ্বিখ্যাতি ভবিষ্যতঃ ।
স তদা তদ্বিধান্ দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং তু তয়োঃ পিতা
তথা তাবনিমর্থক বুভুক্ষামপকৃষ্ট তয়োঃ ।।১০২
তাবুভৌ ক্ষুধিতৌ দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ পরিমৃশ্য চ ।
তয়োঃ প্রাদিশদাহারং প্রজাপতিরসৃগ্বসে ।।১০৩
পিতা তৌ ক্ষুধিতৌ দৃষ্ট্বা বরং চৈবং তয়োর্দদৌ
যুবয়োর্হস্তসংস্পর্শো নক্তমেব তু সর্বশঃ ।।১০৪
নক্তাহারবিহারৌ চ দিবাস্বপ্নোপভোগিনৌ ।
নক্তঞ্চৈব বলীয়াংসৌ দিবস্বপ্নাবুভৌ যুবাম্ ।।
মাতরং রক্ষতঞ্চৈব ধর্মশ্চৈবানুশিষ্যতাম্ ।
ইত্যুক্ত্বা কশ্যপঃ পুত্রৌ তত্রৈবান্তরধীয়ত ।।
গতে পিতরি তৌ বীরৌ নিসর্গাদেব দারুণৌ
বিপর্যয়েণ বর্ত্তন্তৌ হিংসকৌ প্রাণহিংসকৌ ।।

মহাবলৌ মহাসত্ত্বৌ মহাকায়ৌ দুরাসদৌ
মায়াবিনৌ চ দৃশ্যৌ তাবিন্তর্দ্ধানগতাবুভৌ ।
তৌ কামরূপিণৌ ঘোরৌ বিকৃতাঙ্গৌ স্বভাবতঃ
রূপানুরূপৈরাহারৈঃ প্রভবেতামুভাবপি ।।১০৮
দেবাসুরানৃষীংশ্চৈব গন্ধর্বান্ কিন্নরানপি ।
পিশাচাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পন্নগান্ পক্ষিণঃ পশূন্ ।।
ভক্ষার্থমপি জিঘাংসন্তৌ সর্বতস্তৌ নিশাচরৌ ।
ইন্দ্রেণ তু বরৌ চৈব ধৃতৌ দত্তা স্ববধ্যতাম্ ।।
যক্ষস্তু ন কদাচিদ্বৈ নিশীথে হ্যেককশ্চিরম্ ।
আহারং স পরীক্ষন্ বৈ শব্দেনানুক্রোশ হ ।।
আসসাদ পিশাচৌ দ্বৌ জম্বুচণ্ডৌ চ তাবুভৌ
পিঙ্গাক্ষাবূর্দ্ধরোমাণৌ বৃত্তাক্ষৌ তু সুদারুণৌ
অসৃঙ্মাংসবসাহারৌ পুরুষাদৌ মহাবলৌ ।
কন্যাভ্যাং সহিতৌ তৌ তু তাভ্যাং প্রিয়-
চিকীর্ষয়া ।।১১০
তে কন্যে কামরূপিণ্যৌ তথাচারে চ তে শুভে
আহারার্থমটন্তৌ তৌ কন্যাভ্যাং সহিতাবুভৌ
তেঽপশ্যন্ রাক্ষসং তত্র কামরূপং মহাবলম্

যক্ষ ধাতুর অর্থ ভক্ষণ ও কর্ষণ করা, অতএব জ্যেষ্ঠ পুত্র যক্ষণ অর্থাৎ ভক্ষণ করিতে চাহিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম হইল যক্ষ আর রক্ষ ধাতুর অর্থ পালন; তোমার কনিষ্ঠ পুত্র, 'মাতরং রক্ষ' অর্থাৎ মাতাকে রক্ষা কর, ভক্ষণ করিও না, এইরূপ বলিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম হইল রক্ষঃ। পরে পিতা প্রজাপতি সন্তানদ্বয়ের মাতার প্রতি ব্যবহার অবগত হইয়া এবং তাহাদিগকে ক্ষুধিত দেখিয়া তাহাদের আহার্য্য নির্দ্দেশ করিলেন,—অসৃক্ ও বসা এবং তাহাদিগকে এইরূপ বর দিলেন যে, রাত্রিকালে নিখিল বস্তুই তোমাদের হস্তসংস্পৃষ্ট হইবে, তোমরা রাত্রিকালে আহার বিহার করিবে, দিবাভাগে নিদ্রা যাইবে এবং রাত্রিকালেই আহার বিহার করিবে, দিবাভাগে নিদ্রা যাইবে এবং রাত্রিকালেই তোমাদের বলবৃদ্ধি হইবে। তোমরা তোমাদের মাতাকে রক্ষা কর এবং মদুপদিষ্ট ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। কশ্যপ স্বীয় পুত্রদ্বয়কে এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তাহাদের পিতা চলিয়া গেলে, স্বভাবদারুণ কুৎসিতাহারী, প্রাণিহিংসক, মহাবল, মহাসত্ত্ব, মহাকায়, দুরাসদ, মায়াবী, কখন দৃশ্য, কখন অদৃশ্য, কামরূপী বিকারপ্রাপ্ত ও ভয়ানক সেই ভ্রাতৃদ্বয় বিপরীতাচরণপূর্ব্বক যথেচ্ছ হিংসা ও বিহার করত দেব, অসুর, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, মনুষ্য, পন্নগ, পশু ও পক্ষী সকল বিনষ্ট করিতে লাগিল। ইন্দ্র তাহাদের নিকট হইতে অবধ্যত্ব বরলাভ করেন।৯৭—১১০ যক্ষ তখন নিশীথে একাকী আহার অন্বেষণের নিমিত্ত চীৎকার করিয়া বহু সময় বেড়াইত না। সে একদা বিচরণ করিতে করিতে দুই জন প্রচণ্ডস্বভাব পিঙ্গাক্ষ, ঊর্দ্ধরোমা, বৃত্তাক্ষ, সুনরূপ, অসৃক্-মাংস-বসাহারী, পুরুষাদ মহাবল পিশাচকে আহারার্থ স্বীয় কন্যাদ্বয়ের সহিত বিচরণ করিতে দেখিল। ঐ কামরূপিণী, কামচারিণী কন্যাদ্বয়ের সহিত ঐ পিশাচদ্বয়ও উক্ত কামরূপ মহাবল রাক্ষসকে সহসা সমীপে অবলোকন করিল। পরস্পর দেখা-দেখি হইলে

সহসা অভিপাতে তু দৃষ্ট্বা চৈব পরস্পরম্ ।।১১৬
রক্ষমাণৌ ততোহন্যোন্যং পরস্পরজিঘৃক্ষবঃ।
পিতারাবূচতুঃ কন্যে যুবামানয়তং দ্রুতম্ ।।১১৭
জীবগ্রাহং বিগৃহ্যৈনং বিস্ফুরন্তং পদে পদে।
ততঃ সমভিসৃত্যৈনং কন্যে জগৃহতুস্তদা।
গৃহীত্বা হস্তয়োস্তাভ্যমানীতে পিতৃসংসদি।।
তাভ্যাং করে গৃহীতং তং পিশাচাবথ রাক্ষসম্
পৃচ্ছতাং কোহসি কস্য ত্বং স চ সর্ব্বমভাষত।
তস্য কর্ম্মাভিবিজ্ঞাতং জ্ঞাত্বা তৌ রাক্ষসর্ষভৌ
অজশ্চ খণ্ডং তস্যৈতে প্রত্যপাদয়তাং সুতে।।
তৌ তুষ্টৌ কর্ম্মণা তস্য কন্যে যে দদতুস্তু তে
পৈশাচেন বিবাহেন সুদত্ত্যা কুম্ভবাহনঃ।
অজঃ খণ্ডশ্চ তাভ্যাং তৌ তদাশ্রাবয়তাং ধনম্
ইয়ং ব্রহ্মধনা নাম মম কন্যা হ্যলোমিকা।
ব্রহ্মাণস্ত্বধনাহারা ইতি খণ্ডোহভ্যভাষত ।।১২৩
ইয়ং জন্তুধনা নাম কন্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।
জন্তবোহস্যা ধনাহারাস্তাবিশ্রাবয়তাং ধনম্ ।
সর্ব্বাঙ্গকেশী নাম্না চ কন্যা জন্তুধনা তথা
অকর্ণান্তাপ্যরোমা চ কন্যা ব্রহ্মধনা তু যা ।।
ব্রহ্মধনং প্রসূতা সা তজ্জলাঞ্চৈব কন্যকে।
এবং পিশাচকন্যে তে মিথুনে দ্বে প্রসূয়তাম্।
তয়োঃ প্রজাবিসর্গস্তু ব্রুবতো মে নিবোধত ।।
হেতুপ্রহেতুরুগ্রশ্চ পৌরুষেয়ো বধস্তথা।
বিস্ফূর্জ্জিশ্চৈব বাতশ্চ আপো ব্যাঘ্রস্তথৈব চ ।।
সর্পশ্চ রাক্ষসা হ্যেতে যাতুধানাত্মজা দশ।
সূর্য্যস্যানুচরা হ্যেতে সহ তেন ভ্রমন্তি চ।।
হেতুপুত্রস্তথা লঙ্কুর্লঙ্কোর্দ্বাবেব চাত্মজৌ।
মাল্যবাংশ্চ সুমালী চ প্রহেতুতনয়ান্ শৃণু।
প্রহেতুতনয়ঃ শ্রীমান্ পুলোমা নামবিশ্রুতঃ।
বধপুত্রো দুরাচারৌ বিঘ্নশ্চ শমনশ্চ হ।
বিদ্যুৎপুত্রো দুরাচারো রুক্মণো নাম রাক্ষসঃ ।।
স্ফূর্জ্জপুত্রো নিকুম্ভশ্চ ক্রুরো বৈ ব্রহ্মরাক্ষসঃ।

সেই সুরক্ষিত ও জিঘৃক্ষু পিশাচদ্বয় স্বীয় কন্যাদ্বয়কে বলিল, তোমরা উভয়ে শীঘ্র ঐ স্ফূর্ত্তিযুক্ত রাক্ষসকে জীবনে গ্রহণ করার ন্যায় ধরিয়া লইয়া আইস, পিতৃদ্বয় এই কথা বলিলে, কন্যাদ্বয় তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে ধরিল এবং অবিলম্বে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত করিল। তখন পিশাচদ্বয় রাক্ষসকে জিজ্ঞাসা করিল,—তুইকে? কাহাব পুত্র? ঐ ধৃত রাক্ষস আদ্যোপান্ত স্ববৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে তাহারা তাহার সন্তোষজনক উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব কন্যাদ্বয়কে তাহার হস্তে পত্নীত্বে অর্পণ করিল। এইরূপে পৈশাচ বিধানে কন্যাদ্বয়ের বৈবাহিক কার্য্য সম্পন্ন হইলে সেই অজ ও খণ্ড নামক পিশাচ দ্বয়ের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠ অজ পিশাচ গুণানুরূপ নাম কীর্ত্তন করিল ঐ কন্যায় পরিচয় দিবার নিমিত্ত বলিল,—এই যে আমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা, ইহার নাম ব্রহ্মধনা, এই কন্যা লোমশূন্যা, এবং ব্রহ্মণগণের সম্বধন আহারে নিরতা। অনন্তর খণ্ড কহিল—এই যে দ্বিতীয়া কন্যা; এ কন্যা আমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। ইহার নাম জন্তুধনা, জন্তু সকলই ইহার ধন ও খাদ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট। জন্তুধনার সর্ব্বাঙ্গে লোম, এবং ব্রহ্মধনার কর্ণ পর্য্যন্ত কোন স্থানেই লোম নাই ঐ ব্রহ্মধনা ব্রহ্মধন নামক পুত্র ও তজ্জলা নাম্নী কন্যা প্রসব করে। এক্ষণে লোম নাই, ঐ ব্রহ্মধনা ব্রহ্মধন নামক পুত্র ও তজ্জলা নাম্নী কন্যা প্রসব করে। এক্ষণে ঐ পিশাচ মিথুনদ্বয়ের প্রজাসৃষ্টি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ১১১-১২৬

হেতু, প্রহেতু উগ্র, পৌরুষেয়, বধ, বিস্ফূর্জ্জ, বাত, অপ, ব্যাঘ্র ও সর্প, ইহারা যাতুধানাত্মজ রাক্ষস। এই রাক্ষসেরা সকলেই সূর্য্যানুচর এবং সর্ব্বদা সূর্য্যের সহিত ভ্রমণ করিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে হেতুর পুত্র লঙ্কু; লঙ্কুর দুই পুত্র—মাল্যবান্ ও সুমালী। প্রহেতু-পুত্রগণের নাম শ্রবণ করুন। প্রসিদ্ধ শ্রীমান্ পুলোমা প্রহেতুতনয়। বধের দুই পুত্র—বিঘ্ন ও শমন। উভয়েই দুরাচার বিদ্যুতের পুত্র দুরাচার রুক্মণ, স্ফূর্জ্জপুত্র নিকুম্ভ। এই নিকুম্ভ ক্রুর এবং ব্রহ্ম

বাতপুত্রৌ বিরাগশ্চ আপন্নুত্রশ্চ জম্বুকঃ ।।১৩৩
ব্যাঘ্রপুত্রো নিরানন্দো জন্তূনাং বিঘ্নকারকঃ।
ইত্যেতে বৈ পরাক্রান্তা ক্রূরাঃ সর্ব্বে তু
রাক্ষসাঃ ।।

কীর্ত্তিতা যাতুধানাস্তু ব্রহ্মধানান্নিবোধত।
যজ্ঞঃ পিতা ধুনিঃ ক্ষেমো ব্রহ্মা পাপোহথ যজ্ঞহা
স্ফোটকঃ কলিঃ সর্পো ব্রহ্মধানাত্মজা দশ।
স্বসারো ব্রহ্মরাক্ষস্যস্তেষাং চেমাঃ সুদারুণাঃ
রক্তকর্ণা মহাজিহ্বাক্ষয়া চৈবোপহারিণী।
এতেষামন্বয়ে জাতাঃ পৃথিব্যাং ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।।
শ্লেষ্মাতকতরুষেতে প্রায়শস্তু কৃতালয়াঃ।
ইত্যেতে রাক্ষসাঃ ক্রান্তা যক্ষস্যাপি নিবোধত
চকমেহপ্সরসং যক্ষঃ পঞ্চস্থূলাং ক্রতুস্থলীম্।
তাং লিপ্সুশ্চিন্তয়ানশ্চ নন্দনং স চচার হ।।১৩৬
বৈভ্রাজং সুরভিঞ্চৈব তথা চৈত্ররথঞ্চ যৎ।
দৃষ্টবান্নন্দনে তস্মিন্নপ্সরোভিঃ সহাসতীম্।।

নোপায়ং বিন্দতে তত্র তস্যা লাভায় চিন্তয়ন্।
দূষিতঃ স্বেন রূপেণ কর্ম্মণা তেন দূষিতা ।।১৩৮
মত্তোদ্বিজন্তে ভূতানি তস্যাবৃত্তস্য সর্ব্বশঃ।
তৎকথং নাম চার্ব্বঙ্গীং প্রাপ্নুয়ামহমঙ্গনাম্ ।১৩৯
দৃষ্টেবাপায়ং ততঃ সোহথ শীঘ্রকারী ব্যবর্ত্তত।
কৃত্বা রূপং বসুরুচেগন্ধর্ব্বস্য তু গুহ্যকঃ।
ততঃ সোহপ্সরসাং মধ্যে তাং জগ্রহ
ক্রতুস্থলীম্।।১৪০

সুলক্ষ্যা বসুরুচিং তং সা ভাবেনৈবাভ্যবর্ত্তত।
সংবৃতঃ স তয়া সার্দ্ধং দৃশ্যমানোহপ্সরোগণৈঃ
তত্র সংসিদ্ধকরণঃ সদ্যোজাতঃ সুতোহস্য বৈ
পরিণাহোচ্ছ্রয়ৈর্যুক্তঃ সদ্যো বৃদ্ধো জ্বলন্ শ্রিয়া
রাজাহমিতি নাভির্হি পিতরং সোহভ্যভাবত।

রাক্ষস বাতপুত্র বিরাগ ও আপের পুত্র জম্বুক। ব্যাঘ্রের পুত্র নিকুম্ভ। এই নিকুম্ভ জন্তুগণের বিঘ্নকারক। ইহারা সকলেই ক্রূরপ্রকৃতি পরাক্রান্ত রাক্ষস। যাতুধানদিগের বিবরণ শ্রবণ করুন। যজ্ঞ, পিতা, মুনি, ক্ষেম, ব্রহ্মা, পাপ, যজ্ঞহা, স্ফোটক, কলি ও সর্প, এই দশ জন ব্রহ্মধানার গর্ভজাত। সুদারুণ ব্রহ্মরাক্ষসীগণ ইহাদের ভগিনী। তাহাদের নাম—রক্তকর্ণা, মহাজিহ্বা, অক্ষয়া ও উপহারিণী। পৃথ্বীস্থ দারুণ ব্রহ্মরাক্ষসগণ প্রায়শঃ শ্লেষ্মাতক বৃক্ষেই বাস করিয়া থকে। ইহারা সকলেই পরাক্রান্ত রাক্ষস। অনন্তর যক্ষনন্দনগণের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যক্ষ, ক্রতুস্থলী নাম্নী অপ্সরাকে কামনা করে, এবং তাহাকে লাভ করিবার জন্য অগ্রে নন্দনবনে এবং পরে তথা হইতে ক্রমে সুরম্য বৈভ্রাজ বনে ও চৈত্ররথে বিচরণ করিতে থাকে। অনন্তর সে পুনর্ব্বার নন্দনে আসিয়া দেখিল— সেই অসতী অপ্সরা অন্যান্য অপ্সরাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। কিন্তু যক্ষ তাহাকে লাভ করিবার কোন উপায়ই স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, আমি স্বীয় রূপে এবং রূপানুযায়ী কর্ম্ম দ্বারা দূষিত। আমা হইতে ভূতবৃন্দ উদ্বেজিত হয় এবং সর্ব্বথা ভীত হইয়া পড়ে; অতএব কি প্রকারে আমি এই চার্ব্বঙ্গী অপ্সরাকে লাভ করিতে পারি; এই প্রকার চিন্তার পর ঐ যক্ষ সত্বর এক উপায় স্থির করিল এবং বসুরুচি-নামক গন্ধর্ব্বের রূপ ধারণ করিয়া সেই অপ্সরা দিগের মধ্যগতা ক্রতুস্থলীকে গিয়া ধরিয়া বসিল।১২৭—১৪০। এদিকে ক্রতুস্থলী ও স্বীয় প্রণয়ী বসুরুচিকে মনে করিয়া ভাবাবেশে তাহার সহিত মিলিত হইল। প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি যক্ষ সে কালে অপ্সরাগণের সাক্ষাতেই চার্ব্বঙ্গী ক্রতুস্থলীর সহিত সঙ্গত হইল। ঐ মিলনের ফলে সদ্য সদ্যই একটী পুত্র জন্মিল। ঐ পুত্র যেমন দীর্ঘ, তেমনিই বিশাল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সমর্থ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ পরিণতবয়স্কের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল এবং ঐ সদ্যঃপ্রসূত পুত্র স্বীয় পিতাকে বলিল,—

তবাত্র জাতে ন ভীতিঃ পিতা তং প্রত্যুবাচ হ
মাতুরনুরূপো রূপেণ পিতুর্বীর্য্যেণ জায়তে।
জাতে স তস্মিন্ হর্ষেণ স্বরূপং প্রত্যপদ্যত।।
স্বভাবং প্রতিপদ্যন্তে বৃহন্তো যক্ষরাক্ষসাঃ।
ম্রিয়মাণাঃ প্রসুপ্তাশ্চ ক্রুদ্ধা ভীতাঃ প্রহর্ষিতাঃ
ততোঽব্রবীদপ্সরসং স্ময়মানঃ স গুহ্যকঃ।
গৃহং মে গচ্ছ সুশ্রোণি সপুত্রা বরবর্ণিনী।।১৪৬
ইত্যুক্তা সহসা তস্য দৃষ্ট্বা স্বং রূপমাস্থিতম্।
বিভ্রান্তাঃ প্রাদ্রবন্ ভীতাঃ ক্রোধমানাপ্সরো-
গণাঃ।।১৪৭
যান্তীস্তামন্বগচ্ছদ্যা পুত্রস্তাং সান্ত্বয়ন গিরা।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং মধ্যে তাং নীত্বা স ন্যবর্ত্তত।।
তাঞ্চ দৃষ্ট্বা সমুৎপত্তিং যক্ষস্যাপ্সরসাং গণাঃ
যক্ষাণাং ত্বং জনিত্রীতি প্রোচুস্তাং বৈ
ক্রতুস্থলীম্।।১৪৯

পিতঃ। আমি রাজা, আমার নাম নাভি। অতঃপর পিতা যক্ষ বলিল,—এরূপ উৎপত্তিলাভে তোমার ভয়ের কারণ কিছুই নাই। নাভি রূপে মাতার অনুরূপ এবং বীর্য্যে পিতার ন্যায় হইয়াছিল। ইহাতে হৃষ্ট হইয়া যক্ষ আহ্লাদে স্বীয়রূপ ধারণ করিল, বস্তুতঃ বৃহৎ বৃহৎ যক্ষ রাক্ষসেরা মৃতকল্প, প্রসুপ্ত, ক্রুদ্ধ, ভীত, ও প্রহর্ষিত অবস্থায় স্বীয় স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতঃপর নিজ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া যক্ষ সহাস্য আস্যে অপ্সরাকে বলিল,—অয়ি সুশ্রোণি, বরবর্ণিনি! চল, স্বীয় পুত্রের সহিত এক্ষণে আমার গৃহে চল. যক্ষ এই কথা কহিলে সহসা তাহার রূপপরিবর্তন দর্শনে তত্রত্য অপ্সরাগণ ক্রোধে ভয়ে বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিল। ক্রতুস্থলীও তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল; এই অবস্থায় তদীয় সদ্যঃপ্রসূত পুত্র তাহাকে সান্ত্বনা করিল এবং তাহাকে অপ্সরাদিগের সমাজে পৌঁছাইয়া দিয়া স্বয়ং প্রত্যাবৃত্ত হইল। অপ্সরোগণ তখন অপসম্বন্ধের ফলে ঐরূপ উৎপত্তি দেখিয়া ক্রতুস্থলীকে বলিল,

জগাম সহ পুত্রেণ ততো যক্ষঃ স্বমালয়ম্।
ন্যগ্রোধরোহিণং নাম গুহ্যকা যত্র শেরতে।
তস্মিন্নিবাসে যক্ষাণাং ন্যগ্রোধঃ সর্ব্বতঃ প্রিয়ঃ
যক্ষো রজতনাভস্তু গুহ্যকানাং পিতামহঃ
অনুহ্রাদস্য দৈত্যস্য ভদ্রামর্ত্তিবরাং সুতাম্।
উপযেমে স ভদ্রায়াং কন্যাং মণিবরো বশী।।
জজ্ঞে সা মণিভদ্রঞ্চ শক্রতুল্যপরাক্রমম্।
তয়োঃ পত্নৌ ভগিন্যৌ তু ক্রতুস্থল্যাত্মজে
শুভে।।১৫২
নাম্না পুণ্যজনী চৈব তথা দেবজনী চ যা।
বিজজ্ঞে মণিভদ্রাত্তু পুত্রান্ পুণ্যজনী শুভান্।।
সিদ্ধার্থং সূর্য্যতেজঞ্চ সুমন্তং নন্দনং তথা।
কন্যকং যবিককৈব মণিদত্তং বসুং তথা।।১৫৪
সর্ব্বানুভূতং শঙ্খঞ্চ পিঙ্গাক্ষং ভীরুমেব চ।
তথা মন্দরশোভিঞ্চ পদ্মং চন্দ্রপ্রভং তথা।।
মেঘপূর্ণং সুভদ্রঞ্চ প্রদ্যোতঞ্চ মহৌজসম্।
দ্যুতিমৎকেতুমন্তৌ চ মিত্রং মৌলিসুদর্শনৌ।
চত্বারো বিংশতিশ্চৈব পুত্রাঃ পুণ্যজনাঃ শুভাঃ

তুমি যক্ষদিগের জনয়িত্রী হইলে। অতঃপর যক্ষ স্বীয় পুত্রকে সঙ্গে লইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগত হইল। যক্ষ যথায় প্রত্যাগমন করিল, ঐ স্থানে গুহ্যকগণ ন্যগ্রোধ-বৃক্ষে বাস করিতেছিল। বস্তুতঃ ন্যগ্রোধ বৃক্ষই যক্ষগণের বাসস্থল। ঐ বৃক্ষই উহাদের অত্যন্ত প্রিয়। যক্ষ রজতনাভ গুহ্যকদিগের পিতামহ। এই রজতনাভি অনুহ্রাদ দৈত্যের ভদ্রা নাম্নী সুতাকে বিবাহ করে। ঐ ভদ্রার গর্ভে জিতেন্দ্রিয় মণিবরের জন্ম হয়।১৪১—১৫১। ভদ্রার অপর পুত্রের নাম মণিভদ্র। এই পুত্র ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী। পুণ্যজনী ও দেবজনী ভদ্রাপুত্রদ্বয়ের পত্নী। পুণ্যজনী মণিভদ্র হইতে কতিপয় পুত্র উৎপাদন করে। নাম—সিদ্ধার্থ, সূর্য্যতেজ, সুমন্ত, নন্দন, কন্যক, যবিক, মণিদত্ত, বসু, সর্ব্বানুভূত, শঙ্খ, পিঙ্গাক্ষ, ভীরু, মন্দরশোভি, পদ্ম, চন্দ্রপ্রভ, মেঘপূর্ণ,

অভিজ্ঞিরে মণিভদ্রস্য তে সর্ব্বে পুণ্যলক্ষণাঃ।
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ যক্ষাঃ পুণ্যজনাঃ।
শুভাঃ ॥১৫৭
বিজজ্ঞে দেবজননী পুত্রান মণিবরাত্মজাৎ।
পূর্ণভদ্রং হেমরথং মণিমন্নন্দিবর্দ্ধনৌ ॥১৫৮
কুস্তমুরং পিশঙ্গাভং স্থূলকর্ণং মহাজয়ম্।
শ্বেতঞ্চ বিপুলঞ্চৈব পুষ্পবন্তং ভয়াবহম্ ॥১৫৯
পদ্মবর্ণং সুনেত্রঞ্চ যক্ষং বালং বকং তথা।
কুমুদং ক্ষেমকঞ্চ চৈব বর্দ্ধমানং তথা দমম্ ॥১৬০
পদ্মনাভং বরাঙ্গঞ্চ সুবীরং বিজয়ং কৃতিম্।
পূর্ণমাসং হিরণ্যাক্ষং সুরূপং চৈবমাদয়ঃ ॥১৬১
পুত্রা মণিবরস্যৈতে যক্ষা বৈ গুহ্যকাঃ স্মৃতাঃ।
সুরূপাশ্চ বিরূপাশ্চ স্রগ্বিণঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥১৬২
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতাশোহথ সহস্রশঃ
খশায়াস্ত্বপরে পুত্রা রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ।
তেষাং যথা প্রধানান বৈ বর্ণ্যমানান্নিবোধত ॥
লালাবিঃ কুথনো ভীমঃ সুমালী মধুরেব চ।
বিস্ফূর্জ্জিতো বিদ্যুজ্জিহ্বো মাতঙ্গো ধূম্রিতস্তথা
চন্দ্রার্কঃ সুকরো বুধ্নঃ কপিলোমঃ প্রহাসকঃ।
ক্রীড়ঃ পরশুনাভশ্চ চক্রাক্ষশ্চ নিশাচরঃ ॥১৬৬

ত্রিশিরাঃ শতদংষ্ট্রশ্চ তুণ্ডকেশশ্চ রাক্ষসঃ।
যক্ষশ্চাকম্পনশ্চৈব দুর্ম্মুখশ্চ শিলীমুখঃ ॥১৬৭
ইত্যেতে রাক্ষসবরা বিক্রান্তা গণরূপিণঃ।
সর্ব্বলোকচরাস্তে তু ত্রিদশানাং সমক্রমাঃ।
সপ্ত চান্যা দুহিতরস্তাঃ শৃণুধ্বং যথাক্রমম্।
তাসাঞ্চ যঃ প্রজাসর্গো যেন চোৎপাদিতা গণাঃ
অলম্বা উৎকচা কৃষ্ণা নির্ঋতা কপিলা শিবা।
কেশিনী চ মহাভাগা ভগিন্যঃ সপ্ত যাঃ স্মৃতাঃ
তাভ্যো লোকম্মিবানাশ্চ হন্তারো যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
উদীর্ণা রাক্ষসগণা ইমে উৎপাদিতাঃ শুভাঃ ॥
আলম্বেয়ো গণঃ ক্রূর ঔৎকচেয়ো গণস্তথা।
তথা কার্ষ্ণেয়শৈবেয়া রাক্ষসা শ্রেষ্ঠা গণাঃ।
তথৈব নৈর্ঋতো নাম ত্র্যম্বকানুচরো গণে হ।
উৎপাদিতঃ প্রজাসর্গে গণেশ্বরচরেণ তু ॥
উৎপাদিতা বলবন্তা উদীর্ণা যক্ষরাক্ষসাঃ।
বিক্রান্তাঃ শৌর্য্যসম্পন্না নৈর্ঋতা দেবরাক্ষসাঃ
যেষামধিপতির্যুক্তো নাম্না খ্যাতো বিরূপকঃ ॥

সুভদ্র, প্রদ্যোত, মহৌজস, দ্যুতিমৎ, কেতুমৎ, মিত্র, মৌলি ও সুদর্শন, এই চতুর্বিংশতি জন মণিভদ্রের সন্তান। ইহারা সকলেই পুণ্যলক্ষণ এবং ইহাদের পুত্র পৌত্র যক্ষগণ সকলেই পুণ্যাত্মা। দেবজনী, মণিবর হইতে কতিপয় সন্তান প্রসব করিয়াছিল; নাম—পূর্ণ ভদ্র, হেমরথ, মণিমৎ, নন্দিবর্দ্ধন, কুস্তমুরু, পিশঙ্গাভ, স্থূলকর্ণ, মহাজয়, শ্বেত, বিপুল, পুষ্পবান, ভয়াবহ, ক্ষেমক, বর্দ্ধমান, দম, পদ্মনাথ, বরাঙ্গ, সুবীর, বিজয়, কৃতি, পূর্ণমাস, হিরণ্যাক্ষ, ও সুরূপ। ইহারা মণিবরের পুত্র; সকলেই সুরূপ, স্রগ্বী, প্রিয়দর্শন। ইহাদের পুত্র পৌত্র শত সহস্র। খশার অপরাপর পুত্রগণ সকলেই কামরূপী। প্রধানতঃ ইহাদের নাম শ্রবণ করুন। লালাবি, কুথন, ভীম, সুমালী, মধু, বিস্ফূর্জ্জিত, বিদ্যুজ্জিহ্ব, মাতঙ্গ, ধূম্রিত, চন্দ্রার্ক, সুকর, বুধ্ন, কপিলোম, প্রহাসক, ক্রীড়, পরশুনাভ, চক্রাক্ষ, নিশাচর, ত্রিশির, শতদংষ্ট্র, তুণ্ডকেশ, রাক্ষস, যক্ষ, অকম্পন, দুর্ম্মুখ, ও শিলীমুখ, ইহারা অপরাপর রাক্ষস হইতে শ্রেষ্ঠ, বিক্রান্ত, গণরূপী, সর্ব্ব লোকচর, এবং দেবতাদিগের সমকক্ষ।১৫২—১৬৮ খশার আরও সপ্তসংখ্যক দুহিতা ছিল তাহাদিগের প্রজাসর্গ হইতেই গণ উৎপন্ন হয়। আলম্বা, উৎকোচা, কৃষ্ণা, নির্ঋতা, কপিলা, শিবা, কেশিনী ও মহাভাগা, ইহারা সাত ভগিনী খশার কন্যা। লোকহিংসক, আমিষাদ, যুদ্ধদুর্ম্মদ ও প্রচণ্ড রাক্ষসসকলের ইহারাই উৎপাদয়িত্রী। ঐ গণসকলের মধ্যে আলম্বেয়গণ, অত্যন্ত ক্রূর ঔৎকচেয় গণ, ও কার্ষ্ণেয়গণ, এশৈবেয়গণ শ্রেষ্ঠগণ। ইহা ছাড়া গণেশ্বর ত্র্যম্বকানুচর কর্ত্তৃক একটী নৈর্ঋতগণ উৎপাদিত হইয়াছে। এই উৎপাদিত হইয়াছে এই উৎপাদিত যক্ষ, রাক্ষস, দেবরাক্ষস ও নৈর্ঋতগণ উদীর্ণ, বিক্রান্ত, ও শৌর্য-সম্পন্ন। ইহাদের উপ-

তেষাং গণশতানেকা উদ্ধতানাং মহাত্মনাম্।
প্রায়েণানুচরন্ত্যেতে শঙ্করং জগতঃ প্রভুম্
দৈত্যরাজেন কুম্ভেন মহাকায়া মহাত্মনা।
উৎপাদিতা মহাবীর্য্যা মহাবলপরাক্রমাঃ।।
কাপিলেয়া মহাবীর্য্যা উদীর্ণা দৈত্যরাক্ষসাঃ।
কম্পনেন চ যক্ষেণ কেশিন্যাস্তে পরে জনাঃ।।
উৎপাদিতা বলবতা উদীর্ণা যক্ষরাক্ষসাঃ।
কেশিনীদুহিতুশ্চৈব নীলায়াঃ ক্ষুদ্রমানসাঃ।।
আলম্বেয়েন জনিতা নৈকাঃ সুরসিকেন হি।
নৈলা ইতি সমাখ্যাতা দুর্জ্জয়া ঘোরবিক্রমাঃ।।
চরন্তি পৃথিবীং কৃৎস্নাং তত্র তে দেবলৌকিকাঃ।
বহুত্বাচ্চৈব সর্গস্য তেষাং বক্তুং ন শক্যতে।।
তস্যাস্তুপি চ নীলায়া বিকচা নাম রাক্ষসী।
দুহিতা স্বভাববিকচা মন্দসত্ত্বপরাক্রমা। ১৮১
তস্যা অপি বিরূপেণ নৈর্ঋতেনেহ চ প্রজাঃ।
উৎপাদিতাঃ সুরা ঘোরাঃ শৃণু তাংস্ত্বনুপূর্ব্বশঃ
দংষ্ট্রাকরালবিকৃতা মহাকর্ণা মহোদরাঃ।
হারকা ভীষকাশ্চৈব তথৈব ক্রামকাঃ পরে।।
বৈনকাশ্চ পিশাচাশ্চ বাহকাঃ প্রাশকাঃ পরে।
ভূমিরাক্ষসসঙ্ঘা হ্যেতে মন্দাঃ পুরুষবিক্রমাঃ।।
চরন্ত্যদৃষ্টপূর্ব্বাশ্চ নানাকারা হ্যনেকশঃ।
উৎকৃষ্টবলসত্ত্বা যে তে চ বৈ খেচরাঃ স্মৃতাঃ।।
সূক্ষ্মমাত্রেণ চাকাশং স্বল্পাঃ স্বল্পং চরন্তি বৈ
এতৈর্ব্যাপ্তমিমং লোকং শতশোঽথ সহস্রশঃ।।
ভূমিরাক্ষসকৈঃ সর্ব্বৈরনেকৈঃ ক্ষুদ্ররাক্ষসৈঃ।
নানা প্রকারৈরাক্রান্তা নানাদেশাঃ সমন্ততঃ।
সমাসাভিহতাশ্চৈব হ্যেষৌ রাক্ষসমাতরঃ।
অষ্টৌ বিভাগা হ্যেষাং হি বিখ্যাতা অনুপূর্ব্বশঃ
ভদ্রকা নিকরাঃ কেচিদ্যজ্ঞনিষ্পত্তিহেতুকাঃ।
সহস্রশতসংখ্যাতা মর্ত্ত্যলোকবিচারিণঃ।।১৮৭
পূতনা মাতৃসামান্যাস্তথা ভূতভয়ঙ্করাঃ।
বালানাং মানুষে লোকে গ্রহা বৈমানহেতুকাঃ
স্কন্দগ্রহাদয়শ্চৈব আপকায়াসকাদয়ঃ।

যুক্ত অধিপতি বিরূপক। পূর্ব্বোক্ত রাক্ষসগণ সকলের মধ্যে কতিপয়গণ প্রায়শই ভগবান শঙ্করের আরাধনা করিয়া থাকে। দৈত্যরাজ কুম্ভ— মহাকায়, মহাবীর্য্য, মহাবলপরাক্রম, উদীর্ণ, দৈত্য রাক্ষস ও কাপিলেয়গণকে উৎপাদন করে। কম্পন নামক যক্ষ কেশিনীর গর্ভে কতিপয় যক্ষ রাক্ষস উৎপাদন করে এবং কেশিনীদুহিতা নীলায় সুরসিক আলম্বের কতিপয় ক্ষুদ্র মানস রাক্ষস উৎপাদন করে। ইহারা নৈল নামে খ্যাত, দুর্জ্জয় ও প্রচণ্ডবিক্রম। এই সকল দেবলৌকিক রাক্ষসেরা সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করে, বাহুল্য বশতঃ ইহাদের সৃষ্টিবিবরণ বিবৃত করিতে সমর্থ হইলাম না। নীলার কন্যা বিকচা নাম্নী রাক্ষসী। এই রাক্ষসী বিকটস্বভাবা এবং স্বল্প সত্ত্বপরাক্রমা, এই বিকচার গর্ভে বিরূপ রাক্ষস কতিপয় ভীষণ অসুর উৎপাদন করে। আনুপূর্ব্বীক্রমে তাহাদের নাম শ্রবণ করুন। দংষ্ট্রকরা, বিকৃত, মহাকর্ণ, মহোদর, হারক, ভীষক, ক্রামক, বৈনক, পিশাচ, বাহক ও প্রাশক, ইহারা সকলে ভূমিরাক্ষস ও নীচ। এই রাক্ষসেরা সংখ্যায় অনেক, ইহারা নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া অদৃশ্যভাবে বিচরণ করে ইহাদের মধ্যে যাহারা উৎকৃষ্ট বল ও সত্ত্বসম্পন্ন, তাহারা খেচর। এই রাক্ষসেরা ক্ষুদ্র হইলেও দেখিবামাত্র অল্পে অল্পে আকাশে বিচরণ করিয়া থাকে। ইহারা শত সহস্র সংখ্যক এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রায় দৃষ্ট হয়। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিরাক্ষস বিবিধ আকার ধারণ করিয়া নানা দেশে বিচরণ করে।১৬৯-১৮৭। সমুদয় রাক্ষসের অষ্ট মাতা ও অষ্ট বিভাগ আছে, তাহা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিতেছি। ভদ্রক ও নিকর প্রভৃতি এক বিভাগীয়, ইহারা যজ্ঞ নিষ্পত্তির হেতুভূত; সংখ্যায় শত সহস্র এবং মর্ত্ত্যলোকে বিচরণশীল। এইরূপে পুতনা প্রভৃতিকে লইয়া একটী বিভাগ, এই বিভাগীয় রাক্ষসগণ লোকভয়ঙ্কর এবং মনুষ্যলোকে বালকদিগের অনিষ্টকারী। স্কন্দ-গ্রহাদি ও

কৌমারাস্তে তু বিজ্ঞেয়া বালানাং গ্রহবৃত্তয়ঃ।।
স্কন্দগ্রহবিশেষাণাং মায়িকানাং তথৈব চ।
পূতনা নাম ভূতানাং যে চ লোকবিনায়কাঃ।।
সহস্রশতসংখ্যানাং মর্ত্ত্যলোকবিচারিণাম্।
এবং গণশতান্যেব চরন্তি পৃথিবীমিমাম্।।১৯৩
যক্ষা পুণ্যজনা নাম তথা যে কেহপি গুহ্যকাঃ
যক্ষা দেবজনাশ্চৈব তথা পুণ্যজনাশ্চ যে।।
গুহ্যকানাঞ্চ সর্ব্বেষামগস্ত্যা যে চ রাক্ষসাঃ
পৌলস্ত্যা রাক্ষসা যে চ বিশ্বামিত্রাশ্চ যে স্মৃতাঃ
যক্ষাণাং রাক্ষসানাঞ্চ পৌলস্ত্যাগস্ত্যশ্চ যে।
তেষাং রাজা মহারাজঃ কুবেরো হ্যলকাধিপ।।
যক্ষা দৃষ্ট্বা পিবন্তীহ নৃণাং মাংসমসৃগ্বসাম্
রক্ষাংস্যনুপ্রবেশেন পিশাচা পরিপীড়নৈ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাঃ সমক্ষেত্রাশ্চ দৈবতৈঃ।
ভাস্বরা বলবন্তশ্চ ঈশ্বরাঃ কামরূপিণঃ।।১৯৮
অনাভিভাষ্যা বিক্রান্তাঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতাঃ।
সূক্ষ্মাশ্চৌজস্বিনো মেধ্যা বরদা যজ্ঞিয়াশ্চ যে
দেবানাং তুল্যধর্ম্মাণাং হ্যসুরাঃ সর্ব্বশঃ স্মৃতাঃ
ত্রিভিঃ পাদৈস্তু গন্ধর্ব্বা দেবৈর্হীনাঃ প্রভাবতঃ
গন্ধর্ব্বেভ্যস্ত্রিভিঃ পাদৈর্হীনা বৈ সর্ব্বগুহ্যকাঃ।
প্রভাবতুল্যা যক্ষাণাং বিজ্ঞেয়াঃ সর্ব্বরাক্ষসাঃ
ঐশ্বর্য্যহীনা যক্ষেভ্যঃ পিশাচাস্ত্রিগুণং পুনঃ।
এবং ধনেন রূপেণ আয়ুষা চ বলেন চ।
ধর্ম্মৈশ্বর্য্যেণ বুদ্ধ্যা চ তপঃশ্রুতপরাক্রমৈঃ।।
দেবাসুরেভ্যো হীয়ন্তে ত্রীন্ পাদান বৈ পরস্পরম্
গন্ধর্ব্বাদ্যাঃ পিশাচান্তাশ্চতস্রো দেবযোনয়ঃ।।

সূত উবাচ।

অতঃ শৃণুত ভদ্রং বঃ প্রজাঃ ক্রোধবশাত্মকাঃ
ক্রোধায়াং কন্যকা জজ্ঞে দ্বাদশ হ্যাত্মসম্ভবাঃ।।
তা ভার্য্যাঃ পুলহস্যাসন্নামতস্তা নিবোধত।।
মৃগী চ মৃগমন্দা চ হরিভদ্রা ইরাবতী।
ভূতা চ কপিলা দংষ্ট্রা নিশা তির্য্যা তথৈব চ।।
শ্বেতা চৈব স্বরা চৈব সুরসা চেতি বিশ্রুতাঃ।।
মৃগ্যাস্তু হরিণাঃ পুত্রা মৃগাশ্চান্যাঃ শশাস্তথা।
ন্যঙ্কবঃ শরভা যে চ রুরবঃ পৃশতাশ্চ যে।।
মৃগরাজা মৃগমন্দায়া গবয়াশ্চাপরে তথা।
মহিষোষ্ট্রবরাহাশ্চ খড়্গগৌরমুখাস্তথা।।২০৭

আপক ত্রাসকাদি যে কতিপয় রাক্ষস আছে, তাহারাও শিশুদিগের সম্বন্ধে ক্রূরগ্রহস্থানীয় স্কন্দগ্রহবিশেষ, মায়িক ও পুতনানামক ভূতগণের মর্ত্ত্যলোকবিচরণকারী যে সকল শত সহস্র শত শত গণ আছে, তাহারা এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকে। পুণ্যজন ও দেবজন নামক যক্ষ সমস্ত গুহ্যকদিগের অন্তর্গত আগস্ত্য, পৌলস্ত্য, বৈশ্বামিত্র এবং পৌলস্ত্যাগস্ত্য, নামে যে সকল রাক্ষস আছে, অলকাধিপতি কুবের তাহাদের সকলেরই রাজাধিরাজ। যক্ষগণ দৃষ্টি করিয়া, রাক্ষসগণ আবিষ্ট হইয়া এবং পিশাচগণ পীড়ন করিয়া মানবগণের মাংস, অসৃক্ ও বসা পান করে ইহাদের মধ্যে যাহারা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, দেবতাদিগের সমকক্ষ ভাস্বর, বলবান, কামরূপী, বিক্রান্ত, সর্ব্বলোক-নমস্কৃত, সূক্ষ্ম, ওজস্বী, মেধ্য বরদ, যজ্ঞকারী এবং দেবতাদিগের তুল্যধর্ম্মা, তাহারা অসুর বলিয়া কীর্ত্তিত। গন্ধর্ব্বগণ প্রভাবে দেবতা অপেক্ষা ত্রিপাদহীন এবং গুহ্যকগণ গন্ধর্ব্ব অপেক্ষা ত্রিপাদহীন। সমস্ত রাক্ষসই যক্ষদিগের তুল্যপ্রভাব। পিশাচগণ যক্ষ অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যে ত্রিগুণ হীন। এইরূপে গন্ধর্ব্বাদি পিশাচ পর্য্যন্ত চারি জাতীয় দেবযোনি ধন, রূপ, আয়ু, বল, ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য, বুদ্ধি, তপঃ, শ্রুত ও পরাক্রমে দেবতা ও অসুর হইতে ত্রিপাদ হীন।১৮৮-২০৩। অতঃপর আপনারা ক্রূরস্বভাব রাক্ষসদিগের সৃষ্টি বিবরণ শ্রবণ করুন। ক্রোধার দ্বাদশ কন্যা, ইহারা সকলেই পুলহের পত্নী। ইহাদের নাম শ্রবণ করুন ম-গী, মৃগমন্দা, হরিভদ্রা, ইরাবতী, ভূতা, কপিলা, দংষ্ট্রা, নিশা, তির্য্যা, শ্বেতা, স্বরা ও সুরসা। ইহাদের মধ্যে মৃগীর পুত্র — হরিণ, শশ, ন্যঙ্কু, শরভ, রুরু ও পৃষত আর মৃগমন্দার সন্তান—

হরেস্তু হরয়ঃ পুত্রা গোলাঙ্গুলতরক্ষবঃ।
বানরাঃ কিন্নরাশ্চৈব ব্যাঘ্রাঃ কিম্পুরুষাস্তথা।
ইত্যেবমাদয়োঽন্যেপি ইরাবত্যা নিবোধত।।
সূর্য্যাস্যাণ্ডকপালে দ্বে সমানীয় তু ভৌবনঃ।
হস্তাভ্যাং পরিগৃহ্যাথ রথন্তরমগায়ত।।২০৯
সাম্না প্রসূয়মানেন সদ্য এব গজোঽভবৎ।
স প্রাগচ্ছদিরাবত্যৈ পুত্রার্থে স তু ভৌবনঃ।।
ইরাবত্যাঃ সুতো যস্মাত্তস্মাদৈরাবতঃ স্মৃতঃ
দেবরাজোপবাহ্যত্বাৎ প্রথমঃ স মতঙ্গরাট্।
শুভ্রাভ্রভশ্চতুর্দংষ্ট্রঃ শ্রীমানৈরাবতো গজঃ ।
অপ্প জজ্ঞে কুলস্য সুবর্ণাভস্য হস্তিনঃ।
ষড়দন্তস্য হি ভদ্রস্য ঔ পবাহ্যশ্চ বৈ বলঃ।।
তস্য পুত্রোঽঞ্জনশ্চৈব সুপ্রতীকোঽথ বামনঃ
পদ্মশ্চৈব চতুর্থোঽভূদ্ধস্তিনী চাভ্রস্তথা।।২১৩
দিগ্গজাংস্তোন্তে চত্বারঃ শ্বেতাঞ্জনরতাণ্ডগান্
ভদ্রং মৃগঞ্চ সঙ্কীর্ণ চতুরঃ সুতান্।।
সঙ্কীর্ণোঽপাঞ্জনো যস্তু উপবাহ্যো যমস্য তু।
ভদ্রো যঃ সুপ্রতীকস্তু হরিতঃ স হ্যপাংপতেঃ।।
পদ্মো মন্দস্তু যো গৌরো দ্বিপো হ্যৈলবিলস্য সঃ
মৃগঃ শ্যামস্তু যো হস্তী উপবাহ্যঃ স পাবকেঃ।।
পয়োত্তরস্তু যঃ পদ্মো গজো বৈ বরুণো গণঃ
উপলেপনমেষশ্চ তস্যাষ্টৌ জজ্ঞিরে সুতাঃ।।
উদগ্রভাবেনোপেতা জায়ন্তে তস্য চান্বয়ে।
শ্বেতবালনখাঃ পিঙ্গা বর্ষ্মবন্তো মতঙ্গজাঃ।
মতঙ্গজান্ প্রবক্ষ্যামি নাগানন্যানপি ক্রমাৎ।।
কপিলঃ পুণ্ডরীকশ্চ সুমনাভো রথন্তরঃ।
জাতৌ নাম্না সুতৌ তাভ্যাং সুপ্রতিষ্ঠপ্রমর্দ্দনো
শূলাঃ স্থূলাঃ শিরোদন্তাঃ শুভ্রবালখাস্তথা।
বলিনঃ শক্তিমন্তশ্চৈব স্মৃতাস্ত্বাকুলিকা গজাঃ।।
পুষ্পদন্তো বৃহৎসামা ষড়দন্তো দন্তপুষ্পবান।

মৃগরাজ, গবয়, মহিষ, উঁট্র, বরাহ, খড়্গ ও গৌরমুখ। হরিভদ্রার সন্তান-সিংহ, গো-লাঙ্গুল, তরক্ষু, বানর, কিন্নর, ব্যাঘ্র, ও কিম্পুরুষ। অতঃপর ইরাবতীর সন্তানগণের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। একদা ভৌবন সূর্য্যের অণ্ড-কপালদ্বয় আনয়ন করিয়া হস্তদ্বয়ে গ্রহণপূর্ব্বক রথন্তর গান করে, এই গান সমকালীন প্রসূয়মান সামের সহিত এক হস্তী প্রাদুর্ভূত হয়। ভৌবন ইরাবতীর সহিত সঙ্গত হইবার পরে ঐ হস্তীকেই পুত্ররূপে কল্পনা করে। ঐ হস্তিশাবক ইরাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া উহার নাম ঐরাবত। এই ঐরাবত দেবরাজের বাহন বলিয়া আদি মাতঙ্গরাজ নামে প্রসিদ্ধ; উহার বর্ণ অতীব শুভ্র। ঐ গজ শ্রীমান্ ও চতুর্দন্ত ঐরাবত যে বংশে জন্মে, ঐ বংশে ভদ্র নামে এক হস্তী ছিল ঐ হস্তী কুলজাত, সুবর্ণাভ ও ষড়দন্ত। বলাসুর উহাকে বাহন করিয়াছিল। ঐরাবতের পুত্র — অঞ্জন, সুপ্রতীক, বামন ও পদ্ম। আর উহার পত্নী অভ্রমু। ঐরাবত হইতে অভ্রমু ঐ চারি দিগ্গজ পুত্র প্রসব করে শ্বেতা কতিপয় ক্ষিপ্রগামী হস্তী প্রসব করিয়াছিল; তাহাদের নাম যথা- ভদ্র, মৃগ, মন্দ ও সঙ্কীর্ণ। সঙ্কীর্ণ ও অঞ্জন ইহারা যমের বাহন, হরিদ্বর্ণ ভদ্র ও সুপ্রতীক বরুণের, গৌরবর্ণ পদ্ম ও মন্দ কুবেরের এবং শ্যামবর্ণ মৃগনামক হস্তী পাবকের বাহন বলিয়া কীর্ত্তিত। পয়োত্তর পদ্ম গজ বারুণ গণ এই গজের আটটী সন্তান উৎপন্ন হয়।২০৪-২১৭। ঐ সন্তানগণ উগ্রস্বভাব হইয়া তদীয় বংশে জন্ম গ্রহণ করে। তাহাদের লোম ও নখ শ্বেতবর্ণ, গাত্র পিঙ্গলবর্ণ; ইহারা মতঙ্গজ বলিয়া কীর্ত্তিত। অতঃপর অন্যান্য মতঙ্গজ ও নাগদিগের কথা বলিতেছি; শ্রবণ করুন। উহারা কপিল, পুণ্ডরীক, সুমনাভ ও রথন্তর, এই সকল নামে পরিচিত। উহাদের দুই সন্তান, নাম- সুপ্রতিষ্ঠ ও প্রমর্দ্দন। এতদ্ভিন্ন শূল, স্থূল, প্রভৃতি কতিপয় বলবীর্য্যশালী গজ আছে। তাহাদের লোম ও নখ শুভ্রবর্ণ। ইহারা আকুলিক নামে অভিহিত। ইহাদেরই অন্বয়ে পুষ্পদন্ত,

তাম্রবর্ণী চ তৎপুত্রঃ সহচারিবিষাণিতঃ।।২২১
অন্বয়ে চান্যে জায়ন্তে লম্বোষ্ঠাশ্চারুদর্শিনঃ।
শ্যামাঃ সুদর্শনাশ্চণ্ডা নানাপীড়ায়তাননাঃ ।
বামদেবোঽঞ্জনশ্যামঃ সাম্নো জজ্ঞেঽথ বামনঃ
ভার্য্যা চৈবাঙ্গদা তস্য নীলবল্লক্ষণৌ সুতৌ ।
চণ্ডাশ্চারুশিরোগ্রীবা ব্যূঢোরস্কাস্তরস্বিনঃ।
নরৈর্বদ্ধাঃ কুলে তেষাং জায়ন্তে বিকৃতা গজাঃ
সুপ্রতীকস্তু রূপেণ নাস্ত্যন্য সদৃশো গজঃ।
তস্য প্রহারী সম্পাতী পৃথুশ্চিত্তিসুতাস্ত্রয়ঃ।।
দশনো দীর্ঘতাল্বোষ্ঠাঃ সুবিভক্তশিরোদরাঃ।
জায়ন্তে মৃদুসম্ভূতা বংশে তস্য মতঙ্গজাঃ।।২২৬
অঞ্জনাদঞ্জনা সাম্নো বিজজ্ঞে চাঞ্জনাবতী।
এবং মাতা তয়োশ্চাপি প্রথিতায়ুরজঃসুতৌ।।
মহাবিভক্তশিরসঃ স্নিগ্ধজীমূতসন্নিভাঃ
সুদর্শনাঃ সুবর্ষ্মাণঃ পদ্মাভাঃ পরিমণ্ডলাঃ।
শূনাঃ পীতায়তমুখা গজাস্তস্যান্বয়েঽভবন্। ২২৮

জজ্ঞে চন্দ্রমসঃ সাম্নঃ পিঙ্গলা কুমুদদ্যুতিঃ।
পিঙ্গলায়াঃ সুতৌ তস্যা মহাপদ্মোর্ম্মিমালিনৌ
সমাবেদরাংশ্চণ্ডান প্রবৃদ্ধবলিনোদরান্।
হস্তিযুদ্ধে প্রিয়ান্নগান বিদ্ধি তস্য কুলোদ্ভবান্
এতান্ দেবাসুরে যুদ্ধে জয়ার্থে জগৃহুঃ সুরাঃ।
কৃতার্থৈশ্চ বিসৃষ্টাস্তৈঃ পূর্ব্বোক্তাঃ প্রযযুর্দিশঃ
এতেষামন্বয়ে জাতান্ বিনীতাংস্ত্রিদশা দদুঃ।
অঙ্গায় লোমপাদায় সূত্রকারায় বৈ দ্বিপান্।।
দ্বিরদো দ্বিরদাভ্যাঞ্চ হস্তাদ্ধস্তী করাৎ করী।
বরণাদ্বারণো দন্তী দন্তাভ্যাং গর্জ্জনাদগজঃ।।
কুঞ্জরঃ কুঞ্জচারিত্বান্নাগো নগবিরোধতঃ।
মত্বা যাতীতি মাতঙ্গো দ্বিপো দ্বাভ্যাং পিবন্
স্মৃতঃ।
সামজঃ সামজাতত্বাদিতি নির্ব্বচনক্রমঃ।।২৪৪
এবাং জিহ্বাপরাবৃত্তিরবাকৃত্বং হ্যগ্নিশাপজম্।

বৃহৎসামা, ষড়দন্ত, দন্তপুষ্পবান্ ও তাম্রবর্ণী জন্মে, ইহারা সকলে লম্বোষ্ঠ। চারুদর্শী, শ্যামবর্ণ, সুদর্শন, চণ্ড ও আয়তানন। বামদেব নামক হস্তী অঞ্জনবৎ শ্যামবর্ণ। সাম হইতে বামন নামক হস্তী জন্মে। ইহার ভার্য্যা অঙ্গদা এবং সুত নীলবৎ ও লক্ষণ। ইহারা সকলে অত্যন্ত প্রচণ্ড; মস্তক ও গ্রীবাদেশ ইহাদের মনোহর, বক্ষস্থল বিশাল, এবং ইহারা অতিশয় দ্রুতগামী ইহাদের বংশসম্ভূত বিকৃত গজগণই নরগণের হস্তে আবদ্ধ হইয়া থাকে. নাগগণের মধ্যে সুপ্রতীক সুচারু রূপ সম্পন্ন ছিল। প্রহারী, সম্পাতী ও পৃথুচিত্তি নামে ইহার তিন পুত্র। ইহারই বংশে মতঙ্গজগণ দীর্ঘ তালু, দীর্ঘ ওষ্ঠ এবং সুবিভক্ত মস্তক ও উদর বিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে অঞ্জন হইতে অঞ্জনা এবং ও সাম হইতে অঞ্জনাবতীর জন্ম হয়। ইহাদের মাতা আয়ুরজের সুতা এবং এতদ্বংশীয় নাগগণ, অত্যন্ত বিভক্তশিরা, স্নিগ্ধ জীমূতসন্নিভ, সুদর্শন, পদ্মাভ ও পীতায়ত-মুখ।

সাম ও চন্দ্রমা হইতে কুমুদদ্যুতি ও পিঙ্গলা নাম্নী দুই হস্তিনী জন্মে। তন্মধ্যে পিঙ্গলার পুত্র — মহাপদ্ম ও ঊর্ম্মিমালী। এই বংশসম্ভূত নাগগণ অতিপ্রচণ্ড, মহা বলবান, মহোদর ও হস্তিযুদ্ধে সুনিপুণ। সুরগণ দেবাসুরযুদ্ধে জয়লাভের জন্য এই নাগগণকে বলরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাঁহারা ঐ নাগগণকে বিদায় দিলে তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রয়াণ করিয়াছিল। ইহাদেরই বংশসম্ভূত বিনীত হস্তীদিগকে দেবগণ অঙ্গ, লোমপাদ ও সূত্রকার প্রভৃতিকে প্রদান করেন। ১২৮-১৩২ দুইটী দাঁত থাকার জন্য ইহাদিগকে দ্বিরদ, হস্ত (শুণ্ড) থাকা হস্তী, কর (শুণ্ড) থাকায় করী, বরণ হেতু বারণ, প্রশস্ত দন্ত থাকায় দন্তী, গর্জ্জন করে বলিয়া গজ, কুঞ্জচারী বলিয়া কুঞ্জর, নগবিরোধী বলিয়া নাগ, মনোযোগ সহকারে গমন করে বলিয়া মাতঙ্গ , দুইটী অঙ্গ দ্বারা করে বলিয়া দ্বিপ এবং সামজাত বলিয়া সামজ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাদের নাম নির্ব্বাচন ক্রমে এই প্রকার। অগ্নির শাপে ইহাদের জিহ্বা

রুদ্রস্যানবতো যা তু যা চৈষাং গূঢ়মুক্ততা
উভয়ং দন্তিনামেতৎ ধ্বয়ন্তুসুরশাপজম্।।২৩৫
দেবদানবগন্ধর্ব্বপিশাচোরগরক্ষসাম্
কন্যাসু জাতা দিগ্‌নাগৈর্নানাসত্ত্বাতো গজাঃ
সম্ভূতিশ্চ প্রভূতিশ্চ নামনির্ব্বচনং তথা।
এতদ্‌গজানাং বিজ্ঞেয়ং যেষাং রাজা বিভাবসুঃ
কৌশিকাদ্যাঃ সমরপ্রান্তু গঙ্গায়াস্তদনন্তরম্।
অঞ্জনস্যৈকমূলস্য প্রাচ্যান্নাগবনন্তু তৎ।।২৩৮
উত্তরা তস্য বিন্ধ্যাস্য গঙ্গয়া দক্ষিণশ্চ যৎ।
গঙ্গোদ্ভেদাৎ করূষেভ্যঃ সুপ্রতীকস্য তদ্বনম্
অপরেণোৎকলাঞ্চৈব হ্যাবেদিভ্যশ্চ পঞ্চমম্
একভুবাগ্রজস্যৈতত্বামনস্য বনং স্মৃতম্। ২৪০
অপরেণ তু লৌহিত্যমাসিন্ধোঃ পশ্চিমেন তু
যমস্যৈতদ্বনং প্রোক্তমনুপর্ব্বতমেব তৎ।।২৪১
ভূতির্ব্বিজজ্ঞে ভূতাংশ্চ রুদ্রস্যানুচরান্ প্রভো।
স্থূলান্ কৃশাংশ্চ দীর্ঘাংশ্চ বামনান্ হ্রস্বকান্ সমান্
লম্বকর্ণান্ প্রলম্বৌষ্ঠান লম্বজিহ্বাস্তনোদরান্।
একরূপান্ বিরূপাংশ্চ লম্বস্ফিক্‌স্থূলপিণ্ডিকান।
সরোবরসমুদ্রাদিনদীপুলিনবাসিনঃ।
কৃষ্ণান্ গৌরাংশ্চ নীলাংশ্চ শ্বেতাংশ্চ
লোহিতারুণান্।।২৪৮
বভ্রূন্ বৈ শবলান ধূম্রান কদ্রূন রাক্ষসদারুণান্
মুঞ্জকেশান হৃষীকেশান্ সর্পযজ্ঞোপবীতিনঃ।।
বিসৃষ্টাক্ষান্ বিরূপাক্ষান কৃশাক্ষানেকলোচনান্
বহুশীর্ষান্ বিশীর্ষাংশ্চ একশীর্ষকান্।।২৪৮
চণ্ডাংশ্চ বিকটাংশ্চৈব বিরোমান্ রোমশাংস্তথা
অন্ধাংশ্চ জটিলাংশ্চৈব কুব্জান হ্রেষকবামনান্
সরোবরসমুদ্রাদ্রিনদীপুলিনসেবিনঃ।
এককর্ণান মহাকর্ণান্ শঙ্কুকর্ণানকর্ণকান্।।২৪৮
দংষ্ট্রিণো নখিনশ্চৈব নির্দন্তাংশ্চ দ্বিজিহ্বকান্
একহস্তান্ দ্বিহস্তাংশ্চ ত্রিহস্তাংশ্চাপ্যহস্তকান।

পরিবৃত্তি ও বাক্‌শক্তিরাহিত্য এবং ব্রাহ্মণের শাপ বল বাহনতা ও গূঢ়মুষ্কতা ঘটিয়াছে। গজগণ--দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসদিগের কন্যাগণের গর্ভে দিঙ্‌নাগগণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; এইজন্য ইহারা বিবিধ সত্ত্বসম্পন্ন হইয়াছে। গজগণের সম্ভব, প্রভাব এ নামনিরুক্তি এই প্রকারই জিজ্ঞেয়। ইহাদের রাজা বিভাবসু সমুদ্র হইতে কৌশিকী ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী যে স্থান, তাহা অঞ্জন নামক হস্তীর ও তদ্বংশীয়দিগের বন, প্রসিদ্ধ বিন্ধ্যাচলের উত্তর এবং গঙ্গার দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী গঙ্গোদ্ভেদ হইতে করূষদেশ পর্য্যন্ত যে স্থান, তাহা সুপ্রতীক নামক মাতঙ্গের বন, উৎকলের অপর পার্শ্ববর্ত্তী বেদী পর্য্যন্ত যে স্থান, উহা বামন হস্তীর বন এবং লৌহিত্য হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত এই যে পশ্চিম দিক্‌বর্ত্তী পর্ব্বতসন্নিকটস্থ স্থান, ইহা যমের বন বলিয়া কথিত। ভূতি রুদ্রানুচর নিখিল ভূত প্রসব করে ঐ ভূতগণ কেহ কেহ স্থূল, কেহ কেহ কৃশ, কেহ কেহ দীর্ঘ, কেহ কেহ বামন, কেহ কেহ হ্রস্ব, কেহ কেহ সমান, কেহ কেহ লম্বকর্ণ, কেহ কেহ প্রলম্বোষ্ঠ, কাহারও কাহারও জিহ্বা, স্তন ও উদর অতিশয় লম্ব, কেহ একরূপ, কেহ বিরূপ, কেহ লম্বস্ফিক্ এবং কেহ স্থূলপিণ্ডিক; এই সকল ভূত অদ্রি, সরোবর, নদী ও সমুদ্রপুলিনে বাস করে। কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ গৌরবর্ণ, কেহ নীলবর্ণ, কেহ শ্বেতবর্ণ, কেহ লোহিতবর্ণ, কেহ শবলবর্ণ, কেহ ধূম্রবর্ণ, কেহ অতিদারুণ, কেহ বা মুঞ্জকেশ, কেহ হৃষীকেশ এবং কেহ বা সর্পযজ্ঞোপবীতী। এইরূপ তাহাদের কেহ বিসৃষ্টাক্ষ, কেহ বিরূপাক্ষ, কেহ কৃশাক্ষ, আবার কেহ বা অনেক লোচন; কেহ বহুশীর্ষ, কেহ নির্মস্তক, কেহ একশীর্ষ, কেহ বহুশীর্ষ, কেহ বিশীর্ষ, কেহ বা বিষমশীর্ষ। আবার কতিপয় চণ্ড, বিকট, বিরোমা, রোমশ, অন্ধ, জটিল, কুব্জ, হেষক এবং বামন।১২৪-১৪৭। কেহ এককর্ণ, কেহ মহাকর্ণ, কেহ শঙ্কুকর্ণ, কেহ অকর্ণ, কেহ দংষ্ট্রী, কেহ নখী, কেহ নির্দন্ত এবং দ্বিজিহ্ব, কেহ একহস্ত, কেহ দ্বিহস্ত, কেহ ত্রিহস্ত, আবার কাহারও বা একেবারেই হস্ত নাই; কেহ

একপাদান্ দ্বিপাদাংশ্চ ত্রিপাদান্ বহুপাদকান্
মহাযোগান মহা সত্ত্বান্ সুতপস্কান মহাবলান্।
সর্ব্বত্রগান প্রতিঘান্ ব্রহ্মজ্ঞান কামরূপিণঃ
ঘোরান্ ক্রূরাংশ্চ মেধ্যাংশ্চ শিবান পুণ্যান
সবাদিনঃ।।২৫২
কুশহস্তান্মহাজিহ্বান্মহাকর্ণান্মহাননান্।
হস্তাদাংশ্চ মুখাদাংশ্চ শিরোদাংশ্চ কপালিনঃ
ধন্বিনো মুদগরধরানসিশূলধরাংস্তথা।
দীপ্তাস্যান দীপ্তনেত্রাংশ্চ চিত্রমাল্যানুলেপনান্
অন্নাদান পিশিতাদাংশ্চ বহুরূপান সুরূপকান্
রাত্রিসন্ধ্যাচরান্ ঘোরান কচিৎ সৌম্যান
দিবাচরান্।
নক্তঞ্চরান্ সুদুষ্প্রেক্ষ্যান্ ঘোরাংস্তান্ বৈ
নিশাচরান্।।২৫৪
পরত্বে চ ভবং দেবং সর্ব্বে তে গতমানসাঃ।

একপাদ। কেহ দ্বিপাদ, কেহ ত্রিপাদ, কেহ বহুপাদ, আবার কাহারও একেবারেই পা নাই। কেহ কেহ মহাযোগ, মহাসত্ত্ব, সুতপস্বী, মহাবল, সর্ব্বত্রগ, অপ্রতিম, ব্রহ্মজ্ঞ, কামরূপী, ঘোর, ক্রূর, মেধ্য, শিব, পুণ্য, শবাহারী, কুশহস্ত, মহাজিহ্ব ও মহাকর্ণ। কাহারও বদন প্রকাণ্ড, কেহ কেহ হস্ত দ্বারা ভোজন করে এবং কেহ কেহ কেবল মুখ দ্বারা ভোজন করে এবং কেহ কেহ মস্তক দ্বারাই ভোজন করিয়া থাকে। কেহ কপালী, কেহ ধন্বী এবং কতিপয় মুদগরধারী, অসিধারী ও শূলধারী, কাহার বদন অগ্নির ন্যায় জ্বালা-মালা বিশিষ্ট, কাহার কাহার নেত্র হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তি বহির্গত; কেহ বা বিচিত্র মাল্যানুলেপনধারী; কেহ অন্নাশী, কেহ পিশিতাশী, কেহ সুরূপ এবং কেহ বহুরূপ। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাত্রি ও সন্ধ্যাকালে বিচরণশীল আবার কতিপয় সৌম্যমূর্ত্তি তাহারা দিবাভাগে বিচরণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যাহারা রাত্রিকালে বিচরণ করে, তাহারা অতিশয় ভয়ানক ও দুষ্প্রেক্ষ্য। ভূতগণ প্রধানতঃ

নৈষাং ভার্য্যাস্তি পুত্রো বা সর্ব্বে তে
হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।।
শতং তানি সহস্রাণি ভূতানামাত্মযোগিনাম্।
এতে সর্ব্বে মহাত্মানো ভূত্যাঃ পুত্রা
প্রকীর্ত্তিতাঃ।।২৫৬
কপিশা জজ্ঞে কুষ্মাণ্ডী কুষ্মাণ্ডান্ জনিষ্যতে পুনঃ
মিথুনানি পিশাচানাং বর্ণেন কপিশেন চ।
কপিশত্বাৎ পিশাচাস্তে সর্ব্বে চ পিশিতাশনাঃ
যুগ্মানি ষোড়শান্যানি বর্ত্তমানাস্তদন্বয়াঃ।
নামতস্তান প্রবক্ষ্যামি পুরুষাদাংস্তদন্বয়ান্।।
ছগলশ্চগলী চৈব বক্রো বক্রমুখী তথা।
ষোড়শানাং গণা চৈব সূচী সূচীমুখস্তথা।।২৫৯
কুম্ভপাত্রশ্চ কুম্ভী চ বজ্রদংষ্ট্রশ্চ দুন্দুভিঃ।
উপচারোঽপচারশ্চ কলুখল উলূখলী।।২৬০
অনর্কশ্চ অনর্কা চ কুখণ্ডশ্চ কুখণ্ডিকা।
পানিপাত্রঃ পানিপাত্রী পাংশুঃ পাংশুমতী তথা
নিতুণ্ডশ্চ নিতুণ্ডী চ নিপুণা নিপুণস্তথা।
চ্ছলাদোচ্ছেষণা চৈব প্রস্কন্দঃ স্কন্দিকা তথা।।
ষোড়শানাং পিশাচানাং গণাঃ প্রোক্তাস্ত ষোড়শ
অজামুখা বকমুখাঃ পূরিণঃ স্কন্দিনস্তথা।

ভবদেবেই তদগতচিত্ত। ইহাদের ভার্য্যা পুত্র নাই, সকলেই উর্দ্ধরেতাঃ এই শত সহস্র ভূতসম্প্রদায়, ভূতির সন্তান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে কপিশা কুষ্মাণ্ডী হইতে কুষ্মাণ্ডগণ জন্মগ্রহণ করে; পিশাচমিথুন সকল, কপিশবর্ণ এবং পিশাচত্ব নিবন্ধন পিশিতাশন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ পুরুষাদ পিশাচদিগের অন্য ষোড়শ গণের নাম যুগ্মরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।১৪৮-১৫৮ যথা— ছাগল ও ছগলী, বক ও বকী, সূচী ও সূচমুখী, কুম্ভপাত্র ও কুম্ভী, বজ্রদংষ্ট্র ও দুন্দুভি, উপচার ও অপচার, উলুখল ও উলূখলী, অনর্ক ও অনার্কা, কুখণ্ড ও কুখণ্ডিকা, পানিপাত্রী, পাংশু পাংশুমতী, নিতুণ্ড ও নিতুণ্ডী, নিপুণা ও নিপুণ, চ্ছলাদ ওউচ্ছেষণা এবং প্রস্কন্দ প্রস্কন্দিকা; পিশাচদিগের এই

বিপাদাঙ্গারিকাশ্চৈব কুম্ভপাত্রাঃ প্রকুন্দকাঃ।
উপচারোলূখলিকা হ্যলর্কাশ্চ কুশ্মণ্ডিকাঃ।
পাণিপাত্রাশ্চ নৈতুণ্ডা উর্ণাশা নিপুণাস্তথা।
সূচীমুখোচ্ছেষণাদাঃ কুলান্যেতানি ষোড়শ।
ইত্যেতা হ্যভিজাতাস্তু কুষ্মাণ্ডানাং প্রকীর্ত্তিতাঃ
পিশাচাস্তে তু বিজ্ঞেয়াঃ সকুল্যা ইতি জজ্ঞিরে
বীভৎসং বিকৃতাচারং পুত্রপৌত্রমনন্তকম্।
অতস্তেষাং পিশাচানাং লক্ষণঞ্চ নিবোধত।।
সর্ব্বাঙ্গকেশা বৃত্তাক্ষা দংষ্ট্রিণো নখিনস্তথা।
তির্য্যঙ্গাঃ পুরুষাদাশ্চ পিশাচাস্তে হ্যধোমুখাঃ।।
অকেশকা হ্যরোমাণস্ত্বগ্বসাশ্চর্ম্মবাসসঃ।
কুষ্মাণ্ডিকাঃ পিশাচাস্তে তিলভক্ষাঃ সদামিষাঃ
বক্রাঙ্গহস্তপাদাশ্চ বক্রশীলাগতাস্তথা।
জ্ঞেয়া বক্রপিশাচাস্তে বক্রগাঃ কামরূপিণঃ।।
লম্বোদরাস্তুণ্ডনাসা হ্রস্বকায়শিরোভুজাঃ।
নিতুন্দকাঃ পিশাচাস্তে তিলভক্ষাঃ প্রিয়শ্রবাঃ।
বামনাকৃতয়শ্চৈব বাচালাঃ প্লুতগামিনঃ।
পিশাচানর্কমর্কাস্তে বৃক্ষবাসাদনপ্রিয়াঃ।।২৭১
উর্দ্ধবাহুর্দ্ধরোমাণ উদ্ধৃতাশ্চ তথালয়াঃ।
মুঞ্চন্তি পাংশূনঙ্গেভ্যঃ পিশাচাঃ পাংশবশ্চ তে
ধমনীমন্তকাঃ শুষ্কা শৃঙ্খলাশ্চীরবাসসঃ।
উপবীরাঃ পিশাচাশ্চ শ্মশানায়তনাস্তথা।।২৭৩
বিষ্টব্ধাক্ষা মহাজিহ্বা লেলিহানা হুলূখলাঃ।
হস্ত্যুষ্ট্রস্থূলশিরসো বিরতা বদ্ধপিণ্ডকাঃ।।২৭৪
পিশাচাঃ কুম্ভপাত্রাস্তে অদৃষ্টান্নানি ভুঞ্জতে।
সূক্ষ্মাস্তু রোমশাঃ পিঙ্গা দৃষ্টাদৃষ্টাশ্চরন্তি বৈ।
অযুক্তাংশ্চ বিশন্তীহ নিপুণাস্তে পিশাচকাঃ।
আকর্ণদারিতাস্যাশ্চ লম্বভ্রূস্থূলনাসিকাঃ।।২৭৬
শূন্যাগারাশ্রয়াঃ স্থূলাঃ পিশাচাঃ পূরণাস্তু তে।

ষোড়শগণ কীর্ত্তিত হইল। অজামুখ, বকমুখ, পুরিণ, স্কন্দিন, বিপাদ, অঙ্গুরিকা, কুম্ভপাত্র, প্রকুন্দকা, উপচার, উলূখলিকা, অলর্কা, কুমণ্ডিকা, পাণিপাত্র, নৈতুণ্ড, উর্ণাশা, নিপুণা, সূচীমুখ এবং উচ্ছেষণাদ, এই ষোড়শটি কুষ্মাণ্ডদিগের কুল। প্রসিদ্ধ পিশাচগণ ইহাদের সকুল্য। তাহাদিগের বীভৎস বিকৃতাচার অসংখ্য পুত্র পৌত্র উৎপন্ন হয়, অতএব, অক্ষণে তাহাদিগর লক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। পিশাচদিগের কাহার কাহার সর্ব্বাঙ্গ কেশে পরিপূর্ণ, কাহার কাহার চক্ষু গোলাকার, কাহার কাহার দন্ত, ও নখ বিশাল, কাহার কাহার অঙ্গ বক্র, কেহ কেহ পুরুষাদ এবং কাহার কাহার মুখ অধোদেশে অবস্থিত। কেহ কেহ কেশশূন্য, কাহারও গাত্র লোমশূন্য এবং কেহ বা ত্বক্ বসা ও চর্ম্ম পরিধারী। ইহারা কুষ্মাণ্ডিকা নামক পিশাচ, তিল ও আমিষ ইহাদের নিত্য ভক্ষ্য। কাহারও হস্ত, পাদ, স্বভাব ও গতি বক্র ইহাদিগকে বক্র পিশাচ বলে। ইহারা বক্রগামী কামরূপী। কেহ কেহ লম্বোদর, কেহ কেহ তুণ্ড নাসিক, এবং কাহার বা কায়, শির ওভূজ অতি খর্ব্ব। ইহারা নিতুন্দক পিশাচ বলিয়া বিখ্যাত ইহারা তিলভক্ষ্য, প্রিয়শ্রব, বামনাকৃতি, বাচাল, ও প্লুতগামী। এই পিশাচগণ অলর্কমর্ক পিশাচ নামে নির্দ্দিষ্ট। ইহারা বৃক্ষোপরি আহার ও বাস করিতে ভাল বাসে. কতকগুলি পিশাচ উর্দ্ধবাহু উর্দ্ধরোমা; ইহারা স্বীয় অঙ্গ হইতে পাংশু মোচন করে; এই জন্য ইহাদিগকে পাংশুপিশাচ বলে। কতকগুলি পিশাচ শুষ্ক। শৃঙ্খল ও চীরবাসা; ইহাদের নাম উপবীর। ইহারা শ্মশানে বাস করে। কতিপয় পিশাচ মহাজিহ্ব, লেলিহান ও উলুখল। কাহার মুখ হস্তী ও উষ্ট্রের ন্যায় স্থূল। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ইহাদের নাম কুম্ভপাত্র। এই সকল পিশাচ অদৃষ্ট অন্ন ভোজন করে, কতিপয় পিশাচ সূক্ষ্ম, পিঙ্গ, রোমশ এবং কখন দৃষ্ট ও কখন অদৃষ্টভাবে বিচরণ করিয়া থাকে ২৫৯-২৭৫। ইহারা একক ব্যক্তিতে আবিষ্ট হয়। ইহাদিগকে নিপুণক পিশাচ বলে ইহাদের মুখবিবর আকর্ণ বিস্তৃত, ভ্রূ

হস্তপাদাক্রস্তগণা হ্রস্বকাঃ ক্ষিতিদৃষ্টয়ঃ।
বালাদাস্তে পিশাচা বৈ সূতিকাগৃহসেবিনঃ।।
পৃষ্ঠতঃ পাণিপাদাশ্চ হ্রস্বকা বাতরংহসঃ।
পিশিতাদাঃ পিশাচাস্তে সংগ্রামে রুধিরাশিনঃ
নগ্নকা হ্যনিকেতাশ্চ লম্বকেশাশ্চ পিণ্ডকাঃ।
পিশাচাঃ স্কন্দিনস্তে বৈ অন্যা উচ্ছেষণাশিনঃ
ষোড়শ জাতয়স্তেষাং পিশাচানাং প্রকীর্ত্তিতাঃ
এবংবিধান পিশাচাংস্তু দীনান্ দৃষ্টানুকম্পয়া,
তেভ্যো ব্রহ্মা বরং প্রাদাৎ করুণ্যাদন্ধচেতসঃ
অন্তর্দ্ধানং প্রজানেচ্যাং কামরূপত্বমেব চ।।২৮০
উভয়োঃ সন্ধ্যয়োশ্চারং স্থানান্যাজীবমেব চ।
গৃহাণি যানি ভগ্নানি শূন্যান্যল্পজনানি চ।।২৮১
বিধ্বস্তানি চ যানি স্যুরনাচারৈর্বি তানি চ।
অলবনুষ্টোপলিপ্তানি ন সংস্কারৈর্বির্জ্জিতানি চ।
রাজমার্গোপরথ্যাশ্চ নিষ্কুটাশ্চত্বরাণি চ।

অতিশয় দীর্ঘ এবং কর্ণ অত্যন্ত স্থূল ইহারা শূন্য গৃহ আশ্রয় করে। ইহাদের নাম পূরণ পিশাচ। কতকগুলি পিশাচের হস্তপদ অত্যন্ত খর্ব্ব, তাহারা সর্ব্বদাই ক্ষিতি নিরীক্ষণ করে, বালক ভক্ষণ করে এবং সূতিকাগৃহ মধ্যে বাস করিয়া থাকে। কোন কোন পিশাচের পৃষ্ঠদেশে হস্তপদ বিরাজিত। ইহারা অতি খর্ব্ব এবং বাতবেগী; ইহাদিগকে পিশিতাদ পিশাচ বলে। ইহারা সংগ্রামে রুধির পান করিয়া থাকে। কতিপয় পিশাচ নগ্ন, অনিকেত, লম্বকেশ ও পিণ্ডক। ইহারা স্কন্দিন নামক পিশাচ। অপর কতিপয় পিশাচ উচ্ছিষ্ট ভোজন করে। পিশাচদিগের এই ষোড়শ জাতি কীর্ত্তিত হইল। ভগবান্ ব্রহ্মা এতাদৃশ পিশাচদিগকে অবলোকনপূর্ব্বক কৃপাপরবশ হইয়া উহাদিগকে অন্তর্দ্ধান ও কামরূপত্ব বর প্রদান করেন। ইহারা উভয় সন্ধ্যায় বিচরণ করে। ভগ্ন গৃহ, শূন্য গৃহ যে গৃহে অল্প লোক বাস করে, বিধ্বস্ত গৃহ, যে গৃহে সদাচারের সহিত বাস করা হয় না, যে গৃহ অনুপলিপ্ত ও সংস্কার-বর্জ্জিত, এতদ্ভিন্ন

দ্বারাণ্যট্টালকাশ্চৈব নির্য্যাণসংক্রমাংস্তথা।
পথো নদ্যোহথ তীর্থানি চৈত্যবৃক্ষান্ মহাপথান্
পিশাচা বিনিবিষ্টা বৈ স্থানেষ্বেতেষু সর্ব্বশঃ।।
অধার্ম্মিকা জনাস্তে বৈ আজীবাবিহিতা সুরৈঃ
বর্ণাশ্রমাঃ সঙ্করিকাঃ কারুশিল্পিজনাস্তথা।।২৮৫
অমৃতোপমসত্ত্বানাং চৌরবিশ্বাসঘাতিনাম্।
এতৈরন্যৈশ্চ বহুভিরন্যায়োপার্জ্জিতৈর্ধনৈঃ।
আরভন্তে ক্রিয়া যাস্তু পিশাচাস্তত্র দেবতাঃ।।
মধুমাংসৌদনৈর্দধ্না তিলচূর্ণসুরাসবৈঃ।
ধূপৈর্হারিদ্রকৃশরৈস্তৈলভদ্রগুড়ৌদনৈঃ।।২৮৭
কৃষ্ণানি চৈব বাসাংসি ধূপাঃ সমনসস্তথা।
এবং যুক্তাঃ সুবলয়স্তেষাং বৈ পর্ব্বসন্ধিষু।।
পিশাচানামনুজ্ঞায় ব্রহ্মা সোঽধিপতির্দদৌ।
সর্ব্বভূতপিশাচানাং গিরিশং শূলপাণিনম্।
দংষ্ট্রোত্তজনয়ৎ পুত্রান্ ব্যাঘ্রান্ সিংহাংশ্চ ভামিনী
দ্বিপিনশ্চ সুতাস্তস্য ব্যালেয়াশ্চামিষাশিনঃ।
ঝষাংশ্চাপি কার্ৎস্ন্যেন প্রজানর্গং নিবোধত।

রাজমার্গ, উপরথ্যা, নিষ্কুট, চত্বর, দ্বার, অট্টালক, সংগ্রামপথ, পথ, নদী, তীর্থ। চৈত্যবৃক্ষ এবং মহাপথ, এই সকল স্থানে পিশাচেরা বাস করে। যাহারা অধার্ম্মিক, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সাঙ্কর্য্যকারী এবং কারু ও শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবনযাপক, তাহারাই পিশাচদিগের আশ্রয়স্থান। মৃতপ্রায় ব্যক্তি, চোর এবং বিশ্বাসঘাতকের ধন লইয়া যে কার্য্য করা হয় ঐ কার্য্যের দেবতা হয় পিশাচ। মধু, মাংস, অন্ন, দধি, তৈলচূর্ণ, সুরাসব, ধূপ, হারিদ্র, কৃশর, তৈলপ্রক্ষিত গুড়ৌদন, কৃষ্ণবস্ত্র, ধূপ এবং পুষ্প, এই সকল উপহার দ্রব্য পিশাচদিগকে পর্ব্বসন্ধি সময়ে প্রদান করিতে হয়। ২৭৬-২৭৮। স্বয়ং ব্রহ্মা পিশাচদিগকে এই সকল উপহার প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং শূলপাণি গিরিশ দেবকে উহাদিগের অধিপতি করিয়া দিয়াছেন। দংষ্ট্রা, ব্যাঘ্র, সিংহ, দ্বীপী, ব্যালেয় এ অপরাপর আমিষাশী জন্তুগণকে

তস্যা দুহিতরঃ পঞ্চ তাসাং নামানি মে শৃণু।
মীনা মাতা তথা বৃত্তা পরিবৃত্তা তথৈব চ
অনুবৃত্তা তু বিজ্ঞেয়া তাসাং বৈ শৃণুত প্রজাঃ
সহস্রদন্তা মকরাঃ পাঠীনাতিমিরোহিতাঃ।
ইত্যেবমাদির্হি গণো মৈনো বিস্তীর্ণ উচ্যতে।।
গ্রাহাশ্চতুর্বিধা জ্ঞেয়া তথানুজ্যেষ্ঠকা অপি।
নিক্রাশ্চ শিশুমারাশ্চ মীনা ব্যজনয়ৎ প্রজাঃ
বৃত্তা কূর্মবিকারাণি নৈকানি জলচারিণাম্।
তথা শঙ্খবিকারাণি জনয়ামাস নৈকশঃ।।২৯৪
মণ্ডূকানাং বিকারাণি অনুবৃত্তা ব্যজায়ত।
ঐণেয়ানাং বিকারাণি শম্বুকানাং তথৈব চ।।
তথা শুক্তিবিকারাণি বরাটিককৃতানি চ।
তথা শঙ্খবিকারাণি পরিবৃত্তা ব্যজায়ত।।২৯৫
কালকূটবিকারাণি জলৌকবিহিতানি চ।
ইত্যেষ হি খ্ব বৈর্বংশঃ পঞ্চ শাখাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
তির্য্যগ্যেতুকমাদ্যার্হবহুলং বংশবিস্তরম্।
সংস্বেদজবিকারাণি যথা যেভ্যো ভবন্তি হ।।
স্বস্তিপিকশরীরেভ্যো জায়ন্ত্যুৎপাদকা দ্বিজাঃ
মনুষ্যাঃ স্বেদমলজা উশনা নাম জন্তবঃ।।২৯৯
তথা শিরসি চৈলে চ যুকাঃ সংস্বেদজাঃ স্মৃতাঃ
চন্দ্রাদিত্যাগিতপ্তায়াং পৃথিব্যাং সম্ভবন্তি যে।।
তৃণমেঘসসিক্তায়াঃ স্মৃতাঃ সংস্বেদজন্তবঃ।
নানাপিপীলিকগণাঃ কীটকা বদ্ধপাদকাঃ।।৩০১
শঙ্খোপলবিকারাণি কীলকাচারকাণি চ
ইত্যেবমাদিবহুলাঃ স্বেদজাঃ পার্থিবা গণাঃ।
তথা ঘর্ম্মাদিতপ্তাভ্যস্ত্বদ্ভ্যো বৃষ্টিভ্য এব চ।
নৈকা মৃগশরীরেভ্যো জায়ন্তে জন্তবস্ত্বিমে।।
মীনকাঃ পিপ্পলা দংশাস্তথাতিত্তিরপুত্রিকাঃ
নীলচীরাশ্চ জায়ন্তে হ্যলকা বহুবিস্তরাঃ।।৩০৪
জলজাঃ স্বেদজাশ্চৈব জায়ন্তে জন্তবস্ত্বিমে
কাশাতোয়ঞ্জকাঃ কীটা নলদা বহুপাদকাঃ।।৩০৫
সিংহলা রোমলাশ্চৈব পিচ্ছলাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
ইত্যেবমাদির্হি গণো জলজঃ স্বেদজঃ স্মৃতঃ।।
সর্পিভ্যো মাষমুদগানাং জায়ন্তে ক্রমশস্তথা।
বিল্বজাম্বাম্রপুগেভ্যঃ ফলেভ্যশ্চৈব জন্তবঃ।।
মুদগভ্যঃ পনসেভ্যশ্চ তণ্ডুলেভ্যস্তথৈব চ।
তথা কোটরশুষ্কেভ্যো নিহিতেভ্যো ভবন্তি হি
অন্যোন্যেভ্যোহপি চ জায়ন্তে ন হি তেভ্যশ্চিরং সদা

প্রসব করে। অতঃপর ঋষবার সমুদায় প্রজাবর্গ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঋষার পাঁচটি কন্যা; নাম— মীনা, মাতা, বৃত্তা, পরিবৃত্তা ও অনুবৃত্তা। এহাঁদের সন্তান সন্ততির বিবরণ শ্রবণ করুন। সহস্রদন্ত মকর, পাঠীন, তিমি ও রোহিত প্রভৃতি মীনগণ, এতদ্ভিন্ন চতুর্ব্বিধ গ্রাহ, নিক্র এ শিশুমার, এই সকল মীন হইতে উৎপন্ন। বৃত্তা — কূর্ম্মজাতীয় বহু জলচর ও শঙ্খবিকার সকল উৎপাদন করে। অনুবৃত্তা — মণ্ডূক-বিকারসমূহের উৎপাদিকা। পরিবৃত্তা—ঐণেয় বিশেষ। শম্বুক, শুক্তি, বরাটিক, শঙ্খবিশেষ। কালকূট ও জলৌকা প্রভৃতি প্রাণী প্রসব করে। এই ঋষিবংশের পাঁচটী শাখা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই তির্য্যক্ আদি বহুল বংশ অতি বিস্তৃত। স্বেদজ প্রাণী সকল যেরূপে যাহা হইতে জন্মিয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। উৎপাদক দ্বিজগণ স্বস্তিপিকশরীর হইতে জাত এবং স্বেদ-মলজ মনুষ্যগণ উশনা নামক প্রাণী বলিয়া কথিত মস্তকস্থ কেশে এবং বস্ত্রাদিতে যে যুক অর্থাৎ উকুন জন্মে, উহারা স্বেদজ প্রাণী। পিপীলিকা, কীট, বদ্ধপাদক এবং শঙ্খ ও উপলবিকার কীলকাচারক প্রভৃতি স্বেদজ পার্থিব প্রাণীগণ, ঐরূপ আতপাদি-পরিতপ্ত জল ও বৃষ্টি হইতে মৃগশরীরে নানাবিধ কীট জন্মে; তাহাদের নাম, যথা— মীনক, পিপ্পল, দংশ, তিত্তির, পুত্রিকা, নীলচিত্র এবং অলক; ইহাদের সংখ্যা বহু বিস্তৃত। কাশ-তোয়ঞ্জক, বহু পাদক, কীটা, নলদ, সিংহল, রোমাণ ও পিচ্ছল, ইত্যাদি জলজ ও স্বেদজগণ। মাস-মুদগ মিশ্রিত ঘৃত হইতে এবং কোটর, শুষ্ক বিল্ব, জম্বু, আম্র, পুগ, পনসও তণ্ডুল হইতে একপ্রকার কীট জন্মে। তুরগাদি, বৃষাদি ও

জন্তবস্তরগাদিভ্যো বিষাদিভ্যস্তথৈব চ।।
বহূন্যহানি নিক্ষিপ্তে সম্ভবন্তি চ গোময়ে।
জায়ন্তে কৃময়ো বিপ্রাঃ কাষ্ঠেভ্যশ্চ ঘুণাদয়ঃ।।
ক্রমাদ্ ক্রমাশাৎ জায়ন্তে বিবিধা নীলমক্ষিকাঃ
তথা গুড়বিকারেভ্যঃ পুত্রিকাঃ প্রভবন্তি চ।।
কালিকা শক্তিকেভ্যশ্চ সর্পা জায়ন্তি সর্ব্বশঃ।
সংস্বেদজাশ্চ জায়ন্তে বৃশ্চিকাঃ শুষ্কগোময়াৎ।।
গোভ্যো হি মহিষেভ্যশ্চ জায়ন্তে জন্তবঃ প্রভো।
মৎস্যাদয়শ্চ বিবিধা অণ্ডকুক্ষৌ বিশেষতঃ।।
চৈবীরিকাশ্চ জায়ন্তে তথা গোজাকুলানি চ।
অথান্যানি চ সূক্ষ্মাণি জলৌকাদীনি জাতয়ঃ।।
কপোতকুররাদিভ্যঃ সূক্ষ্মা যূকাস্তথৈব চ।
তথৈবান্যেঽপি সংখ্যাতা অষ্টাপদকুলীরকাঃ।।
মক্ষিকাণাং বিকারাণি জায়ন্তে জাতয়োঽপরে
প্রায়েণ তু বসন্ত্যস্মিন্নুচ্ছিষ্টোদককর্দ্দমে।।
মশকানাং বিকারাণি ভ্রমরাণাং তথৈব চ
তৃণেভ্যঃ সমজায়ন্ত পুত্রিকাঃ পুত্রসপ্তকাঃ।
মণিচ্ছেদাস্তথা ব্যালাঃ পোতজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
শতবেরিবিকারাণি করীষেভ্যো ভবন্তি হি।।
এবমাদিরসংখ্যাতো গণঃ সংস্বেদজো ময়া।
সমাসাভিহিতো হ্যেব প্রাক্কর্ম্মবশজঃ স্মৃতঃ।।
তথান্যে নৈঋতাঃ সত্ত্বাস্তে স্মৃতা উপসর্গজাঃ।
পূতাস্তু যোনিজাঃ কেচিৎ কেচিদৌৎপত্তিকাঃ স্মৃতাঃ।।
প্রায়েণ দেবাঃ সর্ব্বে বৈ বিজ্ঞেয়া হ্যুপপত্তিজাঃ
কেচিত্তু যোনিজা দেবাঃ কেচিদেকনিমিত্তজাঃ।।
তুলালাঘশ্চ কোলশ্চ শিবা কন্যা তথৈব চ।
অপত্যং সরমায়াস্তু গণা বৈ সরমাদয়ঃ।।৩২২
শ্যামশ্চ শবলশ্চৈব অর্জ্জুনো হরিতস্তথা।
কৃষ্ণো ধূম্রারুণশ্চৈব তুলালাবুশ্চ কদ্রুকাঃ।।
সুরসাথ বিজজ্ঞে তু শতমেকং শিরোভৃতম্।
সর্পাণাং তক্ষকো রাজা নাগানাং চাপি বাসুকিং
তমোবহুল ইত্যেষ গণঃ ক্রোধবশাত্মকঃ
পুলহস্যাত্মজং সর্গস্তস্মাৎস্তন্নিবোধত।

অপরাপর বস্তু হইতেও আরও অনেক প্রকার কীট উৎপন্ন হয়। গোময়, বহুদিন পড়িয়া থাকিলে, তাহা হইতেও বহু কীট জন্মিয়া থাকে। কাষ্ঠ হইতে ঘুণ, ক্রম হইতে নীলমক্ষিকা, গুড়বিকার হইতে পুত্রিকা, কালিকাশক্তিক হইতে এক প্রকার সর্প এবং শুষ্ক গোময় হইতে বৃশ্চিক জন্মে। এইরূপে গো-মহিষ প্রভৃতি হইতেও বহু কীট জন্মিয়া থাকে। মৎস্যাদি বিবিধ জন্তু অণ্ডকুক্ষি হইতে জন্মে। ইহা ছাড়া চৈবীরিক, গোজাকুল ও জলৌকা প্রভৃতি অন্যান্য সূক্ষ্মজাতীয় কীট জন্মিয়া থাকে। কপোত ও কুররাদিতে একপ্রকার সূক্ষ্ম কীট জন্মে; ইহা ছাড়া আর এক প্রকার কীট আছে, তাহার নাম, —অষ্টাপদ কুলীরক। অন্য এক প্রকার মক্ষিকা জাতি আছে; ইহারা উচ্ছিষ্ট বস্তু, জল ও কর্দমে বাস করে। মশক, ভ্রমর ও পুত্রিকা, ইহারা তৃণ হইতে জন্মে। মণিচ্ছেদ ও ব্যাল, ইহারা পোতজ বলিয়া খ্যাত। সকল প্রকার শতবেরি বিকার করীষ হইতে উৎপন্ন হয়। এইরূপ অসংখ্য স্বেদজ গণ আছে; আমি সংক্ষেপতঃ ইহার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এই সকল যোনি কর্ম্মফলেই ঘটিয়া থাকে। অধুনা নৈঋত প্রাণীর কথা বলিতেছি, ইহারা উপসর্গজাত। কোন কোন যোনিজাত প্রাণী পূত এবং কেহ কেহ ঔৎপত্তিক। দেবগণ প্রায়শই ঔৎপত্তিক, তবে কোন কোন দেবতা যোনিজাত ও কোন কোন দেবতা স্বতঃপ্রাদুর্ভূতও আছেন।২৮৯-৩২১। তুলালাঘ, কোল ও শিবা নাম্নী কন্যা, সরমার অপত্য। এই অপত্য সকল সরমাদিগণ। শ্যাম, শবল, অর্জ্জুন, হরিত, কৃষ্ণ, ধূম্র, অরুণ ও তুলালাবু, ইহারা কদ্রুজ। সুরসা একশত শিরোভৃত সর্প উৎপাদন করেন। তক্ষক সর্পদিগের ও বাসুকি নাগগণের রাজা। ক্রোধবশার আত্মজ এই গণ তমোবহুল পুলহাত্মজ হইতে তাহাতে যে জাতি উৎপন্ন

বহুস্ত্বাস্ত্বভিবিখ্যাতাস্তাম্রায়াশ্চ বিজজ্ঞিরে।
শ্যেনী ভাসী তথা ক্রৌঞ্চী ধৃতরাষ্ট্রী শুকী তথা
অরুণস্য ভার্য্যা শ্যেনী তু বীর্য্যবন্তৌ মহাবলৌ
সম্পাতিঞ্চ জটায়ুঞ্চ প্রসূতা পক্ষিসত্তমৌ।।
সম্পাতিরজনৎ পুত্রং কন্যামেকাং তথৈব চ।
জটায়ুষশ্চ যে পুত্রাঃ কাকগৃধ্রাশ্বকর্ণিনঃ।।৩২৭
ভার্য্যা গরুত্মতশ্চাপি ভাসী ক্রৌঞ্চী তথাশুকী
ধৃতরাষ্ট্রী চ ভদ্রা চ তাস্বপত্যানি বচ্ম্যহম্।।
শুকী গরুত্মতঃ পুত্রান সুষবে ষট্ পরিশ্রুতান্
ত্রিশিরং সুমুখঞ্চৈব বলং পৃষ্ঠং মহাবলম্।
ত্রিশঙ্খনেত্রং সুমুখং সুরূপং সুরসং বলম্।
এষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ গরুড়ানাং মহাত্মনাম্
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি ক্রূরাণাং পন্নগাশিনাম্।
পুত্রপৌত্রবিসর্গাচ্চ তেষাং বৈ বংশবিস্তরঃ।।
ব্যাপ্তানি যানি দেশানি তানি বক্ষ্যে যথাক্রমম্
শাল্মলিদ্বীপমখিলং দেবকূটঞ্চ পর্ব্বতম্।।৩৩২
মণিমন্তঞ্চ শৈলেন্দ্রং সহস্রশিখরং তথা।
পর্ণমালং সুকেশঞ্চ শতশৃঙ্গং তথাচলম্।।৩৩৩
কৌরজং পঞ্চশিখরং হেমকূটঞ্চ পর্ব্বতম্
প্রচণ্ডবায়ু প্রভবৈর্দীপিতৈঃ পদ্মরাগিভিঃ।।৩৩৪
শৈলজালানি ব্যাপ্তানি গারুড়ৈস্তৈর্মহাত্মভিঃ
ভাসীপুত্রাঃ স্মৃতা ভাসা উলূকাঃ কাককুক্কুটাঃ
ময়ূরাঃ কলবিঙ্কাশ্চ কপোতা লাবতিত্তিরাঃ।
ক্রৌঞ্চী বাধ্রীণসান্ শ্যেনী কুররান্ সারসান্
বকান্।।৩৩৫
ইত্যেবমাদয়োহন্যেহপি ক্রব্যাদা যে চ পক্ষিণঃ
ধৃতরাষ্ট্রী চ হংসাংশ্চ কলহংসাংশ্চ ভামিনী।।
চক্রবাকাংশ্চবিহগান্ সর্ব্বাংশ্চৈবাদকান্ দ্বিজান্
এতানেব বিজজ্ঞেহথ পুত্রপৌত্রমনন্তকম্।।৩৩৮
গরুড়স্যাত্মজাঃ প্রোক্তা ইরায়াঃ শৃণুত প্রজাঃ
ইরা প্রজজ্ঞে কন্যা বৈ তিস্রঃ কমললোচনাঃ।।
বনস্পতীনাং বৃক্ষাণাং বীরুধাঞ্চৈব মাতরঃ।

হয়, তাহা শ্রবণ করুন। তাম্রার নানাজাতীয় বহু বিখ্যাত সুত জন্মগ্রহণ করে; যথা — শ্যেনী, ভাসী, ক্রৌঞ্চী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী। ইহাদের মধ্যে শ্যেনী, মহাবল পক্ষিশ্রেষ্ঠ সম্পাতি ও জটায়ুকে প্রসব করে। সম্পাতি ওর পুত্র ও এক কন্যা উৎপাদন করেন এবং জটায়ু হইতে কাক, গৃধ্র, অশ্বকর্ণী প্রভৃতি পক্ষী জাতির জন্ম হয় গরুড়ের ভার্য্যা — ভাসী, ক্রৌঞ্চী, শুকী, ধৃতরাষ্ট্রী ও ভদ্রা। ইহাদের সন্তান-সন্ততির বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি। শুকী গরুড় হইতে ছয় জন প্রখ্যাত পুত্র প্রসব করে। তাহাদের নাম — ত্রিশির, সুমুখ, মহাবল, পৃষ্ঠ, ত্রিশঙ্খনেত্র, সুমুখ, ও সুরূপ, সুরস, বল। পন্নগাশী ক্রূর প্রভৃতি গরুড়দিগের পুত্র পৌত্রাদির চতুর্দ্দশ সহস্র সন্তান-সন্ততি পক্ষিবংশ বিস্তার করিয়াছে। ইহারা যে সকল দেশ ব্যাপ্ত করিয়া আছে, ঐ সকল দেশের নাম শ্রবণ করুন, সমগ্র শাল্মলী দ্বীপ, দেবকূট পর্ব্বত, শৈলেন্দ্র মণিমান ও সহস্রশিখর পর্ণমাল, সুকেশ ও শতশৃঙ্গ পর্ব্বত, কৌরজ, পঞ্চশিখর ও হেমকূট প্রচণ্ড বায়ুপ্রভব দীপ্তিশালী পদ্মকান্তি মহাত্মা গারুড়গণ কর্ত্তৃক এই সকল শৈলজাল পরিব্যাপ্ত আছে। ভাস, উলূক, কাক, কুক্কুট, ময়ূর, কলবিঙ্ক, কপোত লাব ও তিত্তির, ইহারা ভাসীপুত্র বলিয়া বিখ্যাত। ক্রৌঞ্চী — বাধ্রীণসগণ, শ্যেনী, কুরর, সারস প্রভৃতি ও অন্যান্য মাংসাশী পক্ষী এবং ধৃতরাষ্ট্রী — হংস, কলহংস, চক্রবাক ও অপরাপর হিংসক পক্ষী উৎপাদন করে। ইহাদের অসংখ্য পুত্রপৌত্র উৎপন্ন হয়। গরুড়ের বংশাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছে, এক্ষণে ইরার বংশবিবরণ শ্রবণ করুন। ইহার তিনটী কমললোচনা কন্যা জন্মে; তাহাদের প্রজাবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। এই কন্যাত্রয় বনস্পতি, বৃক্ষ ও বীরুধদিগের জননী; ইহাদের নাম — লতা, বল্লী ও বীরুধ। লতা— ফলপুষ্পহীন পুলিনগত

লতা চৈবাথ বল্লী চ বীরুধা চেতি তাস্ত বৈ।।
লতা বনস্পতীন্ জজ্ঞে হ্যপুষ্পান পুনিনস্থিতান্
বৃক্ষান পুষ্পফলৈর্বৃক্ষাংস্তথা বৈ সম্প্রসূয়তে।।
অথ বল্লী তু গুল্মাংশ্চ ত্বক্সারাংস্তৃণজাতয়ঃ।
বীরুধা তদপত্যানি বংশশ্চাত্র সমাপ্যতে।।
এতে কশ্যপদায়াদা ব্যাখ্যাতাঃ স্থাণুজঙ্গমাঃ।
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ যৈরিদং পূরিতং জগৎ
ইতি সর্গৈকদেশস্য কীর্ত্তিতোহন্বয়বো ময়া।
মারীচোহয়ং প্রজাসর্গঃ সমাসেন প্রকীর্ত্তিতঃ।
ন শক্যং ব্যাসতো বক্তুমপি বর্ষশতৈর্দ্বিজাঃ।।
অদিতির্ধর্মশীলা তু বলশীলা দিতিঃ স্মৃতা।
তপঃশীলা তু সুরভির্মায়াশীলা দনুঃ স্মৃতা।।
মুনিশ্চ গন্ধশীলা বৈ প্রাবাধ্যয়নশালিনী।
গীতাশীলা অরিষ্টাথ ক্রোধশীলা খশা স্মৃতা।।
ক্রূরশীলা তথা কদ্রুঃ ক্রৌঞ্চ্যথ ক্ষতিশালিনী
ইরনুগ্রহশীলা তু দনায়ুর্ভক্ষণে রতা।।৩৪৬
বাহশীলা তু বিনতা তাম্রা বৈ পাশশালিনী।
স্বভাবা লোকমাতৄণাং শীলান্যেতানি সর্ব্বশঃ।।

ধর্ম্মতঃ শীলতো বুদ্ধ্যা ক্ষময়া বলরূপতঃ।
রজঃসত্ত্বতমোযুক্তা ধার্ম্মিকাধার্ম্মিকাস্ত বৈ।।
মাতৃতুল্যাশ্চাভিজাতাঃ কশ্যপস্যাত্মজাঃ প্রজাঃ
দেবতাসুরগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
পিশাচাঃ পশবশ্চৈব মৃগাঃ পতগবীরুধঃ।।৩৪৮
যস্মাদ্দাক্ষায়ণীষ্বেতে জজ্ঞিরে মানুষীষ্বিহ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠাস্ত মানুষাঃ।৩৪৯
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং মানুষাঃ সাধকাস্ত বৈ।
ততোহধঃস্রোতসস্তে বৈ উৎপদ্যন্তে সুরাসুরাঃ
জায়ন্তে কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং মানুষেষু পুনঃ পুনঃ।।
ইত্যেব বংশপ্রভবঃ প্রসংখ্যাতস্তপস্বিনাম্।।
সুরাণামসুরাণাঞ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং তথা।
যক্ষরক্ষঃপিশাচানাং সুপর্ণোরগপক্ষিণাম্।।৩৫২
ব্যালানাং শিখিনাঞ্চৈব ওষধীনাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
কৃমিকীটপতঙ্গানাং ক্ষুদ্রাণাং জলজাশ্চ যে।
পশূনাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ শ্রীমতাং পুণ্যলক্ষণঃ।।
আয়ুষ্যশ্চৈব ধন্যশ্চ শ্রীমান্ হিতসুখাবহঃ।
শ্রোতব্যশ্চৈব সততং গ্রাহ্যশ্চৈবানসূয়তা।।

বনস্পতিদিগকে উৎপাদন করে। পুষ্পফলবিশিষ্ট বৃক্ষদিগেরও লতা হইতেই জন্ম হয়। বল্লী -- গুল্ম এবং ত্বক্সার তৃণজাতিকে উৎপাদন করে। বীরুধগণ বীরুধদিগের জনয়িত্রী। এইখানে বংশবর্ণনে বিরত হওয়া গেল। এই সকল চরাচর কশ্যপদায়াদগণের বিষয় কীর্ত্তিত হইল। ইহাদের পুত্র পৌত্রগণ জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত। এই আমি মারীচ প্রজাগণের একদেশ মাত্র সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। ইহা কেহ বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতে শতবর্ষেও সক্ষম নহে। অদিতি-- ধর্মশীলা, দিতি-- বলশালিনী, সুরভি - তপঃশীলা, দনু--মায়াশীলা, মুনি--অধ্যয়নশীলা, অরিষ্টা--গীতশীলা, খশা--ক্রোধশীলা, কদ্রু--ক্রূরশীলা, ক্রৌঞ্চী--ক্ষতিশীলা, ইরা-- অনুগ্রহশীলা, দনায়ু--ভক্ষণদক্ষা, বিনতা--বহনশীলা এবং তাম্রা--পাশশালিনী। এই সকল লোকমাতাদিগের স্বভাব এইরূপই, ইহারা ধর্ম্ম, শীল, বুদ্ধি, ক্ষমা, বল ও রূপ নিবন্ধন সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের বশে ধার্ম্মিকা ও অধার্ম্মিকা দুইই বটেন কশ্যপাত্মজ দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, পিশাচ, পশু, মৃগ, পতগ ও বীরুধদিগের আভিজাত্য মাতৃতুল্য। যেহেতু প্রতি মন্বন্তরে মানুষী দক্ষকন্যাতে জন্ম গ্রহণ করে, এজন্য মানুষই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। মনুষ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সাধক। সুরাসুরগণই কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত অধঃস্রোতরূপে মানুষ লোকে বার বার জন্মগ্রহণ করে।৩২২-৩৫০। তপস্বী, সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, সুপর্ণ, উরগ, পক্ষী, ব্যাল, শিখী, ওষধি, কৃমি, পতঙ্গ, ক্ষুদ্র জলজ, পশু এবং শ্রীমান, ব্রাহ্মণগণের পুণ্যলক্ষণ বংশবিবরণ এইরূপই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহা আয়ুষ্য, ধন্য, শ্রীমান, হিতসুখাবহ ও সতত শ্রোতব্য। অসূয়াহীন হইয়া সাদরে এই

ইমন্তু বংশং নিয়মেন যঃ পঠে-
ন্মহাত্মনাং ব্রাহ্মণবৈদ্যসংসদি।
অপত্যলাভং হি লভেত পুষ্কলং
শ্রিয়ং ধনং প্রেত্য চ শোভনাং গতিম্॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে কশ্যপীয়-
প্রজাসর্গো নামৈকোনসপ্ততি-
তমোঽধ্যায়ঃ॥৬৯॥

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবং প্রজাসু সৃষ্টাসু কশ্যপেন মহাত্মনা।
প্রতিষ্ঠিতাসু সর্ব্বাসু স্থাবরাসু চরাসু চ॥১
অভিষিচ্যাধিপত্যেষু তেষাং মুখ্যাঃ প্রজাপতিঃ
ততঃ ক্রমেণ রাজ্যানি ব্যাদেষ্টুমুপচক্রমে॥২
দ্বিজাতীনাং বীরুধাঞ্চ নক্ষত্রাণাং গ্রহৈঃ সহ।
যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব সোমং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ
বৃহস্পতিং তু বিশ্বেষাং দদাবঙ্গিরসাং পতিম্।
ভৃগূণামধিপং চৈব কাব্যং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ॥
আদিত্যানাং পুনর্বিষ্ণুং বসুনামথ পাবকম্
প্রজাপতীনাং দক্ষঞ্চ মরুতামথ বাসবম্॥৫
দৈত্যানামথ রাজানং প্রহ্লাদং দিতিনন্দনম্।
নারায়ণঞ্চ সাধ্যানাং রুদ্রাণাং বৃষভধ্বজম্।।৬
বিপ্রচিত্তিঞ্চ রাজানং দানবানামথাদিশৎ।
অপাং তু বরুণং রাজ্যে রাজ্ঞাং বৈশ্রবণং পতিম্।
যক্ষাণাং রাক্ষসানাঞ্চ পার্থিবানাং ধনস্য চ ।৭
বৈবস্বতং পিতৃণাঞ্চ যমং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ।
সর্ব্বভূতপিশাচানাং গিরিশং শূলপাণিনম্॥
শৈলানাং হিমবন্তঞ্চ নদীনামথ সাগরম্।
গন্ধর্ব্বাণামধিপতিঃ চক্রে চিত্ররথং তদা।
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং রাজানং চাভ্যষেচয়ৎ।
মৃগাণামথ শার্দ্দূলং গোবৃষঞ্চ চতুষ্পদাম্॥১০
পক্ষিণামথ সর্ব্বেষাং গরুড়ং পততাংবরম্।
গন্ধানাং মারুতঞ্চৈব ভূতানামশরীরিণাম্। ১১
শব্দাকাশবলানাঞ্চ বায়ুং বলবতাং বরম্।
সর্ব্বেষাং দংষ্ট্রিণাং শেষং নাগানামথ বাসুকিম্
সরীসৃপাণাং সর্পাণাং নাগানাঞ্চৈব তক্ষকম্।

বংশবিবরণ শ্রবণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের বিদ্যালোচনাময় পরিষদে নিয়মপূর্ব্বক ইহা পাঠ করে, তাহার অপত্য, পুষ্কল ধন ও লক্ষ্মীলাভ হয় পরন্তু পরলোকে তাহার শুভ গতি হইয়া থাকে।৩৫১-৩৫৩।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।।৬৯।।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—মহাত্মা কশ্যপ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রজাসৃষ্টির পর সমুদয় স্থাবর জঙ্গম প্রতিষ্ঠিত হইলে ভগবান প্রজাপতি বিভিন্ন জাতীয় প্রজা সকলের মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদিগকে তত্তজ্জাতীয় রাজ্যে অভিষেক করিতে আরম্ভ করিলেন তিনি সোমকে দ্বিজাতি, বীরুধ, নক্ষত্র, গ্রহ, যজ্ঞ ও তপস্যা-রাজ্যে অভিষেক করিলেন এইরূপে ভগবান্ বৃহস্পতিকে আঙ্গিরসগণের, কাব্যকে ভার্গবদিগের, বিষ্ণুকে আদিত্যগণের, পাবককে বসুগণের, দক্ষকে প্রজাপতিগণের, বাসবকে মরুদ্গণের, প্রহ্লাদকে দৈত্যগণের, নারায়ণকে সাধ্যগণের, বৃষভধ্বজকে রুদ্রগণের, বিপ্রচিত্তিকে দানবগণের, বরুণকে জলের, বৈশ্রবণকে যক্ষ, রাক্ষস, পার্থিব ও ধনের, বৈবস্বতকে পিতৃগণের, শূলপাণিকে নিখিল ভূত ও পিশাচদিগের, হিমবানকে শৈলদিগের, সাগরকে নদীগণের, চিত্ররথকে গন্ধর্ব্বগণের, উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বদিগের, সিংহকে মৃগদিগের, গোবৃষকে চতুষ্পদের, গরুড়কে পক্ষিগণের, মারুতকে গন্ধের ও অশরীরী প্রাণীর, বায়ুকে শব্দ, আকাশ ও বলের, শেষকে নিখিল দংষ্ট্রীর, বাসুকিকে নাগগণের, তক্ষককে সরীসৃপ, সর্প

সাগরাণাং নদীনাঞ্চ মেঘনাং বর্ষিতস্য চ।
আদিত্যানামন্যতমং পর্জ্জন্যমভিষিক্তবান্ ।।১৩
সর্ব্বাপ্সরোগণানাঞ্চ কামদেব তথৈব চ।
ঋতুনামথ মাসানামার্ত্তবানাং তথৈব চ।।১৪
পক্ষাণাঞ্চ বিপক্ষাণাং মুহূর্ত্তানাঞ্চ পর্ব্বণাম্।
কলাকাষ্ঠাপ্রমাণানাং গতেরয়নয়োস্তথা।
গণিতস্যাথ যোগস্য চক্রে সংবৎসরং প্রভুম্।।
প্রজাপতির্বৈ রজসং পূর্ব্বস্যাং দিশি বিশ্রুতম্।
পুত্রং নাম্না সুধামানং রাজানং সোহভ্যষেচয়ৎ
পশ্চিমস্যাং দিশি তথা রজসঃ পুত্রমচ্যুতম্।
কেতুমন্তং মহাত্মনং রাজানং সোহভ্যষেচয়ৎ
মনুষ্যাণামধিপতিং চক্রে বৈবস্বতং মনুম্।
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা।
যথাপ্রদেশমদ্যাপি ধর্ম্মেণ পরিপাল্যতে।।১৮
স্বায়ম্ভুবেহন্তরে পূর্ব্বং ব্রহ্মণা তেহভিষেচিতাঃ
নৃপা হ্যেতেহভিষিচ্যন্তে মনবো যে ভবন্তি বৈ
মন্বন্তরেষ্বতীতেষু গতা হ্যেতেষু পার্থিবাঃ
এবমন্যেহভিষিচ্যন্তে প্রাপ্তে মন্বন্তরে পুনঃ
অতীতানাগতাঃ সর্ব্বে স্মৃতা মন্বন্তরেশ্বরাঃ।।২০

রাজসূয়েহভিষিক্তশ্চ পৃথুরেভির্নরোত্তমৈঃ।
বেদদৃষ্টেন বিধিনা কৃতো রাজা প্রতাপবান্ ।
এতানুৎপাদ্য পুত্রাংস্তু প্রজাসন্তানকারণাৎ।
পুনরেব মহাভাগঃ প্রজানাং পতিরীশ্বরঃ।।২২
কশ্যপো গোত্রকামস্তু চচার পরমং তপঃ।
পুত্রৌ গোত্রকরৌ মহ্যং ভবেতামিত্যচিন্তয়ৎ ।
তস্য প্রধ্যায়মানস্য কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ব্রহ্মণোহংশৌ সুতৌ পশ্চাৎ প্রাদুর্ভূতৌ মহৌজসৌ ।২৪
বৎসারশ্চাসিতশ্চৈব তাবুভৌ ব্রহ্মবাদিনৌ।
বৎসারান্নিধ্রুবো জজ্ঞে রৈভ্যশ্চ স মহাযশাঃ
রৈভ্যান্যা রৈভ্যা বিজ্ঞেয়া নিধ্রুবস্য নিবোধত।
চ্যবনস্য সুকন্যায়াং সুমেধাঃ সমপদ্যত।।২৬
নিধ্রুবস্য তু যা পত্নী মাতা বৈ কুণ্ডপায়িনাম্।
অসিতস্যৈকপর্ণায়াং ব্রহ্মিষ্ঠঃ সমপদ্যত।।২৭
শাণ্ডিল্যানাং বচঃ শ্রুত্বা দেবলঃ সুমহাযশাঃ।
নিধ্রুবাঃ শাণ্ডিলা রৈভ্যাস্ত্রয়ঃ পশ্চাত্তু কশ্যপাঃ।।
বরপ্রভৃতয়ো দেবা দেবলস্য প্রজাস্ত্রিমাঃ।।২৯

ও নাগগণেরস আদিত্যগণের অন্যতম পর্জ্জন্যকে সাগর, নদী, মেঘ ও বর্ষণের, কামদেবকে অপ্সরাগণের, সংবৎসরকে ঋতু, মাস, পক্ষ, বিপক্ষ, মুহূর্ত্ত, পর্ব্ব, কলা, কাষ্ঠা, অয়ন, গণিত ও যোগের, সুধামাকে পূর্ব্বদিকের, কেতুমানকে পশ্চিমদিকের এবং বৈবস্বত মনুকে মানবগণের আধিপত্যে নিয়োগ করেন। অধুনা পূর্ব্বোক্ত অধিপতিগণই সপত্তনা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে ধর্ম্মানুসারে যথাযথ পালন করিতেছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ঐ সকল নৃপতিকে অভিষিক্ত করেন। তাঁহারাই ভাবী মন্বন্তরসমূহে মনু হইবেন। ঐ সকল মন্বন্তর অতীত হইলে ঐ নরপতিগণও অতীত হইয়া থাকেন। এইরূপে পুনরায় মন্বন্তর আসিলে অন্য নৃপতি অভিষিক্ত হন। এইরূপে অতীত ও অনাগত নৃপতি ও মনুগণ অবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়া আসিতেছেন। এই সকল নরোত্তমগণ কর্ত্তৃক পৃথু যথাবিধি রাজসূয়ে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, প্রজাপতি মহাভাগ কশ্যপ এই সকল পুত্র উৎপাদন করিয়া পুনরায় প্রজা বিস্তারার্থ পরম তপস্যা আচরণ করেন। তিনি ভাবিলেন যে, আমার দুইটী গোত্রকর পুত্র হউক; মহাত্মা কশ্যপের ঐরূপ চিন্তার ফলে বৎসার ও অসিত নামে দুইজন মহাসত্ত্বসম্পন্ন ব্রহ্মবাদী পুত্র উৎপন্ন হয়। বৎসার হইতে নিধ্রুব এবং রৈভ্য জন্মগ্রহণ করে। রৈভ্য হইতে রৈভ্যগণ উৎপন্ন হয়। অতঃপর নিধ্রুবের বিবরণ শ্রবণ করুন। সুকন্যার গর্ভে চ্যবনের সুমেধা নামে পুত্র উৎপন্ন হয়, নিধ্রুবের পত্নী, কুণ্ডপায়িগণের মাতা। একপর্ণার গর্ভে অসিতের ব্রহ্মিষ্ঠ নামক পুত্র জন্মে। দেবল শাণ্ডিল্যগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাযশবী হন নিধ্রুব, শাণ্ডিল্য ও রৈভ্য ইহাঁরা সকলেই কাশ্যপ। বর প্রভৃতি দেবতাগণ দেবলের

চতুর্যুগে ত্বতিক্রান্তে মনোরেকাদশে প্রভোঃ
অথাবশিষ্টে তস্মিংস্তু দ্বাপরে সম্প্রবর্ত্ততে।। *
মানসস্য চরিষ্যন্তস্তস্য পুত্রো দমঃ কিল।
মানসস্তস্য দায়াদস্তৃণবিন্দুরিতি শ্রুতঃ।।৩০
ত্রেতাযুগমুখে রাজা তৃতীয়ে সম্বভুব হ।
তস্য কন্যা ত্বিলিবিলা রূপেণাপ্রতিমাভবৎ।
পুলস্ত্যায় স রাজর্ষিস্তাং কন্যাং প্রত্যপাদয়ৎ
ঋষিরৈলিবিলায়াস্তু বিশ্রবাঃ সমপদ্যত
তস্য পত্ন্যশ্চতস্রস্তু পৌলস্ত্যকুলবর্দ্ধনাঃ ।৩১
বৃহস্পতের্বৃহৎকীর্ত্তির্দেবাচার্য্যস্য কীর্ত্তিতা।
কন্যাং তস্যোপযেমে স নাম্না বৈ দেববর্ণিনীম্ ।
পুষ্পোৎকটাঞ্চ বাকাঞ্চ সুতে মাল্যবতঃ স্থিতে
কৈকসীং মালিনঃ কন্যাং তাসান্তু শৃণুত প্রজাঃ
জ্যেষ্ঠং বৈশ্রবণং তস্য সুষুবে দেববর্ণিনী।
দিব্যেন বিধিনা যুক্তমার্ষেণৈব শ্রুতেন চ।
রাক্ষসেন চ রূপেণ আসুরেণ বলেন চ।।৩৫

ত্রিপাদং সুমহাকায়ং স্থূলশীর্ষং মহাতনুম্।
অষ্টদংষ্ট্রং হরিচ্ছ্মশ্রুং শঙ্কুকর্ণং বিলোহিতম্।।
হ্রস্ববাহুং প্রবাহুঞ্চ পিঙ্গলং সুবিভীষণম্।
বৈবর্ত্তজ্ঞানসম্পন্নং সম্বুদ্ধং জ্ঞানসম্পদা ।৩৭
এবংবিধং সুতং দৃষ্ট্বা বিশ্বরূপধরং তথা।
পিতা দৃষ্ট্বাব্রবীত্তত্র কুবেরোঽয়মিতি স্বয়ম্।
কুৎসায়াং ক্বিতিশব্দোঽয়ং শরীরং বেরমুচ্যতে
কুবেরঃ কুশরীরত্বান্নাম্না তেন চ সোঽঙ্কিতঃ।
যস্মাদ্বিশ্রবসোঽপত্যং সাদৃশ্যাদ্বিশ্রবা ইব।
তস্মাদ্বৈশ্রবণো নাম নাম্না লোকে ভবিষ্যতি।।
ঋদ্ধ্যাং কুবেরোঽজনয়দ্বিশ্রুতং নলকুবরম্।
রাবণং কুম্ভকর্ণঞ্চ কন্যাং শূর্পণখাং তথা।
বিভীষণচতুর্থাংস্তান্ কৈকস্যজনয়ৎ সুতান্।।
শঙ্কুকর্ণো দশগ্রীবঃ পিঙ্গলো রক্তমূর্দ্ধজঃ
চতুষ্পাদ্বিংশতিভুজো মহাকায়ো মহাবলঃ ৪২
জাত্যঞ্জননিভো দংষ্ট্রী লোহিতগ্রীব এব চ।
রাক্ষসেনো যথা যুক্তো রূপেণ চ বলেন চ ।৪৩
সত্যবুদ্ধির্দৃঢ়তনু রাক্ষসৈরেব রাবণঃ

সন্তান।১-২৯। মানসের পুত্র রিষ্যন্ত, তৎপুত্র দম। দমের দায়াদ মানস; মানস তৃণবিন্দু বলিয়া বিখ্যাত ইনি ত্রেতাযুগের প্রথমে রাজা ছিলেন। ইঁহার কন্যা অনুপম রূপলাবণ্যবতী ইলবিলা রাজা তৃণবিন্দু তাঁহাকে পুলস্ত্যের করে অর্পণ করেন। ভগবান্ পুলস্ত্য ইলবিলার গর্ভে বিশ্রবাকে উৎপাদন করেন। বিশ্রবার চারিটী পত্নী। ইঁহারা সকলেই পৌলস্ত্য-কুল-বর্দ্ধন ছিলেন। দেবাচার্য্য বৃহস্পতির এক কীর্ত্তিমতী কন্যা ছিল। বিশ্রবা সেই দেববর্ণিনামী কন্যাকে যাইয়া বিবাহ করেন। মাল্যবানের কন্যা পুষ্পোৎকটা ও বাকা এবং মালীর কন্যা কৈকসীও তাঁহার ভার্য্যা ছিলে। ইহাদের সন্তান সন্ততি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ঐ সকল ভার্য্যার মধ্যে দেববর্ণিনী দিব্য আর্যবিধিজ্ঞ শ্রুত-সম্পন্ন জ্যেষ্ঠ পুত্র বৈশ্রবণকে প্রসব করেন। বৈশ্রবণ রূপে রাক্ষসের মত এবং বিক্রমে অসুরের মত ছিলেন। ইহাঁর পিতা ইহাঁকে ত্রিপাদ, মহাকায়, স্থূলশীর্ষ, অষ্টদংষ্ট্র, হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রু-বিশিষ্ট, শঙ্কুকর্ণ, লোহিতবর্ণ, হ্রস্ববাহু, প্রবাহু, পিঙ্গল, ভীষণ, বৈবর্ত্তজ্ঞানসম্পন্ন ও বিশ্বরূপধর দেখিয়া বলিলেন যে, এই বালক স্বয়ং 'কুবের'; কেননা, কু শব্দের অর্থ কুৎসা এবং এবং বের শব্দের অর্থ শরীর; কু-শরীরত্ব বশতই এই বালক কুবের নামে প্রসিদ্ধ হইবে। এই পুত্র বিশ্রবার অপত্য এবং বিশ্রবার সহিত ইহার সাদৃশ্যও আছে। এ জন্য এই বালক বৈশ্রবণ নামেও অভিহিত হইবে। ৩০-৪০। কুবের ঋদ্ধির গর্ভে বিখ্যাত নলকুবরকে উৎপাদন করেন এবং কৈকসী, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও কন্যা শূর্পণখাকে প্রসব করে। রাবণ—শঙ্কুকর্ণ, দশগ্রীব, পিঙ্গলবর্ণ, রক্তমূর্দ্ধজ, চতুষ্পাদ, বিংশতিভুজ, মহাকায়, মহাবল, স্বভাবতই অঞ্জননিভ, দংষ্ট্রী, লোহিতগ্রীব, রূপ-বলযুক্ত, সত্যবুদ্ধি, দৃঢ়তনু, স্বভাবতঃ দারুণ, ও ক্রূর

---

* ক্বচিদয়মধিকঃ শ্লোকঃ

নিসর্গাদ্দারুণঃ ক্রূরো রাবণপ্রাবণস্তু সঃ ।৪৪
হিরণ্যকশিপুস্ত্বাসীৎ স রাজা পূর্ব্বজন্মনি।
চতুর্যুগানি রাজাত্র ত্রয়োদশ স রাক্ষসঃ।।৪৫
তাঃ পঞ্চ কোট্যো বর্ষাণামাখ্যাতাঃ সংখ্যয়া দ্বিজৈঃ।
নিযুতান্যেকষষ্টিশ্চ সংখ্যাবিদ্ভিরুদাহৃতা।।৪৬
ষষ্টিং শতসহস্রাণি বর্ষাণাস্তু স রাবণঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ ঘোরং কৃত্বা প্রজাগরম্ ।৪৭
ত্রেতাযুগে চতুর্ব্বিংশে রাবণস্তপসঃ ক্ষয়াৎ।
রামং দাশরথিং প্রাপ্য সগণঃ ক্ষয়মীয়িবান্।।৪৮
মহোদরঃ প্রহস্তশ্চ মহাপাংশু খরস্তথা।
পুষ্পোৎকটায়াঃ পুত্রাস্তে কন্যা কুম্ভীনসী তথা
ত্রিশিরা দূষণশ্চৈব বিদ্যুজ্জিহ্বশ্চ রাক্ষসঃ।
কন্যা হ্যসনিকা চৈব বাকায়াঃ প্রসবাঃ স্মৃতাঃ।।
ইত্যেতে ক্রূরকর্ম্মাণঃ পৌলস্ত্যা রাক্ষসা দশ
দারুণাভিজনাঃ সর্ব্বে দেবৈরপি দুরাসদাঃ।।৫১
সর্ব্বে লব্ধবরাশ্চৈব পুত্রপৌত্রসমন্বিতাঃ।
যক্ষাণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং পৌলস্ত্যা যে চ রাক্ষসাঃ
আগস্ত্যবৈশ্বামিত্রাণাং ক্রূরাণাং ব্রহ্মরক্ষসাম্
বেদাধ্যয়নশীলানাং তপোব্রতনিষেবিণাম্।।৫৩
তেষাং মৈলবিলো রাজা পৌলস্ত্যঃ সত্যপিঙ্গলঃ
ইতরে বৈ যজ্ঞমুখাস্তেন রক্ষোগণাস্ত্রয়ঃ।।৫৪
যাতুধানা ব্রহ্মধানা বার্ত্তাশ্চৈব দিবাচরাঃ।
নিশাচরগণাস্তেষাং চত্বারঃ কবিভিঃ স্মৃতাঃ।।
পৌলস্ত্যা নৈর্ঋতাশ্চৈব আগস্ত্যাঃ কৌশিকাস্তথা।
ইত্যেতাঃ সপ্ত তেষাং বৈ জাতয়ো রাক্ষসাঃ স্মৃতাঃ।।৫৬
তেষাং রূপং প্রবক্ষ্যামি স্বভাবেন ব্যবস্থিতম্
বৃত্তাক্ষাঃ পিঙ্গলাশ্চৈব মহাকায়া মহোদরাঃ ।৫৭
অষ্টদংষ্ট্রাঃ শঙ্কুকর্ণা ঊর্দ্ধরোমাণ এব চ।
আকর্ণদারিতাস্যাশ্চ মুঞ্জধূম্রোর্দ্ধমূর্দ্ধজাঃ ।৫৮
স্থূলশীর্ষাঃ সিতাভাশ্চ হ্রস্বকাশ্চ প্রবাহকাঃ।
তাম্রাস্যা লম্বজিহ্বোষ্ঠা লম্বভ্রূস্থূলনাসিকাঃ।।৫৯
নীলাঙ্গা লোহিতগ্রীবা গম্ভীরাক্ষা বিভীষণাঃ
মহাঘোরস্বরাশ্চৈব বিকটা বদ্ধপিণ্ডিকাঃ।৬০
স্থূলাশ্চ তুঙ্গনাসাশ্চ শিলাসংহননা দৃঢ়াঃ।

ছিলেন। অত্যন্ত রব করার জন্য তিনি রাবণ নামে খ্যাত এবং পূর্ব্ব জন্মে ইনি হিরণ্যকশিপু ছিলেন, ইনি চারি যুগেই রাজা হইয়া আসিতেছেন।এখন ইনি রাক্ষসদিগের ত্রয়োদশ রাজা। সংখ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাঁর রাজত্বকাল পাঁচ কোটি দশলক্ষ একষষ্টি বৎসর বলিয়া বর্ণন করেন। ইনি ষষ্টি লক্ষ বৎসর কাল দেবতা ও ঋষিগণকে নৃশংসভাবে পীড়ন করিয়াছেন। চতুর্বিংশ ত্রেতাযুগে রাবণ তপঃক্ষয় নিবন্ধন দাশরথ রামের হস্তে সবংশ নিধন প্রাপ্ত হন। মহোদর, প্রহস্ত, মহাপ্রাংশু ও খর ইহারা পুষ্পোৎকটার পুত্র। অতদ্ভিন্ন কুম্ভীনসী নামে পুষ্পোৎকটার এক কন্যা ছিল। ত্রিশিরা, দূষণ ও বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক রাক্ষস বাকার পুত্র। ইহার কন্যার নাম অশনিকা, পূর্ব্বোক্ত দশসংখ্যক পুলস্ত্যবংশীয় রাক্ষস সকলেই ক্রূরকর্ম্মাস দারুণাভিজন, দেব-দুরাসদ, বরপ্রাপ্ত ও পুত্রপৌত্রসমন্বিত। কুবেরের সমুদয় যক্ষ, পৌলস্ত্য, রাক্ষস, আগস্ত্য রাক্ষস, বৈশ্বামিত্র রাক্ষস,ক্রূর ব্রহ্মরাক্ষস, বেদধ্যয়ন শীল রাক্ষস, এবং তপোব্রতনিষেবী রাক্ষসগণের রাজা ইতর রাক্ষসগণ যজ্ঞমুখ। তাহাদের তিনটী গণ আছে। সাধারণতঃ রাক্ষস চারি প্রকার; যথা-- যাতুধান, ব্রহ্মধান, দিবাচর ও নিশাচর। ইহা পূর্ব্ব কবিগণের সিদ্ধান্ত। পৌলস্ত্য, নৈর্ঋত, আগস্ত্য ও কৌশিক প্রভৃতি সপ্তগণ রাক্ষস জাতি।৪১-৫৬।ইহাদের স্বাভাবিক রূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ইহারা বৃত্তাক্ষ, পিঙ্গলবর্ণ, মহাকায়, মহোদর, অষ্টদংষ্ট্র, শঙ্কুকর্ণ, ঊর্দ্ধরোমা, আকর্ণ দারিতাস্য, মুঞ্জধূম্রবৎ ঊর্দ্ধকেশ, স্থূলশীর্ষ, সিতাভ, খর্ব্ব, দীর্ঘবাহু, তাম্রাস্য, লম্বজিহ্ব, লম্বোষ্ঠ, লম্বভ্রূ, স্থূলনাসিক, নীলাঙ্গ, লোহিতগ্রীব, গম্ভিরাক্ষ, বিভিষণ, ঘোররাবী, বিকট, স্থূল

দারুণাভিজনাঃ ক্রূরাঃ প্রায়শঃ ক্লিষ্টকর্ম্মিণঃ।
সকুণ্ডলাঙ্গদাপীড়া মুকুটোষ্ণীষধারিণঃ।
বিচিত্রবস্ত্রাভরণাশ্চিত্রস্রগনুলেপনাঃ। ৬২
অন্নাদাঃ পিশিতাশশ্চ পুরুষাদাশ্চ তে স্মৃতাঃ।
ইত্যেতদ্রূপসাধর্ম্ম্যং রাক্ষসানাং বুধৈঃ স্মৃতম্।
ন সমস্তবলং বুদ্ধং যতো মায়াকৃতং হি তৎ। ৬৩
পুলহস্য মৃগাঃ পুত্রাঃ সর্ব্বে ব্যালাশ্চ দংষ্টিণঃ।
ভূতাঃ পিশাচাঃ সর্পাশ্চ বমরা হস্তিনস্তথা। ৬৪
বানরাঃ কিন্নরাশ্চৈব মায়ুকিম্পুরুষাস্তথা।
যেহন্যে চৈব পরিক্রান্তা মায়াক্রোধবশানুগাঃ
অনপত্যঃ ক্রতুস্তস্মিন্‌স্মৃতো বৈবস্বতেহন্তরে।
ন তস্য পুত্রঃ পৌত্রো তেজঃ সন্তিক্ষপ্য বা
স্থিতঃ।। ৬৬
অত্রের্ব্বংশং প্রবক্ষ্যামি তৃতীয়স্য প্রজাপতেঃ।
তস্য পত্ন্যশ্চ সুন্দর্য্যো দশৈবাসন্ পতিব্রতাঃ
ভদ্রাশ্বস্য ঘৃতাচ্যাং বৈ দশাপ্সরসি সূনবঃ
ভদ্রা শূদ্রা চ মদ্রা চ শলদা মলদা তথা। ৬৮
বেলা খলা চ সপ্তৈতে যা চ গো চপলা স্মৃতা
তথা মানরসা চৈব রত্নকূটা চ তা দশ।। ৬৯
আত্রেয়বংশে কৃত্তাসাং ভর্ত্তা নাম্না প্রভাকরঃ।
ভদ্রায়াং জনয়ামাস সোমঃ পুত্রং যশস্বিনম্। ৭০
স্বর্ভানুনা হতে সূর্য্যে পতমানে দিবো মহীম্
তমোহভিভূতে লোকেহস্মিন্ প্রভা যেন
প্রবর্ত্তিতা।। ৭১
স্বস্তি তেহস্ত্বিতি চোক্তঃ স পতন্নিহ দিবাকরঃ
ব্রহ্মর্ষের্ব্বচনাত্তস্য ন পপাত দিবো মহীম্।। ৭২
অত্রিশ্রেষ্ঠানি গোত্রাণি যশ্চকার মহাতপাঃ
যজ্ঞেম্বত্রিধনশ্চৈব সুরৈর্যস্য প্রবর্ত্তিতঃ। ৭৩
স তাম্বজনয়ৎ পুত্রানাত্মতুল্যানকল্মষান্।
দশ তাম্বেব মহতা তপসা ভাবিত প্রভাঃ। ৭৪
স্বস্ত্যাত্রেয়া ইতি খ্যাতা ঋষয়ো বেদপারগাঃ
তেষাং বিখ্যাতযশসৌ ব্রহ্মিষ্ঠৌ সুমহৌজসৌ

তুঙ্গনাসিক, দৃঢ়, এবং দারুণাভিজন। ইহারা অত্যন্ত ক্রূরস্বভাব-সম্পন্ন, ক্লিষ্টকর্ম্মী। ইহারা কুণ্ডলাদি অঙ্গদে ভূষিত। ইহাদের মস্তকে মাল্য, মুকুট এ উষ্ণীষ বিরাজিত। বিচিত্র বস্ত্র, আভরণ, মাল্য এবং অনুলেপনাদির দ্বারা ইহারা অঙ্গশোভা সম্পাদন করে। ইহারা অন্নভোজী, মাংসাশী এবং পুরুষাদক। মনীষিগণ রাক্ষসদিগের এইরূপ রূপসাধর্ম্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাদের সমুদয় বলরূপাদি সম্যক্ অবগত হওয়া অসম্ভব; কেননা তাহারা মায়াবী। পুলস্ত্যের সন্তানগণ যথা, — মৃগ, ব্যাল, দ ষ্ট্রী, ভূত, পিশাচ, বমর, সর্প, হস্তী, কিন্নর, মায়াবী জাতি এবং ক্রোধী জাতি। ক্রতু বৈবস্বত মন্বন্তরে অনপত্য হন তাঁহার পুত্র বা পৌত্র নাই; এবং তিনি স্বীয় তেজ কুত্রাপি নিক্ষেপ করেন নাই। তৃতীয় প্রজাপতি ভগবান্ অত্রির বংশ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তাঁহার দশ পত্নী, সকলেই সুন্দরী ও পতিব্রতা। ঘৃতাচী গর্ভে ভদ্রাশ্বের দশ সন্তান জন্মে; নাম —ভদ্রা, শূদ্রা, মদ্রা, শলদা, মলদা, বেলা, খলা, গোকপলা, মনোরমা ও রত্নকূটা। আত্রেয় বংশবর্দ্ধনকারী প্রভাকর ইহাদের ভর্ত্তা ছিলেন। ইনি ভদ্রার উদরে যশস্বী সোমকে উৎপাদন করেন। একদা স্বর্ভানু কর্ত্তৃক আহত হইয়া সূর্য্য স্বর্গ হইতে ভূতলে পতিত হইলে চরাচর নিখিল জগৎ তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। এ হেন সময়ে তদীয় পুত্র সোম আলোকদানে এই জগৎ প্রকাশিত করেন। পরন্তু সূর্য্য স্বর্গ হইতে প্রচ্যুত হইবার কালে ব্রহ্মর্ষি ভগবান্ অত্রি কর্ত্তৃক 'স্বস্তি তেহস্তু' এইরূপ অভিহিত হইয়া আর পতিত হইলেন না। মহাতপা সবিতা অত্রির কন্যাসমূহে স্বীয় গোত্র উৎপাদন করেন এবং অত্রিসাহায্যেই তিনি সুরগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞভাগিত্বে অনুমোদিত হন। ৫৭-৭৩। তিনি অত্রিসুতাসমূহে আত্ম তুল্য দশ পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ পুত্রগণ সকলেই তপঃপ্রভাবে দেদীপ্যমান এবং 'স্বস্ত্যাত্রেয়' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহারা ঋষি এবং বেদপারগ্ ইঁহাদের প্রখ্যাতযশা মহৌজা ব্রহ্মিষ্ঠ দুই পুত্ররত্ন প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাদের

দত্তাত্রেয়স্তস্য জ্যেষ্ঠো দুর্ব্বাসাস্তস্য চানুজঃ।
যবীয়সী সুতা তস্যামবলা ব্রহ্মবাদিনী।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমং শ্লোকং পৌরাণিকাঃ পুরা
অত্রেঃ পুত্রঃ মহাত্মানং শান্তাত্মানমকল্মষম্।
দত্তাত্রেয়ং তনুং বিষ্ণোঃ পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে
তস্য গোত্রান্বয়ে জাতাশ্চত্বারঃ প্রথিতা ভুবি।
শ্যামাশ্চ মুদ্গলাশ্চৈব বলারকগবিষ্ঠিরাঃ।
এতে পুনাং তু চত্বারঃ স্মৃতাঃ পক্ষা মহৌজসাম্
কশ্যপান্নারদশ্চৈবপর্ব্বতোহরুন্ধতী তথা
জজ্ঞিরে চ অরুন্ধত্যাস্তান্নিবোধত সত্তমাঃ। ৭৯
নারদস্তু বসিষ্ঠায়ারুন্ধতীং প্রত্যপাদয়ৎ।
ঊর্দ্ধরেতা মহাতেজা দক্ষশাপাত্তু নারদঃ।।৮০
পুরা দেবাসুরে তস্মিন্ সংগ্রামে তারকাময়ে
অনাবৃষ্ট্যা হতে লোকে ব্যগ্রে শক্রে সুরৈঃ সহ
বসিষ্ঠস্তপসা ধীমান্ ধারয়ামাস বৈ প্রজাঃ ।৮১
অন্নৌষধং মূলফলমোষধীশ্চ প্রবর্ত্তয়ন্।
তাস্তেন জীবয়ামাস কারুণ্যাদৌষধেন তু।।৮২

অরুন্ধত্যাং বসিষ্ঠস্তু শক্তিমুৎপাদয়দ্দ্বিজাঃ।
সাগরং জনয়চ্ছক্তেরদৃশ্যন্তী পরাশরম্ ৮৩
কালী পরাশরাজ্জজ্ঞে কৃষ্ণদ্বৈপায়নং প্রভুম্।
দ্বৈপায়নাদরণ্যাং বৈ শুকো জজ্ঞে গুণান্বিতঃ।।
উৎপদ্যন্তে চ পীবর্য্যাং ষড়িমে শুকসূনবঃ।
ভূরিশ্রবা প্রভুঃ শম্ভুঃ কৃষ্ণো গৌরশ্চ পঞ্চমঃ।
কন্যা কীর্ত্তিমতী চৈব যোগমাতা দৃঢ়ব্রতা।
জননী ব্রহ্মদত্তস্য পত্নী সাত্বগুহস্য চ।। ৮৭
শ্বেতাঃ কৃষ্ণাশ্চ গৌরাশ্চ শ্যামাধূম্রাঃ সমুলিকাঃ
উষ্মপা দারকশ্চৈব নীলাশ্চৈব পরাশরাঃ।।৮৭
পারাশরাণামষ্টৌ তে পক্ষাঃ প্রোক্তা মহাত্মনাম্
অত উর্দ্ধং নিবোধধ্বমিন্দ্রপ্রতিমসম্ভবম্।
বসিষ্ঠস্য কপিঞ্জল্যাং ঘৃতাচ্যাং সমপদ্যত।
কুশীতিয়ঃ সমাখ্যাতা ইন্দ্রপ্রতিম উচ্যতে।।৮৮
পৃথোঃ সুতায়াঃ সম্ভূতঃ পাত্রস্তস্যাভবদ্বসুঃ।
উপমন্যুঃ সুতস্তস্য যস্যেমে উপমন্যবঃ।।৮৯

নাম—দত্তাত্রেয় এবং দুর্ব্বাসা। তন্মধ্যে দত্তাত্রেয় জ্যেষ্ঠ এবং দুর্ব্বাসা কনিষ্ঠ। ইহাদের অবলা নারী ব্রহ্মবাদিনী এক ভগিনী ছিলেন। পৌরাণিকগণ দত্তাত্রেয় সম্বন্ধে এক শ্লোক কীর্ত্তণ করিয়াছেন যে, অত্রিপুত্র মহাত্ম শান্তাত্মা অকল্মষ দত্তাত্রেয়, ভগবান বিষ্ণুর তনুস্বরূপ। ইঁহার বংশে শ্যাম, মুদ্গল, বলারক ও গবিষ্ঠির নামক চারিটী মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কশ্যপ হইতে নারদ, পর্ব্বত ও অরুন্ধতী জন্ম গ্রহণ করেন। অরুন্ধতী যে সকল প্রজা প্রসব করেন, তাহাদের নাম বলিতেছি শ্রবন করুন। নারদ অরুন্ধতীকে বসিষ্ঠের করে সম্প্রদান করেন। নারদ দক্ষশাপপ্রভাবে ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন। পূর্ব্বে দেবাসুরসংগ্রাম উপস্থিত হইলে, অনাবৃষ্টি বশতঃ প্রজাগণ নিহত ও তন্নিবন্ধন সুরগণের সহিত শক্র অতিশয় ব্যগ্র হইলে ধীমান বসিষ্ঠ করুণা-পরতন্ত্র হইয়া তপঃপ্রভাবে অন্ন, ঔষধ, মূল, ফল ও ওষধি প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রজাসকল রক্ষা করেন। হে দ্বিজগণ! ভগবান্ বসিষ্ঠ ভগবতী অরুন্ধতীর উদরে শক্তি নামক পুত্র উৎপাদন করেন। অদৃশ্যন্তী শক্তি হইতে পরাশরকে প্রসব করেন। পরাশর হইতে কালী ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে উৎপাদন করেন। দ্বৈপায়ন অরণি মন্থন করিয়া গুণবান পুত্র শুকদেবকে প্রাপ্ত হন। পীবরীতে শুকদেবের ছয়টি সন্তান উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও গৌর। এবং শুকের কন্যার নাম কীর্ত্তিমতী। এই কীর্ত্তিমতী যোগজননী ও দৃঢ়ব্রতা এবং ইনি ব্রহ্মদত্তের জননী ও সাত্বগুহের পত্নী ছিলেন। ৭৪-৮৭। শ্বেত, কৃষ্ণ, গৌর, শ্যাম, ধূম্র, সমুলিক, উষ্মপ, দারক, নীল ও পরাশর, মহাত্মা পরাশরগণের এই আটটি পক্ষ কথিত আছে। কপিঞ্জলী ঘৃতাচীর উদরে বসিষ্ঠের ইন্দ্রপ্রতিম কুশীতিয় নামক এক পুত্র উৎপন্ন হয়। পৃথুনন্দিনীর গর্ভে বসু নামে তাঁহার আর এক পুত্র জন্মে। বসুপুত্র উপমন্যু, উপমন্যুর

মিত্রাবরুণয়োশ্চৈব কুণ্ডিনো যে পরিশ্রুতাঃ।
একার্ষেয়াস্তথৈবান্যে বাসিষ্ঠা নাম বিশ্রুতাঃ ৯৫
এতে পক্ষ বসিষ্ঠানাং স্মৃতা একাদশৈব তু।।
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রা মানসা হ্যষ্ট বিশ্রুতাঃ।
ভ্রামরঃ সুমহাভাগা যেষাং বংশাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
ত্রীঁ লোকান্ ধরয়ন্তীমান্ দেবর্ষিগণসঙ্কুলান্।
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ
যৈর্ব্যাপ্তা পৃথিবী সর্ব্বা সূর্য্যস্যেব গভস্তিভিঃ।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ঋষিবংশানুকীর্ত্তনং নাম সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৭০।।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য সূতস্য বিদিতাত্মনঃ।
উত্তরং পরিপপ্রচ্ছুঃ সূতপুত্রং দ্বিজাতয়ঃ। ১
শাংশপায়ন উবাচ।
কথং দ্বিতীয়মুৎপন্না ভবানী প্রাক্ সতী তু যা
আসীদ্দাক্ষায়ণী পূর্ব্বমুমা কথমজায়ত।।২
মেনায়াং পিতৃকন্যায়াং জনয়ামাস শৈলরাট্।
কে চৈতে পিতরশ্চৈব যেষাং মেনা তু মানসী
মৈনাকশ্চৈব দৌহিত্রো দৌহিত্রী চ তথা হ্যুমা
একপর্ণা তথা চৈব তথা যা চৈকপাটলা।।৪
গঙ্গা চৈব সরিচ্ছ্রেষ্ঠা সর্ব্বাসাং পূর্ব্বজা তথা।
পূর্ব্বমেব ময়োদ্দিষ্টং শৃণুধ্বং মম সর্ব্বশঃ।।৫
ক এতে পিতরশ্চৈব বর্ত্তন্তে ক চ বা পুনঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রন্তে শ্রাদ্ধস্য চ পরং বিধিম্
পুত্রাশ্চ তে স্মৃতাঃ কেষাং কথঞ্চ পিতরস্তু তে
পিতরঃ কথমুৎপন্নাঃ কস্য পুত্রাঃকিমাত্মকাঃ।।৭
স্বর্গে তু পিতরোঽন্যে যে দেবানামপি দেবতাঃ
এবং বৈ শ্রোতুমিচ্ছামি পিতৄণাং সর্গমুত্তমম্।।
যথাবদ্দত্তমস্মাভিঃ শ্রাদ্ধং প্রীণাতি বৈ পিতৄন্।
যদর্থন্তে ন দৃশ্যন্তে তত্র কিং কারণং স্মৃতম্
স্বর্গে হি কে তু বর্ত্তন্তে পিতরো নরকে তু কে

বংশধরগণ উপমন্যু নামে খ্যাত। মিত্রাবরুণের কুণ্ডিন নামক বিখ্যাত বংশধরগণও একবংশসম্ভূত বলিয়া সকলেই বাসিষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ। এই যে বংশবিবরণ বলা হইল, ইহা বসিষ্ঠের একাদশ পক্ষ। পূর্ব্বোক্ত অষ্ট ঋষি ব্রহ্মার মানসপুত্র ইহাদের বংশধরগণ পরম্পরাক্রমে দেবর্ষিগণসঙ্কুল এই তিন লোক ধারণ করিতেছেন এবং ইহাদের শত সহস্র পুত্রগণ সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। ৮৮—৯৪।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭০।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

দ্বিজাতিগণ বিদিতাত্মা সূতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবশিষ্ট বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। শাংশপায়ন বলিলেন,—যিনি পূর্ব্বে দক্ষকন্যা সতী ছিলেন, সেই ভবানী পুনরায় কি প্রকারে শৈলরাজ হইতে পিতৃকন্যা মেনার গর্ভে উমা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন? মেনা যাহাদের মানসী কন্যা, মৈনাক দৌহিত্র, একপর্ণা, একপাটলা, উমা এবং সর্ব্ব পূর্ব্বজা সরিদ্বরা গঙ্গা যাঁহাদের দৌহিত্রী, সেই পিতৃগণ কে? এই সকল প্রশ্ন পূর্ব্বেই আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি, আপাততঃ শ্রবণ করুন এই পিতৃগণ কে? ইঁহারা কোথায় থাকেন? ইঁহারা কাহার পুত্র? কি প্রকারে তাঁহারা পিতৃনামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন? কি প্রকারে তাঁহারা উৎপন্ন হইয়াছেন? এবং তাঁহাদের স্বরূপ কি? দেবতাদিগেরও দেবতা যে পিতৃগণ স্বর্গে বাস করেন; আমি সেই পিতৃগণের উত্তম সৃষ্টিবিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি। ১—৮। আমাদের প্রদত্ত শ্রাদ্ধ সেই পিতৃগণকে প্রীতিযুক্ত করে। যে নিমিত্ত এই পিতৃগণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হন না, তাহার কারণ কি? কোন কোন্ পিতৃগণ স্বর্গে এবং কাহারাই বা নরকে বাস করেন?

অভিসন্ধায় পিতরং পিতুশ্চ পিতরং তথা।
পিতুঃ পিতামহশ্চৈব ত্রিষু পিণ্ডেষু নামতঃ। ১০
কানি শ্রাদ্ধানি দেয়ানি কথং গচ্ছন্তি বৈ পিতৄন্
কথঞ্চ শক্তোস্তে দাতুং নরকস্থাঃ ফলং পুনঃ।
কে চেহ পিতরো নাম কানষ দামো বয়ং পুনঃ।
দেবা অপি পিতৄন্ স্বর্গে যজন্তীতি হি নঃ শ্রুতম্
এতদিচ্ছামি বৈ শ্রোতুং বিস্তরেণ বহুশ্রুত।
স্পষ্টাভিধানমর্থং বৈ তত্ত্ববান্ বক্তুমর্হতি।।১৩
ঋষীণান্তু বচঃ শ্রুত্বা সূতস্তত্ত্বার্থদর্শিবান্।
আচচক্ষে যথাপ্রশ্নমৃষীণাং মানসং ততঃ।।১৪
সূত উবাচ।
অত্র বো বর্ণয়িষ্যামি যথাপ্রজ্ঞং যথাশ্রুতম্।
মন্বন্তরেষু জায়ন্তে পিতরো দেবসূনবঃ।।১৫
অতীতানাগতে জ্যেষ্ঠাঃ কনিষ্ঠা ক্রমশস্তু তে
দেবৈঃ সার্দ্ধং পুরাতীতাঃ পিতরো যেহন্তরেষু
বৈ।।১৬
বর্ত্তন্তে সাম্প্রতং যে তু তান্বৈ বক্ষ্যামি
নিশ্চয়াৎ।
শ্রাদ্ধং চৈবাং মনুষ্যাণাং শ্রাদ্ধমেব প্রবর্ত্ততে।
দেবানসৃজত ব্রহ্মা নাযক্ষ্যন্নিতি বৈ পুনঃ।
তমুৎসৃজ্য তদাত্মানমসৃজংস্তে ফলার্থিনঃ।।১৭
তে শপ্তা ব্রহ্মণা মূঢ়া নষ্টসংজ্ঞা ভবিষ্যথ।
ন স্ম কিঞ্চিদ্বিজানন্তি ততো লোকো হ্যমুহ্যত
তে ভূয়ঃ প্রণতাঃ সর্ব্বে যাচন্তি স্ম পিতামহম্
অনুগ্রহায় লোকানাং পুনস্তানব্রবীৎ প্রভুঃ।।১৮
প্রায়শ্চিত্তং চরধ্বং বৈ ব্যভিচারো হি বঃ কৃতঃ
পুত্রান্ স্বান পরিপৃচ্ছধ্বং ততো জ্ঞানমবাপ্স্যথ
ততস্তে স্বান্ সুতাংশ্চৈব প্রায়শ্চিত্তজিঘৃক্ষবঃ।
অপৃচ্ছন সংযতাত্মানো বিধিবচ্চ মিথো মিথঃ
তেভ্যস্তে নিয়তাত্মানঃ প্রশশংসুরনেকধা।
প্রায়শ্চিত্তানি ধর্ম্মজ্ঞা বাঙ্মনঃ কর্ম্মজানি তু।।২২
তে পুত্রানব্রুবন প্রীতা লব্ধসংজ্ঞা দিবৌকসঃ।

কোন্ কোন্ শ্রাদ্ধে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম উল্লেখপূর্ব্বক তিনটি পিণ্ড প্রদান করিতে হয়? সেই প্রদত্ত পিণ্ডই বা পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হয় কি প্রকারে? নরকস্থ পিতৃগণই বা কি প্রকারে শ্রাদ্ধের ফলপ্রদানে সক্ষম হন? পিতৃগণই বা কাহাদিগকে বলে? এবং আমরা কাহাদিগেরই বা যজন করিব? আমরা শুনিয়াছি যে, স্বর্গে দেবগণও পিতৃগণের যজন করিয়া থাকেন হে বহুশ্রুত। আমরা এই সকল প্রশ্নের উত্তর বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি স্পষ্টাক্ষরে তাহা আমাদিগকে বলুন- অতঃপর তত্ত্বার্থদর্শী সূত এইরূপে অভিহিত হইয়া ঋিগণের অভিমত বিষয় কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন; বলিলেন,— আমি আপনাদের প্রশ্নানুসারে যথাশ্রুত বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ করুন। মন্বন্তরসমূহে পিতৃগণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা দেবতনয় এবং অতীত অনাগত ভেদে ক্রমশ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব নির্ব্বাচিত হয়। পূর্ব্বে মন্বন্তররাবসানে দেবগণের সহিত যাঁহারা অতীত হইয়াছেন এবং যাঁহারা সম্প্রতি বর্ত্তমান, তাঁহাদের বিবরণ আমি নিশ্চিতরূপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মনুষ্য গণের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত বস্তুই ইহাদিগের শ্রাদ্ধ। ভগবান ব্রহ্মা প্রথমতঃ দেবতাসৃজন করেন কিন্তু পূজা করেন না; এ জন্য তাঁহারা ব্রহ্মাকে উপেক্ষা করিয়া ফলকামনায় নিজেরাই সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। এ কারণ ,ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে শাপ প্রদান করেন যে, তোমরা মূঢ় ও নষ্টসংজ্ঞ হইবে। তোমাদের কোন বিষয়ে জ্ঞান থাকিবে না। পিতৃগণের প্রতি এই শাপনিবন্ধই লোক সকল মুহ্যমান। ৯ — ১৮। ঐ দেবগণ পুনরায় প্রণত হইয়া পিতামহের নিকট তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন এবং তিনিও তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, তোমরা প্রায়শ্চিত্য কর; তোমরা ব্যভিচার করিয়াছ তোমরা তোমাদের পুত্র গণকে জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলেই তোমাদের জ্ঞান জন্মিবে। অনন্তর প্রায়শ্চিত্তার্থী ঐ দেবগণ প্রযত হইয়া স্বীয় পুত্রগণকে প্রায়শ্চিত্য—বাক্য, মন ও কর্ম্মজ পুত্রগণের

যূয়ং বৈ পিতরোঽস্মাকং যে বয়ং প্রতিবোধিতাঃ
ধর্ম্মজ্ঞানঞ্চ কামশ্চ কো বরো বঃ প্রদীয়তাম্।।
পুনস্তানব্রবীদ্ব্রহ্মা যূয়ং বৈ সত্যবাদিনঃ।
তস্মাদ্‌যদুক্তং যুষ্মাভিস্তত্তথা ন তদন্যথা।।২৪
উক্তঞ্চ পিতরোঽস্মাকমিতি বৈ তনয়া স্বকাঃ।
পিতরস্তে ভবিষ্যন্তি তেভ্যোঽয়ং দীয়তাং বরঃ
তেনৈব বচসা পুত্রা ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
পুত্রাঃ পিতৃত্বমাপ্নুঃ পুত্রত্বং পিতরঃ পুনঃ।।২৬
তস্মাত্তে পিতরঃ পুত্রাঃ পিতৃত্বং তেষু তৎস্মৃতম্
এবং স্মৃত্বা পিতৄন্ পুত্রান্ পুত্রাশ্চ পিতরস্তথা।
ব্যাজহার পুনর্ব্রহ্মা পিতৄনাত্মবিবৃদ্ধয়ে।।২৭
যো হ্যনিষ্ট্বা পিতৄন শ্রাদ্ধে ক্রিয়াং কাঞ্চিৎ
করিষ্যতি।
রাক্ষসা দানবাশ্চৈব ফলং প্রাপ্স্যন্তি তস্য তৎ

শ্রাদ্ধৈরাপ্যায়িতাশ্চৈব পিতরঃ সোমমব্যয়ম্।
আপ্যায়মানা যুষ্মাভির্বর্দ্ধয়িষ্যন্তি নিত্যশঃ।।২৯
শ্রাদ্ধৈরাপ্যায়িতঃ সোমো লোকানাপ্যায়য়িষ্যতি
কৃৎস্নং স পর্ব্বতবনং জঙ্গমাজঙ্গমৈর্বৃতম্।।৩০
শ্রাদ্ধানি পুষ্টিকামাশ্চ যে করিষ্যন্তি মানবাঃ।
তেভ্যঃ পুষ্টিং প্রজাশ্চৈব দাস্যন্তি পিতরঃ সদা
শ্রাদ্ধে যেভ্যঃ প্রদাস্যন্তি ত্রীন্ পিণ্ডান্নাম-
গোত্রতঃ।।
সর্ব্বত্র বর্ত্তমানাস্তে পিতরঃ প্রপিতামহম্।
তেষামাপ্যায়য়িষ্যন্তি শ্রাদ্ধদানেন বৈ প্রজাঃ।।
এবমাজ্ঞা কৃতা পূর্ব্বং ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
তেনৈতৎসর্ব্বথা সিদ্ধং দানমধ্যয়নং তপঃ।।৩৩
তে তু জ্ঞানপ্রদাতারঃ পিতরো বোন সংশয়ঃ।
ইত্যেতে পিতরো দেবা দেবাশ্চ পিতরঃ পুনঃ
অন্যোন্যপিতরো হ্যেতে দেবাশ্চ পিতরশ্চ হ
এতদ্‌ব্রহ্মবচঃ শ্রুত্বা সূতস্য বিদিতাত্মনঃ

এই কথায় তাঁহারা প্রীত হইয়া সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং বলিলেন,—তোমরা আমাদের পিতা; যেহেতু আমরা তোমাদের দ্বারাই প্রতিবোধিত হইয়াছি। ধর্ম্মজ্ঞান এবং কাম, এই দুইটির মধ্যে কোন্ বর তোমাদিগকে প্রদান করিব তাহা তোমরা বল তখন ভগবান ব্রহ্মা পুনরায় তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা সত্যবাদী, অতএব তোমাদের পুত্রগণকে যাহা বলিয়াছ, তাহার আর অন্যথা হইবে না। তোমরা বলিয়াছ যে, তোমরা আমাদের পিতা, আমরা তোমাদের পুত্র, তোমরা আমাদিগের পিতা হইবে। এই জন্য তোমাদিগকে এই বর প্রদান করিলাম পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার এইরূপ বাক্যে পুত্রগণ পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং পিতৃগণ পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই জন্য ঐ পুত্রগণ পিতৃগণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপে পুত্রগণের পিতৃত্ব এবং পিতৃগণের পুত্রত্ব স্মরণ করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা আত্ম-বৃদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় পিতৃগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে পিতৃগণের পিতৃগণের পূজা করিয়া অপর যে কোন কর্ম্ম করে, তাহার ঐ কর্ম্মের ফল দানব ও রাক্ষসগণ ভোগ করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধে আরাধিত পিতৃগণ আপ্যায়িত হইয়া অব্যয় সোমকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। সোম শ্রাদ্ধ দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া সবন-পর্ব্বত চরাচর সমগ্র জগৎ আপ্যায়িত করেন। যে মানব পুষ্টিকামনা করিয়া শ্রাদ্ধ প্রদান করেন, পিতৃগণ তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই প্রজা ও পুষ্টি বিতরণ করিয়া থাকেন। ১৯-৩১। শ্রাদ্ধে নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া তিনটি পিণ্ড প্রদান করিলেন, পিতা হইতে প্রপিতামহ পর্য্যন্ত পিতৃগণ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট হইয়া পিণ্ডপ্রদাতা সন্তানগণকে সর্ব্বত্র আপ্যায়িত করেন। পূর্ব্বে স্বয়ং ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছেন যে, মাত্র শ্রাদ্ধ দ্বারাই দান অধ্যয়ন ও তপস্যা সিদ্ধ হইয়া থাকে। পিতৃগণ তোমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করিবেন এ বিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় নাই পিতৃগণই দেবতা পরস্পরের পিতা। মুনিগণ বিদিতাত্মা সূতপ্রোক্ত এইরূপ ব্রহ্ম-

পপ্রচ্ছুর্মুনয়ো ভূয়ঃ সূতং তস্মাদযপুত্তরম্। ৩৫
ঋষয় উচুঃ।
কিয়ন্তো বৈ পিতৃগণাঃ কস্মিন্ কালে চ তে গণাঃ
বর্ত্তন্তে দেবপ্রবরা দেবানাং সোমবর্দ্ধনাঃ। ৩৬
সূত উবাচ।
এতত্বোহহং প্রবক্ষ্যামি পিতৃসর্গমনুত্তমম্।
শংযুঃ পপ্রচ্ছ যৎপূর্ব্বং পিতরং বৈ বৃহস্পতিম্।
বৃহস্পতিমুপাসীনং সর্ব্বজ্ঞানার্থকোবিদম্।
পুত্রঃ শংযুরিমং প্রশ্নং পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিত। ৩৮
ক এতে পিতরো নাম কিয়ন্তঃ কে চ নামতঃ।
সমুদ্ভূতাঃ কথং চৈতে পিতৃত্বং সমুপাগতাঃ। ৩৯
কস্মাচ্চ পিতরঃ পূর্ব্বং যজ্ঞেহযুজ্যন্ত নিত্যশঃ
ক্রিয়াশ্চ সর্ব্বা বর্ত্তন্তে শ্রাদ্ধপূর্ব্বা মহাত্মনাম্। ৪০
কস্মৈ শ্রাদ্ধানি দেয়ানি কিং চ দত্তং মহাফলম্
কেষু বাপ্যক্ষয়ং শ্রাদ্ধং তীর্থেষু চ নদীষু চ। ৪০
কেষু বৈ সর্ব্বান প্নোতি শ্রাদ্ধং কৃত্বা দ্বিজোত্তমঃ
কশ্চ কালো ভবেচ্ছ্রাদ্ধে বিধিঃ কশ্চানুবর্ত্ততে।
এতদিচ্ছামি ভগবন্ বিস্তরেণ যথাতথম্।
ব্যাখ্যাতুমানুপূর্ব্বেণ যত্র চোদাহৃতং ময়া। ৪৩
বৃহস্পতিরিদং সম্যগেবং পৃষ্টো মহামতিঃ।
ব্যাজহারানুপূর্ব্বেণ প্রশ্নং প্রশ্নবিদাংবরঃ। ৪৪
বৃহস্পতিরুবাচ।
কথয়িষ্যামি তে তাত যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
বিনয়েন যথান্যায়ং গম্ভীরং প্রশ্নমুত্তমম্। ৪৫
দ্যৌরন্তরীক্ষং পৃথিবী নক্ষত্রাণি দিশস্তথা।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ চৈব তথাহোরাত্রমেব চ। ৪৬
ন বভূবুস্তদা তাত তমোভূর্তমিদং জগৎ।
ব্রহ্মৈকো দুশ্চরং তত্র চচার পরমং তপঃ। ৪৭
শংযুস্তমব্রবীদ্ভূয়ঃ পিতরং ব্রহ্মবিত্তমম্।
সর্ব্বদৈব ব্রতস্নাতং সর্ব্বজ্ঞানবিদাংবরম্। ৪৮
কীদৃশাং সর্ব্বভূতেশস্ত তেপে প্রজাপতিঃ।
এবমুক্তো বৃহত্তেজা বৃহস্পতিরুবাচ তম্। ৪৯
সর্ব্বেষাং তপসাং যুক্তিস্তপোযোগমনুত্তমম্।

বাক্য শ্রবণ করিয়া, অবশিষ্ট বিষয় জানিবার জন্য পুনরায় সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —হে সূত! দেবগণের সোমবর্দ্ধন, দেবতা-প্রবর পিতৃগণ কিয়ৎসংখ্যক এবং কোনকালেই বা তাঁহারা বর্ত্তমান থাকেন? সূত বলিলেন,— পূর্ব্বে শংযু, পিতা বৃহস্পতির নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি সেই অনুত্তম পিতৃ-সর্গ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন কদাচিৎ পুত্র শংযু, সর্ব্বজ্ঞানার্থ কোবিদ, সন্নিহিত পিতা বৃহস্পতিকে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,— হে তাত! যাহাদিগকে আমরা পিতৃদেব বলিয়া জানি, তাঁহারা কে? তাঁহারা সংখ্যায় কত? তাঁহাদের নাম কি? তাঁহারা কি প্রকারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন? ইঁহাদিগকে পিতৃগণই বা কেন বলে? কিজন্য সর্ব্বাগ্রে ইঁহারা যজ্ঞ কর্ম্মে নিত্য পূজিত হন? কিহেতু ঐ মহাত্মা দিগের সকল ক্রিয়াই শ্রাদ্ধপূর্ব্বক করিতে হয়? শ্রাদ্ধই বা কাহাদিগকে দেওয়া হয়? কিরূপ দানই বা মহাফলজনক? কোন তীর্থ, ও নদী প্রভৃতিতে শ্রাদ্ধ অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে? কোন স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধ হয়? শ্রাদ্ধের নির্দ্দিষ্ট কাল কি কি? শ্রাদ্ধের বিধি কি প্রকার? এই সকল আমি বিস্তৃতরূপে আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। মহামতি বৃহস্পতি পুত্র শংযু কর্ত্তৃক এইরূপে সম্যক্ অভিহিত হইয়া যথাযথ তাহার প্রশ্নের উত্তর কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ৩২ ৪৪। তিনি বলিলেন,—হে তাত! তুমি যে আমায় গম্ভীর উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, ঐ প্রশ্নের উত্তর আমি যথান্যায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। যখন স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, নক্ষত্র, দিক্, সূর্য্য, চন্দ্রমা, দিবা ও রাত্রি, কিছুমাত্র ছিল না, সমস্তই তমোময় ছিল; তখন ভগবান ব্রহ্মা দুশ্চর পরম তপস্যা করেন। শংযু পিতার কথা শেষ না হইতেই পুনরায় জ্ঞানাবৎশ্রেষ্ঠ ব্রতস্নাত ব্রহ্মবিত্তম স্বীয় পিতা বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পিতঃ ! সর্ব্বভূতেশ প্রজাপতি কীদৃশ তপশ্চরণ করিয়াছিলেন? বৃহত্তেজা বৃহস্পতি পুত্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভি-

ধ্যায়ংস্তদা তত্তগবাংস্তেন লোকানবাসৃজৎ ৫০
ভূতভব্যানি জ্ঞানানি লোকান্ বেদাংশ্চ কৃৎস্নশঃ
যোগমাবিশ্য তৎসৃষ্টং ব্রহ্মণা যোগচক্ষুষা।।৫১
লোকাঃ সান্তানিকা নাম যত্র তিষ্ঠন্তি ভাস্বরাঃ।
তে বৈরাজা ইতি খ্যাতা দেবানাং দিবি দেবতাঃ
যোগেন তপসা যুক্তঃ পূর্ব্বমেব তদা প্রভুঃ।
দেবানসৃজত ব্রহ্মা যোগং যুক্ত্বা সনাতনম্।।৫৩
আদিদেবা ইতি খ্যাতা মহাসত্ত্বা মহৌজসঃ।
সর্ব্বকামপ্রদাঃ পূজ্যা দেবদানবমানবৈঃ।। ৫৪
তেষাং সপ্ত সমাখ্যাতা গণাস্ত্রৈলোক্য-
পূজিতাঃ।
অমূর্ত্তয়স্ত্রয়স্তেষাং চত্বারস্তু সুমূর্ত্তয়ঃ।।৫৫
উপরিষ্টাত্ত্রয়স্তেষাং বর্ত্তন্তে ভাবমূর্ত্তয়ঃ।
তেষামধস্তাদ্বর্ত্তন্তে চত্বারঃ সূক্ষ্মমূর্ত্তয়।।৫৬
ততো দেবাস্ততো ভূমিরেষা লোকপরম্পরা।
লোকে বর্ত্তন্তি তে হ্যস্মিংস্তেভ্যঃ পর্জ্জন্যসম্ভবঃ
বৃষ্টির্ভবতি তৈর্বৃষ্ট্যা লোকানাং সম্ভবঃ পুনঃ।।৫৭

আপ্যায়য়ন্তি তে যস্মাৎ সোমমন্নঞ্চ যোগতঃ
উচুস্থান বৈপিতৃংস্তস্মাল্লোকানাং লোকসত্তমাঃ
মনোজবাঃ স্বধাভক্ষাঃ সর্ব্বকামপরিচ্ছদাঃ।
লোভমোহভয়োপেতা নিশ্চিতাঃ শোকবর্জ্জিতাঃ
এতে যোগং পরিত্যজ্য প্রাপ্তা লোকান্
সুদর্শনান্।
দিব্যাঃ পুণ্যা মহাত্মানো বিপাপ্মানো ভবন্ত্যত
ততো যুগসহস্রান্তে জায়ন্তে ব্রহ্মবাদিনঃ।
প্রতিলভ্য পুনর্যোগং মোক্ষং গচ্ছন্ত্যমূর্ত্তয়ঃ।।
ব্যক্তাব্যক্তং পরিত্যজ্য মহাযোগবলেন বা।
নশ্যন্ত্যন্তেন গগনে ক্ষীণাবিদ্যুৎপ্রভেব চ।। ৬২
উৎসৃজ্য দেহজাতানি মহাযোগবলেন চ।
নিরাখ্যোপাখ্যাতাং যান্তি সরিতঃ সাগরে যথা
ক্রিয়য়া গুরুপূজ ভির্যোগং কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ।
তাভিরাপ্যায়য়ন্ত্যেতে পিতরো যোগবর্দ্ধনাঃ।।
শ্রাদ্ধে প্রীতাঃ পুনঃ সোমং পিতরো যোগমা-
স্থিতাঃ।

হিত হইয়া পুনরায় তাহাকে বলিলেন,— অনুত্তম তপোযোগ সকল যোগের শ্রেষ্ঠ ভগবান্ ব্রহ্মা এই যোগ অবলম্বনেই ধ্যান করিয়া লোকত্রয় সৃজন করেন, এবং ঐ যোগচক্ষু ভগবান্ প্রথমতঃ ভুত-ভবিষ্যৎ জ্ঞান, লোক ও সমগ্র বেদ প্রকাশ করেন। যথায় স্বর্গে সান্তানিক নামক দীপ্ত লোক সকল বিরাজিত, সে লোকে দেবতাদিগেরও দেবতা বৈরাজ নামে কতিপয় দেব বাস করিয়া থাকেন। প্রভু সনাতন তপ ও যোগাবলম্বনে প্রথমেই সেই দেবগণকে সৃষ্টি করেন. ইহাঁরা আদিদেব নামে খ্যাত, মহাসত্ত্ব, মহৌজা, সর্ব্বকামপ্রদ এবং দেব-দানব ও মানবগনের পূজ্য. ইহারা সপ্ত সংখ্যক এবং ত্রৈলোক্য-পূজিত। ইহাঁদের সপ্ত জনের মধ্যে তিনজন অমূর্ত্ত এবং চারিজন সুমূর্ত্তিসম্পন্ন প্রথম তিন জন ভাবমূর্ত্তি এবং পরবর্ত্তী চারিজন সুক্ষ্মমূর্ত্ত। ইহাঁদের হইতেই প্রথমতঃ দেবগণ, তদনন্তর ভুমি, অনন্তর লোকপরম্পরা, তাহার পর পর্জ্জন্য, তদনন্তর বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতেই লোক সৃষ্টি। তাঁহারা যোগবলে অন্ন ও ভগবান্ সোমকে আপ্যায়িত করেন, এ জন্যই লোকসত্তমগণ ইহাঁদিগকে লোকপিতা বলিয়া থাকেন। ইহাঁরা মনোজব, স্বধাভোজী, সর্ব্বকামপরিচ্ছদ, তাঁহাদের লোভ, মোহ এবং ভয় নাই, তাঁহাদের সংশয় নাই এবং তাঁহারা শোকবর্জ্জিত। ইহাঁরা যোগ পরিত্যাগ করিয়া সুদর্শন লোক সকল প্রাপ্ত হন. ইহাঁরা স্বর্গীয়, সুপুণ্য, মহাত্মা ও বিগতপাপ।৪০-৬০। এই ব্রহ্মবাদিগণ যুগ সহস্রান্তে জন্মগ্রহণ করেন এবং পুনরায় যোগাবলম্বনে মূর্ত্তিরহিত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হন ইহাঁরা যোগবলে ব্যক্তাব্যক্ত দেহজাত পরিত্যাগ করিয়া গগণে উল্কা ও বিদ্যুৎ এবং সাগরে সরিতের ন্যায় আখ্যা রাহিত্য ও নাশ প্রাপ্ত হন। যাহারা গুরু পূজাদি সৎক্রিয়ার আচরণ করেন, তাঁহাদের ঐ ক্রিয়া দ্বারা যোগবর্দ্ধন পিতৃগণ আপ্যায়িত হন। পিতৃগণ শ্রাদ্ধে প্রীত হইয়া যোগাবলম্বনে সোমকে আপ্যায়িত ও এই

আপ্যায়য়ন্তি যোগেন ত্রৈলোক্যং যেন জীবতি
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধানি দেয়ানি যোগিভ্যো যত্নতঃ সদা।
পিতৃণাং হি বলং যোগাৎ সোমঃ
প্রবর্ত্ততে।।৬৬
সহস্রশস্তু বিপ্রান্ বৈ ভোজয়েদ্যাবদাগতান্।
একস্তু যোগবিৎ প্রীতঃ সর্ব্বানর্হতি তত্তম্।।৬৭
কল্পিতানাং সহস্রেন স্নাতকানাং শতেন চ।
যোগাচার্য্যেন যদ্ভুক্তং ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।।
গৃহস্থানাং সহস্রেন বানপ্রস্থশতেন চ।
ব্রহ্মচারিসহস্রেন যোগী হ্যেকো বিশিষ্যতে।।৬৯
নাস্তিকো বা বিকর্ম্মা বা সঙ্কীর্ণস্তস্করোঽপি বা
নান্যত্র কারণং দানং যোগেষাহ প্রজাপতিঃ।
পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি সুবৃষ্টেনেব কর্ষকাঃ।
পুত্রো বাপ্যথ বা পৌত্রো ধ্যানিনং ভোজ-
য়িষ্যতি।।৭১
অলাভে ধ্যানিভিক্ষূণাং ভোজয়েদ্ ব্রহ্মচারিণৌ
তদলাভেহপ্যুদাসীনং গৃহস্থমপি ভোজয়েৎ।।
যস্তিষ্ঠেদেকপাদেন বায়ুভক্ষঃ শতং সমাঃ।
ধ্যানযোগী পরস্তস্মাদিতি ব্রহ্মানুশাসনম্।।৭৩
সিদ্ধা হি বিপ্ররূপেণ চরন্তি পৃথিবীমিমাম্,
তস্মাদতিথিমায়ান্তমভিগচ্ছেৎ কৃতাঞ্জলিঃ।।৭৪
পূজয়েচ্চার্ঘ্যভোজ্যং দেবা যোগেশ্বরাঃ সদা।
নানারূপৈশ্চরন্ত্যেতে প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্।
তস্মাদ্দদ্যাচ্চ বৈ দানং বিপ্রায়াতিথয়ে নরঃ।
প্রদানানি প্রবক্ষ্যামি ফলৈশ্চৈষাং তথৈব চ।।
অশ্বমেধসহস্রেণ রাজসূয়শতেন চ।
পুণ্ডরীকসহস্রেণ যোগিষ্বেবসথো বরম্।।৭৭
আদ্য এষ গণঃ প্রোক্তঃ পিতৃণামমিতৌজসাম্
ভাবয়ন্ সপ্ত কালান্ বৈ স্থিত এষ গণঃ সদা।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বান্ পিতৃগণান্ পুনঃ
সন্ততিং সংস্থিতিঞ্চৈব ভাবনাঞ্চ যথাক্রমম্।।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে উপোদ্ঘাত-
পাদে শ্রাদ্ধপ্রক্রিয়ারম্ভো নামৈক-
সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।।৭১।।

জগৎকে জীবিত করিয়া থাকেন। অতএব এই পরমযোগী পিতৃগণকে যত্নসহকারে শ্রাদ্ধ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; যোগই পিতৃগণের পরম বল এবং যোগ হইতেই সোমদেব প্রবর্ত্তিত হন। একজন যোগবিৎ ব্যক্তিকে প্রীত করিতে পারিলে, সহস্র অভ্যাগত ব্রাহ্মণভোজনের সমান ফল লাভ হয়। সহস্র ব্রাহ্মণ শত স্নাতক অথবা এক যোগাচার্য্যকে ভোজন করাইলে মহৎ ভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়। সহস্র গৃহস্থ, শত বানপ্রস্থ ও সহস্র ব্রহ্মচারী অপেক্ষা একটী যোগীই বিশিষ্ট। যোগী ব্যক্তি নাস্তিকই হউন, বিকর্ম্মাই হউন, সঙ্কীর্ণচেতাই হইন আর তস্করই হউন, যাহা কেন হউন না, বিচার না করিয়া তাঁহাকেই দান করা উচিত; ইহা প্রজাপতি বলিয়াছেন যে পুত্র পৌত্র — ধ্যানী, ভিক্ষুক তদলাভে ব্রহ্মচারিদ্বয়, তদলাভে উদাসীন, তদলাভে গৃহস্থ ব্যক্তিকেও ভোজন করায়, পিতৃগণ সুবৃষ্টি লাভে কৃষকের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যদি কোন তপস্বী মাত্র জল গ্রহণ করিয়া শত বৎসরকাল একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া তপস্যা করেন, তাহা হইলেও ধ্যানযোগী তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে, ইহা ব্রহ্মার অনুশাসন। সিদ্ধগণ বিপ্রবেশে এই পৃথিবী বিচরণ করেন, এজন্য আগন্তুক অতিথিকে কৃতাঞ্জলি হইয়া সাদরে গ্রহণ করিবে এবং অর্ঘ্য, পাদ্য, বাস-ভবন ও ভোজন প্রদানে তাঁহাকে সৎকৃত করিবে। যোগেশ্বর দেবগণ নানারূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা সাগরাম্বরা মহীতে বিচরণ করত প্রজাপালন করেন। অতএব নর, বিপ্র ও অতিথিগণকে সর্ব্বদা দান করিবে। এই আমি দান ও তাহার ফল কীর্ত্তন করিলাম সহস্র অশ্বমেধ, শত রাজসূয় ও সহস্র পুণ্ডরীক যজ্ঞ হইতে যোগিগণের সংসর্গে বাস করা অধিক পুণ্যজনক। এই অমিতৌজা পিতৃ-

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সপ্ত মেধ্যবতাং শ্রেষ্ঠাঃ স্বর্গে পিতৃগণাঃ স্মৃতাঃ
চত্বারো মূর্ত্তিমন্তশ্চ ত্রয়স্তেষামমূর্ত্তয়ঃ
তেষাং লোকবিসর্গন্তু কীর্ত্তয়িষ্যে নিবোধত। ১
যা বৈ দুহিতরস্তেষাং দৌহিত্রাশ্চৈব যে স্মৃতাঃ
ধর্ম্মমূর্ত্তিধরাস্তেষাং যে ত্রয়ঃ পরমা গণাঃ।।২
নামানি লোকসর্গঞ্চ তেষাং বক্ষ্যে সমাসতঃ।
লোকা বিরজসো নাম্না যত্র তিষ্ঠন্তি ভাস্বরাঃ।
অমূর্ত্তয়ঃ পিতৃগণাঃ পুত্রাস্তে বৈ প্রজাপতেঃ।
বিরজস্য দ্বিজাঃ শ্রেষ্ঠা বৈরজা ইতি বিশ্রুতাঃ
এষ বৈ প্রথমঃ কল্পো বৈরাজানাং প্রকীর্ত্তিতঃ
তেষান্তু মানসী কন্যা মেনা নাম মহাগিরেঃ।
পত্নী হিমবতঃ শুভ্রা যস্যাং মৈনাক উচ্যতে।।৫
জাতঃ সর্ব্বৌষধিধরঃ সর্ব্বরত্নাকরাগ্রবান্।
পর্ব্বতঃ প্রবরঃ পুণ্যঃ ক্রৌঞ্চস্তস্যাত্মজোঽভবৎ
তিস্রঃ কন্যাস্তু পুণ্যঃ ক্রৌঞ্চস্তস্যাত্মজোঽভবৎ
তিস্রঃ কন্যাস্তু মেনায়াং জনয়ামাস শৈলরাট্।
অপর্ণামেকপর্ণাঞ্চ তৃতীয়ামেকপাটলাম্।।৭
আশ্রিতে দ্বে হ্যপর্ণা তু অনিকেত তপোঽচরৎ
ন্যগ্রোধমেকপর্ণা তু পাটলামেকপাটলা।
শতং বর্ষসহস্রাণি দুশ্চরং দেবদানবৈঃ।।৮
আহারমেকপর্ণেন একপর্ণা সমাচরেৎ।
পাটলেনৈব চৈকেন বিদধ্যাদেকপাটলা।।৯
পূর্ণে পূর্ণে সহস্রে দ্বে আহারং বৈ প্রচক্রতুঃ।
একা তত্র নিরাহারা তাং মাতা প্রত্যভাষত
নিষেধয়ন্তী হ্যুমেতি মাতা স্নেহেন দুঃখিতা।
সা তথোক্তা তয়া দেবী মাত্রা দুশ্চরচারিণী।।১১
উমেতি সা মহাভাগা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
তথৈব নাম্না তেনাসৌ নিরুক্তা কর্ম্মণা শুভা।

গণের গণই আদ্য গণ; ইঁহারা সপ্তকাল ভাবনা করিয়া অবস্থান করিতেছেন। অতঃপর অবশিষ্ট পিতৃগণ এবং সন্ততি, সংস্থিতি ও ভাবনা প্রভৃতির বিষয় যথাক্রমে কীর্ত্তন করিব। ৬১-৭১।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৭১।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়.

সূত কহিলেন, —স্বর্গে মেধাবীগণের শ্রেষ্ঠ সপ্তজন সংখ্যাত একটী পিতৃগণ আছে। ঐ সপ্ত জনের মধ্যে তিন জন মূর্ত্তিমান্ ও চারি জন অমূর্ত্ত। সম্প্রতি তাঁহাদিগের প্রজাসর্গ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তাঁহাদের ধর্ম্মমূর্ত্তিধর দুহিতা ও দৌহিত্রদিগের ধর্ম্মমূর্ত্তি তিনটী গণ আছে, তাঁহাদের লোকসর্গ ও নাম সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। স্বর্গে বিরজা নামে যে সকল ভাস্বর লোক আছে, তাঁহারা অমূর্ত্ত পিতৃগণ এবং তাঁহারা প্রজাপতির পুত্র। বিরজ লোকবাসী শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ বৈরাজ নামে প্রসিদ্ধ. বৈরাজ গণের এই প্রথমকল্প কীর্ত্তিত হইল। মেনা ঐ পিতৃগণের মানসী কন্যা। ইনি হিমবানের পত্নী। ইনি মৈনাককে প্রসব করেন। মৈনাক— সর্ব্বৌষধির, রত্নাকর, পর্ব্বতপ্রবর ও পবিত্র। ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত ইহার পুত্র। শৈলরাজ মেনার গর্ভে তিনটী কন্যা উৎপাদন করেন। তাহাদের নাম — অপর্ণা, একপর্ণা ও একপাটলা। অপর্ণা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, একপর্ণা ন্যগ্রোধবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া এবং একপাটলা এক পাটলা তরুর আশ্রয় লইয়া লক্ষবর্ষকাল দেবদানবের দুশ্চরণীয় মহৎ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন। একপর্ণা একটীমাত্র পত্র এবং একপাটলা পাটল মাত্র আহার করিয়া পূর্ণ দুই সহস্র বৎসর অতিবাহিত করেন। ইহাদের মধ্যে প্রথমা অপর্ণা নিরাহারা থাকিতেন। এজন্য তাঁহার মাতা অপর্ণা মেনা স্নেহবশতঃ দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে 'উ' 'মা' অর্থাৎ অনাহারে থাকিয়া ওরূপ তপস্যা করিও না, এইরূপ নিষেধ বাক্য বলিয়াছিলেন, এইজন্য ঐ দুশ্চর ব্রতচারিণী মহাভাগা অপর্ণা এই ত্রৈলোক্যে 'উমা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।১-১২। যত দিন

এতন্নু ত্রিকুমারীকং জগৎ স্থাস্যতি শাশ্বতম্।
এতাসাং তপসা দৃপ্তং যাবদ্ভূমির্ধরিষ্যতি ॥ ১৩
তপঃশরীরাস্তাঃ সর্ব্বাস্তিস্রো যোগবলান্বিতাঃ
দেব্যস্তাঃ সুমহাভাগাঃ সর্ব্বাশ্চ স্থিরযৌবনাঃ
সর্ব্বাশ্চ ব্রহ্মবাদিন্যঃ সর্ব্বাশ্চৈবোর্দ্ধরেতসঃ।
উমা তাসাং বরিষ্ঠা চ শ্রেষ্ঠা চ বরবর্ণিনী ॥১৫
মহাযোগবলোপেতা মহাদেবমুপস্থিতা।
দত্তকাব্যোশনাস্তস্যাঃ পুত্রো বৈ ভৃগুনন্দনঃ ॥১৬
অসিতস্যৈকপর্ণা তু পত্নী সাধ্বী দৃঢ়ব্রতা।
দত্তা হিমবতা তস্মৈ যোগাচার্য্যায় ধীমতে।
দেবলং সুষুবে সা তু ব্রহ্মিষ্ঠং মানসং সুতম্ ॥
যা চৈতাসাং কুমারীণাং তৃতীয়া হ্যেকপাটলা।
পুত্রং শতশিলাকস্য জৈগীষব্যমুপস্থিতা ॥১৮
তস্যাপি শঙ্খলিখিতৌ স্মৃতৌ পুত্রাবযোনিজৌ
ইত্যেতা বৈ মহাভাগাঃ কন্যা হিমবতঃ শুভাঃ
রুদ্রাণী সা তু প্রবরা স্বগুণৈরতিরিচ্যতে।
অন্যোন্যপ্রীতিরনয়োরুমাশঙ্করয়োরথ ॥২০

শ্লেষং সংসক্তয়োর্জ্ঞাত্বা শঙ্কিতঃ কিল বৃত্রহা।
তাভ্যাং মৈথুনসক্তাভ্যামপত্যোদ্ভবভীরুণা।
তয়োঃ সকাশমিন্দ্রেণ প্রেষিতো হব্যবাহনঃ ॥২১
অনয়ো রতিবিঘ্নঞ্চ ত্বমাচর হুতাশন।
সর্ব্বত্র গত এব ত্বং ন দোষো বিদ্যতে তদা।
ইত্যেবমুক্তে তু তথা বহ্নিনা চ তথা কৃতম্।
উমাদেহং সমুৎসৃজ্য শুক্রং ভূমৌ বিসর্জ্জিতম্
ততো রুষিতয়া দেব্যা শপ্তোঽগ্নিঃ শাংশপায়ন
ইদমেবোক্তবতী বহ্নিং রোষগদ্গদয়া গিরা ॥২৪
যস্মান্মধ্যাবিতৃপ্তায়াং রতিবিঘ্নং হুতাশন।
কৃতবানস্য কর্ত্তব্যং তস্মাত্ত্বমসি দুর্ম্মতিঃ ॥ ২৫
যদেবং বিধৃতং গর্ভং রৌদ্রং শুক্রং মহাপ্রভম্
গর্ভং ত্বং ধারয়স্বৈবমেষা তে দণ্ডধারণা ॥২৬
স শাপরোষাদ্রুদ্রাণ্যা অন্তর্গর্ভো হুতাশনঃ।
বহূন্ বর্ষগণান্ গর্ভং ধারয়ামাস বৈ দ্বিজাঃ ॥
স গঙ্গামুপগম্যাহ শ্রূয়তাং সরিদুত্তমে।

পৃথিবী থাকিবে, ইহাদের তপোদৃপ্ত শাশ্বত জগৎ এই তিন কুমারীর নাম চিরদিন ধারণ করিবে। ইহাঁদের তিনজনই তপঃশরীরা, যোগবলান্বিতা, মহাভাগা, স্থিরযৌবনা, ব্রহ্মবাদিনী এবং ঊর্দ্ধরেতা। ইহাঁদের মধ্যে বরবর্ণিনী উমাই বরিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠা এবং মহাযোগবলোপেতা, এই উমাদেবীই পতিরূপে মহাদেবকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। দত্ত, কাব্য, উশনা ভৃগুনন্দন ইহাঁর পুত্র। অসিতের পত্নী একপর্ণা; এই সাধ্বী দৃঢ়ব্রতা ছিলেন হিমাচল ইহাঁকে ধীমান যোগাচার্য্য অসিতের করে সম্প্রদান করেন। ব্রহ্মিষ্ঠ দেবল ইহাঁর মানস পুত্র। ইহাঁদের তৃতীয়া একপাটলা শতশিলাকের পুত্র জৈগীষব্যকে পতিত্বে প্রাপ্ত হন ইহাঁর অযোনিজ পুত্রদ্বয় — শঙ্খ ও লিখিত। ইহাঁরা সকলেই হিমবানের মঙ্গলময়ী কন্যা। রুদ্রাণী তো নিজগুণেই সর্ব্বাতিশায়িনী, শঙ্করী ও শঙ্করের পরস্পর দাম্পত্যভাব জানিতে পারিয়া বৃত্রহা তাঁহাদের অপত্যোৎপত্তি-শঙ্কায় ভীত হইয়া তদ্বিষয়ে বিঘ্নোৎপাদনার্থ হব্যবাহনকে প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন — হুতাশন! তুমি যাইয়া ইহাঁদের রতি-বিঘ্ন উৎপাদন করিবে; তুমি সর্ব্বত্রগ; অতএব তোমার সে স্থানে যাওয়া দোষাবহ হইবে না। ইন্দ্র বহ্নিকে এই কথা বলিবামাত্র অগ্নি তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। ইহার ফলে কোন সময় শুক্র উমাদেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূপতিত হইল। হে শাংশপায়ন! এ জন্য দেবী রোষ-কষায়িত হইয়া অগ্নিকে শাপ প্রদান করেন যে, হে হুতাশন! যেহেতু তুমি, আমি পরিতৃপ্ত না হইতেই রতিবিঘ্ন উৎপাদন করিলে, এজন্য তুমি এই মহাপ্রভ রৌদ্র শুক্র গ্রহণ করিয়া প্রতি দণ্ডাদেশ করিলাম। ১৩-২৬। হে দ্বিজগণ! অতঃপর হুতাশন রুদ্রাণীর শাপে গর্ভ ধারণ করিয়া বহুবর্ষ অতিবাহিত করিলেন এবং গর্ভধারণ ক্লেশে নিতান্ত কাতর হইয়া গঙ্গা-সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—

সুমহান্ পরিখেদো মে গর্ভধারণকারণাৎ ।২৮
মদ্ধিতার্থমিমং গর্ভমতো ধারয় নিম্নগে।
মৎপ্রসাদাচ্চ খেদো বৈ মন্দস্তব ভবিষ্যতি।।
তথেত্যুক্তা তদা সা তু সম্প্রহৃষ্টা মহানদী।
তং গর্ভং ধারয়ামাস দহ্যমানেন তেজসা ।৩০
সাপি কৃচ্ছ্রেণ মহতা খিদ্যমানা মহানদী ।৩১
তয়া পরিগতং গর্ভং কুক্ষৌ হিমবতঃ শুভে।
শুভং শরবণং নাম চিত্রং পুষ্পিতপাদপং।
তত্র তং ব্যসৃজদ্গর্ভং দীপ্যমানমিবানলম্ ।।৩২
রুদ্রাগ্নিগঙ্গাতনয়স্তত্র জাতোঽরুণপ্রভঃ।
আদিত্যশতসঙ্কাশো মহাতেজাঃ প্রতাপবান্।।
তস্মিন্ জাতে মহাভাগে কুমারে জাহ্নবীসুতে
বিমানযানৈরাকাশং পতত্রিভিরিবাবৃতম্।।৩৪
দেবদুন্দুভয়ো নেদুরাকাশে মধুরস্বরাঃ।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষঞ্চ খেচরাঃ সিদ্ধচারণাঃ ।৩৫
জগুর্গন্ধর্বমুখ্যাশ্চ সর্বশস্তত্র তত্র হ

যক্ষা বিদ্যাধরাঃ সিদ্ধাঃ কিন্নরাশ্চৈব সর্বশঃ।
মহানাগসহস্রাণি প্রবরাশ্চ পতত্রিণঃ
উপতস্থুর্মহাভাগমাগ্নেয়ং শঙ্করাত্মজম্।
প্রভাবেণ হতাস্তেন দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ ।৩৭
সহ সপ্তর্ষিভার্য্যাভিরাদাবেবাগ্নি সম্ভবঃ।
অভিষেকপ্রযাতাভির্দৃষ্টো বর্জ্জ্য তরুন্ধতীম্।।৩৮
তাভিঃ স বালার্কনিভো রৌদ্রঃ পরিবৃতঃ প্রভুঃ
স্নিহ্যমানাভিরত্যর্থং স্বকাভিরিব মাতৃভিঃ।।
যুগপৎ সর্ব্বদেবীর্হি দিদৃক্ষুর্জাহ্নবীসুতঃ।
ষণ্মুখান্যসৃজচ্ছ্রীমাংস্তাসাং প্রীত্যা মহাদ্যুতিঃ।
শ্রীমান্ কমলপত্রাক্ষস্তরুণাদিত্যসন্নিভঃ
যেন জাতেন লোকশ্চাক্ষেপস্তেজসা কৃতঃ।
তেন জাতেন মহতা দেবানামসহিষ্ণবঃ।
স্কন্দিতা দানবগণাস্তস্মাৎ স্কন্দঃ প্রতাপবান্।।
কৃত্তিকাভিস্তু যস্মাৎ স বর্দ্ধিতঃ স পুরাতনঃ।
কার্ত্তিকেয় ইতি খ্যাতস্তস্মাদসুরসূদনঃ।। ৪২
জৃম্ভতস্তস্য দৈত্যারের্জ্বালামালাকুলাত্তদা।

হে সরিদুত্তমে। গর্ভধারণজন্য আমি নিতান্ত পীড়িত হইয়াছি, তুমি আমার হিতের নিমিত্ত এই গর্ভ ধারণ কর। আমার প্রসাদে গর্ভধারণ জন্য তোমার কোন ক্লেশ হইবে না। মহানদী অগ্নির কথায় হৃষ্ট হইয়া 'তথাস্তু' বলিলেন, এবং তেজোদীপ্ত সেই গর্ভ ধারণপূর্ব্বক তজ্জন্য মহৎ ক্লেশ অনুভব করিয়া শরবণনামক হিমালয়ের পুষ্পিতপাদপ বিচিত্র কুক্ষিতে —দীপ্যমান অনলের ন্যায় ঐ গর্ভ মোচন করিলেন। মোচন করিবা মাত্র অরুণপ্রভ আদিত্য-শতসঙ্কাশ মহাতেজাঃ প্রতাপবান্ রুদ্রাগ্নি-গঙ্গাতনয় কুমার জন্মগ্রহণ করিলে উড্ডীয়মান পতত্রিকুলের ন্যায় বিমান-যানে আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল এবং আকাশে মধুরস্বর দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। খেচর সিদ্ধ-চারণগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ গগনমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে মধুরস্বরে গান করিতে লাগিল। যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, কিন্নর, সহস্র সহস্র মহানাগ ও পতঙ্গসকল অগ্নি ও শঙ্করসুত কুমারকে দেখিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহার প্রভাবে দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ নিহত হইল। স্বীয় মাতার ন্যায় স্নেহকারিণী, দেবপত্নীগণ সপ্তর্ষিভার্য্যাদিগের সহিত আগমন করিয়া বালার্কনিভ কুমারকে অভিষেক করিবার জন্য ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন এবং কুমার প্রীতিবশতঃ যুগপৎ সকলকে দর্শন করিবার মানসে আপনার ছয়টী মুখ সৃজন করিলেন। শ্রীমান্ কমলপত্রাক্ষ তরুণাদিত্যসন্নিভ কুমার জন্মগ্রহণ করিলে, তাঁহার তেজে লোক সকল আক্ষিপ্ত এবং দেববিরোধী দানবগণ স্কন্দিত অর্থাৎ ব্যথিত হইয়াছিল, এই জন্যই তাঁহার নাম স্কন্দ হইয়াছে, ২৭-৪১। উনি কৃত্তিকাগণ কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হন, বলিয়া অসুরসূদন 'কার্ত্তিকেয়' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, জৃম্ভণকারী দৈত্যারির জ্বালা-মালাকুল আনন হইতে

মুখাদ্বিনির্গতা তস্য স্বশক্তিরপরাজিতা।।৪৫
ক্রীড়ার্থঞ্চৈব স্কন্দস্য বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
গরুড়াদত্তি সৃষ্টৌ হি পক্ষিনৌ হি প্রভদ্রকৌ।।
ময়ূরঃ কুক্কুটশ্চৈব পতাকা চৈব বায়ুনা।।৪৬
যস্য দত্তা সরস্বত্যা মহাবীণা মহাস্বনা।
অজঃ স্বয়ম্ভুবা দত্তো মেষো দত্তশ্চ শম্ভুনা।।
মায়াবিহরণে বিপ্রাঃ গিরৌ ক্রৌঞ্চে নিপাতিতে
তারকে চাসুরবরে সমুদীর্ণে নিপাতিতে।।৪৭
সেন্দ্রোপেন্দ্রৈর্মহাভাগৈর্দেবৈরগ্নিসুতঃ প্রভুঃ
সৈনাপত্যেন দৈত্যারিরভিষিক্তঃ প্রতাপবান্।
দেবসেনাপতিস্ত্বেবং পঠ্যতে নরনায়কঃ।
দেবারিস্কন্দনঃ স্কন্দঃ সর্ব্বলোকেশ্বরঃ প্রভুঃ।।৪৯
প্রমথৈর্বিবিধৈর্দেবৈস্তথা ভূতগণৈরপি।
মাতৃভির্বিবিধাভিশ্চ বিনায়কগণৈস্তথা।।৫০
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে সেনান্যুৎপত্তি-
কথনং নাম দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৭২।।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।
বৃহস্পতিরুবাচ।
লোকাঃ সোমপদা নাম মরীচের্যত্র বৈ সুতাঃ
পিতরো দিবি বর্ত্তন্তে দেবাস্তান্ ভাবয়ন্তি বৈ
অগ্নিষ্বাত্তা ইতি খ্যাতাঃ সর্ব্ব এবামিতৌজসঃ
এতেষাং মানসী কন্যা অচ্ছোদা নাম নিম্নগা।।২
অচ্ছোদং নাম তদ্দিব্যং সরো যস্যাঃ সমুত্থিতম্
অগ্নিকাপ্সরসা যুক্তং বিমানৈর্দ্ধিষ্ঠিতং দিবি।।৩
অমূর্ত্তিমতশ্চ পিতৄন দদৃশে সা তু বিস্মিতা।
পীড়িতাননেন দুঃখেন বভূব বরবর্ণিনী।।৪
সা দৃষ্টবা পিতরং বব্রে বসুমন্তরিক্ষগাম্
অমাবসুরিতি খ্যাতমায়োঃ পুত্রং যশস্বিনম্।
সা তেন ব্যভিচারেণ মনসঃ কামচারিণী।
পতিকামা তদা সা চ যোগভ্রষ্টা পপাত হ।।৬
সা ত্বপশ্যদ্বিমানানি পতন্তী সা দিবশ্চ্যুতা।
ত্রসরেণুপ্রমাণানি তেষ্বপশ্যচ্চ তান্ পিতৄন।।৭

ইহার অপরাজিত শক্তি বিনির্গত হয়। বাল্যকালে ইহাঁর ক্রীড়ার নিমিত্ত প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু গরুড়বিসৃষ্ট ময়ূর ও কুকুট, বায়ু পতাকা, সরস্বতী মধুরস্বনা বীণা, স্বয়ম্ভু ছাগ, এবং শম্ভু মেষ প্রদান করেন। হে বিপ্রগণ! ক্রৌঞ্চগিরি এবং অসুরবর সমুদীর্ণ তারকাসুরের বধসাধনার্থ সেন্দ্রোপেন্দ্র মহাভাগ দেবগণ ইহাঁকে দেবসেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করেন। অভিষেকের পর হইতে দেবগণ প্রমথগণ, ভূতগণ, বিবিধ মাতৃগণ ও বিনায়কগণ, ইহাঁকে দেবসেনাপতি, নরনায়ক, দেবারিস্কন্দন, স্কন্দ, সর্ব্বলোকেশ্বর ও প্রভু বলিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।৪২-৫০।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৭২

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃহস্পতি বলিলেন,—সোমপাদ নামে স্বর্গে এক লোক আছে, ঐ লোকে মরীচিনন্দন পিতৃগণ বাস করেন; নিখিল দেবতা ঐ পিতৃগণের পূজা করিয়া থাকেন। ঐ অমিতৌজা পিতৃগণ অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। অচ্ছোদা নাম্নী নিম্নগা ইহাঁদের মানসী কন্যা। এই অচ্ছোদা নদী হইতে অচ্ছোদ নামক প্রসিদ্ধ দিব্য সরোবর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই স্বর্গীয় সরোবর অগ্নিকা নাম্নী অপ্সরা ও অসংখ বিমানে পরিশোভিত। বরবর্ণিনী অচ্ছোদা পিতৃগণকে মূর্ত্তিহীন দেখিয়া বিস্মিতা ও দুঃখ পীড়িতা হন এবং অন্তরীক্ষচারী অমাবসু নামক বসু পিতা আয়ুপুত্রকে বরণ করেন। ঐ পতিকামা কামচারিণী ব্যভিচার দোষে যোগভ্রষ্টা হইয়া স্বর্গ হইতে নিম্নমুখী হইয়া পতিত হইতে থাকেন। পতিত হইতে হইতে তিনি জ্বলন্ত অনলবৎ

সূসূক্ষ্মানপরিত্যক্তানধীনধিস্থিবাহিতান্।
ত্রায়ধ্বমিত্যুবাচার্ত্ত পতন্তী অনবাক্‌শিরাঃ।।৮
তৈরুক্তা সা তু মা ভৈষীরিত্যুক্তাধিষ্ঠিতাভবৎ
ততঃ প্রাসাদয়ৎ সা বৈ পিতৃংস্তান্ দীনয়া গিরা
উচুস্তে পিতরঃ কন্যাং ভ্রষ্টৈশ্বর্য্যাং ব্যতিক্রমাৎ
ভ্রষ্টৈশ্বর্য্যা স্বদোষেণ পতসি ত্বং শুচিস্মিতে।।১০
যৈঃ ক্রিয়ন্তে চ কর্ম্মাণি শরীরৈরিহ দৈবতৈঃ।
তৈরেব তৎকর্ম্মফলং প্রাপ্নুবন্তীহ দেবতাঃ।।১১
সদ্যঃ ফলন্তি কর্ম্মাণি দেবত্বে প্রেত্য মানুষে।
তস্মাদমাবসৌপত্যং ত্বং প্রেত্য প্রাপ্স্যসে ফলম
উক্তৈবং তু বৈ পিতরঃ পুনস্তে তু প্রসাদিতাঃ।
ধ্যাত্বা প্রসাদং সম্বক্লুস্তস্যাস্তে হ্যনুকম্পয়া।।
অবশ্যম্ভাবিনং দৃষ্টা হ্যর্থমূচুস্ততঃ সুরাঃ।
সোমপাঃ পিতরঃ কন্যাং রাজ্ঞশ্চৈব হ্যমাবসোঃ

উৎপন্নস্য পৃথিব্যান্তু মানুষত্বে মহাত্মনঃ।
কন্যা ভূত্বা ত্বিমাল্লোকান্ পুনঃ প্রাপ্স্যসি স্বানিতি।।১৫
অষ্টাবিংশে ভবিত্রী ত্বং দ্বাপরেমৎস্যযোনিজা
অস্যৈব রাজ্ঞো দুহিতা অদ্রিকায়াং হ্যমাবসোঃ
পরাশরস্য দায়াদমৃষেস্ত্বং জনয়িষ্যসি।
স বেদমেকং বিপ্রর্ষিশ্চতুর্দ্ধা বৈ করিষ্যতি।।১৭
মহাভিষস্য পুত্রৌ দ্বৌ শন্তনোঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনৌ
বিচিত্রবীর্য্যং ধর্ম্মজ্ঞং ত্বমেবোৎপাদয়িষ্যসি। ১৮
চিত্রাঙ্গদঞ্চ রাজানং তেজোবলগুণান্বিতম্।
এতানুৎপাদ্য পুত্রাংস্ত্বং পুনর্লোকানবাপ্স্যসি।
ব্যতিক্রমাৎ পিতৃণাং ত্বং প্রাপ্স্যসে জন্ম কুৎসিতম্।।২০
তস্যৈব রাজ্ঞস্ত্বং কন্যা অদ্রিকায়াং ভবিষ্যসি।
কন্যা ভূত্বা ততশ্চ ত্বমিমাল্লোঁকানবাপ্স্যসি।।
এবমুক্তা তু দাসেয়ী জাতা সত্যবতী তু সা।।
অদ্রিকায়াং সুতা মৎস্যাং সুতা জাতা হ্যমাবসোঃ

বিমানে অবস্থিত অনলোপম ত্রসরেণু প্রমাণ সূক্ষ্ম পিতৃগণকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'ত্রায়ধ্বম' আমায় পরিত্রাণ করুণ, তাঁহারা ঐরূপ করুণধ্বনি শুনিতে পাইয়া বলিলেন, 'মা ভৈষীঃ' ভয় নাই। তাঁহারা এইরূপ অভয়প্রদান করিলে অচ্ছোদা পতন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া অতি করুণবচনে তাঁহাদিগকে প্রসাদিত করিলেন। তখন পিতৃগণ তাঁহাকে বলিলেন,—হে শুচিস্মিতে। তুমি নিয়ম ব্যতিক্রম-নিবন্ধন ভ্রষ্টৈশ্বর্য্যা হইয়া স্বীয় দোষেই পতিত হইতেছে। দেবগণ যে অবয়ব দ্বারা যে যে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, এই জন্মেই তাঁহারা সেই অঙ্গ দ্বারা সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকেন। দেবতাদিগের কর্ম্মফল সদ্যই হয় এবং মানবগণের কর্ম্মফল মরণের পর ফলিয়া থাকে। অতএব তুমি জন্মান্তরে কর্ম্মফলস্বরূপ অমাবসুকে পিতৃরূপে প্রাপ্ত হইবে। পিতৃগণ এই কথা বলিলে, অচ্ছোদা পুনরায় তাঁহাদিগকে প্রসাদিত করিলেন। তাঁহারা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ধ্যানযোগে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা অবগত হইয়া অনুকম্পা সহকারে বলিলেন,

—মহাত্মা অমাবসু মানুষ ও রাজা হইয়া ধরাতলে জন্ম গ্রহণ করিলে, তুমি তাহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় স্বীয় লোকে আগমন করিবে।১-১৫। তুমি অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে মৎস্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া অমাবসু হইতে অদ্রিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে এবং পরাশর ঋষির তনয়কে উৎপাদন করিবে। ঐ বিপ্রর্ষি এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিবেন। তুমি শন্তনুর বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামক কীর্ত্তিবর্দ্ধন দুই পুত্র উৎপাদন করিবে। এই সকল পুত্র প্রসব করিয়া তুমি পুনরায় স্বীয় লোকে আগমন করিবে। পিতৃগণের নিয়মের ব্যতিক্রম করায় তুমি আরও কুৎসিত যোনি প্রাপ্ত হইবে। তুমি অদ্রিকার গর্ভে অমাবসুর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় এই লোক প্রাপ্ত হইবে পিতৃগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অচ্ছোদা দাসনন্দিনী সত্যবতী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ অচ্ছোদা অমাবসুর পুত্রীরূপে মৎসী

অচ্ছিকায়াঃ স্যসম্ভূতা গঙ্গাযামুনসঙ্গমে ।২২
তস্য রাজ্ঞো হি সা কন্যা রাজ্ঞো বীর্য্যে সদৈব হি।
বিরজা নাম তে লোকা দিবি রোচন্তি তে গণাঃ
অগ্নিষ্বাত্তাঃ স্মৃতাস্তত্র পিতরো ভাস্বর প্রভাঃ।
তান্ দানবগণা যক্ষা রক্ষোগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।।২৪
ভূতসর্পপিশাচাশ্চ ভাবয়ন্তি ফলার্থিনঃ।
এতে পুত্রাঃ সমাখ্যাতাঃ পুলহস্য প্রজাপতেঃ।।
ত্রয় এতে গণাঃ প্রোক্তা ধর্ম্মমূর্ত্তিধরাঃ শুভাঃ
এতেষাং মানসী কন্যা পীবরী নাম বিশ্রুতা।
যোগিনী যোগপত্নী চ যোগমাতা তথৈব চ।
ভবিত্রী দ্বাপরং প্রাপ্য অষ্টাবিংশং তথৈব তু
পরাশরকুলোদ্ভূতং শুকো নাম মহাতপাঃ।
শ্রীমান্ যোগী মহাযোগী যোগজন্মা দ্বিজোত্তমাঃ
ব্যাসাদরণ্যাং সম্ভূতো বিধূম ইব পাবকঃ।

স তস্যাং পিতৃকন্যায়াং যোগাচার্য্যান্ পরিশ্রুতান্।।২৯
কৃষ্ণং গৌরং প্রভুং শম্ভুং তথা ভূরিশ্রুতঞ্চ বৈ
কন্যাং কীর্ত্তিমতীঞ্চৈব যোগিনীং যোগমাতরম্
ব্রহ্মদত্তস্য জননী মহিষী ত্বণুতস্য তু।
এতানুৎপাদ্য ধর্ম্মাত্মা পুত্রান্ যাগমবাপা চ।।
মহাযোগতপাশ্চৈব অপরাবর্ত্তিনীঃ গতিম্।
আদিত্যকিরণোপেতং হ্যপুনর্ভবমাস্থিতঃ।৩২
সর্ব্বব্যাপী বিনির্ম্মুক্তো ভবিষ্যতি মহামুনিঃ
অমূর্ত্তিমন্তঃ পিতরো ধর্ম্মমূর্ত্তিধরাস্তু যে ।৩৩
ত্রয় এতে গণাস্তেষাং চত্বারোহন্যে নিবোধত
যান্ বক্ষ্যামি দ্বিজশ্রেষ্ঠা মূর্ত্তিমন্তো মহাপ্রভাঃ।।
উৎপন্নাস্তে স্বধায়াস্তু কন্যা হ্যগ্নেঃ কবেঃ সুতাঃ
পিতরো দেবলোকেষু জ্যোতির্ভাসিষু ভাস্বরাঃ
সর্ব্বকামসমৃদ্ধেষু দ্বিজাস্তান্ ভাবয়ন্ত্যত।
এতেষাং মানসী কন্যা গৌর্নাম দিবি বিশ্রুতা

অচ্ছিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গঙ্গা ও যমুনা এই উভয়ের সঙ্গমে অচ্ছিকা নাম্নী মৎসীর যোনিতে সেই অমাবসু রাজার বীর্য্যে তাহার জন্ম হইয়াছিল। পিতৃগণের বিরজা নামক লোক স্বর্গে বিরাজিত। ঐ লোকে পিতৃগণ দীপ্তি পাইয়া থাকেন এবং তথায় দীপ্তি পাইয়া থাকেন এবং তথায় অগ্নিষ্বাত্তাদি ভাস্বরপ্রভ পিতৃগণ বাস করেন। তাঁহাদিগকে দানবগণ, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, ভূত, সর্প ও পিশাচগণ ফলার্থী হইয়া ভাবনা করিয়া থাকে। পুলহপ্রজাপতির এই সকল সন্তানসন্ততি কথিত হইল। এই তিন পিতৃগণ শুভ ও ধর্ম্মমূর্ত্তিধর পীবরী ইহাঁদের মানসী কন্যা। ঐ পীবরী অষ্টাবিংশ দ্বাপরে যোগিনী, যোগপত্নী ও যোগমাতা হইবেন। শুক নামক মহাতপা পরাশরকুল হইতে উদ্ভূত হন। ইনি শ্রীমান মহাযোগী এবং ইহাঁ দ্বারাই যোগের গৌরব সংস্থাপিত হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই মহাতপা শুক, ব্যাস হইতে অরণীতে নির্ধূম পাবকের ন্যায় সম্ভূত হন। ইনি ঐ পীবরী নাম্নী পিতৃ-কন্যার গর্ভে প্রসিদ্ধ যোগাচার্য্য —কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু, শম্ভু, ভূরিশ্রুত নামক পুত্র এবং কীর্ত্তি মতী নাম্নী একটী কন্যা উৎপাদন করেন। ঐ কন্যা যোগবতী ও যোগমাতৃস্বরূপিণী ছিলেন। ইনিই ব্রহ্মদত্তের জননী এবং অণুহের মহিষী ছিলেন। ধর্ম্মাত্মা শুকদেব এই সকল সন্তান সন্ততি উৎপাদন করিয়া মহাযোগাবলম্বনে অপরাবর্ত্তিনী গতি আশ্রয় করিয়াছেন। ইনিই আবার কালান্তরে সর্ব্বব্যাপী ; বিনির্ম্মুক্ত, মহামুনি হইবেন। পিতৃগণের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মমূর্ত্তিধর, তাঁহারাই মূর্ত্তিহীন। এই তাঁহাদের গণত্রয় কথিত হইল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ । অতঃপর চতুর্থগণের কথা শ্রবণ করুন। এই পিতৃগণ মূর্ত্তিমান্ এবং মহাপ্রভ। ইহাঁরা কবির ঔরসে অনলকন্যা স্বধা হইতে উৎপন্ন। এই পিতৃগণ সর্ব্বকামসমৃদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় দেবলোকে ভাস্বরমূর্ত্তিতে বিরাজ করেন। দ্বিজগণ তাঁহাদিগকে এইরূপেই ভাবনা করিয়া থাকে এই পিতৃগণের গো নাম্নী মানসী কন্যা

দত্তা সনৎকুমারেণ শুক্রস্য মহিষী প্রিয়া।
একত্রিংশচ্চ বিখ্যাতা ভৃগুণাং কীর্তিবর্দ্ধনাঃ।
মরীচিগর্ভাস্তে লোকাঃ সমাবৃত্য দিবি শ্রুতাঃ।
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ সাধ্যৈঃ সহ বিবর্দ্ধিতাঃ
উপহূতাঃ স্মৃতাস্তে তু পিতরো ভাস্বরা দিবি।
তান্ ক্ষত্রিয়গণান্ দৃষ্ট্বা ভাবয়ন্তি ফলার্থিনঃ ।৩৯
এতেষাং মানসী কন্যা যশোদা নাম বিশ্রুতা।
পত্নী সা বিশ্বমহতঃ স্নুষা বৈ বিশ্বশর্ম্মণঃ।।৪০
রাজর্ষের্জননী দেবী খট্টাঙ্গস্য মহাত্মনঃ।
যস্য যজ্ঞে পুরা গীতা গাথা দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ।
অগ্নের্জন্ম তথা দৃষ্ট্বা শাণ্ডিল্যস্য মহাত্মনঃ।
যজমানং দিলীপং যে পশ্যন্তি সুসমাহিতাঃ।।৪২
সত্যব্রতং মহাত্মানং তে স্বর্গজয়িনোহমরাঃ।
আজ্যপা নাম পিতরঃ কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ ।৪৩
সমুৎপন্নস্য পুলহাদুৎপন্নাস্তস্য বৈ পুনঃ।
লোকেম্বেতেষু বর্ত্তন্তে কামগেষু বিহঙ্গমাঃ।।৪৪
এতান্ বৈশ্যগণাঃ শ্রাদ্ধে ভাবয়ন্তি ফলার্থিনঃ।
এতেষাং মানসী কন্যা বিরজা নাম বিশ্রুতা।।
যযাতের্জননী সাধ্বী পত্নী সা নহুষস্য তু।
সুকালা নাম পিতরো বশিষ্ঠস্য প্রজাপতেঃ।।৪৬
হিরণ্যগর্ভস্য সুতাঃ শূদ্রাস্তান্ ভাবয়ন্ত্যত।
মানসা নাম তে লোকা বর্ত্তন্তে যত্র তে দিবি।।
এতেষাং মানসী কন্যা নর্ম্মদা সরিতাং বরা।
সা ভাবয়তি ভূতানি দক্ষিণাপথগামিনী ।৪৮
জননী ত্রসদস্যোর্হি পুরুকুৎসপরিগ্রহঃ।
এতেষামভ্যুপগমান্ মনুর্মন্বন্তরেশ্বরঃ। ৪৯
মন্বন্তরাদৌ শ্রাদ্ধানি প্রবর্ত্তয়তি সর্ব্বশঃ।
পিতৃণামানুপূর্ব্ব্যেণ সর্ব্বেষাং দ্বিজসত্তমাঃ।।৫০
তস্মাদিহ স্বধর্ম্মেণ শ্রাদ্ধং দেয়ন্তু শ্রদ্ধয়া।
সর্ব্বেষাং রাজতৈঃ পাত্রৈরপি বা রজতান্বিতৈঃ
দত্তং স্বধাং পুরোধায় তথা প্রীণাতি বৈ পিতৄন্
সোমস্যাপ্যায়নং কৃত্বা হ্যগ্নের্বৈবস্বতস্য চ।।৫২
উদগায়নমপ্যগ্নৌ চ অশ্বমেধং তদাপ্নুয়াৎ।

স্বর্গে বিরাজিত ইঁনি শুক্রের প্রিয় মহিষী ছিলেন। সনৎকুমার ইহাঁকে সম্প্রদান করেন। ভার্গবদিগের কীর্ত্তিবর্দ্ধন একত্রিংশৎসংখ্যক বংশধর বিখ্যাত। ইহাঁদের লোক—মরীচিগর্ভ ; উহা স্বর্গ উদ্ভাসিত করিয়া বিদ্যমান। ইহাঁরা অঙ্গিরার পুত্র, ও সাধ্যগণের সহিত বর্দ্ধিত স্বর্গে উপহূত নামে এক দীপ্ত পিতৃগণ আছে। ফলার্থী ক্ষত্রিয়গণ ইহাঁদিগের উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মানসী কন্যার নাম যশোদা। এই যশোদা বিশ্বমহতের পত্নী, বিশ্বশর্ম্মার পুত্রবধূ এবং মহাত্মা খট্টাঙ্গ নামক রাজর্ষির জননী। পূর্ব্বে এই খট্টাঙ্গের যজ্ঞে দিব্য মহর্ষিগণ সুদিব্য গাথা গান করিয়াছিলেন। ঐ সুসমাহিত পিতৃগণ যজ্ঞে অগ্নির আবির্ভাব অবলোকনপূর্ব্বক মহাত্মা শাণ্ডিল্যের যজমান দিলীপ ও মহাত্মা সত্যবানকে দর্শন করেন। সেই স্বর্গজয়ী অমরগণই আজ্যপা নামক পিতৃগণ, ইহারা পুলহ হইতে উৎপন্ন এবং কর্দ্দম প্রজাপতির পিতা। এই স্বর্গলোকে ইহাঁরা কামগামী বিমানে গগনমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন ফলার্থী বৈশ্যগণ শ্রাদ্ধে ইহাঁদিগকে ভাবনা করেন ইহাদের বিরজা নাম্নী মানসী কন্যা যযাতির জননী এবং নহুষের পত্নী। বসিষ্ঠ প্রজাপতির সুকালা নামক পিতৃগণ — ইহারা হিরণ্যগর্ভের সুত। শূদ্রগণ ইহাঁদিগকে উপাসনা করে। স্বর্গীয় মানস নামক লোকে ইহাদের বাস। সরিদ্বরা নর্ম্মদা ইহাদের মানসী কন্যা। এই দক্ষিণাপথ-গামিনী নর্ম্মদা জীবগণকে পবিত্র করেন।৩৬-৪৮ ইনি ত্রসদস্যুর জননী এবং পুরুকুৎসের পত্নী ইহাঁদের অভ্যুপগম হেতু মনু মন্বন্তরেশ্বর হইয়া মন্বন্তরের আদিতে পিতৃলোকদিগের শ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। হে দ্বিজগণ। অতএব স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য শ্রদ্ধা সহকারে রাজত বা রজতান্বিত পাত্রে পিতৃলোকদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। 'স্বধা' মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রাদ্ধদান করিতে হয়। ইহাতে পিতৃলোক অতীব প্রীত হন উদগায়ন অগ্নিতে হোম

দত্তা সনৎকুমারেণ শুক্রস্য মহিষী প্রিয়া।
একত্রিংশচ্চ বিখ্যাতা ভৃগুণাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ।
মরীচিগর্ভাস্তে লোকাঃ সমাবৃত্য দিবি শ্রুতাঃ।
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ সাধ্যৈঃ সহ বিবর্দ্ধিতাঃ
উপহূতাঃ স্মৃতাস্তে তু পিতরো ভাস্বরা দিবি।
তান্‌ক্ষত্রিয়গণান্ দৃষ্ট্বা ভাবয়ন্তি ফলার্থিনঃ ।৩৯
এতেষাং মানসী কন্যা যশোদা নাম বিশ্রুতা।
পত্নী সা বিশ্বমহতঃ স্নুষা বৈ বিশ্বশর্ম্মণঃ।।৪০
রাজর্ষের্জননী দেবী খট্টাঙ্গস্য মহাত্মনঃ।
যস্য যজ্ঞে পুরা গীতা গাথা দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ।
অগ্নের্জন্ম তথা দৃষ্ট্বা শাণ্ডিল্যস্য মহাত্মনঃ।
যজমানং দিলীপং যে পশ্যন্তি সুসমাহিতাঃ ।৪২
সত্যব্রতং মহাত্মানং তে স্বর্গজয়িনোঽমরাঃ।
আজ্যপা নাম পিতরঃ কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ ।৪৩
সমুৎপন্নস্য পুলহাদুৎপন্নাস্তস্য বৈ পুনঃ।
লোকেম্বেতেষু বর্ত্তন্তে কামগেষু বিহঙ্গমাঃ।।৪৪

এতান্ বৈশ্যগণাঃ শ্রাদ্ধে ভাবয়ন্তি ফলার্থিনঃ।
এতেষাং মানসী কন্যা বিরজা নাম বিশ্রুতা।।
যযাতের্জননী সাধ্বী পত্নী সা নহুষস্য তু।
সুকালা নাম পিতরো বশিষ্ঠস্য প্রজাপতেঃ।।৪৬
হিরণ্যগর্ভস্য সুতাঃ শূদ্রাস্তান্ ভাবয়ন্ত্যত।
মানসা নাম তে লোকা বর্ত্তন্তে যত্র তে দিবি।।
এতেষাং মানসী কন্যা নর্ম্মদা সরিতাং বরা।
সা ভাবয়তি ভূতানি দক্ষিণাপথগামিনী ।৪৮
জননী ত্রসদস্যোর্হি পুরুকুৎসপরিগ্রহঃ।
এতেষামভ্যুপগমান্ মনুর্মন্বন্তরেশ্বরঃ। ৪৯
মন্বন্তরাদৌ শ্রাদ্ধানি প্রবর্ত্তয়ন্তি সর্ব্বশঃ।
পিতৃণামানুপূর্ব্বেণ সর্ব্বেষাং দ্বিজসত্তমাঃ।।৫০
তস্মাদিহ স্বধর্ম্মেণ শ্রাদ্ধং দেয়ন্তু শ্রদ্ধয়া।
সর্ব্বেষাং রাজতৈঃ পাত্রৈরপি বা রজতান্বিতৈঃ
দত্তং স্বধাং পুরোধায় তথা প্রীণাতি বৈ পিতৃন্
সোমস্যাপ্যায়নং কৃত্বা হ্যগ্নের্বৈবস্বতস্য চ।।৫২
উদগায়নমপ্যগ্নৌ চ অশ্বমেধং তদাপ্নুয়াৎ।

স্বর্গে বিরাজিত ইনি শুক্রের প্রিয় মহিষী ছিলেন। সনৎকুমার ইহাঁকে সম্প্রদান করেন। ভার্গবদিগের কীর্ত্তিবর্দ্ধন একত্রিংশৎসংখ্যক বংশধর বিখ্যাত। ইহাঁদের লোক—মরীচিগর্ভ, উহা স্বর্গ উদ্ভাসিত করিয়া বিদ্যমান। ইহাঁরা অঙ্গিরার পুত্র, ও সাধ্যগণের সহিত বর্দ্ধিত স্বর্গে উপহূত নামে এক দীপ্ত পিতৃগণ আছে। ফলার্থী ক্ষত্রিয়গণ ইহাঁদিগের উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মানসী কন্যার নাম যশোদা। এই যশোদা বিশ্বমহতের পত্নী, বিশ্বশর্ম্মার পুত্রবধূ এবং মহাত্মা খট্টাঙ্গ নামক রাজর্ষির জননী। পূর্ব্বে এই খট্টাঙ্গের যজ্ঞে দিব্য মহর্ষিগণ সুদিব্য গাথা গান করিয়াছিলেন। ঐ সুসমাহিত পিতৃগণ যজ্ঞে অগ্নির আবির্ভাব অবলোকনপূর্ব্বক মহাত্মা শাণ্ডিল্যের যজমান দিলীপ ও মহাত্মা সত্যবানকে দর্শন করেন। সেই স্বর্গজয়ী অমরগণই আজ্যপা নামক পিতৃগণ, ইহারা পুলহ হইতে উৎপন্ন এবং কর্দ্দম প্রজাপতির পিতা। এই স্বর্গলোকে ইহাঁরা কামগামী বিমানে গগনমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন। ফলার্থী বৈশ্যগণ শ্রাদ্ধে ইহাঁদিগকে ভাবনা করেন ইহাঁদের বিরজা নাম্নী মানসী কন্যা যযাতির জননী এবং নহুষের পত্নী। বসিষ্ঠ প্রজাপতির সুকালা নামক পিতৃগণ — ইহারা হিরণ্যগর্ভের সুত, শূদ্রগণ ইহাঁদিগকে উপাসনা করে। স্বর্গীয় মানস নামক লোকে ইহাদের বাস। সরিদ্বরা নর্ম্মদা ইহাঁদের মানসী কন্যা। এই দক্ষিণাপথ গামিনী নর্ম্মদা জীবগণকে পবিত্র করেন।৩৬-৪৮ ইনি ত্রসদস্যুর জননী এবং পুরুকুৎসের পত্নী। ইহাঁদের অভ্যুপগম হেতু মনু মন্বন্তরেশ্বর হইয়া মন্বন্তরের আদিতে পিতৃলোকদিগের শ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। হে দ্বিজগণ! অতএব স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য শ্রদ্ধা সহকারে রাজত বা রজতান্বিত পাত্রে পিতৃলোকদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। 'স্বধা' মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রাদ্ধদান করিতে হয়। ইহাতে পিতৃলোক অতীব প্রীত হন উদগায়ন অগ্নিতে হোম

পতৃণাং হি প্রসাদেন প্রাপ্যন্তে সুমহাত্মনাম্।।
মুক্তাবৈদুর্য্যবাসাংসি বাজিনাগাযুতানি চ।
কোটিশশ্চাপি রত্নানি প্রযচ্ছন্তি পিতামহাঃ।৭২
হংসবর্হিণযুক্তানি মুক্তাবৈদূর্য্যবন্তি চ।
কিঙ্কিণীজালনদ্ধানি সদাপুষ্পফলানি চ।
প্রীত্যা নিত্যং প্রযচ্ছন্তি মনুষ্যাণাং পিতামহাঃ

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্ত উপোদ্ঘাত-
পাদে শ্রাদ্ধকল্পো নাম ত্রিসপ্ততি-
তমোঽধ্যায়ঃ।।৭৩

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।
বৃহস্পতিরুবাচ।

সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং পিতৃণাং পাত্রমুচ্যতে।
রজতং রজতাক্তং বা পিতৃণাং পাত্রমুচ্যতে।।১
রজতস্য কথা বাপি দর্শনং দানমেব চ।
অনন্তমক্ষয়ং স্বর্গ্যং পিতৃণাং দানমুচ্যতে।
পিতৃনেতেন দানেন সৎপুত্রাস্তারয়ন্ত্যুত।।২
রাজতে হি স্বধা দুগ্ধা পাত্রেঽস্মিন্ পিতৃভিঃ পুর
স্বধাদায়াথিভিস্তাত তস্মিন্ দত্তে তদক্ষয়ম্।।৩
কৃষ্ণাজিনস্য সান্নিধ্যং দর্শনং দানমেব বা।
রক্ষোঘ্নং ব্রহ্মবর্চ্চস্যং পিতৃংস্তদ্বিতারয়েৎ।।৪
কাঞ্চনং রাজতং তাম্রং দৌহিত্রং কুতপস্তিলাঃ
বস্ত্রঞ্চ পাবনীয়ানি ত্রিদণ্ডী যোগ এব চ।।৫
শ্রাদ্ধকর্ম্মণ্যয়ং শ্রেষ্ঠো বিধির্ব্রাহ্ম্য সনাতনঃ।
আয়ুঃ কীর্ত্তিঃ প্রজাশ্চৈব প্রজ্ঞাসন্ততিবর্দ্ধনঃ ।৬
দিশি দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং বিদিক্স্থানং বিশেষতঃ
সর্ব্বতোঽরত্নিমাত্রন্ত চতুরশ্রং সুসংহিতম্।।৭
বক্ষ্যামি বিধিবৎ স্থানং পিতৃণামনুশাসনাৎ।
ধন্যমারোগ্যমায়ুষ্যং বলবর্ণবিবর্দ্ধনম্।।৮
তত্র গর্ত্তাস্ত্রয়ঃ কার্য্যাস্ত্রয়ো দণ্ডাশ্চ খাদিরাঃ
রত্নিমাত্রাস্ত্র তে কার্য্যা রজতেন বিভূষিতাঃ।

প্রজ্ঞা, পুষ্টি, স্মৃতি, মেধা, রাজ্য, আরোগ্য, কোটি রত্ন, মুক্তা, বৈদূর্য্য, বাস, এবং বাজি, নাগ, হংস, বহী, মুক্তা, বৈদুর্য্য, ও কিঙ্কিণীজালের সহিত পুষ্পফল শোভিত বিমান লাভ করিয়া থাকেন।৬৭-৭৩।

ত্রিসপ্ততিতম্ অধ্যায় সমাপ্ত।৭৩।

চতুঃসপ্ততিতম্ অধ্যায়।

বৃহস্পতি বলিলেন, সুবর্ণময়, রজতময়, তাম্রময় ও রজতখচিত পাত্রই পিতৃগণের প্রশস্ত পাত্র বলিয়া কথিত। রজতদর্শন, রজতদান, এমন কি রজতসম্বন্ধীয় কথাও পিতৃগণের অনন্ত, অক্ষয় স্বর্গীয় দান বলিয়া কথিত হয়। সৎপুত্রগণ এই সকল দান দ্বারা পিতৃলোককে উদ্ধার করিয়া থাকেন। স্বধাসম্পত্তিশালী পিতৃগণ পূর্ব্বে রজতপাত্রে স্বধা দোহন করেন, এই জন্যই রজত পাত্রে দান বা রজতদান পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তিজনক বলিয়া কীর্ত্তিত। কৃষ্ণাজিনসান্নিধ্য, দর্শন, দান, রক্ষোঘ্ন মন্ত্র ও ব্রহ্ম বর্চস্য মন্ত্র এই সমস্ত দ্রব্য ও মন্ত্র পিতৃগণকে উদ্ধার করে। কাঞ্চনপাত্র, রজতপাত্র, তাম্রপাত্র, দৌহিত্র, কুতপ (দিবামানের অষ্টমভাগ), তিল, বস্ত্র ও অন্যান্য পাবনীয় দ্রব্য ত্রিদণ্ডী যোগ বলিয়া কথিত। এই ত্রিদণ্ডীযোগ শ্রাদ্ধ কর্ম্মে প্রশস্ত। ইহাই সনাতন শাস্ত্র বিধি বলিয়া কথিত। এই সনাতন বিধি শ্রাদ্ধকারীর আয়ু, কীর্ত্তি, প্রজা ও সন্ততিবর্দ্ধন করে। যেখানে শ্রাদ্ধ করা হয়, ঐ স্থানের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণস্থ স্থানবিশেষ বিদিকস্থান নামে কথিত। ঐ স্থান চতুর্দ্দিকে অরত্নিপ্রমাণ, চতুরস্র ও সুসংহিত। পিতৃগণের অনুশাসন হেতু শ্রাদ্ধ সম্বন্ধীয় বিবিধ স্থানের কথা বলিব। শ্রাদ্ধীয় স্থানকীর্ত্তনে, ধন, আরোগ্য আয়ু বল ও বর্ণবৰ্দ্ধন হয়। ১-৮। পূর্ব্বোক্ত স্থানে তিনটী গর্ত্ত এবং তিনটী খদির কাষ্ঠের দণ্ড করিতে হইবে। গর্ত্তগুলি রত্নিপ্রমাণ, ও রজতখচিত এবং দণ্ডগুলি বিতস্তিপরিমাণে আয়ত ও চতুরঙ্গুল

তে বিতস্ত্যায়তাঃ কার্য্যাঃ সর্ব্বতুশ্চতুরঙ্গুলাঃ।
প্রাগ্‌দক্ষিণমুখান্ ভূমৌ স্থিতানসুষিরাংস্তথা।
অদ্ভিঃ পবিত্রপূতাভিঃ প্লাবয়েৎ সততং শুচিঃ।।
পায়সা হ্যজগব্যেন শোধনং বার্ভিরেব তু
তর্পনাৎ সততং হ্যেবং তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী।
ইহ চামুত্র চ শ্রীমান্ সর্ব্বকর্ম্মসমন্বিতঃ
এবং ত্রিষবণস্নাতো যোহর্চ্চয়েত পিতৃন সদা।
মন্ত্রেণ বিধিবৎ সম্যগশ্বমেধফলং লভেৎ।।১২
তৎস্থাপয়েদমাবাস্যাং গর্ত্তে ভূচতুরঙ্গুলে।
ত্রিঃসপ্তসংজ্ঞাস্তে যজ্ঞাস্ত্রৈলোক্যং ধার্য্যতেতু বৈ
তস্য পুষ্টিরথৈশ্বর্য্যমায়ুঃ সন্ততিরেব চ।
বিচিত্রা ভজতে লক্ষ্মীর্মোক্ষঞ্চ লভতে ক্রমাৎ
পাপাপহং পাবনীয়মশ্বমেধফলং তথা।
অশ্বমেধফলং হ্যেত দ্বিজৈঃ সংকৃত্য পূজিতম্।।
মন্ত্রং বক্ষ্যাম্যহং তস্মাদমৃতং ব্রহ্মনির্ম্মিতম্।
দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্যুত।।
আদ্যাবসানে শ্রাদ্ধস্য ত্রিরাবর্ত্তং জপেৎ সদা।
পিণ্ডনির্ব্বপণে চৈব জপেদেতৎ সমাহিতঃ।
পিতরঃ ক্ষিপ্রমায়ান্তি রাক্ষসাঃ প্রদ্রবন্তি চ।
পিতৃংস্তং ত্রিষু লোকেষু মন্ত্রোহয়ং তারয়ত্যুত
পঠ্যমানঃ সদা শ্রাদ্ধে নিয়তং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
রাজ্যকামো জপেদেনং সদা মন্ত্রমতন্দ্রিতঃ।
বীর্য্যশৌচার্থসত্ত্বঞ্চ শ্রীরায়ুর্ব্বলবর্দ্ধনম্।।১৯
প্রীয়ন্তে পিতরো যেন জপ্যেন নিয়মেন চ।
সপ্তার্চ্চিং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বকামপ্রদং শুভম্।।
অমূর্ত্তানাং সমূর্ত্তানাং পিতৃণাং দীপ্ততেজসাম্
নমস্যামি সদা তেভ্যো ধ্যানিভ্যো যোগচক্ষুষঃ
ইন্দ্রাদীনাং জনয়িতারো ভৃগুমারীচয়োস্তথা।
সপ্তর্ষীণাং পিতৄণাঞ্চ তান্নমস্যামি কামদান্।।
মন্বাদীনাং সুরেশানাং সূর্য্যাচন্দ্রমসোস্তথা।
তান্নমস্কৃত্য সর্ব্বান্ বৈ পিতৄন্ কুশলদায়কান্।
নক্ষত্রাণাং চরাদীনাং পিতৄনথ পিতামহান্।
দ্যাবাপৃথিব্যোশ্চ তথা নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ।।
দেবর্ষীণাং জনয়িতৄংশ্চ সর্ব্বলোকনমস্কৃতান্।

পরিমিত বেষ্টন বিশিষ্ট হইবে। ঐ নিশ্ছিদ্র দণ্ডগুলি পূর্ব্বদক্ষিণমুখ করিয়া ভূতলে পাতিয়া পবিত্র জল ও ছাগদুগ্ধ দ্বারা শুচিভাবে প্লাবিত করিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তর্পণ করিলে পিতৃগণ শাশ্বতী তৃপ্তিলাভ করেন এবং তর্পণকারী ব্যক্তি ইহলোকে শ্রীমান ও সর্ব্বকর্ম্ম-সমন্বিত হয়। এইরূপে যে ত্রিষবণস্নাত ব্যক্তি যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পিতৃদেবগণের অর্চ্চনা করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করেন। চতুরঙ্গুল-ভূগর্ত্তে অমাবস্যা-দিনে তর্পণের বস্তু স্থাপন করিতে হয়। ইহা ত্রিঃসপ্ত যজ্ঞনামে প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সে পুষ্টি, ঐশ্বর্য্য, আয়ু, সন্ততি, লক্ষ্মী ও মোক্ষ লাভ করে। ইহা দ্বিজানুষ্ঠিত পাপাপহ, পাবনীয় ও অশ্বমেধফলপ্রদ। এই যজ্ঞের ব্রহ্মনির্ম্মিত অমৃতময় মন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি— যথা, "দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্যুত।।" শ্রাদ্ধের আদিতে, অবসানে ও পিণ্ড প্রদানের সময় এই মন্ত্র তিন বার পাঠ করিতে হয়। এই মন্ত্র পাঠ করিলে পিতৃলোক অতিসত্বর আবির্ভূত হন এবং রাক্ষসগণ পলায়ন করে। ব্রহ্মবাদিগণ কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধে এই মন্ত্র পঠিত হইয়া পিতৃলোকদিগকে তিন লোক হইতে উদ্ধার করে। রাজ্যকামী ব্যক্তি অতন্দ্রিতভাবে এই মন্ত্র জপ করিবে। ইহা বীর্য্য, শৌচ, অর্থ, সত্ত্ব, শ্রী, আয়ু ও বলবর্দ্ধন। নিয়মিতরূপে এই মন্ত্র জপ করিলে পিতৃলোক প্রীত হন। এক্ষণে সর্ব্বকামপ্রদ শুভ সপ্তার্চ্চিষ কীর্ত্তন করিব।৯ ২০। আমি অমূর্ত্ত, সমূর্ত্ত, দীপ্ততেজা, ধ্যানী, যোগচক্ষু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও ভৃগু-মারীচের জনয়িতা এবং সপ্তর্ষিগণের পিতা কামদ পিতৃগণকে নমস্কার করি মনু, সুরেশ, সূর্য্য, চন্দ্রমা, চর নক্ষত্র, দ্বারা পৃথিবী এবং দেবর্ষিগণেরও জনয়িতা সর্ব্বলোক-নমস্কৃত অভয়প্রদ পিতৃ

অভয়স্য সদা দাতৄন্নমস্যেঽহং কৃতাঞ্জলিঃ।।২৫
প্রজাপতেঃ কশ্যপায় সোমায় বরুণায় চ।
যোগযোগেশ্বরেভ্যশ্চ নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ।।
পিতৃগণেভ্যঃ সপ্তভ্যো নমো লোকেষু সপ্তসু
স্বয়ম্ভুবে নমশ্চৈব ব্রহ্মণে যোগচক্ষুষে।।২৭
এতদুক্তং সসপ্তর্ষিব্রহ্মর্ষিগণপূজিতম্।
পবিত্রং পরমং হ্যেতচ্ছ্রীমদ্রক্ষোবিনাশনম্।।
অনেন বিধিনা যুক্তস্ত্রীন্ বরাল্লভতে নরঃ।
অন্নমায়ুঃ সুতাংশ্চৈব দদতে পিতরো ভুবি।
ভক্ত্যা পরময়া যুক্তঃ শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সপ্তার্চিষং জপেদ্যস্তু নিত্যমেব সমাহিতঃ।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রায়াং পৃথিব্যামেকরাড়্ভবেৎ।
যৎকিঞ্চিৎ পচ্যতে গেহে ভক্ষ্যং বা
ভোজ্যমেব চ।
অনিবেদ্য ন ভোক্তব্যং তস্মিন্নায়তনে সদা।
ক্রমশঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি বলিপাত্রাণ্যতঃ পরম্।
যেষু যচ্চ ফলং প্রোক্তং তন্মে নিগদতঃ শৃণু।।
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শ্রাদ্ধকল্পো
নাম চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।।৭৪।।

গণকে সর্ব্বদা কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করি এবং প্রজাপতি, কশ্যপ, সোম বরুণ, ও যোগযোগেশ্বর প্রভৃতি পিতৃগণকে নমস্কার করি। সপ্তলোকে সপ্ত পিতৃগণকে ও যোগচক্ষু স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে আমাকে নমস্কার। সপ্তর্ষিগণের সহিত ব্রহ্মর্ষিগণের পূজিত— এই মন্ত্র আমি কীর্ত্তন করিলাম। ইহা পরম পবিত্রতা প্রদায়ক ও রক্ষোবিনাশন যে নর বিধিপূর্ব্বক ইহার অনুষ্ঠান করে, সে অন্ন, আয়ু, ও সুত — এই তিনটী বর পিতৃগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সমাহিত হইয়া পরম ভক্তিসহকারে শ্রদ্ধার সহিত সপ্তার্চিষ মন্ত্র জপ করেন, তিনি এই সপ্তদ্বীপা সসাগরা ধরার একচ্ছত্র রাজা হন। ভক্ষ্য-ভোজ্য যাহা কিছু গৃহে প্রস্তুত হয়, ঐ সকল দ্রব্য পিতৃগণকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতে নাই।

পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

বৃহস্পতিরুবাচ।

পালাশং ব্রহ্মবর্চ্চস্যমশ্বত্থে রাজ্যভাবনা।
সর্ব্বভূতাধিপত্যঞ্চ প্লক্ষে নিত্যমুদাহৃতম্।১
পুষ্টিকামস্তু ন্যগ্রোধং বুদ্ধিং প্রজ্ঞাং ধৃতিং স্মৃতিম্
রক্ষোঘ্নং চ যশস্যঞ্চ কাশ্মর্য্যং পাত্রমুচ্যতে।।২
সৌভাগ্যমুত্তমং লোকে মধুকে সমুদাহৃতম্।
ফল্গুপাত্রে চ কুর্ব্বাণঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।।
পরা দ্যুতিরথো বর্ত্তুঃ প্রাকাশ্যঞ্চ বিশেষতঃ।
বিল্বে লক্ষ্মীস্তথা মেধা নিত্যমায়ুষ্যমেব চ।।৪
ক্ষেত্রারামতড়াগেষু সর্ব্বশস্যেষু চৈব হি,
বর্ষেদজস্রং পর্জ্জন্যো বেণুপাত্রেষু কুর্ব্বতঃ।।৫
এতেষ্বেব সুপাত্রেষু যে চৈবাপ্যয়ণং দদুঃ।
সকৃদপ্যত্র যজ্ঞানাং সর্ব্বেষাং ফলমুচ্যতে।।৬

আমি ক্রমশঃ শ্রাদ্ধীয় বলি ও পাত্রের বিবরণ এবং উহাদের ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।২১-৩২।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৭৪

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃহস্পতি বলিলেন,— শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি পলাশপাত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ব্রহ্মবর্চ্চস্য, অশ্বত্থপাত্রে রাজ্য, প্লক্ষপাত্রে সর্ব্বভূতাধিপত্য, ন্যগ্রোধপাত্রে পুষ্টি, প্রজ্ঞা, ধৃতি ও স্মৃতি, কাশ্মর্য্যপাত্রে রাক্ষসহানি ও যশ, মধুকপাত্রে উত্তম সৌভাগ্য, ফল্গুপাত্রে সর্ব্বকামনা, শ্রাদ্ধকারীর উত্তম কান্তি ও প্রকাশতা এবং বিল্বপাত্রে লক্ষ্মী, মেধা ও আয়ু, লাভ করে। বেণুপাত্রে শ্রাদ্ধ করিলে পর্জ্জন্যদেব শ্রাদ্ধকারীর ক্ষেত্র, আরাম, তড়াগ ও শস্যক্ষেত্রে অজস্র বর্ষণ করেন এই সকল সুপাত্রে যে ব্যক্তি একবার মাত্রও শ্রাদ্ধ প্রদান করেন, তিনি নিখিল যজ্ঞের

পিতৃভ্যো যস্তু মাল্যানি সুগন্ধানি চ সর্ব্বশঃ।
সদা দদ্যাচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স বিভাতি দিবাকরঃ।।
গুগ্‌গুলাদীংস্তথা ধূপান্ পিতৃভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি
সংযুক্তান্ মধুসর্পির্ভ্যাং সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ
ধূপং গন্ধগুণোপেতং কান্তং পিতৃপরায়ণম্
লভতে স্ত্রীঃপত্যানি ইহ চামুত্র চোভয়োঃ।
দদ্যাদেব পিতৃভ্যস্তু নিত্যমেব হ্যতন্দ্রিতঃ।।৯
দীপং পিতৃভ্যঃ প্রযতঃ সদা যস্তু প্রযচ্ছতি।
সলোকেঽপ্রতিমং চক্ষুং সদা চ লভতে শুভম্
তেজসা যশসা চৈব কান্ত্যা চৈব বলেন চ।
ভুবি প্রকাশো ভবতি ভ্রাজতে চ ত্রিবিষ্টপে।
অপ্সরোভিঃ পরিবৃতো বিমানাগ্রে স মোদতে
গন্ধান্ পুষ্পাণি ধূপাংশ্চ দদ্যাদাজ্যাহুতীশ্চ বৈ।
ফলমূলনমস্কারৈঃ পিতৃণাং প্রযতঃ শুচিঃ।
পূর্ব্বং কৃত্বা দ্বিজান্ পশ্চাৎপূজয়েদন্নসম্পদা।।
শ্রাদ্ধকালে তু সততং বায়ুভূতাঃ পিতামহাঃ।
আবিশন্তি দ্বিজান্ দৃষ্ট্বা তস্মাদেতদ্‌ব্রবীমি তে
বস্ত্রৈরন্নৈঃ প্রদানৈস্তৈর্ভক্ষ্যপেয়ৈস্তথৈব চ।

গোভিরশ্বৈস্তথা গ্রামৈঃ পূজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্
ভবন্তি পিতরঃ প্রীতাঃ পূজিতেষু দ্বিজাতিষু।
তস্মাদন্নেন বিধিবৎ পূজয়েদ্দ্বিজসত্তমান্।।১৫
সব্যোত্তরাভ্যাং পাণিভ্যাং কুর্য্যাদুল্লেখনং দ্বিজঃ।
প্রোক্ষণং চ তথা কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধকর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
দর্ভান্ পিণ্ডাংস্তথা ভক্ষ্যান্ পুষ্পাণি বিবিধানি চ।
গন্ধদানমলঙ্কারমেকৈকং নির্ব্বপেদ্‌বুধঃ।।১৭
পোষয়িত্বা জলং সম্যগ্‌বৈশ্বঃ স্যাদুত্তরো দ্বিজঃ
অভ্যক্তদর্ভপিঞ্জুলৈস্ত্রিভিঃ কুর্য্যাদ্ যথাবিধিঃ।
অপসব্যং পিতৃভ্যশ্চ দদ্যাদন্নমনুত্তমম্।
তানুচ্চার্য্যাথ সর্ব্বেষাং বস্ত্রার্থং সূত্রমেব চ।১৯
খণ্ডনং পেষণঞ্চৈব তথৈবোল্লেখং তথা।
সকৃত্তেব হি দেবানাং পিতৃণাং ত্রিভিরুচ্যতে।।
একং পবিত্রং হস্তেন পিতৃণ সর্ব্বান সকৃৎ সকৃৎ
চৈলমন্ত্রেণ পিণ্ডেভ্যো দত্ত্বা দর্শনজং হিতম্।।
সদা সর্পিস্তিলৈর্যুক্তাংস্ত্রীন্ পিণ্ডান্নির্ব্বপেদ্ভুবি।

ফলভাগী হন। এইরূপে যিনি পিতৃগণকে সুগন্ধি মাল্য প্রদান করেন, তিনি দিবা করের ন্যায় দীপ্তি, যিনি মধু-সর্পি যোগ করিয়া শ্রাদ্ধে গুগ্‌গুল ও ধূপাদি প্রদান করেন, তিনি অশ্বমেধযজ্ঞের ফল, এবং যিনি বিশিষ্ট গন্ধযুক্ত ধূপ প্রদান করেন, তিনি ইহ পরলোকে অপত্যলাভ করেন। যে ব্যক্তি দীপ দান করে, সে লোকে অপ্রতিম চক্ষু লাভাতে তেজ, যশ, কান্তি ও বলে পৃথিবীতে বিখ্যাতনামা হইয়া পরে স্বর্গে গমন করত অপ্সরা-পরিবৃত হইয়া হর্ষ প্রাপ্ত হয়। দ্বিজগণ প্রথমতঃ পিতৃগণকে ফল, মূল ও নমস্কারের সহিত গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও আজ্যাহুতি প্রদান করিয়া পরে অন্নাদি দ্বারা পূজা করিবেন। শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণ বায়ুভূত হইয়া দ্বিজশরীরে আবিষ্ট থাকেন; সুতরাং আমার কথা এই যে, শ্রাদ্ধকালে অন্ন, বস্ত্র, ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয়,

গো, অশ্ব ও গ্রাম দান দ্বারা দ্বিজোত্তমগণের পূজা করিতে হয় দ্বিজগণ অতন্দ্রিতভাবে শ্রাদ্ধে দক্ষিণপাণি দ্বারা উল্লেখণ ও প্রোক্ষণ কর্ম্ম করিবেন এবং দর্ভ, পিণ্ড, ভক্ষ্য, বিবিধ পুষ্প, গন্ধ ও অলঙ্কার একে একে পিতৃগণোদ্দেশে নির্ব্বপণ করিবেন। দানাদি দ্বারা দ্বিজগণকে সম্যক্ পোষণ করিয়া বৈশ্বদেব কর্ম্মানন্তর দ্বিজ অভ্যক্তযুক্ত তিনটী দর্ভপিঞ্জুলাদি দ্বারা যথাবিধি সমুদায় শ্রাদ্ধীয় কার্য্য করিবেন এবং অপসব্য ক্রমে পিতৃগণকে অনুত্তম অন্ন প্রদানান্তে তাঁহাদের নাম-গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বস্ত্রার্থ সূত্র প্রদান করিবেন।১-১৯। খণ্ডন, পেষণ ও উল্লেখন, এই কার্য্যগুলি দেবপক্ষে একবার ও পিতৃপক্ষে তিনবার করিতে হয়। এক একটী পবিত্র হস্তে লইয়া বস্ত্রপ্রদানমন্ত্রে প্রত্যেক পিতৃপিণ্ডে এক এক বার সূত্র প্রদান করিবে। পিতৃপরায়ণ ব্যক্তি বাম জানুভূমিতে পাতিত করিয়া ঘৃত ও তিল মিশ্রিত

জানুং কৃত্বা যথা সব্যং ভূমৌ পিতৃপরায়ণঃ ।
পিতৃন্ পিতামহাংশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহান্।
আহূয় চ পিতৃন্ প্রাজ্ঞান্ পিতৃতীর্থেন যত্নতঃ।
পিণ্ডান্ পরিক্ষিপেৎ সম্যগপসব্যমতন্দ্রিতঃ।।২৩
অন্নেনাদ্ভিশ্চ পুষ্পৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চৈব পৃথগ্বিধৈঃ
পৃথঙ্মাতামহানাস্তু কেচিদিচ্ছন্তি মানবাঃ।।২৪
ত্রীন্ পিণ্ডানানুপূর্ব্বেণ সাঙ্গুষ্ঠান পুষ্টিবর্দ্ধনান্।
জানুভ্যাং বাপ্যথ যত্নেন পিণ্ডান্ দদ্যাদ্যথাক্রমম্ ।
সব্যোত্তরাভ্যাং পাণিভ্যাং ধর্ম্মে মন্ত্রে চ পর্য্যয়ে
নমো বঃ পিতরঃ শুষ্মৈ সদা হ্যেবমতন্দ্রিতঃ।।
দক্ষিণস্যান্ত পাণিভ্যাং প্রথমং পিণ্ডমুৎসৃজেৎ।
নমো ব পিতরঃ সৌম্যাঃ পঠন্নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
সব্যোত্তরাভ্যাং পাণিভ্যাং ধর্ম্মে সর্ব্বমতন্দ্রিতঃ
উলূখলস্য লেখায়ামুদপাত্রাচ্চ সেবনম্।।২৮
ক্ষৌমসূত্রং নবং দদ্যাচ্ছোণং কার্পাসিকং তথা
পত্রোর্ণং পিতৃসূত্রঞ্চ কৌশেয়ং পরিবর্জ্জয়েৎ ।
বর্জ্জয়েত্তদ্দশাং যত্নে যদপ্যহতবস্ত্রজাম্।

ন প্রীণন্তি তথৈতানি দাতুরপ্যায়তো ভবেৎ
শ্রেষ্ঠমাহুস্ত্রিককুদমঞ্জনং নিত্যমেব চ।
কৃষ্ণেভ্যশ্চ তিলেভ্যশ্চ যত্তৈলং পরিরক্ষিতম্
চন্দনাগুরুণী চোভে তমালোশীরপদ্মকম্.
ধূপঞ্চ গুগ্গুলং শ্রেষ্ঠং তুরুষ্কং ধূপমেব চ ।৩২
শুক্লাঃ সুমনসঃ শ্রেষ্ঠাস্তথা পদ্মোৎপলানি চ।
গন্ধবন্ত্যুপপন্নানি যানি চান্যানি কৃৎস্নশঃ ।৩৩
জপাসুমনসো ভণ্ডীরূপকামকুরণ্ডকাঃ।
পুষ্পাণি বর্জ্জনীয়ানি শ্রাদ্ধকর্ম্মণি নিত্যশঃ।৩৪
যানি গন্ধাদপেতানি উগ্রগন্ধানি যানি চ।
বর্জ্জনীয়ানি পুষ্পাণি ভূতিমিচ্ছতা তদা ।৩৫
দ্বিজাতয়স্তথাবিষ্টা নিয়তাঃ স্যুরুদঙ্মুখাঃ।
পূজয়েদ্যজমানস্তু বিধিবদ্দক্ষিণামুখঃ।।৩৬
তেষামভিমুখো দদ্যাদর্ভান পিণ্ডাংশ্চ যত্নতঃ।
অনেন বিধিনা সাক্ষাদর্চ্চয়েৎ স্বান্ পিতামহান্
হরিতা বৈ সপিঞ্জল্যঃ পুষ্পস্নিগ্ধাঃ সমাহিতাঃ।
রত্নিমাত্র প্রদানেন পিতৃতীর্থেন সংস্থিতাঃ।।৩৮
উপমূলে তথা নীলাঃ প্রস্তরাদ্যকুলোদ্যমাঃ।

তিনটী পিণ্ড পিতৃ-উদ্দেশে ভূমিতে নির্ব্বপণ করিবেন এবং পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ ও পূর্ব্ব পিতৃগণকে আবাহনপূর্ব্বক প্রদত্ত পিণ্ডোপরি অতন্দ্রিতভাবে যত্ন সহকারে অপসব্য ক্রমে অন্ন নিক্ষেপ করিবেন. শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ অন্ন, জল, পুষ্প ও ভক্ষ্য দ্বারা মাতামহ পক্ষের শ্রাদ্ধ করিবেন। ইহা কোন আচার্য্যেরা বলিয়া থাকেন। মাতামহ পক্ষেও দত্তাঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিবর্দ্ধন তিনটী পিণ্ড 'নমো বঃ পিতরঃ শুষ্মৈ' এই মন্ত্রে পতিত বামজানু হইয়া সব্যোত্তর পাণি দ্বারা যথাক্রমে যত্নের সহিত প্রদান করিতে হয় এবং 'নমো বঃ পিতরঃ সৌম্যাঃ' এই মন্ত্রে দক্ষিণ দিকে প্রথম পিণ্ড উৎসর্গ করিতে হয়। দ্বিজগণ অতন্দ্রিতভাবে সব্যোত্তর পাণি দ্বারা উলূখল পরিষ্কৃত তণ্ডুল, উদক্পাত্র হইতে জল ও নূতন ক্ষৌমসূত্র, শোণ সূত্র ও কার্পাসিক সূত্র পিতৃগণকে প্রদান করিবেন। কিন্তু উর্ণাসূত্র ও কৌশের সূত্র পিতৃগণকে কদাচ দিবেন না। নূতন বস্ত্রের দশা পিতৃগণকে প্রদান করিতে নাই ইহাতে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন না এবং দাতাও আপ্যায়িত হইতে পারেন না ত্রিককুদ্ অঞ্জন, কৃষ্ণ তিল এবং তাহা হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয়, তাহার তৈল, চন্দন, অগুরু, তমাল, উশীর, পদ্ম, ধূপ, গুগ্গুল, তুরুষ্ক ধূপ, শুক্ল পুষ্প, এবং পদ্মোৎপল, এই সকল দ্রব্য শ্রাদ্ধে সুপ্রশস্ত এবং গন্ধবিশিষ্ট পুষ্প, জল-পুষ্প, ভণ্ডীর, উপকাম ও কুরণ্ডক, এই সকল পুষ্প শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়. ২০-৩৪ । উন্নতিশীল ব্যক্তিগণ নির্গন্ধ ও উগ্রগন্ধ পুষ্প বর্জ্জন করিবেন শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ উত্তরমুখে এবং যজমান স্বয়ং দক্ষিণমুখে উপবেশন করিবেন পিতৃগণের অভিমুখে যত্ন সহকারে দর্ভ ও পিণ্ড প্রদান করিতে হয়। এইরূপ বিধি অনুসারে স্বীয় পিতামহগণের অর্চ্চনা করিবে পুষ্পস্নিগ্ধ, সমাহিত, পিতৃতীর্থে সংস্থিত, নীলোপমূল, শ্যামাক নীবারসকল

তথা শ্যামাকনীবারো দুর্ব্বারাঃ সমুদাহৃতাঃ ।৩৯
পূর্ব্বং কীর্ত্তিতবান্ শ্রেষ্ঠো বভূবাথ প্রজাপতিঃ।
তস্য বালা নিপতিতা ভূমৌ চাকাশমার্গতঃ।।
তস্মান্মেধ্যাঃ সদা কাশাঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি পূজিতাঃ
পিণ্ডনির্ব্বপণং তেষু কীর্ত্তিঃ প্রজ্ঞাকান্তিসমন্বিতা।
ভবন্তি রুচিরা নিত্যং বিপাপ্মানোহম্বর্জ্জিতাঃ
সকৃদেবাহস্তরেদ্দর্ভান্ পিণ্ডার্থং দক্ষিণামুখঃ।
প্রাগ্‌দক্ষিণাগ্রনিয়তো বিধিং চাপ্যনুবক্ষ্যতি।।
ন দীনো বাপি বা ক্রুদ্ধো ন চৈবান্যমনা নরঃ
একাগ্রমাধায় মনঃ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ সদা বুধঃ।।৪৪

নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবন্তবে-
দ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া।
রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা
হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে।।৪৫
এতেন মন্ত্রেণ সুসংযতাত্মা
তাং বৈ বেদীং সকৃদুল্লিখ্য ধীরঃ।
ভূতিং শিবাং হি ধ্রুবমিচ্ছমানঃ
ক্ষিপেদ্দ্বিজাতির্দিশমুত্তরাং গতঃ।।৪৬
এবং পিত্রে দৃষ্টমনং হি যস্য
তস্যাসুরা বর্জ্জয়ন্তীহ সর্ব্বে।
যস্মিন্ দেশে পঠ্যতে এষ মন্ত্র-
স্তং বৈ দেশং রাক্ষসা বর্জ্জয়ন্তি।।৪৭
অন্নপ্রকারান্নাশুচিঃ সাধু বীক্ষন্
নচৈবান্নং সংস্পৃশেচ্চাপি দদ্যাৎ
পবিত্রপাণিশ্চ ভবেত্তথা হি
সহস্রকৃত্বস্য ফলং সমশ্নুতে।।৪৮

অনেন বিধিনা নিত্যং শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্দ্বিজঃ সদা।
মনসা কাঙ্ক্ষিতং যদ্ যত্তত্তদ্দদ্যুঃ পিতামহাঃ।।৪৯
পিতরো হৃষ্টমনসো রক্ষাংসি বিমনাংসি চ।
ভবন্ত্যেবং কৃতে শ্রাদ্ধে নিত্যমেব প্রযত্নতঃ।।
শূদ্রা শ্রাদ্ধে ক্ষীরচাণ্ড বল্বজ, ভুরবস্তথা।
বারণাশ্চ লবাশ্চৈব লববর্ষাশ্চ নিত্যশঃ।
এবমাদীন্যথান্যানি তৃণানি পারবর্জ্জয়েৎ ।৫১
অঞ্জনাভ্যঞ্জনাগন্ধমালানুপ্রলয়নং তথা।

পিঞ্জলীর সহিত অতি দুষ্প্রাপ্য ছিল। পূর্ব্বে ইহা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবান্ প্রজাপতির কেশ সকল আকাশমার্গ হইতে ভূমিতে নিপতিত হয়;ঐ কেশগুলিই কাশরূপে জন্মিয়াছে। এই জন্যই কাশ সকল শ্রাদ্ধ কর্ম্মে পূজিত ও অত্যাবশ্যকীয়। ঐশ্বর্যকামী ব্যক্তির তাহাতে পিণ্ড নির্ব্বপণ করা কর্ত্তব্য যে ব্যক্তি একবার মাত্রও দক্ষিণমুখ হইয়া পিণ্ড পিণ্ড প্রদানের নিমিত্ত দর্ভ আস্তরণ করে, এবং পূর্ব্বদক্ষিণমুখ হইয়া বিধিবাক্য পাঠ করে, তাহার প্রজ্ঞা কান্তি-সমন্বিত প্রজাপুষ্টি, দ্যুতি, ও কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হয়।কাশ সকল সর্ব্বদাই পবিত্র ও প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ নর দীন, ক্রুদ্ধ এবং অন্যমনা না হইয়া একাগ্র মনে সর্ব্বদা শ্রাদ্ধে মনঃ সমাধান করিবে। "যাহা অমেধ্যবৎ প্রতিভাত তাহা আমি বিনষ্ট করি, আমা কর্ত্তৃকই অসুর দানব, রক্ষ, যক্ষ, পিশাচসমূহ ও যাতুধান সকল নিহত হইল।" ধীর ব্যক্তি সুসংযতভাবে এই মন্ত্রে কুশ দ্বারা একবার বেদী লিখন করিয়া মঙ্গলময় ঐশ্বর্য্য কামনায় সেই কুশ উত্তরদিকে নিক্ষেপ করিবে। এই বিধি অনুসারে যে ব্যক্তি পিতৃকৃত্যে অন্নপ্রদান করে, অসুর সকল তাহার ঐ কর্ম্মে বিঘ্নোৎপাদন করিতে পারে না, পরন্তু তাহা বর্জ্জন করে। যে স্থানে এই মন্ত্র পঠিত হয়, সেই স্থান রাক্ষসগণ পরিত্যাগ করে। ৩৫—৪৭। অশুচি ব্যক্তি শ্রাদ্ধীয় অন্ন প্রদান এমন কি দর্শন ও স্পর্শও করিবে না; পবিত্রপাণি হইয়া প্রদান করিবে, ইহাতে তাহার সহস্রবার প্রদানের ফল হইবে। দ্বিজগণ সর্ব্বদা এই বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধে পিতৃগণ প্রসন্ন হইয়া অভিলষিত প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন এবং রাক্ষস সকল অসন্তুষ্ট হয়। নিত্য শ্রাদ্ধ করিলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। শ্রাদ্ধে শূদ্রজাতি এবং ক্ষীরচাণ্ড, বল্বতরু, বারণ, অঞ্জনা,

কাশৈঃ পুনর্ভবৈ সর্ব্বমেব ফলং ভবেৎ
কাশাঃ পুনর্ভবা যে চ বর্হণা উপবর্হণাঃ।।৫৩
অথ তে পিতরো দেবা দেবাশ্চ পিতরঃ পুনঃ
পুষ্পগন্ধাদিধূপনামেষ মন্ত্র উদাহৃতঃ
আহৃত্য দক্ষিণায়াস্তু হোমার্থে বিপ্রযত্নতঃ।।৫৪
অস্বর্গ্যং লৌকিকং বাপি জুহুয়াৎ কর্ম্মসিদ্ধয়ে
অন্তরাধায় সমিধং তথা হোমো বিধীয়তে।
সমাহিতেন মনসা প্রযতাগ্নিঃ প্রযত্নতঃ।।৫৫
অগ্নয়ে কব্যবাহায় স্বধা অঙ্গিরসে নমঃ।
সোমায় বৈ পিতৃমতে স্বধা অঙ্গির স নমঃ।
যমায় চৈবাঙ্গিরসে স্বধা নম ইতি ব্রুবন্।।৫৬
ইত্যেতে বৈ হোমমন্ত্রা মন্ত্রাণামনুপূর্ব্বশঃ।
দক্ষিণাতোঽগ্নয়ে নিত্যং সোমায়াত্তরস্তথা।
এতয়োরন্তরং নিত্যং জুহুয়াদ্বৈ বিবস্বতে।
উপচারং স্বধাকারং তথৈবোল্লেখনঞ্চ যৎ।।৫৮
হোমজপ্যো নমস্কারঃ প্রোক্ষণঞ্চ বিশেষতঃ।
অঞ্জনাভ্যঞ্জনে চৈব পিণ্ডসংবপনং তথা।।৫৯

অশ্বমেধফলেনৈব তৎস্মৃতং মন্ত্রপূর্ব্বকম্।
ক্রিয়া সর্ব্বা যথোদ্দিষ্টাঃ প্রযত্নেন সমাচরেৎ।।
বহ্বহব্যস্থমেবাগ্নৌ সুসমিদ্ধে বিশেষতঃ
বিধূমে লেলিহানে চ হোতব্যং কর্ম্মসিদ্ধয়ে।।৬১
অপ্রবুদ্ধে সধূমে চ জুহুয়াদ্যো হুতাশনে।
যজমানো ভবেদন্ধঃ সোঽপুত্র ইতি নঃ শ্রুতম্
অল্পেন্ধনো বা রূক্ষো বা বিস্ফুলিঙ্গশ্চ সর্ব্বশঃ।
জ্বালাধূমোঽপসব্যশ্চ স তু বহ্নির্ন সিদ্ধয়ে।।৬৩
দুর্গন্ধশ্চৈব নীলশ্চ কৃষ্ণশ্চৈব বিশেষতঃ।
ভূমিং বিগাহতে যত্র তত্র বেদ্যাৎ পরাভবম্।।
অর্চিষ্মান্ পিণ্ডিতশিখঃ সর্পিঃকাঞ্চনসন্নিভঃ।
স্নিগ্ধঃ প্রদক্ষিণশ্চৈব বহ্নিঃ স্যাৎ কার্য্যসিদ্ধয়ে।।
নরনারীগণেভ্যশ্চ পূজাং প্রাপ্নোতি শাশ্বতীম্
অক্ষয়াঃ পূজিতাস্তেন ভবন্তি পিতরোঽব্যয়াঃ
স্থাল্যুদুম্বরপাত্রাণি ফল্গূনি সমিধস্তথা।

অভ্যাঞ্জনা, অসন্ধা, অনুপ্রলয়ন, লব ও লবর্বর্ম প্রভৃতি তৃণ বর্জ্জনীয়। পুনর্ভব কাশ দ্বারা শ্রাদ্ধীয় সমুদয় কার্য্য করিবে। ইহাতে সকল ফল লাভ হয়। পুনর্ভব কাশ, বর্হণ, ও উপবর্হণ সাক্ষাৎ পিতৃস্বরূপ এবং পিতৃগণ দেবতাস্বরূপ। পুষ্প, গন্ধ ও ধূপ প্রদানের মন্ত্র উদাহৃত হইয়াছে। অনন্তর যত্নপূর্ব্বক হোম-সামগ্রী দক্ষিণদিকে আহরণ করিয়া কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত অস্বর্গ্য লৌকিক দ্রব্য হোম করিবে। একটি হোমের অবসানে সমি্ হোম বিধান করিবে। হোমের মন্ত্র, যথা,—"অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা অঙ্গিরসে নমঃ" "সোমায় পিতৃমতে স্বধা অঙ্গিরসে নমঃ" "যমায় অঙ্গিরসে স্বধা নমঃ" এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা আনুপূর্ব্বী ক্রমে কুণ্ডের দক্ষিণদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নি, সোম ও বৈবস্বতের হোম করিবে। উপচার আহরণ, স্বধামন্ত্রোচ্চারণ, উল্লেখন, হোম, জপ, নমস্কার, প্রোক্ষণ, অঞ্জন, অভ্যঞ্জন এবং পিণ্ডনির্ব্বপণ,

মন্ত্রপূর্ব্বক এই সকল কর্ম্মাত্মক শ্রাদ্ধ অশ্বমেধ-ফলদায়ক। এই সমুদয় যথোদ্দিষ্ট ক্রিয়া যত্ন-সহকারে সম্পন্ন করিবে। বিশেষতঃ সুসমিদ্ধ অগ্নিতে বহু হোম করিবে বিধূম এবং লেলিহান অগ্নিতে হোম করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি অপ্রজ্জ্বলিত সধূম অগ্নিতে হোম করে, সে অন্ধ ও পুত্রহীন হয়। অল্পেন্ধন, রূক্ষ, বিস্ফুলিঙ্গ যাহার শিখা ধূমবিশিষ্ট এইরূপ অগ্নি, এবং অপসব্য অগ্নিতে হোম করিলে সিদ্ধি লাভ হয় না যে অগ্নি দুর্গন্ধবিশিষ্ট, নীলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ এবং যাহা ভূমিতে লতাইয়া প্রজ্জ্বলিত হয়, এরূপ অগ্নিতে হোম করিলে পরাভব প্রাপ্তি ঘটে এবং যে অগ্নি অর্চিষ্মান্ পিণ্ডিতশিখ, ঘৃত ও কাঞ্চনের ন্যায় স্নিগ্ধবর্ণ এবং যাহা প্রদক্ষিণ ক্রমে প্রজ্বলিত হয়, তাদৃশ অগ্নিই কার্য্যসিদ্ধিজনক।৪৮-৬৫ ঐ অগ্নিই নর-নারীগণের নিকট নিত্য পূজা প্রাপ্ত হয় এবং ঐ অগ্নি দ্বারাই পূজিত হইয়া পিতৃগণ অক্ষয় ও অব্যয় হইয়া থাকেন। স্থালী, উদুম্বরপাত্র, ফল্গু ও সা মধ এই সম্-

শ্রাদ্ধে-চাতিপবিত্রাণি মেধ্যানীতি বিশেষতঃ।
পবিত্রং বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ শুদ্ধয়ে জন্মকর্ম্মসু।
পাত্রেষু ফলমুদ্দিষ্টং ময়া শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।।৬৮
তদেব কৃৎস্নং বিজ্ঞেয়ং সমিৎ সু চ যথাক্রমম্
কৃত্বা সমাহিতং চিত্তমগ্নয়ে বৈ করোম্যহম্।
অনুজ্ঞাতঃ কুরুষ্বেতি তথৈব দ্বিজসত্তমৈঃ।
পত্নীমাদায় পুত্রাংশ্চ জুহুয়াদ্ধব্যবাহনম্।।৭০
সমানপ্লক্ষন্যগ্রোধপ্লক্ষাশ্বত্থবিকঙ্কতাঃ।
উদুম্বরস্তথা বিল্বচন্দনা যজ্ঞিয়াশ্চ তে।।৭১
সরলো দেবদারুশ্চশালশ্চ খদিরস্তথা।
সমিদর্থং প্রশস্তাঃ স্যুরেতে বৃক্ষা বিশেষতঃ।।
গ্রাম্যাঃ কণ্টকিনশ্চৈব যজ্ঞিয়া যেন কেন চ।
পূজিতাঃ সমিদর্থে তু পিতৃণাং বচনং তথা।।৭৩
সমিদ্ভিঃ কঙ্কলেয়াভির্জুহুয়াদ্যো হুতাশনম্।
ফলং যৎ কর্ম্মণস্তস্য তন্মে নিগদতঃ শৃণু।।৭৪
আয়সং সর্ব্বকামীয়মশ্বমেধফলং হি তৎ।

শ্লেষ্মাতকো নক্তমালঃ কপিত্থঃ শাল্মলিস্তথা।।
নীপো বিভীতকশ্চৈব বল্লীভিশ্চ তথৈব চ।
শকুনানাং নিবাসাংশ্চ বর্জ্জয়েচ্চ মহীরুহান্।
অযজ্ঞিয়াঃ স্মৃতা যে চ বৃক্ষাংশ্চৈব তু বর্জ্জয়েৎ।।
স্বধেতি চৈব মন্ত্রান্তে পিতৃণাং বচনং তথা।
স্বাহেতি চৈব দেবানাং যজ্ঞকর্ম্মণ্যুদাহৃতম্।।৭৭

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শ্রাদ্ধকল্পো নাম পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়।।৭৫।।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব তেভ্যোঽহন্যে পিতরস্তথা
আথর্ব্বণবিধির্হ্যেষ প্রত্যুবাচ বৃহস্পতিঃ।।১
পূজয়েচ্চ পিতৄণ পূর্ব্বং দেবাংশ্চাপি বিশেষতঃ
দেবেভ্যোঽপি পিতৄণ পূর্ব্বমর্চ্চয়ন্তীহ যত্নতঃ।।২
দক্ষস্য দুহিতা খ্যাতা লোকে বিধেতি নামতঃ

দয় দ্রব্য শ্রাদ্ধে বিশেষ পবিত্র বলিয়া গৃহীত। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! জাতকর্ম্ম বিষয়ে পবিত্র, শুদ্ধিজনক বলিয়া অভিহিত। আমি শ্রাদ্ধীয় পাত্রের যে সকল ফল কীর্ত্তন করিয়াছি ঐ সমুদয় ফল যথাক্রমে সমিধসকলেও বুঝিতে হইবে। অতঃপর কর্ম্মকর্ত্তা সমাহিতচিত্তে হইয়া 'অগ্নৌ করিষ্যামি' এই প্রশ্ন করিবেন। তাঁহার প্রশ্নের পর দ্বিজগণ 'কুরুষ্ব' বলিয়া তাঁহাকে অনুজ্ঞা প্রদান করিলে, তিনি স্বীয় পত্নী ও পুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া অগ্নিতে হোম করিবেন। সমান, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, অশ্বত্থ, বিকঙ্কত, উদুম্বর, বিল্ব, চন্দন, সরল, দেবদারু, শাল ও খদির, এই সকল বৃক্ষ যজ্ঞীয়; বিশেষত ইহাদের কাষ্ঠ হোমকার্য্যে প্রশস্ত। গ্রাম্য বৃক্ষ, কণ্টকী বৃক্ষ এবং অন্যান্য যাহা কিছু যজ্ঞিয় বৃক্ষ, সমস্তই যজ্ঞিয় সমিধ্ করণার্থ প্রশস্ত। ইহা পিতৃগণ বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি কঙ্কলের সমিধ্ দ্বারা অগ্নিতে হোম করে, তাহার হোমফল শ্রবণ করুন—আয়স কাষ্ঠ সর্ব্বকামপ্রদ ও অশ্বমেধফলপ্রদ।

শ্লেষ্মাতক, নক্তমাল, কপিত্থ, শাল্মলি, নীপ, বিভীতক, বল্লীযুক্ত বৃক্ষ এবং পক্ষিনিবাস বৃক্ষ অযজ্ঞিয়; অতএব বর্জ্জনীয়। পিতৃগণের মন্ত্রান্তে স্বধা এবং দেবতাগণের যজ্ঞকর্ম্মে স্বাহা মন্ত্র উদাহৃত হইয়াছে। ৭৬—৭৭।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।।৭৫।।

ষট্‌সপ্ততিতম্ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,— বৃহস্পতি আথর্ব্বণ বিধি অনুসারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, দেবতা দুই প্রকার; পিতৃ দেবতা ও অপিতৃদেবতা; দেবতা ও পিতৃদেবতা এতদুভয়েরই পূজা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু যজ্ঞ বিশেষে "দেবতাগণের অগ্রেই পিতৃদেবগণের পূজা করা বিধেয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! দক্ষের বিধা নাম্নী এক কন্যা ছিল। বিধাতা ঐ কন্যাকে ধর্ম্মের হস্তে সম্প্রদান করেন ঐ কন্যা হইতে প্রসূত পুত্রগণ বিশ্বদেব নামে

বিধিনা সা তু ধর্ম্মজ্ঞ দত্তা ধর্ম্মায় ধর্ম্মতঃ।
তস্যাঃ পুত্রা মহাত্মানো বিশ্বেদেবা ইতি শ্রুতিঃ
প্রখ্যাতাস্ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বলোকনমস্কৃতাঃ।
সমস্তাস্তে মহাত্মানশ্চেরুরুগ্রং মহত্তপঃ।।৫
হিমবচ্ছিখরে রম্যে দেবগন্ধর্ব্বসেবিতে।
সর্ব্বাপ্সরোভিশ্চরিতং দেবগন্ধর্ব্বসেবিতম্।।৪
শুদ্ধেন মনসা প্রীতাঃ পিতরস্তানথাব্রুবন্।
বরং বৃণীধ্বং প্রীতাঃ স্ম কং কামং করবামহে ।
এবমুক্তে তু পিতৃভিস্তদা ত্রৈলোক্যভাবনঃ।
প্রজানামধিপো ব্রহ্মা বিশ্বানিতীদমব্রবীৎ।।৭

ব্রহ্মোবাচ।

মহাতেজা মহাদেবস্তপসা তৈস্তু তাপিতঃ।
তপসা তেন সুপ্রীতঃ কং কামং বিদধামি বঃ।
এবমুক্তাস্তদা বিশ্বে ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা।
উচুস্তে সহিতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাণং লোকভাবিনম্
শ্রাদ্ধেঽস্মাকং ভবেদংশো হ্যেষ নঃ কাঙ্ক্ষিতো বরঃ
প্রত্যুবাচ ততো তান্ বৈ ত্রিদিবপূজিতান্
ভবিষ্যত্যেবমেবেতি কাঙ্ক্ষিতো বো বরস্তু যঃ
পিতৃভিস্তু তথেত্যুক্তা এবমেতন্ন সংশয়ঃ।।১১
সহাস্মাভিস্তু বো ভাব্যং যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে ত্বিহ।
অস্মাকং কল্পিতে শ্রাদ্ধে যুষ্মানগ্রাসনং হ বৈ।।
ভবিষ্যতি মনুষ্যেষু সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে
মাল্যৈর্গন্ধৈস্তথান্নেন যুষ্মানগ্রেঽর্চ্চয়িষ্যতি ।১৩
প্রদাতা চেতি যুষ্মাকমস্মাকং দাস্যতে ততঃ।
বিসর্জ্জনমথাস্মাকং পূর্ব্বং পশ্চাত্তু দেবতাঃ।।১৪
রক্ষপক্ষেণ শ্রাদ্ধস্য আথিব্যঞ্চ বিধিদ্বয়ম্।
ভূতানাং দেবতানাঞ্চ পিতৃণাং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
এবং বিধিকৃত্যং সম্যক্ সর্ব্বমেতদ্ভবিষ্যতি
এবং দত্ত্বা বরং তেষাং ব্রহ্মা পিতৃগণৈঃ সহ।
ভূতানুগ্রহকৃদ্দেবঃ সঞ্চার যথাসুখম্। ১৬
বেদে পঞ্চমহাযজ্ঞা নরাণাং সমুদাহৃতাঃ।
এতান্ পঞ্চ মহাযজ্ঞানির্ব্বপেৎ সততং নরঃ।।১৭

প্রসিদ্ধ . ঐ ত্রিভুবন-বিখ্যাত সর্ব্বলোক নমস্কৃত মহাত্মা বিশ্বেদেবগণ দেব-গন্ধর্ব্বসেবিত রমণীয় হিমাচল শিখরে সর্ব্ব অপ্সরা ও দেব-গন্ধর্ব্বগণের আচরিত মহৎ উগ্র তপ আচরণ করেন। ঐ তপস্যার ফলে পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,— আমরা প্রীত হইয়াছি, তোমাদিগের কোন্ কর্ম্ম সিদ্ধ করিব? তাহা বররূপে প্রার্থনা কর। পিতৃগণ এইরূপ বলিলে, প্রজেশ ব্রহ্মা বিশ্বদেবগণকে বলিলেন, তোমাদের তপস্যায় মহাতেজা মহাদেবও তাপিত হইয়াছেন, এবং আমিও যথেষ্ট প্রীত হইয়াছি, তোমাদের কোন মনোরথ পূর্ণ করিব? তাহা বল? লোককর্ত্তা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিশ্বদেবগণ এইরূপ অভিহিত হইয়া সকলে এক যোগে বলিলেন, শ্রাদ্ধে আমাদের অংশ হউক ; ইহাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত বর। অনন্তর ভগবান্ দেববন্দিত ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন,— তাহাই হইবে, তোমাদের যাহা অভিলষিত তাহা পূর্ণ হইবে ১—১১। অনন্তর পিতৃগণও বলিলেন : — তাহাই হইবে। ইহাতে কোন সংশয় নাই,—এই পৃথিবীতে যেখানে যে কর্ম্ম হইবে, সকল কর্ম্মেই আমাদের সহিত তোমাদের ত্যাগ কল্পিত হইবে আমাদের জন্য কল্পিত শ্রাদ্ধে, তোমাদের আসন অগ্রে হইবে। মনুষ্য-লোকে তোমাদের এইরূপ ভাগ কল্পিত হইবে ;ইহা সত্যই বলিলাম। মনুষ্যগণ মাল্য, গন্ধ ও অন্ন দ্বারা তোমাদের অগ্রে অর্চ্চনা করিয়া পরে আমাদিগকে ঐ সকল গন্ধ মাল্যাদি প্রদান করিবে। আমাদের বিসর্জ্জন অগ্রে হইবে, পশ্চাত তোমাদের হইবে ভূত, দেবতা ও পিতৃগণের শ্রাদ্ধ কর্ম্মে রক্ষা ও আতিথ্য এই দুইটী বিধি আছে। ভূতানুগ্রহকৃৎ ব্রহ্মা বিশ্বদেবগণকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া পিতৃগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বেদে মানবগণের পাঁচটী মহাযজ্ঞ কথিত আছে, মানবগণ সর্ব্বদা ঐ

যত্র যান্তি দাতারঃ সংস্থানং বৈ নিবোধত।
নির্ভয়ং নিরহঙ্কারং নিঃশোকং নির্ব্যথক্রমম্।
ব্রহ্মস্থানমবাপ্নোতি সর্ব্বকামপুরস্কৃতম্ ১৮
শূদ্রেণাপি প্রকর্ত্তব্যাঃ পঞ্চৈতে মন্ত্রবর্জ্জিতাঃ।
অতোহন্যথা তু যো ভুঙ্ক্তে স ঋণং নিত্যমশ্নুতে
ঋণঞ্চ ভুঙ্ক্তে পাপাত্মা যঃ পচেদাত্মকারণাৎ
তস্মান্নির্ব্বর্ত্তয়েৎ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ সদা বুধঃ।।২০
নৈবেদ্যং কেচিদিচ্ছন্তি জীবত্যপি প্রযত্নতঃ।
উদকপূর্ব্বং বলিং কুর্য্যাদুদকুম্ভং তথৈব চ।।২১
বলিং সুবিদিতং কুর্য্যাদুচ্চাদুচ্চতরং ক্ষিপেৎ।
পরশৃঙ্গগবাং পূর্ব্বং বলিং সূক্ষ্মং সমুৎক্ষিপেৎ।
ন নিবেদ্যো ভবেৎ পিণ্ডঃ পিতৃণাং যস্তু জীবতি
ইষ্টেনান্নেন ভক্ষ্যেশ্চ ভোজয়েত যথাবিধি।
বিধানং বেদবিহিতমেতদ্বক্ষ্যামি যত্নতঃ।।২৩
দেবদেবা মহাত্মানো হ্যেতেহপি পিতরো যতঃ
ইচ্ছন্তি কেচিদাচার্য্যাঃ পশ্চাৎপিণ্ডনিবেদনম্।।
পূজনঞ্চৈব বিপ্রাণাং পূর্ব্বমেব হি নিত্যশঃ।
ভবিধর্ম্মার্থকুশলানত্যাহ চ বৃহস্পতিঃ।।২৫
পূর্ব্বং নির্ব্বেদয়েৎ পিণ্ডং পশ্চাদ্বিপ্রাংশ্চ
ভোজয়েৎ।
যোগাত্মানো মহাত্মানঃ পিতরো যোগসম্ভবাঃ
সোমমাপ্যায়যন্ত্যেতে পিতরো যোগমাস্থিতাঃ।।
তস্মাদদ্যাচ্ছুচিঃ পিণ্ডান্‌যোগিভ্যস্তৎপরায়ণঃ।
পিতৃণাং হি ভবেদেতৎ সাক্ষাদিব হুতং হবিঃ
ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যো যোগী চাগ্রাসনে যদি
যজমানঞ্চ ভোক্তৄংশ্চ নৌরিবাম্ভসি তারয়েৎ।
অসতাং প্রগ্রহো যত্র সতাঞ্চৈব বিমাননা।
দণ্ডো দেবকৃতস্তত্র সদ্যঃ পততি দারুণঃ।।২৯
হিত্বাগমং সবর্ম্মাণং বালিশং যত্র ভোজয়েৎ।

পঞ্চ মহাযজ্ঞ নির্ব্বপণ করিবে শ্রাদ্ধপ্রদাতা ব্যক্তিগণ অন্তে যেস্থানে গমন করেন, তাহা শ্রবণ করুন—যেখানে ভয় নাই, ব্যথা নাই, এবং ক্লেশ নাই, সেই সর্ব্বকামপুরস্কৃত ব্রহ্মলোকই তাঁহাদের স্থান। মন্ত্রোচ্চারণ না করিয়া এই পঞ্চযজ্ঞ কর্ম্ম শূদ্রদিগেরও কর্ত্তব্য যে ব্যক্তি পঞ্চযজ্ঞ কর্ম্ম না করিয়া ভোজন করে, সে নিশ্চিতই ঋণগ্রস্ত হয় এবং যে ব্যক্তি পঞ্চযজ্ঞাদির জন্য পাক না করিয়া কেবল আপনার আপনার আহারের জন্য পাক করে, সে ব্যক্তিও ঋণী হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তি নিত্য পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। কেহ কেহ বলেন যে, পিতৃলোক জীবিত থাকিতেও নৈবেদ্যাদি প্রদান করিতে পারা যায় উদক দানের পর বলি ও জলকলসদান করা বিধেয়। উচ্চ হইতে উচ্চতর ক্রমে জ্ঞানপূর্ব্বক বলি প্রদান করা কর্ত্তব্য অগ্রে শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গবিশিষ্ট গাভীকে বলি প্রদান করিতে হয় জীবিত পিতৃগণকে পিণ্ড নিবেদন করা কর্ত্তব্য নহে। স্বীয় অভিলষিত অন্ন ও অপরাপর ভক্ষ্য বস্তু দ্বারা যথাবিধি পিতৃগণকে উদ্দেশে ভোজন করানো উচিত। এ সম্বন্ধে বেদবিহিত বিধি বলিতেছি। মহাত্মা পিতৃগণ দেবদেবস্বরূপ; কোন কোন আচার্য্য ব্রাহ্মণভোজনের পর পিণ্ড প্রদান ও পূর্ব্বে বিপ্রগণের ভোজন ব্যবস্থা করেন। ভগবান্ বৃহস্পতি ঐরূপ বিধর্ম্মতত্ত্বকুশল ব্যবস্থাপকদিগের প্রতি বলেন যে, অগ্রেই পিণ্ড প্রদান করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ ভোজন করান উচিত। যেহেতু যোগাত্মা মহাত্মা যোগসম্ভব এই পিতৃগণ সোমকে আপ্যায়িত করিতেছেন; অতএব পিতৃপরায়ণ ব্যক্তিগণ শুচিভাবে পরম যোগী পিতৃগণকে পিণ্ড প্রদান করিবেন, এই পিণ্ডদানই পিতৃগণের সাক্ষাৎ হুত হবিঃস্বরূপ। ১২—২৭। ব্রাহ্মণ ভোজন ক্ষেত্রে সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে যদি এক জন যোগীব্রাহ্মণ অগ্রে আসন প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে নৌকা যেমন জল হইতে মনুষ্যগণকে উদ্ধার করে, তেমনি তিনি ভোক্তৃগণ ও যজমানকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যেস্থানে অসজ্জনের সম্মান ও সজ্জনের অবমাননা হয়, সেইস্থানে বিধি বিহিত দারুণ দণ্ড আপনা-আপনি পতিত হয়। যে ব্যক্তি

আদিকর্ম্ম সমুৎসৃজ্য দাতা তত্র বিনশ্যতি ।৩০
পিণ্ডমগ্নৌ সদা দদ্যাদ্ভোগার্থী তু প্রযত্নতঃ।
প্রজার্থী যোষিতে দদ্যান্মধ্যমং তত্র পূর্ব্বকম্।।
উত্তমাং দ্যুতিম্ ইচ্ছন্ গোষু নিত্যং প্রযচ্ছতি
প্রজ্ঞাং পুষ্টিং যশঃ কীর্ত্তিং গোষু নিত্যং
প্রযচ্ছতি ।৩২
প্রার্থয়ন্ দীর্ঘমায়ুশ্চ বায়সেভ্যঃ প্রযচ্ছতি।
সৌকুমার্য্যমথাম্বিচ্ছন্ কুক্কুটেভ্যঃ প্রযচ্ছতি। ।৩৩
এবমেতৎ সমুদ্দিষ্টং পিণ্ডনির্বপনাৎ ফলম্।
আকাশং গময়েদ্বাপি স্থিতোহপ্সু দক্ষিণামুখঃ
পিতৃণাং স্থানমাকাশং দক্ষিণা চৈব দিগ্‌ভবেৎ
একং বিপ্রাঃ পুনঃ প্রাহুঃ পিণ্ডোদ্ধরণমগ্রতঃ।
অনুজ্ঞাতে তু তৈর্বিপ্রৈর্বাণমুদ্ধ্রিয়তামিতি। ।৩৫
পুষ্পাণাঞ্চ ফলানাঞ্চ ভক্ষ্যাণামন্নতস্তথা।
অগ্রমুদ্ধৃত্য সর্ব্বেষাং জুহুয়াজ্জাতবেদসি। ।৩৬
ভক্ষ্যমন্নং তথা পেয়মনুত্তমফলানি চ।
হুত্বা চাগ্নৌ ততঃ পিণ্ডান্নির্বপেদ্দক্ষিণামুখঃ ।৩৭

বৈবস্বতায় সোমায় হুত্বা পিণ্ডং নিবেদ্য সঃ
উদকানয়নং কৃত্বা পশ্চাদ্বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েৎ।
আনুপূর্ব্ব্যাত্তথা বিপ্রান্ ভক্ষ্যৈরন্নৈশ্চ শক্তিতঃ
স্নিগ্ধৈর্ভক্ষ্যৈঃ সুগন্ধৈশ্চ তর্পয়েৎ রসৈস্তথা।
একাগ্রঃ পর্য্যুপাসীত প্রযতঃ প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ।
তৎপরঃ শ্রদ্দধানশ্চ কামানাপ্নোতি মানবঃ। ।৩৯
অক্রুদ্ধত্বং কৃতজ্ঞত্বং দাক্ষিণ্যং সংকৃতঞ্চ যৎ।
ততো পরং বিধিং সৌম্যং ভুক্তবৎসু দ্বিজাতিষু
অনুপূর্ব্ব্যেণ বিহিতং তন্মে নিগদতঃ শৃণু।।৪১
প্রোক্ষ্য ভূমিমথোদ্ধৃত্য পূর্ব্বং পিতৃপরায়ণঃ।
ততোহত্র বিকিরং কুর্য্যাদ্বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা।।৪২
স্বধাং বাচ্য ততো বিপ্রা বিধিবদ্‌ভূরিদক্ষিণান্
অন্নশেষমনুজ্ঞাপ্য সংকৃত্য দ্বিজসত্তমান্।
প্রাঞ্জলিঃ প্রযতশ্চৈব অনুগম্য বিসর্জ্জয়েৎ ।।৪৩
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শ্রাদ্ধকল্পো
নাম ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।।৭৬

অতিথি এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া মূর্খকে ভোজন করায়, সেই দাতা পূর্ব্বকৃত সৎকর্ম্মজন্য অদৃষ্ট সকল হারাইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ভোগার্থী ব্যক্তি অগ্নিতে পিণ্ড প্রদান করিবেন। এইরূপ সন্তানার্থী নারীকে, সৌন্দর্য্যাভিলাষী গাভীকে, প্রজ্ঞা, প্রজা, যশ ও কীর্ত্তিপ্রার্থী গাভীকে, আয়ুষ্কামী ব্যক্তি কাককে এবং সৌকুমার্য্যার্থী ব্যক্তি কুক্কুটকে বলি প্রদান করিবে। পিণ্ডনির্ব্বপণ ফল এই কীর্ত্তিত হইল। দক্ষিণমুখ হইয়া জলে দাঁড়াইয়া আকাশকে আচ্ছাদন করিবে। আকাশ ও দক্ষিণ দিক্ পিতৃগণের আবাসস্থান। বিপ্রগণ অগ্রে একটী পিণ্ডোদ্ধারের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা অনুজ্ঞা দিলে পাঁচটী পিণ্ড উদ্ধার হইতে পারে। পুষ্প, ফল, ভক্ষ্য ও অন্নের অগ্রভাগ উদ্ধার করিয়া অগ্নিতে হোম করিতে হয় ভক্ষ্য, অন্ন, পেয় এবং অনুত্তম ফল অগ্নিতে হোম করিয়া পশ্চাৎ দক্ষিণামুখ হইয়া পিণ্ড নির্ব্বপণ করিবে।

বৈবস্বত ও সোমকে পিণ্ড নিবেদন করিয়া উদক আহরণপূর্ব্বক পশ্চাৎ বিপ্রগণকে যথাশক্তি অন্নাদি দ্বারা ক্রমশঃ ভোজন করান কর্তব্য। স্নিগ্ধ ভক্ষ্য ও সুগন্ধ রস দ্বারা একাগ্রচিত্তে প্রাঞ্জলি হইয়া শ্রদ্ধার সহিত পিতৃগণের উপাসনা করিলে সর্ব্ব অভিলষিত লাভ হয়। অক্রোধ, কৃতজ্ঞত্ব, দাক্ষিণ্য, সৎকার, যজ্ঞ ও দান— পিতৃগণ প্রদান করিয়া থাকেন। অতঃপর ব্রাহ্মণগণের অনন্তরকৃত বিধি সকল আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন। পিতৃপরায়ণ ব্যক্তি অগ্রে ভূমি প্রোক্ষণ ও পরিষ্কার করিয়া বিধি অনুসারে বিকির পাতন করিবে, এবং স্বধা বাচনান্তে শেষ অন্নবিষয়ক অনুজ্ঞাত পাইয়া দ্বিজসত্তমগণকে প্রচুর দক্ষিণাদানপূর্ব্বক সৎকার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সংযতভাবে ব্রাহ্মণদিগকে বিসর্জ্জন দিয়া অনুগমন করিবে।২৮-৪৩।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৭৬।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

বৃহস্পতিরুবাচ।

সকৃদভ্যর্চ্চিতাঃ প্রীতা ভবন্তি পিতরোঽব্যয়াঃ
যোগাত্মানো মহাত্মানো বিপাপ্মানো মহৌজসঃ
প্রেত্য চ স্বর্গলাভায় কামৈশ্বর্য্যং সুবিস্তরম্।
যেষাং চাপ্যনুগৃহ্নন্তি মোক্ষপ্রাপ্তিক্রমেণ তু।।
তানি বক্ষ্যামহং সৌম্যাঃ সরাংসি সরিতস্তথা
তীর্থানি চৈব পুণ্যানি দেশান্ শৈলাংস্তথাশ্রমান্
পুণ্যো যস্ত্রিষু লোকেষ্বমরকণ্টকপর্ব্বতঃ।
পর্ব্বতপ্রবরঃ পুণ্যঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ।।৪
যত্র বর্ষসহস্রাণি প্রভূতান্যর্বুদানি চ।
তপঃ সুদুশ্চরং তেপে ভগবানঙ্গিরাঃ পুরা।।৫
যত্র মৃত্যোর্গতির্নাস্তি তথৈবাসুররক্ষসাম্।
ন ভয়ঞ্চৈব বালস্ত্রীর্যাবত্তুমির্ব্বরিষ্যতি।।৬
তেজসা যশসা চৈব ভ্রাজতে স নগোত্তমঃ।
শৃঙ্গে মাল্যবতো নিত্যং বহ্নিঃ সংবর্ত্তকে যথা
মৃদবশ্চ সুগন্ধাশ্চ হেমাভাঃ প্রিয়দর্শনাঃ।
শান্তাঃ কুশা ইতি খ্যাতাঃ পিবন্দক্ষিণনর্ম্মদাম্
দৃষ্টবান্ স্বর্গসোপানং ভগবানঙ্গিরাঃ পুরা।
অগ্নিহোত্রে মহাতেজাঃ প্রস্তরার্থং কুশোত্তমান্।।
তেষু দর্ভেষু পিণ্ডান্ যোঽমরকণ্টকপর্ব্বতে।
দদ্যাৎ সকৃদপি প্রাজ্ঞস্তস্য বক্ষ্যামি যৎফলম্
তদক্ষয্যাকয়ং শ্রাদ্ধং পিতৃণাং প্রীতিবর্দ্ধনম্।
অন্তর্দ্ধানঞ্চ গচ্ছন্তি ক্ষেত্রমাসাদ্য তৎসদা।।১১
তত্র জ্বালাসরঃ পুণ্যো দৃশ্যতেঽদ্যাপি সর্ব্বশঃ
শল্যানাঞ্চ সত্ত্বানাং বিশল্যকরণী নদী।১২
প্রাগ্দক্ষিণা তু সাবর্ত্তা বাপী সা পর্ব্বতোত্তমে
কলিঙ্গদেশপার্শ্বার্দ্ধে পিতৃণাং প্রীতিবর্দ্ধনম্।।১৩
সিদ্ধক্ষেত্রমৃষিশ্রেষ্ঠা যদুক্তং পরমং ভুবি।
সম্মতো দেবদৈত্যানাং লোকমপ্যুশনা জগৌ

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

বৃহস্পতি বলিলেন,— হে সৌম্যগণ! যোগাত্মা, মহাত্মা, বিগতপাপ, মহৌজা, অব্যয় পিতৃগণ একবার মাত্র অর্চ্চিত হইলে প্রীত হইয়া থাকেন এবং মৃত্যুর পর ইঁহারা স্বর্গ ও সুবিস্তর কামৈশ্বর্য্য লাভের নিমিত্ত মোক্ষপ্রাপ্তিক্রমে যে সকল স্থান অনুগৃহীত করিয়াছেন, সেই সকল সরিৎ, সরোবর, পুণ্যতীর্থ, দেশ, শৈল ও আশ্রমের কথা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। সিদ্ধচারণসেবিত, পবিত্র, অমরকণ্টক— ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ পর্ব্বতপ্রবর। পূর্ব্বে এই পুণ্যময় পর্ব্বতে ভগবান্ অঙ্গিরা বহুসংখ্যক বর্ষ ব্যাপিয়া বর্ষ ব্যাপিয়া সুদুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন। এই পর্ব্বতের সীমা যতদূর, তাহার মধ্যে অসুর, রাক্ষস বা মৃত্যুর গতিবিধি নাই, অপিচ সেখানে ভয় ও অলক্ষ্মী নাই। শৃঙ্গবান ও মাল্যবান পর্ব্বতের নিত্যদীপ্ত সম্বর্ত্তকারির ন্যায় ঐ নগোত্তম অমরকণ্টক যশ ও তেজে দীপ্তি পাইয়া থাকে। পূর্ব্বে ভগবান্ অঙ্গিরা, কুশবহুল বলিয়া দক্ষিণ নর্ম্মদার কুশ নামে খ্যাত একাংশে জলপান করিয়া স্বর্গসোপান অবলোকন করেন। ঐ কুশবহুল স্থানের কুশ সকল মৃদু, সুগন্ধ, হেমাভ, প্রিয়দর্শন ও মসৃণ। মহাতেজা অঙ্গিরা অগ্নিহোত্রে প্রস্তরণার্থ ঐ কুশসকল গ্রহণ করেন। যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অমরকণ্টক পর্ব্বতে ঐ সকল দর্ভোপরি একবার মাত্রও পিণ্ড প্রদান করেন, তাঁহার তজ্জন্য যে সকল ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন। ১— ১১। ঐ শ্রাদ্ধ অক্ষয় এবং পিতৃগণের প্রীতিপ্রদ হয়। ঐ স্থানে পিণ্ড প্রদান করিবামাত্র তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়। ঐ স্থানে পুণ্যময় জ্বালাসরোবর ও বিশল্যকারণী নদী অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। ঐ বিশল্যকরণী নদীতে অবগাহন করিলে প্রাণিগণের শৈল্য নিবারণ হয়। পূর্ব্বোক্ত সরোবর ঐ পর্ব্বতোত্তমে পূর্ব্বদক্ষিণভাগে অবস্থিত এবং উহাতে আবর্ত্ত বিরাজিত. হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ। কলিঙ্গদেশের পার্শ্ববর্ত্তী পিতৃগণের প্রীতিবর্দ্ধন, দেব-দৈত্যগণের অভিমত ভুবনবিখ্যাত এক সিদ্ধক্ষেত্র আছে। ভগবান্ উশনা সেই সিদ্ধক্ষেত্র-

ধন্যাস্তে পুরুষা লোকে যে প্রাপ্যামরকণ্টকম্
পিতৄণ সন্তর্পয়িষ্যন্তি শ্রাদ্ধে পিতৃপরায়ণাঃ ।১৫
অল্পেন তপসা সিদ্ধিং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ
সকৃদেবার্চ্চিতাস্তত্র স্বর্গমমরকণ্টকে।।১৬
মহেন্দ্রপর্ব্বতে রম্যে পুণ্যং শক্রনিষেবিতম্।
তত্রারুহ্য ভবেৎ প্রীতিঃ শ্রাদ্ধৈশ্চ মহাফলম্।।
বিন্ধ্যাধঃশিখরে যুক্তা দিব্যং চক্ষুঃ প্রবর্ত্ততে।
অদৃশ্যশ্চৈব ভূতানাং দেববচ্চরতে মহীম্।।১
সপ্তগোদাবরে চৈব গোকর্ণে চ তপোবনে।
অশ্বমেধফলং তত্র স্নাত্বা চ লভতে নরঃ।।১৯
ধূতপাপস্থলং প্রাপ্য পূতঃ স্নাত্বা ভবেন্নরঃ।
রুদ্রস্তত্র তপস্তেপে দেবদেবো মহেশ্বরঃ।।২০
গোকর্ণে বর্ণিতং বিপ্রৈর্নাস্তিকানাং নিদর্শনম্।
অব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী পঠতঃ সম্প্রণশ্যতি ।২১

দেবর্ষিভবনে শৃঙ্গে সিদ্ধচারণসেবিতে।
আরুহ্য তং তু নিয়মাত্ততো যান্তি ত্রিবিষ্টপম্।।
দিব্যৈশ্চন্দনবৃক্ষৈশ্চ পাদপৈরুপশোভিতম্।
আপশ্চন্দনসম্পৃক্তা বহন্তি সততং যতঃ ।২৩
নদী প্রবর্ত্ততে তাভ্যস্তাম্রপর্ণীতি নামতঃ।
যোষেব সমদাখেদা দক্ষিণং যাতি সাগরম্।।২৪
নদ্যাস্তস্যাস্তু যা আপো মূর্চ্ছমানা মহোদধৌ।।
শঙ্খা ভবন্তি মুক্তাশ্চ জায়ন্তে শঙ্খমুক্তিকাঃ।।
উদকানয়নং কৃত্বা শঙ্খমৌক্তিকসংযুতম্।
আধিভির্ব্যাধিভিশ্চৈব মুক্তা যান্ত্যমরাবতীম্,
চন্দনেত্যঃ প্রযুক্তানাং শঙ্খানাং মৌক্তিকস্য চ
পাপকর্ম্মৈর্নপিপিতৄংস্তারয়ন্তি যথাশ্রুতি ।২৭
চন্দ্রতীর্থে বরে পুণ্যে পুণ্যকৃদ্ভির্নিষেবিতে।
চন্দ্রতীর্থে কুমার্য্যাস্তু কাবের্য্যাং প্রভবেঽক্ষয়ে
শ্রীপর্ব্বতস্য তীর্থেষু বৈকৃতে চ তথা গিরৌ।।২৮
একস্থ্য যত্র দৃশ্যন্তে বৃক্ষা ঐশিরপর্ব্বতে,
পলাশাঃ খদিরা বিল্বা প্লক্ষাশ্বত্থবিকঙ্কতাঃ।।২৯

বিষয়ক এক শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, ইহলোকে যে সকল পিতৃপরায়ণ পুরুষ অমরকণ্টস্থ এই সিদ্ধক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া তর্পণাদি দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করিবেন, তাঁহারাই ধন্য এবং তাঁহারা যে অল্প তপস্যায় সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। পিতৃগণও সেখানে একবার মাত্র অর্চ্চিত হইয়া স্বর্গলাভ করেন। মহেন্দ্র পর্ব্বতে এক শক্রনিষেবিত রমণীয় পুণ্যময় স্থান আছে। ঐ স্থানে আরোহণ করিলে অতীব আনন্দ এবং শ্রাদ্ধ করিলে মহৎ ফল হয়। তত্রত্য বিন্ধ্যাধঃ-শিখরে যোগিগণ বাস করেন এবং মানব তথায় যাইলে দিব্য চক্ষু লাভ করত প্রাণিগণের অদৃশ্য হইয়া দেবতাদিগের ন্যায় মহীমণ্ডলে বিচরণ করিতে সক্ষম হয়। নর, সপ্তগোদাবরে ও গোকর্ণাখ্য তপোবনে স্নান করিয়া অশ্বমেধ ফল লাভ করে এবং ধূতপাপ তীর্থে স্নান করিয়া পবিত্র হয়। এই ধূতপাপ তীর্থে দেবদেব মহেশ্বর তপস্যা করিয়াছিলেন। গোকর্ণ তীর্থে বিপ্রগণ নাস্তিকদিগের আস্তিক্য নিদর্শন কীর্ত্তন করেন ;এখানে অব্রাহ্মণ সাবিত্রী পাঠ করিলে, ঐ সাবিত্রী বিনাশ প্রাপ্ত হয় ১২—২১। এই গিরির সিদ্ধচারণ-সেবিত দেবর্ষিভবন শৃঙ্গে আরোহণ করিলে নর স্বর্গে গমন করে। ঐ স্থান দিব্য চন্দন বৃক্ষ ও অপরাপর পাদপে পরিশোভিত। ঐ স্থান হইতে সতত চন্দনমিশ্রিত জল প্রবাহিত হয়। ঐ সকল তীর্থ স্থান হইতে তাম্রপর্ণী নদী প্রবর্ত্তিত হইয়া মহাখেদ-প্রাপ্তা নারীর ন্যায় দক্ষিণ সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। ঐ নদীর জল মহোদধিতে মূর্চ্ছমান হওয়ায় শঙ্খ, মুক্তা ও শঙ্খমুক্তিকা উৎপন্ন হয় নর সকল ঐ শঙ্খমৌক্তিক-মিশ্রিত জল আনয়ন করিয়া নানা প্রকার আধিব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করত অমরাবতীতে গমন করে। ঐ নদীর চন্দনমিশ্রিত ও শঙ্খ -মৌক্তিক-সংযুক্ত জল পাপকারী পিতৃলোকদিগকেও উদ্ধার করে। পুণ্যজন-নিষেধিত পবিত্র শ্রেষ্ঠ চন্দ্রতীর্থ, কুমারী, কাবেরী, অক্ষয়প্রভা, শ্রীপর্ব্বততীর্থ, বৈকৃতগিরি ও ঐষির পর্ব্বতে পলাশ, খদির,

এতদ্ধি মণ্ডলং সিদ্ধং যজ্ঞিয়ং দ্বিজসত্তমাঃ।
অস্মিন্ মুক্ত্বা জনোহঙ্গানি ক্ষিপ্রং
সাত্যমরাবতীম্॥২৯
কর্ম্মাণি স্বপ্রযুক্তানি সিদ্ধ্যন্তি প্রভবাত্যয়ে।
দুষ্প্রসক্তানি পত্র্যু তদ্যুক্তানি ভবন্ত্যতে॥৩১
পিতৃণাং দুহিতা পুণ্যা নর্ম্মদা সরিতাংবরা।
তত্র শ্রাদ্ধানি দত্তানি অক্ষয়াণি ভবন্তুত॥৩২
মাঠরস্য বনে পুণ্যে সিদ্ধচারণসেবিতে।
অন্তর্দ্ধানং ন গচ্ছন্তি সত্তান্তস্মিন্ মহাগিরৌ॥
বিন্ধ্যে চৈব গিরৌ পুণ্যে ধর্ম্মাধর্ম্মনিদর্শনম্।
পাপধারাং ন পশ্যন্তি ধারাং পশ্যন্তি সাধবঃ।
তস্যাং ন দৃশ্যতে পাপং কেষাঞ্চিৎ পাপকর্ম্মণাম
স্পষ্টা ভবতি সা ধারা প্রায়শঃ শুভকর্ম্মণাম্॥
কোশলায়াং মতঙ্গস্য বাপী পাপনিষূদনী।
স্নাতাস্তস্যাং দিবং যান্তি কামচারবিহঙ্গমাঃ॥৩৬
কুমারকোশলা তীর্থে পর্ব্বতে পালপঞ্জরে।
পাণ্ডুকূলে সমুদ্রান্তে পণ্ডারকবনে তথা॥৩৭
বিমলে চ বিপাপে চ সংকৃত্য প্রভবেহভয়ম্।
শ্রীবৃক্ষে গৃধ্রকূটে চ জম্বুমার্গে চ নিত্যশঃ॥৩৮
অসিতস্য গুরোঃ পুণ্যে যোগাচার্য্যস্য ধীমতঃ।
তত্রাপি শ্রাদ্ধমানন্তমসিতায়াঞ্চ নিত্যশঃ॥৩৯
পুষ্করেষক্ষয়ং শ্রাদ্ধং তপশ্চৈব মহাফলম্।
মহোদধৌ প্রভাসে চ তস্মাদেবং বিনির্দ্দিশেৎ॥
বেদিকায়াং বৃষো নাম কূপঃ সিদ্ধনিষেবিতঃ।
সমুৎপতন্তি তস্যাপো গবাং শব্দে ন নিত্যশঃ।
যোগেশ্বরৈঃ সদা জুষ্টঃ সর্ব্বপাপবহিষ্কৃতৈঃ।
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধন্তু যস্তস্মিংস্তস্য বক্ষ্যামি যৎফলম্।
অক্ষয়ং সর্ব্বকামীয়ং শ্রাদ্ধং প্রীণাতি বৈ পিতৄন্
জাতবেদঃ শিলা তত্র সাক্ষাদগ্নেঃ সনাতনী॥
যস্তাং প্রবিশেত্তত্র নাকপৃষ্ঠে স মোদতে।
অগ্নিঃ শান্তঃ পুনর্জাতস্তস্মিন্ দত্তং তদক্ষয়ম্॥
দশাশ্বমেধকে তীর্থে তীর্থে পঞ্চাশ্বমেধিকে।

বিল্ব, প্লক্ষ, অশ্বত্থ ও বিকঙ্কত প্রভৃতি বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দৃষ্ট হয়। হে দ্বিজসত্তমগণ! এই সকল স্থান যজ্ঞীয় সিদ্ধমণ্ডল বলিয়া অভিহিত এই স্থানে নর দেহ ত্যাগ করিলে সত্বর অমরাবতী পুরীতে গমন করে।এখানে স্বপ্রযুক্ত কর্ম্ম সকল জন্মান্তরে সিদ্ধিপ্রদান করে এবং পিতৃগণ উদ্দেশে প্রযুক্ত কর্ম্ম সকল সুপ্রযুক্ত হয়। সরিদ্বরা, নর্ম্মদা পিতৃগণের মানসী কন্যা। উহাতে শ্রাদ্ধ করিলে, শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয়। সিদ্ধচারণ-সেবিত পুণ্যময় মাঠর-বনে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অন্তর্হিত হয় পুণ্যময় বিন্ধ্যগিরিতে ধর্ম্মাধর্ম্মের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। সাধুগণ ঐ স্থানে পাপধারা দেখিতে পান না, কেবল পুণ্যধারাই দেখিয়া থাকেন। সেখানে কোন পাপকর্ম্মাদিগেরই পাপ দেখিতে পাওয়া যায় না; তথায় শুভকর্ম্মাদিগের সুস্পষ্ট পুণ্যধারাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোশলায় মতঙ্গের এক পাপনিসূদনী বাপী আছে, তাহাতে স্নান করিলে কামচারী বিহঙ্গমেরাও স্বর্গে গমন করে। কুমার- কোশলতীর্থ, কালপঞ্জর পর্ব্বত, পাণ্ডুকূল, সমুদ্রান্ত, পণ্ডারকবন, বিমল, বিপাপ, প্রভব, শ্রীবৃক্ষ, গৃধ্রকূট, জম্বুমার্গ এবং যোগাচার্য্য অসিতের পুণ্যময়ী অসিতাতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে, তাহা অনন্ত ফল প্রদান করে। ২২ —৩৯। পুষ্কর তীর্থে শ্রাদ্ধ ও তপস্যা মহাফলদায়ক;মহোদধিতীরে ও প্রভাসে শ্রাদ্ধ করিলেও পূর্ব্ববৎ ফলপ্রাপ্তি হয়। বেদিকাতীর্থে বৃষ নামক এক সিদ্ধনিষেবিত কূপ আছে, তাহার জল নিত্য নিত্য গাভীর মত শব্দ করিয়া ঊর্দ্ধে উৎপতিত হয়। নিষ্পাপ যোগেশ্বরগণ সর্ব্বদা ঐ তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, তাহার শ্রাদ্ধের ফল শ্রবণ করুন;— তাহার প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় হইয়া সর্ব্ব কাম দোহন করে এবং পিতৃগণকে প্রীত করিয়া থাকে। অগ্নির সাক্ষাৎ মূর্ত্তির ন্যায় ঐ স্থানে জাতবেদ নামে এক শিলা আছে। যে ব্যক্তি সেই অগ্নিশিলায় প্রবেশ করে সে স্বর্গগামী হয় এবং পুনরায় শান্ত নামক অগ্নি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ঐ শিলায় যাহা প্রদান করা যায়,

যথোদ্দিষ্টং ফলং তেষাং ক্রতূনাং নাত্র সংশয়ঃ
খ্যাতং হরশিরো নাম তীর্থং সদ্যো বরপ্রদম্।
শ্রাদ্ধং তত্র তদাক্ষয্যং দত্ত্বা স্বর্গে চ মোদতে।।
শ্রাদ্ধং কুম্ভে বিমুক্তন্তি শ্রেয়ং পাপনিসূদনম্।
শ্রাদ্ধং তত্রাক্ষয়ং প্রোক্তং জপ্যহোমতপাংসি চ
অজতুঙ্গে শুভে তীর্থে তর্পয়েৎ সততং পিতৃন্
দৃশ্যতে পর্ব্বসু চ্ছায়া যত্র নিত্যং দিবৌকসাম্
পৃথিব্যামক্ষয়ং দত্তং নীরুজা যত্র পাণ্ডবাঃ।।৪৮
যোগেশ্বরৈঃ সদা জুষ্টং সর্ব্বপাপব হিষ্কৃতৈঃ।
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধন্তু যস্তস্মিংস্তস্য বক্ষ্যামি যৎফলম্।।
অর্চ্চিতাস্তেন বৈ সাক্ষাদ্ভবন্তি পিতরঃ সদা।
অস্মিল্লোঁকে বশী যঃ স্যাৎ প্রেত্য স্বর্গে স মোদতে।।
প্রায়শঃ প্রবরঃ পুণ্যঃ শিরো নাম হ্রদস্তথা।
তত্র ব্যাসসরঃ পুণ্যং দিব্যং ব্রহ্মসরস্তথা।।৫১

উজ্জন্তঃ পর্ব্বতঃ পুণ্যো যস্মিন্ যোগেশ্বরালয়ঃ
তত্রৈব চাশ্রমঃ পুণ্যো বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।।৫২
ঋগ্‌যজুঃসামশিরসঃ কাপোতঃ পুণ্য সাহ্বয়ঃ।
অখ্যাতঃ পঞ্চমো বেদো সৃষ্টা হ্যেতেষু ব্রহ্মণা
সর্ব্বৈস্তান্ মুচ্যতে পাপাদ্দ্বিজো বহ্নিঃ সনাতনঃ
শ্রাদ্ধং চানন্ত্যমেতেষু জপ্যহোমতপাংসি চ।।
পুণ্ডরীকে মহাতীর্থে পুণ্ডরীকসমং ফলম্
ব্রহ্মতীর্থে মহাতীর্থে অশ্বমেধফলং লভেৎ।।৫৪
সিন্ধুসাগরসম্ভেদে তথা পঞ্চনদেঽক্ষয়ম্।
ক্ষীরকাখ্যা ততঃ পুণ্যোঃ মণ্ডবায়াঞ্চ পর্ব্বতে।
দেয়ং সপ্তরদে শ্রাদ্ধং মানসে চ বিশেষতঃ।
মহাকূটে চ বন্দে চ গিরৌ ত্রিককুদে তথা।৫৭
সন্ধ্যায়াঞ্চ মহাদেব্যাং দৃশ্যতে মহদদ্ভুতম্।
অশ্রদ্দধানান্নোভ্যেতি সাভ্যেতি চ ধৃতব্রতান্
জাতবেদঃশিলা তত্র সাক্ষাদগ্নেঃ সনাতনী
শ্রাদ্ধানি চাগ্নিকার্য্যঞ্চ তত্র কুর্য্যাৎ সদাক্ষয়ম্।।

তাহাই অক্ষয় হইয়া থাকে দশাশ্বমেধিক এবং পঞ্চাশ্বমেধিক তীর্থের ফল, বহু ক্রতুফলের তুল্য, ইহাতে সংশয় নাই। হর শির নামে এক সদ্য বরপ্রদ তীর্থ আছে, ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে তাহা অক্ষয় ও শ্রাদ্ধকর্ত্তা স্বর্গে গমন করিয়া হর্ষ লাভ করে। কুম্ভতীর্থে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, এই স্থান পাপনিসূদন। এখানে শ্রাদ্ধ, জপ, তপ ও হোম করিলে তাহা অক্ষয় হয় অজতুঙ্গ নামক শুভতীর্থে সতত পিতৃলোকের তর্পণ করা কর্ত্তব্য। প্রতি পর্ব্বে এই অজতুঙ্গে নিত্য দেবদিগের ছায়া পতিত হয়। পাণ্ডবগণ এই স্থানে শ্রাদ্ধ প্রদান করিয়া নীরোগ হন। সর্ব্বপাপ-বহিষ্কৃত যোগেশ্বর সেবিত তীর্থে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ প্রদান করে, তাহার ফলপ্রাপ্তির কথা শ্রবণ করুন; ঐ তীর্থে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে, পিতৃগণের সাক্ষাৎ লাভ হয়। এই তীর্থক্ষেত্রে যে সকল জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বাস করেন তাঁহারা দেহান্তে স্বর্গলাভ করেন। শিবনামক এক পুণ্যময় শ্রেষ্ঠ হ্রদ আছে। ঐ হ্রদে ব্যাসসর ও ব্রহ্মসর নামে দুইটী পুণ্যময় স্বর্গীয় সরোবর বিদ্যমান। পবিত্র উজ্জন্ত পর্ব্বতে যোগেশ্বরের আলয় এবং মহাত্মা বশিষ্ঠের পুণ্যময় আশ্রম বিরাজিত। ভগবান্ ব্রহ্মা এই সকল তীর্থের মধ্যে পঞ্চম বেদস্বরূপ কাপোত নামে এক তীর্থ রচনা করেন। ঐ তীর্থে গমন করিয়া মানব পাপমুক্ত ও সনাতন বহ্নিতুল্য তেজস্বী হয় এবং এই স্থানে জপ, হোম ও তপ করিলে তাহা অনন্ত ফলজনক হইয়া থাকে পুণ্ডরীক তীর্থে পুণ্ডরীক যজ্ঞ তুল্য ও ব্রহ্মতীর্থে অশ্বমেধ-সম ফল লাভ হয়। সিন্ধুসাগর-সম্ভেদ ও পঞ্চনদ তীর্থে সকল কর্ম্মই অক্ষয় হইয়া থাকে। মাণ্ডবাতীর্থে মানব পবিত্র হয়। সপ্তরদ, মানস, মহাকূট, বন্দ, ত্রিককুদ গিরি, সন্ধ্যা এবং মহাবেদী, এই সকল তীর্থে অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্ট হইয়া থাকে। সন্ধ্যা ও মহাবেদী এই তীর্থদ্বয়ে অশ্রদ্দধান ব্যক্তি যাইতেই পারে না, যাঁহারা ধৃতব্রত তাঁহারাই তথায় যাইতে পারেন। ঐ তীর্থদ্বয়ে সাক্ষাৎ অগ্নির জাতবেদা নাম্নী শিলা বর্ত্তমান। ঐ

সংশ্রয়িষ্টেকমেকেন সায়াহ্নং প্রতি নিত্যশঃ।
তস্মিন্ দেয়ং সদা শ্রাদ্ধং পিতৃণামক্ষয়ার্থিনা।।
কৃতাত্মা বাকৃতাত্মা বা যত্র বিজ্ঞায়তে নরঃ।
স্বর্গমার্গপ্রদং নাম তীর্থং সদ্যোবরপ্রদম্
বৈরাণ্যুৎসৃজ্য তস্মিংস্তু দিবং সপ্তর্ষয়ো গতাঃ
অদ্যাপি তানি দৃশ্যন্তে বৈরাণ্যেব গতানি তু।
স্নাত্বা স্বর্গমবাপ্নোতি তস্মিংস্তীর্থোত্তমে নরঃ।।
খ্যাতমায়তনং তত্র নন্দিসিদ্ধনিষেবিতম্।
নন্দীশ্বরস্য যা মূর্ত্তির্দুরাচারৈর্ন দৃশ্যতে।।৬৩
দৃশ্যন্তে কাঞ্চনা যূপাঃ সন্নিধৌ ভাস্করোদয়ে।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং তাংস্তু গচ্ছন্ত্যন্তর্হিতা দিবম্।।
সর্ব্বতশ্চ কুরুক্ষেত্রং সুতীর্থঞ্চ বিশেষতঃ।
পুণ্যং সনৎকুমারস্য যোগেশস্য মহাত্মনঃ
কীর্ত্ত্যতে চ তিলান্ দত্ত্বা পিতৃণাং বৈ সদা ক্ষয়ম্।।৬৪
ওজসে চাক্ষয়ং শ্রাদ্ধং ধর্ম্মরাজনিবেশনে।
শ্রাদ্ধং দত্তমমাবস্যাং বিধিনা চ যথাক্রমম্।।৬৫
পুনঃ সন্নিহিতায়াং বৈ কুরুক্ষেত্রে বিশেষতঃ।
অর্চ্চয়েত্বা পিতৃংস্তত্র সৎপুত্রস্ত্বনৃণো ভবেৎ।
বিনশনে সরস্বত্যাং প্লক্ষপ্রস্রবণে তথা।
ব্যাসতীর্থে সরস্বত্যাং ত্রিপ্লক্ষে চ বিশেষতঃ।
দেয়মোঙ্কারপবনে শ্রাদ্ধমক্ষয়মিচ্ছতা।
সর্ব্বতশ্চৈব গঙ্গায়াং মৈনাকে চ নগোত্তমে।।৬৮
যমুনাপ্রভবে চৈব সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
অত্যুষ্ণশ্চাতিশীতাশ্চ আপস্তত্র নিদর্শনম্।।৬৯
যমস্য ভগিনী পুণ্যা মার্ত্তণ্ডদুহিতা তথা।
তত্রাক্ষয়ং তদা শ্রাদ্ধং পিতৃভিঃ পূর্ব্বকীর্ত্তিতম্
ব্রহ্মতুঙ্গহ্রদে স্নাত্বা সদ্যো ভবতি ব্রাহ্মণঃ।
তস্মিন্ হি শ্রাদ্ধমানন্ত্যং জপহোমতপাংসি চ।
স্থাণুভূতশ্চরংস্তত্র বশিষ্ঠো বৈ মহাতপাঃ
অদ্যাপি যত্র দৃশ্যন্তে পাদপা মণিচর্চ্চিতাঃ।।৭২
তুলা তু দৃশ্যতে যত্র ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রদর্শিনী।
যয়া বৈ তুলিতং বিপ্রৈস্তীর্থানাং ফলমুত্তমম্।।

তীর্থে শ্রাদ্ধ ও অগ্নিকার্য্য অক্ষয় হয়। ঐ তীর্থে সায়াহ্ন সময়ে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে পিতৃগণের অক্ষয় লোকলাভ হইয়া থাকে। স্বর্গ-মার্গপ্রদ নামক সদ্যোবরপ্রদ এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে মানব কৃতাত্মা কি অকৃতাত্মা, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সপ্তর্ষিগণ ঐ তীর্থে পরস্পর বৈর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। অদ্যাপিঐ তীর্থে তাঁহাদের পরিত্যক্ত বৈর দৃষ্ট হয়। উহাতে স্নান করিয়া মানব স্বর্গ লাভ করে। ঐ স্থানেই নন্দি-সিদ্ধ-নিষেবিত এক প্রখ্যাত আয়তন আছে। তথায় নন্দীশ্বরের যে মূর্ত্তি আছে, তাহা দুরাচার ব্যক্তি দেখিতে পায় না ; তথায় এক কাঞ্চনযূপ দেখা যায়, তাহা প্রদক্ষিণ করিলে মানব অন্তর্হিত হইয়া স্বর্গে গমন করে। সুতীর্থ কুরুক্ষেত্র তীর্থে, তিল দ্বারা পিতৃগণের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য ; এরূপ করিলে, তাহা অক্ষয় হয়। ধর্ম্মরাজের নিবেশনস্বরূপ ওজস তীর্থে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয়, অমাবস্যায় এই স্থানে শ্রাদ্ধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি কুরুক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ পিতৃশ্রাদ্ধ করে, সে পিতার সৎপুত্র এবং আনৃণ্য লাভে সমর্থ। বিনশন, সরস্বতী, প্লক্ষপ্রস্রবণ, ব্যাসতীর্থ, ত্রিপ্লক্ষ এবং ওঙ্কারপবন এই সকল তীর্থে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় হইয়া থাকে। গঙ্গা, নগোত্তম মৈনাক ও যমুনাপ্রভব তীর্থে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যমুনাপ্রভবে শ্রাদ্ধ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। অতি উষ্ণ ও অতি শীতল জলই এই তীর্থের নিদর্শন স্বরূপ।৬০—৬৯ ঐ যমুনা যমের ভগিনী ও মার্ত্তণ্ডের দুহিতা। এখানে শ্রাদ্ধ করিলে, তাহা অক্ষয় হয়। ইহা পিতৃগণ পূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রহ্মতুঙ্গ হ্রদে স্নান করা মাত্র সদ্যই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় এবং এই স্থানে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ, জপ, হোম ও তপ এ সকল কর্ম্ম আনন্ত্য প্রাপ্ত হয়। মহাতপা বসিষ্ঠ ঐ তীর্থে স্থাণুভূত হইয়া বিচরণ করেন। অদ্যাপি ঐ তীর্থে পাদপশ্রেণী মণিমণ্ডিত দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানে ধর্ম্মাধর্ম্মের তুলনাকারিণী তুলা বিরাজ

পিতৃণাং দুহিতা যোগা গন্ধকালীতি বিশ্রুতা
চতুর্থো ব্রহ্মণসংশঃ পরাশরকুলোদ্বহঃ ।৭৪
ব্যস্য যেকং চতুর্দ্ধা তু বেদং ধীমানএ মহামুনিঃ
মহাযোগং মহাত্মানং যো ব্যাসং জনয়িষ্যতি।।
অচ্ছোদকং নাম সরো যত্রাচ্ছোদা সমুত্থিতা
মৎস্যযোনৌ পুনর্জাতা নিয়োগাত্ত্বরশেন তু।।
তস্যা যত্রাশ্রমঃ পুণ্যঃ পুণ্যকৃদ্ভির্নিষেবিতঃ।
সকৃদ্দত্তং তু বৈ শ্রাদ্ধমক্ষয়ং সমুদাহৃতম্।
তস্যাং যোগসমাধানে দত্তং যুগপদুদ্ভবেৎ।।
কুবেরতুঙ্গে ব্যামোচ্চে ব্যাসতীর্থে তথৈব চ
পুণ্যঃ স ব্রাহ্মণো দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধমানন্ত্যমক্ষয়ম্।।
সিদ্ধৈস্ত সেবিতা নিত্যং দৃশ্যতে নাকৃতাত্মভিঃ
অনিবর্ত্তনং তু নন্দায়াং বেদ্যাং প্রাগুত্তরে দিশি
সিদ্ধক্ষেত্রং তু বৈ জুষ্টং যৎপ্রাপ্য ন নিবর্ত্ততে
মহালয়ে পদং ন্যস্তং মহাদেবেন ধীমতা।।৮০
দেবালয়ে তপস্তপ্তা একপাদেন ঈশ্বরঃ
নীহারস্চ যুগং দিব্যমুমাতুঙ্গে স্থিতং জলম্।।
উমাতুঙ্গে ভৃগোস্তুঙ্গে ব্রহ্মতুঙ্গে মহালয়ে।
কাম্রবত্যাং চ শাণ্ডিল্যাং গুহায়াং বামনস্য চ
গত্বা চৈতানি পূতঃ স্যাচ্ছ্রাদ্ধমক্ষয়মেব চ।
জপো হোমস্তথা ধ্যানং যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতং
ভবেৎ ।৮৩
ব্রহ্মচর্য্যং যজন্তে বৈ গুরুভক্তাঃ শতং সমাঃ।
এবমাদীনি সদ্যস্তাং স্নাত্বা প্রাপ্নোতি সৎফলম্
কুমারধারা তত্রৈব দৃষ্টা পাপপ্রণাশনী।
যানাসনং চ তত্রৈব সদ্যঃ স্যাদ্যৎ প্রদৃশ্যতে।।
শৈলকীর্ত্তিপুরাভ্যাসে কামানাপ্নোতি পুষ্কলান্
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং দেববচ্চরতে মহীম্।।
কাশ্যপস্য মহাতীর্থং কালসর্পিরিতি শ্রুতম্।
তত্র শ্রাদ্ধানি দেয়ানি নিত্যমক্ষয়মিচ্ছতা।।৮৭

করিতেছে। বিপ্রগণ অদ্যাপি ঐ তুলা দ্বারা কোন্ তীর্থের কত ফল, তাহা নির্ব্বাচন করেন। পিতৃগণের গন্ধকারী নাম্নী এক যোগ-পরায়ণা কন্যা ছিলেন; ইনি মহাযোগী মহাত্মা ব্যাসকে উৎপাদন করেন। ব্রহ্মার চতুর্থ অংশভূত ঐ পরাশর কুলোদ্ভব মহামুনি ধীমান্ ব্যাসদেব এক বেদকে চতুর্দ্ধাবিভক্ত করেন। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মতুঙ্গেই অচ্ছোদ নামক সরোবর বিরাজিত। অচ্ছোদ নিয়োগ বশতঃ এইখানেই পুনরায় মৎস্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং ঐ অচ্ছোদতীরেই পুণ্যকৃৎ ঋষিগণ-নিষেবিত আশ্রম বর্ত্তমান। ঐ স্থানে একবার মাত্র প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় ফল এবং যোগ ও সমাধি যুগপৎ উৎপাদন করে। কুবেরতুঙ্গ, ব্যামোচ্চ ও ব্যাসতীর্থে পবিত্রাত্মা ব্রাহ্মণগণের প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় ও অনন্ত ফল প্রদান করে। পূর্ব্বোক্ত দিকে নন্দাবেদী নামে এক তীর্থ আছে, ইহা সিদ্ধসেবিত। অকৃতাত্মা ব্যক্তিগণ এই তীর্থ দেখিতে পায় না; যে ব্যক্তি একবার এই তীর্থে আগমন করে, তাহার আর পুনরাবৃত্তি ঘটে না। সিদ্ধক্ষেত্র তীর্থসেবীদিগেরও পুনরাবৃত্তি নাই। ধীমান্ মহাদেব মহালয়ে পদন্যাস করেন; তিনি দেবালয়ে এক পাদে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা করেন উমাতুঙ্গে নীহার ও জল দিব্য যুগ পরিমিত কাল বিরাজিত। উমাতুঙ্গ, ভৃগুতুঙ্গ, ব্রহ্মতুঙ্গ, মহালয়, কাম্রবতী, শাণ্ডিলী ও বামনগুহা,—এই সকল তীর্থে গমন করিলে মানব পবিত্র হয় এবং প্রদত্ত শ্রাদ্ধ, জপ, হোম, ধ্যান ও অন্যান্য যে কোন অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম অক্ষয় হইয়া থাকে। ৭০—৮৩। গুরুভক্ত ব্যক্তিগণ ঐ তীর্থসকলে শতবর্ষ ব্যাপিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আছেন। ঐ সকল তীর্থে স্নান করিলে সদ্যঃ সৎফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ তীর্থ সকলে পাপ প্রণাশিনী কুমারধারা নামে এক তীর্থ আছে। ঐ স্থানে যান ও আসন সদ্য লাভ হইতে দেখা যায়। মানব শৈলকীর্ত্তি তীর্থে সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হয়—হইয়া সম্পূর্ণরূপে অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া দেবগণের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করে। কালসর্পি নামে কশ্যপের এক মহাতীর্থ আছে, এখানে

অক্ষয়ং তু ভবেচ্ছ্রাদ্ধং শালগ্রামসমন্ততঃ।
দৃষ্ট্যা ন দৃশ্যতে তত্র প্রত্যক্ষমকৃতাত্মনাম্।।
প্রত্যাদেশো হ্যশিষ্টানাং শিষ্টানাঞ্চ নিবেশনম্
তত্র চৈব হ্রদে পুণ্যে দিব্যো বৈ নাগরাড্বতঃ
পণ্ডং গৃহ্লাতি হি সতাং ন গৃহ্লাত্যসতাং হি সঃ।
অতি প্রদীপ্তৈর্ভুজগৈর্ভোক্তুমন্নং ন শক্যতে।।
প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে ধর্ম্মস্তীর্থয়োরনয়োর্দ্বয়োঃ।
দেবদারুবনে চাপি চরেয়েত্তং নিদর্শনম্।।৯১
ধ্বংতানি তু পাপানি দৃশ্যন্তে সুকৃতাত্মনাম্।
ভাগীরথ্যাং প্রয়াগে চ নিত্যমক্ষয্যমুচ্যতে।।
কালঞ্জরে দশার্ণায়াং নৈমিষে কুরুজাঙ্গলে।
বারাণস্যাং নগর্য্যাং তু দেয়ং শ্রাদ্ধং তু যত্নতঃ।
অস্যাং যোগেশ্বরো নিত্যং তস্যাং দত্তমক্ষয়ম্
দত্ত্বা চৈতেষু পূতঃ স্যাচ্ছ্রাদ্ধমানন্ত্যমেব চ।৯৫

জপো হোমস্তথা ধ্যানং যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতং ভবেৎ।
লৌহিত্যে বৈতরণ্যাং বৈ স্বর্ণবেদ্যাং তথৈব চ
সকৃদেব সমুদ্রান্তে দৃশ্যতে পুণ্যকর্ম্মভিঃ।
গঙ্গায়াং ধর্ম্মপৃষ্ঠে চ সরসি ব্রহ্মণস্তথা।৯৬
গয়ায়াং গৃধ্রকূটে চ শ্রাদ্ধং দত্তং মহাফলম্।
হিমঞ্চ পততে তত্র সমন্তাৎ পঞ্চযোজনম্।।
ভরতস্যাশ্রমে পুণ্যেহরণ্যং পুণ্যতমং স্মৃতম্।
মতঙ্গস্য পদং তত্র দৃশ্যতে মাংসচক্ষুষা।৯৮
খ্যাপিতং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং লোকস্যাস্য নিদর্শনম্।
এবং পঞ্চবনং পুণ্যং পুণ্যকৃদ্ভির্নিষেবিতম্।
যস্মিন্ পাণ্ডুবিশালেতি তীর্থং সদ্যো নিদর্শনম্
তুলামানৈস্তথা চাপৈঃ শাস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈস্তথা।
উন্মজ্জন্তি তথা লগ্নে যে বৈ পাপকৃতো জনাঃ।।
তৃতীয়ায়াং তথা পাদে নিশ্বরে পাপমণ্ডলে।
মহাহ্রদে বৈ কৌশিক্যাং দত্তং শ্রাদ্ধং মহাফলম্
মুণ্ডপৃষ্ঠে পদং ন্যস্তং মহাদেবেন ধীমতা।
বহূন্ দেবযুগাংস্তত্র তপস্তীব্রং সুদুশ্চরম্।

শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে, তাহা অক্ষয় হয়। শালগ্রাম তীর্থে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় হইয়া থাকে। অকৃতাত্মা ব্যক্তি ঐ তীর্থক্ষেত্র চক্ষুতে দেখিতে পায় না। এবং এই তীর্থে অশিষ্ট ব্যক্তির যাওয়া নিষেধ; শিষ্ট ব্যক্তি বিনা আপত্তিতে যাইতে পারেন। ঐ তীর্থে যে এক হ্রদ আছে, ঐ হ্রদে নাগরাজ সৎ ব্যক্তির পিণ্ড গ্রহণ করেন না। ঐ নাগরাজ অতি প্রদীপ্ত ভুজঙ্গগণের সহিত শ্রাদ্ধ প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিয়া শেষ করিতে পারেন না। পূর্ব্বোক্ত তীর্থদ্বয়ে ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। দেবদারুবনতীর্থেও ঐ তীর্থদ্বয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। ঐ তীর্থে সুকৃতাত্মা ব্যক্তিদিগের পাপ বিনষ্ট হইতে দেখা যায়। ভাগীরথী ও প্রয়াগে, অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল অক্ষয় হয়। কালঞ্জর, দশার্ণ, নৈমিষ, কুরুজাঙ্গল, ও বারাণসী তীর্থে যত্ন সহকারে শ্রাদ্ধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। ঐ বারাণসী ধামে যোগেশ্বর নিত্য বিরাজিত। সুতরাং ঐ স্থানে প্রদত্ত বস্তু অক্ষয় হয় এখানে দান করিলে মানব পবিত্র এবং শ্রাদ্ধ আনন্ত্য লাভ করে জপ, হোম, ধ্যান ও অন্যান্য যে কোন সুকর্ম্ম সমস্তই ঐ স্থানে অনন্তফলদ হয়। লৌহিত্য, বৈতরণী, স্বর্ণবেদী, সমুদ্রান্ত, গঙ্গা, ধর্ম্মপৃষ্ঠ, ব্রহ্মসর, গয়া ও গৃধ্রকূট, এই সকল তীর্থে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে মহাফলদায়ক হয়। ভরতের পুণ্যাশ্রম সন্নিধানে এক পবিত্র পুণ্যতম অরণ্য আছে। ঐ অরণ্যে মুনিবর মতঙ্গের আশ্রম আছে, তাহা মাংসচক্ষুদ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়।৮৪-৯৮। উহা মর্ত্ত্যলোকে নিদর্শন স্বরূপ, ধর্ম্মসর্ব্বস্ব তীর্থরূপে প্রসিদ্ধ। পঞ্চবন তীর্থ পুণ্যকারী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত। এই স্থানে অদ্যাপি পাণ্ডুশালা তীর্থ বিদ্যমান আছে। পাপকারী ব্যক্তি ঐ তীর্থে স্নান করিয়া তুলামান, চাপ ও বিবিধ শাস্ত্রের সহিত শুভলগ্নে উন্মজ্জন করিয়া থাকে। তৃতীয়া, আর নিশ্বর, পাপমণ্ডল, মহাহ্রদ ও কৌশিকীতে শ্রাদ্ধ মহাফলপ্রদ হয়। ভগবান্ মহাদেব মুণ্ডপৃষ্ঠ তীর্থে বাসকরিয়া বহু দেবযুগপরিমিত কাল সুদুশ্চর

অল্পেনাপ্যত্র কালেন নরো ধর্ম্মপরায়ণঃ
পাপ্মানমুৎসৃজত্যাশু জীর্ণত্বচমিবোরগঃ ॥১০৩
সিদ্ধানাং প্রীতিজননৈঃ পাপানাঞ্চ ভয়ঙ্করৈঃ।
লেলিহানৈর্মহাভোগৈ রক্ষিতং তু দিবানিশম্
নাম্না কনকনন্দীতি তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
উদীচ্যাং মুণ্ডপৃষ্ঠস্য দেবর্ষিগণসেবিতম্।
তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি কামচারা বিহঙ্গমাঃ।
দত্তং চাপি তথা শ্রাদ্ধমক্ষয়ং সমুদাহৃতম্।
ঋণৈস্ত্রিভিস্তথা স্নাত্বা নিষ্কিণোতি নরোত্তমঃ॥
তীরে তু সরসস্তত্র দেবস্যায়তনং মহৎ
আরুহ্য তজ্জপংস্তত্র সিদ্ধো যাতি দিবং ততঃ॥
উত্তরং মানসং গত্বা সিদ্ধিং প্রাপ্নোত্যনুমাম্
তত্র গত্বা সুরশ্রেষ্ঠ দৃশ্যতে মহদদ্ভুতম্এ।॥১০৮
তস্মিন্নির্ব্বর্ত্তয়েচ্ছ্রাদ্ধং যথাশক্তি যথাবলম্।
কামান্ স লভতে দিব্যান্মোক্ষোপায়ঞ্চ নিত্যশঃ
মানসে সরসি শ্রেষ্ঠে দৃশ্যতে মহদদ্ভুতম্।
নিবসচ্যুতা মহাভাগা হ্যন্তরিক্ষে বিরাজিতে॥
গঙ্গা ত্রিপথগা দেবী সোমপাদচ্যুতা ভুবি।
আকাশে দৃশ্যতে তত্র তোরণং সূর্য্যসন্নিভম্।
জাম্বূনদময়ং দিব্যং স্বর্গদ্বারমিবায়তম্।
যতঃ প্রবর্ত্ততে ভূয়ঃ পূর্ব্বসাগরমন্তিমম্ ॥১১২
পাবনীং সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মজ্ঞানাং বিশেষতঃ।
চন্দ্রভাগা চ সিন্ধুশ্চ উভে মানসসন্নিভে।
সাগরং পশ্চিমং যাতি দিব্যসিন্ধুনদীবরঃ॥
পর্ব্বতো হিমবান্নাম নানাধাতুবিভূষিতঃ।
যোজনানাং সহস্রাণি আয়তোঽশীতিরুচ্যতে॥
সিদ্ধচারণসঙ্কীর্ণঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ।
তত্র পুষ্করিণী রম্যা সুষুম্না নাম বিশ্রুতা ॥১১৫
দশবর্ষসহস্রাণি তত্র স্নাতস্তু জীবতি।
শ্রাদ্ধং ভবতি চানন্ত্যং তস্যাং দত্তং মহোদয়ম্
তারয়েচ্চ যদা শ্রাদ্ধং দশাপূর্ব্বান্ দশাপরান্।
সর্ব্বং পুণ্যং হিমবতো গঙ্গা পুণ্যা চ সর্ব্বতঃ।

তপস্যা করেন, অদ্যাপি তাঁহার পদচিহ্ন ঐ তীর্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্থানে ধর্ম্মপরায়ণ নর অল্পকাল মধ্যেই সর্পের নির্ম্মোক পরিত্যাগের ন্যায় সর্ব্বপাপ পরিত্যাগ করে লেলিহান মহাসর্পগণ সর্ব্বদা ফণা বিস্তার করিয়া ঐ তীর্থস্থান রক্ষা করে। সর্পগণ পাপিদিগের অতিশয় ভয় উৎপাদন করে এবং সিদ্ধগণের প্রীতি জন্মায়। ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত কনকনন্দী নামে এক তীর্থ আছে, এই তীর্থের উত্তরদিকে দেবর্ষিগণসেবিত এক-তীর্থ বিরাজিত; ঐ তীর্থে স্নান করিলে মানব খেচরত্ব ও কামকারিত্ব লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করে। ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে, তাহা অক্ষয় হয় এবং শ্রাদ্ধকারী ত্রিবিধ ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করে। ঐ সরোবরের তীরে এক মহৎ দেবায়তন আছে, মানব ঐ স্থানে আরোহণ করিয়া জপ করিলে সিদ্ধি লাভ করত স্বর্গে গমন করেন। উত্তর মানস তীর্থে গমন করিয়া মানব উত্তম সিদ্ধি লাভ করে ঐ স্থানে সুরশ্রেষ্ঠ অতি অদ্ভুতাকার দৃষ্ট হন। এই তীর্থে গিয়া যথাশক্তি শ্রাদ্ধ করিলে দিব্য অভিলষিত ও মোক্ষোপায় লাভ হয়। সরোবরশ্রেষ্ঠ মানস তীর্থে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ স্থানে স্বর্গভ্রষ্টা এক মহাভাগা অন্তরিক্ষে বিরাজিত আছেন। ঐ স্থানে ত্রিপথগা গঙ্গা দেবী সোমপাদ হইতে চ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছেন। ঐ স্থান হইতে আকাশে এক সূর্য্য-সন্নিভ তোরণ দৃষ্ট হয়, ঐ তোরণ স্বর্ণময় ও স্বর্গদ্বারের ন্যায় আয়ত। ঐ স্থান হইতে সর্ব্বভূত বিশেষতঃ ধর্ম্মজ্ঞগণের পাবনী চন্দ্রভাগ ও সিন্ধু পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সাগরে মিলিত হইয়াছে। ৯৯—১১৩। নানা ধাতুবিভূষিত হিমবান্ নামক পর্ব্বত, অশীতি সহস্র যোজন আয়ত এবং সিদ্ধচারণসেবিত। এই হিমালয়ে সুষুম্না নামে এক রমণীয় সরোবর আছে, ঐ সরোবরে স্নান করিলে মানব দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে এবং শ্রাদ্ধ করিলে, তাহা অনন্ত ফলদায়ক হয় ও শ্রাদ্ধকারী পূর্ব্বাপর দশ পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করে। হিমবানের সকলই পুণ্যময়,—

সমুদ্রগাঃ সমুদ্রাশ্চ সর্ব্বে পুণ্যাঃ সমন্ততঃ। ১১৭
এবমাদিষু সর্ব্বেষু শ্রাদ্ধং নিবর্ত্তয়েদ্বুধঃ
পূতো ভবতি স্নাত্বা তু দত্ত্বা তথৈব চ।।
শৈলসানুষু তুঙ্গেষু কন্দরেষু গুহাসু চ।
উপহ্বরনিতম্বেষু তথা প্রস্রবণেষু চ ১১৯
পুলিনেষ্বাপগানাঞ্চ তথৈব প্রভবে যুগে।
মহোদধৌ গবাং গোষ্ঠে সঙ্গমেষু বনেষু চ।।
অসংসৃষ্টোপলিপ্তাসু হৃদ্যাসু সুরভীষু চ।
গোময়েনোপলিপ্তেষু বিবিক্তেষু গৃহেষু চ।।
কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধমথৈতেষু নিত্যমেব যথাবিধি।
প্রদক্ষিণং দিশং গত্বা সর্ব্বকামচিকীর্ষকঃ।।১২২
এতান্যেতেষু সর্ব্বেষু শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
এবমেব তু মেধাবী ব্রাহ্মীং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।।
ত্রৈবর্ণ্যে বিহিতে স্থানে ধর্ম্মবর্ণাশ্রমে তথা
কোপস্থানস্য সন্ত্যাগাৎ প্রাপ্যতে পিতৃপূজনম্
তীর্থান্যনুসরন্ ধীরঃ শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
কৃতপাপশ্চ শুধ্যেত পুনঃ শুভকর্ম্মকৃৎ।
তির্য্যগ্‌যোনিং ন গচ্ছেচ্চ কুদেশে ন চ জায়তে
স্বর্গী ভবতি বৈ বিপ্রো মোক্ষোপায়ঞ্চ বিন্দতি
অশ্রদ্দধানাঃ পাপাত্মা নাস্তিকাঃ স্থিতসংশয়াঃ
হেতুদ্রষ্টা চ পঞ্চৈতে ন তীর্থফলমশ্নুতে।।১২৭
গুরুতীর্থে পরা সিদ্ধিস্তীর্থানাং পরমং পদম্।
ধ্যানং তীর্থপরং তস্মাদ্ব্রহ্মতীর্থং সনাতনম্।
উপবাসাৎ পরং ধ্যানমিন্দ্রিয়াণাং নিবর্ত্তনম্।
উপবাসনিবদ্ধা হি প্রাণৈরিহ পুনঃপুনঃ।।১২৯
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা বিষয়াণীন্দ্রিয়াণি চ।
বুদ্ধিং মনসি সংযম্য সর্ব্বেষাং তু নিবর্ত্তনম্।।
প্রত্যাহারং পুনর্বিদ্ধি মোক্ষোপায়মসংশয়ম্।
ইন্দ্রিয়াণাং ক্ষয়ং যাতি বিদ্যাদনশনং তপঃ।
নিগ্রহাদবুদ্ধিমনসো রম্যা বুদ্ধিস্তু জায়তে।।১৩২
ক্ষীণেষু সর্ব্বপাপেষু ক্ষীণেম্বেবেন্দ্রিয়েষু চ।

গঙ্গাদেবী পাবনী, সমুদ্রগা অপরাপর নদী ও চতুর্দ্দিকস্থ সমুদ্র পবিত্র। এই সকল তীর্থে জ্ঞানী ব্যক্তি যত্ন সহকারে শ্রাদ্ধ করিবেন। এই সকল স্থানে স্নান, দান ও জল পান করিলেও পবিত্র হওয়া যায়। শৈলসানু, তুঙ্গ, কন্দর, গুহা, নির্জ্জন নিতম্ব, প্রস্রবণ, নদীপুলিন, প্রভব, যুগ মহোদধি, গোষ্ঠ, সঙ্গম, বন এবং অসংসৃষ্টোপলিপ্ত, হৃদ্য সুরভি গোময়োপলিপ্ত ও বিবিক্ত গৃহে যথাবিধি নিত্য শ্রাদ্ধ করিবে। সর্ব্বকামাভিলাষী ব্যক্তি শ্রাদ্ধের পর তিন বার ঐ স্থান প্রদক্ষিণ করিবে। উক্ত সমস্ত স্থানে অতন্দ্রিত ভাবে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে মানব মেধাবী হইয়া ব্রাহ্মী সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে স্থানে ত্রিবর্ণ বিরাজিত, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তমোগুণের অত্যন্তাভাব, সেই স্থানেই পিতৃগণ পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তীর্থসেবা করিয়া কৃতপাপ ব্যক্তিও যখন শুদ্ধি লাভ করে, তখন ধীর শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় শুভকর্ম্মকারী ব্যক্তিগণ যে, তীর্থসেবা করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? তীর্থসেবী ব্যক্তি তির্য্যক্ যোনিতে পতিত হন না ; কুদেশে জন্মগ্রহণ করেন না ; স্বর্গে বাস করেন এবং মোক্ষোপায় লাভ করেন। যাহারা অশ্রদ্ধাবান পাপী, নাস্তিক, সন্দিগ্ধচিত্ত, ও হেতুদ্রষ্টা; তাহারা তীর্থ-ফলভাগী হয় না। গুরুতীর্থে পরমা সিদ্ধি বিরাজিত, ঐ তীর্থ তীর্থসকলের আশ্রয়। ধ্যানই পরম তীর্থস্বরূপ এজন্য ধ্যানই সনাতন ব্রাহ্মতীর্থ বলিয়া উক্ত।১১৪—১২৮। উপবাস হইতে পরম ধ্যানরূপ ইন্দ্রিয়নিবর্ত্তন হয়। উপবাসনিবদ্ধ ব্যক্তিগণ প্রাণবিযুক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ জীবলোকে জন্মগ্রহণ করে। প্রাণবায়ু ও অপান বায়ু এবং বিষয় ও ইন্দ্রিয়কে সমান করিয়া মনকে বুদ্ধিতে সংযত করিলে সকলেরই নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। ইহার প্রত্যাহারের বিষয় ও মোক্ষোপায় শ্রবণ করুণ ;— ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে মনই অতীব ভয়ানক এবং বুদ্ধি প্রভৃতির জনক। অনাহার হইতে ইন্দ্রিয়াদির ক্ষয় হয়, অতএব অনশনকে তপ বলিয়া জানিবে। বুদ্ধি ও

পরিনির্ব্বাতি শুদ্ধাত্মা যথা বহ্নির্নিরিন্ধনঃ ।১৩৩
কারণেভ্যো গুণেভ্যোহথ ব্যক্তাব্যক্তস্য কৃৎস্নশঃ।
বিযোজয়তি ক্ষেত্রজ্ঞং তেভ্যো যোগেন যোগবিৎ। ১৩৪
তস্য নাস্তি গতিস্থানং ব্যক্তাব্যক্তং ন সংশয়ঃ
ন্যাসন্ন সদসচ্চৈব নৈব কিঞ্চিৎ স্থিতেরিতি।।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শ্রাদ্ধকল্পে তীর্থযাত্রা নাম সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়।। ৭৭ ।।

অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

বৃহস্পতিরুবাচ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি দানানি চ ফলানি চ।
শ্রাদ্ধকর্ম্মণি মেধ্যানি বর্জ্জনীয়ানি যানি চ।।১
হিমপ্রপতনে কুর্য্যাদাহরেদ্বা হিমং ততঃ।
অগ্নিহোত্রমতঃ পুণ্যং পরমং হি ততঃ স্মৃতম্।।
নক্তং তু বর্জ্জয়েচ্ছ্রাদ্ধং রাহোরন্যত্র দর্শনাৎ,
সর্ব্বস্বেনাপি কর্ত্তব্যং ক্ষিপ্রং বৈ রাহুদর্শনে।।৩
উপরাগে ন কুর্য্যাদ্যঃ পঙ্কে গৌরিব সীদতি।
কুর্ব্বাণস্তূদ্ধরেৎ পাপান্মজ্জনৌরিব সাগরে।।৪
বৈশ্বদেবঞ্চ সৌম্যঞ্চ বহুমাংসপরং হবিঃ।
বিষাণং বর্জ্জয়েৎ খড়্গমসূয়ানাশনায় বৈ।।৫
ত্বষ্টা বৈ বার্য্যমাণস্তু দেবেশেন মহাত্মনা।
পিবন্ শচীপতেঃ সোমং পৃথিব্যামপতৎ পুরা
শ্যামাকাস্তু তথোৎপন্নাঃ পিত্রর্থমপি পূজিতাঃ।
বিপ্রুষস্তস্য নাসাভ্যামসম্ভাভ্যাং তথেক্ষবঃ।।
শ্রেষ্মাণঃ শীতলা হৃদ্যা মধুরাশ্চ তাথেক্ষবঃ।
শ্যামাকৈরিক্ষুভিশ্চৈব পিতৃণাং সার্ব্বকামিকম্।
কুর্য্যাদাগ্রয়ণং যস্তু স শীঘ্রং সিদ্ধিমাপুয়াৎ।।৮
শ্যামাকা হস্তিনামা চ পটোলং বৃহতীফলম্।
অগস্ত্যস্য শিখা তীব্রা কষায়াঃ সর্ব্ব এব চ।।৯

মনের নিগ্রহ বশত বিশুদ্ধ বুদ্ধি জন্মে। তাহাতে পাপ পুণ্য ও ইন্দ্রিয় সকল ক্ষয় পাইলে, নিরন্ধন অনলের ন্যায় শুদ্ধাত্মা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। যোগবিৎ ব্যক্তি নিখিল ব্যক্তাব্যক্ত পদার্থের কারণ ও গুণ হইতে আত্মাকে বিযোজিত করেন ইহার পর তাঁহার অস্তিত্ব না থাকা নিবন্ধ তাঁহার গতিস্থান, ব্যক্ত ও অব্যক্ত কিছুই থাকে না এবং তিনি তখন সৎ বা সদসৎ কিছুই হন না।১২৯—১৩৫।

সপ্তসপতিতিতম অধ্যায় ।। ৭৭ ।।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃহস্পতি বলিলেন,— অতঃপর শ্রাদ্ধ কর্ম্মে যাহা পবিত্র এবং যাহা বর্জ্জনীয় তাহা শ্রবণ করুন। হিমপ্রপতন সময়ে হিম আহরণপূর্ব্বক এবং হিমাবসানে অগ্নিহোত্রী হইয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ শ্রাদ্ধ পরম পুণ্যজনক। রাত্রিকালে শ্রাদ্ধ বর্জ্জন করিবে রাত্রি ভিন্ন অন্য সময়ে রাহুদর্শন ঘটিলে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও শ্রাদ্ধ এবং দান করিবে। গ্রহণে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ না করে, সে পঙ্কমগ্ন গাভীর ন্যায় পাপপঙ্কে অবস্থান করে যে ব্যক্তি উপরাগে শ্রাদ্ধ করেন, তিনি সমুদ্রের জলরাশি হইতে মগ্নোত্থিতের ন্যায় উদ্ধার প্রাপ্ত হন। বহু-মাংসপরহবি ও বিধানবর্জ্জিত খড়্গমান, বিশ্বদেব ও সৌম্য পিতৃগণের প্রিয় ;এ সকল বস্তু শ্রাদ্ধে দান করিলে অসূয়ানাশ হয়। একদা ত্বষ্টা মহাত্মা দেবেশ কর্ত্তৃক নিবারিত হওয়াও শচীপতির সোমরস পান করত পৃথিবীতলে পতিত হয়। ঐ সময় পিতৃগণের পূজার জন্য শ্যামাক ধান্য উৎপন্ন হয় এবং ভূপতিত ত্বষ্টার নাসারন্ধ্রদ্বয় হইতে শ্লেষ্মাবিন্দু নিপতিত হওয়ায় তাহা হইতেই ইক্ষু জন্মে। ঐ ইক্ষু শ্লেষ্মবর্দ্ধক, শীতল, হৃদ্য ও মধুর। শ্যামাক ও ইক্ষু এতদুভয় পিতৃগণের সর্ব্বথা তৃপ্তিবিধান করে যে ব্যক্তি এই বস্তু শ্রাদ্ধের জন্য আহরণ করে সে, অচিরাৎ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ১-৮। শ্যামাক, হস্তিনাম, পটোল, বৃহতীফল ও অগস্ত্যশিখা, ইহারা অতিশয় তীব্র ও

এবমাদীনি চান্যানি স্বাদূনি মধুরাণি চ।
নাগরং চাত্র বৈ দেয়ং দীর্ঘমূলকমেব চ।।১০
বংশীকবীরাঃ সুরসাঃ সর্জ্জকং ভূস্তৃণানি চ।
বর্জ্জনীয়ানি বক্ষ্যামি শ্রাদ্ধকর্ম্মণি নিত্যশঃ।।১১
লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং পিণ্ডমূলকম্।
করম্ভাদ্যানি চান্যানি হীনানি রসগন্ধতঃ।।১২
শ্রাদ্ধকর্ম্মণি বর্জ্জানি কারণঞ্চাত্র বক্ষ্যতে।
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে নির্জ্জিতস্য বলেঃ সুরৈঃ
ব্রণেভ্যো বিন্দবস্তস্য বৈ পতিতা রক্তবিন্দবঃ
তত এতানি বর্জ্জ্যানি শ্রাদ্ধকর্ম্মণি নিত্যশঃ।।
অর্থ বেদোক্তনির্য্যাসা লবণান্যূষরাণি চ।
শ্রাদ্ধকর্ম্মণি বর্জ্জ্যানি যাশ্চ নার্য্যো রজস্বলাঃ।।
দুর্গন্ধং ফেনিলঞ্চৈব তথা বৈ পল্বলোদকম্।
ন লভেদ্যত্র গৌস্তৃপ্তিং নক্তংযচ্চৈব গৃহ্যতে
আবিকং মার্গমৌষ্ট্রঞ্চ সর্ব্বমেকশফঞ্চ যৎ।
মাহিষং চামরঞ্চৈব পয়ো বর্জ্জ্যং বিজানতা।।১৭
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি বর্জ্জ্যান্ দেশান প্রযত্নতঃ।
ন দ্রষ্টব্যঞ্চ যৈঃ শ্রাদ্ধং শৌচাশৌচঞ্চ কৃৎস্নশঃ
বন্যমূলফলাহারৈঃ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাত্তু শ্রদ্ধয়া।
রাষ্ট্রমিষ্টমবাপ্নোতি স্বর্গং মোক্ষং যশস্করম্।।১৯
অনিষ্টশব্দসঙ্কীর্ণং জন্তুব্যাপ্তমথাপি বা।
পূতিগন্ধ্যাং তথা ভূমিং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি বর্জ্জয়েৎ।।
নদ্যঃ সাগরপর্য্যন্তা দ্বারং দক্ষিণপূর্ব্বতঃ।
ত্রিশঙ্কুং বর্জ্জয়েদ্দেশং সর্ব্বং দ্বাদশযোজনম্।।২১
উত্তরেণ মহানদ্যা দক্ষিণেন চ কৈকটাৎ।
দেশস্ত্রৈশঙ্কবো নাম বর্জ্জিতঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।।২২
কারস্করাঃ কলিঙ্গাশ্চ সিন্ধোরুত্তরমেব চ।
প্রনষ্টাশ্রমধর্ম্মাশ্চ বর্জ্জ্যা দেশাঃ প্রযত্নতঃ।।২৩
নগ্নাদয়ো ন পশ্যেয়ুঃ শ্রাদ্ধমেবং ব্যবস্থিতম্।
গচ্ছন্তি তৈস্তৈর্দৃষ্টানি ন পিতৄন্ন পিতামহান্।।

শংযুরুবাচ।

নগ্নাদীন্ ভগবান্ সম্যক্ত্বমাদ্য পরিপৃচ্ছতঃ।
কথয় দ্বিজমুখ্যাগ্র বিস্তরেণ যথাতথম্।।২৫

কষায়। ইহারা এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আরও স্বাদু, মধুর শ্রাদ্ধোপযোগী ফলাদি আছে; যথা নাগর, দীর্ঘমূলক, সুরস, বংশীকবীর, সর্জ্জক ও ভূস্তৃণ। অতঃপর শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয় ফলমূলাদির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি; যথা লশুন, গৃঞ্জন, পলাণ্ডু, পিণ্ডমূলক, এবং করম্ভাদি অন্যান্য নিকৃষ্ট রস-গন্ধযুক্ত দ্রব্য। এই সকল দ্রব্য শ্রাদ্ধে বর্জ্জিত হইবার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন; — পূর্ব্বে দেবাসুর দেবাসুর যুদ্ধসময়ে রক্তবিন্দু সকল নিপতিত হয়, তাহা হইতেই এই সকল দ্রব্যের উৎপত্তি; এজন্য ইহারা শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়। বেদবিহিত সমস্ত নির্য্যাস, লবণ, ঊষর এবং রজস্বলা স্ত্রী শ্রাদ্ধে এই সকল বর্জ্জনীয়। দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য, ফেনিল দ্রব্য, পল্বলোদক, যে জল গো-তৃপ্তিজনক নহে, যে জল রাত্রিতে তুলিয়া রাখা হয়, সেই আবিক, মার্গ, ঔষ্ট্র, একশফ, এবং মহিষ ও চামর দুগ্ধ শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়। অতঃপর শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয় দেশসমূহ এবং যাহাদিগকে শ্রাদ্ধ দেখিতে নাই এবং যে সকল শ্রাদ্ধীয় শৌচাশৌচ তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিব। বন্য ফল মূল আহরণ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে রাজ্য ইষ্ট লাভ করে, ও শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি যশস্কর স্বর্গ ও মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অনিষ্ট শব্দ-সঙ্কীর্ণ ও জন্তুব্যাপ্ত দেশ এবং পূতিগন্ধা ভূমি শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়। সাগরপর্যন্ত গামী নদীসমূহের তীর, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকের দ্বার এবং দ্বাদশ যোজনপরিমিত সমস্ত ত্রিশঙ্কু দেশ শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়। ৯-২২ মহানদীর উত্তর দিকে এবং কৈকটের দক্ষিণ দিকে ত্রিশঙ্কু দেশ অবস্থিত। এই দেশ শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়। কারস্কর, কলিঙ্গ, ও সিন্ধু নদীর উত্তর দিক্‌ভাগ এবং আশ্রম ধর্ম্মহীন দেশ সকল প্রযত্ন সহকারে পরিত্যাজ্য। নগ্ন বা উলঙ্গ প্রভৃতি লোক শ্রাদ্ধ দর্শন করিবে না। নগ্নাদি-দৃষ্ট শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য পিতৃপিতামহগণ প্রাপ্ত হন না। শংযু বলিলেন,—হে ভগবন্! দ্বিজমুখ্যাগ্রগণ্য!

এবমুক্তো মহাতেজা বৃহস্পতিরুবাচ তম্ঃ
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং ত্রয়ী সম্বরণং স্মৃতম্।।২৬
পরিত্যজন্তি যে মোহাত্তে বৈ নগ্নাদয়ো জনাঃ
প্রলীয়তে নরো যস্মান্নিরালম্বশ্চ যো বৃষঃ। ২৭
বৃষং যশ্চ পরিত্যজ্য মোক্ষমন্যত্র মার্গতি।
বৃথা বেদাশ্রমাস্তস্মিন্ য বৈ সম্যঙ্ ন পশ্যতি।।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যা বৃষলাশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে নির্জ্জিতৈরসুরৈস্তদা। ২৯
পাষণ্ডবৈকৃতাস্তাত সৃষ্টিঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
যহিশ্রাদ্ধকর্নির্গ্রন্থিঃ শক্ত্যা জীবন্তি কর্পটাঃ.
যে ধর্ম্মং নানুবর্ত্ততে বৈ নগ্নাদয়ো জনাঃ।
বৃথাজটী বৃথামুণ্ডী বৃথানগ্নশ্চ যো দ্বিজঃ।।৩১
বৃথাব্রতী বৃথাজাপী তে বৈ নগ্নাদয়ো জনাঃ।
কুলঘ্নমা নিকাশাশ্চ তথা পুষ্টিকলংশকাঃ ।৩২
কৃতকর্ম্মাপক্ষিতাস্যেতে কুপথাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
এভিনির্বৃত্তং বা শ্রাদ্ধং বৃথা গচ্ছতি মানবান্ ।
ব্রহ্মঘ্নশ্চ কৃতঘ্নশ্চ নাস্তিকা গুরুতল্পগাঃ।
দস্যবশ্চ নৃশংসাশ্চ দর্শনেনৈব বর্জ্জিতাঃ।৩৪
যে চান্যে পাপকর্ম্মাণিঃ সর্ব্বংস্তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ
দেবদেবর্ষিনিন্দায়াং রতাশ্চৈব বিশেষতঃ।৩৫
অসুরান্ যাতুধানাংশ্চ দৃষ্টমেভির্বিজম্ভ্যত।
ব্রাহ্মং কৃতযুগং প্রোক্তং ত্রেতা তু ক্ষত্রিয়ং
স্মৃতম্।
বৈশ্যং দ্বাপরমিত্যাহুঃ শূদ্রং কলিযুগং স্মৃতম্।।
পিতর ঊচুঃ।
বেদাঃ কৃতযুগে পূজ্যাস্ত্রেতায়াস্তু সুরাস্তথা।
যুদ্ধানি দ্বাপরে নিত্যং পাষণ্ডাশ্চ কলৌ যুগে।।
অপমানাপবিত্রশ্চ কুক্কুটো গ্রামশূকরঃ
শ্বা চৈব দর্শনাদেব হন্তি শ্রাদ্ধং ন সংশয়ঃ।৩৮
শাবসূতকসংসৃষ্টো দীর্ঘরোগিভিরেব চ।
মলিনৈঃ পতিতৈশ্চৈব ন দ্রষ্টব্যং কথঞ্চন।।৩৯
অন্নং পশ্যেযুরেতে বৈ নৈতৎস্যাদ্ধব্যকব্যয়োঃ
তৎ সংস্পৃষ্টং প্রধানার্থং সংস্কারশ্চাপদে ভবেৎ

উলঙ্গাদির বিষয় আমি যথাযথ শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা আমাকে বিস্তৃত রূপে কীর্ত্তন করুন। মহাতেজা বৃহস্পতি এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,— ত্রয়ী সর্ব্বভূতের আবরণস্বরূপ ; সেই ত্রয়ী অর্থাৎ বেদ, যাহারা পরিত্যাগ করে, তাহারাই নগ্ন অর্থাৎ উলঙ্গ। মানবগণ লয় প্রাপ্ত হইলে ধর্ম্মরূপ বৃষ নিরালম্ব হয় ; যাহারা ঐ ধর্ম্মরূপী বৃষকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বেদাদিতে মোক্ষ প্রাপ্তির চেষ্টা করে, মোক্ষ তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহাদের বেদাদি পাঠের পরিশ্রম বৃথা হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়, পূর্ব্বে দেবাসুর-যুদ্ধে নির্জ্জিত অসুরগণ কর্ত্তৃক পাষণ্ডরূপে পরিণত হয়, এই সৃষ্টি স্বয়ম্ভুকৃত নহে। এই অবস্থায় তাহারা শ্রাদ্ধবিহীন ও ধর্ম্মশাস্ত্রহীন হইয়া স্বেচ্ছাচারে জীবন যাপন করে। যাহারা স্বীয় ধর্ম্ম আচরণ না করে তাহারাই নগ্ন ; অতএব পূর্ব্বোক্ত জাতিচতুষ্টয় স্বীয় ধর্ম্মভ্রষ্ট নগ্নপদবাচ্য হইয়াছিল বৃথা জটী, বৃথা মুণ্ডী, বৃথা নগ্ন, বৃথাব্রতী ও বৃথাজপী হইয়া নগ্ন। কুলঘ্ন, নিকাশ, পুষ্টিকলংশক, ও কৃতকর্ম্মা-ক্ষেপী, এই সকল কুপথ বলিয়া কথিত। এই কুপথগামী মানবগণকর্ত্তৃক কৃতশ্রাদ্ধ বৃথা হয়। ব্রহ্মঘ্ন, কৃতঘ্ন, নাস্তিক, গুরুতল্পগ, দস্যু ও নৃশংস, ইহারা শ্রাদ্ধে-দর্শনমাত্রেই বর্জ্জনীয়। এতদ্ব্যতীত অপরাপর পাপকর্ম্মকারী, দেব ও দেবর্ষিনিন্দক, অসুর ও যাতুধানদিগকে শ্রাদ্ধে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। সত্য ব্রাহ্মযুগ, ত্রেতা ক্ষাত্র, দ্বাপর বৈশ্য ও কলি শূদ্র যুগ বলিয়া কীর্ত্তিত।২৩-৩৬।পিতৃগণ বলেন,— কৃতযুগে বেদ পূজ্য, ত্রেতায় সুরগণ, দ্বাপরে যুদ্ধবিদ্যা, ও কলিকালে কেবল পাষণ্ডগণই পূজার পাত্র। অপমানিত, অপবিত্র, কুক্কুট, গ্রাম্যশূকর ও কুকুর, ইহারা শ্রাদ্ধ দর্শন করিবামাত্র শ্রাদ্ধ পণ্ড হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। শাবাশৌচী, সূতকাশৌচী, চিররোগী, মলিন ও পতিত ব্যক্তি কদাচ শ্রাদ্ধ দর্শন করিবে না। যদি ইহারা শ্রাদ্ধীয় অন্ন দর্শন করে, তাহা হইলে ঐ

হবিষাং সংহতানান্তু পূর্ব্বমেব বিবর্জ্জনম্
মৃৎসংযুক্তাভিরদ্ভিশ্চ প্রোক্ষণঞ্চ বিধীয়তে।।৪১
সিদ্ধার্থকৈঃ কৃষ্ণতিলৈঃ কার্য্যং বাপ্যবকীরণম্।
গুরুসূর্য্যাগ্নিবস্তূনাং দর্শনং বাপি যত্নতঃ।।৪২
আসনারূঢ়মানেষু পাদোপহতমেব চ।
অমেধ্যৈর্জ্জঙ্গমৈর্দৃষ্টং শুষ্কং পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।।৪২
অশিতং পরিদুষ্টঞ্চ তথৈবাগ্রাবলেহিতম্।
শর্করাকেশপাষাণৈঃ কীটৈর্যচ্চাপ্যুপদ্রুতম্ ।
পিণ্যাকমথিতঞ্চৈব তথা তিলযবাদিষু।
সিদ্ধাক্তাশ্চ যে ভক্ষ্যাঃ প্রত্যক্ষলবণীকৃতাঃ।।
বাসসা চাবধূতানি বর্জ্জ্যানি শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
সন্তি বেদবিরোধেন কেচিদ্বিজ্ঞানমানিনঃ ।।৪৬
অযজ্ঞপতয়ো নাম তে শ্রাদ্ধস্য যথা রজঃ।
দধি শাকং তথাভক্ষ্যাঃ শুক্তং চৌষং বিবর্জ্জিতম্
বার্ত্তাকং বর্জ্জয়েদন্যাৎ সর্ব্বলভিদবানপি।
সৈন্ধবং লবণং যচ্চ তথা মানসসম্ভবম্।।৪৮

পবিত্রং পরমং হ্যেতৎ প্রত্যক্ষমপি বর্ত্ততে।
অগ্নৌ নিক্ষিপ্যং গৃহ্যয়াদ্ধস্তৌ প্রক্ষিপ্য যত্নতঃ
গময়েন্মস্তকঞ্চৈব ব্রহ্মতীর্থং হি তৎ স্মৃতম্।
দ্রব্যাণাং প্রোক্ষণং কার্য্যং তথৈবাবপনং পুনঃ
নিধায় চাদ্ভিঃ সিঞ্চেত তথৈবাপ্সু নিবেদনম্
আরিষ্টতুমুলে বিল্বং ত্বিঙ্গুদস্যন্দনান্যপি ।।৫১
বিদলানাঞ্চ সর্ব্বেষাং চর্ম্মবচ্ছৌচমিষ্যতে।
তথা দন্তাস্থিদারূণাং শৃঙ্গাণাং চাবলেখনম্ ।।৫২
সর্ব্বেষাং মৃন্ময়ানান্তু পুনর্দাহ উদাহৃতঃ
মণিবজ্রপ্রবালানাং মুক্তাশঙ্খমণেস্তথা।।৫৩
সিদ্ধার্থকানাং কল্কেন তিলকল্কেন বা পুনঃ।
স্যাচ্ছৌচং সর্ব্ববালানামাবিকানাঞ্চসর্ব্বশঃ।।৫৫
আবিকানাঞ্চ সর্ব্বেষাং মৃদ্ভিরাস্তুবিধীয়তে।
আদ্যন্তয়োস্তু শৌচানামদ্ভিঃ প্রক্ষালনং পুনঃ।।
তথা কার্পাসিকানাঞ্চভস্মনা সমুদাহৃতম্।
ফলপুষ্পশলাকানাং প্লাবনমদ্ভিরিষ্যতে ৫৬

অন্ন হব্য-কব্যের উপযুক্ত হইবে না এবং তৎসংস্পৃষ্ট সংস্কারকার্য্যও বিপৎসঙ্কুল হইবে। সংহত অর্থাৎ জমাট বাঁধা ঘৃত লইয়া কার্য্য করিবে না। মৃজ্জল দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করা বিধেয়। শ্বেতসর্ষপ ও কৃষ্ণতিল বিকিরণ করিবে। গুরু, সূর্য্য, অগ্নি ও শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সকল যত্ন সহকারে নিরীক্ষণ করিবে। আসনারূঢ় হইলে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সকলের মধ্যে যাহা পাদোপহত, অমেধ্য জঙ্গম-দৃষ্ট, শুষ্ক পর্য্যুষিত, অশিত, পরিদুষ্ট, অগ্রাবলেহিত বালুকা, কঙ্কর, কেশ ও কীট দুষ্ট, পিণ্যাক-মথিত তিল ও যব, সিদ্ধাক্ত, প্রত্যক্ষ লবণীকৃত ভক্ষ্য এবং বস্ত্রপূত হয়, তাহা শ্রাদ্ধ কর্ম্মে বর্জ্জন করিবে অযজ্ঞপাত নামে কতিপয় বেদবিরোধী বিজ্ঞানমানী ব্যক্তি আছে, রজঃ পদার্থের সহিত শ্রাদ্ধের যেরূপ সম্বন্ধ তাহাদের সহিতও শ্রাদ্ধের সেইরূপ সম্বন্ধই জানিবে। দধি, শাক, অন্যান্য অভক্ষ্য, শুষ্ক চুষ্য এবং বার্ত্তাকু, এই সকল বস্তু শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়। সর্ব্বঅভিদব, সৈন্ধব লবণ ও মানসসম্ভব লবণ, এই সকল বস্তু শ্রাদ্ধে প্রদেয়। সৈন্ধব লবণ ও মানসসম্ভব লবণ এই বস্তুদ্বয় প্রত্যক্ষ লবণ হইলেও পরম পবিত্র ; ইহাদিগের লবণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া পরেযত্নসহকারে হস্তদ্বারা গ্রহণ করিবে এবং ঐ হস্ত মস্তককে স্পর্শ করাইবে, কে না, মস্তক ব্রহ্মতীর্থ বলিয়া অভিহিত। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের প্রোক্ষণ ও আবপন কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধীয় সকল দ্রব্যই জলে ডুবাইয়া ধৌত করিয়া লইতে হয় অরিষ্ট, তুমুল, বিল্ব, ইঙ্গুদ, স্যন্দন, এবং বিদলের চর্ম্মবৎশৌচ কার্য্য বিধেয়। দন্ত, অস্থি, দারু, ও শৃঙ্গ প্রভৃতির অবলেখন করা উচিত। ৩৭—৫২। মৃণ্ময় পাত্র সকলের পুনরায় দাহ করিলে শুদ্ধি হয়। মণি, বজ্র, প্রবাল, মুক্তা, শঙ্খ, কেশ ও মণি প্রভৃতির সিদ্ধার্থক-কল্ক ও তিলকল্ক দ্বারা শুদ্ধি হয়। আবিকসমূহের শুদ্ধি মৃত্তিকা ও জল দ্বারা হয়। আদ্যন্ত যত দ্রব্য বলা হইয়াছে, তাবৎ সকলেরই শুদ্ধি জল প্রক্ষালনে ও বাগাসিক দ্রব্যের শুদ্ধি জল প্রক্ষালনে ও বাগাসিক দ্রব্যের শুদ্ধি ভস্মদ্বারা হয়। ফল, পুষ্প ও শলাকার

সম্মার্জ্জনং প্রোক্ষণঞ্চ ভূমেশ্চৈবোপলেপনম্।
নিষ্ক্রম্য বাহ্যতো গ্রামাদ্বায়ুপূতা বসুন্ধরা। ৫৭
ধনুষ্মৎপক্ষিণাঞ্চৈব মৃদ্ভিঃ শৌচং বিধীয়তে
এবমেব সমুদ্দিষ্টঃ শৌচানাং বিধিরুত্তমঃ।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি তস্মে নিগদতঃ শৃণু।।৫৮
প্রাতর্গৃহাৎ পশ্চিমদক্ষিণেন
ইষুক্ষেপং চাক্ষমাত্রং পদঞ্চ।
কুর্য্যাৎ পুরীষঞ্চ শিরোঽবগুণ্ঠ্য
ন চ স্পৃশেত্তত্র শিরঃ করেণ।।৫৯
শুষ্কৈস্তৃণৈর্ব্বা কাষ্ঠৈর্ব্বা পত্রৈর্ব্বেণুদলেন বা।
মৃণ্ময়ৈর্ভাজনৈর্বাপি তিরোধায় বসুন্ধরাম্।।৬০
উদ্ধৃতোদকমাদায় মৃত্তিকাঞ্চৈব বাগ্যতঃ।
দিবা উদঙ্মুখঃ কুর্য্যাদ্রাত্রৌ বৈ দক্ষিণামুখঃ।
দক্ষিণেন চ হস্তেন গৃহ্নীয়াচ্চৈব কমণ্ডলুম্।
শৌচঞ্চ বামহস্তেন গুদে তিস্রস্তু মৃত্তিকাঃ।
দশ চাপি পুনর্দ্দদ্যাদ্বামহস্তেক্রমেণ তু।
হস্তয়োর্বাপি পুনর্দদ্যাদ্ধস্তয়োঃ পঞ্চ মৃত্তিকাঃ
মৃদা প্রক্ষাল্য পাদৌ আচম্য চ যথাবিধি।
আপস্ত্র্যাজ্যাস্ত্রয়শ্চৈব সূর্য্যাগ্নিপবনাস্তসাম।।
কুর্য্যাৎ সন্নিহিতং নিত্যং প্রাজ্ঞস্তীর্থে কমণ্ডলুম্
অসৎকার্য্যং কার্য্যমেতৈর্যথাবৎ পাদধাবনম্।।
আচমনং দ্বিতীয়েন দেবকার্য্যং ততঃ পরম্।
উপবাসস্ত্রিরাত্রস্তু দুষ্টহস্তে হ্যদাহৃতিঃ।।৬৬
বিপ্রকৃষ্টেন কৃচ্ছ্রেণ প্রায়শ্চিত্তমুদাহৃতম্।
স্পৃষ্ট্বা শ্বানং শ্বপাকং বা তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ।।
মানুষাস্থীনি সংস্পৃশ্য উপোষ্যং শুদ্ধিকারণম্।
ত্রিরাত্রমুক্তং সস্নেহমেকরাত্রমতোঽন্যথা।।৬৮
কারস্করাঃ পুলিন্দাশ্চ তথান্ধ্রশবরাদয়ঃ।
পীত্বা চাপো ভূতিলয়ে গত্বা চৈব যুগন্ধরাম্।।
সিন্ধোরুত্তরপর্য্যন্তং তথা দিব্যন্তরে শতম্।
পাপদেশাশ্চ যে কেচিৎপাপৈরধ্যুষিতা জনৈঃ।।

শুদ্ধি জলপ্লাবন দ্বারা হয়। সম্মার্জ্জন, প্রোক্ষণ ও উপলেপন দ্বারা ভূমির শুদ্ধি বিহিত আছে। গ্রামবহির্ভূত বসুন্ধরা বায়ু দ্বারা পবিত্র হন। ধনুর্দ্ধারী ও পক্ষিগণের মৃত্তিকা দ্বারা শৌচ বিহিত হইয়াছে। এইত একরকম উত্তম শৌচবিধি বলা হইল, পুনরায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রাতঃকালে গৃহ হইতে কিয়দ্দুরে পশ্চিমদক্ষিণদিকে এক ইষুক্ষেপ করিয়া ঐ ইষুপতন স্থানে পুরীষ পরিত্যাগ করিবে। ঐ সময় মস্তকে হস্ত প্রদান করিবে না। পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া শুষ্কতৃণ, কাঠ, পত্র, বেণুদল বা মৃণ্ময় ভাজন দ্বারা বসুন্ধরাকে ঢাকিয়া রাখিতে হয়। ঐ সময় উদ্ধৃত জল ও মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। পরে বাগ্যত হইয়া দিবাভাগে উত্তরমুখে এবং রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হইয়া মলত্যাগ করিবে মল ত্যাগান্তে দক্ষিণহস্তে জলপাত্র গ্রহণ করিয়া বামহস্ত দ্বারা মলদ্বারে তিনবার মৃত্তিকা প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় বামহস্তে দশবার এবং উভয় হস্তে দুই ও পাঁচবার মৃত্তিকা প্রদান করিবে। পাদদেশে মৃত্তিকা প্রদান ও প্রক্ষালনপূর্ব্বক যথাবিধি আচমন করিবে এবং সূর্য্য, অগ্নি ও বরুণোদ্দেশে তিনবার জল অর্পণ করিবে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তীর্থক্ষেত্রে সর্ব্বদা কমণ্ডলু নিকটে রাখিবেন। পাদধাবনাদি অসৎ কার্য্যও এই কমণ্ডলুর জল দ্বারা করিবেন। পাদধাবনের পর দ্বিতীয়বার আচমন, তার পর দেবকার্য্য এই দুই কার্য্যও ঐ জলে করিতে হইবে। হস্ত অপবিত্র থাকিতে আচমন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস উদাহৃত হইয়াছে। যথাকালে উপবাস না করিলে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। কুক্কুর ও চণ্ডালকে স্পর্শ করিয়া তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিবে। ৫৩—৬৭। মনুষ্যাস্থি স্পর্শ করিলে শুদ্ধির জন্য উপবাস করিতে হয়, উপবাস—ত্রিরাত্র অনুগ্রহে একরাত্র মাত্র কারস্কর, পুলিন্দ, অন্ধ্র ও শবর প্রভৃতি জাতি ভূতিলয়ে জল পান করত যুগান্ধরায় কূল পর্য্যন্ত শত শত বর্ষ যাবৎ বাস করিতেছে।

শিষ্টৈশ্চ বর্জ্জিতা যে চ ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।
গত্বা দেশানপুণ্যাংস্তু কৃৎস্নং পাপং সমশ্নুতে।।
মনোব্যক্তিস্তথাগ্নিশ্চ কালে চৈবোপলেপনম্।
বিখ্যাপনঞ্চ শৌচানাং নিত্যমস্নান মেব চ।।
অতোহন্যথা তু যঃ কুর্য্যান্মোহাচ্ছৌচস্য সঙ্করম্
পিশাচ ন যাতুধানাংশ্চ ফলং গচ্ছত্যসংশয়।
শৌচমশ্রদ্দধানস্য ম্লেচ্ছজাতিষু জায়তে।
অযজ্ঞাশ্চৈব পাপো বা তির্য্যগ্‌যোনিগতোঽপি বা।।৭৪

শৌচেন মোক্ষং কুর্ব্বাণঃ স্বর্গবাসী ভবেন্নরঃ
শুচিকামা হি দেবা বৈ দেবৈরেতদুদাহৃতম্।।
বীভৎসমশুচিঞ্চৈব বর্জ্জয়ন্তি সুরাঃ সদা।
ত্রীণি শৌচানি কুর্ব্বন্তি ন্যায়তঃ শুভকর্ম্মণঃ
ব্রহ্মণ্যায়াতিথেয়ায় শৌচযুক্তায় ধীমতে।
পিতৃভক্তায় দান্তায় সানুক্রোশায় চ দ্বিজাঃ।।
তৈস্তৈ প্রীতাঃ প্রযচ্ছন্তি পিতরো যোগবর্দ্ধনাঃ
মনসা কাঙ্ক্ষিতান্ কামাংস্ত্রৈলোক্যপ্রভবানিতি

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শ্রাদ্ধকল্পো নামাষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।।৭৮।।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

অহো ধীমংস্ত্বয়া সূত শ্রাদ্ধকল্পস্তু কীর্ত্তিতঃ।
শ্রুতো নঃ শ্রাদ্ধকল্পো বৈ ঋষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
অতীব বিস্তরো যস্য বিশেষেণ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বদ শেষং মহাপ্রাজ্ঞ ঋষেস্তস্য যথামতম্।।২

সূত উবাচ।

কীর্ত্তয়িষ্যামি তে বিপ্রা ঋষেস্তস্য মতন্তু যৎ
শ্রাদ্ধং প্রতি মহাভাগাস্তন্মে শৃণুত বিস্তরাৎ।
উক্তং শ্রাদ্ধং ময়া পূর্ব্বং বিধিশ্চ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
পরিশিষ্টং প্রবক্ষ্যামি ব্রাহ্মণানাং যথাক্রমম্।
ন মীমাংস্যাঃ সদা বিপ্রাঃ পবিত্রং হ্যেতদুত্তমম্
দৈবে পিত্র্যে চ সততং শ্রূয়তে বৈ পরীক্ষণম্
যস্মিন্ যোষ্যাঃ প্রপদ্যেরন্ সদ্ভির্বা বর্জ্জিতস্তু যঃ
জানীয়াদ্বাপি সংবাসাদ্বর্জ্জয়েত্তং প্রযত্নতঃ।।

পাপ দেশসমূহে পাপিষ্ঠ লোকেরাই বাস করে। বেদপরায়ণ শিষ্ট ব্রাহ্মণগণ যে দেশ বর্জ্জন করিয়াছেন, সেই সকল দেশ পাপসঙ্কুল, তথায় বাস করিলে মহাপাপ হয়। মনোব্যক্তি, অগ্নি, নির্দ্দিষ্টকালে উপলেপন এবং অস্নান এই সকলই শৌচ-সাধন। যে ব্যক্তি এতদ্ব্যতীত শৌচ সঙ্কর করে, সেই ব্যক্তি পিশাচ ও যাতুধান সমীপে গমন করে। যে শৌচ মানে না, তাহার ম্লেচ্ছযোনিতে গতি হয়। অযজ্ঞকারী ও পাপীরা তির্য্যক্ যোনি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি অশুচি ব্যক্তিকে শুচি করিয়া দেয়, সেই ব্যক্তি স্বর্গবাসী হয়। দেবতাগণ শুচি কামনা করেন এবং তাঁহারাই শৌচ বিধান করিয়াছেন। সুরগণ অশুচি বীভৎস ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন। শুভকর্ম্মা ব্যক্তিগণ তিনটী শৌচ-কর্ম্ম করিয়া থাকেন। হে দ্বিজগণ! যোগবর্দ্ধন পিতৃগণ ব্রাহ্মণ্য, আতিথেয়, শৌচযুক্ত, ধীমান, পিতৃভক্ত, দান্ত এবং সানুক্রোশ ব্যক্তিকে তত্তৎ কর্ম্ম দ্বারা প্রীত হইয়া মনোগত নিখিল কামনা প্রদান করেন। ৬৮—৭৮।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।।৭৮

উনাশীতিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে ধীমান! সূত! আপনি নিখিল শ্রাদ্ধকল্প কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই অতিবিস্তৃত ঋষি-কল্পিত শ্রাদ্ধ কল্প আমরা শ্রবণ করিয়াছি। হে মহাপ্রাজ্ঞ! অধুনা অবশিষ্ট ঋষিমত কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয় যাহা অবশিষ্ট ঋষিমত, আমি বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন পূর্ব্বে শ্রাদ্ধ ও শ্রাদ্ধবিধি কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে পরিশিষ্ট— শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ সন্নিবেশের ক্রম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা অমীমাংস্য; ব্রাহ্মণ-সন্নিবেশ অত্যুত্তম পবিত্র কার্য্য। কিন্তু দৈব ও

অবিজ্ঞাতং দ্বিজং শ্রাদ্ধে পরীক্ষেত সদা বুধঃ
সিদ্ধা হি বিপ্ররূপেণ চরন্তি পৃথিবীমিমাম্।।৭
তস্মাদতিথিমায়ান্তমভিগচ্ছেৎ কৃতাঞ্জলিঃ।
পূজয়েচ্চাপি পাদ্যেন পাদাভ্যঞ্জনভোজনৈঃ।।
উর্ব্বীং সাগরপর্য্যন্তং দেবা যোগেশ্বরাস্তথা।
নানরূপৈশ্চরন্ত্যেতে প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্।।
অর্চ্চয়ত্বা ততো দদ্যাদ্বিপ্রাসাতিথয়ে নরঃ।
ব্যঞ্জনানি চ ভক্ষ্যাণি ফলং তেষাং তথৈব চ।
অগ্নিষ্টোমস্ত পয়সা প্রাপ্নুয়াদ্বৈ তথা শ্রুতম্।
সর্পিষা তু শুভং চক্ষুঃ ষোড়শাহফলং লভেৎ।
মধুনা ত্বতিরাত্রস্য ফলঞ্চ সমবাপ্নুয়াৎ।।১১
তৎপ্রাপুয়াচ্ছ্রদ্দধানো নরো বৈ
সর্ব্বৈঃ কামৈর্ভোজয়েদ্যস্তু বিপ্রান্

সর্ব্বার্থদঃ সর্ব্ববিপ্রাতিথেয়ঃ
ফলংভুঙক্তে সর্ব্বমেধস্য নিত্যম্।।১২
যস্তু শ্রাদ্ধেঽতিথিং প্রাপ্য দৈবে বাপ্যবমন্যতে
তং বৈ দেবা নিরস্যন্তি হোতা যদ্বৎ পরাং বসুম্
দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব বহ্নিশ্চৈব হি তান্ দ্বিজান্
আবিশ্য ভুঞ্জতে তদ্বৈ লোকানুগ্রহকারণাৎ।
অপূজিতা দহন্ত্যেতে দদ্যুঃ কামাশ্চ পূজিতাঃ
সর্ব্বস্বেনাপি তস্মাদ্বৈ পূজয়েদতিথীন্ সদা।।
বানপ্রস্থো গৃহস্থশ্চ গৃহভ্যাগতোঽথবা।
বালাঃ খিন্না যতিশ্চৈব জানীয়াদতিথীন্ সদা।।
অভ্যাগতো যাচকঃ স্যাদতিথিঃ স্যাদযাচকঃ।
অতিথেরতিথিঃ শ্রেষ্ঠঃ সোঽতিথির্যোগ উচ্যতে
ন ঘোরো নাপি সঙ্কীর্ণো নাবিদ্যো ন
বিশেষবিৎ।
ন চ সন্তানসমৃদ্ধো ন সেবী নাচরোঽতিথিঃ।
পপাসিতায় শ্রান্তায় শ্রান্তায়াতিরুভুক্ষতে।

পিত্র্য কর্ম্মে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা শ্রুত হওয়া যায়। যে ব্রাহ্মণে দোষ দৃষ্ট হয়, যিনি সাধু সমাজ হইতে বর্জ্জিত এবং যিনি জানিয়াও পতিত জনের সহিত সংসর্গকারী, তথাবিধ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয় শ্রাদ্ধে গ্রহণ করিবার জন্য যত্ন সহকারে তাঁহার পরিচয় লওয়া আবশ্যক। পণ্ডিত ব্যক্তি সর্ব্বদা অপরিচিত ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবেন। সিদ্ধগণ বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন, এজন্য গৃহস্থ ব্যক্তি কৃতাঞ্জলি হইয়া গৃহাগত অতিথির সম্মুখে উপস্থিত হইবেন এবং পাদ্যাদি ও ভোজন দ্বারা তাঁহার পূজা করিবেন। যোগেশ্বর দেবতাগণ প্রজাপালনের জন্য নানা রূপ ধারণ করিয়া এই সাগরান্ত পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন। অতএব বিপ্র অতিথির ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া ব্যঞ্জনাদি সহকারে বিবিধ ভক্ষ্য প্রদান করিবে। এরূপ করিলে, ইহার ফলও যথেষ্ট আছে। অতিথিকে দুগ্ধ প্রদান করিলে দিব্য চক্ষু ও ষোড়শাহ ব্রতফল এবং মধু প্রদান করিলে অগ্নিষ্টোমফল , ঘৃত দান করিলে দিব্য চক্ষু ও ষোড়শাহ ব্রতফল এবং মধু প্রদান করিলে অতিরাত্র ব্রতফল লব্ধ হইয়া থাকে। যে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণ ভোজন করান, তিনি সর্ব্ব যজ্ঞেরই ফল লাভ করিয়া থাকেন ; যে হেতু বিপ্রাতিথেয় সর্ব্বার্থসাধক। যে মানব শ্রাদ্ধে অতিথিলাভ করিয়া দৈবধিষয়ে অশ্রদ্ধা করে, হোতা পরাবসু নিরাসের ন্যায় দেবগণ তাঁহাকে নিরাস করেন। দেব, পিতৃ ও বহ্নি ইঁহারা লোকানুগ্রহের নিমিত্ত বিপ্রে আবিষ্ট হইয়া ভোজন করেন। উহাঁরা অপূজিত হইলে মানবকে দগ্ধ করেন এবং পূজিত হইলে অভিলষিত প্রদান করেন। অতএব গৃহস্থ ব্যক্তি সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও অতিথি সৎকার করিবে। ১—১৫ বানপ্রস্থ, গৃহস্থ, গৃহাগত, দীন বালক ও যতিদিগকে অতিথি বলিয়া জানিবে জানিবে। যাহারা যাচ্ঞা করে, তাহারা অভ্যাগত, আর যাহারা যাচ্ঞা করে না, তাহারাই অতিথি অতিথির অতিথি শ্রেষ্ঠ অতিথি, তিনি পরম যোগিস্বরূপ বলিয়া কথিত। অতিথি—সুদৃশ্য, অসঙ্কীর্ণ, সুবিদ্য, বিশেষজ্ঞ, সন্তানসমৃদ্ধ, সেবানিরত এবং আচারবন্ না হইলেও সে যদি পিপাসিত

তস্মৈ সংকৃত্য দাতব্যং যজ্ঞস্য ফলমিচ্ছতা।।
আরুহ্য ভৃগুতুঙ্গে তু গত্বা পুণ্যাং সরস্বতীম্।
আপগান্তু নদীং পুণ্যাং গঙ্গাং দেবীং মহানদীম্
হিমবৎপ্রভবা নদ্যো যাশ্চান্যা ঋষিপূজিতাঃ।
সরস্তীর্থানি সংবেদ্য নদী নববহাস্তথা ।২১
গত্বৈতাস্মুচ্যতে পাপৈঃ স্বর্গে নিত্যং মহীয়তে
দশরাত্রমশৌচন্তু প্রোক্তং বৈ মৃতসূতকে ।২২
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ ক্ষত্রিয়ে দ্বাদশং স্মৃতম্।
অর্দ্ধমাসন্তু বৈশস্য মাসাচ্ছূদ্রস্তু শুধ্যতি।২৩
উদক্যা সর্ব্ববর্ণানাং ত্রিরাত্রেণ তু শুধ্যতি।
উদক্যাং সূতিকাঞ্চৈব শ্বানহস্ত্যাবসায়িনম্ ।২৪
নগ্নাদীন্ মৃতহারাংশ্চ স্পৃষ্টা শৌচং বিধীয়তে
স্নাত্বা সচৈলো মৃত্তিস্তু দ্বাদশাভিস্তু শুধ্যতি।
এতদেব ভবেচ্ছৌচং মৈথুনে বমনে তথা।
মৃদা প্রক্ষাল্য হস্তৌ তু কুর্য্যাচ্ছৌচবিধিং নরঃ
প্রক্ষাল্য চাদ্ভির্হস্তৌ চ স্নাত্বা চৈব মৃদা পুনঃ।
মৃদং গুহ্যে ততো দিত্ত্বা পুনরেব মৃদং বুধঃ।।২৮
এবং শৌচবিধিদৃষ্টঃ সর্ব্ববর্ণেষু নিত্যদা
পরিমৃন্মৃদ্ভিস্তিস্রো হস্তপাদাবসেচনম্।।২৯
আরণ্যং শৌচমেতত্তু গ্রাম্যং বক্ষ্যামতঃ পরম্
মৃদস্তিস্রঃ পাদয়োস্তু হস্তয়োস্তিস্র এব চ।৩০
মৃদঃ পঞ্চদশামেধ্যে হস্তাদীনাং বিভাগশঃ।
অনির্দ্দিষ্টে মৃদং দদ্যান্মৃত্তে ত্বদ্ভিরেব তু।৩১
কণ্ঠং শিরো বা প্রাবৃত্য রথ্যাপাদগতস্তু বা।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচমাচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ
প্রক্ষাল্য পাত্রং নিক্ষিপ্য আচম্যাভ্যুক্ষণং পুনঃ
দ্রব্যস্যান্যস্য তু তথা কুর্য্যাদভ্যুক্ষণং পুনঃ।।৩৩
পুষ্পাদীনাং তৃণানাঞ্চ প্রোক্ষণং হবিষাং তথা
পরাহৃতানাং দ্রব্যাণাং নিধায়াভ্যুক্ষণং তথা ।
নাপ্রোক্ষিতং হরেৎ কিঞ্চিচ্ছ্রাদ্ধে দৈবে বিসর্জ্জয়েৎ।।
বিচ্ছিন্নং স্যাদিপর্য্যাসে দৈবে পিত্র্যে তথৈব চ
দক্ষিণেন তু হস্তেন দক্ষিণাং বেদিমালিখেৎ।

শ্রান্ত, ভ্রান্ত ও বুভুক্ষু হয় তবে তাঁহার যথাযথ সংকার ও তাঁহাকে দান করা কর্ত্তব্য ; এরূপ করিলে যজ্ঞফল লাভ হয়। ভৃগুতুঙ্গে আরোহণ এবং পুণ্য সরস্বতী, পুণ্য মহানদী গঙ্গা, হিমালয় সম্ভব অন্যান্য নদী এবং অন্যান্য সর্ব্ব তীর্থংশ জাত ঋষিপূজিত সরিৎসরোবর প্রভৃতিতে গমন করিলে মানব পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলে মানব পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে পূজিত হয়, ব্রাহ্মণদিগের মৃতাশৌচ ও সূতকাশৌচ দশরাত্র, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশরাত্র, বৈশ্যের অর্দ্ধমাস এবং শূদ্রের একমাস। যে কোন বর্ণের ঋতুমতী স্ত্রী ত্রিরাত্র অশুচি থাকে। রজস্বলা, সূতিকা, কুক্কুর, নাপিত, নগ্নাদি এবং শববাহকদিগকে স্পর্শ করিলে গাত্রে দ্বাদশবার মৃত্তিকা লেপন করিয়া বস্ত্রের সহিত স্নান করিলেই শুদ্ধিলাভ করা যায়। মৈথুন ও বমনেও এইরূপে শুদ্ধিলাভ করা হয় মানব মৃত্তিকা দ্বারা হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া শৌচবিধি আচরণ করিবে। জল দ্বারা হস্তদ্বয় প্রক্ষালনান্তে গুহ্যে তিনবার মৃত্তিকা প্রদানপূর্ব্বক মৃত্তিকা মাখিয়া স্নান করাকেই সার্ব্ববর্ণিক শৌচবিধি বলে। হস্ত-পাদাদিতে তিনবার মৃত্তিকা প্রদান করিয়া জল দ্বারা ক্ষালন করিলে তাহাকে আরণ্য শৌচ বলে অতঃপর গ্রাম্য শৌচ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পাদদ্বয়ে তিনবার, হস্তদ্বয়ে তিনবার, হস্তাদির বিভাগক্রমে অপরাপর অমেধ্য স্থানে পঞ্চদশবার এবং অনির্দিষ্ট স্থলে মৃত্তিকা প্রদান করিয়া জলদ্বারা ধৌত করিবে। কণ্ঠ এবং শিরোদেশ আবৃত করিয়া পাদমাত্র গমন করিলেও পাদশৌচ করিতে হয়। আচান্ত ব্যক্তিও পাদদ্বয়ের শৌচবিধান না করিলে অশুচি থাকে। ১৬—৩২। পাত্রপ্রক্ষালন, পাত্রনিক্ষেপ, আচমন, ও পুষ্পতৃণ, ঘৃত পরানীত দ্রব্য এবং অন্যান্য দ্রব্যের প্রোক্ষণ এই সকল কর্ম্ম শ্রাদ্ধে একান্ত আবশ্যক। শ্রাদ্ধ ও দৈবকর্ম্মে অপ্রোক্ষিত কোন বস্তুই আহরণ করা কর্ত্তব্য নহে। বেদীর উত্তরদিকে দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিবে এবং দক্ষিণে বিসর্জ্জন দিবে শ্রাদ্ধে দৈব ও পিত্র কার্য্যগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবে। দক্ষিণ

করদ্বয়াভ্যামেব দেবানাং পিতৃণাং বিকরং শুভম্
ক্ষুভিতস্বপ্নয়োশ্চৈব তথা মূত্রপুরীষয়োঃ।।৩৭
নিষ্ঠীবিত্তে তথা ব্যক্তে ভুক্তা বিপরিধায় চ।
উচ্ছিষ্টস্য চ সংস্পর্শে তথা পাদাবসেচনে।।৩৮
উৎসৃষ্টস্য সুসম্ভাষে হ্যশুচিং প্রযতস্য চ।
সন্দেহেষু চ সর্ব্বেষু শিখাং মুক্তা তথৈব চ।।
বিনা যজ্ঞোপবীতেন মোহাদ্ যদ্যুপস্পৃশেৎ।
ওষ্ঠস্য দন্তসংস্পর্শে দর্শনে চান্ত্যবাসিনাম্।।৪০
জিহ্বয়া চৈব সংস্পৃশ্য দন্তাসক্তং তথৈব চ।
সশব্দমঙ্গুলীভিশ্চ প্রণতশ্চাবলোকয়ন্।।৪১
যশ্চাধর্ম্মে স্থিতো মোহাদাচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ
উপবিশ্য শুচৌ দেশে প্রণতঃ প্রাগুদঙ্মুখঃ।৪২
পাদৌ প্রক্ষাল্য হস্তৌ তু অন্তর্জানুরুপস্পৃশেৎ
প্রসন্নান্ত্রিঃ পিবেচ্চাপঃ প্রযতঃ সুসমাহিতঃ।
দ্বিরেব মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ সকৃদভ্যুক্ষণং ততঃ
খানি মূর্দ্ধানমাত্মানং হস্তৌ পাদৌ তথৈব চ।।
অভ্যুক্ষণং তথা তস্য যদ্যমীমাংসিতং ভবেৎ
এবমাচমনং তস্য বেদা যজ্ঞাস্তপাংসি চ।।৪৫

দানানি ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ভবন্তি সফলাস্তথা।
ক্রিয়াং যঃ কুরুতে মোহাদনাচম্যৈব নাস্তিকঃ।
ভবন্তি চ বৃথা তস্য ক্রিয়া হ্যেতা ন সংশয়ঃ।
বাগ্‌ভাবশুদ্ধনির্ণিক্তমদৃষ্টং বাপ্যনিন্দিতম্
মেধ্যান্যেতানি জ্ঞেয়ানি দুষ্টমেভ্যো বিপর্য্যয়ঃ
ন বক্তব্যঃ সদা বিপ্রঃ ক্ষুধিতো নাস্তি কিঞ্চন।।
তস্মৈ সংকৃত্য যো দদ্যাদযূপো, যজ্ঞ উচ্যতে।
অপ্লুষ্টান্নং শৃতান্নং তু কৃশবৃত্তিমযাচকম্।।৪৯
একান্তশীলং হ্রীমন্তং সদা শ্রাদ্ধেষু ভোজয়েৎ।
যো দদাত্যন্তিমেভ্যশ্চ স ব্রহ্মঘ্নো দুরাত্মবান্।।
অপি জাতিশতং গত্বা ন স মুচ্যতে কিল্বিষাৎ
বিষমং ভোজয়েদ্বিপ্রানেকপঙক্ত্যাং চ যো নরঃ
নিযুক্তো বানিযুক্তো বা পঙক্ত্যা হরতি দুষ্কৃতম্
পাপেন গৃহ্যতে ক্ষিপ্রমিষ্টাপূর্ত্তঞ্চ নশ্যতি।।৫২
যতিস্তু সর্ব্ববিপ্রাণাং সর্ব্বেষামগ্র উৎসবে।
ইতিহাসপরঞ্চমান্ বেদান্যঃ পঠেত্তু দ্বিজোত্তমঃ।

হস্তদ্বারা দক্ষিণ বেদি লিখন করিবে। করদ্বয় দ্বারা দেবপক্ষের এবং হস্ত প্রদান না করিয়া পিতৃগণের কর্ম্ম শুভ। ক্ষুভিত ব্যক্তি, সুপ্ত ব্যক্তি এবং মূত্র, পুরীষ ও নিষ্ঠীবনত্যাগী ব্যক্তি অশুচি। ভোজনান্তে অনাচমন, উচ্ছিষ্টসংস্পর্শ, পাদাবসেচন, পতিতসহ সম্ভাষ, সন্দেহে শিখামোচন, বিনা যজ্ঞোপবীতে অবস্থান, ওষ্ঠ-দন্ত সংস্পর্শ, অন্ত্যবাসাদিদর্শন, জিহ্বা দ্বারা দন্তাসক্ত বস্তু লেহন, সশব্দ অঙ্গুলিসহযোগে প্রণাম, দেখিতে দেখিতে এবং অধর্ম্মাচরণ করিলে অশুচি হয়। প্রণত দ্বিজ পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে অন্তর্জানু হইয়া শুচি স্থানে উপবেশন করত হস্ত-পদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক জল স্পর্শ করিবে। পরে প্রযত ও সুসমাহিত হইয়া তিনবার স্বচ্ছ সলিল পান, দুইবার মার্জ্জন, একবার প্রক্ষালন এবং অবশেষে স্বীয় মস্তক, আত্মা, হস্ত ও পাদদেশ অভ্যুক্ষণ করিবে এরূপ করিলে আচমন করা হইবে এবং এরূপ আচমন করিলে কর্ত্তার বেদ, যজ্ঞ, তপ, দান ও ব্রহ্মচর্য্য সফল হইবে। যে নাস্তিক আচমন না করিয়াই কর্ম্ম আরম্ভ করে, তাহার ক্রিয়া বৃথা হয়, ইহাতে সংশয় নাই। বাগ্‌ভাব-শুদ্ধ, নির্ণিক্ত, অদৃষ্ট এবং অনিন্দিত যে কর্ম্ম, তাহা মেধ্য কর্ম্ম। আর যাহা দোষযুক্ত, তাহা ইহার বিপরীত অর্থাৎ অমেধ্য। ক্ষুধিত বিপ্রকে কিছু বলিবে না, তাঁহার সৎকার করিলে অযূপ যজ্ঞ করা হয়। কৃশবৃত্তি, অযাচক, একান্তশীল, হ্রীমান্ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা শ্রাদ্ধে অপ্লুষ্ট সুপক্ক অন্ন ভোজন করাইবে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে অন্ত্যজদিগকে ভোজন করায়, সে কৃতঘ্ন ও দুরাত্মা; ঐ ব্যক্তি শত যোনিতে জন্মিলেও পাপমুক্ত হয় না। যে মানব উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগকে এক পঙক্তিতে ভোজন করায়, সে পঙক্তিতে নিযুক্ত হউকবা না হউক, দুষ্কৃত ভাগী হয় এবং পাপ তাহাকে শীঘ্র আক্রমণ করে ও তাহার ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট হয়। ৩৩-৫২। যতি সকল বিপ্রের এবং অপর সকলের অগ্রগণ্য যে দ্বিজোত্তম

অনন্তরং যথাযোগ্যং নিযোক্তব্যো বিজানতা
ত্রিবেদোহনন্তরস্তস্য দ্বিবেদস্তদনন্তরঃ।।৫৪
একবেদস্তথা পশ্চান্ন্যায়াধ্যায়ী ততঃ পরম্।
পাবনা যে চ পঙ্‌ক্ত্যা বৈ তান্ প্রবক্ষ্যে
নিবোধত।।৫৫
য এতে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টাঃ সর্ব্বে তে হ্যনুপূর্ব্বশঃ।
ষড়ঙ্গী বিনয়ী যোগী সর্ব্বতন্ত্রস্তথৈব চ। ৫৬
যাযাবরশ্চ পঞ্চৈতে বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।
অষ্টাদশানাং বিদ্যানামেকঃ স্যাৎ পারগো-
হপি যঃ।।৫৭
যথাবদ্বর্ত্তমানশ্চ সর্ব্বে তে পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।
ত্রিনাচিকেতস্ত্রৈবিদ্যো যশ্চ ধর্ম্মান্ পঠেৎস্মৃতঃ
বার্হস্পত্যে তথা শাস্ত্রে পারং যশ্চ দ্বিজো গতঃ
সর্ব্বে তে পাবনা বিপ্রাঃ পঙ্‌ক্তীনাং সমুদাহৃতাঃ
আমন্ত্রিতস্তু যঃ শ্রাদ্ধে যোষিতং সেবতে দ্বিজঃ
পিতরস্তস্য তং মাসং তস্য রেতসি শেরতে।।
শ্রাদ্ধং দত্ত্বা চ ভুক্ত্বা চ মৈথুনং যো নিষেবতে।
পিতরস্তস্য তং মাসং রেতঃস্থা নাত্র সংশয়ঃ।

তস্মাদতিথয়ে দেয়ং ভোজয়েদ্‌ব্রহ্মচারিণম্।
ধ্যাননিষ্ঠায় দাতব্যং সানুক্রোশায় ধার্ম্মিকম্।।
যতিং বা বালখিল্যান্ বা ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
বানপ্রস্থোপকুর্ব্বাণঃ পূজামাত্রেণ তোষিতঃ।।
গৃহস্থং ভোজয়েদ্‌যস্তু বিশ্বেদেবাস্তু পূজিতাঃ
বানপ্রস্থেন ঋষয়ো বালখিল্যৈঃ পুরন্দরঃ।।৬৪
যতীনাং পূজনে চাপি সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মা তু পূজিতঃ
আশ্রমাঃ পাবনাঃ পঞ্চ উপধাভিরনাশ্রমাঃ।।
চত্বার আশ্রমাঃ পূজ্যাঃ শ্রাদ্ধে দৈবে তথৈব চ
চতুরাশ্রমবাহ্যেভ্যঃ শ্রাদ্ধং নৈব প্রদাপয়েৎ।।
স তির্ষ্ঠেদ্বা বুভুক্ষুস্তু চতুরাশ্রমবাহ্যতঃ।
অযতির্মোক্ষবাদী চ উভৌ তৌ পঙ্‌ক্তিদূষকৌ
বৃথামুণ্ডাশ্চ জটিলাঃ সর্ব্বে কাপটিকাস্তথা।
নির্ঘৃণান্ ভিন্নবৃত্তাংশ্চ সর্ব্বভক্ষান্ বিবর্জ্জয়েৎ
কারুকাদীননাচারান্ সর্ব্ববেদবহিষ্কৃতান্।
গায়নান্ দেববৃত্তাংশ্চ হব্যকব্যেষু বর্জ্জয়েৎ।
দ্বিজেষ্বপি কৃতং নিত্যং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি বর্জ্জয়েৎ।

ইতিহাসপঞ্চম বেদ সকল পাঠ করেন, ধ্যেনী ব্যতিস্ত তাঁহাকে যথাযোগ্য নিয়োগ করা কর্ত্ত্ব্য। তাঁহার নীচে, ত্রিবেদী তাহার পর, দ্বিবেদী তাহার পর একবেদী এবং সকলের পর ন্যায়াধ্যায়ী নিযোক্তব্য। অতঃপর পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণগণের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন, যাহাদিগকে পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহারা এবং ষড়ঙ্গী বিনয়ী, যোগী, সর্ব্বতন্ত্র ও যাযাবর এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তিপাবন। অষ্টাদশ বিদ্যার পারগামী যে ব্রাহ্মণ, তিনি পঙ্‌ক্তিপাবন এবং ত্রিণাচিকেত, ত্রৈবিদ্য এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রাধ্যায়ী ও পঙ্‌ক্তিপাবন। যে দ্বিজ বার্হস্পত্য শাস্ত্রের পারদর্শী, তিনিও পঙ্‌ক্তিপাবন। যে বিপ্র শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত হইয়া যোষিৎসঙ্গ করে, তাহার পিতৃলোক সেই মাসে তাহার রেতে শয়ন করিয়া থাকেন শ্রাদ্ধ প্রদানান্তে ভোজন করিয়া যে ব্যক্তি মৈথুনাসক্ত হয়, তাহারও পিতা ঐ মাস রেতে অবস্থান করেন. ইহাতে কোন সংশয় নাই। অতিথি, ব্রহ্মচারী, ধ্যাননিষ্ঠ, সানুক্রোশ, ধার্ম্মিক, যতি ও বালখিল্যগণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে। বাণপ্রস্থগণ পূজামাত্রে তুষ্ট হন গৃহস্থ ভোজন করাইলে বিশ্বদেবগণ পূজিত হন। বাণপ্রস্থগণ পূজিত হইলে ঋষিগণ, বালখিল্যগণ পূজিত হইলে পুরন্দর, এবং যতিগণের পূজা করিলে ব্রহ্মা সাক্ষাৎ পূজিত হন। পাঁচটী পবিত্র আশ্রম ; তম্মধ্যে দৈব পিত্র কার্য্যে চারিটী আশ্রমই পূজনীয়। যাহারা চতুরাশ্রম-বহিষ্কৃত তাহারা বুভুক্ষু হইলেও তাহাদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান করিবে না। অযতি এবং মোক্ষবাদী, এই উভয় ব্রাহ্মণই পঙ্‌ক্তিদূষক।৫৩—৬৭। বৃথামুণ্ড, জটিল, কাপটিক, নির্ঘৃণ, ভিন্নবৃত্ত এবং সর্ব্বভক্ষ্য বিপ্রগণ বর্জ্জনীয়। কারুকাদি, অনাচারী, বেদবহিষ্কৃত, গায়ন, ও দেববৃত্ত, ইহাদিগকে হব্য, কব্যে বর্জ্জন করিবে। প্রতিদিন এক ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধকর্ম্ম

এতেষু বর্ত্ততে যশ্চ কৃষ্ণবর্ণং স গচ্ছতি।
যোঽশ্নাতি সহ শূদ্রেণ সর্ব্বে তে পঙক্তিদূষকাঃ
ব্যাপাদনং শক্তিনির্বহণং কৃষি
বাণিজ্যকার্য্যং পশুপালনঞ্চ।
শুশ্রূষণং বাপ্যগুরোরহো বা
কার্য্যং নৈতদ্বিদ্যতে ব্রাহ্মণস্য।।৭১
যে হেতু বিপ্রাঃ স্থিতা নিত্যং জ্ঞানিনো ধ্যানিনস্তথা
মিথ্যাসঙ্কল্পিনঃ সর্ব্বে দুর্বৃত্তা বা দ্বিজাতয়ঃ।
মিথ্যাতত্ত্ববিদো বর্জ্জ্যাস্তথা দাম্ভিকসূচকাঃ
উপপাতকসংযুক্তাঃ পাতকৈশ্চ বিশেষতঃ।।
বেদে নিয়োগদাতারো লোভমোহফলার্থিনঃ।
ব্রহ্মবিক্রয়িণশ্চৈব শ্রাদ্ধকর্ম্মণি বর্জ্জিতাঃ।৭৪
ন নিয়োগোঽস্তি বেদানাং যো নিযুঙক্তে স পাপকৃৎ।
ভোক্তা বেদফলাদ্ ভ্রশ্যেদ্দাতা দানফলাত্তথা
ভৃতোঽধ্যাপয়তে যস্তু ভৃতকাধ্যাপিতস্তু যঃ।
নার্হতস্তাবপি শ্রাদ্ধং ব্রাহ্মণঃ ক্রয়বিক্রয়ী।।৭৬

ক্রয়বিক্রয়িণৌ চৈব জীবিতার্থং বিগর্হিতৌ।
বৃত্তিরেষাং তু বৈশ্যস্য ব্রাহ্মণস্য তু পাতকম্।
শ্রাহর্বেদানবেদবিদোবেদাস্বশেচাপজীবতি।
উভৌ তৌ নার্হতঃ শ্রাদ্ধং পুত্রিকাপতিরেব চ।।
বৃথা দারাংশ্চ যো গচ্ছেদ্যো যজেত বৃথাধ্বরে
নার্হতস্তাবপি শ্রাদ্ধং দ্বিজো যশ্চৈব নাস্তিকঃ
আত্মার্থং যঃ পচেদন্নং ন দেবাতিথিকারণম্।
নার্হতস্তাবপি শ্রাদ্ধং পতিতৌ ব্রহ্মরাক্ষসৌ।
স্ত্রিয়ো নক্তংপরা যেষাং পরদাররতাশ্চ যে।
অর্থকামরতাশ্চৈব ন তান্ শ্রাদ্ধেষু ভোজয়েৎ
বর্ণাশ্রমাণাং ধর্ম্মেষু বিরুদ্ধঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
স্তেনশ্চ সর্ব্বযাজী চ সর্ব্বে তে পঙক্তিদূষকাঃ
যশ্চ শূকরবদ্ভুঙক্তে যশ্চ পাণিতলে দ্বিজঃ
ন তদশ্নন্তি পিতরো যশ্চ বামং সমশ্নুতে।।৮৩
স্ত্রীশূদ্রায়ানুপেতায় শ্রাদ্ধোচ্ছিষ্টং ন দাপয়েৎ
যো দদ্যাদ্রাগমোহাত্তু ন তদগচ্ছেৎ পিতৄন্ সদা

নিমন্ত্রণ করিবে না, যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করেন, তিনি কৃষ্ণবর্ণ হন। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের সহিত ভোজন করেন, তিনি পঙক্তিদূষক। ব্যাপাদন, শক্তিনির্বহণ, কৃষি বাণিজ্য, পশুপালন এবং অগুরুসেবা, এগুলি ব্রাহ্মণের কার্য্য নহে। বিপ্রগণ সর্ব্বদা জ্ঞান ও ধ্যান-পরায়ণ হইবেন। মিথ্যাসঙ্কল্পী, দুর্ব্বৃত্ত, মিথ্যাতত্ত্ববিৎ, দাম্ভিক, সূচক, উপপাতক সংযুক্ত, পাতকান্বিত, বেদে নিয়োগদাতা, লোভ-মোহফলার্থী এবং ব্রহ্ম বিক্রয়ী ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়। ইঁহাদের নিয়োগের বিধি বেদে নাই। যে ব্যক্তি নিয়োগ করিবে সে পাপভোগী হইবে। ঐরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে ভোক্তা বেদফল হইতে ও দাতা দানফল হইতে ভ্রষ্ট হয়। যে ব্যক্তি বেতনপ্রার্থীর নিকট অধ্যয়ন করে এবং যিনি বেতন লইয়া অধ্যাপনা করেন—ইহারা উভয়েই শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়। ব্রাহ্মণ যদি জীবিকার নিমিত্ত ক্রয় বিক্রয় করেন তাহা হইলে তিনি নিন্দনীয় হন। যেহেতু ক্রয় বিক্রয় বৈশ্যেরই বৃত্তি। ব্রাহ্মণের ইহাতে পাতক হয়। যিনি কথার ন্যায় বেদ বলেন এবং যিনি বেদ পাঠ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন ইহাঁরা উভয়ে শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত হইবার উপযুক্ত নহেন। পুত্রিকাপতিও শ্রাদ্ধে আমন্ত্রণার্হ নহে। যিনি বৃথা দারাভিগমন করেন, বৃথা যজ্ঞে যজন করেন এবং যিনি নাস্তিক, ইহাঁরা শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয় যিনি নিজের জন্যই অন্ন পাক করেন, দেবতা ও অতিথিদিগের নিমিত্ত করেন না, তিনি ব্রহ্মরাক্ষস, কদাচ শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত হইবার উপযুক্ত নহেন।৬৮—৮০। যাঁহাদের স্ত্রী নক্তম্পরা, যাঁহারা পরদারনিরত এবং যাঁহারা অর্থকামরত তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। যে বিপ্র বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিরোধী এবং সর্ব্বযাজী, তিনি পঙক্তিদূষক যে বিপ্র শূকরবৎ ভোজন করেন, বিকৃতরূপে ভোজন করেন, পিতৃগণ তাঁহার হস্তে শ্রাদ্ধ গ্রহণ করেন না

তস্মান্ন দেয়মুচ্ছিষ্টমন্নাদ্যং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
অন্যত্র দধিসর্পির্ভ্যাং শিষ্যে পুত্রায় নান্যথা।।
অনুচ্ছিষ্টং তু দাতব্যমন্নাদ্যং বৈ বিশেষতঃ
পুষ্পমূলফলৈর্ব্বাপি তুষ্টিং গচ্ছন্তি চান্নতঃ।।৮৬
যাবদ্যুষ্মানি পূতানি যাবন্নবৎ ন মুঞ্চতি।
তাবদশ্নন্তি পিতরো যাবদশ্নন্তি বাগ্‌যতাঃ।।৮৭
দানং প্রতিগ্রহো হোমো ভোজনং বলিরেব চ
সাঙ্গুষ্ঠেন তথা কার্য্যং নাসুরেভ্যো যথা ভবেৎ
এতান্যেব চ সর্ব্বাণি দানদীনি বিশেষতঃ।
অনন্তর্জ্জানুবিশেষেণ তথদাচমনং ভবেৎ।।৮৯
মুণ্ডান জটিলকাষায়ান শ্রাদ্ধকালেহপি বর্জ্জয়েৎ
শিখিভ্যো বা ত্রিদণ্ডিভ্যঃ শ্রাদ্ধে যত্নাৎ
প্রদাপয়েৎ।।৯১
যেতু ব্রতে স্থিতা নিত্যং জ্ঞানিনো ধ্যানিনস্তথা
দে বভক্তা মাহত্মানঃ পুনীয়ুর্দ্দর্শনাদপি।।৯১

সর্ব্বং যোগেশ্বরৈর্ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং বৈ নিরন্তরম
তস্মাৎ পশ্যন্তি তে সর্ব্বং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্
ব্যক্তাব্যক্তং বশীকৃত্য সর্ব্বস্যাপি চ যৎপরম্।
সর্ব্বজ্ঞানানি দৃষ্টানি মোক্ষনীনি মহাত্মনাম্।
তস্মাত্তেষু সদা সক্তঃ প্রাপ্নোত্যনুপমং শুভম্

ঋচো হি যো বেদ বেদান্
যজুংষি যো বেদ স বেদ যজ্ঞম্।
সামানি যো বেদ স বেদ ব্রহ্ম
যো মানসং বেদ স বেদ সর্ব্বম্।।৯৫

ইতি শ্রীমহাপুরাণেবায়ুপ্রোক্তে ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বিনাং শাস্ত্রেকোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ।।৭৯।।

শ্রাদ্ধোচ্ছিষ্ট দ্রব্য স্ত্রী ও শূদ্রকে দান করিতে নাই; যিনি মোহবশে প্রদান করেন, তাঁহার প্রদত্ত শ্রাদ্ধ পিতৃগণ গ্রহণ করেন না। অতএব স্ত্রীশূদ্রকে শ্রাদ্ধোচ্ছিষ্ট প্রদান না করিয়া দধি ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহা পুত্র এবং শিষ্যকে দিবে, ইহার অন্যথা করিবে না। শ্রাদ্ধীয় অনুচ্ছিষ্ট অন্ন পুষ্প মূল ফলের সহিত প্রদান করিবে। ইহাতে পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন। অন্ন যদি পবিত্র হয় এবং উষ্ণ থাকে, তাহা হইলেই পিতৃগণ ভোজন করিয়া থাকেন। দান, প্রতিগ্রহ, হোম, ভোজন, এবং বলিকর্ম্ম—এ সকল কর্ম্ম সাঙ্গুষ্ঠ কর দ্বারা সম্পন্ন করিবে। এরূপ করিলে শ্রাদ্ধে অসুরগণ হইতে কোন ভয় থাকেনা এই সকল দানাদি কার্য্যে, অন্তর্জ্জানু হইয়া যথানিয়মে আচমন করত সম্পন্ন করিবে। শ্রাদ্ধকালে মুণ্ড, জটিল এবং কাষায় বস্ত্রধারীদিগকে বর্জ্জন করিবে। শিখী ও ত্রিদণ্ডীদিগকে যত্ন সহকারে শ্রাদ্ধ প্রদান করিবে। যে জ্ঞানবান্ ধ্যাননিষ্ঠ দেবভক্তগণ নিত্য ব্রতাচরণ করেন, সেই মহাত্মাদিগের দর্শন মাত্রেই জনগণ পূত হইয়া থাকে। এই চরাচর জগৎ যোগেশ্বরগণ দ্বারা ব্যাপ্ত তাঁহারা এই সকলের পরস্বরূপ সদসৎ ব্যক্তাব্যক্তময় যৎকিঞ্চিৎ জগতীতল নিজগুণেবশীভূত করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। ঐ সর্ব্বজ্ঞ মহাত্মাগণ হইতেই মহাত্মাদিগের মোক্ষ ও সর্ব্ববিধ জ্ঞান জন্মে। এই হেতু তাঁহাদের পবিত্র গুণে আসক্ত হইয়া লোক সকল সর্ব্বদা অনুপম শুভ লাভ করিয়া থাকে। যিনি ঋক্ অবগত আছেন, তিনি বেদও অবগত আছেন, যিনি যজুর্ব্বেদ বিদিত, তিনি যজ্ঞ অবশ্যই জানেন, যিনি সাম বিদিত, তিনি নিশ্চিতই ব্রহ্মবিৎ এবং যিনি মানস জানেন, তিনি সবই জানেন।৮১—৯৫।

উনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।।৭৯।।

অশীতিতমহোধ্যায়ঃ

বৃহস্পতিরুবাচ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি দানানি চ ফলানি চ
তারণং সর্ব্বভূতানাং স্বর্গমার্গং সুখাবহম্ ॥ ১
লোকে শ্রেষ্ঠতমং স্বর্গমাত্মনশ্চাপি যৎপ্রিয়ম্।
সর্ব্বং পিতৃণাং দাতব্যং তেষামেবাক্ষয়ার্থিনা ॥২
জাম্বুনদময়ং দিব্যং বিমানং সূর্য্যসন্নিভম্
দিব্যাপ্সরোভিঃ সঙ্কীর্ণমন্নদো লভতে ফলম্ ॥
আচ্ছাদনন্তু যো দদ্যাদহতং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
আয়ুঃ প্রকামমৈশ্বর্য্যং রূপঞ্চ লভতে সুতম্ ॥ ৪
উপবীতন্তু যো দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধকালেষু ধর্ম্মবিৎ।
পানঞ্চ সর্ব্ববিপ্রাণাং ব্রহ্মদানস্য যৎফলম্ ॥ ৫
কৃতং বিপ্রেষু যো দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধকালে কমণ্ডলুম্।
মধুক্ষীরস্রবা ধেনুর্দাতারমুপতিষ্ঠতি ॥ ৬
চক্রাবিদ্ধন্তু যো দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধকালে কমণ্ডলুম্।
ধেনুং স লভতে দিব্যাং পয়োদাং
কাম্যদোহিনীম্ ॥ ৭
পূর্ণশয্যাং তু যো দদ্যাৎ পুষ্পমাল্যবিভূষিতাম্
প্রাসাদো হ্যুত্তমো ভূত্বা গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি ॥৮
ভবনং রত্নসম্পূর্ণং সশয্যাসনভোজনম্।
শ্রাদ্ধে দত্ত্বা যতিভ্যস্তু নাকপৃষ্ঠে স মোদিতে ॥ ৯
মুক্তাবৈদুর্য্যবাসাংসি রত্নানি বিবিধানি চ।
বাহনানি চণদব্যান অযুতান্যর্ব্বুদানি চ ॥ ১০
সুমহজ্জ্বলনপ্রখ্যং রত্নকামসমন্বিতম্।
সূর্য্যচন্দ্রপ্রভং দিব্যং বিমানং লভতেহক্ষয়ম্ ॥১১
অপ্সরোভিঃ পরিবৃতং কামগন্তু মনোজবম্।
বসতে স বিমানাগ্রে স্তূয়মানঃ সমন্ততঃ ॥ ১২
দিব্যৈর্গন্ধৈঃ প্রসিঞ্চন্তি পুষ্পবৃষ্টিভিরেব চ।
গন্ধর্ব্বকিন্নরস্তত্র গায়ন্তে বাদয়ন্তি চ ॥ ১৩
কন্যা যুবতয়ো মুখ্যাঃ সহিতাশ্চাপ্সরোগণৈঃ।
সুস্বরৈস্তে বিবুধ্যন্তে সততং হি মনোরমৈঃ ॥১৪
অশ্বদানসহস্রেণ রথদানশতেন চ।
দন্তিনাঞ্চ সহস্রেণ যোগিন্যা বসতে নরঃ ॥ ১৫

অশীতিতম অধ্যায়

বৃহস্পতি বলিলেন,- অতঃপর শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয় দান ও তৎফল কীর্ত্তন করিতেছি, ইহা সর্ব্বলোকতারণ এবং সুখাবহ স্বর্গ-মার্গ-প্রাপক। ইহলোকে যাহা শ্রেষ্ঠতম ও স্বর্গফলদ এবং যাহা নিজের প্রিয়বস্তু, সেই সকল বস্তু পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তির জন্য তাঁহাদিগকে দান করা সকলেরই কর্ত্তব্য অন্নদানকারী ব্যক্তি, বরাপ্সরাগণ-সেবিত সুবর্ণময় আদিত্যসঙ্কাশ দিব্য বিমান- অন্নদানের ফলরূপে লাভ করে। যে মানব শ্রাদ্ধকর্ম্মে নুতন বস্ত্র প্রদান করে, তাহার আয়ু, প্রচুর ঐশ্বর্য্য, রূপ এবং পুত্র লাভ হয়। যে মানব শ্রাদ্ধকালে উপবীত দান করে, সে নিখিল বিপ্রকে ব্রহ্মদান করিবার ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে কমণ্ডলু দান করে, সে মধুক্ষীরস্রাবিণী ধেনু- তৎফলরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধকালে চক্রাবিদ্ধ কমণ্ডলু দান করিলে পয়স্বিনী কাম্যদোহিনী ধেনু লাভ হয়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে পুষ্পমালা-বিভূষিত সম্পূর্ণ শয্যা প্রদান করে, সে পরলোকে দিব্য প্রাসাদ প্রাপ্ত হয়। যে মানব শ্রাদ্ধে যতিগণকে শয্যা, আসন ও ভোজ্যের সহিত রত্নপূর্ণ ভবন দান করে, তাহার স্বর্গলোকে গতি হয় এবং সে মুক্তা, বৈদুর্য্য, বসন, বিবিধ রত্ন, অযুত অর্ব্বুদসংখ্যক দিব্য বাহন এবং জ্বলনপ্রতিম, রত্নকাম-সমন্বিত, চন্দ্র-সূর্য্য সমপ্রভ, সুমহৎ অক্ষয় দিব্য বিমান লাভ করে। ঐ কামগামী মনোজব বিমানে অপ্সরাগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া স্তব করে, কখন দিব্য সুগন্ধিদ্রব্যে সিঞ্চন করে, কখন পুষ্পবৃষ্টি করে, কখন বা গন্ধর্ব্বগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রুতি-মধুর সুললিত গীত ও মনোহর বাদ্য করে এবং কখন কখন কিশোরী, যুবতী সুনিপুণা স্বর্গকামিনীগণ তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সুস্বর মনোহর সঙ্গীতে নিরন্তর তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করে। ১-১৪। যে মানব সহস্র অশ্ব, শত রথ ও সহস্র হস্তী দান করে, সে যোগিনী সহ বাস করিয়া থাকে। যে মানব যোগী পিতৃগণ উদ্দেশে জলে

দদ্যাৎ পিতৃভ্যো যোগিভ্যো যত্নুজ্জ্বলনযস্তসি
অর্থ নিষ্কসহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥১৬
জীবিতস্য প্রদানাদ্ধি নান্যদ্দানং বিশিষ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দেয়ং প্রাণাভিরক্ষণম্ ॥১৭
অহিংসা সর্ব্বদেবেভ্যঃ পবিত্রা সর্ব্বদায়িনী।
দানং হি জীবিতস্যাহুঃ প্রাণিনাং পরমং বুধাঃ ॥১৮
লক্ষণানি সুবর্ণানি শ্রাদ্ধে পাত্রাণি দাপয়েৎ
রসাত্তমুপতিষ্ঠন্তি তক্ষ্যাঃ সৌভাগ্যমেব চ ॥১৯
পাত্রং বৈ তৈজসং দদ্যান্মনোজ্ঞং শ্রাদ্ধভোজনে
পাত্রং ভবতি কামানাং রূপস্য চ ধনস্য চ ॥২০
রাজতং কাঞ্চনং বাপি দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধে তু কর্ম্মণি
দত্ত্বা তু লভতে দাতা প্রকামং ধর্ম্মমেব চ ॥২১
ধেনুং শ্রাদ্ধে তু যো দদ্যাৎপুষ্টিং
কুম্ভোপদোহনীম্।
গাবস্তমুপতিষ্ঠন্তি গবাং পুষ্টিস্তথৈব চ ॥ ২২
শিশিরেষু তথা অগ্নিং বহুকাষ্ঠং তথৈব চ।
ইন্ধনানি তু যোদদ্যাদিদ্ধজেভ্যঃ শিশিরাগমে ॥২৩
নিত্যং জয়তি সংগ্রামে শ্রিয়া যুক্তশ্চ দীপ্যতে
সুরভীণি চ মাল্যানি গন্ধবন্তি তথৈব চ ॥ ২৪
পূজয়িত্বা তু পাত্রাণি শ্রাদ্ধে সংকৃত্য দাপয়েৎ
গন্ধবাহা মহানদ্যঃ সুখানি বিবিধানি চ ॥ ২৫
দাতারমুপতিষ্ঠন্তি যুবত্যশ্চ মনোরমাঃ।
শয়নাসনানি রম্যাণি ভূময়ো বাহনানি চা ॥ ২৬
শ্রাদ্ধেষ্বেতানি যো দদ্যাদশ্বমেধফলং লভেৎ
শ্রাদ্ধকালে নিবেদ্যঞ্চ দর্শশ্রাদ্ধ উপস্থিতে ॥ ২৭
বিপ্রাণাং গুণযুক্তানাং স্মৃতিং মেধাঞ্চ বিন্দতি
সর্পিষ্পূর্ণানি পাত্রাণি শ্রাদ্ধে সংকৃত্য দাপয়েৎ ॥২৮
কুম্ভদোহনধেনূনাং বাহ্নীনাঞ্চ ফলং লভেৎ।
অশ্মিন্ত্বে মোদতে লোকে স্যন্দনৈশ্চ সুবাহনৈঃ ॥২
শ্রাদ্ধে যথেপ্সিতং দত্ত্বা পুণ্ডরীকস্য যৎফলম্
রম্যমাবসথং দত্ত্বা রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥ ৩০
বনং পুষ্পফলোপেতং দত্ত্বা সৌরভমশ্নুতে।
কূপারামতড়াগানি ক্ষেত্রঘোষগৃহাণি চ ॥৩১

দীপদান করে, তাহার সহস্র নিষ্ক ফল প্রাপ্ত হয়। জীবন দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর নাই; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সকলকেই প্রাণ দান করা কর্ত্তব্য। অহিংসা সর্ব্ব ফল প্রদান করে; উহা অতি পবিত্র হে বুধগণ! প্রাণিগণের জীবন দান অতি পরম দান। শ্রাদ্ধে সুলক্ষণ সুবর্ণপাত্র প্রদান করিবে সুবর্ণপাত্র দান করিলে দাতা রস, ভক্ষ্য ও সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। শ্রাদ্ধভোজনে মনোজ্ঞ তৈজস পাত্র প্রদান করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এরূপ করে, সে অভিলষিত, রূপ ও ধন লাভ করে। শ্রাদ্ধকর্ম্মে, রৌপ্যময় অথবা কাঞ্চনময় পাত্র প্রদান করিলে দাতা যথেচ্ছ ধর্ম্ম লাভকরেন যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে পুষ্টি ধেনু ও দোহনপাত্র যুগপৎ প্রদন করে, ঐ ধেনু পরলোকে তাহার প্রেষ্য হয় এবং দাতা ধেনুর ন্যায় পুষ্টি লাভ করেন। যে ব্যক্তি হেমন্ত ও শীত ঋতুতে ব্রাহ্মণদিগকে অগ্নি ও প্রচুর কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া দেন, তিনি নিত্যই সংগ্রামে জয়লাভ করেন এবং সুশ্রী হইয়া দীপ্তি পাইতে থাকে, যে ব্যক্তি সুগন্ধি পাত্রের সহিত শ্রাদ্ধে পুষ্প-মাল্য প্রদান করেন, গন্ধবহা মহানদী, বিবিধ সুখ, মনোরমা যুবতী, রম্য শয়নাসন, ভূমি ও বাহন সকল তাঁহার ভোগাভিলাষ পূর্ণ করে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে এই সকল দ্রব্য প্রদান করে, সে অশ্বমেধ ফল লাভ করে। দর্শশ্রাদ্ধ সময়ে সে বিপ্র বিবিধ উপকরণ নিবেদন করেন, তিনি স্মৃতিশক্তি ও মেধা লাভ করেন। যে দ্বিজ শ্রাদ্ধে ঘৃতপূর্ণ পাত্র প্রদান করেন, তিনি কুম্ভ-দোহনীর সহিত বহু ধেনুদানের ফল লাভ করিয়া সুবাহন স্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক ইহলোকে আমোদ প্রাপ্ত হন। ১৫-২৯। শ্রাদ্ধে যথেপ্সিত বস্ত্র প্রদান করিলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের এবং রম্য গৃহ প্রদান করিলে, রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ফল-পুষ্পযুত, বন দান করিলে সৌরভ প্রাপ্ত হয়। কূপ, আরাম, তড়াগ, ক্ষেত্র, ঘোষ এবং গৃহ দান

দত্ত্বৈতান্মোদতে স্বর্গে নিত্যমাচন্দ্রতারকম্ ।
আস্তীর্ণশয়নং দত্ত্বা শ্রাদ্ধে রত্নবিভূষিতম্ ॥ ৩২
পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি স্বর্গং চানন্ত্যমশ্নুতে ।
রাজভিঃ পূজ্যতে চাপি ধনধান্যৈশ্চ বর্দ্ধতে ॥
ঊর্ণাকৌশেয়বস্ত্রাণি তথা প্রবরকম্বলৈঃ ।
অজিনং কাঞ্চনং পট্টং প্রবেণীমৃগলোমকম্ ॥৩৪
দানান্যেতানি বিপ্রেভ্যো ভোজয়িত্বা যথাবিধি
প্রাপ্নোতি শ্রদ্দধানস্তু বাজপেয়শতং ফলম্ ॥ ৩৫
বহ্ব্যো নার্য্যঃ সুরূপাস্তু পুত্রা ভৃত্যাশ্চ কিঙ্করাঃ
বশে তিষ্ঠন্তি ভূতানি অস্মিঁল্লোকে ত্বনাময়ম্
কৌশেয়ং ক্ষৌমকার্পাসং দুকূলমহতং তথা ।
শ্রাদ্ধেম্বেতানি যো দদ্যাৎ কামানাপ্নোতি
পুষ্কলান্ ॥ ৩৭

অলক্ষীং বিনুদত্যাশু তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ।
ভ্রাজতে স বিমানাগ্র্যে নক্ষত্রেষিব চন্দ্রমাঃ ॥
বাসো হি সর্ব্বদেবত্যঃ সর্ব্বদৈবৈরভিষ্টুতম্ ।
বস্ত্রাভাবে ক্রিয়া নাস্তি যজ্ঞা বেদাস্তপাংসি চ ॥

তস্মাদ্বস্ত্রাণি দেয়ানি শ্রাদ্ধকালে বিশেষতঃ ।
তানি সর্ব্বাণ্যবাপ্নোতি যজ্ঞবেদতপাংসি চ
নিত্যং শ্রাদ্ধেষু যো দদ্যাৎ প্রযতস্তৎপরায়ণঃ
সর্ব্বানকামানবাপ্নোতি স্বর্গং রাজ্যং তথৈব চ
সর্ব্বকামসমৃদ্ধস্য যজ্ঞস্য ফলমশ্নুতে ।
ভক্ষ্যাক্তানাঃ করম্ভাশ্চ পিষ্টকান্ ঘৃতশর্করাঃ ॥৪২
কৃশরান্মধুপর্কাংশ্চ পয়ঃ পায়সমেব চ ।
স্নিগ্ধাংশ্চ পূপান্যো দদ্যাদগ্নিষ্টোমস্য সৎফলম্
দধি গব্যমসংসৃষ্টং ভক্ষ্যান্নানাবিধাংস্তথা ।
তদন্নং শোচন্তি শ্রাদ্ধে বর্ষাসু চ মঘাসু চ ॥ ৪৪
ঘৃতেন ভোজয়েদ্বিপ্রান্ ঘৃতং ভূমৌসমুৎসৃজেৎ
গয়ায়াং হস্তিনশ্চৈব দত্ত্বা শ্রাদ্ধে ন শোচতি ॥ ৪৫
ওদনং পায়সং সর্পির্মধুমূলফলানি চ ।
ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ দত্ত্বা প্রেত্য চেহ চ মোদতে
শর্করাক্ষীরসংযুক্তং পৃথুকং নিত্যমক্ষয়ম্ ।

করিলে, যাবৎ চন্দ্র-তারকা, স্বর্গে আমোদ প্রাপ্ত হয়। শ্রাদ্ধে রত্ন বিভূষিত আস্তীর্ণ শয্যা প্রদান করিলে, পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন, দাতার অনন্তকাল স্বর্গবাস হয় এবং ধন-ধান্য-সমন্বিত হইয়া দাতা রাজাদিগের সহিত পুজিত হন। ঊর্ণা, কৌশেয় বস্ত্র, প্রবর কম্বল, অজিন, কাঞ্চন পট্ট এবং প্রবেণী মৃগলোম- এই সকল দানবস্তু বিপ্রগণকে ভোজন করাইয়া দান করিলে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকেন এবং বহু সুরূপা কামিনী, পুত্র, ভৃত্য ও কিঙ্কর-ইঁহারা সকলে অনাময় হইয়া ইহলোকে তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করে। কৌশেয়, ক্ষৌম, ও কার্পাস, এই সকল বস্ত্র শ্রাদ্ধে যে ব্যক্তি দান করে, সে পুর্ণমনোরথ হয়, সূর্য্যোদয়ে তমোনাশের ন্যায় তাহার অলক্ষ্মী অপসারিত হয় এবং নক্ষত্রমণ্ডল মধ্যে চন্দ্রমার ন্যায় দিব্য বিমানে দীপ্তি পাইয়া থাকে। বস্ত্র-সর্ব্বদেবময়, সর্ব্ব দেবকর্ত্তৃক অভিষ্টুত এবং বস্ত্রের অভাবে যজ্ঞ, দান ও তপ-এসকল সম্পন্ন হয় না। সুতরাং শ্রাদ্ধকালে বস্ত্র প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে বস্ত্র প্রদান করে, সে যজ্ঞ, দান ও তপশ্চরণের ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি তৎপরায়ণ হইয়া শ্রাদ্ধে বিবিধ উপকরণ দান করে, সে সর্ব্ব অভিমত বস্তু, স্বর্গ ও রাজ্য লাভ করিয়া থাকে এবং সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। ভক্ষ্য-ভর্জ্জিত যব, করম্ভ, পিষ্টক, ঘৃত, শর্করা, কৃশর, মধুপর্ক, পয়ঃ, পায়স, এবং স্নিগ্ধ পুপ, যে ব্যক্তি দান করে সে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। পিতৃগণ মঘানক্ষত্রে দধি, অসংসৃষ্ট অন্য গব্য এবং নানাবিধ ভক্ষ্য সামগ্রী লাভ করিবার জন্য শোক করিয়া থাকেন ৩০-৪৪। ঘৃত দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং উহা ভূমিতে পরিত্যাগ করিবে। গয়শ্রাদ্ধে হস্তী দান করিলে তাহাকে আর কদাচ শোক করিতে হয় না। ওদন, পায়স, সর্পি, মধু, মূল, ফল ও বিবিধ ভক্ষ্য শ্রাদ্ধে প্রদান করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে আমোদ প্রাপ্ত হয়। কৃশর মসূর এবং শর্করা-ক্ষীর-সংযুক্ত

স্যুশ্চ সংবৎসরং প্রীতাং কৃশরৈর্মসুরেণ চ ॥৪৭
সক্তুলাজাস্তথা পূপাঃ কুল্মাষব্যাঞ্জনৈস্তথা।
সর্পিঃস্নিগ্ধানি হৃদ্যানি দধ্না সক্তুংস্তু ভোজয়েৎ
শ্রাদ্ধেষ্বেতানি যো দদ্যাৎ পদ্মানি লভতে নিধিম্
নবশস্যানি যো দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধে সৎকৃত্য যত্নতঃ।
সর্ব্বভোগানবাপ্নোতি পূজ্যতে চ দিবং গতঃ
ভক্ষ্যভোজ্যানি চোষ্যাণি পেয়লেহ্যবরাণি চ
সর্ব্বশ্রেষ্ঠানি যো দদ্যাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠো ভবেন্নরঃ
বৈশ্বদেবঞ্চ সৌম্যঞ্চ খড়্গমাংসং পরং হবিঃ।
বিষাণং বর্জ্জয়েৎখড়্গমসূয়াং নাশয়ামহে ॥৫১
ভোজনেহগ্র্যাসনং দদ্যাদতিথিভ্যঃ কৃতাঞ্জলিঃ
সর্ব্বযজ্ঞক্রিয়াণাং স ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥
ক্ষিপ্রমত্যন্তমক্লিষ্টং দদ্যাচ্চান্নং বুভুক্ষতে।
ব্যঞ্জনঞ্চ ততা স্নিগ্ধং ভক্ত্যা সৎকৃত্য যত্নতঃ ॥
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং বিমানং হংসবাহনম্।
অন্নদো লভতে তিস্রঃ কন্যাকোটিস্তথৈব চ ॥
অন্নদানাৎ পরং দানং বিদ্যতে নেহ কিঞ্চন
অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে জীবন্তি চ ন সংশয়ঃ ॥
জীবদানাৎপরং দানং ন কিঞ্চিদিহ বিদ্যতে
অন্নৈর্জীবতি ত্রৈলোক্যমন্নস্যৈব হি তৎফলম্ ॥
অন্নং প্রজাপতিঃ সাক্ষাত্তেন সর্ব্বমিদং ততম্
তস্মাদন্নসমং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥৫৭
যানি রত্নানি মেদিন্যাং বাহনানি স্ত্রিয়স্তথা।
ক্ষিপ্রং প্রাপ্নোতি তৎসর্ব্বং পিতৃভক্তো হি মানবঃ ॥৫৮
প্রতিশ্রয়ং সদা দদ্যাদতিথিভ্যঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
দেবাস্তে সম্প্রতীক্ষন্তে দিব্যাতিথ্যঃ সহস্রশঃ
সর্ব্বাণ্যেতানি যে দদ্যাৎপৃথিব্যামেকরাড় ভবেৎ।
ত্রিভির্দ্বাভ্যামথৈকেন দানেন তু সুখী ভবেৎ

পৃথক প্রদত্ত হইলে নিত্য অক্ষয় ফল হয় এবং পিতৃগণ উহা দ্বারা সংবৎসর যাবৎ প্রীত হন। সক্তু, লাজ, পুপ, কুল্মাষ, ব্যঞ্জন, সর্পিঃ, স্নিগ্ধ ও হৃদ্য বস্তু ও দধিযুক্ত সক্তু শ্রাদ্ধে ভোজন করাইয়া বিপ্র পদ্মসংখ্যক নিধি লাভ করে। শ্রাদ্ধে যত্ন সহকারে নব শস্য প্রদান করিলে সর্ব্বভোগ প্রাপ্তি হয় এবং দাতা স্বর্গগত হইয়া পূজিত হইয়া থাকে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ষ্য,ভোজ্য, চুষ্য, পেয় ও লেহ্য, যে ব্যক্তি দান করে, সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়। বিশ্বদেব ও সৌম্যপিতৃগণের কর্ম্মে খড়্গ মাংস সুপ্রশস্ত; কিন্তু খড়্গবিষাণ বর্জনীয়. ইহাতে অসূয়ানাশ হয়। ভোজন করাইবার জন্য কৃতাঞ্জলি হইয়া অতিথিকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতে হয়; এরূপ করিলে সর্ব্ব যজ্ঞ ও ক্রিয়ার ফল লাভ হইয়া থাকে। বভুক্ষিত ব্যক্তিকে অতি সত্বর উষ্ণ অন্ন ও স্নিগ্ধ ব্যঞ্জন ভক্তি সহকারে প্রদান করিতে হয়। অন্নদাতা ব্যক্তি তিনকোটি কামিনী পরিবৃত তরুণাদিত্যসঙ্কাশ হংসবাহন বিমান লাভ করে। অন্নদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর এ জগতে কিছুই নাই। অন্ন হইতে সমুদায় প্রাণী জন্মে, এবং জীবিত থাকে। জীবন দান হইতে উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই, অন্ন হইতেই এই ত্রৈলোক্য জীবিত রহিয়াছে, ইহা অন্নের অলৌকিক সামর্থ্য। অন্নে এই লোক প্রতিষ্ঠিত, ইহাই অন্নদানের ফল অন্নই সাক্ষাৎ প্রজাপতি। অন্ন হইতেই এই চরাচর বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে। এই সকল কারণে অন্ন হইতে উৎকৃষ্ট দান কখন হয়ও নাই, আর হইবেও না। পিতৃভক্ত মানব এই পৃথিবীস্থ যাবতীয় রত্ন, বাহন ও স্ত্রী অতি সত্বর লাভ করে। কৃতাঞ্জলিপুটে অতিথিকে আশ্রয় প্রদান করা কর্ত্তব্য। অতিথিগণ দেবতাস্বরূপ ; সহস্র সহস্র অতিথি দিব্য আতিথ্য লাভ করিবার জন্যই সময় প্রতীক্ষা করেন। পূর্ব্বোক্ত দানসমূহ যে ব্যক্তি প্রদান করে, সে পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজা হয়। তিনটী, দুটি বা একটি বস্তু দান করিলেও প্রতিগ্রহকারী সুখী হন সৎকারপূর্ব্বক দানই পরম ধর্ম্ম; সাধুগণ ঐরূপ দানেরই প্রশংসা

দানানি পরমো ধর্ম্মঃ সদ্ভিঃ সৎকৃত্য পূজিতঃ।
ত্রৈলোক্যস্যাধিপত্যং হি দানাদেব ব্যবস্থিতম্
রাজা তু লভতে রাজ্যমধনশ্চোত্তমং ধনম্ ॥৬১
ক্ষীণায়ুর্লভতে চায়ুঃ পিতৃভক্তঃ সদা নরঃ
যান্ কামান্ মনসার্থেত তাংস্তস্য পিতরো দদুঃ

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শ্রাদ্ধকল্পে দানফলং নামাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

বৃহস্পতিরুবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি শ্রাদ্ধকর্ম্মণি পূজিতম্
কাম্যনৈমিত্তিকাজস্রং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি নিত্যশঃ ॥ ১
পুত্রদা ধনমূলাঃ স্যুরষ্টকাস্তিস্র এব চ।
পূর্ব্বপক্ষো বরিষ্ঠো হি পূর্ব্বা চিত্রী উদাহৃতা ॥ ২
প্রাজাপত্যা দ্বিতীয়াস্যাত্তৃতীয়া বৈশ্বদেবিকী
আদ্যা পূপৈঃ সদা কার্য্যা মাংসৈরন্যা ভবেৎ সদা ॥ ৩
শাকৈরন্যা তৃতীয়া স্যাদেবং দ্রব্যগতো বিধিঃ
অন্বষ্টকা পিতৃণাং বৈ নিত্যমেব বিধীয়তে ॥ ৪
যদ্যন্যা চ চতুর্থী স্যাত্তাঞ্চ কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ।
তাসু শ্রাদ্ধং বুধঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বস্বেনাপি নিত্যশঃ
পরত্রেহ চ সর্ব্বেষু নিত্যমেব সুখীভবেৎ।
পূজকানাং সদোৎকার্ষো নাস্তিকানামধোগতিঃ
পিতরঃ পর্ব্বকালেষু তিথিকালেষু দেবতাঃ।
সর্ব্বে পুরুষমায়ান্তি নিপানমিব ধেনবঃ ॥ ৭
মা স্ম তে প্রতিগচ্ছেয়ুরষ্টকাঃ সুরপূজিতাঃ।
মোঘস্তস্য ভবেল্লোকো লব্ধং চাস্য বিনশ্যতি ॥
দেবাংস্তে দায়িনো যান্তি তির্য্যগ্ গচ্ছন্ত্যদায়িনঃ
প্রজ্ঞাং পুষ্টিং স্মৃতিং মেধাং পুত্রানৈশ্বর্য্যমেব চ
কুর্ব্বাণঃ পৌর্ণমাস্যাঞ্চ পূর্ব্বং পূর্ণং সমশ্নুতে।

করেন। ঐরূপ দানের ফলে ত্রৈলোক্যের আধিপত্যও অসম্ভব নহে। তাদৃশ দান প্রভাবে রাজা রাজ্য, অধন ধন এবং ক্ষীণায়ুঃ লাভ করিয়া থাকে। পিতৃভক্ত মানব মনে মনে যাহা কামনা করে, পিতৃদেবগণ তাহাই তাহাকে প্রদান করিয়া থাকেন। ৪৬-৬২।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮০

একাশীতিতম অধ্যায়।

বৃহস্পতি বলিলেন,- অতঃপর কাম্য, নৈমিত্তিক ও নিত্য শ্রাদ্ধের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অষ্টকা তিন প্রকার, যথা- প্রথম চিত্রী, এই অষ্টকাই শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয়া প্রাজাপত্যা ও তৃতীয়া বৈশ্বদেবিকী। ইহা ধনপুত্রদায়ক। আদ্যা অষ্টকা অপূপ দ্বারা দ্বিতীয়া মাংস দ্বারা এবং তৃতীয়াষ্টকা শাক দ্বারা করিতে হয়। ইহাই অষ্টকার দ্রব্যগত বিধি পিতৃগণের অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধ নিত্য বিধেয়। যদি অন্য চতুর্থী অষ্টকা লব্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাতেও শ্রাদ্ধ করিবে; বিদ্বান্ ব্যক্তি ঐ সকল অষ্টকায় সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও শ্রাদ্ধ করিবেন। এরূপ করিলে ইহলোক ও পরলোকে মানব সুখী হয়। এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠাতাদিগের সর্ব্বদাই উৎকর্ষ এবং অননুষ্ঠাতা নাস্তিকদিগের অধোগতি হইয়া থাকে। ধেনু সকল যেমন পিপাসার্ত্ত হইয়া নিপান-সমীপে উপস্থিত হয়, সেইরূপ পর্ব্বকালে পিতৃগণ ও নির্দ্দিষ্ট তিথিতে দেবতাগণ পুরুষ-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হন। পিতৃগণ সুরপূজিত অষ্টকার প্রতিগমন করেন না। যে ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট দিবসে পিতৃ ও দেবগণের পূজা না করে, তাহার এই জীবলোক বৃথা হয় এবং লব্ধ ধন বিনষ্ট হইয়া যায়। ১-৮। যাহারা দেব ও পিতৃ উদ্দেশে দান করে, তাহারা দেবলোক প্রাপ্ত হয় এবং যাহারা প্রদান করে না, তাহারা তির্য্যক্-যোনিতে গমন করে। পৌর্ণমাসীতে শ্রাদ্ধ

প্রতিপদ্ধনলাভায় লব্ধং চাস্য ন নশ্যতি ॥ ১০
দ্বিতীয়ায়ন্তু যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদাধিপতির্ভবেৎ।
বরার্থিনাং তৃতীয়া তু শত্রুঘ্নী পাপনাশিনী ॥ ১১
চতুর্থ্যাং কুরুতে শ্রাদ্ধং শত্রোশ্ছিদ্রাণি পশ্যতি।
পঞ্চম্যাং বৈ প্রকুর্ব্বাণঃ প্রাপ্নোতি মহতীং শ্রিয়ম্
ষষ্ঠ্যাং শ্রাদ্ধানি কুর্ব্বাণং দ্বিজাস্তং পূজয়ন্ত্যুত।
কুরুতে যস্তু সপ্তম্যাং শ্রাদ্ধানি সততং নরঃ ॥১৩
মহাসত্রমবাপ্নোতি গণানামধিপো ভবেৎ।
সম্পূর্ণামৃদ্ধিমাপ্নোতিযোঽষ্টম্যাং কুরুতে নরঃ
শ্রাদ্ধং নবম্যাং কুর্ব্বাণ ঐশ্বর্য্যং কাঙ্ক্ষিতাং স্ত্রিয়ম্
কুর্ব্বন্ দশম্যান্তু নরো ব্রাহ্মীং শ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ ।
বেদাংশ্চৈবাপ্নুয়াৎ সর্ব্বান্ প্রণাশমেনসস্তথা
একাদশ্যাং পরং দানমৈশ্বর্য্যং সততং তথা।
দ্বাদশ্যাং রাষ্ট্রলাভন্তু জয়মাহুর্বসূনি চ ॥ ১৬
প্রজ্ঞাং বুদ্ধিং পশূন্ মেধাং স্বাতন্ত্র্যং পুষ্টিমুত্তমাম্
দীর্ঘমায়ুরথৈশ্বর্য্যং কুর্ব্বাণস্তু ত্রয়োদশীম্ ॥ ১৭
যুবানশ্চ মৃতা যস্য গৃহে তেষাং প্রদাপয়েৎ।
শস্ত্রেণ তু হতা যে বৈ তেষাং দদ্যাচ্চতুর্দ্দশীম্ ॥
তথা বিষমজাতানাং যমলানান্তু সর্ব্বশঃ।
অমাবাস্যাং প্রযত্নেন শ্রাদ্ধং কুর্য্যাচ্ছুচিঃ সদা ॥

সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি স্বর্গমানন্ত্যমশ্নুতে
যতঃ দদ্যাদমাবাস্যাং সোমমাপ্যায়নং মহৎ ॥২০
এবমাপ্যায়িতঃ সৌমস্ত্রীঁল্লোকান ধারয়িষ্যতি।
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈঃ স্তূয়মানস্তু নিত্যশঃ ॥ ২১
স্তবৈঃ পুষ্পৈর্মনোজ্ঞৈশ্চ সর্ব্বকামপরিচ্ছদৈঃ।
নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ অপ্সরোভিঃ সহস্রশঃ ॥২২
উপক্রীড়ৈর্বিমানৈস্তু পিতৃভক্তং ধৃতব্রতম্।
স্তবন্তি দেবগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধসঙ্ঘাশ্চ তং সদা ॥২৩
পিতৃভক্তস্ত্বমাবস্যাং সর্ব্বান কামানবাপ্নুয়াৎ।
প্রত্যক্ষমর্চ্চিতাস্তেন ভবন্তি পিতরঃ সদা ॥২৪
পিতৃদেবা মঘা যস্মাত্তস্মাত্তাস্বক্ষয়ং স্মৃতম্।
পিত্র্যং কুর্ব্বন্তি তস্যান্তু বিশেষেণ বিচক্ষণাঃ ॥
তস্মাম্মঘাং বৈবাঞ্ছন্তি পিতরো নিত্যমেব হি।
পিতৃদৈবতভক্তা যে তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শ্রাদ্ধফলবর্ণনং নামৈকাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

করিলে সর্ব্বাগ্রে প্রজ্ঞা, পুষ্টি, স্মৃতি, মেধা, পুত্র ও ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। এইরূপ প্রতিপদে করিলে ধন লাভ হয় এবং লব্ধ ধন নষ্ট হয় না। দ্বিতীয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে তাহার কোন বিপদ ঘটে না এবং তৃতীয়াতে শত্রুহানি, চতুর্থীতে শত্রুর ছিদ্র দর্শন, পঞ্চমীতে শ্রীলাভ, ষষ্ঠীতে ব্রাহ্মণ হইতে পূজা লাভ, এবং সপ্তমীতে মহাযজ্ঞ ও গণাধিপত্য লাভ হয়। অষ্টমীতে সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি, নবমীতে ঐশ্বর্য্য ও অভিলষিত স্ত্রী, দশমীতে ব্রাহ্মী শ্রী, একাদশীতে চতুর্ব্বেদ, পাপপ্রণাশ ও ঐশ্বর্য্য, দ্বাদশীতে রাজ্য, জয়শ্রী ও ধন ত্রয়োদশীতে দীর্ঘায়ু, ঐশ্বর্য্য, এবং চতুর্দ্দশীতে শ্রাদ্ধ করিলে মৃত যুবক, বিষমজাত মৃত যমজ সন্তান ও শস্ত্রনিহত ব্যক্তির পুনর্জীবন লাভ হয়। নর অমাবস্যায় সর্ব্বদা ভক্তিভাবে শ্রাদ্ধ করিবে তাহাতে তাহার সর্ব্ব কামনা সিদ্ধ ও অনন্তকাল স্বর্গলাভ হয় অমাবস্যায় সোমদেবকে সত্য আপ্যায়ণ প্রদান করিবে। এইরূপে আপ্যায়িত হইয়া সোমদেব ত্রিলোক পালন করেন এবং সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক নিত্য স্তুত হন। দেব, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধসঙ্ঘ স্তব, মনোজ্ঞ পুষ্প, অভিলষিত পরিচ্ছদ, নৃত্য, বাদিত্র, গীত, সহস্র অপ্সরা ও ক্রীড়া-বিমান দ্বারা ধৃতব্রত পিতৃভক্তগণের সর্ব্বদা তুষ্টিসাধন করেন। পিতৃভক্ত মানব অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিয়া সর্ব্বকাম লাভ করেন এবং পিতৃগণ অর্চ্চিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শনদান করেন। মঘানক্ষত্র পিতৃদৈবত্য, এজন্য মঘাপ্রদত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তি মঘায় পিত্র্য কর্ম্ম করেন। এজন্য পিতৃগণও মঘাকে নিত্যই ভালবাসেন। যাহারা পিতৃ ও দেবভক্ত, তাহারা পরম গতি লাভ করে। ৯-২৬।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮১

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বৃহস্পতিরুবাচ।

যমস্তু যানি শ্রাদ্ধানি প্রোবাচ শশবিন্দবে।
তানি মে শৃণু কার্ৎস্ন্যেন নক্ষত্রেষু পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১
শ্রাদ্ধং যঃ কৃত্তিকাযোগে করোতি সততং নরঃ
অগ্নীনাধায় সাপত্যো জায়তে স গতজ্বরঃ ॥ ২
অপত্যকামো রোহিণ্যাং সৌম্যেনৌজস্বিতা ভবেৎ।
প্রায়শঃ ক্রূরকর্ম্মা তু চার্দ্রায়াং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥ ৩
ক্ষেত্রভাগী ভবেৎ পুত্রী শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্ পুনর্ব্বসৌ
ধনধান্যসমাকীর্ণঃ পুত্রপৌত্রসমাকুলঃ ॥ ৪
তুষ্টিকামঃ পুনস্তিষ্যে শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত মানবঃ।
অশ্লেষাসু পিতৄনর্চ্চ্য বীরান্ পুত্রানবাপ্নুয়াৎ। ৫
শ্রেষ্ঠো ভবতি জ্ঞাতীনাং মঘাসু শ্রাদ্ধমাচরন্।
ফল্গুনীষু পিতৄনর্চ্চ্য সৌভাগ্যং লভতে নরঃ ॥ ৬
প্রধানশীলঃ সাপত্য উত্তরাসু করোতি যঃ।
স সৎসু মুখ্যো ভবতি হস্তে যস্তর্পয়েৎ পিতৄন্
চিত্রায়াঞ্চৈব যঃ কুর্য্যাৎ পশ্যেদ্রূপবতঃ সুতান্
স্বাতিনা চৈব যঃ কুর্য্যাল্লিপ্সাম্লাভমবাপ্নুয়াৎ। ৮
পুত্রার্থন্তু বিশাখাসু শ্রাদ্ধমীহেত মানবঃ।
অনুরাধাসু কুর্ব্বাণো নরশক্রৎপ্রবর্ত্তয়েৎ ॥ ৯
আধিপত্যং লভেচ্ছ্রেষ্ঠ্যং জ্যেষ্ঠায়াং সততঞ্চ যঃ
মূলেনারোগ্যমিচ্ছন্তি আষাঢ়াসু মহদ্যশঃ ॥ ১০
আষাঢ়াভিস্তোত্তরাভিবীতশোকো ভবেন্নরঃ
শ্রবণেন তু লোকেষু প্রাপ্নুয়াৎ পরমাং গতিম্
রাজ্যভাগ্ বৈ ধনিষ্ঠাসু প্রাপ্নুয়াদ্বিপুলং ধনম্।
শ্রাদ্ধং ত্বভিজিতা কুর্ব্বন্ বেদান্ সাঙ্গানবাপ্নুয়াৎ
নক্ষত্রে বারুণে কুর্ব্বন্ ভিষক্‌সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
পূর্ব্বে প্রোষ্ঠপদে কুর্ব্বন বিন্দতেহজাবিকং ফলম্ ॥ ১৩
উত্তরাস্বনতিক্রম্য বিন্দেদ্গাশ্চ সহস্রশঃ।
বহুরূপকৃতং দ্রব্যং বিন্দেৎ কুর্ব্বংস্তু রেবতীম্।
অশ্বাংশ্চৈবাশ্বিনীযুক্তো ভরণ্যামায়ুরুত্তমম্। ১৪
ইমং শ্রাদ্ধবিধিং কুর্ব্বন্ শশবিন্দুর্মহীমিমাম্।
কৃৎস্নান্তু লেভে স কৃৎস্নাং লব্ধা চ প্রশশাশতাম্

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে নক্ষত্র বিশেষে শ্রাদ্ধফলবর্ণনং নাম দ্ব্যশীতি-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

বৃহস্পতি বলিলেন- যম শশবিন্দুর নিকট যে নক্ষত্র বিশেষে শ্রাদ্ধের ফল কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমার নিকট শ্রবণ করুন। যে আহিতাগ্নি নর কৃত্তিকা যোগে শ্রাদ্ধ করেন, তিনি বিগত জ্বর হইয়া অপত্য লাভ করেন অপত্যকামী ব্যক্তি রোহিণী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিবে। মৃগশিরা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে তেজস্বিতা লাভ হয় আর্দ্রা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ক্রূরকর্ম্মা হইতে হয়। পুনর্বসুতে শ্রাদ্ধ করিলে পুত্রবান্ হয় ও ক্ষেত্র লাভ করে তিষ্য নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে, ধনধান্যবান্ ও যশস্বী হয় এবং পুত্র পৌত্র ও তুষ্টি লাভ করে অশ্লেষায় শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। এইরূপ পূর্ব্ব ফল্গুনীতে সৌভাগ্য, উত্তর ফল্গুনীতে শীল ও অপত্য, হস্তায় সাধু মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব এবং চিত্রায় রূপবান্ পুত্র লাভ করে। স্বাতি নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে লাভ হয়। ১-৮। মানবগণ পুত্রের জন্য বিশাখায় শ্রাদ্ধ করিবে অনুরাধা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে নর রাজ্য বিস্তার করে। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অধিপত্য লাভ হয়। মূলানক্ষত্রে আরোগ্য, উত্তরাষাঢ়ায় শোক-রাহিত্য, শ্রবণায় পরমগতি, ধনিষ্ঠায় বিপুল ধন ও রাজ্য, অভিজিৎ নক্ষত্রেসাঙ্গ বেদ, বারুণে ভিষক-সিদ্ধি, পূর্ব্বভাদ্রপদে অজাবিক, উত্তরভাদ্রপদে সহস্র গা রেবতীতে বহু দ্রব্য, অশ্বিনীতে অশ্ব, এবং ভরণীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয়। শশবিন্দু এই শ্রাদ্ধবিধি যথাযথ অনুষ্ঠান করিয়া সমগ্র পৃথিবী লাভ করিয়া প্রতিপালন করেন। ৯-১৫।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮২

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শংযুরুবাচ।

কিঞ্চিদ্দত্তং পিতৃণান্তু প্রিনোতি বদতাংবর।
কিং হি চিররাত্রায় কিং চানন্ত্যায় কল্প্যতে

বৃহস্পতিরুবাচ।

হবীংষি শ্রাদ্ধকালে তু যানি শ্রাদ্ধবিদো বিদুঃ।
তানি মে শৃণু সর্ব্বাণি ফলং চৈষাং যথাবলম্ ॥
তিলৈর্ব্রীহিযবৈর্মাষৈরদ্ভির্মূলফলেন চ।
দত্তেন মাসং প্রীয়ন্তে শ্রাদ্ধেন তু পিতামহাঃ ॥
মৎস্যৈঃ প্রীণন্তি দ্বৌ মাসৌ ত্রীন মাসান্
হারিণেন তু।
শাশস্তু চতুরো মাসান্ পঞ্চ প্রীণাতি শাকুনম্ ॥
বারাহেণ তু ষণ্মাসাংশ্ছাগলং সাপ্তমাসিকম্।
আষ্টমাসিকমত্যুক্তং যত্র পার্ষতকং ভবেৎ ॥ ৫
রৌরবেণ তু প্রীয়ন্তে নব মাসান্ পিতামহাঃ।
গবয়স্য তু মাংসেন তৃপ্তিঃ স্যাদ্দশমাসিকী ॥ ৬
কূর্ম্মস্য চৈব মাংসেন মাসানেকাদশৈব তু।
শ্রাদ্ধমেবং বিজানীয়াদ্গব্যং সংবৎসরং ভবেৎ

তথা গব্যসমাযুক্তং পায়সং মধুসর্পিষা
বাধ্রীণসস্য মাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ৮
আনন্ত্যায় ভবেদ্যুক্তং খড়্গমাংসৈঃ পিতৃক্ষয়ে
কৃষ্ণচ্ছাগস্তথা গোধা আনন্ত্যায়ৈব কল্প্যতে ॥৯
অত্র গাথাঃ পিতৃগীতাঃ কীর্ত্তয়ন্তি পুরাবিদঃ
তাস্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি যথাবৎ সন্নিবোধত ॥১০
অপি নঃ সকুলে জায়াদ্যো নো দদ্যাত্ত্রয়োদশীম্
পায়সং মধুসর্পির্ভ্যাং ছায়ায়াং কুঞ্জরস্য তু ॥ ১১
আজেন সর্ব্বলোহেন বর্ষাসু চ মঘাসু চ।
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ
গৌরীং বাপ্যুদ্বহেদ্ভার্য্যাং নীলং বা
বৃষমুৎসৃজেৎ ॥ ১২

শংযুরুবাচ।

গয়াদীনাং ফলং তাত প্রব্রূহি মম পৃচ্ছতঃ।
পিতৃণাঞ্চৈব যৎপুণ্যং নিখিলেন ব্রবীহি মে ॥১৩

বৃহস্পতিরুবাচ।

অপমধ্যে গয়াশ্রাদ্ধং যঃ করোতি চ মানবঃ।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

শংযু বলিলেন,- হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! পিতৃগণকে প্রদত্ত কোন্ বস্তু তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করে? কোন্ বস্তু সুচির কাল তাঁহাদিগকে তুষ্ট করে, এবং কোন্ বস্তুই বা তাঁহাদের নিকট অক্ষয় হইয়া থাকে? বৃহস্পতি বলিলেন,- শ্রাদ্ধবিদ্গণ শ্রাদ্ধে যাহাদিগকে হবি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা শ্রবণ কর; -শ্রাদ্ধে তিল, ব্রীহ, যব, মাস, জল, মূল ও ফল প্রদত্ত হইলে পিতামহগণ একমাস তৃপ্তি লাভ করেন। এইরূপ মৎস্য প্রদান করিলে দুইমাস, হরিণ মাংসে তিনমাস, শশমাংসে চারিমাস, পক্ষিমাংসে পাঁচ মাস, বরাহ মাংসে ছয়মাস, ছাগ মাংসে সাত মাস, পৃষত মাংসে অষ্টমাস, রৌরব মাংসে নয়মাস, গবয় মাংসে দ্বাদশ মাস, কূর্ম্ম মাংসে একাদশ মাস, গব্য দ্বারা এবং গব্য সমাযুক্ত মধু ঘৃত মিশ্রিত পায়স দ্বারা এক বৎসর, বাধ্রীণস মাংসে দ্বাদশ বৎসর, খড়্গ মাংসে অনন্তকাল এবং কৃষ্ণছাগ ও গোধামাংসে পিতৃগণ অনন্তকাল তৃপ্তি লাভ করেন। এ বিষয়ে এক পিতৃগীত গাথা পুরাবিদ্গণ কীর্ত্তন করেন, তাহা আমি তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর; - পিতৃগণ বলেন যে, এমন কি কেহ আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করে নাই, যে আমাদিগকে ত্রয়োদশী তিথিতে অন্ন, গজচ্ছায়ায় মধু সর্পি মিশ্রিত পায়স, এবং বর্ষা ও মঘাতে অজ ও সর্ব্বলোহের মাংসে প্রদান করে? (হে বংশধরগন!) তোমরা বহু পুত্র বাঞ্ছা করবে, কেন না তাহা হইলে তোমাদের বহুপুত্রের মধ্যে সম্ভবতঃ কেহ না কেহ গয়ায় যাইবে, কেহ গৌরী কন্যা বিবাহ করিবে এবং কেহবা নীল বৃষ উৎসর্গ করিবে। ১-১২। শংযু বলিলেন- হে তাত! আমি প্রশ্ন করিতেছি, আপনি আমায় গয়াদির ফল প্রকাশকরিয়া বলুন এবং তথায় যাইলে পিতৃগণের কিরূপ পুণ্য হয়, তাহাও

সর্ব্বান্ কামান্ স লভতে স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥
যদি পুত্রো গয়াং গচ্ছেচ্ছ্রাদ্ধং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
কামান্ স লভতে দিব্যান্মোক্ষোপায়ঞ্চ বিন্দতি ॥
উদ্যতশ্চ গয়াং গন্তুং শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিদানতঃ।
বিধায় কর্পটীবেষং গ্রামস্যাপি প্রদক্ষিণম্ ॥ ১৬
ততো গ্রামান্তরং গত্বা শ্রাদ্ধশেষস্য ভোজনম্
কৃত্বা প্রদক্ষিণং গচ্ছেৎ প্রতিগ্রহবিবর্জ্জিতঃ ॥১৭
কেশশ্মশ্রুনখাদীনাং বপনং ন প্রশস্যতে।
অতো ন কার্য্যং বপনং গয়াশ্রাদ্ধার্থিনা সদা ॥
বিত্তশাঠ্যং ন কুর্ব্বীত গয়াশ্রাদ্ধে সদা নরঃ।
বিত্তশাঠ্যং তু কুর্ব্বাণো ন তীর্থফলভাগ্ভবেৎ
ব্রহ্মকুণ্ডে প্রভাসে চ ব্রহ্মবেদ্যাং তথৈব চ।
প্রেতপর্ব্বতমাসাদ্য শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিধানতঃ ॥ ২০
উত্তরে মানসে চৈব যত্র মৈনাকসংজ্ঞকঃ।
উদীচ্যাং কনখলে চৈব দক্ষিণে মানসে তথা ॥
স্নাত্বা কৃত্বা তথা শ্রাদ্ধং পিতৃলোকং সমুদ্ধরেৎ
স্বর্গপাতালমর্ত্ত্যেষু নাস্তি তীর্থসমং ভুবি ॥ ২২
তেষু শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত যদীচ্ছেৎ পরমাং গতিম্
ধর্ম্মারণ্যং ততো গচ্ছেদাদ্যং দৃষ্ট্বা গদাধরম্ ॥২৩
মতঙ্গে স পুনর্দৃষ্ট্বা বুদ্ধ্বা নারায়ণং তথা।
শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানেন কুলকোটীঃ সমুদ্ধরেৎ ॥২৪
যদি পুত্রো গয়াংগচ্ছেৎ কদাচিৎ কালপর্য্যায়াৎ
তানেব ভোজয়েদ্বিপ্রান্ ব্রহ্মণা যে প্রকল্পিতাঃ ॥২৫
অমানুষতয়া বিপ্রা ব্রাহ্মণা যে প্রকল্পিতাঃ।
তেষু তুষ্টেষু সন্তুষ্টাঃ পিতৃভিঃ সহ দেবতাঃ ॥২৬
ন বিচার্য্যং কুলং শীলং বিদ্যাঞ্চ তপ এব চ।
পূজিতৈস্তৈস্তু রাজেন্দ্র মুক্তিং প্রাপ্নোতি মানব ॥২৭
ততঃ প্রবর্ত্তয়েচ্ছ্রাদ্ধং যথাশক্তিবলাকলম্।
কামান্ স লভতে দিব্যান্মোক্ষোপায়ঞ্চ বিন্দতি ॥২৮
সবর্ণা জ্ঞাতয়ো মিত্রা বান্ধবাঃ সুহৃদশ্চ যে।
তেভ্যো ভূপ গয়াকূপে পিণ্ডা দেয়া বিধানতঃ ॥২৯
তেহপি যান্তি দিবং সর্ব্বে পিণ্ডদা ইতি নঃ শ্রুতম্

বলুন। বৃহস্পতি বলিলেন- সংবৎসরের মধ্যে যে ব্যক্তি গয়ায় শ্রাদ্ধ করে, সে সর্ব্বকামনা লাভ করে ও স্বর্গলোকে পূজিত হয়। পুত্র গয়ায় গিয়া যদি অতন্দ্রিতভাবে শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে সে দিব্য কাম ও মোক্ষধাম লাভ করে। গয়ায় যাইতে হইলে প্রথমতঃ যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিয়া কর্পটীবেশে গ্রাম প্রদক্ষিণ করতঃ গ্রামান্তরে গমন করিয়া তথায় শ্রাদ্ধশেষ ভোজনান্তে ঐ গ্রাম প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রতিগ্রহ না করিয়া গমন করিবে। গয়ায় কেশ-শ্মশ্রু-নখাদির বপন করিতে হয় না; অতএব গয়ায় যাইয়া শ্রাদ্ধার্থী কেশাদির বপন করিবে না। মানব গয়ায় যাইয়া বিত্তশাঠ্য করিবে না। বিত্তশাঠ্যকারী শ্রাদ্ধ ফলভোগী হয় না। গয়াযাত্রী ব্যক্তি ব্রহ্মকুণ্ড, প্রভাস, ব্রহ্মবেদী, এবং প্রেতপর্ব্বতে বিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিবে। গয়ার উত্তর মানসে, মৈনাকসংজ্ঞক পর্ব্বত আছে। উত্তরে কনখল ও দক্ষিণে মানস এই সকল স্থানে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক উদ্ধার হয়। স্বর্গ, পাতাল, ও মর্ত্ত্যে গয়ার মত তীর্থ আর নাই। যদি কাহারও পরম গতিলাভে ইচ্ছা হয়, তবে সে ঐ সকল স্থানে শ্রাদ্ধ করিবে। প্রথমে গদাধর দর্শন করিয়া অনন্তর ধর্ম্মারণ্যে গমন করিবে, পরে পুনরায়, মতঙ্গ পদে নারায়ণ দর্শন করিয়া নারায়ণ জ্ঞানে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে ইহার ফলে মানবের কোটি কুল উদ্ধার হয়। পুত্র যদি কদাচিৎ গয়ায় যায়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধে কল্পিত ব্রাহ্মণগণকেই তথায় ভোজন করাইবে, তাঁহারা তুষ্ট হইলেই পিতৃগণের সহিত দেবতাগণও তুষ্টিলাভ করেন। ১৩-২৬। শ্রাদ্ধে কল্পিত বিপ্রগণের কুল, শীল, বিদ্যা বা তপস্যা বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার পূজিত হইলেই মানবের মুক্তিলাভ হয়। তথায় যথাশক্তি শ্রাদ্ধ করিলেই মানব অভিলষিত ও মোক্ষোপায় লাভ করে। সবর্ণ, জ্ঞাতি, মিত্র, বান্ধব ও সুহৃৎ ইহাদিগকে গয়াকূপে পিণ্ড প্রদান করিতে হয়। এই পিণ্ড প্রদানে পিণ্ডগৃহীতা ও পিণ্ড প্রদাতা উভয়েই স্বর্গে গমন করে। অজ্ঞাত-

অজ্ঞাতনামগোত্রাণাং মন্ত্র এষ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৩০
পিতৃবংশে সমুৎপন্না মাতৃবংশে তথৈব চ।
গুরুশ্বশুরবন্ধুনাং যে চান্যে বান্ধবা স্তথা ॥ ৩১
যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
বিরূপা আমগর্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম ॥
ক্রিয়ালোপগতা যে চ যেচান্যে গর্ভসংস্থিতাঃ।
তেভ্যো দত্তো ময়া পিণ্ডো হ্যক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম
আগন্তু মহাবুদ্ধে গয়ায়াং তু তিলৈর্বিনা ॥
পিণ্ডনির্বপণং কুর্য্যাত্তথা চান্যেহত্র গোত্রজাঃ ॥
পুত্রেভ্যোহপি দুহিতৃভ্য ইষ্টেভ্যোহপি চ সর্ব্বশঃ।
দদ্যাৎ পিণ্ডং শীযত্নেন বুদ্ধিমান্ সুসমাহিতঃ ॥
ত্রিদিবং যান্তি তে সর্ব্বে পিণ্ডদা ইতি চ শ্রুতিঃ
ব্রহ্মহা চকৃতঘ্নশ্চ মহাপাতকিনশ্চ যে ॥ ৩৬
তে সর্ব্বে নিষ্কৃতিং যান্তি গয়ায়াং পিণ্ডপাতনাৎ
ব্রহ্মঘ্নস্য সুরাপস্য বালবৃদ্ধগুরুদ্রুহঃ ॥ ৩৭
নাশমায়াতি বৈ পাপং গয়ায়ামনুযাতি যঃ
যন্নাম্না পাতয়েৎ পিণ্ডং তং নয়েদ্ব্রহ্ম শাশ্বতম্
দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু নাস্তি তীর্থং গয়াসমম্।
নরকস্থা দিবং যান্তি স্বর্গস্থা মোক্ষমাপ্নুয়ঃ ॥ ৩৯
অপি নস্তে ভবিষ্যন্তি কুলে সন্মার্গশীলিনঃ।
গয়ামুপেত্য যে পিণ্ডান্ দাস্যন্ত্যস্মাকমাদরাৎ
মকরে বর্ত্তমানে তু গ্রহণে চন্দ্র সূর্য্যয়োঃ।
প্রেতপক্ষে চ চৈত্রে চ দুর্লভং পিণ্ডপাতনম্ ॥ ৪১
অধিমাসে জন্মদিনে চাস্তে চ গুরুশুক্রয়োঃ।
ন ত্যক্তব্যং গয়াশ্রাদ্ধং সিংহস্থে চ বৃহস্পতৌনী
গয়ায়াং সর্ব্বকালেষু পিণ্ডং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৪২
গয়ায়ামক্ষয়ং শ্রাদ্ধং জপহোমতপাংসি চ ॥
পিতৃক্ষয়াহে তে পুত্র তস্মাত্তত্রাক্ষয়ং স্মৃতম্ ॥
পুনীয়াদেকবিংশত্তু গৌর্য্যামুৎপাদিতঃ সুতঃ।
মাতমহান্ত্র ষড়্ভূয় ইতি তস্য ফলং স্মৃতম্ ॥
ফলং বৃষস্য বক্ষ্যামি গদতো মে নিবোধত
বৃষোৎস্রষ্টা পুনাত্যেব দশাতীতান্ দশবরান্ ॥
যৎকিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তোয়েরুত্তীর্ণেন জলান্মহীম্
বৃষোৎসর্গে পিতৃণাস্তু অক্ষয়ং সমুদাহৃতম্ ॥ ৪৬

নাম-গোত্র ব্যক্তিদিগকে পিণ্ড দিবার এই মন্ত্র বলিতেছি; যথা যাহারা পিতৃবংশে ও মাতৃবংশে সমুৎপন্ন, গুরু, শ্বশুর, বন্ধু, বান্ধব, লুপ্তপিণ্ড, পুত্রদার-বিবর্জ্জিত, বিরূপ, আমগর্ভ, জ্ঞাতাজ্ঞাত, ক্রিয়ালোপগত এবং যাহারা গর্ভ-সংস্থিত, আমি তাহাদিগকে এই পিণ্ড প্রদান করিতেছি। ইহা অক্ষয় হউক। গয়াক্ষেত্রে বিনা তিলে পিণ্ড প্রদান করিতে হয়। অপরাপর বংশ সম্ভূত-পুত্র, দুহিতা ও ইষ্ট ব্যক্তিদিগকে যত্ন সহকারে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সমাহিত হইয়া পিণ্ড প্রদান করিবে। ইহাতে পিণ্ডগ্রাহী ও পিণ্ডদায়ী-সকলেই স্বর্গে গমন করে। ব্রহ্মহা, কৃতঘ্ন ও মহাপাতকী প্রভৃতি সকলেই গয়ায় পিণ্ড দিলে নিষ্কৃতি লাভ করে। ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী, বালবৃদ্ধ ও গুরুদ্রোহী ব্যক্তিগণও যদি গয়ায় গমন করে তাহা হইলে তাহাদের পাপ নাশ হয় অধিক আর কি বলিব, যাহার নামে পিণ্ড দেওয়া যায়, সে তৎক্ষণাৎ শাশ্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। এই গয়া তীর্থের ন্যায় দুর্লভ তীর্থ ত্রিভুবনে আর নাই। এখানে পিণ্ড প্রদান করিলে নরকস্থ ব্যক্তি স্বর্গ এবং স্বর্গস্থ ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করে। আমাদের কুলে সেইরূপ সৎকর্ম্মশালী পুত্রগণ জন্ম গ্রহণ করুক, যাহারা গয়ায় গিয়া আমাদিগকে পিণ্ড প্রদান করিবে। মকর, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ, প্রেতপক্ষ এবং চৈত্র মাসে গয়ায় পিণ্ড প্রদান অতীব দুর্লভ। মলমাস, গুরু শুক্রের উদয় ও অস্ত এবং সিংহস্থ বৃহস্পতিতে গয়া-শ্রাদ্ধ একান্ত কর্ত্তব্য। বিচক্ষণ ব্যক্তি নিত্যই গয়াশ্রাদ্ধ করিবেন। গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ, জপ, হোম ও তপ অক্ষয় হয়। হে পুত্র! এজন্য পিতৃক্ষয় দিনে গয়াশ্রাদ্ধ অক্ষয় হয়। ২৭-৪৩। গৌরী ভার্য্যায় উৎপন্ন সুত স্বকুলের একবিংশ পুরুষ ও মাতামহ কুলের ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করে অতঃপর বৃষোৎসর্গের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি বৃষ উৎসর্গ করে, সে কুলের অতীত দশ পুরুষ ও অনাগত

যদ্যদ্ধি সংস্পৃশেত্তোয়ং লাঙ্গুলাদিভিরুত্ততঃ।
সর্ব্বং তদক্ষয়ং তস্য পিতৃণাং নাত্র সংশয়ঃ॥
শৃঙ্গৈঃ খুরৈর্ব্বা যদ্ভূমিমুল্লিখত্যনিশং বৃষঃ।
মধুকুল্যাঃ পিতৃংস্তস্য অক্ষয়াস্তা ভবন্তি বৈ। ৪৮
সহস্রনল্বমাত্রেণ তড়াগেন যথা শ্রুতিঃ।
তৃপ্তিস্তৃপ্তিঃ পিতৃণাং বৈ তদ্বৃষস্যাধিকোচ্যতে॥
যো দদাতি গুড়োন্মিশ্রাংস্তিলান্ বৈ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি
মধুনা মধুমিশ্রান্ বা অক্ষয়ং সর্ব্বমেব তৎ॥

বৃহস্পতিরুবাচ

ন ব্রাহ্মণান্ পরীক্ষেত সদা দেয়ে তু মানবঃ।
দৈবে কর্ম্মণি পিত্র্যে চ শ্রূয়তে বৈ পরীক্ষণম্॥
সর্ব্ববেদব্রতস্নাতাঃ পঙ্‌ক্তীনাং পাবনা দ্বিজাঃ
যে চ ভাষ্যবিদো মুখ্যা যে চ ব্যাকরণে রতা॥
অধীয়তে পুরাণঞ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রং তথৈব চ।
ত্রিণাচিকেতঃ পঞ্চাগ্নিস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ॥ ৫৩
ব্রহ্মদেয়সুতশ্চৈব ছন্দোগো জ্যেষ্ঠসামগঃ।
পুণ্যেষু যেষু তীর্থেষু অভিষেককৃতশ্রমাঃ ৫৪
মুখ্যেষু যেষু সত্রেষু ভবন্ত্যবভৃথপ্লুতাঃ।
যে চ সত্যব্রতা নিত্যং স্বকর্ম্মনিরতাশ্চ যে॥
অক্রোধনাঃ শান্তিপরাস্তান্ বৈ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রয়েৎ
যে চাপি নিত্যং দশসু সুকৃতেষু ব্যবস্থিতাঃ
স্বকর্ম্মনিরতা নিত্যং তান্ শ্রাদ্ধেষু নিমন্ত্রয়েৎ॥
এতেষু দত্তমক্ষয্যমেতে বৈ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।
শ্রদ্ধয়া ব্রাহ্মণা যে তু যোগধর্ম্মমনুব্রতাঃ॥ ৫৭
ধর্ম্মাশ্রমবরিষ্ঠাস্তে হব্যকব্যেষু তে বরাঃ।
ত্রয়োঽপি পূজিতাস্তেন ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥
পিতৃভিঃ সহ লোকাশ্চ যো হ্যেতান্ পূজয়েন্নরঃ
পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্॥ ৫৯
প্রথমঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং যোগধর্ম্মো নিগদ্যতে।
অপাঙ্‌ক্তেয়াংস্তু বক্ষ্যামি গদতো মে নিবোধত
কিতবো মদ্যপো যক্ষ্মী পশুপালো নিরাকৃতিঃ
গ্রামপ্রেষ্যো বার্দ্ধুষিকো গায়নো বণিজস্তথা॥
অগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।
সমুদ্রযায়ী দুশ্চর্ম্মা তৈলিকঃ কুটকারকঃ॥ ৬২

দশপুরুষ উদ্ধার করে বৃষ লাঙ্গুলের গলিত জল দ্বারা বৃষোৎসর্গে যে যে বস্তু স্পৃষ্ট হইবে সেই সেই বস্তু পিতৃগণের পক্ষে অক্ষয় হইবে ইহাতে কোনও সংশয় নাই। বৃষ যদি শৃঙ্গ বা খুর দ্বারা সর্ব্বদা ভূমি খনন করে তাহা হইলে তাহা পিতৃগণের মধুকুল্যা স্বরূপ হইয়া অক্ষয়ত্ব লাভ করে। সহস্র নল্ব পরিমাণ তড়াগ নিখাত হইলে পিতৃগণের যেরূপ তৃপ্তি হয়, বৃষোৎসর্গে ততোধিক হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে গুড়মিশ্র তিল অথবা মধুযজ্ঞে মধুমিশ্র তিল প্রদান করে, তাহার এই দান অক্ষয় হয়, বৃহস্পতি বলিলেন, দান বিষয়ে ব্রাহ্মণপরীক্ষা করা অকর্ত্তব্য। তবে শ্রাদ্ধে দৈব ও পিত্র্য কর্ম্মে পরীক্ষা করিতে হয়; ইহা আমরা শুনিয়াছি, সর্ব্ববেদব্রতস্নাত, পঙ্‌ক্তিপাবন, মুখ্য ভাষ্যবিৎ, বৈয়াকরণ, পুরাণাধ্যায়ী, ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যায়ী, পঞ্চাগ্নি, ত্রিণাচিকেত, ষড়ঙ্গবিৎ ত্রিসুপর্ণ, ব্রহ্ম-দেয়সুত, ছন্দোগ, জ্যেষ্ঠসামগ, তীর্থভিষিক্ত, অবভৃথস্নাত, সত্যব্রত, নিত্য স্বকর্ম্মনিরত, অক্রোধন এবং শান্তিপরায়ণ-ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য। যাহারা নিত্য দশ সংস্কারে সুপবিত্র ও স্বকর্ম্মনিরত, তাহারাও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণের উপযোগী। এই সকল দ্বিজকে দান করিলে, তাহা অক্ষয় হয়। যাঁহারা পঙ্‌ক্তিপাবন, যাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে যোগধর্ম্মরত, তাঁহারা ধর্ম্মাশ্রমীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং হব্য কব্যে প্রশংসনীয়। যিনি এই সকল ব্রাহ্মণের পূজা করেন, তাঁহার পিতৃলোকের সহিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের পূজা করা হয়। ৪৪-৫৮। যোগধর্ম্ম পবিত্রের পবিত্র, মঙ্গলের মঙ্গল, এবং সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রথম বলিয়া কথিত হয়। এক্ষণে অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কিতব, মদ্যপায়ী, যক্ষ্মরোগগ্রস্ত পশুপাল, নিরাকৃতি, গ্রাম-প্রেষ্য, বার্দ্ধুষিক, গায়ন, বণিক, অগারদাহী, গরদ, কুণ্ডাশী, সোমবিক্রয়ী, সমুদ্রযায়ী, দুশ্চর্ম্মা, তৈলিক,

পিত্রা বিবদমানশ্চ যস্য চোপপতির্গৃহে।
অভিশস্তস্তথা স্তেনঃ শিল্পৈর্যশ্চোপজীবতি ॥৬৩
সূচকঃ পর্ব্বকারী চ যশ্চ মিত্রেষু দ্রুহ্যতি।
গণযাচনকশ্চৈব নাস্তিকো বেদবর্জ্জিতঃ ॥ ৬৪
উন্মত্তঃ ষণ্ডকশঠো ভ্রূণহা গুরুতল্পগঃ।
ভিষকজীবঃ শ্রৈবণিকঃ পরস্ত্রীং যশ্চ গচ্ছতি ॥
বিক্রীণাতি চ যো ব্রহ্ম ব্রতানি চ তপাংসি চ
নষ্টং স্যান্নাস্তিকে দত্তং কৃতঘ্নে চৈব শংসকে ॥
যচ্চ বাণিজকে চৈব নেহ নামুত্র তদ্ভবেৎ।
নিক্ষেপহারিণে চৈব কিতবে বেদনিন্দকে ॥
তথা বাণিজকে চৈব কারুকে ধর্ম্মবর্জ্জিতে।
নিন্দন্ ক্রীণাতি পণ্যানি বিক্রীণংশ্চ প্রশংসতি
অনৃতস্য সমাবাসো ন বণিকশ্রাদ্ধমর্হতি।
ভস্মনীব হুতং হব্যং দত্তং পৌনর্ভবে দ্বিজে ॥
যষ্টিং কণঃ শতং পণ্ডঃ শ্বিত্রী যাবৎপ্রপশ্যতি
পাপরোগী সহস্রস্য দাতুর্ণাশয়তে ফলম্ ॥ ৭০
ভ্রশ্যতে সৎফলাত্তস্মাদ্দাতা যস্য তু বালিশঃ।
যোবেষ্টিতশিরা ভুঙ্ক্তে যো ভুঙ্ক্তে দক্ষিণামুখঃ
সোপানৎকশ্চ যো ভুঙ্ক্তে যচ্চ দদ্যাদ্বিবকৃতম্
সর্ব্বং তদসুরেন্দ্রাণাং ব্রহ্ম ভাগমকল্পয়ৎ ॥ ৭২
শ্বানশ্চ যাতুধান্যশ্চ নাবেক্ষেরেন কথঞ্চন।
তস্মাৎ পরিবৃত্তিং দদ্যাত্তিলৈশ্চাম্ববকীরয়ন্ ॥
রাক্ষসানাং তিলাঃ প্রোক্তাঃ শুনাং পরিবৃত্তিস্তথ
দর্শনাৎ শুকরো হন্তি পক্ষবাতেন কুক্কুটঃ॥ ৭৪
রজস্বলানুস্পর্শেন ক্রুদ্ধে যশ্চ প্রযচ্ছতি।
যস্য মিত্রপ্রদেয়ানি শ্রাদ্ধানি চ হবীংষি চ ॥৭৫
ন প্রীণাতি পিতৄন দেবান স্বর্গং ন চ স গচ্ছতি
নদীতীরেষু রম্যেষু সরিৎসু চ সরঃসু চ।
বিবিক্তেষু চ প্রীয়ন্তেদত্তেনেহ পিতমহাঃ ॥ ৭৬
ন চাশ্রু পাতয়েজ্জাতু ন যুক্তো বাচমারয়েৎ।
ন চ কুর্ব্বীত ভুঞ্জানো হ্যন্যোন্যং মৎসরং তদা
অপসব্যে কৃতে তেন বিধিবদ্দর্ভপাণিনা।

কূটকারক, পিতার সহিত বিবাদকারী যাহার গৃহে উপপতি বাস করে, অভিশপ্ত, শিল্পোপজীবী, সূচক, পর্ব্বকারী, মিত্রদ্রোহী, গণযাচক, নাস্তিক, বেদ বর্জ্জিত, উন্মত্ত, ষণ্ডক, শঠ, ভ্রূণহা, গুরু তল্পগ ভিষগ্‌জীব, শ্রৈবণিক, পরস্ত্রীগামী, ব্রহ্মবিক্রয়ী, ব্রতবিক্রয়ী ও তপোবিক্রয়ী এ সকল ব্যক্তিকে ও নাস্তিক, কৃতঘ্ন, শংসক এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে দান করিলে ইহকাল বা পরকাল-কোনকালেই তাহা ফলদায়ক হয় না। এইরূপ নিক্ষেপহারী, কিতব, বেদনিন্দক, বাণিজিক, কারুক, ধর্ম্মবর্জ্জিত এবং যে ব্যক্তি কোন বস্তু ক্রয় করিবার সময় নিন্দা ও তাহা বিক্রয় করিবার সময় প্রশংসা করে, এরূপ মিথ্যাবাদী বণিক ব্যবসায়ী বিপ্র কদাচিৎ শ্রাদ্ধীয় দান গ্রহণের উপযুক্ত নহে। পৌনর্ভব দ্বিজকে শ্রাদ্ধকালে দান করিলে, তাহা ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় হয়। কোন ব্যক্তি যষ্টি, ষণ্ড ব্যক্তি শত, শ্বিত্রী যত দেখিবে এবং পাপরোগী সহস্র দাতার দান-ফল বিনষ্ট করে। মূর্খ ব্যক্তিকে দান করিলে সৎফল হইতে ভ্রষ্ট হইবে। যে ব্যক্তি বেষ্টিতশিরা, দক্ষিণমুখ ও পাদুকা পরিধায়ী, হইয়া ভোজন করে এবং যে ব্যক্তি গর্হিত দান করে, ঐ দান ভোজন ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অসুরেন্দ্রগণের ভাগ রূপে কল্পিত হয়। কুক্কুর ও রাক্ষসগণ শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যজাত কদাচ দেখিতে না পায়, ইহাদের দর্শন নিবারণের জন্যই তিল বিকিরণ করিয়া পরিবৃত্তি প্রদান করিবে ; কুক্কুর ও রাক্ষসের আবরণ যথাক্রমে পরিবৃত্তি ও তিলই প্রশস্ত। শূকর দর্শন মাত্রে শ্রাদ্ধ বিনষ্ট করে এবং কুক্কুটের পক্ষবাত মাত্রেই শ্রাদ্ধ নষ্ট হয়। ৫৯-৭৪। রজস্বলাস্পৃষ্ট হইয়া যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ প্রদান করে, যে নর ক্রুদ্ধ হইয়া মিত্র দ্বারা শ্রাদ্ধ ও হবি প্রদান করায়, ইহাদের পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করেন না এবং ইহারাও স্বর্গ গমন করে না। রম্য নদীতীর, সরিৎ, সরোবর এবং বিবিক্ত স্থানে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে পিতামহগণ প্রীত হন। শ্রাদ্ধদানে অশ্রুপাত করিবে না, শ্রাদ্ধ করিতে নিযুক্ত হইয়া মন্ত্র ভিন্ন বাক্য উচ্চারণ

পিত্র্যমানিধনং কার্য্যমেবং প্রীণাতি বৈ পিতৃন্
অনুমত্যাদিতো বিপ্রানগ্নৌ কুর্য্যাদ্‌যথাবিধি
পিতৃণাং নির্ব্বপেদ্ভূমৌ সূর্পে বা দর্ভসংস্তরে ॥
শুক্লপক্ষস্য পূর্ব্বাহ্নে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ
কৃষ্ণপক্ষেঽপরাহ্ণে তু রৌহিণং ন বিলঙ্ঘয়েৎ
এবমেতে মহাত্মানো মহাযোগা মহৌজসঃ।
সদা বৈ পিতরঃ পূজ্যা দ্রষ্টারো দেশকালয়োঃ
পিতৃভক্তিরতো নিত্যং যোগং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্
ধ্যানেন মোক্ষং গচ্ছন্তি হিত্বা কর্ম্ম শুভাশুভম্
যজ্ঞহেতোর্যদুদ্ধৃত্য মোহয়িত্বা জগত্তদা ।
গুহায়াং নিহিতং যোগং কশ্যপেন মহাত্মনা ॥৮৩
অমৃতং গুহ্যমুদ্ধৃত্য যোগং যোগবিদাংবর ।
প্রোক্তং সনৎকুমারেণ মহান্তং ধর্ম্মশাশ্বতম্ ॥
দেবানাং পরমং গুহ্যমৃষীণাঞ্চ পরায়ণম্।
পিতৃভক্ত্যা প্রযত্নেন পিতৃভক্তৈশ্চ নিত্যশঃ ॥
তচ্চ যোগং সমাসেন পিতৃভক্তশ্চ কৃৎস্নশঃ।
প্রযত্নাৎপ্রাপ্নুয়াত্তত্র সর্ব্বমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৮৬
যস্মৈ শ্রাদ্ধানি দেয়ানি যচ্চ দত্তং মহাফলম্।
যেষু বাপ্যক্ষয়ং শ্রাদ্ধং তীর্থেষু চ নদীষু চ
যেষু চ স্বর্গমাপ্নোতি তত্তে প্রোক্তং সসংগ্রহ।

বৃহস্পতিরুবাচ।

শ্রুত্বৈবং শ্রাদ্ধকল্পন্তু যোঽসূয়াং কুরুতে নরঃ
স মজ্জেন্নরকে ঘোরে নাস্তিকস্তমসাবৃতঃ ॥৮৮
মহারোগাবসাদন্তু স যঃ সংযতমানসঃ।
বেদাশ্রমান্ মুক্তচিত্তঃ কুম্ভীকানধিগচ্ছতি ॥৮৯
জিহ্বাচ্ছেদনং স্তেনমেত্য প্রাপ্নুয়ুস্তেন চৈব হ ।

সীদন্তি তে সাগরে লোষ্টভূতা
যোগদ্বিষঃ স্থাস্যন্তে যাবদুর্ব্বী ॥৯০
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধে ধর্ম্ম উদ্দিষ্ট এষ
নিত্যং কার্য্যঃ শ্রদ্দধানেন পুংসা ॥

পরিবাদো ন কর্ত্তব্যো যোগিনাঞ্চ বিশেষতঃ।
পরিবাদাৎ কৃমির্ভূত্বা তত্রৈব পরিবর্ত্ততে ॥ ৯২

করিবে না ভোজন করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে না বা পরস্পর দেখাদেখি করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে না। অপসব্য ক্রমে দর্ভপাণি শ্রাদ্ধকর্ত্তা কর্ত্তৃক নিধন কাল পর্য্যন্ত যথাবিধি পিত্র্য কর্ম্মকৃত হইলে, তাঁহার কৃত কার্য্য পিতৃগণকে প্রীণত করে। প্রথমতঃ বিপ্রগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক যথা বধি অগ্নৌকরণ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। অনন্তর পিতৃগণের ভাগ, ভূমি, সূর্প অথবা দর্ভসংস্তরে নির্ব্বপণ করিবেন। বিচক্ষণ ব্যক্তি শুক্লপক্ষের পূর্ব্বাহ্নে ও কৃষ্ণপক্ষের অপরাহ্নে শ্রাদ্ধ করিবেন। কদাচ রৌহিণ লঙ্ঘন করিবেন না। দেশকালের দ্রষ্টা, পূজনীয় মহৌজা, মহাযোগ, মহাত্মা পিতৃগণ সর্ব্বদা পূজনীয়। পিতৃভক্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা অনুত্তম যোগ প্রাপ্ত হন পিতৃগণ ধ্যানবলে শুভাশুভ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাত্মা কশ্যপ জগৎ মুগ্ধ করত যজ্ঞের নিমিত্ত যাহা উদ্ধার করিয়া গুহায় নিহিত করেন, সেই অমৃতময় শাশ্বত মহান্ গুহ্য যোগ উদ্ধারপূর্ব্বক সনৎকুমার তাহা কীর্ত্তন করেন। অনন্তর দেবগণের পরম গুহ্য ও ঋষি দিগের আশ্রয়ণীয় ঐ যোগ পিতৃভক্তগণ পিতৃভক্তি প্রভাবে অতি যত্নের ফলে প্রাপ্ত হন; সংশয় নাই। যাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান করিতে হয়, যাহা প্রদান করিলে মহাফল হয়, যে সকল নদী ও তীর্থে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে অক্ষয় হয় এবং যেখানে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, তৎসমস্ত তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। এইরূপ শ্রাদ্ধকল্প শ্রবণ করিয়া যে নর অসূয়া করে, ঐ নাস্তিক ব্যক্তি ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া দারুণ নরকে নিমজ্জিত হয়। ৭৫-৮৮। সংযতমানস ব্যক্তি মহারোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করে, আর যে ব্যক্তি বেদাশ্রমভ্রষ্ট, সে কুম্ভীপাক নরক, জিহ্বাচ্ছেদ এবং চৌর্য্যফল প্রাপ্ত হয় যাহারা যোগদ্বেষী, তাহারা যাবৎ পৃথিবী সাগরে লোষ্টভূত হইয়া বাস করে অতএব শ্রদ্ধাবান্ হইয়া পুরুষ এই শ্রাদ্ধোদ্দিষ্ট ধর্ম্ম নিত্য পালন করিবে। কদাচ যোগিজনের পরিবাদ করিবে না, যাহার

যোগং পরিবদেদ্‌যস্তু ধ্যানিনাং মোক্ষকারণম্।
স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং শ্রোতা যশ্চ ন সংশয়ঃ ॥
আবৃতং তমসা সর্ব্বং নরকং ঘোরদর্শনম্
যোগীশ্বরপরীবাদান্নিশ্চয়ং যাতি মানবঃ ॥ ৯৪
যোগেশ্বরাণামাক্রোশং শৃণুয়াদ্‌যো হতাত্মনাম্
স হি কালং চিরং মজ্জেৎ কুম্ভীপাকে ন সংশয়ঃ
মনসা কর্ম্মণা বাচা দ্বেষং যোগিষু বর্জ্জয়েৎ
প্রেত্যান্যং তৎফলং ভুঙ্‌ক্তে ইহ চৈব ন সংশয়ঃ
ন পারগো বিন্দতি পারমাত্মন
ত্রিলোকমধ্যে চরতি স্বকর্ম্মভিঃ।
ঋচো যজুঃ সাম তদঙ্গপারগো
বিকারমেবং হ্যনবাপ্য সীদতি ॥৯৬
বিকারপারঃ প্রকৃতেশ্চ পারগ-
স্ত্রয়ীগুণানাং ত্রিগুণান্তপারগঃ।
তত্ত্বং চতুর্ব্বিংশতিযোগপারগঃ
স পারগো হ্যত্র্যনান্তপারগঃ ॥ ৯৭
কৃৎস্নং যথা তত্ত্ব বিসর্গমাত্মন
তথৈব ভূয়ঃ প্রলয়ং সনাতনঃ।
প্রত্যাহরেদ্‌যোগবলেন যোগবিৎ
স সর্ব্বপারক্রমযানগোচরঃ ॥ ৯৮
বেদস্য বেদিতা যো বৈ বেদ্যং বিন্দতি যোগবি
তং বৈ বেদবিদং প্রাহুস্তং প্রাহুর্ব্বেদপারগম্ ॥
বেদ্যঞ্চ বেদিতব্যঞ্চ বিদিত্বা বৈ যথাবিধি।
এবং বেদবিদং প্রাহুস্ততোঽন্যো বেদচিন্তকঃ ॥
যজ্ঞান্ বেদাংস্তথা কামান্ জ্ঞানানি বিবিধানি চ
প্রাপ্নোত্যায়ুঃ প্রজাশ্চৈব পিতৃভক্তো ধনানি চ
শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধকল্পং বৈ যস্ত্বিমং নিয়তং পঠেৎ
সর্ব্বাণ্যেতান্যবাপ্নোতি তীর্থে দানফলানি চ ॥
স পঙ্‌ক্তিপাবনশ্চৈব দ্বিজানামগ্রভুগ্‌ভবেৎ ॥
অধ্যাপ্য বা দ্বিজান্ সর্ব্বান্ সর্ব্বান্ কামান
বাপ্নুয়াৎ ॥ ১০

যোগিজনের পরিবাদ করে, তাহারা কৃমি হইয়া যাবজ্জীবন কৃমিযোনিতে বাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যোগিজনের মোক্ষকারণ যোগের পরিবাদ করে, সে ঘোর নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি এই পরিবাদ শ্রবণ করে তাহারও ঐ গতি জানিবে। মানব যোগীশ্বরগণের পরিবাদ করিলে ঘোরদর্শন তমসাচ্ছন্ন নরককুণ্ডে পতিত হয়। মহাত্মা যোগেশ্বরগণের প্রতি আক্রোশ বাক্য প্রয়োগ করিতে যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, সেও কুম্ভীপাক নরকে গমন করে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। কায়মনোবাক্যে যোগী জনে দ্বেষ পরিত্যাগ করিলে মানব তদুপযুক্ত ফল অবশ্যই লাভ করিবে। যিনি যোগপারবর্ত্তী নহেন, তিনি পরমাত্মপদ লাভ করিতে না পারিয়া স্বকর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত ইহলোকে পুনঃপুনঃ বিচরণ করেন এবং যিনি ঋক্ যজুঃ সাম ও তদঙ্গের পারে গমন করিয়াছেন, তিনি ঐ প্রকার আবৃত্তিরূপ বিকার প্রাপ্ত না হইয়া পরমানন্দে অবস্থান করেন। যিনি বিকৃতি ও প্রকৃতির পারে গমন করিয়াছেন, আর যিনি ত্রিগুণ পারগামী তিনিই ত্রিগুণাতীত ঈশ্বরস্বরূপ। যিনি যোগ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বের পারগামী, তিনিই জন্ম-মরণের পরবর্ত্তী হইয়া থাকেন। যোগী যখন যোগবলে নিখিল তত্ত্বকে বিসর্জ্জন দেন, তখনই তাঁহার আত্মপ্রলয় সম্ঘটিত হয় এইরূপে যোগবিৎ যোগী যোগবলে সর্ব্বোপরি যাঁহার গতি, সেই পরম পুরুষের গোচরীভূত হইয়া থাকেন অর্থাৎ যোগী যোগবলম্বনে দেহ ত্যাগ করিয়া আত্মসারূপ্য লাভ করেন। যে যোগবিৎ বেদাধ্যয়ন করিয়া বেদ-বেদ্য পরম পুরুষকে লাভ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ বেদবিৎ এবং তাঁহাকেই বেদপরায়ণ বলা হয়। যিনি বেদ-প্রতিপাদ্য বস্তু অবগত হইতে পারেন, তিনিই বেদবিৎ; অপর বেদচিন্তক মাত্র। ৮৯-১০০। পিতৃভক্ত জন যজ্ঞ, বেদ, কাম, বিবিধ বিষয়জ্ঞান, আয়ু ও ধন প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবার সময় এই শ্রাদ্ধকল্প পাঠ করে, সে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত তীর্থশ্রাদ্ধের ফল প্রাপ্ত হয়। এবং পঙ্‌ক্তি পাবন হইয়া দ্বিজগণের

যশ্চৈব শৃণুয়ান্নিত্যামানন্ত্যং স্বর্গমশ্নুতে।
অনসূয়ো জিতক্রোধো লোভমোহবিবর্জ্জিতঃ
তীর্থনাঞ্চ ফলং কৃৎস্নং দানাদীনাং তথৈব চ ॥
মোক্ষোপায়ো হ্যয়ং শ্রেষ্ঠঃ স্বর্গোপায়ো হ্যয়ং পরঃ
ইহ চাপি পরা তুষ্টিস্তস্মাৎ কুর্ব্বীত যত্নতঃ ॥ ১০৫

ইমং বিধিং যো হি পঠেদতন্দ্রিতঃ
সমাহিতঃ সংসদি পর্ব্বসন্ধিষু
অপত্যভাগ্‌ভবতি পরেণ তেজসা
দিবৌকসাং স ব্রজতে সলোকতাম্ ॥

যেন প্রোক্তস্ত্বয়ং কল্পো নমস্তস্মৈ স্বয়ম্ভুবে।
মহাযোগেশ্বরেভ্যশ্চ সদা চ প্রণতো হ্যহম্ ॥১০৭
ইত্যেতে পিতরস্তাত দেবানামপি দেবতাঃ.
সপ্তস্বেতেষু তে নিত্যং স্থানেষু পিতরোহব্যয়াঃ
প্রজাপতিসুতা হ্যেতে সর্ব্বে চৈব মহাত্মনঃ
আদ্যো গণস্তু যোগানাংস নিত্যো যোগবর্দ্ধনঃ
দ্বিতীয়ো দেবতানাঞ্চ তৃতীয়ো দেবতারিণাম্
শেষাস্তু বর্ণিনাং জ্ঞেয়া ইতি সর্ব্বে প্রকীর্ত্তিতাঃ
দেবাস্ত্বেতান্ যজন্তে বৈ সর্ব্বেষ্ববস্থিতাঃ।
আশ্রমাস্তু যজন্ত্যেতাংশ্চত্বারস্তু যথাক্রমম্ ॥ ১১১
বর্ণাশ্চাপি যজন্তেতাংশ্চত্বারস্তু যথাবিধি।
তথা সঙ্করজাতাশ্চ ম্লেচ্ছাশ্চৈব যজন্তি বৈ ॥১১২
পিতৄংশ্চ যো যজেদ্ভক্ত্যা পিতরঃ পূজয়ন্তি তম্
পিতরঃ পুষ্টিকামস্য প্রজাকামস্য বা পুনঃ।
পুষ্টিং প্রজাশ্চ স্বর্গঞ্চ প্রযচ্ছন্তি পিতামহাঃ ॥ ১১৩
দেবকার্য্যাদপি সূনোঃ পিতৃকার্য্যং বিশিষ্যতে
দেবতানাং হি পিতরঃ পূর্ব্বমাপ্যায়নং স্বয়ম্ ॥
ন হি যোগগতিঃ সূক্ষ্মা পিতৃণাঞ্চ পরা গতিঃ।
তপসা বিপ্রকৃষ্টেন দৃশ্যতে মাংসচক্ষুষা ॥ ১১৫
সর্ব্বেষাং রাজতং পাত্রমথবা রজতান্বিতম্।
পাবনং হ্যুত্তমং প্রোক্তং দেবানাং পিতৃভিঃ সহ
যেষাং নাস্যন্তি পিণ্ডংস্ত্রীন্ বান্ধবা নামগোত্রতঃ

অগ্রভুক্ ও দ্বিজগণকে অধ্যাপন করিয়া সর্ব্বকাম লাভ করে। যে ব্যক্তি অনসূয়, জিতক্রোধ লোভ-মোহ-বিবর্জ্জিত হইয়া এই শ্রাদ্ধকল্প নিত্য শ্রবণ করে, তাহার স্বর্গ লাভ হয়, এবং সে তীর্থ ও যাবতীয় দানাদির ফল প্রাপ্ত হয়। এই শ্রাদ্ধকল্প শ্রেষ্ঠ মোক্ষোপায় ও পরম স্বর্গোপায়; ইহাতে ইহকালে পরম তুষ্টি লাভ হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সকলের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। পর্ব্বসন্ধিকালে সমাহিত হইয়া যে ব্যক্তি অতন্দ্রিত ভাবে এই বিধি পাঠ করে, সে পরম তেজস্বী অপত্য লাভ করে। এবং অন্তে দেব-সালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যিনি এই বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই স্বয়ম্ভুকে এবং মহাযোগেশ্বরগণকে আমি নমস্কার করি। হে তাত! এই পিতৃগণ দেবতাদিগেরও দেবতা, তাঁহাদের নির্দিষ্ট সপ্তলোকে তাঁহারা অব্যয়রূপে নিত্য বিরাজিত। এই মহাত্মা পিতৃগণ সকলেই প্রজাপতিসুত; ইহাঁদের আদ্যগণ যোগ সম্বন্ধীয়, এজন্য ইহাঁরা নিত্যই যোগবর্দ্ধন। দ্বিতীয়গণ দেবতাদিগের, তৃতীয়গণ দেবারিদিগের এবং শেষগণ বর্ণীদিগের বলিয়া কীর্ত্তিত। এই পিতৃগণের সমীপে থাকিয়া দেবগণ ইহাঁদিগের পূজা করেন। এইরূপে আশ্রমবাসী সকল, চারিবর্ণ, সঙ্কর জাতি এবং ম্লেচ্ছগণও ইহাঁদিগের পূজা করে। যাহারা ভক্তি সহকারে পিতৃগণের পূজা করে, পিতৃগণও তাহাদিগের পূজা করিয়া থাকেন। পিতৃপিতামহগণ পুষ্টিকামী ও প্রজাকামী ব্যক্তিদিগকে পুষ্টি, প্রজা ও স্বর্গ প্রদান করিয়া থাকেন। ১০১-১১৩। দেবকার্য্য অপেক্ষা পুত্রের পিতৃকার্য্যগরীয়ান্। দেবতাগণের পূর্ব্বে পিতৃগণের আপ্যায়ণ কথিত হইয়াছে। পিতৃগণের পরম সূক্ষ্মা যোগগতি উৎকৃষ্ট তপঃপ্রভাব না থাকিলে মাংসচক্ষুর বিষয়ীভূত নহে। দেব ও পিতৃগণের রাজত পাত্র এবং নূন্যকল্পে রজতান্বিত পাত্রও পরম পবিত্র উত্তম বলিয়া কথিত। বান্ধবগণ নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া দেবগণের সহিত পিতৃগণকে কুশাবৃতা ভূমিতে অপসব্য বিধানে পিণ্ড প্রদান করবে। প্রদেয় পিণ্ড সর্ব্বত্র স্থিত পিতৃগণকে প্রীণিত করে মানব গণ

ভূমৌ কুশোত্তরায়াঞ্চ অপসব্যবিধানতঃ ॥১১৭
সর্ব্বত্র বর্ত্তমানাংস্তে পিত্রাঃ প্রীণন্তি বৈ পিতৃন
যদাহারো ভবেজ্জন্তুরাহারঃ সোঽস্য জায়তে
যথা গোষ্ঠে প্রনষ্টাং বৈ বৎসো বিন্দতি মাতরম্
তথা তং নয়তে মন্ত্রো জন্তুর্যত্রাবতিষ্ঠতে ॥১১৯
নাম গোত্রঞ্চ মন্ত্রশ্চ দত্তমন্নং নয়ন্তি তম্।
অপি যোনিশতং প্রাপ্তাংস্তৃপ্তিস্তাননুগচ্ছতি ॥১২০
এবমেষা স্থিতা সংস্থা ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
পিতৃণামাদিসর্গশ্চ লোকানামক্ষয়ার্থিনাম্ ॥১২১
ইত্যেতে পিতরো দেবা দেবাশ্চ পিতরঃ পুনঃ
দৌহিত্রা যাজমানাশ্চ প্রোক্তাশ্চৈব ময়ানঘাঃ ॥
লোকা দুহিতরশ্চৈব দৌহিত্রাশ্চ সুতাস্তথা।
দানানি সহ শৌচেন তীর্থানি চ ফলানি চ ॥
অক্ষয়ত্বং দ্বিজাশ্চৈব যাযাবরবিধিস্তথা।
প্রোক্তং সর্ব্বং যথান্যায়ং যথা ব্রহ্মাব্রবীৎ পুরা
ইত্যেতদঙ্গিরাঃ প্রাহ ঋষীণাং শৃণ্বতাং তদা।
পৃষ্টস্তু সংশয়ং সর্ব্বং পিতৃণাং প্রাহ সংসদি ॥
সত্রে বৈ বিততে পূর্ব্বং তদা বর্ষসহস্রিকে।
যস্মিন্ গৃহপতির্হ্যাসীদ্‌ব্রহ্মা বৈ দেবতা প্রভুঃ
সংবৎসরশতান্ পঞ্চ তত্রোপেতা ইতি শ্রুতিঃ
শ্লোকাশ্চাত্র পুরা গীতা ঋষিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥
দীক্ষিতস্য তদা সত্রে ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
তত্রৈব জাতমগ্র্যং পিতৃণামক্ষয়ার্থিনাম্।
লোকানাঞ্চ হিতার্থায় ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ॥১২৮

সূত উবাচ।

এবং বৃহস্পতিঃ পূর্ব্বং পৃষ্টঃ পুত্রেণ ধীমতা।
প্রোবাচ পিতৃবংশন্তু যত্তদ্বৈ সমুদাহৃতম্।
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি বরুণস্য নিবোধত ॥১২৯

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শ্রাদ্ধকল্পে
ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

যাহা ভোজন করে, পিতৃগণও তাহাই ভোজন করিয়া থাকেন। বৎস গোষ্ঠে যেমন স্বীয় অদৃষ্ট মাতার নিকট যাইয়া উপস্থিত হয়, তেমনি মন্ত্রপ্রভাবে প্রদত্ত পিণ্ডও তাঁহাদের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। নাম, গোত্র ও মন্ত্র পিতৃগণের অন্ন বহন করে। পিতৃগণ শত শত যোনি প্রাপ্ত হইলেও তৃপ্তি তাঁহাদের অনুগমন করিয়া থাকে। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অক্ষয়ার্থী লোকদিগের জন্যই ভগবান ব্রহ্মা পিতৃগণের আদি সৃষ্টি সঙ্কলন করিয়াছেন। এই পিতৃগণ দেবতাস্বরূপ, এবং দেবগণ পিতৃগণ স্বরূপ। হে অনঘ! পিতৃগণের দৌহিত্র গণই তাঁহাদের যজমান বলিয়া কথিত। এই লোক সকল তাঁহাদের দুহিতা, দৌহিত্র ও পুত্র। দান, শৌচ, তীর্থফল, অক্ষয়ত্ব, দ্বিজত্ব ও যাযাবরত্ব প্রভৃতি বিষয়ক সকল কথাই-ব্রহ্মা যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা আমি কীর্ত্তন করিলাম। অঙ্গির পৃষ্ট হইয়া শ্রোতা ঋষিগণকে এই পিতৃগণের বার্ত্তা বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে সহস্র বর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ হয়। ঐ যজ্ঞে ভগবান্ ব্রহ্মা গৃহপতি হইয়া পঞ্চশতবৎসর দেবগণের উপর প্রভুত্ব করেন। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ এ বিষয়ে কতিপয় শ্লোক পাঠ করেন যে, সত্রে দীক্ষিত মহাত্মা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা হইতে অক্ষয়ার্থী পিতৃগণের এই অতি উত্তম জন্ম হয়। সূত বলিলেন,-পূর্ব্বে ভগবান্ বৃহস্পতি ধীমান্ পুত্র কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয় যে প্রকারে পিতৃবংশ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমিও অবিকল সেইরূপই কীর্ত্তন করিলাম; অতঃপর বরুণের বংশ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ১১৪-১২৯।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৩।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয়শ্চৈবমুক্তাস্ত পরং হর্ষমুপাগতাঃ ।
পরং অপ্রুবতো ভূয়ঃ পপ্রচ্ছুস্তদনন্তরম্ ॥ ১

ঋষয় উচুঃ ।

বংশানামানুপূর্ব্বেণ রাজ্ঞাং চামিততেজসাম্
স্থিতিং চৈবাং প্রভাবঞ্চ ব্রূহি নঃ পরিপৃচ্ছতাম্
এবমুক্তস্ততঃ সূতস্তথাসৌ লোমহর্ষনঃ ।
শুশ্রূষামুত্তরাখ্যানে ঋষীণাং বাক্যকোবিদঃ
আখ্যানকুশলো ভূঃ পরং বাক্যমুবাচ হ ॥ ৩

সূত উবাচ ।

ব্রুবতো মে নিবোধধ্ব ঋষিরাহ যথা মম ॥ ৪
বংশানামানুপূর্ব্বেণ রাজ্ঞাং চামিততেজসাম্ ।
স্থিতিং চৈবাং প্রভাবঞ্চ ব্রুবতো মে নিবোধত
বরুণস্য পত্নী সামুদ্রী সূনাদেবীত্যুদাহৃতা
তস্যাঃ পুত্রো কলির্বৈদ্যঃ সুতাচ সুরসুন্দরী ॥ ৬
কলিপুত্রৌ মহাবীর্য্যৌ জয়শ্চ বিজয়শ্চ হ ।
বৈদ্যপুত্রৌ ঘৃণিশ্চৈব মুনিশ্চৈব মহাবলৌ ॥ ৭
প্রজানামত্তুকামানামন্যোন্যস্য প্রভক্ষিণৌ
ভক্ষয়িত্বা তাবন্যোন্যং বিনাশং সমবাপতুঃ ॥ ৮
কলিঃ সূনায়াং সঞ্জজ্ঞে তস্য পুত্রো মদঃ স্মৃতঃ
স্বস্ত্রী হিংসা কলের্ভার্য্যা জ্যেষ্ঠা যা নিকৃতিঃ স্মৃতা ॥ ৯
তস্যৃতান্যান্ কলেঃ পুত্রাংশ্চতুরঃ পুরুষাদকান্
নাকং বিঘ্নঞ্চ বিখ্যাতং সঙ্কমং বিধমং তথা ॥
অশিরস্কস্তয়োর্বিঘ্নে নাকশ্চৈবাশরীরবান্ ।
সঙ্কমশ্চৈহস্তোঽভূদ্বিধমশ্চৈকপাৎ স্মৃতঃ ॥ ১১
সঙ্কমস্য তথা পত্নী তামসী পূতনা স্মৃতা
রেবতী বিধমস্যাপি তয়োঃ পুত্রাঃ সহস্রশঃ ॥ ১২
নাকস্য শকুনিঃ পত্নী বিঘ্নস্য চ অয়োমুখী ।
রাক্ষসাস্ত মহাবীর্য্যাঃ সন্ধ্যাদ্বয়বিচারিণঃ ॥ ১৩
রেবতীপূতনাপুত্রা নৈর্ঋতা নামতঃ স্মৃতাঃ ।
গ্রহাস্তে রাক্ষসাঃ সর্ব্বে বালানান্ত বিশেষতঃ ।
স্কন্দস্তেষামধিপতির্ব্রহ্মণোঽনুমতে প্রভুঃ ॥ ১৪
বৃহস্পতের্যা ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মচারিণী ।

চতুরশীতিতম অধ্যায়

ঋষিগণ এই প্রস্তাব শ্রবণে পরম হৃষ্ট হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূত ! অমিততেজা রাজাদিগের বংশানুক্রম, স্থিতি ও প্রভাব কীর্ত্তন করুন। আমরা তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। আখ্যানাভিজ্ঞ বক্তৃতাকুশল লোমহর্ষন সূত, -তপ্রবৃত্ত মুনিগণের এই কথা শ্রবণে কৌতূহল নিবারণার্থ পুনরায় বলিতে লাগিলেন। সূত কহিলেন,-হে মুনিগণ ! আপনারা শ্রবণ করুন ; মহর্ষি ব্যাসদেব আমাকে যেরূপ উপদেশ করিয়াছেন ; অমিততেজা রাজাগণের বংশ, স্থিতি ও প্রভাব আমি তদনুরূপ বর্ণন করিতেছি, আপনারা অবধান করুন। বরুণের পত্নী সামুদ্রী দেবী সূনা দেবী নামে প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁহার কলি ও বৈদ্য নামে দুই পুত্র এবং সুরসুন্দরী নাম্নী একটি কন্যা জন্মে। কলির মহাবীর্য্য জয় ও বিজয় নামে দুই পুত্র এবং বৈদ্যের মহাবল ঘৃণি ও মুনি নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। প্রজা-ভক্ষণ-মানসে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সূনার সন্তান কলির কনিষ্ঠ ভার্য্যা বিশ্বকর্ম্মতনয়া হিংসা হইতে মদ নামক পুত্র জন্মে। কলির প্রথমা ভার্য্যা নিকৃতি- নাক, বিঘ্ন, সঙ্কম ও বিধমনামক রাক্ষস প্রকৃতি চারি পুত্র প্রসব করেন। ইহাদিগের মধ্যে বিঘ্ন মস্তকহীন, নাক শরীর শূন্য সঙ্কম একহস্ত এবং বিধম একপাদ বিশিষ্ট। সঙ্কমের পত্নী তামসী পূতনা, এবং বিধমের পত্নী রেবতী। ইহাদিগের সহস্র সহস্র পুত্র সমুৎপন্ন হয় ১-১২। নাকের পত্নী শকুনি, বিঘ্নের পত্নী অয়োমুখী। সন্ধ্যাদ্বয়ে বিচরণকারী মহাবীর্য্য নৈঋত নামে প্রসিদ্ধ রাক্ষসগণ, তামসী পূতনা ও রেবতীর সন্তান। ইহারা সকলেই বালগ্রহ। ব্রহ্মার অনুমতি অনুসারে প্রভু স্কন্দ, ইহাদিগের অধিপতি হইয়াছেন যোগসিদ্ধা, অসক্তভাবে সমগ্র জগৎ পর্য্যটন কারিণী,

যোগসিদ্ধা জগৎকৃৎস্নমসক্তা চরতে সদা ॥ ১৫
প্রভাসস্য তু সা ভার্য্যা বসুনামষ্টমস্য তু।
বিশ্বকর্ম্মা সুতস্তস্যা জাতঃ শিল্পিপ্রজাপতিঃ ॥
ত্বষ্টা বিরাজো রূপাণাং ধর্ম্মপৌত্র উদারধীঃ।
কর্ত্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বাস্তুকৃৎ ॥ ১৭
যঃ সর্ব্বেষাং বিমানানি দেবতানাঞ্চকার হ।
মানুষাশ্চোপজীবন্তি যস্য শিল্পং মহাত্মনঃ ॥ ১৮
প্রহ্লাদী বিশ্রুতা তস্য ত্বষ্টুঃ পত্নী বিরোচনা।
বিরোচনস্য ভগিনী মাতা ত্রিশিরসশ্চ সা ॥ ১৯
দেবাচার্য্যস্য মহতো বিশ্বকর্ম্মস্য ধীমতঃ।
বিশ্বকর্ম্মাত্মজশ্চৈব বিশ্বকর্ম্মা ময়ঃ স্মৃতঃ ॥ ২০
সুরেণুরিতি বিখ্যাতা স্বসা তস্য যবীয়সী।
সা সবিতুর্ভার্য্যা পুনঃ সংজ্ঞেতি বিশ্রুতা ॥২১
অসূত তপসা সা তু মনুং জ্যেষ্ঠং বিবস্বতঃ।
যমৌ পুনরসূতাসৌ যমঞ্চ যমুনাঞ্চ হ ॥ ২২
সা তু গত্বা কুরূন্ দেবী বড়বারূপধারিণী।
সবিতুশ্চাশ্বরূপস্য নাসিকাভ্যাঞ্চ তৌ স্মৃতৌ
অসূত সা মহাভাগা ত্বন্তরীক্ষেঽশ্বিনৌ কিল
নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ মার্ত্তণ্ডস্যাত্মজাবুভৌ ॥ ২৪

ঋষয় উচুঃ

কস্মান্মার্ত্তণ্ড ইত্যেষ বিবস্বানুচ্যতে বুধৈঃ।
কিমর্থং সাশ্বরূপা বৈ নাসিকাভ্যামসূয়ত।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামস্তত্ত্বং বিব্রূহি পৃচ্ছতাম্ ॥ ২৫

সূত উবাচ।

চিরোৎপন্নমতির্ভিন্নমণ্ডং ত্বষ্টা বিদারিতম্।
দৃষ্ট্বা গর্ভবধাদ্ভীতঃ কশ্যপো দুঃখিতোঽভবৎ ॥
অণ্ডে দ্বিধাকৃতে ত্বণ্ডং দৃষ্ট্বা ত্বষ্টারমব্রবীৎ।
নৈতদণ্ডং ভবান্ন নং মার্ত্তণ্ডস্ত্বং ভবানঘ ॥ ২৭
ন খল্বয়ং মৃতোঽণ্ডস্থ ইতি স্নেহাৎ পিতাব্রবীৎ
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা নাদাম্বর্ধমুপাহরৎ ॥ ২৮
বন্মার্ত্তণ্ডো ভবেত্যুক্তঃ পিত্রাণ্ডে বৈ দ্বিধাকৃতে
তস্মাদ্বিবস্বান্মার্ত্তণ্ডঃ পুরাণজ্ঞৈর্বিভাষ্যতে ॥ ২৯
ততঃ প্রজাঃ প্রবক্ষ্যামি মার্তণ্ডস্য বিবস্বতঃ ॥
বিজজ্ঞে সবিতুঃ সংজ্ঞাভার্য্যায়াং তু প্রয়ং পুরা

ব্রহ্মচারিণী, বররমণী, বৃহস্পতিভগিনী-প্রভাসাখ্য অষ্টম বসুর পত্নী। শিল্পি প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা তাঁহারই পুত্র। ধর্ম্মপৌত্র উদারবুদ্ধি ত্বষ্টা, দেবগণের বাস্তু নির্ম্মাণ ও সহস্র সহস্র শিল্প উদ্ভাবন করেন। তিনিই দেবগণের বিমান সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই মহাত্মার শিল্পসমস্ত, মানুষগণেরও উপজীব্য ত্বষ্টার পত্নী,-প্রহ্লাদনন্দিনী বিরোচনভগিনী বিরোচনা। ত্রিশিরা অসুর ইহার পুত্র। ধীমান্ মহাত্মা বিশ্বকর্ম্মা, দেবগণের শিল্পাচার্য্য ছিলেন। তৎপুত্র ময়ও বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া প্রখ্যাত হয়েন। ময়ের কণিষ্ঠা ভগিনী, সুরেণু নাম্নী ত্বষ্টনন্দিনী, সবিতার ভার্য্যাত্বলাভান্তে সংজ্ঞা নামে বিখ্যাত হয়েন। তিনি তপঃপ্রভাবে সবিতা হইতে মনুকে ও যমজ যম ও যমুনাকে প্রসব করেন। পরে তিনি অশ্বিরূপে উত্তর কুরুদেশে যাইয়া তপশ্চরণে নিযুক্ত হন। তখন অশ্বরূপী সূর্য্যদেবের সংসর্গে তদীয় নাসিকা দ্বয় হইতে অন্তরীক্ষে কুমারদ্বয় সমুৎপন্ন হয়। তাহারা নাসত্য ও দস্র নামে প্রসিদ্ধ। ১৩-২৪। ঋষিগণ কহিলেন, বুধগণ বিবস্বান্‌কে মার্ত্তণ্ড বলেন কেন? সেই সংজ্ঞাই বা অশ্বরূপে নাসিকা দ্বারা প্রসব করিলেন কেন? তাহা জানিতে বাসনা করি। আপনি সেই তত্ত্বকথা বিবৃত করুন। সূত কহিলেন,- প্রথমে সূর্য্যদেব একটি অণ্ডাকারে প্রসূত হয়েন; পরে দীর্ঘকালেও সেই অণ্ড স্ফুটিত হইল না দেখিয়া ত্বষ্টা তাহা ভগ্ন করিলেন, তদ্দর্শনে গর্ভবধভয়ে কশ্যপ দুঃখিত হইলেন এবং অণ্ডমধ্যগত মার্ত্তণ্ডকে স্নেহবশে কহিলেন, এ অণ্ড মরে নাই। বৎস! তুমি আর অণ্ড নও, তুমি মার্ত্তণ্ড হইলে। তাঁহার এই বাক্যেই মার্ত্তণ্ড নামের সার্থকতা প্রতিপাদিত হইল। অণ্ড দ্বিধাকৃত হইলে পিতা কশ্যপ তুমি মার্ত্তণ্ড হইলে বলায় বিবস্বান্ মার্ত্তণ্ড নামে পুরাণজ্ঞসমাজে খ্যাতি প্রাপ্ত হয়েন। অতঃপর বিবস্বান্ মার্ত্তণ্ডের সন্তান বর্ণন করিতেছি। পুরাকালে বিবস্বানের

মনুর্যবীয়ান্ সাবর্ণিং সংজ্ঞায়াঞ্চ তথাশ্বিনৌ।
শনৈশ্চরশ্চ সপ্তৈতে মার্তণ্ডস্যাত্মজাঃ স্মৃতাঃ ॥
বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে দাক্ষায়ণ্যাং মহাযশাঃ।
তস্য ভার্য্যাভবত্ত্বাষ্ট্রী মহাদেবী বিবস্বতঃ।
সুরেণুরিতি বিখ্যাতা পুনঃ সংজ্ঞেতি বিশ্রুতা ॥
সা তু ভার্য্যা ভগবতো মার্তণ্ডস্যাতিতেজসঃ।
নাতুষ্যত্তর্দ্রূপেন রূপযৌবনশালিনী ॥ ৩৩
আদিত্যস্য হি তদ্রূপং মার্তণ্ডস্য হি তেজসা।
গাত্রেষু প্রতিরুদ্ধং বৈ নাতিকান্তমিবাভবৎ ॥৩৪
ন খল্বয়ং মৃতো হ্যণ্ডে ইতি স্নেহাত্তমব্রবীৎ।
অজ্ঞানঃ কশ্যপঃ স্নেহান্মার্তণ্ড ইতি চোচ্যতে ॥
তেজস্ত্বত্যধিকং তস্য নিত্যমেব বিবস্বতঃ।
তমাপি তাপয়ামাস ত্রীঁল্লোকান্ কশ্যপাত্মজঃ
ত্রীণ্যপত্যানি সংজ্ঞায়াং জনয়ামাস বৈ রবিঃ।
দ্বৌ সুতৌ তু মহাবীর্য্যৌ কন্যাং কালিন্দিমেব চ
মনুর্বিবস্বতো জ্যেষ্ঠঃ শ্রাদ্ধদেবঃ প্রজাপতিঃ

ততো যমো যমী চৈব যমজৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ৩৮
শ্যামবর্ণং তু তদ্রূপং দৃষ্ট্বা সংজ্ঞা বিবস্বতঃ।
অসহন্তী স্বকাং ছায়াং সবর্ণাং নির্মমে পুনঃ ॥ ৩৯
মহীময়ী তু সা নারী তস্যাশ্ছায়াসমুদ্ভবা
প্রাঞ্জলিঃ প্রযতা ভূত্বা পুনঃ সংজ্ঞামভাষত ॥ ৪০
ব্রূহি কিং ময়া কার্য্যং সা সংজ্ঞা তামথাব্রবীৎ
অহং যাস্যামি ভদ্রন্তে স্বমেব ভবনং পিতুঃ ॥ ৪১
ত্বয়েহ ভবনে মহ্যং বস্তব্যং নির্ব্বিশঙ্কয়া।
ইমৌ চ বালকৌ মহ্যং কন্যা চ বরবর্ণিনী ॥ ৪২
ভর্ত্রে বৈ নৈবমাখ্যেয়মিদং ভগবতে ত্বয়া।
এবমুক্তাব্রবীৎ সংজ্ঞাং সংজ্ঞা যা পার্থিবী তু সা
আ কেশগ্রহণাদ্দেবি আশয়ং নৈব কর্হিচিৎ।
আখ্যাস্যামি মতং তুভ্যং গচ্ছ দেবি যথালয়ম।
সমাধায় চ তাং সংজ্ঞা তথেত্যুক্তা তয়া চ সা ॥
ত্বষ্টুঃ সমীপমগমদ্ব্রীড়িতেব তপস্বিনী ॥ ৪৫
পিতা তামাগতাং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধঃ সংজ্ঞামথাব্রবীৎ
ভর্তুঃ সমীপং গচ্ছ ত্বং মা জগুপ্স দিবাকরম্ ॥

সংজ্ঞানাম্নী ভার্য্যায় তিনটি পুত্র জন্মে। পরে মনু, সাবার্ন শনৈশ্বর, অশ্বিনীকুমারাদি সপ্ত পুত্র সম্ভূত হয়। বিবস্বান্ কশ্যপ হইতে দাক্ষায়ণীগর্ভে জন্ম লাভ করেন তদীয় ভার্য্যা ত্বষ্টনন্দিনী মহাদেবী সুরেণু নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহারই আবার সংজ্ঞা নামে খ্যাতি হয় ২৫-৩২। রূপযৌবনশালিনী সংজ্ঞা দেবী অতিতেজা মার্তণ্ডের রূপে পরিতুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। মার্তণ্ডের গাত্রসংসর্গে তিনি ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন। মার্তণ্ডের জন্মকালে কশ্যপ মুনি স্নেহবশে 'এ অণ্ডটি মরে নাই' এই কথা বলিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার মার্তণ্ড নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কশ্যপনন্দন মার্তণ্ড অত্যন্ত তেজস্বী বলিয়া ত্রিলোকের সন্তাপ জন্মাইতেন। তিনি সংজ্ঞার গর্ভে দুইটি মহাবল পুত্র ও একটি কন্যা উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে সুজ্যেষ্ঠ এবং শ্রাদ্ধদেব প্রজাপতি কনিষ্ঠপুত্র। কন্যার নাম কালিন্দী। তারপর যম ও যমী নামে জমজ কন্যাপুত্র জন্মে; সংজ্ঞা দেবী বিবস্বানের অত্যুজ্জল তেজঃসহনে অসমর্থা হইয়া আত্মানুরূপা ছায়া মূর্তি নির্ম্মাণ করিলেন ছায়া সমুদ্ভূতা সেই মৃন্ময়ী মূর্ত্তি তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া সংজ্ঞাকে কহিল, -আমি কি করিব? আদেশ করুন। সংজ্ঞা কহিলেন, - তোমার মঙ্গল হউক ; আমি আমার পিত্রালয়ে যাইব ; তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে এ ভবনে বাস কর, আমার এই বালকদ্বয় এবং যশস্বিনী কন্যাকে যত্নে প্রতিপালন করিবে। আর এ বৃত্তান্ত ভর্ত্তার নিকট প্রকাশ করিও না ছায়া দেবী এই কথা শুনিয়া কহিলেন, -দেবী! আমার কেশগ্রহণের পূর্ব্ব পর্যন্ত আমি এ বৃত্তান্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না আপনি নিজ ভবনে প্রস্থান করুন। সংজ্ঞা দেবী ছায়ার কথায় সম্মত হইয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিতার ন্যায় দীনবেশে ত্বষ্টার সমীপে গমন করিলেন। ৩৩-৪৫ পিতা ত্বষ্টা সংজ্ঞাকে

সৈবমুক্তা তদা পিত্রা নিযুক্তা চ পুনঃপুনঃ।
বর্ষাণান্ত সহস্রং বৈ বসাত স্ম পিতুর্গৃহে ॥ ৪৭
ভর্ত্তুঃ সমীপং গচ্ছ ত্বং নিযুক্তা চ পুনঃপুনঃ।
অগমদ্বড়বা ভূত্বাচ্ছাদ্য রূপমনিন্দিতা।
উত্তরান্ সা কুরূন্ গত্বা তৃণান্যথ চচার সা ॥ ৪৮
দ্বিতীয়ায়াস্তু সংজ্ঞায়াং সংজ্ঞেয়মিতি চিন্তা তাম্
আদিত্যো জনয়া মাস পুত্রাবাদিত্যবর্চ্চসৌ ॥
পূর্ব্বজস্য মনোস্তুল্যৌ সাদৃশ্যেন তু তৌ প্রভুঃ
শ্রুতশ্রবস্তু ধর্ম্মজ্ঞঃ শ্রুতকর্ম্মাণমেব চ ॥ ৫০
শ্রুতশ্রবা মনুঃ সোহপি সাবর্ণকৈব ভবিষ্যতি।
শ্রুতকর্ম্মা তু বিজ্ঞেয়ো গ্রহো বৈ যঃ শনৈশ্চরঃ॥
মনুরেবাভবৎ স বৈ সাবর্ণ ইতি বুধ্যতে।
সংজ্ঞা তু পার্থিবী সা বৈ স্বস্য পুত্রস্য বৈ তদা ॥
চকারাভ্যাধকং স্নেহং ন তথা পূর্ব্বজেষু বৈ।
মনুস্তস্যাক্ষমৎ সর্ব্বং যমস্তস্যৈ ন চাক্ষমৎ ॥ ৫৩
বহুশো যস্য মানস্তু সাপত্ন্যাদিতিদুঃখিতঃ।

তাং বৈ রোষাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাবিনোহর্থস্য
বৈ বলাৎ ॥৫৪
পদা সন্তর্জ্জয়ামাস সংজ্ঞাং বৈবস্বতো যমঃ
সা শশাপ ততঃ ক্রোধাৎসবর্ণা জননী যমম্ ॥
পদা তর্জ্জয়সে যস্মাৎ পিতৃভার্য্যাং যশস্বিনীম্
তস্মাত্তবৈব চরণঃ পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫
যমস্তু তেন শাপেন ভৃশং পীড়িতমানসঃ
মনুনা সহ ধর্ম্মাত্মা পিতুঃ সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৫৬
ভৃশং শাপভয়োদ্বিগ্নঃ সংজ্ঞাবাক্যৈর্বিনির্জ্জিতঃ।
বাল্যাদ্বা যদি বা মোহান্মাং ভবাংস্ত্রাতুমর্হতি ॥
শপ্তোহহমস্মি লোকেশ জনন্যা তপতাং বর।
তব প্রসাদো নস্ত্রাতু হ্যেতস্মান্মহতো ভয়াৎ ॥৫৮
বিবস্বানেবমুক্তস্তু যমং প্রোবাচ বৈ প্রভুঃ।
অসংশয়ং পুত্র মহদ্ভবিষ্যত্র কারণম্ ॥ ৫৯
যেন ত্বামাবিশৎক্রোধো ধর্ম্মজ্ঞং সত্যবাদিনম্
ন শক্যমেতন্মিথ্যা তু কর্ত্তুং মাতুর্বচস্তব ॥ ৬০

সমাগতা দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে কহিলেন,-তুমি ভর্ত্তার সমীপে গমন কর। বিবাহিতকে অবজ্ঞা করিও না পিতা এইরূপ বারবার বলিলেও সংজ্ঞা দেবী সহস্র বৎসর কাল পিতৃগৃহেই বাস করিলেন। তথাপি পিতা, ভর্ত্তৃসমীপে যাইবার জন্য নিরতিশয় নির্ব্বন্ধ করিতে থাকিলে অনিন্দিতা সংজ্ঞা দেবী অশ্বীরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নবেশে উত্তর কুরুদেশে যাইয়া তৃণ ভক্ষণপূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে আদিত্যদেব সেই ছায়ামূর্ত্তিকেই সংজ্ঞা মনে করিয়া তদীয় গর্ভে আদিত্য তুল্যতেজা, জ্যেষ্ঠ মনুর সাদৃশ্যসম্পন্ন ধর্ম্মজ্ঞ শ্রুতশ্রবা ও শ্রুতকর্ম্মা নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। শ্রুতশ্রবাই সাবর্ণি মনু নামে এবং শ্রুতকর্ম্মা শনৈশ্চর গ্রহরূপে প্রখ্যাত। শ্রুতকর্ম্মা সাবর্ণ মনু নামে বিখ্যাত হইয়া পরে শনৈশ্চর হইয়াছেন। ছায়া সংজ্ঞা দেবী, পূর্ব্বজ সংজ্ঞা-সন্তানগণের অপেক্ষা আত্মজগণের প্রতি সমধিক স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। মনু তাহা সহ্য করিলেও যম অসহিষ্ণু হইয়া ভবিতব্যতা ও

বালকত্ব প্রযুক্ত রোষবশে পদদ্বারা সেই ছায়া সংজ্ঞাকে সন্তর্জ্জিত করেন; তাহাতে সবর্ণা ছায়াদেবী ক্রুদ্ধ হইয়া এই অভিশাপ দিলেন, -আমি তোমার মাননীয়া পিতৃভার্য্যা হইলেও যেহেতু তুমি আমাকে পদদ্বারা তর্জ্জন করিলে, এজন্য তোমার ঐ পদ নিঃসন্দেহ পতিত হইবে। ৪৬-৫৫। ধর্ম্মাত্মা যম ছায়াসংজ্ঞার সেই শাপবাক্যে দুঃখিত হইয়া অতীব বিষণ্ণচিত্তে মনুর সহিত পিতৃসমীপে যাইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন।-হে লোকেশ! আমি বালকত্ব বা মোহ বশে অপরাধ করিয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন জননী আমাকে শাপ দিয়াছেন; আপনার অনুগ্রহ, আমাকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করুক। প্রভু বিবস্বান্ এই কথা শুনিয়া যমকে কহিলেন, -পুত্র! এ বিষয়ে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণ আছে। নচেৎ তুমি সত্যবাদী ও ধর্ম্মজ্ঞ হইলেও তোমার ক্রোধ হইল কেন? তোমার এই মাতৃবাক্য অন্যথা কারও অসাধ্য। হে

ক্রিময়ো মাংসমাদায় যাস্যন্তি তু মহাং তব।
ততঃ পাদং মহাপ্রাজ্ঞ পুনঃ সম্প্রাপ্স্যসে সুখম্
কৃতমেবং বচঃ সত্যং মাতুস্তব ভবিষ্যতি।
শাপস্য পরিহারেণ ত্বঞ্চ ত্রাতো ভবিষ্যসি ॥৬৩
আদিত্যস্ত্বব্রবীৎ সংজ্ঞাং কিমর্থং তনয়েষু বৈ।
তুল্যেষপ্যধিকঃ স্নেহ একস্মিন্ ক্রিয়তে ত্বয়া॥
সা তৎপরিহরন্তী বৈ নাচচক্ষে বিবস্বতঃ।
আত্মনা স সমাধায় যোগং তথ্যমপশ্যত ॥৬৪
তাং শপ্তুকামো ভগবন্নাশায় কুপিতঃ প্রভু।
সা তৎসর্ব্বং যথাতত্ত্বমাচচক্ষে বিবস্বতঃ ॥৬৫
বিবস্বানথ তচ্ছ্রুত্বা ক্রুদ্ধস্ত্বষ্টারমভ্যয়াৎ।
ত্বষ্টা তু তং যথান্যায়মর্চ্চয়িত্বা বিভাবসুম্ ॥৬৬
নির্দগ্ধুকামং রোষেণ সান্ত্বয়ামাস বৈ শনৈঃ
তবাতিতেজসা যুক্তমিদং রূপং ন শোভতে॥
অসহন্তী তু তৎসংজ্ঞা বনে চরতি শাদ্বলে।
দ্রক্ষ্যতে তাং ভবানদ্য স্বাং ভার্য্যাং শুভচারিণীম
শ্লাঘ্যাং যৌবনসম্পন্নাং যোগমাস্থায় গোপতে
অনুকূলং ভবেদেবং যদি স্যাৎ সমতো মতঃ॥
রূপং নির্বর্ত্তয়েয়ং তে আদ্যং শ্রেষ্ঠমরিন্দম।
রূপং বিবস্বতস্ত্বাসীত্তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা ॥ ৭০
তেনাসৌ ব্রীড়িতো দেবো রূপেণ তু দিবস্পতিঃ
তস্মাত্ত্বষ্টা স চক্রস্থে বহু মেনে মহাতপাঃ ॥ ৭১
অনুজ্ঞাতস্ততস্ত্বষ্টা রূপনির্বর্ত্তনায় তু।
ততোহভ্যুপগমত্ত্বষ্টা মার্ত্তণ্ডস্য বিবস্বতঃ ॥ ৭২
ভ্রমিমারোপ্য তত্তেজঃ শাতয়ামাস তস্য বৈ।
ততো নির্ভাসিতং তেজস্তেজসাপহৃতেন তু ॥ ৭৩
কান্তাৎ কান্ততরং দ্রষ্টুমতত্তং শুশুভে ততঃ।
দদর্শ যোগমাস্থায় স্বাং ভার্য্যাং বড়বাং তথা ॥
অদৃশ্যাং সর্ব্বভূতানাং তেজসা নিয়মেন চ।
অশ্বরূপেন মার্ত্তণ্ডস্তাং মুখে সমভাবয়ৎ ॥ ৭৫

মহাপ্রাজ্ঞ! কৃমিগণ তোমার পদের মাংস লইয়া ভূতলগত হইবে, তার পর আবার তুমি অনায়াসে নুতন পদ প্রাপ্ত হইবে এরূপ করিলে তোমার মাতার বাক্যও সত্য হইবে, আর শাপ পরিহার দ্বারা তোমারও রক্ষা হইবে। আদিত্য এই বলিয়া পরে ছায়া-সংজ্ঞাকে কহিলেন, সকল সন্তান সমান হইলেও তুমি কিজন্য একজনের প্রতি অধিক স্নেহ কর? এরূপ প্রশ্নে ছায়া সংজ্ঞা রহস্য প্রকাশভয়ে কিছুই কহিলেন না। তখন আদিত্য দেব সমাধি অবলম্বনে সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া ছায়া-সংজ্ঞাকে অভিশাপ দ্বারা বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে ছায়া সংজ্ঞা তখন সমস্ত কথা যথাযথ ব্যক্ত করিলেন। বিবস্বান্ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া সরোষে ত্বষ্টার সমীপে গমন করিলেন। ত্বষ্টা তখন যথাযোগ্য উপচারে, রোষবশে দহনেচ্ছু বিভাবসুকে অর্চ্চনা করিয়া শনৈঃ শনৈঃ সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, তোমার অতি তেজোযুক্ত এই রূপ শোভা পায় না। সংজ্ঞা ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া শাদ্বলময় ভূভাগে বিচরণ করিতেছে হে কিরণরাজ! তুমি তোমার সেই শুভাচারা, শ্লাঘ্যা যৌবন সম্পন্না যোগিনী ভার্য্যাকে দেখিতে পাইবে। ৫৬-৬৮। তুমি যদি আমার কথা শুন, তবে ভাল হয়; হে অরিন্দম! আমি তোমার এই রূপের পরিবর্ত্তন করিয়া তোমাকে অপর মনোহরাকার করিয়া দিব। পূর্ব্বে বিবস্বানের তেজঃসমূহ উর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যক্‌ভাবে বিসর্পিত ছিল; তজ্জন্য ভাস্করদেব কিঞ্চিৎ লজ্জিত ছিলেন। মহাতপাঃ ত্বষ্টা স্বীয় চক্রযন্ত্রে সেই রূপের পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া সেই চক্রযন্ত্রে তিনি সমধিক শ্রদ্ধাবান্ হইলেন। পরে ত্বষ্টা, রূপপরিবর্ত্তন বিষয়ে দিবাকর কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মার্ত্তণ্ডের সমীপে যাইয়া তাঁহাকে স্বীয় ভ্রমিযন্ত্রে আরোপনপূর্ব্বক তদীয় তেজঃসমূহ শাতিত করিলেন তাহাতে অতিতেজা মার্ত্তণ্ড দেব, কিঞ্চিৎ তেজোহীন হইয়া নয়নাভিরাম মনোরম মূর্ত্তিশালী হইলেন। পরে তিনি যোগাবলম্বনে, তেজোনিয়মনবশে সর্ব্বভূতের অদৃশ্যা অশ্বীরূপিণী স্বীয় ভার্য্যাকে দেখিতে পাইলেন। তখন মার্ত্তণ্ড দেব অশ্বরূপ

মৈথুনায় বিচেষ্টন্তী পুরপুংসোপশঙ্কয়া।
সা তন্নিরধমচ্ছুক্রং নাসিকাভ্যাং বিবস্বতঃ ॥৭৬
দেবৌ তস্মাদজায়েতামশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ
নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ স্মৃতৌ দ্বাবশ্বিনাবিতি ॥ ৭৭
মার্ত্তণ্ডস্য সুতাবেতামষ্টমস্য প্রজাপতেঃ।
তাং তু রূপেণ কান্তেন দর্শয়ামাস ভাস্করঃ ॥৭৮
সা তং দৃষ্ট্বা তদা ভার্য্যা তুতোষ চ মুমোহ চ ॥
যমস্তু তেন শাপেন ভৃশং পীড়িতমানসঃ ॥৭৯
ধর্ম্মেণ রঞ্জয়ামাস ধর্ম্মরাজস্ততস্তু সঃ
সোহলভৎ কর্ম্মণা তেন শুভেন পরমদ্যুতিঃ ॥
পিতৃণামাধিপত্যঞ্চ লোকপালত্বমেব চ।
মনুঃ প্রজাপতিস্ত্বেবং সাবর্ণঃ স মহাযশাঃ ॥৮১
ভাব্যসৌ নাগতে তস্মিন্ মনুঃ সাবর্ণিকেঽন্তরে
মেরুপৃষ্ঠে সুরম্যে বৈ অদ্যাপি চরতে প্রভুঃ ॥
ভ্রাতা শনৈশ্চরস্তস্য গ্রহত্বং স তু লব্ধবান্।
ত্বষ্টা তু তেন রূপেন বিষ্ণোশ্চক্রমকল্পয়ৎ
মহাপ্রতিহতং যুদ্ধে দানব প্রতিবারণে ॥ ৮৩
যবীয়সী তয়োর্যা তু যমুনা চ যশস্বিনী।
অভবৎসা সরিচ্ছ্রেষ্টা যমুনা লোকভাবিনী ॥ ৮৪
যস্তু জ্যেষ্ঠো মহাতেজাঃসর্গো যস্য তু সাম্প্রতম্
বিস্তরং তস্য বক্ষ্যামি মনোর্বৈবস্বতস্য হ ॥ ৮৫
ইদন্তু জন্ম দেবানাং শৃণুয়াদ্বা পঠতে বা
বৈবস্বতস্য পুত্রাণাং সপ্তানান্তু মহৌজসাম্
আপদং প্রাপ্য মুচ্যতে প্রাপ্নুয়াচ্চ মহদ্যশঃ ॥৮৬

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে বৈবস্বতোৎপত্তিবর্ণনং নাম চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
ততো মন্বন্তরেঽতীতে চাক্ষুষে দৈবতৈঃ সহ।
বৈবস্বতায় মহতে পৃথিবীরাজ্যমাদিশৎ ১

ধারণ পূর্ব্বক তৎসমীপে যাইয়া মৈথুনার্থ যত্নপরায়ণ হইয়া তদীয় মুখে সমাসক্ত হইলেন। অশ্বীরূপিণী সংজ্ঞা দেবী, পরপুরুষ শঙ্কায় তাঁহাকে প্রত্যাখ্যানার্থ চেষ্টিত হইলেও অশ্বরূপী মার্ত্তণ্ড তদীয় মুখে রেতঃসেক করিলেন। পরন্তু সংজ্ঞা দেবী নাসিকাদ্বারা সেই শুক্র নিঃসরিত করিয়া ফেলিলেন। তাহা হইতে নাসত্য ও দস্র নামে ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারযুগলের উৎপত্তি হয়. ইহাঁরা অষ্টম প্রজাপতি মার্ত্তণ্ডের সন্তান। পরে ভাস্কর, সেই সংজ্ঞাকে স্বীয় মনোরম রূপ প্রদর্শন করিলেন। সংজ্ঞা, পতির সেই রূপ দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়া মুগ্ধ হইলেন। ৬৯-৭৯। এদিকে যম মাতৃশাপে অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের অনুরাগ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। সেই পরমদ্যুতি যম, শুভ কর্ম্মের ফলে পিতৃগণের আধিপত্য ও লোকপালত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মহাযশাঃ সাবর্ণ প্রজাপতি সাবর্নিক মন্বন্তরে মনু হইবেন. তিনি সুরম্য মেরুপৃষ্ঠে অদ্যাপি বিচরণ করিতেছেন। ইহার অপর ভ্রাতা শনৈশ্চর, গ্রহত্ব লাভ করিয়াছেন। ত্বষ্টা, ভাস্করের কর্ত্তিত সেই তেজঃসমূহ দ্বারা বিষ্ণুর চক্র নির্ম্মাণ করেন সেই সুদর্শন চক্র দানব-বারণে সতত অপ্রতিহত যমের কনিষ্ঠা যশস্বিনী যমুনা দেবী লোকহিতবিধায়িনী যমুনা নাম্নী শ্রেষ্ঠ নদীরূপে পরিণত হয়েন। যিনি ইহাঁদিগের সকলের জ্যেষ্ঠ, যাঁহার অধিকার কাল চলিতেছে, সেই বৈবস্বত মনুর বিস্তর বিবরণ বর্ণন করিব। যে জন, বিবস্বানের মহাতেজস্বী সপ্ত সন্তানের এই মনোহর বিবরণ শ্রবণ করে কিম্বা পাঠ করে, সে আপদ হইতে মুক্ত ও যশোভাজন হইয়া থাকে। ৮০-৮৬

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৪।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন- দেবগণ সহ চাক্ষুষ মন্বন্তর অতীত হইলে পৃথিবীরাজ্য, বৈবস্বত মনুর

তস্য বৈবস্বতো বংশো সাম্প্রতস্য মহাত্মনঃ।
আনুপূর্ব্বেণ বৈ বিপ্রাঃ কীর্ত্ত্যমানং নিবোধত
মনোর্বৈবস্বতস্যেহ সর্গমাদায় সাম্প্রতম্
মনোঃ প্রথমজস্যাসন্নব পুত্রাস্ত তৎসমাঃ ॥ ৩
ইক্ষাকুর্নহুষশ্চৈব ধৃষ্টঃ শর্যাতিরেব চ।
নরিষ্যন্তস্তথা প্রাংশুর্নাভাগারিষ্ট এব চ।
করূষশ্চ পৃষধ্রশ্চ নবৈতে মানবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪
ব্রহ্মণা তু মনুঃ পূর্ব্বং চোদিতস্তু নিবোধত।
স্রষ্টুং প্রচক্রমে কামং নিষ্ফলং সমবর্ত্তত ॥ ৫
অথাকরোৎপুত্রকামঃ পন্নামিষ্টিং প্রজাপতিঃ।
মিত্রাবরুণয়োরংশে মনুরাহুতিমাবপৎ ॥ ৬
তত্র দিব্যাম্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতা।
দিব্যসংহননা চৈব ইড়া জজ্ঞে ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৭
তামিলেত্যথ হোবাচ মনুর্দণ্ডধরঃ স্মৃতঃ।
অনুগচ্ছাস্মি ভদ্রং তে তমিলা প্রত্যুবাচ হ ॥ ৮
ধর্মযুক্তমিদং বাচ্যং পুত্রকামং প্রজাপতিম্।
মিত্রবরুণয়োরংশে জাতাস্মি বদতাং বর ॥৯
তয়োঃ সকাশং যাস্যামি মা নো ধর্ম্মো হতো বধীৎ।
সৈবমুক্তা পুনর্দেবী তয়োরন্তিকমাগমৎ ॥ ১০
গত্বান্তিকং বরারোহা প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ।
অংশেঽস্মি যুবযোর্জাতা দেবৌ কিং করবাণি বাম্ ॥ ১১
মনুনৈবাহমুক্তাস্মি অনুগচ্ছস্ব যামিতি
তথা তু বদতীং সাধ্বীমিলামাশ্রিত্য তাবুভৌ ॥
দেবৌ চ মিত্রাবরুণাবিদং বচনমূচতুঃ।
অনেন তব ধর্ম্মজ্ঞে প্রশ্রয়েণ দমেন চ ॥ ১৩
সত্যেন চৈব সুশ্রোণি প্রীতৌ স্বো বরবর্ণিনি।
আবয়োস্ত্বং মহাভাগে খ্যাতিং কন্যা প্রয়াস্যসি
সুদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু পূজিতঃ।
জগৎপ্রিয়ো ধর্ম্মশীলো মনোর্বংশবিবর্দ্ধনঃ ॥১৬
মানবঃ স তু সুদ্যুম্নঃ স্ত্রীভাবমগমৎ প্রভুঃ
সা তু দেবী বরং লব্ধা নিবৃত্তা পিতরং প্রতি ॥
বুধেনান্তরমাসাদ্য মৈথুনায়োপমন্ত্রিতা।
সোমপুত্রাদ্‌বুধচ্চাস্যা ঐলো জজ্ঞে পুরূরবাঃ ॥

অধিকৃত হয়। সেই মহাত্মা বর্ত্তমান বৈবস্বত মনুর সর্গবৃত্তান্ত যথাক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি; হে দ্বিজগণ! আপনারা এ বিষয়ে অবধান করুন। বিবস্বানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মনুর আত্মতুল্য নবসংখ্যক পুত্র জন্মে। ইক্ষাকু, নহুষ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভাগারিষ্ট, করূষ ও পৃষধ্র, এই নয়জন বৈবস্বত মনুর পুত্র। হে মুনিগণ! শ্রবণ করুন, এইরূপ শ্রুতি আছে যে, ব্রহ্মার আদেশে প্রজাপতি মনু, প্রজাসৃষ্টি করিয়া সংযতভাবে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া মিত্রাবরুণের উদ্দেশ্যে আহুতি দান করিলে তাহাতে দিব্যাম্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতা দিব্যাবয়বসম্পন্না ইড়া প্রাদুর্ভূত হন। দণ্ডধর মনু, তাঁহাকে ইলা বলিয়া সম্বোধন করিলেন ইলা তখন সেই পুত্রাভিলাষী প্রজাপতিকে এই ধর্ম্মযুক্ত বাক্য কহিলেন যে, আপনার মঙ্গল হউক; হে বাগ্মিবর! আমি মিত্রাবরুণের অংশে জন্মিয়াছি; অতএব তাঁহাদিগের নিকটই যাইব। আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া ক্লেশদায়ক না হউক। বরারোহা ইলাদেবী এই কথা কহিয়া মিত্রাবরুণের সন্নিধানে যাইয়া কৃতাঞ্জলিকরে কহিলেন, হে দেবদ্বয়! আমি আপনাদিগের অংশে জন্মিয়াছি; আপনাদিগের কোন্ আদেশ পালন করিব? মনু আমাকে 'হে ভামিনি! তুমি মিত্রাবরুণের অনুগমন কর।' এইরূপ আদেশ করিয়াছেন সাধ্বী ইলা এইরূপ বলিলে মিত্রাবরুণ দেবদ্বয় তাঁহাকে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞে সুশ্রোণি! তোমার এই সৌজন্য, দম ও সত্য দ্বারা আমরা প্রীত হইলাম, তুমি আমাদিগের কন্যা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবে ১-১৪। এই ইলাই পশ্চাৎ মনুর বংশবর্দ্ধনকারী ধর্ম্মশীল জগৎপ্রিয় সুদ্যুম্ন নামে খ্যাত হয়েন; ইনিই পুনরায় স্ত্রীভাবও লাভ করেন ইলা দেবী মিত্রা বরুণ হইতে বরলাভ করিয়া মনুসন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন কালীন সোমনন্দন বুধ কর্ত্তৃক মৈথুনার্থে আমন্ত্রিত

বুধাৎসা জনয়িত্বা তু সুদ্যুম্নং পুনরাগতা।
সুদ্যুম্নস্য তু দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ ॥১৮
উৎকলশ্চ গয়শ্চৈব বিনতাশ্বস্তথৈব চ।
উৎকলস্যোৎকলং রাষ্ট্রং বিনতাশ্বস্য পশ্চিমম্ ॥
দিক্পাব্যতস্য রাজর্ষের্গয়স্য তু গয়া পুরী ॥ ১৯
প্রবিসৃষ্টে মনৌ তস্মিন্ প্রজাঃ সৃষ্টা দিবাকরঃ
দশধা তদ্ধৎক্ষেত্রমকরোৎ পৃথিবীমিমাম্ ॥২০
ইক্ষাকুরেব দায়াদানন্যান্ দশ সমাপুয়াৎ।
কন্যাভাবাত্তু সুদ্যুম্নো নৈনং ভাগমবাপ্নুয়াৎ ॥২১
বশিষ্টবচনাচ্চাসীৎ প্রতিষ্ঠানে মহাদ্যুতেঃ।
প্রতিষ্ঠা ধর্ম্মরাজস্য সুদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ ॥ ২২
তৎপুরূরবসে প্রাদাদ্রাষ্ট্রং প্রাপ্য মহাযশাঃ
মানবেভ্যো মহাভাগাঃ স্ত্রী পুংসোর্লক্ষণং প্রতি ॥
মানবঃ স তু সুদ্যুম্নঃ স্ত্রীভাবমগমৎ পুনঃ ॥ ২৩
এতচ্ছুত্বা তু ঋষয়ঃ পপ্রচ্ছুস্তদনন্তরম্।
মানবঃ স তু সুদ্যুম্নঃ স্ত্রীভাবমগমৎ কথম্ ॥২৪

সূত উবাচ।

প্রোবাচ বচনং দেবী প্রিয়হেতোঃ প্রিয়ং প্রিয়া
সমে মমাশ্রমে দেব যঃ পুমান্ সম্প্রবেক্ষ্যতি ॥
ভবিষ্যতি ধ্রুবং নারী সা তুল্যাপ্সরসাং শুভ
তত্র সর্ব্বাণি ভূতানি পিশাচাঃ পশবশ্চ যে
স্ত্রীভূতাঃ সহ রুদ্রেণ ক্রীড়ন্ত্যপ্সরসো যথা ॥
উমাবনং প্রবিষ্টস্তু স রাজা মৃগয়াং গতঃ।
পিশাচৈঃ সহ ভূতৈস্তু রুদ্রৈঃ স্ত্রীভাবমাস্থিতে ॥
তস্মাৎ স রাজা সুদ্যুম্নঃ স্ত্রীভাবং লব্ধবান্ পুনঃ
মহাদেব প্রসাদাচ্চ গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে বৈবস্বতমনোঃ সৃষ্টিকথনং নাম পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

হয়েন। ইহার গর্ভে বুধের ঔরসে পুরূরবার জন্ম হয়। ইলা দেবী বুধসংসর্গে পুত্রোৎপাদনান্তে পুনরায় সুদ্যুম্নত্ব লাভ করেন। সুদ্যুম্নের উৎকল, গয় ও বিনতাশ্ব নামক পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র জন্মে। উৎকলের রাজধানী উৎকল, বিনাতাশ্বের পশ্চিম প্রদেশ এবং গয়ের গয়া পুরী। ১৫-১৯। দিনকরনন্দন মনু, সন্তান-সৃজন করিয়া পৃথিবীকে দশধা বিভাগপূর্ব্বক সন্তানগণকে দান করেন। ইক্ষাকুর অপর দশ পুত্র জন্মে তাঁহারা রাজ্যভাগী হয়েন ; কিন্তু সুদ্যুম্ন স্ত্রীত্বপ্রযুক্ত রাজ্যলাভে বঞ্চিত হয়েন। বসিষ্ঠের বাক্যানুসারে যশস্বী, ধার্ম্মিক, মহাত্মা সুদ্যুম্ন, প্রতিষ্ঠানপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। সুদ্যুম্ন রাজা, পশ্চাৎ স্ত্রীভাব লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই রাজ্য পুরূরবাকে দান করেন। হে মহাভাগগণ! মানবেরা লক্ষণভেদে স্ত্রীপুরুষের পার্থক্য নির্ণয়ে সহজেই সমর্থ হয়। সেই জন্যই লজ্জাবশে সুদ্যুম্ন রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া মনুনন্দন সুদ্যুম্ন কি প্রকারে স্ত্রীভাব লাভ করেন তাহা জিজ্ঞাসিলেন। তদুত্তরে সূত কহিলেন,-দেবী ভগবতী কোন সময়ে আত্মপ্রিয় কামনায় শিবসন্নিধানে এই নিয়ম স্থাপন করেন যে, দেব ! আমার আশ্রম এই উমাবনে যে পুরুষ প্রবেশ করিবে, সে অবিলম্বে অপ্সরার ন্যায় রূপবতী নারীমূর্ত্তি ধারণ করিবে। এজন্য সেখানে পশু পিশাচাদি সর্ব্বপ্রাণীই স্ত্রীরূপী ; সকলেই অপ্সরোগণের ন্যায় স্ত্রীজনোচিত ক্রীড়া কৌতুক দ্বারা মহাদেবের প্রীতি বিদান করিয়া থাকে। রাজা সুদ্যুম্ন, সেই উমাবনে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হয়েন। পরে তিনি তত্রত্য স্ত্রীভাবপ্রাপ্ত পিশাচ-ভূত-রুদ্রাদি সহ সেই স্থানেই অবস্থানপূর্ব্বক মহাদেবের অনুগ্রহে গাণপত্য লাভ করেন। ২০-২৮।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৫।

ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

নিসর্গং মনুপুত্রাণাং বিস্তরেণ বিবোধত।
পৃষধ্রো হিংসয়িত্বা তু গুরোর্গামভক্ষয়াৎ ॥ ১
শাপাচ্ছূদ্রত্বমাপন্নশ্চ্যবনস্য মহাত্মনঃ।
করূষস্য তু কারূষাঃ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ২
সহস্রক্ষত্রিয়গণো বিক্রান্তঃ সম্বভূব হ।
নাভাগারিষ্টপুত্রস্তু বিদ্বানাসীদ্ভলন্দনঃ ॥ ৩
ভলন্দনস্য পুত্রোহভূৎপ্রাংশুর্নাম মহাবলঃ।
প্রাংশোরেকোহভবৎপুত্রঃ প্রজানিরিতি বিশ্রুতঃ ॥ ৪
প্রজানেরভবৎপুত্রঃ খনিত্রো নাম বীর্য্যবান
তস্য পুত্রোহভবচ্ছ্রীমান্ ক্ষুপো নাম মহাযশাঃ
ক্ষুপস্য বিংশঃ পুত্রস্তু প্রতিমানং বভূব হ।
বিংশপুত্রস্তু কল্যাণো বিবিংশো নাম ধার্ম্মিকঃ ॥
বিবিংশপুত্রো ধর্ম্মাত্মা খনিনেত্রঃ প্রতাপবান্।
করন্ধমস্তস্য পুত্রস্ত্রেতাযুগমুখেহভবৎ ৭
করন্ধমসুতশ্চাপি আবিক্ষিন্নাম বীর্য্যবান্।
আবিক্ষিতো ব্যতিক্রামাৎ পিতরং গুণবত্তয়া ॥
মরুত্তো নাম ধর্ম্মাত্মা চক্রবর্ত্তিসমো নৃপঃ।
সংবর্ত্তেন দিবং নীতঃ সসুহৃৎসহ বান্ধবৈঃ ॥ ৯
বিবাদোহত্র মহানাসীৎসংবর্ত্তস্য বৃহস্পতেঃ।
ঋদ্ধিং দৃষ্ট্বা তু যজ্ঞস্য ক্রুদ্ধস্তস্য বৃহস্পতিঃ ॥ ১০
সংবর্ত্তেন হুতে যজ্ঞে চুকোপ সুভৃশং তদা।
লোকানাং স হি নাশায় দৈবতৈর্হি প্রসাদিতঃ
মরুত্তশ্চক্রবর্ত্তী স নরিষ্যন্তমবাপ্তবান্।
নরিষ্যন্তস্য দায়াদো রাজা দণ্ডধরো দমঃ। ১২
তস্য পুত্রস্তু বিক্রান্তো রাজাসীদ্রাষ্ট্রবর্দ্ধনঃ।
সুধৃতী তস্য পুত্রস্তু নরঃ সুধৃতিনঃ সুতঃ ॥ ১৩
কেবলস্তস্য পুত্রস্তু বন্ধুমান্ কেবলাত্মজঃ
অথ বন্ধুমতঃ পুত্রো ধর্ম্মাত্মা বেগবান্নৃপঃ ॥ ১৪
বুধো বেগবতঃ পুত্রস্তৃণবিন্দুর্বুধাত্মজঃ।
ত্রেতাযুগমুখে রাজা তৃতীয়ে সম্বভূব হ ॥ ১৫
কন্যা তু তস্য দ্রাবিড়া মাতা বিশ্রবসো হি সা।
পুত্রশ্চাস্য বিশালোহভূদ্রাজা পরমধার্ম্মিকঃ ॥১৬
বিশালস্য সমুৎপন্না বিশালা যেন নির্ম্মিতা।
বিশালস্য সুতো রাজা হেমচন্দ্রো মহাবলঃ ॥১৭

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে মুনিগণ! মনুপুত্র গণের চরিত শ্রবণ করুন। মনুতনয় পৃষধ্র, গুরুর একটি গাভী হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন; এজন্য তিনি মহাত্মা চ্যবনের শাপে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন করূষের অতি বিক্রান্ত দুর্দ্দমনীয় কারূষনামক সহস্র ক্ষত্রিয় সন্তান জন্মে। নাভাগারিষ্টের পুত্র বিদ্বান্ ভলন্দন। ভলন্দনের পুত্র প্রাংশু। প্রাংশুর পুত্র প্রজানি। প্রজানির পুত্র বীর্য্যবান্ খনিত্র। খনিত্রের পুত্র মহাযশাঃ শ্রীমান্ ক্ষুপ। ক্ষুপের পুত্র মানী বিংশ। বিংশের পুত্র ধার্ম্মিক বিবিংশ বিবিংশের পুত্র ধর্ম্মাত্মা প্রতাপবান্ খনিনেত্র ত্রেতাযুগের আদিকালে তাঁহার করন্ধম নামক এক পুত্র জন্মে করন্ধমের পুত্র বীর্যবান আবিক্ষিৎ; আবিক্ষিৎ নিজগুণে পিতাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তৎপুত্র ধর্ম্মাত্মা চক্রবর্ত্তি সমগুণবান্ মরুত্ত সুহৃৎ-বান্ধবাদি সহ সংবর্ত্ত মুনি কর্ত্তৃক স্বর্গে নীত হয়েন। তখন বৃহস্পতির সহিত সংবর্ত্তের মহান্ বিবাদ ঘটে। সেই যজ্ঞের সমৃদ্ধি দর্শনে বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হয়েন। তাদৃশ মহাসমৃদ্ধ যজ্ঞ সংবর্ত্তের আয়ত্ত হইল বলিয়াই বৃহস্পতির ক্রোধ জন্মে। দেবগণ সেই লোকনাশকর ক্রোধের শান্তি করেন। ১-১১। মরুত্ত চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র নরিষ্যন্ত। নরিষ্যন্তের পুত্র দম; দমের পুত্র রাষ্ট্রবর্দ্ধন; তৎপুত্র সুধৃতী; তৎপুত্র নর; তৎপুত্র কেবল; তৎপুত্র বন্ধুমান, তৎপুত্র ধর্ম্মাত্মা বেগবান্। বেগবানের পুত্র বুধ, তৎপুত্র তৃণবিন্দু; ইনি তৃতীয় ত্রেতা যুগের প্রারম্ভ কালে রাজা হয়েন। ইঁহার কন্যা দ্রাবিড়া; দ্রাবিড়ার পুত্র বিশ্রবাঃ। পুত্রের নাম বিশাল বিশাল রাজা পরম ধর্ম্মিক ছিলেন। ইনিই বিশালপুরী নির্ম্মাণ

সুচন্দ্র ইতি বিখ্যাতো হেমচন্দ্রাদনন্তরম্
সুচন্দ্রতনয়ো রাজা ধূম্রাশ্ব ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ১৮
ধূম্রাশ্বতনয়ো বিদ্বান্ সৃঞ্জয়ঃ সমপদ্যত।
সৃঞ্জয়স্য সুতঃ শ্রীমান্ সহদেবঃ প্রতাপবান্ ॥
কৃশাশ্বঃ সহদেবস্য পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
কৃশাশ্বস্য মহাতেজাঃ সোমদত্তঃ প্রতাপবান্ ॥
সোমাদত্তস্য রাজর্ষেঃ সুতোহভূজ্জনমেজয়ঃ।
জনমেজয়াত্মজশ্চৈব প্রমতির্নাম বিশ্রুতঃ ॥ ২১
তৃণবিন্দুপ্রসাদেন সর্ব্বে বৈশালকা নৃপাঃ।
দীর্ঘায়ুষো মহাত্মানো বীর্য্যবন্তঃ সুধার্ম্মিকাঃ ॥
শর্য্যাতেমিথুনং ত্বাসীদানর্ত্তো নাম বিশ্রুতঃ ॥
পুত্রঃ সুকন্যা কন্যা চ ভার্য্যা যা চ্যবনস্য তু ॥
আনর্ত্তস্য তু দায়াদো রেবো নাম্না তু বীর্য্যবান্
আনর্ত্তো বিষয়ো যস্য পুরী চাপি কুশস্থলী ॥২৪
রেবস্য রৈবতঃ পুত্রঃ ককুদ্মী নাম ধার্ম্মিকঃ
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতৃশতস্যাসীদ্রাজা প্রাপ্য কুশ-
স্থলীম্ ॥ ২৫
কন্যয়া সহ শ্রুত্বা চ গান্ধর্ব্বং ব্রহ্মণোহন্তিকে।
মুহূর্ত্তং দেবদেবস্য মার্ত্ত্যং বহুযুগং বিভোঃ ॥
আজগাম যুবা চৈব স্বাং পুরীং যাদবৈর্বৃতাম্
কৃতাং দ্বারবতীং নাম বহুদ্বারাং মনোরমাম্ ॥
ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকৈর্গুপ্তাং বসুদেবপুরোগমৈঃ।
তাং কথাং রৈবতঃ শ্রুত্বা যথাতত্ত্বমরিন্দমঃ ॥২৮
কন্যান্ত বলদেবায় সুব্রতাং নাম রেবতীম্।
দত্ত্বা জগাম শিখরং মেরোস্তপসি সংস্থিতঃ ॥২৯
রেমে রামশ্চ ধর্ম্মাত্মা রেবত্যা সহিতঃ কিল।
তাং কথামৃষয়ঃ শ্রুত্বা পপ্রচ্ছুস্তদনন্তরম ॥ ৩০

ঋষয় উচুঃ।

কথং বহুযুগে কালে ব্যাতীতে সূতনন্দন।
ন জরাং রেবতী প্রাপ্তা পলিতঞ্চ কুতঃ প্রভো ॥
মেরুং গতস্য বা তস্য শর্য্যাতেঃ সন্ততিঃ কথম্।
স্থিতা পৃথিব্যামদ্যাপি শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥
কিয়ন্তো বা সুরগণা গন্ধর্ব্বাস্তত্র কীদৃশাঃ।

করেন। বিশালের পুত্র মহাবল হেমচন্দ্র। তৎপুত্র সুচন্দ্র; তৎপুত্র ধূম্রাশ্ব, তৎপুত্র বিদ্বান্ সৃঞ্জয়, তৎপুত্র প্রতাপবান্ সহদেব; তৎপুত্র পরম ধার্ম্মিক কৃশাশ্ব; তৎপুত্র প্রতাপবান্ মহাতেজাঃ সোমদত্ত; তৎপুত্র জনমেজয়; তৎপুত্র প্রমতি। তৃণবিন্দুর প্রসাদে বিশালবংশীয় রাজগণ সকলেই দীর্ঘায়ু, মাহাত্মা, বীর্য্যবান্ ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। ২-২২। শর্য্যাতি রাজার আনর্ত্ত নামক পুত্র ও সুকন্যা নামে এক কন্যা জন্মে সুকন্যা চ্যবনের ভার্য্যা আনর্ত্তের পুত্র বীর্য্যবান্ রেব। আনর্ত্তরাজ্য ও কুশস্থলী পুরী ইহাঁর অধিকৃত। রেবের পুত্র রৈবত, ইহাঁর নামান্তর ককুদ্মী। ইনি শতভ্রাতার মেধ্য জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইনি কুশস্থলীতে রাজ্য করিতেন. একদা ইনি নিজ কন্যাসহ ব্রহ্মসভায় যাইয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছিলেন তাহাতে ব্রহ্মার মুহূর্ত্তকাল মাত্র সঙ্গীত শ্রবণে অতিবাহিত করিলেও মানুষমানে বহু যুগ অতিক্রান্ত হইয়া যায়। তিনি সঙ্গীত শ্রবণান্তে যাদবগণাবৃত নিজ পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; আসিয়া দেখিলেন তথায় বসুদেবপ্রমুখ অন্ধক-ভোজবৃষ্ণি বংশীয় জনগণে অধ্যুষিত বহুদ্বার শালিনী মনোহরা দ্বারবতী পুরী নির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি তদনুবৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর স্বীয় রেবতী নাম্নী সুব্রতা কন্যাটিকে বলদেবের হস্তে সম্প্রদান করিয়া তপস্যার্থ মেরুশিখরে গমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা বলরাম, সেই রেবতীর সহিত সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, -হে সূতনন্দন! বহু যুগ অতীত হইলেও কিজন্য রেবতী জরাগ্রস্তা হয়েন নাই? আর কি নিমিত্তই বা তাঁহার পালিত হয় নাই? শর্য্যাতি-বংশধর রেবত মেরুপর্ব্বতে প্রস্থান করিলেও কি প্রকারে তদীয় বংশ ভূমণ্ডলে বিদ্যমান রহিল? যে গান শুনিয়া রেবত রাজা, দীর্ঘকালকেও মুহূর্ত্তবৎ অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই গান

যচ্ছ্রুত্বা রৈবতঃ কালান্ মুহূর্ত্তমিব মন্যতে।
সূত উবাচ।
ন জরা ক্ষুৎপিপাসা বা ন চ মৃত্যুভয়ং তথা।
ন চ রোগঃ প্রভবতি ব্রহ্মলোকগতস্য হি॥৩৪
গান্ধর্ব্বং প্রতি যচ্চাপি পৃষ্টস্ত মুনিসত্তমাঃ।
ততোহং সম্প্রবক্ষ্যামি যাথাতথ্যেন সুব্রতাঃ
সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্চ্ছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ।
তালাশ্চৈকোনপঞ্চাশদিত্যেতৎস্বরমণ্ডলম্॥৩৬
ষড়্জর্ষভৌ চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা
ধৈবতশ্চাপি বিজ্ঞেয়স্তথা চাপি নিষাদবান্॥৩৭
সৌবীরী মধ্যম গ্রামে হরিণাস্যা তথৈব চ।
স্যাৎকলোপবলোপেতা চতুর্থী শুদ্ধমধ্যমা॥৩৮
শার্ঙ্গী চ পাবনী চৈব দৃষ্টাকা চ যথাক্রমম্।
মধ্যমগ্রামিকাঃ খ্যাতাঃ ষড়্জগ্রামং নিবোধত
উত্তরমন্দ্রা রজনী তথা যা চোত্তরায়তা।
শুদ্ধষড়্জা তথা চৈব জানীয়াৎ সপ্তমীঞ্চ তাম্
গান্ধারগ্রামিকাংশ্চান্যান কীর্ত্ত্যমানান্নিবোধত।
আগ্নিষ্টোমিকমাদ্যন্তু দ্বিতীয়ং বাজপেয়িকম্
তৃতীয়ং পৌণ্ড্রকং প্রোক্তং চতুর্থং চাশ্বমেধিকম্
পঞ্চমং রাজসূয়ঞ্চ ষষ্ঠঞ্চক্রসুবর্ণকম্॥৪২
সপ্তমং গোসবং নাম মহাবৃষ্টিকমষ্টমম্।
ব্রহ্মদানঞ্চ নবমং প্রাজাপত্যমনন্তরম্॥৪৩
নাগপক্ষাশ্রয়ং বিদ্যাদেগাতরঞ্চ তথৈব চ।
হয়ক্রান্তং মৃগক্রান্তং বিষ্ণুক্রান্তং মনোহরম্॥৪৪
সূর্য্যকান্তং বরেণ্যাঞ্চ মত্তকোকিলবাদিনম্।
সাবিত্রমর্দ্ধসাবিত্রং সর্ব্বতোভদ্রমেব চ॥৪৫
সুবর্ণঞ্চ সুতন্দ্রঞ্চ বিষ্ণুবিষ্ণুবরাবুভৌ।
সাগরং বিজয়ঞ্চৈব সর্ব্বভূতমনোহরম্॥৪৬
হংসং জ্যেষ্ঠং বিজানীয়ত্তুম্বুরুপ্রিয়মেব চ।
মনোহরমথাত্র্যঞ্চ গন্ধর্ব্বানুগতশ্চ যঃ॥৪৭
অলম্বুষেষ্টশ্চ তথা নারদপ্রিয় এব চ
কথিতো ভীমসেনেন নাগরাণাং যথা প্রিয়ঃ॥৪৮
বিকলোপনীতবিনতাঃ শ্রীরাখ্যো ভার্গবপ্রিয়ঃ
অভিরম্যশ্চ শুক্রশ্চ পুণ্যঃ পুণ্যারকঃ স্মৃতঃ॥৪৯
বিংশতির্মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জগ্রামশ্চতুর্দ্দশ।
তথা পঞ্চদশেচ্ছন্তি গান্ধারগ্রামসংস্থিতান্।
সসৌবীরা তু গান্ধারী ব্রহ্মণা হ্যপগীয়তে॥৫০
উত্তরাদিস্বরস্যৈব ব্রহ্মা বৈ দেবতাত্র চ।

কি প্রকার? সেই ব্রহ্মসভায় কোন্ কোন্ দেবতাই বা বিদ্যমান ছিলেন? এ সকল তত্ত্ব যথাযথ শুনিতে ইচ্ছা করি ২৩-৩৩। সূত কহিলেন, ব্রহ্মলোকগত জনগণের ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু, ভয় বা রোগাদি হয় না। হে মুনিসত্তমগণ! সঙ্গীত বিষয়ে যে আপনারা প্রশ্ন করিলেন, আমি তাহা যথাযথ বলিতেছি। স্বর সাতটি, গ্রাম তিনটী, মূর্চ্ছনা একবিংশতিটী এবং তাল উনপঞ্চাশ প্রকার। ইহাই স্বরমণ্ডল। ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তবিধ স্বর সৌবীরী হরিণাস্যা, কলোপবলা, শুদ্ধ মধ্যমা, শার্ঙ্গী, পাবনী ও দৃষ্টাকা,-ইহারা মধ্যম গ্রামের অন্তর্ভুক্ত। ষড়্জগ্রামের কথা শ্রবণ করুন। উত্তরমন্দ্রা, রজনী, উত্তরা, আয়তা, শুদ্ধষড়্জা প্রভৃতি ষড়্জ গ্রামান্তর্গত। গান্ধার গ্রামের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, -শ্রবণ করুন। আগ্নিষ্টোমিক, বাজপেয়িক, পৌণ্ড্রক, আশ্বমেধিক, রাজসূয়, চক্রসুবর্ণক, গোসব, মহাবৃষ্টিক, ব্রহ্মদান, প্রাজাপত্য, নাগপক্ষাশ্রয়, গোতর, হয়ক্রান্ত মৃগক্রান্ত, বিষ্ণুক্রান্ত, মত্তকোকিল স্বর সম মনোরম সূর্য্যক্রান্ত, সাবিত্র, অর্দ্ধসাবিত্র, সর্ব্বতোভদ্র, সুবর্ণ, সুতন্দ্র, বিষ্ণু, বৈষ্ণুবর, সাগর, সর্ব্বভূতমনোরম বিজয়, তুম্বুরুপ্রিয় অত্যুত্তম হংস, অলম্বুষ নারদাদি গন্ধর্ব্বগণের অতীব প্রিয় ও ভীম সেন কর্ত্তৃক নাগর জন সন্নিধানে সবিশেষ প্রশংসিত মনোহর অথাত্র্য, বিকল, উপনীত, বিনত, ভার্গবপ্রিয় শ্রী, অভিরম্য, শুক্র, ও পুণ্যপ্রদ পুণ্যারক, ইঁহারা গন্ধার গ্রামের অন্তর্ভুক্ত। ৩৪-৪৯। মধ্যম গ্রাম বিংশতি, ষড়্জ গ্রাম চতুর্দ্দশ এবং গান্ধার গ্রাম পঞ্চদশ প্রকার। ভগবান্ ব্রহ্মা সৌবীরার সহিত গান্ধারী গান করিয়া থাকেন। উত্তরাদি স্বরের অধি দেবতা ব্রহ্মা। হরিণাস্যা হরিদেশে

হরিদেশসমুৎপন্না হরিণাস্যা ব্যজায়ত।
মূর্চ্ছনা হরিণাস্যেব অস্যা ইন্দ্রোঽধিদেবতম্ ॥
করোপনীতবিতাত্যা মরুদ্ভিঃ স্বরমণ্ডলে।
সা কলোপনতা তস্মান্মারুতশ্চাত্র দৈবতম্ ॥৫২
মরুদেশসমুৎপন্না মূর্চ্ছনা শুদ্ধমধ্যমা
মধ্যমোঽত্র স্বরঃ শুদ্ধো গন্ধর্বশ্চাত্র দেবতা ॥
মৃগৈঃ সহ সঞ্চরতে সিদ্ধানাং মার্গদর্শনে।
যস্মাত্তস্মাৎ স্মৃতা মার্গী মৃগেন্দ্রোঽস্যাশ্চ দেবতা
সা চাশ্রমসমাযুক্তা অনেকান্ পৌরবান্ রবান্
মূর্চ্ছনা যোজনা জ্ঞেয়া রজসা রজনী ততঃ ॥
তাল উত্তরমন্দ্রাখ্যঃ ষড়্জদৈবতকো বিদুঃ।
তস্মাদুত্তরতালস্য প্রথমং স্বাগতং বিদুঃ
তস্মাদুত্তরমন্দ্রোঽয়ং দেবতাস্য ধ্রুবো ধ্রুবম্ ॥
আয়ামাদুত্তরত্বাচ্চ ধৈবতস্যোত্তরায়ণঃ
স্যাদিয়ং মূর্চ্ছনা হ্যেবং পিতরঃ শ্রাদ্ধদেবতাঃ ॥
শুদ্ধষড়্জস্বরং কৃত্বা যস্মাদগ্নিং মহর্ষয়ঃ।
উপতিষ্ঠন্তি তস্মাত্তং জানীয়াচ্ছুদ্ধষড়্জিকম্ ॥
যঃ সতাং মূর্চ্ছনাং কৃত্বা পঞ্চমস্বরকো ভবেৎ।
যক্ষীণাং মূর্চ্ছনা সা তু যাক্ষিকা মূর্চ্ছনা স্মৃতা ॥
নাগাদৃষ্টিবিসা গীতা নোপসর্পন্তি মূর্চ্ছনাম্।
ভবন্তীব হৃতা হ্যেতে ব্রহ্মণা নাগদেবতাঃ ॥ ৬০
অহীনাং মূর্চ্ছনা হ্যেষা বরুণশ্চাত্র দেবতা।
জলাধিপেন দৃষ্টা স্যাদপ্সু লীনা তথৈব চ ॥
শকুন্তকানাং কৃত্বা চ উপগায়ন্তি কিন্নরাঃ।
উত্তমা মূর্চ্ছনা তস্মাৎপক্ষিরাজোঽত্র দেবতা ॥
মনো নন্দয়তী তেষাং মূর্চ্ছনা নন্দনীত্যপি।
ঋষীণাং স্নাতকানাঞ্চ বিশ্বে দেবাত্র দৈবতম্ ॥
অশ্বাঃ ক্রমন্তীত্যতো বা রমন্তে যাত্র বাজিনঃ।
অশ্বক্রান্তেতি নিত্যা বৈ অশ্বিনৌ যাত্র দৈবতম্
গান্ধাররাগশব্দেন গাঞ্চ ধারয়তেঽর্থতঃ।
তস্মাদ্বিতন্ধগান্ধারী গন্ধর্বশ্চাধিদেবতম্ ॥ ৬৫
গান্ধারানন্তরং গত্বা সৃষ্টেয়ং মূর্চ্ছনা যতঃ।
তস্মাদুত্তরগান্ধারী বসবশ্চাত্র দেবতাঃ ॥ ৬৬
সেয়ং খলু মহাভূতা পিতামহমুপস্থিতা।
ষড়্জেয়ং মূর্চ্ছনা তস্মাৎ স্মৃতা হ্যনলদেবতা ॥

সমুৎপন্ন। হরিণাস্যা মূর্চ্ছনার অধিদেবতা ইন্দ্র। মরুদ্‌গণ স্বরমণ্ডল মধ্যে করপ্রসারণপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কলোপনতার অধিদেবতা মরুদ্‌গণ। শুদ্ধ মধ্যমা মূর্চ্ছনা মরুদেশজাত, উহার স্বর শুদ্ধমধ্যম এবং অধিদেবতা গন্ধর্ব্ব। সিদ্ধগণের পথ প্রদর্শনকালে মৃগগণ সহ বিচরণ করে বলিয়া মার্গী নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহার অধিদেবতা মৃগেন্দ্র। উহা বিবিধ স্বর সমাশ্রয়ে বিভূষিত। রজোগুণদ্বারা মূর্চ্ছনা যোজিত হয় বলিয়া রজনী নাম নিরুক্ত আছে। উত্তর মন্দ্রাখ্য তালের অধিদেবতা ষড়্জ। উত্তর তালও প্রথম তালানুযায়ী বলিয়া উত্তর মন্দ্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার অধিদেবতা ধ্রুব। বিস্তার ও উত্তরত্বযুক্ত ধৈবতের মূর্চ্ছনার নাম উত্তরায়ণ। শ্রাদ্ধীয় পিতৃগণ ইহার অধিদেবতা। মহর্ষিগণ শুদ্ধ ষড়্জ স্বরে অগ্নির উপাসনা করেন বলিয়া সেই ঔপাসনিক স্বরের নাম শুদ্ধষড়্জিক। যক্ষীগণ পঞ্চম স্বরের মূর্চ্ছনা দ্বারা সাধুগণের মোহ জন্মাইয়াছিল, এজন্য সেই মূর্চ্ছনার নাম যাক্ষিকা। অহিমূর্চ্ছনা শ্রবণে দৃষ্টিবিষ নাগগণও মুগ্ধ হইয়া পড়ে। উহার অধিদেবতা বরুণ পূর্ব্বে ইহা জলমধ্যে লীন ছিল; বরুণ উহাকে প্রথমে দর্শন করেন। শকুন্তক মূর্চ্ছনা, কিন্নরগণ কর্ত্তৃক পক্ষিরবের অনুকরণে গীত হয়। এই উত্তম মূর্চ্ছনায় অধিদেবতা পক্ষিরাজ, নন্দনী মূর্চ্ছনা, স্নাতক ঋষিগণেরও মন নন্দীভূত করিয়া ফেলে। বিশ্বদেবগণ ইহার অধিদেবতা। অশ্বক্রান্তার অধিদেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়। উহার গতি অশ্বের ন্যায় এবং অশ্বগণ উহা শ্রবণে প্রীত হইয়া থাকে। গান্ধার রাগানুগা বিতন্ধা গান্ধারীর অধিদেবতা গন্ধর্ব্ব। ইহা নিজ স্বরমহিমায় পৃথিবীর স্থিতিশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। উত্তর গান্ধারী মূর্চ্ছনা, গন্ধার স্বরের পর সৃষ্ট হইয়াছে।

দিব্যেয়ং চায়তা তেন মন্দষষ্ঠা চ মূর্চ্ছনে
নিবৃত্তগুণনামানং পঞ্চমং চাত্র দৈবতম্ ॥ ৬৮
পূর্ণাঃ সপ্ত স্বরা হ্যেবং মূর্চ্ছনাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ
নানাসাধারণাশ্চৈব ষড়াবানুবিদস্তথা ॥ ৬৯

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে বৈবস্বতমনু
বংশেগান্ধর্ব্বমূর্চ্ছনালক্ষণকথনং নাম
ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

পূর্ব্বাচার্য্যমতং বুদ্ধা প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বশঃ।
ত্রিশতং বৈ অলঙ্কারাস্তান্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১
অলঙ্কারস্তু বক্তব্যাঃ স্বৈঃ স্বৈর্বর্ণৈঃ প্রহেতবঃ
সংস্থানযোগৈশ্চ তথা পদানাং চান্ববেক্ষয়া ॥২
বাক্যার্থপদযোগার্থৈরলঙ্কারস্য পূরণম্।
পদানি গীতকস্যাহুঃ পুরস্তাৎ পৃষ্ঠতোঽথবা ॥৩
স্থানানি ত্রীণি জানীয়াদুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা।
এতস্তু ত্রিষু স্থানেষু প্রবৃত্তো বিধিরুত্তমঃ ॥ ৪
চত্বারঃ প্রকৃতৌ বর্ণাঃ প্রবিচারশ্চতুর্ব্বিধঃ।
বিকল্পমষ্টধা চৈব দেবাঃ ষোড়শধা বিদুঃ ॥ ৫
স্থায়ী বর্ণঃ প্রসঞ্চারী তৃতীয়মবরোহণম্।
আরোহণং চতুর্থং তু বর্ণং বর্ণবিদো বিদুঃ ॥৬
তত্রৈকসঞ্চরস্থায়ী সচরাস্তু চরীভবন্
অথরোহণবর্ণানামবরোহং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৭
আরোহণেন চারোহবর্ণং বর্ণবিদো বিদুঃ।
এতেষামেব বর্ণানামলঙ্কারান্নিবোধত ॥৮
অলঙ্কারাস্তু চত্বারঃ স্থাপনীক্রমরেজিনঃ।
প্রমাদশ্চাপ্রমাদশ্চ তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্ ॥
বিস্তরোদ্রিকলাশ্চৈব স্থানাদেকান্তরং গতঃ
আবর্ত্তস্যাক্রমোৎপত্তী যে কার্য্যে পরিণামতঃ
কুমারমপরং বিদ্যাদ্বিস্তরঞ্চ মনাগ গতম্।
এষ বৈ চাপ্যপাঙ্গস্তু কুতারেকঃ কলাধিকঃ ॥

বসুগণ ইহার অধিদেবতা ষড়্‌জাখ্যা প্রধান মূর্চ্ছনা প্রথমে পিতামহ সমীপে সমুপস্থিত হয়। ইহার আধিদেবতা অনল। দিব্যা আয়তা মন্দষষ্ঠা মূর্চ্ছনার গুণমাহাত্ম্য বর্ণনাতীত। ইহার অধিদেবতা পঞ্চম, এই আমি সম্পূর্ণ সপ্ত স্বর, তদনুগা মূর্চ্ছনা ও সাধারণ ষড়্‌বিধ মূর্চ্ছনা যথাযথ বর্ণন করিলাম ৫০-৬৯।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৬।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,-হে মুনিগণ! এক্ষণে আমি পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতানুসারে যথাক্রমে তিন শত গীতালঙ্কার বলিতেছি; আপনারা শ্রবণ করুন। স্ব স্ব অনুগুণ বর্ণ-পদসমূহের যোগবিশেষকেই অলঙ্কার বলা যায়। পদ বাক্য-যোগার্থ দ্বারা উহার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। গীত সকলের পদচয় পূর্ব্বে বা পরেও বিন্যস্ত হয়। স্থান তিনটি ;-বক্ষঃ, কণ্ঠ ও মস্তক, এই তিন স্থানে প্রবৃত্ত স্বরই উত্তম। প্রকৃতিগত বর্ণ চারিটী এবং উহার বিচার চতুর্ব্বিধ ; কিন্তু দেবগণের মতে ষোড়শ প্রকার। বর্ণতত্ত্বজ্ঞগণ বলেন, বর্ণ চতুর্ব্বিধ ; যথা- স্থায়ী, সঞ্চারী, আরোহণ ও অবরোহণ। একইভাবে যাহার সঞ্চরণ, তাহা স্থায়ী ; নানাকারে যাহার সঞ্চরণ, তাহা সঞ্চারী ; যাহার নিম্ন গতি, তাহা অবরোহন এবং যাহা উন্নতিশীল, তাহাই আরোহণপদবাচ্য। বর্ণতত্ত্বজ্ঞদিগের ইহাই মত এই সকল বর্ণের অলঙ্কার বিবরণ শ্রবণ করুন ১-৮। অলঙ্কার চারিটী ;-স্থাপনী, ক্রমরেজিনী, প্রমাদ ও অপ্রমাদ। ইহাদিগের লক্ষণ বলিতেছি উদ্রিকলাখ্য বিকৃত স্বর এক স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া স্থানান্তরে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে, আবর্ত্তের উৎপত্তি ও ক্রমব্যত্যয়, পরিমাণরূপই করিতে হয়। কুমার নামক স্বর অল্পে অল্পে বিস্তার লাভ করে। ইহাতে কখন অপাঙ্গভঙ্গী ও ক্কচিৎ তারকাসঙ্কোচাদি বিবিধ

শ্যেনস্ত্বেকান্তরে জাতঃ কলামাত্রান্তরে স্থিতঃ।
তস্মিংশ্চৈব স্বরে বৃদ্ধিস্তিষ্ঠতে তদ্বিলক্ষণা ॥ ১২
শ্যেনস্তু অপরোহস্তু উত্তরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলাকলপ্রমাণাচ্চ সবিন্দুর্নাম জায়তে ॥ ১৩
বিন্দুরেককলা কার্য্যা বর্ণান্তস্থায়িনী ভবেৎ।
বিপর্য্যয়স্বরোহপি স্যাদ্যস্য পুর্ঘটিতোহপি ন ॥
একান্তরা তু বাদ্যন্তু ষড়জতঃ পরমঃ স্বরঃ।
আক্ষেপাস্কন্দনং কার্য্যং কাকস্যেবোচ্চপুঙ্কলম্
সন্তারৌ তৌ তু সঞ্চারৌ কার্য্যং বা কারণং তথা।
অক্ষিপ্রমবরোহ্যেপি প্রেঙ্কমদ্যন্তথৈব চ ॥ ১৬
দ্বাদশঞ্চ কলাস্থানমেকান্তরগতং ততঃ *
দ্বিকলং বা যথা ভূতং যত্তদ্গ্রাসিতমুচ্যতে।

উচ্চাবাদিস্বরারূঢ়া তথা চাষ্টস্বরান্তরম্ ॥ ১৮
যত্র স্যাদবরোহো বা তারতো মন্দতোহপি বা
একান্তরহিতা হ্যেতে তমেব স্বরমন্ততঃ ॥ ১৯
মক্ষিপ্রচ্ছেদনো নাম চতুষ্কলগণঃ স্মৃতঃ।
অলঙ্কারা ভবন্ত্যেতে ত্রিংশদ্বৈ বৈ প্রকীর্ত্তিতাঃ
বর্ণস্থান প্রয়োগেণ কলামাত্রাপ্রমাণতঃ ॥ ২১
সংস্থানঞ্চ প্রমাণঞ্চ বিকারো লক্ষণং তথা।
চতুর্ব্বিধমিদং জ্ঞেয়মলঙ্কার প্রয়োজনম্ ॥ ২২
যথাঙ্গনো হ্যলঙ্কারো বিপর্য্যস্তোহতিগর্হিতাঃ।
বর্ণমেবাপ্যলং কর্ত্তুং বিষমং হাস্যসম্ভবাৎ ॥ ২৩
নানাভরণসংযোগাদ্যথা নার্য্যা বিভূষণম্
বর্ণস্য চৈবালঙ্কারো বিপর্য্যস্তোহতিগর্হিতঃ ॥ ২৪
ন পাদে কুণ্ডলে দৃষ্টে ন কণ্ঠে রসনা তথা।
এমমেব হ্যলঙ্কারো বিপর্য্যস্তো বিগর্হিতঃ ॥ ২৫
ক্রিয়মাণোহপ্যলঙ্কারো রাগং যচ্চৈব দর্শয়েৎ
যথোদ্দিষ্টস্য মার্গস্য কর্ত্তব্যস্য বিধীয়তে ॥ ২৬
লক্ষণং পর্য্যবস্যাপি বর্ণিকাতিঃ প্রবর্ত্তনম্।

কলা কৌশল সমধিক বিদ্যমান। শ্যেন স্বর, একান্তরে সঞ্জাত ও কলা মাত্রান্তরে প্রতিষ্ঠিত, এই স্বরাশ্রয়েই বৃদ্ধি লক্ষণা বৃদ্ধি বিদ্যমান। এই শ্যেন স্বর উত্তর অবরোহ। সবিন্দু স্বর, কলা কলা প্রমাণে প্রাদুর্ভূত হয়। বিন্দু এক কলা। ইহা বর্ণান্তস্থায়িনী। অনবধানতা বশে স্বরগত বিপর্য্যয় ঘটে বটে, পরন্তু ইচ্ছা করিয়াও স্বরবিপর্য্যয় করিতে পারা যায়। ষড়জ হইতে আরব্ধ প্রধান স্বরে একান্তরভাবে কাকবৎ কখন উচ্চ ও কখন নীচক্রমে আক্ষেপ ও অবস্কন্দন কর্ত্তব্য। সতার সঞ্চারী স্বরদ্বয় কার্য্যকারণাত্মক। উহাতে আক্ষেপ, অবরোহ ও জলধারাবৎ প্রবাহাকার গতি বিদ্যমান। কলা স্থান একান্তর ভাবে দ্বাদশবিধ। গ্রাসিত স্বর দ্বিকলাত্মক; ইহার উচ্চারণে দুইটি স্বর পরিব্যক্ত হয়। ইহার উচ্চারণও অষ্ট স্বরান্তরে বিহিত তার বা মন্দ্র হইতে প্রারব্ধ অবরোহ ক্রমে একান্তর ভাবে মূল স্বরানুগামী হইয়া থাকে। মক্ষিপ্রচ্ছেদন নামক গণ, চতুষ্কলাত্মক। বর্ণ স্থান ও প্রয়োগ বিশেষানুসারী কলা-মাত্রা প্রমাণ, ত্রিশ প্রকার অলঙ্কার এই কথিত হইল। ৯-২১ সংস্থান, প্রমাণ, বিকার ও লক্ষণ, অলঙ্কারের প্রয়োজন, এই চতুর্ব্বিধ। জনগণের শরীরবিন্যস্ত অলঙ্কারের ন্যায়, অলঙ্কার সকল সঙ্গীতবর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে; পরন্তু অলঙ্কার অযথা বিন্যস্ত হইলে যেমন জনগণের অনুৎকর্ষহেতু হয়, সঙ্গীতালঙ্কারও তদ্রূপ অযথা বিন্যাস দোষে উৎকর্ষহেতু না হইয়া অপকর্ষজনক হইয়া থাকে। ফলতঃ নারীগণের অলঙ্কারের ন্যায় সঙ্গীতালঙ্কারেরও যথাযোগ্য বিন্যাস আবশ্যক। পদে কুণ্ডল ও কণ্ঠে কাঞ্চী ধারণ করার ন্যায় সঙ্গীতালঙ্কারেরও বিপর্য্যয় নিন্দনীয় অতএব গায়ক, সঙ্গীতের বিহিত কালে বিধানানুসারে রাগ প্রদর্শন এবং অলঙ্কার প্রকটন করিবেন। এক্ষণে আমি বর্ণিকানুসারে

---

* প্রেঙ্খোলিতমলঙ্কারমেবং স্বরসমন্বিতম্।
স্বরনংক্রামকাচ্চৈব ততঃ প্রোক্তন্তু পুষ্কলম্ ॥
প্রক্ষিপ্তমেব কলয়া পাদানীতরয়োর্ভবেৎ।
সার্ব্বগোকেহন্নমধিকঃ পুস্তকান্তর ধৃতঃ।

যাথাতথ্যেন বক্ষ্যামি মাসোদ্ভবমুখোদ্ভবে ॥২৭
ত্রয়োবিংশত্যশীতিস্তু তেষামেতদ্বিপর্য্যয়ঃ ।
ষড়্জপক্ষোঽপি তত্রাদৌ মধ্যো হীনস্বরো
ভবেৎ ॥২৮
ষড়্জমধ্যময়োশ্চৈব গ্রাময়োঃ পর্য্যয়স্তথা ।
মানো যোত্তরমন্দ্রস্য ষড়েবাত্রাধিকস্য চ ॥ ২৯
স্বরাসম্প্রত্যয়শ্চৈব সর্ব্বেষাং প্রত্যয়ঃ স্মৃতঃ ।
অনুগম্য বহির্গীতং বিজ্ঞাতং পঞ্চদৈবতম্ ॥৩০
গোরূপাণাং পুরস্তাত্তু মধ্যমাংশস্তু পর্য্যয়ঃ ।
তয়োর্বিভাগো গীতানাং লাবণ্যে মার্গসংস্থিতিঃ
অনুষঙ্গং ময়োদ্দিষ্টং স্বসারঞ্চ স্বরান্তরম্ ।
পর্য্যয়ঃ সম্প্রবর্ত্তেত সপ্তস্বরপদক্রমম্ ॥ ৩২
গান্ধারাংশেন গীয়ন্তে চত্বারি মদ্রকাণি চ
পঞ্চমো মধ্যমশ্চৈব ধৈবতে তু নিষাদজৈঃ ॥
ষড়্জবর্জ্জেষু জানীয়ো মদ্রকেষেব নান্তরে ॥
যে চাপরান্তিকে বিদ্যাদ্দ্বয়মষ্টাষ্টিকস্য তু ।
প্রাকৃতে বৈণবৈশ্চৈব গান্ধারাংশে প্রযুজ্যতে ॥৩৪
পদস্য তু ত্রয়ং রূপং সপ্তরূপন্তু কৌশিকম্ ।
গান্ধারাংশেন কথিতেন পর্য্যায়স্য বিধিঃ স্মৃতঃ ॥
এবমেব ক্রমোদ্দিষ্টো মধ্যমাংশস্য মধ্যমঃ ॥৩৫
যানি গীতানি প্রোক্তানি রাগেষু তু বিশেষতঃ
তত্তু সপ্তস্বরং কার্য্যং সপ্তরূপঞ্চ কৌশিকম্ ॥ ৩৬
অঙ্গদর্শনমিত্যাহুর্মানে যে সমকে তথা
দ্বিতীয়াভাবাচরণা মাত্রা নিত্তি প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৩৭
উত্তরে চ প্রকৃত্যেবং মাত্রা তন্নীয়তে তথা ।
হুঙ্কারঃ পিণ্ডকো যত্র মাত্রায়াং নাতিবর্ত্ততে ॥৩৮
পাদেনৈকেন মাত্রায়াং পাদোনামতিবীরণা ।
সংখ্যায়াশ্চোপহননং তত্র যানমিতি স্মৃতম্ ॥ ৩৯
দ্বিতীয়ং পাদভাগঞ্চ প্রহেণাভিপ্রতিষ্ঠিতম্
পূর্ব্বমষ্টতৃতীয়ে তু দ্বিতীয়ং চাপারান্তিকে ॥ ৪০

সঙ্গীতসমূহের যথাযথ প্রবৃত্তি, মাসোৎপত্তি, মুখোৎপত্তি ইত্যাদি সকল তত্ত্ব বিবৃত করিতেছি। ষড়্জ স্বর সম্বন্ধীয় ত্রয়োবিংশতি প্রকার অলঙ্কার, বিপর্য্যস্ত হইয়া অশীতিপ্রকার হয়। ষড়্জ স্বর আবার তার, মধ্য ও মন্দ্র এই ত্রিভাগে বিভক্ত ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামের রীতি প্রায় একরূপ। তার ও মন্দ্র স্বরের ছয় প্রকার মান ব্যবহার হয়। ২২-২৯। স্বরসমূহের যথাযথ সম্পূর্ণ আলাপন নির্ব্বাহিত হইলে সেই স্বরটি সম্যক্ গীত বলিয়া নির্ণয় করা যায়। কোনও স্বরের অনুগমনানন্তর যদি স্বরান্তরে গীত হয়, তবে তাহা বহির্গীত-পদবাচ্য, ইহার অধিপতি পঞ্চ দেবতা শব্দময় সঙ্গীতসমূহের আদি, মধ্য ও অন্তভাগে অলঙ্কারাদি কৌশলে বিবিধ রীতি প্রকটিত হয় পদক্রমানুসারে সপ্ত স্বর হইতে অপরাপর কতকগুলি স্বরের সমুৎপত্তি হয়। আমি ইতঃপূর্ব্বে তাহার আভাস প্রদান করিয়াছি। গান্ধার স্বরানুসারে চারিটী মদ্রক গীত হয়। পঞ্চম, মধ্যম, ধৈবত, নিষাদ ও ষড়্জ স্বরেও উক্ত মদ্রক সকল গীত হয়; পরন্তু মদ্রকমধ্যে স্বরান্তর গীত হয় না। প্রকৃত গীতে ও বংশীগীতে প্রযুক্ত গান্ধারাংশ অনুসারে দুইটি অপরান্তিক এবং অষ্টবিধ হয় তন্নাম্ন্য রীতিভেদ লক্ষিত হয়। পদের ভেদ ত্রিবিধ, এবং সঙ্গীতের ভেদ সপ্তবিধ। গান্ধার রাগের অনুগত ভেদ বিবরণ এইরূপ; মধ্যম স্বরেরও ভেদক্রম এই প্রকার। পূর্ব্বে যে সকল সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়াছি, তৎসমস্ত সপ্তস্বরের অনুগত করা কর্ত্তব্য; যেহেতু সঙ্গীত সপ্তবিধ। সমস্বরে প্রদত্ত মানই সঙ্গীতের অঙ্গস্বরূপ। দ্বিতীয়াদি তাল উহার চরণ এবং মাত্রা সকল উহার নাভিমণ্ডল স্বরূপ। সঙ্গীতের প্রকৃতি অনুসারে কখন কখন মাত্রা সকল লীনবৎ অবস্থান করে সঙ্গীতের যে অংশে মাত্রানুসারে তাল বিন্যাস না থাকে, সেই অপূর্ণ পাদবিশিষ্ট অংশকে অতিবীরণা বলা যায়। যে অংশে নির্দ্দিষ্ট মাত্রা-সংখ্যার ব্যাঘাত দৃষ্ট হয়, তাহাকে যান বলে পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ তন্ত্র ও অপরান্তিকদ্বয়ের দ্বিতীয় পাদভাগে সঙ্গীতারম্ভ হইলে প্রকৃত্যনুসারী পাদ

অর্দ্ধেন পাদসাম্যস্য পাদভাগাচ্চ পঞ্চকে।
পাদভাগং সপাদন্তু প্রকৃত্যা যদি সংস্থিতম্ ॥
চতুর্থমুত্তরে চৈব মদ্রবত্যাঞ্চ মদ্রকে।
মদ্রকে দক্ষিণস্যাপি যথোক্তা বর্ত্ততে কলা ॥৪২
পূর্ব্বমেবানুযোগস্তু দ্বিতীয়া বৃদ্ধিরিষ্যতে।
পাদৌ চাহরণং চান্যৎ পারং মাত্র বিধীয়তে ॥
একত্বমুপযোগস্য যয়োর্বৃদ্ধি দ্বিজোত্তম।
অনেকসমবায়স্তু পতাকাহরিণং স্মৃতম্ ॥৪৪
ত্রিসৃণামেব বর্ত্তীনাং বৃত্তৌ বৃত্তা চ দক্ষিণা
অষ্টৌ তু সমবায়াস্তে সৌবীরী মূর্চ্ছনা তথা ॥
কুশভ্যানুত্তরঃ সপ্তাং সপ্তসপ্তস্বরস্তু যঃ ॥৪৬ *

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে গতিপ্রলঙ্কার-
নির্দ্দেশো নাম সপ্তাশীতিতমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

ভাগ চতুর্থাংশে বর্দ্ধিত হইয়া পঞ্চম পাদে সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং অর্দ্ধভাগে সমতা প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণ বা উত্তর মদ্রকে চতুর্থ পাদান্তেই পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। প্রথমে কলাসকলের অনুযোজন, পরে তাহাতে বৃদ্ধি নিয়োগ ও পাদদ্বয়ের আহরণ কর্ত্তব্য এ সম্বন্ধে অন্যরূপ বিধান দৃষ্ট হয় না হে দ্বিজবর! দুই বা বহুস্বরের একত্ব বিধান, পতাকারিণ নামে প্রখ্যাত। ত্রিবিধ সঙ্গীতবৃত্তির সম্মিলন ঘটিলে তাহাকে দক্ষিণা বলে। সম্মিলিত অষ্টবিধ সৌবীরী মূর্চ্ছা পর পর সপ্ত স্বরকে যথাক্রমে আকর্ষণ করিয়া অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ৩০-৪৬।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৭।

অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ককুদ্মিনস্তু তং লোকং রৈবতস্য গতস্য হ।
হৃতা পুণ্যজনৈঃ সর্ব্বা রাক্ষসৈঃ সা কুশস্থলী ॥ ১
তদ্বৈ ভ্রাতৃশতং তস্য ধার্ম্মিকস্য মহাত্মনঃ।
নিবধ্যমানা রক্ষোভির্দিশঃ সম্প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ
তেষান্তু তে ভয়াক্রান্তাঃ ক্ষত্রিয়াস্তত্র তত্র হি।
অন্বয়াস্তু সুমহান্ মহাংস্তত্র দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩
প্রথতা ইতি বিখ্যাতা দিক্ষু সর্ব্বাসু ধার্ম্মিকাঃ।
ধৃষ্টস্য ধার্ষ্টকং ক্ষত্রং রণধৃষ্টং বভূব হ ॥ ৪
ত্রিসাহস্রস্তু সগণং ক্ষত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্।
নভগস্য চ দায়াদো নাভাগো নাম বীর্য্যবান ॥৫
অম্বরীষস্তু নাভাগির্বিরূপস্তস্য চাত্মজঃ
পৃষদশ্বো বিরূপস্য তস্য পুত্রো রথীতরঃ ॥ ৬
এতে ক্ষত্রপ্রসূতা বৈ পুনশ্চাঙ্গিরসঃ স্মৃতাঃ।
রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষাত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৭

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,-রাজা ককুদ্মী এক সময়ে রৈবত পর্ব্বতে গমন করিলে যক্ষরাক্ষসগণ তাঁহার সমস্ত কুশস্থলী বিধ্বস্ত করে। সেই ধার্ম্মিক মহাত্মা ককুদ্মীর শত ভ্রাতা তখন রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড্যমান হইয়া ভীতিবশতঃ ইতস্ততঃ প্রধাবিত হন। হে দ্বিজোত্তমগণ! দশদিকে পলায়মান সেই ভয়ভীত ক্ষত্রিয়গণ যে স্থানে আশ্রয় লন, রাজা ককুদ্মীও সেই স্থানে অবস্থিতি করেন তাঁহাদের বংশ বিস্তার সুমহান্। তাঁহারা সকলেই প্রথত বলিয়া বিখ্যাত, এবং সকলেই ধার্ম্মিক। ঐ সকল মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণের তিন সহস্রগণ নিরূপিত হয়। ঐ বংশে প্রধানতঃ ধৃষ্ট ও নভগ বিশেষরূপে বিখ্যাত; তন্মধ্যে ধৃষ্টের ধার্ষ্টক, ক্ষত্র ও রণধৃষ্ট নামে তিন পুত্র জন্মে। নভগের দায়াদ বীর্য্যবান্ নাভাগ। নাভাগের পুত্র অম্বরীষ, তৎপুত্র বিরূপ, বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব, তৎপুত্র রথীতর; এই

---

* চিত্রশালাসুতং তস্য ধার্ম্মিকস্য মহাত্মনঃ ইদমর্দ্ধং পুস্তকান্তরধৃতমধিকম্।

ক্ষুবতস্তু মনোঃ পূর্ব্বমিক্ষ্বাকুরভিনিঃসৃতঃ।
তস্য পুত্রশতং ত্বাসীদিক্ষ্বাকোর্ভূরিদক্ষিণম্ ॥৮
তেষাং জ্যেষ্ঠো বিকুক্ষিশ্চ নেমির্দণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ
শকুনিপ্রমুখাস্তস্য পুত্রাঃ পঞ্চশতং তু তে ॥ ৯
উত্তরাপথদেশস্য রক্ষিতারো মহীক্ষিতঃ
চত্বারিংশত্তথাষ্টৌ চ দক্ষিণায়াঞ্চ তে দিশি ॥১০
বিংশতি প্রমুখাস্তে তু দক্ষিণাপথরক্ষিণঃ।
ইক্ষ্বাকুস্তু বিকুক্ষিং বৈ অষ্টকায়ামথাদিশৎ ॥ ১১

রাজোবাচ।

মাংসমানয় শ্রাদ্ধেয়ং মৃগান হত্বা মহাবল।
শ্রাদ্ধমদ্য নু কর্ত্তব্যমষ্টকায়াং ন সংশয়ঃ ১২
স গতস্তু মৃগব্যাং বৈ বচনাত্তস্য ধীমতঃ।
মৃগান্ সহস্রশো হত্বা পরিশ্রান্তশ্চ বীর্য্যবান্।
ভক্ষয়চ্ছশকং তত্র বিকুক্ষির্মৃগয়াং গতঃ ॥ ১৩
আগতে স বিকুক্ষৌ তু সমাংসে সহসৈনিকে।
বসিষ্ঠং চোদয়ামাস মাংসং প্রোক্ষয়তামিতি ॥
তথেতি চোদিতো রাজ্ঞা বিধিবৎসমুপস্থিতঃ।
স দৃষ্টোপহতং মাংসং ক্রুদ্ধো রাজামব্রবীৎ ॥
ক্ষুদ্রেণোপহতং মাংসং পুত্রেণ তব পার্থিব।
শশভক্ষাদতে জ্যং বৈ তব মাংসং মহাদ্যুতে
শশো দুরাত্মনা পূর্ব্বমরণ্যে ভক্ষিতোহনঘ।
তেন মাংসমিদং দুষ্টং পিতৃণাং নৃপসত্তম ॥ ১৭
ইক্ষ্বাকুস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো বিকুক্ষিমিদমব্রবীৎ
পিতৃকর্ম্মাণি নির্দ্দিষ্টো ময়া ত্বং মৃগয়াং গতঃ ॥
শশং ভক্ষয়সেহরণ্যে নির্ঘৃণঃ পূর্ব্বমদ্য নু ॥
তস্মাৎ পরিত্যজামি ত্বাং গচ্ছ ত্বং স্বেন কর্ম্মণা
এবমিক্ষ্বাকুণা ত্যক্তো বসিষ্ঠবচনাৎ সুতঃ ॥ ১৯
ইক্ষ্বাকৌ সংস্থিতে তস্মিন্ শশাস পৃথিবীমিমাম্
প্রাপ্তঃ পরমধর্ম্মাত্মা স চাযোধ্যাধিপোহভবৎ ॥

সকল উৎপন্ন ক্ষত্রিয় সন্তান আঙ্গিরস নামে অভিহিত হন এবং ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি রথীতরদিগের প্রবররূপে কথিত হইয়া থাকেন পূর্ব্বকালে বৈবস্বত মনুর ক্ষব (হাঁচি) হইতে ইক্ষ্বাকু নির্গত হন; তাঁহার এক শত ভূরিদক্ষিণ পুত্র জন্মগ্রহণ করে. তাঁহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিকুক্ষি, মধ্যম নেমি এবং তৃতীয় দণ্ড. বিকুক্ষির শকুনি প্রমুখ পাঁচশত পুত্র জন্মে। এই সকল মহীপতি উত্তরাপথের রক্ষিতা ছিলেন; ইহাঁদের মধ্যে আবার বিংশতি প্রমুখ আটচল্লিশ জন নরপতি দক্ষিণাপথের রক্ষক হন এক সময় অষ্টকা তিথিতে ইক্ষ্বাকু বিকুক্ষিকে আদেশ করেন যে, হে মহাবল! অদ্য অষ্টকা তিথি, আমি শ্রাদ্ধ করিব, অতএব মৃগ বধ করিয়া শ্রাদ্ধযোগ্য মাংস আনয়ন কর। ধীমান্ ইক্ষ্বাকুর আদেশে বীর্য্যবান্ বিকুক্ষি মৃগয়াগমণপূর্ব্বক সহস্র মৃগ বধ করেন এবং এই মৃগয়ায় একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া উহা হইতে একটি শশক ভক্ষণ করিয়া ফেলেন। অনন্তর সসৈন্য বিকুক্ষি মৃগমাংস লইয়া উপস্থিত হইলে ইক্ষ্বাকু বশিষ্ঠকে সেই মাংস প্রোক্ষণ করিতে বলিলেন। তদনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ, ইক্ষ্বাকু কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া শ্রাদ্ধীয় মাংসের সংস্কার করিতে উদ্যত হইলেন তখন তিনি ঐ মাংসকে উপহত দেখিয়া ক্রোধপূর্ব্বক রাজাকে কহিলেন,—হে পার্থিব! আপনার পুত্র ক্ষুদ্রচেতা বিকুক্ষি ইহা হইতে একটি শশক ভক্ষণ করিয়া এই মাংস অপবিত্র করিয়াছে হে মহাদ্যুতে! হে অনঘ! হে নৃপসত্তম! ইহার অগ্রভাগ আপনার তনয় দুরাত্মা বিকুক্ষি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হওয়ায় এই মাংস পিতৃগণের অখাদ্য হইয়াছে। ১-১৭। ইক্ষ্বাকু বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া বিকুক্ষিকে বলিলেন,- "হে পুত্র। তুমি আমার আদেশে পিতৃকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মৃগয়া করিতে অরণ্যে গমন করিয়াছিলে কিন্তু তুমি নির্ঘৃণ হইয়া পিতৃগণের ভোজনের পূর্ব্বেই একটি শশক ভক্ষণ করিয়াছ; অতএব এই দুষ্কর্ম্মের জন্য আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর। মহর্ষি বশিষ্ঠের কথায় বিকুক্ষি ইক্ষ্বাকু কর্ত্তৃক এইরূপে পরিত্যক্ত হইলেন। অনন্তর ইক্ষ্বাকু পরলোক গমন করিলে বিকুক্ষি

তদাকরোৎ স রাজ্যং বৈ বা পরিনোদিতঃ
ততস্তেনৈনসা পূর্ণো রাজ্যাবস্থো মহীপতিঃ ॥
কালেন গতবাংস্তত্র স চ ন্যূনতরাং গতিম্।
জ্ঞাত্বৈবমেতদাখ্যানং নবিধির্ভক্ষয়েন্নু বৈ ॥ ২২
মাংস ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্মহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ২৩
শশাদস্য তু দায়াদঃ ককুৎস্থো নাম বীর্য্যবান্।
ইন্দ্রস্য বৃষভূতস্য ককুৎস্থো জায়তে পুরা ॥২৪
পূর্ব্বমাড়ীবকে যুদ্ধে ককুৎস্থস্তেন স স্মৃতঃ।
অনেনাস্তু ককুৎস্থস্য পৃথুরানেনসঃ স্মৃতঃ ॥ ২৫
বৃষদশ্বঃ পৃথোঃ পুত্রস্তস্মাদন্ধস্তু বীর্য্যবান্।
অন্ধ্রেস্তু যুবনাশ্বস্তু শ্রাবস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ২৬
জজ্ঞে শ্রাবস্তকো রাজা শ্রাবস্তী যেন নির্ম্মিতা।
শ্রাবস্তস্য তু দায়াদো বৃহদশ্বো মহাযশাঃ ॥ ২৭
বৃহদশ্বসুতশ্চাপি কুবলাশ্ব ইতি শ্রুতিঃ।
যঃ স ধুন্ধুবধাদ্রাজা ধুন্ধুমারত্বমাগতঃ ॥ ২৮

দয়ালু বশিষ্ঠের বাক্যে প্রণোদিত হইয়া অযোধ্যার সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। মহীপতি বিকুক্ষি, রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও পূর্ব্বকৃত পাপ বশতঃ দিন দিন ক্ষীণগতি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। "আমি ইহকালে যাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছি, সে পরজন্মে আমাকে ভক্ষণ করিবে" ইহাই মাংসের মাংসত্ব। মনীষিগণ এই উপাখ্যান অবগত হইয়া অবিধিপূর্ব্বক মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন এই শশকভক্ষণ জন্যই ইহাঁর নাম হয় শশাদ শশাদের পুত্র বীর্য্যবান্ ককুৎস্থ ; ইনিই পূর্ব্বকালে আড়ীবক যুদ্ধে বৃষরূপধারী ইন্দ্রের ককুদে আরোহণ করিয়াছিলেন ; এজন্য ইহাঁর নাম কাকুৎস্থ হইয়াছে কাকুৎস্থের পুত্র অনেনা ; তৎপুত্র পৃথু; পৃথুর পুত্র বৃহদশ্ব, বৃহদশ্বের পুত্র বীর্য্যবান্ অন্ধ্র ; অন্ধ্রের পুত্র যুবনাশ্ব, তৎপুত্র রাজা শ্রাবস্ত ; ইনিই শ্রাবস্তী নামে এক নগরী নির্ম্মাণ করেন শ্রাবস্তের পুত্র মহাযশা বৃহদশ্ব; তাঁহার পুত্র কুবলাশ্ব ; ইনি ধুন্ধুমার নামক

ঋষয় ঊচুঃ।

ধুন্ধোর্ব্বধং মহাপ্রাজ্ঞ শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরাৎ।
যদর্থং কুবলাশ্বঃ স ধুন্ধুমারত্বমাগতঃ ॥ ২৯

সূত উবাচ।

বৃহদশ্বস্য পুত্রাণাং সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ।
সর্ব্বে বিদ্যাসু নিষ্ণাতা বলবন্তো দুরাসদাঃ ॥
বভুবুর্ধার্ম্মিকাঃ সর্ব্বে যজ্বানো ভূরিদক্ষিণাঃ।
কুবলাশ্বং মহাবীর্য্যং শূরমুত্তমধার্ম্মিকম্ ॥ ৩১
বৃহদশ্বোহভ্যষিঞ্চত্তং তস্মিন্ রাষ্ট্রে নরাধিপঃ।
পুত্রসংক্রামিতশ্রীস্তু বনং রাজা বিবেশ হ ॥৩২
বৃহদশ্বং মহারাজং শূরমুত্তমধার্ম্মিকম্।
প্রযান্তং তমুত্তঙ্কস্তু ব্রহ্মর্ষিঃ প্রত্যবারয়ৎ ॥ ৩৩

উত্তঙ্ক উবাচ।

ভবতা রক্ষণং কার্য্যং তত্তাবৎ কর্তুমর্হতি।
নিরুদ্বিগ্নস্তপঃ কর্তুং ন হি শক্নোমি পার্থিব ॥
মমাশ্রমসমীপেষু সমেষু মরুধন্বসু
সমুদ্রো বালুকাপূর্ণস্তত্র তিষ্ঠতি ভূপতে ॥ ৩৫

অসুরগণকে বধ করিয়া ধুন্ধুনামে বিখ্যাত হন। ১৮-২৮। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, -হে মহাপ্রাজ্ঞ ! যে জন্য কুবলাশ্ব ধুন্ধুমারত্ব প্রাপ্ত হন, সেই ধুন্ধুদিগের বধ-বৃত্তান্ত বিস্তারক্রমে শুনিতে অভিলাষ করিতেছি। সূত উত্তর করিলেন, -বৃহদশ্বের একবিংশতি সহস্র পুত্র, সকলেই বিদ্যাচর্চ্চায় নিরত, বলবান্, দুরাসদ, ধার্ম্মিক এবং সকলেই ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। নরাধিপ বৃহদশ্ব, মহাবীর্য্য শূরসত্তম ধার্ম্মিক কুবলাশ্বকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং সহধর্ম্মিণীকে পুত্রহস্তে ন্যস্ত করিয়া বনে গমন করিতে উদ্যত হন। শূরোত্তম, ধার্ম্মিক মহারাজ, বৃহদশ্বকে বনগমনে উদ্যত দেখিয়া ব্রহ্মর্ষি উত্তঙ্ক, তাঁহাকে এইরূপ বলিয়া নিষেধ করেন। উত্তঙ্ক কহিলেন, -হে পার্থিব ! আপনি আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহাই করুন ; কেন না আপনি বন গমন করিলে আমরা উদ্বেগহীন হইয়া তপশ্চরণ করিতে সমর্থ হইব না। হে

দেবতামাবধ্যস্তু মহাকায়ো মহাবলঃ।
অন্তর্ভূমিগতস্তত্র বালুকান্তর্হিতো মহান্ ॥ ৩৬
স মধোস্তনয়ঃ ক্রূরো ধুন্ধুর্নাম সুদারুণঃ।
শতং লোকবিনাশায় তপ আস্থায় দারুণম্ ॥৩৭
সংবৎসরস্য পর্য্যন্তে স নিশ্বাসং প্রমুঞ্চতি
যদা তদা মহী তত্র চলতি স্ম সকাননা ॥ ৩৮
তস্য নিশ্বাসবাতেন রজ উদ্ধূয়তে মহৎ
আদিত্যপথমাবৃত্য সপ্তাহং ভূমিকম্পনম্ ॥৩৯
সবিস্ফুলিঙ্গং সজ্বালং সধূমমতিদারুণম্।
তেন রাজন্ন শক্নোমি তস্মিন স্থাতুং স্ব আশ্রমে
তং বারয় মহাবাহো লোকানাং হিতকাম্যয়া।
তেজস্তে সুমহাবিষ্ণুস্তেজসাপ্যায়য়িষ্যতি ॥৪১
লোকাঃ স্বস্থা ভবন্তদা তস্মিন্ বিনিহতেঽসুরে
ত্বং হি তস্য বধায়াদ্য সমর্থঃ পৃথিবীপতে ॥৪২
বিষ্ণুনা চ বরো দত্তো মম পূর্ব্বং ততোঽনঘ।
ন হি ধুন্ধুর্মহাবীর্য্যস্তেজসাল্পেন শক্যতে ॥৪৩
নির্দগ্ধুংপৃথিবীপাল অপি বর্ষশতৈরিহ
বীর্য্যং হি সুম সস্য দেবৈরপি দুরাসহম্ ॥ ৪৪
এবমুক্তস্তুরাজ কল্তকেন মহাত্মনা।
কুবলাশং সুতং প্রাদাত্তস্মিন্ ধুন্ধুনিবারণে ॥ ৪৫
রাজা সন্ন্যস্তশস্ত্রোঽহমযন্তু তনয়ো মম।
ভবিষ্যতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধুন্ধুমারো ন সংশয়ঃ ॥ ৪৬
স তং ব্যাদিশ্য তনয়ং ধুন্ধুমারণমুদ্যতম্।
জগাম পর্ব্বতায়ৈব তপসে শংসিতব্রতঃ ॥ ৪৭
কুবলাশ্বস্তু ধর্ম্মাত্মা পিতুর্বচনমাস্থিতঃ।
সহস্রৈরেকবিংশত্যা পুত্রাণাং সহ পার্থিবঃ।
প্রায়াদুত্তঙ্কসহিতো ধুন্ধোস্তস্য নিবরণে ॥ ৪৮
তমাবিশত্ততো বিষ্ণুর্ভগবান্ স্বেন তেজসা।
উত্তঙ্কস্য নিয়োগাত্তু লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥
তস্মিন্ প্রয়াতে দুর্দ্ধর্ষে দিবি শব্দো মহানভূৎ
অদ্যপ্রভৃত্যেষ নৃপো ধুন্ধুমারো ভবিষ্যতি ॥ ৫০

ভূমিশাল। আমার আশ্রম সমীপে বালুকাপূর্ণ এক সমুদ্র বিদ্যমান ; তত্রত্য মরুভূমিতে দেবতাদিগেরও অবধ্য মহাবল মহাকায় মধুতনয় ক্রূরস্র দারুণ মহান্ ধুন্ধু অসুর শত শত লোক বিনাশের জন্য সমুদ্রমধ্যগত বালুকা আশ্রয় করিয়া দারুণ তপস্যা করিতেছে ঐ ধুন্ধু বৎসরান্তে যখন একবার নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, তখন সকানন মহী প্রচলিত হয় , তাহার নিশ্বাসবাতে ভীষণ রজ উত্থিত হইয়া আদিত্যপথ আচ্ছাদন করে এবং তখন সপ্তাহকাল ভূমিকম্প হইতে থাকে। তাহার নিশ্বাসবায়ু হইতে প্রদীপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সহ অতি দারুণ ধূম নির্গত হইতে থাকে ; অতএব হে রাজন্ ! এজন্য আমরা স্বীয় আশ্রমে আর তিষ্ঠিতে পারিতেছি না হে মহাবাহো ! লোকহিতের জন্য আপনি এই উপদ্রব নিবারণ করুন। আপনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে মহাবিষ্ণু স্বীয় তেজ দ্বারা আপনার বল বর্দ্ধিত করিবেন। হে পৃথিবীপাল! আপনিই এই অসুরকে বধ করিতে সমর্থ, অতএব আপনা দ্বারা এই অসুর বিনষ্ট হওয়ায় লোক সকল সুস্থ হউক। হে অনঘ! অল্প শক্তি দ্বারা এই বীর্য্যবান্ ধুন্ধুর বধ সাধন সম্ভবপর নহে বিষ্ণু পূর্ব্বে আমাকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন ; অতএব হে মহীপাল ! দেবগণ শতবর্ষ চেষ্টা করিয়াও এই সুমহাবীর্য্য ধুন্ধুর দুরাধর্ষ তেজ দগ্ধ করিতে সমর্থ নহেন। ২৯-৪৪। মহাত্মা উত্তঙ্ক কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া রাজর্ষি বৃহদশ্ব উত্তর করিলেন, -হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমি অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়াছি, আমার এই তনয় নিঃসংশয় ধুন্ধুকে বধ করিতে সমর্থ হইবে। এই বলিয়া ধুন্ধু-বিনাশের জন্য স্বীয় তনয় কুবলাশ্বকে মুনির করে অপর্ণ করিলেন ; এবং ধুন্ধুবধের জন্য তনয়কে উৎসাহিত করিয়া সংশিতব্রত বৃহদশ্ব তপস্যার্থ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন অনন্তর পৃথিবীপতি ধর্ম্মাত্মা কুবলাশ্ব পিতার আদেশে অবস্থিত হইয়া একবিংশতি সহস্র পুত্রসহ ধুন্ধুবধের জন্য উত্তঙ্ক সহ গমণ করিলেন . তখন উত্তঙ্কের নিয়োগে লোকহিত-কামনায় ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় তেজ দ্বারা কুবলাশ্বের শরীরে প্রবেশ করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ কুবলাশ্ব যখন ধুন্ধুবধের জন্য

দিব্যৈঃ পুষ্পৈশ্চ তং দেবাঃ সমমংসত অদ্ভুতম্
স গত্বা পুরুষব্যাঘ্রস্তনয়ৈঃ সহ বীর্য্যবান্ ॥ ৫১
সমুদ্রং খনয়ামাস বালুকার্ণবমব্যয়ম্।
নারায়ণেন রাজর্ষিস্তেজসাপ্যায়িতো হি সঃ ॥৫২
বভূবাতিবলো ভূয় উত্তঙ্কস্য বশে স্থিতঃ ॥ ৫৩
তস্য পুত্রৈঃ খনদ্ভিশ্চ বালুকান্তর্হিতস্তদা।
ধুন্ধুরাসাদিতস্তত্র দিশমাশ্রিত্য পশ্চিমাম্ ॥ ৫৪
মুখজেনাগ্নিনা ক্রুদ্ধো লোকানুদ্বর্ত্তয়ন্নিব।
বারি সুস্রাব যোগেন মহোদধিরিবোদয়ে ॥৫৫
সোমস্য সোমপশ্রেষ্ঠ ধারোর্ম্মিকলিলো মহান্।
তস্য পুত্রাস্তু নির্দগ্ধাস্ত্রিভিরূনাস্তু রাক্ষসৈঃ ॥
ততঃ স রাজাতিবলো ধুন্ধুবন্ধুনিবর্হণঃ।
তস্য বারিময়ং বেগমপিবৎ স নরাধিপঃ ॥ ৫৭
যোগী যোগেন বহ্নিং বা শময়ামাস বারিণা।
নিরস্যতং মহাকায়ং বলেনোদকারক্ষসম্ ॥ ৫৮
উত্তঙ্কং দর্শয়ামাস কৃতকর্ম্মা নরাধিপঃ।
উত্তঙ্কশ্চ বরং প্রাদাত্তস্মৈরাজ্ঞে মহাত্মনে ॥ ৫৯
আদাত্তস্যাক্ষয়ং বিত্তং শত্রুভিশ্চাপ্যধৃষ্যতাম্।
ধর্ম্মে রতিঞ্চ সততং স্বর্গে বাসং তথাক্ষয়ম্।
পুত্রাণাঞ্চাক্ষয়াল্লোঁকান্ স্বর্গে যে রক্ষসা হতাঃ
তস্য পুত্রাস্ত্রয়ঃ শিষ্টা দৃঢ়াশ্বো জ্যেষ্ঠ উচ্যতে।
ভদ্রাশ্বঃ কপিলাশ্বশ্চ কনীয়াংসৌ তু তৌ স্মৃতৌ
ধৌন্ধুমারির্দৃঢ়াশ্বস্তু হর্য্যশ্বস্তস্য চাত্মজঃ।
হর্য্যশ্বস্য নিকুম্ভোহভূৎ ক্ষত্রধর্ম্মরতঃ সদা ॥ ৬২
সংহতাশ্বো নিকুম্ভস্য প্রুতো রণবিশারদঃ।
কৃশাশ্বশ্চাক্ষয়াশ্বশ্চ সংহতাশ্বসুতাবুভৌ ॥ ৬৩
তস্য পত্নী হৈমবতী সতাং মতিদৃষদ্বতী।

যাত্রা করেন, তৎকালে "আজ হইতে এই নৃপ 'ধুন্ধুমার' নামে অভিহিত হইবেন " আকাশে এইরূপ একটি মহাশব্দ উত্থিত হইল। দেবগণ স্বর্গীয় কুসুমসমূহ বর্ষণে তাঁহাকে বিস্ময়কর সম্মান প্রদর্শন করিলেন। নারায়ণ তেজোদ্বারা বর্দ্ধিত সেই পুরুষশার্দ্দূল বীর্য্যবান্ রাজর্ষি কুবলাশ্ব, তনয়গণ সহ সমুদ্রতীরে গমনপূর্ব্বক বালুকাময় অব্যয় অর্ণবকে খনন করিতে লাগিলেন এবং মহর্ষি উত্তঙ্কের বশে থাকিয়া তিনি তৎকালে অতি বলী হইয়া উঠিলেন তাঁহার তনয়গণ বালুকা খনন করিতে করিতে তন্মধ্যে দেখিতে পাইলেন, -সেই অসুর ধুন্ধু পশ্চিমদিক্ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে তখন ক্রোধাবিষ্ট ধুন্ধুর মুখ হইতে এক অনল উত্থিত হইল। ঐ অনল যেন লোক সকলকে উল্টাইয়া ফেলিতে লাগিল। অতঃপর সে জলপ্লাবন করিল, হে সোমপশ্রেষ্ঠ ! চন্দ্রোদয়ে মহোদধি যেরূপ চঞ্চল হয়, তদ্রূপ প্লবমান জলের উর্ম্মিমালা মহাবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ধুন্ধুর অনুচর রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক কুবলাশ্বনন্দনগণ প্রায় নির্দগ্ধ হইয়া গেল, কেবল তিনটি মাত্র অবশিষ্ট থাকিল। অনন্তর অতিবল রাজা কুবলাশ্ব ধুন্ধু-বন্ধুগণের বিনাশ কামনায় তদীয় জলময় বেগ পান করিয়া ফেলিলেন এবং মহাযোগী নরাধিপ কুবলাশ্ব যোগবল সমুদ্ভূত জলদ্বারা ঐ অনল প্রশমিত করিলেন ও উদকরূপ মহাকায় রাক্ষসকে বলদ্বারা দূরীভূত করিলেন অনন্তর ধুন্ধুবধে কৃতকার্য্য হইয়া নরাধিপ কুবলাশ্ব উত্তঙ্ক সমীপে উপস্থিত হইলে উত্তঙ্ক মহাত্মা রাজাকে বরদান করিলেন। উত্তঙ্কের বরে তাঁহার অক্ষয় বিত্তলাভ হইল তিনি শত্রুগণের অনভিভবনীয় হইলেন। তাঁহার ধর্ম্মে রতি ও অক্ষয় স্বর্গবাস প্রাপ্তি হইল এবং রাক্ষসগণ যে তাঁহার তনয়দিগকে নিহত করিয়াছিল, উত্তঙ্কের বরে তাহাদিগেরও অক্ষয় স্বর্গ লোক লাভ হইল। ৪৫-৬০ কুবলাশ্বের যে তিন পুত্র অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের জ্যেষ্ঠানুক্রমিক নাম, -দৃঢ়াশ্ব, ভদ্রাশ্ব, এবং কপিলাশ্ব ধুন্ধুমার তনয় দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্য্যাশ্ব, তৎপুত্র নিকুম্ভ ; এই নিকুম্ভ ক্ষত্রধর্ম্মে সতত নিরত থাকিতেন. নিকুম্ভের পুত্র সংহতাশ্ব ; ইঁনি রণবিশারদ বলিয়া বিখ্যাত। সংহতাশ্বের দুই পুত্র, -কৃশাশ্ব ও অক্ষয়াশ্ব। সংহতাশ্বের পত্নীগণ মধ্যে

বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু পুত্রস্তস্যাঃ প্রসেনজিৎ
যুবনাশ্বঃ সুতস্তস্য ত্রিষু লোকেষ্বতিদ্যুতিঃ ,
অত্যন্তধার্ম্মিকো গৌরী তস্য পত্নী পতিব্রতা ॥
অভিশপ্তা তু সা ভর্ত্রা নদী সা বাহুদা কৃতা ।
তস্যাস্তু গৌরিকঃ পুত্রশ্চক্রবর্তী বভূব হ ॥ ৬৬
মান্ধাতা যৌবনাশ্বো বৈ ত্রৈলোক্যবিজয়ী নৃপঃ
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমৌ শ্লোকৌ পৌরাণিকা দ্বিজাঃ
যাবৎ সূর্য্য উদয়তি যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি ।
সর্ব্বং তদ্‌যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমং শ্লোকং বংশবিদো জনাঃ ।
যৌবনাশ্বং মহাত্মানং যজ্বানমমিতৌজসম্ ।
মান্ধাতা তু তনুর্বিষ্ণোঃ পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে
তস্য চৈত্ররথী ভার্য্যা শশবিন্দোঃ সুতাভবৎ ,
সাধ্বী বিন্দুমতী নাম রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ॥৭০
পতিব্রতা চ জ্যেষ্ঠা চ ভ্রাতৃণামযুতস্য সা ।
তস্যামুৎপাদয়ামাস মান্ধাতা ত্রীন্ সুতান্ প্রভুঃ
পুরুকুৎসমম্বরীষং মুচুকুন্দঞ্চ বিশ্রুতম্ ।
অম্বরীষস্য দায়াদো যুবনাশ্বোঽপরঃ স্মৃতঃ ॥৭২
হরিতো যুবনাশ্বস্য হারিতাঃ শূরয়ঃ স্মৃতাঃ ।
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ ক্ষাত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ
পুরুকুৎসস্য দায়াদস্ত্রসদস্যুর্মহাযশাঃ ,
নর্ম্মদায়াং সমুৎপন্নঃ সম্ভূতস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৭৪
সম্ভূতস্যাত্মজঃ পুত্রো হ্যনরণ্যঃ প্রতাপবান্ ।
রাবণো নিহতো যেন ত্রিলোকীবিজয়ে পুরা ॥
ত্রসদশ্বোঽনরণ্যস্য হর্য্যশ্বস্তস্য চাত্মজঃ ।
হর্য্যশ্বাত্তু দৃষদ্বত্যাং জজ্ঞে বসুমতো নৃপঃ ॥ ৭৬
তস্য পুত্রোঽভবদ্রাজা ত্রিধন্বা নাম ধার্ম্মিকঃ ।
আসীৎ ত্রৈধন্বনশ্চাপি বিদ্বাংস্ত্রয্যারুণঃ প্রভুঃ ॥
তস্য সত্যব্রতো নাম কুমারোঽভূন্মহাবলঃ ।
তেন ভার্য্যা বিদর্ভস্য হৃতা হত্বা দিবৌকসান্ ॥
পাণিগ্রহণমন্ত্রেষু নিষ্ঠাং সম্প্রাপিতেম্বিহ ।

একজনের নাম হৈমবতী , তিনি সাধুদিগের সম্মতা ও ত্রিলোক বিখ্যাতা ছিলেন। ইঁহার গর্ভে প্রসেনজিৎ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ; প্রসেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব। ইনি ত্রিলোক মধ্যে অতিদ্যুতিমান্ ও অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। ইঁহার অতি পতিব্রতা পত্নী গৌরী স্বামী কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া বাহুদা নাম্নী নদীরূপে পরিণতা হন। এই গৌরীর গর্ভে গৌরিক নামে এক পুত্র হয়, এই গৌরিক চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যুবনাশ্বের পুত্র ত্রৈলোক্যবিজয়ী রাজা মান্ধাতা। পৌরাণিকগণ এই মান্ধাতা সম্বন্ধে এইরূপ দুইটি শ্লোক উদাহরণ দিয়া থাকেন ; -"সূর্য্যের উদয় হইতে অস্তমন পর্য্যন্ত স্থানসমূহ মান্ধাতার ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত।" বংশবিদ্‌গণ মান্ধাতা সম্বন্ধে এই শ্লোকটিও উদাহরণ দিয়া থাকেন, -পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে যুবনাশ্ব তনয় মান্ধাতা বিষ্ণুর অংশ এবং মহাত্মা, যজ্বা ও অমিততেজা।" শশবিন্দুর দুহিতা চৈত্ররথী মান্ধাতার পত্নী। ভুবনে ইঁহার রূপ অপ্রতিম; ইঁহার অপর একটি নাম বিন্দুমতী। ইনি অতীব সাধ্বী ছিলেন, ইনি অযুত ভ্রাতার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও পতিব্রতা। মান্ধাতা ইঁহার গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ এবং মুচুকুন্দ এই তিনটি বিখ্যাত পুত্র উৎপাদন করেন। এই অম্বরীষের পুত্রের নামও যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্র হরিত ; এই হরিতের বংশধরগণ সকলেই শূর বলিয়া বিখ্যাত। হে দ্বিজাতিগণ ! ইঁহারা আঙ্গিরস ও ক্ষাত্রতেজঃ-সম্পন্ন। ৬২-৭৩। পুরুকুৎসের পুত্র মহাযশা ত্রসদস্যু, নর্ম্মদার গর্ভে সম্ভূত নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সম্ভূতের পুত্র প্রতাপবান্ অনরণ্য ; ইনি পূর্ব্বকালে দিগ্‌বিজয় ব্যাপারে রাবণকে অভিভূত করিয়াছিলেন। এই অনরণ্যের তনয় ত্রসদশ্ব, তৎপুত্র হর্য্যশ্ব ; দৃষদ্বতীর গর্ভে হর্য্যশ্ব হইতে রাজা বসুমত জন্মগ্রহণ করেন ; তাঁহার ত্রিধন্বা নামে এক ধার্ম্মিক পুত্র হয়। ত্রিধন্বার পুত্র ত্রৈধন্ব, তৎপুত্র বিদ্বান্ প্রভু ত্রয্যারুণ ত্রয্যারুণের সত্যব্রত নামে মহাবল এক পুত্র হয় ; ইনি দেবগণকে পরাভূত করিয়া বিদর্ভভার্য্যার পাণি গ্রহণ ব্যাপার সমাপ্ত

বিষ্ণুবৃদ্ধঃ সুতস্তস্য বিষ্ণুবৃদ্ধা যতঃ স্মৃতাঃ।
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ ক্ষাত্রোপেতাঃ সমাশ্রিতাঃ
কামাৎবলাচ্চ মোহাচ্চ সঙ্কর্ষণবলেন চ।
ভাবিনোঽর্থস্য চ বলাত্তৎকৃতং তেন ধীমতা ॥
তমধর্ম্মেণ সংযুক্তং পিতা ত্রয্যারুণোঽত্যজৎ।
অপধ্বংসেতি বহুশোঽবদৎ ক্রোধসমন্বিতঃ ॥
পিতরং সোঽব্রবীদেকঃ ক্ব গচ্ছামীতি বৈ মুহুঃ
পিতা চৈনমথোবাচ শ্বপাকৈঃ সহ বর্ত্তয় ॥ ৮২
নাহং পুত্রেণ পুত্রার্থী ত্বয়াদ্য কুলপাংসন ॥
ইত্যুক্তঃ স নিরাক্রামন্নগরাদ্বচনাত্পিতো ॥ ৮৩
ন চৈনং ধারয়ামাস বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
স তু সত্যব্রতো ধীমান শ্বপাকাবসথান্তিকম্
পিত্রা মুক্তোঽবসদ্বীরঃ পিতা চাস্য বনং যযৌ
তস্মিংস্তু বিষয়ে তস্য নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ।
সমা দ্বাদশ সম্পূর্ণাস্তেনাধর্ম্মেণ বৈ তদা ॥ ৮৫
দারাংস্তু তস্য বিষয়ে বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
সন্ন্যস্য সাগরানূপে চচার বিপুলং তপঃ ॥ ৮৬
তস্য পত্নী গলে বদ্ধা মধ্যমং পুত্রমৌরসম্
শিষ্টানাং ভরণার্থায় ব্যক্রীণাদ্গোশতেন বৈ ॥
তং তু বদ্ধং গলে দৃষ্টা বিক্রীতং তং নরোত্তমঃ
মহর্ষিপুত্রং ধর্ম্মাত্মা মোক্ষয়ামাস সুব্রতঃ ॥ ৮৭
সত্যব্রতো মহাবুদ্ধির্ভরণং তস্য চাকরোৎ।
বিশ্বামিত্রস্য তুষ্ট্যর্থমনুকম্পার্থমেব চ ॥ ৮৯
সোঽভবদ্গালবো নাম গলে বদ্ধো মহাতপাঃ
মহর্ষিঃ কৌশিকস্তাতস্তেন বীর্য্যেণ মোক্ষিতঃ ॥
তস্য ব্রতেন ভক্ত্যা চ কৃপয়া চ প্রতিজ্ঞয়া।
বিশ্বামিত্রকলত্রঞ্চ বভার বিনয়ে স্থিতঃ ॥ ৯১

হইলে তাঁহাকে হরণ করেন। এই সত্যব্রতের এক পুত্র হয়, তাহার নাম বিষ্ণুবৃদ্ধ ; এই বিষ্ণুবৃদ্ধের বংশধরগণ বৃষ্ণুবৃদ্ধ নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা আঙ্গিরস ও ক্ষাত্রধর্ম্মে অবস্থিত সত্যব্রত ধীমান্ হইয়াও মোহবশতঃ যথেচ্ছাচার অবলম্বনপূর্ব্বক সবলে ভাবী অর্থের কর্ষণ করিতে থাকিলে তৎপিতা ত্রয্যারুণ পুত্রকে অধর্ম্মযুক্ত দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন এবং ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে বহুবার "দুর হ দুরহ" বলিতে লাগিলেন। ত্রয্যারুণের একমাত্র পুত্র সত্যব্রত পিতাকে "আমি কোথায় যাইব" এই কথা বারবার জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে তিনি উত্তর করিলেন,–হে কুলপাংসন ! আমি তোমার মত পুত্র দ্বারা পুত্রবান্ হইতে সম্মত নহি, অতএব তুমি অদ্যই চণ্ডালগণসহ মিলিত হও রাজা এইরূপ বলিলে সত্যব্রত তখনই নগর হইতে বহির্গত হইলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষিও তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন না ; সুতরাং পিতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ধীমান্ সত্যব্রত চণ্ডালভবনেই গমন করিলেন। রাজাও পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলেন। অরাজক রাজ্যে অধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইতে থাকিল। বাসব দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত একেবারেই বারিবর্ষণ করিলেন না ৭৪-৮৫। তৎকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্ত্রী পুত্র সকল রাখিয়া সাগরের অনূপদেশে অবস্থানপূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতেছিলেন। তাঁহার পত্নী একটি পুত্রকে বিক্রয় করিয়া অবশিষ্ট পুত্রগণের ভরণপোষণার্থ গোশত মূল্যে মধ্যম ঔরসপুত্রকে বিক্রয় করেন। ক্রেতা যখন ঐ পুত্রকে গলদেশে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়, তখন ধর্ম্মাত্মা নরোত্তম সুব্রত সত্যব্রত মহর্ষিপুত্রকে ঐরূপে বদ্ধ ও বিক্রীত দেখিয়া তাহাকে মোচন করেন এবং মহাবুদ্ধি সত্যব্রত বিশ্বামিত্রের তুষ্টি ও অনুকম্পার জন্য ঐ ঋষিতনয়কে পালন করিতে থাকেন ইনি গলে বদ্ধ হইয়া নীত হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম হয় গালব। এই কুশিকবংশোদ্ভব মহর্ষি গালব একজন মহাতপা এবং স্বীয় তপোবীর্য্যদ্বারাই মোক্ষপ্রাপ্ত হন এদিকে রাজা সত্যব্রতের ব্রত, ভক্তি, কৃপা, সত্য প্রতিজ্ঞা ও বিনয় দ্বারা বিশ্বামিত্রের পুত্রকলত্রও প্রতি

হত্বা মৃগান্ বরাহাংশ্চ মহিষাংশ্চ বনেচরান্।
বিশ্বামিত্রাশ্রমাভ্যাসে তন্মাংসমপচত্ততঃ ॥ ৯২
উপাংশুব্রতমাস্থায় দীক্ষাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
পিতুর্নিয়োগাদভজন্নৃপে তু বনমাস্থিতে ॥ ৯৩
অযোধ্যাঞ্চৈব রাজ্যঞ্চ তথৈবান্তঃপুরং মুনিঃ।
যাজ্যোপাধ্যায়সংযোগাদ্বশিষ্ঠঃ পর্য্যরক্ষত ॥
সত্যব্রতস্তু বাল্যাত্তু ভাবিনোঽর্থস্য বৈ বলাৎ
বশিষ্ঠেঽভ্যধিকং মন্যুং ধারয়ামাস মন্যুনা ॥
পিত্রা রুদংস্তদা রাষ্ট্রাৎ পরিত্যক্তং স্বমাত্মজম্
ন বারয়ামাস মুনির্বশিষ্ঠঃ কারণেন বৈ ॥ ৯৩
পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং নিষ্ঠা স্যাৎ সপ্তমে পদে।
এবং সত্যব্রতস্তান্ বৈ হৃতবান্ সপ্তমে পদে।
জানন্ ধর্ম্মান্ বশিষ্ঠস্তু ন চ মন্ত্রানিহেস্মৃতি।
ইতি সত্যব্রতে রোষং বশিষ্ঠো মনসাকরোৎ
গুরুবুদ্ধ্যা তু ভগবান্ বশিষ্ঠঃ কৃতবাংস্তদা।
ন তু সত্যব্রতোঽবুধ্যদুপাংশুব্রতমস্য বৈ ॥ ৯৯
তস্মিংশ্চোপরতে যো বৈ পিতুরাসীন্মহাত্মনঃ।
তেন দ্বাদশ বর্ষাণি নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ ॥ ১০০
তেন ত্বিদানীং বহুধা দীক্ষাং তাং দুর্ব্বহাং ভুবি
কুলস্য নিষ্কৃতিঃ স্বস্য কৃতেয়ঞ্চ ভবেদিতি ॥
ততো বসিষ্ঠো ভগবান্ পিত্রা ত্যক্তং ন্যবারয়ৎ
অভিষেক্ষ্যাম্যহং রাজ্যে পশ্চাদেনমিতি প্রভুঃ
স তু দ্বাদশ বর্ষাণি দীক্ষাং তামুদ্বহন্ বলী
অবিদ্যমানে মাংসে তু বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥ ১০৩
সর্ব্বকামদুঘাং ধেনুং স দদর্শ নৃপাত্মজঃ।
তাং বৈ ক্রোধাচ্চ মোহাচ্চ শ্রমাচ্চৈব ক্ষুধান্বিতঃ
দস্যুধর্ম্মং গতো দৃষ্ট্বা জঘান বলিনাংবরঃ।
স তু মাংসং স্বয়ং চৈব বিশ্বামিত্রস্য চাত্মজান্ ॥

পালিত হইতে লাগিল।। সত্যব্রত বিশ্বামিত্রের আশ্রমসন্নিহিত বনপ্রদেশে দ্বাদশবর্ষ অবস্থানপূর্ব্বক দীক্ষাগ্রহণ করিয়া বনেচর মৃগ, বরাহ ও মহিষ সকল হনন ও সেই প্রাণীর মাংসদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করত মৌনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক পিতার নিয়োগ পালন করিতে লাগিলেন। সত্যব্রত যৎকালে বনে বাস করিতেছিলেন, তখন রাজ্য ও উপাধ্যায়গণসহ মহর্ষি বশিষ্ঠ অযোধ্যা রাজ্য ও অন্তঃপুর পরিরক্ষণ করিতেছিলেন। সত্যব্রত বাল্যকালে ভবিতব্যতা নিবন্ধন বলপূর্ব্বক অধ্যবসায় করিয়াছিল; এজন্য পিতা কর্ত্তৃক রাষ্ট্র হইতে পরিত্যক্ত হওয়ায় যখন সে রোদন করে, তখনও মুনি বশিষ্ঠ তাহাকে বন গমনে নিষেধ করেন নাই, এজন্য বশিষ্ঠের প্রতি তাহার অত্যধিক ক্রোধ জন্মিয়াছিল। সপ্তপদী গমন হইলেই পাণিগ্রহণ মন্ত্র সম্পূর্ণতা লাভ করে। পাণিগ্রহণ ব্যাপার সম্পন্ন হইলেও সত্যব্রত পরপত্নী অপহরণ করেন, এজন্য মন্ত্রবিৎ বশিষ্ঠ এই হরণ কার্য্যের অনুমোদন করেন না, এবং সে জন্য সত্যব্রতের উপর মনে মনে বিশেষ রোষান্বিতই হইয়াছিলেন সত্যব্রত পিতা কর্ত্তৃক যৎকালে নির্ব্বাসিত হন, ভগবান্ গুরু বশিষ্ঠ যে তখন বুদ্ধিপূর্ব্বকই মৌনাবলম্বন করেন, সত্যব্রত তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মহামনা প্রভু ভগবান্ বশিষ্ঠ বুঝিয়াছিলেন, - "সত্যব্রতের পিতার মৃত্যু হইলে যখন বাসব দ্বাদশবর্ষ বারিবর্ষণ করিবেন না, তৎকালে ত্রিলোকের অনেক বিধিবিধান ক্ষীণ হইয়া যাইবে; অতএব প্রজাসাধারণ বুঝিবে, -সত্যব্রত পিতৃনির্দ্দিষ্ট দণ্ড গ্রহণ করিয়া স্বীয় কুলের নিষ্কৃতিকারক হইয়াছেন। সেই সময় পিতৃত্যক্ত সত্যব্রতকে পশ্চাৎ ফিরাইয়া আনিয়া রাজ্যে তাঁহাকে অভিষেক করিব।" এদিকে বলবান্ সত্যব্রত দ্বাদশ বার্ষিক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কালযাপন করিতে থাকিলে, একদিন তাঁহার ভক্ষ্য মাংসের অভাব হয়, তখন নৃপতনয় সত্যব্রত মহাত্মা বসিষ্ঠের সর্ব্বকামপ্রসবিত্রী ধেনুকে দেখিতে পান। বীরশ্রেষ্ঠ সত্যব্রত ক্রোধ, মোহ, শ্রম ও ক্ষুধার বশীভূত হইয়া দস্যুধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক সেই ধেনুকে বধ করিলেন এবং সেই মাংস স্বয়ং ভক্ষণ করিলেন ও বিশ্বামিত্রতনয়গণকেও ভক্ষণ করাইলেন।

তোজয়ামাস তচ্ছ্রুত্বা বসিষ্ঠস্তং তদাত্যজৎ।
প্রোবাচ চৈব ভগবান্ বসিষ্ঠস্তং নৃপাত্মজম্ ॥
পাতয়ে ক্রূর হে ক্রূর তব শঙ্কুময়োময়ম্।
যদি তে ত্রীণি শঙ্কুনি ন স্যুর্হি পুরুষাধম ॥ ১০৭
পিতুশ্চাপরিতোষেণ গুরোর্দোগুব্রীবধেন চ
অপ্রোক্ষিতোপযোগাচ্চ ত্রিবিধস্তে ব্যতিক্রমঃ
এবং স ত্রীণি শঙ্কুনি দৃষ্টা তস্য মহাতপাঃ।
ত্রিশঙ্কুরিতি হোবাচ ত্রিশঙ্কুস্তেন স স্মৃতঃ ॥
বিশ্বামিত্রস্তু দারাণামাগতো ভরণে কৃতে।
ততস্তস্মৈ বরং প্রাদাত্তদা প্রীতস্ত্রিশঙ্কবে ॥ ১১০
ছন্দ্যমানো বরেণাথ গুরুং বরে নৃপাত্মজঃ।
অনাবৃষ্টিভয়ে তস্মিন গতে দ্বাদশবার্ষিকে ॥ ১১১
অভিষিচ্য তদা রাজ্যে যাজয়ামাস তং মুনিঃ।
মিষতাং দৈবতানাঞ্চ বশিষ্ঠস্য চ কৌশিকঃ ॥
বিন্ধ্যপার্শ্বে মহাপুণ্যা নিম্নগা গিরিকাননে।
তস্য স্নানেন সম্ভূতা কর্ম্মনাশা শুভা নদী।
সশরীরং তদা তং বৈ দিবমারোপয়ৎ প্রভুঃ ॥
মিষতস্তু বসিষ্ঠস্য তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমৌ শ্লোকৌ পৌরাণিকা জনাঃ
বিশ্বামিত্রপ্রসাদেন ত্রিশঙ্কুর্দিবি রাজতে।
দেবৈঃ সার্দ্ধং মহাতেজানুগ্রহাত্তস্য ধীমতঃ ॥
শনৈর্যাত্যবলা রম্যা হেমন্তে চন্দ্রমণ্ডিতা
অলঙ্কৃতা ত্রিভির্ভাবৈস্ত্রিশঙ্কুগ্রহভূষিতা ॥ ১১৬
তস্য সত্যরতা নাম ভার্য্যা কেকয়বংশজা।
কুমারং জনয়ামাস হরিশ্চন্দ্রমকল্মষম্ ॥ ১১৭
স তু রাজা হরিশ্চন্দ্রস্ত্রৈশঙ্কব ইতি শ্রুতঃ।
আহর্ত্তা রাজসূয়স্য সম্রাড়িতি পরিশ্রুতঃ ॥ ১১৮
হরিশ্চন্দ্রস্য তু সুতো রোহিতো নাম বীর্য্যবান্

ভগবান্ বশিষ্ঠ ইহা জানিতে পরিয়া সত্যব্রতের প্রতি যে স্নেহ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্য হৃদয় হইতে পরিত্যাগ করিলেন ; পরন্তু বলিলেন, -হে ক্রূর ! যদি তোর ত্রিবিধ শঙ্কু না থাকিত, তবে নিশ্চয়ই তোর প্রতি লোহময় শঙ্কুপাত করিতাম। হে পুরুষাধম ! পিতার অপ্রিয়াচরণ, গুরুর গোবধ এবং অবৈধ পরদারহরণ, তোর এই ত্রিবিধ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে মহাতপা বশিষ্ঠ সত্যব্রতের এইরূপ ত্রিবিধ শঙ্কু অবলোকন করিয়া তাহাকে ত্রিশঙ্কু বলিয়া অভিহিত করিলেন হে দ্বিজসত্তমগণ ! এজন্যই সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু নামে পরিচিত। অনন্তর বিশ্বামিত্র পুত্রকলত্রাদির ভরণ-পোষণ জন্য আগমন করিয়া ত্রিশঙ্কুর পূর্ব্বকৃত পুত্রাদির পোষণ ব্যাপার শ্রবণপূর্ব্বক বরদানে তাঁহার সমস্ত অপায় দূরীভূত করিলেন। নৃপতনয় ত্রিশঙ্কু গুরু বিশ্বামিত্রকে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ভয়ের কথা জানাইলেন। অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র দেবগণ ও বশিষ্ঠের সমক্ষেই তাঁহাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া তাঁহার যাগযজ্ঞ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বতের পার্শ্বদেশে গিরি কাননের মধ্য দিয়া যে মহাপুণ্য নদী প্রবাহিত আছে, যজ্ঞ সমাপনান্তে ত্রিশঙ্কু তথায় অবভৃত স্নান করিয়াছিলেন তাঁহার স্নানের জন্য ঐ নদী শুভদায়িনী কর্ম্মনাশা নামে বিখ্যাত হয়। বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন। ৮৬-১১৩। মহর্ষি বশিষ্ঠের সমক্ষে একটি অদ্ভুত ব্যাপারের ন্যায় ইহা সম্পন্ন হইয়া গেল। পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে এই দুইটি শ্লোক উদাহরণ স্বরূপে উল্লিখিত করিয়া থাকেন, -"ধীমান্ বিশ্বামিত্রের অনুগ্রহে মহাতেজা ত্রিশঙ্কু দেবগণসহ স্বর্গে বিরাজ করিতেছেন। ত্রিশঙ্কুরূপ গ্রহের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া হেমন্তে চন্দ্রমণ্ডলের সহিত এক রমণীয় অবলা ভাবত্রয়ে অলঙ্কৃত হইয়া ত্রিশঙ্কুসমীপে গমন করিয়া থাকে। ত্রিশঙ্কুর পত্নীর নাম সত্যব্রতা, ইনি কেকয় বংশজাতা ছিলেন। ত্রিশঙ্কু তাঁহার ঐ পত্নীর গর্ভে পূতচরিত্র হরিশ্চন্দ্রকে উৎপাদন করেন ত্রিশঙ্কুতনয় বিখ্যাত রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞের আহরণ করিয়া সম্রাট বলিয়া প্রথিত হন হরিশ্চন্দ্রের

হরিতো রোহিতস্যাথ চঞ্চুর্হারীত উচ্যতে ॥
বিজয়শ্চ সুদেবশ্চ চঞ্চুপুত্রৌ বভূবতুঃ।
জেতা সর্ব্বস্য ক্ষত্রস্য বিজয়স্তেন স স্মৃতঃ ॥
রুরুকস্তনয়স্তস্য রাজা ধর্ম্মার্থকোবিদঃ।
রুরুকাদ্ধৃতকঃ পুত্রস্তস্মাদ্বাহুশ্চ জজ্ঞিবান্ ॥১২১
হৈহয়ৈস্তালজঙ্ঘৈশ্চ নিরস্তো ব্যসনী নৃপঃ
শকৈর্যবনকাম্বোজৈঃ পারদৈঃ পহ্লবৈস্তথা ॥
নাত্যর্থং ধার্ম্মিকোঽভূৎ স ধর্ম্মে সত্যযুগে তথা
সগরস্তু সুতো বাহোর্জজ্ঞে সহ গরেণ বৈ।
ভৃগোরাশ্রমমাসাদ্য ত্বৌর্ব্বেণ পরিরক্ষিতঃ ॥১২৩
আগ্নেয়মস্ত্রং লব্ধা তু ভার্গবাৎ সগরো নৃপঃ।
জঘান পৃথিবীং গত্বা তালজঙ্ঘান্ সহৈহয়ান্ ॥
শকানাং পহ্লবানাঞ্চ ধর্ম্মান্নিরসদচ্যুতঃ।
ক্ষত্রিয়াণাং তথা তেষাং পারদানাঞ্চ ধর্ম্মবিৎ ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

কথং স সগরো রাজা গরেণ সহ জজ্ঞিবান্।
কিমর্থঞ্চ শকাদীনাং ক্ষত্রিয়াণাং মহৌজসাম্।
ধর্ম্মান্ কুলোচিতান্ ক্রুদ্ধো রাজা নিরসদচ্যুতঃ

সূত উবাচ।

বাহোর্ব্যসনিনস্তস্য হৃতং রাজ্যং পুরা কিল।
হৈহয়ৈস্তালজঙ্ঘৈশ্চ শকৈঃ সার্দ্ধং সমাগতৈঃ ॥
যবনাঃ পারদাশ্চৈব কাম্বোজাঃ পহ্লবাস্তথা ॥
হৈহয়ার্থং পরাক্রান্তা এতে পঞ্চগণাস্তদা ॥ ১২৮
হৃতং রাজ্যং বলীয়োভিরেভিঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবৈঃ
হৃতরাজ্যস্তদা বাহুঃ সন্ন্যস্য নু তদা নৃপঃ।
বনং প্রবিশ্য ধর্ম্মাত্মা সহ পত্ন্যা তপোঽচরৎ ॥
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তোয়ার্থং প্রস্থিতো নৃপঃ।
বৃদ্ধত্বাদ্দুর্ব্বলত্বাচ্চ অন্তরা স মমার চ ॥ ১৩০
পত্নী তু যাদবী তস্য সগর্ভা পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ
সপত্ন্যা তু গরস্তস্যৈ দত্তো গর্ভজিঘাংসয়া ॥ ১৩১
সা তু ভর্ত্তুশ্চিতাং কৃত্বা বহ্নিং তং সমরোহয়ৎ
ঔর্ব্বস্তাং ভার্গবো দৃষ্ট্বা কারুণ্যাদ্বি ন্যবর্ত্তয়ৎ।
তস্যাশ্রমে তু তং গর্ভং সা গরেণ তদা সহ।

পুত্র বীর্য্যবান্ রোহিত, তৎপুত্র হরিত, হরিতের পুত্র চঞ্চু ; ঐ চঞ্চুর দুই পুত্র তাঁহাদের নাম বিজয়, ও সুমেরু ; নিখিল ক্ষত্রিয়গণের জয় করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয় নামে খ্যাত লাভ করেন। বিজয়ের পুত্র রুরুকা, রাজা রুরুকা ধর্ম্মার্থকোবিদ ছিলেন, রুরুকের পুত্র ধৃতক ; ধৃতকের বাহু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে, এই পুত্র অত্যন্ত অধার্ম্মিক এবং ব্যাসননিরত। রাজা বাহু, হৈহয়, তালজঙ্ঘ, শক, যবন, পারদ, এবং পহ্লবগণ কর্ত্তৃক নিরস্ত হন রাজা বাহুর সত্যযুগে সগর নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গরের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; ভৃগুর আশ্রমে ইনি ঔর্ব্ব কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হন এবং তাঁহার নিকট হইতে আগ্নেয় অস্ত্র লাভ করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্যটনপূর্ব্বক হৈহয় গণসহ তালজঙ্ঘ শক, পহ্লব, পারদ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণকে কুলোচিত ধর্ম্ম হইতে অপসারিত করেন। ঋষিগণ প্রশ্ন করিলেন, অচ্যুত ধর্ম্মাত্মা রাজা সগর কিজন্য গরের সহিত জন্মগ্রহণ করেন, এবং কিজন্য বা মহাতেজা শকাদি ক্ষত্রিয় গণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে কুলোচিত ধর্ম্ম হইতে বহিস্কৃত করেন? ১১৪-১২৬। সূত কহিলেন, পূর্ব্বকালে তালজঙ্ঘ, হৈহয়, শকগণসহ যবন, পারদ, কাম্বোজ এবং পহ্লব আগমন করিয়া ব্যাসনাসক্ত রাজা বাহুর রাজ্য অপহরণ করে ; ক্ষত্রিয়পুঙ্গব ঐ মহাবলপরাক্রম গণপঞ্চক হৈহয়দিগের প্ররোচনায় বাহুর রাজ্য অপহরণ করিয়াছিল হৃতরাজ্য ধর্ম্মাত্মা নৃপতি বাহু পত্নীসহ অরণ্যাশ্রয় করিয়া তৎকালে তপশ্চরণ করেন। অনন্তর এক সময় জল আনয়ন করিবার জন্য গমন করিয়া বাহু বার্দ্ধক্য ও দৌর্ব্বল্য বশতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার গর্ভিণী পত্নী যাদবী তাঁহার পশ্চাদনুগমন করিলে সপত্নী তদীয় গর্ভ বিনাশবাসনায় গর অর্থাৎ বিষপ্রদান করেন। অনন্তর, যাদবী স্বামীর চিতা নির্ম্মাণ করিয়া সেই অনলে স্বয়ং প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে ভৃগুনন্দন ঔর্ব্ব এই

ব্যজায়ত মহাবাহুং সগরং নম ধার্ম্মিকম্ ॥ ১৩৩
ঔর্ব্বস্তু জাতকর্ম্মাদীন্ কৃত্ব তস্য মহাত্মনঃ
অধ্যাপ্য বেদশাস্ত্রাণি ততোহস্ত্রং প্রত্যপাদয়ৎ
জামদগ্ন্যাত্তদাগ্নেয়মসুরৈরপি দুঃসহম্ ।
স তেনাস্ত্রবলেনৈব বলেন চ সমন্বিতঃ ।
জঘান হৈহয়ান্ ক্রুদ্ধো রুদ্রঃ পশুগণানিব ॥ ১৩৫
ততঃ শকান্ সযবনান কাম্বোজান্ পারদাংস্তথা
পহ্লবাংশ্চৈব নিঃশেষান্ কর্ত্তুং ব্যবসিতো নৃপঃ
তে বধ্যমানা বীরেণ সগরেণ মহাত্মনা ।
বশিষ্ঠং শরণং সর্ব্বে প্রপন্নাঃ শরণৈষিণঃ ॥ ১৩৭
বশিষ্ঠস্তাংস্তথেত্যুক্ত্বা সময়েন মহামুনিঃ ।
সগরং বারয়ামাস তেষাং দত্ত্বাভয়ং তদা ॥ ১৩৮
সগরঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্ব্বাক্যং নিশম্য চ
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেষান্যত্বঞ্চকার হ ॥
অর্দ্ধং শকানাংশিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈব চ
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ ।
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা ॥ ১
শকা যবনকাম্বোজাঃ পহ্লবাঃ পারদৈঃ সহ ।
কলিস্পর্শা মাহিষিকা দার্ব্বাশ্চোলাঃ খসাস্তথা ॥
সর্ব্বে তে ক্ষত্রিয়গণা ধর্ম্মস্তেষাং নিরাকৃতঃ ।
বশিষ্ঠবচনাৎপূর্ব্বং সগরেণ মহাত্মনা ॥ ১৪৩
স ধর্ম্মবিজয়ী রাজা বিজিত্যেমাং বসুন্ধরাম্ ।
অশ্বং বিচরয়ামাস বাজিমেধায় দীক্ষিতঃ ॥ ১৪
তস্য চরয়তঃ সোহশ্বঃ সমুদ্রে পূর্ব্বদক্ষিণে ॥
বেলাসমীপেহপহৃতো ভূমিঞ্চৈব প্রবেশিতঃ ॥
স তং দেশং সুতৈঃ সর্ব্বৈঃ খানয়ামাস পার্থিবঃ
আসেদুশ্চ ততস্তস্মিংস্তেদস্তস্তে মহার্ণবে ॥ ১৪৫
তমাদিপুরুষং দেবং হরিং কৃষ্ণং প্রজাপতিম্ ।
বিষ্ণুং কপিলরূপেণ হংসং নারায়ণং প্রভুম্ ॥

ব্যাপার দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাকে বারংবার নিষেধ করেন। বাহপত্নী যাদবী তাঁহার আশ্রমে রক্ষিত হইয়া মহাবাহু ধার্ম্মিক সগর নামে এক পুত্র প্রসব করেন। ঔর্ব্বই তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সমাহিত করিয়া নিখিল বেদ ও অস্ত্র বিদ্যা অধ্যয়ন করান। সগর জামদগ্ন্যের নিকট তৎকালেই অসুরগণের দুঃসহ আগ্নেয় অস্ত্র লাভ করেন। হে ঋষিগণ। এই অস্ত্র বলে বলীয়ান্ রাজা সগর রুদ্র-কৃত পশুসংহারের ন্যায় হৈহয়গণের বধসাধন করেন। হৈহয়বধানন্তর রাজা সগর ক্রমে শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, এবং পহ্লবগণের নিঃশেষরূপে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে মহাত্মা বীর সগরের অস্ত্রাঘাতে পীড়িত হইয়া সকলেই শরণাগতবৎসল ঋষি বশিষ্ঠের শরণ হইল। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়া অভয়দানপূর্ব্বক সামবাক্যে সগরকে নিবারণ করিলেন। রাজা সগর স্বীয় প্রতিজ্ঞা ও গুরুর বাক্য বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মবিনাশ করিলেন তিনি শকদিগের অর্দ্ধ মস্তক এবং যবন ও কাম্বোজদিগের সমস্ত শিরোমুণ্ডন করিয়া বিসর্জ্জন করিলেন। পারদগণকে মুক্তকেশ ও পহ্লবগণকে শ্মশ্রুধারী করিলেন। মহাত্মা সগর এইরূপে তাহাদিগকে বিরূপ করিয়া স্বাধ্যায় ও বষট্কাররহিত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বকালে বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক আদিষ্ট মহাত্মা সগরের হস্তে বিরূপ বেশ-প্রাপ্ত শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, মাহিষিক, দার্ব্ব, চোল এবং খশ, এই সকল ক্ষত্রিয়গণ স্ব স্ব কুলোচিত ধর্ম্ম হইতে এইরূপে নিরাকৃত হয়। ১২৭-১৪৩। ধর্ম্ম বিজয়ী রাজা সগর এই বসুন্ধরাকে জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞীয় অশ্ব মোচন করেন। তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্ব পূর্ব্ব-দক্ষিণ-সমুদ্রের বেলাসমীপে বিচরণ করিতে থাকলে কে যেন সেই অশ্ব অপহরণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। পৃথিবীপতি সগর স্বীয় তনয়গণ দ্বারা সেই বেলা ভূমি খনন করাইলেন। তদীয় তনয়গণ ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া অর্ণব মধ্যে কপিলরূপী আদি পুরুষ প্রজাপতি হরিকে দেখিতে পাইল। তাহারা সেই প্রজাপতি হংস

তস্য চক্ষুঃ সমাসাদ্য তেজস্তৎপতিপদ্য তে
দগ্ধাঃ পুত্রাস্তদা সর্ব্বে চত্বারস্তবশেষিতাঃ ॥১৪৮
বর্হিকেতুঃ সকেতুশ্চ তথা ধর্ম্মরতশ্চ যঃ।
শূরঃ পঞ্চবনশ্চৈব তস্য বংশকরাঃ প্রভোঃ ॥
প্রাদাচ্চ তস্য ভগবান্ হরির্নারায়ণো বরান্।
অক্ষয়ত্বং স্ববংশস্য বাজিমেধশতং তথা।
বিভুং পুত্রং সমুদ্রঞ্চ স্বর্গে বাসং তথাক্ষয়ম্ ॥
স সমুদ্রোঽশ্বমাদায় ববন্দে সরিতাং পতিঃ।
সাগরত্বঞ্চ লেভে স কর্ম্মণা তেন তস্য বৈ ॥
তং চাশ্বমেধিকং সোঽশ্বং সমুদ্রাৎ প্রাপ্য পার্থিবঃ
আজহারাশ্বমেধানাং শতঞ্চৈব পুনঃপুনঃ ॥১৫২
ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি দগ্ধান্যশ্বানুসারিণাম্।
তেষাং নারায়ণং তেজঃপ্রবিষ্টানাং মহাত্মনাম্
পুত্রাণাস্তু সহস্রাণি ষষ্টিস্তু ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥১৫৭

ঋষয় উচুঃ।

সগরস্যাত্মজা রাজ্ঞঃ কথং জাতা মহাবলাঃ।
বিক্রান্তাঃ ষষ্টিসাহস্রা বিধিনা কেন বা বদ ॥

সূত উবাচ।

দ্বে পত্ন্যৌ সগরস্যাস্তাং তপসা দগ্ধকিল্বিষে।
জ্যেষ্ঠা বিদর্ভদুহিতা কেশিনী নাম নামতঃ ॥
কনীয়সী তু যা তস্য পত্নী পরমধর্ম্মিণী।
অরিষ্টনেমিদুহিতা রূপেণা প্রতিমা ভুবি ॥ ১৫৬
ঔর্ব্বস্তাভ্যাং বরং প্রাদাত্তপসারাধিতঃ প্রভুঃ।
একা জনিষ্যতে পুত্রং বংশকর্ত্তারমীপ্সিতম্।
ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি দ্বিতীয়া জনয়িষ্যতি ॥ ১৫৭
মুনেস্তু বচনং শ্রুত্বা কেশিনী পুত্রমেককম্।
বংশস্য কারণং শ্রেষ্ঠা জগ্রাহ নৃপসংসদি ॥ ১৫৮
ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি সুপর্ণভাগিনী তথা।
মহাত্মনস্তু জগ্রাহ সুমতিঃ স্বমতির্যথা ॥ ১৫৯
অথকালে গতে জ্যেষ্ঠা জ্যেষ্ঠং পুত্রং ব্যজায়ত
অসমঞ্জ ইতি খ্যাতং কাকুৎস্থং সগরাত্মজম ॥
সুমতিস্ত্বপি জজ্ঞে বৈ গর্ভং তুম্বং যশস্বিনী।
ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি তুম্বমধ্যাদ্বিনিঃসৃতাঃ ॥ ১৬১

প্রভু নারায়ণ কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া অশ্বচৌর বোধে যেমন তাঁহার সমক্ষে উপনীত হইল, অমনি ভস্মীভূত হইল। তৎকালে ঐ সগর তনয়গণ মধ্যে বর্হিকেতু, সকেতু, ধর্ম্মরত এবং বীর্য্যবান পঞ্চবন, এই চারিজন মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন ; ইহাঁরাই প্রভু সগরের বংশধর বলিয়া বিখ্যাত। ভগবান্ নারায়ণ হরির বরে রাজা সগর স্বীয় বংশের অক্ষয়ত্ব, শত অশ্বমেধ যজ্ঞের সম্পূর্ণতা, অক্ষয় স্বর্গবাস, এবং সমুদ্রকে পুত্ররূপে লাভ করিলেন। সরিৎপতি সাগর অশ্ব আনায়ন করিয়া রাজা সগরকে বন্দনা করিলেন এই কার্য্য দ্বারাই সাগর সগরের পুত্রত্ব লাভ করিলেন পৃথিবীপতি সগর, সাগর সমীপে যজ্ঞীয় অশ্ব প্রাপ্ত হইয়া বার বার শতাশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন যজ্ঞীয় অশ্বের অনুগমন করিয়া তাঁহার যে ষষ্টি সহস্র পুত্র দগ্ধ হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই তৎকালে নারায়ণের তেজে প্রবিষ্ট হইয়াছিল ; ইহাই আমরা শুনিয়াছি। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত ষষ্টি সহস্র সগর তনয় কি নিমিত্ত বিধি কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হন, সেই সমস্ত আমাদের নিকট বলুন। সূত উত্তর করিলেন, রাজা সগরের দুটি পত্নী ছিলেন ; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা পত্নীর নাম কেশিনী, ইনি বিদর্ভদুহিতা কনিষ্ঠা পত্নী- অরিষ্টনেমির কন্যা পরমধর্ম্মিণী সুমতি ; পৃথিবীতে ইহার তুল্যরূপ, আর দ্বিতীয় ছিল না। ইহাঁরা উভয়েই বিধুতপাপা হইয়াছিলেন। এই সগরপত্নীদ্বয়ের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ঔর্ব্ব তাঁহাদিগের একজনকে এক অভীষ্ট বংশকর্ত্তা পুত্র এবং দ্বিতীয়াকে ষষ্টিসহস্র পুত্র লাভরূপ বরদান করেন। ১৪৪-১৫৭। অনন্তর ঔর্ব্ববরে জ্যেষ্ঠা কেশিনী এক বংশকর্ত্তা অভীষ্ট পুত্র প্রসব করেন, এবং কনিষ্ঠা সুপর্ণভগিনী সুমতি স্বীয় অভিলাষানুসারে ষষ্টিসহস্র মহাত্মা পুত্র লাভ করেন। জ্যেষ্ঠা কেশিনী যথাকালে ককুৎস্থকুলে খ্যাত সগরাত্মজ অসমঞ্জকে প্রসব করেন, আর যশস্বিনী সুমতি এক অলাবু প্রসব করিয়াছিলেন

ঘৃতপূর্ণেষু কুম্ভেষু তান্ গর্ভান্ন্যদধত্ততঃ।
ধাত্রীশ্চৈকৈকশঃ প্রদাত্তাবতীঃ পোষণে নৃপঃ
ততো নবসু মাসেষু সমুত্তস্থুর্যথাসুখম্।
কুমারাস্তে মহাভাগাঃ সগরপ্রীতিবর্দ্ধনাঃ ॥১৬৩
কালেন মহতা চৈব যৌবনং প্রতিপেদিরে।
ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি তেষামশ্বানুসারিণাম্ ॥ ১৬৪
স তু জ্যেষ্ঠো নরব্যাঘ্রঃ সগরস্যাত্মসম্ভবঃ।
অসমঞ্জ ইতি খ্যাতো বর্হিকেতুর্মহাবলঃ ॥১৬৫
পৌরাণামহিতে যুক্তং পিত্রা নির্ব্বাসিতঃ পুরা
তস্য পুত্রোঽংশুমান্নাম অসমঞ্জস্য বীর্য্যবান্ ॥
তস্য পুত্রস্তু ধর্ম্মাত্মা দিলীপ ইতি বিশ্রুতঃ।
দিলীপাত্তু মহাতেজা বীরো জাতো ভগীরথঃ
যেন গঙ্গা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা বিমানৈরুপশোভিতা।
সমানেয় সমুদ্রাদ্বৈ দুহিতৃত্বেন কল্পিতা
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমং শ্লোকং পৌরাণিকা জনাঃ
ভগীরথস্তু তাং গঙ্গামানয়ামাসি কর্ম্মভিঃ।
তস্মাদ্ ভাগীরথী গঙ্গা কথ্যতে বংশবিত্তমৈঃ
ভগীরথসুতশ্চাপি শ্রুতো নাম বভূব হ।
নাভাগস্তস্য দায়াদো নিত্যং ধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ১৭০
অম্বরীষঃ সুতস্তস্য সিন্ধুদ্বীপস্ততোঽভবৎ।
এবং বংশপুরাণজ্ঞা গায়ন্তীতি পরিশ্রুতম্ ॥
নাভাগেরম্বরীষস্য ভুজাভ্যাং পরিপালিতা।
বভূব বসুধাত্যর্থং তাপত্রয়বিবর্জ্জিতা ॥ ১৭২
আয়ুতায়ুঃ সুতস্তস্য সিন্ধুদ্বীপস্য বীর্য্যবান্ ॥
আয়ুতায়োস্তু দায়াদ ঋতুপর্ণো মহাযশাঃ ॥ ১৭৩
দিব্যাক্ষহৃদয়জ্ঞোঽসৌ রাজা নলসখো বলী।
নলৌ দ্বাবিতি বিখ্যাতৌ পুরাণেষু দৃঢ়ব্রতৌ ॥
বীরসেনাত্মজশ্চৈব যশ্চেক্ষাকুকুলোদ্বহঃ।
ঋতুপর্ণস্য পুত্রোঽভূৎ সর্ব্বকামো জনেশ্বরঃ ॥
সুদাসস্তস্য তনয়ো রাজা হংসমুখোঽভবৎ।
সুদাসস্য সুতঃ প্রোক্তঃ সৌদাসো নাম পার্থিবঃ

ঐ অলাবু ঘৃতপূর্ণ কলসমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন ; উহার রক্ষণার্থ রাজা সগর ষষ্টিসহস্র দাসী নিযুক্ত করেন। অনন্তর নবম মাস পূর্ণ হইলে ঐ অলাবু হইতে ষষ্টিসহস্র পুত্র নির্গত হয় এই মহাভাগ কুমারগণ ক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সকলেই সগরের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে লাগিল। তদনন্তর বহুকাল অতীত হইলে এই ষষ্টিসহস্র সগরতনয় যৌবন প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞীয় অশ্বের অনুগমন করিয়াছিলেন। সগরের জ্যেষ্ঠ তনয় নরশার্দ্দুল বর্হিকেতু অসমঞ্জনামে বিখ্যাত ; পূর্ব্বকালে ইনি পুরবাসী জনের সতত অহিত কার্য্যে নিরত হন; এজন্য পিতা তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। অসমঞ্জের পুত্র বীর্য্যবান্ অংশুমান্ ; তাঁহার পুত্র বিখ্যাত ধর্ম্মাত্মা দিলীপ; দিলীপ হইতে মহাতেজা বীর ভগীরথ জন্মগ্রহণ করেন ; ইনি বিমানোপশোভিত সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গা দেবীকে পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ভাগীরথী নামে তাঁহার কন্যাত্ব প্রাপ্ত হন পুরাণজ্ঞগণ এই ভগীরথ সম্বন্ধে এইরূপ একটি শ্লোক উদাহরণরূপে কীর্ত্তন করেন; "ভগীরথ স্বীয় কর্ম্মবশে গঙ্গাকে আনয়ন করেন বলিয়া বংশবিদ্ ব্যক্তিগণ গঙ্গার আর একটি নাম ভাগীরথী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" ভগীরথের পুত্র শ্রুত, তৎপুত্র সতত ধর্ম্মনিরত নাভাগ; তাঁহার তনয় অম্বরীষ, তৎপুত্র সিন্ধুদ্বীপ; বংশপুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ এইরূপই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন বলিয়া আমরা বিদিত আছি। ১৫৮-১৬৯। নাভাগনন্দন অম্বরীষ যখন ভুজ বলে পৃথিবী পালন করেন, তৎকালে বসুধাতলে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের লেশমাত্রও ছিল না সিন্ধুদ্বীপের পুত্র বীর্য্যবান্ আয়ু ; তৎপুত্র মহাযশা ঋতুপর্ণ। এই ঋতুপর্ণ দিব্য অক্ষ বিদ্যায় পটু ও রাজা নলের সখা ছিলেন। পুরাণ শাস্ত্রে এক বীরসেন তনয় ও অপর ইক্ষ্বাকুকুলশ্রেষ্ঠ নল, এই দুই নলের কথা শুনা যায়। ইহাঁরা উভয়েই দৃঢ়ব্রত। ঋতুপর্ণের পুত্র জনেশ্বর সর্ব্বকাম তৎপুত্র রাজা সুদাস ইহাঁর মুখ হংসের ন্যায় ছিল; সুদাসতনয় পৃথিবীপতি সৌদাস; ইনি মিত্র সহ

খ্যাতঃ কল্মষপাদো বৈ নাম্না মিত্রসহশ্চ সঃ
বসিষ্ঠস্তু মহাতেজাঃ ক্ষেত্রে কল্মাষপাদকে
অশ্মকং জনয়ামাস ইক্ষাকুকুলবৃদ্ধয়ে ৷৷ ১৭৭
অশ্মকস্যোরকামস্তু মূলকস্তৎসুতোঽভবৎ।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমং মূলকং বৈ নৃপং প্রতি ৷৷ ১৭৮
স হি রামভয়াদ্রাজা স্ত্রীভিঃ পরিবৃতোঽবসৎ
বিবস্ত্রস্ত্রাণমিচ্ছন্ বৈ নারীকবচমীশ্বরঃ ৷৷ ১৭৯
মূলকস্যাপি ধর্ম্মাত্মা রাজা শতরথঃ স্মৃতঃ।
তস্মাচ্ছতর জিজ্ঞে রাজা ঐলিবিলো বলী ৷৷
আসীচ্চৈলিবিলঃ শ্রীমান্ কৃতশর্ম্মা প্রতাপবান্
পুত্রো বিশ্বমহত্তস্য পুত্রিকস্য ব্যজায়ত ৷৷ ১৮১
দিলীপস্তস্য পুত্রোঽভূৎখট্বাঙ্গদ ইতি শ্রুতিঃ
যেন স্বর্গাদিহাগম্য মুহূর্ত্তং প্রাপ্য জীবিতম্।
ত্রয়োঽভিসংহিতা লোকা বুদ্ধ্যা সত্যেন চৈব হি
দীর্ঘবাহুঃ সুতস্তস্য রঘুস্তস্মাদজায়ত।
অজঃ পুত্রো রঘোশ্চাপি তস্মাজ্জজ্ঞে স বীর্য্যবান্
রাজা দশরথো নাম ইক্ষাকুকুলনন্দঃ ৷৷ ১৮৩

ও কল্মষপাদ নামে খ্যাত হন মহাতেজা বশিষ্ঠ এই কল্মাষপাদের ক্ষেত্রে ইক্ষাকুকুলরক্ষার জন্য অশ্মককে উৎপাদন করেন। অশ্মকের পুত্র উরুকাম; তৎপুত্র মূলক; মূলকের প্রতি এই শ্লোকটি উদাহরণরূপে কথিত হইয়া থাকে। পরশুরাম ভয়ে ভীত ঐশ্বর্য্যশালী রাজা মূলক আত্মত্রাণ কামনায় স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুরুষোচিত বেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক নারীবেশ ধারণ করিয়াছিলেন মূলকের পুত্র ধর্ম্মাত্মা রাজা শতরথ, শতরথ হইতে বলী রাজা ঐলবিল জন্মগ্রহণ করেন। তৎপুত্র প্রতাপবান্ শ্রীমান্ কৃতশর্ম্মা। পুত্রকামী কৃতশর্ম্মার বিশ্বমহৎ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তৎপুত্র দিলীপ; ইনি খট্বাঙ্গদ নামে বিখ্যাত ছিলেন। এই খট্বাঙ্গদ মুহূর্ত্তকালের জন্য স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যভূমে আগমনপূর্ব্বক নিজ সত্য ও বুদ্ধিবলে ত্রিলোক জয় করেন দিলীপপুত্র দীর্ঘবাহু; তৎপুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অজ; অজ হইতে বীর্য্যবান্ ইক্ষাকুলভূষণ রাজা দশরথ জন্মগ্রহণ

রামো দাশরথির্বীরো ধর্ম্মজ্ঞো লোকবিশ্রুতঃ।
ভরতো লক্ষ্মণশ্চৈব শত্রুঘ্নশ্চ মহাবলঃ ৷৷ ১৮৪
মাধবং লবণং হত্বা গত্বা মধুবনঞ্চ তৎ।
শত্রুঘ্নেন পুরী তত্র মথুরা সন্নিবেশিতা ৷৷ ১৮৫
সুবাহুঃ শূরসেনশ্চ শত্রুঘ্নসহিতাবুভৌ।
পালয়ামাসতুঃ সুতৌ বৈদেহ্যৌ মথুরাং পুরীম্
অঙ্গদশ্চন্দ্রকেতুশ্চ লক্ষ্মণস্যাত্মজাবুভৌ।
হিমবৎপর্ব্বতাভ্যাসে স্ফীতৌ জনপদৌ তয়োঃ
অঙ্গদস্যাঙ্গদীয়া তু দেশে কারপথে পুরী।
চন্দ্রকেতোস্তু মল্লস্য চন্দ্রবক্রা পুরী শুভা। ১৮৮
ভরতস্যাত্মজৌ বীরৌ তক্ষঃ পুষ্কর এব চ।
গান্ধারবিষয়ে সিদ্ধে তয়োঃ পুর্য্যৌ মহাত্মনোঃ
তক্ষস্য দিক্ষু বিখ্যাতা রম্যা তক্ষশিলা পুরী।
পুষ্করস্যাপি বীরস্য বিখ্যাতা পুষ্করাবতী ৷৷ ১৯০
গাথাশ্চৈবাত্র গায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ।
রামে নিবদ্ধাস্তত্ত্বার্থা মাহাত্ম্যাত্তস্য ধীমতঃ ৷৷
শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষো দীপ্তাস্যো মিতভাষিতঃ।

করেন। দশরথপুত্র লোক বিশ্রুত ধর্ম্মজ্ঞ বীর রাম, মহাবল ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন। বীর শত্রুঘ্ন, মধু তনয় লবণকে বধ করেন এবং মধুবনে প্রবেশপূর্ব্বক মথুরাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শত্রুঘ্নতনয় সুবাহু ও সুরসেন পিতার সহিত ঐ মথুরা নগরী পালন করেন। ১৬২-১৮৬। লক্ষ্মণের তনয় অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু। হিমালয়ের পার্শ্বদেশে লক্ষ্মণ তনয়দ্বয়ের সুসমৃদ্ধ জনপদদ্বয় বিদ্যমান। কারাপথদেশে জ্যেষ্ঠ অঙ্গদের অঙ্গদীয়া এবং মধ্য চন্দ্র কেতুর চন্দ্রবক্রা নাম্নী শোভনা পুরী বিরাজিত। ভরতের তক্ষ ও পুষ্কর নামক দুই পুত্র। এই দুই মহাত্মার প্রসিদ্ধ গান্ধার রাজ্যে দুইটি পুরী বিদ্যমান রহিয়াছে। তক্ষের রম্যপুরী বিখ্যাত সর্ব্বত্র। উহার নাম তক্ষশিলা; বীর পুষ্করের পুরী বিখ্যাত পুষ্করাবতী। পুরাণবিদ্ পণ্ডিতগণ ধীমান্ রামের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া

আজানুবাহুঃ সুমুখঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ ॥
দশবর্ষসহস্রাণি রামো রাজ্যমকারয়ৎ।
ঋক্সামযজুষাং ঘোষো জ্যাঘোষশ্চ মহাস্বনঃ ॥
অবিচ্ছিন্নোঽভবদ্রাষ্ট্রে দীয়তাং ভুজ্যতামিতি।
জনস্থানে বসন্ কার্য্যং ত্রিদশানাং চকার সঃ ॥
তমাগস্কারিণং পূর্ব্বং পৌলস্ত্যং মনুজর্ষভঃ।
সীতায়াঃ পদমন্বিচ্ছন্নিজঘান মহাযশাঃ ॥ ১৯৫
সত্ত্ববান্ গুণসম্পন্নো দীপ্যমানঃ স্বতেজসা।
অতি সূর্য্যঞ্চ বহ্নিঞ্চ রামো দাশরথির্বভৌ ॥
এবমেব মহাবাহুরিক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ।
রাবণং সগণং হত্বা দিবমাচক্রমে বিভুঃ ॥ ১৯৭
শ্রীরামস্যাত্মজো জজ্ঞে কুশ ইত্যভিধীয়তে।
লবশ্চান্যো মহাবীর্য্যস্তয়োর্দেশৌ নিবোধত ॥
কুশস্য কোশলারাজ্যং পুরী বাপি কুশস্থলী।
রম্যা নিবেশিতা তেন বিন্ধ্যপর্ব্বতসানুষু ॥

তত্ত্বার্থসমন্বিত এই গাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন;-লোহিতলোচন প্রদীপ্তমুখ মিতভাষী আজানুলম্বিত বাহু প্রসন্নচিত্ত সিংহস্কন্ধ মহাভুজ শ্যাম যুবা রাম, দশ সহস্র বৎসর রাজ্য পালন করিয়া ছিলেন। সেই মহাত্মার শাসন সময়ে ঋক, সাম, যজু এই বেদত্রয় নিরন্তর বিঘোষিত হইত। শরাসনের নিঃস্বন সতত অবিচ্ছিন্ন থাকিত এবং রাজ্য মধ্যে সর্ব্বত্রই 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্' এই রব উত্থিত হইল। পূর্ব্বকালে সেই মহাযশা মনুজর্ষভ রাম দেবকার্য্য সাধনের জন্য জনস্থানে বাস স্থাপনপূর্ব্বক অপরাধী পৌলস্ত্যনন্দন রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া সীতা উদ্ধার করিয়াছিলেন। বীর্যবান্ গুণ সম্পন্ন দীপ্যমান দশরথতনয় রাম নিজতেজে সূর্য্য ও অনলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকুকুল নন্দন মহাবাহু বিভু রামচন্দ্র এইরূপে সগণে রাবণের নিধন সাধন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীরামের দুই পুত্র মহাবীর্য্য কুশ ও লব। এক্ষনে তাঁহাদের রাজ্যের নাম শ্রবণ করুন। কুশের রাজ্যের নাম কোশলা এবং পুরী

উত্তরাকোশলে রাজ্যং লবস্য চ মহাত্মনঃ।
শ্রাবস্তী লোকবিখ্যাতা কুশবংশং নিবোধিত।
কুশস্য পুত্রো ধর্ম্মাত্মা হ্যতিথিঃ সুপ্রিয়াতিথিঃ।
অতিথেরপি বিখ্যাতো নিষধো নাম পার্থিবঃ ॥
নিষধস্য নলঃ পুত্রো নভঃ পুত্রো নলস্য তু।
নভসঃ পুণ্ডরীকস্তু ক্ষেমধন্বা ততঃ স্মৃতঃ ॥ ২০
ক্ষেমধন্বসুতো রাজা দেবানীকঃ প্রতাপবান্।
আসীদহীনগুর্নাম দেবানীকাত্মজঃ প্রভুঃ ॥ ২০৩
অহীনগোস্তু দায়াদঃ পরিপাত্রো মহাযশাঃ
দলস্তস্যাত্মজশ্চাপি তস্মাজ্জজ্ঞে বলো নৃপঃ।
ঔকো নাম স ধর্ম্মাত্মা বলপুত্রো বভুব হ।
বজ্রনাভঃ সুতস্তস্য শঙ্খনস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ২০৫
শঙ্খনস্য সুতো বিদ্বান্ ধ্যুষিতাশ্ব ইতি শ্রুতঃ।
ব্যুষিতাশ্বসুতশ্চাপি রাজা বিশ্বসহঃ কিল,
হিরণ্যনাভকৌশল্যো বশিষ্ঠস্তৎসুতোঽভবৎ
পৌত্রস্য জৈমিনেঃ শিষ্যঃ স্মৃতঃ সর্ব্বেষু শর্ম্মসু
শতানি সংহিতানাঞ্চ পঞ্চ যোঽধীতবাংস্ততঃ।
তস্মাদধিগতো যোগো যাজ্ঞবল্ক্যেন ধীমতা ॥

কুশস্থলী : এই স্থান বিন্ধ্যপর্ব্বতের স্থারদেশে অবস্থিত এবং পরম রমণীয়; উত্তর কোশলের অধিপতি মহাত্মা লব, ইঁহার পুরী ত্রিলোক বিখ্যাত শ্রাবস্তী। ১৮৭-২০০। এক্ষণে কুশ বংশ শ্রবণ করুন। কুশের পুত্র অতিথিপ্রিয় ধর্ম্মাত্মা অতিথি, তৎপুত্র বিখ্যাত পৃথিবী পতি নিষধ, নিষধের পুত্র নল, তৎপুত্র নভ, তৎপুত্র পুণ্ডরীক, তাঁহার তনয় সোমধন্বা; সোমধন্বার পুত্র প্রতাপবান্ রাজা দেবানীক, ইঁহার পুত্র প্রভু অহীনম্ভঃ; অহীনম্ভর তনয় মহাযশা পারিযাত্র, তৎপযুষতত্র দল, তাঁহা হইতে বল, বলের পুত্র ধর্ম্মাত্মা ঔক্ক; ঔকের পুত্র বজ্রনাভ; তৎপুত্র শঙ্খন, তৎপুত্র ব্যুষিতাশ্ব, ব্যুষিতাশ্বের তনয় বিশ্বসহ, বিশ্বসহের পুত্র হিরণ্যনাভ কৌশল্য, তৎপুত্র বশিষ্ঠ, ইনি মহামুনি জৈমিনিপৌত্রের শিষ্য এবং সর্ব্ববিধ কার্য্যে কুশল। ইনি পঞ্চশত সংহিতা অধ্যয়ন করেন ধীমান্ যাজ্ঞবল্ক্য

পুষ্যস্তস্য সুতো বিদ্বান্ ধ্রুবসন্ধিশ্চ তৎসুতঃ
সুদর্শনস্তস্য সুত অগ্নিবর্ণঃ সুদর্শনাৎ ॥ ২০৯
অগ্নিবর্ণস্য শীঘ্রস্তু শীঘ্রকস্য মনুঃ স্মৃতঃ
মনুস্ত যোগমাস্থায় কলাপগ্রামমাস্থিতঃ
একোনবিংশপ্রযুগে ক্ষত্রপ্রাবর্ত্তকঃ প্রভুঃ ॥২১০
প্রসুশ্রুতো মনোঃ পুত্রঃ সুগন্ধিস্তস্য চাত্মজঃ।
সুসন্ধেশ্চ তথা মর্ষঃ সহস্বান্নাম নামতঃ ॥২১১
আসীৎ সহস্বতঃ পুত্রো রাজা বিশ্রুতবানিতি।
তস্যাসীদ্বিশ্রুতবতঃ পুত্রো রাজা বৃহদ্বলঃ ॥২১২
এতে ইক্ষ্বাকুদায়াদা রাজানঃ প্রায়শঃ স্মৃতাঃ।
বংশে প্রধানা যে তেঽস্মিন্ প্রাধান্যেন তু
কীর্ত্তিতাঃ ॥২১৩
পঠন্ সম্যগিমাং সৃষ্টিমাদিত্যস্য বিবস্বতঃ।
প্রজাবানেতি সাযুজ্যং মনোর্বৈবস্বতস্য সঃ ॥
শ্রাদ্ধদেবস্য দেবস্য প্রজানাং পুষ্টিদস্য চ
বিপাপমা বিরজশ্চৈব আয়ুষ্মান্ ভবতেঽচ্যুতঃ
অপুত্রো লভতে পুত্রং দীর্ঘায়ুঃ পরমাং গতিম্

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ইক্ষ্বাকু-
বংশানুকীর্ত্তনং নামাষ্টাশীতি
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

ইহাঁর নিকট হইতে যোগ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বশিষ্ঠপুত্র পুষ্য, তৎপুত্র ধ্রুবসন্ধি, তৎপুত্রসুদর্শন সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ ; অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র, তৎপুত্র মনু, মনু যোগধারণপূর্ব্বক কলাপ নামক গ্রামে অবস্থিতি করেন এবং ইনিই একোনবিংশযুগে ক্ষত্র ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন মনুর পুত্র প্রসুশ্রুত, তৎপুত্র সুগন্ধি ; তৎপুত্র মর্ষ ; ইনি সহস্বান্ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন সহস্বানের পুত্র বিশ্রুতবান্, তৎপুত্র রাজা বৃহদ্বল, বংশের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, তাঁহাদেরই নাম কথিত হইল। হে ঋষিগণ ! এই সকলকে ইক্ষ্বাকুদায়াদ বলিয়া বিদিত হউন। যিনি এই বিবস্বান্ আদিত্যের সৃষ্টিবিস্তার কীর্ত্তন করেন, তিনি প্রজাবান হইয়া থাকেন। প্রজাগণের পুষ্টিদ দেব শ্রাদ্ধদেব বৈবস্বত মনুর বিবরণ

একোনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ

অনুজস্য বিকুক্ষেস্তু নিমেবংশং নিবোধত।
যোঽসৌ নিবেশয়ামাস পুরং দেবপুরোপমম্
জয়ন্তমিতি বিখ্যাতং গৌতমস্যাশ্রমান্তিতঃ।
যস্যান্ববায়ে জজ্ঞে বৈ জনকাদৃষিসত্তমাৎ ॥ ২
নেমির্নাম সুধর্ম্মাত্মা সর্ব্বসত্ত্বনমস্কৃতঃ।
আসীৎ পুত্রো মহারাজ ইক্ষ্বাকোর্ভূরিতেজসঃ ॥
স শাপেন বিসিষ্ঠস্য বিদেহঃ সমপদ্যত
তস্য পুত্রো মিথির্নাম জনিতঃ পর্ব্বভিস্ত্রিভিঃ ॥ ৪
অরণ্যাং মথ্যমানায়াং প্রাদুর্ভূতো মহাযশাঃ।
নাম্না মিথিরিতিখ্যাতো জননাজ্জনকোঽভবৎ
মিথির্নাম মহাবীর্য্যো যেনাসৌ মিথিলাভবৎ
রাজাসৌ জনকো নাম জনকাচ্চাপ্যুদাবসুঃ ॥

কীর্ত্তন করিলে দিবাকরের সাযুজ্যলাভ হয় এবং ইহার পাঠকারী পাপহীন ও দীর্ঘায়ু হন। অপুত্রক ব্যক্তি পাঠ করিলে তাহার দীর্ঘায়ুপুত্র ও পরমগতি লাভ হইয়া থাকে। ২০১-২১৫।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৮।

ঊননবতিতম অধ্যায়

সূত কহিলেন, -বিকুক্ষির অনুজ নিমির বংশ শ্রবণ করুন। এই নিমি রাজা গৌতমাশ্রমের সমীপে দেবপুরপ্রতিম জয়ন্ত নামক এক বিখ্যাত নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাঁরই বংশে ঋষিশ্রেষ্ঠ জনক হইতে নেমি নামে এক পরম ধর্ম্মাত্মা সর্ব্ব জনমান্য পুত্র উৎপন্ন হয় ভূরিতেজা মহারাজ ইক্ষ্বাকু হইতে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইশিষ্ঠের শাপে বিদেহ হইয়াছিলেন ইহাঁর, পুত্রের নাম মিথি মথ্যমান অরণি হইতে ত্রিপর্ব্বে ইহার জন্ম হয়; এইজন্য ইনি মহাযশা মিথি নামে বিখ্যাত। এই মিথিই ঈদৃশ জননিবন্ধন জনক আখ্যায় অভিহিত। মহাবীর্য্য মিথির নামানুসারেই

উদাবসোঃ সুধর্ম্মাত্মা জনিতো নন্দিবর্দ্ধনঃ।
নন্দিবর্দ্ধনতঃ শূরঃ সুকেতুর্নাম ধার্ম্মিকঃ। ৭
সুকেতোরপি ধর্ম্মাত্মা দেবরাতো মহাবলঃ।
দেবরাতস্য ধর্ম্মাত্মা বৃহদুখ ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৮
বৃহদুখস্য তনয়ো মহাবীর্য্যঃ প্রতাপবান্।
মহাবীর্য্যস্য ধৃতিমান সুধৃতিস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৯
সুধৃতেরপি ধর্ম্মাত্মা ধৃষ্টকেতুঃ পরন্তপঃ।
ধৃষ্টকেতুসুতশ্চাপি হর্য্যশ্বো নাম বিশ্রুতঃ ॥ ১০
হর্য্যশ্বস্য মরুঃ পুত্রো মরোঃ পুত্রঃ প্রতিত্বকঃ।
প্রতিত্বকস্য ধর্ম্মাত্মা রাজাকীর্ত্তিরথঃ সুতঃ ॥ ১১
পুত্রঃ কীর্ত্তিরথস্যাপি দেবমীঢ় ইতি শ্রুতঃ।
দেবমীঢ়স্য বিবুধো বিবুধস্য সুতো ধৃতিঃ ॥ ১২
মহাধৃতিসুতো রাজা কীর্ত্তিরাজঃ প্রতাপবান।
কীর্ত্তিরাজাত্মজো বিদ্বান্ মহারোমেতি বিশ্রুতঃ
মহারোমস্ত বিখ্যাতঃ স্বর্ণরোমা ব্যজায়ত
স্বর্ণরোমাত্মজশ্চাপি হ্রস্বরোমাভবন্নৃপঃ ॥ ১৪
হ্রস্বরোমাত্মজো বিদ্বান্ সীরধ্বজ ইতি শ্রুতিঃ।
উদ্ভিন্না কৃষতা যেন সীতা রাজ্ঞা যশস্বিনী।
রামস্য মহিষী সাধ্বী সুব্রতাতিপতিব্রতা ॥ ১৫

শাংশপায়ন উবাচ।
কথং সীতা সমুৎপন্না কৃষ্যমাণা যশস্বিনী।
কিমর্থং চাকৃষদ্রাজা ক্ষেত্রং যস্মিন্ বভূব সা ॥ ১
সূত উবাচ।
অগ্নিক্ষেত্রে কৃষ্যমাণে অশ্বমেধে মহাত্মনঃ।
বিধিনা সুপ্রযুক্তেন তস্মাৎ সা তু সমুত্থিতা ॥
সীরধ্বজাত্তু জাতস্তু ভানুমান্নাম মৈথিলঃ।
ভ্রাতা কুশধ্বজস্তস্য স কাশ্যাধিপতির্নৃপঃ ॥ ১৮
তস্য ভানুমতঃ পুত্রঃ প্রদ্যুম্নশ্চ প্রতাপবান্।
মুনিস্তস্য সুতশ্চাপি তস্মাদূর্জ্জবহঃ স্মৃত ॥ ১৯
উর্জ্জবহাৎ সুতদ্বাজঃ শকুনিস্তস্য চাত্মজঃ।
স্বাগতঃ শকুনেঃ পুত্রঃ সুবর্চ্চাস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ
শ্রুতো যস্তস্য দায়াদঃ সুশ্রুতস্তস্য চাত্মজঃ।
সুশ্রুতস্য জয়ঃ পুত্রো জয়স্য বিজয়ঃ সুতঃ ॥ ২১
বিজয়স্য ঋতঃ পুত্র ঋতস্য সুনয়ঃ স্মৃতঃ।
সুনয়াদ্বীতহব্যস্ত বীতহব্যাত্মজো ধৃতি ॥ ২২

মিথিলা পুরীর প্রখ্যাতি, মিথিলার অধিপতি রাজা জনক ; জনক হইতে উদাবসু। তৎপুত্র সুধর্ম্মাত্মা নন্দিবর্দ্ধন, তৎপুত্র বীর ও ধার্ম্মিক সুকেতু। তৎপুত্র মহাবল দেবরাত ; তৎপুত্র ধর্ম্মাত্মা বৃহদুখ তৎপুত্র প্রতাপবান্ মহাবীর্য্য। তৎপুত্র ধৃতিমান্; তৎপুত্র সুধৃতি, সুধৃতির পুত্র ধর্ম্মাত্মা ধৃষ্টকেতু ; তৎপুত্র বিখ্যাত হর্য্যশ্ব। তৎপুত্র মরু ; তৎপুত্র প্রতিত্বক; তৎপুত্র ধর্ম্মাত্মা রাজা কীর্ত্তিরথ এই কীর্ত্তিরথের পুত্র দেবমীঢ়, তৎপুত্র বিবুধ, তৎপুত্র ধৃতি, ধৃতি-পুত্র পরাক্রমী রাজা কীর্ত্তিরাজ ; তৎপুত্র বিদ্বান্ রোমবান। তৎপুত্র বিখ্যাত স্বর্ণরোমা, তৎপুত্র নরপতি হ্রস্বরোমা। এই হ্রস্বরোমা নরপতির পুত্র বিদ্বান্ সীরধ্বজ, এই সীরধ্বজ রাজা কর্ষণ করিবার কালে যশস্বিনী সীতা দেবী প্রাদুর্ভূত হন। এই সীতা রামমহিষী সাধ্বী সতী পতিব্রতা। ১-১৫। শাংশপায়ন কহিলেন, -যশস্বিনী সীতা কিরূপে ক্ষেত্রকর্ষণে আবির্ভূতা হইলেন? কিজন্যই বা সেই রাজা সীতার জন্মস্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন ? সূত কহিলেন, -সেই মহাত্মা সীরধ্বজ রাজা যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, বিধিবোধিত উপায়ক্রমে তখন তিনি অগ্নিক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই কর্ষিত ক্ষেত্র হইতেই সীতার আবির্ভাব। সীরধ্বজ হইতে ভানুমান্ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্র মৈথিল আখ্যায় পরিচিত হইয়াছিল। সীরধ্বজের ভ্রাতার নাম কুশধ্বজ ; ইনি কাশীর নরেশ ছিলেন। সীরধ্বজের পুত্র ভানুমানের এক পুত্র হয়। তাহার নাম সুদ্যুম্ন ; ইনি অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইঁহার পুত্র মুনি ; মুনির পুত্র উর্জ্জবহ তৎপুত্র সুতদ্বাজ, তৎপুত্র শকুনি, তৎপুত্র স্বাগত, তৎপুত্র সুবর্চ্চা, তৎপুত্র সুশ্রুত, তাঁহার পুত্র জয়, জয়ের পুত্র বিজয় ; তাঁহার পুত্র ঋত ; ঋতের পুত্র সুনয় ; সুনয় হইতে বীতহব্য, তৎপুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র বহুলাশ্ব

ধৃতেস্তু বহুলাশ্বোঽভূদ্বহুলাশ্বসুতঃ কৃতিঃ ।
তস্মিন্ সন্তিষ্ঠতে বংশো জনকানাং মহাত্মনাম্
ইত্যেতে মৈথিলাঃ প্রোক্তাঃ সোমস্যাপি
নিবোধত ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে মৈথিল-
বংশানুকীর্ত্তনং নাম একোননবতিতমোঽ-
ধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

নবতিতিমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

পিতা সোমস্য বৈ বিপ্রা জজ্ঞেঽত্রির্ভগবানৃষিঃ
তত্রাত্রিঃ সর্ব্বলোকানাং তস্থৌ স্বেনময়ে ধৃতঃ
কর্ম্মণা মনসা বাচা শুভান্যেব সমাচরন্ ।
কাষ্ঠকুড্যশিলাভূত ঊর্দ্ধবাহুর্মহাদ্যুতিঃ ॥ ২
সুদুশ্চরং নাম তপো যেন তপ্তং মহৎ পুরা ।
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি দিব্যানীতি হি নঃ শ্রুতম্ ॥৩
তস্যোর্দ্ধরেতস্তত্র স্থিতস্যানিমিষস্পৃহা ।
সোমত্বং তনুরাপেদে মহাবুদ্ধিঃ স বৈ দ্বিজঃ ॥
ঊর্দ্ধমাচক্রমে তস্য সোমত্বং ভাবিতাত্মনঃ
সোমঃ সুস্রাব নেত্রাভ্যাং দশ বা দ্যোতয়ন্দিশঃ
তং গর্ভং বিধিনাদিষ্টা দশ দেব্যো দধুস্তদা ॥
সমেত্য ধারয়ামাসুর্নচ তাস্তমশক্নুবন্ ॥ ৬
স তাভ্যঃ সহসৈবাথ দিগ্‌ভ্যো গর্ভ প্রভাম্বিতঃ
যথাবভাসয়ল্লোকান্ শীতাংশুঃ সর্ব্বভাবনঃ ॥ ৭
যদা ন ধারণে শক্তাস্তস্য গর্ভস্য তাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
ততঃ স তাভিঃ শীতাংশুনিপপাত বসুন্ধরাম্ ॥
পতন্তং সোমমালোক্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
রথমারোপয়ামাস লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৯
স হি দেবময়ো বিপ্রাধর্ম্মাত্মা সত্যসঙ্গরঃ ।
যুক্তো বাজিসহস্রেণ সিতেনেতি হি নঃ শ্রুতম্
তস্মিন্নিপতিতে দেবাঃ পুত্রেঽত্রেঃ পরমাত্মনি
তুষ্টুবুর্ব্রহ্মণঃ পুত্রা মানসাঃ সপ্ত বিশ্রুতা ॥ ১১

তৎপুত্র কৃতি। এই কৃতি রাজা পর্য্যন্তই মহাত্মা জনকদিগের বংশ প্রতিষ্ঠিত। এই আমি মৈথিলদিগের বিবরণ ব্যক্ত করিলাম, এক্ষণে সোমবংশ শ্রবণ করুন। ১৬-২৩।

উননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৯।

নবতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, -হে বিপ্রগণ! সোমের পিতা ভগবান্ অত্রি ঋষি। তিনি সর্ব্বলোকের হিতৈষণায় তপোনিষ্ঠ হইয়া অবস্থিত। মহাদ্যুতি অত্রি কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা সকলেরই শুভাচরণে নিরত। কাষ্ঠ, ভিত্তি ও শিলার ন্যায় অবিচলভাবে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তিনি তপঃসাধনায় নিমগ্ন। আমরা শুনিয়াছি পুরাকালে তিনি দিব্য তিন সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভূত তপস্যা সঞ্চিত হইয়াছিল। তিনি ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁহার নয়নে নিমেষ ছিল না। তিনি মহা বুদ্ধিশালী দ্বিজন্মা ছিলেন। তাঁহার দেহ সোমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই ভাবিতাত্মা মহাত্মার সোমত্ব ঊর্দ্ধ দেশ আক্রমণ করে; তাহাতে দশদিক্ বিদ্যোতিত করিয়া নেত্রদ্বয় হইতে সোমস্রাব হইতে থাকে। তখন বিধাতার প্রেরণায় দশ দিগ্‌দেবী সেই সোমকে গর্ভে ধারণ করেন, তাঁহারা সকলে মিলিয়া একযোগে ধারণ করিলেও তাঁহাকে অধিকক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। সেই দিগঙ্গনাগণ যখন একান্তই গর্ভধারণে অক্ষম হইলেন, তখন দিগ্‌দেবীগণের সেই প্রভাবসম্পন্ন গর্ভ সহসা সর্ব্বভাবন শীতাংশুরূপে সমগ্র লোক উদ্‌ভাসিত করিয়া বসুধাপৃষ্ঠে পতিত হইল। ১-৮। লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহাকে পতিত হইতে দেখিয়া জগতের হিতকামনায় এক রথোপরি স্থাপন করিলেন। হে বিপ্রগণ! আমরা শুনিয়াছি, ঐ দেবরূপী শীতাংশু ধর্ম্মিষ্ঠ এবং সত্য প্রতিজ্ঞ, শুভ্রবর্ণ সহস্র অশ্ব উহাঁর বাহন। ঐ অত্রিনন্দন

তত্রৈবাঙ্গিরসস্তস্য ভৃগোশ্চৈবাত্মজস্তথা ।
ঋগ্‌ভির্যজুর্ভির্বহুভিরথর্বাঙ্গিরসৈরপি ॥ ১২
ততঃ সংস্তূয়মানস্য তেজঃ সোমস্য ভাস্বতঃ ।
আপ্যায়মানো লোকাংস্ত্রীন্ ভাবয়ামাস সর্ব্বশঃ
স তেন রথমুখ্যেন সাগরান্তাং বসুন্ধরাম্ ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো বিপুলশ্চকারাভিপ্রদক্ষিণম্ ॥ ১৪
তস্য যচ্চাপি তত্তেজঃ পৃথিবীমন্বপদ্যতে ।
ওষধ্যস্তাঃ সমুদ্ভূতাস্তেজসা সঞ্জ্বলন্ত্যুত ॥ ১৫
তাভির্ধার্য্যত্যয়ং লোকান্ প্রজাশ্চাপি চতুর্বিধঃ
পোষ্টা হি ভগবান্ সোমো জগতো হি
দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৬
স লব্ধতেজস্তপসা সংস্তবৈস্তৈশ্চ কর্ম্মভিঃ ।
তপস্তেপে মহাভাগঃ পদ্মানাং দশতীর্দশ ॥ ১৭
হিরণ্যবর্ণা যা দেব্যো ধারয়ন্ত্যাত্মনা জগৎ ।
বিভুস্তাসাং ভবেৎ সোমঃ প্রখ্যাতঃ স্বেন
কর্ম্মণা ॥ ১৮
ততস্তস্মৈ দদৌ রাজ্যং ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাংবরঃ ।
বীজৌষধিষু বিপ্রাণামপাঞ্চ দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৯
সোহভিষিক্তো মহাতেজা মহারাজ্যেন রাজরাট্
লোকানাং ভাবয়ামাস স্বভাবাত্তপতাংবরঃ ॥
সপ্তবিংশতিরিন্দোস্তু দাক্ষায়ণ্যো মহাব্রতঃ
দদৌ প্রাচেতসো দক্ষো নক্ষত্রাণীতি যা বিদুঃ
স তৎ প্রাপ্য মহারাজ্যং সোমঃ সোমবতাং
প্রভুঃ ।
সমা জহ্রে রাজসূয়ং সহস্রশতদক্ষিণম্ ॥ ২২
হিরণ্যগর্ভশ্চোদ্গাতা ব্রহ্মা ব্রহ্মত্বমীয়িবান্ ।
সদস্যস্তত্র ভগবান্ হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ ।
সনৎকুমারপ্রমুখৈরাদ্যৈর্ব্রহ্মর্ষিভির্বৃতঃ ॥ ২৩
দক্ষিণামদদৎসোমস্ত্রীল্লোঁকানিতি নঃ শ্রুতম্ ।
তেভ্যো ব্রহ্মর্ষিমুখ্যেভ্যঃ সদস্যেভ্যশ্চ বৈ
দ্বিজাঃ ॥ ২৪

পরমাত্মদেব শীতরশ্মি নিপতিত হইলে, দেবগণ ও ব্রহ্মার প্রসিদ্ধ মানস পুত্রগণ সকলেই স্তব করিতে লাগিলেন। তখন আঙ্গিরসগণ ও ভার্গব গণ ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ববেদোক্ত বহুবিধ স্তুতিবাক্যে তাঁহাকে স্তব করিলেন। অনন্তর সোম স্তূয়মান হইয়া তেজস্বী ও দীপ্তিশালী হইয়া উঠিলেন এবং এই ত্রিভুবন আপ্যায়িত করিয়া সর্ব্বথা প্রকাশিত করিলেন। তিনি সেই ব্রহ্মদত্ত রথবরে আরোহণ করিয়া, একবিংশতিবার এই সাগরান্ত বসুন্ধরাকে প্রদক্ষিণ করেন। তাঁহার যে কিঞ্চিৎ তেজোভাগ পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহাতে ওষধি সকল সমুদ্ভূত হইয়া দীপ্তি পাইতে থাকে। ভগবান্ সোমদেব সেই সকল ওষধি দ্বারাই এই সমগ্র লোক ও চতুর্বির্বধ প্রজা রক্ষা করিয়া থাকেন। হে দ্বিজবরগণ ! জানিবেন- একমাত্র ভগবান্ সোমই জগতের পালন কর্ত্তা। সেই মহাভাগ চন্দ্র তেজোলাভ করিয়া বিধিবোধিত কর্ম্ম দ্বারা দশশত পদ্ম সংখ্যক বর্ষ যাবৎ তপস্যা করেন। যে সকল হিরণ্যবর্ণা দেবী আপনা হইতে এই জগৎ পালন করিয়া থাকেন, সোমদেব স্বীয় কর্ম্মগুণে তাঁহাদিগের প্রভুরূপে প্রতিভাত হন ব্রহ্মবিদ্‌গণের বরেণ্য ব্রহ্মা পরে তাঁহাকে রাজ্য দান করেন হে দ্বিজোত্তমগণ ! মহাতেজা রাজরাজ চন্দ্র তখন বীজ, ঔষধি, বিপ্র ও জলরাশির আধিপত্যে অভিষিক্ত হইয়া স্বভাবগুণে সকল লোকেরই প্রীতি উৎপাদন করেন। ৯-২০। দক্ষ প্রজাপতি তদীয় সপ্তবিংশতি মহাব্রতা কন্যা ইন্দুর করে সম্প্রদান করেন। এই কন্যাগণ নক্ষত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। সোমপায়ীদিগের অগ্রণী সোম তখন সেই মহারাজ্য প্রাপ্ত হইয়া শতসহস্র দক্ষিনান্বিত এক রাজসূয় যজ্ঞ আহরণ করেন। এই যজ্ঞে হিরণ্যগর্ভ উদ্গাতা, ব্রহ্মা ব্রহ্মকর্ম্মে নিযুক্ত এবং ভগবান্ নারায়ণ সদস্য হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সনৎকুমার প্রমুখ ব্রহ্মর্ষিগণও ঐ যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন। হে দ্বিজগণ ! আমরা শুনিয়াছি, এই যজ্ঞের সদস্য ব্রহ্মর্ষিদিগকে সোমদেব দক্ষিণাস্বরূপ ত্রৈলোক্যই দান করিয়াছিলেন।

তং সিনী চ কুহূশ্চৈব বপুঃ পুষ্টিঃ প্রভা বসুঃ।
কীর্ত্তির্ধৃতিশ্চ লক্ষ্মীশ্চ নব দেব্যঃ সিষেবিরে ॥
প্রাপ্যাবভৃথমব্যগ্রঃ সর্ব্বদেবর্ষিপূজিতঃ।
অতিরাজাতিরাজেন্দ্র দশধাতাপয়দ্দিশঃ ॥
তদা তৎপ্রাপ্য দুষ্প্রাপমৈশ্বর্য্যমৃষিসংস্তুতম্।
স বিভ্রমমতির্বিপ্রা বিনয়োঽবিনয়াহতঃ ॥ ২৭
বৃহস্পতেঃ স বৈ ভার্য্যাং তারাং নাম যশস্বিনীম্
জহার সহসা সর্ব্বানবমত্যাঙ্গিরঃসুতান্ ॥ ২৮
স যাচ্যমানো দেবৈশ্চ তথা দেবর্ষিভিশ্চ হ।
নৈব ব্যসর্জ্জয়ত্তারাং তস্মায়াঙ্গিরসে তদা ॥
উশনা তস্য জগ্রাহ পার্ষ্ণিমঙ্গিরসো দ্বিজাঃ।
স হি শিষ্যো মহাতেজাঃ পিতুঃ পূর্ব্বং বৃহস্পতেঃ
তেন স্নেহেন ভগবান্ রুদ্রস্তস্য বৃহস্পতেঃ।
পার্ষ্ণিগ্রাহোঽভবদ্দেবঃ প্রগৃহ্যাজগবং ধনুঃ ॥
তেন ব্রহ্মর্ষিমুখ্যেভ্যঃ পরমাস্ত্রং মহাত্মনা।
উদ্দিশ্য দেবানুৎসৃষ্টং যেনৈষাং নাশিতং যশঃ
তত্র তদ্যুদ্ধমভবৎ প্রখ্যাতং তারকাময়ম্।
দেবানাং দানবানাঞ্চ লোকক্ষয়করং মহৎ ॥
তত্র শিষ্টাস্তুয়ো দেবাস্তুষিতাশ্চৈব যে স্মৃতাঃ।
ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুরাদিদেবং পিতামহম্ ॥ ৩৪
ততো নিবার্য্যোশনসং রুদ্রং জ্যেষ্ঠঞ্চ শঙ্করম্
দদাবাঙ্গিরসে তারাং স্বয়মেব পিতামহঃ।
অন্তর্বত্নীঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা তারাং তারাধিপাননাম্
গর্ভমুৎসৃজস্বে ন ত্বং বিপ্রঃ প্রাহ বৃহস্পতিঃ ॥ ৩৬
মদীয়ায়াং তনৌ যোনৌ গর্ভো ধার্য্যঃ কথঞ্চ ন
অথো সাবসৃজত্তস্মৈ কুমারং দস্যুহন্তমম্ ॥ ৩৭
ঈষিকাস্তম্বমাসাদ্য জ্বলন্তমিব পাবকম্।
জাতমাত্রোঽথ ভগবান্ দেবানামাক্ষিপদ্বপুঃ ॥
ততঃ সংশয়মাপন্নাস্তারামকথয়ন্ সুরাঃ।
সত্যং ব্রূহি সুতঃ কস্য সোমস্যাথ বৃহস্পতেঃ ॥

তখন সিনী, কুহূ, বপু, পুষ্টি, প্রভা, বসু কীর্ত্তিধৃতি ও লক্ষ্মী এই নব দেবী তাঁহার সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি যজ্ঞাবসানে স্নান করিয়া সমুদয় দেব ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইলেন। তিনি রাজাধিরাজ হইয়া দশদিক্ প্রভাসিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই ঋষিজন-মান্য ঐশ্বর্য্য লাভে তদীয় মতিভ্রম উপস্থিত হইল। হে বিপ্রগণ! তিনি বিনীত হইয়াও দুর্ব্বিনীত হইয়া উঠিলেন। বৃহস্পতির ভার্য্যা যশস্বিনী তারা; তাঁহাকে তিনি সমগ্র অঙ্গিরোবংশীয়দিগকে অবমানিত করিয়া সহসা হরণ করিলেন। তখন দেব এবং দেবর্ষিগণ বহুবার প্রার্থনা করিলেও তিনি তারাকে বৃহস্পতির নিকট ফিরাইয়া দিলেন না। হে দ্বিজগণ! মহাতেজা উশনা পূর্ব্বে বৃহস্পতির পিতার শিষ্য ছিলেন; এইজন্য তিনি আসিয়া এ সময়ে বৃহস্পতির পক্ষাবলম্বন করেন। উশনার প্রতি স্নেহ নিবন্ধন ভগবান্ রুদ্র তদীয় আজগব ধনু গ্রহণ করিয়া তৎকালে বৃহস্পতির পার্ষ্ণিগ্রহ হইলেন। সেই মহাত্মা রুদ্র-দেব ও ব্রহ্মর্ষিগণের উদ্দেশ্যে যে পরমাস্ত্র নিক্ষেপ করেন, তাহাতে তাঁহাদের যশঃপ্রভা ম্লান হইয়াছিল। ২১-৩২। তারাহরণ উপলক্ষে দেবদানবগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এই যুদ্ধ তারকাময় নামে বিখ্যাত হয়। তখন তুষিত নামক তিনজন বিশিষ্ট দেব, আদিদেব পিতামহ ব্রহ্মার শরণ গ্রহন করেন। তাহাতে স্বয়ং পিতামহ আসিয়া রুদ্র ও শুক্রকে নিবারণ পূর্ব্বক বৃহস্পতির তারা বৃহস্পতিকে ফিরাইয়া দিলেন। বৃহস্পতি তখন চন্দ্রাননা তারাকে গর্ভবতী দেখিয়া বলিলেন, - তুমি এখনও গর্ভ পরিত্যাগ কর নাই. মৎসম্বন্ধীয় যোনিতে তুমি কখনই অন্যের উৎপাদিত গর্ভ ধারণ করিতে পারিবে না অনন্তর তারা গর্ভ পরিত্যাগ করিতে না করিতেই তৎক্ষণাৎ তাহা এক কুমাররূপে প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ কুমার তখন ঈষিকাস্তম্ব অবলম্বনে পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। সেই ভগবান্ কুমার জন্মিবামাত্র দেবগণের দেহশ্রী হরণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ সংশয়াপন্ন হইয়া তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- এই পুত্র সোমের

ব্রীয়মাণা যদা দেবান্নহ সা সাধ্বসাধু বা।
তদা তাং শপ্তুমারব্ধঃ কুমারো দস্যুহন্তমঃ ॥ ৪০
তং নিবার্য্য তদা ব্রহ্মা তারাং চন্দ্রস্য সংশয়ঃ
যদত্র তথ্যং তদ্ব্রূহি তারে কস্য সুতস্ত্বয়ম্ ॥ ৪১
সা প্রাঞ্জলিরুবাচেদং ব্রহ্মাণং বরদং প্রভুম্।
সোমস্যেতি মহাত্মানং কুমারং দস্যুহন্তমম্ ॥ ৪২
ততঃ সুতমুপাঘ্রায় সোমো রাজা প্রজাপতিঃ।
বুধ ইত্যকরোন্নাম তস্য পুত্রস্য ধীমতঃ ॥ ৪৩
প্রতিপূর্ব্বঞ্চ গগনে সমভ্যুত্তিষ্ঠতে বুধঃ।
উৎপাদয়ামাস তদা পুত্রং বৈ রাজপুত্রিকা ॥ ৪৪
তস্য পুত্রো মহাতেজা বভুবৈলঃ পুরূরবাঃ।
উর্ব্বশ্যাং জজ্ঞিরে তস্য পুত্রাঃ ষট্ সুমহৌজসঃ
প্রসহ্য ধর্ষিতস্তত্র বিবশো রাজযক্ষ্মণা।
ততো যক্ষ্মাভিভূতস্তু সোমঃ প্রক্ষীণমণ্ডলঃ।
জগাম শরণায়াথ পিতরং সোঽত্রিমেব তু ॥ ৪৬
তস্য তৎপাপশমনঞ্চকারাত্রির্মহাযশাঃ।
স রাজযক্ষ্মণা মুক্তঃ শ্রিয়া জজ্বাল সর্ব্বশঃ ॥ ৪৭

এতৎ সোমস্য বৈ জন্ম কীর্ত্তিতং দ্বিজসত্তমাঃ।
বংশং তস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কীর্ত্ত্যমানং নিবোধত ॥
ধন্যমারোগ্যমায়ুষ্যং পুণ্যং কল্মষশোধনম্।
সোমস্য জন্ম শ্রুত্বৈব সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে সোমোৎপত্তি-কথনং নাম নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সোমস্য তু বুধঃ পুত্রো বুধস্য তু পুরূরবাঃ।
তেজস্বী দানশীলশ্চ যজ্বা বিপুলদক্ষিণঃ ॥ ১
ব্রহ্মবাদী পরাক্রান্তঃ শত্রুভির্যুধি দুর্জ্জয়ঃ।
আহর্ত্তা চাগ্নিহোত্রস্য যজ্বনাঞ্চ দদৌ মহীম্ ॥২
সত্যবাক্কর্ম্মবুদ্ধিশ্চ কান্তঃ সংবৃতমৈথুনঃ।

অথবা বৃহস্পতির? তারা, তুমি ইহা সত্য করিয়া বল। দেবগণের কথা অবহেলা করিয়া তারা যখন হাঁ বা না, কোনই উত্তর করিলেন না, তখন সেই কুমার নিজেই তাঁহাকে শাপদানে সমুদ্যত হইলেন এই সময় ব্রহ্মা, কুমারকে নিবারিত করিয়া তারাকে জিজ্ঞাসিলেন- বল তারা সত্য বল, এ কুমার কাহার? তখন তারা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বরদ ব্রহ্মাকে বলিলেন- এই মহাত্মা কুমার চন্দ্রের। অনন্তর দানশীল প্রজাপতি চন্দ্র তৎক্ষণাৎ পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বুধ নামে তাহাকে অভিহিত করিলেন। বুধ তখন পূর্ব্বাভিমুখে গমনার্থ উত্থিত হইলেন। তিনি রাজপুত্রী ইলার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই মহাতেজা পুত্রের নাম ঐল পুরূরবা। উর্ব্বশীর গর্ভে পুরূরবার ছয় পুত্র উৎপন্ন হয়। চন্দ্র বলপূর্ব্বক তারাকে ধর্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়া রাজযক্ষ্মরোগে অভিভূত হইয়াছিলেন। যক্ষ্মরোগে বিবশ হইয়া সোম ক্ষীণমণ্ডল হইয়া পড়েন। তখন ক্ষীণদেহ সোম পিতা অত্রির শরণাপন্ন হন। মহাযশ অত্রি তাঁহার শাপাপনোদন করেন। তিনি রাজযক্ষ্মা হইতে মুক্ত হইয়া শোভা সম্পদে সর্ব্বথা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠেন। হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ! এই আমি সোমের জন্ম কীর্ত্তন করিলাম। তদীয় বংশ বিবরণ অতঃপর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই সোমজন্ম কথা ধন্য, আয়ুষ্য, পুণ্য, পাপহর ও আরোগ্যপ্রদ; ইহা শ্রবণ মাত্রেই লোক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৩৩-৪৯।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯০।

একনবতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, -সোমের পুত্র বুধ; তৎপুত্র পুরূরবা; ইনি তেজস্বী, দানশীল, বিপুল দক্ষিণাসহ যজ্ঞকারী, ব্রহ্মবাদী, পরাক্রমী যুদ্ধে শত্রুপক্ষের অজেয় ও অগ্নিহোত্রের আহর্ত্তা; যজ্ঞের দক্ষিণা-স্বরূপ যজ্বাদিগকে ইনি মহীমণ্ডল প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা পুরূরবা

অতীব পুত্রো লোকেষু রূপেণাপ্রতিমোঽভবৎ
তং ব্রহ্মবাদিনং দান্তং ধর্ম্মজ্ঞং সত্যবাদিনম্।
উর্ব্বশী বরয়ামাস হিত্বা মানং যশস্বিনী ॥ ৪
তয়া সহাবসদ্রাজা দশ বর্ষাণি চাষ্ট চ।
সপ্ত ষট্ সপ্ত চাষ্টৌ চ দশ চাষ্টৌ চ বীর্যবান্
বনে চৈত্ররথে রম্যে তথা মন্দাকিনীতটে।
অলকায়াং বিশালায়াং নন্দনে চ বনোত্তমে ॥
গন্ধমাদনপাদেষু মেরুশৃঙ্গে নগোত্তমে।
উত্তরাংশ্চ কুরূন্ প্রাপ্য কলাপগ্রামমেব চ ॥৭
এতেষু বনমুখ্যেষু সুরৈরাচরিতেষু চ।
উর্ব্বশ্যা সহিতো রাজা রেমে পরময়া মুদা ॥৮
ঋষয় উচুঃ।
গন্ধর্ব্বী চোর্ব্বশী দেবী রাজানং মনুষং কথম্।
দেবানুৎসৃজ্য সম্প্রাপ্তা তন্নো ব্রূহি বহুশ্রুত ॥
সূত উবাচ।
ব্রহ্মশাপাভিভূতা সা মানুষং সমুপস্থিতা।
ঐলন্তু তং বরারোহা সময়েন ব্যবস্থিতা ॥ ১০
আত্মনঃ শাপমোক্ষার্থং নিয়মং সা চকার তু।
অনগ্নদর্শনঞ্চৈব অকামাৎ সহ মৈথুনম্।
দ্বৌ মেষৌ শয়নাভ্যাসে স তাবদ্ব্যবতিষ্ঠতে।
ঘৃতমাত্রং তথাহারঃ কালমেকন্তু পার্থিব ॥ ১১
যদ্যেষ সময়ো রাজন্ যাবৎকালঞ্চ তে দৃঢ়ম্।
তাবৎকালন্তু বৎস্যামি এষ নঃ সময়ঃ কৃতঃ ॥ ১২
তস্যাস্তং সময়ং সর্ব্বং স রাজা পর্য্যপালয়ৎ।
এবং সা চাবসত্তস্মিন পুরূরবসি ভামিনী ॥ ১৩
বর্ষাণ্যথ চতুঃষষ্টিং তদ্ভক্ত্যা শাপমোহিতা।
উর্ব্বশী মানুষং প্রাপ্তা গন্ধর্ব্বাশ্চিন্তয়ান্বিতাঃ ॥ ১৪
গন্ধর্ব্বা উচুঃ।
চিন্তয়ধ্বং মহাভাগা যথা সা তু বরাঙ্গনা।
আগচ্ছেত্তু পনর্দেবানুর্ব্বশী স্বর্গভূষণা ॥ ১৫
ততো বিশ্বাবসুর্নাম তত্রাহ বদতাংবরঃ।

সত্যবাদী, কর্মতৎপর, কান্তরূপী, পুং মিথুনচারী ও রূপগুনে ত্রিলোকে অতি অপ্রতিম ছিলেন। যশস্বিনী উর্ব্বশী নিজের মান পরিত্যাগ করিয়া সেই সত্যবাদী ব্রহ্মজ্ঞ ধার্ম্মিক নরপতিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিল। বীর্য্যবান্ রাজা পুরূরবা তাহার সহিত চতুঃষষ্টি বৎসর বাস করেন। তিনি কখন চৈত্ররথ-বনে, কখন রম্য মন্দাকিনীতটে, কখন অলকায়, কখন বিশালায়, কখন বনশ্রেষ্ঠ নন্দনে, কখন গন্ধমাদনগিরির পাদদেশে, কখন নগরাজ মেরুশৃঙ্গে, কখন উত্তর কুরুদেশে এবং কখন কখন কলাপ গ্রাম প্রভৃতি সুরাচরিত উত্তম উত্তম বনে ও প্রদেশবিশেষ পরম প্রীতিযুক্ত হইয়া উর্ব্বশীর সহির রমণ করিয়াছিলেন। ঋষিগণ কহিলেন, -উর্ব্বশী দেবী গান্ধর্ব্বী হইয়াও দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে মানুষ রাজা পুরূরবাকে বরণ করিল? হে বহুজ্ঞ! আমাদিগের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া বল সূত কহিলেন, -বরারোহা উর্ব্বশী ব্রহ্মশাপে অভিভূত হইয়া নিয়মানুসারে ইলানন্দন মানুষরাজা পুরূরবার সেবা করিয়াছিল। সে নিজের শাপমোচনের জন্য কতিপয় নিয়ম করিয়া লয়, যথা- সকাম মৈথুন কাল ব্যতীত সর্ব্বসময়ে রাজাকে অনগ্ন দর্শন, শয্যাসন্নিধানে নিয়ত দুইটি মেষের অবস্থান, এবং নিত্য কাল গৃতমাত্র আহার। অর্থাৎ উর্ব্বশী রাজাকে বলে, -রাজন্! মৈথুন কাল ভিন্ন অন্যত্র তোমায় যদি অনগ্ন দেখি, আমার শয্যার নিকট নিত্য যদি দুইটি মেষ থাকে, আর আমার আহার যদি নিত্য ঘৃত হয়, তাহা হইলেই আমি তোমার সহিত বাস করিব। যতকাল এই নিয়মগুলি অক্ষুণ্ন থাকিবে, আমার বসতিকালও সেই পর্যন্ত ১-১২। রাজা পুরূরবা সেইরূপ প্রতিজ্ঞাই করিলেন এবং সমস্তই পালন করিয়া আসিতে লাগিলেন এইরূপে উর্ব্বশী শাপমোহিত হইয়া পুরূরবার নিকট চতুঃষষ্টি বর্ষ যাবৎ অনুরাগ সহকারে বাস করিল। উর্ব্বশী মনুষ্যকে প্রাপ্ত হইলে গন্ধর্ব্বগণ চিন্তিত হইল। তাহারা পরস্পর কহিল, -মহাভাগগণ! বরাঙ্গনা স্বর্গভূষণা উর্ব্বশী পুনরায় যাহাতে দেবগণসমীপে আসিতে পারে, সে বিষয়ে

তয়া তু সময়স্তত্র ক্রিয়মাণো মতেঽনঘঃ ॥ ১৬
সময়ব্যুৎক্রমাৎ সা বৈ রাজানং ত্যক্ষ্যতে যথা
তদহং বচি বঃ সর্ব্বং যথা তক্ষ্যতি সা নৃপম্ ॥
স সহায়ো গমিষ্যামি যুষ্মাকং কার্য্যসিদ্ধয়ে।
এবমুক্তা গতস্তত্র প্রতিষ্ঠানং মহাযশাঃ ॥ ১৮
স নিশায়ামথাগম্য মেষমেকং জহার বৈ।
মাতৃবৰ্ত্ততে সা তু মেষয়োশ্চারুহাসিনী ॥ ১৯
গন্ধর্ব্বাগমনং জ্ঞাত্বা শয়নস্থা যশস্বিনী।
রাজানমব্রবীৎ সা তু পুত্রো মেঽহ্রিয়তেতি বৈ
এবমুক্তো বিনিশ্চিত্য নগ্নস্তিষ্ঠতি বৈ নৃপঃ।
নগ্নং দ্রক্ষ্যতি মাং দেবী সময়ে বিতথো ভবেৎ
ততো ভূয়স্তু গন্ধর্ব্বা দ্বিতীয়ং মেষমাদদুঃ।
দ্বিতীয়েঽপহৃতে মেষে ঐলং দেবী তমব্রবীৎ
পুত্রৌ মহ হৃতৌ রাজন্ননাথায়া ইব প্রভো।
এবমুক্তস্তদোত্থায় নগ্নো রাজা প্রধাবিতঃ ॥ ২৩
মেষাভ্যাং পদবীং রাজন্ গন্ধর্ব্বৈর্ব্যুত্থিতামথ
উৎপাদিতা তু মহতী মায়া তত্তবনং মহৎ ॥ ২৪
প্রকাশিতন্ত্ব সহসা ততো নগ্নমবেক্ষ্য সা।
নগ্নং দৃষ্ট্বা তিরোহভূৎ সা অপ্সরা কমারূপিনী
তিরোভূতান্তু তাং জ্ঞাত্বা গন্ধর্ব্বাস্তত্র তাবুভৌ
মেষৌ ত্যক্তা চ তে সর্ব্বে তত্রৈবান্তর্হিতাভবন্
উৎসৃষ্টাবুরণৌ দৃষ্টা রাজা গৃহ্যাগতঃ প্রভুঃ।
অপশ্যংস্তাং তু বৈ রাজা বিললাপ সুদুঃখিতঃ ॥
চচার পৃথিবীঞ্চৈব মার্গমাণস্ততস্ততঃ।
ভ্রমমাণঃ সুদুঃখেন বিললাপ জগৎপতি ॥ ২৮
বনেষু সরিতাং কুলেষ্বালয়েষু মহেষু চ।
বিচচার গিরিষেকো নির্ঝরোপবনেসু চ ॥ ২৯
খেটখর্ব্বটবাটীষু নগরে নগরে তথা।
পপ্রচ্ছ সকলান্ সত্ত্বান্ বিবীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৩০

উপায় চিন্তা কর। অনন্তর বিশ্বাবসুনামক জনৈক বক্তৃবর গন্ধর্ব্ব বলিল, -আমার বোধ হয়, উর্ব্বশী সেই মানুষ রাজার সহিত কোন রূপ নিয়ম করিয়া লইয়াছে। নিয়ম লঙ্ঘন হইলেই সে রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিবে। যাহা হউক, সে যাহাতে রাজাকে ত্যাগ করে, তাহা আমি করিব, বলিতেছি কার্য্যসিদ্ধির জন্য কয়েক জন সঙ্গীর সহিত আমি মর্ত্ত্যে গমন করিব। এই বলিয়া মহাযশা বিশ্বাবসু প্রতিষ্ঠান পুরে গমন করিল। তথায় গিয়া সেই গন্ধর্ব্ব নিশাযোগে একটি মেষ হরণ করিয়া লইল। চারুহাসিনী উর্ব্বশী মেষদ্বয়ের মাতার ন্যায় ছিল। শয্যায় থাকিয়াই গন্ধর্ব্বদিগের আগমন সংবাদ জানিতে পারিল এবং তৎক্ষনাৎ রাজাকে বলিল রাজন্! কে আমার একটি পুত্রকে হরণ করিয়াছে? রাজা পুরূরবা ঐ কথা শুনিলেন বটে ; কিন্তু এ সময় তিনি নগ্নাবস্থায় ছিলেন বলিয়া ভাবিলেন- আমাকে যদি উর্ব্বশী নগ্নাবস্থায় দেখে, তাহা হইলে আমি প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইব। ইত্যবসরে গন্ধর্ব্বগণ দ্বিতীয় মেষটিকে অপহরণ করিল। তখন উর্ব্বশী দেবী রাজা পুরূরবাকে কহিল, -রাজন ! হে প্রভো ! অনাথার ন্যায় আমার দুইটি পুত্রই অপহৃত হইল। উর্ব্বশী এই কথা কহিলে রাজা নগ্নাবস্থায়ই উত্থিত হইয়া ধাবিত হইলেন। মেষদ্বয় সহ উর্দ্ধপথে উৎপতিত হইয়া গন্ধর্ব্বেরা এক মহতী মায়া উৎপাদন করিল। তখন সেই মায়ায় তথার ভবন সহসা আলোকিত হইল। কামরূপিনী উর্ব্বশী ঐ সময় রাজাকে নগ্ন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তিরোধান করিল। ১৩-২৫। গন্ধর্ব্বগণ উর্ব্বশীকে তিরোভূত দেখিয়া মেষদ্বয়কে পরিত্যাগপূর্ব্বক সকলেই অন্তর্হিত হইল। অপহর্ত্তৃগণ মেষ দুইটিকে পরিত্যাগ করিয়া গেল দেখিয়া রাজা তাহাদিগকে গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিলেন ; আসিয়া দেখিলেন- উর্ব্বশী নাই, তখন অতি দুঃখের সহিত বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাজা উর্ব্বশীর অন্বেষণে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিলেন। তিনি জগতের অধিস্বামী হইয়াও অতি দুঃখে বহু বিলাপ করিলেন। বন, নদীকুল, নানা উপনিবেশ, গিরিকন্দর, নির্ঝর, উপবন, খেট, খর্ব্বট, বাটী ও নানা নগরে নগরে তিনি

কিং ন পশ্যসি রে মূঢ়ে মদমূঢ়ং বিরুধ্য মাম্।
ক্ব গতাসি বরারোহে ধিক্ তে জীবিতমীদৃশম্
অথাপশ্যচ্চ তাং রাজা কুরুক্ষেত্রে মহাবলঃ ॥
প্লক্ষতীর্থে পুষ্করিণ্যাং বিগাঢ়েনাম্বুনাপ্লুতাম্।
ক্রীড়ন্তীমপ্সরোভিশ্চ পঞ্চভিঃ সহ শোভনাম্
অপশ্যৎ সা ততঃ সুভ্রূ রাজানমবিদূরতঃ।
উর্ব্বশী তাঃ সখীঃ প্রাহ অয়ং স পুরুষোত্তমঃ ॥
যস্মিন্নহমবাৎসীতি দর্শয়ামাস তং নৃপম্
তত আবির্বভূবুস্তাঃ পঞ্চচূড়াপ্সরাস্তু তাঃ ॥ ৩৪
দৃষ্ট্বা তু রাজা তাং প্রীতঃ প্রলাপান্ কুরুতে বহূন্।
আয়াহি তিষ্ঠ মনসা ঘোরে বচসি তিষ্ঠ হে।
এবমাদীনি সূক্তানি পরস্পরমভাষত।
উর্ব্বশী ত্বব্রবীচ্চৈনং সগর্ভাহং ত্বয়া প্রভো ॥৩৬

সংবৎসরাৎ কুমারস্তে ভবিতা নৈব সংশয়ঃ।
নিশামেকাঞ্চ বৈ রাজা অবসত্তু তয়া সহ ॥ ৩৭
সম্প্রহৃষ্টো জগামাথ স্বপুরং তু মহ যশাঃ।
গতে সংবৎসরে রাজা উর্ব্বশী পুনরাগমৎ ॥ ৩৮
উষিত্বা তু তয়া সার্দ্ধমেকরাত্রং মহামনাঃ।
কামার্ত্তমব্রবীদ্দীনো ভব নিত্যং মমেতি বৈ ॥
উর্ব্বশ্যথাব্রবীচ্চৈনং গন্ধর্ব্বাস্তে বরং দদুঃ
তং বৃণীষ্ব মহারাজ ব্রূহি চৈতাংস্ত্বমেব হি ॥ ৪০
বৃণে নিত্যং হি সালোক্যং গন্ধর্ব্বাণাং মহাত্মনাম্
তথেত্যুক্তা বরং বব্রে গন্ধর্ব্বাশ্চ তথাস্ত্বিতি৷
স্থালীমগ্নেঃ পুরয়িত্বা গন্ধর্ব্বাশ্চ তমব্রুবন্।
অনেন ইষ্ট্বা লোকং তং প্রাপ্স্যসি ত্বং নরাধিপ

বিষন্নমনে উপস্থিত হইয়া সকল লোকের নিকটই উর্ব্বশীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আর নিজে নিজে উর্ব্বশীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন- রে মূঢ়ে! আমি মূঢ়, আমাকে তুমি দেখিতেছ না কেন? আমার মদমূঢ় অবস্থায় আমার সহিত বিরোধ করিয়া হে বরারোহে! তুমি কোথায় গিয়াছ? তোমার ঈদৃশ জীবনকে আমি ধিক্কার প্রদান করি। অনন্তর একদা কুরুক্ষেত্রে রাজা পুরূরবা উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইলেন দেখিলেন তত্রত্য প্লক্ষতীর্থের একটি পুষ্করিণীর মধ্যে উর্ব্বশী জলাবগাহন করিয়া অন্য আরও পাঁচজন অপ্সরার সহি জলক্রীড়া করিতেছে। অনন্তর সেই সুভ্রূ উর্ব্বশী নাতিদূর হইতে রাজাকে দেখিয়া তাহার সখীদিগকে বলিল- সখীগণ! এই সেই পুরুষোত্তম। উহাঁরই সহিত আমি বাস করিয়াছিলাম। এই বলিয়া উর্ব্বশী রাজাকে দেখাইয়া দিল। রাজা উর্ব্বশীকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। বলিলেন- এস এস আমরা হৃদয়ে আসিয়া বাস কর। এইরূপ পরস্পর অন্যের অগোচরে অনেক আলাপা করিলেন। অবশেষে উর্ব্বশী রাজাকে কহিলেন- প্রভো! আমি আপনার সংসর্গে গর্ভবতী হইয়াছি। সম্বৎসর পরে নিশ্চয়ই এক কুমার উৎপন্ন হইবে। এই কথার পর রাজা পুরূরবা একরাত্রি মাত্র উর্ব্বশীর সহিত বাস করিলেন; পরে প্রভাতে প্রহৃষ্ট হইয়া স্বীয় পুরে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সম্বৎসর অতীত হইলে রাজা পুনরায় উর্ব্বশীর নিকট আসিলেন এবং একরাত্র তাহার সহিত বাস করিয়া কামার্ত্ত ও দীনভাবে বলিলেন- উর্ব্বশী! তুমি নিত্যই আমার হইয়া থাক। ২৬-৩৯। উর্ব্বশী কহিল- মহারাজ! গন্ধর্ব্বেরা আপনাকে বর প্রদান করুন। আপনি তাঁহাদের নিকট বর লউন। তাঁহাদিগকে এ সম্বন্ধে বলুন। কেন না, আমি নিত্যই মহাত্মা গন্ধর্ব্বদিগের সালোক্য গ্রহণ করিয়াছি; সুতরাং নিত্য আমার সেই লোকেই বাস উর্ব্বশী এই কথা কহিলে রাজা গন্ধর্ব্বগণের নিকট বর চাহিলেন। গন্ধর্ব্বগণ 'তথাস্তু' বলিয়া অনুমোদন করিলেন। এবং এক অগ্নিস্থালী পূরণ করিয়া রাজাকে বলিলেন, -রাজন্! আপনি এই অগ্নি দ্বারা যজ্ঞ করিয়া গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইবেন অনন্তর রাজা উর্ব্বশী গর্ভজাত স্বীয় কুমারকে

তমাদায় কুমারং তু নগরায়োপচক্রমে।
নিক্ষিপ্য তমরণ্যাঞ্চ সপুত্রস্তু গৃহান্ যযৌ ॥৪৩
পুনরাদায় দৃশ্যাগ্নিমশ্বত্থং তত্র দৃষ্টবান্।
সমীপতস্তু তং দৃষ্ট্বা হ্যশ্বত্থং তত্র বিস্মিতঃ ॥৪৪
গন্ধর্ব্বেভ্যস্তথাখ্যাতুমগ্নিনা গাং গতস্তু সঃ
শ্রুত্বা তমর্থমখিলমরণিস্তু সমাদিশন্ ॥ ৪৫
অশ্বত্থাদরণিং কৃত্বা মথিত্বাগ্নিং যথাবিধি।
তেনেষ্ট্বা তু সলোকঃ নং প্রাপ্স্যসি ত্বং নরাধিপ
মথিতাগ্নিং ত্রিধা কৃত্বা হ্যযজৎ স নরাধিপঃ।
ইষ্ট্বা যজ্ঞৈর্বহুবিধৈর্গতস্তেষাং সলোকতাম্ ॥৪৭
বাসায় চ স গন্ধর্ব্বস্ত্রেতায়াং স মহারথঃ।
একোঽগ্নিঃ পূর্ব্বমাসীদ্বৈ ঐলস্ত্রীংস্তানকল্পয়ৎ ॥
এবম্প্রভাবো রাজাসীদৈলস্তু দ্বিজসত্তমাঃ।
দেশে পুণ্যতমে চৈব মহর্ষিভিরলঙ্কৃতে ॥ ৯
রাজ্যং স কারয়ামাস প্রয়াগে পৃথিবীপতিঃ।
উত্তরে যামুনে তীরে প্রতিষ্ঠানে মহাযশাঃ।

তস্য পুত্রা বভূবুর্হি ষড়িন্দ্রোপমতেজসঃ।
গন্ধর্ব্বলোকে বিদিতা আয়ুর্ধীমানমাবসুঃ ॥ ৫১
বিশ্বায়ুশ্চ শতায়ুশ্চ গতায়ুশ্চোর্ব্বশীসুতাঃ।
অমাবসোস্তু বৈ জাতো ভীমো রাজাথ বিশ্বজিৎ
শ্রীমান্ ভীমস্য দায়াদো রাজাসীৎ কাঞ্চনপ্রভঃ
বিদ্বাংস্তু কাঞ্চনস্যাপি সুহোত্রোঽভন্মহাবলঃ ॥
সুহোত্রস্যাভবজ্জহ্নুং কৌশিকাগর্ভসম্ভবঃ।
প্রতিগত্য ততো গঙ্গা বিততে যজ্ঞকর্ম্মণি ॥ ৫৪
প্লাবয়ামাস তং দেশং ভাবিনোঽর্থস্য দর্শনাৎ।
গঙ্গয়া প্লাবিতং দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটিং সমন্ততঃ ॥ ৫৫
সৌহোত্রির্বরদঃ ক্রুদ্ধো গঙ্গাং সংরক্তলোচনঃ
অস্য গঙ্গেঽবলেপস্য সদ্যঃ ফলমবাপুহি ॥ ৫৬
এতত্তে বিফলং সর্ব্বং পীতমদ্যঃ করোম্যহম
রাজর্ষিণা ততঃ পীতাং গঙ্গাং দৃষ্ট্বা সুরর্ষয়ঃ ॥ ৫৭
উপনিন্যুর্মহাভাগাং দুহিতৃত্বেন জাহ্নবীম্।

সঙ্গে লইয়া অরণিমধ্যে অগ্নিকে নিক্ষেপপূর্ব্বক নিজ নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ; সম্মুখে দেখিলেন- অশ্বত্থ মধ্যে সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে ; তিনি তথাবিধ অগ্নিগর্ভ অশ্বত্থ দর্শনে বিস্মিত হইলেন এবং গন্ধর্ব্বগণের নিকট এই ঘটনা বলিলেন। তৎশ্রবণে গন্ধর্ব্বগণ অরণিমধ্যগত অগ্নিদ্বারাই যজ্ঞ করিতে আদেশ দিলেন ; বলিলেন- অশ্বত্থ হইতে অরণি প্রস্তুত করিয়া যথাবিধি মন্থনপূর্বক তজ্জনিত অগ্নি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করুন ; এইরূপ করিলেই হে নরাধিপ ! আপনি আমাদিগের সালোক্য লাভ করিতে পারিবেন। অনন্তর সেই নরাধিপ পুরূরবা অগ্নি মন্থনপূর্ব্বক ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়া যজ্ঞ করিলেন।এইরূপে বহুসংখ্যক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া গন্ধর্ব্বদিগের সালোক্য প্রাপ্ত হইলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! ইলানন্দন রাজা পুরূরবা এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন। মহর্ষিগণালঙ্কৃত পুণ্য দেশ প্রয়াগে তিনি রাজ্য করেন। যমুনার উত্তরতীরস্থ প্রতিষ্ঠানপুরী সেই মহাযশার রাজধানী ছিল। তাঁহার ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী ছয় পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্রগণ সকলেই গন্ধর্ব্বলোকে বিখ্যাত হইয়াছিল। উহাদের নাম, -আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শতায়ু ও গতায়ু এই পুত্রগণ সকলেই উর্ব্বশীর গর্ভজাত উহাদের মধ্যে অমাবসুর পুত্র রাজা ভীম ; ইনি বিশ্ববিজয়ী ছিলেন। ভীমের পুত্র শ্রীমান্ কাঞ্চনপ্রভ ; তৎপুত্র সুহোত্র ইনি বিদ্বান্ এবং মহাবল ছিলেন। ৪০-৫৩ সুহোত্র হইতে কৌশিকীর গর্ভে জহ্নু জন্মগ্রহণ করেন। এই জহ্নু একদা যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ করিলে ঘটনাক্রমে গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া সেই যজ্ঞদেশ প্লাবিত করেন গঙ্গা প্রবাহে যজ্ঞভূমি সর্ব্বতোভাবে প্লাবিত দেখিয়া জহ্নু ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া কহিলেন, -হে গঙ্গে ! তোমার এই গর্ব্বিত ব্যবহারের ফল সদ্যই প্রাপ্ত হইবে। তোমার সমস্ত জল ব্যর্থ হইবে আমি তোমার সমুদয় জল রাশি পান করিলাম। তখন রাজর্ষি জহ্নু গঙ্গাকে পান করিলেন দেখিয়া মহাভাগ

যৌবনাশ্বস্য পৌত্রীং তু কাবেরীং জহ্নুরাবহৎ
যুবনাশ্বস্য শাপেন গঙ্গা যেন বিনির্ম্মিতে।
কাবেরীং সরিতাং শ্রেষ্ঠাং জহ্নু ভার্য্যামনিন্দিতাম্
জহ্নুস্তইয়তং পুত্রং সুহোত্রং নাম ধার্ম্মিকম্
কাবের্য্যাং জনয়ামাস অষ্টকস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৬০
অষ্টকস্য তু দায়াদো বলাকাশ্বো মহাযশাঃ।
বভূবুশ্চ গয়ঃ শীলঃ কুশস্তস্যাত্মজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬১
কুশপুত্রা বভূবুশ্চ চত্বারো বেদবর্চ্চসঃ.
কুশাশ্বঃ কুশনাভশ্চ অমূর্ত্তরযসো বসুঃ ॥ ৬২
কুশস্তম্বস্তপস্তেপে পুত্রার্থী রাজসত্তমঃ।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে বৈ শতক্রতুমপশ্যত ॥ ৬৩
সুদুগং তাপসং দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
সমর্থঃ পুত্রজননে স্বয়মেবাস্য শাশ্বতঃ ॥ ৬৪
পুত্রত্বং কল্পয়ামাস স্বয়মেব পুরন্দরঃ।
গাধির্নামাভবৎপুত্রঃ কৌশিকঃ পাকশাসনঃ ॥ ৬৫
পৌরুকুৎসাভবদ্ভার্য্যা গাধিস্তস্যামজায়ত
পূর্ব্বকন্যাং মহাভাগাং নাম্না সত্যবতীং শুভাম্
তাং গাধিপুত্রঃ কাব্যায় ঋচীকায় দদৌ প্রভুঃ ॥
তস্যাং পুত্রস্তু বৈ ভর্ত্তা ভার্গবো ভৃগুনন্দনঃ।
পুত্রার্থে সাধয়ামাস চরুং গাধেস্তথৈব চ ॥ ৬৭
তথা চাহূয় নিধৃতিমৃচীকো ভার্গবস্তদা।
উপযোজ্যশ্চরুরয়ং ত্বয়া মাত্রা চ তে শুভে ॥
তস্যাং জনিষ্যতে পুত্রো দীপ্তিমান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ
অজেয়ঃ ক্ষত্রিয়ৈর্যুদ্ধে ক্ষত্রিয়র্ষভসূদনঃ ॥ ৬৯
তবাপি পুত্রং কল্যাপি ধৃতিমন্তং তপোধনম্
শমাত্মকং দ্বিজশ্রেষ্ঠং চরুরেষ বিধাস্যতি ॥ ৭০
এবমুক্তা তু তাং ভার্য্যামৃচীকো ভৃগুনন্দনঃ।
তপস্যাভিরতো নিত্যমরণ্যং প্রবিবেশ হ ॥ ৭১
গাধিঃ সদারস্তু তদা ঋচীকাশ্রমমভ্যগাৎ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন সুতাং দ্রষ্টুং নরেশ্বরঃ ॥ ৭২
চরুদ্বয়ং গৃহীত্বা তু ঋষেঃ সত্যবতী তদা।

দেবর্ষিগণ গঙ্গাকে জাহ্নবী নামে তদীয় দুহিতৃরূপে উপহার প্রদান করিলেন। জহ্নু যৌবনাশ্বনন্দিনী কাবেরীর পাণিগ্রহণ করেন। যুবনাশ্বের শাপে তিনি পুনরায় গঙ্গাকে প্রকটিত করেন। জহ্নুভার্য্যা অনিন্দিতা কাবেরী সরিদ্বরা বলিয়া বিখ্যাত হন। জহ্নু কাবেরীর গর্ভে সুহোত্র নামে এক ধার্ম্মিক পুত্র উৎপাদন করেন। সুহোত্রের পুত্র অজপ ; তৎপুত্র মহাযশা বলাকাশ্ব। বলাকাশ্বের তিন পুত্র, -গয়, শীল ও কুশ। কুশের চারি পুত্র-কুশাশ্ব কুশনাভ, অমূর্ত্তরায়া ও বসু। রাজশ্রেষ্ঠ কুশাশ্ব পুত্রার্থী হইয়া বহুবর্ষ তপস্যা করেন তাঁহার তপস্যার কাল সহস্রবর্ষ পূর্ণ হইলে শতক্রতু সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইলেন। সহস্রাক্ষ পুরন্দর সেই কঠোর তপা তাপসকে দেখিয়া নিজেই তদীয় পুত্র জননে সমর্থ হইলেন; নিজেকেই তাঁহার পুত্ররূপে কল্পনা করিলেন। পাকশাসন সুহোত্রর পুত্র হইয়া গাধি ও কৌশিক নামে বিখ্যাত হইলেন। সুহোত্রের ভার্য্যার নাম পৌরুকুৎসা। গাধি তাঁহারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। গাধি তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা মহাভাগা সুন্দরী সত্যবতীকে ভার্গব ঋচীকের করে সম্প্রদান করিলেন। এই সত্যবতীর গর্ভেই ভৃগুনন্দন জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেন। সত্যবতীর ভর্ত্তা ঋচীক নিজের এবং গাধির পুত্র নিমিত্ত এক চরু প্রস্তুত করিলেন। পরে ভার্য্যাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, -তুমি এবং তোমার মাতা, তোমরা উভয়ে এই চরু ভক্ষণ কর. এই চরু ভোজনের ফলে তোমার মাতার গর্ভে এক তেজস্বী ক্ষত্রিয় পুঙ্গব জন্মগ্রহণ করিবেন তিনি সমস্ত ক্ষত্রিয়ের অজেয় এবং সমস্ত ক্ষত্রিয়ের ধ্বংসকর্ত্তা হইবেন। হে কল্যাণি। চরু ভোজনে তোমারও এক পুত্র হইবে এই পুত্র ধৃতিমান্, তপোধন, শমাত্মক ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইবেন। ৫৪-৭০. এইরূপ আলোচনার পরবর্তী কালেই গাধি রাজা তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে সপরিবারে কন্যা সত্যবতীকে দেখিবার জন্য ঋচীকাশ্রমে আগমন করিলেন। তখন সত্যবতী

ভর্ত্তুর্বচনমব্যগ্রা হৃষ্টা মাত্রে ন্যবেদয়ৎ ॥ ৭৩
মাতা তু তস্যৈ দৈবেন দুহিত্রে স্বং চরুং দদৌ
তস্যাশ্চরুমথাজ্ঞানাদাত্মনঃ সা চকার হ ॥ ৭৪
অথ সত্যবতী গর্ভং ক্ষত্রিয়ান্তকরং শুভম্।
ধারয়ামাস দীপ্তেন বপুষা ঘোরদর্শনা ॥ ৭৫
তমৃচীকস্ততো দৃষ্টা যোগেনাপ্যনুমৃশ্য চ।
তদাব্রবীদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ স্বাং ভার্য্যাং বরবর্ণিনীম্ ॥
মাত্রাসি বঞ্চিতা ভদ্রে চরুব্যত্যা সহেতুনা।
জনিষ্যতি হি পুত্রস্তে ক্রূরকর্ম্মাতিদারুণঃ ॥ ৭৭
মাতা জনিষ্যতে বাপি তথাভূতং তপোধনম্
বিশ্বং হি ব্রহ্ম তপসা ময়া তত্র সমর্পিতম্ ॥ ৭৮
এবমুক্তা মহাভাগা তত্রা সত্যবতী তদা।
প্রসাদয়ামাস পতিং সুতো মে নেদৃশো ভবেৎ
ব্রাহ্মণাপসদস্ত্বন্য ইত্যুক্তো মুনীরব্রবীৎ ॥ ৭৯

নৈষ সঙ্কল্পিতঃ কামো ময়া ভদ্রে তথা ত্বয়া।
উগ্রকর্ম্মা ভবেৎ পুত্রঃ পিতুর্মাতুশ্চ কারণাৎ ॥ ৮০
পুনঃ সত্যবতী বাক্যমেবমুক্তা ব্রবীদিদম্।
ইচ্ছঁল্লোকানপি মুনে সৃজেথাঃ কিং পুনঃ সুতম্
শমাত্মকমৃজুং ভর্ত্তঃ পুত্রং মে দাতুমর্হসি
কামমেবংবিধঃ পুত্রো মম স্যাত্ত্বং বদ প্রভো ॥ ৮২
যদ্যন্যথা ন শক্যং বৈ কর্ত্তুমেব দ্বিজোত্তম।
ততঃ প্রসাদমকরোৎ স তস্যাস্তপসো বলাৎ ॥
পুত্রে নাস্তি বিশেষো মে পৌত্রে বা বরবর্ণিনি
ত্বয়া যথোক্তং বচনং তথা ভদ্রে ভবিষ্যতি ॥ ৮৪
তস্মাৎ সত্যবতী পুত্রং জনয়ামাস ভার্গবম্
তপস্যভিরতং দান্তং জমদগ্নিং শমাত্মকম্ ॥ ৮৫
ভৃগোশ্চরুবিপর্য্যাসে রৌদ্রবৈষ্ণবয়োঃ পুরা।

হৃষ্টচিত্তে চরুদ্বয় গ্রহণ করিয়া মাতার নিকট ভর্ত্তা ঋচীক ঋষির কথা নিবেদন করিলেন। মাতা তখন দৈবক্রমে স্বীয় চরু দুহিতাকে প্রদান করিলেন এবং অজ্ঞান বশতঃ দুহিতার চরু স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। এইরূপে বিনিময় ক্রমে পরস্পর চরু ভোজন করিলে, সত্যবতী ক্ষত্রিয়ান্তকর শুভ গর্ভ ধারণ করিলেন। তাঁহার কলেবর উজ্জ্বল হইল। তিনি দেখিতে ঘোরাকৃতি হইলেন। অনন্তর ঋচীক সেই গর্ভদর্শনে যোগবলে সমস্ত ঘটনা জানিলেন এবং সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ তখন স্বীয় বরবর্ণিনী ভার্য্যাকে বলিলেন, -হে ভদ্রে! তোমার মাতা তোমার চরু গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যে তুমি প্রতারিত হইয়াছ। অতএব তোমার এক ক্রূরর্ম্মা অতি দারুণ পুত্র উৎপন্ন হইবে। তোমার মাতা যে পুত্র প্রসব করিবেন, তিনি তপোধন হইবেন। কেননা, আমি তোমার মাতার চরুমধ্যেই তপোবলে সমগ্র ব্রহ্ম নিহিত করিয়াছি। ঋচীক ঋষি এই কথা কহিলে মহাভাগা সত্যবতী তখন পতিকে প্রসাদিত করিলেন; বলিলেন- আমার নযেন ঈদৃশ, ব্রাহ্মণাপসদ পুত্র না হয়। সত্যবতী এই কথা কহিলে, মুনিবর ঋচীক কহিলেন, -হে ভদ্রে! এই সঙ্কল্পিত বিষয় তুমি বা আমি কেহই অন্যথা করিতে পারিব না। পিতা মাতার কারণে কঠোরকর্ম্মা পুত্র উৎপন্ন হইবেই। ঋষি এই কথা কহিলে পুনরায় সত্যবতী কহিলেন, -হে মুনে! আপনি ইচ্ছা করিলে, সমস্ত লোকই সৃজন করিতে পারেন, তাহাতে পুত্র উৎপাদন করিবেন, ইহা আর অধিক কথা কি? অতএব হে ভর্ত্তঃ! আপনি আমাকে এক শমাত্মক সরলবুদ্ধি পুত্র প্রদান করুন হে প্রভো! আমার এবম্বিধ পুত্র হইবে, এই কথা আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন হে দ্বিজোত্তম! পুত্র সম্বন্ধে আমার প্রতি আপনি অন্য ব্যবস্থা করিবেন না। অনন্তর ঋচীক ঋষি তপোবলে পত্নী সত্যবতীর প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; বলিলেন- হে বরবর্ণিনি! পুত্রে বা পৌত্রে বিশেষত্ব কিছুই নাই; অতএব তুমি যাহা বলিয়াছ, হে ভদ্রে! সেইরূপই হইবে অর্থাৎ পুত্র শমাত্মক ও পৌত্র প্রচণ্ডকর্ম্মা হইবে। ৭১-৮৪। অনন্তর সত্যবতী- শমাত্মক দান্ত তপোনিরত ভার্গব জামদগ্নিকে পুত্ররূপে

জমনাদ্বৈষ্ণবস্যাগ্নের্জমদগ্নিরজায়ত ॥ ৮৬
বিশ্বামিত্রন্তু দায়াদং গাধিঃ কুশিকনন্দনঃ
প্রাপ্য ব্রহ্মর্ষিসমতাং জগাম ব্রহ্মণা বৃতঃ ॥ ৮৭
সা হি সত্যবতী পুণ্যা সত্যব্রতপরায়ণা।
কৌশিকীতি সমাখ্যাতা প্রবৃত্তেয়ং মহানদী
পরিশ্রুতা মহাভাগা কৌশিকী সরিতাংবরা।
ইক্ষ্বাকুবংশে ত্বভবৎ সুবেণুর্নাম পার্থিবঃ ॥ ৮৯
তস্য কন্যা মহাভাগা কামলী নাম রেণুকা।
রেণুকায়ান্তু কামল্যাং তপোধৃতিসমন্বিতঃ।
আর্চীকো জনয়ামাস জমদগ্নিঃ সুদারুণম্ ॥৯০
সর্ব্ববিদ্যান্তগং শ্রেষ্ঠং ধনুর্ব্বেদস্য পারগম্।
রামং ক্ষত্রিয়হন্তারং প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ॥ ৯১
ঔর্ব্বস্যৈবমৃচীকস্য সত্যবত্যাং মহামনাঃ।
জমদগ্নিস্তপোবীর্য্যাজজ্ঞে ব্রহ্মবিদাংবরঃ।
মধ্যমশ্চ শুনঃশেফঃ শুনঃপুচ্ছঃ কনিষ্ঠকঃ ॥৯২

উৎপাদন করিলেন। এইরূপে রৌদ্র ও বৈষ্ণব চরুর ব্যত্যয় ঘটনায় পুরাকালে ভৃগু হইতে বৈষ্ণব ও অগ্নিতেজের বিনিময়ে জমদগ্নি উৎপন্ন হন। কৌশিকনন্দন গাধিরাজা বিশ্বামিত্রকে পুত্ররূপে লাভ করেন। বিশ্বামিত্র অবশেষে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হন। সেই পুণ্যশীলা সত্যব্রত নিরতা সত্যবতী মহানদী কৌশিকী নামে বিখ্যাত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছিলেন। ঐ মহাভাগা সরিদ্বরা কৌশিকী এইরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পুরাকালে ইক্ষ্বাকুবংশে সুবেণু নামে এক রাজা ছিলেন; তাঁহার কন্যার নাম কামলী রেণুকা। তপস্যা ও ধৃতিশালী ঋচীকনন্দন জমদগ্নি, ঐ কামলী রেণুকার গর্ভে সুদারুণ পরশুরামকে পুত্ররূপে উৎপাদন করেন। এই পুত্র সর্ব্ব বিদ্যার পারগামী, ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী, সমস্ত ক্ষত্রিয় নিসূদন ও পাবকের ন্যায় দেদীপ্যমান। ঔর্ব্বতনয় ঋচীক হইতে সত্যবতীর গর্ভে প্রথমে মহামনা ব্রহ্মজ্ঞপ্রবর জমদগ্নি জন্ম গ্রহণ করেন। ঋচীকের মধ্যম পুত্র শুনঃশেফ এবং

বিশ্বামিত্রন্তু ধর্ম্মাত্মা নাম্না বিশ্বরথঃ স্মৃতঃ
জজ্ঞে ভৃগুপ্রসাদেন কৌশিকাদ্বংশবর্দ্ধনঃ ॥ ৯৩
বিশ্বামিত্রস্য পুত্রন্তু শুনঃশেফোঽভবন্মুনিঃ।
হরিশ্চন্দ্রস্য যজ্ঞে তু পশুত্বে নিয়তঃ স বৈ ॥ ৯৪
দেবৈর্দত্তঃ শুনঃশেফো বিশ্বামিত্রায় বৈ পুনঃ।
দেবৈর্দত্তঃ স বৈ যস্মাদ্দেবরাতস্ততোঽভবৎ ॥
বিশ্বামিত্রস্য পুত্রাণাং শুনঃশেফোঽগ্রজঃ স্মৃতঃ
মধুচ্ছন্দো নয়শ্চৈব কৃতদেবৌ ধ্রুবাষ্টকৌ ॥ ৯৬
কচ্ছপঃ পূরণশ্চৈব বিশ্বামিত্রসুতাস্তু বৈ
তেষাং গোত্রাণি বহুধা কৌশিকানাং মহাত্মনাম্
পার্থিবা দেবরাতাশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যাঃ সমর্ষণাঃ।
উদুম্বরা উদুম্লানাস্তারকা যমমুঞ্চতাঃ ॥ ৯৮
লোহিণ্যা রেণবশ্চৈব তথা কারীষবঃ স্মৃতাঃ
বভ্রবঃ পাণিনশ্চৈব ধ্যানজপ্যাস্তথৈব চ ॥ ৯৯
শালাবত্যা হিরণ্যাক্ষা শঙ্কৃতা গালবাঃ স্মৃতাঃ
দেবলা যমদূতাশ্চ সালঙ্কায়নবাস্কলাঃ ॥ ১০০
দদাতিবাদরয়াশ্চান্যে বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।

কনিষ্ঠ পুত্র শুনঃপুচ্ছ। কৌশিক হইতে ভৃগুর প্রসাদে ধর্ম্মাত্মা বিশ্বমিত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিশ্বরথ নামে বিখ্যাত ও কৌশিক বংশের ধুরন্ধর। বিশ্বমিত্রের পুত্র শুনঃশেফ মুনি; ইনি মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে পশুত্বে পরিকল্পিত হইয়া ছিলেন। পরে দেবগণ পুনরায় বিশ্বামিত্রকে তদীয় পুত্র প্রদান করেন। দেবগণ উঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া পরবর্ত্তীকালে ঐ পুত্র দেবরাত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ৮৫-৮৯। বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ মধ্যে শুনঃশেফই জ্যেষ্ঠ। তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণের নাম- মধুচ্ছন্দ, নয়, কৃতদেব, ধ্রুব, অষ্টক, কচ্ছপ ও পূরণ। এই কৌশিকবংশীয় মহাত্মাদিগের বহু গোত্র বিখ্যাত পার্থিব, দেবরাত, সমর্ষণ, উদুম্বর, উদুম্লান, তারকলোহিণ্য, রেণু, কারীষু, বভ্রু, পাণিন, ধ্যানজপ্য, শালাবত্য, হিরণ্যাক্ষ, শঙ্কৃত, গালব, দেবল, যমদূত, সালঙ্কায়ন ও বাস্কল, এই সকল বিশ্বামিত্র গোত্র; এতদভিন্ন ধীমান্

ঋষ্যন্তরবিবাহ্যাস্তে বহবঃ কৌশিকাঃ স্মৃতাঃ ॥
কৌশিকাঃ সৌশ্রুতাশ্চৈব তথান্যে সৈন্ধবায়নাঃ
পৌরোববস্য পুণ্যস্য ব্রহ্মর্ষেঃ কৌশিকস্য তু ॥
দৃষদ্বতীসুতশ্চাপি বিশ্বামিত্রাত্তথাষ্টকঃ।
অষ্টকস্য সুতো যো হি প্রোক্তো জহ্নুগণো
ময়া ॥ ১০৩

ঋষয় উচুঃ।

কিং লক্ষণেন ধর্ম্মেণ তপসেহ শ্রুতেন বা।
ব্রাহ্মণ্যং সমনুপ্রাপ্তং বিশ্বামিত্রাদিভির্নৃপৈঃ ॥
যেন যেনাভিধানেন ব্রাহ্মণ্যং ক্ষত্রিয়া গতাঃ।
বিশেষং জ্ঞাতুমিচ্ছামস্তপসা দানতস্তথা ॥ ১০৫
এবমুক্তস্ততো বাক্যমব্রবীদিদমর্থবৎ।
অন্যায়োপগতৈর্দ্রব্যৈরাহূয় দ্বিজসত্তমান্।
ধর্ম্মাভিকাঙ্ক্ষী যজতে ন ধর্ম্মফলমশ্নুতে ॥ ১০৬
ধর্ম্মং চৈতং সমাখ্যায় পাপাত্মা পুরুষাধমঃ।
দদাতি দানং বিপ্রেভ্যো লোকানাং দম্ভ
কারণাৎ ॥ ১০৭
জপং কৃত্বা তথা তীব্রং ধনলোভান্নিরঙ্কুশঃ।
রাগমোহান্বিতো হ্যন্তে পাবনার্থং দদাতি যঃ ॥
তেন দত্তানি দানানি অফলানি ভবন্ত্যুত।
তস্য-ধর্ম্মপ্রবৃত্তস্য হিংসকস্য দুরাত্মনঃ ॥ ১০৯
এবং লব্ধা ধনং মোহদতো যজতশ্চ হ।
সংক্লিষ্টকর্ম্মণো দানং ন তিষ্ঠতি দুরাত্মনঃ ॥ ১১০
ন্যায়াগতানাং দ্রব্যাণাং তীর্থে সম্প্রতিপাদনম্
কামানভিসন্ধায় যজতে চ দদাতি চ ॥ ১১১
স দানফলমাপ্নোতি তচ্চ দানং সুখোদরম্।
দানেন ভোগানাপ্নোতি স্বর্গং সত্যেন গচ্ছতি
তপসা তু সুতপ্তেন লোকান্বিষ্টভ্য তিষ্ঠতি।
বিষ্টভ্য স তু তেজস্বী লোকেষানন্ত্যমশ্নুতে ॥
দানাচ্ছ্রেয়স্তথা যজ্ঞো যজ্ঞাচ্ছ্রেয়স্তথা তপঃ।
সন্ন্যাসস্তপসঃ শ্রেয়াংস্তস্মাজ্জ্ঞানং গুরুঃ স্মৃতম্
শ্রূয়ন্তে হি তপঃসিদ্ধাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ

বিশ্বামিত্রের বংশে কৌশিক, সৌশ্রুত ও সৈন্ধবায়ন প্রভৃতি ঋষ্যন্তর বিবাহ্য বহু গোত্র আছে বিশ্বামিত্র হইতে দৃষদ্বতীর গর্ভে অষ্টক নামে এক পুত্র হয়। অষ্টকের পুত্রই জহ্নুগণ ; ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঋষিগণ কহিলেন, - বিশ্বামিত্রাদি নরপতিগণ কি কি লক্ষণ, ধর্ম্ম, তপস্যা বা শাস্ত্রজ্ঞানে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারা যে যে অভিধানে বা যেরূপ তপস্যা বা দান দ্বারা ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, তাহা আমরা বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। ঋষিগণ এই কথা কহিলে সূত তাঁহাদিগকে যথার্থ বাক্যে বলিলেন, - ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া অন্যায়োপার্জ্জিত দ্রব্য দ্বারা যিনি ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষায় যজ্ঞ করেন, তিনি ধর্ম্মফল প্রাপ্ত হন না ঐরূপ ধর্ম্ম প্রাপ্তির কামনায় যে পাপাত্মা পুরুষাধম দম্ভবশতঃ বিপ্রদিগকে বর দান করে, অথবা ধনলোভে নিরঙ্কুশভাবে তীব্র জপ সাধনা করিয়া রাগ-মোহ- সহকারে অন্তে বিশুদ্ধি লাভার্থ দানকার্য্য করে, তাহার প্রদত্ত সমস্ত দানই নিস্ফল হইয়া থাকে তথাবিধ ভাবে ধর্ম্মকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হিংস্র প্রকৃতি দুরাত্মা ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অর্থ প্রাপ্ত হইয়া যে দান বা যজ্ঞক্রিয়া করে, তাহার সেই দান বা যজ্ঞকর্ম্মের সাফল্য ঘটে না। কোন কামনাভিসন্ধি না রাখিয়া ন্যায়পূর্ব্বক উপর্জ্জিত অর্থের যে সৎপাত্রে সম্প্রদান বা যজনাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান, তাহাই প্রকৃত সৎকর্ম্ম; এইরূপ সৎকর্ম্মকর্ত্তা বা দানকর্ত্তাই সুখোদর্ক দানফল সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দান দ্বারাই ভোগ সুখ লাভ হয় এবং সত্যনিষ্ঠা দ্বারাই স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। সুতপ্ত তপস্যা দ্বারা সমস্ত লোক আক্রমণ করিয়া অবস্থান করা যায়, তথাবিধ তপস্বী, তেজস্বী ব্যক্তিই লোকে অনন্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দান হইতে যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, যজ্ঞ হইতে তপস্যা তপস্যা হইতে সন্ন্যাস এবং সন্ন্যাস হইতে জ্ঞানই শ্রেয়ান্ বহু ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি তপস্যার আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তপস্যা বলেই সিদ্ধি লাভ

বিশ্বামিত্রো নরপতির্ম্মান্ধাতা সঙ্কৃতিঃ কপিঃ ॥
কপেশ্চ পুরুকুৎসশ্চ সত্যশ্চানুহবানৃথুঃ।
আর্স্টিষেণোঽজমীঢ়শ্চ ভাগান্যোঽনন্তথৈব চ
কক্ষীবচৈব শিঞ্জয়স্তথান্যে চ মহারথাঃ।
রথীতরশ্চ রুন্দশ্চ বিষ্ণুবৃদ্ধাদয়ো নৃপাঃ ॥ ১১৭
ক্ষাত্রোপেতাঃ স্মৃতা হ্যেতে তপসা ঋষিতাংগতাঃ
এতে রাজর্ষয়ঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং সুমহতীং গতাঃ
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি অয়োর্বংশং মহাত্মনঃ ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে অমাবসু-
বংশানুকীর্ত্তনং নামৈকনবতিতমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এতে পুত্রা মহাত্মানঃ পঞ্চৈবাসন্মহাবলাঃ।
স্বর্ভানুতনয়া বিপ্রাঃ প্রভায়াং জজ্ঞিরে নৃপাঃ ॥
নহুষঃ প্রথমস্তেষাং পুত্রধর্ম্মা ততঃ স্মৃতঃ
ধর্ম্মবৃদ্ধাত্মজশ্চৈব সুতহোত্রো মহাযশাঃ ॥ ২
সুতহোত্রস্য দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
কাশঃ শলশ্চ দ্বাবেতৌ তথা গৃৎসমদঃ প্রভুঃ ॥
পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ ॥
এতস্য বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ।
শলাত্মজো হ্যার্ষ্টিষেণশ্চরন্তস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৫
শৌনকাশ্চার্ষ্টিষেণাশ্চ ক্ষাত্রোপেতা দ্বিজাস্ততঃ
কাশস্য কাশয়ো রাষ্ট্রঃ পুত্রো দীর্ঘতপাস্তথা ॥ ৬
ধর্ম্মশ্চ দীর্ঘতপসো বিদ্বান্ ধন্বন্তরিস্ততঃ ;
তপসা সুমহাতেজা জাতো বৃদ্ধস্য ধীমতঃ।
অথৈনমৃষয়ঃ প্রোচুঃ সূতং বাক্যমিমং পুনঃ ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

কথং ধন্বন্তরির্দ্দেবো মানুষেষ্বিহ জজ্ঞিবান্।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামস্ততো ব্রূহি প্রিয়ং তথা ॥ ৮

সূত উবাচ।

ধন্বন্তরেঃ সম্ভবোঽয়ং শ্রূয়তামিহ বৈ দ্বিজাঃ।
স সম্ভূতঃ সমুদ্রান্তে মথ্যমানেঽমৃতে পুরা ॥ ৯

করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা, সঙ্কৃতি, কপি, পুরুকুৎস, সত্য, অনুহবান্, ঋথু, আর্ষ্টিষেণ, অজমীঢ়, কক্ষীব, শিঞ্জয়, রথীতর, রুন্দ, বিষ্ণুবৃদ্ধ প্রভৃতি ক্ষত্রোপেত নরপতি তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল রাজর্ষি সুমহতী সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর মহাত্মা আয়ুর বংশবিবরণ বলিতেছি। ৯৩-১১৮।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯১।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,- দ্বিজগণ! প্রভার গর্ভে পঞ্চ স্বর্ভানু-তনয় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই মহীপতি মহাত্মা ও মহাবল; তন্মধ্যে নরপতি, নহুষ জ্যেষ্ঠ; তৎপুত্র পুত্রধর্ম্মা, তৎপুত্র ধর্ম্মবৃদ্ধ তৎপুত্র মহাযশা সুতহোত্র। সুতহোত্রের তিনটি পরম ধার্ম্মিক পুত্র উৎপন্ন হয়; তাহাদের নাম- কাশ, শল ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শুনক, তৎপুত্র শৌনক। হে দ্বিজগণ! এই শৌনকের বংশে বিভিন্ন কর্ম্মফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণই উৎপন্ন হইয়াছিল। শলের পুত্র আর্ষ্টিষেণ, তৎপুত্র চরন্ত। শৌনক ও আর্ষ্টিষেণগণ ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি। কাশের পুত্র কাশয়, রাষ্ট্র ও দীর্ঘতপা দীর্ঘতপার পুত্র বিদ্বান্ ধর্ম্ম; তৎপুত্র ধনন্তরি। ধর্ম্মের বার্দ্ধক্যদশায় তপস্যার ফলে এই মহাতেজা ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণ করেন অনন্তর ঋষিগণ সূতকে পুনরায় এই কথা কহিলেন, -হে সূত! দেব ধনন্তরি মানুষ লোকে কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিলেন, ইঁহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। আমাদের এই প্রিয় কথা তুমি প্রকাশ করিয়া বল। ১-৮। সূত কহিলেন- হে দ্বিজগণ! ধন্বন্তরির সম্ভববার্ত্তা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে সমুদ্রমন্থন

উৎপন্নঃ সকলাৎ পূর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ শ্রিয়া বৃতঃ।
সর্ব্বসংসিদ্ধকায়ং তং দৃষ্ট্বা বিষ্টম্ভিতঃ স্থিতঃ।
অজস্ত্বমিতি হোবাচ তস্মাদজস্ত্ব স স্মৃতঃ ॥ ১০
অজঃ প্রোবাচ বিষ্ণুং তং তনয়োঽস্মি তব প্রভো।
বিধৎস্ব ভাগং স্থানঞ্চ মম লোকে সুরোত্তম
এবমুক্তঃ স দৃষ্ট্বা তু তথ্যং প্রোবাচ স প্রভুঃ।
কৃতো যজ্ঞবিভাগস্তু যজ্ঞিয়ৈর্হি সুরৈস্তথা ॥ ১২
বেদেষু বিধিযুক্তঞ্চ বিধিহোত্রং মহর্ষিভিঃ।
ন শক্যমিহ হোমো বৈ তুল্যং কর্ত্তুং কদাচন ॥ ১৩
অর্ব্বাক্‌সুতোঽহসি হে দেব নামমন্ত্রেঽসি বৈ প্রভো।
দ্বিতীয়ায়াস্তু সম্ভূত্যাং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি
অণিমাদিযুতা সিদ্ধির্গর্ভস্থস্য ভবিষ্যতি।
তেনৈব চ শরীরেণ দেবত্বং প্রাপ্স্যসি প্রভো
চরুমন্ত্রৈশ্চ ঘৃতৈর্গন্ধৈর্যক্ষ্যন্তি ত্বাং দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৫
অথ চ ত্বং পুনশ্চৈব আয়ুর্ব্বেদং বিধাস্যসি।
অবশ্যম্ভাবী হ্যর্থোঽয়ং প্রাক্‌সৃষ্টস্ত্বব্জযোনিনা ॥
দ্বিতীয়ং দ্বাপরং প্রাপ্য ভবিতা ত্বং ন সংশয়ঃ
তস্মাত্তস্মৈ বরং দত্ত্বা বিষ্ণুরন্তর্দধে ততঃ ॥ ১৭
দ্বিতীয়ে দ্বাপরে প্রাপ্তে সৌনহোত্রঃ প্রকাশিরাট্।
পুত্রকামস্তপস্তেপে নৃপো দীর্ঘতপাস্তথা ॥ ১৮
অজং দেবস্তু পুত্রার্থে হ্যারিরাধয়িষুর্নৃপঃ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস প্রীতো ধন্বন্তরির্নৃপম্ ॥ ১৯

নৃপ উবাচ।

ভগবন্ যদি তুষ্টস্ত্বং পুত্রো মে খ্যাতিমান্ ভব।
তথেতি সমনুজ্ঞায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২০
তস্য গেহে সমুৎপন্নো দেবো ধন্বন্তরিস্তদা।
কাশিরাজো মহারাজঃ সর্ব্বরোগপ্রণাশনঃ ॥ ২১
আয়ুর্ব্বেদং ভরদ্বাজশ্চকার সভিষক্‌ক্রিয়ম্।

কালে ধন্বন্তরি উৎপন্ন হইয়াছিলেন সমুদ্রগর্ভে যাহার যাহার উৎপত্তি হইয়া ছিল, তন্মধ্যে তাঁহার উৎপত্তিই প্রথম। তিনি পরম রূপসম্পন্ন. তাঁহাকে সর্ব্ব সুসম্পন্ন দেহে সমুৎপন্ন হইতে দেখিয়া ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, -তুমি অজ। সেই হইতেই তাঁহার অজ না প্রসিদ্ধ। অজ বিষ্ণুকে বলিলেন, -হে প্রভো ! আমি তোমার তনয় ! অতএব হে সুরোত্তম ! তুমি আমার ভাগ ও স্থান নির্ণয় করিয়া দাও। প্রভু বিষ্ণু তৎশ্রবণে ধন্বন্তরির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এই তথ্য বাক্য বলিলেন যে যজ্ঞভাগী সুরগণ ও মহর্ষিগণ বেদে বিধিসঙ্গতরূপে যজ্ঞবিভাগ করিয়াছেন ; সুতরাং আমি এখন আর নির্দ্দিষ্ট যজ্ঞভাগভোজীদিগের তুল্যাধিকার তোমায় প্রদান করিতে পারিব না. হে দেব ! তুমি পরে জন্মিয়াছ। তোমার নাম ও মন্ত্র হইয়াছে. তুমি দ্বিতয়ি জন্মে জগতে খ্যাতিলাভ করিবে। তৎকালে গর্ভাবস্থাতেই তোমার অণিমাদি সিদ্ধি অধিগত হইবে। তুমি সেই দেহেই দেবত্ব লাভ করিবে দ্বিজাতিগণ চরুমন্ত্র, ঘৃত ও গন্ধ দ্বারা তোমার অর্চ্চনা করিবেন অতঃপর তুমি আয়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক হইবে। পদ্মযোনি ব্রহ্মা পূর্ব্ব হইতে এইরূপই অবশ্যম্ভাবী কার্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন। দ্বিতীয় দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইলে তুমি ঐরূপই হইবে সংশয় নাই বিষ্ণু ধন্বন্তরিকে এই রূপ বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দ্বিতীয় দ্বাপরে সৌনহোত্র রাজা দীর্ঘতপাঃ অপত্য-কামনায় তপস্যা করেন। ঐ নৃপ পুত্রনিমিত্ত অজদেবেরই আরাধনায় নিরত ছিলেন একদা ধন্বন্তরি প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর গ্রহণে প্ররোচিত করেন. তাহাতে রাজা বলিলেন, -হে ভগবন্ ! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আপনিই আমার একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিশালী পুত্ররূপে উৎপন্ন হউন ধন্বন্তরি 'তথাস্তু' বাক্যে অনুমোদন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ৯-২০

অনন্তর কিয়ৎকাল পরে ধন্বন্তরি সেই দীর্ঘতপা রাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি মহারাজ কাশীরাজ হইয়া সর্ব্বরোগের প্রশমনকর্ত্তা

তমষ্টধা পুনর্ব্ব্যস্য শিষ্যেভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ ॥২২
ধন্বন্তরিসুতশ্চাপি কেতুমানিতি বিশ্রুতঃ
অথ কেতুমতঃ পুত্রো বিদ্বো ভীমরথো নৃপঃ।
দিবোদাস ইতি খ্যাতো বারাণস্যধিপোঽভবৎ
এতস্মিন্নেব কালে তু পুরীং বারাণসীং পুরা
শূন্যাং নিবেশয়ামাস ক্ষেমকো নাম রাক্ষসঃ॥
শপ্তা হি সা পুরী পূর্ব্বং নিকুম্ভেন মহাত্মনা।
শূন্যা বর্ষসহস্রং বৈ ভবিত্রীতি পুনঃপুনঃ॥ ২৫
তস্যান্তু শপ্তমাত্রায়াং দিবোদাসঃ প্রজেশ্বরঃ।
বিষয়ান্তে পুরীং রম্যাং গোমত্যাংসন্ন্যবেশয়ৎ

ঋষয় উচুঃ।

বারাণসিং কিমর্থংতাং নিকুম্ভঃ শপ্তবান্ পুরা।
নিকুম্ভশ্চাপি ধর্ম্মাত্মা সিদ্ধক্ষেত্রং শশাপ যঃ॥

সূত উবাচ।

দিবোদাসস্তু রাজর্ষির্নগরীং প্রাপ্য পার্থিবঃ।
বসতে মহাতেজাঃ স্ফীতায়াং বৈ নরাধিপঃ
এতস্মিন্নেব কালে তু কৃতদারো মহেশ্বরঃ।
দেব্যাঃ স প্রিয়কামস্তু বসানঃ শ্বশুরান্তিকে॥ ২৯
দেবাজ্ঞয়া পরিষদা বিশ্বরূপাস্তপোধনাঃ।
পূর্ব্বোক্তৈ রূপবিশেষৈস্তোষয়ন্তি মহেশ্বরীম্॥
হৃষ্যতি তৈর্মহাদেবো মেনা নৈব তু হৃষ্যতি।
জুগুপ্সতে সা নিত্যঞ্চ দেবং দেবীং তথৈব চ
মম পার্শ্বে ত্বনাচারস্তব ভর্ত্তা মহেশ্বরঃ।
দরিদ্রঃ সর্ব্ব এবেহ অক্লিষ্টং লভতেঽনঘে॥ ৩২
মাত্রা তথোক্তা বচসা স্ত্রীস্বভাবান্নচাক্ষমৎ।
স্মিতং কৃত্বা তু বরদা হরপার্শ্বমতাগমৎ॥ ৩৩
বিষণ্ণবদনা দেবী মহাদেবমভাষত।
নেহ বৎস্যাম্যহং দেব নয় মাং স্বং নিবেশনম্॥
তথোক্তস্তু মহাদেবঃ সর্ব্বাংল্লোঁকানবেক্ষ্য হ।
বাসার্থং রোচয়ামাস পৃথিব্যান্তু দ্বিজোত্তমাঃ।

হইলেন। ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করেন। ভরদ্বাজ উহা চিকিৎসা প্রণালীর সহিত অষ্টধা বিভাগ করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দেন। ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্; তৎপুত্র- নরপতি ভীমরথ। ইনি দিবোদাস নামে বিখ্যাত হইয়া বারাণসীধামে আধিপত্য করেন। তাঁহার আধিপত্যকালে ক্ষেমক নামে জনৈক রাক্ষস বারাণসী পুরীর ধ্বংস সাধন পূর্ব্বক উহাকে জনশূন্য করিয়া ফেলে। পূর্ব্বে মহাত্মা নিকুম্ভ ঐ পুরীর প্রতি এরূপ একটা অভিসম্পাত দিয়াছিলেন যে, উহা বর্ষসহস্র পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ শূন্য অবস্থায় থাকিবে। বারাণসী এইরূপে অভিসম্পাতহত হইলে, প্রজাপালক দিবোদাস তদীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি গোমতীতটে রম্য পুরী সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ঋষিগণ কহিলেন, -শুনিলাম, ধর্ম্মাত্মা নিকুম্ভ সিদ্ধক্ষেত্রের প্রতি অভিশাপ দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তিনি কেন বারাণসীপুরীকে অভিশপ্ত করেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। সূত কহিলেন, -মহাতেজা রাজর্ষি দিবোদাস তদীয় সুসমৃদ্ধ রাজধানী বারাণসীধামে বাস করিতেন। ঐ সময় মহেশ্বর দার পরিগ্রহ করেন। পত্নী পার্ব্বতী দেবীর প্রিয়কামনায় তিনি কিয়দ্দিন শ্বশুরালয়ে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার আদেশে তদীয় পারিষদমণ্ডলী ও বিশ্বরূপী তপোধনগণ পূর্ব্বোক্ত বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ পূর্ব্বক মহেশ্বরীকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন. মহাদেব তাহাতে হৃষ্ট হইলেন কিন্তু মেনকার তাহাতে হর্ষ হইল না. তিনি নিত্যই কি দেব, কি দেবী, উভয়কেই নিন্দা করিতে লাগিলেন ; দেবীকে বলিলেন, -হে অনঘে! তোমার ভর্ত্তা মহেশ্বর আমার নিকট অনাচারী বলিয়াই প্রতীয়মান। সে দরিদ্র, অথচ সর্ব্বদাই অনায়াসে নৃত্যব্যাপারে নিরত। ২১-৩২। মাতা মেনকা এই কথা কহিলে স্ত্রীস্বভাব বশতঃ উমার তাহা সহ্য হইল না। বরদা উমা ঈষৎ হাসিয়া হরের পার্শ্বে গমন করিলেন এবং বিষণ্ণবদনে মহাদেবকে বলিলেন, -হে দেব! আমি আর এখানে বাস করিব না। তোমার নিজাবাসে আমাকে লইয়া চল। দেবী এই কথা

বারাণসীং মহাতেজাঃ সিদ্ধক্ষেত্রং মহেশ্বরঃ ॥ ৩৫
দিবোদাসেন তাং জ্ঞাত্বা নিবিষ্টাং নগরীং ভবঃ
পার্শ্বস্থং স সমাহূয় গণেশং ক্ষেমকং ব্রবীৎ ॥ ৩৬
গণেশ্বরপুরীং গত্বা শূন্যাং বারাণসীং কুরু।
মদুনা চাভ্যুপায়েন অতিবীর্য্যঃ স পার্থিবঃ ॥ ৩৭
ততো গত্বা নিকুম্ভস্তু পুরীং বারাণসীং পুরা।
স্বপ্নে সন্দর্শয়ামাস মঙ্কনং নাম নাপিতম্ ॥ ৩৮
শ্রেয়স্তেঽহং করিষ্যামি স্থানং মে রোচয়ানঘ।
মদ্রূপাং প্রতিমাং কৃত্বা নগর্য্যন্তে নিবেশয় ॥ ৩৯
তথা স্বপ্নে যথা দৃষ্টং সর্ব্বং কারিতবান্ দ্বিজাঃ
নগরীদ্বার্য্যনুজ্ঞাপ্য রাজানন্তু যথাবিধি ॥ ৪০
পূজা তু মহতী চৈব নিত্যমেব প্রযুজ্যতে।
গন্ধৈর্ধূপৈশ্চ মাল্যৈশ্চ প্রেক্ষণীয়ৈস্তথৈব চ ॥
অন্নপ্রদানযুক্তৈশ্চ অত্যদ্ভুতমিবাভবৎ।
এবং সম্পূজ্যতে তত্র নিত্যমেব গণেশ্বরঃ ॥ ৪২
ততো বরসহস্রাণি নাগরাণাং প্রযচ্ছতি।
পুত্রান্ হিরণ্যমায়ুংষি সর্ব্বকামাংস্তথৈব চ ॥ ৪৩
রাজস্তু মহিষী শ্রেষ্ঠা সুযশা নাম বিশ্রুতা।
পুত্রার্থমাগতা সাধ্বী রাজ্ঞা দেবী প্রচোদিতা ॥
পূজান্তু বিপুলাং কৃত্বা দেবী পুত্রানযাচত
পুনঃপুনরথাগম্য বহুশঃ পুত্রকারণাৎ ॥ ৪৫
ন প্রযচ্ছতি পুত্রাংস্তু নিকুম্ভঃ কারণেন তু।
রাজা যদি তু ক্রুধ্যেত ততঃ কিঞ্চিৎ প্রবর্ত্ততে ॥
অথ দীর্ঘেণ কালেন ক্রোধো রাজানমাবিশৎ
ভূতং ত্বিদং মহাদ্বারি নাগরাণাং প্রযচ্ছতি ॥ ৪৭

কহিলে মহাদেব সর্ব্বলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন- করিয়া পৃথিবীমধ্যে একমাত্র সিদ্ধক্ষেত্র বারাণসীধামই বাসের জন্য মনোনীত করিলেন মহাতেজা ভবদেব জানিতে পারিলেন, বারাণসী নগরী মহারাজ দিবোদাস কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া আছে। তাহা জানিয়া তিনি তাঁহার পার্শ্বস্থ ক্ষেমক নামক গণাধিপতিকে ডাকিয়া বলিলেন, -ওহে গণেশ্বর! তুমি যাও; গিয়া বারাণসী পুরী শূণ্য কর। তথাকার রাজা অতীব বীর্য্যশালী; সুতরাং অকঠোর উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক সে পুরীর ধ্বংস-সাধন কর। মহাদেবের আদেশে গণপতি নিকুম্ভ বারাণসীপুরে গমন করিল এবং তত্রত্য মঙ্কন নামক নাপিতকে স্বপ্ন দেখাইয়া বলিল, -হে অনঘ! আমি তোমার মঙ্গল করিব ; তুমি আমার একটা স্থান কল্পনা কর। আমার প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া এই নগরীর প্রান্ত সীমায় সংস্থাপন কর। হে দ্বিজগণ! নাপিত তাহাই করিল ; স্বপ্নে যাহা দেখিল, সকলই তৎকর্ত্তৃক সুসম্পাদিত হইল। সে রাজার অনুজ্ঞা লইয়া যথাবিধি নগর-দ্বারে প্রতিমা স্থাপনপূর্ব্বক নিত্য মহাসমারোহে পূজা করিতে লাগিল। গন্ধ, ধূপ, মাল্য, চন্দন, অন্ন ও অন্যান্য দ্রব্য সম্ভার দ্বারা তাহার সেই প্রতিমা পূজা কার্য্য সমাধা হইতে লাগিল। ক্রমে সেই পূজা ব্যাপার সকলের নিকট অতি অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এইরূপে সেই গণাধিপতি প্রত্যহই তথায় সম্পূজিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি নগর বাসীদিগকে সহস্র সহস্র বর দান করিতে লাগিলেন। পুত্র, হিরণ্য, আয়ু ও সর্ব্ব কামনা- এসকলের কিছুই তাঁহার অদেয় রহিল না। ৩৩-৪৩। রাজার সুযশা নাম্নী প্রধানা মহিষী এই সময় একদিন রাজার প্ররোচনায় পুত্রলাভার্থ তথায় বর লইতে আসিলেন। সাধ্বী রাজপত্নী আসিয়াই মহাসমারোহে গণেশ্বরের পূজা করিয়া পুত্র প্রার্থনা করিলেন তিনি পুত্রলাভার্থ বহু দিন বহুবার আসিলেন; কিন্তু কোন একটি কারণ বশতঃ নিকুম্ভ তাঁহাকে পুত্র দান করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, -মহিষীকে পুত্র দান না করিলে, রাজা ক্রুদ্ধ হইবেন। তাহা হলেই আমার কার্য্য সাধিত হইবে। বাস্তবপক্ষে তাহাই ঘটিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া পুত্র প্রার্থনা করিলেও সে প্রার্থনা নিষ্ফল হওয়ায় রাজার অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি

প্রীত্যা বরাংস্ত শতশো ন কিঞ্চিন্ন প্রযচ্ছতি।
মামকৈঃ পূজ্যতে নিত্যং নগর্য্যাং মম চৈব তু
তত্রার্চ্চিতস্ত বহুশো দেব্যা মে তত্র কারণাৎ
ন দদাতি চ পুত্রং মে কৃতঘ্নো বহুভোজনঃ॥
অতো নার্হতি পূজাস্ত মৎকাশাৎ কথঞ্চন।
তস্মাত্তু নাশয়িষ্যামি তস্য স্থানং দুরাত্মনঃ॥ ৫০
এবন্তু স বিনিশ্চিত্য দুরাত্মা রাজকিল্বিষী।
স্থানং গণপতেস্তস্য নাশয়ামাস দুর্ম্মতিঃ॥ ৫১
ভগ্নমায়তনং দৃষ্টা রাজানমগমৎ প্রভুঃ।
যস্মাদনপরাধং মে ত্বয়া স্থানং বিনাশিতম্॥ ৫২
অকস্মাত্তু পুরী শূন্যা ভবিত্রী তে নরাধিপ।
ততস্তেন তু শাপেন শূন্যা বারাণসী তদা॥ ৫৩
শপ্তা পুরীং নিকুম্ভস্তু মহাদেবমথানয়ৎ।
শূন্যাং পুরীং মহাদেবো নির্ম্মমে পরমাত্মনা॥ ৫৪
তুল্যাং দেববিভূত্যাস্তু দেব্যাশ্চৈব মহাত্মনঃ।
রমতে তত্র বৈ দেবী রমমাণো মহেশ্বরঃ॥ ৫৫
ন রতিং তত্র বৈ দেবী লভতে গৃহবিস্ময়াৎ।
দেব্যাঃ ক্রীড়ার্থমীশানো দেবো বাক্যমথাব্রবীৎ
নাহং বেশ্ম বিমোক্ষ্যামি অবিমুক্তং হি মে গৃহম্
প্রহস্যোনামথোবাচ অবিমুক্তং হি মে গৃহম্॥ ৫৬
নাহং দেবি গমিষ্যামি গচ্ছস্বেহ বসাম্যহম্
তস্মাত্তদবিমুক্তং হি প্রোক্তং দেবেন বৈ স্বয়ম্
এবং বারাণসী শপ্তা অবিমুক্তঞ্চ কীর্ত্তিতম্।
যস্মিন্ বসতি বৈ দেবঃ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ।
যুগেষু ত্রিষু ধর্ম্মাত্মা সহ দেব্যা মহেশ্বরঃ।
অন্তর্দ্ধানং কলৌ যাতি তৎপুরং তু মহাত্মনঃ।
অন্তর্হিতে পুরে তস্মিন্ পুরী সা বসতে পুনঃ
এবং বারাণসী শপ্তা নিবেশং পুনরাগতা।

ভাবিলেন, -আমার নগরদ্বারে থাকিয়া এই ভূত প্রত্যহ নগরবাসীদিগকে প্রীতির সহিত শত শত বর প্রদান করিতেছে; নগরবাসী-দিগকে অদেয় বর কিছুই ইহার নাই। আমার নগরে আমার লোকেরাই নিত্য ইহাকে পূজা করে; বিশেষতঃ আমার মহিষী পুত্র কামনায় বহু বার ইহাঁকে অর্চ্চনা করিলেন; অথচ এই বহুভোজী কৃতঘ্ন ভূত পুত্র প্রদান করিল না। অতএব আমার নিকট হইতে এই ভূত আর কোন ক্রমেই পূজা গ্রহণের যোগ্য নহে এবং ঐ কারণেই আমি এই দুরাত্মার প্রতিষ্ঠাস্থান ধ্বংস করিব. ক্রোধ কষায়িত-চিত্ত রাজাধম এইরূপ নিশ্চয় করিয়া গণপতির স্থান ধ্বংস করিল। গণেশ্বর স্বীয় আয়তন ভগ্ন হইল, দেখিয়া রাজার নিকট গমন করিলেন এবং বলিলেন, -যেহেতু তুমি বিনাদোষে আমার স্থান ধ্বংস করিলে; এইজন্য হে নরাধিপ! তোমার এই পুরীও অকস্মাৎ শূন্য হইবে। অনন্তর সেই শাপপ্রভাবেই সেই বারাণসী পুরী তখন শূন্য হইল। নিকুম্ভ পুরীর প্রতি অভিশাপ দিয়া মহাদেবকে তথায় আনয়ন করিলেন। মহাদেব সেই শূন্যপুরী স্বীয় সঙ্কল্পমাত্রই নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ পুরী তখন সমগ্র স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্য দ্বারা নির্ম্মিতবৎ প্রতিভাত হইল। দেবী মহেশ্বরী ও দেব মহেশ্বর তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কিয়ৎদিন পরে দেবী গৃহবাস নিবন্ধন আরে সেখানে পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতি অনুভব করিতে পারিলেন না। দেব ঈশান দেবীর সহিত ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহাকে বলিলেন, -আমি এ গৃহ পরিত্যাগ করিব না। আমার গৃহ অবিমুক্ত। এই বলিয়া পুনরপি সহাস্য আস্যে বলিলেন,- দেবি! আমার গৃহ অবিমুক্ত। আমি এ স্থান হইতে যাইব না। তুমি যাইতে হয়, যাও; আমি এখানেই বাস করিব। সুতরাং দেবদেব নিজেই ঐ বারণসী পুরীকে অবিমুক্ত আখ্যায় অভিহিত করিলেন। ৪৪-৫৭। এইরূপেই অভিশপ্ত বারাণসী পুরী পশ্চাৎ অবিমুক্ত নামেই কীর্ত্তিত হয় এবং ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বদেব নমস্কৃত মহাদেব যুগত্রয়ে ঐ পুরেই বাস করেন। যখন কলিযুগ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন মহাত্মার সেই পুরী অন্তর্হিত হইয়া যায়। সে পুরের অন্তর্ধানে পুনরায় নতুন পুরী

অদ্রশ্রেণ্যস্য পুত্রাণাং শতমুত্তমধন্বিনাম্ ॥ ৬১
হত্বা নিবেশয়ামাস দিবোদাসো নরাধিপঃ।
অদ্রশ্রেণ্যস্য রাজ্যন্তু হৃতং তেন বলীয়সা
অদ্রশ্রেণ্যস্য পুত্রন্তু দুর্দ্দমো নাম নামতঃ।
দিবোদাসেন বালেতি ঘৃণয়া স বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৬৩
দিবোদাসাদ্দৃষদ্বত্যাং বীরো জজ্ঞে প্রতর্দ্দনঃ।
তেন পুত্রেণ বালেন প্রহৃতং তস্য বৈ পুনঃ ॥
বৈরস্যান্তং মহারাজ্ঞা তদা তেন বিধিৎসতা।
প্রতর্দ্দনস্য পুত্রৌ দ্বৌ বৎসো গর্গশ্চ বিশ্রুতঃ ॥
বৎসপুত্রো হ্যলর্কস্তু সন্নতিস্তস্য চাত্মজঃ
অলর্কং প্রতি রাজর্ষিংগীতশ্লোকৌ পুরাতনৌ ॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ।
যুবা রূপেন সম্পন্নো হ্যলর্কঃ কাশিসত্তমঃ।
লোপামুদ্রাপ্রসাদেন পরমায়ুরবাপ্তবান্ ॥ ৬৭
শাপস্যান্তে মহাবাহুর্হত্বা ক্ষেমকরাক্ষসম্
রম্যামাবাসয়ামাস পুরীং বারাণসীং নৃপঃ ॥ ৬৮
সন্নতেরপি দায়াদঃ সুনীথো নাম ধার্ম্মিকঃ ॥
সুনীথস্য তু দায়াদঃ সুকেতুর্নাম ধার্ম্মিকঃ ॥ ৬৯
সুকেতুতনয়শ্চাপি ধর্ম্মকেতুরিতি শ্রুতিঃ
ধর্ম্মকেতোস্তু দায়াদঃ সত্যকেতুর্মহারথঃ ॥ ৭০
সত্যকেতুসুতশ্চাপি বিভুর্নাম প্রজেশ্বরঃ।
সুবিভুস্তু বিভোঃ পুত্রঃ সুকুমারস্ততঃ স্মৃতঃ ॥
সুকুমারস্য পুত্রস্তু ধৃষ্টকেতুঃ স ধার্ম্মিকঃ।
ধৃষ্টকেতোস্তু দায়াদো বেণুহোত্রঃ প্রজেশ্বরঃ ॥৭২
বেণুহোত্রসুতশ্চাপি গার্গ্যো বৈ নাম বিশ্রুতঃ
গার্গ্যস্য গর্ভভূমিস্তু বাৎস্যো বৎসস্য ধীমতঃ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব তয়োঃ পুত্রাঃ সুধার্ম্মিকাঃ
বিক্রান্তা বলবন্তশ্চ সিংহতুল্যপরাক্রমাঃ ॥
ইত্যেতে কাশ্যপাঃ প্রোক্তা রাজেরপি নিবোধত।
রজেঃ পুত্রশতান্যসন্ পঞ্চ বীর্য্যবতো ভুবি ॥
রাজেয়মিতি বিখ্যাতং ক্ষত্রমিন্দ্রভয়াবহম্ ॥ ৭৫
তদা দেবাসুরে যুদ্ধে সমুৎপন্নে সুদারুণে।

স্থাপিত হইয়া থাকে। এইরূপে বারণসী পুরী অভিশপ্ত ও পুনরায় সন্নিবেশপ্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে অদ্রশ্রেণ্য রাজার এক শত উত্তম ধনুর্দ্ধারী পুত্রের হত্যাসাধন করিয়া নরাধিপতি দিবোদাস সকলে অদ্র শ্রেণ্যের রাজ্যাপহরণ করেন। অদ্রশ্রেণ্য রাজার দুর্দ্দম নামে এক বালক পুত্র ছিল, দিবোদাস রাজা বালক বলিয়া তাহাকে ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দিবোদাস হইতে দৃষদ্বতীর গর্ভে প্রতর্দ্দন নামে এক বীর পুত্র উৎপন্ন হয়। কিন্তু অদ্রশ্রেণ্যের সেই বালক পুত্র কালে মহারাজ হইয়া বৈরনির্য্যাতন কামনায় প্রতর্দ্দনের নিকট হইতে দিবোদাস হৃত তদীয় পিতৃরাজ্য পুনরায় অপহরণ করিয়া লয়েন। প্রতর্দ্দনের দুই পুত্র; বৎস ও গর্গ; তন্মধ্যে বৎসরের পুত্র- অলর্ক; তৎপুত্র- সন্নতি। রাজর্ষি অলর্কের প্রতি পূর্ব্বে এইরূপ দুইটি শ্লোক গীত হইয়াছিল যে, এই রূপসম্পন্ন কাশীপতিপ্রবর যুবা অলর্ক লোপামুদ্রার প্রসাদে ষষ্টিসহস্র ষষ্টিশত বর্ষ পরমায়ু প্রাপ্ত হইবেন। ইনি শাপাবসানে ক্ষেমক রাক্ষসকে নিহত করিয়া পুনরায় রম্য পুরী বারাণসী ধামে বাস স্থাপন করিবেন। অলর্কপুত্র সন্নতির সুনীথ নামে এক ধার্ম্মিক পুত্র উৎপন্ন হয়, সুনীথের পুত্র সুকেতু; ইনিও ধার্ম্মিক ছিলেন। সুকেতুর পুত্র ধর্মকেতু; তৎপুত্র মহারথ সত্যকেতু; তৎপুত্র প্রজাপালক বিভু; বিভুর পুত্র সুবিভু; তৎপুত্র সুকুমার; তৎপুত্র ধার্ম্মিক ধৃষ্টকেতু; তৎপুত্র প্রজানাথ বেণুহোত্র; তৎপুত্র গার্গ্য; তৎপুত্র গর্ভভূমি এবং ধীমান্ বৎসের পুত্র বাৎস্য। এই ভর্গ ও বৎস হইতে বহু সুধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ এবং সিংহবিক্রান্ত প্রভৃত বলবীর্য্যশালী বহু ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হন। ৫৮-৭৪। এই আমি কাশীপতিদিগের বিবরণ বলিলাম।অতঃপর রাজ-রাজার বংশবার্ত্তা শ্রবণ করুন- রজির একশত পুত্র; তন্মধ্যে পঞ্চপুত্র বীর্য্যশালী বলিয়া জগদ্বিখ্যাত। রাজেয় নামে বিখ্যাত ক্ষত্রবংশ ইন্দ্রেরও ভয়াবহ সেই আদিযুগে

দেবাশ্চৈবাসুরাশ্চৈব পিতামহমথাব্রুবন্‌ ॥ ৭৬
আবয়োর্ভগবন্‌ যুদ্ধে বিজেতা কো ভবিষ্যতি
ব্রূহি নঃ সর্ব্বলোকেশ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্‌ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

যেষামর্থায় সংগ্রামে রজিরাত্তায়ুধঃ প্রভুঃ
যোৎস্যতে তে বিজেষ্যন্তি ত্রীঁ ল্লোকান্‌ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৮
রজির্যতস্ততো লক্ষ্মীর্যতো লক্ষ্মীস্ততো ধৃতিঃ।
যতো ধৃতিস্ততো ধর্ম্মো যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ
তদ্দেবা দানবাঃ সর্ব্বে ততঃ শ্রুত্বা রজের্জয়ম্‌।
অভ্যয়ুর্জ্জয়মিচ্ছন্তঃ স্তবন্তো রাজসত্তমম্‌ ॥ ৮০
তে হৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে রাজানং দেবদানবাঃ।
উচুরস্মজ্জয়ায় ত্বং গৃহাণ বরকার্ম্মুকম। ৮১

রজিরুবাচ।

অহং জেষ্যামি বো যুদ্ধে দেবাঞ্চক্রপুরোগমান্‌
ইন্দ্রো ভবামি ধর্ম্মাত্মা ততো যোৎস্যামি সংযুগে ॥৮৪

দানবা উচুঃ।

অস্মাকমিন্দ্রঃ প্রহ্রাদস্তস্যার্থে বিজয়ামহে।
অস্মিংস্তু সময়ে রাজংস্তিষ্ঠেথা দেবনোদিতে ॥
স তথেতি ব্রুবন্নেব দেবৈরপ্যভিচোদিতঃ।
ভবিষ্যসীন্দ্রো জিত্বেতি দেবৈরপি নিমন্ত্রিতঃ
জঘান দানবান্‌ সর্ব্বান সমক্ষং বজ্রপাণিনঃ।
স বিপ্রনষ্টাং দেবানাং পরমশ্রীঃ শ্রিয়ং বশী ॥৮৫
নিহত্য দানবান্‌ সর্ব্বানাজহার রজিঃ প্রভু ॥৮৬
তং তথা তু রজিং তত্র দেবৈঃ সহ শতক্রতুঃ
রজিপুত্রোঽহমিত্যুক্তা পুনরেবাব্রবীদ্বচঃ।
ইন্দ্রোঽসি রাজন্‌ দেবানাং সর্ব্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ
যস্যাহমিন্দ্র পুত্রস্তে খ্যাতিং যাস্যামি শত্রুহন্‌

ভীষণ দেবাসুর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে দেব ও অসুর উভয় পক্ষই একযোগে পিতামহসমীপে গিয়া বলিলেন, -হে ভগবন্‌ আমাদের উভয় পক্ষমধ্যে কোন পক্ষ বিজয়ী হইবেন? হে লোকপতে! আমরা তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি, আমাদিগকে তাহা বলুন। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, -যাঁহাদিগের জন্য সংগ্রামে রজি রাজা অস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিবেন। সেই পক্ষই ত্রিলোকজয়ী হইবে, সন্দেহ নাই। যে পক্ষে রজি, সেই পক্ষেই বিজয় লক্ষ্মী যেখানে লক্ষ্মী, সেখানেই ধৃতি, যেখানে ধৃতি, সেইখানেই ধর্ম্ম এবং যথায় ধর্ম্ম তথায় জয়; ইহাই নিশ্চয়। দেব ও দানবেরা তৎকালে রজিরই জয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া জয়-কামনায় সকলেই আসিয়া রাজসত্তম রজিকে স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে সকলেই রাজাকে বলিলেন, রাজন্‌! আমাদিগের জয় প্রাপ্তির নিমিত্ত তুমি আমাদের হইয়া উত্তম কার্ম্মুক গ্রহণ কর। রজি কহিলেন, -আমি যুদ্ধে তোমাদের সকলকেই জয় করিব। ইন্দ্রপ্রমুখ সকল দেবকেই পরাজিত করিয়া আমিই ধর্ম্মাত্মা ইন্দ্র হইব। যদি এইরূপ সম্ভব হয়, তাহা হইলেই আমি সংগ্রামে অস্ত্র ধারণ করিতে পারি। এই কথার প্রত্যুত্তরে দানবেরা বলিল, -আমাদের ইন্দ্র-প্রহ্লাদ। আমরা তাঁহারই জন্য যুদ্ধ জয় করিয়া থাকি। অতএব হে রাজন্‌! আপনি এ সময় দেবপক্ষের কথায় বাধ্য হইয়া থাকিবেন না। রাজা তখন 'তথাস্তু' বাক্য বলিতে উদ্যত হইলে, দেবপক্ষ বলিয়া উঠিলেন, -রাজন! আপনি সমুদয়কে জয় করিয়া ইন্দ্র হইবেন। আমাদের আপত্তি নাই। দেবপক্ষের এইরূপ নিমন্ত্রণে রাজা ইন্দ্রের সমক্ষেই সমুদয় দানবদিগকে বিনাশ করিলেন। পরম শ্রীসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় রজি রাজা দানবদিগকে এইরূপে নিহত করিয়া দেবগণের প্রনষ্ট শ্রী উদ্ধার করিলেন। ৭৫-৮৬। তখন শতক্রতু সুরগণ সহ রজি রাজাকে বলিলেন, - আমি আপনার পুত্র। এই বলিয়া পুনরায় বলিলেন, -রাজন্‌! আপনি দেবগণের ইন্দ্র হইলেন, সন্দেহ নাই। হে শত্রুসূদন! আমি ইন্দ্র আপনার পুত্ররূপে

স তু শক্রবচঃ শ্রুত্বা বঞ্চিতস্তেন মায়য়া
তথেত্যেবাব্রবীদ্রাজা প্রীয়মাণঃ শতক্রতুম ॥ ৮৮
তস্মিংস্তু দেবসদৃশে দিবং প্রাপ্তে মহীপতৌ।
দায়াদ্যমিন্দ্রাদাজহ্রুরাচারং তনয়া রজেঃ ॥ ৮৯
তানি পুত্রশতান্যস্য তচ্চ স্থানং শচীপতেঃ।
সমক্রামন্ত বহুধা স্বর্গলোকং ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৯০
ততঃকালে বহুতিথে সমতীতে মহাবলঃ।
হৃতরাজ্যোঽব্রবীচ্ছক্রো হৃতভাগো বৃহস্পতিম্
বদরীফলমাত্রং বৈ পুরোডাশং বিধৎস্ব মে।
ব্রহ্মর্ষে যেন তিষ্ঠেয়ং তেজসাপ্যায়িতস্ততঃ ॥ ৯২
ব্রহ্মন্ কৃশোঽহয়ং বিমনা হৃতরাজ্যো হৃতাশনঃ
হতৌজা দুর্ব্বলো মূঢ়ো রজিপুত্রৈঃ প্রসীদ মে

বৃহস্পতিরুবাচ।

যদ্যেবং চোদিতঃ শক্র ত্বয়া স্যাং পূর্ব্বমেব হি
নাভবিষ্যত্ত্বৎপ্রিয়ার্থং নাকর্ত্তব্যং মমানঘ ॥ ৯৪
প্রযতিষ্যামি দেবেন্দ্র ত্বদ্ধিতার্থং মহাদ্যুতে
যথা বাগভং রাজ্যঞ্চ অচিরাৎ প্রতিপৎস্যসে ॥
তথা শক্র গমিষ্যামি মা ভূত্তে বিক্লবং মনঃ
ততঃ কর্ম্ম চকারাস্য তেজঃসংবর্দ্ধনং মহৎ ॥৯৬
তেষাঞ্চ বুদ্ধিসম্মোহমকরোদ্বুদ্ধিসত্তমঃ।
তে যদা সসুতা মূঢ়া রাগোন্মত্তা বিধর্ম্মিণঃ ॥ ৯৭
ব্রহ্মদ্বিষাশ্চ সংবৃত্তা হতবীর্য্যপরাক্রমাঃ।
ততো লেভে সুরৈশ্বর্য্যমৈন্দ্রস্থানং তথোত্তমম্
হত্বা রজিসুতান সর্ব্বান্ কামক্রোধপরায়ণান্।
য ইদং পাবনং স্থানং প্রতিষ্ঠানং শতক্রতোঃ
শৃণুয়াদ্ধা রজের্বাপি ন স দৌরাত্ম্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯৯

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে রজি যুদ্ধং
নাম দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯২ ॥

বিখ্যাত হইব দেবমায়ায় বঞ্চিত হইয়া রজি রাজা ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া প্রীতচিত্তে অনুমোদন করিলেন। কালক্রমে মহীপতি রজি স্বর্গধামে উপগত হইলে তদীয় তনয়গণ ইন্দ্রের নিকট হইতে সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ করিয়া লইলেন। রজির শত পুত্র শচীপতির আস্পদ স্বর্গলোক বহুপ্রকারে আক্রমণ করিয়া বসিলেন। অনন্তর বহুদিন অতীত হইলে হৃতরাজ্য মহাবল ইন্দ্র নিজের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে ব্যাকুল হইয়া বৃহস্পতিকে বলিলেন, -হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি আমার জন্য বদরীফল প্রমাণ পুরোডাশ কল্পনা করুন। আমি তাহা দ্বারাই আপ্যায়িত হইয়া অবস্থান করিব। হে ব্রহ্মন্! আমি কৃশ হইয়াছি; বিমনস্ক হইয়াছি; আমার রাজ্য ভোজ্য, সকলই অপহৃত হইয়াছে। আমি নিস্তেজা, দুর্ব্বল ও বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। রজি রাজার পুত্রগণ হইতেই আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। বৃহস্পতি বলিলেন, -হে শক্র! তুমি যদি পূর্ব্বে আমাকে এরূপ কথা বলিতে, তাহা হইলে তোমার এরূপ অবস্থা হইত না তোমার প্রিয় নিমিত্ত আমার অকর্ত্তব্য কিছুই নাই। যাহা হউক, হে অনঘ ! দেবেন্দ্র! তোমার হিতের জন্য আমি এক্ষণে চেষ্টা করিব। তোমার রাজ্য ও যজ্ঞভাগ তুমি অচিরেই প্রাপ্ত হইবে। হে শক্র' তোমার মন যেন বিক্লব হয় না; আমি চলিলাম অনন্তর বৃহস্পতি ইন্দ্রের তেজোবর্দ্ধনকারী মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন। বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক রজি পুত্রগণের বুদ্ধিমোহ উৎপাদি হইল। তাহারা যখন স্বীয় পুত্রাদিসহ মূঢ়, বলোন্মত্ত, অধার্ম্মিক ও ব্রহ্মবিদ্বেষী হইয়া উঠিল, তখন তাহাদের বীর্য্য-বল সকলই নষ্ট হইয়া গেল। ইন্দ্র সেই সময়েই সেই সকল কামক্রোধপরায়ণ রাজপুত্রদিগকে বিনষ্ট করিয়া উত্তম ঐন্দ্র স্থান সুরৈশ্বর্য্য লাভ করিলেন। যে ব্যক্তি শতক্রতুর এই পবিত্র প্রতিষ্ঠাবিবরণ বা রজি রাজার বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, সে কখনই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। ৮৭-৯৯।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

মরুত্তেন কথং কন্যা রাজ্ঞে দত্তা মহাত্মনা।
কিংবীর্য্যাশ্চ মহাত্মানো জাতা মরুত্তকন্যয়া ॥ ১

সূত উবাচ।

আহবন্তং মরুৎসোমমন্নকামঃ প্রজেশ্বরম্।
মাসি মাসি মহাতেজাঃ ষষ্ঠি সংবৎসরান্নৃপঃ ॥২
তেন তে মরুতস্তস্য মরুৎসোমেন তোষিতাঃ।
অক্ষয্যান্নং দদুঃ প্রীতাঃ সর্ব্বকামপরিচ্ছদম্ ॥৩
অন্নং তস্য সকৃৎপকমহোরাত্রে ন ক্ষীয়তে
কোটিশো দীয়মানঞ্চ সূর্য্যস্যোদয়নাদপি ॥ ৪
মিত্রজ্যোতিস্তু কন্যায়াং মরুত্তস্য চ ধীমতঃ।
তস্মাজ্জাতা মহাসত্ত্বা ধর্ম্মজ্ঞা মোক্ষদর্শনঃ ॥৫
সন্ন্যাস্য গৃহধর্ম্মাণি বৈরাগ্যং সমুপস্থিতাঃ।
যতিধর্ম্মমবাপ্যেহ ব্রহ্মভূয়ায় তে গতাঃ ॥
অনপায়স্ততো জাতস্তদা ধর্ম্মপ্রতাপবান্।
ক্ষত্রধর্ম্মস্ততো জাতঃ প্রতিপক্ষো মহাতপাঃ ॥
প্রতিপক্ষসুতশ্চাপি সঞ্জয়ো নাম বিশ্রুতঃ।
সঞ্জয়স্য জয়ঃ পুত্রো বিজয়স্তস্য জজ্ঞিবান্ ॥ ৮
বিজয়স্য জয়ঃ পুত্রস্তস্য হর্য্যস্বতঃ স্মৃতঃ।
হর্য্যস্বতস্ততো রাজা সহদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ৯
সহদেবস্য ধর্ম্মাত্মা অদীন ইতি বিশ্রুতঃ।
অদীনস্য জয়ৎসেনস্তস্য পুত্রোঽথ সঙ্কৃতিঃ ॥ ১০
সঙ্কৃতেরপি ধর্ম্মাত্মা কৃতধর্ম্মা মহযশাঃ।
ইত্যেতে ক্ষত্রধর্ম্মাণো নহুষস্য নিবোধত ॥ ১১
নহুষস্য তু দায়াদাঃ ষড়িন্দ্রোপমতেজসঃ।
উৎপন্নাঃ পিতৃকন্যায়াং বিরজায়াং মহৌজসঃ ॥
যতির্যযাতিঃ সংযাতিরায়াতিঃ পঞ্চ তু জয়ম্।
যতির্জ্যেষ্ঠস্তু তেষাং বৈ যযাতিস্তু ততোঽবরঃ
কাকুৎস্থকন্যাং গাং নাম লেভে পত্নীং যতিস্তদা
সংযাতির্মোক্ষমাস্থায় ব্রহ্মভূতোঽভবন্মুনিঃ ॥ ১৪

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষিগণ কহিলেন,-মহাত্মা মরুত্ত কি প্রকারে রাজার করে কন্যা দান করিয়া ছিলেন? মরুত্তকন্যা হইতে কীদৃশ্য বীর্য্যশালী বা কিরূপ মনস্বী পুত্র সকল জন্মিয়াছিল? সূত কহিলেন, -মহাতেজা রাজা অন্নকামনায় ষষ্ঠিবর্ষ যাবৎ মাসে মাসে মরুৎসোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন ; মরুদ্গণ তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া সর্ব্বকামসমৃদ্ধ অক্ষয় অন্ন তাঁহাকে দান করিলেন। ঐ অন্ন একবার মাত্র পক্ক হইলে অহোরাত্র মধ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত হইত না বা সূর্য্যোদয় হইবার পর উহা কোটি বার প্রদত্ত হইলেও নিঃশেষ হইবার সম্ভবনা ছিল না। ধীমান্ মরুত্ত নরপতির কন্যার গর্ভে মিত্রজ্যোতি হইতে যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই মহাসত্ত্বশালী, ধর্ম্মজ্ঞ ও মোক্ষদর্শী ছিলেন। সেই পুত্রগণ সমস্ত গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। অবশেষে তাঁহারা যতি-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। অনন্তর অনপায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহা ইহতে প্রতাপবান্ ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ধর্ম্ম হইতে ক্ষত্রধর্ম্ম ও তাঁহা হইতে মহাতপা প্রতিপক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। প্রতিপক্ষের পুত্র বিশ্ববিশ্রুত সঞ্জয় ; তৎপুত্র জয় ; তৎপুত্র বিজয় ; তৎপুত্র দ্বিতীয় জয় ; তৎপুত্র হর্য্যস্বত ; তৎপুত্র প্রতাপবান্ রাজা সহদেব ; তৎপুত্র ধর্ম্মাত্মা বিখ্যাত অদীন ; তৎপুত্র জয়ৎসেন ; তৎপুত্র সঙ্কৃতি ; তৎপুত্র ধর্ম্মাত্মা মহাযশা কৃতবর্ম্মা ইঁহারা সকলেই ক্ষত্রধর্ম্মা ছিলেন। এক্ষণে নহুষবংশের বিবরণ শ্রবণ করুন। ১-১১। নহুষের ছয় পুত্র ; সকলেই ইন্দ্রতুল্য তেজঃশালী। পিতৃকন্যা বিরজার গর্ভে ঐ সকল মহৌজা পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম যতি, যযাতি, সংযাতি ও আয়াতি প্রভৃতি। ইঁহাদিগের মধ্যে যতি জ্যেষ্ঠ এবং যযাতি তাহার কনিষ্ঠ। যতি গোনাম্নী কাকুৎস্থ নন্দিনীর পাণি গ্রহণ করেন। সংযাতি মোক্ষমার্গ অবলম্বন করিয়া মৌনভাবে ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন. উল্লিখিত ভ্রাতৃগণ

তেষাং মধ্যে তু পঞ্চানাং যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ
দেবযানীমুশনসঃ সুতাং ভার্য্যামবাপ হ ॥ ১৫
শর্ম্মিষ্ঠামাসুরীং চৈব তনয়াং বৃষপর্ব্বণঃ।
যদুঞ্চ তুর্ব্বসুং চৈব দেবযানী ব্যজায়ত ॥ ১৬
দ্রুহ্যং চানুঞ্চ পূরুঞ্চ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী।
অজীজনন্মহাবীর্য্যান্ সুতান্ দেবসুতোপমান্
রথং তস্মৈ দদৌ রুদ্রঃ প্রীতঃ পরমভাস্বরম্।
অসঙ্গং কাঞ্চনং দিব্যমক্ষয়ৌ চ মহেষুধী ॥ ১৮
যুক্তং মনোজবৈরশ্বৈর্যেন কন্যাং সমুদ্বহন্।
স তেন রথমুখ্যেন জিগায় চ ততো মহীম্ ॥১১
যযাতির্যুধি দুর্দ্ধর্ষো দেবদানবমানবৈঃ।
পৌরবাণাং নৃপাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং সোঽভবদ্রথঃ
যাবৎসুদেবপ্রভবঃ কৌরবো জনমেজয়ঃ।
কুরোঃ পৌত্রস্য রাজেন্দ্র রাজ্ঞঃ পরিক্ষিতস্য হ
জগাম স রথো নাশং শাপাদ্গার্গ্যস্য ধীমতঃ
গার্গ্যস্য হি সুতং বালঃ স রাজা জনমেজয়ঃ।
দুর্ব্বুদ্ধির্হিংসয়ামাস লোহগন্ধং নরাধিপম্ ॥ ২২
স লোহগন্ধো রাজর্ষিঃ পরিধাবন্নিতস্ততঃ।
পৌরজানপদৈস্ত্যক্তো ন লেভে শর্ম্ম কর্হিচিৎ
ততঃ স দুঃখসন্তপ্তো নালভৎ সংবিদং ক্বচিৎ।
শশাপ হেতুকমৃষিং শরণ্যং ব্যথিতস্তদা ॥ ২৪
ইন্দ্রোতো নাম বিখ্যাতো যোঽসৌ মুনি
রুদারধীঃ
যাজয়ামাস চেন্দ্রোতঃ শৌনকো জনমেজয়ম্।
অশ্বমেধেন রাজানং পাবনার্থে দ্বিজোত্তমঃ ॥ ২৫
স লোহগন্ধো ব্যনশত্তস্যাবভৃথমেত্য হ।
স চ দিব্যো রথস্তস্মাদ্বসোশ্চেদিপতেস্তথা ॥ ২৬
ততঃ শক্রেণ তুষ্টেন লেভে তস্মাদ্বৃহদ্রথঃ।

মধ্যে যযাতি পৃথিবীর অধিপতি হন। তিনি উশনার সুতা দেবযানীর পাণি গ্রহণ করেন। বৃষপর্ব্ব-নন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠাও তাঁহার প্রণয়িনী হইয়াছিলেন। দেবযানীর গর্ভে যযাতি হইতে যদু ও তুর্ব্বসুর জন্ম হয়। বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু জন্মগ্রহণ করেন। যযাতি এই সকল দেবকুমারনিভ মহাবীর্য্য পুত্রগণের জন্মদাতা। রুদ্র প্রীত হইয়া যযাতিকে এক কাঞ্চনময় অপ্রতিহতগতি পরমভাস্বর দিব্য রথ ও অক্ষয় মহেষুধি দান করিয়াছিলেন। ঐ রুদ্রপ্রদত্ত রথ মনোবেগী অশ্বসমূহ দ্বারা পরিচালিত হইত। যযাতি সেই রথে আরোহণ করিয়াই শুক্র-নন্দীনীর পাণিপীড়ন করেন এবং সেই শ্রেষ্ঠ রথের সাহায্যেই এই মহীমণ্ডল জয় করিয়াছিলেন। যুদ্ধে যযাতি দেব, দানব ও মানবদিগের দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন। তাঁহার সেই রথ পুরুবংশীয় প্রায় সমস্ত রাজাই ব্যবহার করিয়াছিলেন, কৌরবদিগের ঐ রথ বিশিষ্ট দেশে উৎপন্ন হইয়াছিল। কুরুবংশধর পরীক্ষিৎনন্দন জনমেজয়ের রাজত্বকালের কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত ঐ রথ পুরুবংশীয়গণের আয়ত্ত ছিল। অনন্তর ধীমান্ গার্গ্যের শাপে উহা নষ্ট হইয়া যায়। রাজা জনমেজয় দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ গার্গ্যপুত্রকে হিংসা করেন। তাহাতে গার্গ্যের শাপে তাঁহাকে লোহগন্ধ বিশিষ্ট হইতে হয়। রাজর্ষি জনমেজয় তখন লোহগন্ধযুক্ত দেহে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। পৌরজন ও জনপদবাসীরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তিনি কুত্রাপি শান্তি লাভে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর দুঃখ সন্তপ্ত চিত্তে কোথাও স্বস্তি লাভ না করিয়া জনমেজয় দুঃখের সহিত তাঁহার সেই দুর্দ্দশার হেতুভূত ঋষিকে অভিসম্পাত করিলেন। ইন্দ্রোত নামে শুনকবংশীয় জনৈক উদারবুদ্ধি বিখ্যাত মুনি ছিলেন। তিনি তখন জনমেজয়ের পবিত্রতার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ১২-২৫ জনমেজয় তাঁহার আশ্রমে গিয়া লোহগন্ধ হইতে নির্ম্মুক্ত হন। পূর্ব্বোক্ত সেই দিব্য রথ কুরুবংশীয়দিগের হস্ত হইতে ক্রমে চেদিপতি বসুর অধিকৃত হয়। অনন্তর উহা ইন্দ্রের আয়ত্ত হইলে তিনি তুষ্ট হইয়া বৃহদ্রথকে দান করেন। বৃহদ্রথ হইতে ঐ রথ জরাসন্ধের অধিকারে

ততো হত্বা জরাসন্ধং ভীমস্তং রথমুত্তমম্।
প্রদদৌ বাসুদেবায় প্রীত্যা কৌরবনন্দনঃ ॥২৭
স জরাং প্রাপ্য রাজর্ষির্যযাতির্নহুষাত্মজঃ।
পুত্রং জ্যেষ্ঠং বরিষ্ঠং চ যদুমিত্যব্রবীদ্বচঃ ॥
জরা বলী চ মাং তাত পলিতানি চ পর্য্যগুঃ।
কাব্যস্যোশনসঃ শাপান্ন চ তৃপ্তোঽস্মি যৌবনে
ত্বং যদো প্রতিপদ্যস্ব পাপ্মানং জরয়া সহ।
জরাং মে প্রতিগৃহ্ণীষ্ব তং যদুঃ প্রত্যুবাচ হ ॥৩০
অনির্দ্দিষ্টা ময়া ভিক্ষা ব্রাহ্মণস্য প্রতিশ্রুতা।
সা চ ব্যায়ামসাধ্যা বৈ ন গ্রহীষ্যামি তে জরাম্
জরায়াং বহবো দোষা পানভোজনকারিণঃ।
তস্মাজ্জরাং ন তে রাজন্ গ্রহীতুমহমুৎসহে ॥৩২
সিতশ্মশ্রুধরো দীনো জরয়া শিথিলীকৃতঃ।
বলীসন্ততগাত্রশ্চ দুর্দ্দর্শো দুর্ব্বলাকৃতিঃ ॥ ৩৪
অশক্তঃ কার্য্যকরণে পরিভূতশ্চ যৌবনে।
সহোপজীবিভিশ্চৈব তাং জরাং নাভিকাময়ে
সন্তি তে বহবঃ পুত্রা মত্তঃ প্রিয়তরা নৃপ।
প্রতিগৃহ্ণীষ্ব ধর্ম্মজ্ঞ পুত্রমন্যং বৃণীষ বৈ ॥ ৩৫
স এব মুক্তো যদুনা তীব্রকোপসমন্বিতঃ।
উবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো জ্যেষ্ঠং তং গর্হয়ন্ সুতম্
আশ্রমঃ কস্তবান্যোঽস্তি কো বা ধর্ম্মবিধিস্তব
মামনাদৃত্য দুর্ব্বুদ্ধে যদাথ নবদেশিক ॥ ৩৭
এবমুক্ত্বা যদুং রাজা শশাপৈনং স মন্যুমান্।
যন্মে ত্বং হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি ॥
তস্মান্ন রাজ্যভাঙ্মূঢ় প্রজা তে বৈ ভবিষ্যতি
তুর্ব্বসো প্রতিপদ্যস্ব পাপ্মানং জরয়া সহ ॥৩৯
যৌবনেন চরেয়ং বৈ বিষয়াংস্তব পুত্রক।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তে প্রতিদাস্যামি যৌবনম্।
স্বং চৈব প্রতিপৎস্যামি পাপ্মানং জরয়া সহ ॥

আইসে। ভীমসেন জরাসন্ধের হত্যাসাধন করিয়া সেই উত্তম রথ প্রীতিপূর্ব্বক বাসুদেবকে অর্পন করেন। নহুষ-নন্দন রাজর্ষি যযাতি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে বলিলেন,-হে তাত! শুক্রাচার্য্যের শাপে জরা ও বলীপলিতাদি আমায় আক্রমণ করিয়াছে, আমি যৌবনভোগে তৃপ্ত হইতে পারি নাই, হে যদো! তুমি আমার জরা সহ পাপ গ্রহণ কর। যদু প্রত্যুত্তরে বলিল- আমি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, সেই ভিক্ষাসংগ্রহ ব্যায়ামসাধ্য, সুতরাং আমি জরা গ্রহণ করিতে পারিব না। বিশেষতঃ পানভোজনাদিব্যাপারে জরায় বহু দোষ বিদ্যমান। সুতরাং হে রাজন্! আমি আপনার জরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। জরাবশে শ্বেত শ্মশ্রু ধারণ করিতে হয়, দীনভাবে শিথিলদেহে বলি বলিত গাত্রে কাল কাটাইতে হয়। উহাতে আকৃতি অতি দুর্ব্বল করিয়া ফেলে এবং দৃষ্টিশক্তি অতি ক্ষীণ হয় জরার জন্য কার্য্যক্ষমতা কিছুই থাকেনা, যৌবনেও সহচরে পরিভূত হইতে হয়; সুতরাং জরা আমার অভিপ্রেত নহে। আমা ভিন্ন আপনার আরও অনেক প্রিয়তম পুত্র আছে, হে ধর্ম্মজ্ঞ তাহাদের মধ্যে কাহাকেও আপনি জরা লইতে অনুরোধ করুন। তাহারাই আপনার জরা গ্রহণ করুক। ২৬-৩৫। যদু এই কথা কহিলে যযাতি অত্যধিক ক্রুদ্ধ হইলেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, -অরে দুর্ব্বুদ্ধে! অরে নববিধি প্রদর্শক! আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া তোমার আবার আশ্রমই বা কি আছে? এবং ধর্ম্মবিধিই বা কি হইতে পারে? এই বলিয়া রাজা ক্রোধের সহিত যদুকে অভিশাপ দিলেন, -বলিলেন, -তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মিয়াও যেহেতু নিজের বয়স প্রদান করিলে না, এইজন্য তোমার রাজ্যাধিকার রহিত হইল। তোমার বংশধরেরাও রাজ্যভাগী হইবে না। অনন্তর যযাতি তুর্ব্বসুকে বলিলেন, -তুর্ব্বশো! তুমি আমার জরা লও; আমি তোমার যৌবন লইয়া বিষয়ভোগ করিব, পরে যখন সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইবে তখন তোমার যৌবন তোমায় ফিরাইয়া দিব আমার পাপ আমি জরার সহিত পুনরায়

তুর্ব্বসুরুবাচ।
ন কাময়ে জরাং তাত কামভোগপ্রণাশিনীম্।
জরায়া বহবো দোষাঃ পানভোজ্যপ্রকারিণঃ ;
তস্মাজ্জরাং ন তে রাজন্ গ্রহীতুমহমুৎসহে ॥
যযাতিরুবাচ।
যত্ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি।
তস্মাৎ প্রজা সমুচ্ছেদং তুর্ব্বসো তব যাস্যতি ॥
অসঙ্কীর্ণা চ ধর্ম্মেণ প্রতিলোমবরেষু চ।
পিশিতাশিষু চান্ত্যেসু মূঢ় রাজা ভবিষ্যসি ॥৪৩
গুরুদারপ্রসক্তেষু তির্য্যগ্‌যোনিগতেষু বা।
পশুধর্ম্মেসু ম্লেচ্ছেষু ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪
সূত উবাচ।
এবং তু তুর্ব্বসুং শপ্তা যযাতিঃ সুতমাত্মনঃ।
শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ সুতং দ্রুহ্যমিদং বচনব্রবীৎ ॥ ৪৫
দ্রুহ্য ত্বং প্রতিপদ্যস্ব বর্ণরূপবিনাশিনীম্।
জরাং বর্ষসহস্রং বৈ যৌবনং স্বং দদস্ব মে ॥ ৪৬
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তে প্রতিদাস্যামি যৌবনম্।
স্বং চাদাস্যামি ভূয়োহহং পাপ্মানং জরয়া সহ
দ্রুহ্য উবাচ।
ন গজং ন রথং নাশ্বং জীর্ণো ভুঙ্‌ক্তে ন চ স্ত্রিয়ম্।
ন সঙ্গশ্চাস্য ভবতি ন জরাং তেন কাময়ে ॥৪৮
যযাতিরুবাচ।
যত্ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ং স্বং ন প্রযচ্ছসি।
তস্মাদ্‌দ্রুহ্য প্রিয়ঃ কামো ন তে সম্পৎস্যতে ক্বচিৎ ॥৪৯
নৌপ্লবোত্তরসঞ্চারতত্র নিত্যং ভবিষ্যতি।
অরাজভ্রাজবংশস্ত্বং তত্র নিত্যং ভবিষ্যসি ॥৫০
অনো ত্বং প্রতিপদ্যস্ব পাপ্মানং জরয়া সহ।
এবং বর্ষসহস্রন্তু চরেয়ং যৌবনেন তে ॥৫১
অনুরুবাচ।
জীর্ণঃ শিশুরহং তাত জরয়া হ্যশুচিঃ সদা
ন জুহামি মহারাজ তাং জরাং নাভিকাময়ে ॥

গ্রহণ করিব। তুর্ব্বসু কহিল, -হে তাত! আমি কামভোগনাশিনী জরা গ্রহণে ইচ্ছা করি না, বিশেষতঃ পান ভোজনাদি ব্যাপারে ঐ জরার জন্য বহু দোষ বিদ্যমান। সুতরাং রাজন্! আমি আপনার জরা গ্রহণে সমুৎসুক নহি। যযাতি কহিলেন,- তুমি হৃদয় হইতে জন্মিয়াও যখন নিজের বয়স প্রদান করিলে না, এজন্য হে তুর্ব্বসো! তোমার প্রজার উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। আর ওরে মূঢ়! যাহারা পিশিতাশী, গুরুদাররত, তির্য্যগযোনিগত, পশুধর্ম্মী, প্রতিলোম জাত, কিম্বা ম্লেচ্ছজাতি, তাহাদের মধ্যেই তুমি রাজা হইবে সংশয় নাই। সূত বলিলেন,- রাজা যযাতি এইরূপে স্বীয় পুত্র তুর্ব্বসুকে অভিশপ্ত করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা নন্দন দ্রুহ্যকে এই কথা কহিলেন যে, হে দ্রুহ্য! সহস্র বর্ষ কাল তুমি আমার এই বর্ণরূপনাশিনী জরাকে গ্রহণ কর-করিয়া নিজের যৌবন আমায় দাও। সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে, আমি তোমার যৌবন তোমায় আবার ফিরাইয়া দিব এবং আমার জরাসম্ভুক্ত পাপ আমি আবার গ্রহণ করিব। দ্রুহ্য কহিল, -জরাক্রান্ত ব্যক্তি গজ, অশ্ব, রথ বা রমণী কিছুই উপভোগ করিতে পারে না। তাহার পক্ষে সঙ্গলাভও সুদুর্লভ. সুতরাং আমি জরা কামনা করি না। যযাতি কহিলেন, -হে দ্রুহ্য! তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মিয়াও যখন নিজের বয়স আমায় প্রদান করিলে না, এজন্য তোমার কোন প্রিয় কামনাই কদাচ সম্পন্ন হইবে না। যে দেশে নিয়ত নৌকা এবং ভেলায় সাহায্যে যাতায়াত করিতে হয়, এরূপ দেশে অরাজবংশে নিয়ত তোমাকে অবস্থান করিতে হইবে। এই বলিয়া যযাতি পরে অনুকে বলিলেন, -হে অনো! তুমি আমার পাপের সহিত জরা গ্রহণ কর; আমি তোমার যৌবন গ্রহণ করিয়া বর্ষ সহস্র কাল যাবৎ যৌবন সুখ অনুভব করিব। ৩৬-৫১। অনু বলিল,- হে তাত! আমি শিশু; আপনার জরাগ্রহণ করিয়া জীর্ণ ও অশুচি হইয়া যাইব। এজন্য হে

যযাতিরুবাচ ।

যত্ত্বং হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি ।
জরাদোষস্ত্বয়োক্তোহয়ং তস্মাত্ত্বং প্রতিপৎস্যতে
প্রজা চ যৌবনং প্রাপ্তা বিনশিষ্যত্যতস্তব ।
অগ্নিপ্রস্কন্দনপরস্ত্বং চাপ্যেব ভবিষ্যসি ॥৫৪,
পুরো ত্বং প্রতিপদ্যস্ব পাপ্মানং জরয়া সহ ।
জরাবলী চ মাং তাত পলিতানি চ পর্য্যগুঃ ॥৫৫
কাব্যস্যোশনসঃ শাপান্ন চ তৃপ্তোহস্মি যৌবনে
কঞ্চিৎকালং চরেয়ং বৈ বিষয়ান্ বয়সা তব ॥৫৬
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তে প্রতিদাস্যামি যৌবনম্ ।
স্বং চৈব প্রতিপৎস্যামি পাপ্মানং জরয়া সহ ॥

সূত উবাচ ।

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ পুরুঃ পিতরমঞ্জসা ।
যথানুমন্যসে তাত করিষ্যামি তথৈব চ ॥ ৫৮
প্রতিপৎস্যামি তে রাজন্ পাপ্মানং জরয়া সহ
গৃহাণ যৌবনং মত্তস্ত্বং কামানযথেপ্সিতান্ ॥৫৯
জরয়াহং প্রতিচ্ছন্নো বয়োরূপধরস্তব ।
যৌবনং ভবতে দত্ত্বা চরিষ্যামি যথার্থবৎ ॥ ৬০

যযাতিরুবাচ ।

পুরো প্রীতোহস্মি ভদ্রং তে প্রীতশ্চেদং
দদামি তে ।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধা তে প্রজা রাজ্যে ভবিষ্যতি ॥ ৬১

সূত উবাচ ।

পুরোরনুমতো রাজা যযাতিঃ স্বাং জরাং ততঃ
সঙ্ক্রাময়ামাস তদা প্রসাদাদ্ভার্গবস্য তু ॥ ৬২
যৌবনেনাথ বয়সা যযাতির্নহুষাত্মজঃ ।
প্রীতিযুক্তো নরশ্রেষ্ঠশ্চচার বিষয়ান্ স্বকান্ ॥ ৬৩
যথাকামং যথোৎসাহং যথাকালং যথাসুখম্
ধর্ম্মাবিরোধাদ্রাজেন্দ্রো যথার্হতি স এব হি ॥ ৬৪
দেবানতর্পয়দ্যজ্ঞৈঃ পিতৄন শ্রা দ্ধৈস্তথৈব চ ।
দীনাংশ্চানুগ্রহৈরিষ্টৈঃ কামৈশ্চ দ্বিজসত্তমান্ ॥
আততায়িনপানৈশ্চ বৈশ্যাংশ্চ পরিপালনৈঃ ।

মহারাজ আমি আপনার জরা কামনা করি না । অনন্তর যযাতি বলিলেন- হে অনো ! যেহেতু তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মিয়াও স্বীয় বয়স প্রদান করিলে না । অতএব তোমার বর্ণিত জরাদোষ তোমাতেই সংক্রামিত হইবে । তোমার প্রজাগণও যৌবন প্রাপ্ত হইয়াই অকালে বিনষ্ট হইয়া যাইবে তুমিও অগ্নিদগ্ধ হইবে । এই বলিয়া যযাতি পুরুকে বলিলেন, - হে পুরো ! তুমি আমার জরা গ্রহণ কর । হে তাত ! শুক্রাচার্য্যের শাপে জরা ও বলীপলিতাদি আমায় আক্রমণ করিয়াছে । আমি এখনও যৌবনভোগে তৃপ্ত হই নাই ; আমার ইচ্ছা, তোমার বয়স লইয়া আমি কিছুকাল বিষয় সুখ অনুভব করি । যখন সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইবে, তখন তোমার যৌবন তোমায় ফিরাইয়া দিব । আমার পাপ আমি আবার গ্রহণ করিব । সূত কহিলেন, - পিতা এই কথা কহিলে পুত্র পিতাকে বলিলেন, -তাত! আপনি যেমন অনুমতি করিবেন, আমি তাহাই করিব । হে রাজন্! আপনার জরাসহকৃত পাপ আমি লইতেছি, আপনি আমার যৌবন লইয়া যথেচ্ছ কাম সকল উপভোগ করুন । আমি জরাচ্ছন্ন হইয়া ভবদীয় বয়স ও রূপ ধারণপূর্ব্বক আপনাকে যৌবন দানান্তে যথাযোগ্য আচরণ করিব । যযাতি কহিলেন, -হে পুরো! আমি প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক । আমি প্রীতভাবে তোমাকে এইরূপ বর প্রদান করিতেছি যে তোমার রাজ্যে প্রজাগণ সর্ব্বকাম সমৃদ্ধ হইবে । ৫২-৬১ সূত কহিলেন, -ভার্গবের অনুগ্রহে পুরুর অভিপ্রায় মত রাজা যযাতি স্বীয় জরা তৎপ্রতি সংক্রামিত করিলেন । তখন নহুষনন্দন নরশ্রেষ্ঠ যযাতি প্রীতযুক্ত হইয়া যৌবন বয়সে কাম, উৎসাহ ও কালানুরূপ ধর্ম্মের অবিরোধে নিজযোগ্য বিষয় সকল যথা সুখে ভোগ করিতে লাগিলেন । তিনি যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে, শ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃপুরুষদিগকে, অনুগ্রহ বিতরণে দীন জনগণকে, ইষ্টকাম প্রদানে দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগকে অন্ন পান ও সম্যক্ পালন দ্বারা বৈশ্যবর্গকে, এবং

আনৃশংস্যেন শূদ্রাংস্ত দস্যূন্ সন্নিগ্রহেণ চ ॥৬৬
ধর্ম্মেণ চ প্রজাঃ সর্ব্বা যথাবদনুরঞ্জয়ন্ ।
যযাতিঃ পালয়ামাস সাক্ষাদিন্দ্র ইবাপরঃ ॥৬৭
স রাজা সিংহবিক্রান্তো যুবা বিষয়গোচরঃ ।
অবিরোধেন ধর্ম্মস্য চচার সুখমুত্তমম্ ॥ ৬৮
স মার্গমাণঃ কামানামন্তদোষনিদর্শনাৎ ।
বিশ্বাচ্যা সহিতো রেমে বৈভ্রাজে নন্দনে বনে
অপশ্যৎ স যদা তাং বৈ বর্দ্ধমানাং নৃপস্তদা ।
গত্বা পুরোঃ সকাশং বৈ স্বং জরাং প্রত্যপদ্যত
স সম্প্রাপ্য তু তান্ কামাংস্তৃপ্তঃ খিন্নশ্চ পার্থিবঃ
কালং বর্ষসহস্রং বৈ সস্মার মনুজাধিপঃ ॥ ৭১
পরিসংখ্যায় কালজ্ঞ কলাকাষ্ঠাস্তথৈব চ ।
পূর্ণং মত্বা ততঃ কালং পুরুং পুত্রমুবাচ হ ॥৭২
যথাসুখং যথোৎসাহং যথাকালমরিন্দম ।
সেবিতা বিষয়াঃ পুত্র যৌবনেন ময়া তব ॥৭৩
পুরো প্রীতোঽস্মি ভদ্রং তে গৃহাণ ত্বং
স্বযৌবনম্

রাজ্যঞ্চ ত্বং গৃহাণেদং ত্বং হি মে প্রিয়কৃৎসুতঃ
প্রতিপেদে জরাং রাজা যযাতির্নহুষাত্মজঃ ।
যৌবনং প্রতিপেদে চ পুরুঃ স্বং পুনরাত্মনঃ ॥
অভিষেক্তুকামঞ্চ নৃপং পুরুং পুত্রং কনীয়সম্ ।
ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণা ইদং বচনমব্রুবন্ ॥ ৭৬
কথং শুক্রস্য নপ্তারং দেবযান্যাঃ সুতং প্রভো
শ্রেষ্ঠং যদুমতিক্রম্য পুরো রাজ্যং প্রদাস্যসি ॥
যদুর্জ্যেষ্ঠস্তব সুতো জাতস্তমনু তুর্ব্বসুঃ ।
শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ সুতো দ্রুহ্যুস্ততোঽনুঃ পুরুরেব চ
কথং জ্যেষ্ঠানতিক্রম্য কনীয়ান্ রাজ্যমর্হতি ।
ধর্ম্মতো বোধয়ামি ত্বাং ধর্ম্মং সমনুপালয় ॥ ৭৯

যযাতিরুবাচ ।

ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণাঃ সর্ব্বে শৃণ্বন্তু মে বচঃ ।
জ্যেষ্ঠং প্রতি যথা রাজ্যং ন দেয়ং মে কথঞ্চন
মাতাপিত্রোর্বচনকৃদ্ধিতপুত্রঃ প্রশস্যতে ।

সদয় ব্যবহারে শূদ্রদিগকে, সন্তুষ্ট করিয়া দস্যুদল দমনপূর্ব্বক দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় ধর্ম্মানুসারে সমুদায় প্রজাকে যথাযোগ্য পালন করিতে লাগিলেন। সেই সিংহবিক্রান্ত যুবা রাজা ধর্ম্মের অবিরোধে উত্তম বিষয়সুখ সকল ভোগ করিতেন। তিনি বিষয় ভোগের অনুসরণে লিপ্ত থাকিয়া নন্দনে ও বিভ্রাজবনে বিশ্বাচীর সহিত রমণ করিলেন; কিন্তু ভোগের পরিণাম দোষাবহ বুঝিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। রাজা যখন দেখিলেন,-ভোগাশা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তখন তিনি পুরুর সকাশে গমন করিয়া স্বীয় জরা পুনরায় গ্রহণ করিলেন। সেই পার্থিব সমুদায় কাম উপভোগ করিয়া তৃপ্ত এবং খিন্ন হইলেন। সহস্র বর্ষ ভোগ কালের কথা তাঁহার মনে হইল। তিনি কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্ত প্রভৃতির গণনায় কাল পূর্ণ হইয়াছে বুঝিয়া পুত্র পুরুকে কহিলেন-হে অরিন্দম! আমি তোমার যৌবন লইয়া কাল ও উৎসাহানুরূপ বিষয় সকল ভোগ করিয়াছি। হে পুত্র পুরো! তোমার প্রতি আমি প্রীত হইয়াছি তোমার মঙ্গল হউক; তুমি স্বীয় যৌবন এবং এই রাজ্য গ্রহণ কর। একমাত্র তুমিই আমার প্রিয় পুত্র। এই বলিয়া যযাতি স্বীয় জরা গ্রহণ করিলেন। পুরু পুনরায় স্বীয় যৌবন প্রাপ্ত হইলেন। তখন যযাতি রাজা কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণপ্রমুখ বর্ণগণ বলিলেন-হে প্রভো! শুক্রাচার্য্যের দৌহিত্র দেবযানীর গর্ভোৎপন্ন জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে অতিক্রম করিয়া পুরুকে রাজ্য দান করিতেছেন কেন? যদু হইলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাঁহার কনিষ্ঠ তুর্ব্বসু; তৎকনিষ্ঠ শর্ম্মিষ্ঠা-নন্দন দ্রুহ্য তৎপশ্চাৎ অনু, তার পর পুরু, সুতরাং জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠ কিরূপে রাজ্যাধিকারী হইবে? আপনাকে আমরা ধর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দিতেছি, আপনি ধর্ম্ম পালন করুন। ৬২-৭৯। যযাতি কহিলেন- হে ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ! আপনারা শ্রবণ করুন-জ্যেষ্ঠকে আমি কদাচই রাজ্যদান

মম জ্যেষ্ঠেন যদুনা নিয়োগো নানুপালিতঃ ॥
প্রতিকূলঃ পিতুর্যশ্চ ন স পুত্রঃ সতাং মতঃ।
স পুত্রঃ পুত্রবদ্‌যশ্চ বর্ত্ততে পিতৃমাতৃষু ॥ ৮২
যদুনাহমবজ্ঞাতস্তথা তুর্ব্বসুনাপি চ।
দ্রুহ্যেণ চানুনা চৈবমপ্যবজ্ঞা কৃতা ভৃশম্ ॥৮৩
পূরুণা তু কৃতং বাক্যং মানিতশ্চ বিশেষতঃ।
কনীয়ান্মম দায়াদো জরা যেন ধৃতা মম।
সর্ব্বকামঃ সর্ব্বকৃতঃ পূরুণা পুত্রকারিণা ॥৮৪
শুক্রেণ চ বরো দত্তঃ কাব্যেনোশনসা স্বয়ম্।
পুত্রো যস্ত্বানুবর্ত্তেত স রাজা তে মহামতে ॥৮৫
ভবতোঽনুমতোঽপ্যেবং পূরু রাজ্যে-
ঽভিষিচ্যতাম্
যঃ পুত্রো গুণসম্পন্নো মাতাপিত্রোর্হিতঃ সদা।
সর্ব্বমর্হতি কল্যাণং কনীয়ানপি স প্রভুঃ ॥৮৬
অর্হঃ পূরুরিদং রাজ্যং যঃ প্রিয়ঃ প্রিয়কৃত্তব।
বরদানেন শুক্রস্য ন শক্যং বক্তুমুত্তরম্ ॥ ৮৭
পৌরজানপদৈস্তুষ্টৈরিত্যুক্তো নাহুষস্তদা।
অভিষিচ্য ততঃ পূরুং স্বরাজ্যে সুতমাত্মনঃ ॥
দিশি দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং তুর্ব্বসুং তু ন্যবেশয়ৎ
দক্ষিণাপরতো রাজা যদুং শ্রেষ্ঠং ন্যবেশয়ৎ ॥
প্রতীচ্যামুত্তরস্যাঞ্চ দ্রুহ্যং চানুং চ তাবুভৌ।
সপ্তদ্বীপাং যযাতিস্তু জিত্বা পৃথ্বীং সসাগরাম্।
ব্যভজৎ পঞ্চধা রাজা পুত্রেভ্যো নাহুষস্তদা ॥
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা।
যথাপ্রদেশং ধর্ম্মজ্ঞৈর্ধর্ম্মেণ প্রতিপাল্যতে ॥
এবং বিভজ্য পৃথিবীং পুত্রেভ্যো নাহুষস্তদা।
পুত্রসংক্রামিতশ্রীস্তু প্রীতিমানভবন্নৃপঃ ॥ ৯২
ধনুর্ব্বাণস্য পৃষৎকাংশ্চ রাজ্যঞ্চৈব সুতেষু তু।
প্রীতিমানভবদ্রাজা ভারমাবেশ্য বন্ধুষু ॥ ৯৩
অত্র গাথা মহারাজ্ঞা পুরা গীতা যযাতিনা।

করিব না। যে পুত্র পিতা মাতার বাক্য পালন করে, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ পুত্র বলা যায়। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু আমার আজ্ঞা পালন করে নাই। যে পুত্র পিতার প্রতিকূল, পণ্ডিতগণের মতে সে পুত্রপদের অযোগ্য। পিতা মাতার অনুবর্ত্তী পুত্রই যথার্থ পুত্র! যদু কর্ত্তৃক আমি অবজ্ঞাত হইয়াছি; তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য ও অনুও আমাকে বারবার সেইরূপ অবজ্ঞা করিয়াছে। একমাত্র পূরুই কেবল আমার বাক্য রক্ষা করিয়া আমায় বিশেষরূপে সম্মানিত করিয়াছে। পূরু আমার কনিষ্ঠ সন্তান; সে-ই আমার জরা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহা হইতেই পুত্রের কর্ত্তব্য পালিত হইয়াছে। সে আমার সর্ব্ব কামনা পূরণ করিয়াছে। পূর্ব্বে ইন্দ্র এবং ভগবান্ উশনা আমায় বর দিয়াছিলেন যে যে পুত্র তোমার অনুবর্ত্তন করিবে, সে-ই রাজা হইবে। এক্ষণে আপনারও অনুমতি করুন, পূরু রাজ্যে অভিষিক্ত হউন। যে পুত্র গুণবান্ এবং পিতামাতার হিতৈষী, সে কনিষ্ঠ হইলেও সকল কল্যাণলাভের যোগ্য। পৌর এবং জানপদগণ তখন যযাতিকে বলিলেন, আপনার প্রিয়কর্ত্তা পুত্র পূরুই রাজ্যাধিকারী; বিশেষতঃ শুক্রাচার্য্য যখন বরদান করিয়াছেন, তখন এ বিষয়ে আমাদের আর কোনও বক্তব্য নাই। পৌর বা জানপদগণ পরিতুষ্ট হইয়া এই কথা কহিলে রাজা যযাতি পূরুকে স্বীয় রাজ্যে অভিষেক করিলেন। এইরূপে যযাতি পূর্ব্বে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী জয় করিয়া পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দেন, তিনি দক্ষিণ পশ্চিম ও দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে জ্যেষ্ঠ যদুকে ও তুর্ব্বসুকে এবং পশ্চিমোত্তর ভাগে দ্রুহ্য ও অনুকে সন্নিবেশিত করেন। সেই সকল যাযাতি পুত্র দ্বারাই এই দ্বীপ পত্তনশালিনী সমগ্র মেদিনী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞ রাজা; তাঁহাদের স্ব-স্ব নির্দ্দিষ্ট প্রদেশ তাঁহারা ধর্ম্মানুসারে পালন করেন। ৮০-৯১। নহুষনন্দন এইভাবে পুত্রদিগকে পৃথিবী ভাগ করিয়া দিয়া পুত্রে রাজলক্ষ্মী সংক্রামিত করত প্রীতিমান্ হইয়াছিলেন। তাঁহার ধনু, বাণ, ও রাজ্য সমস্তই সুত ও বন্ধুগণের প্রতি ন্যস্ত করিয়া তিনি অপার আনন্দ লাভ করেন। কূর্ম্মকৃত অঙ্গসমূহের সঙ্কোচের ন্যায় যিনি সমুদায় কাম প্রত্যাহৃত করিয়াছিলেন, সেই মহারাজ যযাতি

যোহতিপ্রত্যাহরেন কামান্ কূর্ম্মোহঙ্গানীব সর্ব্বশঃ ॥ ৯৪
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ৯৫
যৎপৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যাং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্য তৎসর্ব্বমিতি পশ্যন্ন মুহ্যতি ॥ ৯৬
যদা তু কুরুতে ভাবং সর্ব্বভূতেষু পাবকম্।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৯৭
যদা পরান্ন বিভেতি যদা তস্মান্ন বিভ্যতি।
যদা নেচ্ছতি ন দ্বেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥
যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ
দোষঃ প্রাণান্তিকো রাগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্ ॥
জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ
জীবিতাশা ধনাশা চ জীর্য্যতোহপি ন জীর্য্যতি
যচ্চ কামসুখং লোকেযচ্চ দিব্যং মহৎসুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥
এবমুক্তা স রাজর্ষিঃ সদারঃ প্রস্থিতো বনম্।
ভৃগুতুঙ্গে তপস্তপ্ত্বা তত্রৈব চ মহাযশাঃ।
পালয়িত্বা ব্রতশতং তত্রৈব স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥ ১০২
তস্য বংশাস্তু পঞ্চৈতে পুণ্যা দেবর্ষিসৎকৃতাঃ
যৈর্ব্যাপ্তা পৃথিবী কৃৎস্না সূর্য্যস্যেব গভস্তিভিঃ
ধন্যঃ প্রজাবানায়ুষ্মান্ কীর্ত্তিমাংশ্চ ভবেন্নরঃ।
যযাতেশ্চরিতং সর্ব্বং পঠন্ শৃণ্বন্ দ্বিজোত্তমঃ ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে যযাতিপ্রসবকীর্ত্তনং নাম ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

যদোর্বংশং প্রবক্ষ্যামি জ্যেষ্ঠস্যোত্তমতেজসঃ
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ গদতো মে নিবোধত ॥ ১

এ সম্বন্ধে পুরাকালে এইরূপ এক গাথা গান করেন যে, কাম সমূহের উপভোগ দ্বারা কামের শান্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃত দ্বারা অনলের ন্যায় উহা পুনরায় বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। এ পৃথিবীতে যত কিছু ব্রীহি, যব, পশু, কামিনী কিম্বা, কাঞ্চন আছে, একজনেরও তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। যখন কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বভূতে সমভাব স্থাপন করা যায়, তখনই ব্রহ্মসারূপ্য লাভ হইয়া থাকে। যখন অন্য হইতে ভীত হইতে হয় না, বা অন্যে ভয়ের কারণ না হইতে হয়, এবং যখন রাগ, দ্বেষ, ইচ্ছা কিছুই থাকে না, তখনই ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া যায়। দুর্ম্মতিগণ যাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না, নিজে জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না; এবং যে অনুরক্তি প্রাণান্তকর দোষস্বরূপ, সেই তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিতে পারিলেই সুখ। জীর্ণ ব্যক্তির কেশ সকল জীর্ণ হয়, দন্ত সকল জীর্ণ হয়, কিন্তু বাঁচিবার আশা ও ধনাশা, এ দুইটি কিছুতেই জীর্ণ হয় না। জগতে যে কিছু কামসুখ বা যে কিছু দিব্য মহৎ সুখ আছে, তাহা একমাত্র তৃষ্ণাক্ষয়-সুখের ষোড়শী কলারও যোগ্য নহে। অর্থাৎ সর্ব্বসুখাপেক্ষা তৃষ্ণারাহিত্যই পরম সুখ। এই বলিয়া সেই রাজর্ষি যযাতি সস্ত্রীক বন গমন করেন এবং ভৃগুতুঙ্গে তপস্যা করিয়া শত শত ব্রত পালনপূর্ব্বক সেইখানেই স্বর্গ লাভ করেন। তাঁহার এই পবিত্র পঞ্চবংশ দেবর্ষিগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত। সূর্য্যের রশ্মিসমূহের ন্যায় সেই বংশীয়গণ দ্বারাই এই কৃৎস্না পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ এই সমস্ত যযাতিচরিত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি ধন্য, প্রজাবান্, আয়ুষ্মান্ ও কীর্ত্তিমান হইয়া থাকেন। ৯২-১০৪।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৩।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

সূত কহিলেন– আমি বিস্তৃত ও আনুপূর্ব্বী ক্রমে উত্তমতেজা জ্যেষ্ঠ যদুর বংশ বিবরণ

যদোঃ পুত্রা বভূবুর্হি পঞ্চ দেবসুতোপমাঃ।
সহস্রজিদথ শ্রেষ্ঠঃ ক্রোষ্টুর্নীলো জিতো লঘুঃ ॥২
সহস্রজিৎসুতঃ শ্রীমান্ শতজিন্নাম পার্থিবঃ।
শতজিৎসুতা বিখ্যাতাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ ॥৩
হৈহয়শ্চ হয়শ্চৈব রাজা বেণুহয়শ্চ যঃ।
হৈহয়স্য তু দায়াদো ধর্ম্মতন্ত্র ইতি শ্রুতিঃ ॥৪
ধর্ম্মতন্ত্রস্য কীর্ত্তিস্তু সংজ্ঞেয়স্তস্য চাত্মজঃ।
সংজ্ঞেয়স্য তু দায়াদো মহিষ্মান্নাম পার্থিবঃ
আসীন্মহিষ্মতঃ পুত্রো ভদ্রশ্রেণ্য প্রতাপবান্
বারণস্যাধিপো রাজা কথিতঃ পূর্ব্ব এব হি ॥৬
ভদ্রশ্রেণ্যস্য দায়াদো দুর্দ্দমো নাম পার্থিবঃ।
দুর্দ্দমস্য ততো ধীমান্ কনকো নাম বিশ্রুতঃ ॥৭
কনকস্য তু দায়াদাশ্চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ।
কৃতবীর্য্যঃ কার্ত্তবীর্য্যঃ কৃতবর্ম্মা তথৈব চ ॥৮
কৃতজাতশ্চতুর্থোঽভূৎ কৃতবীর্য্যাত্ততোঽর্জ্জুনঃ।
জজ্ঞে বাহুসহস্রেণ সপ্তদ্বীপেশ্বরো নৃপঃ ॥৯
স হি বর্ষাযুতং তপ্ত্বা তপঃ পরমদুশ্চরম্।
দত্তমারাধয়ামাস কার্ত্তবীর্য্যোঽত্রিসম্ভবম্ ॥১০
তস্মৈ দত্তো বরান্ প্রাদাচ্চতুরো ভূরিতেজসঃ
পূর্ব্বং বাহুসহস্রন্তু স বব্রে প্রথমং বরম্ ॥১১
অধর্ম্মে দীয়মানস্য সদ্ভিস্তস্মান্নিবারণম্।
ধর্ম্মেণ পৃথিবীং জিত্বা ধর্ম্মেণেবানুপালনম্ ॥১২
সংগ্রামাংস্তু বহূন্ জিত্বা হত্বা চারীন্ সহস্রশঃ।
সংগ্রামে যুধ্যমানস্য বধঃ স্যাদধিকাদ্রণে ॥১৩
তেনেয়ং পৃথিবী কৃৎস্না সপ্তদ্বীপা সপত্তনা।
সপ্তোদধিপরিক্ষিপ্তা ক্ষাত্রেণ বিধিনা জনাঃ ॥১৪
তস্য বাহুসহস্রন্তু যুধ্যতঃ কিল ধীমতঃ।
যৌদ্ধা ধ্বজো রথশ্চৈব প্রাদুর্ভবতি মায়য়া ॥১৫
দশ যজ্ঞসহস্রাণি তেষু দ্বীপেষু সপ্তসু।
নিরর্গলাঃ স্ম নিবৃত্তাঃ শ্রূয়ন্তে তস্য ধীমতঃ ॥১৬
সর্ব্বে যজ্ঞা মহাবাহোস্তস্যাসন্ ভূরিতেজসঃ।
সর্ব্বে কাঞ্চনবেদীকাঃ সর্ব্বেযূপৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ ॥

বলিতেছি শ্রবণ করুন। যদুর দেবকুমারনিভ পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে সহস্রজিৎ শ্রেষ্ঠ। তাঁহার অন্যান্য পুত্রদিগের নাম ক্রোষ্টু, নীল, জিত ও লঘু। সহস্রজিতের পুত্র শ্রীমান্ শতজিৎ। শতজিতের তিন পুত্র; তিনজনই পরম ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহাদের নাম হৈহয়, হয় ও বেণুহয়। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্মতন্ত্র; তৎপুত্র কীর্ত্তি, তৎপুত্র সংজ্ঞেয়; তৎপুত্র মহিষ্মান্; তৎপুত্র প্রতাপবান্ ভদ্রশ্রেণ্য। ইনি বারাণসীর অধিপতি ছিলেন; ইঁহার বিবরণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র দুর্দ্দম; তৎপুত্র ধীমান্ কনক; কনকের বিশ্ববিশ্রুত চারি পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম কৃতবীর্য্য, কার্ত্তবীর্য্য, কৃতবর্ম্ম ও কৃতজাত। তন্মধ্যে কৃতবীর্য্যের পুত্র কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন। এই অর্জ্জুন সহস্রবাহুশালী সপ্ত দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। ইনি অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত পরম দুশ্চর তপস্যা করিয়া অত্রিনন্দন দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করেন। তাহাতে তিনি অর্জ্জুনকে চারিটি মহান্ বর প্রদান করিয়া ছিলেন। কার্ত্তবীর্য্য প্রথমে নিজের সহস্র বাহু লাভের বর প্রার্থনা করেন। তাঁহার দ্বিতীয় বর অধর্ম্মনষ্ট লোকদিগকে সদুপদেশ দ্বারা অধর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তন। তৃতীয় ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী জয় ও ধর্ম্মানুসারে তাহার পালন; চতুর্থ বর- বহুসংগ্রাম জয় করিয়া বহু সহস্র শত্রুর নিধন সাধনপূর্ব্বক নিজাপেক্ষা প্রধান ব্যক্তির হস্তে সংগ্রামে স্বীয় মরণ। ১-১৩। এইরূপে কক্ষবর অর্জ্জুন সপ্ত দ্বীপ, পত্তন ও সপ্ত সাগর পরিব্যাপ্ত সমগ্র পৃথিবী যুদ্ধ দ্বারা জয় করিয়াছিলেন; যুদ্ধকালে মায়াবশে তাঁহার বহু সহস্র সাংগ্রামিক রথধ্বজ প্রাদুর্ভূত হইত। তিনি রাজা হইয়া সপ্তদ্বীপে দশ সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। শুনিয়াছি, সেই ধীমান্ রাজার সেই সকল যজ্ঞ অবাধে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। সেই মহাবাহু রাজার সকল যজ্ঞই মহাড়ম্বরপূর্ণ হইত; এবং তাঁহার যজ্ঞীয় সমস্ত বেদী ও যূপই

সর্ব্বে দেবৈর্মহাভাগৈর্বিমানস্থৈরলঙ্কৃতাঃ।
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ নিত্যমেবোপশোভিতাঃ
তস্য রাজ্ঞো জগৌ গাথাং গন্ধর্ব্বো নারদস্তথা
চরিতং তস্য রাজর্ষের্মহিমানং নিরীক্ষ্য চ ॥১৯
ন নূনং কার্ত্তবীর্য্যস্য গতিং যাস্যন্তি মানবাঃ।
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভিশ্চ বিক্রমেণ শ্রুতেন চ ॥২০
দ্বীপেষু সপ্তসু স বৈ খড়্গী বরশরাসনী।
রথী রাজাপ্যনুচরো যোগাচ্চৈবানুদৃশ্যতে ॥২১
অনষ্টদ্রব্যতা চৈবাসীন্ন শোকো ন চ বিভ্রমঃ।
প্রভাবেণ মহারাজ্ঞঃ প্রজা ধর্ম্মেণ রক্ষতঃ ॥২২
পঞ্চাশীতিসহস্রাণি বর্ষাণাং স নরাধিপঃ।
স সপ্তদ্বীপবান্ সম্রাট চক্রবর্ত্তী বভুব হ ॥ ২৪
স এব পশুপালোঽভূৎ ক্ষেত্রপালস্তথৈব চ
স এব বৃষ্ট্যা পর্জ্জন্যো যোগিত্বাদর্জ্জুনোঽভবৎ
স বৈ বাহুসহস্রেণ জ্যাঘাতকঠিনেন চ।
ভাতি রশ্মিসহস্রেণ শারদেনেব ভাস্করঃ ॥২৫
স হি নাগসহস্রেণ মাহিষ্মতীং নরাধিপঃ।
কর্কোটকসভাং জিত্বা পুরীং তত্র ন্যবেশয়ৎ ॥
স বৈ বেগং সমুদ্রস্য প্রাবৃট্কালাম্বুজেক্ষণঃ।
ক্রীড়ন্নিব মুখোদ্বিগ্নঃ প্রাবৃট্কালং চকার হ ॥ ২৭
লুলিতা ক্রীড়তা তেন হেমস্রগ্দামমালিনী।
ঊর্ম্মিভ্রুকুটিসন্ত্রাদা শঙ্কিতাভ্যেতি নর্ম্মদা ॥ ২৮
পুরা স তামনুসরন্নবগাঢ়ো মহার্ণবম্।
চকারোদ্বৃত্য বেলান্তং স কালং প্রাবৃষোক্ষণম্
তস্য বাহুসহস্রেণ ক্ষোভ্যমাণে মহোদধৌ।
ভবন্তি লীনা নিশ্চেষ্টাঃ পাতালস্থা মহাসুরাঃ ॥
চূর্ণীকৃতমহাবীচিলীনমীনমহাবিষাঃ।
পতিতা বিদ্ধফেনৌঘমাবর্ত্তক্ষিপ্তদুঃসহম্ ॥ ৩১
চকার ক্ষোভয়ন্ রাজা দোঃসহস্রেণ সাগরম্ ॥
দেবাসুরপরিক্ষিপ্তং ক্ষীরোদমিব সাগরম্।
মন্দরক্ষোভণকৃতা হ্যমৃতোৎকশঙ্কিতাঃ।

কাঞ্চনময় ছিল। তিনি যজ্ঞারম্ভ করিলে মহাভাগ দেবগণ বিমানারোহণে আকাশে অবস্থান করিতেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নিত্যই সেই সকল যজ্ঞভূমির শোভা সম্পাদন করিত। তৎকালে নারদ নামক জনৈক গন্ধর্ব্ব সেই রাজার মাহাত্ম্য ও চরিত্র দর্শনে তৎসম্বন্ধে এইরূপ এক গাথা গান করিয়াছিলেন যে, মানবগণের মধ্যে কেহই যজ্ঞ, দান তপস্যা বিক্রম বা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা নিশ্চয়ই এ জগতে কার্ত্তবীর্য্যের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না। সেই রাজা অর্জ্জুনকে সপ্ত দ্বীপেই রথী, খড়্গী ও শরাসনধারী হইয়া বিচরণ করিতে দেখা যাইত। তাঁহার প্রভাবে কাহারও দ্রব্য নষ্ট হইত না; কেহই শোক বা বিভ্রম গ্রস্ত ছিল না। তিনি ধর্ম্মানুসারেই সমস্ত প্রজাপালন করিতেন। সেই নরাধিপতি পঞ্চাশীতি সহস্র বর্ষ যাবৎ সপ্তদ্বীপের চক্রবর্তী সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে তিনিই পশুপাল ও ক্ষেত্রপালস্বরূপে বিরাজ করিতেন। সেই অর্জ্জুন যোগবলে বর্ষন করিয়া নিজেই পর্জ্জন্যের স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যাঘাত-কঠিন বাহুসহস্র দ্বারা সহস্র রশ্মি-যোগে শারদ সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেন। সেই নরাধিপ নাগসহস্র সহ যুদ্ধে কর্কোটক সভা জয় করিয়া, মাহিষ্মতীপুরী স্থাপন করিয়া ছিলেন। তাঁহার নয়নযুগল বর্ষা-বিকসিত অম্বুজবৎ সুন্দর ছিল। তিনি ক্রীড়াচ্ছলে সমুদ্রের বেগ রোধ করিয়া অসময়ে বর্ষাকালের সূচনা করিয়া তুলিতে পারিতেন, তিনি ক্রীড়াকালে নর্ম্মদার জল আলোড়িত করিলে তদীয় কণ্ঠ বিস্রস্ত হেমমালায় সুশোভিত হইয়া নর্ম্মদানদী স্বীয় তরঙ্গরূপ ভ্রুকুটি নাদে শঙ্কিত হইয়াই তদভিমুখে আগমন করিতেন। ১৪-২৮। পুরাকালে তিনি এক দিন নর্ম্মদার অনুসরণ করিতে করিতে মহার্ণবে গিয়া অবগাহন করেন। তখন তদীয় বাহুসহস্র দ্বারা মহাব্ধিজল বিক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় বেলাভূমি প্লাবিত করিয়াছিল। পাতালস্থ মহাসুরগণ ভয়ে জড়সড় হইয়া লুক্কায়িত হইয়াছিল। সেই রাজা বাহুসহস্র দ্বারা সাগর আলোড়িত করিলে তাহার মহাতরঙ্গ সকল

সহসোৎপাদিতা ভীতা ভীমং দৃষ্টা নৃপোত্তমম্
নতনিশ্চলমূর্দ্ধানো বভূবুশ্চ মহোরগাঃ।
সায়াহ্নে কদলীখণ্ডা নির্ব্বাতস্তিমিতা ইব ॥ ৩৪
স বৈ বদ্ধা ধনুর্জ্যান উৎসিক্তঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ
লঙ্কায়াং মোহয়িত্বা তু সবলং রাবণং বলাৎ ॥
নির্জ্জিত্য বদ্ধা চানীয় মাহিষ্মত্যাং ববন্ধ তম্ ॥
ততো গত্বা পুলস্ত্যস্তু অর্জ্জুনঞ্চ প্রসাদয়েৎ
মুমোচ রাজা পৌলস্ত্যং পুলস্ত্যেনানুপালিতম্
তস্য বাহু সহস্রস্য বভূব জ্যাতলস্বনঃ।
যুগান্তেহম্বুদবৃন্দস্য স্ফুটিতস্যাশনেরিব ॥ ৩৭
অহো মৃধে মহাবীর্য্যং ভার্গবো যস্য সোহচ্ছিনৎ
মৃধে সহস্রং বাহূনাং হেমতালবনং যথা ॥ ৩৮
তৃষিতেন কদাচিৎ স ভিক্ষিতশ্চিত্রভানুনা।
সপ্ত দ্বীপাংশ্চিত্রভানোঃ প্রাদাত্তিক্ষাং বিশাং পতিঃ ॥ ৩৯
পুরাণি ঘোষান্ গ্রামাংশ্চ পত্তনানি চ সর্ব্বশ
জজ্বাল তস্য বাণেষু চিত্রভানুর্দিধক্ষয়া ॥ ৪০
স তস্য পুরুষেন্দ্রস্য প্রতাপেন মহাযশাঃ।
দদাহ কীর্ত্তবীর্য্যস্য শৈলাংশ্চা প বনানি চ ॥ ৪১
স শূন্যমাশ্রমং সর্ব্বং বরুণস্যাত্মজস্য বৈ।
দদাহ সবনদ্বীপাংশ্চিত্রভানুঃ সহৈহয়ঃ ॥ ৪২
স লেভে বরুণঃ পুত্রং পুরা ভাস্বিনমুত্তমম্।
বশিষ্ঠনামা স মুনিঃ খ্যাতামাপব ইত্যুত ॥ ৪৩
তত্রাপবস্তদা ক্রোধাদর্জ্জুনং শপ্তবান্ বিভুঃ।
যস্মান্ন বর্জ্জিতমিদং বনং তে মম হৈহয় ॥ ৪৪
তস্মাত্তে দুষ্করং কর্ম্মকৃতমন্যোহনিষ্যতি।
অর্জ্জুনো নাম কৌন্তেয়ো ন চ রাজা ভবিষ্যতি
অর্জ্জুন ত্বাং মহাবীর্য্যো রামঃ প্রহরতাং বরঃ
ছিত্বা বাহুসহস্রং বৈ প্রমথ্য তপসা বলী ॥ ৪৬

চূর্ণীকৃত, মহামীন ও মহাবিষধরগণ লুক্কায়িত এবং ফেনপুঞ্জ জলভ্রমে ক্ষিপ্ত, আবিদ্ধ ও উৎপতিত হইয়া ছিল। অপ্রত্য জলজন্তুগণ সেই ভীষণ নৃপোত্তমকে দেখিয়া সহসা মন্দর-ক্ষোভকৃত অমৃতমন্থনের আশঙ্কায় ভীত হইয়া পড়ে এবং মহোরগগণ সন্ধ্যাকালীন নির্ব্বাত নিষ্কম্প কদলীখণ্ডের ন্যায় নত ও নিশ্চলমস্তকে অবস্থান করিয়াছিল। তিনি সগর্ব্বে লঙ্কাপুরে উপস্থিত হইয়া ধনুর্ম্মুক্ত পঞ্চ শত শরে লঙ্কাপতি রাবণকে সবলে মূর্চ্ছিতাবস্থায় বন্ধন করিয়া অয়োত্নাসে মাহিষ্মতীপুরে আনয়নপূর্ব্বক বন্দী করিয়াছিলেন। অনন্তর পুলস্ত্য অর্জ্জুনকে প্রসাদিত করেন। পুলস্ত্যের অনুরোধে তৎপৌত্র রাবণকে রাজা অর্জ্জুন মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বাহুসহস্রের জ্যাতল-নির্ঘোষ যুগান্তকালীন বজ্র বিস্ফুটিত অম্বুনগর্জ্জনের ন্যায় পরিশ্রুত হইত। অহো কি আশ্চর্য্য। জমদগ্নিতনয় পরশুরাম তাঁহার সেই মহাবীর্য্য বাহুসহস্র ছিন্ন তালবনের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে ছেদন করিয়াছিলেন। একদা সূর্য্যদেব তৃষিত হইয়া তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। তাহাতে সেই রাজা এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকেই তাঁহার হস্তে ভিক্ষা দিয়াছিলেন। সূর্য্য তখন এই পৃথিবীস্থ পুর, গ্রাম ও জনপদ, প্রভৃতি দগ্ধ করিবার বাসনায় প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলেন, এবং পুরুষপ্রবর কার্ত্তবীর্য্যের প্রভাবে শৈল বনাদি সমস্তই দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। হৈহয়ের সাহায্যে সূর্য্য এইরূপে বন-দ্বীপশালিনী সমস্ত পৃথ্বী দগ্ধ করিলে, তৎকালে বরুণনন্দনের কেটি শূন্য আশ্রমও দগ্ধ হইয়াছিল। বরুণ দেব আশ্বিন নামে এক উত্তম পুত্র লাভ করিয়া ছিলেন। এই পুত্রই কালে বশিষ্ঠ বা আপব নামে বিখ্যাত হন। আশ্রম দগ্ধ হওয়ায় আপব তখন ক্রোধে অর্জ্জুনকে এইরূপ শাপ দিয়াছিলেন যে, হে হৈহয়! যেহেতু তুমি আমার এই বন পরিত্যাগ করিলে না, এইজন্য তোমার কৃত কর্ম্ম দুষ্কর হইলেও অন্যের হস্তে বিনষ্ট হইবে। তোমার নাম ধরিয়া কেহই আর রাজা হইবে না। ২৯-৪৫। ভাবীকালে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন একজন প্রখ্যাতবীর্য্য হইলেও তোমার নামে নাম বলিয়া রাজা হইতে পারিবেন না। হে অর্জ্জুন! যোদ্ধৃবর মহাবীর্য্য

তপস্বী ব্রাহ্মণশ্চৈব বধিষ্যতি মহাবলঃ।
তস্য রামস্তদা হ্যসীন্মৃত্যুঃ শাপেন ধীমতঃ
রাজ্ঞা তেন বরশ্চৈব স্বয়মেব বৃতঃ পুরা।
তস্য পুত্রশতং হ্যসীৎ পঞ্চ তত্র মহারথাঃ ॥ ৪৮
কৃতাস্ত্রা বলিনঃ শূরা ধর্ম্মাত্মনো যশস্বিনঃ।
শূরশ্চ শূরসেনশ্চ বৃষ্ট্যাদ্যং বৃষ এব চ ॥ ৪৯
জয়ধ্বজশ্চ বৈ পুত্রা অবন্তিষু বিশাম্পতেঃ।
জয়ধ্বজস্য পুত্রস্তু তালজঙ্ঘঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫০
তস্য পুত্রশতং হ্যেব তালজঙ্ঘা ইতি শ্রুতম্।
তেষাং পঞ্চ গণাঃ খ্যাতা হৈহয়ানাং মহাত্মনাম্
বীরহোত্রা হ্যসখ্যোতা ভোজাশ্চাবর্ত্তয়স্তথা
তুণ্ডিকেরাশ্চ বিক্রান্তাস্তালজঙ্ঘাস্তথৈব চ ॥ ৫২
বীরহোত্রসুতশ্চাপি অনন্তো নাম পার্থিবঃ।
দুর্জ্জয়স্তস্য পুত্রস্তু বভুবামিত্রকর্শনঃ ॥ ৫৩
অনষ্টদ্রব্যতা চৈব তস্য রাজ্ঞো বভুব হ।
প্রভাবেণ মহারাজঃ প্রজাস্তাঃ পর্য্যপালয়ৎ ॥
ন তস্য বিত্তনাশশ্চ নষ্টং প্রতিলভেত সঃ।
কীর্ত্তবীর্য্যস্য যো জন্ম কথয়েদিহ ধীমতঃ ॥ ৫৫
বিত্তবান ভবতেহত্রৈব ধর্ম্মশ্চাস্য বিবর্দ্ধতে।
যতা তুষ্টা যথা দাতা তথা স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনোৎপত্তির্নাম
চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
কিমর্থং ভুবনং দগ্ধমাপবস্য মহাত্মনঃ।
কার্ত্তবীর্য্যেণ বিক্রম্য তন্নঃ প্রব্রূহি পৃচ্ছতাম্ ॥
রক্ষিতা স তু রাজর্ষিঃ প্রজানামিতি নঃ শ্রুতম্

পরশুরাম একজন তপস্বী ব্রাহ্মণ হইয়াও তোমার বাহুসহস্র ছেদন করিয়া তোমাকে নিহত করিবেন। ধীমান্ আপবের এই অভিশাপবাক্যে পরে পরশুরামের হস্তেই সেই রাজা অর্জ্জুনের মৃত্যু হইয়াছিল। ফলে ঐরূপ একজন প্রধান ব্যক্তির হস্তে যাহাতে মৃত্যু হয়, এরূপ বর তিনি পূর্ব্বেই লইয়াছিলেন। তাঁহার একশত পুত্র ছিল; তন্মধ্যে পাঁচজন মহাবল ছিলেন। তাঁহাদের নাম- শূর, শূরসেন, বৃষ্টাদ্য, বৃষ ও জয়ধ্বজ। এই পুত্রগণ সকলেই কৃতাস্ত্র, বলী, শূর, ধর্ম্মাত্মা ও যশস্বী ছিলেন। ইহারা অবন্তী দেশে থাকিয়া রাজ্য পরিচালন করেন। জয়ধ্বজের পুত্র প্রতাপবান্ তালজঙ্ঘ; তাঁহার একশত পুত্র। এই পুত্রগণ সকলেই তালজঙ্ঘ নামে বিখ্যাত। মহাত্মা হৈহয়গণ পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেন; যথা- বীরহোত্র, ভোজ, আবর্ত্তি, তুণ্ডিকের ও তালজঙ্ঘ হৈহয়বংশধর পাঁচজন প্রধান ব্যক্তির নামানুসারেই ঐ পাঁচ সম্প্রদায় প্রখ্যাত হয়। উহারা সমষ্টিতে অসংখ্য এবং সকলেই বলবিক্রম সম্পন্ন। বীরহোত্রের পুত্র রাজা অনন্ত; তৎপুত্র দুর্জ্জয়; তৎপুত্র অমিত্রকর্শন। রাজা অর্জ্জুনের রাজত্বকালে কাহারও দ্রব্য নষ্ট হইত না, তিনি মহারাজ, স্বীয় প্রভাবে সমস্ত প্রজা পালন করিতেন। সেই কার্ত্তবীর্য্য রাজার জন্মবিবরণ যে বুদ্ধিমান্ মানব কীর্ত্তন করে, তাহারও বিত্তনাশ ঘটে না; বরং পূর্ব্বনষ্ট বিত্ত লাভ করিয়া থাকে। এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তনের ফলে নর বিত্তশালী হয়; তাহার ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়। সে, দানশীল বা শুভ কর্ম্মকারী লোকের ন্যায় অন্তে স্বর্গধামেই বিহার করিয়া থাকে। ৪৬-৫৬।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৪।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন- কার্ত্তবীর্য্য বিক্রম প্রকাশ করিয়া কিজন্য মহাত্মা আপবের আশ্রম দগ্ধ করাইয়াছিলেন? তাহা আমাদের নিকট বল। আমরা শুনিয়াছি, সেই রাজর্ষি প্রজাগণের রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন। তিনি রক্ষক হইয়াও কি

কথং স রক্ষিতা ভূত্বানাশয়ত্তপোবনম্ ॥ ২
সূত উবাচ।
আদিত্যো বিপ্ররূপেণ কার্ত্তবীর্য্যমুপস্থিতঃ।
তৃপ্তিকামঃ প্রযচ্ছান্নমাদিত্যোঽহং ন সংশয়ঃ
রাজোবাচ।
ভগবন্ কেন তে তুষ্টির্ভবেদ্‌ব্রূহি দিবাকর।
কীদৃশং ভোজনং দদ্মি শ্রুত্বা চ বিদধাম্যহম্ ॥৪
সূর্য্য উবাচ।
স্থাবরং দেহি মে সর্ব্বমাহারং দদতাংবর।
তেন তৃপ্তো ভবেয়ং বৈ ন তুষ্যেঽহন্যেন পার্থিব
রাজোবাচ।
ন শক্যং স্থাবরং সর্ব্বং তেজসা মানুষেণ তু।
নির্দ্দগ্ধুং তপতাং শ্রেষ্ঠ ত্বামেব প্রণমাম্যহম্ ॥৬
আদিত্য উবাচ।
তুষ্টস্তেঽহং শরান্দদ্মি অক্ষয়ান্ সর্ব্বতঃ সুখান্
প্রক্ষিপ্তাঃ প্রজ্বলিষ্যন্তি মম তেজঃসমন্বিতাঃ ॥৭
আদিষ্টং তেজসা মেঘসাগরং শোষয়িষ্যতি।
শুষ্কং ভস্ম করিষ্যামি তেন প্রীতো নরাধিপ ॥
ততঃ শরানথাদিত্যস্ত্বর্জ্জুনায় প্রযচ্ছত।
ততঃ সম্প্রাপ্য সুমহৎস্থাবরং সর্ব্বমেব হি ॥ ৯
আশ্রমানথ গ্রামাংশ্চ ঘোষাংশ্চ নগরাণি চ।
তপোবনানি রম্যাণি বনান্যুপবনানি চ ॥ ১০
এবং প্রাচীনমদহত্ততঃ সূর্য্য প্রদক্ষিণম্।
নির্বৃক্ষা নিস্তৃণাভূমির্দগ্ধা সূর্য্যেণ তেজসা ॥ ১১
এতস্মিন্নেব কালে তু আপবো নিয়মস্থিতঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি জলবাসা মহানৃষিঃ ॥ ১২
পূর্ণে ব্রতে মহাতেজা উদতিষ্ঠত্তপোধনঃ।
সোঽপশ্যদাশ্রমং দগ্ধমর্জ্জুনেন মহানৃষিঃ।
ক্রোধাচ্ছশাপ রাজর্ষিং কীর্ত্তিতং বো যথা ময়া
সূত উবাচ।
ক্রোষ্টোঃ শৃণুত রাজর্ষের্বংশমুত্তমপুরুষম্।

নিমিত্ত তপোবন বিনাশ করিয়াছিলেন? সূত কহিলেন- একদা আদিত্য বিপ্ররূপে কার্ত্তবীর্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া তৃপ্তিকামনায় বলিয়াছিলেন, -রাজন্! আমি আদিত্য, সংশয় নাই; আমাকে তুমি অন্নদান কর। তখন রাজা কহিলেন, -হে ভগবন্ দিবাকর! কিসে আপনার তুষ্টি হইবে? কিরূপ ভোজ্য সামগ্রী আমি দান করিব? তাহা আপনার মুখে শুনিয়া যেরূপ হয় করিব। সূর্য্য কহিলেন, -হে দাতৃবর! তুমি আমাকে সমস্ত স্থাবর বস্তু আহাররূপে প্রদান কর। হে পার্থিব। আমি তাহাতেই তৃপ্ত হইব। নতুবা অন্য কিছুতেই আমার তৃপ্তি হইবে না। রাজা কহিলেন, -হে শ্রেষ্ঠ প্রতাপশালিন্! আমি মানুষতেজে সমস্ত স্থাবর বস্তু দগ্ধ করিতে পারিব না। অতএব আপনাকে এক্ষণে প্রণাম মাত্রই করিতে হইল। সূর্য্য কহিলেন, -আমি তুষ্ট হইয়া তোমাকে সর্ব্বগামী অক্ষয় শরসকল দান করিতেছি, আমার তেজঃসম্পৃক্ত এই সকল শর প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত হইবে। মৎপ্রদত্ত শর আদেশমাত্রই মেঘ ও সাগর পর্য্যন্ত শোষণ করিতে পারিবে। হে নরাধিপ! এইরূপে আমি সমস্ত শুষ্ক ও ভস্ম করিয়া ফেলিব, তাহাতেই আমার প্রীতি হইবে। অনন্তর আদিত্য অর্জ্জুনকে শর সকল দান করিলেন। পরে অর্জ্জুনের নিকট হইতে স্থাবর বস্তু সকল প্রাপ্ত হইলেন। ১-৯। তখন আশ্রম, গ্রাম, নগর, জনপদ, তপোবন এবং রম্য রম্য বন-উপবন সকলই তিনি দগ্ধ করিলেন। সূর্য্যতেজে দগ্ধ হইয়া ভূমি নির্বৃক্ষ ও নিস্তৃণ হইল। এই সময় মহর্ষি আপব নিয়মাবলম্বনে দশ সহস্র বর্ষ যাবৎ জলমধ্যে বাস করিতে ছিলেন ; ঐ মহাতেজা তপোধন ব্রত সাঙ্গ হওয়ায় জল হইতে উত্থিত হইয়া স্বীয় আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, -রাজা অর্জ্জুনের সাহায্যে তাঁহার আশ্রম দগ্ধ হইয়াছে। তখন সেই রাজর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করেন। এই শাপবিবরণ পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলা হইয়াছে। সূত কহিলেন, -অতঃপর আপনারা

বস্যাম্ববায়ে সম্ভূতো বৃষ্ণির্বৃষ্ণিকুলোদ্বহঃ ॥ ১৪
ক্রোষ্টোরেকোঽভবৎ পুত্রো বৃজিনীবান্মহাযশাঃ
বার্জিনাবতমিচ্ছন্তি স্বাহিং স্বাহাবতাং বরম্ ॥
স্বাহেঃ পুত্রোঽভবদ্রাজা রুশাদুর্বদতাং বরঃ
সুতং প্রসূতমিচ্ছন্তি রুশাদোরগ্র্যমাত্মজম্ ॥ ১৬
মহাক্রতুভিরীজে স বিবিধৈরাপ্তদক্ষিণৈঃ .
চিত্রৈশ্চিত্ররথস্তস্য পুত্রকর্মভিরন্বিতঃ ॥ ১৭
এবং চিত্ররথো বীরো যজ্ঞান্ বিপুলদক্ষিণান্
শশবিন্দুঃ পরংবৃত্তো রাজর্ষীণামনুষ্ঠিতঃ ॥ ১৮
চক্রবর্ত্তী মহাসত্ত্বো মহাবীর্য্যো বহুপ্রজঃ ।
তত্রানুবংশশ্লোকোঽয়ং যস্মিন্ গীতঃ পুরাবিদৈঃ
শশবিন্দোস্তু পুত্রাণাং শতানামভবচ্ছতম্ ।
ধীমতামনুরূপাণাং ভূরিদ্রবিণতেজসাম্ ॥ ২০
তেষাং ষট্ চ প্রধানাস্তু পৃথুসাহ্বা মহাবলাঃ ।
পৃথুশ্রবাঃ পৃথুযশাঃ পৃথুধর্ম্মা পৃথুঞ্জয়ঃ ॥ ২১
পৃথুকীর্ত্তিঃ পৃথুদাতা রাজানঃ শাশবিন্দবঃ ।
শংসন্তি চ পুরাণানি পার্থশ্রবসমন্তরম্ ।
অন্তরঃ স পুরা যজ্ঞ যজ্ঞস্য তনয়োঽভবৎ ॥ ২২
উশনা স তু ধর্ম্মাত্মা আবাপ্য পৃথিবীমিমাম্ ।
আহারাশ্বমেধানাং শতমুত্তমধার্ম্মিকঃ ॥ ২৩
মরুত্তস্য তনয়ো রাজর্ষীণামনুষ্ঠিতঃ ।
বীরঃ কম্বলবর্হিস্তু মরুত্ততনয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ২৪
পুত্রস্তু রুক্মকবচো বিদ্বান্ কম্বলবর্হিষঃ ।
নিহত্য রুক্মকবচঃ পুরা কবচিনো রণে ॥ ২৫
ধন্বিনো নিশিতৈর্বাণৈরবাপ শ্রিয়মুত্তমাম্ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিত্তমশ্বমেধে মহাযশাঃ ॥
রাজ্ঞস্তু রুক্মকবচাৎপরাবৃত্তা বীরহাঃ ।
জজ্ঞিরে পঞ্চ পুত্রাস্তু মহাসত্ত্বা মহাবলাঃ ॥ ২৭
রুক্মেষুঃ পৃথুরুক্মশ্চ জ্যামঘঃ পরিঘো হরিঃ ।

রাজর্ষি ক্রোষ্টুর শ্রেষ্ঠ বংশবিবরণ শ্রবন করুন। এই ক্রোষ্টুর বংশেই বৃষ্ণিকুলধুরন্ধর বৃষ্ণি জন্মগ্রহণ করেন। ক্রোষ্টুর এক পুত্র ছিল; তাঁহার নাম বৃজিনীবান; ইনি অতি কীর্ত্তিশালী ছিলেন। ইহাঁর পুত্রের নাম স্বাহি; স্বাহি স্বাহাপালিগণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম রুশাদু; রুশাদুর পুত্র কামনায় তদীয় হিতৈষীগণ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা করেন। তদনুসারে রুশাদু শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভের নিমিত্ত বিবিধ দক্ষিণান্বিত মহাক্রতু আরম্ভ করেন। সেই বিচিত্র যজ্ঞের ফলে চিত্ররথ নামে তাঁহার এক পুত্রলক্ষণাক্রান্ত বীর পুত্র উৎপন্ন হয়। চিত্ররথও রাজা হইয়া বিপুল দক্ষিণান্বিত বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পরবর্ত্তী কালে ইনি রাজর্ষিগণ মধ্যে শশবিন্দু নামে বিখ্যাত হন। শশবিন্দু চক্রবর্ত্তী, মহাবল, মহাবীর্য্য ও বহু প্রজান্বিত ছিলেন। পুরাবিদ্‌গণ তাঁহার সম্বন্ধে এই এক অনুপম শ্লোক কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, রাজা শশবিন্দুর একশত বিপুল অর্থবলসম্পন্ন ধীমান্ তুল্য গুণশালী পুত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে ছয় জন প্রধান ছিলেন। ঐ ছয় জনের নাম- পৃথুশ্রবা, পৃথুযশা, পৃথুধর্ম্মা, পৃথুঞ্জয়, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুদাতা। ইহাঁরা সকলেই মহাবল রাজা হইয়াছিলেন এবং সকলেই শশবিন্দু নামে বিখ্যাত ছিলেন। পুরাণবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন, পৃথুশ্রবার অন্তর নামে এক পুত্র হয় এই অন্তর পুরাকালে যজ্ঞের তনয় হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং ইনিই ধর্ম্মাত্মা উশনা নামে বিখ্যাত হইয়া পৃথিবীরাজ্য লাভ করেন। রাজ্যপ্রাপ্তির পর তৎকর্ত্তৃক এক শত উত্তম অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ১০-২৩। তাঁহার পুত্রের নাম রাজর্ষিপ্রবর মরুত্ত। তৎপুত্র বীর কম্বলবর্হি; তৎপুত্র বীর রুক্মকবচ। এই রুক্মকবচ পূর্ব্বে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বহু কবচী ও ধনুর্দ্ধারীদিগকে নিশিত বাণ বর্ষণে নিহত করিয়া উত্তম শ্রী লাভ করেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রভূত বিত্ত দান করেন। রাজা রুক্মকবচের পরবীরঘাতী পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হয়; এই পুত্রগণ সকলেই মহাসত্ত্ব ও মহাবল। তাঁহাদের নাম রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম,

পরিঘস্য হরিশ্চৈব বিদেহেঽস্থাপয়ৎ পিতা ॥২৮
রুক্মেষুরভবদ্রাজা পৃথুরুক্মস্তদাশ্রয়ঃ।
তেভ্যঃ প্রব্রাজিতো রাজ্যাজ্জ্যামঘোঽভবদাশ্রমে
প্রশান্তশ্চ বনে ঘোরে ব্রাহ্মণেনাববোধিতঃ।
জগাম ধনুরাদায় দেশমন্যং রথী ধ্বজী ॥৩০
নর্মদানূপ একাকী মেকলাবৃত্তিকা অপি।
ঋক্ষবন্তং গিরিং গত্বা শুক্তিমন্যামথাবিশৎ ॥৩১
জ্যামঘস্যাভবদ্ভার্য্যা শৈব্যা বলবতী ভৃশম্।
অপুত্রোঽপি স বৈ রাজা ভার্য্যামন্যাং ন বিন্দতি
তস্যাসীদ্বিজয়ো যুদ্ধে ততঃ কন্যামবাপ সঃ।
ভার্য্যামুবাচ রাজা স স্নুষেতি তু নরেশ্বরঃ ॥
এবমুক্তাব্রবীদেনং কস্যেয়ং তে স্নুষেতি সা।
যস্তে জনিষ্যতে পুত্রস্তস্য ভার্য্যা ভবিষ্যতি ॥
তস্য সা তপসোগ্রেণ শৈব্যা বৈ সম্প্রসূয়ত।
পুত্রং বিদর্ভং সুভগা শৈব্যাপরিণতা সতী ॥
রাজপুত্রৌ তু বিদ্বাংসৌ স্নুষায়াং ক্রথকৌশিকৌ
পুত্রৌ বিদর্ভোঽজনয়চ্ছূরৌ রণবিশারদৌ ॥
লোমপাদং তৃতীয়ং তু পশ্চাজ্জজ্ঞে সুধার্ম্মিকম্
লোমপাদাত্মজো বভ্রুরাহৃতিস্তস্য চাত্মজঃ ॥
কৌশিকস্য চিদিঃ পুত্রস্তস্মাচ্চৈদ্যা নৃপাঃ স্মৃতাঃ
ক্রথো বিদর্ভপুত্রস্তু কুন্তিস্তস্যাত্মজোঽভবৎ ॥
কুন্তের্ধৃষ্টসুতো জজ্ঞে পুত্রো ধৃষ্টঃ প্রতাপবান্
ধৃষ্টস্য পুত্রো ধর্ম্মাত্মা নির্বৃতিঃ পরবীরহা ॥ ৩৯
তস্য পুত্রো দশার্হস্তু মহাবলপরাক্রমঃ।
দশার্হস্য সুতো ব্যোমা ততো জীমূত উচ্যতে
জীমূতপুত্রো বিকৃতিস্তস্য ভীমরথঃ সুতঃ।
অথ ভীমরথস্যাসীৎপুত্রো রথবরঃ কিল ॥ ৪১
দাতা ধর্ম্মরতো নিত্যং সত্যশীলপরায়ণঃ।
তস্য পুত্রো নবরথস্ততো দশরথঃ স্মৃতঃ ॥ ৪২

জ্যামঘ, পরিঘ ও হরি। পিতা রুক্মকবচ, পরিঘ ও হরিকে বিদেহ রাজ্যে স্থাপন করেন। রুক্মেষু পৈতৃক রাজ্য পালন করিতে থাকেন। ভ্রাতা পৃথুরুক্ম তাঁহারই আশ্রয়ে বাস করেন। ভ্রাতা জ্যামঘকে সকল ভ্রাতাই নির্ব্বাসিত করেন জ্যামঘ বনাশ্রমে বাস করিতে থাকেন। ক্রমে তিনি ঘোর বনে গিয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবোধবাক্যে তিনি রথধ্বজ সংগ্রহ করিয়া ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক একাকী নর্মদার জলপ্রায় দেশে প্রবেশ করেন। অতঃপর ক্রমে তিনি ঋক্ষবান্ গিরি অতিক্রম করিয়া শুক্তিমতী পুরে প্রবেশ করেন। জ্যামঘের পত্নীর নাম ছিল শৈব্যা। শৈব্যা অত্যন্ত তেজস্বিনী ছিলেন। রাজা অপুত্রক হইলেও ভার্য্যান্তর গ্রহণ করেন নাই। জ্যামঘ যুদ্ধ জয় করিয়া একটি কন্যা লাভ করেন। সেই কন্যাকে আনয়ন করিয়া রাজা তাঁহার মহিষীকে বলেন যে, এইটি তোমার স্নুষা হইল। এই কথা কহিলে, রাজ্ঞী প্রত্যুত্তরে বলিলেন, -এ কন্যা কাহার স্নুষা হইবে বলিলেন ? -তৎ শ্রবণে রাজা বলিলেন, তোমার যে পুত্র হইবে, এ কন্যা তাহারই ভার্য্যা হইবে। অনন্তর বৃদ্ধা রাজ্ঞী শৈব্যা পুত্রলাভার্থ উগ্র তপস্যা করিয়া বিদর্ভ নামক এক পুত্র প্রসব করেন। যুদ্ধজিত সেই কন্যার সহিত বিদর্ভের বিবাহ হয়। বিদর্ভ হইতে সেই কন্যার গর্ভে দুইটি রণবিশারদ বিচক্ষণ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ঐ রাজপুত্রদ্বয়ের নাম ক্রথ ও কৌশিক। অনন্তর তাহার গর্ভে লোমপাদ নামক তৃতীয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই লোমপাদ অতীব ধার্ম্মিক ছিলেন ইহাঁর পুত্রের নাম বভ্রু; তৎপুত্র আহৃতি কৌশিক হইতে চেদির জন্ম হয়। চেদি হইতে চৈদ্য নৃপগণ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিদর্ভনন্দন ক্রথ হইতে কুন্তী নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কুন্তীর পুত্র ধৃষ্ট; ধৃষ্টের পুত্র প্রতাপবান্ নিবৃতি। নিবৃতি ধর্ম্মাত্মা ও পরবীরহা ছিলেন ; তৎপুত্র মহাবলপরাক্রম দশার্হ; তৎপুত্র ব্যোমা; তৎপুত্র জীমূত; তৎপুত্র বিকৃতি; তৎপুত্র ভীমরথ; ভীমরথের পুত্র রথবর। ইনি দাতা, ধর্ম্মিষ্ঠ ও নিত্য সৎস্বভাব সম্পন্ন ছিলেন। ইহাঁর পুত্র নবরথ ; তৎপুত্র

তস্য চৈকাদশরথঃ শকুনিস্তস্য চাত্মজঃ।
তস্মাৎ করম্ভকো ধন্বী দেবরাতোঽভবত্ততঃ ॥
দেবক্ষত্রোঽভবদ্রাজা দেবরাতির্মহাযশাঃ।
দেবক্ষত্রসুতো জজ্ঞে দেবনঃ ক্ষত্রনন্দনঃ ॥ ৪৪
দেবানাৎ স মধুর্জজ্ঞে যস্য মেধার্থসম্ভবঃ।
মধোশ্চাপি মহাতেজামনুর্মনুবশস্তথা ॥ ৪৫
নন্দনশ্চ মহাতেজা মহাপুরুবশস্তথা।
আসীৎ পুরুবশাৎ পুত্রঃ পুরুষান্পুরুষোত্তমঃ ॥
জজ্ঞে পুরুষতঃ পুত্রো ভদ্রবত্যা পুরূদ্বহঃ।
ঐক্ষ্বাকী ত্বভবদ্ভার্য্যা সত্ত্বস্তস্যামজায়তঃ।
সত্ত্বাৎ সত্ত্বগুণোপেতঃ সাত্ত্বতঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ॥
ইমাং বিসৃষ্টিং বিজ্ঞায় জ্যামঘস্য মহাত্মনঃ।
প্রজাবানেতি সাযুজ্যং রাজ্ঞঃ সোমস্য ধীমতঃ

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে জ্যামঘ-
বৃত্তান্তকথনং নাম পঞ্চনবতিতমো-
ঽধ্যায় ॥ ৯৫ ॥

দশরথ; তৎপুত্র একাদশরথ; তৎপুত্র শকুনি; তৎপুত্র করম্ভক; তৎপুত্র ধন্বী দেবরথ; তৎপুত্র মহাযশা দেবক্ষত্র; তৎপুত্র দেবন; দেবন হইতে মেধার্থ-সম্ভব মধু; মধুর পুত্র মহাতেজা মনু, মনুবশ, নন্দন ও মহাতেজা মহাপুরুবশ। মহাপুরুবশের পুত্র পুরুষোত্তম, পুরুষান্। এই পুরুষান্ হইতে ভদ্রবতীর গর্ভে পুরূদ্বহ নামক এক পুত্র উৎপন্ন হয়। পুরূদ্বহ ঐক্ষ্বাকীর পাণিগ্রহণ করেন। ঐক্ষ্বাকীর গর্ভে তাঁহার সত্ত্ব নামে কে পুত্র উৎপন্ন হয়। সত্ত্ব হইতে সত্ত্বগুণ সম্পন্ন কীর্ত্তিমান্ সাত্ত্বত জন্মগ্রহণ করেন. মহাত্মা জ্যামঘের এই প্রজাসৃষ্টি বিবরণ পরিজ্ঞাত হইলে মানব প্রজাবান্ হইয়া ধীমান্ সোম রাজ্যের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৪-৪৮।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৫।

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সাত্ত্বতী রূপসম্পন্না কৌশল্যাসুষুবে সুতান্।
ভজিনং ভজমানঞ্চ দিব্যং দেবাবৃধং নৃপম ॥ ১
অন্ধকঞ্চ মহাভোজং বৃষ্ণিঞ্চ যদুনন্দনম্।
তেষাং হি সর্গাশ্চত্বারঃ শৃণুধ্বং বিস্তরেণ বৈ ॥
ভজমানস্য সৃঞ্জয্যাং বাহ্যেচোপরি বাহ্যকঃ।
সৃঞ্জয়স্য সুতে যে তু বাহ্যকস্তে উদাবহৎ ॥ ৩
তস্য ভার্য্যে ভগিন্যৌ তে প্রসূতেতি সুতান্ বহুন্।
নিমিশ্চ পণবশ্চৈব বৃষ্ণিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ৪
যে বাহ্য কার্য্যা সৃঞ্জয্যাং ভাজমানাদ্বিজজ্ঞিরে।
অযুতাযুতসাহস্রশতজিদথ বামকঃ ॥ ৫
বাহ্যকার্য্যাসৃঞ্জর্য্যাং ভাজমানাদ্বিজজ্ঞিরে।
বাহ্যকার্য্যাভগিন্যাং যে ভাজমানাদ্বিজজ্ঞিরে।
তেষাং দেবাবৃধো রাজা চচার পরমং তপঃ ॥৬
পুত্রঃ সর্ব্বগুণোপেতো মম ভূয়াদিতি স্ম হ।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, -রূপবতী সাত্ত্বতী কৌশল্যা কতিপয় পুত্র প্রসব করেন। তাহাদের নাম ভজিন, ভজমান, দিব্য দেবাবৃধ, অন্ধক, মহাভোজ ও যদুনন্দন বৃষ্ণি। ইঁহাদের মধ্যে চারিজনের বংশ বিবরণ বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করুন। সৃঞ্জয়ীর গর্ভে ভজমানের বাহ্য ও উপরিবাহ্যক নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে বাহ্যক সৃঞ্জয়ের দুইটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সেই ভগিনিদ্বয় বাহ্যকের ভার্য্যা হইয়া বহু পুত্র প্রসব করেন তন্মধ্যে ভজমাননন্দন বাহ্যক হইতে তদীয় জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে নেমি, পণব ও পরপুরঞ্জয় বৃষ্ণি জন্মগ্রহণ করেন বাহ্যকের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে তাঁহা হইতে কোটিজিৎ, সহস্রজিৎ শতজিৎ ও বামক নামক চারিপুত্র উৎপন্ন হয়। রাজা দেবাবৃধ 'আমার একটি সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন পুত্র হউক' এই কামনায় পরম তপস্যা করেন

সংযোজ্যাত্মানমেবং স পর্ণাসাজলমস্পৃশৎ ॥ ৭
সা চোপস্পর্শনাত্তস্য চকার ঋষিম্নাপগা।
কল্যাণঞ্চ নরপতেস্তস্য সা নিম্নগোত্তমা ॥ ৮
চিন্তয়াভিপরীতাঙ্গী জগামাথ বিনিশ্চয়ম্।
নাধিগচ্ছামি তাং নারীং যস্যামেবংবিধঃ সুতঃ
ভবেৎ সর্ব্বগুণোপেতো রাজ্ঞো দেবাবৃধস্য হি
তস্মাদস্য স্বয়ং চাহং ভবাম্যদ্য সহব্রতা।
জজ্ঞে তস্যাঃ স্বয়ং হস্তো ভাবস্তস্য যথেপ্সিতঃ
অথ কৃত্বা কুমারী তু সাবিত্রী পরমং বচঃ।
চিন্তয়ামাস রাজানং তামিয়েষ স পার্থিবঃ ॥ ১১
তস্যামাধত্ত গর্ভং স তেজস্বিনমুদারধীঃ।
অথ সা নবমে মাসি সুষুবে সরিতাং বরা ॥ ১২
পুত্রং সর্ব্বগুণোপেতং যথা দেববৃধেপ্সিতম্
অত্র বংশে পুরাণজ্ঞা গাথাং গায়ন্তি বৈ দ্বিজাঃ
গুণান্ দেবাবৃধস্যাপি কীর্ত্তয়ন্তো মহাত্মনঃ
যথৈব শৃণুমো দূরাৎ সম্পশ্যামি তথান্তিকাৎ ॥
বভ্রুঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবাবৃধঃ সমঃ।
পুরুষাঃ পঞ্চষষ্টিশ্চ সহস্রাণি চ সপ্ততিঃ।
যেঽমৃতত্বমনুপ্রাপ্তা বভ্রোর্দেবাবৃধাদপি ॥ ১৫
যজ্বা দানপতির্বীরো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাগ্বুধঃ।
কীর্ত্তিমাংশ্চ মহাভাগঃ সাত্বতানাং মহারথঃ ॥ ১৬
তস্যান্ববায়ে সুমহাভোজা যে মার্ত্তিকাবলাঃ।
গান্ধারী চৈব মাদ্রী চ বৃষ্ণের্ভার্য্যে বভূবতুঃ ॥
গান্ধারী জনয়ামাস সুমিত্রং মিত্রনন্দনম্।
মাদ্রী যুধাজিতং পুত্রং সা তু বৈ দেবমীঢুষম্ ॥
অনমিত্রং সুতঞ্চৈব তাবুভৌ পুরুষোত্তমৌ।
অনমিত্রসুতো নিম্নো নিম্নস্য দ্বৌ বভূবতুঃ ॥
প্রসেনশ্চ মহাভাগঃ শক্রজিচ্চ সুতাবুভৌ।
তস্য শক্রজিতঃ সূর্য্যঃ সখা প্রাণসমোঽভবৎ ॥
স কদাচিন্নিশাপায়ে রথেন রথিনাং বরঃ।
তোয়কূপালপঃ প্রষ্টুমুপস্থাতুং যযৌ রবিম্ ॥ ২১

এবং তপস্যাকালীন যোগাবলম্বনে পর্ণাসা নদীর জল লইয়া আচমন করেন। জল স্পর্শমাত্র ঐ নদী রাজা দেবাবৃধের কল্যাণের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তাক্রান্ত-চিত্তে নিশ্চয় করিলেন যে, কৈ আমি ত এমন নারী দেখি না, যাহার গর্ভে রাজা দেবাবৃধের এই প্রকার সর্ব্বগুণ সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব অদ্য আমি নিজেই ইহাঁর সহধর্ম্মিণী হই। এইরূপে রাজার অভিপ্রায়ানুরূপ ভাবনায় তৎকালে ঐ নদীর আপনা হইতেই হস্তপদাদি প্রাদুর্ভূত হইল। নদী তখন সাবিত্রী নাম্নী কুমারী হইয়া রাজাকে কামনা করিলেন। রাজাও তাঁহার অভিপ্রায় পূরণ করিলেন। অনন্তর উদারধী রাজা তাঁহাতে গর্ভাধান করিলেন। সরিদ্বরা গর্ভবতী হইয়া নবম মাসে দেবাবৃধের ইচ্ছানুরূপ এক সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন পুত্র প্রসব করিলেন। পুরাণজ্ঞ দ্বিজগণ মহাত্মা দেববৃধের গুণরাশি কীর্ত্তন করত তাঁহার বংশবিষয়ক এইরূপ কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, আমরা এই রাজার গুণাবলীর বিষয় যেরূপ শ্রবণ করি, নিকটে আসিয়াও তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। দেবাবৃধ সর্ব্বথা দেবতুল্য এবং তাঁহার পুত্র বভ্রু মনুষ্য সমাজে শ্রেষ্ঠ। এই বংশীয় পঞ্চষষ্টি সহস্র সপ্ততি পুরুষ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ বংশের ধুরন্ধর বভ্রু, পিতা দেবাবৃধ অপেক্ষাও গুণশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। বভ্রু যাগশীল, দানবীর, ব্রহ্মণ্য, সত্যবাদী, বিচক্ষণ, কীর্ত্তিমান্ এবং সাত্বতবংশের মহারথ। ১-১৬। ইহাঁরই কুলে সুমহান্ ভোজগণ ও মার্ত্তিকাবতগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। বৃষ্ণির ভার্য্যা গান্ধারী ও মাদ্রী। বৃষ্ণি হইতে গান্ধারীর গর্ভে মিত্রনন্দন সুমিত্র জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রী যুধাজিৎ, দেবমীঢুষ ও অনমিত্র নামক তিনপুত্র উৎপাদন করেন। এই শেষোক্ত পুত্রদ্বয় পুরুষপ্রবর ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে অনমিত্র এক পুত্র লাভ করেন। তাঁহার নাম নিম্ন; নিম্নের দুই পুত্র- মহাভাগ প্রসেন ও শক্রজিৎ সূর্য্য শক্রজিতের প্রাণসম সখা ছিলেন। একদা শক্রজিৎ নিশাবসানে রথারোহণে গমন করিয়া

তস্যোপতিষ্ঠতঃ সূর্য্যো বিবস্বানগ্রতঃ স্থিতঃ।
অস্পষ্টমূর্ত্তির্ভগবাংস্তেজোমণ্ডলবান্ বিভুঃ ॥ ২২
অথ রাজা বিবস্বন্তমুবাচ স্থিতমগ্রতঃ।
যথৈব ব্যোম্নি পশ্যামি ত্বামহং জ্যোতিষাংপতে
তেজোমণ্ডলিনঞ্চৈব তথৈবাপ্যগ্রতঃ স্থিতম্।
কো বিশেষো বিবস্বংস্তে সখ্যেনোপগতেন বৈ
এতচ্ছ্রুত্বা স ভগবান্ মণিরত্নং স্যমন্তকম।
স্বকণ্ঠাদবমুচ্যাথ ববন্ধ নৃপতেস্তদা ॥ ২৫
ততো বিগ্রহবন্তং তং দদর্শ নৃপতিস্তদা।
প্রীতিমানথ তাং দৃষ্ট্বা মুহূর্ত্তং কৃতবাংস্তথা ॥ ২৬
তমভিপ্রস্থিতং ভূয়ো বিবস্বন্তং স শক্রজিৎ।
প্রোবাচাগ্নিসবর্ণত্বং যেন লোকান্ প্রযাস্যতি।
তদেব মণিরত্নং তন্মাং ভবান দাতুমর্হতি ॥ ২৭
স্যমন্তকং নাম মণিং দত্তবাংস্তস্য ভাস্করঃ।
স তমাবধ্য নগরং প্রবিবেশ মহীপতিঃ
তং জনাঃ পর্য্যধাবন্ত সূর্য্যোহয়ং গচ্ছতীতি হ
স তান্‌বিস্মাপয়িত্বাথ পুরীমন্তঃপুরং তথা। ২৯
তং প্রসেনজিতে দিব্যং মণিরত্নং স্যমন্তকম্।
দদৌ ভ্রাত্রে নরপতিঃ প্রেম্না শক্রজিদুত্তমম্ ॥ ৩০
স্যমন্তকো নাম মণির্যস্য রাষ্ট্রে স্থিতো ভবেৎ।
কালবর্ষী চ পর্জ্জন্যো ন চ ব্যাধিভয়ং তদা ॥ ৩১
লিপ্সাঞ্চক্রে প্রসেনাত্তু মণিরত্নং স্যমন্তকম্।
গোবিন্দো ন চ তং লেভে শক্তোহপি ন জহার চ ॥ ৩২
কদাচিন্মৃগয়াং যাতঃ প্রসেনস্তেন ভূষিতঃ।
স্যমন্তককৃতে সিংহাদ্বধং প্রাপ্তঃ সুদারুণম্ ॥ ৩৩
জাম্ববানৃক্ষরাজস্তু তং সিংহং নিজঘান বৈ।
আদায় চ মণিং দিব্যং স্বং বিলং প্রবিবেশ হ ॥
তৎকর্ম্ম কৃষ্ণস্য ততো বৃষ্ণ্যন্ধকমহত্তরাঃ।

তোয়কুল্যা নদীর জল স্পর্শপূর্ব্বক রবিদেবের আরাধনা করিতে থাকেন। তখন ভগবান্ সূর্য্য তেজঃপুঞ্জময় হইয়াও সেই উপসনাতৎপর শক্রজিতের সম্মুখে অস্পষ্টরূপে আবির্ভূত হন। রাজা বিবস্বানকে অগ্রে দেখিয়া বলিলেন, -হে জ্যোতিঃপতে। আমি গগনে আপনাকে যে প্রকার দেখি, এই সম্মুখেও আপনাকে সেইরূপ তেজোমণ্ডলময়ই দেখিতেছি। হে বিবস্বন্! আপনি সখিভাবে আগমন করিলেন; তথাচ আপনার বিশেষত্ব কিছুই দেখিতেছি না। ভগবান্ বিবস্বান্ এই কথা শুনিয়া স্বীয় কণ্ঠ হইতে স্যমন্তক নামক এক মণিরত্ন নৃপতির কণ্ঠে বাঁধিয়া দিলেন। তখন নৃপতি শক্রজিৎ তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিগ্রহবান্ অবলোকন করিলেন এবং মুহূর্ত্তকাল সূর্য্যের সেই রূপ দেখিয়া সূর্য্য প্রস্থানোদ্যত হইলে তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন, -দেব! আপনি যে রূপে সমস্তলোকে বিচরণ করেন, আপনার ঐ রূপ অগ্নির রূপের-সহিত তুলনীয়। আমি যাহার সাহায্যে আপনার এই রূপ দর্শন করিলাম, আপনি আমাকে এই সেই মনিরত্ন দান করুন। তখন ভাস্কর তাঁহাকে স্যমন্তক মণি দান করিলেন। মহীপতি শক্রজিৎ সেই মণি কণ্ঠে বাঁধিয়া স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলেন। নগর-প্রবেশকালীন জনগণ সূর্য্যভ্রমে করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইল। তিনি সেই সকল নাগররিকদিগকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর নরপতি শক্রজিৎ স্নেহবশে সেই দিব্য মণিরত্ন স্যমন্তক স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনজিৎকে অর্পন করিলেন। এই স্যমন্তক মণির গুণ এই যে ইহা যে রাজ্যে থাকিবে, তথায় পর্জ্জন্য কালবর্ষী হইবে এবং লোকের ব্যাধি ভয় থাকিবে না। ১৭-৩১। এ মণি এইরূপ গুণবিশিষ্ট বলিয়া ইহার প্রতি গোবিন্দের লিপ্সা হয়। কিন্তু তিনি উহা লাভ করিতে পারিলেন না এবং ক্ষমতা সত্ত্বেও বলপূর্ব্বক উহা হরণ করিলেন না। একদা প্রসেন মণি-মণ্ডিত হইয়া মৃগয়ার্থ বন গমন করেন; সেখান এই মণির নিমিত্তই তিনি এক সিংহের হস্তে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ সেই সিংহকে নিহত করে এবং সেই মণি লইয়া স্বীয়

মণৌ গৃধ্নুত্ত্ব মন্বানাস্তমেব বিশশঙ্কিরে ॥ ৩৫
মিথ্যাভিশস্তিং তেভ্যস্তাং বলবানরিসূদনঃ।
অমৃষ্যমাণো ভগবান্ বনং স বিচচার হ ॥ ৩৬
স তু প্রসেনো মৃগয়ামচরত্তত্র চাপ্যথ।
প্রসেনস্য পদং গৃহ্য পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ ॥ ৩৭
ঋক্ষবন্তং গিরিবরং বিন্ধ্যঞ্চ নগমুত্তমম্
অন্বেষণপরিশ্রান্তঃ স দদর্শ মহামনাঃ ॥ ৩৮
সাশ্বং হতং প্রসেনং তং নাবিন্দত্তত্র বৈ মণিম্
অথ সিংহঃ প্রসেনস্য শরীরস্যাবিদূরতঃ ॥ ৩৯
ঋক্ষেণ নিহতো দৃষ্টঃ পাদৈঋক্ষস্য সূচিতঃ।
পাদৈরন্বেষয়ামাস গুহামৃক্ষস্য যাদবঃ ॥ ৪০
মহত্যপি বিলে বাণীং শুশ্রাব প্রমদেরিতাম্।

বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অনন্তর বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ইহা কৃষ্ণেরই কার্য্য বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের এইরূপ মনে করিবার কারণ এই যে, কৃষ্ণ পূর্ব্বে ঐ মণির প্রতি লালসাবান্ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহাদের মুখে ঐরূপ একটা মিথ্যা প্রবাদ প্রচারিত হইলে বলবান্ অরিন্দম কৃষ্ণের তাহা অসহ্য হইল। তিনি প্রসেন যেখানে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রসেনের পদানুসরণ করিয়া ক্রমে কৃষ্ণ বিশ্বস্ত সহচরগণের সাহায্যে গিরিবর ঋক্ষবান্ ও বিন্ধ্যাচলস্থ বনভূমির নানা স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহামনা কৃষ্ণ অন্বেষণ ব্যাপারে পরিশ্রান্ত হইয়া এক স্থানে দেখিলেন, -অশ্ব সহ প্রসেন নিহত অবস্থায় রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মণি সেস্থানে নাই। প্রসেনের শবদেহের অদূরে দেখিলেন, -ঋক্ষ নিহত এক সিংহ তথায় পড়িয়া আছে। ঋক্ষের পদ চিহ্ন দেখিয়াই তিনি তাঁহাকে ঋক্ষহত বলিয়া মনে করিলেন। অনন্তর যাদব ঋক্ষের পদচিহ্নের অনুসরণ করিতে করিতে সম্মুখে এক গুহা দেখিতে পাইলেন। সেই গুহাদ্বার

ধাত্র্যা কুমারমাদায় সুতং জাম্ববতো দ্বিজাঃ
প্রীতিমত্যাথ মণিনা মা রোদীরিত্যুদীরিতাম্

ধাত্র্যুবাচ।

প্রসেনমবধীৎ সিংহঃ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ ॥ ৪২
ব্যক্তীকৃতশ্চ শব্দং তং তূর্ণং সোঽপি যযৌ বিলম্
অপশ্যচ্চ বিলাভ্যাসে প্রসেনমবদারিতম্ ॥ ৪৩
প্রবিশ্য চাপি ভগবাংস্তদৃক্ষবিলমঞ্জসা।
দদর্শ ঋক্ষরাজানং জাম্ববন্তমুদারধীঃ ॥ ৪৪
যুযুধে বাসুদেবস্তু বিলে জাম্ববতা সহ।
বাহুভ্যামেব গোবিন্দো দিবসানেকবিংশতিম্
প্রবিষ্টে চ বিলং কৃষ্ণে বাসুদেবপুরঃসরাঃ।
পুনর্দ্বারবতীমেত্য হতং কৃষ্ণং ন্যবেদয়ন্ ॥ ৪৬
বাসুদেবস্তু নির্জ্জিত্য জাম্ববন্তং মহাবলম্।

অতি মহৎ; সেখানে থাকিয়াই তিনি এক কামিনী কণ্ঠ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিলেন। হে দ্বিজগণ। জাম্ববানের শিশু পুত্রকে লইয়া তাহার ধাত্রী প্রীতির সহিত মণি দেখাইয়া তাহাকে কান্দিতে নিষেধ করিতেছিল। কৃষ্ণ সেই ধাত্রীর কথাই শুনিয়াছিলেন। ধাত্রী বলিতেছিল, সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়াছে। প্রসেনঘাতী সিংহকে জাম্ববান নিহত করিয়াছেন। হে কুমারক, তুমি রোদন করিও না, এই স্যমন্তক মণি এখন তোমারই যাহা হউক, এই নারী কণ্ঠনিঃসৃত বাণী ব্যক্ত হইবামাত্র কৃষ্ণ বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিলের অদূরে প্রসেনের মৃতদেহ তিনি পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলেন। ৩২-৪৩। এক্ষণে বিলমধ্যে গিয়া ঋক্ষরাজ জাম্ববান্‌কে সহসা দর্শন করিলেন। উদারধী ভগবান্ বাসুদেব তখন সেই বিলে জাম্ববানের সহিত একবিংশতি দিন পর্য্যন্ত বাহুযুদ্ধ করিলেন। এদিকে কৃষ্ণ বিলমধ্যে প্রবেশ করিবার পরেই তদীয় অনুচর সহচরগণ দ্বারকায় আসিয়া প্রচার করিল যে কৃষ্ণ হত হইয়াছেন। যাহা হৌক, কিয়ৎ দিন পরেই

লেভে জাম্ববতীং কন্যামৃক্ষরাজস্য সম্মতাম্ ॥
ভগবত্তেজসা গ্রস্তো জাম্ববান্ প্রসভং মণিম্।
সুতাং জাম্ববতীমাশু বিষ্বক্সেনায় দত্তবান্ ॥
মণিং স্যমন্তকঞ্চৈব জগ্রাহাত্মবিশুদ্ধয়ে।
অনুনীয় ঋক্ষরাজং নির্যযৌ চ তদা বিলাৎ ॥৪৯
এবং স মণিমাদায় বিশোধ্যাত্মানমাত্মনা।
দদৌ শক্রজিতে তং বৈ মণিং সাত্বতসন্নিধৌ ॥
কন্যাং পুনর্জাম্ববতীমুবাহ মধুসূদনঃ
তস্মান্মিথ্যাভিশাপাৎ স ব্যমুচ্যত জনার্দনঃ ॥
ইমাংশমিথ্যাভিশস্তিং যঃ কৃষ্ণস্যেহ ব্যপোহিতাম্
বেদ মিথ্যাভিশস্তিঃ স নাভিশস্যতি কর্হিচিৎ
দশস্বসৃভ্যো ভার্য্যাভ্যঃ শক্রজিতঃ শতং সুতাঃ
খ্যাতিমন্তস্ত্রয়স্তেষাং ভঙ্গকারস্তু পূর্ব্বজঃ।
বীরো ব্রতপতিশ্চৈব হ্যপস্বান্তশ্চ সুপ্রিয়ঃ ॥৫৩
অথ দ্বারবতী নাম ভঙ্গকারস্য সুপ্রজাঃ।
সুষুবে সা কুমারীস্তিস্রো রূপগুণান্বিতাঃ ॥৫৪
সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং ব্রতিনী চ দৃঢ়ব্রতা।
তথা তপস্বিনী চৈব পিতা কৃষ্ণস্য তাং দদৌ ॥
যস্তচ্ছক্রজিতে কৃষ্ণো মণিরত্নং স্যমন্তকম্।
প্রাদাত্তদ্ধারয়দ্ভঙ্গকারো ভোজেন শতধন্বনা ॥ ৫৬
তদা হি প্রার্থয়ামাস সত্যভামামনিন্দিতাম্
অক্রূরো রত্নমন্বিচ্ছন্মণিশ্চৈব স্যমন্তকম্ ॥ ৫৭
ভদ্রকারং ততো হত্বা শতধন্বা মহাবলঃ।
রাত্রৌ তং মণিমাদায় ততোঽক্রূরায় দত্তবান্ ॥
অক্রূরস্তু তদা রত্নমাদায় স নরর্ষভঃ।
সময়ং কারণং চক্রে বোধ্যো নান্যস্ত্বয়েত্যুত ॥
বয়মভ্যুপপৎস্যামঃ কৃষ্ণেন ত্বং প্রধর্ষিতঃ।
মম চ দ্বারকা সর্ব্বা বশে তিষ্ঠত্যসংশয়ম্ ॥ ৬০

বাসুদেব মহাবল জাম্ববান্‌কে জয় করিয়া তদীয় জাম্ববতী নাম্নী সুন্দরী কন্যা লাভ করিলেন। জাম্ববান্ ভগবত্তেজে অভিভূত হইয়া সহসা কন্যা ও মণিরত্ন বিষ্বক্সেনের করে অর্পণ করিলেন। কৃষ্ণ আত্ম-পরিবাদ ক্ষালনের জন্য স্যমন্তক মণি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর ঋক্ষরাজের নিকট অনুনয় বিনয় প্রকাশ করিয়া বিলমধ্য হইতে নির্গত হইলেন। এইরূপে তিনি মণি আনয়ন করিয়া নিজেই আত্ম-পরিবাদ ক্ষালন করিলেন এবং সমগ্র সাত্বতগণের সমক্ষে সেই মণি শক্রজিৎকে প্রদান করিলেন। অনন্তর মধুসূদন ঋক্ষনন্দিনী জাম্ববতীকে বিধিমত বিবাহ করিলেন। সেইদিন হইতেই জনার্দন মিথ্যা প্রবাদ হইতে মুক্ত হইলেন। কৃষ্ণের এই মিথ্যা প্রবাদ ক্ষালনের কথা যে ব্যক্তি জানে, সে কখনই মিথ্যাবাদ গ্রস্ত হয় না। সত্যজিৎ হইতে তদীয় ভার্য্যাগণের গর্ভে একশত পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে তিনজন অতি খ্যাতিসম্পন্ন। সেই সকল পুত্রের মধ্যে ভঙ্গকারই জ্যেষ্ঠ। তাহার কনিষ্ঠ বীর ব্রতপতি এবং তৎকনিষ্ঠ প্রিয়দর্শন অপস্বান্ত ভঙ্গকারের দ্বারবতী নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে তিনটি রূপ-গুণ-শালিনী কুমারী কন্যা উৎপন্ন হয়। উহাদের মধ্যে একজনের নাম সত্যভামা নারীশ্রেষ্ঠা সত্যভামা ব্রতচারিণী ও তপস্বিনী ছিলেন। পিতা ভঙ্গকার তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের হস্তে সম্প্রদান করেন। কৃষ্ণ পূর্ব্বে যে স্যমন্তকে মণি শক্রজিৎ রাজাকে প্রদান করিয়াছিলেন, পুত্র ভঙ্গকার তাহা ধারণ করেন। কাল ক্রমে ঐ মণি শতধন্বার সাহায্যে অক্রূরের হস্তগত হয়। অনিন্দিত সত্যভামা বিবাহযোগ্যা হইলে ভোজ শতধন্বা তাহার প্রণয় প্রার্থী হন। অক্রূর মণিরত্ন স্যমন্তক প্রাপ্তির পক্ষে সাহায্য লাভ-লালসায় তাঁহার এই প্রণয় প্রার্থনায় সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। মহাবল শতধন্বা রাত্রিযোগে গোপনে ভঙ্গকারের হত্যাসাধন করিয়া সেই মণি আনয়নপূর্ব্বক অক্রূরকে অর্পণ করেন। ৪৪-৫৮। নরবর অক্রূর সেই রত্নগ্রহণ করিয়া শতধন্বাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, তুমি এই ঘটনা অন্য কাহারও নিকট ব্যক্ত করিও না। তোমার ভয় কি? কৃষ্ণ যদি তোমার উপর অত্যাচার করিতে প্রস্তুত হন, তবে আমরা সকলেই তোমায় সাহায্য

হতে পিতরি দুঃখার্ত্তা সত্যভামা যশস্বিনী
প্রযযৌ রথমারুহ্য নগরং বারণাবতম্ ॥ ৬১
সত্যভামা তু তদ্বৃত্তং ভোজস্য শতধন্বনঃ।
ভর্ত্তুর্নিবেদ্য দুঃখার্ত্তা পার্শ্বস্থাশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ ॥৬২
পাণ্ডবানান্তু দগ্ধানাং হরিঃ কৃত্বোদকক্রিয়াম্।
কুল্যার্থে চৈব ভ্রাতৄণাং নিয়োজয়তি সাত্যকিম্
ততস্ত্বরিতমাগম্য দ্বারকাং মধুসূদনঃ।
পূর্ব্বজং হলিনং শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ ॥৬৪
হতঃ প্রসেনঃ সিংহেন সত্রাজিচ্ছতধন্বনা।
স্যমন্তকমহং মার্গে তস্য প্রহর হে প্রভো ॥৬৫
তদারোহ রথং শীঘ্রং ভোজং হত্বা মহাবলম্।
স্যমন্তকো মহাবাহো তদাস্মাকং ভবিষ্যতি ॥৬৬
ততঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধে তু তুমুলে ভোজকৃষ্ণয়োঃ
শতধন্বা ন চাক্রূরমবৈক্ষৎ সর্ব্বতো দিশি ॥৬৭
অনষ্টাশ্বাবরোহন্তু কৃত্বা ভোজজনার্দ্দনৌ।
শক্তোহপি সাধ্যাদ্দার্দ্দিক্যো নাক্রূরোহ-
ভ্যুপপদ্যত ॥৬৮
অপযানে ততো বুদ্ধিং ভূয়শ্চক্রে ভয়ার্দ্দিতঃ।
যোজনানাং শতং সাগ্রং যথা চ প্রত্যপদ্যত ॥
বিজ্ঞাতহৃদয়া নাম শতযোজনগামিনী।
ভোজস্য বড়বা দিব্যা যয়া কৃষ্ণমযোধয়ৎ ॥৭০
প্রবৃদ্ধবেগা বড়বা ত্বধ্বনাং শতযোজনম্।
দৃষ্ট্বা রথস্য তাং বৃদ্ধিং শতধন্বানমর্দ্দয়ৎ ॥ ৭১
ততস্তস্যা হয়ায়াস্তু শ্রমাৎ খেদাচ্চ বৈ দ্বিজাঃ।
খমুৎপেতুরথ প্রাণাঃ কৃষ্ণো রামমথাব্রবীৎ ॥
তিষ্ঠস্বেহ মহাবাহো দৃষ্টদোষা ময়া হয়া।
পদ্ভ্যাং গত্বা হরিষ্যামি মণিরত্নং স্যমন্তকম্ ॥

করিব। সমগ্র দ্বারকাপুরী এখন হইতে আমারই বশে থাকিবে। সন্দেহ নাই। এদিকে পিতার মৃত্যুতে যশস্বিনী সত্যভামা দুঃখিতা হইয়া রথারোহণে বারণাবত নগরে গমন করিলেন এবং শতধন্বার সেই নিষ্ঠুর কার্য্য ভর্ত্তার নিকট নিবেদন করিয়া দুঃখিত চিত্তে তদীয় পার্শ্বে থাকিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর হরি নিহত পাণ্ডবগণের উদকক্রিয়া সমাধা করিয়া সাত্যকিকে স্বীয় ভ্রাতৃস্থানে নিয়োগ-পূর্ব্বক দ্রুতগতি দ্বারকপুরে আগমন করিলেন- আসিয়া জ্যেষ্ঠ হলধরকে এই কথা বলিলেন যে, স্যমন্তকের জন্য সিংহ প্রসেনকে নিহত করিয়া ছিল এবং ইহারই জন্য শতধন্বা সত্রাজিৎকে নিহত করিয়াছে। এক্ষণে আমি স্যমন্তকের অনুসন্ধান করিতেছি। হে প্রভো। এজন্য আপনি শতধন্বাকে শাস্তি দানে প্রস্তুত হউন; রথারোহণ করুন করিয়া শতধন্বার নিধন কার্য্যে সাহায্য করুন। হে মহাবাহো। এইরূপ করিলেই স্যমন্তক তখন আপনাদের অধিকারে আসিবে। এই রূপ পরামর্শের পর ভোজ ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। শতধন্বা রণ ক্ষেত্রে কুত্রাপি অক্রূরকে দেখিতে পাইলেন না। ভোজ ও জনার্দ্দন উভয়েই অশ্বারোহণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অক্রূর পূর্ব্বে শতধন্বার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তিনি এ সময় তাঁহার সাহায্য করিতে পারিতেনও বটে, কিন্তু তাহা তিনি করিলেন না তখন শতধন্বা ভয়াকুল হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সঙ্কল্পমাত্র কার্য্য হইল। তাঁহার বিজ্ঞাতহৃদয়া নাম্নী শতযোজনগামিনী এক বড়বা ছিল। তাহারই সাহায্যে তিনি কৃষ্ণ সহ এতকাল যুদ্ধ করিতেছিলেন। ঐ বড়বা প্রবৃদ্ধবেগে শতধন্বাকে শতযোজন দূরে লইয়া গেল শত্রুপক্ষীয় বাহনের তথাবিধ বেগবৃদ্ধি দর্শনে কৃষ্ণ শতধন্বাকে নিগৃহীত করিবার উদ্যোগ করিলেন। ৫৮-৭১। হে দ্বিজগণ। এই সময় শ্রমহেতু প্রবল ধর্ম্ম নিঃসরণে শতধন্বার বড়বা প্রাণ পরিত্যাগ করিল। কৃষ্ণ তখন বলরামকে বলিলেন, হে মহাবাহো। আপনি এস্থানে অবস্থান করুন। আমি দেখিতে পাইয়াছি, শত্রুর ঘরড়া নিহত হইয়াছে। এক্ষণে পদব্রজে

পদ্ভ্যামেব ততো গত্বা শতধন্বানমচ্যুতঃ।
মিথিলাধিপতিং তং বৈ জঘান পরমাস্ত্রবিৎ ॥
স্যমন্তকং ন চাপশ্যদ্ধত্বা তেজং মহাবলম্
নিবৃত্তং চাব্রবীৎকৃষ্ণং রত্নং দেহীতি লাঙ্গলী ॥
নাস্তীতি কৃষ্ণশ্চোবাচ ততো রামো রুষান্বিতঃ
ধিক্‌শব্দমসকৃৎপূর্ব্বং প্রত্যুবাচ জনার্দ্দনম্ ॥ ৭৬
ভ্রাতৃত্বান্মর্ষয়াম্যেষ স্বস্তি তেঽস্তু ব্রজাম্যহম্।
কৃত্যং ন মে দ্বারকয়া ন ত্বয়া ন চ বৃষ্ণিভিঃ ॥
প্রবিবেশ ততো রামো মিথিলামরিমর্দ্দনঃ।
সর্ব্বকামৈরুপহৃতৈর্মৈথিলেনৈব পূজিতঃ ॥ ৭৮
এতস্মিন্নেব কালে তু বভ্রুর্মতিমতাং বরঃ।
নানারূপান্ ক্রতূন্ সর্ব্বানাজহার নিরর্গলান্ ॥
দীক্ষাময়ং সকবচং রক্ষার্থং প্রাবিবেশ হ।
স্যমন্তককৃতে রাজা গান্ধিপুত্রো মহাযশাঃ ॥ ৮০
অর্থান্ রত্নানি চাগ্র্যাণি দ্রব্যাণি বিবিধানি চ।
ষষ্টিবর্ষগতে কালে যজ্ঞেষু বিন্যযোজয়ৎ ॥ ৮১
অক্রূরযজ্ঞা ইত্যেতে খ্যাতাস্তস্য মহাত্মনঃ
বহ্বন্নদক্ষিণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বকামপ্রদায়িনঃ ॥ ৮২
অথ দুর্য্যোধনো রাজা গত্বাথ মিথিলাং প্রভুঃ ॥
গদাশিক্ষাং ততো দিব্যাং বলভদ্রাদবাপ্তবান্।
প্রসাদ্য তু ততো রামো বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথৈঃ।
আনীতো দ্বারকামেব কৃষ্ণেন মহাত্মনা ॥ ৮৪
অক্রূরস্ত্বন্ধকৈঃ সার্দ্ধমুপায়াৎ পুরুষর্ষভঃ।
যুদ্ধে হত্বা তু শত্রুঘ্নং সহ বভ্রুমতা বলী ॥ ৮৫
শ্বফল্কতনয়ায়াস্তু নরায়াং নরসত্তমৌ।
ভঙ্গকারস্য তনয়ৌ বিশ্রুতৌ সুমহাবলৌ ॥ ৮৬
জজ্ঞাতেঽন্ধকমুখ্যস্য শত্রুঘ্নো বভ্রুমাংশ্চ তৌ।
বধার্থং ভঙ্গকারস্য কৃষ্ণো ন প্রীতিমান্ ভবেৎ ॥
জ্ঞাতিভেদভয়াদ্ভীতস্তমুপেক্ষিতবাংস্তথা।
অপযাতে তথাক্রূরে নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ ॥ ৮৮

গমন করিয়াই মনিরত্ন স্যমন্তক লইয়া আইসি। এই বলিয়া পরমাস্ত্রবিৎ অচ্যুত পদব্রজেই গমন করিলেন- যাইয়া মিথিলাপতি শতধন্বাকে নিহত করিলেন। কিন্তু তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার নিকট স্যমন্তক মণি দেখিতে পাইলেন না। কৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলেন। হলায়ুধ তাঁহার নিকট স্যমন্তক মণি দেখিতে পাইলেন না। কৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলেন। হলায়ুধ তাঁহার নিকট মণি চাহিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, -মণি পাই নাই। তখন হলায়ুধ ক্রুদ্ধ হইলেন- হইয়া বারবার ধিক্কার দিয়া প্রত্যুত্তরে জনার্দ্দনকে বলিলেন, -তুমি ভাই বলিয়া তোমার এই কার্য্য আমি ক্ষমা করিলাম। তোমার মঙ্গল হউক। আমি অন্যত্র চলিলাম। দ্বারকায় আমার কাজ নাই। তোমার দ্বারা বা বৃষ্ণিগণ দ্বারাও আমার কোন প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া অরিন্দম বলরাম মিথিলা রাজ্যে প্রবেশ করিলেন সেখানে মিথিলাধপতি বিবিধ মনোজ্ঞ উপহার দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। এই সময় বুদ্ধিমান্ বভ্রু অর্থাৎ অক্রূর নানাবিধ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন। তিনি আত্ম রক্ষার্থ দীক্ষাময় কবচ ধারণ করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। স্যমন্তক মণির রক্ষার নিমিত্তও তাঁহার ঐরূপ রক্ষাকবচ ধারণের প্রয়োজন হইয়াছিল। তিনি ষষ্টি বর্ষ কাল যাবৎ বহু অর্থ, উত্তম উত্তম অন্ন ও নানাবিধ প্রচুর দ্রব্য যজ্ঞকার্য্যে নিয়োগ করিলেন বহু অন্ন ও বহু দক্ষিণান্বিত সর্ব্ব কামপ্রদ সেই যাজ্ঞ অক্রূরযজ্ঞ নামে বিখ্যাত হইল। রাজা দুর্য্যোধন এই সময় মিথিলায় গমন করেন। সেখানে গিয়া তিনি বলভদ্রের নিকট দিব্য গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন। বহুদিন পরে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া মহাত্মা কৃষ্ণের সাহায্যে বলরামকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। অক্রূর যুদ্ধে বভ্রুমান ও শত্রুঘ্নকে নিহত করিয়া অন্ধকগণ সহ দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন শত্রুঘ্ন ও বভ্রুমান্ ভঙ্গকারের পুত্র ছিলেন শ্বফল্কনন্দিনী নরার গর্ভে ভঙ্গকারের ঐ দুই বিখ্যাত মহাবল পুত্র উৎপন্ন হয়। অক্রূরের প্ররোচনায় শতধন্বা ভঙ্গকারকে নিহত করায়, কৃষ্ণ তৎপ্রতি প্রীত ছিলেন না তিনি জ্ঞাতিভেদ ভয়ে তৎকালে অক্রূরকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এক্ষণে অক্রূর আপনা হইতেই দ্বারকা পরিত্যাগ

অনাবৃষ্ট্যা হতং রাষ্ট্রমভবত্তবধ্যোদ্যতম্ ।
ততঃ প্রসাদয়ামাসুরক্রূরং কুকুরান্ধকাঃ ॥ ৮৯
পুনর্দ্বারবতীং প্রাপ্তে তদা দানপতৌ তথা ।
প্রববর্ষ সহস্রাক্ষঃ কুক্ষৌ জলনিধেস্ততঃ ॥ ৯০
কন্যাঞ্চ বাসুদেবায় স্বসারং শীলসম্মতাম্ ।
অক্রূরঃ প্রদদৌ শ্রীমান্ প্রীত্যর্থং যদুপুঙ্গবঃ ॥
অথ বিজ্ঞায় যোগেন কৃষ্ণো বভ্রুগতং মণিম্ ।
সভামধ্যে তদা প্রাহ তমক্রূরং জনার্দ্দনঃ ॥৯২
যচ্চ রত্নং মণিবরং তব হস্তগতং প্রভো ।
তৎপ্রযচ্ছস্ব মানার্হ বিমতিমত্র মা কৃথাঃ ॥৯৩
ষষ্টিবর্ষগতে কালে যদ্রোষোহভূত্তদা মম
সুসংরূঢ়ঃ সকৃৎ প্রাপ্তস্তৎকালাশ্রিতো যো মহান
ততঃ কৃষ্ণস্য বচনাৎ সর্ব্বসাত্বতসংসদি ।
প্রদদৌ তং মণিং বভ্রুরক্লেশেন মহামতিঃ ॥৯৫
তত আর্জবসম্প্রাপ্তবভ্রুহস্তাদরিন্দমঃ ।
দদৌ প্রহৃষ্টমনসা তং মণিং বভ্রবে পুনঃ ॥৯৬
স কৃষ্ণহস্তাৎ সম্প্রাপ্য মণিরত্নং স্যমন্তকম্ ।
আবধ্য গান্দিনীপুত্রো বিররাজাংশুমানিব ॥৯৭
ইমাং মিথ্যাভিশস্তিং যো বিশুদ্ধামপি চোত্তমাম্
বেদ মিথ্যাভিশস্তিং স ন প্রাপ্নোতি কথঞ্চন ॥
অনমিত্রাচ্ছিনির্জজ্ঞে কনিষ্ঠাদ্‌বৃষ্ণিনন্দনাৎ
সত্যবাক্ সত্যসম্পন্নঃ সত্যকস্তস্য চাত্মজঃ ॥৯৯
সাত্যকির্যুযুধানশ্চ তস্য ভূতিঃ সুতোহভবৎ ।
ভূতের্যুগন্ধরঃ পুত্র ইতি ভৌত্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
মাদ্র্যাঃসুতস্য জজ্ঞে তু সুতঃ পৃশ্নির্যুধাজিতঃ ।
জজ্ঞাতে তনয়ৌ পৃশ্নেঃ শ্বফল্কশ্চিত্রকশ্চ যঃ ॥
শ্বফল্কস্তু মহারাজো ধর্ম্মাত্মা যত্র বর্ত্ততে ।
নাস্তি ব্যাধিভয়ং তত্র ন চাবৃষ্টিভয়ং তথা ॥১০২
কদাচিৎ কাশিরাজস্য বিভোস্তু দ্বিজসত্তমাঃ ।
ত্রীণি বর্ষাণি বিষয়ে নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ ॥১০৩
স তত্র বাসয়ামাস শ্বফল্কং পরমার্চ্চিতম্ ।

করিয়া গেলেন। তাঁহার অপমানে এদিকে পাকশাসন বর্ষণে বিরত হইলেন। অনাবৃষ্টিবশে রাষ্ট্র নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। তখন কুকুর ও অন্ধকেরা অক্রূরকে পুনরায় দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। অক্রূর দ্বারকায় উপস্থিত হইলে সহস্রাক্ষ জলধিবক্ষে বারিবর্ষণ করিলেন। সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি হইল। শ্রীমান্ অক্রূর প্রীতির নিমিত্ত বাসুদেবের করে স্বীয় শীল-সম্পন্না ভগিনীকে সম্প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ যোগবলে অক্রূরের নিকট মণি আছে, বুঝিতে পারিয়া, একদিন সভামধ্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, –হে প্রভো! আপনার নিকট যে মণিবর স্যমন্তক আছে, তাহা আপনি অর্পণ করুন। হে মানার্হ ; আপনি এ সম্বন্ধে অমত করিবেন না। এই সুদীর্ঘ ষষ্টি বর্ষকাল যাবৎ আমার যে ক্রোধ সঞ্চিত হইয়াছে, আপনি একটুকু কালের জন্যও সে ক্রোধ প্রকাশের অবসর আমায় প্রদান করিবেন না। অনন্তর মহামতি অক্রূর কৃষ্ণের কথানুসারে সমস্ত সাত্বতগণের সমক্ষে সেই মণি অনায়াসে সমর্পণ করিলেন। অরিন্দম কৃষ্ণ সরলচেতা বভ্রুর নিকট হইতে সেইমণি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় হৃষ্টচিত্তে তাহাকেই অর্পণ করিলেন। গান্দিনীনন্দন অক্রূর কৃষ্ণের নিকট হইতে মণিরত্ন স্যমন্তক লাভ করিয়া অংশুমালীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি এই বিশুদ্ধ উত্তম মিথ্যাপ্রবাদের বিষয় পরিজ্ঞাত হয়, সে কদাচ মিথ্যা-প্রবাদগ্রস্ত হয় না। কনিষ্ঠ বৃষ্ণি নন্দন অনমিত্র হইতে শিনির জন্ম হয়, শিনির পুত্র সাত্যক ; ইনি সত্যবাক্ ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন সত্যাকার পুত্র সাত্যকি ; সাত্যকির অপর নাম যুযুধান; তৎপুত্র ভূতি; ভূতির পুত্র যুগন্ধর; যুগন্ধরের বংশধরেরা ভৌত্য নামে বিখ্যাত। ৭২-১০০। মাদ্রী নন্দন যুধাজিতের পৃশ্নি নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয় পৃশ্নির দুই পুত্র- শ্বফল্ক ও চিত্রক, ধর্ম্মাত্মা মহারাজ শ্বফল্ক যে দেশে বাস করিতেন, তথায় ব্যাধি বা অনাবৃষ্টি ভয় থাকিত না একদা কাশীরাজের রাজ্যে পাকশাসন তিন বর্ষ যাবৎ বৃষ্টি বিতরণ করেন নাই। তাহাতে কাশীরাজ পূজনীয় শ্বফল্ককে আনিয়া স্বীয় রাজ্যে

শ্বফল্কপরিবাসেন প্রাবর্ষৎ পাকশাসনঃ ॥ ১০৪
শ্বফল্কঃ কাশিরাজস্য সুতাং ভার্য্যামবিন্দত্ত তাম্
গান্দিনীং নাম গাং সা হি দদৌ বিপ্রায়
নিত্যশঃ ॥১০৫
সা মাতুরুদরস্থা বৈ বহূন্‌বর্ষশতান্‌ কিল।
বসতি স্ম ন বৈ জজ্ঞে গর্ভস্থাং তাং পিতাব্রবীৎ
জায়স্ব শীঘ্রং ভদ্রং তে কিমর্থঞ্চাপি তিষ্ঠসি।
প্রোবাচ চৈনং গর্ভস্থা সা কন্যা গোর্দিনে দিনে
যদি দদ্যা তদা বাং হি যদি স্যামীহতাং পিতঃ
তথেত্যুবাচ তাং তস্যাঃ পিতা কামপুপূরৎ ॥
দাতা যজ্বা চ শূরশ্চ শ্রুতবানতিথিপ্রিয়ঃ।
তস্যাঃ পুত্রঃ স্মৃতোহক্রূরঃ শ্বাফল্কো ভূরিদক্ষিণঃ
উপমদ্গুস্তথা মদ্গুর্মৃদুরশ্চারিমেজয়ঃ।
গিরিরক্ষস্ততো যক্ষঃ শত্রুঘ্নো বারিমর্দ্দনঃ ॥১১০
ধর্ম্মভৃচ্চ শৃষ্টিচয়ো বর্ণমোচস্তথাপরঃ।

আবাহপ্রতিবাহৌ চ বসুদেবা বরাঙ্গনা ॥ ১১১
অক্রূরাদুগ্রসেন্যাস্তু সুতৌ দ্বৌ কুলনন্দিনৌ
দেববানুপদেবশ্চ জজ্ঞাতে দেবসন্নিভৌ ॥ ১১২
চিত্রকস্যাভবন্‌ পুত্রাঃ পৃথুর্বিপৃথুরেব চ।
অশ্বগ্রীবোহশ্ববাহশ্চ সুপার্শ্বকগবেষণৌ ॥ ১১৩
অরিষ্টনেমিরশ্বশ্চ সুধর্ম্মা চর্ম্মবর্ম্মভৃৎ।
অভূমির্বহুভূমিশ্চ শ্রবিষ্ঠাশ্রবণে স্ত্রিয়ৌ ॥ ১১৪
সত্যকাৎ কাশিদুহিতা লেভে সা চতুরঃ সুতান্‌
ককুদং ভজমানঞ্চ শমীকম্বলবর্হিষৌ ॥ ১১৫
ককুদস্য সুতো বৃষ্টির্বৃষ্টেস্তু তনয়োহভবৎ।
কপোতরোমা তস্যাথ রেবতোহভবদাত্মজঃ ॥
তস্যাসীত্তুম্বুরুসখা বিদ্বান্‌ পুত্রোহভবৎ কিল
খ্যায়তে যস্য নাম্না স চন্দনোদকদুন্দুভিঃ ॥ ১১৭
তস্মাচ্চাভিজিতঃ পুত্র উৎপন্নস্তু পুনর্ব্বসুঃ।
অশ্বমেধন্তু পুত্রার্থে আজহার নরোত্তমঃ ॥ ১১৮
তস্য মধ্যেহতিরাত্রস্য সদোমধ্যাৎ সমুত্থিতঃ
ততস্তু বিদ্বান্‌ ধর্ম্মজ্ঞো দাতা যজ্বা পুনর্ব্বসুঃ ॥

বাস করায়। শ্বফল্কের বাসনিবন্ধন পাকশাসন সে রাজ্যে বর্ষণ করেন। শ্বফল্ক কাশীরাজনন্দিনী অনিন্দিতা গান্দিনীর পাণিগ্রহণ করেন। গান্দিনী নিত্য নিত্য ব্রাহ্মণদিগকে গো দান করিতেন। তিনি বহুবর্ষ যাবৎ মাতার উদরে বাস করিয়াছিলেন। গান্দিনী গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ না হওয়ায় গান্দিনীর পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, -ওহে গর্ভস্থ সন্তান! তুমি শীঘ্র ভূমিষ্ঠ হও, তোমার মঙ্গল হউক। কেন তুমি এতকাল গর্ভে রহিয়াছ? তখন গান্দিনী গর্ভে থাকিয়াই পিতাকে বলিয়াছিলেন- পিতঃ! আপনি যদি নিত্য নিত্য গো দান করেন, তাহা হইলেই আমি জন্ম গ্রহণ করিতে পারি। পিতা 'তথাস্তু' বাক্যে গর্ভস্থ কন্যার কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। গান্দিনী শ্বফল্ক হইতে ভূরিদক্ষিণ অক্রূরকে প্রসব করেন। অক্রূর-দাতা, যজ্বা, শূর, শ্রুতশীল ও অতিথি প্রিয় ছিলেন। অক্রূর ব্যতীত গান্দিনীর আও কতিপয় পুত্র উৎপন্ন হয়; তাহাদের নাম- উপমদ্গু, মদ্গু, মৃদু, অরিমেজয়, গিরিরক্ষ, যক্ষ, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মভৃৎ, সৃষ্টিচয়, বর্ণমোচ, আবহ ও প্রতিবাহ। অক্রূর হইতে উগ্রসেনীর গর্ভে দুই দেবসন্নিভ কুলনন্দন পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম দেব ও অনুদেব। চিত্রক হইতে কতিপয় পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাহার পুত্রগণের নাম- পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহ, সুপার্শ্বক, গবেষণ, অরিষ্টনেমি, আশ্ব, সুধর্ম্মা, ও চর্ম্ম-বর্ম্মভৃৎ এবং কন্যাগণের নাম- অভূমি, বহুভূমি, শ্রবিষ্ঠা, শ্রবণা। কাশীদুহিতা সত্যক হইতে চারিটি পুত্র লাভ করেন। তাহাদের নাম- ককুদ, ভজমান, শমী ও কম্বলবর্হিঃ। ১০১-১১৫। ককুদের পুত্র- বৃষ্টি, তৎপুত্র কপোতরোমা, তৎপুত্র রেবত, তৎপুত্র বিদ্বান; ইনিই তুম্বুরুর সখা ছিলেন। ইহাঁর নামেই চন্দনোদক দুন্দুভি খ্যাতি লাভ করেন। ইহাঁর পুত্র অভিজিৎ; তৎপুত্র পুনর্ব্বসু; পুনর্ব্বসুর পিতা পুত্রলাভার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞবেদির মধ্য হইতেই পুনর্ব্বসু উৎপন্ন হন। এইজন্য তিনি বিদ্বান,

তস্যাপি পুত্রমিথুনং বাহুবাণাজিতঃ কিল।
আহুকশ্চাহুকী চৈব খ্যাতৌ মতিমতাং বরৌ ॥
ইমাংশ্চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকান্ প্রতি তমাহুকম্
সোপাসঙ্গানুকর্ষাণাং সধ্বজানাং বরূথিনাম্ ॥
রথানাং মেঘঘোষাণাং সহস্রাণি দশৈব তু
নাসত্যবাদী ন্যাযজ্বা নাসহস্রদঃ ॥ ১২২
নাশুচির্নাপ্যধর্ম্মাত্মা নাবিদ্বান্ন কৃশোহভবৎ।
আহুকস্য ধৃতিঃ পুত্র ইত্যেবমনুশুশ্রুম ॥ ১২৪
শ্বেতেন পরিচারেণ কিশোরপ্রতিমান হয়ান্ ॥
অশীতিমশ্বনিযুতান্যাহুকপ্রতিযোহব্রজৎ ॥ ১২৪
পূর্ব্বস্যাং দিশি নাগানাং ভোজস্য প্রতিমো-
হভবৎ।
রূপ্যকাঞ্চনকক্ষাণাং সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ ॥
তাবন্ত্যেব সহস্রাণি উত্তরস্যাং তথা দিশি।
ভূমিপালস্য ভোজস্য উত্তিষ্ঠেৎ কিঙ্কিনী কিল ॥
আহুকশ্চাহুকাক্ষায় স্বসারং ত্বাহুকীং দদৌ।
আহুকাক্ষস্য দুহিতা দ্বৌ পুত্রৌ সম্বভূবতুঃ ॥
দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ দেবগর্ভসমাবুভৌ।
দেবকস্য সুতা বীরা জজ্ঞিরে ত্রিদশোপমাঃ ॥
দেবানামপি দেবশ্চ সুদেবো দেবরক্ষিতা।
তেষাং স্বসারঃ সপ্তাসন্ বসুদেবায় তাং দদৌ
বৃকদেবোপদেবা চ তথান্যা দেবরক্ষিতা।
শ্রীদেবা শান্তিদেবা চ মহাদেবা তথাপরা ॥
সপ্তমী দেবকী তাসাং সুনামা চারুদর্শনা।
নবোগ্রসেনস্য সুতাঃ কংসস্তেষাস্তু পূর্ব্বজঃ ॥
ন্যগ্রোধশ্চ সুনামা চ কঙ্কশঙ্কুশ্চ ভূময়ঃ।
সুতনূ রাষ্ট্রপালশ্চ যুদ্ধদুষ্টঃ সুপুষ্টিমান্ ॥ ১৩২
তেষাং স্বসারঃ পঞ্চৈব কর্ম্মধর্ম্মবতী তথা।
শতাংকুরাষ্ট্রপালা চ কহ্বা চৈব বরাঙ্গনা ॥ ১৩৩
উগ্রসেনো মহাপত্যো বিখ্যাতঃ কুকুরোদ্ভবঃ।
কুকুরাণামিমং বংশং ধারয়ন্নমিতৌজসাম্।

ধার্ম্মিক, দাতা ও যজ্বা হইয়াছিলেন। তাঁহার যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহাদের মধ্যে পুত্রের নাম আহুক এবং কন্যার নাম আহুকী। এই দুই যমজ পুত্র বিলক্ষন বুদ্ধিসম্পন্ন ও খ্যাতিযুক্ত ছিলেন। আহুককে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণ এইরূপ শ্লোক কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, আহুক এক নিযুত অশীতি অশ্বারোহী ও মেঘনির্ঘোষী দশসহস্র রথ দ্বারা পরিবৃত হইয়া যুদ্ধাভিযান করিতেন। ইহার সমস্ত অশ্বই বলিষ্ঠ ও শ্বেত পরিচ্ছদে পরিবৃত ছিল। ইহার বংশে এমন কেহই জন্মে নাই, যিনি সত্যবাদী, যাগশীল, ভূরিপ্রদ, শুচি, ধর্ম্মাত্মা, বিদ্বান্ বা অকৃশ ছিলেন না। আহুক একবিংশতি সহস্র রথী সৈন্য সহ পূর্ব্বদিকস্থিত ভোজরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন; তাঁহার আদেশে অনেকে বহু সহস্র ধ্বজধারী রথী ও পদাতি সৈন্য লইয়া রৌপ্য-কাঞ্চন-কক্ষময় একবিংশতি সহস্র গজ সৈন্য সমভিব্যাহারে উত্তর দিকে অভিযান করিয়াছিলেন। আমাদের শুনা আছে, আহুকের ধৃতি নামে এক পুত্র হয়। আহুক তদীয় ভগিনী আহুকীকে আহুকাক্ষের করে সম্প্রদান করেন। আহুকাক্ষের এক কন্যা এবং দুই পুত্র উৎপন্ন হয়, পুত্রদ্বয়ের মধ্যে এক পুত্রের নাম দেবক এবং অপরের নাম উগ্রসেন। উভয় পুত্রই দেবগর্ভাভ। দেবকের তিনটি দেবোপম বীর পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম- দেবদেব, সুদেব ও দেবরক্ষিতা তাহাদের সাতটী ভগিনী, সাতটীকেই বসুদেবের করে সম্প্রদান করা হয়। ঐ ভগিনীদের নাম- বৃকদেবা, উপদেবা, দেবরক্ষিতা, শ্রীদেবা, শান্তি দেবা, মহাদেবা ও দেবকী। দেবকী চারুদর্শনা ও সুগৃহীতনাম্নী ছিলেন। উগ্র সেনের নয় পুত্র; কংস তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ। তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণের নাম-ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্কশঙ্কু, ভূময়, সতনু, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধদুষ্ট ও সুপুষ্টিমান। ১১৬- ১৩২ ইহাদের পাঁচটি ভগ্নী; তাহাদের নাম- কর্ম্মবতী, ধর্ম্মবতী, শতঙ্কু, রাষ্ট্রপালা ও বরাঙ্গনা কহ্বা। উগ্রসেন একজন বিশিষ্ট সন্তান-সন্ততি- সম্পন্ন কুকুরবংশীয় প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। মানব এই অমিততেজা কুকুরদিগের বংশ-বিবরণ

আত্মনো বিপুলং বংশং প্রজাবংশ্চ ভবেন্নরঃ
ভজমানস্য পুত্রস্তু রথিমুখ্যো বিদূরথঃ।
রাজ্যাধিদেবঃ শূরশ্চ বিদূরশ্চ সুতোঽভবৎ ॥
তস্য শূরস্য তু সুতা জজ্ঞিরে বলবত্তরাঃ।
বাতশ্চৈব নিবাতশ্চ শোণিতঃ শ্বেতবাহনঃ ॥
শমী চ গদবর্ম্মা চ নিদাতঃ শত্রুশত্রুজিৎ।
শমীপুত্রঃ প্রতিক্ষিত্রঃ প্রতিক্ষিত্রস্য চাত্মজঃ ॥
স্বয়ম্ভোজঃ স্বয়ম্ভোজাদ্ধৃদিকঃ সম্বভুব হ।
হৃদিকস্য সুতাস্ত্বাসন্ দশ ভীমপরাক্রমাঃ ॥ ১৩৮
কৃতবর্ম্মা কৃতস্তেষাং শতধন্বা তু মধ্যমঃ।
দেবার্হশ্চ বনার্হশ্চ ভিষগ্দ্বৈতরথশ্চ যঃ ॥ ১৩৯
সুদান্তশ্চ ধিয়ান্তশ্চ নকবান্ কনকোদ্ভবঃ।
দেবার্হস্য সুতো বিদ্বাঞ্জজ্ঞে কম্বলবর্হিষঃ ॥ ১৪০
অসমৌজাঃ সুতস্তস্য সুসমৌজাশ্চ বিশ্রুতঃ।
অজাতপুত্রায় ততঃ প্রদদাবসমৌজসে।
সুদংষ্ট্রঞ্চ সুরূপঞ্চ কৃষ্ণ ইত্যন্ধকাঃ স্মৃতাঃ ॥
অন্ধকানামিমং বংশং কীর্ত্তয়ানস্তু নিত্যশঃ।

আত্মনো বিপুলং বংশং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
অশ্মক্যাং জনয়ামাস শূরো বৈ দেবমীঢ়ুষম।
মাষ্যাং তু জনয়ামাস শূরো বৈ দেবমাহিষম্ ॥
ভাষ্যাং তু জজ্ঞিরে শূরাদ্ভোজায়াং পুরুষা দশ
বসুদেবো মহাবাহুঃ পূর্ব্বমানকদুন্দুভিঃ ॥ ১৪৪
জজ্ঞে তস্য প্রসূতস্য দুন্দুভিঃ প্রাণদদ্দিবি।
আনকানাঞ্চ সংহ্রাদঃ সুমহানভবদ্দিবি ॥ ১৪৫
পপাত পুষ্পবর্ষঞ্চ শূরস্য ভবনে মহৎ।
মনুষ্যলোকে কৃৎস্নেঽপি রূপে নাস্তি সমো ভুবি
যস্যাসীৎ পুরুষাগ্র্যস্য কীর্ত্তিচন্দ্রমসো যথা।
দেবভাগস্ততো জজ্ঞে ততো দেবশ্রবাঃ পুনঃ ॥
অনাবৃষ্টিকরশ্চৈব নন্দনশ্চৈব ভূঞ্জিনঃ।
শ্যামঃ শমীকো গণ্ডুষশ্চত্বারস্তু বরাঙ্গনাঃ ॥
পৃথা চ শ্রুতবেদা চ শ্রুতকীর্ত্তিঃ শ্রুতশ্রবা।
রাজাধিদেবী চ তথা পঞ্চৈতা বীরমাতরঃ ॥১৪৭

যদকুলের কীর্ত্তন করিলে প্রজাবান্ হইয়া আপনার বিপুল বংশ বিস্তার করিতে পারে। ভজমানের পুত্র রথিশ্রেষ্ঠ বিদূরথ; তাঁহার তিন পুত্র; নাম-রাজ্যাধিদেব, শূর ও বিদূর। তন্মধ্যে শূরের কতিপয় বল বীর্য্য সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম- বাত, নিবাত, শোণিত, শ্বেতবাহন, শমী, গদবর্ম্মা, নিদাত ও শত্রু-শত্রুজিৎ। ইহাঁদের মধ্যে শমীর পুত্র প্রতিক্ষিত্র; তৎপুত্র স্বায়ম্ভোজ; তৎপুত্র হৃদিক। হৃদিকের দশজন ভীমপরাক্রম পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম কৃতবর্ম্মা, কৃত, শতধন্বা, দেবার্হ, বনার্হ, ভিষক্, দ্বৈরথ, সুদান্ত, ধিয়ান্ত, নকবান্ ও কনকধর। ইহাঁদের মধ্যে দেবার্হের কম্বলবর্হি নামে এক বিদ্বান্ পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহার দুই পুত্র; নাম অসমৌজা ও বিখ্যাত সুসমৌজা। অসমৌজা অপুত্রক ছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে সুদংষ্ট্র ও সুরূপ নামে দুইটি বালক অর্পণ করেন। এই বংশীয়গণই অন্ধক নামে বিখ্যাত। অন্ধকদিগের এই বংশবৃত্তান্ত নিত্য যে ব্যক্তি কীর্ত্তন করে, সে নিশ্চয়ই নিজের বিপুল বংশ লাভ করিতে পারে। শূর হইতে অশ্মকীর গর্ভে দেবমীঢ়ুষ, মাষীর গর্ভে দেবমানুষ এবং ভোজনন্দিনী ভাষীর গর্ভে বসুদেবাদি দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। এই মহাবাহু বসুদেবই পূর্ব্বে আনকদুন্দুভি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহাঁর জন্মকালীন স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইয়াছিল এবং আনকসমূহেরও মহান্ নিনাদ্ উত্থিত হইয়াছিল; এইজন্য ইনি ঐ নামে খ্যাতি লাভ করেন। বসুদেব জন্মিবা মাত্র শূরের ভবনে সুমহৎ পুষ্প বর্ষণ হয়। সমগ্র মনুষ্য লোকে তাঁহার ন্যায় রূপবান্ কেহই ছিল না। ১৩৩-১৪৬। সেই পুরুষপ্রবরের কীর্ত্তিচন্দ্র রশ্মির ন্যায় নির্ম্মলরূপে বিস্তার পাইয়াছিল। বসুদেবের পর দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, নন্দন, ভুঞ্জিন, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডুষ প্রভৃতি শূর পুত্রগণ প্রাদুর্ভূত হন। ইহাদের চারিটি বরাঙ্গনা ভগিনী ছিলেন। নাম -পৃথা, শ্রুতবেদা, শ্রুতকীর্ত্তি ও শ্রুতশ্রবা। ইহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠা ভগিনীর নাম

পৃথাং দুহিতরং চক্রে কুন্তিস্তাং পাণ্ডুরাবহৎ।
অনপত্যায় বৃদ্ধায় কুন্তিভোজায় তাং দদৌ।
তস্মাৎ কুন্তীতি বিখ্যাতা কুন্তিভোজাত্মজা তথ।
কুরুবীরঃ পাণ্ডুমুখ্যস্তস্যাস্তার্য্যমবিন্দত।।
পৃথা জজ্ঞে ততঃ পুত্রাংস্ত্রীনগ্নিসমতেজসঃ।
লোকেঽপ্রতি রথান্বীরাং শক্রতুল্যপরাক্রমান।
ধর্ম্মাদ্‌যুধিষ্ঠিরং পুত্রং মারুতাচ্চ বৃকোদরম্।
ইন্দ্রাদ্ধনঞ্জয়ঞ্চৈব পৃথা পুত্রানজীজনৎ।।
মদ্রবত্যাং তু জনিতাবাশ্বিনবিতি বিশ্রুতম
নকুলঃ সহদেবশ্চ রূপসত্ত্বগুণান্বিতৌ ১৫৪
জজ্ঞে চ শ্রুতদেবায়াং তনয়ো বৃদ্ধশর্ম্মণঃ।
করুষাধিপতির্বীরো দন্তবক্রো মহাবলঃ ১৫৫
কৈকেয্যাং শ্রুতকীর্ত্ত্যাং তু জজ্ঞে সন্তর্দ্দনঃ পুনঃ
চেকিতানবৃহৎক্ষত্রৌ তথৈবান্যৌ মহাবলৌ।।
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ ভ্রাতরৌ সুমহাবলৌ।
শ্রুতশ্রবায়াং চৈদ্যস্তু শিশুপালো বভূব হ।।১৫৭
দমঘোষস্য রাজর্ষেঃ পুত্রো বিখ্যাতপৌরুষঃ
যঃ পুরাসীদ্দশগ্রীবঃ সমস্তুবারিমর্দ্দনঃ।।১৫৮
ঘটশ্রবানুজস্তস্য রুজকন্যানুজস্তথা।
পত্ন্যস্তু বসুদেবস্য ত্রয়োদশ বরাঙ্গনাঃ। ১৫৯
পৌরবী রোহিণী চৈব মদিরা চাপরা তথা
তথৈব ভদ্রা বৈশাখী দেবকী সপ্তমী তথা।।
সুগন্ধির্বনরাজী চ দ্বে চান্যে পরিচারিকে
রৌহিণী পৌরবী চৈভব বাহ্লীকস্যাত্মজাতবৎ।
জ্যেষ্ঠা পত্নী মহাভাগা দয়িতানকদুন্দুভেঃ।।
জ্যেষ্ঠং লেভে সুতং রামং সারণং নিশঠং তথা।।১৬২
দুর্দ্দমং দমনং ভদ্রং পিণ্ডারককুশীতকৌ
চিত্রাং নাম কুমারীঞ্চ রোহিণ্যষ্টৌ ব্যজায়ত।।

রাজাধিদেবী সম্মিতে এই পঞ্চ ভগিনীই বীর প্রসবিণী ছিলেন। কুন্তীরাজ পৃথাকে দুহিতৃত্বে গ্রহণ করেন। রাজা পাণ্ডু তাঁহার পাণিপীড়ন করেন। বৃদ্ধ রাজা কুন্তীভোজ অনপত্য ছিলেন। তাই তাঁহাকে পৃথা কন্যা অর্পিত হয় এবং এই জন্যই ঐ কুন্তীভোজ-নন্দিনী পৃথা পরবর্ত্তীকালে কুন্তী নামে খ্যাতি লাভ করেন। কুরুবীর পাণ্ডু রাজা এই কুন্তীভোজের নিকট হইতে কুন্তীকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পৃথার গর্ভে ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্র হইতে যথা ক্রমে যুধিষ্ঠির, বৃকোদর ও ধনঞ্জ নামে তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। এই তিন পুত্রই অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, অপ্রতিম বীর্য্যশালী ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী ছিলেন। শুনিয়াছি, অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে মদ্রবতীর গর্ভে নকুল ও সহদেব নামে রাজা পাণ্ডুর আরও দুইটী রূপ—গুণ-বলশালী ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। বৃদ্ধশর্ম্মার ঔরসে শ্রুতদেবার গর্ভে করূষাধিপতি মহাবল দন্তবক্র জন্মগ্রহণ করেন। কেকয়রাজ-মহিষী শ্রুতকীর্ত্তির গর্ভে সন্তর্দ্দন, চেকিতান, বৃহৎক্ষত্র এবং বিন্দ ও অনুবিন্দ নামে অন্য দুই মহাবল পুত্র উৎপন্ন হয়। এই শেষোক্ত পুত্রদ্বয় অবন্তীদেশে রাজ্য করিতেন বলিয়া আবন্ত্য নামে খ্যাতি লাভ করেন। শ্রুতশ্রবার গর্ভে চেদিপতি শিশুপাল প্রাদুর্ভূত হন। ইনি রাজর্ষি দম ঘোষের বিখ্যাতবীর্য্য পুত্র ছিলেন। এই শিশুপালই পূর্ব্ব জন্মে অরিন্দম দশগ্রীব হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ উহার অনুজ হয়। পূর্ব্বে যে বসুদেবের কথা বলিয়াছি, ত্রয়োদশ জন বরবর্ণিনী তাঁহার পত্নী ছিলেন, তাঁহাদের নাম পৌরবী, রোহিণী, মদিরা, ভদ্রা, বৈশাখী, ও দেবকী প্রভৃতি। সুগন্ধা এবং বনরাজি নাম্নী দুইটী রমণী ইহাদের পরিচারিকা ছিল। রোহিণী পৌরবী বাহ্লীকের আত্মজা ছিলেন। ১৪৭-১৬১। এই সকল পত্নীর মধ্যে মহাভাগ্যবতী জ্যেষ্ঠা পত্নীরোহিণীই বসুদেবের প্রিয়তমা; ইহারই গর্ভে বলরাম, সারণ, নিশঠ, দুর্দ্দম, দমন, শুভ্র, পিণ্ডারক ও কুশীদক নামক আট পুত্র এবং চিত্রা নাম্নী এক কুমারী জন্মগ্রহণ করে। বসুদেব হইতে রোহিণী

পৌত্রৌ রামস্য যজ্ঞাতে বিখ্যাতৌ নিশি
তোৎসুকৌ।
পার্শ্বী চ পার্শ্বনন্দী চ শিতঃ সত্যধৃতিস্তথা॥ ১৬৪
মন্দবাহ্যোহথ রামাণগিরিকৌ গির এব চ।
শুক্লগুল্মেতি গুল্মশ্চ দরিদ্রান্তক এব চ।।
কুমার্য্যশ্চাপি পঞ্চাদ্যা নামতস্তা নিবোধত
অর্চ্চিষ্মতী সুনন্দা চ সুরসা সুবচাস্তথা।।
তথা শতবলা চৈব সারণস্য সুতাস্ত্বিমে।
ভদ্রাশ্বো ভদ্রগুপ্তিশ্চ ভদ্রবিদ্যস্তথৈব চ।।
ভদ্রবাহুর্ভদ্ররথো ভদ্রকল্পস্তথৈব চ।
সুপার্শ্বকঃ কীর্ত্তিমাংশ্চ রোহিতাশ্বশ্চ ভদ্রজঃ।
দুর্ম্মদশ্চাভিভূতশ্চ রোহিণ্যাঃ কুলজাঃ স্মৃতাঃ
নন্দোপনন্দৌ মিত্রশ্চ কুক্ষিমিত্রস্তথা চলঃ।
চিত্রোপচিত্রে কন্যে চ স্থিতঃ পুষ্টিরথাপরঃ।
মদিরায়াঃ সুতা হ্যেতে সুদেবোহথ বিজজ্ঞিরে
উপবিম্বোহথ বিম্বশ্চ সত্ত্বদন্তমহৌজসৌ।
চত্বার এতে বিখ্যাতা ভদ্রাপুত্রা মহাবলাঃ।
বৈশাখ্যাং সমদাচ্ছৌরিঃ পুত্রং কৌশিকমুত্তম্

দেবক্যাং জজ্ঞিরে শৌরেঃ সুষেণঃ কীর্ত্তিমানপি
তনায়ী ভদ্রসেনশ্চ যজুদায়শ্চ পঞ্চমঃ।
ষষ্ঠো ভদ্রবিদেকশ্চ কংসঃ সর্ব্বাঞ্জঘান্ তান্।
অথ তস্যামবস্থায়ামায়ুষ্মান্ সম্বভূব হ।
লোকনাথঃ পুনর্বিষ্ণুঃ পূর্ব্বকৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।
অনুজাতাস্তবং কৃষ্ণা সুভদ্রা ভদ্রভাষিণী।
কৃষ্ণা সুভদ্রেতি পুনর্ব্যাখ্যাতা বৃষ্ণিনন্দিনী।
সুভদ্রায়াং রথী পার্থাদভিমন্যুরজায়ত।
বসুদেবস্য ভার্য্যাসু মহাভাগাসু সপ্তসু।
যে পুত্রা জজ্ঞিরে শূরা নামতস্তান্নিবোধত।।
অতোহস্য সহদেবায়াং শূরো জজ্ঞে ভয়াসখঃ।
শার্ঙ্গদেবাজনস্তম্বং শৌরী জজ্ঞে কুলোদ্বহম।।
উপসঙ্গং বসুঞ্চাপি তনয়ৌ দেবরক্ষিতৌ
এবং দশ সুতাস্তস্য কংসস্তানপ্যঘাতয়ৎ।।
বিজয়ং রোচনঞ্চৈব বর্দ্ধমানং তথৈব চ।।
এতান সর্ব্বান মহাভাগানুপদেবা ব্যজায়ত।
অগাহঞ্চ মহাত্মানং বৃকদেবী ব্যজায়ত।

এই সকল পুত্র-কন্যার জননী হন। বলরামের নিশিত ও উৎসুক নামে দুই জন বিখ্যাত পুত্র উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আরও কতিপয় পুত্র ও পাঁচটী কন্যা জন্মিয়াছিল। ঐ পুত্রগণের নাম—পার্শ্বী, পার্শ্বনন্দী, শিত, সত্ত্বধৃতি, মন্দবাহ্য, রামাণ, গিরিক, গির, শুক্লগুল্ম, গুল্ম ও দরিদ্রান্তক। তাঁহার কন্যাগণের নাম শ্রবণ করুন; যথা—অর্চ্চিষ্মতী, সুনন্দা, সুরসা, সুবচা ও শতবলা। বলরামের কনিষ্ঠ সারণের পুত্রগণ; যথা—ভদ্রাশ্ব, ভদ্রগুপ্তি, ভদ্রবিদ্য, ভদ্রবাহু, ভদ্ররথ, ভদ্রকল্প, সুপার্শ্ব, কীর্ত্তিমান, রোহিতাশ্ব, ভদ্রজ, দুর্ম্মদ ও অভিভূত। এই সকলই রোহিণীর কুলজ বলিয়া বিখ্যাত। নন্দ, উপনন্দ, মিত্র, কুক্ষিমিত্র, চল, পুষ্টি ও সুদেব নামক পুত্রগণ এবং চিত্রা ও উপচিত্রা নাম্নী কন্যাদ্বয় মদিরা হইতে উৎপন্ন। উপবিম্ব, বিম্ব, সত্ত্বদন্ত ও মহৌজা এই চারিজন মহাবল পুত্র, ভদ্রার গর্ভজাত বলিয়া বিখ্যাত। বৈশাখী নাম্নী পত্নীর গর্ভে বসুদেব একটী মাত্র উত্তম পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ পুত্রের নাম কৌশিক। বসুদেব হইতে দেবকীর গর্ভে সুষেণ, কীর্ত্তিমান, তনায়ী, ভদ্রসেন, যজুদায় ও ভদ্রবিৎ নামে ছয় পুত্র উৎপন্ন হয়। কংস এই ছয় জনকেই নিহত করে। অনন্তর ঐ সময় লোকনাথ বিষ্ণু দেবকীর উদরে আবির্ভূত হন। ভদ্রভাষিণী সুভদ্রা ইহাঁর অনুজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। এই বৃষ্ণিনন্দিনী সুভদ্রা কৃষ্ণা নামেও পরিচিতা ছিলেন। ১৬২-১৮৪। পার্থ হইতে সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। মহাভাগ্যবতী সপ্ত বসুদেবপত্নীর গর্ভে আরও যে সকল বীর পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের নাম সকল শ্রবণ করুন—বসুদেবপত্নী সহদেবার গর্ভে বীর ভয়াসখ, শার্ঙ্গদেবার গর্ভে স্তম্ব, সৌরীর গর্ভে কুলোদ্বহ, দেবরক্ষিতার গর্ভে উপসঙ্গ ও বসু, উপদেবার উদরে বিজয়, রোচন ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি মহাভাগ্য পুত্রগণ এবং বৃকদেবীর গর্ভে

আগাহী চ স্বশা চৈব সুরূপা শিশিরায়ণী।
সপ্তমং দেবকী পুত্রং সুনাসা সুষুবে স্তুবম্।
গবেষণং মহাভাগং সংগ্রামে চিত্রযোধিনম্।।
শ্রাদ্ধদেবং পুরা যেন বনং বিরেচিতং দ্বিজাঃ
শৈব্যায়াঽদধাচ্ছৌরিঃ পুত্রং কৌশিকমব্যয়ম্।।
সুগন্ধী বনরাজী চ শৌরেরন্যাং পরিগ্রহঃ।
পুণ্ড্রশ্চ কপিলশ্চৈব বসুদেবাত্মজৌ হি তৌ।
তয়ো রাজাভবৎ পুণ্ড্রঃ কপিলস্তু বনং যযৌ
তস্যাং সমভবদ্বীরো বসুদেবাত্মজো বলী।
রাজা নাম নিষাদোঽসৌ প্রথমঃ স ধনুর্দ্ধরঃ।।
বিখ্যাতো দেবরাতস্য মহাভাগঃ সুতোঽভবৎ
পণ্ডিতানাং মতং প্রাহুর্দেবশ্রবসমুদ্ভবম্।
অশ্মক্যাং লভতে পুত্রমনাধৃষ্টিং যশস্বিনম্
নিবর্ত্তেঃ শত্রুশত্রুঘ্নং শ্রাদ্ধদেবং মহাবলম্।।১৮৬
অজায়ত শ্রাদ্ধদেবো নিষধাদির্বতঃ কৃত।
একলব্যো মহাবীর্য্যো নিষাদৈঃ পরিবর্দ্ধিত।
গণ্ডূষায়ানপত্যায় কৃষ্ণস্তুষ্টোঽদদাৎ সুতৌ।
চারুদেষ্ণঞ্চ শাম্বঞ্চ কৃতাস্ত্রৌ শুভলক্ষণৌ।।
তন্তিজস্তন্তিপালশ্চ স্বপুত্রৌ কনকস্য তু।
বত্রাবনেত্রপুত্রায় বসুদেবঃ প্রতাপবান।
সৌতির্দদৌ সুতং বীরং শৌরিং কৌশিকমেব চ
তপাশ্চ কোধনুশ্চৈব বিরজাঃ শ্যামসৃঞ্জিমৌ।
অনপত্যোঽভবচ্ছ্যামঃ শ্য মকস্তু বনং যযৌ।
জুগুপ্সমানো ভোজত্বং রাজর্ষিত্বমবাপ্নুয়াৎ।।
য ইদং জন্ম কৃষ্ণস্য পঠেত নিয়তব্রতঃ।
শ্রাবয়েদ্ ব্রাহ্মণশ্চাপি সুমহৎ সুখমাপ্নুয়াৎ।।
দেবদেবো মহাতেজাঃ পূর্ব্বং কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ
বিহারার্থং মনুষ্যেষু জজ্ঞে নারায়ণঃ প্রভুঃ।
দেবক্যাং বসুদেবেন তপসা পুষ্করেক্ষণঃ।

মহাত্মা গবেষণং জন্ম গ্রহণ করেন। এই বৃকদেবীর নামান্তর আগাহি, সুরূপা ও শিশিরায়ণী। গবেষণ নামে একবিচিত্রযোধী মহাভাগ পুত্র দেবকীর গর্ভে উৎপন্ন হন ইনি দেবকীর সপ্তম পুত্র বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। বসুদেবের এই সপ্ত ভার্য্যার গর্ভজাত দশটী পুত্রই কংসের হস্তে নিহত হয়. দেবকীর ঐ যে সপ্তম পুত্রের কথা কহিয়াছি, পূর্ব্বকালে ইনি অরণ্যে শ্রাদ্ধদেবকে উৎপাদন করিয়া ছিলেন। বসুদেবের শৈব্যা নাম্নী পত্নীর গর্ভে কৌশিক নামে এক অব্যয় পুত্র উৎপন্ন হয়। সুগন্ধি ও বনরাজী নাম্নী আরও দুইটী রমণী বসুদেবের প্রণয়িনী ছিলেন ইহাঁ দের গর্ভে পুণ্ড্র ও কপিল নামে বসুদেবের দুই পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে পুণ্ড্র রাজা হন এবং কপিল বন গমন করেন। বসুদেবের আরও একটী বীর্য্য-বলশালী পুত্র উৎপন্ন হয়। ইনি নিষধ নামে রাজা হইয়াছিলেন এবং ধনুর্দ্ধারীদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন। দেবরথের মহাভাগ নামে এক বিখ্যাত পুত্র উৎপন্ন হয়। পণ্ডিতগণের মতে ঐ পুত্র দেবশ্রবা নামে প্রসিদ্ধ। নিবর্ত্ত হইতে অশ্মকীর গর্ভে যশস্বী অনাধৃষ্টি, শত্রু-শত্রুঘ্ন ও মহাবল শ্রাদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। এই শ্রাদ্ধদেবই নিষধদিগের আদিপুরুষরূপে উৎপন্ন এবং ইনিই নিষাদগণ কর্ত্তৃক পরিপালিত মহাবীর্য্য একলব্য। কৃষ্ণ তুষ্ট হইয়া পুত্রহীন গণ্ডূষের করে চারুদেষ্ণ ও শাম্ব নামক দুইটী কৃতাস্ত্র ও সুলক্ষণান্বিত পুত্র প্রদান করেন। কনকের দুই পুত্র,তন্তিজ ও তন্তিপাল। এই দুই পুত্রকে প্রতাপবান্ বসুদেব অপুত্রক বক্ত ঋনির করে সম্প্রদান করেন। সৌতী তাঁহার শৌরি ও কৌশিক নামক দুইটী বীর পুত্রও অর্পণ করিয়াছিলেন। এই বংশে তপাঃ, কোধনু বিরজা, শ্যাম ও সৃঞ্জিম নামে চারি ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্যাম অপুত্রক; তিনি বন গমন করেন এবং ভোজত্বের নিন্দা করিয়া রাজর্ষিত্ব প্রাপ্ত হন। ১৮৫-১৯০। যে নিয়তব্রত ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের এই জন্ম বিবরণ পাঠ করেন বা অন্য কাহাকেও শ্রবণ করান, তিনি বিপুল সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহাতেজা দেবদেব প্রজাপতি কৃষ্ণ পূর্ব্বে লীলানিমিত্ত মনুষ্যলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন।

চতুর্ব্বাহুস্তু সঞ্জজ্ঞে দিব্যরূপঃ শ্রিয়াম্বিতঃ।।
প্রকাশো ভগবান যোগী কৃষ্ণো মানুষমাগতঃ
অব্যক্তো ব্যক্তলিঙ্গস্থঃ স এব ভগবান প্রভুঃ
নারায়ণো যতশ্চক্রে প্রভবং চাব্যয়ো হি সঃ
দেবো নারায়ণো ভূত্বা হরিরাসীৎ সনাতনঃ।
যোহসৃজচ্চাদিপুরুষং পুরা চক্রে প্রজাপতিম্
অদিতেরপি পুত্রত্বমেত্য যাদবনন্দনঃ।
দেবো বিষ্ণুরিতি খ্যাতঃ শক্রাদিবরজোহভবৎ
প্রসাদজং যস্য বিভোরদিত্যাঃ পুত্রকারণম্।
বধার্থং সুরশত্রূণাং দৈত্যদানবরক্ষসাম্।।
যযাতিবংশজস্যাথ বসুদেবস্য ধীমতঃ।
কুলং পুণ্যং যতঃ কর্ম্ম ভেজে নারায়ণঃ প্রভুঃ
সাগরাঃ সমকম্পন্ত চেলুশ্চ ধরণীধরাঃ।
জজ্বলুশ্চাগ্নিহোত্রাণি জায়মানে জনার্দ্দনে।।
শিবাশ্চ প্রববুর্ব্বাতাঃ প্রশান্তমভবদ্রজঃ

জ্যোতীংষ্যত্যধিকং রেজুর্জায়মানে জনার্দ্দনে
অভিজিন্নাম নক্ষত্রং জয়ন্তী নাম শর্ব্বরী।
মুহূর্ত্তো বিজয়ো নাম যত্র জাতো জনার্দ্দন।।
অব্যক্তঃ শাশ্বতঃ কৃষ্ণো হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
জায়তে স্মৈব ভগবান্নয়নৈর্মোহয়ন্ প্রজাঃ।
আকাশাৎ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ ববর্ষ ত্রিদশেশ্বরঃ।
গীর্ভির্মঙ্গলযুক্তাভিঃ স্তুবন্তো মধুসূদনম্।
মহর্ষয়ঃ সগন্ধর্ব্বা উপতস্থুঃ সহস্রশঃ ।
বসুদেবস্তু তং রাত্রৌ জাতং পুত্রমধোক্ষজম
শ্রীবৎসলক্ষণং দৃষ্ট্বা দিবি দিব্যৈঃ সুলক্ষণৈঃ।
উবাচ বসুদেবঃ স্বং রূপং সংহর বৈ প্রভো।।
ভীতোহহং কংসতস্তাত এতদেব ব্রবীম্যহম্
মম পুত্রা হতাস্তেন জ্যেষ্ঠাস্তেহদ্ভুতদর্শনাঃ।।
বসুদেববচঃ শ্রুত্বা রূপং সংহৃতবান্ প্রভুঃ।
অনুজ্ঞাতঃ পিতা ত্বেনং নন্দগোপগৃহং গতঃ।

বসুদেব পূর্ব্বে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহারই গুণে তাঁহা হইতে দেবকীর গর্ভে পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। তিনি চতুর্ব্বাহু, দিব্যরূপী, ও শ্রীমান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভগবান, প্রকাশাত্মা যোগী পুরুষ; তিনি মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণনামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন তিনি দেব নারায়ণ, অব্যক্ত ও ব্যক্তলিঙ্গস্থ। তাঁহা হইতেই সমস্ত সৃষ্টির প্রবৃত্তি তিনিই সনাতন হরি। তিনি পুরাকালে আদি পুরুষ প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই যাদব নন্দনই অদিতির পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া ইন্দ্রানুজ উপেন্দ্র বা বিষ্ণু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সুরশত্রু দৈত্য দানব ও রাক্ষসদিগের বধের নিমিত্তই তিনি ভগবৎপ্রসাদে অদিতির উদরে জন্মগ্রহণ করেন। যযাতি-বংশধর ধীমান্ বসুদেবের কুল প্রকৃতই পবিত্র; কেননা এই কুলে জন্ম লইয়াই ভগবান নারায়ণ লৌকিক কর্ম্মে তৎপর হইয়াছিলেন। নারায়ণ জন্মিবামাত্র সাগর সকল কম্পিত, ধরণীধরগণ বিচলিত, অগ্নিহোত্র সকল প্রজ্বলিত, মাঙ্গলিক বায়ুসকল প্রবাহিত, রজোরাশি প্রশান্ত এবং জ্যোতিঃপুঞ্জ অত্যধিক বিরাজিত হইয়াছিল। নারায়ণের জন্মকালে অভিজিৎ নামক নক্ষত্র, জয়ন্তী নাম্নী শর্ব্বরী এবং বিজয় নামক মুহূর্ত্ত ছিল। অব্যক্ত শাশ্বত হরি নারায়ণ ভগবান কৃষ্ণ নয়ন দ্বারা দৃষ্টিপাতে লোকসকলকে বিমোহিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হন। তখন ত্রিদশপতি আকাশ হইতে পুষ্পবর্ষণ করেন, সহস্র সহস্র মহর্ষি ও গন্ধর্ব্ব মঙ্গলময়ী বাণী উচ্চারণ করিয়া মধুসূদনকে স্তব করিতে থাকেন। ১৯১-২০৩। বসুদেব সেই রাত্রিযোগে জাত পুত্র অধোক্ষজকে শ্রীবৎসচিহ্নিত ও নানা দিব্য লক্ষণে অন্বিত দেখিয়া বলিলেন - প্রভো! তোমার এইরূপ সম্বরণ কর। হে তাত! আমি কংস হইতে ভীত হইতেছি; তাই তোমাকে এইরূপ বলিতেছি। কংস আমার একে একে সমস্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র গুলিকেই নিহত করিয়াছে। ঐ পুত্রগণ সকলেই অপূর্ব্ব আকৃতি লইয়া জন্মিয়াছিল। বসুদেবের কথা শুনিয়া ভগবান স্বীয় রূপ সংহৃত করিয়া লইলেন পরে উগ্রসেনের অনুজ্ঞা ক্রমে বসুদেব সেই পুত্রকে

উগ্রসেনসুতে তিষ্ঠন্ যশোদায়ৈ তদা দদৌ।।
তুল্যকালন্তু গর্ভিণ্যৌ যশোদা দেবকী তথা।
যশোদা নন্দগোপস্য পত্নী সা নন্দগোপতেঃ।।
যামেব রজনীং কৃষ্ণো জজ্ঞে বৃষ্ণিকুল প্রভুঃ।
তামেব রজনীং কন্যাং যশোদাপি ব্যজায়ত।।
তং জাতং রক্ষমাণস্তু বসুদেবো মহাযশাঃ।
প্রাদাৎ পুত্রং যশোদায়ৈ কন্যান্তু জগৃহে স্বয়ম্
দত্ত্বৈনং নন্দগোপস্য রক্ষ মামিতি চাব্রবীৎ।
সুতস্তে সর্ব্বকল্যাণো যাদবানাং ভবিষ্যতি।
অয়ং স গর্ভো দেবক্যা অস্মৎক্লেশান্ হনিষ্যতি
উগ্রসেনাত্মজে তাঞ্চ কন্যামানকদুন্দুভিঃ
নিবেদয়ামাস তদা কন্যেতি শুভলক্ষণা।
স্বসায়াং তনয়াং কংসো জাতাং নৈবাবধারয়ৎ
অথ তামপি দুষ্টাত্মা হ্যুৎসসর্জ্জ মুদান্বিতঃ
হতো বৈষ যদা কন্যা জপত্যেষ বৃথামতিঃ।
কন্যা সা ববৃধে তত্র বৃষ্ণিসদ্মনি পূজিতা।।
পুত্রবৎ পরিপাল্যন্তী দেবী দেবান্ যথা তদা।
তামেব বিধিনোৎপন্নামাহুঃ কন্যাং প্রজাপতিম্
একানংশা তু জজ্ঞে বৈ রক্ষার্থং কেশবস্য হ।
তাং বৈ সর্ব্বে সুমনসঃ পূজয়িষ্যন্তি যাদবাঃ।
দেবদেবো দিব্যবপুঃ কৃষ্ণঃ সংরক্ষিতোঽনয়া

ঋষয় ঊচুঃ।

কিমর্থং বসুদেবস্য ভোজঃ কংসো নরাধিপঃ।
জঘান্ পুত্রান্ বালান্ বৈ তন্নো ব্যাখ্যাতুমর্হসি

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বং বৈ যথা কংসঃ পুত্রানানকদুন্দুভেঃ।
জাতাজ্জাতান্নু শিশূন্ সর্ব্বান্নিষ্পিপেষ বৃথামতিঃ।
ভয়াদ্যথা মহাবাহুর্জাতঃ কৃষ্ণো বিবাসিতঃ।
তথা চ গোষু গোবিন্দঃ সংবৃদ্ধঃ পুরুষোত্তমঃ।

লইয়া নন্দগোপগৃহে গমন করিলেন। যশোদা এবং দেবকী একই কালে গর্ভবতী হইয়াছিলেন। যশোদা নন্দ গোপের পত্নী। যে রাত্রিতে বৃষ্ণিকুলধুরন্ধর কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই রাত্রিতেই যশোদার এক কন্যা জন্মে। মহাযশা বসুদেব স্বীয় জাত বালককে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যশোদাকে পুত্র অর্পণ করিয়া তদীয় কন্যা লইয়া গৃহে আসিলেন; আসিবার সময় নন্দগোপ-করে পুত্র দানান্তে বলিয়া আসিলেন, আমায় রক্ষা কর, তোমার এই পুত্র যাদবগণের সর্ব্ব-কল্যাণ-কর হইবে দেবকীর গর্ভজাত এই পুত্র আমাদের সকলেরই কলুষরাশি অপনয়ন করিবে। এদিকে গৃহে আসিয়া বসুদেব উগ্রসেনাত্মজ কংসের করে তদীয় আনীত কন্যা অর্পণ করিলেন; বলিলেন, — তোমার ভগিনীর গর্ভে এই শুভলক্ষণা কন্যা জন্মিয়াছে। বস্তুতঃ ভগিনীর যে পুত্র হইয়াছে, কংস ইহা জানিতে পারে নাই। কন্যা হইয়াছে এইরূপ জ্ঞানে সেই দুরাত্মা, হৃষ্ট হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিল। বৃথামতি কংস তখন মনে করিল, এটা একটা কন্যা; কন্যা জাতি মৃতার ন্যায়ই গণ্য। এই মনে করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আদেশ করিল। তখন হইতে সেই কন্যা বৃষ্ণিগৃহে বর্দ্ধিত ও পূজিত হইতে লাগিলেন। তিনি পুত্রের ন্যায় দেবগণের প্রতিপালনভার গ্রহণ করিলেন। দেবগণ তখন প্রজাপতির নিকট গিয়া তাঁহার যথাবিধি উৎপত্তি বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। বলিলেন, — কেশবকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত একানংশা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাদবগণ হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে পূজা করিতেছেন, দিব্যদেহ দেবদেব বিষ্ণু এই একানংশা দেবী দ্বারাই রক্ষিত হইতেছেন। ২০৪–২১৫। ঋষিগণ কহিলেন — নররাজ ভোজবংশধর কংস কি নিমিত্ত বসুদেবের পুত্রগণকে সবলে নিহত করিয়াছিল, তাহা আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বল। সূত কহিলেন, — শ্রবণ করুন, দুর্ব্বুদ্ধি কংস যেরূপে বাসুদেবের শিশু পুত্রদিগকে জন্মিবামাত্র পুনঃ পুনঃ নিষ্পিষ্ট করিয়াছিল, বসুদেব ভীত হইয়া পুত্রকে বিবাসিত করিয়াছিলেন এবং পুরুষোত্তম গোবিন্দ গোকুলে যেরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন,

উক্তং হি কিল দেবক্যা বসুদেবস্য ধীমতঃ
সারথ্যং কৃতবান্ কংসো যুবরাজস্তদাভবৎ।।
ততোঽন্তরিক্ষে বাগাসীদ্দিব্যা ভূতস্য কস্যচিৎ
কংসো যথা সদা ভীতঃ শুশ্রুবে লোকসাক্ষিণী
যামেতাং বহসে কংস রথেন পরকারণাৎ
অস্যা যঃ সপ্তমো গর্ভঃ স তে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি
তাং শ্রুত্বা ব্যথিতো বাণীং তদা কংসো
বৃথামতিঃ।।

নিষ্ক্রম্য খড়্গং তাং কন্যাং হন্তুকামোঽভবত্তদা
তমুবাচ মহাবাহুর্বসুদেবঃ প্রতাপবান্।
উগ্রসেনাত্মজং কংসং সৌহৃদাৎ প্রণয়েন চ।।
ন স্ত্রিয়ং ক্ষত্রিয়ো জাতু হন্তুমর্হতি কশ্চন।
উপায়ঃ পরিদৃষ্টোঽত্র ময়া যাদবনন্দন।।
যোঽস্যাঃ সম্ভবতে গর্ভঃ সপ্তমঃ পৃথিবীপতে
তমহং তে প্রযচ্ছামি তত্র কুর্য্যা যথাক্রমম্।।
ত্বং তদানীং যথেষ্টস্ত্বং বর্ত্তেথা ভূরিদক্ষিণ।
সর্ব্বানস্যাস্ত বৈ গর্ভান্ সত্যং নেষ্যামি তে
বশম্ ।২২৬

এবং মিথ্যা নরশ্রেষ্ঠ বাগেষা ন ভবিষ্যতি।
এবমুক্তোঽনুনীতঃ সে জগ্রাহ তনয়াংস্তদা।।
বসুদেবশ্চ তাং ভার্য্যামবাপ্য মুদিতোঽভবৎ
কংসস্তাস্যবধীৎ পুত্রান্ পাপকর্ম্মা বৃথামতিঃ

ঋষয় উচুঃ।

ক এষ বসুদেবশ্চ দেবকী চ যশস্বিনী।
নন্দগোপশ্চ কস্ত্বেষ যশোদা চ মহাযশাঃ।
যো বিষ্ণুং জনয়ামাস যা চৈনং চাভ্যবর্দ্ধয়ৎ

সূত উবাচ।

পুরুষাঃ কশ্যপস্যাসন্নদিত্যাস্ত স্ত্রিয়স্তথা।
অথ কামান্মহাবাহুর্দেবক্যাঃ সমবর্দ্ধয়ৎ।। ১৩০
অচরৎ স মহীং দেবঃ প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্।
মোহয়ন্ সর্ব্বভূতানি যোগাত্মা যোগমায়য়া।

এতৎসমস্তই আমি বর্ণন করিতেছি। কথিত আছে – কংস যখন যুবরাজ ছিল, তখন সে প্রায়শই বসুদেব- দেবকীর সারথ্য কর্ম্ম করিল। একদা আকাশে কোন এক অদৃশ্য প্রাণীর এইরূপ এক লোকসাক্ষিণী উচ্চ বাণী শ্রুত হইল যে, কংস তাহাতে সর্ব্বদাই ভীত হইয়া কাল কাটাইতে লাগিল। সেই বাণীর মর্ম্ম এই যে, হে কংস! তুমি যাঁহাকে রথে করিয়া বহিয়া বেড়াও, ইঁহারই সপ্তম গর্ভ তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে। দুর্ব্বদ্ধি কংস সেই বাণী শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ খড়্গ নিষ্কোষিত করিয়া দেবকীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। তখন মহাবাহু বসুদেব প্রণয় ও সৌহৃদ্যবশে উগ্রসেনসুত কংসকে বুঝাইয়া বলেন যে, হে যাদবনন্দন! স্ত্রীবধ করা কোন ক্ষত্রিয়েরই উচিত নয়। যাহা হউক, এ বিষয়ে আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি। হে পৃথীপতে! এই দেবকীর যে সপ্তম সন্তান হইবে, আমি তাহা তোমাকে প্রদান করিব। হে ভূরিপ্রদ তোমার যেরূপ অভিরুচি হয়, করিও। শুধু সপ্তম সন্তান কেন? আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, ইহার গর্ভে যতগুলি শিশু সন্তান জন্মিবে, সমস্তই তোমার আয়ত্ত করিয়া দিব। হে নরবর! আমার এ বাণী কদাচ মিথ্যা হইবে না। বসুদেবের এইরূপ অনুনয়ে বাধ্য হইয়া কংস তখন হইতে তাঁহার সমস্ত পুত্রই গ্রহণ করিতে লাগিল। বসুদেব ভার্য্যা দেবকীরে পাইয়া মুদিত হইয়াছিলেন। পাপকর্ম্মা কংস তাঁহার সমস্ত পুত্রই বিনাশ করিয়াছিল। ২১৬–২২৮। ঋষিগণ কহিলেন,– কে এই বসুদেব? যিনি বিষ্ণুকে প্রসব করেন, সেই যশস্বিনী দেবকীই বা কে? কেই বা নন্দ গোপ? এবং যিনি বিষ্ণুকে পালন করিয়াছিলেন, সেই যশস্বিনী যশোদাই বা কে? সূত কহিলেন,উঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পুরুষ, তাঁহারা কশ্যপের এবং যাহারা স্ত্রী, তাঁহারা অদিতির অংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। মহাবাহু বিষ্ণু দেবকীর কামনা পূরণ করিয়াছিলেন সেই যোগাত্মা বিষ্ণু মহীমণ্ডলে বিচরণ করিতেন। একদা স্বীয় যোগমায়া দ্বারা সর্ব্ব প্রাণীকে

নষ্টে ধর্ম্মে তদা জজ্ঞে বিষ্ণুর্বৃষ্ণিকুলে স্বয়ম্
কর্ত্তুং ধর্ম্মব্যবস্থানমসুরাণাং প্রণাশনম্ ।।
আহৃতা রুক্মিণী কন্যা সত্যা নগ্নজিতস্তদা
সাত্রাজিতী সত্যভামা জাম্ববত্যাথপি রোহিণী ।।
শৈব্যা সুদেবী মদ্রী চ সুশীলা নাম চাপরা।
কালিন্দী মিত্রবিন্দা চ লক্ষণা জালবাসিনী ।।
এবমাদীনি দেবীনাং সহস্রাণি চ ষোড়শ।
চতুর্দ্দশ তু যে প্রোক্তা গণাশ্চাপ্সরসাং দিবি।
বিচিত্য দেবৈঃ শক্রেণ বিশিষ্টাস্ত্বিহ প্রেষিতাঃ
পত্ন্যর্থং বাসুদেবস্য উৎপন্না রাজবেশ্মসু।
এতাঃ পত্ন্যো মহাভাগা বিষ্বক্‌সেনস্য বিশ্রুতাঃ
প্রদ্যুম্নশ্চারুদেষ্ণশ্চ সুদেষ্ণঃ শরভস্তথা।
চারুশ্চ চারুভদ্রশ্চ ভদ্রচারুস্তথাপরঃ ।।
চারুবিন্দশ্চ রুক্মিণ্যাং কন্যা চারুমতী তথা।
সানুর্ভানুস্তথাক্ষশ্চ রোহিতো মন্ত্রয়স্তথা।।
জরান্ধ কস্তা ম্রবক্ষা ভৌমরিশ্চ জরন্ধমঃ।
চতস্রো জজ্ঞিরে তেষাং স্বসারো গরুড়ধ্বজাৎ
ভানুর্ভৌমরিকা চৈব তাম্রপর্ণী জরন্ধমা ।।
সত্যাভামাসুতানেতান্ জাম্ববত্যাঃ প্রজাঃ শৃণু
ভদ্রশ্চ ভদ্রগুপ্তশ্চ ভদ্রবিন্দস্তথৈব চ।
সপ্তবাহুশ্চ বিখ্যাতঃ কন্যা ভদ্রাবতী তথা।
সম্বোধনী চ বিখ্যাতা জ্ঞেয়া জাম্ববতীসুতা ।।
সংগ্রামজিচ্চ শতজিত্তথৈব চ সহস্রজিৎ।
এতে পুত্রাঃ সুদেব্যাশ্চ বিষ্বক্‌সেনস্য কীর্ত্তিতাঃ
বৃকো বৃকাশ্বো বৃকজিদবৃজিনী চ সুবাঙ্গনা।
মিত্রবাহুঃ সুনীথশ্চ নাগ্নজিত্যাঃ প্রজাস্ত্বিহ।
এবমাদীনি পুত্রাণাং সহস্রাণি নিবোধিত।
প্রযুতং তু সমাখ্যাতং বাসুদেবস্য যে সুতাঃ ।।
অযুতানি তথাষ্টৌ চ শূরা রণবিশারদাঃ।
জনার্দ্দনস্য বংশো বঃ কীর্ত্তিতোহয়ং যথাতথম্
বৃহতী সর্ত্তকোত্রেয়ী শুনয়ে সঙ্গতা তথা।

বিমোহিত করিয়া তিনি মানুষী তনু গ্রহণ করেন। ধর্ম্মনষ্ট হইবার উপক্রম হইলে সেই স্বয়ংপ্রভু ধর্ম্ম ব্যবস্থা ও অসুরদিগের হত্যা করিবার জন্য বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রুক্মিণী নাম্নী কন্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সত্যা, নগ্নজিতা, সত্রাজিৎ-নন্দিনী সত্যভামা, জাম্ববতী, রোহিণী, শৈব্যা, সুদেবী, মদ্রী, সুশীলা কালিন্দী, মিত্রাবন্দা, ও লক্ষণা, প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র রাজনন্দিনী তাঁহার প্রণয়িনী ছিলেন। ইহাদের মধ্যে চতুর্দ্দশটী রমণী স্বর্গবাসিনী প্রধান অপ্সরা। ইন্দ্র দেবগণ সহ পরামর্শ করিয়া ঐ সকল বিশিষ্ট অপ্সরাকে মর্ত্ত্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উঁহারা বাসুদেবের পত্নীপদ লাভ করিবার জন্য বিভিন্ন রাজগৃহে জন্ম লইয়াছিল। উল্লিখিত ভাগ্যবতী রমণীরাই বিষক্ সেনের বিখ্যাত বনিতা হইয়াছিলেন। বাসুদেব হইতে রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, শরভ, চারু চরুভদ্র, ভদ্রচারু ও চারুবিন্দ নামে কতিপয় পুত্র ও চারুমতী নাম্নী এক কন্যা উৎপন্ন হয়। সত্যভামার গর্ভে সানু, ভানু, অক্ষ, রোহিত, মন্ত্রয়, জরান্ধক, তাম্রবক্ষ, ভৌমরি ও জরন্ধম নামক কতিপয় পুত্র এবং ভানু, ভৌমরিকা, তাম্রপর্ণী ও জরন্ধমা নামে চারিটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে, এক্ষণে জাম্ববতীর সন্তানদিগের নাম শ্রবণ করুন, জাম্ববতীর ভদ্র, ভদ্রগুপ্ত, ভদ্রবিন্দ ও সপ্তবাহু প্রভৃতি নামে কতিপয় পুত্র এবং ভদ্রবতী ও সম্বোধনী নাম্নী দুইটী কন্যা উৎপন্ন হয়। ইহারাই জাম্ববতীর বিখ্যাত সন্তান-সন্ততি। ২২৯-২৪১। বাসুদেব হইতে সুদেবীর গর্ভে সংগ্রামজিৎ শতজিৎ ও সহস্রজিৎ এবং নাগ্নজিতীর গর্ভে বৃক, বৃকাশ্ব, বৃকজিৎ, মিত্রবাহু ও সুনীথ নামক পুত্রগণ এবং বৃজিনী নাম্নী একটী সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। জানিবেন—এইরূপে বাসুদেব হইতে তদীয় মহিষীগণের গর্ভে সহস্র সহস্র অযুত অযুত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অযুতসংখ্যক পুত্র রণবিশারদ বীর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই আমি আপনাদিগের নিকট জনার্দ্দনের বংশবার্ত্তা যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম।

কন্যা সা বৃহদুক্থস্য শৌনেয়স্য মহাত্মনঃ ।।
তস্যাঃ পুত্রাস্তু বিখ্যাতাস্ত্রয়ঃ শমিতিশোভনাঃ ।
অঙ্গদঃ কুমুদঃ শ্বেতঃ কন্যা শ্বেতা তথৈব চ
অবগাহশ্চ চিত্রশ্চ শূরশ্চিত্রবরশ্চ যঃ ।
চিত্রসেনঃ সুতশ্চাস্য কন্যা চিত্রবতী তথা ২৪৭
তুম্বশ্চ তুম্ববাণশ্চ জনন্তস্য তাবুভৌ ।
উপাঙ্গস্য সুতৌ যৌ তু বজ্রারঃ ক্ষিপ্র এব চ ।
ভুরীন্দ্রসেনো ভুরিশ্চ গবেষস্য সুতাবুভৌ ।
যুধিষ্ঠিরস্য কন্যা তু সুতনুর্নাম বিশ্রুতা ।।
তস্যামশ্ব সুতো জজ্ঞে বজ্রো নাম মহাযশাঃ ।
বজ্রস্য প্রতিবাহুস্য সুচারুস্তস্য চাত্মজঃ ।
কাশ্যা সুপার্শ্বং তনয়ং জজ্ঞে সাম্বা তরস্বিনম ।।
তিস্রঃ কোট্যঃ পুত্রাণাং যাদবানাং মহাত্মনাম্
ষষ্টিঃ শতসহস্রাণি বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ ।
দেবাংশাঃ সর্ব্ব এবেহ উৎপন্নাস্তে মহৌজসঃ ।
দেবাসুরে হতা যে চ অসুরা বৈ মহাতপাঃ
ইহোৎপন্না মনুষ্যেষু বাধন্তে সর্ব্বমানবান ।।
তেষামুৎসাদনার্থন্তু উৎপন্না যাদবে কুলে ।।
কুলানি দশ চৈকঞ্চ যাদবানাং মহাত্মনাম্ ।
সর্ব্বমেককুলং যদ্বদ্বর্ত্ততে বৈষ্ণবে কুলে ।।
বিষ্ণুস্তেষাং প্রমাণে চ প্রভুত্বে চ ব্যবস্থিতঃ ।
নিদেশস্থায়িভিস্তস্য বধ্যন্তে সর্ব্বমানুষাঃ ।।
ইতি প্রসূতির্বৃষ্ণীনাং সমাসব্যাসযোগতঃ ।
কীর্ত্তিতা কীর্ত্তনাচ্চৈব কীর্ত্তিসিদ্ধিমভীপ্সতাম
য ইমং কৃষ্ণবংশস্য সুচরিত্রস্য ধমিতঃ ।
স্বর্গাপবর্গদং শ্রেষ্ঠং মহাপাতকনাশনম্ ।
অপুত্রো লভতে পুত্রং বিত্তার্থী বিত্তমাপ্নুয়াৎ ।।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে বিষ্ণুবংশানুকীর্ত্তনং নাম ষন্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

শিনি বংশীয় মহাত্মা, বৃহদুক্থের কন্যা বৃহতী, শুনয়ের সহিত বিবাহসূত্রে মিলিতা হইয়াছিলেন। সুনয় হইতে তাঁহার তিনজন বিখ্যাত বীর পুত্র ও একটী কন্যা উৎপন্ন হয়। পুত্রগণের নাম—অঙ্গদ, কুমুদ ও শ্বেত এবং কন্যার নাম—শ্বেতা অবগাহ, চিত্র ও বীর চিত্রবর, এই তিন জন প্রসিদ্ধ বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে শেষোক্ত চিত্রবরের চিত্রসেন নামে এক পুত্র ও চিত্রবতী নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয় জনন্তযের দুই পুত্র—তুম্ব ও তুম্ববাণ। উপাঙ্গের দুই পুত্র, নাম –বজ্রার ও ক্ষিপ্র। ভুরীন্দ্রসেন ও ভুরি এই দুই জন গবেষের পুত্র যুধিষ্ঠিরের কন্যার নাম ছিল – সুতনু; তাহার গর্ভে অশ্বনন্দন মহাযশা বজ্র জন্ম গ্রহণ করেন। বজ্রের পুত্র প্রতিবাহু; তৎপুত্র সুচারু। কাশ্যার গর্ভে সুপার্শ্ব এবং সাম্বা হইতে তরস্বী নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। এইরূপে মহাত্মা যাদবদিগের তিন কোটি যষ্টি সহস্র মহাবল বীর্য্যবান পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্রগণ সকলেই দেবাংশ এবং সকলেই মহৌজা পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধে যে সকল অসুর নিহত হইয়াছিল, তাহারাই তপঃপ্রভাবে মনুষ্য লোকে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত মানবদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে থাকে. সেই সকল মনুষ্যমূর্ত্তি অত্যাচারী অসুরদিগের বিনাশের নিমিত্তই এই সকল যাদবনন্দন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন মহাত্মা যাদবদিগের একাদশ কুল প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে বিষ্ণু যে কুলে জন্মিয়াছিলেন, অন্যান্য যাদব কুল একযোগে সেই কুলেরই অনুবর্ত্তন করিয়া একই কুলে পরিণত হইয়াছিল। প্রমাণে এবং প্রভুত্বে বিষ্ণুই সমস্ত যাদবকুলের প্রদীপ স্বরূপ ছিলেন। যাদবগণ তাঁহারই আজ্ঞাধীন হইয়া সমস্ত মনুষ্য-সমাজে শাসন বিস্তার করিতেন; এই আমি বৃষ্ণিবংশের উৎপত্তিবার্ত্তা সংক্ষেপে ও বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করিলাম। ইহা কীর্ত্তনমাত্রেই কীর্ত্তিপ্রার্থীদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি উদারচরিত্র ধীমান্ কৃষ্ণের এই স্বর্গাপবর্গপ্রদ মহাপাপহর বংশাখ্যান শ্রবণ

সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

মনুষ্য প্রকৃতীন্ দেবান্ কীর্ত্ত্যমানান্নিবোধত
সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ প্রদ্যুম্নঃ সাম্ব এব চ।।
অনিরুদ্ধশ্চ পঞ্চৈতে বংশবীরাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সপ্তর্ষয়ঃ কুবেরশ্চ যক্ষো মণিবরস্তথা।।
শালকী বরদশ্চৈব বিদ্বান্ ধন্বন্তরিস্তথা।
নন্দিনশ্চ মহাদেবঃ শালঙ্কায়ন উচ্যতে।
আদিদেবস্তদা বিষ্ণুরেভিশ্চ সহ দৈবতৈঃ।।

ঋষয় ঊচুঃ।

বিষ্ণুঃ কিমর্থং সম্ভূতঃ স্মৃতাঃ সম্ভূতয়ঃ কতি।
ভবিষ্যাঃ কতি বান্যে তু প্রাদুর্ভাবা মহাত্মনঃ।।
ব্রহ্মক্ষেত্রে যুগান্তেষু কিমর্থমিহ জায়তে।
পুনঃপুনর্মনুষ্যেষু তন্নঃ প্রব্রূহি পৃচ্ছতাম্।।
বিস্তরেণৈব সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি রিপুঘাতিনঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামহে সম্যগুদেহিঃ কৃষ্ণস্য ধীমতঃ।।
কর্ম্মণামানুপূর্ব্ব্যঞ্চ প্রাদুর্ভাবাশ্চ যে প্রভোঃ।
যা চাস্য প্রকৃতিঃ সূত তাং চাস্মান বক্তুমর্হসি
কথং স ভগবান বিষ্ণু সুরেষরিনিষূদনঃ।
বসুদেবকুলে ধীমান্ বাসুদেবত্বমাগতঃ।।
অমরৈরাবৃতং পুণ্যং পুন্যকৃদ্ভিরলঙ্কৃতম্।
দেবমানুষয়োর্নেতা ভূর্ভুবঃপ্রসবো হরিঃ।
কিমর্থং দিব্যমাত্মানং মানুষে সমবেশয়ৎ।।
যশ্চক্রং বর্ত্তয়ত্যেকো মনুষ্যাণাং মনোময়ম।
মনুষ্যে স কথং বুদ্ধিং চক্রে চক্রভৃতাং বরঃ।।
গোপায়নং যঃ কুরুতে জগতাং সার্ব্বলৌকিকম্
স কথং গাং গতো বিষ্ণুর্গোপত্বমকরোৎ প্রভুঃ

করে, সে অপুত্রক হইলে পুত্র এবং বিত্তার্থী হইলে বিত্তলাভ করিতে পারে। ২৪২–২৫৪।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।।৯৬।।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, – আমি মনুষ্য-প্রকৃতি দেবগণের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যদুবংশীয় প্রখ্যাত পঞ্চ বীর–সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব ও অনিরুদ্ধ, সপ্তর্ষিগণ, কুবের, যক্ষ মণিবর, শালকী, বরদ, বিদ্বান ধন্বন্তরি, নন্দিপ্রমুখ শিবানুচর, মহাদেব, শালঙ্কায়ণ এবং আদিদেব বিষ্ণু ইহারা সকলেই দেবগণসহ অভিন্ন বলিয়া কীর্ত্তিত। ঋষিগণ কহিলেন,– বিষ্ণু কি জন্য জন্মগ্রহণ করেন? কত বার তাঁহার কত অবতার হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেই বা সেই মহাত্মার অন্যান্য কত অবতার হইবে? যুগান্ত কালে কি জন্য তিনি বারম্বার মনুষ্যসমাজে ব্রহ্মক্ষত্রকুলে অবতার স্বীকার করেন? ইহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, – বল। সেই অরিন্দম ধীমান কৃষ্ণের বিভিন্ন মূর্ত্তির পরিচয় সহ আমরা তাঁহার সমস্ত কৃত কর্ম্মসমূহের বিবরণ সম্যক্ শুনিতে ইচ্ছা করি। সেই প্রভুর যত প্রকার অবতার, আনুপূর্ব্বিক যে কিছু বিস্তার এবং যাহা তাঁহার প্রকৃতি, হে সূত! আমাদের নিকট তুমি সেই সমস্তই বর্ণন কর। কিরূপে সেই সুরসমাজের বরেণ্য বিষ্ণু সাক্ষাৎ ভগবান অরিন্দম, ধীমান্, বসুদেবের কুলে জন্ম লইয়া বাসুদেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন? হে সূত! পুণ্যভূমি স্বর্গে সুরগণের বাস, উহা পুণ্যকারী জনগণ দ্বারা সর্ব্বদাই সমলঙ্কৃত; এ হেন দেবলোক স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য বিষ্ণু এই মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? যিনি সুর ও নর-সমাজের নেতা, যাঁহাকে ভূর্লোক ও ভুবর্লোকের প্রসবভূমি বলিয়া বর্ণন করা হয়, সেই হরি কি নিমিত্ত তদীয় দিব্য দেহ মানুষ্যলোকে অবতারিত করেন? যিনি একাকী মনুষ্যদিগের মনোময় চক্র চালিত করেন, সেই চক্রধারী হরি কি জন্য মানুষাবতারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন? ১–১১। যিনি জগতের সার্ব্বলৌকিকী রক্ষা বিধান করেন, সেই

মহাভূতানি ভূতাত্মা যো দধার চকার হ।
শ্রী গর্ভঃ স কথং গর্ভে স্ত্রিয়া ভূচরয়া ধৃতঃ।।
যেন লোকান্ ক্রমৈর্জিত্বা ত্রিভিস্ত্রীংস্ত্রিদশেপ্সয়া
স্থাপিতা জগতো মার্গাস্ত্রিবর্গপ্রবরাস্ত্রয়ঃ।
যোঽন্তকালে জগৎপীত্বা কৃত্বা তোয়ময়ং বপুঃ
লোকমেকার্ণবং চক্রে দৃশ্যাদৃশ্যেন বর্ত্মনা।।
যঃ পুরাণে পুরাণাত্মা বারাহং বপুরাস্থিতঃ।
দদৌ জিত্বা বসুমতীং সুরাণাং সুরসত্তমঃ।।
যেন সৈংহং বপুঃ কৃত্বা দ্বিধা কৃত্বা চ যৎপুনঃ।
পূর্ব্বদৈত্যো মহাবীর্য্যো হিরণ্যকশিপুর্হতঃ।।
যঃ পুরা হ্যনলো ভূত্বা ঔর্ব্বঃ সংবর্ত্তকো বিভুঃ
পাতালস্থোঽর্ণবগতঃ পপৌ তোয়ময়ং হবিঃ।
সহস্রচরণং দেবং সহস্রাংশুং সহস্রশঃ।
সহস্যশিরসং দেবং যমাহুর্ব্বৈ যুগে যুগে।।

বিষ্ণু কি জন্য ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া গোপত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন? যে ভূতাত্মা মহাপুরুষ মহাভূতদিগকে সৃজন ও ধারণ করেন, সেই শ্রীগর্ভ ভগবানকে কিরূপে এক মানবী রমণী গর্ভে ধারণ করিয়াছিল? যিনি দেবগণের প্রার্থনায় ত্রিপাদক্ষেপে সমস্ত লোক জয় করিয়া জগতের মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন; যিনি অন্তকালে তমোময় বপু ধারণ করিয়া এ জগৎ কবলিত করত দৃশ্য ও অদৃশ্যপথে লোকসকলকে একার্ণবে পরিণামিত করেন; যিনি পুরাণে পুরাণাত্মা বলিয়া বর্ণিত হন এবং যিনি শৌকর দেহ ধারণ করিয়া এই ধরার উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক সুরগণের হস্তে সমর্পণ করেন; যিনি স্বীয় দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া নরসিংহরূপে আদিদৈত্য মহাবীর্য্য হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছিলেন; যিনি পুরাকালে ঔর্ব্ব ঋষির ক্রোধজাত সম্বর্ত্তকাখ্য ভীষণ অগ্নি হইয়া অর্ণবপথে পাতালতলে গমনপূর্ব্বক সমস্ত তোয়ময় হবিঃ পান করিয়াছিলেন; যাঁহাকে যুগে যুগে সহস্রপাৎ, সহস্রাক্ষ, সহস্রাংশু ও সহস্রশিরা বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করেন; একার্ণব-জলে

নাভ্যারণ্যাং সমুদ্ভূতং যস্য পৈতামহং গৃহম্
একার্ণবগতে লোকে তৎপঙ্কজমপঙ্কজম্।।
যেন তে নিহতা দৈত্যাঃ সংগ্রামে তারকাময়ে
সর্ব্বদেবময়ং কৃত্বা সর্ব্বায়ুধধরং বপুঃ।।
গরুড়স্থেন চোৎসিক্তঃ কালনেমিনিপাতিতঃ।
উত্তরাংশে সমুদ্রস্য ক্ষীরোদস্যামৃতোদধেঃ।
যঃ শেতে শাশ্বতং যোগমাস্থায় তিমিরং মহৎ
পুরারণী গর্ভমধত্ত দিব্যং
তপঃপ্রকর্ষাদদিতিঃ পুরা যম্।
শক্রঞ্চ যো দৈত্যগণাবরুদ্ধং
গর্ভাবমানেন ভৃশং চকার।।২৩
যদানিলো লোকপদানি হৃত্বা
চকার দৈত্যান সলিলেশয়াংস্তান্
কৃত্বাদিদেবস্ত্রিদেবস্য দেবাং
শ্চক্রে সুরেশং পুরুহূতমেব।।
গার্হপত্যেন বিধিনা অন্বাহার্য্যেণ কর্ম্মণা।
অগ্নিমাহবনীয়ঞ্চ বেদিঞ্চৈব কুশস্রুচম্।।
প্রোক্ষণীয়ং স্রুবঞ্চৈব অবভৃথ্যং তথৈব চ।

যাঁহার নাভিরূপ অরণি হইতে ব্রাহ্ম গৃহ উদ্ভূত হইয়াছিল; এ জগৎ একার্ণবজলে মগ্ন হইলে যাঁহার নাভি-পঙ্কজ প্রকাশ পাইয়াছিল; যিনি তারকাময় সংগ্রামে দৈত্যদিগকে নিহত করিয়াছিলেন; যিনি সর্ব্বদেবময় ও সর্ব্বায়ুধধর মূর্ত্তিধারণ করিয়া গরুড়োপরি আরোহণপূর্ব্বক গর্ব্বিত কালনেমিকে সংহার করিয়াছিলে; যিনি শাশ্বতযোগ অবলম্বন করিয়া ক্ষীরাব্ধির উত্তরাংশে শয়ন করেন; পুরাকালে অরণিরূপিণী অদিতি তপোবলে যাঁহাকে গর্ভে ধারণ করেন; দৈত্যগণ কর্ত্তৃক বন্দীকৃত ইন্দ্রকে যিনি উদ্ধার করেন। ১২–২৩। পুরাকালে পবন যখন সমস্ত জগৎ বিক্ষোভিত করিয়া দৈত্যদিগকে সলিলশায়ী করিয়াছিলেন, তখন যে আদিদেব পুরুহূতকে স্বর্গের সুরাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন; যিনি গার্হপত্য বিধি অন্বাহার্য্য কর্ম্মানুসারে আহবনীয় অগ্নি, যজ্ঞবেদি, কুশ, স্রুক, প্রোক্ষণী, স্রুব, অবভৃথ

অথ ত্রীনিহ যশ্চক্রে হব্যভাগ প্রদান্যথে।।
হব্যাদাংশ্চ সুরাংশ্চেক্রে কব্যাদাংশ্চ পিতৃনপি
ভোগার্থং যজ্ঞবিধিনা যা যজ্ঞা যজ্ঞকর্ম্মণি।।
যুপান্ সমিৎস্রুবং সোমং পবিত্রং পরিধীনপি।
যজ্ঞয়ানি চ দ্রব্যাণি যজ্ঞিয়াংশ্চ তথানলান্।
সদস্যান্ যজমানাংশ্চ অশ্বমেধান্ ক্রতূত্তমান্
বিবভ্রাজ পুরা যশ্চ পারমেষ্ঠ্যেন কর্ম্মণা।
যুগানুরূপং যঃ কৃত্বা ত্রীল্লোকান্ হি যথাক্রমম্
ক্ষণা নিমেষাঃ কাষ্ঠাশ্চ কলাস্ত্রৈকালমেব চ।
মুহূর্ত্তাস্তিথয়ো মাসা দিনসংবৎসরং তথা।
ঋতবঃ কাল যোগাশ্চ প্রমাণং ত্রিবিধং নৃষু।।
আয়ুঃ ক্ষেত্রাণ্যুপচয়ং লক্ষণং রূপসৌষ্ঠবম্।
মেধা বিত্তঞ্চ শৌর্য্যঞ্চ শাস্ত্রস্যৈব চ পারণম্।।
ত্রয়ো বর্ণাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রৈবিদ্যং পাবকাস্ত্রয়ঃ।
ত্রৈকাল্যং ত্রীণি কর্ম্মাণি তেত্রো মায়াস্ত্রয়ো গুণাঃ
সৃষ্টা লোকাঃ সুরাশ্চৈব যেনান ন্ত্যেন বর্ম্মণা।।
সর্ব্বভূতগণাঃ সৃষ্টাঃ সর্ব্ব ভূতগণাত্মনা।।
নৃণামিন্দ্রিয়পূর্ব্বেণ যোগেন রমতে চ যঃ।
গতাগতানাং যো নেতা সর্ব্বত্র বিবিধেশ্বরঃ।।
যো গতির্ধর্ম্মযুক্তানামগতিঃ পাপকর্ম্মণাম্।
চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য প্রভবশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য রক্ষিতা।।
চাতুর্বিদ্যস্য যো বেত্তা চাতুরাশ্রম্যসংশ্রয়ঃ।
দিগন্তরং নভো ভূমিরাপো বায়ুর্বিভাবসুঃ।
চন্দ্রসূর্য্যদ্বয়ং জ্যোতি গেশঃ ক্ষণদাচরঃ।
যঃ পরঃ শ্রূয়তে দেবো যঃ পরং শ্রূয়তে তপঃ
যঃ পরং তপসঃ প্রাহুর্যঃ পরং পরমাত্মবান্।
আদিত্যাদিত্য যো দেবো যশ্চ দৈত্যান্তকো বিষ্ণুঃ।
যুগান্তেষন্তকো যশ্চ যশ্চ লোকান্তকান্তকঃ।
সেতুর্যো লোকসেতূনাং মেধ্যো যো মেধ্যকর্ম্মণাম্।।
বেদ্যো যো বেদবিদুষাং প্রভুর্যঃ প্রভবাত্মনাম্
সোমভূতশ্চ ভূতানামগ্নিভূতোঽগ্নিবর্চ্চসাম্।।
মনুষ্যাণাং মনোভূতস্তপোভূতস্তপস্বিনাম্।
বিনয়ো নয়তৃপ্তানাং তেজস্তেজস্বিনামপি।।
বিগ্রহো বিগ্রহাণাং যো গতির্গতিমতামপি।

এবং যজ্ঞে তিনজনকে হব্যভাগপ্রদ করিয়াছিলেন; যিনি সুরগণকে হব্যভোক্তা ও পিতৃগণকে কব্যভোক্তা করিয়া স্বয়ং ভোগ নিমিত্ত যজ্ঞকর্ম্মে যজ্ঞবিধি অনুসারে যজ্ঞস্বরূপ হইয়াছিলেন; পুরাকালে যিনি পারমেষ্ঠ্য কর্ম্মে যূপ, সমিধ, স্রুব্, সোম, পবিত্র, পরিধি, যজ্ঞিয় দ্রব্য, যজ্ঞিয় অনল, সদস্য, যজমান এবং যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ সকল প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন; যিনি যুগানুরূপ লোকত্রয় সৃজন করিয়া যথাক্রমে ক্ষণ, নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, ত্রিসন্ধ্যা, মুহূর্ত্ত, তিথি, মাস, দিন, বৎসর ঋতু, ত্রিবিধ প্রমান, আয়ু, ক্ষেত্র, উপচয়, লক্ষণ, রূপ,সৌষ্ঠব, মেধা, বিত্ত, শৌর্য্য, শাস্ত্রপাঠ, তিন বর্ন, তিনলোক, তিন অগ্নি, ত্রৈবিদ্য, ত্রৈকাল্য, তিন কর্ম্ম ও তিন গুণ সৃজন করেন; যে সর্ব্বভূতময় প্রভু অনন্ত কর্ম্মানুসারে সুর নর ও অন্যান্য সর্ব্বভূতকে উৎপাদন করিয়াছেন; যিনি নরগণের ইন্দ্রিয়রূপে যোগদ্বারা রমণ করিয়া থাকেন; যে সর্ব্বেশ্বর গতাগত ভূতবৃন্দের নেতা; যিনি ধার্ম্মিকদিগের গতি, পাপীদিগের দুর্গতি; যিনি চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রভব এবং চাতুর্ব্বর্ণ্যের রক্ষক; যিনি চতুর্ব্বিধ বিদ্যার বেত্তা এবং চতুরাশ্রমের আশ্রয়; দিগ্‌দিগন্তর, আকাশ, ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, জ্যোতিঃ যুগাধিপতি ও নিশাচর প্রভৃতি যাহার রূপ, যাহাকে পরম দেব ও পরম তপস্যা বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া যায়; যিনি তপস্যার অতীত ও পরম পরমাত্ম বিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত; যে দেবের মূর্ত্তি আদিত্য প্রভৃতি এবং যে বিভু দৈত্যদিগের অন্তকারী; ২৪-৩৯। যিনি যুগান্তের অন্তক, লোকান্ত কেরও অন্তক, লোক-সেতুসমূহের সেতু, মেধ্য কর্ম্ম-সমূহের মেধ্য, বেদবিদ্‌গণের বেদ্য, প্রভুদিগেরও প্রভু, ভূতগণের সোমস্বরূপ, তেজঃপুঞ্জের অগ্নি, মনুষ্যদিগের মন, তপস্বীদিগের তপস্যা, নীতিপ্রিয়দিগের বিনয়, তেজস্বীদিগের তেজ, বিগ্রহধারীদিগের

আকাশ বক্তব্যো বায়ুর্বায়ুপ্রাণো হুতাশনঃ ।।
দেবা হুতাশনপ্রাণাঃ প্রাণোহগ্নের্মধুসূদনঃ ।
রসাচ্ছোণিতসম্ভূতিঃ শোণিতান্মাংসমুচ্যতে ।।
মাংসাত্তু মেদসো জন্ম মেদসোহস্থি নিরূপ্যতে
অস্থ্নো মজ্জা সমভবন্মজ্জাতঃ শুক্রসম্ভবঃ ।।
শুক্রাদ্গর্ভঃ সমভবদ্রসমূলেন কর্ম্মণা ।
তত্রাপি প্রথমং চাপস্তাঃ সৌম্যরাশিরুচ্যতে ।।
গর্ভোষ্মসম্ভবো জ্ঞেয়ো দ্বিতীয়ো রাশিরুচ্যতে
শুক্রং সোমাত্মকং বেদ্যাদার্ত্তবং পাবকাত্মকম্
ভাবৌ রসানুগাবেতৌ বীর্য্যে চ শশিপাবকৌ
কফবর্গেহভবচ্ছুক্রং পিত্তবর্গে চ শোণিতম্
কফস্য হৃদয়ং স্থানং নাভ্যাং পিত্তং প্রতিষ্ঠিতম্
দেহস্য মধ্যে হৃদয়ং স্থানন্তু মনসঃ স্মৃতম্ ।
নাভীকোষ্ঠান্তরং যত্তু তত্র দেবো হুতাশনঃ ।
মনঃ প্রজাপতির্জ্ঞেয়ঃ কফঃ সোমো বিভাব্যতে
পিত্তমগ্নিঃ স্মৃতাবেতাবগ্নীষোমাত্মকং জগৎ ।
এবং প্রবর্ত্তিতো গর্ভো বর্ত্ততেহম্বুদসন্নিভঃ ।।
বায়ুঃ প্রবেশনং চক্রে সঙ্গতঃ পরমাত্মনা ।
স পঞ্চধা শরীরস্থো বিদ্যতে বর্দ্ধয়েৎ পুনঃ ।।
প্রাণাপানৌ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ ।
প্রাণোহস্য পরমাত্মানং বর্দ্ধয়ন্ পরিবর্ত্ততে ।।
অপানঃ পশ্চিমং কায়মুদানোর্দ্ধশরীরগঃ ।
ব্যানো ব্যানস্যতে যেন সমানঃ সর্ব্বসন্ধিষু ।।৫৫
ভূতাবাপ্তিস্ততস্য জায়তেন্দ্রিয়গোচরা ।
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ।।
সর্ব্বেন্দ্রিয়া নিবিষ্টাস্তং স্বং স্বং যোগং প্রচক্রিরে
পার্থিবং দেহমাহুস্তং প্রাণাত্মানঞ্চ মারুতম্ ।।
ছিদ্রাণ্যাকাশযোনীনি জলাস্রাবং প্রবর্ত্ততে ।
তেজশ্চক্ষুঃশ্রিতা জ্যোৎস্না তেষাং যন্নামতঃ স্মৃত
সংগ্রামা বিষয়াশ্চৈব যস্য বীর্য্যাৎ প্রবর্ত্তিতাঃ ।।
ইত্যেতান্ পুরুষঃ সর্ব্বান্ সৃজল্লোঁকান্ সনাতনঃ

বিগ্রহ এবং গতিশীলাদিগের গতি; তিনিই দেব মধুসূদন; সেই মধুসূদনই সকলের যোনি। বায়ুর প্রাণ আকাশ, অগ্নির প্রাণ বায়ু, দেবগণের প্রাণ অগ্নি এবং অগ্নির প্রাণ মধুসূদন। রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র এবং শুক্র হইতে কামকর্ম্মের ফলে গর্ভোৎপত্তি হয়। গর্ভের রস বা জল সৌম্য-রাশি এবং উষ্মা বা ঋতুশোণিতজাত তাপ দ্বিতীয় রাশি বলিয়া উল্লিখিত; শুক্র সোমাত্মক এবং আর্ত্তব পাবকাত্মক। প্রোক্ত ভাবদ্বয় রসানুগত; শুক্র ও শোণিতাত্মক বীর্য্য শশী ও পাবক বলিয়া নির্দিষ্ট। কফবর্গে শুক্র ও পিত্তবর্গে শোণিত প্রতিষ্ঠিত; কফের স্থান হৃদয় এবং পিত্তের স্থান নাভি। দেহের মধ্যস্থান হৃদয়; ইহা মনের আস্পদ বলিয়া কথিত। নাভিকোষ্ঠের অভ্যন্তর ভাগে হুতাশন দেব বিরাজমান। মন প্রজাপতি, কফ সোম, পিত্ত অগ্নি এবং সমস্ত জগৎই অগ্নীষোমাত্মক আখ্যায় অভিহিত। এই রূপে অম্বুদাকার গর্ভ প্রবর্ত্তিত হয়। বায়ু এই গর্ভে পরমাত্ম সহ সঙ্গত হইয়া প্রবেশ করে। ঐ বায়ু পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া শরীরে অবস্থানপূর্ব্বক গর্ভস্থ জীবকে উপচিত করিতে থাকে। প্রাণ, আপন, সমান, উদান ও ব্যান, গর্ভের এই পঞ্চ প্রাণ পরমাত্মাকে পরিপোষণপূর্ব্বক পরিবর্ত্তিত হয়। আপন দেহের অধোভাগে প্রবহমাণ, উদান—শরীরের ঊর্দ্ধগামী, ব্যান—সর্ব্বশরীরব্যাপী এবং সমান—দেহসন্ধি সমূহে সমভাবে গতিশীল। ৪০–৫৪। অনন্তর ঐ পৃথ্বী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি এই গর্ভ-পঞ্চভূত সহ সম্মিলিত হয়। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় উহাতে নিবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব শক্তি প্রকাশ করিতে থাকে। পণ্ডিতগণের মতে প্রাণাত্মময় পার্থিব দেহ এইরূপেই গঠিত হয়। এই দেহের ছিদ্রগুলি আকাশযোনি; সে সকল ছিদ্রপথে জল নিঃসৃত হয় অর্থাৎ ঘর্ম্মাদি নির্গত হইয়া থাকে। জ্যোৎস্নাই চক্ষুর রশ্মি; এইরূপে ইন্দ্রিয়গণ বিভিন্ননামে নিরূপিত হয়। এ হেন গর্ভগত পুরুষ হইতেই যুদ্ধাদি কঠোর কার্য্য

নৈধনেঽস্মিন্ কথং লোকে নরত্বং বিষ্ণুরাগতঃ
এষ নঃ সংশয়ো ধীমন্নেষ বৈ বিস্ময়ো মহান্।
কথং গতির্গতিমতামাপন্নো মানুষীং তনুম্।।
শ্রোতুমিচ্ছামহে বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি চ যথাক্রমম্
আশ্চর্য্যাণি পরং বিষ্ণুর্বেদদেবৈশ্চ কথ্যতে।।
বিষ্ণোরুৎপত্তিমাশ্চর্য্যং কথয়স্ব মহামতে।
এতদাশ্চর্য্যমাখ্যানং কথ্যতাং বৈ সুখাবহম্।।
প্রখ্যাতবলবীর্য্যস্য প্রাদুর্ভাবা মহাত্মনঃ।
কর্ম্মণাশ্চর্য্যভূতস্য বিষ্ণোঃ সত্ত্বমিহোচ্যতাম্।।

সূত উবাচ।

অহং বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি প্রাদুর্ভাবং মহাত্মনঃ
যথা স ভগবাঞ্জাতো মানুষেষু মহাতপাঃ।।
সপ্তসপ্ততয়ঃ প্রোক্তা ভৃগুশাপেন মানুষে।
জায়তে চ যুগান্তেষু দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।।
তস্য দিব্যতনুং বিষ্ণোর্গদতো মে নিবোধত।
যুগধর্ম্মে পরাবৃত্তে কালে চ শিথিলে প্রভুঃ।
বর্ত্তুং ধর্ম্মব্যবস্থানং জায়তে মানুষেম্বিহ
ভৃগোঃ শাপনিমিত্তেন দেবাসুরকৃতেন চ।।

ঋষয় উচুঃ।

কথং দেবাসুরকৃতে অধ্যাহারমবাপ্নুয়াৎ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামো বৃত্তং দৈবাসুরং কথম্

সূত উবাচ।

দৈবাসুরং যথা বৃত্তং ব্রুবতস্তন্নিবোধত।
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যস্ত্রৈলোক্যং প্রাকপ্রশাসিত
বলিনাধিষ্ঠিতং রাষ্ট্রং পুনর্লোকত্রয়ো ক্রমাৎ।
সখ্যমাসীৎ পরং তেষাং দেবানামসুরৈ সহ।
যুগং বৈ দশসম্পূর্ণমাসীদব্যাহতং জগৎ।
নিদেশস্থায়িনশ্চৈব তয়োর্দেবাসুরাস্তবন্।।৭০

সম্ভোগাদি কোমল কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, এইরূপ সমস্ত লোককেই যে সনাতন পুরুষ সৃজন করিয়াছেন, সেই বিষ্ণু এ লোকে কিরূপে নরত্ব প্রাপ্ত হইলেন? হে ধীমন্! ইহাই আমাদের মহান্ সন্দেহের বিষয়; অপিচ ইহা বিস্ময়ের বিষয়ও বটে যে, যিনি শক্তিশালীদিগেরও গতি, তিনি কিরূপে মানুষী তনু আশ্রয় করিলেন? আমরা সেই বিষ্ণুর কৃত কর্ম্ম সকল যথাক্রমে শুনিতে ইচ্ছা করি। দেবদেবগণ বলিয়া থাকেন যে, বিষ্ণুর সমস্ত কার্য্যই আশ্চর্য্যজনক। অতএব হে মহামতে! বিষ্ণুর আশ্চর্য্য উৎপত্তি বার্ত্তা ব্যক্ত কর। বিষ্ণুর আশ্চর্য্য আখ্যান সুখাবহ; তিনি প্রখ্যাত-বলবীর্য্য মহাপুরুষ। তাঁহার প্রাদুর্ভাব বর্ণন কর। বিষ্ণু আশ্চর্য্যস্বরূপ, তাঁহার বীরকীর্ত্তিও তোমাকে ব্যক্ত করিতে হইবে সূত কহিলেন, – আমি সেই মহাত্মার প্রাদুর্ভাব বিবরণ অর্থাৎ সেই ভগবান মহাতপা যেরূপে মানুষ লোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। বিষ্ণুর অসংখ্য অবতার উক্ত হইয়াছে। তিনি দেবকার্য্য সাধনের জন্য যুগান্তকালে মানুষলোকে অবতীর্ণ হন। তাঁহার তাৎকালিক দিব্য তনুর বিবরণ আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কালক্রমে যুগধর্ম্ম ব্যতিক্রান্ত ও শিথিল হইলে ধর্ম্মব্যবস্থা করিবার জন্য সেই ভগবান সুরাসুরের সংঘর্ষকালে ভৃগুশাপ নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সূত! দেবাসুরের সংঘর্ষে কিরূপে তিনি অবতার স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সেই সুরাসুর-সংঘর্ষই বা কিরূপে ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। ৫৫ ৬৭। সূত কহিলেন, – সুরাসুরদিগের সঙ্ঘর্ষ যে প্রকারে ঘটিয়াছিল, আমি তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে এই ত্রৈলোক্য দৈত্য হিরণ্যকশিপুর শাসনাধীন ছিল। পরবর্ত্তী কালে এই ত্রৈলোক্য-রাজ্যের ভার ক্রমশঃ বলির করে ন্যস্ত হইয়াছিল। তৎকালে দেব ও অসুরগণের মধ্যে পরস্পর সখ্য স্থাপন হয়। এইরূপে দশযুগ যাবৎ এ জগৎ নিরুপদ্রব হইয়াছিল। কি দেব, কি, অসুর, সকলেই বলিরাজের আজ্ঞাধীন হইয়াছিল। অনন্তর দেব ও অসুরগণের মধ্যে পরস্পর সম্পত্তি নিমিত্ত লোকক্ষয়কর বিষম বিবাদের সূত্রপাত হয়। সে

বলবান্ বৈ বিবাদোহয়ং সম্প্রবৃত্তঃ সুদারুণঃ।
দেবাসুরাণাঞ্চ তদা ঘোরক্ষয়করো মহান্
তেষাং দায়নিমিত্তং বৈ সংগ্রামা বহবোহভবন
বরাহেহস্মিন দশ দ্বৌ চ ষণ্ডামর্কান্তগাঃ স্মৃতাঃ
নামতস্তু সমাসেন শৃণুধ্বং তান্ বিবক্ষতঃ।
প্রথমো নারসিংহস্তু দ্বিতীয়শ্চাপি বামনঃ।
তৃতীয়ঃ স তু বারাহশ্চতুর্থোহমৃতমন্থনঃ।
সংগ্রামঃ পঞ্চমশ্চৈব সুঘোরস্তারকাময়ঃ।
ষষ্ঠো হ্যাড়ীবকস্তেষাং সপ্তমস্ত্রৈপুরঃ স্মৃতঃ।
অন্ধকারোহষ্টমস্তেষাং ধ্বজশ্চ নবমঃ স্মৃতঃ।
বার্ত্তশ্চ দশমো জ্ঞেয়স্ততো হলাহলঃ স্মৃতিঃ।
স্মৃতো দ্বাদশমস্তেষাং ঘোরকোল হলাহপরঃ
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো নরসিংহেন সূদিতঃ
বামনেন বলির্বদ্ধস্ত্রৈলোক্যাক্রমণে কৃতে।।
হিরণ্যাক্ষো হতো দ্বন্দ্বে প্রতিবাদে তু দৈবতৈঃ
মহাবলো মহাসত্ত্ব সংগ্রামেষ্বপরাজিতঃ
দংষ্ট্রায়াস্তু বরাহেণ সমুদ্রাস্তুর্যদা কৃতা
প্রহ্লাদো নির্জ্জিতো যুদ্ধে ইন্দ্রেণামৃতমন্থনে।
বিরোচনস্তু প্রাহ্লাদির্নিত্যমিন্দ্রবধোদ্যতঃ।
ইন্দ্রেণৈব স বিক্রম্য নিহতস্তারকাময়ে
ভবাদবধ্যতাং প্রাপ্য বিশেষাস্ত্রাদিভিস্তু যঃ
সংগ্রামে নিহতঃ ষষ্ঠে শক্রাবিষ্টেন বিষ্ণুনা
অশক্নুবন্তো দেবেষু পুরং গোপ্তুং ত্রিদৈবতম্
নিহতা দানবাঃ সর্ব্বে ত্রিপুরস্ত্র্যম্বকেণ তু।
অষ্টমে ত্বসুরৈশ্চৈব রাক্ষসৈশ্চান্ধকারকাঃ
জিতদেবমনুষ্যাস্তু পিতৃভিশ্চৈব সঙ্গতান্
সংবৃতান দানবাংশ্চৈব সঙ্গতান্ কৃৎস্নশশ্চ তান্
তথা বিষ্ণুসহায়েন মহেন্দ্রেণ বিবর্হিতাঃ।
হতো ধ্বজো মহেন্দ্রেণ মায়াচ্ছন্নশ্চ যোগবান্।
ধ্বজো লক্ষ্যং সমাবিশ্য বিপ্রচিত্তির্মহাভুজঃ।

বিবাদ প্রবল হইয়া উত্তরোত্তর দারুণাকারে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ক্রমে তাহাদের মধ্যে পরস্পর বহু সংগ্রাম সঙ্ঘটিত হইতে থাকে এইরূপে বারাহ কল্পে ক্রমান্বয়ে দেবাসুরগণের দ্বাদশটী সংগ্রাম হয়। এই সকল যুদ্ধে শুক্রনন্দন ষণ্ড ও অমর্ক দেবপক্ষ অবলম্বন করেন এক্ষণে সেই সকল সংগ্রামের নাম সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন প্রথম নরসিংহ সংগ্রাম, দ্বিতীয় বামন, তৃতীয় বারাহ, চতুর্থ অমৃতমন্থন, পঞ্চম তারকাময়, ষষ্ঠ আড়ীবক, সপ্তম ত্রৈপুর, অষ্টম অন্ধকার, নবম ধ্বজ, দশম বার্ত্ত, একাদশ হলাহল এবং দ্বাদশ ঘোর কোলাহল নরসিংহ দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে নিহত করেন বামন ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়া বলিকে বন্ধন করেন। দেবগণের সহিত সজ্বর্ষে মহাবল মহাসত্ত্ব হিরণ্যাক্ষ নিহত হয় বরাহ, দংষ্ট্রায় করিয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। অমৃতমন্থন ব্যাপারে যে সুরাসুর-সংগ্রাম সঙ্ঘটিত হয়, তাহাতে ইন্দ্রের হস্তে প্রহ্লাদ নির্জ্জিত হন। প্রহ্লাদনন্দন বিরোচন নিত্যই ইন্দ্রবধের প্রয়াসী ছিল। কিন্তু ইন্দ্র তারকাময় সংগ্রামে বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাকে নিহত করেন এই দৈত্য ভবের নিকট অবধ্যত্ব বর প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ বিশেষ অস্ত্র-শস্ত্রে সর্ব্বদা সুসজ্জিত হইয়া থাকিত। ভবের বরে ইন্দ্রের ইহাকে বিনাশ করিবার অধিকার ছিল না তখন বিষ্ণু ইন্দ্রদেহে আবিষ্ট হইয়া বিরোচনকে বিনাশ করেন। দেবাসুরদিগের এই যুদ্ধই ষষ্ঠ যুদ্ধ। ৬৮--৮১। অসুরদিগের ত্রিপুর নামে এক সুরক্ষিত দুর্গ ছিল ঐ আসুরিক দুর্গ-সমৃদ্ধি দেবতাদিগের একান্ত অসহ্য হইয়াছিল। তখন ত্র্যম্বক ঐ ত্রিপুর সহ তত্রত্য সমস্ত দানবকে নিহত করেন। অষ্টম যুদ্ধ অসুর ও অন্ধকারাখ্য রাক্ষসদিগের সহিত সঙ্ঘটিত হয় যুদ্ধে দেব, মনুষ্য সকলেই পরাজিত হন পিতৃগণ দানবপক্ষে যোগ দান করেন। তখন মহেন্দ্র বিষ্ণুর সাহায্য গ্রহণ করিয়া বিপক্ষ-দলভুক্ত সমস্ত অসুর ও রাক্ষসদিগকে বিতাড়িত করেন মহাভুজ

দৈত্যাংশ্চ দানবাংশ্চৈব সংহতান্ কৃৎস্নশশ্চ তান্।
রজিঃ কোলাহলে সর্ব্বান্ দেবৈঃ পরিবৃতোহ জয়ৎ।
যজ্ঞামৃতেন বিজিতৌ ষণ্ডামর্কৌ তু দৈবতৈঃ।।
এতে দেবাঃ পুরা বৃত্তাঃ সংগ্রামা দ্বাদশৈব তু
দেবাসুরক্ষয়করাঃ প্রজানামশিবায় চ।।
হিরণ্যকশিপু রাজা বর্ষাণামর্ব্বুদং বভৌ।
তথা শতসহস্রাণি হ্যধিকানি দ্বিসপ্ততিঃ।
অশীতিঞ্চ সহস্রাণি ত্রৈলোক্যস্যেশ্বরোহভবৎ
পর্য্যায়ে তস্য রাজানু বলির্বর্ষার্ব্বুদং পুনঃ।
ষষ্ঠিশ্চৈব সহস্রাণি ত্রিংশচ্চ নিযুতানি চ।।
বলে রাজ্যাধিকারস্তু যাবৎকালং বভূব হ।
প্রহ্লাদেন গৃহীতোহভূত্তাবৎকালং তদাসুরৈঃ
ইন্দ্রাস্ত্রয়স্তে বিখ্যাতা অসুরাণাং মহৌজসঃ।
দৈত্যসংস্থমিদং সর্ব্বমাসীদ্দশযুগং কিল।
অসপত্নং ততঃ সর্ব্বং রাষ্ট্রং দশযুগং পুরা
ত্রৈলোক্যমব্যয়মিদং মহেন্দ্রেণ তু পাল্যতে।।
প্রহ্লাদস্য ততশ্চাদস্ত্রৈলোক্যং কালপর্য্যয়াৎ
পর্য্যায়েন চ সম্প্রাপ্তে ত্রৈলোক্যে পাকশাসনঃ
ততোহসুরান্ পরিত্যজ্য যজ্ঞে দেবা উপাগমন
যজ্ঞে দেবানথ গতে কাব্যং তে হ্যসুরাব্রুবন্
হৃতং নো মিষতাং রাষ্ট্রং ত্যক্ত্বাং যজ্ঞং পুনর্গতাঃ
স্থাতুং ন শক্নুমো হ্যদ্য প্রবিশামো রসাতলম্।
এবমুক্তোহব্রবীদেতান বিষণ্ণ সান্ত্বয়ন্ গিরা।
মা ভৈষ্ট ধারয়িষ্যামি তেজসা স্বেন চাসুরাঃ।।
বৃষ্টিরোষধয়শ্চৈব রসা বসু চ যত্তম্।
কৃৎস্না ময়ি চ তিষ্ঠন্তু পাদস্তেষাং সুরেষু বৈ।
যুষ্মদর্থং প্রদাস্যামি তৎসর্ব্বং ধার্য্যতে ময়া।।

বিপ্রচিত্তির সহিত দেবগণের নবম যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিপ্রচিত্তি মায়াচ্ছন্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকে মহেন্দ্র তাহার রথধ্বজ লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করেন। তাহাতে সেই ধ্বজ ছিন্ন এবং বিপ্রচিত্তিও বিনষ্ট হয়। রাজা রজি কোলাহলাখ্য সংগ্রামে দেবগণে পরিবৃত হইয়া দলবদ্ধ সমস্ত দৈত্য ও দানবদিগকে পরাজিত করেন। অসুরপুরোহিত ষণ্ড ও অমর্ককে দেবগণ যজ্ঞীয় অমৃত দ্বারা বাধ্য করিয়াছিলেন। এইরূপে পুরাকালে সুরাসুর-ক্ষয়কর প্রজাগণের অমঙ্গলাবহ দ্বাদশটী সংগ্রাম সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। রাজা হিরণ্যকশিপু ক্রমান্বয়ে একঅর্ব্বুদ একলক্ষ অশীতিসহস্র দ্বিসপ্ততি বর্ষ যাবৎ ত্রৈলোক্যের অধিপত্য করেন তাঁহার পরে পর্য্যায়ক্রমে বলি রাজা হন। তিনি একঅর্ব্বুদ ষষ্টিসহস্র বিংশতিনিযুত বর্ষ যাবৎ রাজ্য শাসন করেন। বলির রাজ্যাধিকার যত কাল ছিল, তাঁহার পিতামহ প্রহ্লাদও অসুরগণ সহ ততকালই রাজ্যভার গ্রহন করিয়াছিলেন। অসুরগণের মধ্যে মহাবীর্য্য হিরণ্যাক্ষ, প্রহ্লাদ ও বলি এই তিনজন প্রসিদ্ধ অসুরই ইন্দ্রস্বরূপ ছিলেন। ক্রমান্বয়ে দশ যুগ পর্য্যন্ত এই ত্রৈলোক্য অসুরদিগেরই আয়ত্ত ছিল ঐ দীর্ঘকাল যাবৎ সমগ্র রাজ্য অসপত্ন বা নিষ্কণ্টক ছিল। অতঃপর ইন্দ্র এই অব্যয় ত্রৈলোক্যের পালনভার গ্রহণ করেন। পর্য্যায়ক্রমে পাকশাসন এই ত্রৈলোক্যের অধিপত্য প্রাপ্ত হইলে যজ্ঞে অসুরদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেরাই তাহার ভাগ গ্রহণ করিতে লাগিলেন তখন যজ্ঞভাগ দেবগণের অধিকৃত হইল দেখিয়া অসুরেরা শুক্রাচার্য্যকে গিয়া বলিল,—ব্রহ্মন! দেবগণ আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া রাজ্য লইয়াছে এক্ষণে তাহা ছাড়িয়া পুনরায় তাহারা যজ্ঞভাগও গ্রহণ করিয়াছে। এখন আমরা আর তিষ্ঠিতে পারিতেছি না। অতএব অদ্য রসাতলেই প্রবিশ করি। ৮২—৯৫। অসুরেরা এই কথা কহিলে শুক্রাচার্য্য দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; বলিলেন — অসুরগণ! তোমরা ভয় করিও না। আমি নিজের প্রভাবে তোমাদিগকে রক্ষা করিব। দেখ, বৃষ্টি, ওষধি, পৃথ্বী, এবং অন্যান্য ধনরত্ন সমস্তই আমাতে

ততো দেবাসুরান্ দৃষ্ট্বা ধৃতান্ কাব্যেন ধীমতা।
অমন্ত্রয়ংস্তদা তে বৈ সংবিগ্না বিজিগীষয়া।
এষ কাব্য ইদং সর্ব্বং ব্যাবর্ত্তয়তি নো বলাৎ।
সাধু গচ্ছামহে তূর্ণং ক্ষীণানাপ্যায়য়ন্তি তান্।।
প্রসহ্য হত্বা শিষ্টাংশ্ বৈ পাতালং প্রাপয়ামহে।।
ততো দেবাঃ সুসংরব্ধা দানবানভিসৃত্য বৈ।
জঘ্নুস্তৈর্বধ্যমানাস্তে কাব্যমেবাভিদুদ্রুবুঃ।।
ততঃ কাব্যস্তু তান্ দৃষ্ট্বা তূর্ণং দেবৈরভিদ্রুতান্
সমরেহপ্রেক্ষতাবাহিন্তান্ দেবেভ্যস্তান্ দিতেঃ সুতান্।।
কাব্যো দৃষ্ট্বা স্থিতান্ দেবাংস্তত্র দেবোহভ্যচিন্তয়ৎ
তানুবাচ ততো ধ্যাত্বা পূর্ব্ববৃত্তমনুস্মরন্।

ত্রৈলোক্যং বিজিতং সর্ব্বং বামনেন ত্রিভিঃ ক্রমৈঃ।
বলির্বদ্ধো হতো জম্ভো নিহতশ্চ বিরোচনঃ।।
মহাসুরৈর্দ্বাদশসু সংগ্রামেষু সুরৈর্হতাঃ।
তৈস্তৈরুপায়ৈর্ভূয়িষ্ঠা নিহতা যে প্রধানতঃ।।
কিঞ্চিচ্ছিষ্টাস্তু বৈ যূয়ং যুদ্ধেষস্তোষু বৈ স্বয়ম্।
নীতিং বো হি বিধাস্যামি কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্।।
যাস্যাম্যহং মহাদেবং মন্ত্রার্থে বিজয়ায় বঃ।
অগ্নিমাপ্যায়য়েদ্ধোতা মন্ত্রৈরেব বৃহস্পতিঃ।।
ততো যাস্যাম্যহং দেবং মন্ত্রার্থে নীললোহিতম্
যুষ্মানপ্যুগ্রহীষ্যামি পুনঃ পশ্চাদিহাগতঃ।।
যূয়ং তপশ্চরধ্বং বৈ সংবৃতা বল্কলৈর্বনে।

বিরাজিত। ইহার এক চতুর্থাংশ মাত্র দেবগণে অবস্থিত। আমি তোমাদের নিমিত্তই সে সকল ধারণ করিতেছি এবং তোমাদের হিতের জন্যই সে সকল অর্পন করিব অনন্তর দেবগণ দেখিলেন, — অসুরেরা ধীমান্ শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইতেছে। তদ্দর্শনে তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইলেন এবং জয়েচ্ছায় তৎকালে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন, — এই অসুরগুরু কাব্য আমাদের সমস্ত কর্ম্মই সবলে ব্যর্থ করিয়া দিবেন। অতএব তিনি যাবৎ পর্য্যন্ত না অসুরদিগকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলেন, তাহার পূর্ব্বেই সত্বর আমরা অসুরাবাসে যাই। সেখানে গিয়া সবলে তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক বিনাশ করি এবং অবশিষ্ট অসুরদিগকে পাতালপুরে বিতাড়িত করিয়া দিই অনন্তর দেবগণ সুসজ্জিত হইয়া দানবদিগের বিপক্ষে যুদ্ধাভিযান করিলেন। যুদ্ধে বহু দৈত্য নিহত হইল। অবশিষ্ট দৈত্যগণ আহত অবস্থায় শুক্রাচার্য্যের অভিমুখে গমন করিল। শুক্র সেই সুরতাড়িত অসুরদিগকে বিক্ষতদেহে সমাগত দেখিয়া দেবতাদিগের হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার মানসে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময় দেবগণকে পশ্চাদাগত দেখিয়া পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক তিনি বলিলেন, — বামন তিনটী পদবিক্ষেপ সমগ্র ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছেন; বলি বন্দীকৃত, জম্ভ হত, এবং বিরোচন নিহত হইয়াছে। দ্বাদশটী প্রধান প্রধান সংগ্রাম সঙ্ঘটিত হইয়াছে। তাহাতে সুরগণই নানা উপায়ে প্রধান প্রধান অসুরদিগের অধিকাংশকেই নিহত করিয়াছে। সেই ভীষণ যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। এক্ষণে তোমরা কতিপয় মাত্র অসুর অবশিষ্ট আছ। যাহা হৌক, তোমরা কিছু কাল অপেক্ষা কর; আমি তোমাদের জন্য উত্তম নীতি প্রয়োগ করিব। তোমরা যাহাতে বিজয়ী হইতে পার, সেই উদ্দেশ্যে মন্ত্র লাভার্থ আমি মহাদেবসমীপে গমন করিব। আমি জানি, বৃহস্পতি হোতা হইয়া ওদিকে দেবপক্ষে মন্ত্র দ্বারা অগ্নিকে আপ্যায়িত করিতেছেন। অতএব আমাকেও এই মুহূর্ত্তে মন্ত্র-লাভার্থ দেবদেব নীললোহিতের নিকট যাইতে হইবে। তোমাদের ভয় নাই; আমি পুনরায় আসিয়া তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিব। ৯৬–১০৭। তোমাদিগকে এই উপদেশ প্রদান করিতেছি যে, তোমরা বল্কল পরিয়া তপস্যা করিতে

ন বৈ দেবা বধিষ্যন্তি যাবদাগমনং মম।
অপ্রতীপাংস্ততো মন্ত্রান্ দেবাৎ প্রাপ্য মহেশ্বরাৎ
যোৎস্যামহে পুনর্দেবাংস্ততঃ প্রাপ্স্যথ বৈ জয়ম্
ততস্তে কৃতসংবাদা দেবানূচুস্ততোহসুরাঃ।
ন্যস্তবাদা বয়ং সর্ব্বে লোকান্ যূয়ং ক্রমন্তু বৈ।।
বয়ং তপশ্চরিষ্যামঃ সংবৃতা বল্কলৈর্বনে।
প্রহ্লাদস্য বচঃ শ্রুত্বা সত্যব্যাহরণন্তু তৎ।।
ততো দেবা নিবৃত্তা বৈ বিজ্বরা মুদিতাশ্চ হ।
ন্যস্তশস্ত্রেষু দৈত্যেষু স্বান্ বৈ জগ্মুর্যথাগতান্।।
ততস্তানব্রবীৎ কাব্যঃ কঞ্চিৎকালমুপাস্যতাম্।
নিরুৎসুকৈস্তপোযুক্তৈ কালং কার্য্যার্থসাধকৈঃ
পিতুর্মমাশ্রমস্থা বৈ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।।
স সন্দিশ্যাসুরান্ কাব্যো মহাদেবং প্রপদ্য চ।
প্রণম্যৈনমুবাচাথ জগৎপ্রভবমীশ্বরম্।।
মন্ত্রানিচ্ছাম্যহং দেব যে ন সন্তি বৃহস্পতৌ।
পরাভবায় দেবানামসুরেষ্বভয়াবহান্।।
এবমুক্তোহব্রবীদ্দেবো মন্ত্রানিচ্ছসি বৈ দ্বিজ।
ব্রতং চর ময়োদ্দিষ্টং ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।।
পূর্ণং বর্ষসহস্রং বৈ কুণ্ডধূমমবাক্‌শিরাঃ।
যদি পাস্যসি ভদ্রং তে মত্তো মন্ত্রমবাপ্স্যসি।
তথোক্তো দেবদেবেন স শুক্রস্তু মহাতপাঃ
পাদৌ সংস্পৃশ্য দেবস্য বাঢ়মিত্যব্রবীত্তদা।।
ব্রতং চরাম্যহং শেষং যথোদ্দিষ্টোহস্মি বৈ প্রভো।।
ততো নিযুক্তো দেবেন কুণ্ডধারোহস্য ধূমকৃৎ
অসুরাণাং হিতার্থায় তস্মিন্ শুক্রে গতে তদা
মন্ত্রার্থং তত্র বসতি ব্রহ্মচর্য্যং মহেশ্বরে।।
তদ্‌বুদ্ধা নীতিপূর্ব্বন্তু রাজ্যং ন্যস্তং তদাসুরৈঃ

থাক। আমার পুনরাগমন মধ্যে দেবগণ তোমাদিগকে নিহত করিতে পারিবে না। দেবদেব মহেশ্বর হইতে আমি অনুকূল মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় দেবগণ সহ যুদ্ধারম্ভ করিব; সে যুদ্ধে তোমাদেরই জয়লাভ হইবে। অনন্তর অসুরগণ সুরগণকে আহ্বান করিয়া বলিল, —আমরা বিবাদ বিসম্বাদ পরিত্যাগ করিলাম। তোমরা সমস্ত লোকেই অবাধে অধিকার করিয়া লও। আমরা বনে গিয়া বল্কল পরিয়া তপস্যাচরণ করিব। দৈত্য গণের মুখপাত্র প্রহ্লাদই দেবগণকে এই কথা কহিলেন। দেবগণ সেই সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া সংগ্রামে বিনিবৃত্ত, বিজ্বর ও মুদিত হইলেন দৈত্যগণ অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর শুক্রাচার্য্য অসুর গণকে বলিলেন, তোমরা কিছুকাল পর্য্যন্ত কার্য্যসিদ্ধির জন্য অনুৎকণ্ঠিত-চিত্তে তপস্যা অবলম্বন করিয়া অপেক্ষা কর। সম্প্রতি ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ মদীয় পিতার আশ্রমেই অবস্থান করিতেছেন শুক্র অসুরদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া জগৎকারণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন—দেব! আমি আপনার নিকট এইরূপ মন্ত্র প্রার্থনা করি যে, যাহা বৃহস্পতির অবিদিত আছে। দেবগণের পরাভব এবং অসুরগণের বিজয় নিমিত্তই আমার এইরূপ মন্ত্র প্রার্থনা মহাদেব এইরূপে উক্ত হইয়া বলিলেন— হে দ্বিজ! তুমি মন্ত্র ইচ্ছা করিতেছ; আমার নির্দেশ মত ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া একটী ব্রতাচরণ কর পূর্ণ সহস্র বর্ষ যাবৎ তুমি যদি অবাঙ্মুখে থাকিয়া কুণ্ডধূম পান করিতে পার, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে; তুমি আমার নিকট হইতে মন্ত্র লাভ করিতে পারিবে। ১০৮—১১৭। দেবদেব এই কথা কহিলে মহাতপা শুক্র দেবদেবের পাদস্পর্শপূর্ব্বক বলিলেন, —প্রভো! উত্তম আদেশ দিয়াছেন আমি আপনার নির্দেশে ব্রতাচরণ করিব। অনন্তর দেবদেব তাঁহাকে ধূমোপশায়ী কুণ্ডাধারে নিযুক্ত করিলেন অসুরগণের হিতের নিমিত্ত শুক্র মন্ত্র লাভের লালসায় মহেশ্বরের নিকট গমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে অবস্থান করিতে লাগিলে দেবগণ তাঁহার সে নীতির রহস্য বুঝিতে পারিলেন।

তস্মিংশ্ছিদ্রে তদামর্ষাদ্দেবাস্তান সমভিদ্রবন
নিশিতাস্ত্রায়ুধাঃ সর্ব্বে বৃহস্পতিপুরোগমাঃ।
দৃষ্ট্বা সুরগণ দেবান্ প্রগৃহীতায়ুধান্ পুনঃ।
উৎপেতুঃ সহসা সর্ব্বে সন্ত্রস্তাস্তে ততোঽব্রুবন্
ন্যস্তশস্ত্রে জয়ে দত্তে আচার্য্যে ব্রতমাস্থিতে
সন্ত্যজ্য সময়ং দেবাস্তে সপত্নজিঘাংসবঃ।।
অনাচার্য্যাস্তু ভদ্রং বো বিশ্বস্তাস্তপসি স্থিতাঃ।
চীরবল্কাজিনধরা নিষ্ক্রিয়া নিষ্পরিগ্রহাঃ।
রণে বিজেতুং দেবান্ বৈ ন শক্ষ্যামঃ কথঞ্চন
অযুদ্ধেন প্রপদ্যামঃ শরণং কাব্যমাতরম্।
জ্ঞাপয়ামঃ কৃচ্ছ্রমিদং যাবদাগমনং গুরোঃ।
বিনিবৃত্তে ততস্ত্বস্মাৎ যোৎস্যামো যুধি তান্
সুরান্।।
এবমুক্ত্বাসুরান্ যোগ্যং শরণং কাব্যমাতরম্
প্রাপদ্যন্ত ততো ভীতাস্তেভ্যা চৈব তদাভয়ম্।।
দত্তং তেষাস্তু ভীতানাং দৈত্যানামভয়ার্থিনাম্
ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং ভয়ং ত্যজত দানবাঃ
মৎসন্নিধৌ বর্ত্ততাং বো ন ভীর্ভবিতুমর্হতি।
তয়াভ্যুপপত্তিপন্নাংস্তান্ দৃষ্ট্বা দেবাসুরাংস্তদা
অভিজঘ্নুঃ প্রসহ্যৈতানবিচার্য্য বলাবলম্।
তাংস্তেতান্ বধ্যমানাংস্ত দেবৈর্দৃষ্ট্বাসুরাংস্তদা
দেবী ক্রুদ্ধাব্রবীদেনাননিন্দ্রত্বং করোম্যহম্।
সংস্তভ্য শীঘ্রং সংরম্ভাদিন্দ্রং সাভ্যচরত্ততঃ।
ততঃ সংস্তম্ভিতং দৃষ্ট্বা শক্রং দেবাস্তু যুগপৎ।
বাদ্রবন্ত ততো ভীতা দৃষ্ট্বা শক্রং বশীকৃতম্।।
গতেষু সুরসঙ্ঘেষু বিষ্ণুরিন্দ্রমভাষত।
মাং ত্বং প্রবিশ ভদ্রন্তে নেষ্যামি ত্বাং সুরেশ্বর
এবমুক্তস্ততো বিষ্ণুং প্রবিবেশ পুরন্দরঃ।
বিষ্ণুনা রক্ষিতং দৃষ্ট্বা দেবী ক্রুদ্ধা বচোঽবদৎ।।

অসুরেরা তখন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত ছিল। বৃহস্পতিপ্রমুখ দেবগণ ছিদ্র পাইয়া অমর্ষবশে অস্ত্র-শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক অসুরদিগকে তৎকালে আক্রমণ করিলেন। অসুরেরা সহসা সুরগণকে অস্ত্রধারণপূর্ব্বক আসিতে দেখিয়া সন্ত্রস্তচিত্তে উত্থিত হইল এবং পরস্পর বলিল – আমরা অস্ত্রত্যাগ করিয়াছি, দেবগণকে বিজয়লক্ষ্মী অর্পণ করিয়াছি, আচার্য্য আমাদের ব্রতাবলম্বনে অবস্থান করিতেছেন। দেবগণ এখন সময় উল্লঙ্ঘন করিয়া শত্রুজিঘাংসায় মত্ত হইয়াছে। আমাদের আচার্য্য নাই; সুতরাং আমাদের ভদ্রস্থতা নাই। আমরা বিশ্বস্ত ভাবে চীর, বল্কল ও অজিন ধারণ করিয়া নিষ্ক্রিয় ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া রহিয়াছি; এ অবস্থায় দেবগণকে রণে জয় করিবার সামর্থ্য আমাদের কৈ? অতএব এক্ষণে আমরা শুক্রজননীর শরণাপন্ন হই শুক্রদেব যখন ফিরিয়া আসিবেন, তখন তাঁহার নিকট এই সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিব। তিনি ফিরিয়া আসিলেই আমরা সুরগণ সহ যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইব। অসুরেরা এই কথা কহিয়া, তৎকালে ভীতচিত্তে সকলেই শুক্রজননীর শরণ লইল, শুক্রমাতা তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া বলিলেন– দানবগণ! তোমাদের ভয় নাই, ভয় নাই। তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর। আমার আশ্রয়ে থাকিলে তোমাদের আর ভয় থাকিবে না দেবগণ অসুরগণকে ভীত ও শুক্রমাতার শরণাপন্ন দেখিয়া তৎকালে স্বীয় বলাবলের বিচার না করিয়াই সহসা তাহাদিগকে হনন করিতে লাগিলেন। ভীত ত্রস্ত অসুরদিগকে সুরগণ কর্ত্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া দেবী শুক্রমাতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমি এই মুহূর্ত্তে দেবগণকে ইন্দ্রবিহীন করিব এই বলিয়া তিনি ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করিয়া সংরম্ভভরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১১৮–১৩১। দেবগণ তখন ইন্দ্রকে যুগপৎ স্তম্ভিত দর্শনে ভীত হইয়া নানা দিকে পলায়ণ করিলেন। সুরগণ পলায়ন করিলে বিষ্ণু ইন্দ্রকে বলিলেন– হে সুরেশ্বর। তুমি আমার দেহে প্রবেশ কর; আমি তোমায় এস্থান হইতে লইয়া যাইব। বিষ্ণু এই কথা কহিলে পুরন্দর বিষ্ণুদেহে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রকে বিষ্ণু কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতে দেখিয়া

এষা ত্বাং বিষ্ণুনা সার্দ্ধং দহামি মঘবন্নিব।
মিষতাং সর্ব্বভূতানাং দৃশ্যতাং মে তপোবলম্।
তয়াভিভূতৌ তৌ দেবা ইন্দ্রাবিষ্ণু জজল্পতুঃ।
কথং মুচ্যেব সহিতৌ বিষ্ণুরিন্দ্রমভাষত।।
ইন্দ্রোঽব্রবীজ্জহীহ্যেনাং যাবন্নৌ ন দহেদ্বিভো
বিশেষণাভিভূতোঽহমতস্ত্বং জহি মা চিরম্।।
ততঃ সমীক্ষ্য তাং বিষ্ণুঃ স্ত্রীবধং কর্ত্তুমাস্থিতঃ
অভিধ্যায় ততশ্চক্রমাপন্নঃ সত্বরং প্রভুঃ।।
তস্যাঃ সত্বরমাণায়াঃ শীঘ্রকারী সুরারিহা।
ত্রিয়া বিষ্ণুস্ততো দেব্যাঃ ক্রূরং বুদ্ধা চিকীর্ষিতম্
ক্রুদ্ধস্তদস্ত্রমাবিধ্য শিরশ্চিচ্ছেদ মাধবঃ।।
তং দৃষ্ট্বা স্ত্রীবধং ঘোরং চুকোপ ভৃগুরীশ্বরঃ।
ততোঽভিশপ্তো ভৃগুণা বিষ্ণুর্ভার্য্যাবধে তদা।
যস্মাত্তে জানতা ধর্ম্মানবধ্যা স্ত্রী নিষূদিতা।
তস্মাত্ত্বং সপ্তকৃত্বো বৈ মানুষেষু প্রবৎস্যসি।।
ততস্তেনাভিশাপেন নষ্টে ধর্ম্মে পুনঃপুনঃ।
লোকে সর্ব্বহিতার্থায় জায়তে মানুষেষ্বিহ।।
অনুব্যাহৃত্য বিষ্ণুং স তদাদায় শিরঃ স্বয়ম্।
সমানীয় ততঃ কার্য্যে অপো গৃহ্যেদমব্রবীৎ।।
এষ ত্বাং বিষ্ণুনা সত্যে হতাং সঞ্জীবয়াম্যহম্।
যদি কৃৎস্নো ময়া ধর্ম্মশ্চরিতো জ্ঞায়তেঽপি বা
তেন সত্যেন জীবস্ব যদি সত্যং ব্রবীম্যহম্।।
সত্যাভিব্যাহৃতা তস্য দেবী সঞ্জীবিতা তদা।
ততস্তাং প্রোক্ষ্য শীতাভিরদ্ভির্জীবেতি সোঽব্রবীৎ।।
ততস্তাং সর্ব্বভূতানি দৃষ্ট্বা সুপ্তোত্থিতামিব।
সাধু সাধ্বিত্যদৃশ্যানাং বাচস্তাঃ সস্বনুর্দিশঃ।।
দৃষ্ট্বা সঞ্জীবিতামেবং দেবীং তাং ভৃগুণা তদা।

শুক্রমাতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—হে মঘবন্! এই আমি সর্ব্বভূতের সমক্ষেই তোমাকে বিষ্ণুর সহিত দগ্ধ করিব। আমার তপোবল দর্শন কর। বিষ্ণু ও ইন্দ্র এইরূপে শুক্রমাতা কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া পড়িলে তাঁহারা উভয়ে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু ইন্দ্রকে বলিলেন, - আমরা কিরূপে এক্ষণে এই দেবীর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাই? তখন ইন্দ্র বলিলেন, — হে বিভো! যাবৎ ইনি আমাদিগকে দগ্ধ করেন। তাবৎ কালের মধ্যে আপনিই ইঁহাকে বিনাশ করুন। এই দেবীর প্রভাবে আমি বিশেষরূপেই নিগৃহীত হইয়াছি; অতএব শীঘ্রই ইঁহার বধ সাধন করুন। অনন্তর বিষ্ণু তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্ত্রীবধে উদ্যত হইলেন তিনি চিন্তা করিবামাত্র সত্বর তাঁহার চক্র আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরারিসংহারী হরি তখন দেবীর ক্রূরাভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ক্ষিপ্রহস্তে ক্রোধের সহিত অস্ত্রাঘাতে তদীয় শিরশ্ছেদ করিলেন। তৎকালে তাদৃশ ঘোর স্ত্রীবধ-ব্যাপার দেখিয়া ভৃগু ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বিষ্ণুকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, ধর্ম্মানুসারে স্ত্রীজাতি অবধ্য, ইহা তুমি জানিয়া-শুনিয়াও যখন স্ত্রী-হত্যা করিলে; এই অপরাধে তোমাকে সপ্তবার মনুষ্যলোকে বাস করিতে হইবে। ভৃগু বিষ্ণুকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া ভার্য্যার সেই ছিন্ন মস্তক আনয়ন করিলেন এবং তাহাকে দেহের সহিত যোগ করিয়া হস্তে জল গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন-বিষ্ণু তোমাকে নিহত করিয়াছেন; আমি সত্যবলে তোমায় পুনর্জীবিত করিব। যদি আমি সমস্ত ধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকি, সমগ্র ধর্ম্মতত্ত্ব আমার বিদিত থাকে এবং সর্ব্বদা আমি যদি সত্য বাক্য প্রয়োগ ও সত্যের সেবা করিয়া থাকি, তবে এই দেবী মম পত্নী জীবিতা হউন। ১৩২—১৪৪। ভৃগুর সত্যবাক্যে সেই মুহূর্তেই তাঁহার পত্নী জীবিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভৃগু শীতল জলে অভ্যুক্ষণপূর্ব্বক বলিলেন—দেবি! জীবিত হইলে। অনন্তর সমস্ত প্রাণী ভৃগুপত্নীকে সুপ্তোত্থিতার ন্যায় দর্শন করিয়া বিস্মিত হইল। অদৃশ্য ভূতবৃন্দের কণ্ঠ হইতেও সাধু সাধু রব উত্থিত হইতে লাগিল এবং দিকসমূহও ধ্বনিত

মিষতাং সর্ব্বভূতানাং তদদ্ভুতমিবাভবৎ।।
অসম্ভ্রান্তেন ভৃগুণা পত্নীং সঞ্জীবিতাং ততঃ।
দৃষ্ট্বা শক্রো ন লেভেহথ শর্ম্ম কাব্যভয়াত্ততঃ
প্রজাগরে ততশ্চেন্দ্রো জয়ন্তীমাত্মনঃ সুতাম্
প্রোবাচ মতিমানবাক্যং স্বাং কন্যাং পাকশাসনঃ
এষ কাব্যো হ্যনিন্দ্রায় চরতে দারুণং তপঃ।
তেনাহং ব্যাকুলঃ পুত্রি কৃতো ধৃতিমতা দৃঢ়ম্।
গচ্ছ সম্ভাবয়স্বৈনং শ্রমাপনয়নৈঃ শুভৈঃ
তৈস্তৈর্মনোহনুকূলৈশ্চ হ্যপচারৈরতন্দ্রিতা।।
দেবী সা ত্বীন্দ্রদুহিতা জয়ন্তী শুভচারিণী।
যুক্তধ্যানঞ্চ শাম্যন্তং দুর্ব্বলং ধৃতিমাস্থিতম্।।
পিত্রা যথোক্তং কাব্যং সা কাব্যে কৃতবতী তদা।
গীর্ভিশ্চৈবানুকূলাভিঃ স্তুবতী বল্গুভাষিণী।।
গাত্রসংবাহনৈঃ কালে সেবমানা সুখাবহৈঃ।
শুশ্রূষন্ত্যনুকূলা চ উবাস বহুলাঃ সমাঃ।।
পূর্ণে ধূম্রব্রতে চাপি ঘোরে বর্ষসহস্রিকে।
বরেণ ছন্দয়ামাস কাব্যং প্রীতো ভবস্তদা।
এবং ব্রতবস্ত্বয়ৈকেন চীর্ণং নান্যেন কেনচিৎ
তস্মাত্ত্বং তপসা বুদ্ধ্যা শ্রুতেন চ বলেন চ।।
তেজসা চাপি বিবুধান্ সর্ব্বানভিভবিষ্যসি।
যচ্চ কিঞ্চিন্মম ব্রহ্মণ্ বিদ্যতে ভৃগুনন্দন।
সাঙ্গঞ্চ সরহস্যঞ্চ যজ্ঞোপনিষদাং তথা।
প্রতিভাস্যতি তে সর্ব্বং তচ্চাদ্যত্বং ন কস্যচিৎ
সর্ব্বাভিভাবী তেন ত্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠো ভবিষ্যসি
এবং দত্ত্বা বরাংস্তস্মৈ ভার্গবায় পুনঃপুনঃ।।
অজেয়ত্বং ধনেশত্বমবধ্যত্বঞ্চ বৈ দদৌ।
এতাংল্লব্ধা বরান্ কাব্যঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ।।

হইল। সর্ব্বপ্রাণীর সমক্ষে ভৃগুর প্রভাবে তৎপত্নীর জীবনপ্রাপ্তি হইল; ইহা তখন অদ্ভুত ব্যাপার হইয়া পড়িল। ভৃগু অসম্ভ্রান্ত ভাবে পত্নীকে জীবিত অবস্থায় দেখিলেন। ইন্দ্র এই ব্যাপার দেখিয়া শুক্রাচার্য্যের ভয়ে তখন হইতে আর শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। ভাবনায় ভাবনায় রাত্রিযোগেও দেবেন্দ্রের নিদ্রা রহিল না তিনি স্বীয় সুতা জয়ন্তীকে একদা বলিলেন, – অয়ি পুত্রি! অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য ইন্দ্রপদ লোপ করিবার জন্য কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত আছেন; তাই আমি ব্যাকুল হইয়াছি। অতএব তোমার প্রতি আমার আদেশ এই যে, তুমি সেই শুক্রাচার্য্যের নিকট যাও। সেখানে গিয়া তদীয় শ্রমাপ নয়ন ও মনঃপ্রিয় উপচারাদি দ্বারা অতন্দ্রিতভাবে তাঁহার সেবা করিতে থাক। ইন্দ্রনন্দিনী শুভচারিণী জয়ন্তী তৎকালে সেই ধ্যাননিষ্ঠ শমগুণাবলম্বী ধৃতিশীল শুক্রাচার্য্য-সমীপে গমন করিলেন এবং পিতা যেরূপে যেরূপে তাঁহার সেবা করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন, তিনি তাহাই করিতে লাগিলেন। তিনি কখনও মৃদু-মধুর বাক্যে সেই তপোনিষ্ঠ ভৃগুনন্দনের স্তব করিতেন, কখন তাঁহার গাত্রসংবাহন করিতেন, এইরূপে বিবিধ সুখাবহ ব্যাপারে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তিনি শুক্রাচার্য্যের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সেই আশ্রমে বহু বর্ষ যাপন করিলেন। অনন্তর ভৃগুনন্দনের সেই সহস্রবার্ষিক কঠোর ধূম্রব্রত সাঙ্গ হইল মহাদেব প্রীত হইয়া তাঁহাকে তখন বর গ্রহণের জন্য প্ররোচিত করিলেন; বলিলেন–হে দ্বিজ! তুমি এমন একটী ব্রত আচরণ করিয়াছ, যাহা অন্যে কখন করিতে পারে নাই। অতএব তুমি তপস্যা, প্রতিভা, শাস্ত্রজ্ঞান, বল, ও তেজো দ্বারা সমগ্র সুরসমাজকে নিশ্চয়ই অভিভূত করিবে। হে ভৃগুনন্দন! আমার যাহা কিছু মন্ত্রশক্তি আছে, তাহা সাঙ্গ ও সরহস্য তোমাতেই প্রতিভাত হইবে। তুমি ভিন্ন আর কাহার নিকট তাহা থাকিবে না। ১৪৫–১৫৮। তুমি সেই মন্ত্রশক্তির প্রভাবে সর্ব্বাভিভাবী দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইবে। ভবদেব ভার্গবকে এইরূপ বরদান করিয়া তাঁহাকে অজেয়ত্ব, ধনেশত্ব, এবং অবধ্যত্ব বরও দান করিলেন। ভৃগুনন্দন এই

হর্ষাৎ প্রাদুর্বভৌ তস্য দেবস্তোত্রং মহেশ্বরম্
তদা তির্য্যক্স্থিতস্ত্বেবং তুষ্টুবে নীললোহিতম্
নমোহস্তু শিতিকণ্ঠায় সুরূপায় সুবর্চ্চসে
রিরিহাণায় লোপায় বৎসরায় জগৎপতে।।
কপর্দ্দিনে হ্যূর্দ্ধরোম্নে হয়ায় করুণায় চ।
সংস্কৃতায় সুতীর্থায় দেবদেবায় রংহসে।
উষ্ণীষিণে সুবক্ত্রায় সহস্রাক্ষায় মীঢ়ুষে।
বসুরেতায় রুদ্রায় তপসে চীরবাসসে।।
হ্রস্বায় মুক্তকেশায় সেনান্যে রোহিতায় চ।
কবয়ে রাজবৃক্ষায় তক্ষকক্রীড়নায় চ।।
গিরিশায়ার্কনেত্রায় যতিনে জাম্ববায় চ।
সুবৃত্তায় সুহস্তায় ধন্বিনে ভার্গবায় চ।।
সহস্রবাহবে চৈব সহস্রামলচক্ষুষে।
সহস্রকুক্ষয়ে চৈব সহস্রচরণায় চ।
সহস্রশিরসে চৈব বহুরূপায় বেধসে।
ভবায় বিশ্বরূপায় শ্বেতায় পুরুষায় চ।।
নিষঙ্গিণে কবচিনে সূক্ষ্মায় ক্ষপণায় চ।
তাম্রায় চৈব ভীমায় উগ্রায় চ শিবায় চ।।১৬৯
বভ্রবে চ পিশঙ্গায় পিঙ্গলায়ৌ নিলায় চ।
মহাদেবায় সর্ব্বায় বিশ্বরূপশিবায় চ।।১৭০
হিরণ্যায় চ শিষ্টায় শ্রেষ্ঠায় মধ্যমায় চ।
বভ্রবে চ পিশঙ্গায় পিঙ্গলায়ারুণায় চ।
পিনাকিনে চেষুমতে চিত্রায় রোহিতায় চ।।
দুন্দুভ্যায়ৈকপাদায় অর্হায় বুদ্ধয়ে তথা।
মৃগব্যাধায় সর্পায় স্থাণবে ভীষণায় চ।
বহুরূপায় চোগ্রায় ত্রিনেত্রায়েশ্বরায় চ।
কপিলায়ৈকবীরায় মৃত্যবে ত্র্যম্বকায় চ।
বাস্তোষ্পতে পিনাকায় শঙ্করায় শিবায় চ
আরণ্যায় গৃহস্থায় যতয়ে ব্রহ্মচারিণে।।
সাংখ্যায় চৈব যোগায় ধ্যানিনে দীক্ষিতায় চ।
অন্তর্হিতায় শর্ব্বায় মান্যায় মালিনে তথা।
বুদ্ধায় চৈব শুদ্ধায় মুক্তায় কেবলায় চ।
রোধসে চেকিতানায় ব্রহ্মিষ্ঠায় মহর্ষয়ে।।
চতুষ্পাদায় মেধ্যায় ধর্ম্মিণে শীঘ্রগায় চ।
শিখণ্ডিনে কপালায় দংষ্ট্রিণে বিশ্বমেধসে।।
অপ্রতীঘায় দীপ্তায় ভাস্করায় সুমেধসে।।
ক্রূরায় বিকৃতায়ৈব বীভৎসায় শিবায় চ।।
সৌম্যায় চৈব পুণ্যায় ধার্ম্মিকায় শুভায়।
অবধ্যায়ামৃতাঙ্গায় নিত্যায় শাশ্বতায় চ।।

সকল বর লাভ করিলে হর্ষভরে তাঁহার রোমরাজি প্রহৃষ্ট হইল। তাঁহার মুখ হইতে তখন এক অপূর্ব্ব মহেশ্বরস্তোত্র প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি তির্য্যগ্‌ভাবে থাকিয়াই দেবদেব নীললোহিতকে তৎকালে স্তব করিতে লাগিলেন; ভার্গব বলিলেন—হে জগৎপতে! তুমি শীতিকণ্ঠ, সুরূপ, সুবর্চ্চা, রিরিহাণ, লোপ, ও বৎসর, তোমাকে নমস্কার তুমি কপর্দ্দী, ঊর্দ্ধরোমা, হয়, করুণ, সংস্কৃত, সুতীর্থ, দেবদেব, রংহস, উষ্ণীষী, সুবক্ত্র, সহস্রাক্ষ, মীঢ়ান, বসুরেত, রুদ্র, তপঃ, চীরবাসা, হ্রস্ব, মুক্তকেশ, সেনানী, রোহিত, কবি, রাজবৃক্ষ, তক্ষকক্রীড়ন, গিরিশ, অর্কনেত্র, যতি, জাম্বব, সুবৃত্ত, সুহস্ত, ধন্বী, ভার্গব, সহস্রবাহু, সহস্রামলচক্ষু, সহস্রকুক্ষি, সহস্রচরণ, সহস্রশিরা, বহুরূপ, বেধা, ভব, বিশ্বরূপ, শ্বেত পুরুষ, নিষঙ্গী, কবচী, সূক্ষ্ম, ক্ষপণ, তাম্র, ভীম উগ্র, শিব, বভ্রু, পিশঙ্গ, পিঙ্গল, অনিল, মহাদেব, শর্ব্ব, বিশ্বরূপ, শিব, হিরণ্য, শিষ্ট, শ্রেষ্ঠ, মধ্যম, বভ্রু, পিশঙ্গ, পিঙ্গল, অরুণ, পিনাকী, ইষুমান, চিত্র, রোহিত, দুন্দুভ্য, একপাদ, অর্হ, বুদ্ধি, মৃগব্যাধ, সর্প, স্থাণু, ভীষণ, বহুরূপ, উগ্র, ত্রিনেত্র, ঈশ্বর, কপিল, একবীর, মৃত্যু, ত্র্যম্বক, বাস্তোষ্পতি, পিনাক, শঙ্কর, শিব, আরণ্য, গৃহস্থ, যতি, ব্রহ্মচারী, সাংখ্য, যোগ, ধ্যানী, দীক্ষিত, অন্তর্হিত, শর্ব্ব, মান্য, মালী, বুদ্ধ, শুদ্ধ, মুক্ত, কেবল, রোধঃ, চেকিতান, ব্রহ্মিষ্ঠ, মহর্ষি, চতুষ্পাদ, মেধ্য, ধর্ম্মী, শীঘ্রগ, শিখণ্ডী, কপালী, দংষ্ট্রী, বিশ্বমেধা, অপ্রতীঘাত, দীপ্ত, ভাস্কর, সুমেধা, ক্রূর, বিকৃত, বীভৎস, শিব, সৌম্য, পুণ্য, ধার্ম্মিক, শুভ, অবধ্য, অমৃতাঙ্গ, নিত্য শাশ্বত জটা, শয়ত, শূলী,

কৰ্ট্যায় শরত্তায়ৈব পুলিনে চ ত্রিচক্ষুষে।
সোমপায়াজ্যপায়ৈব ধূমপায়োষ্মপায় চ ।।
শুচয়ে রেরিহাণায় সদ্যোজাতায় মৃত্যবে।
পিশিতাশায় খর্ব্বায় মেধায় বৈদ্যুতায় চ।।
ব্যাশ্রিতায় প্রবিষ্টায় তারতায়ান্তরিক্ষবে।
ক্ষমায় সহমানায় সত্যায় তপনায় চ ।।
ত্রিপুরঘ্নায় দীপ্তায় চক্রায় রোমশায় চ।
তিগ্মায়ুধায় মেধ্যায় সিদ্ধায় চ পুলস্তয়ে ।
রোচমানায় খণ্ডায় স্ফীতায় ঋষভায় চ।
ভোগিনে যুঞ্জমানায় শান্তায়ৈবোর্দ্ধরেতসে।।
অঘঘ্নায় মখঘ্নায় মৃত্যবে যজ্ঞিয়ায় চ।
কৃশানবে প্রচেতায় বহ্নয়ে কিশলায় চ।।
সিকত্যায় প্রসন্নায় বরেণ্যায়ৈব চক্ষুষে।
ক্ষিপ্রগবে সুধন্বায় প্রমেধ্যায় শিবায় চ।।
রক্ষোঘ্নায় পশুঘ্নায় বিঘ্নায় শয়নায় চ
বিভ্রান্তায় মহান্তায় অন্তয়ে দুর্গমায় চ।।
দক্ষায় চ জঘন্যায় লোকানামীশ্বরায় চ।
অনাময়ায় চোর্দ্ধায় সংহত্যাধিষ্ঠিতায় চ।।
হিরণ্যবাহবে চৈব সত্যায় শমনায় চ
অসিকল্পায় মায়ায় বীরিণ্যায়ৈকচক্ষুষে।।
শ্রেষ্ঠায় বামদেবায় ঈশানায় চ ধীমতে।
মহাকল্পায় দীপ্তায় রোদনায় হসায় চ।।
দৃঢ়ধন্বনে কবচিনে রথিনে চ বরূথিনে
ভৃগুনাথায় শুক্রায় বহ্নিরিষ্টায় ধীমতে।
অঘায় অঘশংসায় বিপ্রিয়ায় প্রিয়ায় চ।
দিগ্বাসঃকৃত্তিবাসায় ভগঘ্নায় নমোঽস্তু তে।।
পশুনাং পতয়ে চৈব ভূতানাং পতয়ে নমঃ।
প্রণবে ঋগ্‌যজুঃসাম্নে স্বধায়ৈ চ সুধায় চ।।
বষট্‌কারতমায়ৈব তুভ্যমন্তাত্মনে নমঃ
স্রষ্ট্রে ধাত্রে তথা হোত্রে হর্ত্রে চক্ষপণায় চ।
ভূতভব্যভবায়ৈব তুভ্যং কালাত্মনে নমঃ।
বসবে চৈব সাধ্যায় রুদ্রাদিত্যাশ্বিনায় চ।।
বিশ্বায় মরুতে চৈব তুভ্যং দেবাত্মনে নমঃ
অগ্নীষোমর্ত্বিজেজ্যায় পশুমন্ত্রৌষধায় চ।।
দক্ষিণাবভৃথায়ৈব তুভ্যং যজ্ঞাত্মনে নমঃ।
তপসে চৈব যোগায় সত্ত্বায় চ শমায় চ।।
অহিংসায়াপ্যলোভায় সুবেশায়াতিশায় চ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতায় তুভ্যং যোগাত্মনে নমঃ।।
পৃথিব্যৈ বান্তরিক্ষায় দিবায় চ মহায় চ।
জনস্তপায় সত্যায় তুভ্যং লোকাত্মনে নমঃ।

ত্রিচক্ষু, সোমপ, আজ্যপ, ধূমপ, উষ্মপ, শুচি, রেরিহাণ, সদ্যোজাত, মৃত্যু, পিশিতাশ, খর্ব্ব, মেধ, বৈদ্যুত ব্যাশ্রিত, প্রবিষ্ট, তারত, অন্ত রিক্ষ, ক্ষম, সহমান, সত্য, তপন, ত্রিপুঘ্ন, দীপ্ত, চক্র, রোমশ, তিগ্মায়ুধ, মেধ্য, সিদ্ধ, পুলস্তি, রোচমান, খণ্ড, স্ফীত, ঋষভ, ভোগী, যুঞ্জমান, শান্ত, উর্দ্ধরেতা, অঘঘ্ন, মখঘ্ন, মৃত্যু, যজ্ঞিয়, কৃশানু, প্রচেত, বহ্নি, কিশল, সিকত্য, প্রসন্ন, বরেণ্য, চক্ষু, ক্ষিপ্রলব, সুধন্ব, প্রমেধ্য, শিব, রক্ষোঘ্ন, পশুঘ্ন, বিঘ্ন, শয়ন, বিভ্রান্ত, মহান্ত, অন্তি, দুর্গম, দক্ষ, জঘন্য, লোকেশ্বর, অনাময়, উর্দ্ধ, সংহতব্যাধিষ্ঠিত, হিরণ্যবাহু, সত্য, শমন, অসিকল্প, মায়, বীরিণ্য, একচক্ষু, শ্রেষ্ঠ, বামদেব, ঈশান, ধীমান্‌, মহাকল্প, দীপ্ত, রোদন, হস, দৃঢ়ধন্বা, কবচী, রথী, বরূথী, ভৃগুনাথ, শুক্র, বহ্নিরিষ্ট, ধীমান্‌, অঘ, অঘশংস, বিপ্রিয়, প্রিয়, দিগ্‌বাসা, কৃত্তিবাসা, এবং ভগঘ্ন, আপনাকে নমস্কার। ১৫৯–১৯১। আপনি পশুপতি ও ভূতপতি, আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রণব, ঋক্‌, যজুঃ, সাম, স্বধা, সুধা ও বষট্‌কারতম, আপনাকে নমস্কার। আপনি স্রষ্টা, ধাতা, হোতা, হর্ত্তা, ক্ষপণ, ভূত–ভব্য-ভব, ও কালাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনি বসু, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিন, বিশ্ব, মরুৎ ও দেবাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনি অগ্নীষোম, ঋত্বিক্‌, ইজ্য, পশুমন্ত্রৌষধ, দক্ষিণা বভৃথ ও যজ্ঞাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনি তপ, যোগ, সত্ত্ব, শম, অহিংসা, অলোভ, সুবেশ, অতিশয়, সর্ব্বভূতাত্মভূত ও যোগাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনি

অব্যক্তায়াথ মহতে ভূতায়েবেন্দ্রিয়ায় চ।
তন্মাত্রায় মহান্তায় তুভ্যং তত্ত্বাত্মনে নমঃ।।
নিত্যায় চাথ লিঙ্গায় সূক্ষ্মায় চেতনায় চ।
শুদ্ধায় বিভবে চৈব তুভ্যং নিত্যাত্মনে নমঃ।।
নমস্তে ত্রিষু লোকেষু স্বরন্তেষু ভবাদিষু।
সত্যান্তেষু মহান্তেষু চতুর্ষু চ নমোঽস্তু তে
নমঃ স্তোত্রে ময়া হ্যস্মিন্সদসদ্ব্যাহৃতং বিভো
মদ্ভক্ত ইতি ব্রহ্মণ্য সর্ব্বং তৎক্ষন্তুমর্হসি।।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে বিষ্ণুমাহাত্ম্যে শম্ভুস্তবকীর্ত্তনং নাম সপ্তনবতি তমোঽধ্যায়ঃ।।৯৭।।

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবমারাধ্য দেবেশমীশানং নীললোহিতম
ব্রহ্মেতি প্রণতস্তস্মৈ প্রাঞ্জলির্বাক্যম ব্রবীৎ।।
কাব্যস্য গাত্রং সংস্পৃশ্য হস্তেন প্রতিমান ভবঃ
নিকামং দর্শনং দত্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত।।
ততঃ সোঽন্তর্হিতে তস্মিন দেবেশানুচরে তদা
তিস্টন্তীং প্রাঞ্জলির্ভূত্বা জয়ন্তীমিদমব্রবীৎ।।
কস্য ত্বং সুভগে কা বা দুঃখিতে ময়ি দুঃখিতা
মহতা তপসা যুক্তং কিমর্থং মাং জুগোপসি।।
অনয়া সততং ভক্ত্যা প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
স্নেহেন চৈব সুশ্রোণি প্রীতোঽস্মি বরবর্ণিনি।।
বিশিচ্ছসি বরারোহে কস্তে কামঃ সমৃধ্যতাম।
তং তে সম্পূরয়াম্যদ্য যদ্যাপি ন্যাৎ সুদুর্লভম।
এবমুক্তাব্রবীদেনং তপসা জ্ঞতুমর্হসি।
চিকীর্ষিতং মে ব্রহ্মিষ্ঠ ত্বং হি বেত্থ যথাতথম।।
এবমুক্তোঽব্রবীদেনাং দৃষ্টা দিব্যেন চক্ষুষা।
মাহেন্দ্রী ত্বং বরারোহে মদ্ভিতার্থমিহাগতা।।
ময়া সহ ত্বং সুশ্রোণি দশ বর্ষাণি কামিনি।।
অদৃশ্যং সর্ব্বভূতৈস্য সম্প্রয়োগমিহেচ্ছসি।।

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দিব, মহ, জনঃ, তপ, সত্য ও লোকাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনি অব্যক্ত মহান, ভূত, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র, মহান্ত, ও ভবাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনি নিত্য, লিঙ্গ, সুক্ষ, চেতন, শুদ্ধ, বিভব ও নিত্যাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনি ভূবাদি স্বর্গান্ত ত্রৈলোক্যস্বরূপ এবং সত্যলোকাদি মহর্লোকান্ত চতুর্লোকস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। হে বিভো! আমি এই স্তবে আপনাকে যে সদসৎরূপে কীর্ত্তন করিলাম, আপনি আমাকে ভক্ত মনে করিয়া আমার ঐ দোষ ক্ষমা করুন। ১৯২—২০২।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৯৭।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—শুক্রাচার্য্য এইরূপে দেবদেব নীললোহিত ঈশানকে আরাধনা করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম জ্ঞানে প্রণামপূর্ব্বক যুক্তকরে বাক্য বলিলেন। ভবদেব প্রীত হইলেন এবং স্বীয় হস্তদ্বয়ে তদীয় গাত্র স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে সম্যক্ দর্শন-দানান্তে অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর সানুচর দেবেশ ঈশান অন্তর্হিত হইলে ইন্দ্রপ্রেরিত জয়ন্তীকে তথায় উপবিষ্ট দেখিয়া শুক্র অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। শুক্র বলিলেন,—হে শুভগে! তুমি কাহার পত্নী, কেনই বা আমার দুঃখে দেখিয়া তুমি কাতর হইতেছ? আমি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত, তুমি কি জন্য আমার রক্ষার নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইয়াছ? হে সুশ্রোণি! তোমার এই অবিচলিত ভক্তি, বিনয়, দম এবং স্নেহে আমি বড়ই প্রীত হইয়াছি; অতএব হে বরবর্ণিনি। তোমার অভীষ্ট কি, তাহা বল। হে বরারোহে! একান্ত দুর্লভ হইলেও আমি তাহা সম্যক পূরণ করিব। ১—৬। শুক্রাচার্য্যের কথা শেষ হইলে জয়ন্তী উত্তর করিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি তপস্যা দ্বারাই আমার অভিলষিত যথাযথ পরিজ্ঞাত হউন। অনন্তর শুক্র দিব্য-নেত্রে তাহার চিকীর্ষিত বিষয় অবগত হইয়া বলিলেন,—ওঃ বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি ইন্দ্রের কন্যা; আমার

দেবেন্দ্রানলকান্তে বরারোহে সুলোচনে।
ইমং বৃণীষ কামং তে মত্তো বৈ বল্গুভাষিণি।।
এবং ভবতু গচ্ছামে গৃহান বৈ মত্তকাশিনি।
ততঃ স্বগৃহমাগম্য জয়ন্ত্যা সহিতঃ প্রভুঃ।।
স তয়া সংবেশেদ্দেব্যা দশ বর্ষাণি ভার্গবঃ।
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং মায়য়া সংবৃতস্তদা।।
কৃতার্থমাগতং দৃষ্টা কাব্যং সর্ব্বে দৈত্যেঃ সুতাঃ
অভিজগ্মুর্গৃহং তস্য মুদিতাস্তে দিদৃক্ষবঃ।।
গতা যদা ন পশ্যন্তো জয়ন্ত্যা সংবৃতং গুরুম।
লাক্ষিণ্যং তস্য তদবুদ্ধা প্রতিজগ্মুর্যথাগতম।।
বৃহস্পতিস্তু সংরুদ্ধং জ্ঞাত্বা কাব্যং চকার হ।
পিত্রর্থে দশ বর্ষাণি জয়ন্ত্যা হিতকাম্যয়া।।
বুদ্ধা তদন্তরং সোহথ দৈত্যানিষিব চোদিতঃ।
কাব্যস্য রূপমাস্থায় সোহসুরান সমভাষত।।

ততঃ সমাগতান দৃষ্টা বৃহস্পতিরুবাচ তান।
স্বাগতং মম যাজ্যানাং সম্প্রাপ্তোহস্মি হিতায় বঃ
অহং বোধ্যাপয়িষ্যামি প্রাপ্তা বিদ্যা ময়া হি যা
ততস্তে হৃষ্টমনসো বিদ্যার্থমুপপেদিরে।।
পূর্ণং কাম্যস্তদা তস্মিন সময়ে দশবার্ষিকে।
যযৌ চ সমকালং স সদ্যোৎপন্নমতিস্তদা।।
সময়ানেত দেবযানী সদ্যোজাতা সুতা তদা।
বুদ্ধিশ্চক্রে ততশ্চাপি যাজ্যানাং প্রত্যবেক্ষণে

শুক্র উবাচ।

দেবি গচ্ছামহে দ্রষ্টুং তব যাজ্যান শুচিস্মিতে
বেভ্রান্তপ্রেক্ষিতে সাধ্বি ত্রিবর্ণায়তলোচনে।।
এতবমুক্তাব্রবীদ্দেবী ভজ ভক্তান মহাব্রত।

হিত-সাধন জন্য এইখানে উপস্থিত হইয়াছ। হে সুশ্রোণি। হে বরারোহে! হে ভামিনি! নিখিল প্রাণীর অদৃশ্য হইয়া তুমি যে আমার সহিত দশ বৎসর হইয়া অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, হে বরারোহে! হে সুলোচনে! হে অনলতুল্যপ্রভে! তুমি আমার নিকট তোমার অভীষ্ট সেই বর প্রাপ্ত হও, হে মধুরভাষিণি! তাহাই হউক; হে মত্তকাশিনি! চল, এখন আমরা গৃহে গমন করি। অনন্তর শুক্র জয়ন্তীর সহিত স্বগৃহে আগমন করিলেন, এবং মায়াদ্বারা সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হইয়া ক্রমে দশ বৎসর তাহার সহিত একত্র বাস করিলেন। এই সময় অসুরগণ গুরুকে সফল-মনোরথ ও প্রত্যাগত জানিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইল এবং সকলে মিলিয়া তাঁহার দর্শনজন্য শুক্রগৃহে আগমন করিল। শুক্রাচার্য্য তখন জয়ন্তীর মায়ায় আবৃত; সুতরাং অসুরগণ যে তাঁহাকে দেখিতে পাইল না, ইহাতে তাহারা শুক্রাচার্য্যের প্রসন্নতা বুঝিয়াই নিজ নিজ স্থলে প্রত্যাগমন করিল। পিতার হিতকামনায় জয়ন্তী শুক্রকে দশ বৎসর সংরুদ্ধ করিয়াছেন। বৃহস্পতি এই অবসরে শুক্রের বেশ ধারণ করিলেন এবং অসুরগণ-প্রেরিতের ন্যায় তাহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিলেন। অনন্তর এক দিন দৈত্যগণকে আগমন করিতে দেখিয়া কপট শুক্রবেশী বৃহস্পতি বলিলেন, — হে যজমানগণ! তোমাদের সুখে আগমন হইয়াছে ত? তোমাদের হিতের নিমিত্ত আমি সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিয়াছি; এক্ষণে ঐ বিদ্যা তোমাদিগকে শিখাইব। অনন্তর অসুরগণ সঞ্জীবনী বিদ্যালাভ করিবে, এজন্য প্রসন্নমনে, গুরুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ৭–১৮।। অতঃপর জয়ন্তীর পূর্ব্ব-প্রার্থিত দশ বৎসর পূর্ণ হইল; শুক্রাচার্য্যেরও মোহাপগমে দিব্যজ্ঞান জন্মিল এবং দেবযানী নাম্নী একটী কন্যাও সদ্য জন্মলাভ করিল। তখন শুক্রচার্য্য ভাবিলেন, —একবার যজমানগণকে দেখিয়া আসি। অনন্তর তিনি জয়ন্তীকে বলিলেন, —হে দেবি! হে শুচিস্মিতে! হে বিভ্রান্তলোচনে! হে আয়ত-লোচনে! আমি আমার যজমানগণের দর্শন জন্য একবার যাইতে ইচ্ছা করি জয়ন্তী উত্তর করিলেন, — হে মহাব্রত! হে ব্রহ্মন্! আপনি আপনার ভক্তগণকে দর্শন করিতে গমন

এষ ব্রহ্মন সতাং ধর্ম্মো ন ধর্ম্মং লোপয়ামি তে

সূত উবাচ

ততো গত্বাসুরান দৃষ্টা দেবাচার্য্যেণ ধীমতা

বঞ্চিতান কাব্যরূপেন বেধসাসুরমব্রবীৎ।।

কাব্যং মাং তাত জানীধ্বমেষ হ্যাঙ্গিরসো ভুবি

বঞ্চিতা বত যুযং বৈ ময়ি শক্তে তু দানবাঃ।।

শ্রুত্বা তথা ব্রুবাণং তং সম্ভ্রান্তা দিতিনন্দনঃ।

প্রেক্ষ্যন্তে স্ম হ্যভৌ তত্র স্থি তাঃ খিন্নাঃ উচিস্মিতাঃ।।

সম্প্রমূঢ়াঃ স্থিতাঃ সর্ব্বে প্রাপদ্যন্ত ন কিঞ্চন।

ততস্তেষু প্রমূঢ়েষু কাব্যস্তান পুনরব্রবীৎ।

আচার্য্যো বো হ্যহং কাব্যো দেবাচার্য্যোহয় মঙ্গিরাঃ

অনুগচ্ছত-মাং সর্ব্বে ত্যজতৈনং বৃহস্পতিম।

এবমুক্তাসুরাঃ সর্ব্বে তাবুভৌ সমবেক্ষ্য চ।

তদাসুরা বিশেষস্তু ন ব্যজানংস্তয়োর্দ্বয়োঃ।।

বৃহস্পতিরুবাচৈতানসম্ভ্রান্তোহথযঙ্গিরাঃ।

কাব্যোহহং বো গুরুর্দৈত্যা মদ্রূপোহয়ং বৃহস্পতিঃ।।

স মোহয়তি রূপেণ মামকেনৈষ বোহসুরাঃ।

শ্রুত্বা তস্য ততস্তে বৈ সমমন্ত্র্যাথ বচোহব্রবীৎ

অয়ং নো দশ বর্ষাণি সততং শাস্তি বৈ প্রভুঃ।

এষ বৈ গুরুরস্মাকমন্তরেণ ররন্ধ্রবিজ্ঞঃ।

ততস্তে দানবাঃ সর্ব্বে প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ।

বচনং জগৃহুস্তস্য চিরাভ্যাসেন মোহিতাঃ।।

উচুস্তমসুরাঃ সর্ব্বে ক্রুদ্ধাঃ সংরক্তলোচনাঃ।

অয়ং গুরুর্হিতোহস্মাকং গচ্ছ ত্বং নাসি নো গুরুঃ।।

ভার্গবোহঙ্গিরসো বায়ং ভবত্বেয়ৈষ নো গুরুঃ

করিবেন; ইহা সজ্জনগণের ধর্ম্ম। আপনি কখনই এ ধর্ম্ম লোপ করিবেন না। সূত বলিলেন,- অনন্তর শুক্র অসুরদিগের সমীপে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, - সুরাচার্য্য ধীমান্ বৃহস্পতি শুক্রবেশ ধারণ করিয়া দৈত্যগণকে প্রতারিত করিয়াছেন। এতদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া তিনি অসুরগণকে বলিলেন, - হে তাতগণ! আমিই শুক্রাচার্য্য, ইনি শুক্র নন, - ইনি অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি! হে দানবগণ। কি দুঃখের বিষয়! আমি থাকিতেই ইনি তোমাদিগকে প্রতারিত করিলেন। দিতিসুতগণ শুক্রের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্ভ্রান্ত, খিন্ন ও বিস্মিত হইল এবং তৎকালে তাহারা উভয় শুক্রকেই প্রকৃষ্টরূপে দর্শন করিতে লাগিল। সকলেই বিমূঢ়ভাবে অবস্থিত; কেহই কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। তখন শুক্র সেই মোহাক্রান্ত অসুরদিগকে বলিতে লাগিলেন, - আমিই তোমাদিগের গুরু। ইনি দেবগুরু বৃহস্পতি। অতএব এই বৃহস্পতিকে ত্যাগ করিয়া তোমরা আমারই অনুগমন কর অসুরগণ শুক্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া উভয় শুক্রকে সম্যক্ নিরীক্ষণ করিয়াও কে যে যথার্থ শুক্র, তাহা বুঝিতে সমর্থ হইল না। বৃহস্পতি ও শুক্রকে লক্ষ্য করিয়া অসুরগণকে বলিতে লাগিলেন, আমিই যথার্থ শুক্র, আমিই তোমাদের গুরু; ইনিই বৃহস্পতি। হে দৈত্যগণ! এই বৃহস্পতি আমার রূপ ধারণ করিয়া তোমাদিগকে মোহিত করিতেছেন। অনন্তর এই সকল তর্ক বিতর্ক শুনিয়া অসুরগণ পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া বৃহস্পতিকেই তাহাদের গুরু বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিল এবং বলিল, - এই প্রভুই আমাদিগকে দশবর্ষ যাবৎ নিরন্তর শাসন করিয়া আসিতেছেন, অতএব ঐ উভয়ের মধ্যে ইনিই আমাদের গুরু অনেক দিনের অভ্যাস বশতঃ মোহাচ্ছন্ন দানবগণ বৃহস্পতিকেই গুরু নিশ্চয় করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত ও অভিবাদন করিল এবং তাঁহারই কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল। অনন্তর শুক্রকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধসংরক্তলোচন অসুরগণ কৃত্রিম রোষে কহিল,-"ইনিই আমাদের হিতকারী গুরু। তুমি আমাদের গুরু নও, অতএব চলিয়া যাও। ইনি ভার্গবই হউন, আর অঙ্গিরাই হউন, ইনিই আমাদের গুরু নিশ্চিত। আমরা ইঁহারই আদেশ

হিতা বয়ং নিদেশেহস্য গচ্ছ ত্বং সাধু মা চিরম্
এবমুক্তাসুরাঃ সর্ব্বে প্রাপদ্যন্ত বৃহস্পতিম।
যদা ন প্রতিপদ্যন্তে তেনোক্তং দন্যহন্ধিতম্॥
চুকোপ ভার্গবস্তেষামবলেপেন বৈ তদা।
বোধিতাপি ময়া যস্মান্ন মাং ভজত দানবাঃ॥
তস্মাৎ প্রনষ্টসংজ্ঞা বৈ পরাভাবং গমিষ্যথ
ইতি ব্যাহৃত্য তান কাব্যো জগামাথ যথাগতম
জ্ঞাত্বাভিশস্তানসুরান কাব্যেন তু বৃহস্পতিঃ
কৃতার্থঃ স তদা হৃষ্টঃ স্বরূপং প্রত্যপদ্যত।
বুদ্ধ্বাসুরাস্ততো ভ্রষ্টান কৃতার্থোঽন্তরধীয়ত।
ততঃ প্রনষ্টে তস্মিংস্তে বিভ্রান্তা দানবাস্তদা।
অহো ধিগ্বঞ্চিতাস্তেন পরস্পরমথাব্রুবন ।
পৃষ্ঠতো বিমুখাশ্চৈব তাড়িতা বেধসা বয়ম।
দগ্ধাশ্চোপযোগাচ্চ যে যে চার্থেষু মায়য়া॥

ততো হসুরাঃ পরিত্রস্তা দেবেভ্যস্ত্বরিতা যযুঃ
প্রহ্লাদমগ্রতঃ কৃত্বা কাব্যস্যানুগমং পুনঃ।।
ততঃ কাব্যং সমাসাদ্য অভিতস্থুরবাঙ্মুখাঃ
তানাগতান পুনর্দৃষ্ট্বা কাব্যো যাজ্যানুবাচ হ
ময়াপি বোধিতাঃ কালে যতো মাং নাভিনন্দথ
ততস্তেনাবলেপেন গতা যুয়ং পরাভবম।।
প্রহ্লাদস্তথোবাচ মানং ত্বং ত্যজ ভার্গব
স্বান যাজ্যান ভজমানাংশ্চ ভক্তাংশ্চৈব
বিশেষতঃ।
ত্বয়া পুষ্টা বয়ং তেন দেবাচার্য্যেণ মোহিতাঃ।
ভক্তানর্হসি নঃ ত্রাতুং জ্ঞাত্বা দীর্ঘেণ চক্ষুষা।।
যদি নস্ত্বং ন কুরুষে প্রসাদং ভৃগুনন্দন
অপধ্যাতাস্ত্বয়া হ্যদ্য প্রবেক্ষ্যামো রসাতলম।।

মানিয়া চলিব, তুমি যথা ইচ্ছা গমন করিতে পার।" অসুরগণ এই কথা কহিয়া বৃহস্পতির অনুগমন করিলে, শুক্রাচার্য্য বিবিধ হিতবাক্য বলিলেও যখন গর্ব্ববশতঃ তাহারা তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল না, তখন তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, – হে দানবগণ! আমি বহু প্রবোধবাক্য বলিলেও তোমরা আমার আদেশে অবহেলা করিলে, অতএব অচিরে তোমাদের জ্ঞান বিনষ্ট ও তোমরা পরাভূত হইবে। অসুরগণের প্রতি এইরূপ অভিসম্পাত প্রদান করিয়া শুক্র যথাস্থানে গমন করিলেন বৃহস্পতিও তখন অসুরগণের প্রতি শুক্রের এইরূপ অভিশাপবাণী শ্রবণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন এবং অসুরগণ ভ্রষ্ট হইল বলিয়া স্বীয় রূপ ধারণ পূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন অভিশপ্ত অসুরগণ পরস্পর বলিতে লাগিল,–অহো! আমাদিগকে ধিক! কেননা আমরা সুরচার্য্যকর্তৃক প্রতারিত হইয়া একান্ত বিভ্রান্ত হইয়াছি। বৃহস্পতি স্বীয় প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত মায়া বিস্তার করিয়া আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন। আমরা শুক্রশাপে দগ্ধ হইয়াছি, আমরা নিশ্চিতই কার্য্যোদ্ধারে বিমুখ হইলাম। অনন্তর দেবগণ হইতে ভীত হইয়া দানবসকল প্রহ্লাদকে অগ্রে করিয়া পুনরায় সত্বর অসুরগুরুর অনুসরণ করিল এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া লজ্জাবশতঃ অধোমুখে অবস্থিত হইল। শুক্র তখন সেই প্রহ্লাদপ্রমুখ অসুরগণকে পুনরায় আসিতে দেখিয়া বলিলেন,–আমি যথাকালেই তোমাদিগকে প্রবোধিত করিয়াছি, কিন্তু গর্ব্ববশতঃ তোমরা আমাকে অভিনন্দিত কর নাই, অতএব তোমাদের পরাভব সুনিশ্চিত। অনন্তর প্রহ্লাদ বলিলেন, – হে ভার্গব! আপনি অভিমান ত্যাগ করুন। ইহারা আপনার যজমান; আপনারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, বিশেষতঃ ইহারা আপনার একান্ত ভক্ত। আপনি প্রশান্তচক্ষু; অতএব আপনি ইহা উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, দেবগুরু বৃহস্পতি ইহাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন; এক্ষণে আপনি আপনার এই সকল ভক্তদিগকে পরিত্রাণ করুন। ৩৩–৪৫। হে ভৃগুনন্দন! আপনি যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ না করেন, তবে আপনা কর্তৃক

সূতা উবাচ

জ্ঞাত্বা কাব্যো যথাতত্ত্বং কারুণ্যেনানুকম্পয়া।
এবং তক্রোহনুনীতঃ স ততঃ কোপং ন্যয়চ্ছত
উচাচেদং ন ভেতব্যং ন গন্তব্যং রসাতলম্।
অবশ্যম্ভাবী হ্যর্থোহয়ং প্রাপ্তো বো ময়ি জাগ্রতি
ন শক্যমন্যথাকর্ত্তুমদষ্টং বলবত্তরম্।
সংজ্ঞা প্রনষ্টা যা বোহদ্য কামং তাং প্রতিলপ্স্যথ
প্রাপ্তঃ পর্য্যায়কালো ব ইতি ব্রহ্মাভ্যভাষত।
মৎপ্রসাদাচ্চ যুষ্মাভির্ভুক্তং ত্রৈলোক্যমূর্জ্জিতম্॥
যুগাখ্যা দশ সম্পূর্ণা দেবানাক্রম্য মূর্দ্ধনি।
তাবন্তমেব কালং বৈ ব্রহ্মা রাজ্যমভাসত।।
সাবর্ণিকে পুনস্তভ্যং রাজ্যং কিল ভবিষ্যতি।
লোকানামীশ্বরো ভাবো পৌত্রস্তব পুনর্বলিঃ॥
এবং কিলমহং প্রোক্তং পৌত্রস্তে ব্রহ্মণা স্বয়ম্
তথা হৃতেষু লোকেষু তপোহস্য ন কিলাভবৎ॥
যস্মাৎ প্রবৃত্তয়শ্চাস্য ন কামানভিসন্ধিতাঃ।
তস্মাদজেন প্রীতেন দত্তং সাবর্ণিকেহন্তরে।।
দেবরাজ্যং বলের্ভাব্যমিতি মামীশ্বরোহব্রবীৎ
তস্মাদদৃশ্যো ভূতানাং কালাকাঙ্ক্ষী স তিষ্ঠতি
প্রীতেন চামরত্বং বৈ দত্তং তুভ্যং স্বয়ম্ভুবা।
তস্মান্নিরুৎসুকত্বং বৈ পর্য্যায়ং সহ মাকুলঃ।।
ন চ শক্যং ময়া তুভ্যং পুরস্তাদ্বৈ বিসর্পিতুম্।
ব্রহ্মণা প্রতিষিদ্ধোহস্মি ভবিষ্যং জানতা প্রভো
ইমৌ চ শিষ্যৌ দ্বৌ মহ্যং তুল্যাবেতৌ বৃহস্পতেঃ।
দেবতৈঃ সহ সংরব্ধান সর্ব্বানবো ধারয়িষ্যতঃ।

সূত উবাচ।

এবমুক্তাস্ত দৈতেয়াঃ কাব্যেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
ততস্তাভ্যাং যযুঃ সার্দ্ধং প্রহ্লাদ প্রমুখাস্তদা।।
অবশ্যম্ভাবমর্থত্বং শ্রুত্বা শুক্রাচ্চ দানবাঃ।

পরিত্যক্ত হইয়া অদ্যই আমরা রসাতলে প্রবেশ করিব। সূত বলিলেন,—যথার্থবিৎ শুক্র অসুরগণ কর্ত্তৃক উক্তরূপে অনুনীত হইয়া কোপ পরিত্যাগ করিলেন এবং দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—তোমাদের কোন ভয় নাই, তোমরা রসাতলে গমন করিও না; দেখ, আমি প্রবুদ্ধ থাকিলেও অবশ্যম্ভাবী ঘটনার অন্যথা হইবে না প্রবলতর অদৃষ্টের অন্যথা করিতে আমি সমর্থ নহি। তোমাদের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইবে, এই যে অভিশাপ প্রদান করিয়াছি, তাহা অবশ্যই ফলিবে। কালক্রমে তোমাদের সংজ্ঞা লোপ পাইবে, ইহা ব্রহ্মাই নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। আমার অনুগ্রহেই তোমরা বলবীর্য্যে দেবতাগণকে আক্রমণ করিয়া দশযুগ যাবৎ ত্রৈলোক্যরাজ্য উপভোগ করিয়াছ। হে প্রহ্লাদ! পুনরায় সাবর্ণিক মন্বন্তরে তোমরা দশযুগ যাবৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। তৎকালে বলি নামে সর্ব্বলোকসম্মত তোমার এক পৌত্র জন্মগ্রহণ করিবে। ব্রহ্মা স্বয়ংই ইহা আমাকে বলিয়াছেন। তার পর তাহার রাজ্য অপহৃত হইলে, সে কামনাবিহীন হইয়া তপস্যা করিবে, ও প্রাণিগণের অদৃশ্য হইয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে। এজন্য ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া সাবর্ণিক মন্বন্তরে তাহাকে অমরত্ব প্রদান করিবেন এবং তৎকালে ঐ বলিই দেবরাজ্য প্রাপ্ত হইবে, ইহাও ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছেন। অতএব হে প্রহ্লাদ! তুমি নিরুৎসাহ বা আকুল হইও না, কালের গতি সহ্য কর। আমি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছি; পরন্তু যাহা যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা জানিয়া, শুনিয়া কিরূপে, তোমাদের সম্মুখে আমি দণ্ডায়মান হইতে পারি? দেবগণ বৃহস্পতির ও তোমরা আমার শিষ্য, এই উভয় পক্ষই তুল্য তবে দেবাসুর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে আমরা উভয়েই স্বীয় স্বীয় শিষ্যের রক্ষা বিধান করিব। ৪৬—৫৮। সূত কহিলেন,—অক্লিষ্টকর্ম্মা কাব্য কর্ত্তৃক প্রহ্লাদ প্রমুখ দিতিসুতগণ এইরূপে অভিহিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল, এবং শুক্রসমীপে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা সকল শ্রবণ করিয়া, শুক্র

সকৃদাশংসমানস্তু জয়ং কাব্যেন ভাষিতম্।
দংশিতাঃ সায়ুধাঃ সর্ব্বে ততো দেবান্
সমাহ্বয়ন্॥
অথ দেবাসুরান্ দৃষ্ট্বা সংগ্রামে সমুপস্থিতান্
ততঃ সংবৃত্তসন্নাহা দেবাস্তান্ সমযোধয়ন্॥
দৈবাসুরে ততস্তস্মিন্ বর্ত্তমানে শতং সমাঃ।
অজয়ন্নসুরা দেবান্ ভগ্না দেবা অমন্ত্রয়ন্॥

দেবা উচুঃ।

ষণ্ডামর্কপ্রভাবং ন জানীমস্তু সুরৈর্ব্বয়ম্।
তস্মাদযজ্ঞং সমুদ্দিশ্য কার্য্যং চাত্মহিতস্থ যৎ॥
তজ্জ্ঞানাপহৃতাবেতৌ কৃত্বা জেষ্যামহেঽসুরান্
অথোপামন্ত্রয়ন্ দেবাঃ ষণ্ডামর্কৌ তু তাবুভৌ।
যজ্ঞে সমাহ্বয়িষ্যামস্ত্যজতমসুরান্ দ্বিজৌ।
গ্রহং তং বা গ্রহীষ্যামো হ্যনুজিত্য তু দানবান্
এবং তত্যজতুস্তৌ তু ষণ্ডামর্কৌ তদাসুরান্
ততো দেবা জয়ং প্রাপ্তা দানবাশ্চ পরাভবন্।
দেবাসুরান্ পরাভাব্য ষণ্ডামর্কাবুপাগমন্।
কাব্যশাপাভিভূতাশ্চ অনাধারাশ্চ তং পুনঃ॥
বধ্যমানাস্তদা দেবৈর্বিবিশুস্তে রসাতলে।
এবং নিরুদ্যমাস্তে বৈ কৃতাঃ শক্রেণ দানবাঃ।
ততঃ প্রভৃতি শাপেন ভৃগুনৈমিত্তিকেন চ॥
জজ্ঞে পুনঃ পুনর্বিষ্ণুর্যজ্ঞে চ শিথিলে প্রভুঃ।
কর্ত্তুং ধর্ম্মব্যবস্থানমধর্ম্মস্য চ নাশনম্।
প্রহ্লাদস্য নিদেশে তু যেঽসুরা ন ব্যবস্থিতাঃ
মনুষ্যবধ্যাংস্তান্ সর্ব্বান্ ব্রহ্মানুব্যাহরঃ প্রভুঃ॥
ধর্ম্মান্নারায়ণস্তস্মাৎসম্ভূতশ্চাক্ষুষেঽন্তরে।
যজ্ঞং প্রবর্ত্তয়ামাস চৈত্যে বৈবস্বতেঽন্তরে॥
প্রাদুর্ভাবে তদান্যস্য ব্রহ্মৈবাসীৎপুরোহিতঃ।

তাহাদের ভাবী বিজয়বার্ত্তাই বলিলেন বলিয়া বিতর্ক করিতে লাগিল। অনন্তর অসুরগণ বর্ম্মাদি ধারণপূর্ব্বক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দেবগণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল তদনন্তর দেবগণ অসুরদিগকে যুদ্ধার্থ আগত দেখিয়া বর্ম্মদ্বারা স্বীয় শরীর আবৃত করিলেন, এবং তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই দেবাসুর-সমর শতবৎসর ধরিয়া চলিল অসুরগণ দেবতাদিগকে পরাজিত করিল; তখন দেবগণ পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—আমরা ষণ্ডামর্কের প্রভাব জানি না, তাই আমরা অসুরগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছি; অতএব আমরা আত্মহিতের জন্য এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ষণ্ডামর্ককে আহ্বান করি। ঐ যজ্ঞে ষণ্ডামর্কের জ্ঞান অপহরণ করিয়া অবশ্যই আমরা অসুরগণকে পরাজিত করিতে পারিব। দেবগণ গোপনে এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন এবং ষণ্ডামর্কও সেই যজ্ঞে আহূত হইলেন। তখন দেবগণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে দ্বিজদ্বয়! আপনারা সম্প্রতি অসুরগণকে পরিত্যাগ করুন, আমরা তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিলে, অভিলাষ হয় ত পুনরায় তাহাদিগকে আপনারা গ্রহণ করিবেন। দ্বিজদ্বয় ষণ্ডামর্ক এই কথা শুনিয়াই অসুরগণকে পরিত্যাগ করিলেন। তারপর দেবাসুর-সমরে দেবগণ জয় ও অসুরগণ পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন। দেবগণ অসুরদিগকে পরাভূত করিয়া ষণ্ডামর্কের নিকট উপস্থিত হইলেন। শুক্রশাপাভিভূত নিরাশ্রয় অসুরগণ দেবগণকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিল। শুক্রাচার্য্যের সেই অভিশাপ-বলেই ইন্দ্র দানবগণকে হতোদ্যম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তদবধি যখনই যাগ যজ্ঞাদি শিথিল হইবার উপক্রম হইয়াছে, ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য প্রভু বিষ্ণু তখনই জন্মগ্রহণ করিয়া অধর্ম্ম বিনাশ করিয়াছেন। ৬০-৬৯। ইতঃপর চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রহ্লাদের শাসনে যে সকল অসুর ব্যবস্থিত ছিল না, প্রভু ব্রহ্মা মনুষ্যবধ্য সেই সকল অসুরগণের বধের জন্য মানুষরূপী বিষ্ণুর অবতার বিধান করেন। তখনই ধর্ম্মরক্ষার জন্য নারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন। অনন্তর বৈবস্বত মন্বন্তরে অন্য আর এক

চতুর্থ্যাস্তু যুগাখ্যায়ামপন্নেষসুরেষবত্তাথ।।
সম্ভূতঃ স সমুদ্রান্তর্হিরণ্যকশিপোর্বধে
দ্বিতীয়ো নরসিংহোহভূদ্রুদ্রঃ সুরপুরঃসরঃ।।
বলিসংস্থেষু লোকেষু ত্রেতায়াং সপ্তমে যুগে।
দৈত্যৈস্ত্রৈলোক্য আক্রান্তে তৃতীয়ো বামনো-

সন্নিপত্যাত্মানমগ্নেষু বৃহস্পতিপুরঃসরম।
যজমানস্তু দৈত্যেন্দ্রামদিত্যাঃ কুলনন্দনঃ।
দ্বিজো ভূত্বা শুভে কালে বলিং বৈরোচনং পুরা
ত্রৈলোক্যস্য ভবান রাজা ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম
দাতুমর্হসি মে রাজন বিক্রামাংস্ত্রীনিতি প্রভুঃ।।
দদামীত্যেব তং রাজা বলির্বৈরোচনোহব্রবীৎ
বামনং তং চ বিজ্ঞায় ততোহনুমুদিতঃ স্বয়ম।
স বামনো দিবং খঞ্চ পৃথিবীঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।

ত্রিভিঃ ক্রমৈর্বিশ্বমিদং জগদাক্রামত প্রভুঃ।।
অত্যারিচ্যত ভূতাত্মা ভাস্করং স্বেন তেজসা।
প্রকাশয়ন দিশঃ সর্বাঃ প্রদিশশ্চ মহাযশাঃ।।
শুশুভে স মহাবাহুঃ সর্বাঁল্লোকান প্রকাশয়ন।
আসুরীং শ্রিয়মাহৃত্য ত্রীঁল্লোকাংশ্চ জনার্দনঃ।
সপুত্রপৌত্রানসুরান পাতালতলমানয়ৎ।।
নমুচিঃ শম্বরশ্চৈব প্রহ্লাদশ্চৈব বিষ্ণুনা।
ক্রূরা হতা বিনির্ধূতা দিশঃ সম্প্রতিপেদিরে।।
মহাভূতানি ভূতাত্মা সবিশেষাণি মাধবঃ।
কালঞ্চ সকলং বিপ্রাস্তত্রাদ্ভুতমদর্শয়ৎ।।
তস্য গাত্রে জগৎসর্বমাত্মানমনুপশ্যতি।
ন কিঞ্চিদস্তি লোকেষু যদব্যাপ্তং মহাত্মান।।
তদ্বৈ রূপমুপেন্দ্রস্য দেবদানবমানবাঃ।
দৃষ্ট্বা সম্মুমুহুঃ সর্বে বিষ্ণুতেজোবিমোহিতাঃ।।
বলিঃ সিতো মহাপাশৈঃ সবন্ধুঃ সসুহৃদগণঃ।

দৈত্য প্রাদুর্ভূত হইলে এক যজ্ঞ প্রবর্তিত হয়, সেই যজ্ঞে ব্রহ্মা ঋত্বিকের কার্য্য করেন। অতঃপর চতুর্থ যুগে যখন অসুরগণ প্রাদুর্ভূত হয়, তখন বিষ্ণু সমুদ্র মধ্য হইতে সমুদ্ভূত হন তারপর হিরণ্যকশিপু প্রাদুর্ভূত হইলে, তিনি দেবগণপুরঃসর ভীষণ নরসিংহরূপ দ্বিতীয় অবতার পরিগ্রহ করেন। তদনন্তর ত্রেতার সপ্তম যুগে বলি যখন ত্রিলোকের অধিপতি, তখন অসুরগণ কর্তৃক ত্রিলোক আক্রান্ত হইলে বিভু বিষ্ণু বামন অবতার গ্রহণ করেন। ইহা তৃতীয় অবতার ঐ সময় অদিতিনন্দন বামন স্বীয় অঙ্গ খর্ব্ব করিয়া এবং বৃহস্পতিকে সম্মুখে রাখিয়া যাগকারী দৈত্যেন্দ্র বলির সম্মুখে উপস্থিত হন, বিপ্র-বেশধারী বামন উপযুক্ত সময় বুঝিয়া বিরোচনপুত্র বলিকে বলিলেন, —হে রাজন! আপনি ত্রিভুবনের রাজা, আপনি প্রভু এবং আপনাতে সকল প্রতিষ্ঠিত; অতএব ত্রিপদ পরিমিত স্থান আমাকে দান করুন। বলি তাঁহাকে একান্ত খর্ব্ব দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! তখন সেই প্রভু বামন ত্রিপাদ দ্বারা স্বর্গ, আকাশ এবং পৃথিবী এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আক্রমণ করিলেন। তখন সেই মহাযশাঃ ভূতাত্মা বামন যেন স্বীয় তেজে সূর্য্য হইতেও অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া সকল দিক বিদিক্ প্রকাশিত করিলেন। সেই মহাবাহু জনার্দন, অসুরলক্ষ্মী আকর্ষণ ও ত্রিলোক আক্রমণপূর্ব্বক দিক্ সকল সমুদ্ভাসিত করিয়া সাতিশয় শোভমান হইলেন নমুচি, শম্বর ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি অসুরগণকে পুত্র পৌত্রসহ পাতালতলে প্রবেশ করাইলেন। ভূতাত্মা মাধব মহাবল ক্রূর অসুরগণকে নিঃশেষ রূপে নিহত করিলেন. অপরাপর অনেক অসুর কম্পিত-কায়ে দিক্‌বিদিকে পলায়ন করিল। তৎকালে বিপ্রগণ সেই অদ্ভুত দর্শন বিষ্ণুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৭০—৮২। তাঁহারা দেখিলেন, —সমস্ত জগৎ ও তাঁহাদেরও আত্মা সেই মহাত্মার শরীরে বিদ্যমান এবং ত্রিলোকে এমন কিছুই অবশিষ্ট নাই যে, সেই মহাত্মা পরিব্যাপ্ত করেন নাই। দেব, দানব ও মানবগণ উপেন্দ্রের সেই অদ্ভুত বপু দর্শনপূর্ব্বক সকলেই বিষ্ণুতেজে মোহ

বিরোচনকুলং স্বকং পাতালে সন্নিবেশিতম্ ।।
ততঃ সর্ব্বামরৈশ্বর্য্যং দত্ত্বেন্দ্রায় মহাত্মনে ।
মানুষেষু মহাবাহুঃ প্রাদুরাসীজ্জনার্দ্দনঃ ।
এতাস্তিস্রঃ স্মৃতাস্তস্য দিব্যাঃ সম্ভূতয়ঃ শুভাঃ
মানুষ্যঃ সপ্ত যাস্তস্য শাপজাংস্তান্নিবোধত ।।
ত্রেতাযুগে তু দশমে দত্তাত্রেয়ো বভূব হ ।
নষ্টে ধর্ম্মে চতুর্থশ্চ মার্কণ্ডেয়পুরঃসরঃ ।।
পঞ্চমঃ পঞ্চদশ্যাস্তু ত্রেতায়াং সম্বভূব হ ।
মান্ধাতুশ্চক্রবর্ত্তিত্বে তস্থৌ উতথ্যপুরঃসরঃ ।
ঊনবিংশে ত্রেতায়াং সর্ব্বক্ষত্রান্তকোঽভবৎ
জামদগ্ন্যস্তথা ষষ্ঠো বিশ্বামিত্রপুরঃসরঃ ।।
চতুর্ব্বিংশে যুগে রামো বশিষ্ঠেন পুরোধসা ।
সপ্তমো রাবণস্যার্থে জজ্ঞে দশরথাত্মজঃ ।।
অষ্টমো দ্বাপরে বিষ্ণুরষ্টাবিংশে পরাশরাৎ ।
বেদব্যাসস্ততো জজ্ঞে জাতুকর্ণপুরঃসরঃ ।

তথৈব নবমো বিষ্ণুরদিত্যাঃ কশ্যপাত্মজঃ ।
দেবক্যা বসুদেবাত্তু ব্রহ্মগার্গ্যপুরঃসরঃ ।।
অপ্রমেয়ো নিয়োজ্যশ্চ যত্র কামচরো বশী
ক্রীড়তে ভগবাংল্লোকে বালঃ ক্রীড়নকৈরিব ।।
ন প্রমাতুং মহাবাহুঃ শক্যোঽহসৌ মধুসূদনঃ ।
পরঃ পরমেতস্মাদ্বিশ্বরূপান্ন বিদ্যতে ।।
অষ্টাবিংশতিমে তদ্বদ্দ্বাপরস্যাংশসংক্ষয়ে ।
নষ্টে ধর্ম্মে তদা জজ্ঞে বিষ্ণুর্বৃষ্ণিকুলে প্রভুঃ ।
কর্ত্তুং ধর্ম্মব্যবস্থানমসুরাণাং প্রণাশনম্ ।
মোহয়ন সর্ব্বভূতানি যোগাত্মা যোগমায়য়া ।।
প্রবিষ্টো মানুষীং যোনিং প্রচ্ছন্নশ্চরতে মহীম্ ।
বিহারার্থং মনুষ্যেষু সান্দীপনিপুরঃসরম্ ।
যত্র কংসঞ্চ সাম্বঞ্চ দ্বিবিদঞ্চ মহাসুরম্
অরিষ্টং বৃষভঞ্চৈব পুতনাং কেশিনং হয়ম্ ।
নাগং কুবলয়াপীড়ং মল্লরাজগৃহাধিপম্ ।।
দৈত্যান মানুষদেহস্থান সূদয়ামাস বীর্য্যবান ।

প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সুহৃদ্ বন্ধুগণসহ বলিকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া সমস্ত বিরোচনকুলকে পাতালে প্রেরণপূর্ব্বক মহাত্মা ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রদান করিলেন। সেই মহাবাহু জনার্দ্দন মানুষ রূপে দিব্যবপু ধারণ করিয়া এই অবতারত্রয় পরিগ্রহ করেন। তাঁহার শাপজ অপর যে সাতটী মানুষাবতার আছে, তাহা শ্রবণ করুন। ত্রেতাযুগের দশমযুগে ধর্ম্ম সকল বিনষ্ট হইতে থাকিলে তিনি মার্কণ্ডেয়পুরঃসর দত্তাত্রেয়রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা তাঁহার চতুর্থ অবতার। ত্রেতাযুগে মান্ধাতার শাসনকালে পঞ্চদশীর গর্ভে উতথ্যপুরঃসর তাঁহার পঞ্চম অবতার। ত্রেতার ঊনবিংশ যুগে নিখিল ক্ষত্রিয়ের অন্তকারক বিশ্বামিত্র পুরঃসর ষষ্ঠ অবতার জামদগ্ন্য। ত্রেতার চতুর্ব্বিংশযুগে রাবণবধের জন্য বশিষ্ঠ প্রমুখ দশরথাত্মজ রাম অবতার। ইহা সপ্তম অবতার। অষ্টম- জাতুকর্ণপুরঃসর–বেদব্যাস অবতার। ইনি দ্বাপরযুগের অষ্টাবিংশযুগে পরাশর হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ঐরূপ অষ্টাবিংশতিযুগে দ্বাপরের শেষ অংশে যখন ধর্ম্মের বিনাশ উপস্থিত হয়, তখন বৃষ্ণিকুলে বসুদেবরূপী কশ্যপের ঔরসে দেবকীরূপিণী অদিতির গর্ভে ব্রহ্মগার্গ্যপুরঃসর প্রভু বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। ইহাই নবম অবতার। ইঁহার অপ্রমেয় প্রভাব বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। এই বালরূপী ভগবান ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় কত ক্রীড়াই করিয়াছেন। এই মহাবাহু মধুসূদনের সে সকল ক্রীড়ার ইয়ত্তা হয় না। রূপে ইনি অদ্বিতীয়। এই যোগাত্মা অসুরগণের নিধন ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য সকল প্রাণীকে মায়া দ্বারা মোহিত করিয়া মানুষী যোনিতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। বশী কামচর বিষ্ণু প্রচ্ছন্নভাবে সমস্ত মহী পর্য্যটন করিয়াছিলেন। মানুষভাবে বিহার করিবার জন্যই ইনি সান্দীপনি মুনির পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করেন। ৮৩—৯৯। এই অবতারে ইনি মানুষশরীরে মহাসুর কংস শাম্ব, দ্বিবিদ, অরিষ্ট, বৃষভ, পূতনা, কেশী, হয়, কালিয় নাগ, কুবলয়াপীড় হস্তী, মল্লরাজ চাণুর প্রভৃতি দানবগণকে নিহত করেন। ইনি

ছিন্নং বাহুসহস্রঞ্চ বাণস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
নরকশ্চ হতঃ সংখ্যে যবনশ্চ মহাবলঃ।
হৃতানি চ মহীপানাং সর্ব্বরত্নানি তেজসা।
দুরাচারাশ্চ নিহতাঃ পার্থিবা যে রসাতলে।।
এতে লোকহিতার্থায় প্রাদুর্ভাবা মহাত্মনঃ।
অস্মিন্নেব যুগে ক্ষীণে সন্ধ্যাশিষ্টে ভবিষ্যতি
কল্কিবিষ্ণুযশা নাম পারশর্য্যঃ প্রতাপবান।
দশমো ভাব্যসম্ভূতো যাজ্ঞবল্ক্যপুরঃসরঃ।
অনুকর্ষন সর্ব্বসেনাং হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলাম
প্রগৃহীতায়ুধৈর্বিপ্রৈর্বৃতঃ শতসহস্রশঃ।।
নাত্যর্থং ধার্ম্মিকা যে চ যে ধর্ম্মদ্বিষঃ কুচিঃ।
উদীচ্যমধ্যদেশাংশ্চ তথা বিন্ধ্যাপরান্তিকান
তথৈব দাক্ষিণাত্যাংশ্চ দ্রবিডান সিংহলৈঃ সহ
গান্ধারান পারদাংশ্চৈব পহ্লবান যবনাং শকান
তুষারানবর্ব্বরাংশ্চৈব পুলিন্দানদরদান খসান।
লম্পকানন্ধ্রকান রুদ্রান কিরাতাংশ্চৈব স প্রভুঃ
প্রবৃত্তচক্রো বলবান ম্লেচ্ছানামন্তকৃদ্বলী।
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং পৃথিবীং বিচরিষ্যতি।

মানবঃ স তু সঞ্জজ্ঞে দেবস্যাংশেন ধীমতঃ।
পূর্ব্বজন্মনি বিষ্ণুর্যঃ প্রমিতির্নাম বীর্য্যবান।
গোত্রেণ বৈ চন্দ্রমসঃ পূর্ণে কলিযুগেঽভবঃ।
ইত্যেতাস্তস্য দেবস্য দশ সম্ভূতয়ঃ স্মৃতাঃ।।
তং তং কালঞ্চ কার্য্যঞ্চ তত্তদুদ্দিশ্য কর্ম্মিণম।
অংশেন ত্রিষু লোকেষু তাস্তা যোনীঃ প্রপৎস্যতে
পঞ্চবিংশোত্থিতো কল্পে পঞ্চবিংশতি বৈ সমাঃ
বিনিঘ্নন সর্ব্বভূতানি মানুষানেব সর্ব্বশঃ।
কৃত্বা জীবাবশেষাং তু মহীং ক্রূরেণ কর্ম্মণা।
সংশোধয়িত্বা বৃষলান প্রায়শস্তানধার্ম্মিকান।।
ততঃ স বৈ তদা কল্কিশ্চরিতার্থঃ সসৈনিকঃ।
কর্ম্মণা নিহতা যে তু সিদ্ধাস্তে তু পুনঃ স্বয়ম।।
অকস্মাৎ কুপিতান্যোন্যং ভবিষ্যন্তি চ মোহিতাঃ
ক্ষপয়িত্বা তু তান সর্ব্বান ভাবিনার্থেন চোদিতান।।
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে নিষ্ঠাং প্রাপ্স্যতি সানুগঃ।

বীর্য্যবলে অদ্ভুতকর্ম্মা বাণরাজের সহস্র বাহু ছেদন করেন, এবং নরক ও যবনকে নিহত করেন। ইনি স্বীয় তেজে মহীপালদিগের সমস্ত রত্ন হরণ করেন, এবং রসাতলস্থ দুরাচারপরায়ণ রাজগণকে নিহত করিয়াছিলেন। লোকহিতের জন্য এই সকল মহাত্মা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, আবার এই যুগের শেষ সন্ধ্যাংশে প্রতাপবান্ বিষ্ণুযশা পরাশরতনয় যজ্ঞবাক্যপুরঃসর কল্কী জন্মগ্রহণ করিবেন। ইহা ভাবী দশম অবতার। ইনি অনেক সেনা, হস্তী, অশ্ব, রথ ও শত সহস্য অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া এক মহাবিপ্লব উপস্থিত করিবেন। অতিশয় অধার্ম্মিক, ধর্ম্মদ্বেষী, উদীচ্য, মধ্য ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের অপরান্তবাসী সিংহল, দ্রাবিড়, দাক্ষিণাত্য, গান্ধার, পারদ, পহ্লব, যবন, শক, তুষার, বর্ব্বর, পুলিন্দ, দরদ, খস, লম্বক, অন্ধ্রক, রুদ্র, কিরাত; এই সকল ম্লেচ্ছদিগকে সেই চক্রবর্ত্তী মহাবল প্রভু কল্কী নিধন করিয়া সর্ব্বভূতে অদৃশ্য ভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। বিষ্ণু পূর্ব্বজন্মে যে বীর্য্যবান প্রমিতি নামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই দেবাংশে মানবরূপে কলির পূর্ণবস্থায় কল্কী অবতার পরিগ্রহ করিবেন এবং ইঁহার শরীর শশধর সদৃশ হইবে। যে যে কাল, কার্য্য ও কারণ বলিয়াছি, তদনুসারে তিন দিকেই অংশাবতাররূপে দেব বিষ্ণু তৎতদ্ যোনি আশ্রয় করিয়া উল্লিখিত দশটী শরীর পরিগ্রহ করিবেন। ১০০–১১২। পঞ্চবিংশতি কল্পে পঞ্চবিংশতি বৎসরে বিষ্ণু মানুষ শরীরে কল্কীরূপে নিখিল ক্রূরকর্ম্মা প্রাণীর বিনাশ সাধন করিয়া যাবতীয় অধার্ম্মিক বৃষলগণের উৎসাদনপূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যগণ সহ আপনার অবতার গ্রহণ চরিতার্থ করিবেন। তাৎকালিক প্রজাগণ স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা নিহত প্রায় হইয়াই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, অপর অনেকে অকস্মাৎ স্বয়ং পরস্পর কুপিত হইয়া বিমুগ্ধ হইবে। স্বীয় ভাবী প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া কল্কী গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থলে আসিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যের অবসান করিবেন। তৎপরে কল্কী

ততো ব্যতীতে কল্পে তু সামন্ত্যৈঃ সহ সৈনিকৈঃ ।।
নৃপেষথ বিনষ্টেষু তদা ত্বপ্রগ্রহাঃ প্রজাঃ।
রক্ষণে নিনিবৃত্তে তু হত্বা চান্যোন্যমাহবে ।।
পরস্পরহতাশ্বাসা নিরাক্রন্দাঃ সুদুঃখিতাঃ।
পুরাণি হিত্বা গ্রামাংশ্চ তুল্যাস্তা নিষ্পরিগ্রহাঃ
প্রনষ্টশ্রুতিধর্ম্মাশ্চ নষ্টধর্ম্মাশ্রমস্তথা।
হ্রস্বা অল্পায়ুষশ্চৈব ভবিষ্যন্তি বনৌকসঃ।
সরিৎপর্ব্বতসেবিন্য পত্রমূলফলাশনাঃ।
চীরপত্রাজিনধরাঃ সঙ্করং ঘোরমাস্থিতাঃ।।
অল্পায়ুষো নষ্টাবার্ত্তা বহ্বাবাধাঃ সুদুঃখিতাঃ।
এবং কষ্টামনুপ্রাপ্তাঃ কলিসন্ধ্যাংশকে তদা।।
প্রজাঃ ক্ষয়ং প্রযাস্যন্তি সার্দ্ধং কলিযুগেন তু।
ক্ষীণে কলিযুগে তস্মিন প্রবর্ত্তে চ কৃতে পুনঃ
প্রপৎস্যন্তে যথান্যায়ং স্বভাবাদ্ধে নান্যথা।
ইত্যেতৎকীর্ত্তিতং সর্ব্বং দেবাসুরবিচেষ্টিতম্।।
যদুবংশপ্রসঙ্গেন মহদ্বো বৈষ্ণবং যশঃ।
তুর্ব্বসোস্য প্রবক্ষ্যামি পুরোর্দ্রুহ্যোরনোস্তথা।।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে বিষ্ণুমাহাত্ম্য কথনং নামাষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৯৮।।

অতীত হইলেও অল্প কাল মহীপালগণ বিনষ্ট হইলে আশ্রয়হীন প্রজাগণ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া অনাশ্বস্ত, নিশ্চেষ্ট ও দুঃখিত ভাবে পুরগ্রাম পরিত্যাগ করিবে এবং ঐ নিরাশ্রয় প্রজারা পরস্পর যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হইবে। তখন বেদধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে। প্রজাবর্গ হ্রস্বকায়, বল্কলপরিধায়ী, বনবাসী, অল্পায়ু এবং মূল-ফলাশী, নদী ও পর্ব্বতবাসী হইয়া ভীষণ সঙ্করতা প্রাপ্ত হইবে। তখন বার্ত্তাবিহীন বনবাসীরা বহু বাধাসমন্বিত ও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পড়িবে। কলিসন্ধ্যাংশে প্রজাগণ এইরূপে দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া কলিযুগের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর কলিযুগ একবারে নিঃশেষিত হইলে, পুনরায় সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইবে। তখন প্রজাসকল ন্যায়ানুরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হইবে; সন্দেহ নাই। এই আপনাদের নিকট যদুবংশপ্রসঙ্গে সমস্ত দেবাসুরের মহৎ কার্য্যকলাপ কীর্ত্তন করিলাম,—একণে ঐরূপ তুর্ব্বসু, পুরু দ্রুহ্য ও অনুর বংশ কীর্ত্তন করিতেছি। ১১৩–১২৩।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।। ৯৮।।

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ

তুর্ব্বসোস্য সুতো বহ্নির্বহ্নেগোভানুরাত্মজঃ।
গোভানোস্তু সুতো বীরস্ত্রিসানুরপরাজিতঃ।।
করন্ধমস্ত্রিসানোস্য মরুত্তস্তস্য চাত্মজঃ।
অন্যস্ত্বাবিক্ষিতো রাজা মরুত্তঃ কথিতঃ পুরা।
অনপত্যো মরুত্তস্য স রাজাসীদিতি শ্রুতঃ।
দুষ্কৃতং পৌরবং চাপি সর্ব্বে পুত্রমকল্পয়ন।।
এবং যযাতিশাপেন জরায়াঃ সঙ্ক্রমেণ তু।
তুর্ব্বসোঃ পৌরবং বংশং প্রবিবেশ পুরা কিল।
দুষ্কৃতস্য দায়াদঃ শরূথো নাম পার্থিবঃ।
শরূথস্তু জনাপীড়শ্চত্বারস্তস্য চাত্মজাঃ।
পাণ্ড্যশ্চ কেরলশ্চৈব চোলঃ কুল্যস্তথৈব চ।

নবনবতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—তুর্ব্বসুর পুত্র বহ্নি; তৎপুত্র গোভানু; তৎপুত্র ত্রিসানু; ইনি বীর ও অজেয় ছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম করন্ধম; তৎপুত্র মরুত্ত। আবিক্ষিৎ পুত্র অপর এক মরুত্ত ছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, ঐ করন্ধম পুত্র মরুত্ত অনপত্য অবস্থায় রাজা হইয়াছিলেন। পুরবাসীরা পুরুবংশীয় দুষ্কৃতকে তাঁহার পুত্ররূপে কল্পনা করেন। যযাতি জরাজীর্ণ অবস্থায় তুর্ব্বসুকে অভিশাপ প্রদান করিবার বহুকাল পরে এইরূপে তুর্ব্বসুবংশের সহিত পুরুবংশের সংস্রব ঘটিয়াছিল। দুষ্কৃতের পুত্র শরূথ; তৎপুত্র জনাপীড়। ইঁহার চারিপুত্র- পাণ্ড্য, কেরল, চোল ও কুল্য। ইঁহাদের

তেষাং জনপদাঃ কুল্যাং পাণ্ড্যচোলাঃ সকেরলাঃ
দ্রুহ্যস্য তনয়ৌ বীরৌ বভ্রু সেতুশ্চ বিশ্রুতৌ।
অরুদ্ধঃ সেতুপুত্রস্তু বাভ্রবো রিপুরুচ্যতেঃ
যৌবনাশ্বেন সমিতি কৃচ্ছ্রেণ নিহতোঃ বলী।
যুদ্ধং সুমহদাসীত্তু মাসান পরি চতুর্দ্দশ
অরুদ্ধস্য তু দায়াদো গান্ধারো নাম পার্থিবঃ।
খ্যায়তে যস্য নাম্না তু গান্ধারবিষয়ো মহান॥
গান্ধারদেশজাশ্চাপি তুরগা ব্যাজিনাং বরাঃ
গান্ধারপুত্রো ধর্ম্মস্তু ধৃ তস্তস্য সুতোঽভবঃ॥
ধৃতস্য দুর্দমো জজ্ঞে প্রচেতাস্তস্য চাত্মজঃ।
প্রচেতসঃ পুত্রশতং রাজানঃ সর্ব্ব এব তে॥
ম্লেচ্ছরাষ্ট্র বিপাঃ সর্ব্বে হ্যুদীচীং দিশমাশ্রিতাঃ
অণোঃ পুত্রা মহাত্মানস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
সভানরশ্চ পক্ষশ্চ পরপক্ষস্তথৈব চ।
সভানরস্য পুত্রস্তু বিদ্বান কালানলো নৃপঃ॥

কালানলস্য ধর্ম্মাত্মা সৃঞ্জয়ো নাম ধার্ম্মিকঃ।
সৃঞ্জয়স্যাভবৎ পুত্রো বীরো রাজা পুরঞ্জয়ঃ।।
জনমেজয়ো মহাসত্ত্বঃ পুরঞ্জয়সুতোঽভবঃ।
জনমেজয়স্য রাজর্ষের্মহাশালোঽভবন্নৃপঃ।।
অসীদিন্দ্রসমো রাজা প্রতিষ্ঠিতযশা দিবি।
মহামনাঃ সুতস্তস্য মহাশালস্য ধার্ম্মিকঃ।।
সপ্তদ্বীপেশ্বরো রাজা চক্রবর্ত্তী মহাযশাঃ।
মহামনাস্তু পুত্রৌ দ্বৌ জনয়ামাস বিশ্রুতৌ।
উশীনরঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞং তিতিক্ষুঞ্চৈব ধার্ম্মিকম।
উশীনরস্য পত্ন্যস্তু পঞ্চ রাজর্ষিবংশজাঃ।।
মৃগা কৃমী নবা দর্ব্বা পঞ্চমী চ দৃষদ্বতী।
উশীনরস্য পুত্রাস্তু পঞ্চ তাসু কুলোদ্বহাঃ।
তপসা তে সুমহতা জাতবৃদ্ধাশ্চ ধার্ম্মিকাঃ।
মৃগায়াস্তু মৃগঃ পুত্রো নবায়া নব এব তু
কৃম্যাঃ কৃমিস্তু দর্ব্বায়াঃ সুব্রতো নাম ধার্ম্মিকঃ

অধিষ্ঠিত জনপদ সকল ইঁহাদের নামানুসারেই পাণ্ড্য, চোল, কেরল ও কুল্যাখ্যায় বিখ্যাত ছিল। দ্রুহ্যের দুই পুত্র-বভ্রু এবং সেতু। এই উভয় পুত্রই বিশ্বাবশ্রুত বীর ইঁহাদের মধ্যে সেতুর অরুদ্ধ এবং বভ্রুর রিপু নামক পুত্র বিখ্যাত। রিপুর সহিত রাজা যৌবনাশ্বের চতুর্দ্দশ মাস যাবৎ দারুণ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে যৌবনাশ্ব অতি কষ্টে বলবান রিপুকে নিহত করেন। অরুদ্ধের পুত্র গান্ধার নামে রাজা হন। ইঁহারই নামানুসারে বিশাল গান্ধার দেশ বিখ্যাত হয়। এই গান্ধারদেশীয় অশ্বসকল সমস্ত অশ্বজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। গান্ধারের পুত্র ধর্ম্ম; তৎপুত্র ধৃতি; তৎপুত্র দুর্দ্দম; তৎপুত্র প্রচেতা; এই প্রচেতার একশত পুত্র। ইঁহারা সকলেই রাজা হইয়া ম্লেচ্ছরাজ্যের আধিপত্য লাভ করত উত্তর দিক আশ্রয় করেন মহাত্মা মনুর তিন পুত্র; তিন জনই পরম ধার্ম্মিক তাঁহাদের নাম-সভানর, পক্ষ ও পরপক্ষ। তন্মধ্যে সভানরের পুত্র বিদ্বান কালানল রাজা; তৎপুত্র ধার্ম্মিক সৃঞ্জয়; তৎপুত্র বীর পুরঞ্জয়; তৎপুত্র মহা বীর্য্য জনমেজয়; তৎপুত্র নরপতি মহাশাল ১-১৫। ইনি স্বর্গাধিপ ইন্দ্রের ন্যায় প্রখ্যাতকীর্ত্তি রাজা ছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম মহামনা; তিনিও পরম ধার্ম্মিক রাজা; রাজা বলিয়া রাজা। তিনি মহাযশা, সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর চক্রবর্ত্তী রাজা। তাঁহার দুই পুত্র; দুইজনই বিশ্ববিশ্রুত। তাঁহাদের একের নাম উশীনর; অপর তিতিক্ষু। এই দুই রাজপুত্রই ধর্ম্মজ্ঞ ও ধার্ম্মিক। উশীনর রাজর্ষিবংশীয়া পঞ্চকামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম-মৃগা, কৃমি, নবা, দর্ব্বা ও দৃষদ্বতী। এই সকল পত্নীর গর্ভে উশীনরের পঞ্চপুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্রগণ সকলেই কুল-ধুরন্দর ছিলেন। ইঁহারা বিপুল তপস্যা করিয়া জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। এই উশীনর নন্দনগণ সকলেই ধার্ম্মিক ছিলেন। ইঁহাদের নাম-মৃগ, নব, কৃমি, সুব্রত ও শিবি ইঁহারা উশীনর হইতে যথাক্রমে তদীয় পত্নী মৃগা, নবা, কৃমি, দর্ব্বা ও দৃষদ্বতীর গর্ভে

দুষদ্বতীসুতশ্চাপি শিবির্ঔশীনরো দ্বিজাঃ।
শিবেঃ শিবপুরং খ্যাতং যৌধেয়ন্তু মৃগস্য তু।
নবস্য নবরাষ্ট্রন্তু কৃমেস্তু কৃমিলা পুরী।
সুব্রতস্য তথাম্বষ্ঠা শিবিপুত্রান্নিবোধত।।
শিবেশ্চ শিবয়ঃ পুত্রাশ্চত্বারো লোকসম্মতাঃ
বৃষদর্ভঃসুবীরস্য কেকয়ো মদ্রকস্তথা।।
তেষাং জনপদাঃ স্ফীতাঃ কেকয়া মাদ্রাকাস্তথা।
বৃষদর্ভাঃ সুবীদর্ভাস্তিতিক্ষোঃ শৃণুত প্রজাঃ।।
তৈতিক্ষুরভবদ্রাজা পূর্ব্বস্যাং দিশি বিশ্রুতঃ।
উশদ্রথো মহাবাহুস্তস্য হেমঃ সুতোঽভবৎ।।
হেমস্য সুতপা জজ্ঞে সুতঃ সুতযশা বলী।
জাতো মনুষ্যযোন্যাং বৈ ক্ষীণে বংশে

[illegible]

মহাযোগী স তু বলির্বদ্ধো যঃ স মহামনাঃ।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস চাতুর্বর্ণ্যকরান্ ভুবি।।
অঙ্গং স জনয়ামাস বঙ্গং সুহ্মং তথৈব চ।
পুণ্ড্রং কলিঙ্গঞ্চ তথা বালেয়ং ক্ষত্রমুচ্যতে।।
বালেয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব তস্য বংশকরাঃ প্রভোঃ
বলেস্য ব্রহ্মণা দত্তা বরাঃ প্রীতেন ধর্ম্মতঃ।
মহাযোগিত্বমায়ুশ্চ কল্পায়ুঃপরিমাণকম্।
সংগ্রামে চাপ্যজেয়ত্বং ধর্ম্মে চৈব প্রভাবনা।।
ত্রৈলোক্যদর্শনং চৈব প্রধান্যং প্রসবে তথা
বলে চাপ্রতিমত্বং বৈ ধর্ম্মতত্ত্বার্থদর্শনম্।।
চতুরো নিয়তান্ বর্ণাং ত্বং বৈ স্থাপয়িতেতি চ
ইত্যুক্তো বিভুনা রাজা বলিঃ শান্তিং পরাং যযৌ।।
কালেন মহতা বিদ্বান্ স্বং বৈ স্থানমুপাগতঃ।
তেষাং জনপদাঃ স্ফীতা বঙ্গসুহ্মকাস্তথা।।
পুণ্ড্রাঃ কলিঙ্গাশ্চ তথা তেষাং বংশং নিবোধত
তস্য তে তনয়াঃ সর্ব্বে ক্ষেত্রজা মুনিসম্ভবাঃ।
সম্ভূতা দীর্ঘতমসঃ সুদেষ্ণায়াং মহৌজসঃ।।

জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে শিবির শিবপুরী, মৃগের যৌধেয় পুর, নবের নবরাষ্ট্র, কৃমির কৃমিলাপুরী এবং সুব্রতের অম্বষ্ঠা নাম্নী পুরী প্রখ্যাত। এক্ষণে শিবিরপুত্রদিগের বিবরণ শ্রবণ করুন। শিবির লোকবিখ্যাত চারিপুত্র; নাম-বৃষদর্ভ, সুবীর, কেকয় ও মদ্র। এই চারিপুত্র শিবি নামে পরিচিত. ইঁহাদের অধিকৃত জনপদ সকল সর্ব্বথা সুসমৃদ্ধ। ঐ সকল জনপদ কেকয়, মাদ্রক, বৃষদর্ভ ও সুবিদর্ভ আখ্যায় বিখ্যাত। এক্ষণে তিতিক্ষুর প্রজাগণের নাম শ্রবণ করুন—তিতিক্ষনন্দন মহাবাহু উষদ্রথ একজন পূর্ব্বদেশীয় বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম—হেম; তৎপুত্র সুতপস্বী বলি। এই বলিই বিষ্ণু, কর্ত্তৃক বন্দীকৃত সেই মহামনা মহাযোগী বলি। ইনি অসুরযোনি হইয়াও প্রজালিপ্সু হেমের ক্ষীণপ্রায় বংশে মনুষ্য যোনিতে জন্ম লইয়াছিলেন রাজা বলি চাতুর্ব্বর্ণ্যস্থাপক পঞ্চ পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ পুত্রগণের নাম—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র। ইঁহারা বলির ক্ষেত্রজ পুত্র। বলির এই পুত্রগণ সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়া তদীয় বংশবিস্তার করেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মা প্রীত হইয়া বলিকে কতিপয় বর দান করিয়াছিলেন, যে, হে বলে! তুমি মহাযোগী হইবে। তোমার আয়ুঃপরিমাণ কল্পকাল পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট রহিবে। সংগ্রামে অজেয়ত্ব, ধর্ম্মে প্রগাঢ় অভিনিবেশ ত্রৈলোক্য দর্শনের ক্ষমতা, সন্তান উৎপাদনে প্রাধান্য, বলে অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ধর্ম্মতত্ত্ব দর্শনে নিপুণতা, এই সকলই তোমার যথাযথ হইবে তুমি নিয়মানুযায়ী চতুর্ব্বর্ণের স্থাপয়িতা হইবে বিভু ব্রহ্মা এইরূপ বরদান করিলে রাজা বলি পরম শান্তি প্রাপ্ত হইলেন। ১৬—৩২। অনন্ত র বহুকাল অতীত হইলে সেই বিদ্বান্ বলিরাজা পরমপদ লাভ করিলেন। তাঁহার পুত্রগণের নামানুসারে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামক পাঁচটী সুসমৃদ্ধ জনপদ প্রসিদ্ধি লাভ করে। বলিনন্দনগণ মুনির ঔরসজাত ও বলির ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছিলেন মহাতেজা দীর্ঘতমা মুনির ঔরসে বলিমহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন. ঋষিগণ

এষয় উচুঃ।

কথং বলেঃ সুতাঃ পঞ্চ জনিতাঃ ক্ষেত্রজাঃ প্রভো।
ঋষিণা দীর্ঘতমসা এতন্নো ব্রূহি পৃচ্ছতাম্‌।

সূত উবাচ।

অশিজো নাম বিখ্যাত আসীদ্ধীমানৃষিঃ পুরা
ভার্য্যা বৈ মমতা নাম বভূবাস্য মহাত্মনঃ।।
অশিজস্য কনীয়াংস্তু পুরোধা যো দিবৌকসাম
বৃহস্পতির্বৃহত্তেজা মমতাং সোহভ্যপদ্যত।।
উবাচ মমতা তং তু বৃহস্পতিমনিচ্ছতী
অন্তর্বত্ন্যস্মি তে ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্যাষ্টমিতা ইতি।।
অয়ং হি মে মহাগর্ভো রোচতেহত্তি বৃহস্পতে
অশিজং ব্রহ্ম চাভ্যস্য ষড়ঙ্গং বেদমুদ্গিরন।।
অমোঘরেতাস্ত্বঞ্চাপি ন খাং ভজিতুমর্হসি
অস্মিন্নেব গতে কালে যথা বা মন্যসে প্রভো
এবমুক্তস্তয়া সম্যগ্‌বৃহত্তেজা বৃহস্পতিঃ।
কামাত্মানং মহাত্মাপি নাত্মানং সোহভ্যধারয়ৎ।
সম্বভূবৈব ধর্ম্মাত্মা তয়া সার্দ্ধং বৃহস্পতিঃ।
উৎসৃজন্তং তদা রেতো গর্ভস্থঃ সোহভ্যভাসত
নো তাতক ন্যসো ত্রুন্মিনথয়োর্নেহাস্তি সম্ভবঃ
অমোঘরেতাস্ত্বঞ্চাপি পূর্ব্বঞ্চাহমিহাগতঃ
শশাপ তং তদা ক্রুদ্ধ এবমুক্তো বৃহস্পতিঃ।
অশিজন্তং সুতং ভ্রাতুর্গর্ভস্থং ভগবানৃষিঃ।।
যস্মাত্ত্বমীদৃশে কালে সর্ব্বভূতেপ্সিতে সতি
মামেবমুক্তবান্মোহাত্তমো দীর্ঘং প্রবেক্ষ্যসি।।
ততো দীর্ঘতমা নাম শাপাদৃষিরজায়ত।
অথাশিজো বৃহৎকীর্ত্তির্বৃহস্পতিরিবৌজসা।।
ঊর্দ্ধরেতাস্ততশ্চাপি ন্যবসদ্ভ্রাতুরাশ্রমে।
গোধর্ম্মং সৌরভেয়াত্তু বৃষভাচ্ছ্রুতবান প্রভো।।

কহিলেন,-কিরূপে দীর্ঘতমা ঋষি বলিরাজের পঞ্চ ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করেন? হে প্রভো! সে বৃত্তান্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি-বলুন। সূত কহিলেন,- পুরাকালে অশিজ নামে বিখ্যাত এক ধীমান্‌ ঋষি ছিলেন। সেই মহাত্মা ঋষির ভার্য্যার নাম ছিল - মমতা। অশিজ ঋষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেব-পুরোহিত বৃহস্পতি একদা মমতাকে স্বীয় কামাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন মমতা সে প্রস্তাবে অনিচ্ছা জানাইয়া বৃহস্পতিকে বলিলেন,—আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আহিত গর্ভ ধারণ করিতেছি। এইদেখ, বৃহস্পতে! আমার মহাগর্ভ দেদীপ্যমান হইতেছে। এই গর্ভস্থ মহাপুরুষ অশিজ ব্রহ্ম অভ্যাস করিয়া ষড়ঙ্গ বেদ উচ্চারণ করিতেছেন। বিশেষতঃ তুমিও অমোঘরেতাঃ; সুতরাং আমি এখন তোমার উপভোগযোগ্যা নহি আমার এই সময় অর্থাৎ এই গর্ভাবস্থা অতীত হইয়া যাউক, পরে যেরূপ মনে হয় করিবে। মমতা বৃহত্তেজা বৃহস্পতিকে এই কথা কহিলেন বটে; কিন্তু তিনি মহাত্মা হইয়াও স্বীয় কামাকুল আত্মাকে নিবারিত করিতে পারিলেন না। মমতার নিষেধ সত্ত্বেও সেই ধর্ম্মাত্মা বৃহস্পতি তাঁহার সহিত সঙ্গত হইলেন। অনন্তর বৃহস্পতি যখন রেতঃসেক করেন, তখন গর্ভস্থ পুরুষ বলিয়া উঠিলেন,-ওহে তাত! এ গর্ভে দুই জনের স্থান নাই; আমি জানি-তুমি অমোঘরেতাঃ সুতরাং আমিই পূর্ব্বে আসিয়া এই গর্ভস্থান অধিকার করিয়া আছি জানিয়া, তুমি এক্ষণে রেতঃপাতে বিরত হও। বৃহস্পতির রেতঃসেকে বাধা জন্মিল। তিনি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অবিলম্বে সেই গর্ভস্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রকে এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন, যে, এ হেন সর্ব্বভূতের সুখকরকালে তুমি মোহক্রমে আমায় যে হেতু এমন কথা কহিলে, এই জন্য তোমাকে দীর্ঘ তমোমধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। ৩২-৪৫। অনন্তর গর্ভস্থ অশিজনন্দন বৃহস্পতির শাপে দীর্ঘতমা ঋষি হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। এই দীর্ঘতমা ঋষি তেজে বৃহস্পতির সমকক্ষ এবং অশেষ কীর্ত্তির আধার। ইনি ঊর্দ্ধরেতা হইয়া তখন হইতে ইহার ভ্রাতার আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। দীর্ঘতমা এই

তস্য ভ্রাতা পিতৃবাদ্য চকার ভবনং তদা।
তস্মিন হি তত্র বসতি যদৃচ্ছয়াভ্যাগতো বৃষঃ।।
দর্শার্থমাহৃতান দর্ভাংশ্চচার সুরভীবৃতঃ।
জগ্রাহ তং দীর্ঘতমা বিস্ফুরন্তঞ্চ শৃঙ্গয়োঃ।।
স তেন নিগৃহীতস্য ন চচাল পদাৎ পদম্।
ততোহব্রবীদ্‌বৃষস্তং বৈ মুঞ্চ মাং বলিনাংবর।।
ন ময়াসাদিতস্তাত বলবাংস্ত্ববিধঃ ক্বচিৎ।
ত্র্যম্বকং বহতা দেবং যতো জাতেহস্মি ভূতলে।।
মুঞ্চ মাং বলিনাং শ্রেষ্ঠ প্রীতস্তেহহং বরং বৃণু।
এবমুক্তোহব্রবীদেনং জীবন্মে ক্ব যাস্যসি
তেন ত্বাহং ন মোক্ষ্যামি পরস্বাদং চতুষ্পদম্।
ততস্তং দীর্ঘতমসং স বৃষঃ প্রত্যুবাচ হ।
নাস্মাকং বিদ্যতে তাত পাতকং স্তেয়মেব বা।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যং ন জানীমঃ পেয়াপেয়ং চ সর্বশঃ
কার্য্যাকার্য্যং ন বৈ বিদ্মো গম্যাগম্যং তথৈব চ
ন পাপানো বয়ং বিপ্র ধর্ম্মো হ্যেষ গবাং স্মৃতঃ
গবাং নাম স বৈ শ্রুত্বা সম্ভ্রান্তস্ত্বনুমুচ্য তব।
ভক্ত্যা চানুপ্রবিকয়া গোসুতং বৈ প্রসাদয়ৎ।।
প্রসাদিতে গতে তস্মিন গোধর্ম্মং ভক্তি তদ্যতম
মনসৈব তদাদদে তন্নিষ্ঠস্তৎপরায়ণঃ।
ততো যবীয়সঃ পত্নীমৌতথ্যস্যাভ্যমন্যত।
বিচেষ্টমানাং রুদতীং দৈবাৎ সম্মূঢ়চেতনঃ।।
অবলেপন্ত তং মত্বা শরদ্বাংস্তস্য নাক্ষমৎ।
গোধর্ম্মং বৈ বলং কৃত্বা স্নুষাং স সমমন্যত।।
বিপর্য্যয়ন্তু তং দৃষ্ট্বা শরদ্বান প্রত্যচিন্তয়ৎ

সময় সুরভিনন্দন বৃষভের নিকট গোধর্ম্ম অভ্যাস করেন। একদা ঋষি দীর্ঘতমা তদীয় ভ্রাতার নির্ম্মিত ভবনে বসিয়া আছেন, এই সময় যদৃচ্ছাক্রমে এক বৃষভ তথায় আগমন করিল। ঐ বৃষের সঙ্গে সুরভিও আসিয়াছিল। ঐ দিন দর্শযাগ সমাধা করিবার জন্য আশ্রমে প্রচুর দর্ভ সংগৃহীত ছিল। বৃষ স্বীয় শৃঙ্গদ্বয় প্রস্ফুরিত করিয়া ঐ আশ্রমস্থ দর্ভরাশি গ্রাস করিল। কিন্তু ঋষি দীর্ঘতমার হস্তে নিগৃহীত হইয়া সে আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না। তখন বৃষ কহিল,–হে বলিপ্রবর! আমায় তুমি পরিত্যাগ কর। আমি ভবাদৃশ বলবান ব্যক্তি কুত্রাপি দেখি নাই। আমি দেব ত্রিলোচনকে বহন করিয়া থাকি এবং ভূতলেই আমার জন্ম হইয়াছে। অতএব হে বলিশ্রেষ্ঠ! আমায় মুক্ত কর। আমি প্রীত হইয়া তোমায় বরদান করিতেছি; গ্রহণ কর। বৃষ এই কথা কহিলে ঋষি দীর্ঘতমা বলিলেন,–তুমি বাঁচিয়া থাকিয়া আমার হস্ত হইতে কোথায় যাইবে? তুমি পরস্ব-ভক্ষী চতুষ্পদ, তোমায় আমি কিছুতেই মুক্ত করিব না তখন সেই বৃষ দীর্ঘতমা ঋষিকে আবার বলিল,–হে তাত! আমাদের পাতক বা স্তেয় কিছুই নাই; আমরা ভক্ষ্যাভক্ষ্য জানি না, পেয়াপেয় বুঝি না, কার্য্যাকার্য্য ও গম্যাগম্য আমাদের জানা নাই। অথচ আমরা পাপী নহি। হে বিপ্র! আমরা গোজাতি; আমাদের ইহাই বটে ধর্ম্ম। তখন ঋষি দীর্ঘতমা গোনাম শ্রবণ করিয়া সসম্ভ্রমে তাহাকে মোচন করিলেন এবং ভক্তি ও বিনয় সহকারে সেই সুরভিনন্দন বৃষকে প্রসাদিত করিলেন। বৃষ প্রসাদিত হইয়া গমন করিলে ঋষি দীর্ঘতমা তন্নিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ হইয়া মনোদ্বারাই ভক্তিভাবে গো-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ৪৬-৫৭। অনন্তর দীর্ঘতমা সম্মূঢ় চিত্তে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঔতথ্যের পত্নীসহ সঙ্গত হইবার উপক্রম করিলেন। ঔতথ্যপত্নী এই গর্হিত কার্য্যে যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিলেন, অবশেষে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঋষি শরদ্বান্ ইহা জানিয়া দীর্ঘতমার গর্ব্বিত ব্যবহার সহ্য করিতে পারিলেন না। বলা বাহুল্য, দীর্ঘতমা গোধর্ম্মকেই সার জ্ঞান করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর সহিত সঙ্গম করিবার উপক্রম করিতেছিলেন। ঋষি শরদ্বান্ এই ঘটনা বিপর্য্যয় দেখিয়া চিন্তা করিলেন,–চিন্তা করিয়া

ভবিষ্যমর্থং জ্ঞাত্বা চ মহাত্মা চ না মৃত্যুতাম।
প্রোবাচ দীর্ঘতমসং ক্রোধাৎসংরক্তলোচনঃ।
গম্যাগম্যং ন জানীষে গোধর্ম্মাৎ প্রার্থয়ন্‌ স্নুষাম।
দুর্ব্বৃত্তস্ত্বং ত্যজাম্যেষ গচ্ছ ত্বং স্বেন কর্ম্মণা।
যস্মাত্ত্বমন্ধো বৃদ্ধশ্চ ভর্ত্তব্যো দুরনুষ্ঠিতঃ।
তেনাসি ত্বং পরিত্যক্তো দুরাচারোঽসি মে মতিঃ॥

সূত উবাচ।

কর্ম্মণ্যস্মিংস্ততঃ ক্রূরে তস্য বুদ্ধিরজায়ত।
নির্ভর্ৎস্য চৈব বহুশো বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য চ।
কোষ্ঠে সমুদ্রে প্রক্ষিপ্য গঙ্গা ম্ভসি সমসৃজৎ
উহ্যমানঃ সমুদ্রস্তু সপ্তাহং স্রোতসা তদা।
তং সস্ত্রীকো বলির্নাম রাজা ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ।
অপশ্যন্মজ্জমানস্তু স্রোতসাভ্যাসমাগতম॥
তং গৃহীত্বা স ধর্ম্মাত্মা বলির্বৈরোচনস্তদা।
অন্তঃপুরে জুগোপৈনং ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈশ্চ তর্পয়ন্‌॥
প্রীতঃ স বৈ বরেণাথ চ্ছন্দয়ামাস বৈ বলিম।
স চ তস্মাদ্বরং বব্রে পুত্রার্থী দানবর্ষভঃ।

বলিরুবাচ।

সন্তানার্থং মহাভাগ ভার্য্যায়াং মম মানদ।
পুত্রান ধর্ম্মার্থসংযুক্তানুৎপাদয়িতুমর্হসি॥
এবমুক্তস্তু দেবর্ষিস্তথাস্ত্বিত্যুক্তবান্‌ হি তম।
সুদেষ্ণাং নাম ভার্য্যাং স্বাং রাজাস্মৈ প্রাহিণোত্তদা॥
অন্ধং বৃদ্ধঞ্চ তং দৃষ্ট্বা ন সা দেবী জগাম হ।
স্বাং চ ধাত্রেয়িকাং তস্মৈ ভূষয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ॥
কক্ষীবচ্চক্ষুষৌ তস্যাং শূদ্রাযোন্যামৃষির্বশী।
জনয়ামাস ধর্ম্মাত্মা পুত্রাবেতৌ মহৌজসৌ॥
কক্ষীবচ্চক্ষুষৌ তৌ তু দৃষ্ট্বা রাজা বলিস্তদা।

ভবিষ্যৎ ব্যাপার বুঝিলেন,—বুঝিয়া স্বীয় মহত্ত্ব-গুণে দীর্ঘতমার মৃত্যুবিধান করিলেন না কিন্তু ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া দীর্ঘতমাকে কহিলেন,—মূঢ়! তুমি গম্যাগম্য বুঝ না, গোধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে কামনা করিতেছ। অতএব তুমি দুর্ব্বৃত্ত; তোমার স্বীয় কর্ম্মফলেই আমি তোমায় ত্যাগ করিলাম। তুমি যথেচ্ছ গমন কর। তুমি অন্ধ ও বৃদ্ধ বলিয়া এতদিন আমি তোমায় পোষণ করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ; তাই তোমায় পরিত্যাগ করিলাম। আমার মতে তুমি একজন অতি দুরাচার। সূত কহিলেন,—এই ঘটনার পর সেই দীর্ঘতমা ঋষির নিয়ত ক্রূর কর্ম্মেই বুদ্ধি জন্মিল। ঋষি শরদ্বান্‌ কেবল তাঁহাকে বহুবার ভর্ৎসনা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি বাহুদ্বয় দ্বারা দীর্ঘতমাকে জড়াইয়া ধরিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর দীর্ঘতমা সপ্তাহ কাল সমুদ্রস্রোতে ভাসিয়া চলিলেন ক্রমাগত ভাসিয়া ভাসিয়া তিনি তট-নিকটে আসিলে ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ সস্ত্রীক বলিরাজা তাঁহাকে জলমগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। বিরোচন-সুত ধর্ম্মাত্মা বলি, দীর্ঘতমাকে তথা হইতে লইয়া আসিলেন—আনিয়া ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার তৃপ্তি সাধনপূর্ব্বক তাঁহাকে অন্তঃপুরে রক্ষা করিলেন। একদা ঋষি দীর্ঘতমা বলিকে বর গ্রহণে প্ররোচিত করিলে, পুত্রার্থী দানবরাজ তাঁহার নিকট বর চাহিলেন। বলি বলিলেন—হে মানদ, মহাভাগ! মদীয় ভার্য্যার গর্ভে আপনি কতিপয় পুত্র উৎপাদন করুন। বলি এই কথা কহিলে ঋষি তাহাতে 'তথাস্তু' বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। বলিরাজ তখন তাঁহার নিকট স্বীয় ভার্য্যা সুদেষ্ণাকে প্রেরণ করিলেন। ৫৯—৬৮। দেবী সুদেষ্ণা ঋষিকে অন্ধ এবং বৃদ্ধ দর্শনে নিজে তাঁহার নিকট গেলেন না; স্বীয় ধাত্রেয়িকাকে বিভূষিত করিয়া তৎসমীপে পাঠাইয়াদিলেন ধর্ম্মাত্মা ঋষি সেই শূদ্রার গর্ভে দুইটী মহৌজা পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ পুত্রদ্বয়ের নাম কক্ষীব এবং চক্ষুষ। বলিরাজা দেখিলেন—কক্ষীব ও চক্ষুষ নামে দুইটী

প্রাধীতো বিধিবৎ সম্যগীশ্বরৌ ব্রহ্মবাদিনৌ ।।
সিদ্ধৌ প্রত্যক্ষধর্ম্মাণৌ বুদ্ধৈ শ্রেষ্ঠতমাবপি।
মমৈতাবিতি হোবাচ বলির্বৈরোচনস্তৃষিম ।।
নেত্যুবাচ ততস্তং তু মমৈতাবিতি চাব্রবীৎ
উৎপন্নৌ শূদ্রযোনৌ তু ভবচ্ছাদ্মাসুরোত্তমৌ
অন্ধং বৃদ্ধঞ্চ মাং মত্বা সুদেষ্ণা মহিষী তব।
প্রাহিণোদবমানায় শূদ্রাং ধাত্রেয়কীং মম ।।
ততঃ প্রসাদয়ামাস পুনরস্তমৃষিসত্তমম
বলির্ভার্য্যাং সুদেষ্ণাঞ্চ ভর্ৎসয়ামাস বৈ প্রভুঃ
পুনশ্চৈনামলঙ্কৃত্য ঋষয়ে প্রত্যপাদয়ৎ
তাং স দীর্ঘতমা দেবীমব্রবীদযদি মাং শুভে।
দধ্না লবণমিশ্রেণ স্বভ্যক্তং নগ্নকং তথা।
লিহিষ্যস্যজগুপ্সন্তী আপাদতলমস্তকম।
ততস্ত্বং প্রাপ্স্যসে দেবি পুত্রাংশ্চ মনসেপ্সিতান
তস্য সা তদ্বচো দেবি সর্ব্বং কৃতবতী তথা
অপানঞ্চ সমাসাদ্য জুগুপ্সন্তী ন্যবর্জ্জয়ৎ
তামুবাচ ততঃ সর্ষিস্তে পরিহৃতং শুভে।
বিনাপানং কুমারং ত্বং জনয়িষ্যসি পূর্ব্বজম।
ততস্তং দীর্ঘতমসং সা দেবী প্রত্যুবাচ হ।
নার্হসি ত্বং মহাভাগ পুত্রং দাতুং মমেদৃশম।

ঋষিরুবাচ।

তবাপরাধো দেবোঽয নান্যথা ভবিতা নু বৈ।
দেবীদানীঞ্চ তে পৌত্রমহং দাস্যামি সুব্রতে
তস্যাপানং বিনা চৈব যোগ্যাভাবো ভবিষ্যতি
তাং স দীর্ঘতমাশ্চৈব কুক্ষৌ স্পৃষ্টেদমব্রবীৎ
প্রাশিতং দধি যত্তেহদ্য মমঙ্গাদ্ধে শুচিস্মিতে
তেন তে পুরিতো গর্ভঃ পৌর্ণমাস্যমিবোদধিঃ
ভবিষ্যন্তি কুমারাস্তে পঞ্চ দেবসুতোপমাঃ।
তেজস্বিনঃ পরাক্রান্ত যজ্বানো ধার্ম্মিকাস্তথা।।

যথাবিধি বেদধ্যায়ী ব্রহ্মবাদী জ্ঞানী পুত্র জন্মিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি ঋষিকে কহিলেন-আমার এই দুইটী শ্রেষ্ঠতম প্রত্যক্ষধর্ম্মা পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে। ঋষি বলিলেন,-না, ইহারা তোমার নহে; আমার পুত্র, তোমার ব্যপদেশে আমারই এই পুত্রদ্বয় শূদ্রযোনি হইতে জন্মিয়াছে। ভবদীয় মহিষী সুদেষ্ণা আমাকে অন্ধ এবং বৃদ্ধ মনে করিয়া আমার অবমাননার জন্য স্বীয় শূদ্রজাতীয়া ধাত্রেয়িকাকে মৎসমীপে প্রেরণ করিয়াছেলেন, সেই শূদ্রা হইতেই এই দুই পুত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। তৎশ্রবণে বলি ঋষিকে প্রসাদিত করিলেন এবং ভার্য্যা সুদেষ্ণাকে তিরস্কার করিলেন। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার পত্নীকে অলঙ্কৃত করিয়া ঋষিসমীপে উপনীত করিলেন। ঋষি দীর্ঘতমা তখন তাঁহাকে বলিলেন-হে শুভে! নগ্নাবস্থায় লবণমিশ্র দধি দ্বারা মদীয় সর্ব্বাঙ্গ উপলিপ্ত হইলে তুমি যদি বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া আমার আপাদ মস্তক লেহন করিতে পার, তাহা হইলে মনোভীষ্ট পুত্র সকল প্রাপ্ত হইতে পারিবে। দেবী সুদেষ্ণা ঋষির কথানুযায়ী সমস্ত কার্য্যই করিলেন; কিন্তু গাত্রলেহন কালে ঘৃণায় তদীয় অপানদেশ পরিত্যাগ করিলেন তখন ঋষি তাঁহাকে, কহিলেন-হে শুভে! যেহেতু তুমি অপান দেশ বর্জ্জন করিলে; এই জন্য প্রথমে তোমার এক অপানবিহীন পুত্র উৎপন্ন হইবে। অনন্তর দেবী, দীর্ঘতমাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,-হে মহাভাগ! আমায় আপনি ঈদৃশ পুত্র প্রদান করিবেন না। ৬৯-৮০। ঋষি কহিলেন,-হে দেবি! ইহা তোমারই অপরাধের ফল। ইহার অন্যথা হইতে পারে না। হে সুব্রতে! তবে কথা এই যে, সম্প্রতি তোমার পুত্র ঐ প্রকার না হইয়া পৌত্রই ঐরূপ হইবে। এক্ষণে আমি তোমায় তাদৃশ বরই প্রদান করিব; তোমার ঐ পৌত্র অপানবিহীন হইলেও ইহার যোগ্যতার অভাব হইবে না। এই বলিয়া দীর্ঘতমা সুদেষ্ণার উত্তর কুক্ষি স্পর্শ করিয়া বলিলেন,-হে শুচিস্মিতে! তুমি আমার অঙ্গ হইতে দধি প্রাশন করিয়াছ, এই জন্য পূর্ণচন্দ্রোদয়ে উদধির ন্যায় গর্ভ তোমার পূর্ণ হইয়াছে। তোমার দেবকুমার-প্রতিম পঞ্চ পুত্র প্রাদুর্ভূত হইবে। তাহারা সকলেই তেজস্বী, পরাক্রান্ত, যজ্ঞিক ও ধার্ম্মিক

ততোহঙ্গদ্য সুদেষ্ণায়া জ্যেষ্ঠপুত্রো ব্যজায়ত
বঙ্গস্তস্মাৎ কলিঙ্গস্য পুণ্ড্রা সুহ্মস্তথৈব চ।
বংশভাজস্ত্ব পঞ্চৈতে বলেঃ ক্ষেত্রেহভবং স্তদা
ইত্যেতে দীর্ঘতমসা বলের্দত্তাঃ সুতাঃ পুরা।
প্রজাস্বপত্যভাক্তস্য ব্রহ্মণা কারণং প্রতি।
অপত্যমস্য দারেষু স্বেষু মা ভূন্মহাত্মনঃ।।
ততো মনুষ্যযোন্যং বৈ জনয়ামাস স প্রজাঃ।
সুরভির্দীর্ঘতমসমথ প্রীতো বচোহব্রবীৎ।।
বিচার্য্য যস্মাদেগাধর্ম্মং ত্বমেবং কৃতবানসি।
তেন ন্যায়েন মুমুচে অহং প্রীতোহস্মি তেন তে
তস্মাত্তব তমো দীর্ঘং নিসুদ্যাম্যদ্য পশ্য বৈ।
বার্হস্পত্যঞ্চ যত্তেহন্যৎ পাপং সন্তিষ্ঠতে তনৌ
জরামৃত্যুভয়ঞ্চৈব আঘ্রায় প্রণুদামি তে।
আঘ্রাতমাত্রঃ সোহপশ্যৎ সদ্যস্তমসি নাশিতে
আয়ুষ্মাংশ্চ যুবা চৈব চক্ষুষ্মাংশ্চ ততোহভবৎ

গবা দীর্ঘতমাঃ সোগথ গৌতমঃ সমপদ্যত।।
কক্ষীবাংস্তু ততো গত্বা সহ পিত্রা গিরিব্রজাম
যতোদ্দিষ্টং হি পিত্রর্থে চচার বিপুলং তপঃ।।
ততঃ কালেন মহতা তপসা ভাবিতঃ স বৈ।
বিধুয় মানুষো দোষান ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্দবান
প্রভুঃ।।
ততোহব্রবীৎ পিতা চৈনং পুত্রবানস্ম্যহং প্রভো
সৎপুত্রেণ ত্বয়া তাত কৃতার্থোহস্মি যশস্বিনা।।
যুক্তাত্মা হি ততঃ সোহথ প্রাপ্তবান ব্রহ্মণঃ
ক্ষয়ম।
ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্য কক্ষীবান সহস্যসসৃজৎ সুতান
কুষ্মাণ্ডা গৌতমাস্তে বৈ স্মৃতাঃ কক্ষীবতঃ সুতাঃ
ইত্যেষ দীর্ঘতমসো বলের্বৈরোচনস্য বৈ।
সমাগমঃ সমাখ্যাতঃ সন্তানং চোভয়োস্তয়োঃ।
বলিস্তানভিষিচ্যেহ পঞ্চ পুত্রানকল্মষান।।

হইবে। অনন্তর সুদেষ্ণা হইতে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গ জন্মগ্রহণ করিলেন। পরে ক্রমান্বয়ে বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামক পুত্রগণ উৎপন্ন হন। বলির ক্ষেত্রে এই পাঁচ জন বংশধর পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পুরাকালে দীর্ঘতমা বলিকে এই সকল পুত্র অর্পণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কোনও কারণে ব্রহ্মা ঋষি দীর্ঘতমার আত্মপুত্র উৎপাদনে বিঘ্ন বিধান করিয়াছিলেন; সেই জন্য ঐ মহাত্মার স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপত্তি হয় নাই। এই কারণেই তিনি মানুষ যোনিতে প্রজা উৎপাদন করেন। সুরভি প্রীত হইয়া দীর্ঘতমাকে বলিলেন,—যেহেতু গোধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া তুমি এই প্রকার করিলে, এই জন্য তোমায় আমি প্রীত হইয়া মোচন করিলাম। তুমি দেখ, এই কারণেই এখন আমি তোমার দীর্ঘ তমোভাব অপনয়ন করিতেছি। তোমার দেহে অন্য যে বার্হস্পত্য পাপ আছে, সেই পাপ এবং তোমার জরা-মরণ ভয়ও আমি আঘ্রাণ করিয়া অপনীত করিতেছি। এই বলিয়া সুরভি আঘ্রাণ করিবামাত্র ঋষি দেখিলেন—সহসা তাঁহার তমোরাশি বিনষ্ট হইল। তিনি আয়ুষ্মান, চক্ষুষ্মান ও যুবা পুরুষ হইয়া উঠিলেন। গো কর্ত্তৃক তাঁহার দীর্ঘতমঃ অপনীত হইল বলিয়া পরবর্ত্তী কালে তিনি গৌতম নামে পরিচিত হইলেন। অনন্তর কক্ষীবান্ পিতার সহিত গিরিব্রজে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি পিতার তুষ্টির জন্য যথাবিধি বিপুল তপস্যা আচরণ করিলেন। দীর্ঘকাল পরে কক্ষীবান তপঃসিদ্ধ হইয়া দোষ পরিহারপূর্ব্বক অনুজ সহ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর পিতা কহিলেন,—হে প্রভাবশালিন্! আমি অদ্য তোমার দ্বারা পুত্রবান হইলাম। হে তাত! তুমি যশস্বী, সৎপুত্র; তোমার জন্য আমি কৃতার্থ হইলাম। এই বলিয়া ঋষি দীর্ঘতমা যোগাবলম্বনে ব্রহ্মপদে বিলীন হইলেন। কক্ষীবান ব্রাহ্মণ হইয়া এক সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। ৮১—৯৬। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই কুষ্মাণ্ড গৌতম খ্যাতি লাভ করিলেন। এই আমি বিরোচননন্দন বলি ও দীর্ঘতমার সমাগম-সংবাদ এবং ঐ উভয়ের পুত্রলাভ-বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলাম। রাজা বলি তাঁহার সেই নিষ্পাপ পঞ্চ পুত্রকে

কৃতার্থঃ সোঽপি যোগাত্মা যোগমাশ্রিত্য চ প্রভুঃ।
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং কালাকাঙ্ক্ষী চরত্যুত।
তত্রাঙ্গস্য তু রাজর্ষে রাজাসীদ্দধিবাহনঃ।
সাপরাধসুদেষ্ণায়া অনপানোঽভবন্নৃপঃ।।
অনপানস্য পুত্রস্তু রাজা দিবিরথঃ স্মৃতঃ।
পুত্রো দিবিরথস্যাসীদ্বিদ্বান ধর্ম্মরথো নৃপঃ।
স বৈ ধর্ম্মরথঃ শ্রীমান যেন বিষ্ণুপদে গিরৌ।
সোমঃ শক্রেণ সহ বৈ যজ্ঞে পীতো মহাত্মনা।
সূনুর্ধর্ম্মরথস্যাপি রাজা চিত্ররথোঽভবৎ।
অথ চিত্ররথস্যাপি রাজা দশরথোঽভবৎ
লোমপাদ ইতি খ্যাতো যস্য শান্তা সুতাভবৎ
স তু দাশরথির্বীরশ্চতুরঙ্গো মহামনাঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গপ্রসাদেন জজ্ঞেঽথ কুলবর্দ্ধনঃ।।
চতুরঙ্গস্য পুত্রস্য পৃথুলাশ্ব ইতি শ্রুতঃ
পৃথুলাশ্বসুতশ্চাপি চম্পো নাম বভূব হ
চম্পস্য তু পুরী রম্যা রম্যা যা মালিনী ভবৎ
চম্পাবতী পুরী চম্পা চতুর্ব্বর্ণা চ বৈ বসৎ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি চম্পাবত্যাং পুরাবসৎ।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ সর্ব্বে যে ধর্ম্মনুষ্ঠিতে
সর্ব্বে ধর্ম্মো বৈ তপসা সর্ব্বে বিষ্ণুপরায়নাঃ।
পূর্ণভদ্রপ্রসাদেন হর্ষ্যঙ্গোঽস্য সুতোঽভবৎ।
জজ্ঞে বৈ ভণ্ডিকস্তস্য বারণং শক্রবারণম।
আনয়ামাস স মহীং মন্ত্রৈর্বাহনমুত্তমম।।
হর্য্যঙ্গস্য তু দায়াদো রাজা ভদ্ররথৎ কিল।
অথ ভদ্ররথস্যাসীদবৃহৎকর্ম্মা প্রজেশ্বরঃ।
বৃহদ্রথঃসুতস্তস্য তস্মাজ্জজ্ঞে বৃহন্মনাঃ।
বৃহন্মনাস্তু রাজেন্দ্রো জনয়ামাস বৈ সুতম।।
নাম্না জয়দ্রথং নাম তস্মাদদৃঢ়রথো নৃপঃ।
আসীদদৃঢ়রথস্যাপি বিশ্বজিজ্জনমেজয়ঃ।
দায়াদস্তস্য চাঙ্গেভ্যো যস্মাৎ কর্ণোঽভবন্নৃপঃ।
কর্ণস্য সূরসেনস্য দ্বিজস্তস্যাত্মজঃ স্মৃতঃ।

ঋষয় উচুঃ

সূতাত্মজঃ কথং কর্ণঃ কথং চাঙ্গস্য বংশজঃ।
এতদিচ্ছাম বৈ শ্রোতুমত্যর্থং কুশলো হ্যসি।

বিভিন্ন রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন এবং পরে যোগাবলম্বনে সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হইয়া কালপ্রতীক্ষায় তপস্যাচরণ করিতে লাগিলেন রাজর্ষি অঙ্গের পুত্র রাজা দধিবাহন; সুদেষ্ণার অপরাধে ইনি অপানবিহীন হইয়াছিলেন; তাই ইঁহার অপর নাম অনপান। অনপানের পুত্র দিবিরথ; তৎপুত্র রাজা ধর্ম্মরথ। সেই শ্রীমান্ ধর্ম্মরথ রাজা বিষ্ণুপদ পর্ব্বতে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, মহাত্মা ইন্দ্র সেই যজ্ঞে স্বয়ং সোম পান করেন। ধর্ম্মরথের পুত্রের নাম রাজা চিত্ররথ; তৎপুত্র দশরথ; ইনি লোমপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন। প্রথমে শান্তা নামে ইঁহার একমাত্র কন্যা সন্তান জন্মিয়াছিল। দশরথের পুত্র মহামনা চতুরঙ্গ; ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির প্রসাদে দশরথের এই কুলবর্দ্ধন পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাশ্ব; তৎপুত্র চম্প; চম্পের রম্য পুরীর নাম চম্পাবতী ও মালিনী। এই পুরী চতুর্ব্বর্ণশালিনী। রাজা চম্প এখানে ষষ্টি সহস্র বর্ষ বাস করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্ব কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ স্ব স্ব ধর্ম্মে অনুরক্ত ছিল। সকলেই তপস্যা ও ধর্ম্মাচরণ করিত। সকলেই বিষ্ণুপরায়ণ ছিল। পূর্ণভদ্রের প্রসাদে চম্পের হর্য্যঙ্গ নামে এক পুত্র হয়। বৈতণ্ডিক নামে ইঁহার এক হস্তী ছিল। ইনি মন্ত্রবলে ইন্দ্রের উত্তম বাহন ঐরাবতকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছিলেন। ৯৭–১০৯। হর্য্যঙ্গের পুত্র ভদ্ররথ; তৎপুত্র প্রজানাথ বৃহৎকর্ম্মা; তৎপুত্র বৃহদ্রথ; তৎপুত্র বৃহন্মনা; বৃহন্মনা জয়দ্রথ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। জয়দ্রথের দৃঢ়রথ নামে এক পুত্র হয়। দৃঢ়রথের পুত্র বিশ্ববিজয়ী জনমেজয়। ইঁহার অঙ্গ হইতে কর্ণ নামে এক পুত্র হয়। কর্ণ অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শূরসেন; তৎপুত্র দ্বিজ। ঋষিগণ কহিলেন–কর্ণ সূতপুত্র হইলেন কিরূপে? এবং কিরূপেই বা

সূত উবাচ।

বৃহদ্ভানোঃ সুতো জজ্ঞে নাম্না রাজা বৃহন্মনাঃ
তস্য পত্নীদ্বয়ং চাসীচ্চৈদ্যস্যেতে চ তে সুতে
যশোদেবী চ সত্যা চ তাভ্যাং বংশস্য ভিদ্যতে
জয়দ্রথস্ত রাজেন্দ্রো যশোদেব্যাং ব্যজা ত।।
ব্রহ্মক্ষত্রান্তরঃ সত্যবিজয়ো নাম বিশ্রুতঃ।
বজয়স্য ধৃতিঃ পুত্রস্তস্য পুত্রো ধৃতব্রতঃ।।
ধৃতব্রতস্য পুত্রস্য সত্যকর্ম্মা মহাযশাঃ।
সত্যকর্ম্মসুতশ্চাপি সূতস্ত্বধিরথস্ত বৈ।।
স কর্ণং পরিজগ্রাহ তেন কর্ণস্য সূতজঃ।
এবমঃ কথিতং সর্ব্বং কর্ণে যথৈ প্রচোদিতম।
এতেহঙ্গবংশজাঃ সর্ব্বে রাজানঃ কীর্ত্তিতা ময়া
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ পূরোস্ত শৃণুত প্রজাঃ।।

সূত উবাচ।

পুরোঃ পুত্রো মহাবাহু রাজাসীজ্জনমেজয়ঃ
অবিদ্ধস্তু সুতস্তস্য যঃ প্রাচীমজয়দ্দিশম।।
অবিদ্ধতঃ প্রবীরস্তু মনস্যুরভবৎ সুতঃ।
রাজাথো জয়দো নাম মনস্যোরভবৎ সুতঃ।।
দায়াদস্তস্য চাপ্যাসীদধুন্ধুর্নাম মহীপতিঃ।
ধুন্ধোর্বহুগবী পুত্রঃ সঞ্জাতিস্তস্য চাত্মজঃ।
সঞ্জাতেরথ রৌদ্রাশ্বস্তস্য পুত্রান্নিবোধত।
রৌদ্রাশ্বস্য ঘৃতাচ্যাং বৈ দশাপ্সরসি সুনবঃ।
রজেয়ুশ্চ কৃতেয়ুশ্চ কক্ষেয়ুঃ স্থণ্ডিলেয়ু চ।
ঘৃতেয়ুশ্চ জলেয়ুশ্চ স্থলেয়ুশ্চৈব সপ্তমঃ।।
ধর্ম্মেয়ুঃ সন্নতেয়ুশ্চ বনেয়ুর্দশমস্ত সঃ।
রুদ্রা শূদ্রা চ মদ্রা চ শুভা জামলজা শুভা।।
তলা খলা চ সপ্তৈতা যা চ গোপজলা স্মৃতা।
তথা তাম্ররসা চৈব রত্নকূটী চ তা দশ।
আত্রেয়ো বংশভস্তাসাং ভর্ত্তা নাম্না প্রভাকরঃ
অনাদৃষ্টস্য রাজর্ষী রিবেয়ুস্তস্য চাত্মজঃ।।
রিবেয়োর্জ্জ্বলনা নাম ভার্য্যাবৈ তক্ষকাত্মজা
যস্যাং দেব্যাং স রাজর্ষী রন্তিনারং ত্বজীজনৎ
রন্তিনারঃ সরস্বত্যাং পুত্রানজনয়চ্ছুভান।
ত্রসুং তথাপ্রতিরথং ধ্রুবং চৈবাতিধার্ম্মিকম।

তিনি অঙ্গবংশীয় রাজা হইয়াছিলেন? তুমি একান্ত বক্তৃকুশল; আমরা তোমার মুখে এই সকল বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। সূত কহিলেন—বৃহদ্ভানুর পুত্র রাজা বৃহন্মনা; তাঁহার দুই পত্নী—দুই জনই চৈদ্য নরপতির নন্দিনী। তাঁহাদের নাম—যশোদেবী ও সত্যা। এই দুই পত্নী হইতেই ঐ বংশ দুইভাগে বিভক্ত হয়। রাজেন্দ্র জয়দ্রথ যশোদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সত্যা হইতে বিখ্যাত ব্রহ্মক্ষত্র বিজয় উৎপন্ন হন। বিজয়ের পুত্র ধৃতি; তৎপুত্র ধৃতব্রত; তৎপুত্র মহাযশা সত্যকর্ম্মা; তৎপুত্র সূত অধিরথ; এই অধিরথ কর্ণকে পরিগ্রহ করেন; তাই কর্ণ সূতপুত্র বলিয়া বিখ্যাত হন। কর্ণসম্বন্ধে আপনাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় এই বর্ণন করিলাম। বলা বাহুল্য, অঙ্গবংশীয় রাজগণের সমুদায় বিবরণই আপনাদের নিকট কীর্ত্তিত হইল। এক্ষণে বিস্তর ও আনুপূর্ব্বীক্রমে পুরুর প্রজাবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। সূত কহিলেন,—পুরুর পুত্র মহাভুজ রাজা জনমেজয়; তৎপুত্র অবিদ্ধ; ইনি প্রাচী দিক্ জয় করিয়াছিলেন অবিদ্ধের পুত্র প্রবীর, তৎপুত্র মনুস্যু; তৎপুত্র রাজা জয়দ; তৎপুত্র মহীপতি ধুন্ধু; তৎপুত্র বহুগবী; তৎপুত্র সঞ্জাতি; তৎপুত্র রৌদ্রাশ্ব। এই রৌদ্রাশ্বের পুত্রগণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের নাম-রজেয়ু, কৃতিয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, ঘৃতেয়ু, জলেয়ু, স্থলেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সন্নতেয়ু ও বনেয়ু। এতদ্ভিন্ন রৌদ্রাশ্বের দশটী কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহাদের নাম—তলা, খলা, গোপজলা, রুদ্রা, শূদ্রা, মদ্রা, শুভা, জামলজা, তাম্রবর্ণা ও রত্নকূটী অত্রিবংশীয় প্রভাকর উঁহাদিগের পাণি গ্রহণ করেন। রাজর্ষি অনাদৃষ্টের পুত্রের নাম রিবেয়ু। রিবেয়ুর স্ত্রী তক্ষকনন্দিনী জ্বলনা। ইঁহার গর্ভে রাজর্ষি রিবেয়ু রন্তিনার নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। রন্তি সরস্বতীর গর্ভে ত্রসু, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব নামে তিনটী ধার্ম্মিক

গৌরী কন্যা চ বিখ্যাতা মান্ধাতুর্জননী শুভা।
ধুর্য্যোহপ্রতিরথস্যাপি কণ্ঠস্তস্যাভবৎ সুতঃ।।
মেধাতিথিঃ সুতস্তস্য যস্মাৎ কাণ্ঠায়না দ্বিজাঃ।
ইত্তিনান্ন্যমস্যাসীৎ কন্যা সাজনয়ৎ সুতান।।
এসোঃ সুদয়িতং পুত্রমিলিনং ব্রহ্মবাদিনম।
উপদানবী ততো লেভে চতুরস্ত্বিলিনাত্মজান।
সুষ্মন্তমথ দুষ্মন্তং প্রবীরমনঘং ততা
চক্রবর্ত্তী ততো জজ্ঞে দৌষ্মন্তির্নৃপত্তমঃ।।
শকুন্তলায়াং ভরতো যস্য নাম্না তু ভারতম।
দুষ্মন্তং প্রতি রাজানং বাগুবাচাশরীরিণী।।
মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ
ভর স্বপুত্রং দুষ্মন্ত সত্যমাহ শকুন্তলা।।
রেতোধাঃ পুত্রং নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ।

ত্বং চাস্য দাতা গর্ভস্য মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম
ভরতস্তিসৃষু স্ত্রীষু নব পুত্রানজীবনৎ।
নাভ্যনন্দচ্চ তান রাজা নানুরূপা মমেত্যুত ।
ততস্তা মাতরঃ ক্রুদ্ধাঃ পুত্রান্নিন্যুর্যমক্ষয়ম।
ততস্তস্য নরেন্দ্রস্য বিতথং পুত্রজন্ম তৎ.।
ততো মরুদ্ভিরানীয় পুত্রস্য স বৃহস্পতেঃ।
সংক্রামিতো ভরদ্বাজো মরুদ্ভিঃ ক্রতুভির্বিভুঃ।
তত্রৈবোদাহরন্তীদং ভরদ্বাজস্য ধীমতঃ।
জন্মসংক্রমণঞ্চৈব মরুদ্ভির্ভতায় বৈ।।
পত্ন্যামাসন্নগর্ভায়ামশিজঃ সংস্থিতঃ কিল।
ভ্রাতুর্ভার্য্যাং স দৃষ্টাথ বৃহস্পতিরুবাচ হ।
অলঙ্কৃত্য তনুং স্বাং তু মৈথুনং দেহি মে শুভে
এবমুক্তব্রবীদেনমন্তর্বত্নী হ্যহং বিভো।

পুত্র ও গৌরী নামে এক কন্যা উৎপাদন করেন। সুন্দরী গৌরী মান্ধাতার জননী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অপ্রতিরথের ধূর্য্য নামে এক পুত্র হয়। ধূর্য্যের পুত্র কণ্ঠ; তৎপুত্র মেধাতিথি; ইঁহার পুত্রগণ এই মেধাতিথি হইতেই কাণ্ঠায়ন দ্বিজ নামে খ্যাতি লাভ করেন। ইঁহার এক কন্যা ছিল। সেই কন্যার গর্ভেও কতিপয় পুত্র উৎপন্ন হয়। রন্তিনন্দন ত্রসুর প্রিয় পুত্র ইলিন। ইনি ব্রহ্মবাদী ছিলেন। ইলিন হইতে উপদানবী চারিটী পুত্র লাভ করেন; সেই পুত্রচতুষ্টয়ের নাম—সুষ্মন্ত, দুষ্মন্ত, প্রবীর ও অনঘ। দুষ্মন্ত হইতে শকুন্তলার গর্ভে ভরত জন্ম গ্রহণ করেন। এই দুষ্মন্ত নন্দন মহারাজ চক্রবর্ত্তী ছিলেন ইঁহারই নামানুসারে ভারতবর্ষ নাম প্রসিদ্ধ হয়। পুরাকালে রাজা দুষ্মন্তের প্রতি এইরূপ এক অশরীরিণী বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল যে, মাতা ভস্ত্রারূপিণী; পুত্র পিতারই আত্মা, কেননা, যে যাহা হইতে জন্ম গ্রহণ করে, সে তৎস্বরূপই হইয়া থাকে। অতএব হে দুষ্মন্ত! তুমি তোমার স্বীয় পুত্রকে পোষণ কর; শকুন্তলা সত্য কথাই কহিয়াছে। হে নরদেব! পিতা পুত্রকে যম ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। তুমিই এই গর্ভের ধাতা; অতএব পুত্রকে ও শকুন্তলাকে অবমাননা করিও না। ভরত তাঁহার তিন স্ত্রীর গর্ভে নয় পুত্র উৎপাদন করেন। কিন্তু সেই সকল পুত্র নিজের অনুরূপ হয় নাই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে অভিনন্দন করিলেন না। অনন্তর মাতৃগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের গর্ভোৎপন্ন সমস্ত পুত্রকেই যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে সেই নরেন্দ্র ভরতের পুত্রজন্ম বিফল হইয়া গেল। অতঃপর যজ্ঞের ফলে মরুদ্গণ বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজকে আনয়ন করিয়া ভরতের পুত্রত্বে সংক্রামিত করিলেন। ২২৯—২৩৯ ভরতের উদ্দেশে মরুদ্গণ কর্ত্তৃক ধীমান্ ভরদ্বাজের এইরূপ জন্মসংক্রমণ ব্যাপার উপলক্ষে এক পুরাবৃত্তান্ত উদাহৃত আছে যে, পূর্ব্বে অশিজ নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার পত্নীর আসন্ন গর্ভাবস্থায় তিনি পরলোক গমন করেন। অশিজপত্নী বৃহস্পতির ভ্রাতৃবধূ; বৃহস্পতি তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—হে শুভে! তুমি স্বীয় দেহ বিভূষিত করিয়া আমাকে মৈথুন দান কর বৃহস্পতির এই কথায় অশিজপত্নী উত্তর করিলেন — হে

গর্ভঃ পরিণতশ্চায়ং ব্রহ্ম ব্যাহরতে গিরা ।
অমোঘরেতাস্ত্বমপি ধর্ম্মশ্চৈব বিগর্হিতঃ।
এবমুক্তোঽব্রবীদেনাং স্ময়মানো বৃহস্পতিঃ।।
বিনয়ো নোপদেষ্টব্যস্ত্বয়া মম কথঞ্চন।
হর্ষমাণঃ প্রসহ্যৈনাং মৈথুনায়োপচক্রমে।।
ততো বৃহস্পতিং গর্ভো গর্ষমাণমুবাচ হ।
সন্নিবিষ্টো হ্যহং পূর্ব্বমিহ তাত বৃহস্পতে।।
অমোঘরেতাশ্চ ভবান্নবকাশোঽস্তি চ দ্বয়োঃ
এবমুক্তঃ স গর্ভেণ কুপিতঃ প্রত্যুবাচ হ।।
যস্মাত্ত্বমীদৃশে কালে সর্ব্বভূতেপ্সিতে সতি।
প্রতিষেধসি তত্তস্মাত্তমো দীর্ঘং প্রবেক্ষ্যসি।।
পাদাভ্যাং তেন তচ্ছন্নং মাতুর্দ্বারং বৃহস্পতেঃ
ততস্তত্তু তয়োর্মধ্যেঽনিবার্য্যাঃ শিশুকোঽভবৎ
সদ্যোজাতং কুমারং তং দৃষ্ট্বাথ মমতাব্রবীৎ
গামিষ্যামি গৃহং স্বং বৈ ভর দ্বাজং বৃহস্পতে।।
এবমুক্ত্বা গতায়াং স পুত্রং ত্যজতি তৎক্ষণাৎ
ভরস্ব বাজমিত্যুক্তো ভরদ্বাজস্ততোঽভবৎ।
মাতাপিতৃভ্যাং সন্ত্যক্তং দৃষ্ট্বাথ মরুতঃ শিশুম
গৃহীত্বৈনং ভরদ্বাজং জগ্মুনেত কৃপয়া ততঃ।।
তস্মিন কালে তু ভরতো মরুদ্ভিঃ ক্রতুভিঃ ক্রমাৎ।
কাম্যনৈমিত্তিকৈর্যজ্ঞৈর্যজতে পুত্রলিপ্সয়া।।
যদা সা যজমানে বৈ পুত্রান্নাসাদয়ৎ প্রভুঃ।
যজ্ঞং ততো মরুৎসোমং পুত্রার্থে পুনরাহরৎ।
তেন তে মরুতস্তস্য মরুৎসোমেন তোষিতাঃ
ভরদ্বাজং ততঃ পুত্রং বৃহস্পত্যং মনীষিণম।।
ভরতস্তু ভরদ্বাজং পুত্রং প্রাপ্য তদাব্রবীৎ।
প্রজায়াংসংহৃতায়াংবৈ কৃতার্থোঽহং ত্বয়া বিভো
পূর্ব্বন্তু বিতথং তস্য কৃতং বৈ পুত্রজন্ম হি।

বিভো! আমি অন্তর্ব্বত্নী আছি। আমার গর্ভ পূর্ণ হইয়াছে। ইহা এক্ষণে বেদবাক্য উচ্চারণ করিতেছে। তুমি অমোঘরেতাঃ-বিশেষতঃ এইরূপ ধর্ম্মও অতি গর্হিত। সুতরাং আমি তোমার প্রস্তাবে অসম্মত অশিজপত্নী এই কথা কহিলে, বৃহস্পতি হাসিয়া উত্তর করিলেন-তুমি আমার কোনরূপ বিনয় শিক্ষা দিও না; এই বলিয়া হর্ষভরে সহসা তাহাকে মৈথুন করিতে উপক্রম করিলেন। অনন্তর গর্ভস্থ বালক তখন প্রহৃষ্ট বৃহস্পতিকে বলিলেন, -হে তাত বৃহস্পতে! আমি পূর্ব্বে আসিয়া এখানে উপবিষ্ট হইয়াছি আপনি অমোঘরেতাঃ-আপনার রেতঃপাত ব্যর্থ হইবে না; অথচ এখানে দুইজন থাকিবার স্থান নাই। গর্ভ এই কথা কহিলে বৃহস্পতি কুপিত হইয়া কহিলেন-যেহেতু তুমি এই প্রকার সর্ব্বভূতের সুখকর কালে আমায় নিষেধ করিলে; এই অপরাধে তুমি দীর্ঘ তমোমধ্যে প্রবেশ করিবে। যাহা হউক, গর্ভস্থ বালক পদ দ্বারা মাতার যোনিদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিল, কাজেই বৃহস্পতির বীর্য্য প্রবিষ্ট হইতে হইতেই তখন এক শিশু ভূমিষ্ঠ হইল। সদ্যোজাত কুমারকে দেখিয়া অশিজপত্নী মমতা কহিলেন-হে বৃহস্পতে! আমি গৃহে যাই; তুমি এই দ্বাজ অর্থাৎ জারজ শিশুকে ভরণ কর। মমতা এই বলিয়া পুত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। 'ভরদ্বাজম' এই কথা বলায় তৎকালে সেই পুত্রের নাম হইল ভরদ্বাজ মরুদ্‌গণ দেখিলেন,-মাতা-পিতা শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া গেল তদ্দর্শনে তাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। রাজা ভরত এই সময় পুত্রকামনায় কাম্য এবং নৈমিত্তিক ভেদে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। তিনি বহু যজ্ঞ করিয়াও যখন পুত্র লাভ করিতে পারিলেন না, তখন পুনরায় মরুৎসোম যজ্ঞের আহরণ করিলেন এই মরুৎসোম যজ্ঞে মরুদ্গণ তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইলেন এবং বার্হস্পত্য মনীষী ভরদ্বাজকে লইয়া গিয়া ভরতের পুত্ররূপে উপকল্পিত করিলেন। ১৪০-১৫৪। ভরত ভরদ্বাজকে পুত্র রূপে প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন,-হে বিভুগণ!

ততঃ স বিতথো নাম ভরদ্বাজস্তথাভবৎ।।
তস্মাদ্দিব্যো ভরদ্বাজো ব্রাহ্মণ্যাৎ ক্ষত্রিয়োঽভবৎ
দ্বিমুষ্যায়ণনাম্না স স্মৃতো দ্বিপিতসদ্য বৈ।।
ততোহথ বিতথে জাতে ভরতঃ স দিবং যযৌ
বিতথস্য তু দায়াদো ভুবমন্যুর্বভূব হ।।
মহাভূতোপমাশ্চাসংশ্চত্বারো ভুবমন্যুজাঃ
বৃহৎক্ষত্রো মহাবীর্য্যো নরো গর্গশ্চ বীর্য্যবান
নরস্য সাঙ্কৃতিঃ পুত্রস্তস্য পুত্রৌ মহৌজসৌ।
গুরুবীর্য্যস্ত্রিদেবশ্চ সাকৃত্যাববরৌ স্মৃতৌ।।
দায়াদাশ্চাপি গার্গ্যস্য শিনিবদ্ধাবভূব হ।
স্মৃতাস্তিরেতে ক্ষত্রো গার্গ্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ।
মহাবীর্য্যসুতশ্চাপি ভীমস্তস্মাদুভক্ষয়ঃ।
তস্য ভার্য্যা বিশালা তু সুষুবে বৈ সুতত্রয়ম
ত্রয্যারুণিং পুষ্করিণং তৃতীয়ং সুষুবে কপিম।
কপেঃ ক্ষত্রবরা হ্যেতে ততঃ প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ।
গার্গ্যাঃ সাঙ্কৃতয়ো বীর্য্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ।
সংশ্রিতাঙ্গিরসং পক্ষং বৃহৎক্ষত্রস্য বক্ষ্যতি।
বৃহৎক্ষত্রস্য দায়াদঃ সুহোত্রো নাম ধার্ম্মিকঃ।
সুহোত্রস্যাপি দায়াদো হস্তী নাম বভূব হ।
তেনেদং নির্ম্মিতং পূর্ব্বং নাম্নাবৈ হস্তিনাপুরম
হস্তিনশ্চাপি দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
অজমীঢ়ো দ্বিজামীঢ়ঃ পুরুমীঢ়স্তথৈব চ।।
অজমীঢ়স্য পত্ন্যস্ত শুভাঃ কুরুকুলোদ্বহাঃ
নীলিনী কেশিনী চৈব ধুমিনী চ বরাঙ্গনা।।
অজমীঢ়স্য পুত্রাস্য তাসু জাতাঃ কুলোদ্বহাঃ।
তপসোহন্তে সুমহতো রাজ্ঞো বৃদ্ধস্য ধার্ম্মিকাঃ
ভরদ্বাজ প্রসাদেন শৃণুধ্বং তস্য বিস্তরম।
অজমীঢ়স্য কেশিন্যা কণ্ঠ সমভাবৎ কিল।।
মেধাতিথিঃ সুতস্তস্য তস্মাৎ কণ্ঠায়না দ্বিজাঃ।

আমার প্রজ্ঞা নষ্ট হইয়াছিল; আমি এ সময় এই পুত্রলাভে কৃতার্থ হইলাম। ভরতের পুত্রোৎপত্তি প্রথমে বিতথ হইয়াছিল, এই জন্য ঐ আনীত পুত্র ভরদ্বাজ বিতথ নামেই অভিহিত হইলেন। এইরূপে সেই ভরদ্বাজ দিব্য ব্রাহ্মণ হইয়াও ব্রাহ্মণ্য হইতে ক্ষত্রিয়ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি দ্বিমুষ্যায়ণ ও দ্বিপিতৃক নামে পরিচিত। পুত্র বিতথ জন্মিবার পর ভরত স্বর্গে গমন করিলেন কালক্রমে বিতথেরও ভুমন্যু নামে এক পুত্র হইল। ভুমন্যুর চারিজন মহাপ্রাণ পুত্র উৎপন্ন হয় ঐ পুত্রচতুষ্টয়ের নাম বৃহৎক্ষত্র, মহাবীর্য্য, নর ও গার্গ; তন্মধ্যে নরের পুত্র সাঙ্কৃতি। সাঙ্কৃতির দুই পুত্র; গুরুবীর্য্য ও ত্রিদেব। গার্গের পুত্রগণ গার্গ্য নামে পরিচিত। ইঁহারা ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি বলিয়া অভিহিত। মহাবীর্য্যের পুত্রের নাম ভীম; তৎপুত্র উপক্ষয়। এই উপক্ষয়ের ভার্য্যার নাম বিশাখা। বিশাখা তিন পুত্র প্রসব করেন সেই পুত্রত্রয়ের নাম-ত্রয্যারুণি, পুষ্করী ও কপি। কপি হইতে কতিপয় ক্ষত্রিয়প্রবর পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্রগণ সকলেই মহর্ষি হইয়াছিলেন। গার্গ, সাঙ্কৃতি ও মহাবীর্য্য, ইঁহাদের সন্তানগণ সকলেই ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি। ইঁহারা অঙ্গিরার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এক্ষণে বৃহৎক্ষত্রের বংশ বর্ণন করিতেছি। বৃহৎক্ষত্রের পুত্র ধার্ম্মিক সুহোত্র। তৎপুত্র হস্তী। এই হস্তীই হস্তিনাপুরীর নির্ম্মাতা। হস্তীর পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র উৎপন্ন হয় তাহাদের নাম– অজমীঢ়, দ্বিজামীঢ় ও পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের তিনটী কুরুকুলবর্দ্ধিনী সুন্দরী পত্নী ছিল। তাহাদের নাম–নলিনী, কেশিনী, ও ধুমনী। ১৫৫-১৬৭। এই সকল পত্নীর গর্ভে অজমীঢ়ের কতিপয় কুরুকুলধুরন্ধর পুত্র উৎপন্ন হয়। বৃদ্ধ রাজার বিপুল তপস্যার ফলেই ভরদ্বাজের প্রসাদে এই সকল পুত্র জন্মিয়াছিল. তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ শ্রবণ করুন। কেশিনীর গর্ভে অজমীঢ়ের কণ্ঠ নামে এক পুত্র হয়। কণ্ঠের পুত্র মেধাতিথি; এই মেধাতিথি হইতেই কাণ্ঠায়ন দ্বিজগণের

অজমীঢ়স্য ধুমিন্যাং জজ্ঞে বৃহদ্বসুর্নৃপঃ।।
বৃহদ্বসোর্বৃহদ্বিষ্ণুঃ পুত্রস্তস্য মহাবলঃ।
বৃহৎকর্ম্মা সুতস্তস্য পুত্রস্তস্য বৃহদ্রথঃ।।
বিশজিত্তনয়স্তস্য সেনজিত্তস্য চাত্মজঃ
অথ সেনজিতঃ পুত্রাশ্চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ।।
রুচিরাশ্বশ্চ কাব্যশ্চ রামো দৃঢ়ধনুস্তথা।
বৎসশ্চাবর্ত্তকো রাজা যস্য তে পরিবৎসরাঃ।।
রুচিরাশ্বস্য দায়াদঃ পৃথুষেণো মহাযশাঃ।
পৃথুষেণস্য পারস্য পারান্নীপোহথ জজ্ঞিবান।।
যস্য চৈকশতং চাসীৎ পুত্রাণামিতি নঃ শ্রুতম।
নীপা ইতি সমাখ্যাতা রাজানঃ সর্ব্ব এব তে।।
তেভ্যাং বংশকরঃ শ্রীমান রাজাসীৎ কীর্ত্তিবর্দ্ধন
কাম্পিল্যে সময়ো নাম স চেষ্টসমরোহভবৎ।।
সমরস্য পরঃ পারঃ সত্বদশ্ব ইতি ত্রয়ঃ।
পুত্রাঃ সর্ব্বগুণোপেতাঃ পারপুত্রো বৃষুর্ব্বভৌ।
বৃষোদ্য সুকৃতির্নাম সুকৃতেনেহ কর্ম্মণা।

জজ্ঞে সর্ব্বগুণোপেতো বিভ্রাজস্তস্য চাত্মজঃ।
বিভ্রাজস্য তু দায়াদস্ত্বণুহো নাম পার্থিবঃ।
বভূব শুকজামাতা ঋচীর্ভর্ত্তা মহাযশাঃ।।
অণুহস্য তু দায়াদো ব্রহ্মদত্তো মহাতপাঃ।।
যোগসূনুঃ সুতস্তস্য বিষকুসেনোহভবন্নৃপঃ।
বিভ্রাজপুত্রা রাজানঃ সুকৃতেনেহ কর্ম্মণা।
বিষকুসেনস্য পুত্রস্য উদকুসেনো বভুব হ।।
ভল্লাটস্তস্য দায়াদো রাজাসীজ্জনমেজয়ঃ।
ভল্লাটস্য তু দায়াদো রাজাসীজ্জনমেজয়ঃ
উগ্রায়ুধেন তস্যার্থে সর্ব্বে নীপাঃ প্রণাশিতাঃ।

ঋষয় উচুঃ।

উগ্রায়ুধঃ কস্য কস্মিন বংশে চ কীর্ত্ত্যতে
কিমর্থঞ্চৈব নীপাস্তে তেন সর্ব্বে প্রণাশিতাঃ।

সূত উবাচ।

দ্বিমীঢ়স্য তু দায়াদো বিদ্বাঞ্জজ্ঞে যবীনরঃ।
ধৃতিমাংস্তস্য পুত্রস্তু তস্য সত্যধৃতিঃ সুতঃ।।

প্রসিদ্ধি। অজমীঢ়ের ধুমিনীগর্ভে বৃহদ্বসু নামে এক পুত্র হইয়াছিল। বৃহদ্বসুর পুত্র মহাবল বৃহদ্বিষ্ণু, তৎপুত্র বৃহৎকর্ম্মা; তৎপুত্র বৃহদ্রথ; তৎপুত্র বিশ্বজিৎ তৎপুত্র সেনজিৎ। সেনজিতের লোকবিখ্যাত চারিপুত্র; তাহাদের নাম–রুচিরাশ্ব, কাব্য, রাম ও দৃঢ়ধনু বৎস। কনিষ্ঠ বৎস আবর্ত্তক নামে রাজা হইয়াছিলেন। এই বৎসের নামানুসারেই পরিবৎসর গণনা হয়। রুচিরাশ্বের পুত্র মহাযশা পৃথুসেন; তৎপুত্র পার; তৎপুত্র নীপ। আমরা শুনিয়াছি, এই নীপ রাজার এক শত পুত্র হইয়াছিল। ঐ পুত্রগণ সকলেই নীপ নামে বিখ্যাত রাজা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজন মাত্র বংশধর কীর্ত্তিবর্দ্ধন শ্রীমান্ রাজা ছিলেন। কাম্পিল্যে ইনি রাজত্ব করিতেন। ইহার নাম ছিল সমর। সমর সত্যসত্যই সমরপ্রিয় ছিলেন। সমরের তিন পুত্র–পর, পার, ও সত্বদশ্ব এই পুত্রগণ সকলেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। ইহাদের মধ্যে পারের এক পুত্র হয়; তাহার নাম বৃষু বৃষুর পুত্র সুকৃতী; ইনি সর্ব্বদা সুকৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ছিলেন। ইঁহার এক সর্ব্বগুণযুত পুত্র হয়, উহার নাম বিভ্রাজ। বিভ্রাজের পুত্র মহাযশা রাজা অণুহ। অনুহ ঋচীর ভর্ত্তা ও শুকের জামাতা ছিলেন। ইঁহার পুত্র মহাতপা ব্রহ্মদত্ত; তৎপুত্র যোগসূনু; তৎপুত্র রাজা বিশ্বকসেন্। বিভ্রাজবংশীয়গণ সুকৃত কর্ম্মের ফলে সকলেই রাজা হইয়াছিলেন। বিশ্বক্সেনের পুত্র রাজা উদক্সেন; তৎপুত্র ভল্লাট। ইঁহারই হস্তে তাৎকালিক রাজা নিহত হইয়াছিলেন। ভল্লাটের পুত্র জনমেজয়, ইনি রাজা হইয়াছিলেন। এই জনমেজয়ের নিমিত্ত উগ্রসেন সমস্ত নীপদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ১৬৮–১৮২ ঋষিগণ কহিলেন,–উগ্রায়ুধ কাহার পুত্র? কোন বংশে জন্মিয়াছিলেন? কি নিমিত্ত তিনি সমগ্র নীপবংশের ধ্বংসসাধন করেন? সূত কহিলেন, –দ্বিমীঢ়ের যবীনর নামে এক বিদ্বান্ পুত্র হয়। এই যবীনরের পুত্রের নাম ধৃতিমান;

অথ সত্যধৃতেঃ পুত্রো দৃঢ়নেমিঃ প্রতাপবান।
দৃঢ়নেমিসুতশ্চাপি সুবর্ম্মা নাম পার্থিবঃ।।
আসীৎ সুবর্ম্মণঃ পুত্রঃ সার্ব্বভৌমঃ প্রতাপবান
সার্ব্বভৌম ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যামেকরাড়ুবভৌ
তস্যান্বয়ে চ মহতি মহৎপৌরবনন্দনঃ।
মহৎপৌরবপুত্রস্তু রাজা রুক্মরথঃ স্মৃতঃ।।
অথ রুক্মরথস্যাপি সুপার্শ্বো নাম পৃর্থিবঃ।
সুপার্শ্বতনয়শ্চাপি সুমতির্নাম ধার্ম্মিকঃ।।
সুমতেরপি ধর্ম্মাত্মা রাজা সন্নতিমান প্রভুঃ।
তস্যাসীৎ সনতির্নাম কৃতস্তস্য সুতোহভবৎ।।
শিষ্যো হিরণ্যনাভস্য কৌথুমস্য মহাত্মনঃ।
চতুর্ব্বিংশতিধা তেন প্রোক্তাস্তাঃ সামসংহিতাঃ
স্মৃতাস্তে প্রাচ্যসামনঃ কার্ত্তা সাম্নাং তু সামগা
কার্ত্তিরুগ্রায়ুধঃ সোহথ বীরঃ পৌরবনন্দনঃ।।
বভুব যেন বিক্রম্য পৃষতস্য পিতামহঃ।
নীলো নাম মহাবাহুঃ পঞ্চালকাধিপতির্হতব।।১৯২

উগ্রায়ুধস্য দায়াদঃ ক্ষেমো নাম মহাযশাঃ।
ক্ষেমাৎ সুবীরঃ সঞ্জজ্ঞে সুবীরস্য নৃপঞ্জয়ঃ
নৃপঞ্জয়াদ্বীররথ ইত্যেতে পৌরবাঃ স্মৃতাঃ।
অজমীঢ়স্য নীলিন্যাং নীলঃ সমভবন্নৃপঃ।
নীলস্য তপসোগ্রেণ সুশান্তিরভ্যজায়ত ।
পুরুজানুঃ সুশান্তেস্ত রিক্ষস্য পুরুজানুজঃ।
ততস্য রিক্ষদায়াদা ভেদাশ্চ তনয়াস্ত্রিমে।।
মুদ্গলঃ সৃঞ্জয়শ্চৈব রাজা বৃহদিষুস্তথা।
যবীয়াংশ্চাপি বিক্রান্তঃ কাম্পিল্যশ্চৈব পঞ্চমঃ.
পঞ্চানাং রক্ষণার্থায় পিতৈতানভ্যভাসত।
পঞ্চানাং বিদ্ধি পঞ্চৈতান স্ফীতা জনপদা যুতাঃ
অলং সংরক্ষণে তেষাং পাঞ্চালা ইতে বিশ্রুতাঃ
মুদ্গলস্যাপি মৌদগল্যাঃ ক্ষত্রোপেতদ্বিজাতয়
এততেহঙ্গিরসঃ পক্ষে সংশ্রিতাঃ কণ্ঠমুদগলাঃ
মুদগলস্য সুতো জ্যেষ্ঠো ব্রহ্মিষ্ঠঃ সুমহাযশাঃ

তৎপুত্র সত্যধৃতি; তৎপুত্র প্রতাপবান্ দৃঢ়নেমি; তৎপুত্র রাজা সুবর্ম্মা সুবর্ম্মার এক প্রতাপবান্ পুত্র হইয়াছিল, তাহার নাম সার্ব্বভৌম। ইনি সার্ব্বভৌম নামে প্রখ্যাত হইয়া পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা হইয়াছিলেন। ইঁহার মহাবংশে মহৎপৌর নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই মহৎপৌরের পুত্রের নাম রাজা রুক্মরথ। রুক্মরথের পুত্র রাজা সুপার্শ্ব; সুপার্শ্বের পুত্র ধার্ম্মিক সুমতি; তৎপুত্র ধর্ম্মাত্মা রাজা সন্নতিমান্; তৎপুত্র সনতি। এই সনতির পুত্র কৃত ইনি কৌথুমশাখী মহাত্মা হিরণ্যনাভের শিষ্য ছিলেন। ইনিই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার সামসংহিতার বক্তা। তৎপ্রবর্ত্তিত সংহিতাগুলি প্রাচ্য নামে অভিহিত। ইনি সামসংহিতার প্রণেতা; তাই ইঁহার বংশীয়েরা সামগায়ী। এই কৃতীর উগ্রায়ুধ নামে এক পৌরববংশবর্দ্ধন বীর পুত্র জন্মিয়াছিল এই উগ্রায়ুধই বিক্রম প্রকাশ করিয়া পৃষতের পিতামহ পঞ্চালাধিপতি মহাবাহু নীল রাজাকে নিহত করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম মহাযশা ক্ষেম; তৎপুত্র সুবীর; তৎপুত্র নৃপঞ্জয়; তৎপুত্র বীররথ। ইহাঁরা সকলেই পুরুবংশজাত। নলিনীর গর্ভে অজমীঢ়ের নীল নামে এক পুত্র হয়। তীব্র তপস্যার ফলে ঐ নীল হইতে এক পুত্র জন্মে। এই পুত্রের নাম সুশান্তি। সুশান্তির পুত্র পুরুজানু; তৎপুত্র রিক্ষ; রিক্ষ হইতে পাঁচটী বিভিন্ন পুত্র উৎপন্ন হয়। উহাদের নাম—মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীয়ান, এবং কাম্পিল্য ১৮৩–১৯৬। এই পঞ্চপুত্রই সুবিখ্যাত, সুবিক্রান্ত, পঞ্চ রাজা ছিলেন ইঁহাদের জন্মের পর পিতা রিক্ষ ইঁহাদিগকে ভরণপোষণ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন,—জানিবে—অত্যন্ত সুসমৃদ্ধ পাঁচটী জনপদেরই তোমরা অধিপতি হইলে। এই পঞ্চ জনপদই তাঁহাদের রক্ষণ-পোষণে পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল; তাই পরবর্ত্তী কালে ঐ সকল জনপদ পঞ্চাল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মুদ্গলের বংশধরেরা মৌদগল্য নামে পরিচিত। ইঁহারা ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি। উঁহারা কণ্ঠমৌদ্গল নামে অভিহিত হইয়া সতত অঙ্গিরার পক্ষেই অবস্থিত। মুদ্গলের জ্যেষ্ঠ

ইন্দ্রসেনা যতো গর্ভং বধ্র্যশ্বং প্রত্যপদ্যত।
বধ্র্যশ্বান্মিথুনং জজ্ঞে মেনকা ইতি নঃ শ্রুতিঃ।।
দিবোদাসশ্চ রাজর্ষিরহল্যা চ যশস্বিনী।
শারদ্বতস্য দায়াদমহল্যা সমসূয়ত।।
শতানন্দমৃষিশ্রেষ্ঠং তস্যাপি সুমহাযশাঃ।
পুত্রঃ সত্যধৃতির্নাম ধনুর্বেদস্য পারগঃ।।
অথ সত্যধৃতেঃ শুক্রং দৃষ্ট্বাপ্সরসমগ্রতঃ
প্রচস্কন্দ শরস্তম্বে মিথুনং সমপদ্যত।।
কৃপয়া তচ্চ জগ্রাহ শন্তনুর্মৃগয়াং গতঃ।
কৃপঃ স্মৃতঃ স বৈ কন্যা গৌতমী চ কৃপী তথা
এতে শারদ্বতাঃ প্রোক্তা ঋতথ্যা গৌতমাশ্বয়াঃ
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দিবোদাসস্য সন্ততিম।।
দিবোদাসস্য দায়াদো ব্রহ্মিষ্ঠো মিত্রয়ুর্নৃপঃ।
মৈত্রেয়স্য ততো জজ্ঞে স্মৃতা এতেঽপি সংশ্রিতাঃ
এতহিপি সঙশ্রিতাঃ পক্ষং ক্ষত্রোপেতাস্য
ভার্গবাঃ।
রাজাপি চ্যবনো বিদ্বাংস্তস্তোঽপ্রতিরথোঽভবৎ
অথ বৈ চ্যবনাজ্জীমান সুদাসঃ সমপদ্যত।
সৌদাসঃ সহদেবশ্চ সোমকস্তস্য চাত্মজঃ।।
অজমীঢ়ং পুনর্জাতঃ ক্ষীণে বংশে স সোমকঃ
সোমকস্য সুতো জন্তুর্হতে তস্মিন শতং বিবো
পুত্রাণামজমীঢ়স্য সোমকত্বে মহাত্মনঃ।
তেষাং যবীয়ান পৃষতো দ্রুপদস্য পিতাভবৎ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সুতস্তস্য ধৃষ্টকেতুশ্চ তৎসুতং।
মহিষী হ্যজমীঢ়স্য ধুমিনী পুত্রগর্দ্ধিনী।।
পুনর্ভবে তপস্তেপে শতং বর্ষাণি দুশ্চরম।
হুত্বাগ্নীনিদ্রা হ্যভবৎ পবিত্রমিতভোজনা।
অহোরাত্রং কুশেষেব সুষাপ সুমহাব্রতা
তস্যাং বৈ ধুম্রবর্ণয়ামজমীঢ়শ্চ বীর্য্যবান।২১৩

পুত্র-সুমহাযশা ব্রহ্মিষ্ঠ। রাজ্ঞী ইন্দ্রসেনা ইঁহা হইতে এক পুত্র প্রসব করেন। উঁহার নাম বধ্র্যশ্ব। আমরা শুনিয়াছি, ঐ বধ্র্যশ্ব হইতে মেনকার গর্ভে এক মিথুন উৎপন্ন হয়। ঐ মিথুনের একজন - রাজর্ষি দিবোদাস এবং অপর - যশস্বিনী অহল্যা। শারদ্বৎ হইতে অহল্যার গর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্র ঋষিশ্রেষ্ঠ শতানন্দ। ইঁহার পুত্র মহাযশা সত্যধৃতি ধনুর্বেদের পারদর্শী ছিলেন। একদা সম্মুখে এক অপ্সরা দর্শনে সত্যধৃতির রেতঃস্খলিত হইয়া শরস্তম্বে পতিত হয়। ঐ পতিত রেতঃ হইতে একটী মিথুন জন্মগ্রহণ করে। ঘটনা ক্রমে রাজা শন্তনু মৃগয়ায় গিয়াছিলেন; তিনি কৃপাপূর্ব্বক ঐ সদ্যোজাত মিথুনকে গ্রহণ করেন। সেই হইতে উঁহার একের নাম কৃপ; অপর কন্যা কৃপী। এই কৃপীর নামান্তর গৌতমী। এই আমি শারদ্বতের বংশবিস্তার বলিলাম; এই বংশীয়গণ গৌতমগোত্রীয়; ইঁহারা ঋতথ্য নামে পরিচিত। অতঃপর দিবোদাসের সন্ততি বিস্তার বলিতেছি। দিবোদাসের পুত্র রাজা মিত্রয়ু। ইনি ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম মৈত্রেয়। এই দিবোদাসবংশীয়গণ ক্ষত্রোপেত ও ভার্গবের পক্ষাশ্রয়ী বলিয়া ভার্গব। চ্যবন নামে এই বংশে এক বিদ্বান্ রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র অপ্রতিরথ। ঐ চ্যবনের আরও এক পুত্র উৎপন্ন হয়; তাহার নাম সুদাস। সুদাসের পুত্র সহদেব; তৎপুত্র সোমক। বংশক্ষয়ের উপক্রমে রাজা অজমীঢ়ই পুনরায় সোমক হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। সোমকের পুত্র জন্তু। জন্তু মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সোমকরূপী মহাত্মা অজমীঢ়ের একশত পুত্র উৎপন্ন হয়। উঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পৃষত। ইনি দ্রুপদের পিতা। ১৯৭–২১০। দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন; তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু। অজমীঢ়ের মহিষী ধুমিনী শতবর্ষ যাবৎ দুশ্চর তপস্যা করেন। ইনি তপশ্চরণ কালে অগ্নিতে আহুতি দিতেন, অনিদ্রায় রাত্রি কাটাইতেন, পবিত্রভাবে থাকিতেন, মিতভোজনে জীবন ধারন করিতেন এবং অহোরাত্র কুশাস্তরণে শয়ন করিতেন। এই ভাবে তাঁহার মহাব্রত আচরিত হইয়াছিল। ব্রতাচরণের

ঋক্ষং সা জনয়ামাস ধূম্রবর্ণং পিতামহম্।
ঋক্ষাৎ সংবরণো জজ্ঞে কুরুঃ সংবরণাদভূৎ।।
যঃ প্রয়াগং পদাক্রম্য কুরুক্ষেত্রং চকার হ।
কৃষ্টেনং সুমহাতেজা বর্ষাণি সুবহূন্যথ।।
কৃষ্যমাণে তদা শক্রস্তত্রাস্য বরদো বভৌ।
পুণ্যঞ্চ রমণীয়ঞ্চ পুণ্যকৃদ্ভির্নিষেবিতম্।
তস্যান্বয়জাঃ খ্যাতাঃ কুরবো নৃপসত্তমাঃ।
কুরোস্য দয়িতাঃ পুত্রাঃ সুধন্বা জহ্নুরেব চ।।
পরিক্ষিতো মহারাজঃ পুত্রকশ্চারিমর্দনঃ।
সুধন্বনস্য দায়াদঃ পুত্রাঃ সনবা জহ্নুরেব চ।।
পরিক্ষেতো মহারাজঃ পুত্রকশ্চারিমর্দনঃ।
চ্যবনস্য কৃতঃ পুত্র ইষ্টা যজ্ঞৈর্মহাতপাঃ।।
বিশ্রুতং জনয়ামাস পুত্রমিন্দ্রসখং নৃপঃ।
বিদ্যোপরিচরং বীরং বসুং নামান্তরিক্ষগম্।।
বিদ্যোপরিচরাজ্জজ্ঞে গিরিকা সপ্ত সূনবঃ।
মহারথো মগধরাড়্বিশ্রুতে যো বৃহদ্রথঃ।
প্রত্যগ্রহঃ কুশশ্চৈব যথাহুর্মণিবাহনম্
মাথৈল্যশ্চ ললিথশ্চ মৎস্যকালশ্চ সপ্তমঃ।।
বৃহদ্রথস্য দায়াদঃ কুশাগ্রো নাম বিশ্রুতঃ।
কুশাগ্রস্যাত্মজশ্চৈব ঋষভো নাম বীর্য্যবান।।
ঋষভাস্যাপিদায়াদঃ পুষ্পবান্নাম ধার্ম্মিকঃ
বিক্রান্তস্তস্য দায়াদো রাজা সত্যহিতঃ স্মৃতঃ।।
তস্য পুত্রঃ সুধন্বা চ তস্মাদুর্জ্জঃ প্রতাপবান।
উর্জ্জস্য নভস্য পুত্রস্তস্মাজ্জজ্ঞে স বীর্য্যবান।।
শকলে দ্বে স বৈ জাতো জরয়া স্কতস্য সঃ।
সর্ব্বক্ষত্রস্য জেতাসৌ জরাসন্ধো মহাবলঃ।
জরাসন্ধস্য পুত্রস্য সহদেবঃ প্রতাপবান।।
সহদেবাত্মজঃ শ্রীমান সোমাধিঃ সুমহাতপাঃ
শ্রুতশ্রবাস্য সোমাধের্মাগধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।
সূত উবাচ।
পরিক্ষিতস্য দায়াদো বভূব জনমেজয়ঃ।

কঠোরতায় তিনি ধূম্রবর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন। ঐ অবস্থায় বীর্য্যবান অজমীঢ় তাঁহার গর্ভে রিক্ষ নামে এক ধূম্রবর্ণ পুত্র উৎপাদন করেন। রিক্ষ হইতে সম্বরণের জন্ম হয়। সম্বরণ হইতে কুরু জন্মগ্রহণ করেন। এই কুরু পদব্রজে প্রয়াগ হইয়া পরে কুরুক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক উহাকে পুণ্য তীর্থরূপে পরিণত করেন। মহাতেজা কুরু কুরুক্ষেত্রে আসিয়া বহু বর্ষ যাবৎ ঐ স্থান কর্ষন করেন। এই ব্যাপারে ইন্দ্র তাঁহাকে বর দানে উদ্যত হন। তাঁহার বরের প্রভাবে ঐ স্থান পুণ্য, রমণীয় ও পুণ্যকারীদিগের নিষেবণীয় হয়। এই কুরুর বংশধর নৃপশ্রেষ্ঠগণ সকলেই কুরু নামে বিখ্যাত। রাজা কুরুর পাঁচ পুত্র; নাম-সুধন্বা, জহ্নু, পরিক্ষিত পুত্রক, ও অরিমর্দ্দন। তন্মধ্যে সুধন্বার পুত্র মতিমান্ সুহোত্র; তৎপুত্র-চ্যবন। ইনি এক জন ধর্মার্থ তত্ত্বজ্ঞ বিশিষ্ট রাজা ছিলেন ইহাঁর পুত্র মহাতপা কৃত। ইনি বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বিশ্রুত নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। বিশ্রুত স্বীয় গুণে ইন্দ্রের সখা হইয়াছিলেন। বিদ্যোপরিচর নামে এক অন্তরিক্ষচর বসু হইতে গিরিকা সাতটী পুত্র লাভ করেন। ঐ পুত্রসপ্তকের মধ্যে প্রথম পুত্র মগধরাজ বৃহদ্রথ। তদনন্তর প্রত্যগ্রহ, কুশ, মণিবাহন, মাথল্য, ললিন ও মৎস্যকাল। ইহাদের মধ্যে বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র; তৎপুত্র বীর্য্যবান বৃষভ; তৎপুত্র ধার্ম্মিক পুষ্পবান্; তৎপুত্র বীর্য্যবান্ রাজা সত্যহিত। তৎপুত্র সুধন্বা; তৎপুত্র প্রতাপবান্ উর্জ্জ; তৎপুত্র নভস। ইনি অতি বীর্য্যবান্ ছিলেন। ২১১-২২৫। ঘটনাক্রমে ইনি দুইভাগে জন্মগ্রহণ করেন। জরা নাম্নী রাক্ষসী পরে ঐ ভাগদ্বয় সন্ধিত করে; এজন্য পরবর্ত্তী কালে ইনি মহাবাহু জরাসন্ধ নামে অভিহিত হন। মহাবল জরাসন্ধ নামে অভিহিত হন মহাবল জরাসন্ধ সমস্ত ক্ষত্রিয়জাতিকে জয় করিয়াছিলেন। জরাসন্ধের পুত্রের নাম সহদেব। সহদেবের পুত্র শ্রীমান সোমাধি। ইনি একজন বিশিষ্ট তপস্বী ছিলেন। সোমাধির পুত্র শ্রুতশ্রবা। এই সকল রাজা মগধ বলিয়া বিখ্যাত। সূত কহিলেন,- পরিক্ষিতের পুত্র জনমেজয়; তৎপুত্র রাজা সুরথ; তৎপুত্র

জনমেজয়স্য পুত্রস্তু সুরথো নাম ভূমিপঃ।
সুরথস্য তু দায়াদো ভীমসেনোহপি নামতঃ।
জহ্নু স্ত্বজনয়ৎ পুত্রং সুরথং নাম ভূমিপম।
সুরথস্য তু দায়াদো বীরো রাজা বিদূরথঃ।
বিদূরথসুতশ্চাপি সার্ব্বভৌম ইতি শ্রুতি।
সার্ব্বভৌমাজ্জয়ৎসেন আরাধিস্তস্য চাত্মজঃ।
আরাধিতো মহাসত্ত্ব অযুতায়ুস্ততঃ স্মৃতঃ
অক্রোধনোহযুতায়োস্তু তস্মাদ্দেবাতিথিঃ স্মৃতঃ
দেবাতিথেস্তু দায়াদ ঋক্ষ এব বভূব হ।
ভীমসেনস্তথা ঋক্ষাদ্দিলীপস্তস্য চাত্মজঃ।
দিলীপসূনুঃ প্রতীপস্তস্য পুত্রাস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
দেবাপিঃ শন্তনুশ্চৈব বাহ্লীকশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
বাহ্লীকস্য তু বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তবাহ্লীশ্বরো নৃপঃ।
বাহ্লীকস্য সুতশ্চৈব সোমদত্তো মহাযশাঃ।
জজ্ঞিরে সোমদত্তাত্তু ভূরির্ভূরিশ্রবাঃ শলঃ।।
দেবাপিস্য প্রবব্রাজ বনং ধর্ম্মপরীপ্সয়া।
উপাধ্যায়স্তু দেবানাং দেবাপিরভবন্মুনিঃ।।
চ্যবনোহস্য হি পুত্রস্তু ইষ্টকশ্চ মহাত্মনঃ।

শন্তনুস্ত্বভবদ্রাজা বিদ্বান্ বৈ স মহাভিষঃ।।
ইমঞ্চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং প্রতি মহাভিষম।
যং যং রাজা স্পৃশতি বৈ জীর্ণং সময়তো নরম
পুনর্যুবা স ভবতি কস্মাত্তং শন্তনুং বিদুঃ।
ততোহস্য শন্তনুত্বং বৈ প্রজাস্বিহ পরিশ্রুতম
সতুপযেমে ধর্ম্মাত্মা শন্তনুর্জাহ্নবীং নৃপঃ।।
তস্যাং দেবব্রতং ভীষ্মং পুত্রং সোহজনয়ৎ প্রভুঃ
স চ ভীষ্ম ইতি খ্যাতঃ পাণ্ডবানাং পিতামহঃ
কালে বিচিত্রবীর্য্যস্তু দাসীযজ্জনয়ৎ সুতম।
শন্তনোর্দয়িতং পুত্রং প্রজাহিতকরং প্রভুম।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নশ্চৈব ক্ষেত্রে বৈচিত্রবীর্য্যকে।
ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পাণ্ডুঞ্চ বিদুরং চাপ্যজীজনৎ
ধৃতরাষ্ট্রাত্তু গান্ধারী পুত্রাণাং সুষুবে শতম।।
তেষাং দুর্য্যোধনো জ্যেষ্ঠঃ সর্ব্বক্ষত্রস্য স প্রভুঃ
মাদ্রী রাজ্ঞী পৃথা চৈব পাণ্ডোর্ভার্য্যে বভূবতুঃ
দেবদত্তাঃ সুতাস্তাভ্যাং পাণ্ডোরর্থে বিজজ্ঞিরে

ভীমসেন। জহ্নুর পুত্র রাজা সুরথ; তৎপুত্র বীর বিদূরথ। শুনা যায়-ঐ বিদূরথের সার্ব্বভৌম নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। রাজা জয়ৎসেন সার্ব্বভৌম হইতে জন্মগ্রহণ করেন। এই জয়ৎসেনের পুত্র আরাধি; তৎপুত্র মহাসত্ত্ব; তৎপুত্র অযুতায়ুধ; তৎপুত্র অক্রোধন; তৎপুত্র দেবাতিথি; তৎপুত্র ঋক্ষ; তৎপুত্র ভীমসেন; তৎপুত্র দিলীপ; দিলীপের পুত্র প্রতীপ, প্রতীপের তিন পুত্র; নাম-দেবাপি, শন্তনু ও বাহ্লীক। বাহ্লীকের পুত্র মহাযশা সোমদত্ত। সোমদত্তের তিন পুত্র; নাম-ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল। দেবাপি ধর্ম্মসঞ্চয়ের জন্য বন গমন করেন। এই দেবাপি পরে একজন বিশিষ্ট মুনি হইয়া দেবগণের উপাধ্যায়পদে বরিত হন এই মহাত্মার দুই পুত্র ছিল; নাম-চ্যবন ও ইষ্টক। শন্তনু মহাভিষ নাম ধারণ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। এই রাজাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ এক শ্লোক উদাহৃত হইয়া থাকে যে, এই রাজা সময়পূর্ব্বক যে যে জীর্ণ পুরুষকে স্পর্শ করিবেন, সেই সেই পুরুষই পুনর্ব্বার যুবত্ব লাভ করিবে। ইহাই ইঁহার শন্তনু নামের নিরুক্তি তদীয় প্রজাসাধারণমধ্যে শন্তনুত্ব এইরূপই পরিশ্রুত। সেই ধর্ম্মাত্মা শন্তনু জাহ্নবীর পাণিগ্রহণ করেন। জাহ্নবীর গর্ভে তাঁহা হইতে দেবব্রত ভীষ্ম নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই ভীষ্ম পাণ্ডবগণের পিতামহ। ২২৬-২৪০। কালক্রমে দাসকন্যার গর্ভে ইঁহার আরও এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রের নাম বিচিত্রবীর্য্য। বিচিত্রবীর্য্য শন্তনুর প্রিয়পুত্র ও প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। ঐ বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর নামক তিন পুত্র উৎপাদন করেন। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্র হইতে একশত পুত্র প্রসব করেন। ঐ পুত্রগণের মধ্যে দুর্য্যোধন জ্যেষ্ঠ ও সমস্ত রাজন্যের প্রভু। পাণ্ডুর দুই ভার্য্যা, নাম-মাদ্রী ও পৃথা। এই দুই পাণ্ডুমহিষীর গর্ভে পাণ্ডুর

ধর্ম্মাদযুধিষ্ঠিরো জজ্ঞে বায়োর্জজ্ঞে বৃকোদরঃ ।।
ইন্দ্রাদ্ধনঞ্জয়ো জজ্ঞে শক্রতুল্যপরাক্রমঃ ।
অশ্বিভ্যাং সহদেবশ্চ নকুলশ্চাপি মাদ্রিজৌ ।
পঞ্চৈব পাণ্ডবেভ্যশ্চ দ্রৌপদ্যাং জজ্ঞিরে সুতা
দ্রৌপদ্যজনয়জ্জ্যেষ্ঠং প্রতিবিন্ধ্যং যুধিষ্ঠিরাৎ ।।
হিড়িম্বা ভীমসেনাত্তু জজ্ঞে পুত্রং ঘটোৎকচম ।
কাশ্যা পুনর্ভীমসেনাজ্জজ্ঞে সর্ব্বকং সুতম ।।
সুহোত্রং বিজয়া মাদ্রী সহদেবাদজায়ত ।
কর্ম্মবত্যাস্তু চৈদ্যায়াং নিরমিত্রস্ত নাকুলিঃ ।।
সুভদ্রায়াং রথী পার্থাদভিমন্যুরজায়ত ।
উত্তরায়াস্তু বৈরাট্যাং পরিক্ষিদভিমন্যুজঃ ।।
পরিক্ষিতস্য দায়াদো রাজাসীজ্জনমেজয়ঃ ।
ব্রাহ্মণান স্থাপয়ামাস স বৈ বাজসনেয়িকান ।।
অসপত্নং তদামর্ষাদ্বৈশম্পায়ন এব তু ।
ন স্থাস্যতীহ দুর্ব্বুদ্ধে তবৈতদ্বচনং ভুবি ।।
যাবৎ স্থাস্যম্যহং লোকে তাবন্নৈতৎপ্রশস্যতে
অভিতঃ সংস্থিতশ্চাপি ততঃ স জনমেজয়ঃ ।
পৌর্ণমাস্যেন হবিষা দেবামিষ্ট্বা প্রজাপতিম ।
বিজ্ঞায় সংস্থিতোঽপশ্যস্তবধীষ্টাং বিবোর্ম্মখে ।।
পরিক্ষিত্তনয়শ্চাপি পৌরবো জনমেজয়ঃ ।
দ্বিরশ্বমেধামাহৃত্য ততো বাজসনেয়কম ।
প্রবর্ত্তয়িত্বা তদ্ব্রহ্ম ত্রিখর্ব্বী জনমেজয়ঃ ।।
খর্ব্বমশ্বকমুখ্যানাং খর্ব্বমঙ্গনিবাসিনাম ।
খর্ব্বঞ্চ মধ্যদেশানাং ত্রিখর্ব্বী জনমেজয়ঃ ।
বিষাদাদ ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধমভিশপ্তঃ ক্ষয়ং যযৌ ।।
তস্য পুত্রঃ শতানীকো বলবান সত্যবিক্রমঃ ।
ততঃ সুতং শতানীকং বিপ্রাস্তমভ্যষেচয়ন ।।
পুত্রোঽশ্বমেধদত্তোঽভূচ্ছতানীকস্য বীর্য্যবান ।
পুত্রোঽশ্বমেধদত্তাদ্বৈ জাতঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।

বংশরক্ষার্থ দেবপ্রদত্ত পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ধর্ম্ম হইতে যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে বৃকোদর এবং ইন্দ্র হইতে ইন্দ্র পরাক্রমী ধনঞ্জয় জন্ম গ্রহণ করেন। এই পাণ্ডবত্রয় পৃথা-গর্ভজাত। মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চ পাণ্ডব হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে পঞ্চপুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে যুধিষ্ঠির হইতে দ্রৌপদী প্রতিবিন্ধ্য নামে এক পুত্র প্রসব করেন। ভীমসেন হইতে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামে এক পুত্র হয়। ইহা ভিন্ন ভীমসেন হইতে কাশিনন্দিনীর গর্ভে আরও এক পুত্র হইয়াছিল। ঐ পুত্রের নাম সর্ব্ববৃক। মদ্ররাজ-নন্দিনী বিজয়া সহদেব হইতে সুহোত্র নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। নকুল হইতে চেদিনন্দিনী কর্ম্মবতীর গর্ভে নিরমিত্র নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। পার্থ হইতে সুভদ্রার গর্ভে বীর অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করেন। বিরাট নন্দিনী উত্তরা অভিমন্যু হইতে পরিক্ষিৎ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। পরিক্ষিতের পুত্র রাজা জনমেজয়। জনমেজয় বাজসনেয়িক ব্রাহ্মণদিগের মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাপ দিয়াছিলেন যে, হে দুর্ব্বুদ্ধে! জগতে তোমার কথা স্থির থাকিবে না, অন্ততঃ আমি যতদিন জীবিত আছি, তাবৎ ঐ কথার কোনই মূল্য থাকিবে না। অনন্তর জনমেজয় উভয় সঙ্কটে পড়িয়া পৌর্ণমাস যজ্ঞে হবি দ্বারা প্রজাপতিকে অর্চ্চনা করিলেন এবং প্রযতভাবে অবস্থানপূর্ব্বক যাহা ইষ্ট, তাহা অবগত হইলেন। অনন্তর পরিক্ষিৎনন্দন কুরুবংশধর জনমেজয় দুইটী অশ্বমেধ যজ্ঞের আহরণ করিয়া বাজসনেয়ক ব্রহ্ম প্রবর্ত্তিত করত ত্রিখর্ব্বী হইয়া পড়িলেন। ২৪১-২৫৪ প্রধান প্রধান অশ্মকাগণ, অঙ্গদেশবাসিগণ ও মধ্যদেশীয়গণ, এই ত্রিবিধ লোকের নিকটই খর্ব্ব হওয়ায় জনমেজয় ত্রিখর্ব্বী হইয়াছিলেন। পরে তিনি অভিশপ্ত হইয়া বিষাদভরে তৎপ্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মণগণ সহ ক্ষয় প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র শতানীক। ইনি বলবান সত্যবিক্রম ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ ইহাঁকেই রাজ্যাভিষিক্ত করেন। শতানীকের পুত্র বীর্য্যবান অশ্বমেধদত্ত। এই

অধিসামকৃষ্ণো ধর্ম্মাত্মা সাম্প্রতোঽয়ং মহাযশাঃ
যস্মিন্ প্রশাসতি মহীং যুষ্মাভিরিদমাহৃতম।
দুরাপং দীর্ঘসত্রং বৈ ত্রীণি বর্ষাণি দুশ্চরম।
বর্ষদ্বয়ং কুরুক্ষেত্রে দৃষদ্বত্যাং দ্বিজোত্তমাঃ।
ঋষয় উচুঃ।
শ্রোতুং ভবিষ্যমিচ্ছামঃ প্রজানাং বৈ মহামতে
সূত পার্থিবং নৃপৈর্ভব্যং ব্যতীতং কীর্ত্তিতং ত্বয়া
যত্র সংস্থাস্যতে কৃত্যমুৎপৎস্যন্তি চ যে নৃপাঃ
বর্ষাগ্রতোঽপি প্রব্রূহি নামতশ্চৈব তান্নৃপান।।
কালং যুগপ্রমাণঞ্চ গুণদোষান ভবিষ্যতঃ।
সুখদুঃখে প্রজানাঞ্চ ধর্ম্মতঃ কামতোঽর্থতঃ।।
এতৎ সর্ব্বং প্রসংখ্যায় পৃচ্ছতাং ব্রূহি তত্ত্বতঃ
স এবমুক্তো মুনিভিঃ সূতো বুদ্ধিমতাং বরঃ।
অচচক্ষে যথাবৃত্তং যতাদৃষ্টং যথাশ্রুতম।

অশ্বমেধদত্ত হইতেই মহাত্মা পরপুরবিজয়ী অধিসামকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন। সম্প্রতি এই যশস্বী রাজাই রাজ্য শাসন করিতেছেন ইঁহারই অধিকারকালে আপনারা তিন বৎসর যাবৎ এই দুর্লভ দীর্ঘ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ। কুরুক্ষেত্রে দৃষদ্বতীর তীরে আপনাদের এই দীর্ঘ যজ্ঞের দুই বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে। ঋষিগণ কহিলেন, হে মহামতে। তুমি অতীত ঘটনা কীর্ত্তন করিয়াছ। অধুনা আমরা রাজা ও প্রজার ভবিষ্য বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি। যে সকল রাজ্য জন্মিবেন; জন্মিয়া তাঁহারা যে যে কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন; তুমি নামানুসারে সেই সেই রাজা ও রাজকীর্ত্তি বর্ণন কর। ভাবী কালপ্রমাণ, গুণ, দোষ এবং প্রজাগণের ধর্ম্ম, অর্থ ও কামানুযায়ী সুখ-দুঃখাদির বিষয় আমরা বিস্তৃতরূপে জিজ্ঞাসা করিতেছি; তুমি আমাদের নিকট ঐ সকল বিবরণ যথাযথ কীর্ত্তন কর। মুনিগণ এই কথা কহিলে বুদ্ধিমৎপ্রবর সূত যথাদৃষ্টি, যথাশ্রুতি, যথাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন। সূত

সূত উবাচ।
যথা মে কীর্ত্তিতং সর্ব্বং ব্যাসেনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
ভাব্যং কলিযুগঞ্চৈব তথা মন্বন্তরাণি তু।।
অনাগতানি সর্ব্বাণি ব্রুবতো মে নিবোধত।
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ভবিষ্যান্তি নৃপাদ্য যে।।
ঐলাংশ্চৈব তথেক্ষাকূন সৌদ্যুম্নাংশ্চৈব পার্থিবান
যেষু সংস্থাপ্যতে ক্ষত্রমৈক্ষাকবমিদং শুভম।
তান সর্ব্বান কীর্ত্তয়িষ্যামি ভবিষ্যেপঠিতান্নৃপান
]তেভ্যঃ পরি চ যে চান্যে উৎপৎস্যন্তে মহীক্ষিতঃ।।
ক্ষতাঃ পারশবাঃ শূদ্রাস্তথা যে চ দ্বিজাতয়ঃ।
অন্ধ্রাঃ শকাঃ পুলিন্দাশ্চ তুলিকা যবনৈঃ সহ।।
কৈবর্ত্তাভীরশবরা যে চান্যে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
বর্ষাগ্রতঃ প্রবক্ষ্যামি নামতশ্চৈব তান নৃপান।।
অধিমাসকৃষ্ণঃ সোঽয়ং সাম্প্রতং পৌরবান নৃপঃ
তস্যান্বয়ে বক্ষ্যামি ভবিষ্যে তাবতো নৃপান
অধিসামকৃষ্ণপুত্রো নির্ব্বক্তো ভবিতা কিল।

কহিলেন,—অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যাস তাঁহার নিকট ভাবী কলিযুগ তথা মন্বন্তরসমূহের বিষয় যেরূপ যেরূপ বলিয়াছেন, আমি তৎসমস্তই বলিতেছি। আপনারা শ্রবণ করুন। ভাবী কালে যাহারা নৃপ হইবেন, আমি অতঃপর তাঁহাদের কথাই কহিব। যাঁহাদের সন্তান সন্ততির উপর সমস্ত ইক্ষ্বাকুপ্রভব ক্ষত্রিয়কুল প্রতিষ্ঠিত, আমি সেই ইল ইক্ষ্বাকু, ও সুদ্যুম্নবংশীয় ভাবী রাজন্যবর্গের বিবরণ কীর্ত্তন করিব। ২৫৫—২৬৬। তাঁহাদের পরবর্ত্তী কালে অন্য যে সকল ক্ষত্র, পারশব, শূদ্র, দ্বিজাতি, অন্ধ্র, শক, পুলিন্দ, তূলিক, যবন, কৈবর্ত্ত, আভীর, শবর ও অন্যান্য ম্লেচ্ছজাতীয় রাজা হইবেন; তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিব। সম্প্রতি এই যে অধিসামকৃষ্ণ রাজ্য শাসন করিতেছেন, এতদ্বংশীয় ভাবী কালের তাবৎ নরপতির নামই এক্ষণে প্রকাশ করিতেছি। অধিসামকৃষ্ণের এক পুত্র হইবেন,

সঙ্গায়াপহৃতে তস্মিন্নগরে নাগসাহ্বয়ে।
ত্যক্ত্বা চ তং প্রবাসঞ্চ কৌশাম্ব্যাং স নিবৎস্যতি
ভবিষ্যদুষ্ণস্তৎপুত্র উষ্ণাচ্চিত্ররথঃ স্মৃতঃ।
শুচিদ্রথশ্চিত্ররথদ্ধৃতিমাংশ্চ শুচিদ্রথাৎ।।
সুষেণো বৈ মহাবীর্য্যো ভবিষ্যতি মহাযশাঃ
তস্মাৎ সুষেণাদ্ভবিতা সুতীর্থো নাম পার্থিবঃ
রুচঃ সুতীর্থাদ্ভবিতা ত্রিচক্ষো ভবিতা ততঃ।
ত্রিচক্ষস্য তু দায়াদো ভবিতা বৈ সুখী বলঃ।
সুখীবলসুতশ্চাপি ভাব্যো রাজা পরিপ্লুতঃ।
পরিপ্লুতসুতশ্চাপি ভবিতা সুনয়ো নৃপঃ।
মেধাবী সুনয়স্যাথ ভবিষ্যতি নরাধিপঃ।
মেধাবীনঃ সুতশ্চাপি দণ্ডপাণির্ভবিষ্যতি।।
দণ্ডপাণের্নিরামিত্রো নিরামিত্রাচ্চ ক্ষেমকঃ।
পঞ্চবিংশনৃপা হ্যেতে ভবিষ্যাঃ পূর্ব্ববংশজাঃ।
অত্রানুবংশশ্লোকোহয়ং গীতো বিপ্রৈঃ পুরাবিদৈঃ
ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশো দেবর্ষিসৎকৃতঃ।।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স্যতি বৈ কলৌ।

ইত্যেষ পৌরবে বংশো যথাবদনুকীর্ত্তিতঃ।।
ধীমতঃ পাণ্ডুপুত্রস্য অর্জ্জুনস্য মহাত্মনঃ।
অতঃ ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মানাম
বৃহদ্রথস্য দায়াদো বীরো রাজা বৃহৎক্ষয়ঃ।
ততঃ ক্ষয়ঃ সুতস্তস্য বৎসব্যূহস্ততঃ ক্ষয়াৎ।।
বৎসব্যূহাৎ প্রতিব্যূহস্তস্য পুত্রো দিবাকরঃ।
যশ্চ সাম্প্রতমধ্যাস্তে অযোধ্যাং নগরীং নৃপঃ
দিবাকরস্য ভবিতা সহদেবো মহাযশাঃ
সহদেবস্য দায়াদো বৃহদশ্বো ভবিষ্যতি।।
তস্য ভানুরথো বাহ্যঃ প্রতীতাশ্বশ্চ তৎসুতঃ
প্রতীতাশ্বসুতশ্চাপি সুপ্রতীতো ভবিষ্যতি।।
সহদেবঃ সুতস্তস্য সুনক্ষত্রশ্চ তৎসুতঃ।
কিন্নরস্তু সুনক্ষত্রাদ্ভবিষ্যতি পরন্তপঃ।
ভবিতা চান্তরিক্ষস্য কিন্নরস্য সুতো মহান।।
অন্তরিক্ষাৎ সুপর্ণশ্চ সুপর্ণাচ্চাপ্যমিত্রজিৎ
পুত্রস্তস্য ভরদ্বাজো ধর্ম্মী তস্য সুতঃ স্মৃতঃ।
পুত্রঃ কৃতঞ্জয়ো নাম ধর্ম্মিণঃ স ভবিষ্যতি।
কৃতঞ্জয়সুতো ব্রাত্যো তস্য পুত্রো রণঞ্জয়ঃ।।

তাঁহার নাম নির্ব্বক্র। গঙ্গাপ্রবাহে হস্তিনাপুরী বিধ্বস্ত হইলে ইনি তত্রত্য আবাসভবন পরিত্যাগ করিয়া কৌশাম্বী নগরীতে গিয়া বাস করিবেন। উষ্ণ নামে ইঁহার এক পুত্র হইবে। এই উষ্ণের পুত্র চিত্ররথ; তৎপুত্র শুচিদ্রথ; তৎপুত্র ধৃতিমান; তৎপুত্র সুষেণ ইনি মহাবীর্য্য ও মহাযশা হইবেন ইঁহার পুত্রের নাম-রাজা সুতীর্থ। সুতীর্থ হইতে রুচ; রুচ হইতে ত্রিচক্ষ জন্মগ্রহণ করিবেন। ত্রিচক্ষের পুত্র সুখীবল; তৎপুত্র রাজা পরিপ্লুত; তৎপুত্র নরপতি সুনয়; সুনয়ের পুত্র নরাধিপ মেধাবী; তৎপুত্র দণ্ডপাণি; তৎপুত্র নিরামিত্র; এই নিরামিত্র হইতে রাজা ক্ষেমক জন্মগ্রহণ করিবেন। এই পঞ্চবিংশতি জন আদিবংশীয় ভবিষ্য রাজা। এ সম্বন্ধে পুরাবিৎ ব্রাহ্মণগণ এইরূপ এক অনুবংশ শ্লোক কীর্ত্তন করেন যে, যে বংশ ব্রহ্মক্ষত্রের মূলীভূত ও দেবর্ষি জন কর্ত্তৃক সম্মানিত, কলিকালে রাজা ক্ষেমকের পরই সেই বংশের অবসান হইবে। এই আমি পৌরব বংশ যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম। ধীমান্ পাণ্ডুপুত্র মহাত্মা অর্জ্জুনের বংশ বিবৃত হইল। অতঃপর মহাত্মা ইক্ষ্বাকুদিগের বংশ বর্ণন করিতেছি। বৃহদ্রথের বীর পুত্র রাজা বৃহৎক্ষয়; তৎপুত্র ক্ষয়; তৎপুত্র বৎসব্যূহ তৎপুত্র প্রতিব্যূহ,তৎপুত্র দিবাকর; এই দিবাকরই সম্প্রতি অযোধ্যা নগরীতে রাজা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ২৬৭-২৮৪। দিবাকরের এক মহাযশা পুত্র হইবেন; তাঁহার নাম সহদেব; সহদেবের পুত্র হইবেন বৃহদশ্ব; তৎপুত্র ভানুরথ; তৎপুত্র প্রতীতাশ্ব; তৎপুত্র সুপ্রতীত; তৎপুত্র সহদেব; তৎপুত্র সুনক্ষত্র; তৎপুত্র কিন্নর; কিন্নরের পুত্র অন্তরিক্ষ; তৎপুত্র সুপর্ণ; তৎপুত্র অমিত্রজিৎ; তাঁহার পুত্র ভরদ্বাজ; ভরদ্বাজের পুত্র ধর্ম্মী; তৎপুত্র কৃতঞ্জয়; তৎপুত্র

ভবিতা সঞ্জয়শ্চাপি বীরো রাজা রণঞ্জয়াৎ।
সঞ্জয়স্যসুতঃ শাক্যঃ শাক্যাচ্ছুদ্ধোদনোঽভবৎ
শুদ্ধোদনস্য ভবিতা শাক্যার্থে রাহুলং স্মৃতঃ
প্রসেনজিত্ততো ভাব্যঃ ক্ষুদ্রকো ভবিতা ততঃ
ক্ষুদ্রকাৎক্ষুলিকো ভাব্যঃ ক্ষুলিকাৎসুরথঃ স্মৃতঃ
সুমিত্রঃ সুরথস্যাপি অন্ত্যশ্চ ভবিতা নৃপঃ।।
এক ঐক্ষ্বকবাঃ প্রোক্তা ভবিতারঃ কলৌ যুগে
বৃহদ্বলান্বয়ে জাতা ভবিতারঃ কলৌ যুগে।
শূরাশ্চ কৃতবিদ্যাশ্চ সত্যসন্ধা জিতেন্দ্রিয়াঃ।।
অত্রানুবংশশ্লোকোঽয়ং ভবিষ্যজ্ঞৈরুদাহৃতঃ।
ইক্ষ্বাকূণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি।।
সুমিত্রং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স্যতি বৈ কলৌ।
ইত্যেতন্মানবং ক্ষত্রমৈলঞ্চ সমুদাহৃতম্।।
সুমিত্রং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স্যতি বৈ কলৌ।
ইত্যেতন্মানবং ক্ষত্রমৈলঞ্চ সমুদাহৃতম্।।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি মগধেয়ান বৃহদ্রথান।
জরাসন্ধস্য যে বংশে সহদেবান্বয়ে নৃপাঃ।।
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ ভবিষ্যাশ্চ তথা পুনঃ।
প্রধান্যতঃ প্রবক্ষ্যামি গদতো মে নিবোধত।।
সংগ্রামে ভারতে তস্মিন সহদেবো নিপাতিতঃ
সোমাধিস্তস্য তনয়ো রাজর্ষিঃ স গিরিব্রজে।।
পঞ্চাশতং তথাষ্টৌ চ সমা রাজ্যমকারয়ৎ।
শ্রুতশ্রবাশ্চতুঃষষ্টিসমাস্তস্য সুতোঽভবৎ।।
অযুতায়ুস্য ষড়বিংশং রাজ্যং বর্ষাণ্যকারয়ৎ।
সমাঃ শতং নিরামিত্রো মহীং ভুক্তা দিবং গতঃ
পঞ্চাশতং সমাঃ ষট চ সুকৃত্তঃ প্রাপ্তবান মহীম
ত্রয়োবিংশং বৃহৎকর্ম্মা রাজ্যং বর্ষাণ্যকারয়ৎ।
সেনাজিৎ সাম্প্রতঞ্চাপি এতা বৈ ভোক্ষ্যতে সমাঃ।
শ্রুতঞ্জয়স্তু বর্ষাণি চত্বারিংশদ্ভবিষ্যতি।।
মহাবলো মহাবাহুর্মহাবুদ্ধিপরাক্রমঃ।

রাত; রাতের পুত্র রণঞ্জয়; তৎপুত্র বীর সঞ্জয়; সঞ্জয়ের পুত্র শাক্য হইতে শুদ্ধোদনের আবির্ভাব শুদ্ধোদনের পর রাহুল; তৎপরবর্ত্তী রাজা প্রসেনজিৎ; তদনন্তর ক্ষুদ্রক, তাহার পর ক্ষুলিক; তৎপশ্চাৎ সুরথ এবং তাঁহার অবসানে সুমিত্র রাজা হইবেন। সুমিত্র পর্য্যন্তই এই বংশের বিস্তৃতি। কলিযুগে উল্লিখিত রাজগণ রাজত্ব করিবেন। ইঁহারাই বৃহদ্বলবংশীয় ভাবী রাজা। এই রাজগণ সকলেই শূর, কৃতবিদ্য, সত্যসন্ধ ও জিতেন্দ্রিয়। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বেদিগণ এইরূপ এক অনুবংশ শ্লোক কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, ইক্ষ্বাকুদিগের এই মহাবংশ সুমিত্র পর্য্যন্তই বিস্তৃত। কলিকালে রাজা সুমিত্রকে পাইয়াই এ বংশ নিঃশেষ হইবে। এই আমি ঐলবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলের বার্ত্তা কীর্ত্তন করিলাম; অতঃপর মাগধের রাজন্যগণের বিবরণ বলিতেছি। বিখ্যাতনামা জরাসন্ধের বংশধর সহদেবের অন্বয়ে যে সকল অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান নরপতির নাম পরিশ্রুত হয়, প্রাধান্যক্রমে তাঁহাদের বিবরণ প্রকাশ করিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ করুন। সেই প্রসিদ্ধ ভারত-সংগ্রামে জরাসন্ধ-পুত্র সহদেব নিপাতিত হইলে তৎপুত্র রাজর্ষি সোমাধি গিরিব্রজের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অষ্টপঞ্চাশৎ বর্ষ যাবৎ রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রুতশ্রবা চতুঃষষ্টি বর্ষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। শ্রুতশ্রবার পুত্র অযুতায়ু। ইনি ষড়বিংশতি বর্ষ যাবৎ রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র নিরামিত্র। ইনি একশত বর্ষ কাল রাজ্যভোগ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ২৮৫—২৯৮। তাঁহার পুত্র সুকৃত্য তিনি ষট্‌পঞ্চাশৎ বর্ষ এবং তৎপুত্র বৃহৎকর্ম্মা ত্রয়োবিংশতি বর্ষ যাবৎ রাজ্য শাসন করেন। ইহাঁর পুত্র সম্প্রতি মগধরাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ইনিও ইহাঁর পিতার ন্যায় ত্রয়োবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত মগধ-রাজ্য ভোগ করিবেন। ইহার পুত্র শ্রুতঞ্জয় চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ, তৎপুত্র মহাবল মহাবাহু পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ,

পঞ্চত্রিংশত্তু বর্ষাণি মহীং পালয়িতা নৃপঃ।।
অষ্টাপঞ্চাশতঞ্চাব্দান রাজ্যে স্থাস্যতি বৈ শুচিঃ
অষ্টাবিংশৎসমাঃ পূর্ণাঃ ক্ষেমো রাজা ভবিষ্যতি
ভুবতস্তু চতুঃষষ্ঠী রাজ্যং প্রাপ্স্যতি বীর্য্যবান।
পঞ্চবর্ষাণি পূর্ণানি ধর্ম্মনেত্রো ভবিষ্যতি।
ভোক্ষ্যতে নৃপতিশ্চৈব অষ্টপঞ্চশতং সমাঃ।
অষ্টত্রিংশৎ সমা রাজ্যং সুব্রতস্য ভবিষ্যতি।।
চত্বারিংশদ্দশাষ্টৌ চ দৃঢ়সেনো ভবিষ্যতি।
ত্রয়ত্রিংশত্তু বর্ষাণি সুমতিঃ প্রাপ্স্যতে ততঃ।।
দ্বাবিংশতিসমা রাজ্যং সুচলো ভোক্ষ্যতে ততঃ
চত্বারিংশৎসমা রাজা সুনেত্রো ভোক্ষ্যতে ততঃ
সত্যজিৎ পৃথিবীরাজ্যং ত্র্যশীতিং ভোক্ষ্যতে সমাঃ।
প্রাপ্যেমাং বীরজিচ্চাপি পঞ্চত্রিংশদ্ভবিষ্যতি।।
অরিঞ্জয়স্য বর্ষাণি পঞ্চাশৎ প্রাপ্স্যতে মহীম
দ্বাত্রিংশচ্চ নৃপাহ্যেতে ভবিতারো বৃহদ্রথাৎ।।
পূর্ণং বর্ষসহস্রং বৈ তেষাং রাজ্যং ভবিষ্যতি।
বৃহদ্রথেষ্বতীতেষু বীতহোত্রেষু বর্ত্তিষু।
মুনিকঃ স্বামিনং হত্বা পুত্রং সমভিষেক্ষ্যতি।
মিষতাং ক্ষত্রিয়াণাং হি প্রদ্যোতমুনিকো বলাৎ
স বৈ প্রণতসামন্তো ভবিষ্যোহনয়বর্জ্জিতঃ।
ত্রয়োবিংশৎসমা রাজা ভবিতা স নরোত্তমঃ।।
চতুর্ব্বিংশৎ সমা রাজা পালকো ভবিতা ততঃ
বিশাখযূপো ভবিতা নৃপঃ পঞ্চাশতীং সমাঃ।।
একত্রিংশৎসমা রাজ্যমজকস্য ভবিষ্যতি।
ভবিষ্যতি সমা বিংশত্তৎসুতো বর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
অষ্টত্রিংশচ্ছতং ভাব্যাঃ প্রাদ্যোতাঃ পঞ্চ তে সুতাঃ।
হত্বা তেষাং যশঃ কৃৎস্নং শিশুনাকো ভবিষ্যতি
বারাণস্যাং সুতস্তস্য সম্প্রাপ্স্যতি গিরিব্রজম
শিশুনাকস্য বর্ষাণি চত্বারিংশদ্ভবিষ্যতি।
শকবর্ণঃ সুতস্তস্য ষট্‌ত্রিংশচ্চ ভবিষ্যতি
ততস্য বিংশতিং রাজা ক্ষেমবর্ম্মা ভবিষ্যতি।।
অজাতশত্রুর্ভবিতা পঞ্চবিংশৎসমা নৃপঃ।

তৎপুত্র শুচি অষ্টপঞ্চাশৎ বর্ষ, তৎপুত্র ক্ষেম পূর্ণ অষ্টাবিংশতি বর্ষ, তৎপুত্র ভুবন চতুঃষষ্টি বর্ষ, তৎপুত্র ধর্ম্মনেত্র পূর্ণ পঞ্চ বর্ষ, তৎপুত্র সুব্রত অষ্টত্রিংশৎ বর্ষ, তদনন্তর দৃঢ়সেন অষ্টপঞ্চাশৎ বর্ষ, তৎপরে সুমতি ত্রয়ত্রিংশৎ বর্ষ, তৎপশ্চাৎ সুবল দ্বাবিংশতি বর্ষ তদনন্তর রাজা সুনেত্র চত্বারিংশৎ বর্ষ, তাহার পর সত্যজিৎ ত্র্যশীতি বর্ষ, অনন্তর বীরজিৎ পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ, এবং সর্ব্বশেষে অরিঞ্জয় পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত এই মহীরাজ্য ভোগ করিবেন। বৃহদ্রথ হইতে এই দ্বাত্রিংশৎ নরপতি পর পর প্রাদুর্ভূত হইবেন। সমষ্টিতে পূর্ণ এক সহস্র বর্ষ বৃহদ্রথবংশীয়দিগের রাজত্ব হইবে তাঁহাদের অবসানে বীতিহোত্রবংশের রাজত্বকালে সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে অবজ্ঞা করিয়া মুনিক নামক জনৈক রাজকর্ম্মচারী স্বীয় প্রভু রাজা প্রদ্যোতকে নিহত করিয়া তাঁহার পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবে। সমস্ত সামন্ত নরপতি সেই ভাবী নূতন রাজার নিকট প্রণত হইবেন। ঐ রাজা কোন নীতিবিগর্হিত কার্য্য করিবেন না। তিনি ত্রয়োবিংশতি বর্ষ যাবৎ রাজ্য শাসন করিবেন। অনন্তর রাজা পালক চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ, তৎপর নৃপতি বিশাখযূপ পঞ্চবিংশতি বর্ষ, অনন্তর রাজা অজক, একত্রিংশৎ বর্ষ, তৎপশ্চাৎ তদীয় পুত্র বর্ত্তিবর্দ্ধন বিংশতি বর্ষ, রাজ্য ভোগ করিবেন। প্রদ্যোতের বংশধর এই পঞ্চ রাজকুমার ক্রমান্বয়ে একশত অষ্টত্রিংশৎ বর্ষকাল রাজ্য শাসনে ব্যাপৃত থাকিবেন। অনন্তর উহাঁদের সমস্ত যশঃপ্রভা পরিম্লান করিয়া শিশুনাক নামক জনৈক রাজা গিরিব্রজে রাজত্ব করিবেন। ২৯৯—৩১৪। ইহাঁর পুত্র বারাণসী প্রদেশে রাজা হইবেন। ইনি ক্রমান্বয়ে চত্বারিংশৎ বর্ষ যাবৎ রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। ইহাঁর পুত্র শকবর্ণের রাজত্বকাল ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ হইবে। অতঃপর বিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত ক্ষেমবর্ম্মার রাজাধিকার কাল। ইহাঁর পর পঞ্চবিংশতিবর্ষ যাবৎ রাজা অজাতশত্রুর রাজ্যশাসন কাল

চত্বারিংশৎসমা রাজ্যং ক্ষত্রৌজাঃ প্রাপ্স্যতে ততঃ।।
অষ্টাবিংশৎসমা রাজা বিবিসারো ভবিষ্যতি।
পঞ্চবিংশৎ সমা রাজা দর্শকস্তু ভবিষ্যতি।।
উদায়ী ভবিতা যস্মাত্রয়স্ত্রিংশৎসমা নৃপঃ
স বৈ পুরবরং রাজা পৃথিব্যাং কুসুমহ্বয়ম।
গঙ্গায়া দক্ষিণে কুলে চতুর্থেঽব্দে করিষ্যতি।
দ্বাচত্বারিংশৎসমা ভাব্যো রাজা বৈ নন্দিবর্দ্ধনঃ।
চত্বারিংশত্রয়ঞ্চৈব মহানন্দী ভবিষ্যতি।।
ইত্যেতে ভবিতারো বৈ শৈশুনাকা নৃপা দশ
শতানি ত্রীণি বর্ষাণি দ্বিষষ্ট্যভ্যধিকানি তু।।
শৈশুনাকা ভবিষ্যন্তি রাজানঃ ক্ষত্রবান্ধবাঃ।
এতৈঃ সার্দ্ধং ভবিষ্যন্তি তাবৎকালং নৃপাঃ সরে
ঐক্ষ্বাকবাশ্চতুর্ব্বিংশৎপাঞ্চালাঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
কালকাস্তু চতুবিশচ্চতুবিংশত্তু হৈহয়াঃ।।

দ্বাত্রিংশদ্বৈ কলিঙ্গাদ্যা পঞ্চবিংশত্তথা শকাঃ।
কুরবশ্চাপি ষট্‌ত্রিংশদষ্টাবিংশতিমৈথিলাঃ।।
শূরসেনাস্ত্রয়োবিংশদ্বীতিহোত্রাশ্চ বিংশতিঃ
তুল্যকালং ভবিষ্যন্তি সর্ব্ব এব মহীক্ষিতঃ
মহানন্দি সুতশ্চাপি শূদ্রায়াং কালসংবৃতঃ
উৎসৎস্যতে মহাপদ্মঃ সর্ব্বক্ষত্রান্তরে নৃপঃ
ততঃ প্রভৃতি রাজানো ভবিষ্যাঃ শূদ্রযোনয়ঃ।
একরাট্ স মহাপদ্ম একচ্ছত্রো ভবিষ্য ত ত
অষ্টাবিংশতিবর্ষাণি পৃথিবীং পালয়িষ্যতি
সর্ব্বক্ষত্রহরোদ্ধৃত্য ভাবিনোঽর্থস্য বৈ বলাৎ।
সহস্রান্তৎসুতা হ্যষ্টৌ সমঃ দ্বাদশ তে নৃপাঃ
মহাপদ্মস্য পর্য্যায়ে ভবিষ্যন্তি নৃপাঃ ক্রমাৎ।
উদ্ধরিষ্যতি তান সর্ব্বান কৌটিল্যো বৈ দ্বিরষ্টভিঃ
ভুক্ত্বা মহীং বর্ষশতং নন্দেন্দুঃ স ভবিষ্যতি।।
চন্দ্রগুপ্তং নৃপং রাজ্যে কৌটিল্যঃ স্থাপয়িষ্যতি

চলিবে। অনন্তর রাজা ক্ষত্রৌজা চত্বারিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিবেন। তৎপশ্চাৎ রাজা বিবিসার অষ্টাবিংশতি বর্ষ, রাজা দর্শক পঞ্চবিংশতি বর্ষ এবং নরপতি উদায়ী ত্রয়স্ত্রিংশৎ বর্ষ রাজ্য শাসন করিবেন। এই শেষোক্ত রাজা কুসুমপুর নামে এক প্রসিদ্ধ পুর নির্ম্মাণ করিবেন এই কুসুমপুর গঙ্গার দক্ষিণ কূলে বিরাজ করিবে। ইঁহার রাজ্যশাসনের চতুর্থ বৎসরে ঐ পুরী নির্ম্মিত হইবে। অতঃপর রাজা নন্দিবর্দ্ধন দ্বিচত্বারিংশৎ বর্ষ এবং তৎপশ্চাৎ নরপতি মহানন্দী ত্রিচত্বারিংশৎ বর্ষ রাজত্ব করিবেন; এই দশ জন শিশুনাকবংশীয় ভাবী রাজা। ইহাঁরা সমষ্টিতে তিন শত দ্বিষষ্টি বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিবেন। ইহাঁদের সমসাময়িক আরও অনেক ক্ষত্রবন্ধু রাজার অভ্যুদয় হইবে। ইক্ষ্বাকুবংশের চতুর্ব্বিংশতি, পঞ্চালদিগের পঞ্চবিংশতি, কালকদিগের চতুর্ব্বিংশতি, হৈহয়- বংশীয়দিগের চতুর্ব্বিংশতি কলিঙ্গদেশীয় দ্বাত্রিংশৎ, শকজাতীয় পঞ্চবিংশতি, কুরুবংশীয়দিগের ষট্‌ত্রিংশৎ, মৈথিলদিগের অষ্টাবিংশতি, শূরসেনবংশীয় ত্রয়োবিংশতি এবং বীতিহোত্রবংশের বিংশতিজন মহীপতি একই কালে রাজত্ব করিবেন। সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজার অবসানে রাজা মহানন্দীর শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র মহাপদ্ম রাজা হইবেন। এই মহাপদ্ম হইতেই শূদ্রযোনিজাত ভাবী রাজন্যগণের অধিকারকাল সূচিত হইবে। রাজা মহাপদ্ম ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট হইবেন। ৩১৫-৩২৭। তিনি অষ্টাবিংশতি বর্ষ যাবৎ পৃথ্বী পালন করিবেন। ভবিতব্যতার ফলে ঐ মহাপদ্মের এক সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাঁহাদের মধ্যে মাত্র দ্বাদশ জন নরপতি আট বৎসর করিয়া রাজত্ব করিবেন। মহাপদ্মের অবসানে ঐ সকল রাজা ক্রমে ক্রমে রাজ্য ভোগ করিতে থাকিবেন। ইহাঁদের অবসানে নন্দ রাজা হইবেন। তিনি একশত বর্ষ রাজ্য ভোগ করিবেন। পরে কৌটিল্যের কৌশলে উক্ত সমস্তরাজাই রাজ্যচ্যুত হইবেন

চতুর্ব্বিংশৎসম রাজা চন্দ্রগুপ্তো ভবিষ্যতি ।।
ভবিতা ভদ্রসারস্তু পঞ্চবিংশৎসমা নৃপঃ ।
ষড়বিংশত্তু সমা রাজা অশোকো ভবিতা নৃষু
তস্য পুত্রঃ কুনালস্য বর্ষাণ্যষ্টৌ ভবিষ্যতি ।
কুনালসূনুরষ্টৌ চ ভোক্তা বৈ বন্ধুপালিতঃ ।
বন্ধুপলিতদায়দো দশমানীন্দ্রপালিতঃ ।
ভবিতা সপ্ত বর্ষাণি দেববর্ম্মা নরাধিপঃ ।।
রাজা শতধরশ্চাষ্টৌ তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি
বৃহদশ্বশ্চ বর্ষাণি সপ্ত বৈ ভবিতা নৃপঃ ।।
এত্যেতে নব ভূপা যে বোক্ষ্যন্তি চ বসুন্ধরাম
সপ্তত্রিংশচ্ছতং পুর্ণং তেভ্যঃ শুঙ্গান গমিষ্যতি
পুষ্পমিত্রস্তু সেনানীরুদ্ধৃত্য বৈ বৃহদ্রথম
কারয়িষ্যতি বৈ রাজ্যং সমাঃ ষষ্টিং সদৈব তু ।।
পুষ্পমিত্রসুতাশ্চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সমা নৃপাঃ
ভবিতা চাপি তজ্জ্যেষ্ঠঃ সপ্ত বর্ষাণি বৈ ততঃ ।।

বসুমিত্রঃ সুতো ভাব্যো দশ বর্ষাণি পার্থিবঃ
ততোহন্ধ্রকঃ সমা দ্বে তু ভবিষ্যতিদ সুতশ্চ যে
ভবিষ্যন্তি সুতস্তস্য ক্ষেমভুমিঃ সমা দশ
রাজাঘোষসুতশ্চাপি বর্ষাণি ভবিতা ত্রয়ঃ ।৩৪০
ততো বৈ বিক্রমিত্রস্তু সমা রাজা ততঃ পুনঃ ।
দ্বাত্রিংশদ্ভবিতা চাপি সমা ভাগবতো নৃপঃ । ।৩৪:
ভবিষ্যতি সুতস্তস্য ক্ষেমভূমিঃ সমা দশ ।
দশৈতে বঙ্গরাজানো ভোক্ষ্যন্তীমাং বসুন্ধরাম
শতং পূর্ণং দশ দ্বে চ তেভ্যঃ কিং বা গমিষ্যতি
অপার্থিবসুদেবস্তু বাল্যদ্ব্যসনিনং নৃপম ।।
দেবভূমিস্ততোহন্যশ্চ শৃঙ্গেষু ভবিতা নৃপঃ
ভবিষ্যতি সমা রাজা নবকণ্ঠায়নস্তু সঃ
ভূতিমিত্রঃ সুতস্তস্য চতুঃবিংশদ্ভবিষ্যতি ।।
ভবিতা দ্বাদশ সমা তস্মান্নরায়ণো নৃপঃ ।
সুশর্ম্মা তৎসুতশ্চাপি ভবিষ্যতি সমা দশ
চতুরদ্যঙ্গকৃত্যান্তে নৃপাঃ কণ্ঠায়না দ্বিজাঃ ।।

অতঃপর কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজসিংহাসনে স্থাপন করিবেন। চন্দ্রগুপ্ত চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবেন অতঃপর ভদ্রসর রাজা হইবেন। ইনি পঞ্চবিংশতি বর্ষ রাজ্য শাসন করিবার পর তৎপুত্র রাজা অশোক ষড়্‌বিংশতি বর্ষ রাজত্ব করিবেন। অশোকের পুত্র কুনাল আট বর্ষ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। তাঁহার পর বন্ধুপালিত আটবর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিবেন। অনন্তর বন্ধুপালিতের পুত্র ইন্দ্রপালিত দশ বর্ষ, তৎপশ্চাৎ নরাধিপ দেববর্ম্মা সপ্তবর্ষ, তৎপুত্র রাজা শতধর আট বর্ষ, তদনন্তর রাজা বৃহদশ্ব সপ্তবর্ষ রাজ্য শাসন করিবেন। এই নয় জন ভূপতি পর পর বসুধা রাজ্য ভোগ করিবেন সমষ্টিতে ইঁহাদের রাজত্বকাল একশত সপ্তত্রিংশৎ বর্ষ পূর্ণ হইলে ইহাঁদের নিকট হইতে ঐ রাজ্য শুঙ্গ বংশীয়দিগের হস্তে পতিত হইবে সেনাপতি পুষ্পমিত্র বৃহদ্রথবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া নিজে ষাষ্টি বর্ষ রাজত্ব করিবেন। পুষ্পমিত্রের আট পুত্র হইবে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র সপ্ত বর্ষ যাবৎ ঐ রাজ্য ভোগ করিবেন অনন্তর বসুমিত্র দশ বৎসর এবং তৎপুত্র অন্ধ্রক দুই বৎসর রাজ্য করিবেন অনন্তর পুলিন্দকগণ তিন বৎসর, রাজা ঘোষসুত তিন বৎসর, তৎপশ্চাৎ বিক্রমিত্র তিন বৎসর, তদনন্তর রাজা ভাগবত দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ, এবং তৎপুত্র ক্ষেমভূমি দশ বৎসর রাজ্য শাসন করিবেন এই দশ জন শুঙ্গবংশীয় রাজা ভাবী কালে বসুধা ভোগ করিবেন অনন্তর শৃঙ্গবংশীয় দেবভূমি রাজা হইবেন। ইনি নবকণ্ঠায়ন নাম ধারণ করিয়া কতিপয় বর্ষ রাজত্ব করিবার পর ইঁহার পুত্র ভূতিমিত্র চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ রাজত্ব করিবেন। ৩২৮—৩৪৪। তদনন্তর নরপতি নারায়ণ দ্বাদশ বর্ষ এবং তৎপুত্র সুশর্ম্মা দশ বর্ষ, রাজ্য শাসন করিবেন। এই চারিজন ভাবী রাজা কাণ্ঠায়ন দ্বিজ বলিয়া বিখ্যাত ইঁহাদের নিকট সমস্ত সামন্ত নরপতি অবনত হইবেন। সমষ্টিতে ইঁহারা পঞ্চাশৎ বর্ষ রাজ্য করিবেন। ইঁহাদের অবসানে অন্ধ্ররাজগণ রাজ্য অধিকার করিবেন;

তাব্যাঃ প্রণতসামন্তশ্চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
তেষাং পর্য্যায়কালে তু তরক্ষা তু ভবিষ্যতি।।
কণ্ঠায়নমথোর্দ্ধত্য সুশর্ম্মণং প্রসহ্য তম।
শুঙ্গানাঞ্চাপি যচ্ছিষ্টং ক্ষপয়িত্বা বলং তদ
সিন্ধুকো হ্যন্ধ্রজাতীয়ঃ প্রাপ্যতীমাং বসুন্ধরাম
ত্রয়োবিংশৎ সমা রাজা সিন্ধুকো ভবিতা ত্বথ
অষ্টৌ মাতঙ্ক বর্ষাণি তস্মদশ ভবিষ্যতি।।
শ্রীযাতকর্ণির্ভবিতা তস্য পুত্রস্তু বৈ মহান
পঞ্চাশতং সমাঃ ষট চ শতকর্ণির্ভবিষ্যতি।।
আপাদবন্ধো দশ বৈ দস্য পুওত্রা ভবিষ্যতি।
চতুর্বিংশত্তু বর্ষাণি ষট সমা বৈ ভবিষ্যতি।
ভবিতা নেমিকৃষ্ণশ্চ্য বষর্শাণাং পঞ্চবিংশতিম।
ততঃ সংবৎসরং পূর্ণং হালো রাজা ভবিষ্যতি।।
পঞ্চসপ্তকরাজানো ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ।
ভাব্যঃ পুত্রিকষেণষ্ক সমাঃ সোহপ্যেকবিংশতিম
শাতকর্ণিবর্ষমেকং ভবিয্যতি নরাধিপঃ।
চকার শাতকর্ণিশ্চ ষণ্মাসান বৈ নরাধিপঃ।

অষ্টাবিংশত্তু বর্ষাণি শিবস্বামী ভবিষ্যতি।।
রাজা চ গৌতমীপুত্র একবিংশৎসমা নৃপ।
একোনবিংশতিং রাজা যজ্ঞশ্রীঃ শাতকর্ণ্যথ।।
ষড়েব ভবিতা তস্শাদবিজয়স্ত সমা নৃপঃ।
দন্তশ্রীঃ শাতকর্ণী চ তস্য পুত্রঃ সমাস্ত্রয়ঃ।
পুলোবাপি সমা সপ্ত অন্যোষাঞ্চ ভবিষ্যতি।
ইত্যেতেবৈ নৃপাস্ত্রিংশদন্ধ্রা ভোক্ষন্তি যে মহীম
সমাঃ শতানি চত্বারি পঞ্চ ষড়্বৈ তথৈব চ।
অন্ধ্রাণাং সংস্থিাঃ পঞ্চ তেষাং বংশাঃ সমাঃ পুনঃ।।
সপ্তৈব তু ভবিষ্যন্তি দশাভীরাস্ততো নৃপাঃ।
সপ্ত গর্দ্দভিনশ্চাপি ততোহথ দশ বৈ শকাঃ।
যবনাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি তুষারাস্ত চতুর্দ্দশ।
ত্রয়োদশ মরুন্ডাশ্চ মৌনা হ্যষ্টাদশৈব তু।।
অন্ধ্রাভোক্ষ্যন্তি বসুধাং শতে দ্বেচশতঞ্চ বৈ।
শতানি ত্রীণ্যশীতিঞ্চ ভোক্ষ্যন্তি বসুধাং শকাঃ

কাণ্ঠায়নদিগের শেষ রাজা সুশর্ম্মাকে এবং শুঙ্গদিগের অবশিষ্ট সেনাবলকে সহসা বিতাড়িত ও বিনষ্ট করিয়া অন্ধ্রজাতীয় সিন্ধুক রাজা এই রাজ্য অধিকার করিবেন। ইনি ত্রয়োবিংশতি বর্ষ রাজ্য শাসন করিবার পর রাজাভীষ্ম অষ্টাদশ বর্ষ রাজত্ব করিবেন। শ্রী-শাতকর্ণী নামে ইঁহার এক বিখ্যাত পুত্র হইবে। ঐ পুত্র রাজা হইয়া অতঃপর ষট্‌পঞ্চাশৎ বর্ষ রাজত্ব করিবেন। অনন্ত র তৎপুত্র আপাদবদ্ধ চত্বারিংশৎ বর্ষ যাবৎ রাজপদে বিরাজ করিবেন। অনন্তর তৎপুত্র আপাদবদ্ধ চত্বারিংশৎ বর্ষ যাবৎ রাজপদে বিরাজ করিবেন। অনন্তর রাজা নেমিকৃষ্ণ পঞ্চবিংশতি বর্ষ এবং তৎপশ্চাৎ রাজা হাল পূর্ণ এক বৎসর রাজত্ব করিবেন। ইহাঁদের মধ্যে পাঁচ স্যত জন রাজা অতি প্রবল পরাক্রম হইবেন। হাল রাজার রাজত্বের পর পুত্রিকসেন রাজা হইবেন। তিনি একবিংশতি বর্ষ রাজ্য করিবেন। অনন্তর শাতকর্ণী নামে জনৈক নরপতি একবর্ষ ছয়মাস পর্য্যন্ত রাজ্যাধিকার করিয়া রহিবেন। তাহার পর শিবস্বামী রাজা হইবেন। ইনি অষ্টাবিংশতি বর্ষ রাজকার্য্য পরিচালনা করিবেন। রাজা গৌতমী-পুত্র একবিংশতি বর্ষ রাজ্য ভোগ করিবেন। অনন্তর শাতকর্ণীবংশীয় রাজা যজ্ঞশ্রী ঊনবিংশতি বর্ষ, নৃপতি বিজয় ছয় বর্ষ, তৎপুত্র শতকর্ণী দন্তশ্রী তিন বর্ষ এবং তৎপশ্চাৎ রাজা পুলোবা সপ্তবর্ষ রাজত্ব ভোগ করিবেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অন্ধ্র নরপতিও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এইরূপে পর পর ত্রিশজন অন্ধ্র নরপতি এই মহী ভোগ করিবেন। ৩৪৫-৩৫৭ সমষ্টিতে তাঁহাদের রাজত্বকাল চারিশত একাদশ বর্ষ। এই অন্ধ্র নরপতিগণ পঞ্চবংশে বিভক্ত হইয়া অবস্থিত হইবেন অনন্তর সপ্তদশ জন আভীর রাজত্ব করিবেন। আভীর নরপতিগণের রাজত্বের পর সাত জন গর্দ্দভী রাজা, দশ জন শক রাজা, আট জন যবন রাজা, চতুর্দ্দশ জন তুষার রাজা, ত্রয়োদশ জন মরুন্ড রাজা, এবং অষ্টাদশ জন মৌন রাজা রাজত্ব করিবেন।

অশীতিঞ্চৈব বর্ষাণি ভোক্তারো যবনা মহীম।
পঞ্চবর্ষশতানীহ তুষারাণাং মহী স্মৃতা ॥
শতান্যর্দ্ধচতুর্থানি ভবিতারস্ত্রয়োদশ।
মরুন্ডা বৃষলৈঃ সার্দ্ধং তথান্যা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
শতানি ত্রীণি ভোক্ষ্যন্তি ম্লেচ্ছা একাদশৈব তু
তচ্ছন্নেন চ কালেন ততঃ কোলিকিলা বৃষাঃ।
ততঃ কোলিকিলেভ্যশ্চ বিন্ধ্যশক্তির্ভবিষ্যতি।
সমাঃ ষন্নবতিং জ্ঞাত্বা পৃথিবীঞ্চ সমেষ্যতি।।
বৃষান বৈদিশকাংশ্চাপি ভবিষ্যাংশ্চ নিবোধত
শেষস্য নাগরাজস্য পুত্রঃ স্বরপুরঞ্জয়ঃ।।
ভোগী ভবিষ্যতে রাজা নৃপো নাগকুলোদ্বহঃ
সদাচন্দ্রস্য চন্দ্রাংশো দ্বিতীয়ো নখবাংস্তথা।।
ধনধর্ম্মা ততশ্চাপি চতুর্থো বিংশজঃ স্মৃতঃ।
ভূতিনন্দস্ততশ্চাপি বৈদেশে তু ভবিষ্যতি।
অঙ্গানাং নন্দনস্যান্তে মধুনন্দির্ভবিষ্যতি ॥
তস্য ভ্রাতা যবীয়াংস্তু নাম্না নন্দিযশাঃ কিল।।

তস্যান্বয়ে ভবিষ্যন্তি রাজানস্তে ত্রয়স্তু বৈ।
দৌহিত্রঃ শিশুকো নাম পুরি কায়াং নৃপোঽভবত্।
বিন্ধ্যশক্তিসুতশ্চাপি প্রবীরো নাম বীর্য্যবান
ভোক্ষ্যন্তি চ সমাঃ ষষ্টিং পুরাং কাঞ্চনকাঞ্চ বৈ
যক্ষ্যন্তি বাজপেয়ৈশ্চ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ।
তস্য পুত্রস্য চত্বারো ভবিষ্যন্তি নরাধিপাঃ।
বিন্ধ্যকানাং কুলেঽতীতে নৃপা বৈ বাহ্লিকাস্ত্রয়ঃ
সুপ্রতীকো নভীরদ্য সমা ভোক্ষ্যতি
ত্রিংশতম।।
মখ্যমা নাম বৈ রাজা মাহিষীণাং মহীপতিঃ।
পুষ্পমিত্রা ভবিষ্যন্তি পট্টমিত্রাস্ত্রয়োদশ।
মেকলায়াং নৃপাঃ সপ্ত ভবিষ্যন্তিহ সত্তমাঃ।।
কোমলায়াস্তু রাজানো ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ।।
মেঘা ইতি সমাখ্যাতা বুদ্ধিমন্তো নবৈব তু।
নৈষধাঃ পার্থিবাঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্ত্যামনুক্ষয়াৎ।।

অন্ধ্রগণ সর্ব্বসমেত তিনশত বর্ষ, শকরাজগণ তিন শত অশীতি বর্ষ, যবন রাজগণ অশীতি বর্ষ, তুষার নরপতিগণ পঞ্চ শত বর্ষ, ত্রয়োদশ জন মরুন্ড ও বৃষল জাতীয় রাজা সার্দ্ধ চতুঃশত বৎসর এবং অন্যান্য একাদশ জন ম্লেচ্ছজাতীয় রাজা তিনশত বর্ষ এই মহী ভোগ করিবেন। অনন্তর কালক্রমে এই রাজ্য কোলিকিলজাতীয় বৃষরাজগণের অধিকৃত হইবে। কোলিকিলদিগের নিকট হইতে রাজা বিন্ধ্যশক্তি রাজ্য গ্রহণ করিবেন। তিনি রাজা হইয়া ষণ্নবতি বর্ষ পৃথিবী শাসন করিবেন। এক্ষণে ভাবী কালীন বৈদেশিক বৃষরাজগণের বার্তা শ্রবণ করুন। নাগরাজ শেষের পুত্র নাগকুলধুরন্ধর পরপুরবিজয়ী ভোগী, বিদেশ-রাজ্যের প্রথম রাজা হইবেন। অনন্তর সদাচন্দ্র, চন্দ্রাংশ, নখবান, ধনধর্ম্মা, বিংশজ ও ভূতিনন্দ, ইহাঁরা যথাক্রমে বিদেশে রাজা হইবেন। অঙ্গবংশীয় রাজা নন্দনের পর রাজা মধুনন্দি রাজত্ব করিবেন। এই মধুনন্দির কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম নন্দিযশা। এই নন্দিযশার বংশে তিনজন রাজা হইবেন। তাঁহাদের নাম দৌহিত্র, শিশুক ও বীর্য্যবান প্রবীর। ইঁহারা তিনজনে সমষ্টিতে ষষ্টি বর্ষ রাজত্ব করিবেন। ইহাদের মধ্যে রাজা প্রবীর পূর্ব্বোক্ত বিন্ধ্যশক্তির পুত্র রাজা শিশুক, পুরিকা নগরীতে এবং অপর নৃপদ্বয় কাঞ্চন পুরীতে থাকিয়া রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিবেন। এই নরপতিগণ ভূরদক্ষিণান্বিত বহু বাজপেয় বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা হইবেন অনন্তর প্রবীরের চারি পুত্র রাজা হইবেন। বিন্ধ্যকবংশের অবসানে সুপ্রতীকাদি তিনজন বাহ্লীক রাজা ত্রিংশৎবর্ষ রাজ্য ভোগ করিবেন। ৩৫৮—৩৭৩। অনন্তর মাহিষীদিগের মধ্যে শক্যমা নামে একজন রাজা হইবেন। অতঃপর পুষ্যমিত্র ও পট্টমিত্র নামীয় ত্রয়োদশ জন রাজা রাজত্ব করিবেন। মেকলায় সাত জন শ্রেষ্ঠ নরপতির রাজাসন স্থাপিত হইবে। কতিপয় মহাবল রাজা কোমলায় থাকিয়া রাজত্ব করিবেন অতঃপর মেঘ নামে নয় জন বিখ্যাত বুদ্ধিশালী রাজা হইবেন এই রাজগণ সকলেই

নলবংশপ্রসূতাস্তে বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ।
মাগধানাং মহাবীর্য্যো বিশ্বস্ফানির্ভবিষ্যতি।
উৎখাদ্য পার্থিবান সর্ব্বান সোহস্যান বর্ণান করিষ্যতি।।
কৈবর্ত্তান্ পঞ্চকাংশ্চৈব পুলিন্দান্ ব্রাহ্মণাংস্তথা
স্থাপয়িষ্যতি রাজানো নানাদেশেষু তেজসা
বিশ্বস্ফানির্মহাসত্ত্বো যুদ্ধে বিষ্ণুসমো বলী।৩৭৯
বিশ্বস্ফানির্নরপতিঃ ক্লীবাকৃতিরিবোচ্যতে।
উৎসাদয়িত্বা ক্ষত্রন্তু ক্ষত্রমন্যৎ করিষ্যতি।।
দেবান পিতৃংশ্চ বিপ্রাংশ্চ তর্পয়িত্বা সকৃৎপুনঃ।
জাহ্নবীতীরমাসাদ্য শরীরং যস্যতে বলী।।
সন্ন্যস্য স্বশরীরন্তু শক্রলোকং গমিষ্যতি।
নবনাকাস্ত ভোক্ষ্যনিত পুরীং চম্পাবতীং নৃপাঃ
মথুরাঞ্চ পুরীং রম্যাং নাগা ভোক্ষ্যন্তি সপ্ত বৈ
অনুগঙ্গং প্রয়াগঞ্চ সাকেত-মগধাংস্তথা।
এতাঞ্জনপদান সর্ব্বান ভোক্ষ্যন্তে গুপ্তবংশজাঃ
নিষধানযদুকাংশ্চৈব শৈশীতান কালতোপকান
এতান জনপদান সর্ব্বান ভোক্ষ্যন্তি মণি-ধান্যজাঃ।।
কোশলাংশ্চান্ধ্রপৌণ্ড্রাংশ্চতাম্রলিপ্তনসসাগরান
চম্পাঞ্চৈব পুরীং রম্যাংভোক্ষ্যনিত দেবরক্ষিতাব
কলিঙ্গা মহিষাশ্চৈব মহেন্দ্রনিলয়াশ্চ যে।
এতাঞ্জনপদান সর্ব্বান পালয়িষ্যন্তি বৈ গুহঃ।।
স্ত্রীরাষ্ট্রংভক্ষ্যকাংশ্চৈব ভোক্ষ্যতে কনকাহ্বয়ঃ
তুল্যকালং ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে হ্যেতে মহীক্ষিতঃ
অল্পপ্রসাদা হ্যনৃতা মহাক্রোধা হ্যধার্ম্মিকাঃ।
ভবিষ্যন্তীহ যবনা ধর্ম্মতঃ কামতোহর্থতঃ।।
নৈব মূর্দ্ধাভিষিক্তাস্তে ভবিষ্যন্তি নরাধিপাঃ।
যুগদোষদুরাচারা ভবিষ্যন্তি নৃপাস্ত তে।।
স্ত্রীণাং বালবধেনৈব হত্বা চৈব পরস্পরম
ভোক্ষ্যন্তি কলিশেষে তু বসুধাং পার্থিবাস্ত
উদিতোদিতবংশাস্তে উদিতাস্তমিতাস্তথা।
ভবিষ্যন্তীহ পর্য্যায়ে কালেন পৃথিবীক্ষিতঃ।।
বিহীনাস্ত ভবিষ্যন্তি ধর্ম্মতঃকামতোহর্থতঃ।

নিষধদেশীয় এবং নলবংশ প্রসূত ইহারা বীর্য্যবান এবং মহাবল। অনন্তর মহাবীর্য্য মাগধ বিশ্বস্ফানি রাজা হইবেন ইনি তাৎকালিক বিভিন্ন পার্থিবদিগের উচ্ছেদ সাধন করিয়া অন্যবর্ণীয় কতিপয় ব্যক্তিকে রাজ্য দান করিবেন। রাজা বিশ্বস্ফানি পাঁচ জন কৈবর্ত্ত, পুলিন্দ ও ব্রাহ্মণকে নানা দেশে রাজপদে স্থাপন করিবেন। ইনি মহাসত্ত্ব ও সময়ে বিষ্ণুর ন্যায় বলশালী হইবেন। কথিত আছে, নরপতি বিশ্বস্ফানি ক্লীবাকৃতি হইবেন। ইনি তাৎকালিক ক্ষত্রিয়দিগের উচ্ছেদ করিয়া অন্য ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিবেন. এই রাজা দেব, পিতৃ ও বিপ্রদিগকে তর্পিত করিয়া জাহ্নবীতীর আশ্রয়পূর্ব্বক শরীর পরিহার করিবেন,—শরীর পরিহার পূর্ব্বক ইনি শক্রলোকে উপনীত হইবেন অনন্তর নয় জন নাগ রাজা চম্পাবতীপুরী ভোগ করিবেন। পরে সাত জন নাগরাজ রম্য মথুরা পুরীতে থাকিয়া রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগ করিবেন। তদনন্তর গুপ্তবংশীয় নরপতিগণ গঙ্গার সমীপবর্ত্তী প্রয়াগ, সাকেত ও মগধ প্রভৃতি জনপদে রাজত্ব করিবেন. মণিধান্যবংশীয় নৃপতিগণ নিষধ, যদুক, শৈশীত ও কালপোতকে; গুহরাজ কোশল, অন্ধ্র, পৌণ্ড্র, সসাগর তাম্রলিপ্ত, দেবরক্ষিত রম্য চম্পাপুরী, কলিঙ্গ মহিষ ও মহেন্দ্রনিলয়ে এবং কনক রাজগণ সৌরাষ্ট্র ও ভক্ষ্যক প্রভৃতি জনপদে একই সময়ে রাজত্ব করিবেন অতঃপর কতিপয় অল্প প্রসাদবিশিষ্ট, অতিক্রোধী, অসত্যবাদী অধার্ম্মিক যবন রাজা রাজ্য করিবে। ৩৭৮–৩৮৮ কদাচ তাহারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত হইতে পারিবে না। সেই সকল রাজা যুগদোষবশে অতি দুরাচার হইবে. তাহারা কলির শেষে পরস্পর বালক ও স্ত্রীলোকদিগকে বধ করিয়া রাজ্য ভোগ করিবে। তাহাদের বংশ কোথাও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে এবং কোথাও বা বর্দ্ধিত হইয়া বিনষ্ট হইবে. কালপর্য্যায়ে সেই সকল রাজাই রাজ্য করিতে থাকিবে তাহারা ধর্ম্ম, কাম ও অর্থহীন হইবে। যে যে জনপদে

তৈর্বিমিশ্রা জনপদা ম্লেচ্ছাচারাশ্চ সর্ব্বশঃ ।।
বিপর্য্যয়েন বর্ত্তন্তে নাশয়িষ্যন্তি বৈ প্রজাঃ।
লুব্ধানৃতরতাশ্চৈব ভবিতারস্তদা নৃপাঃ ।
তেষাং ব্যতীতে পর্য্যায়ে বহুস্ত্রীকে যুগে তদা
লবান্নবং ভ্রশ্যমানা আয়ুরূপবলশ্রুতৈঃ ।
তথা গতাসু বৈ কাষ্ঠং প্রজাসু জগতীশ্বরাঃ ।
রাজানঃ সম্প্রণশ্যন্তি কালেনোপহতাস্তদা ।।
কল্কিনোপহতাঃ সর্ব্বে ম্লেচ্ছা যাস্যন্তি সর্ব্বশঃ
অধার্ম্মিকাশ্চ তেঽত্যর্থং পাষণ্ডাশ্চৈব সর্ব্বশঃ।।
প্রনষ্টে নৃপশব্দে চ সন্ধ্যাশ্লিষ্টে কলৌ যুগে ।
কিঞ্চিচ্ছিষ্টাঃ প্রজাস্তা বৈ ধর্ম্মে নষ্টেঽপরিগ্রহাঃ
অসাধনা হতাবাশ্চ ব্যাধিশোকেন পীড়িতাঃ ।
অনাবৃষ্টিহতাশ্চৈব পরস্পরবধেন চ ।।
অনাথা হি পরিত্রস্তা বার্ত্তামুৎসৃজ্য দুঃখিতাঃ ।
ত্যক্ত্বা পুরাণি গ্রামাংশ্চ ভবিষ্যন্তি বনৌকসঃ
এবং নৃপেষু নষ্টেষু প্রজাস্ত্যক্ত্বা গৃহাণি তু ।

নষ্টে স্নেহে দুরাপন্না ভ্রষ্টস্নেহাঃ সুহৃজ্জনাঃ ।।
বর্ণাশ্রমপরিভ্রষ্টাঃ সঙ্করং ঘোরমাস্থিতাঃ
সরিৎপর্ব্বতসেবিন্যো ভবিষ্যন্তি প্রজাস্তদা । ।
সরিতঃ সাগরানূপান সেবন্তে পর্ব্বতানি চ
অঙ্গান কলিঙ্গান বঙ্গাংশ্চ কাশ্মীরান কাশি-
কোশলান ।।
ঋষিকান্তকগিরিদ্রোণীঃ সংশ্রয়িষ্যন্তি মানবাঃ ।
কৃৎস্নং হিমবতঃ পৃষ্ঠং কূলঞ্চ লবণাম্ভসঃ ।
অরণ্যান্যভিপৎস্যন্তি আর্য্যা ম্লেচ্ছজনৈঃ সহ ।।
মৃগৈর্মীনৈর্বিহঙ্গৈশ্চ শ্বাপদৈস্তস্ক্ষুতিসাথা ।
মধুশাকফলৈর্মূলৈর্বর্ত্তয়িষ্যন্তি মানবাঃ ।
চীরং পর্ণঞ্চ বিবিধং বল্কলান্যজিনানি চ ।
স্বয়ং কৃত্বা বিবৎস্যন্তি যতা মুনিজনাস্তথা
বীজান্নানি তথা নিম্নেষীহন্তঃ কাষ্ঠশঙ্কুভিঃ ।
অজৈডকং খরোষ্ট্রঞ্চ পালয়িষ্যন্তি যত্নতঃ ।

তাহাদের বাস, সেই সেই জনপদ প্রায় ম্লেচ্ছাচার হইয়া পড়িবে। রাজগণ বিপর্য্যস্ত হইয়া পরস্পর প্রজাক্ষয় করিবেন। তৎকালে নৃপতিবর্গ প্রায়শঃ লুব্ধ ও অসত্যরত হইবেন। তাঁহাদের সেই রমণীভূয়িষ্ঠ যুগের অবসানে আয়ু, রূপ, বল ও জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে ক্ষয় পাইবে। তখন প্রজাবৃন্দ চরম দশায় উপনীত হইলে কালের আঘাতে রাজগণ বিনষ্ট হইবেন। এই সময় অধার্ম্মিক ম্লেচ্ছপাষণ্ডগণ কল্কির প্রভাবে উপহত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিবে। কলিসন্ধ্যার প্রারম্ভে নৃপনাম লুপ্ত হইবে। কিয়ৎসংখ্যক প্রজা মাত্র অবশিষ্ট রহিবে; পরন্তু ধর্ম্ম নষ্ট হওয়ায় তাহারাও অপরিগ্রহ, সহায়শূন্য, হৃতসর্ব্বস্ব, ব্যাধি ও শোকপীড়িত, অনাবৃষ্টি-দগ্ধ, পরস্পরের বধবিধানে ক্ষয়প্রাপ্ত, অনাথ, ভীত-ত্রস্ত এবং দুঃখার্ত্ত হইবে। তাহারা পুর কিম্বা গ্রামসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গিয়া আশ্রয় লইবে। এইরূপ অরাজকতার ফলে প্রজাগণ গৃহ ছাড়িবে, কাহারও প্রতি কাহারও স্নেহ থাকিবে না, প্রজাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইবে; সুহৃদ্গণও স্নেহবিহীন হইয়া পড়িবে। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা থাকিবে না, ভীষণ বর্ণসাঙ্কর্য্য উপস্থিত হইবে। মৃতাবশিষ্ট প্রজাসাধারণ তখন সরিৎতীরে বা পর্ব্বতে গিয়া বাস করিতে থাকিবে। মানবেরা সরিতে, সাগরে, অনুপ দেশে, শৈলে, অঙ্গ-বঙ্গ—কলিঙ্গ— কাশ্মীর-কাশী—কোশল ও গিরিদ্রোণী প্রভৃতিতে গিয়া আশ্রয় লইবে। আর্য্যগণ ম্লেচ্ছদিগের সহিত একযোগে হিমালয়ের পৃষ্ঠে, লবণাব্ধির কূলে ও গভীর অরণ্যসমূহে বাস করিবেন। ৩৮৯—৪০৩। মানবগণ মৃগ, মীন, বিহঙ্গ, শ্বাপদ, তরক্ষু, মধু, শাক, ফল ও মূলাদি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। তাহারা মুনিজনের ন্যায় বিবিধ চীর, পর্ণ, বল্কল ও অজিন স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া পরিধান করিবে, নিম্ন প্রদেশে গিয়া বীজান্ন অন্বেষণ করিবে, কাষ্ঠ ও শঙ্কু প্রভৃতি দ্বারা সযত্নে ছাগ, মেষ, খর ও উষ্ট্রাদি পশু পালন করিবে, জলের জন্য নদীকূল আশ্রয়

নতীর্বৎস্যন্তি তোয়ার্থে কুলমাশ্রিত্য মানবাঃ।
পার্থিবস্যাবহারেণ বিবাধন্তঃ পরস্পরম।।
বহ্বপত্যাঃ প্রজাহীনাঃ শৌচাচারবিবর্জ্জিতাঃ।
এবং ভবিষ্যনিত্ত নরাস্তদাধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ।।
হীনাদ্ধীনাংস্তথা ধর্ম্মান প্রজা সমনুবর্ত্ততে।
আয়ুস্তদা ত্রয়োবিংশং ন কশ্চিদতিবর্ত্ততে।।
দুর্ব্বলা বিষয়গ্লানা জরয়া সম্প্রিরিপ্লুতাঃ।
পত্রমূলফলাহারাশ্চীরকৃষ্ণাজিনান্বরাঃ।।
বৃত্ত্যর্থমভিলিপ্সন্তশ্চরিষ্যন্তি বসুন্ধরাম।
এতৎকালমনুপ্রাপ্তাঃ প্রজাঃ কলিযুগান্তকে।।
ক্ষীণে কলিযুগে তস্মিন দেব্যে বর্ষসহস্যকে।
নিঃশেষাদ্য ভবিষ্যন্তি সার্দ্ধং কলিযুগেন তু।।
স সন্ধ্যাংশে তু নিঃশেষে কৃতং বৈ
প্রতিপৎস্যতে।।
যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথা তিষ্যবৃহস্পতী।
একরাশৌ ভবিষ্যন্তি তদা কৃতযুগং ভবেৎ।।
এষ বংশক্রমঃ কৃৎস্নং কীর্ত্তিতো বো যথাক্রমম
অতীতা বর্ত্তমানশ্চ তথৈবানাগতাশ্চ যে।।
মহাপদ্মাভিষেকাত্তু জন্ম যাবৎপরিক্ষিতঃ।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম।।
প্রমাণং বৈ তথা চোক্তং মহাপদ্মান্তরঞ্চ যৎ।
অন্তরং তচ্ছতান্যষ্টৌ ষটত্রিংশচ্চ সমাঃ স্মৃতাঃ
এতৎকালান্তরং ভাব্যা অন্ধ্রান্তা যে প্রকীর্ত্তিতাঃ
ভবিষ্যৈস্তত্র সংখ্যাতাঃ পুরাণজ্ঞৈঃ শ্রুতর্ষিভিঃ
সপ্তর্ষয়স্তদা প্রাহুঃ প্রতীপে রাজ্ঞি বৈ শতম।
সপ্তবিংশৈঃ শতৈর্ভাব্যা অন্ধ্রাণান্তে ত্বয়া পুনঃ
সপ্তবিংশতিপর্য্যন্তে কৃৎস্নেন নক্ষত্রমণ্ডলে।
সপ্তর্ষয়স্তে তিষ্ঠন্তি পর্য্যায়েণ শতং শতম।
সপ্তর্ষীণাং যুগং হ্যেতদ্দিব্যয়া সংখ্যয়া স্মৃতম।।
সা সা দিব্যা স্মৃতা ষষ্টিদিব্যাহ্নশ্চৈব সপ্তভিঃ
তেভ্যঃ প্রবর্ত্ততে কালো দিব্যঃ সপ্তর্ষিভিস্তু তৈঃ
সপ্তর্ষীণান্তু যে পূর্ব্বা দৃশ্যন্তে উত্তারাদিশি।

করিয়া রহিবে এবং রাজাদিগের আচরনে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত পীড়িত করিবে। বহু নর প্রজাহীন হইবে; অনেকে বহু পুত্রের পিতা হইবে, এবং শৌচাচারহীন হইয়া তৎকালে অধর্ম্মেই অবস্থিতি করিবে। প্রজাসাধারণ অতি নিকৃষ্টতম ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইবে। তখন আয়ুষ্কাল মাত্র ত্রয়োবিংশতি বর্ষ হইবে; তাহার ব্যতিক্রম কিছুতেই হইবে না। লোক সকল-দুর্ব্বল, বিষয়-বিষণ্ন, জরাজীর্ণ, পত্র-মূল ও ফলাহারী এবং কৃষ্ণাজিন-বসনধারী হইবে। তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিবে। কলিযুগের অবসানে প্রজাবৃন্দ এইরূপই হইবে। দিব্য বর্ষসহস্রাত্মক কলিযুগ ক্ষীণ হইলে, ঐ যুগের সঙ্গে সঙ্গেই প্রজাগণ নিঃশেষ হইয়া যাইবে। সন্ধ্যাংশের সহিত কলিকাল শেষিত হইলে কৃতযুগ প্রবৃত্ত হইবে। যখন চন্দ্র, সূর্য্য পুষ্যানক্ষত্র ও বৃহস্পতিগ্রহ একই রাশিতে সমুদিত হইবে, তখনই কৃতযুগের উপক্রম হইবে। এই আমি যথাক্রমে সমুদয় বংশক্রম কীর্ত্তন করিলাম; অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান, সমস্ত রাজবৃত্তান্তই বলা হইল। পরিক্ষিতের জন্ম হইতে মহাপদ্মের অভিষেক কাল একসহস্র পঞ্চাশৎ বর্ষ বলিয়া নির্দ্ধারিত। মহাপদ্মের পরবর্ত্তী রাজগণের রাজত্ব কালের প্রমাণও নির্ণীত হইয়াছে। মহাপদ্মের রাজত্ব কাল হইতে অন্ধ্রদিগের রাজত্বকালের পরিমাণ অষ্ট শত ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর। ভবিষ্যবেদী পুরাণজ্ঞগণ এইরূপ কালসংখ্যাই নির্ণয় করিয়াছেন। ৪০৪– ৪১৭। সপ্তর্ষিগণ প্রতি নক্ষত্রে এক এক শত বর্ষ যাবৎ বাস করিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহারা সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে সপ্তবিংশতি শত বর্ষ বাস করেন। পর্য্যায়ক্রমে ঐরূপে এক এক নক্ষত্রে এক এক শত বর্ষ কাল অবস্থানের নাম সপ্তর্ষিদিগের এক একটী যুগ বলিয়া কথিত। ঐ যুগ দিব্যসংখ্যায় নির্ণীত হইয়া থাকে। দিব্য এক ষষ্টি বর্ষকেই সপ্তর্ষিগণের এক শত বর্ষ গণনা করা হয়। সপ্তর্ষিদিগের

ততো মধ্যে চ সা নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎসমং দিবি
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তা জ্ঞেয়া ব্যোম্নি শতং সমাঃ
নক্ষত্রাণামৃষীণাঞ্চ যোগস্যৈতন্নিদর্শনম্ ।
সপ্তর্ষয়ো মঘাযুক্তাঃ কালে পারিক্ষিতে শতম্
অন্ধ্রান্তে তু চতুর্ব্বিংশে ভবিষ্যন্তি মতে মম ।।
ইমাস্তদা তু প্রকৃতির্ব্যাপৎস্যন্তি প্রজা ভৃশম্ ।
অনৃতোপহতাঃ সর্ব্বা ধর্ম্মতঃ কামতোঽর্থতঃ ।
শ্রৌতস্মার্ত্তে প্রশিথিলে ধর্ম্মে বর্ণাশ্রমে তদা ।
সঙ্করং দুর্ব্বলাত্মানঃ প্রতিপৎস্যন্তি মোহিতাঃ ।।
সংসক্তাশ্চ ভবিষ্যন্তি শূদ্রাঃ সার্দ্ধং দ্বিজাতিভিঃ
ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রযষ্টারঃ শূদ্রা বৈ মন্ত্রযোনয়ঃ ।
উপস্থাস্যন্তি তান্ বিপ্রাস্তদা বৈ বৃত্তিলিপ্সবঃ ।
শনৈঃ শনৈঃ ভ্রশ্যমানাঃ প্রজা সর্ব্বাঃ ক্রমেণ তু
ক্ষয়মেব গমিষ্যন্তি ক্ষীণশেষা যুগক্ষয়ে ।
যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদা দিনে
প্রতিপন্নং কলিযুগন্তস্য সংখ্যাং নিবোধত ।
সহস্রাণাং শতানীহ ত্রীণি মানুষসংখ্যয়া ।।
ষষ্টীশ্চৈব সহস্রাণি বর্ষাণামুচ্যতে কলিঃ ।।
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু তৎসন্ধ্যাংশং প্রকীর্ত্তিতম্
নিঃশেষে চ তদা তস্মিন্ কৃতং বৈ প্রতিপৎস্যতে
ঐল ইক্ষ্বাকুবংশশ্চ সহ ভেদৈঃ প্রকীর্ত্তিতৌ
ইক্ষ্বাকোদ্যঃ স্মৃতঃ ক্ষত্রঃ সুমিত্রান্তং বিবস্বতঃ ।
ঐলং ক্ষত্রং ক্ষেমকান্তং সোমবংশবিদো বিদুঃ
এতে বিবস্বতাঃ পুত্রাঃ কীর্ত্তিতাঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ তথৈবানাগতাশ্চ যে ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈবান্বয়ে স্মৃতাঃ
যুগে যুগে মহাত্মানঃ সমতীতাঃ সহস্রশঃ ।

গতিক্রমে এইরূপে দিব্য কাল প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। সপ্তর্ষি প্রথমতঃ নক্ষত্রমণ্ডলের পূর্ব্বদিকে এবং পরে উত্তর দিকে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। অনন্তর অন্তরীক্ষের সম-মধ্যভাগে যে নক্ষত্র দেখা যায়, তাহার সহিত সপ্তর্ষি মিলিত হইলে তাঁহাদের শত বর্ষকালের পূর্ণতা জানা যায়। নক্ষত্রমণ্ডল ও সপ্তর্ষিদিগের যোগব্যাপারের ইহাই নিদর্শন। আমার মতে পরিক্ষিতের রাজত্বকালে সপ্তর্ষি একশত বর্ষ মঘানক্ষত্রের সহিত যুক্ত হইবেন। অনন্তর অন্ধ্র রাজাদিগের রাজত্বের অবসানে তাঁহারা শতভিষা নক্ষত্রে গিয়া মিলিত হইবেন; তৎকালে পৃথিবীস্থ প্রজা সাধারণ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবে। সকলেই অসত্যে উপহত এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কাম হইতে হীন হইবে। শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম তখন শিথিল হইয়া যাইবে। দুর্ব্বলচেতা মোহপ্রাপ্ত প্রজাদিগের মধ্যে ঐ সময় সাঙ্কর্য্য ঘটিবে। শূদ্রগণ দ্বিজাতিগণের সহিত সংসক্ত হইবে। ব্রাহ্মণগণ শূদ্রযাজী ও শূদ্রেরা মন্ত্রবক্তা হইবে। বৃত্তিলিপ্সায় ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদিগের আনুগত্য করিবেন। তিল তিল পরিমাণে প্রজাবর্গ তখন ক্ষয় পাইতে থাকিবে। অবশেষে যুগক্ষয়ে ক্ষীণবিশিষ্ট প্রজাগণ সম্পূর্ণই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যে দিনে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, ঐ দিনেই কলি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। এক্ষণে সেই কলিযুগের সংখ্যা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মানুষমানে তিন লক্ষ ষষ্টি সহস্র বর্ষ কলিকালের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দিব্য সহস্র বর্ষ উহার সন্ধ্যাংশ কথিত হইয়া থাকে। যখন সমগ্র কলিকাল নিঃশেষ হইয়া যাইবে, তখনই কৃত যুগ প্রবর্ত্তিত হইবে। ৪১৮—৪৩০। ঐল ও ইক্ষ্বাকুবংশের যে কিছু পার্থক্য আছে, তৎসহ ঐ দুই বংশের বৃত্তান্ত আমি কীর্ত্তন করিয়াছি। ইক্ষ্বাকু হইতে যে ক্ষত্রিয়বংশের আবির্ভাব, তদ্বংশীয় সুমিত্র পর্য্যন্তই তাহার পরিশেষ। আর চন্দ্র-বংশাভিজ্ঞ বুধগণ বলিয়া থাকেন, ক্ষেমক পর্য্যন্তই ঐল ক্ষত্রিয় বংশের অবসান। এই আমি বিবস্বানের কীর্ত্তিবর্দ্ধন পুত্রগণের বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম। যে সকল সূর্য্যবংশীয় নরপতি স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হইয়াছেন, হইবেন বা বর্ত্তমানে আছেন, তাঁহাদের সকলের কথাই বলা হইয়াছে। যুগে যুগে সহস্র সহস্র

বহুত্বন্নামধেয়ানাং পরিসংখ্যা কুলে কুলে ।।
পুনরুক্তবহুত্বাচ্চ ন ময়া পরিকীর্ত্তিত ।
বৈবস্বতেঽন্তরে হ্যস্মিন্নিমিবংশঃ সমাপ্যতে ।।
এতস্যাস্ত যুগাখ্যায়াং যতঃ ক্ষত্রং প্রপৎস্যতে
তদথা হি কথায়িষ্যামি গদতো মে নিবোধত ।।
দেবাপিঃ পৌরবো রাজা ইক্ষাকোশ্চৈরমোমতঃ
মহাযোগবলোপেতঃ কলাপগ্রামসংস্থিতঃ ।
সুবর্চ্চাঃ সোমপুত্রস্তু ইক্ষাকোস্য ভবিষ্যতি ।
এতৌ ক্ষত্রপ্রণেতারৌ চতুর্বিংশে চতুর্যুগে ।
ন চ বিংশে যুগে সোমবংশস্যাদির্ভবিষ্যতি
দেবাপিরসপত্নস্য ঐলাদির্ভবিতা নৃপঃ ।।
ক্ষত্রপ্রবর্ত্তকৌ হ্যেতৌ ভবিষ্যেতে চতুর্যুগে
এবং সর্ব্বত্র বিজ্ঞেয়ং সন্তানার্থে তু লক্ষণম ।।
ক্ষীণে কলিযুগে তস্মিন ভবিষ্যে তু কৃতে যুগে
সপ্তর্ষিভিস্ত তৈঃ সার্দ্ধমাদ্যে ত্রেতাযুগে পুনঃ
গোত্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ ভবিষ্যেতে প্রবর্ত্তকৌ
দ্বাপরাংশে ন তিষ্ঠন্তি ক্ষত্রিয়া ঋষিভিঃ সহ ।
কালে কৃতযুগে চৈব ক্ষীণে ত্রেতাযুগে পুনঃ ।
বীজার্থন্তে ভবিষ্যন্তি ব্রহ্মক্ষত্রস্য বৈ পুনঃ ।।
এবমেব তু সর্ব্বেষু তিষ্ঠন্তীহান্তরেষু বৈ ।
সপ্তর্ষয়ো নৃপৈঃ সার্দ্ধং সন্তানার্থং যুগে যুগে ।
ক্ষত্রস্যৈব সমুচ্ছেদঃ সাম্বন্ধো বৈ দ্বিজৈঃ স্মৃতঃ
মন্বন্তরাণাং সপ্তানাং সন্তনশ্চ সুতাশ্চ তে ।
পরম্পরা যুগানাঞ্চ ব্রহ্মক্ষত্রস্য চোদ্ভবঃ ।
যথা প্রবৃত্তিস্তেষ্যাঃ বৈ পতুত্তানাং তথা ক্ষয়ঃ ।
সপ্তর্ষয়ো বিদুস্তেষাং দীর্ঘায়ুষ্ট্যা ক্ষয়ান্ত তে ।
এতেন ক্রমযোগেণ ঐলেক্ষ্বাকুন্বয়া দ্বিজাঃ ।।
উৎপদ্যমানাস্ত্রেতায়াং ক্ষীয়মাণে কলৌ পুনঃ ।।
অনুযান্তি যুগাখ্যাস্ত যাবন্মন্বন্তরক্ষয়ঃ ।।
জামদগ্ন্যেন রামেণ ক্ষত্রে নিরবশেষিতে ।
কৃতে বংশকুলাঃ সর্ব্বাঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বসুধাধিপৈঃ .

মহাত্মা অতীত হইয়াছেন। বাহুল্য এবং পুনরুক্তি ভয়ে প্রত্যেক বংশজাত মহাত্মাদিগের নামসংখ্যা আমি নির্দ্দেশ করিলাম না। বৈবস্বত মন্বন্তরে রাজা নিমি পর্য্যন্তই রাজবংশের পরিসমাপ্তি. এই বর্ত্তমান যুগে যেরূপে আবার ক্ষত্রিয়োৎপত্তি হইবে, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পুরুবংশীয় রাজা দেবাপি কঠোর যোগবল অবলম্বন করিয়া কলাপ গ্রামে অবস্থান করিবেন এবং ইক্ষাকুকুলে সোম হইতে সুবর্চ্চা নামে এক পুত্র জন্মিবেন। চতুর্বিংশ যুগে এই দুই মহাত্মাই পুনরায় ক্ষত্রিয়বংশের প্রবর্ত্তন করিবেন। বিংশ যুগে সোমবংশের আদি মূল কেহই থাকিবেন না। দেবাপি নিঃসপত্নভাবে ঐল বংশের আদি রাজা হইবেন। চারি যুগেই ঐ দুই পূর্ব্বোল্লিখিত রাজা ক্ষত্রিয়কুলের প্রবর্ত্তক হইবেন। ক্ষত্রিয় সন্তান উৎপাদনের জন্য সর্ব্বত্রও এইরূপ লক্ষণই জানিতে হইবে। কলিযুগ ক্ষীণ ও ভাবী কৃত যুগ প্রবর্ত্তিত হইলে, ঐ রাজদ্বয় ভাবী সপ্তর্ষিগণ সহ প্রাদুর্ভূত হইবেন। পুনর্ব্বার যখন ত্রেতাযুগের আদ্যাবস্থা উপস্থিত হইবে, তখন তাঁহারাই আবার ক্ষত্রিয়বংশের প্রবর্ত্তক হইবেন। দ্বাপরাংশে কি ঋষি, কি ক্ষত্রিয়, কেহই থাকিবেন না কৃত ও ত্রেতাযুগ ক্ষীণ হইলে সেই সেই ঋষি ও রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বংশের বীজভূত হইবেন। সমস্ত মন্বন্তরে এইরূপে ক্ষত্রিয়বংশের অবস্থিতি। সন্তান নিমিত্ত সপ্তর্ষিগণ যুগে যুগে রাজগণ সহ এইরূপেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ৪৩১—৪৪ ক্ষত্রিয়বংশের সমুচ্ছেদ, দ্বিজগণ সহ তাঁহাদের সংস্রব, সপ্ত মন্বন্তর, মন্বন্তরীয় প্রজাবৃন্দ, যুগপরম্পরা, ব্রহ্মক্ষত্রকুলের উদ্ভব, তাঁহাদের উৎপত্তি প্রকার, উৎপন্ন হইবার পর পুনরায় তাঁহাদের ক্ষয় এবং তাঁহাদের দীর্ঘায়ুষ্ট্যাদি বিবরণ, সপ্তর্ষিগণ অবগত থাকেন এইরূপ ক্রমানুসারে ঐল ও ইক্ষাকুবংশীয় দ্বিজাতিগণ ত্রেতাযুগে উৎপন্ন হইয়া কলিযুগের ক্ষয়কাল পর্য্যন্ত যুগানুবর্ত্তন করেন। মন্বন্তরের ক্ষয়কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে এইরূপেই উৎপন্ন হইতে হয়। জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম রাজন্যগণসহ

দ্বিবংশকরণাচ্চৈব কীর্ত্তয়িষ্যে নিবোধত।
ঐলস্যেক্ষ্বকুনন্দস্য প্রকৃতিঃ পরিবর্ত্ততে।
রাজানঃ শ্রেণিবদ্ধাস্য তথান্যে ক্ষত্রিয়াঃ নৃপাঃ।।
ঐলবংশস্য যে খ্যাতাস্তত্থৈবৈক্ষাকবা নৃপাঃ।
তেষামেকশতং পূর্ণং কুলানামভিষেকিণাম।
তাবদেব তু ভোজানাং বিস্তরো দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ।
ভজতে ত্রিশতং ক্ষত্রং চতুর্থা তদযথাদিশম।।
তেষ্বতীতাশ্চ সমানা যে ব্রুবতস্তান্নিবোধত
শতং বৈ প্রতিবিন্ধ্যানাং শতং নাগাশ্চ শতং হয়াঃ।।
ধার্ত্তরাষ্ট্রৈশ্চৈকশতমশীতির্জনমেজয়াঃ।
শতঞ্চ ব্রহ্মদত্তানাং শীরিণাং বীরিণাং শতম।
ততঃ শতন্তু পৌলানাং শ্বেতকাশকুশাদয়ঃ।
ততোহপরে সহস্রং বৈ যেহতীতাঃ শতবিন্দবঃ
ঐজিরে চাশ্বমেধৈস্তে সর্ব্বে নিযুতদক্ষিণৈঃ।

এবং রাজর্ষয়োহতীতাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ
মনোর্বৈবস্বতস্যাস্মিন বর্ত্তমানেহন্তরে তু যে।
তেষাংনিবোধিতোৎপন্না লোকে সন্ততয়ঃস্মৃতাঃ
ন শক্যং বিস্তরং তেষাং সন্তানানাং পরম্পরা
তৎপূর্ব্বাপরযোগেন বক্তুং বর্ষশতৈরপি।।
অষ্টাবিংশদযুগাখ্যাদ্য গতা বৈবস্বতেহন্তরে।
এতা রাজর্ষিভিঃ সার্দ্ধং শিষ্টা বাস্তা নিবোধত
চত্বারিংশচ্চ যে চৈব ভবিষ্যাঃ সহ রাজভিঃ।
যুগাখ্যানাং বিশিষ্টাদ্য ততো বৈবস্বতক্ষয়ঃ।।
এতদ্বঃ কথিদং সর্ব্বং সমাসব্যাসংযোগতঃ।
পুনরুক্তং বহুত্বাচ্চ ন শক্যান্ত যুগৈঃ সহ
এতে যযাতিপুত্রাণাং পঞ্চবিংশা বিশাং হিতাঃ
কীর্ত্তিতা হ্যমিতা যে যে লোকান বৈ ধারয়ন্ত্যত
লভতে চ বরান পঞ্চ দুর্ল্লভানিহ লৌকিকান।।

সমস্ত ক্ষত্রিয়কুলের উচ্ছেদ সাধন করিলে, অনন্তর চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়বংশীয় ক্ষত্রিয়গণেরই পুনরুৎপত্তি হয়। আমি সে বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন, জামদগ্ন্যকৃত সংহারের পর ঐল ও ঐক্ষাকব উভয় বংশেই পুনর্ব্বার সন্তান বিস্তার হয়। ধারাবাহিক ক্রমে ক্ষত্রিয়গণ পুনরায় রাজা হইয়া থাকেন। ঐল ও ঐক্ষাকব, এই দুই বংশেই বহু প্রখ্যাত রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে অভিষিক্ত রাজগণের পূর্ণ এক শত কুল, এবং ভোজগণের তদপেক্ষা দ্বিগুণ, এইরূপে ক্ষত্রিয়দিগের তিন শত কুল প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে যাঁহারা অতীত হইয়াছেন, সেই সকল তুল্যনামীয় রাজাদিগের বিষয় বলি, শ্রবণ করুন। একশত প্রতিবিন্ধ্য, এক শত নাগ, এক শত হয়, এক শত ধৃতরাষ্ট্র, অশীতি জন জনমেজয়, এক শত ব্রহ্মদত্ত, এক শত বীরী, এক শত শৈল এবং এক এক শত শ্বেত, কাশ ও কুশাদি নামীয় নরপতি ও শতবিন্দু নামে এক সহস্র রাজা অতীত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই নিযুত দক্ষিণান্বিত অনেক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এইরূপে শত শত সহস্র রাজর্ষি অতীত হইয়াছেন। এই বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তর; এই মনুর অধিকার কালে যাঁহারা রাজা হইয়াছেন, তাঁহাদের বহুসংখ্যক সন্তান সন্ততি উৎপন্ন হইয়াছে সেই সন্তানপরম্পরার বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বাপর যোগ করিয়া এক শত বর্ষেও বলিবার শক্তি আমার নাই বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টবিংশ যুগ অতীত হইয়াছে। এরূপে রাজর্ষিগণ সহ সে সকল অবশিষ্ট রাজসন্ততি আছে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ভাবী কালে এই যুগে আরও চত্বারিংশৎ জন বিশিষ্ট রাজা রাজত্ব করিবেন পরে বৈবস্বত মন্বন্তরের অবসান হইবে। এই আমি আপনাদের নিকট সংক্ষেপে ও বিস্তৃতক্রমে সমস্ত রাজবৃত্তান্ত বলিলাম। পুনরুক্তি ও বহুত্ব প্রযুক্ত আমি সমস্ত যুগীয় রাজগণের বংশ বর্ণন করিতে সক্ষম নহি। যযাতিপুত্রদিগের প্রজাহিতৈষী পঞ্চবিংশতি বংশধরের বিবরণ কীর্ত্তিত হইল। ইঁহারা সকলেই অমিত প্রভাব এবং এই লোকসমূহের ধারণ কর্ত্তা। এই সকল রাজবংশ-বিবরণ শ্রবণে এবং ধারণে

আয়ুঃ কীর্ত্তিং ধনং পুত্রান স্বর্গং চানন্তমশ্লুতে
দারণাচ্ছ্রবণাচ্চৈব তে লোকান ধাবস্যুত।
ইত্যেষ বো ময়া পাদস্তৃতীয়ঃ কথিতো দ্বিজাঃ
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ কিং ভুয়ো বর্ত্তয়াম্যহম।

ইতে শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে তুর্বস্বাদি
বংশবর্ণনং নাম নবনবতি তমোঽধ্যায়ঃ।
সমাপ্তশ্চায়মুপোদঘাতপাদঃ।

উপসংহারপাদঃ।

শততমোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

শ্রুত্বা পাদং তৃতীয়ন্তু ক্রান্তং সূতেন ধীমতা।
ততশ্চতুর্থং পপ্রচ্ছুঃ পাদং বৈ ঋষিসত্তমাঃ।।১

ঋষয় উচুঃ।

পাদঃ ক্রান্তস্তৃতীয়োঽয়মনুষঙ্গেণ যন্ত্বয়া।
চতুর্থং বিস্তরাৎ পাদং সংহারং পরিকীর্ত্তয়।।২
মন্বন্তরাণি সর্ব্বাণি পূর্ব্বাণ্যেবাপরৈঃ সহ।
সপ্তর্ষাণামথৈতেষাং সাম্প্রতস্যান্তরে মনোঃ।।
বিস্তরাবয়বঞ্চৈব নিসর্গস্য মহাত্মনঃ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্বা চ সর্ব্বমেব ব্রবীহি মে।।৪

সূত উবাচ।

ভবতাং কথয়িষ্যামি সর্ব্বমেতদযথাতথম।
পাদং ত্বিমং সসংহারং চতুর্থং মুনিসত্তমাঃ।।৫
মনোর্বৈবস্বতস্যেমং সাম্পতস্য মহাত্মনঃ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ নিসর্গং শৃণুত দ্বিজাঃ।।৬
মন্বন্তরাণাং সঙ্ক্ষেপং ভবিষ্যৈঃ সহ সপ্তভিঃ।
প্রলয়ঞ্চৈব লোকানাং ব্রুবতো মে নিরোধত।
এতান যুক্তানি বৈ সম্যকসপ্তসপ্তসু বৈ ময়া।
মন্বন্তরাণি সংক্ষেপঞ্চশৃণুতানাগতানি মে।।৮
সাবর্ণস্য প্রবক্ষ্যামি মনোর্বৈবস্বতস্য হ।
ভবিষ্যস্য ভবিষ্যন্তি সমাসাত্তন্নিবোধত।।৯
অনাগতাশ্চ সপ্তৈব স্মৃতাস্ত্বিহ মহর্ষয়ঃ।

আয়ু, কীর্ত্তি, ধন, পুত্র ও অনন্তকাল স্বর্গ, এই পঞ্চ সুদুর্লভ লৌকিক বর প্রাপ্ত হওয়া যায় হে দ্বিজগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট বিস্তর ও আনুপূর্ব্বীক্রমে তৃতীয় পাদ কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর আর কি বর্ণন করিব বলুন। ৪৪৫-৪৬৪।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।। ৯৯।।

শততম অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন, ধীমান্ সূত বর্ণিত তৃতীয় পাদ শ্রবণ করিয়া ঋষিশ্রেষ্ঠগণ অতঃপর চতুর্থ পাদের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত তুমি অনুষঙ্গ নামক তৃতীয় পাদ বর্ণন করিয়াছ, অধুনা চতুর্থ উপসংহারপাদ বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন কর। যে সকল মন্বন্তর অতীত হইয়াছে, সেই সমস্ত এবং অন্যান্য মন্বন্তর, বর্ত্তমান মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদিগের বৃত্তান্ত এবং মহাত্মা সাম্প্রতিক মনুর সৃষ্টি-বিস্তারবার্তা, এই সমুদায় আনুপূর্ব্বীক্রমে বিস্তৃতবার্ত্তা বর্ণন কর। সূত কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই চতুর্থ সংহারপাদের কীর্ত্তনে আপনাদের জিজ্ঞাসিত ঐ সমস্ত বৃত্তান্তই যতাযথ ব্যক্ত করিব। হে দ্বিজগণ। বর্ত্তমান মহাত্মা বৈবস্বত মনুর সৃষ্টিবিবরণ এক্ষণে আনুপূর্ব্বীক্রমে বিস্তৃত ভাবে শ্রবণ করুন। ভবিষ্য সপ্ত মন্বন্তরের সহিত অতীত মন্বন্তরসমূহের ও লোক সকলের সংহারবার্ত্তা সংক্ষেপে বলিতেছি, আপনারা অবহিত হউন। অতীত সপ্ত মন্বন্তরের বর্ণন প্রসঙ্গে যদিও ভবিষ্য সপ্ত মন্বন্তরের কথা সম্যক্ কীর্ত্তন করিয়াছি, তথাচ আবার সে সকল আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন এক্ষণে ভাবী সাবর্ণ মনু এবং বর্ত্তমান বৈবস্বত মনুর বিবরণ বলিব। ভাবী মন্বন্তরে যাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নাম সংক্ষেপে বলি, অবধান করুন।

কৌশিকো গালবশ্চৈব জামদগ্ন্যশ্চ ভার্গবঃ।
দ্বৈপায়নো বশিষ্ঠশ্চ কৃপঃ শারদ্বতস্তথা
আত্রেয়ো দীপ্তিমাংশ্চৈব ঋষ্যশৃঙ্গস্তু কাশ্যপঃ
ভারদ্বাজস্তথা দ্রৌণিমাংশ্চৈব মহাযশাঃ।
এতে সপ্ত মহাত্মানো ভবিষ্যাঃ পরিমর্ষয়ঃ।।
সুতপাশ্চামিতাভাশ্চ সুখাশ্চৈব গণাস্ত্রয়ঃ।
তেষাং গণাস্তু দেবানামেকৈকো বিংশ কঃ স্মৃতঃ
নামতস্য প্রবক্ষ্যামি নিবোধধ্বং সমাহিতাঃ।
ঋতস্তপশ্চ শুক্রশ্চদ্যুতির্জ্যোতিঃ প্রভাকরৌ
প্রভাসো ভাসকৃদ্ধর্ম্মস্তেজোরশ্মিশ্চ ঋতুর্বিরাট্।
অর্চ্চিস্মান্ দ্যোতনো ভানুর্যশঃ কীর্ত্তির্বুধো ধৃতিঃ।
বিংশতিঃ সুতপো হ্যেতো নামভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
প্রভুর্বিভুর্বিভাসশ্চ জেতা হন্তারিহা রিভুঃ।
সুমতিঃ প্রমতিদীপ্তিঃ সমাখ্যাতো মহো মহান্
দেহো মুনির্নয়ো জ্যেষ্ঠঃ সমঃ সত্যশ্চ বিশ্রুতঃ
ইত্যেতে হ্যমিতাভাদ্য বিংশতিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
দমো দাতা বিদঃ সোমো বিত্তবৈদ্যো যমৌ নিধিঃ।
হোমং হব্যং হুতং দানং দেয়ং দাতা তপঃ শমঃ
ধ্রুবং স্থানং বিধানঞ্চ নিয়মশ্চেতি বিংশতিঃ।
মুখ্যা হ্যেতে সমাখ্যাতাঃ সাবর্ণেঃ প্রথমে হন্তরে।।
মারীচস্যৈব তে পুত্রাঃ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
সাম্প্রতস্য ভবিষ্যন্তি সাবর্ণস্যান্তরে মনোঃ।
তেষামিন্দ্রো ভবিষ্যস্য বলির্বৈরোচনঃ পুরা।
বীরবাংশ্চবরীয়াংশ্চ নির্ম্মোহঃ সত্যবাক্কৃতী
চরিষ্ণুরাজ্যো বিষ্ণুশ্চ বাচঃ সুমতিরেব চ।
সাবর্ণস্য মনোঃ পুত্রা ভবিষ্যন্তি নবৈব তু।
নব চান্যেষু বক্ষ্যামি সাবর্ণেশ্চান্তরেষু বৈ
সাবর্ণমনবশ্চান্যে ভবিষ্যা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
মেরুসাবর্ণিনস্তে বৈ দৃষ্টা যে দিব্যদৃষ্টিভিঃ।
দক্ষস্য তে হি দৌহিত্রাঃ প্রিয়ায়া দুহিতুঃ সুতাঃ
মহতা তপসা যুক্তা মেরুপৃষ্ঠে মহৌজসঃ।

অনাগত সপ্ত মহর্ষিই প্রখ্যাত। কুশিকনন্দন গালব, জামদগ্নিসুত ভার্গব, বশিষ্ঠগোত্রীয় দ্বৈপায়ন, শারদ্বতবংশীয় কৃপ, আত্রেয় দীপ্তিমান, কাশ্যপ ঋষ্যশৃঙ্গ এবং ভরদ্বাজগোত্রীয় দ্রৌণি অশ্বত্থামা, এই সপ্ত মহাত্মাই ভাবী মন্বন্তরের পরমর্ষি, সুতপ, অমিতাভ ও সুখ ভবিষ্য মন্বন্তরীয় দেবগণের এই তিনটী গণ প্রখ্যাত। ইঁহাদের এক এক গণে বিংশতি দেব বিরাজিত। এক্ষণে ইঁহাদিগের নাম নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন-ঋত, তপ, শুক্র, দ্যুতি, জ্যোতি, প্রভাকর, প্রভাস, ভাসকৃৎ, ধর্ম্ম, তেজঃ, রশ্মি, ঋতু, বিরাট্, অর্চ্চিষ্মান্, দ্যোতন, ভানু, যশ, কীর্ত্তি, বুধ, ও ধৃতি এই বিংশতি সুতপা দেবগণ নামতঃ কীর্ত্তিত হইল। প্রভু, বিভু, বিভাস, জেতা, হন্তা, অরিহা, রিভু, সুমতি, প্রমতি, দীপ্তি, সমাখ্যাত, মহ, মহান্, দেব, মুনি, নয়, জ্যেষ্ঠ শম, সত্ত্ব ও বিশ্রুত, এই বিংশতি অমিতাভ নামক দেবগণ কীর্ত্তিত হইল। দম, দাতা, বিদ, সোম, বিত্ত, বৈদ্য, যম, নিধি, হোম, হব্য, হুত, দান, দেয়, দাতা, তপ, সম, ধ্রুব, স্থান, বিধান ও নিয়ম-এই বিংশতি শুক নামক দেবগণ কথিত হইল। সাবর্ণ মন্বন্তরের প্রথমাবস্থায় ইহাঁরাই দেবগণের পদে অধিষ্ঠিত ১-১৫। এই দেবগণ মরীচিনন্দন মহাত্মা কশ্যপের পুত্র। অধুনাতন মন্বন্তরের পর ভাবী সাবর্ণ মন্বন্তরে ইহাঁরাই দেবতা হইবেন। বিরোচন-নন্দন বলি ইহাঁদের ভাবী ইন্দ্র। সাবর্ণ মনুর নয় জন পুত্র হইবে। তাহাদের নাম-বীরবান্, অবরীয়ান্, নির্ম্মোহ, সত্যবাক্,কৃতী, চরিষ্ণু, আজ্য, বিষ্ণু, বাচ ও সুমতি। অন্য সাবর্ণ মন্বন্তরীয় নয় জন মনুপুত্রের নাম কীর্ত্তন করিব। ভাবী কালে অন্য আরও অনেক সাবর্ণ মনু হইবেন. ঐ সকল ব্রহ্মনন্দন মনু দূরদর্শিগণের মতে মেরুসাবর্ণি নামে অভিহিত। ঐ মনুগণের মধ্যে অনেকে দক্ষের দৌহিত্র-তদীয় প্রিয়তম

ব্রহ্মদির্ভিস্তে জনিতা দক্ষেণৈব চ ধীমতা ।
মহর্লোকগতাবৃত্য ভবিষ্যা মেরুমাশ্রিতাঃ
মহাভাবাদ্য তে পূর্ব্বং জজ্ঞিরে চাক্ষুষেহন্তরে
ঋষয় উচুঃ।
দক্ষেণ জনিতাঃ পুত্রাঃ কন্যায়ামাত্মনঃ কথম
ভবেন ব্রহ্মণা চৈব ধর্ম্মেণ চ মহাত্মনঃ।
সূত উবাচ
অতো ভবিষ্যান ব্রক্ষ্যামি সাবর্ণমনবদ্য যে
তেষাং জন্ম প্রভাবঞ্চ নমস্কৃত্য প্রচেতসে ।।
বৈশ্বস্তে হ্যপস্পৃষ্টে কিঞ্চিচ্ছিষ্টে চ চাক্ষুষে।
জজ্ঞিরে মনবস্তে হি ভবিষ্যানাগতান্তরে ।
প্রাচেতসস্য দক্ষস্য দৌহিত্রা মনবদ্য যে।
সাবর্ণা নামতঃ পঞ্চ চত্বারঃ পরমর্ষিজাঃ।।
সংজ্ঞাপুত্রস্য সাবর্ণ একো বৈবস্বতস্তথা।
জ্যেষ্ঠঃ সংজ্ঞাসুতো নাম মনুর্বৈবস্বতঃ প্রভুঃ।।
বৈস্বতেহন্তরে প্রাপ্তে সমুৎপত্তিস্তয়োঃ শুভা
চতুর্দশৈতে মনবঃ কীর্ত্তিতাঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ।।
বেদে শ্রুতৌ পুরাণে চ সর্ব্বেতে প্রভবিষ্ণবঃ।
প্রজানাং পতয়ঃ সর্ব্বে ভূতানাং পতয়ঃ স্থিতাঃ
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপর্ব্বতা।
পূর্ণং যুগসহস্রং বৈ পরিপাস্যা নরেশ্বরৈঃ।।
প্রজাভিস্তপসা চৈব বিস্তরং তেষু বক্ষ্যতে।
চতুর্দ্দশৈচ তে জ্ঞেয়াঃ সর্গাঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ।।
মন্বন্যতরাধিকারেষু বর্ত্তন্তেহত্র সকৃৎ সকৃৎ
বিনিবৃত্তাধিকারাস্তে হ্মর্লোকং সমাশ্রিতাঃ।।
সমতীতাস্ত যে তেষামষ্টৌ ষষ্টান্তথাপরে
পূর্ব্বেষু সাম্প্রতশ্চায়ং শাস্তির্বৈবস্বতঃ প্রভুঃ।
য শিষ্টাস্তান প্রবক্ষ্যামি সহ দেবর্ষিদানবৈঃ।
সহ প্রজানিসর্গেণ সর্ব্বাংস্তেনাগতান দ্বিজান।
বৈবস্বতনিসর্গেণ তেষাং জ্ঞেয়স্ত বিস্তরঃ

দুহিতার গর্ভজাত। তাঁহারা মহৌজা, মহাতপস্বী ও মেরুপৃষ্ঠবাসী। তাঁহাদের অনেকে ব্রহ্মাদি দেব এবং ধীমান্ দক্ষ প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন। তাঁহারা মহর্লোকে অবস্থান করেন; সেখান হইতে আসিয়া মেরুপৃষ্ঠের আশ্রয় লন। পূর্ব্বে চাক্ষুষ মন্বন্তরে তাঁহাদের জন্ম হইয়াছিল। সেই ভবিষ্যৎ মনুগণ অতীব মহানুভব। ঋষিগণ কহিলেন,—দক্ষ কিরূপে আত্মকন্যায় পুত্রোৎপাদন করিলেন? এবং ভব, ব্রহ্মা ও ধর্ম্ম হইতেই বা সেই মহাত্মাগণের জন্ম হইল কিরূপে? সূত কহিলেন,—আমি প্রচেতাকে নমস্কার করিয়া অতঃপর ভাবী সাবর্ণ মনুদিগের বিবরণ এবং তাঁহাদের জন্ম ও প্রভাবের বিষয় বর্ণন করিতেছি। চাক্ষুষ মন্বন্তরের অল্লাবশেষে এবং বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রারম্ভে ঐ সকল ভবিষ্য সাবর্ণ মনু জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন উঁহাদের মধ্যে পাঁচজন সাবর্ণ মনু, দক্ষ প্রজাপতির দৌহিত্র, চারিজন মনু মহর্ষি হইতে সমুৎপন্ন এবং একজন ছায়াসংজ্ঞার পুত্র সাবর্ণ। সংজ্ঞাসুত বৈবস্বত মনু ঐ সাবর্ণ মনুর জ্যেষ্ঠ। বৈবস্বত মন্বন্তরের উপক্রমে এই শেষোক্ত মনুদ্বয়ের শুভ জন্ম সঙ্ঘটিত হয় এইরূপে কীর্ত্তিবর্দ্ধন চতুর্দ্দশ মনু কীর্ত্তিত হইয়াছেন কি বেদ, কি শ্রুতি, কি পুরাণ,—সর্ব্বত্রই ইহাঁরা প্রভুবিষ্ণু, প্রজাপতি ও সর্ব্বভূতপতি বলিয়া বর্ণিত। ঐ মনুগণ দ্বারাই এই শৈলদ্বীপবতী সমগ্র পৃথ্বী পূর্ণ যুগ সহস্র যাবৎ প্রতিপালিত। উঁহাদের প্রজা ও তপঃসমৃদ্ধি বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতেছি। স্বায়ম্ভুবাদি মন্বন্তর সৃষ্টি চতুর্দ্দশধা বিভক্ত। ১৬—৩৫। মনুগণ স্ব স্ব মন্বন্তরাধিকারে এক একবার বর্তমান থাকেন, যখন তাঁহাদের অধিকার কাল ফুরাইয়া যায়, তখন তাঁহারা মহর্লোকে গিয়া আশ্রয় লন। তাঁহাদের মধ্যে আট জন মনুর অধিকারকাল অতীত হইয়াছে। পরে আরও ছয় মন্বন্তর অতীত হইবে। পূর্ব্ব মন্বন্ত-সমূহের অবসানে সম্প্রতি এই বৈবস্বত মনুর অধিকার কাল চলিতেছে। এক্ষণে যাঁহারা অবশিষ্ট আছেন, দেব, ঋষি, দানব, দ্বিজ ও অন্যান্য প্রজানিসর্গ সহ তাঁহাদের বিবরণ ব্যক্ত করিতেছি সেই সকল মনুর সৃষ্টিবিস্তার

অন্যূনা নাতিরিক্থাস্তে যস্মাৎ সর্ব্বে বিবস্বতঃ
পুনুক্তা বহুত্বাত্তু ন বক্ষ্যে তেষু বিস্তরম্।
মন্বন্তরেষু ভাবেষু ভূতেষ্বপি তথৈব চ।।
কুলে কুলে নিসর্গা স্তু তস্মাদ্ভূয়ো বিভাগশঃ।
তেষামেব হি সিদ্ধ্যর্থং বিস্তরেণ ক্রমেণ চ।
দক্ষস্য কন্যা ধর্ম্মিষ্ঠা সুব্রতা নাম বিশ্রুতা।
সর্ব্বকন্যবশিষ্টা তু শ্রেষ্ঠা ধর্ম্মপরা সুতা।
গৃহীত্বা তাং পিতা কন্যাং জগাম ব্রহ্মণোঽন্তিকে
বৈরাজস্তমুপাসীনং ধর্ম্মেণ চ ভবেন চ।
ভবধর্ম্মসমীপস্থং দক্ষং ব্রহ্মাভ্যভাসত।।
দক্ষ কন্যা তবেয়ং বৈ জনয়িষ্যতি সুব্রত।
চতুরো বৈ মনূন্ পুত্রাংশ্চাতুর্বর্ণ্যকরান্ ভবান্
ব্রহ্মণাবেচনং শ্রুত্বা দক্ষো ধার্ম্মো ভবস্তদা।
তাং কন্যাং মনসা জগ্মুস্ত্রয়স্তে ব্রহ্মণা সহ।
সত্যাভিধ্যায়িনাং তেষাং সদ্যঃ কন্যা ব্যজায়ত

সদৃশানুরূপাংস্তেষাং চতুরো বৈ কুমারকান্।
সংসিদ্ধাঃ কার্য্যকারণে সম্ভূতাস্তে শ্রিয়ান্বিতাঃ
উপযোগসমর্থৈশ্চ সদ্যোজাতৈঃ শরীরকৈঃ।
তে দৃষ্টা তান স্বয়ং বৃদ্ধা ব্রহ্মব্যাহারিণস্তদা।
সংবুদ্ধা বৈ ব্যকর্ষন্ত মম পুত্রো মমেত্যুত।
অভিধ্যানান্মনোৎপন্নানুচুর্বৈ তে পরস্পরম্।
যো যস্য বপুষা তুল্যোস্তজতাং স তু তং সুতম্
যস্য যঃ সদৃশশ্চাপি রূপে বীর্য্যে চ নামতঃ।
তং গৃহ্নাতু সুভদ্রং বো বন্যতে যস্য য সমঃ।।
ধ্রুবং রূপং পিতুঃ পুত্রঃ সোহনুরুধ্যাদি সর্ব্বদা
তস্মাদাত্মসমঃ পুত্রঃ পিতুর্মাতুশ্চ বীর্য্যতঃ।।
এবং যে সময়ং কৃত্বা সর্বথা জগৃহুঃ সুতান।
যস্মাৎ সবর্ণাস্তেষাং বৈ ব্রহ্মাদীনাং কুমারকাঃ

বৈবস্বত মনুর প্রজাসৃষ্টিরই অনুরূপ। ইহা হইতে তাঁহাদের প্রজাসৃষ্টির ন্যূনতিরিক্ততা কিছুই নাই ভূত ও ভাবী মন্বন্তরসমূহে প্রত্যেক বংশে যে সকল বিভিন্ন সৃষ্টি হয়, পুনরুক্তি ও বাহুল্য ভয়ে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ আমি আর এখানে বলিতে ইচ্ছা করি না, দক্ষ প্রজাপতির সুব্রতা নাম্নী এক ধার্ম্মিকা কন্যা হয় এই কন্যা সর্ব্বকনিষ্ঠা হইলেও অন্যান্য কন্যা অপেক্ষা ইনি গুণশ্রেষ্ঠা ও পরম ধার্ম্মিকা। দক্ষ সেই কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মসমীপে গমন করেন। ব্রহ্মা তখন বৈরাজ লোকে ধর্ম্ম ও ভব সহ একযোগে উপাসনাকার্য্যে নিরত ছিলেন। তিনি ভব ও ধর্ম্মের সমীপাগত দক্ষকে দেখিয়া বলিলেন,—হে দক্ষ! তোমার কন্যা এই সুব্রতা চারিটী পুত্র উৎপাদন করিবে. ঐ পুত্রগণ সকলেই ভাবী কালে চারিজন চতুর্ব্বর্ণের সংস্থাপক মনু হইবেন। ব্রহ্মার কথা শুনিয়া দক্ষ, ধর্ম্ম, ভব-- -ইহাঁরা সকলেই মনে মনে সেই কন্যা সহ সঙ্গত হইলেন। এমন কি স্বয়ংব্রহ্মাও সেই সঙ্গে মনে মনে তৎসহ রমণ করিলেন। এই সকল সত্যাভিধ্যায়ী দেবগণের সত্য সঙ্কল্প—ফলে ঐ কন্যা উহাঁদেরই অনুরূপ চারিটী সন্তান তৎক্ষণাৎ প্রসব করিল। এই কুমারগণ সকলেই কার্য্য সাধনে পটীয়ান্, শ্রীমান্ এবং উপভোগসমর্থ, সদ্যঃ সমুৎপন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সুশোভন এই কুমারচতুষ্টয়কে দেখিয়া ঐ সকল ব্রহ্মবাদী দেববৃন্দ স্ব স্ব সন্তান বলিয়া বুঝিলেন এবং সংরম্ভভরে সকলেই 'আমার পুত্র আমার পুত্র' বলিয়া তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৩৬—৪৮। সেই পুত্রগণ পূর্ব্বোক্ত দেবচতুষ্টয়ের অভিধ্যান হেতু মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; সুতরাং সেই দেববৃন্দ পরস্পর এইরূপ মীমাংসা করিয়া লইলেন যে, এই পুত্রগণের মধ্যে যে যাহার দেহের অনুরূপ, সে তাহারই পুত্র। রূপে, বীর্য্যে, নামে, বর্ণে, যে পুত্র যাঁহার তুল্য হইবে, তিনি তাঁহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিবেন। বস্তুত একথা নিশ্চিতই যে, পুত্র সর্ব্বথা পিতার রূপেরই অনুকরণ করিয়া থাকে অতএব বীর্য্যানুসারে পুত্র পিতা-মাতার আত্মতুল্যই হয়। ইহাই বটে প্রসিদ্ধ এইরূপ মীমাংসা করিয়া দেবচতুষ্টয় স্বীয় স্বীয় সমানবর্ণ পুত্রকে সকলেই আপনার বলিয়া গ্রহণ

সাবর্ণা মনবস্তস্মাৎ সবর্ণত্বং হি তে যতঃ।
মননাম্মননাচ্চৈব তস্মাত্তে মনবঃ স্মৃতাঃ।
চাক্ষুষস্যান্তরেঽতীতে প্রাপ্তে বৈবস্বতস্য হ।
রুচেঃ প্রজাপতেঃ পুত্রো রৌচ্যো নামাভবৎ সুতঃ।
ভূত্যামুৎপাদিতো যস্ত ভৌত্যো নামাভবৎ সুতঃ।
বৈবস্বতেঽন্তরে রাজা দ্বৌ মনু তু বিবস্বতঃ।
বৈবস্বতো মনুর্যশ্চ সাবর্ণো যশ্চ বিশ্রুতঃ
জ্যেষ্ঠঃ সংজ্ঞাসুতো বিদ্বান্মনুর্বৈবস্বতঃ প্রভুঃ
সবর্ণায়াঃ সুতশ্চান্যঃ স্মৃতো বৈবস্বতো মনুঃ।
সাবর্ণা মনবো যে চ চত্বারস্তু মহর্ষিজাঃ।
তপসা সম্ভৃতাত্মানঃ স্বেষু মন্বন্তরেষু বৈ।
ভবিষ্যেষু ভবিষ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যার্থসাধকাঃ।
প্রথমং মেরুসাবর্ণের্দক্ষপুত্রস্য বৈ মনোঃ

পুত্রা মরীচিগর্ভাশ্চ সুশর্ম্মাণশ্চ তে ত্রয়ঃ।
সম্ভূতাশ্চ মহাত্মানঃ সর্ব্বে বৈবস্বতেঽন্তরে
দক্ষপুত্রস্য পুত্রাস্তে রোহিতস্য প্রজাপতেঃ।
ভবিষ্যস্য ভবিষ্যন্ত একৈকো দ্বাদশো গণঃ।
ঐশ্বর্য্যসংগ্রহো রাহো বাহুবশস্তথৈব চ।
পারা দ্বাদশ বিজ্ঞেয়া উত্তরংস্ত নিরোধত।
বাজিয়ো বাজিজিচ্চৈব প্রভূতিশ্চ ককুদ্যথ
দধিক্রাবায়পক্ষশ্চ প্রণীতো বিজয়ো মধুঃ।
তেজস্বানথর্বো দ্বৌ তু দ্বাদশৈতে মরীচয়ঃ।
সুশর্ম্মাণস্তু বক্ষ্যামি নামতস্ত নিবোধত।
বর্ণস্তথাপাঙ্গবিশ্বৌ মুরণ্যো ব্রজনোমতঃ।
অমিতো দ্রবকেতুশ্চ জাম্বোশ্বাজস্রশক্রুকাঃ।
সুনেমিদ্যুতপাশ্চৈব সুশর্ম্মাণঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তেষামিন্দ্রস্তদা ভাব্যো হ্যদ্ভুতো নাম নামতঃ
স্কন্দঃ সোমপ্রতীকাশঃ কীর্ত্তিকেয়স্ত পাবকঃ।
মেধাতিথিশ্চ পৌলস্ত্যো বসুঃ কাশ্যপ এব চ।
জ্যোতিষ্মান্ ভার্গবশ্চৈব দ্যুতিমানঙ্গিরাস্তথ।

করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণের সমান-বর্ণ হইয়াছিল বলিয়া ঐ কুমারেরা প্রত্যেকেই সাবর্ণ মনু নামে বিখ্যাত। দেবগণের মনন হইতে উৎপন্ন বলিয়াই উহাঁদের মনু নাম প্রসিদ্ধ। চাক্ষুষ মন্বন্তর অতীত হইলে, বৈবস্বত মনুর প্রারম্ভে প্রজাপতি রুচির রৌচ্য নামে এক পুত্র হয়। ভূতির গর্ভে ভৌত্য নামেও তাঁহার আর এক পুত্র হইয়াছিল। বৈবস্বত মন্বন্তরে সূর্য্য হইতে উৎপন্ন দুইজন মনু রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজনের নাম বৈবস্বত মনু, অপর সাবর্ণ মনু। এই উভয়ের মধ্যে যিনি বৈবস্বত মনু, তিনি জ্যেষ্ঠ সংজ্ঞাসুত, বিদ্বান ও প্রভুশক্তিসম্পন্ন। এতভিন্ন যিনি সূর্য্য হইতে ছায়াসংজ্ঞার গর্ভে উৎপন্ন হন, তিনি সাবর্ণ মনু। এতদ্ব্যতীত অপর যে চারিজন সাবর্ণ মনুর উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা মহর্ষিজাত। এই মনুগণ সকলেই তপোনিষ্ঠ। ইহাঁরা ভাবী কালীন স্ব স্ব মন্বন্তরে সর্ব্ব কার্য্যক্ষম মনু হইয়া বিরাজ করিবেন। প্রথম মনু দক্ষপুত্র মেরু সাবর্ণি। এই মেরু সাবর্ণির নামান্তর রোহিত প্রজাপতি; ইনি ভবিষ্য মন্বন্তরের ভবিষ্য মনু। ইহাঁর অনেক গুলি পুত্র; পুত্রগণ সকলেই মহাত্মা। তাঁহারা তিন গণ বা তিন ভাগে বিভক্ত; যথা—মরীচিগর্ভ, সুশর্ম্মা ও পার। ইহাঁদের প্রত্যেকগণ দ্বাদশভাগে বিভক্ত তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ, রাহ ও রাহুবশ প্রভৃতি পারগণ বলিয়া বিদিত। এক্ষণে অন্যান্য গণের কথা শ্রবণ করুন। ৪৯—৬১। বাজিও, বাজিজিৎ প্রভৃতি, ককুদি, দধিক্রাবা, অয়পক্ষ, প্রণীত, বিজয়, মধু তেজস্বান্ এবং অথর্ব্বদ্বয়—এই দ্বাদশ জন মরীচিগণ। এক্ষণে নামানুসারে সুশর্ম্মগণের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বর্ণ, অপ, বিশ্ব, মুরণ্য, ব্রজন, অমিত, দ্রবকেতু, জম্বোখ, অজস্র, শক্রুক, সুনেমি ও দ্যুতপা-ইহাঁরা সুশর্ম্মগণ বলিয়া কথিত। ভাবী কালে অদ্ভুত নামে এক দেব ইহাঁদের ইন্দ্র হইবেন। পাবকনন্দন ইন্দুসুন্দর কার্ত্তিকেয় স্কন্দ, পুলস্ত্যবংশীয় মেধাতিথি, কশ্যপগোত্রীয়

বসিতশ্চৈব বাসিষ্ঠ আত্রেয়ো হব্যবাহনঃ ।।
সুতপাঃ পৌলবশ্চৈব সপ্তৈতে রোহিতান্তরে
ধৃতিকেতুর্দীপ্তকেতুঃ শাপহন্তে নিরাময়ঃ ।।
পৃথুশ্রবাস্তথানীকো ভূরিদ্যুম্নো বৃহদ্রথঃ।
প্রথমস্য তু সাবর্ণেনব পুত্রঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।।
দশমে ত্বথ পর্য্যায়ে ধর্ম্মপুত্রস্য বৈ মনোঃ।
দ্বিতীয়স্য তু সাবর্ণের্ভাব্যস্যৈবান্তরে মনোঃ ।
সুখামনা বিরূদ্ধাশ্চ দ্বাবেব তু গণৌ স্মৃতৌ
দ্যুতিমন্তশ্চ তে সর্ব্বে শতসংখ্যাশ্চ তে সমাঃ ।
প্রাণানামচ্ছতঃ প্রোক্তা ঋষিভিঃ পুরুষেষু বৈ
দেবান্তে বৈ ভবিষ্যন্তি ধর্ম্মপুত্রস্য বৈ মনোঃ ।
তেষামিন্দ্রস্তথা বিদ্বান ভবিষ্যঃ শান্তিরুচ্যতে
হবিষ্মান পৌলহঃ শ্রীমান সুকীর্ত্তিশ্চাপি ভার্গবঃ
আপোমূর্ত্তিস্তথাত্রেয়ী বসিষ্ঠশ্চাপি যঃ স্মৃতঃ।
পৌলস্ত্যঃ প্রতিপশ্চাপি নাভাগশ্চৈব কাশ্যপঃ
অভিমন্যুশ্চাঙ্গিরসঃ সপ্তৈতে পরমর্ষয়ঃ।

সুক্ষেত্রশ্চোত্তমৌজাশ্চ ভূরিষেণশ্চ বীর্য্যবান
শতানীকো নিরমিত্রো বৃষসেনো জয়দ্রথঃ।
ভূরিদ্যুম্নঃ সুবর্চ্চাশ্চ দশৈতে মানবাঃ স্মৃতাঃ।
একাদশে তু পর্য্যায়ে সাবর্ণে বৈ তৃতীয়কে ।।
নির্ম্মাণরতয়ো দেবাঃ কামজা বৈ মনোজবাঃ।
গণাস্ত্বেতে ত্রয়ঃ খ্যাতা দেবতানাং মহাত্মানাম
একৈকস্ত্রিংশতস্তেষাং গণাদ্য ত্রিদিবৌকসাম।
মাস্যহানি ত্রিংশত্তু যানি বৈ কবয়ো বিদুঃ
নির্ম্মাণরতেয়ো দেবা রাত্রয়শ্চ বিহঙ্গমাঃ।
গণাস্তে বৈ ত্রয়ঃ প্রোক্তা দেবতানাং ভবিষ্যতি
মনোজবা মুহূর্ত্তাস্তু ইতি দেবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
এতে হি ব্রহ্মণঃ পুত্রা ভবিষ্যা মনবঃ স্মৃতাঃ
তেষামিন্দ্রো বৃষো নাম ভবিষ্যঃ সুররাটততঃ
তেষাং সপ্তর্ষয়শ্চাপি কীর্ত্ত্যমানান্নিবোধত ।।
হবিষ্মান কাশ্যপশ্চাপি বপুষ্মাংশ্চ ভার্গব।
বারুণিশ্চৈব চাত্রেয়ী বাসিষ্ঠো ভগ এব চ ।

বসু, ভৃগু বংশীয় জ্যোতিষ্মান্, অঙ্গিরোবংশীয় দ্যুতিমান্, বসিষ্ঠগোত্রীয় বসিত, আত্রেয় হব্যবাহন এবং পৌলবংশীয় সুতপা-ইহাঁরা রোহিত মন্বন্তরের সপ্তর্ষি প্রথম সাবর্ণির নয় পুত্র বিখ্যাত তাহাদের নাম-ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, শাপ, হস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রবা, অনীক, ভূরিদ্যুম্ন ও বৃহদ্রথ দশম পর্য্যায়ে ধর্ম্মপুত্র দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর নাম ভাব্য। এই ভাব্য মনুর অধিকার কালে সুখমন ও বিরুদ্ধ নামে দুইটী গণ প্রসিদ্ধ। উহাঁরা সকলেই দ্যুতিমন্ত, শত সংখ্যায় বিভক্ত ও সকলেই তুল্যধর্ম্মা। ঐ দেবগণকে ঋষিগণ পুরুষদিগের প্রাণায়াম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ধর্ম্মপুত্র মনুর অধিকার কালে উহাঁরাই দেবগণ হইবেন। বিদ্বান শান্তি উহাঁদের ভাবী ইন্দ্র বলিয়া কথিত। পুলহবংশীয় হবিষ্মান্, ভৃগুবংশীয় শ্রীমান্ সুকীর্ত্তি, অত্রি ও বসিষ্ঠগোত্রীয় আপমূর্ত্তি নামক ঋষিদ্বয়, পুলস্ত্যবংশীয় প্রতীপ, কশ্যপগোত্রীয় নাভাগ এবং অঙ্গিরোবংশের অভিমন্যু-ইহাঁরাই এ মন্বন্তরের সপ্তর্ষি। সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা, ভূরিষেণ, বীর্য্যবান, শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন ও সুবর্চ্চা এই দশ জন এই ভাব্য মনুরপুত্র। একাদশ পর্য্যায়ে তৃতীয় সাবর্ণি মনু হইবেন এই মন্বন্তরে মহাত্মা দেবতাদিগের নির্ম্মাণরতি, কামজ ও মনোজব নামে তিনটী গণ বিখ্যাত। দেবতাদিগের ঐ তিন গণের এক একটী গণে ত্রিংশৎসংখ্যক দেব বিরাজমান। পণ্ডিতগণ মাসের যে ত্রিংশৎ দিবস নিরূপণ করেন, ঐ ত্রিংশৎ দিনাত্মক দেবই নির্ম্মাণরতি রাত্রি ও বিহঙ্গমাত্মক দেব কামজ এবং মুহূর্ত্তাত্মক দেবগণ মনোজবগণ নামে কথিত। এ মন্বন্তরে দেবতাদিগের ত্রিবিধ গণ এইরূপই উল্লিখিত। ৬২-৮০। ব্রহ্মপুত্র মনুর অধিকারকালে এই তিন দেবগণ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বৃষ নামক সুররাজ ইহাঁদের ইন্দ্র হইবেন। এক্ষণে এতন্মন্বন্তরীয় সপ্তর্ষিগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কাশ্যপ হবিষ্মান্, ভার্গব বপুষ্মান, আত্রেয় বারুণি, বাসিষ্ঠ ভগ, আঙ্গিরস পুষ্টি, পৌলস্ত্য

পুষ্টিশ্চাঙ্গিরসো জ্ঞেয়ঃ পৌলস্ত্যো নিশ্চয়স্তথা
পৌলহো হ্যগ্নিতেজাশ্চ দেবা হ্যেকাদশেঽন্তরে
সর্ব্ববেগঃ সুধর্ম্মা চ দেবানীকঃ পুরোবহঃ।
ক্ষেমধর্ম্মা গৃহেযুশ্চ আদর্শঃ পৌণ্ড্রকো মতঃ।।
সাবর্ণস্য তু তে পুত্রাঃ প্রাজাপত্যস্য বৈ মনোঃ
দ্বাদশে ত্বথ পর্য্যায়ে রুদ্রপুত্রস্ত বৈ মনোঃ।।
চতুর্থ ঋতুসাবর্ণির্দেবাস্তস্যান্তরে শৃণু।
পঞ্চৈব তু গণাঃ প্রোক্তা দেবতানামনাগতাঃ
হরিতা রোহিতাশ্চৈব দেবাঃ সুমনসস্তথা।
সুকর্ম্মাণঃ সুপারাশ্চ পঞ্চ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ।
ব্রহ্মণো মানসা হ্যেত একৈকো দশকো গণঃ।
অরুন্তিজো হবিশ্চৈব বিদ্বান্ যশ্চ সহস্রশঃ।।
পর্ব্বতানুচরশ্চৈব অপোঽংশুশ্চ মনোজবঃ।
ঊর্জ্জা স্বাহা সুধা তারা দশৈতে হরিতাঃ স্মৃতঃ
তপোজানির্ভুর্তিশ্চৈব বাচা বন্ধশ্চ যঃ স্মৃতঃ।
রজশ্চৈব তু রাজশ্চ স্বর্ণপাদস্তথৈব চ।।
বৃষ্টির্বিধিশ্চ বৈ দেবো দশৈতে রোহিতাঃ
স্মৃতাঃ।
উষিতাদ্যাস্তু যে দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকীর্ত্তিতাঃ
দেবান্ সুমনসো বিদ্ধি সুকর্ম্মাণো নিবোধত।।
সুপর্ব্বা বৃষভঃ পৃষ্টঃ কৃমির্দ্যুম্নো বিপশ্চিতঃ।।
বিক্রমশ্চ ক্রমশ্চৈব নিভৃতঃ কান্ত এব চ।
এতে সুকর্ম্মণো দেবা সুতাংশ্চৈবাং নিবোধত
বর্ব্বোদিতস্তথা জিষ্টো বর্চ্চস্বী দ্যুতিমান্ হবিঃ
শুভো হবিস্কৃত প্রাপ্তির্ব্যাপৃথো দশমস্তথা।
সুপারা মানবাস্তেতে দেবা বৈ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ
তেষামিন্দ্রস্ত বিজ্ঞেয় ঋতধামা মহাযশাৎ।
কৃতির্বসিষ্ঠপুত্রস্য আত্রিয়ঃ সুতপাস্তথা।
তপোমূর্ত্তিশ্চাঙ্গিরসস্তপস্বী কাশ্যপস্তথা।
তপোঽশায়নঃ পৌলস্ত্যঃ পুলহশ্চ তপোরতিঃ
ভার্গবঃ সপ্তমস্তেষাং বিজ্ঞেয়স্তু তপোমতিঃ।।
এতে সপ্তর্ষয়ঃ সিদ্ধা অন্যে সাবর্ণিকেঽন্তরে
দেববানুপদেবশ্চ দেবশ্রেষ্ঠো বিদূরথঃ।।
মিত্রবান মিত্রবিন্দুশ্চ মিত্রসেনো হমিত্রহা।
মিত্রবাহুঃ সুবর্চ্চাশ্চ দ্বাদশৈতে মনোঃ সুতাঃ
ত্রয়োদশে তু পর্য্যয়ে ভাব্যা রোচ্যান্তরে পুনঃ
ত্রয় এব গণাঃ প্রোক্তা দেবানস্ত স্বয়ম্ভুবা।

নিশ্চয় এবং পৌলহ অগ্নিতেজা-ইহাঁরা একাদশ মন্বন্তরের সপ্তর্ষি। সর্ব্ববেগ, সুধর্ম্মা, দেবানীক, পুরোবহ, ক্ষেত্রধর্ম্মা, গৃহেষু, আদর্শ ও পৌণ্ড্রক-এই কয়জন এই একাদশ মন্বন্তরীয় সাবর্ণমনুর পুত্র। দ্বাদশ পর্য্যায়ের চতুর্থ মনু রুদ্রপুত্র ঋতসাবর্ণি। এই মন্বন্তরীয় দেবগণের বিবরণ শ্রবণ করুন। এ মন্বন্তরে দেবতাদিগের পঞ্চ গণ প্রসিদ্ধ; যথা-হরিত, রোহিত, সুমনা, সুকর্ম্মা ও সুপার এই দেবগণ ব্রহ্মার মানস পুত্র। ইহার এক এক গণে দশ দশ দেব বিরাজিত তন্মধ্যে অরুন্তিজ, হবি, বিদ্বান্, পর্ব্বতানুচর, অপ, অংশু, মনোজব, ঊর্জ্জা, স্বাহা, স্বধা ও তারা-ইহাঁরা হরিতগণ। তপঃ, জানি, ভূতি, বাচা, বন্ধু, রজ, রাজ, স্বর্ণপাদ, বৃষ্টি ও বিধি-এই দশ জন রোহিত গণ। উষিতাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ বিখ্যাত দেবগণকে সুমনোগণ বলিয়া বিদিত হইবে। এক্ষণে সুকর্ম্ম নামক দেবগণের কথা শ্রবণ করুন। সুপর্ব্বা, বৃষভ, পৃষ্ট, কৃপি, দ্যুম্ন, বিপশ্চিত, বিক্রম, ক্রম, নিভৃত ও কান্ত-ইহাঁরা সুকর্ম্মা দেবগণ বলিয়া বিখ্যাত। এক্ষণে ইহাঁদের পুত্রদিগের নাম শ্রবণ করুন বর্য়োদিত, জিষ্ট, বর্চ্চস্বী, দ্যুতিমান্, হবি, শুভ, হবিস্কৃত, প্রাপ্তি, ব্যাপৃথ, সুপার ও মানত-ইহাঁরা এই মন্বন্তরের দেব বলিয়া বিনিশ্চিত; মহাযশা ঋতধামা ইহাঁদের ইন্দ্র। ৮১-৯৫। বসিষ্টপুত্র কৃতী, আত্রেয় সুতপা, আঙ্গিরস তপোমূর্ত্তি, কাশ্যপ তপস্বী, পৌলস্ত্য তপোশয়ান, পৌলহ তপোরতি, এবং ভার্গব তপোমতি-ইহাঁরা এই মন্বন্তরের সপ্তর্ষি দেববান্, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রবিন্দু, মিত্রসেন, মিত্রহা, মিত্রবাহু ও সুবর্চ্চা-এই দ্বাদশ জন এই মন্বন্তরের মনুপুত্র দ্বাদশ পর্য্যায়ের রৌচ্য মন্বন্তরে দেবতাদিগের

ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রাস্তে হি সর্ব্বে মহাত্মনঃ
সুত্রামাণঃ সুধর্ম্মাণঃ সুকর্ম্মাণশ্চ তে ত্রয়ঃ ।
ত্রিদশানাং গণাঃ প্রোক্তা ভবিষ্যাঃ সোমপায়িনঃ
ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবতায়াঃ প্রাভবিষ্যন্ত যাজ্ঞিকৈঃ ।
আজ্যেন পৃষদাজ্যেন গ্রহশ্রেষ্ঠেন চৈ হি ।
দৈবৈদ্যেবাত্রয়স্ত্রিংশৎ পৃথক্তেন নিবোধত ।
সুত্রামাণঃ প্রযাজ্যাস্ত আজ্যপা নাম সাম্পতম
সুকর্ম্মণোহনুযাজ্যাদ্য পৃষদাজ্যাশিনস্ত যে ।
উপযাজ্যঃ সুধর্ম্মাণ ইতি দেবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
দিবস্পতির্মহাসত্ত্বস্তেষামিন্দ্রো ভবিষ্যতি ।।
পুলহাত্মজপুত্রাস্তে বিজ্ঞেয়াস্য রুচেঃ সুতাঃ ।
অঙ্গিরাশ্চৈব ধৃতিমান পৌলস্ত্যঃ পথ্যবাংস্তু সঃ
পৌলহস্তত্ত্বদর্শী চ ভার্গবশ্চ নিরুৎসবঃ ।
নিষ্প্রকম্পস্তথাত্রেয়ী নির্ম্মোহঃ কশ্যপস্তথা ।।
স্বরূপশ্চৈ বাসিষ্ঠঃ সপ্তৈতে তু ত্রয়োদশে ।
চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ তপোধর্ম্মধৃতো ভবঃ ।
অনেকক্ষত্রবদ্ধশ্চ সুরসো নির্ভয়ঃ পৃথঃ ।

তিনটীগণ প্রখ্যাত। এই গণত্রয় ব্রহ্মার মানস পুত্র। উক্ত দেবগণের বিভাগত্রয়, যথা–সুত্রামা, সুধর্ম্মা ও সুকর্ম্মা-ইহাঁরা ভাবী মন্বন্তরের সোমপায়ী দেবগণ। এই মন্বন্তরে যাজ্ঞিকগণ সহ ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেব প্রসিদ্ধ। আজ্য, পৃষদাজ্য, গ্রহশ্রেষ্ঠ ও অন্যান্য দেবগণ সহ এই মন্বন্তরের দেবগণ ত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্যক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ইহাঁদিগকে পৃথক পৃথক রূপে নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রযোজ্য ও আজ্যপ প্রভৃতি নামক দেবগণ সুত্রামা; অনুযাজ্য ও পৃষদাজ্যাশী দেবগণ সুকর্ম্মা এবং উপযাজ্য দেবগণ সুধর্ম্মা বলিয়া অভিহিত মহাসত্ত্ব দিবস্পতি এই দেবগণের ইন্দ্র। রুচিপুত্রগণ পুলহের পৌত্র বলিয়া বিখ্যাত। আঙ্গিরস ধৃতিমান্, পৌলস্ত্য পথ্যবান্, পৌলহ তত্ত্বদর্শী, ভার্গব নিরুৎসেক, আত্রেয় নিষ্প্রকম্প, কাশ্যপ নির্ম্মোহ, এবং বাসিষ্ঠ স্বরূপ, ইহাঁরা এই ত্রয়োদশ মন্বন্তরের সপ্তর্ষি। চিত্রসেন, বিচিত্র, তপোধর্ম্ম, ধৃত, ভব, আনক, ক্ষত্রবৃদ্ধ, সুরস, নির্ভয়, ও পৃথ,

রৌচ্যস্যৈতে মনোঃ পুত্রা অন্তরে তু ত্রয়োদশে
চতুর্দ্দশে তু পর্য্যায়ে ভৌত্যস্যাপান্তরে মনোঃ
দেবতানাং গণাঃ পঞ্চ প্রোক্তা যে তু ভবিষ্যতি
চাক্ষুষাশ্চ কনিষ্ঠাশ্চ পবিত্রা ভ্রাজরাস্তথা ।
বাচাবৃদ্ধাশ্চ এত্যেতে পঞ্চ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ ।
অপরাংশ্চ মনোঃ সূনূন সপ্তৈতান বিদ্ধি
চাক্ষুষান ।
বৃহদাদ্যানি সামানি কনিষ্ঠান সপ্ত তান বিদুঃ ।
সপ্ত লোকাঃ পবিত্রাস্তে ভ্রাজিয়াঃ সপ্ত বিন্ধবঃ
বাচাবৃদ্ধানৃষীন বিদ্ধি মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য বৈ ।
সর্ব্বে মন্বন্তরেন্দ্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াস্তুস্যলক্ষণাঃ ।
তেজসা তপসা বুদ্ধ্যা বলশ্রুতপরাক্রমৈঃ ।
ত্রৈলোক্যে যানি সত্ত্বানি গতিমন্তি ধ্রুবাণি চ
সর্ব্বশঃ বৈগুণৈতানি ইন্দ্রাস্তেহভিভবন্তি বৈ ।
ভূতাপবাদিনো দ্রষ্টা মধ্যস্থা ভূতবাদিনঃ ।

ইহাঁরা এই ত্রয়োদশ রৌচ্য মন্বন্তরের মনুপুত্র ত্রয়োদশ পর্য্যায়ে ভৌত্য মনুর অধিকারে দেবতাদিগের পঞ্চ গণ প্রসিদ্ধ ঐ গণপঞ্চকের নাম-চাক্ষুষ, কনিষ্ঠ, পবিত্র, ভ্রাজর, ও বাচাবৃদ্ধ। পরবর্ত্তী সপ্ত মনুসূনুদিগকেই চাক্ষুষ দেবগণ বলিয়া জানিবেন বৃহদাদি সামসমূহকেই কনিষ্ঠ দেবগণ বলিয়া অভিহিত করা হয় সপ্তলোকই দেবতাদিগের পবিত্র গণ, সপ্ত সিন্ধুই ভ্রাজির গণ, এবং ঋষিসমূহই বাচাবৃদ্ধ গণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। স্বায়ম্ভুব মনু হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মন্বন্তরেরই ইন্দ্র গণ তুল্য লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে ৯৬–১১৩। এই ত্রৈলোক্যে যে সকল চরাচর প্রাণী আছে, যাঁহারা তেজ, তপস্যা, বুদ্ধি, বীর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান, ও পরাক্রমাদি স্বীয় গুণগণ দ্বারা সেই সকলকে অভিভূত করিতে পারেন, তাঁহারাই মন্বন্তরসমূহে ইন্দ্র হইয়া থাকেন। যাহারা ভূতাপবাদী অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা, ঈদৃশ জ্ঞানবান্ তাঁহারা দ্রষ্টা; যাঁহারা ভূতবাদী অর্থাৎ ভূতসমূহের সত্য ও

ভূতানুবাদিনঃ সত্যাগ্রয়ো বেদাঃ প্রবাদিনাম
অগ্নীধ্রঃ কাশ্যপশ্চৈব পৌলস্ত্যো মাগধশ্চ যঃ
ভার্গবো হ্যগ্নিবাহুশ্চ শুচিরাঙ্গিরসস্তথা।
ওজস্বী সুবলশ্চৈব ভৌত্যস্যৈতে মনোঃ সুতাঃ।
সাবর্ণা মনবো হ্যেতে চত্বারো ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
একো বৈবস্বতশ্চৈব সাবর্ণো মনুরুচ্যতে।
রৌচ্যো ভৌত্যশ্চ যৌ তৌ তু মম পৌলহ-ভার্গবৌ।
ভৌত্যস্যৈবাধিপত্যে তু পূর্ণঃ কল্পস্ত পূর্য্যতে

সূত উবাচ।

নিঃশেষেষু চ সর্ব্বেষু তদা মন্বন্তরেষিহ।
অন্তেহনেকযুগে কস্মিন্ ক্ষীণে সংহার উচ্যতে
সপ্তৈতে ভার্গবা দেবা অন্তে মন্বন্তরে তদা।
ভুক্তা ত্রৈলোক্যমধ্যস্থা যুগাখ্যাং হ্যেকসপ্ততিম
পিতৃভির্মনুভিশ্চৈব সার্দ্ধং সপ্তর্ষিভিস্য যে।
যজ্ঞানশ্চৈব তেহন্যান্যে তদ্ভক্তাশ্চৈব তৈঃ সহ
মহর্লোকং গমিষ্যন্তি ত্যক্ত্বা ত্রৈলোক্যমীশ্বরাঃ
ততস্তেষু গতেষূর্দ্ধং ক্ষীণে মন্বন্তরে তদা।
অনাধারমিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং বৈ গমিষ্যতি
ততঃস্থানানি শূন্যানি স্থানিনাং তানি বৈ দ্বিজা
প্রভ্রশ্যন্তি বিমুক্তানি তারাঋগ্রহৈস্তথা।।
ততস্তেষু ব্যতীতেষু ত্রৈলোক্যস্যেশ্বরেষিহ।
সেন্দ্রাস্তেষু সহর্লোকং যস্মিংস্তে কল্পবাসিনঃ।।
জিতাদ্যশ্চ গণা হ্যত্র চাক্ষুষান্তাশ্চতুর্দ্দশ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু দেবাস্তে বৈ মহৌজসঃ।
ততস্তেষু গতেষূর্দ্ধং সাযুজ্যং কল্পবাসিনাম।
সমেত্য দেবাস্তে সর্ব্বে প্রাপ্তে সঙ্কলনে তদা
মহর্লোকং পরিত্যজ্য গণাস্তে বৈ চতুর্দ্দশ।
সশরীরাশ্চ শ্রূয়ন্তে জনলোকং সহানুগাঃ।।
এবং দেবেষতীতেষু মহর্লোকাজ্জনং প্রতি।
ভূতাদিষবশিষ্টেষু স্থাবরান্তেষু চাপ্যত।।
শূন্যেষু লোকস্থানেষু মহান্তেষু ভুবাদিষু।

মিথ্যা এই উভয়ত্ববাদী, তাঁহারা মধ্যস্থ; আর যাঁহারা ভূতপরম্পরার নিত্যত্ববাদী, তাঁহারা সংসারাসক্ত। প্রকৃষ্ট পণ্ডিতগণের জ্ঞানের এই ত্রিবিধ ব্যবহারভেদ সুবিদিত। কাশ্যপ, অগ্নীধ্র, পৌলস্ত্য, মাগধ, ভার্গব, অগ্নিবাহু, আঙ্গিরস, শুচি, ওজস্বী ও সুবল, ইহাঁরা ভৌত্য মনুর পুত্র। এই চারিজন সাবর্ণ মনু ব্রহ্মাদি দেব চতুষ্টয়ের পুত্র। এতদ্ব্যতীত অপর একজন বৈবস্বত সাবর্ণ মনু নামে নিরূপিত রৌচ্য এবং ভৌত্য এই দুই মনু পুলহ ও ভৃগুবংশীয় ভৌত্য মনুর আধিপত্যকালের অবসানেই কল্পাবসান নিশ্চিত সূত কহিলেন,—অনেক যুগের অবসানে সর্ব্বমন্বন্তর নিঃশেষিত হইলে বিশ্বসৃষ্টি সমস্তই সংহৃত হইয়া থাকে। একসপ্ততি যুগ যাবৎ মন্বন্তরের অবসানে সপ্ত ভার্গব দেবগণ, পিতৃগণ, মনুগণ, সপ্তর্ষিগণ, যাজ্ঞিকগণ ও তদনুরক্ত অন্যান্য সমস্ত গণ এই ত্রৈলোক্য মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক ভোগাবসানে মহর্লোকে গমন করিয়া থাকে। এই রূপে ত্রৈলোক্য ত্যাগ করিয়া মন্বন্তরীয় প্রধান প্রধান পুরুষেরা ঊর্দ্ধে মহর্লোকে গমন করিলে তৎকালে এই সমস্ত ত্রৈলোক্য নিরাধার হইয়া পড়ে। হে দ্বিজগণ! অনন্তর সেই সকল স্থানাভিমানীদিগের স্থান সকল শূন্য হয়। তারা, ঋক্ষ ও গ্রহাদি কর্ত্তৃক বিযুক্ত হইয়া সেই সেই স্থান বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ত্রৈলোক্যের প্রধানগণ অতীত হইলে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবশ্রেষ্ঠ, জিতাদি দেবগণ, চাক্ষুষ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ মনুগণ এবং অন্যান্য মহৌজা দেবগণ সকলেই তখন মহর্লোকে গমন-পূর্ব্বক কল্পবাসীদিগের সহিত মিলিত হন। ১১৪—১২৪। তাঁহারা এইরূপে ঊর্দ্ধে কল্পবাসীদিগের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইলে প্রলয়ে সমস্ত দেবগণ মিলিত হইয়া থাকেন। আমরা শুনিয়াছি, অনন্তর মহর্লোক পরিত্যাগপূর্ব্বক উক্ত চতুর্দ্দশ গণ অনুচর সহচর সহ সশরীরে জন-লোকে গমন করেন। এই রূপে দেবগণ মহর্লোক হইতে জনলোকে প্রস্থান করিলে অবশিষ্ট চরাচর সমস্ত ভূত বিনষ্ট হয়। ভুবাদি

দেবেষু চ গতেষূর্দ্ধং সাযুজ্যং কল্পবাসিনাম্ ।।
সংহৃত্য তাংস্ততো ব্রহ্মা দেবর্ষিপিতৃদানবান্ ।।
সংস্থাপয়িতি বৈ সর্গং মহদবৃষ্ট্যা যুগক্ষয়ে।
চতুর্যুগসহস্রান্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তমহোরাত্রবিদো জনাঃ ।।
নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকো যশ্চৈবাত্যন্তিকোগর্ধদতঃ
ত্রিবিধঃ সর্ব্বভূতানামিত্যেষ প্রতিসঞ্চরঃ ।।
ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকস্তস্য কল্পদাহঃ প্রসংযমঃ
প্রতিসর্গে তু ভূতানাং প্রাকৃতঃ করণক্ষয়ঃ ।
জ্ঞানাচ্চাত্যন্তিকঃ প্রোক্তঃ কারণানামসম্ভবঃ
ততঃসংহৃত্য তান্ ব্রহ্মা দেবাংস্ত্রৈলোক্যবাসিনঃ
অহরন্তে প্রকুরুতে সর্গস্য প্রলয়ং পুনঃ
সুষুপ্সুর্ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজাঃ সংহরতে তদা ।।
ততো যুগসহস্রান্তে সম্প্রাপ্তে চ যুগক্ষয়ে।
তত্রাত্মস্থাঃ প্রজাঃ কর্ত্তুং প্রপেদে স প্রজাপতিঃ
তদা ভবত্যনাবৃষ্টিস্তদা সা শতবার্ষিকী।

তথা যান্যল্পসারাণি সত্ত্বানি পৃথিবীতলে ।।
তান্যেবাত্র প্রলীয়ন্তে ভূমিত্বমুপযান্তি চ।
সপ্তরশ্মিরথো ভূত্বা উদতিষ্ঠদ্বিভাবসুঃ ।
অসহ্যরশ্মির্ভগবান পিবন্নম্ভো গভস্তিভিঃ।
হরিতা রশ্ময়স্তস্য দীপ্যমানাস্তু সপ্তভিঃ ।।
ভূয় এব বিবর্দ্ধন্তে ব্যাপ্নুবন্তো বনং শনৈঃ
ভৌমং কাষ্ঠং ঘনং তেজো ভৃশশক্তিস্তু দীপ্যতে
তস্মাদুদকং সূর্য্যস্য তপতোহস্তি হি কথ্যতে
নাবৃষ্ট্যা পরিতিষ্ঠন্তি বারিণঞ দীপ্যতে রবিঃ
তস্মাদপঃ পিবন যো বৈ দীপ্যতে রবিরম্বরে
তস্য তে রশ্ময়ঃ সপ্ত পিবন্ত্যম্ভো মহার্ণবাৎ।
তেনাহারেণ সন্দীপ্তাঃ সূর্য্যাঃ সপ্ত ভবন্ত্যত
ততস্তে রশ্ময়ঃ সপ্ত সূর্য্যা ভূত্বাশ্চতুর্দ্দিশম

মহর্লোকান্ত সমস্ত লোক স্থানশূন্য হইয়া পড়ে। দেবগণ উর্দ্ধে কল্পবাসীদিগের সাযুজ্য লাভ করেন অনন্তর ব্রহ্মা সেই সকল দেব, ঋষি, পিতৃ ও দানবদিগকে সংহার পূর্ব্বক যুগক্ষয়ে মহৎ বৃষ্টির সূচনা করিয়া পুনরায় সৃষ্টি স্থাপন করেন, সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিন এবং সহস্র যুগে তাঁহার রাত্রি হয়। অহোরাত্রবিৎ পণ্ডিতেরা ব্রহ্মার দিবারাত্রির মান এইরূপই নির্দ্দেশ করেন। নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক, ভূতগণের এই ত্রিবিধ প্রলয় হয় এতন্মধ্যে ব্রাহ্ম কল্পদাহ নৈমিত্তিক, ভূতেন্দ্রিয়গণের সংহার প্রাকৃতিক এবং জ্ঞানপ্রভাবে কারণসমূহের অভাবই আত্যন্তিক প্রলয় বলিয়া কথিত। অনন্তর ব্রহ্মা ত্রৈলোক্যবাসী সমস্ত দেবতাদিগের সংহার করিয়া স্বীয় দিনাবসানে পুনরায় সৃষ্টি-সংহার করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা সুষুপ্সু অবস্থাতেই সমগ্র প্রজাসৃষ্টি সংহার করেন। অনন্তর দিব্য সহস্র যুগের অবসানে সেই প্রজাপতি আত্মনিষ্ঠ প্রজাপুঞ্জের সৃষ্টিবিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ঐ সময় শত বর্ষ যাবৎ অনাবৃষ্টি হয়। তাহাতে পৃথিবীতলে যে কিছু ক্ষীণজীবী প্রাণী থাকে, তাহারাও তখন প্রলীন হয়—হইয়া ভূমিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে এই সময় বিভাবসু সপ্তরশ্মি হইয়া উত্থিত হন। তাঁহার রশ্মিস্পর্শ অসহ্য হইয়া পড়ে তিনি গভস্তি বিস্তারে সমস্ত জল পান করিতে থাকেন তাঁহার রশ্মিসকল হরিদ্বর্ণ হইয়া সপ্তধা দীপ্যমান হইতে থাকে। ১২৫—১৩৯। ঐ রশ্মিসমূহ ভৌম, বন, কাষ্ঠ, তেজঃ প্রভৃতি পুনঃপুনঃ পরিব্যাপ্ত করিয়া বিবর্দ্ধিত হয়। সূর্য্য জল দ্বারাই দীপ্তি পাইয়া থাকেন; সুতরাং জলই তাঁহার তাপাধিক্যের কারণ বলিয়া কথিত। কেন না, অবৃষ্টিবশে সূর্য্য তপ্ত হন না। অবৃষ্টিবশে তাঁহার তাদৃশ পরিবেশসন্নিবেশ হয় না এবং অবৃষ্টিবশে তিনি তাপযোগে কোন কিছু গ্রহণও করেন না। সুতরাং বারি দ্বারাই রবির দীপ্তি হয় বারি পান করিয়াই অম্বরে তিনি দীপ্তি পাইয়া থাকেন। তাঁহার সপ্তরশ্মি মহার্ণব হইতে তৎকালে জল পান করে। সেই জলাহারেই সপ্ত সূর্য্য সমুদ্দীপ্ত হইয়া উঠেন। সেই

চতুর্লোকমিমং সর্ব্বং দহন্তি যিখিনস্তদা।।
প্রাপ্লাবঙ্গিতচ ভাভিস্তু উর্দ্ধঞ্চাধশ্চ রশ্মিভিঃ।
দীপ্যন্তে ভাস্করাঃ সপ্ত যুগান্তাগ্নি প্রতাপিনঃ॥
ভে বারিণা চ সন্দীপ্তা বহুসাহস্রর‍শ্ময়ঃ।
খং সমাবৃত্য তিষ্ঠন্তি নির্দ্দহন্তেতা বসুন্ধরাম।।
ভতস্তেষাং প্রতাপেন দহ্যমানা বসুন্ধরা।
সাদ্রিনদ্যর্ণবা পৃথ্বী বিস্নেহা সমপদ্যত।।
দীপ্তাভিঃ সন্ততাভিশ্চ চিত্রাভিশ্চ সমন্ততঃ।
অধশ্চোর্দ্ধবৃচ তির্য্যক চ সংরুদ্ধং সূর্য্যরশ্মিভিঃ।
সূর্য্যাগ্নীনাং প্রবৃদ্ধানাং সংসৃষ্টানাং পরস্পরম।
একত্বমুপযাতানামেকজ্বালং ভবত্যুত।।
সর্ব্বলোকপ্রণাশশ্চ সোহগ্নির্ভূত্বা তু মন্ডলী।
চতুর্লোকমিদং সর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু তেজসা।।
ততঃ প্রলীয়তে সর্ব্বং জঙ্গমং স্থাবরং তদা।
নির্বৃক্ষা নিস্তৃণা ভূমিঃ কুর্ম্মপৃষ্ঠসমা ভবেৎ।।
অম্বরীষমিবাভাতি সর্ব্বং মারিষিতং জগৎ।
সর্ব্বমেব তদার্চ্চিভিঃ পূর্ণং জাজ্বল্যতে নভঃ॥
পাতালে যানি সত্বানি মহোদধিগতানি চ
ততস্তানি প্রলীয়ন্তে ভূমিত্বমুপযান্তি চ॥
দ্বীপাশ্চ পর্ব্বতাশ্চৈব বর্ষণ্যথ মহোদধিঃ।
সর্ব্বং তদ্ভস্মসাচ্চক্রে সর্ব্বাত্মা পাবকদ্য সঃ॥
সমুদ্রেভ্যো নদীভ্যশ্চ পাতালেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ
পিবরপঃ সমিদ্ধোহগ্নিঃ পৃথিবীমাশ্রিতো জ্বলন॥
ততঃ সংবর্ত্তকঃ শৈলানতিক্রম্য মহাংস্তথা।।
লোকান সংহরতে দীপ্তো ঘোরঃ সংবর্ত্তকো হনলঃ॥
ততঃ স পৃথিবীং ভিত্ত্বা রসাতলমশোষয়ৎ।
নির্দ্দহ্য তাংস্ত পাতালান্নাগলোকমথাদহৎ॥
অধস্তাৎ পৃথিবঅংদগ্ধা উর্দ্ধং স দহতে দিবম।

সপ্তরশ্মিই চতুর্দ্দিকে সূর্য্যস্বরূপ হইয়া প্রতিভাত হয়। এই সময় অগ্নিরাশিও এই লোকচতুষ্টয় দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন উর্দ্ধ ও অধঃ উভয় দিক্‌ই যথাক্রমে সূর্য্যরশ্মি ও অগ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত হয়। যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় প্রতাপশালী সপ্ত ভাস্কর বারি সহযোগেও প্রদীপ্ত হইয়া বহু সহস্র রশ্মি ধারণপূর্ব্বক বসুধাকে দগ্ধ করিতে করিতে আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। উহাঁদের প্রতাপে অদ্রি, অব্ধি ও নদীশালিনী সমগ্র পৃথ্বী দগ্ধ হইয়া একেবারেই নিঃস্নেহ হইয়া পড়ে। দীপ্ত, বিচিত্র ও বিস্তৃত সূর্য্যরশ্মি সকল অধঃ, উর্দ্ধ, তির্য্যক্, সর্ব্বদিক্ সংরুদ্ধ করিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। সূর্য্যরশ্মি ও অগ্নিশিখা সকল পরস্পর মিলিত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয় এবং একই জ্বালামালার ন্যায় প্রতিভাত হইতে থাকে। তখন অগ্নি মন্ডলাকারে বিদীপিত হইয়া সমস্ত লোক সংহার করে এবং স্বীয় তেজে এই সমগ্র লোকচতুষ্টয় দগ্ধ করিতে থাকে তখন সমস্ত চরাচর জগৎ বিলয় প্রাপ্ত হয়। ভূমি নির্বৃক্ষ ও নিস্তৃণ হইয়া কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ বিরাজ করিতে থাকে। তৎকালে এই প্রলয়দগ্ধ জগৎ একটা বৃহৎ ভর্জ্জনপাত্রবৎ প্রতিভাত হয় তখন সমস্ত আকাশমন্ডলই রশ্মিজালে পরিপূর্ণ হইয়া প্রজ্বলিত হইতে থাকে। পাতালে এবং মহোদধি মধ্যে যে সকল প্রাণী আছে, তাহারা সকলেই প্রলীন হয়—হইয়া ভূমিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বীপ, পর্ব্বত, বর্ষ ও মহোদধি এই সকলই তখন সর্ব্বাত্মা পাবক ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। ১৪০—১৫৪ সমুদ্র, নদী ও পাতাল হইতে সমস্ত জল পান করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নি সে কালে প্রজ্বলিত পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। অনন্তর মহান সম্বর্ত্তক অনল শৈলসমূহকে অতিক্রম করিয়া দীপ্ত ও ঘোরাকারে লোক, সকলের সংহার সাধন করেন অনন্তর তিনি পৃথিবী ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবেশপূর্ব্বক সে স্থান ও বিশোষিত করেন এবং সেই সকল পাতাল দগ্ধ করিয়া পরে উর্দ্ধগত স্বর্গলোকও দগ্ধ করেন।

যোজনানাং সহস্রাণি অযুতান্যর্ব্বুদানি চ ।।
উদতিষ্ঠচ্ছিখাস্তস্য বহ্নেঃ সংবর্ত্তকস্য তু ।
গন্ধর্ব্বাংশ্চ পিশাচাংশ্চ সমহোরগরাক্ষসান্ ।
তদা দহতি সন্দীপ্তো গোলকশ্চৈব সর্ব্বশঃ ।
ভূর্লোকস্তু ভুবর্লোকং স্বর্লোকঞ্চ মহস্তথা
ঘোরো দহতি কালাগ্নিরেবং লোকচতুষ্টয়ম্ ।।
ব্যাপ্তেষু তেষু লোকেষু তির্য্যগূর্দ্ধমথাগ্নিনা ।
তত্তেজঃ সমনু প্রাপ্তং কৃৎস্নং জগদিদং শনৈঃ ।
অয়োগুড়নিভং সর্ব্বং তদা হ্যেবং প্রকাশতে ।।
ততো গজকুলাকারাস্তড়িদ্ভিঃ সমলঙ্কৃতাঃ ।
উত্তিষ্ঠন্তি তদা ঘোরা ব্যোম্নি সংবর্ত্তকা ঘনাঃ ।।
কেচিন্নীলোৎপলশ্যামাঃ কেচিৎকুমুদসন্নিভাঃ ।
কেচিদ্বৈদূর্য্যসঙ্কাশাঃ ইন্দ্রনীলনিভাঃ পরে ।।
শঙ্খকুন্দনিভাশ্চান্যে জাত্যঞ্জননিভাস্তথা ।
ধূম্রবর্ণা ঘনাঃ কেচিৎ কেচিৎপীতাঃ পয়োধরাঃ
কোদ্রাসভবর্ণাবা লাক্ষারক্তনিভাস্তথা
মনঃশিলাভাস্ত্বপরে কপোতাভাস্তথাম্বুদাঃ ।
ইন্দ্রগোপনিভাঃ কেচিদুত্তিষ্ঠন্তি ঘনা দিবি ।।
কেচিৎপুরবরাকারাঃ কেচিদগজকুলোপমাঃ ।।
কেচিৎ পর্ব্বতসঙ্কাশাঃ কেচিৎ স্থলনিভা ঘনাঃ
কূটাগারনিভাঃ কেচিৎ কেচিন্মীনকুলোপমাঃ
বহুরূপা ঘোররূপা ঘোরস্বরনিনাদিনঃ
তদা জলধরাঃ সর্ব্বে পূরয়ন্তি নভঃস্থলম্ ।
ততস্তে জলদা ঘোরা রাবিণো ভাস্করাত্মিকাঃ
সপ্তধা সংবৃতাত্মনস্তমগ্নিং শময়ন্ত্যত ।
ততস্তে জলদা বর্ষং মুঞ্চন্তি চ মহৌঘবৎ ।
সুঘোরমশিবং সর্ব্বং নাশয়ন্তি চ পাবকম্ ।
প্রবৃষ্টৈশ্চ তথাত্যর্থং বারিভিঃ পূর্য্যতে জগৎ
অদ্ভিস্তেজোহভিভূতঞ্চ তদাগ্নিঃ প্রবিশত্যপঃ
নষ্টে চাগ্নৌ বর্ষশতে পয়োদাঃ পাকসম্ভবাঃ ।
প্লাবয়ন্তি জগৎসর্ব্বং বৃহজ্জলপরিস্রবৈঃ ।
ধারাভিঃ পরয়ন্তীমং চোদ্যমানাঃ স্বয়ম্ভুবা

সম্বর্ত্তকাগ্নির বহু শিখা তখন অযুত অর্ব্বুদ সহস্র যোজন স্থান ব্যাপিয়া উত্থিত হয়। ঐ অগ্নি তখন সংদীপ্ত হইয়া গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, মহোরগ ও রাক্ষস এবং সমগ্র গোলকমণ্ডলও দগ্ধ করিয়া থাকেন। ঘোর কালাগ্নি ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক ও মহর্লোক, এই চারি লোকই দগ্ধ করেন। সেই অগ্নি কর্ত্তৃক তির্য্যক, উর্দ্ধ ও অধোভাবে সকল লোক পরিব্যাপ্ত হইলে এ জগতের সর্ব্বত্রও তাঁহার তেজঃ অনুপ্রবিষ্ট হয়। তৎকালে এই সকল জগৎই আয়োগুড়সদৃশ প্রকাশ পাইতে থাকে। ঐ সময় সম্বর্ত্তকনামক ভীষণ মেঘ সকল তড়িন্মালায় অলকৃত হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গজের ন্যায় উত্থিত হয়। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি কুমুদ-সন্নিভ, কতকগুলি বৈদূর্য্য-প্রতিম, কতকগুলি ইন্দ্রনীলনিভ, অপর কতকগুলি শঙ্খ ও কুন্দ সদৃশ, অন্য কতকগুলি স্বভাবই অঞ্জনাকার, কতকগুলি ধূম্রবর্ণ, কতকগুলি পীতবর্ণ কতকগুলি রাসভ-তুল্যবর্ণ, কতকগুলি লাক্ষারঞ্জনিভ, কতকগুলি মনঃশিলা-সন্নিভ এবং কতকগুলি কপোতাভ। ঐ সময় কতকগুলি ইন্দ্রগোপ সদৃশ মেঘ আকাশে উত্থিত হয়, এবং আরও বিবিধকার বহু সংখ্যক মেঘ উত্থিত হইতে থাকে। তন্মধ্যে কতকগুলি গজকূল-প্রতিম, কতকগুলি পর্ব্বতসদৃশ, কতকগুলি স্থলসন্নিভ, কতকগুলি কূটাগারনিভ, কতকগুলি মীনপুঞ্জ প্রতিম, কতকগুলি বহুরূপ, কতকগুলি ঘোররূপ এবং কতকগুলি ঘোররবে নিনাদকারী। এই জলধরগণ তৎকালে সকলেই নভঃস্থল পরিপূর্ণ করিয়া থাকে। ১৫৫–১৬৮। তাহারা গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে জল বর্ষণ করে, ঐ সপ্তধা ভিন্ন ভাস্করাত্মক মেঘ সকল সেই প্রলয়াগ্নিকে তখন নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলে। জলদজাল মহাপ্রবাহাকারে বারিবর্ষণ করে; তাহাতে সেই অতি ভীষণ অংশবাহ্নি বিনষ্ট হইয়া যায়। বারিরাশি প্রবেশ করিয়া জগৎ পূরিত করিয়া ফেলে সমস্ত তেজ জল দ্বারা অভিভূত হয়, অগ্নি তখন জলে প্রবেশ করেন। অগ্নি নষ্ট হইলে পাবক সম্ভব পয়োদবৃন্দ প্রভূত জলবর্ষণে

অন্যে তু সলিলৌঘৈস্তু বেলামভিভবন্ত্যপি।
সাদ্রিদ্বীপান্তরং পৃথ্বী তাড্ভিঃ সংছাদ্যতে তদা।।
তস্য বৃষ্ট্যা চ তোয়ং তৎসর্ব্বং হি পরিমণ্ডিতম্
প্রবিশ ত্যুদধৌ বিপ্রাঃ পীতং সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ
আদিত্যরশ্মিভিঃ পীতং জলমভ্রেষু তিষ্ঠতি।
পুনঃ পতন্তি তদ্ভূমৌ তেন পূর্য্যান্তি চার্ণবাঃ।।
ততঃ সমুদ্রাঃ স্বাং বেলাং পরিক্রামন্তি সর্ব্বশঃ
পর্ব্বতাশ্চ বিশীর্য্যন্তে মহীচাপ্সু নিমজ্জতি।
ততস্য সহসোদভ্রান্তঃ পয়োদাংস্তান্নভস্তলে।
সংবেষ্টয়তি ঘোরাত্মা দিবি বায়ুঃ সমন্ততঃ।।
তস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
পূর্ণে যুগসহস্রে বৈ নিঃশেষঃ কল্পঃ উচ্যতে।।
অবাম্ভসা বৃতে লোকে প্রাহুরেকার্ণবং বুধাঃ।
অথ ভূমিতলং খঞ্চ বায়ুশ্চৈকার্ণবে তদা।

নষ্টে ভাবেহবলানং তৎপ্রাজ্ঞায়ত ন কিঞ্চন।।
পার্থিবস্ত্বথ সামুদ্রা আপো হৈম্যাশ্চ সর্ব্বশঃ।
প্রসরন্ত্যো ব্রজন্ত্যেকং সলিলাখ্যাং ভজন্ত্যত
আগতগতিকঞ্চৈব তদা তৎসলিলং স্মৃতম্।
প্রচ্ছদ্য তিষ্ঠতি মহীমর্ণবাখ্যঞ্চ তজ্জলম্।।
আভান্তি যস্মাত্ম ভাভির্ভাশব্দো ব্যাপ্তিদীপ্তিষু
তস্ম সর্ব্বমনুপ্রাপ্য তস্মাদম্ভো নিরুচ্যতে।।
নানাত্বে চৈব শীঘ্রে চ ধাতুর্বৈ অর উচ্যতে।
একার্ণবে তদাপো বৈ ন শীঘ্রাস্তেন তা নরাঃ।
তস্মিন যুগসহস্রান্তে দিবসে ব্রহ্মণো গতে।
তাবন্তং কালমেবস্তু ভবত্যেকার্ণবং জগৎ
তদা তু সর্ব্বব্যাপারা নিবর্ত্তন্তে প্রজাপতেঃ।
এবমেকার্ণবে তস্মিন্নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
তদা স ভবতি ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।।

সমস্ত জগৎ পরিপ্লাবিত করে। বায়ু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া মেঘদল ধারা বর্ষণে সকল লোক পরিপূরিত করিয়া ফেলে। অন্যান্য মেঘ সকল জলরাশি বর্ষণে সমুদ্রের বেলাভূমি পরিপ্লাবিত করে। তখন অদ্রি ও দ্বীপপুঞ্জ সহ সমগ্র পৃথ্বী জল দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যায়। হে বিপ্রগণ! বৃষ্টিবর্ষণে সমুদয় মেঘজল পরিত্যক্ত হয়। অনন্তর সূর্য্য-রশ্মি দ্বারা পীত হইয়া উদধিমধ্যে প্রবেশ করে। আদিত্যরশ্মি দ্বারা পীত হইয়া জল অভ্র মধ্যে অবস্থিত হয়। পুনরায় অভ্র হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়ায় অর্ণব সকল জলে পূর্ণ হইয়া যায়। অনন্তর সমুদ্রগণ স্বীয় বেলা-ভূমি অতিক্রম করে। পর্ব্বত সকল বিশীর্ণ হয় এবং মহী জলমধ্যে মগ্ন হইয়া যায়। অতঃপর সহসা সমুদ্রভ্রান্ত ঘোরাকৃতি বায়ু আকাশে প্রবাহিত হইয়া পয়োদবৃন্দকে আলোড়িত করে। সেই ঘোর একার্ণবে স্থাবর জঙ্গম সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ণ সহস্র যুগে সমুদয় নিঃশেষিত হয়। এই নিঃশেষ অবস্থাই কল্পকাল বলিয়া অভিহিত। জল দ্বারা সমস্ত লোক আবৃত হইলে, বুধগণ একার্ণব বলিয়া বর্ণন করেন। সেই একার্ণবাবস্থায় তৎকালে ভূতল, নভস্তল, বা বায়ু কিছুরই সংস্থান-সন্নিবেশ থাকে না। সমস্ত ভাব নষ্ট হইয়া যায়। সমস্তই বিলয় প্রাপ্ত হয়। কোন কিছুই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। পার্থিব, সামুদ্র ও হৈম জলরাশি চতুর্দ্দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া তৎকালে একমাত্র সলিলাখ্যা প্রাপ্ত হয়। সেই জলরাশি তখন অনবরত কেবল যাতায়াত করিতে থাকে। ঐ অর্ণবাখ্য জল, ঐ সময় মহীমণ্ডলকে প্রচ্ছাদিত করিয়া অবস্থান করে। 'ভা' শব্দ দীপ্ত ও ব্যাপ্তিবাচক। প্রলয়ে জলরাশি এই সমুদায় জগৎ তন্ময়রূপে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রভাপুঞ্জে আভাত হয় বলিয়া উহা 'অম্ভ' নামে নিরূপিত হয়। 'অর' ধাতুর অর্থ নানাত্ব ও শীঘ্রত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। একার্ণবে জলরাশি শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যায় না বলিয়া উহারা 'নার' নামে নিরুক্ত। এক সহস্র যুগের অবসানে ব্রহ্মার একটী দিন অতীত হয়। ব্রহ্মার সেই দিন পরিমাণ-কাল এই জগৎ একার্ণব অবস্থায় অবস্থান করে। তৎকালে প্রজাপতির সমস্ত ব্যাপার নিবর্ত্তিত হয়। এইরূপে একার্ণবে স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত নষ্ট হইয়া

সহস্রশীর্ষা সুমনাঃ সহস্রপাৎ
সহস্রচক্ষুর্বদনঃ সহস্রবাক্ ।
সহস্রবাহুঃ প্রথমঃ প্রজাপতি
স্ত্রয়ীপথো যঃ পুরুষো নিরুচ্যতে ।।
আদিত্যবর্ণো ভুবনস্য গোপ্তা
অপূর্ব্ব একঃ প্রথমদ্যবাসাট
হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষো মহান্ বৈ
সম্পদ্যতে বৈ তমসঃ পরস্তাৎ ।
চতুর্যুগসহস্রান্তে সর্ব্বতঃ সলিলাপ্লুতে
সুষুপ্সুরপ্রকাশাং স্বাং রাত্রিস্ত কুরুতে প্রভুঃ ।।
চতুর্ব্বিধা যদা শেতে প্রজাঃ সর্ব্বাস্তমণ্ডিতাঃ ।
পশ্যন্তে তং মহাত্মানং কালং সপ্ত মহর্ষয়ঃ ।।
জনলোকে বিবর্ত্তন্তস্তপসা লব্ধচক্ষুষঃ ।
ভৃগ্বাদয়ো মহাত্মানঃ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাতলক্ষণাঃ ।
সত্যাদীন সপ্ত লোকান বৈ তে হি পশ্যন্তি চক্ষুষা ।
ব্রহ্মাণন্তে তু পশ্যন্তি মহাব্রাহ্মীষু রাত্রিষু ।।
সপ্তর্ষয়ঃ প্রপশ্যন্তি সুপ্তকালং স্বরাত্রিষু ।

কল্পনাং পরমেষ্ঠিত্বাত্তস্মাদাদ্যঃ স পঠ্যতে ।।
স স্রষ্টা সর্ব্বভূতানাং কল্পাদিষু পুনঃপুনঃ ।
এবমাত্মপ্রস্থিত্বা তু কল্পান্যেব প্রজায়তে ।
অথাত্মনি মহাতেজাঃ সর্ব্বমাদায় সর্ব্বকৃৎ
ততঃ স বসতে রাত্রিং তমস্যেকার্ণবে জলে ।
ততো রাত্রিক্ষয়ে প্রাপ্তে প্রতিবুদ্ধঃ প্রজাপতিঃ
মনঃ সিসৃক্ষয়া যুক্তং সর্গায় নিদধে পুনঃ ।।
এবং সলোকে নির্বৃত্তে উপশান্তে প্রজাপতৌ
ব্রহ্মনৈমিত্তিকে তস্মিন্ কল্পিতে বৈ প্রসংযমে
দেহৈর্বিয়োগঃ সত্ত্বানাং তস্মিন্ বৈকৃৎস্নশঃ স্মৃতঃ
ততো দগ্ধেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাদিত্যরশ্মিভিঃ ।
দেবর্ষিমনুবর্গ্যেষু তস্মিন্ সঙ্কলনে তদা ।
গন্ধর্ব্বাদীনি সত্ত্বানি পিশাচান্তানি সর্ব্বশঃ ।
কল্পাদাবপ্রতপ্তানি জনমেবাশ্রয়ন্তি বৈ ।
তির্য্যগ্‌যোনীনি সত্ত্বানি নারকেয়াণি যান্যপি ।
তদা তান্যপি দগ্ধানি ধুতপাপানি সর্ব্বশঃ ।

গেলে তখন একমাত্র সহস্রাক্ষ, সহস্রাপাৎ, সহস্রশীর্ষা, সুমনা, সহস্রচক্ষু, সহস্রবদন, সহস্রবাক্, সহস্রবাহু, ত্রয়ীপথানুবর্ত্তী, প্রজাপতি, আদিপুরুষ বলিয়া নিরুপিত, আদিত্যবর্ণ, ভুবনকর্ত্তা, অপূর্ব্ব, অদ্বিতীয়, তুরাষাট্, তমঃপরবর্ত্তী, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা বিদ্যমান থাকেন। ঐ প্রভু চতুর্যুগের অবসানে সমস্ত ভুবন সলিলাপ্লুত হইলে শয়নেচ্ছায় স্বীয় রাত্রি কল্পনা করেন যখন চতুর্ব্বিধ প্রজার সংহার সাধন করিয়া ব্রহ্মা শয়ন করেন, তখন কেবল সপ্ত মহর্ষিই সেই মহাত্মাকে অবলোকন করিয়া থাকেন। ভৃগু প্রভৃতি মহাত্মা ঋষিগণ জনলোকে অবস্থা-পূর্ব্বক তপোবলে দিব্য চক্ষু লাভ করেন। ইঁহাদের লক্ষণাদি পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইঁহারা চক্ষু দ্বারা সত্যাদি সপ্ত লোকই দর্শন করিয়া থাকেন। পরন্তু যখন মহা ব্রাহ্মী রাত্রি উপস্থিত হয়, তখন ও ঐ ঋষিগণ ব্রহ্মাকে অবলোকন করেন। স্বীয় রাত্রিযোগে ব্রহ্মা যখন সুপ্তাবস্থায় থাকেন, ঋষিগণ তখনই তাঁহাকে দর্শন করেন। ব্রহ্মা কল্পপরম্পরায় চরম অবস্থান; এই জন্য তিনি আদ্য বলিয়া গীত হইয়া থাকেন। সেই সর্ব্বকর্ত্তা মহাতেজা ব্রহ্মা স্বীয় আত্মায় সমুদয় সংগ্রহ করিয়া তাৎকালিক একার্ণব- জলে তমোময়ী রাত্রি বাস করেন। অনন্তর রাত্রি ক্ষয় হইলে, প্রজাপতি প্রবুদ্ধ হইয়া সৃষ্টিকামনায় পুনরায় মনোনিয়োগ করেন ১৬৯-১৯৫। এইরূপে ব্রাহ্মনৈমিত্তিক প্রলয়ে প্রজাপতি উপশান্ত ও লোক সকল নিঃশেষিত হইলে সমুদয় প্রাণীর দেহসকল বিযুক্ত হয়। অনন্তর আদিত্য-রশ্মিতাপে দেব, ঋষি ও মনুষ্যাদি ভূতবৃন্দ দগ্ধ হইয়া যায়। তখন এইরূপ প্রলয়প্রবর্ত্তনায় গন্ধর্ব্বাদি পিশাচান্ত যাবতীয় ভূতবৃন্দই কল্পকালে রশ্মিযোগে দগ্ধ হইয়া জনলোকের আশ্রয় গ্রহণ করে যে কিছু তির্য্যগ্‌যোনিগত এবং যে সকল নরক নিমগ্ন প্রাণী আছে, তাহারাও তখন দগ্ধ হইয়া নিষ্পাপদেহে জনলোকে গিয়া উপ-

জলে তান্যপপদ্যন্তে যাবৎসংপ্রবতে জগৎ।।
ব্যুষ্টায়াস্ত রজন্যান্ত ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ।
জায়ন্তে হি পুনস্তানি সর্ব্বভূতানি কৃৎস্নশঃ।।
ঋষয়ো মনবো দেবাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাশ্চতুর্ব্বিধাঃ
তেষামপীহ সিদ্ধানাং নিধনোৎ পত্তিরুচ্যতে।।
যথা সূর্য্যস্যলোকেহস্মিন্ন দয়াস্তমনং স্মৃতম্।
তথা জন্মনিরোধশ্চ ভূতানামিহ দৃশ্যতে।।২০২
আভূতসংপ্রবান্তস্মাত্তবঃ সংসার উচ্যতে।
যথা সর্ব্বাণি ভূতানি জায়ন্তে হি বর্ব্বাস্বিহ।
স্থাবরাদীনি সন্তুনি কল্পে কল্পে তথা প্রজাঃ।
যথর্ত্তর্ত্বৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে ।।২০৪
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ব্রহ্মত্তরাত্রিষু।
প্রত্যাহারে চ সর্গে চ গতিমন্তি ধ্রুবাণি চ।।২০৫
নিজমন্তে বিশন্তে চ প্রজাকারং প্রজাপতিম্।
ব্রহ্মাণং সর্ব্বভূতানি মহাযোগং মহেশ্বরম্।।
স স্রষ্টা সর্ব্বভূতানাং কল্পাদিষু পুনঃপুনঃ।
ব্যক্তাব্যক্তো মহাদেবস্তস্য সর্ব্বমিদং জগৎ
যেনৈব সৃষ্টা প্রথমং প্রযাতা
আপো হি মার্গেণ মহীতলেহস্মিন্।
পূর্ব্বপ্রযাতেন তথা হ্যপোহন্যা-
স্তেনৈব তেনৈব তু সংব্রজন্তি।।২০৮
তথা শুভেন স্বশুভেন চৈব
তত্রৈব তত্রৈব বিবর্ত্তমানাঃ।
মর্ত্যাস্ত দেহান্তরভাবিতত্বা-
দ্রবের্বশাদূর্দ্ধমধশ্চরন্তি।।২০৯
যে চাপি দেবা মনবঃ প্রজেশা
অন্যেহপি যে স্বর্গগতাশ্চ সিদ্ধাঃ।
তম্ভাবিতাখ্যাতিবশাচ্চ ধর্ম্মাঃ
পুনর্নিসর্গেণ ভবন্তি সত্ত্বাঃ।।২১০
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি কালমাভূতসংপ্রবম্
মন্বন্তরাণি যানি স্যুর্ব্বাখ্যাতানি ময়া দ্বিজাঃ।
সহ প্রজানিসর্গেণ সহ দৈবৈশ্চতুর্দ্দশ।
স যুগাখ্যাসহস্রস্তু সর্ব্বাণ্যেবান্তরাণি বৈ।
অস্যাঃ সহস্রে দ্বে পূর্ণে নিঃশেষঃ কল্প উচ্যতে
এতদ্ব্রাহ্মমহর্ব্বোদ্ধং তস্য সংখ্যাং নিবোধত।
নিমেষস্তুল্যমাত্রা হি কৃতো লঘ ক্ষরেণ তু।।২১৩

স্থিত হয়। অনন্তর ব্রহ্মারাত্রির অবসানে পুনর্বায় তাহারা জন্ম গ্রহণ করে। ঋষি, মনু, দেব ও চতুর্ব্বিধ প্রজা সকলেরই আবার উদ্ভব হয় সিদ্ধগণেরও নিধনোৎপত্তি হইয়া থাকে। জগতে যেমন সূর্য্যের উদয়াস্ত অবধারিত, তেমনি ভূতগণেরও জন্ম নাশ নিশ্চিত। ভূতসংপ্লবের পর ভব অর্থাৎ উৎপত্তি বলিয়া উহা সংসার নামে নিরূপিত। প্রলয়ের পূর্ব্বে কল্পে কল্পে চরাচর ভূতবৃন্দকে যে যেরূপ আকার প্রকার সম্পন্ন দেখা যায় ব্রাহ্ম-রাত্রির অবসানে পুনঃকল্পারম্ভেও সৃষ্টিব্যাপারে তাহাদিগকে সেই সেইরূপই দেখা যায়। চরাচর ভূতবৃন্দ প্রজাকর্ত্তা প্রজাপতি মহাযোগী মহেশ্বর ব্রহ্মার দেহে বারম্বার প্রবেশ করে এবং বারম্বার তাহা হইতে নির্গত হয়। কল্পের আদিতে সেই ব্যক্তাব্যক্ত মহাদেব ব্রহ্মাই বারম্বার ভূতবৃন্দকে সৃজন করেন। এ জগতের যত কিছু সকলই তৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। প্রথম প্রবর্ত্তিত জলরাশি যে পথ ধরিয়া মহীতলে প্রয়াণ করে, অন্যান্য জলরাশিও সেই সেই পূর্ব্ব-প্রয়াত পথেই প্রয়াণ করিয়া থাকে। এইরূপে দেখা যায়, মর্ত্ত্যগণও দেহান্তরিত ও রবি-রশ্মির বশীভূত হওয়ায় স্ব স্ব শুভাশুভ কর্ম্মবশে সেই সেই কর্ম্মনির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধ বা অধোলোকে গমন করিয়া থাকে। যে সকল দেব, মানব, প্রজাধীশ, বা অন্যান্য স্বর্গগত সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহারাও ভবিতব্যতা-নিবন্ধন ধর্ম্ম-সঙ্গতভাবে। পুনরায় সৃষ্ট হইয়া থাকেন। ১৯৬-১২০। হে দ্বিজগণ! অতঃপর আমি প্রলয় কালের কথা কহিতেছি। পূর্ব্বে প্রজাসৃষ্টি ও দেবসৃষ্টি সহ মৎকর্ত্তৃক চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ঐ সকল মন্বন্তর যুগসহস্রাত্মক; উঁহার দুই সহস্র যুগ পূর্ণ হইলে এক কল্পকালের নিঃশেষ হইয়া থাকে. ইহাকে ব্রাহ্ম দিন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। এই দিনসংখ্যার বিষয়

মানুষাক্ষিনিমেষান্ত কাষ্ঠা পঞ্চদশ স্মৃতা।
লবঃ ক্ষণাস্ত পঞ্চৈব বিংশৎকাষ্ঠা তু তে ত্রয়ঃ
প্রস্থঃ সপ্তোদকাশ্চৈব সার্দ্ধিকাস্ত লবঃ স্মৃতঃ।
লবাস্ত্রিংশৎকলা জ্ঞেয়া মুহূর্ত্তাস্ত্রিংশতঃ কলাঃ।।
মুহূর্ত্তাস্ত পুনস্ত্রিংশদহোরাত্রমিতি স্থিতিঃ
অহোরাত্রং কলানাস্ত স্বাধিকানি শতানি ষট্‌
তাশ্চৈব সংখ্যয়া জ্ঞেয়ং চন্দ্রা দত্যগতির্যথা
নিমেষা দশ পঞ্চৈব কাষ্ঠাস্তাস্ত্রিংশতঃ কলা।।
ত্রিংশৎকলাঃ মুহূর্ত্তস্ত দশ ভাগঃ কলা স্মৃতা।
চত্বারিংশৎকলানাস্ত মুহূর্ত্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ।।
মুহূর্ত্তাশ্চ লবাশ্চাপি প্রমাণজ্ঞৈঃ প্রকল্পিতাঃ
তৎস্থানেনাম্ভসা চাপি পলান্যথ ত্রয়োদশ।
মাগধেনৈব মানেন জলপ্রস্থো বিধীয়তে
এতে চাপ্যুদকপ্রস্থাশ্চত্বারো নালিকো ঘটঃ
হেমমাষৈঃ কৃতচ্ছিদ্রৈশ্চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলৈঃ।
সমাহনি চ রাত্রৌ চ মুহূর্ত্তা বৈ দ্বিনালিকাঃ।
রবেগতিবিশেষেণ সর্ব্বেষ্বৃতুষু নিত্যশঃ।
অধিকং ষট্‌শতং যচ্চ কলানাং প্রবিধীয়তে।।
তদহর্মানুষং জ্ঞেয়ং নাক্ষত্রস্ত দশাধিকম্।
সাবনেন তু মাসেন অহোহয়ং মানুষঃ স্মৃতঃ
এতদ্দিব্যমহোরাত্রমিতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ।
অহোমানেন তু যা সংখ্যা মাসর্ত্ত্বয়নবার্ষিকী।
তদা ব্রহ্মমিদং জ্ঞানং সংজ্ঞা বা হ্যুপলক্ষ্যতাম্।
কলানাং সুপরীমাণাৎ কাল ইত্যভিধীয়তে।।
যদহর্ব্রহ্মণঃ প্রোক্তং দিব্যা কোটী তু সা স্মৃতা
শতানাঞ্চ সহস্রাণি দশদ্বিগুণিতানি চ।
নবতিঞ্চ সহস্রাণি তথৈবান্যানি যানি তু।।২২৬
এতচ্ছ্রুত্বা তু ঋষয়ো বিস্ময়ং পরমাদ্ভুতম্।
সংস্থাসম্ভজনং জ্ঞানমপৃচ্ছন্নুত্তরং তদা।।২২৭

ঋষয় উচুঃ।

সংখ্যাপ্রলয়মাত্রস্তু মানুষেণৈব সম্মতম্।
মানেন শ্রোতুমিচ্ছামঃ সঙ্ক্ষেপার্থপদাক্ষরম্।।

বলিতেছি, শ্রবণ করুন। একটী লঘু অক্ষর উচ্চারণের কাল নিমেষ শব্দবাচ্য। মানুষগণের নেত্র স্পন্দনকেও নিমেষ বলা যায়। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা। কাষ্ঠারই নামান্তর লব পাঁচ লবে এক ক্ষণ সার্দ্ধ সপ্ত প্রস্থেও মতান্তরে এক লব হয় ত্রিশ লবে এক কলা। ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত্ত। ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র। এক অহোরাত্রে ছয় শত দুই কলা এই সকল সংখ্যা দ্বারাই চন্দ্র সূর্য্যের গতির পরিমাণ নির্ণীত হয়। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা। ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত্ত মতান্তরে চল্লিশ কলায় মুহূর্ত্ত। প্রমাণজ্ঞ জনগণ মুহূর্ত্ত লবাদির এইরূপ সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন। জল দ্বারাও এক প্রকার পরিমাণ নির্ণীত হইয়া থাকে। যথা, মাগধমানের ত্রয়োদশ পল জলে এক প্রস্থ ইহার চারিপ্রস্থে এক নালিক বা এক ঘট। চারি অঙ্গুলি পরিমাণ চারিটী স্বর্ণ মাষ দ্বারা একটী কলশীতে ছিদ্র করিলে তদ্দ্বারা দিবারাত্রে প্রতি মুহূর্ত্তে দুই নালিক পরিমাণ জল ক্ষরিত হয়। রবির গতি-তারতম্য থাকিলেও সকল ঋতুতেই অহোরাত্রে ছয় শত দুই কলা কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। উহার মানুষদিগের অহোরাত্র পরিমাণ। নাক্ষত্রিক অহোরাত্রের পরিমাণ ছয়শত দশ কলা। ইহাই সাবনমান। এই মানের দ্বাদশ মাসে মানুষদিগের এক বৎসর হয়। ইহাই এক দিব্য অহোরাত্র। শাস্ত্রে এইরূপই নির্ণীত আছে উক্ত দিবস পরিমাণ দ্বারাই মাস ঋতু অয়ন ও বৎসরাদি সংখ্যাত হয়। ঐ সমস্ত সংজ্ঞা উক্ত ব্রাহ্ম দিন পরিমাণ জ্ঞানের উপলক্ষণ মাত্র। কলা-সকলের উত্তমরূপে পরিমাণ করা যায় বলিয়া কাল সংজ্ঞা বিহিত হইয়াছে ব্রাহ্ম দিবসের পরিমাণ দিব্য মানের এক কোটী বিংশতি লক্ষ নবতি সহস্রাধিক কলা। ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কালসংখ্যাবিষয়ক সন্দেহ ভঞ্জনার্থ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন।২১১—২২৭। ঋষিগণ কহিলেন,—আমরা সংক্ষেপে মানুষ-মানসম্মত দ্বারা সংখ্যা প্রলয়পরিমাণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

তেষাং শ্রুত্বা স দেবস্তু বায়ুর্লোকহিতে রতঃ
সংক্ষেপাদ্দিব্যচক্ষুষ্মান্ প্রোবাচ ভগবান্ প্রভুঃ
এতে রাত্র্যহনী পূর্ব্বং কীর্ত্তিতে ত্বিহ লৌকিকে
তাসাং সংখ্যায় বর্ষাগ্রং ব্রাহ্মং বক্ষ্যাম্যহং ক্ষয়ে
কোটিশতানি চত্বারি বর্ষাণি মানুষাণি তু।
দ্বাত্রিংশচ্চ তথা কোট্যঃ সংখ্যাতাঃ সংখ্যয়া দ্বিজৈঃ। ২৩১
তথা শতসহস্রাণি একোনবতিঃ পুনঃ।
অশীতিশ্চ সহস্রাণি এষ কালঃ প্লবস্য তু।।২৩২
মানুষাখ্যেণ সংখ্যাতঃ কালো হ্যাভূতসংপ্লবঃ
সপ্ত সূর্য্যাস্তদাগ্রেষু তদা লোকেষু তেষু বৈ
মহাভূতেষু লীয়ন্তে প্রজাঃ সর্ব্বাশ্চতুর্ব্বিধাঃ।
সলিলেনাপ্লুতে লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
বিনিবৃত্তে চ সংসারে উপশান্তে প্রজাপতৌ।
নিরালোকে প্রদগ্ধে তু নৈশেন তমসাবৃতে
ঈশ্বরাধিষ্ঠিতে হ্যস্মিংস্তদা হ্যেকার্ণবে কিল।।
তাবদেকার্ণবো জ্ঞেয়ো যাবদাসীদহঃ প্রভোঃ।
রাত্রিস্তু সলিলাবস্থা নিবৃত্তৌ চাপরং স্মৃতম্।।
অহোরাত্রস্তথৈবাস্য ক্রমেণ পরিবর্ত্ততে।
আভূতসংপ্লবো হ্যেষ অহোরাত্রঃ স্মৃতঃ প্রভোঃ
ত্রৈলোক্যে যানি সত্ত্বানি গতিমন্তি ধ্রুবাণি চ।
আভূতেভ্যঃ প্রলীয়ন্তে তস্মাদাভূতসাপ্লবঃ।।
অগ্রে ভূতঃ প্রজানান্তু তস্মাদাভূতসংপ্লবঃ ২
আপ্লুতাৎ প্লবতে চৈব তস্মাদাভূতসংপ্লবঃ।।
শাশ্বতে চামৃতত্বে চ শব্দে চাভূতসংপ্লবঃ।
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ তথৈবানাগতাঃ প্রজাঃ।
দিব্যসংখ্যা প্রসংখ্যাতা অপরার্দ্ধগুণীকৃতা।।
পরার্দ্ধদ্বিগুণং চাপি পরমায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
এতাবান্ স্থিতিকালস্তু অজস্যেহ প্রজাপতেঃ
স্থিত্যন্তে প্রতিসর্গশ্চ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।।২৪১
যথা বায়ুপ্রবেগেণ দীপার্চ্চিরুপশাম্যতি
তথৈব প্রতিসর্গেণ ব্রহ্মা সমুপশাম্যতি।২৪২
তথা হ্যপ্রতিসংসৃষ্টে মহদাদৌ মহেশ্বরে
মহৎপ্রলীয়তেহব্যক্তে গুণসাম্যং ততো ভবেৎ

লোকহিতৈষী দিব্য চক্ষুষ্মান্ ভগবান্ বায়ু ঋষিগণের কথা শ্রবণ করিয়া সংক্ষেপতঃ বলিলেন,—পূর্ব্বে ব্রহ্মার যে লৌকিক দিবা রাত্রির বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই সকল দিবারাত্রির সংখ্যা করিয়া ব্রাহ্ম বর্ষমান কীর্ত্তন করিতেছি। মানুষমানের চারিশত দ্বাত্রিংশৎ কোটি, একোননবতি লক্ষ, অশীতি সহস্র বর্ষ কালই প্রলয়াবধি ব্রাহ্ম দিনমান মানুষ পরিমাণে এই প্লবকাল নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রলয়ে সপ্ত সূর্য্য সমুদিত হইলে লোক সকল ও মহাভূত সকল বিলীন হয়। চতুর্ব্বিধ প্রজাসমষ্টিও নষ্ট হইয়া থাকে সলিল দ্বারা লোক সকল আপ্লুত হয়। স্থাবরজঙ্গম জগৎ নষ্ট হইয়া যায়। সংসার-কার্য্য শেষ হইলে প্রজাপতি উপশান্ত হন। দগ্ধ লোক নিরালোক ও নৈশ তিমিরে সমাবৃত হয়। ঈশ্বরাধিষ্ঠিত ও জগৎ তখন একার্ণবীকৃত হইয়া পড়ে। ভগবান্ ব্রহ্মার দিনমানের অবসানেই একার্ণবের সূচনা, অতঃপর তাঁহার রাত্রি এই রাত্রি কেবলই সলিলাবস্থা। ইহার অবসানে আবার ব্রহ্মা দিনের সূচনা। এইরূপে ব্রহ্মার অহোরাত্র ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে নিখিল ভূতবিলয়াবধি ব্রহ্মার অহোরাত্র।এই ত্রৈলোক্যে যত কিছু চরাচর ভূত আছে, প্রলয়ে তাহাদের সমুদয়ের বিলয় হয় বলিয়াই উহার নামান্তর আভূত সংপ্লব। শাশ্বত এবং অমৃতত্ব শব্দেও আভূতসংপ্লবপদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান প্রজাবৃন্দের ত্রৈকালিক আয়ুঃপরিমান, দিব্যসংখ্যায় অপরার্দ্ধপরিমিত। পরন্তু প্রজাপতি ব্রহ্মার পরমায়ু দ্বিপরার্দ্ধ কাল। তিনি ঈদৃৎপরিমাণ কালই অবস্থান করিয়া থাকেন, অতঃপর সেই পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার প্রতিসর্গ। ২২৬–২৪১। যেমন বায়ুবেগে দীপার্চ্চিঃ উপশান্ত হয়, প্রতিসর্গে ব্রহ্মাও তেমনি উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অপ্রতি সর্গে মহেশ্বর মহদাদিতে এবং মহৎ অব্যক্তে প্রলীন হয়। অনন্তর গুণসাম্য হইয়া থাকে। এই আমি প্রলয়-

ইত্যেষে চ সমাখ্যাতো ময়া হ্যাভূতসংপ্লবঃ।
ব্রহ্মনৈমিত্তিকো হ্যেষ সম্প্রক্ষালনসংযমঃ
সমাসেন সমাখ্যাতো ভূয়ঃ কিং বর্ণয়ামি বঃ
য ইদং ধারয়েন্নিত্যং শৃণুয়াদ্বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ
কীর্ত্তনাচ্চ যশশ্চাপি মহতীং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
ব্রাহ্মণো লভতে বিদ্যাং ক্ষত্রিয়ো বিজয়ীভবেৎ
বৈশ্যস্তু ধনভাক্ চৈব শূদ্রঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ।।২৪৬

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে মন্বন্তর-
নিসর্গাদিকথনং নাম শততমো-
হধ্যায়ঃ।।১০০।।

একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

বায়ুরুবাচ।

অসাধারণবৃত্তৈস্তু হতশেষাদিভির্দ্বিজৈঃ।
ধর্ম্মা বৈশেষিকাশ্চৈব আচীর্ণাঃ সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।।
তে দেবৈঃ সহ তিষ্ঠন্তি মহর্লোকনিবাসিনঃ।
চতুর্দ্দশৈতে মনবঃ কীর্ত্তিতাঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ।।২
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ তথৈবানাগতাশ্চ যে।
ঋষিভির্দেবতৈশ্চৈব সহ গন্ধর্ব্বরাক্ষসৈঃ।।৩
মন্বন্তরাধিকারেষু জায়ন্তীহ পুনঃপুনঃ।
দেবাঃ সপ্তর্ষয়শ্চৈব মনবঃ পিতরস্তথা।।৪
সর্ব্বে হ্যপি ক্রমাতীতা মহর্লোকসমাশ্রিতাঃ
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈর্ধার্ম্মিকৈঃ সহিতৈঃ সুরাঃ
তৈস্তথ্যকারিভির্যুক্তৈঃ শ্রদ্ধাবদ্ভিরদর্পিতৈঃ।
বর্ণাশ্রমাণাং ধর্ম্মেষু শ্রৌতস্মার্ত্তেষু সংস্থিতৈঃ।
বিনিবৃত্তাধিকারান্তে যাবন্মন্বন্তরক্ষয়ঃ।।৬

ঋষয় উচুঃ।

মহর্লোকেতি যৎপ্রোক্তং মাতরিশ্বংস্ত্বয়া বিভো
প্রতিলোকে চ কর্ত্তব্যমনেকৈঃ সমধিষ্ঠিতাঃ।।৭
যাবন্তশ্চৈব তে লোকা দহ্যন্তে যেন তে প্রভো
এতন্নঃ কথয় প্রীত্যা ত্বং হি বেত্থ যথাতথম্।।৮
এবমুক্তস্ততো বায়ুর্মুনিভির্বিনয়ান্বিতৈঃ।

বৃত্তান্ত বলিলাম। ইহা ব্রাহ্ম নৈমিত্তিক প্রলয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। আমি অবশ্য সংক্ষেপেই এ বিবরণ ব্যক্ত করিলাম। অতঃপর আপনারা আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? আমার বর্ণিত এই বিষয় যে ব্যক্তি নিত্য নিত্য ধারণ, শ্রবণবা কীর্ত্তন করে, সে মহতী সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ঐ ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণ হয়, তবে বিদ্যা, ক্ষত্রিয় হইলে বিজয়, বৈশ্য হইলে ধনসম্পদ্ এবং শূদ্র হইলে সুখ প্রাপ্ত হয়।২৪২—২৪৬।

শতশত অধ্যায় সমাপ্ত।১০০।

একাধিকশততম অধ্যায়।

বায়ু কহিলেন,—যে সকল সূক্ষ্মদর্শী দ্বিজাতি লোকবিলক্ষণ চরিত্রবান্ হইয়া যাগ-যজ্ঞাদি সহ বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহারা মহর্লোকে যাইয়া দেবগণ সহ অবস্থান করিয়া থাকেন। ইতিপূর্ব্বে আমি যে, অতীত অনাগত ও ভবিষ্যৎ কীর্ত্তিমান্ চতুর্দ্দশ মনুর বিবরণ কীর্ত্তন করিয়াছি, সেই মনুগণ, এবং ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস,—ইঁহারা সকলেই প্রত্যেক মন্বন্তরে পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেবগণ, সপ্তর্ষি, মনুগণ ও পিতৃগণ,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রাদিমধ্যে যাঁহারা শ্রদ্ধাবান, সত্যবাদী, দম্ভহীন, শ্রৌত-স্মার্ত্তবর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমাসক্ত, তাঁহাদিগের সহিত মন্বন্তর শেষে বিধিনির্দ্দিষ্ট কালান্তে মহর্লোকে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে বায়ো! আপনি যে মহর্লোকের কথা কহিলেন, সেই মহর্লোক কি প্রকার? প্রত্যেক লোকেই ত অনেকানেক মহাত্মা অবস্থান করেন; সেই সমস্ত লোক সমুদায়ে কয়টী? হে প্রভো! কি প্রকারেই বা তৎসমস্ত দগ্ধ হয়? হে বিভো! আপনি যথাযথ সমস্তই অবগত আছেন; অতএব আমাদিগের প্রতি আপনার নৈসর্গিক প্রীতিবশে তাহা বলুন। মুনিগণ বিনয় সহকারে এইরূপ বলিলেন

প্রোবাচ মধুরং বাক্যং যথাতত্ত্বেন তত্ত্ববিৎ।।৯

বায়ুরুবাচ।

চতুর্দ্দশৈব স্থানানি বর্ণিতানি মহর্ষিভিঃ।
লোকাখ্যানি তু যানি স্যুর্যেষু তিষ্ঠন্তি মানবাঃ
সপ্ত তেষু কৃতান্যাহুরকৃতানি তু সপ্ত বৈ।
ভূরাদয়স্তু সংখ্যাতাঃ সপ্ত লোকাঃ কৃতাস্ত্বিহ
অকৃতানি তু সপ্তৈব প্রাকৃতানি তু যানি বৈ।
স্থানানি স্থানিভিঃ সার্দ্ধং কৃতানি তু নিবন্ধনম্।।
পৃথিবীং চান্তরিক্ষঞ্চ দিব্যং যচ্চ মহঃ স্মৃতম্
স্থানান্যেতানি চত্বারি স্মৃতান্যার্ণবকানি চ।।১৩
ক্ষয়াতিশয়যুক্তানি তথা যুক্তানি বক্ষ্যতে।
যানি নৈমিত্তিকানি স্যুস্তিষ্ঠন্ত্যাভূতসংপ্লবম্।।
জনস্তপশ্চ সত্যঞ্চ স্থানান্যেতানি ত্রীণি তু।
ঐকান্তিকানি সত্ত্বানি তিষ্ঠন্তীহাপ্রসংযমাৎ।।১৫
ব্যক্তানি তু প্রবক্ষ্যামি স্থানান্যেতানি সপ্ত বৈ
ভূর্লোকঃ প্রথমস্তেষাং দ্বিতীয়স্তু ভুবঃ স্মৃতঃ।

তত্ত্ববেত্তা বায়ু মধুর বাক্যে যথাযথ বলিতে লাগিলেন।১—৯। বায়ু কহিলেন,—লোক চতুর্দ্দশটী, সেই সকল লোকেই মানবগণ যাইয়া বাস করিয়া থাকে। তন্মধ্যে সাতটী কৃত এবং অপর সাতটী অকৃত নামে অভিহিত। ভূপ্রভৃতি সপ্ত লোক ‘কৃত’ নামে এবং প্রাকৃত সপ্ত লোককে ‘অকৃত’ নামে নির্দ্দেশ করা যায়। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দিব ও মহঃ, এই লোকচতুষ্টয় আর্ণবিক নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা ক্ষয়-বৃদ্ধি যুক্ত। যে সকল লোক ক্ষয়-বৃদ্ধিহীন, তাহার উল্লেখ করিতেছি। নৈমিত্তিক লোক সকল প্রলয় কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী। জন, তপ ও সত্য, এই তিনটী লোক একান্ত সত্ত্ব-গুণবহুল; ইহাদিগের স্থিতিকাল কল্পান্ত পর্য্যন্ত। ভূ প্রথম, ভুব দ্বিতীয়, স্বর্লোক তৃতীয় মহ চতুর্থ, জন পঞ্চম, তপঃ ষষ্ঠ, সত্য সপ্তম; ইহার পর নিরালোক ব্রহ্মা, ভূঃশব্দ উচ্চারণে ভূলোক, ভুবশব্দ উচ্চারণে ভুবর্লোক এবং স্বঃশব্দ

স্বস্তৃতীয়স্তু বিজ্ঞেয়শ্চতুর্থো বৈ মহঃ স্মৃতঃ.
জনস্তু পঞ্চমো লোকস্তপঃ ষষ্ঠো বিভাব্যতে
সত্যস্তু সপ্তমো লোকো নিরালোকস্ততঃ
পরম্।
ভূরিতি ব্যাহৃতে পূর্ব্বংভূর্লোকশ্চ ততোঽভবৎ
দ্বিতীয়ো ভুব ইত্যুক্ত অন্তরিক্ষং ততোঽভবৎ
তৃতীয়ং স্বরিতীত্যুক্তে দিবং প্রাদুর্ব্বভুব হ।১৯
ব্যাহারৈস্ত্রিভিরেতৈস্তু ব্রহ্মা লোকমকল্পয়ৎ
ততো ভূঃ পার্থিবো লোকো হ্যন্তরিক্ষং ভুবঃ
স্মৃতম্।২০
স্বর্লোকো বৈ দিবং হ্যেতৎ পুরাণে নিশ্চয়ংগতম্
ভূতস্যাধিপতিশ্চাগ্নিস্ততো ভূতপতিঃ স্মৃতঃ।।২১
বায়ুর্ভুবস্যাধিপতিস্তেন বায়ুর্ভুবস্পতিঃ।
ভবস্য সূর্য্যোঽধিপতিস্তেন সূর্য্যো দিবস্পতিঃ
মহেতিব্যাহৃতেনৈবং মহর্লোকস্ততোঽভবৎ।
বিনিবৃত্তাধিকারাণাং দেবানাং তত্র বৈ ক্ষয়ঃ
জনস্য পঞ্চমো লোকস্তস্মাজ্জায়ন্তি বৈ জনাঃ।

উচ্চারণে স্বর্লোক নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ভূর্ভুবঃস্ব এই ব্যাহৃতিত্রয় হতে উক্ত লোকত্রয় সমুৎপন্ন হইয়াছে ভূলোক পার্থিব, ভুব অন্তরিক্ষ এবং স্বর্লোকই স্বর্গলোক। পুরাণশাস্ত্রে ইহাই নির্ণীত আছে। অগ্নি, ভূতের অর্থাৎ ভূলোকের অধিপতি বলিয়া ভূতপতি নামে, বায়ু ভুবর্লোকের অর্থাৎ অন্তরিক্ষ লোকের অধিপতি বলিয়া ভুবস্পতি এবং সূর্য্য, ভবের অর্থাৎ স্বর্গলোকের অধিপতি বলিয়া দিবস্পতি নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মা, মহঃশব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র মহর্লোকের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। দেবগণের অধিকার কাল শেষ হইলে তাঁহারা সেই মহর্লোকে যাইয়া অবস্থান করেন। জনলোক পঞ্চম লোক; উহা হইতেই জনগণের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে। ঐ লোক হইতে স্বায়ম্ভুবাদি প্রজাবর্গের জনন হয় বলিয়া উহা জন নামে বর্গের জনন হয় বলিয়া উহা জন নামে অভিহিত

তাসাং স্বায়ম্ভুবাদ্যানাং প্রজানাং জননাজ্জনঃ।
যান্তঃ স্বায়ম্ভুবাদ্যা হি পুরস্তাৎপরিকীর্ত্তিতাঃ।
কল্পদগ্ধে তদা লোকে প্রতিষ্ঠন্তি তদা তপঃ।।২৫
ঋভুঃ সনৎকুমারাদ্যা যত্র সন্ত্যূর্দ্ধরেতসঃ।
তপসা ভাবিতাত্মানস্তত্র সন্তীতি বা তপঃ।।২৬
সত্যেতি ব্রহ্মণঃ শব্দঃ সত্তামাত্রস্তু সংস্মৃতঃ।
ব্রহ্মলোকস্ততঃ সত্যং সপ্তমঃ স তু ভাস্বরঃ
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষা, গুহ্যকাস্ত সরাক্ষসাঃ।
সর্পভূতপিশাচাশ্চ নাগাশ্চ সহ মানুষৈঃ।
স্বর্লোকবাসিনঃ সর্ব্বে দেবা ভুবি নিবাসিনঃ ।২৮
মরুতো মাতরিশ্বানো রুদ্রা দেবাস্তথাশ্বিনৌ।
অনিকেতান্তরিক্ষাস্তে ভুবর্লোক্যা দিবৌকসঃ
আদিত্যা ঋভবো বিশ্বে সাধ্যাশ্চ পিতরস্তথা
ঋষয়োঽঙ্গিরসশ্চৈব ভুবর্লোকং সমাশ্রিতাঃ।।৩০
এতে বৈমানিকা দেবাস্তারাগ্রহনিবাসিনঃ
ইত্যেতে ক্রমশঃ প্রোক্তা ব্রহ্মব্যাহারসম্ভবাঃ
ভূর্লোকপ্রথমা লোকা মহদন্তাশ্চ তে স্মৃতাঃ।
আরভ্যন্তে তু তন্মাত্রৈঃ শুদ্ধাস্তেবাং পরস্পরম্
শুক্রাদ্যাশ্চাক্ষুষান্তশ্চ যে ব্যতীতা ভুবং শ্রিতাঃ
মহর্লোকস্তুর্থস্তু তস্মিংস্তে কল্পবাসিনঃ।
ইত্যেতে ক্রমশঃ প্রোক্তা ব্রহ্মব্যাহারসম্ভবাঃ
ভূর্লোকপ্রথমা লোকা মহদন্তাশ্চ যে স্মৃতাঃ।
তান্ সর্ব্বান্ সপ্ত সূর্য্যাস্তে অর্চ্চির্ভির্নির্দহন্তি বৈ
মরীচিঃ কশ্যপো দক্ষস্তথা স্বায়ম্ভুবোঽঙ্গিরাঃ।
ভৃগুঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুরিত্যেবমাদয়ঃ।৩৫
প্রজানাং পতয়ঃ সর্ব্বে বর্ত্তন্তে তত্র তৈ সহঃ।।
নিঃসত্ত্বা নির্ম্মমাশ্চৈব তত্র তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।৩৬
ঋভুঃ সনৎকুমারাদ্যা বৈরাজ্যাস্তে তপোধনাঃ
মন্বন্তরাণাং সর্ব্বেষাং সাবর্ণানাং ততঃ স্মৃতাঃ।।
চতুর্দ্দশানাং সর্ব্বেষাং পুনরাবৃত্তিহেতবঃ ।৩৭
যোগং তপশ্চ সত্যঞ্চ সমাধায় তদাত্মনি।
বষ্ঠে লোকে নিবর্ত্তন্তে তত্রাহ বিপর্য্যয়ে।৩৮
সত্যন্তু সপ্তমো লোকো হ্যপুনর্মার্গগামিণাম্ ।
ব্রহ্মলোকঃ সমাখ্যাতো হ্যপ্রতীঘাতলক্ষণঃ ।৩৯
পর্য্যাসপারিমাণ্যেন ভূর্লোকঃ সমিতিঃ স্মৃতঃ।

হইয়া থাকে পূর্ব্বে যে স্বায়ম্ভুবাদির কীর্ত্তন করিয়াছি, কল্পান্তকালে লোক সকল দগ্ধ হইয়া গেলে তাঁহারা তপোলোকে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।১০—২৫। ঋভু ও সনৎকুমারাদি তপঃ-সম্ভাবাত্মা উর্দ্ধরেতাগণ ঐ স্থানে বাস করেন বলিয়া উহাকে তপঃনামে অভিহিত করা হয়। সত্য শব্দ ব্রহ্মার সত্তামাত্রবাচী; এজন্য ব্রহ্মলোকই সত্যনামে আখ্যাত। ঐ সত্যলোক স্বপ্রকাশ। উহা সপ্তম লোক। দেবগণ সকলেই স্বর্লোকবাসী। সর্প, ভূত, পিশাচ, নাগ ও মানুষাদি ভূতলবাসী। রুদ্র, মাতরিশ্বা মরুদ্‌গণ, ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় নিকেতনহীন, পরন্তু ইহাঁরা ভুবর্লোকে বাস করিয়া থাকেন। আর আদিত্য, ঋভু, বিশ্বদেব, সাধ্য ও অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষি, এবং পিতৃগণ—ইহাঁরা বিমানে তারাগ্রহাবলম্বনে ভুবর্লোকেই বাস করেন। ব্রহ্মার শব্দোচ্চারণ জন্য লোক সকলের বিবরণ এই কহিলাম। ভূর্লোকাবধি মহর্লোকান্ত উক্ত লোক সকল তন্মাত্র দ্বারাই আরব্ধ হয়। ইহারা পরস্পর অসঙ্কীর্ণ। শুক্র হইতে চাক্ষুষ পর্য্যন্ত মনুগণ, যাঁহারা এক্ষণে ভুবর্লোকে বাস করিতেছেন, তাঁহারাও কল্পান্ত কালে সেই মহর্লোকে গিয়া অবস্থান করেন ব্রহ্মার ব্যাহৃতিসমুৎপন্ন লোক সকলের বিবরণ এই বর্ণিত হইল।২৬—৩। ভূর্লোকাবধি মহর্লোক পর্য্যন্ত লোক সকল সপ্তসূর্য্যের রশ্মিজালে নির্দ্দগ্ধ হইয়া যায়। মরীচি, কশ্যপ, দক্ষ, স্বায়ম্ভুব, অঙ্গিরা, ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু প্রভৃতি প্রজাপতিগণ সকলেই তখন জন লোকে বাস করিয়া থাকেন। ঋভু ও সনৎকুমারাদি নিঃসত্ত্ব, নির্ম্মম, উর্দ্ধরেতা, সংসারবিরাগী তপোধনগণ তপোলোকে বাস করেন। সাবর্ণাদি চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের পুনরাবৃত্তি তপোলোক হইতেই হইয়া থাকে। সেই লোকবিপর্য্যয় কালে জনলোকাদি নিম্নলোকবাসীরা আত্মাতেই যোগ, তপঃ ও সত্যের সমাধান করিয়া তপোলোকে যাইয়া অবস্থান করেন। সত্য লোক সপ্তম লোক

ভূম্যন্তরং যদাদিত্যাদন্তরিক্ষং ভুবঃ স্মৃতম্।।
সূর্য্যধ্রুবান্তরং যচ্চ স্বর্ণলোকো দিবঃ স্মৃতঃ।
ধ্রুবাজ্জনান্তরং যচ্চ মহর্লোকঃ স উচ্যতে ।৪১
বিখ্যাতাঃ সপ্ত লোকাস্তু তেষাং বক্ষ্যামি সিদ্ধয়ঃ।
ভুর্লোকবাসিনঃ সর্ব্বে অন্নাদাস্তু রসাত্মকাঃ।
ভুবে স্বর্গে চ যে সর্ব্বে সোমপা আজ্যপাশ্চ তে
চতুর্থে যেঽপি বর্ত্তন্তে মহর্লোকং সমাশ্রিতাঃ
বিজ্ঞেয়া মানসী তেষাং সিদ্ধির্বৈ পঞ্চলক্ষণা।
সদ্যশ্চোৎপদ্যতে তেষাং মনসা সর্ব্বমীপ্সিতম
এতে দেবা যজন্তে বৈ যজ্ঞৈঃ সর্ব্বৈঃ পরস্পরম্
অতীতান্ বর্ত্তমানাশ্চ বর্ত্তমানানাগতাঃ ।৪৫
প্রথমানন্তরৈরিষ্টব্য অন্তরাঃ সাধ্যকৈঃ পুনঃ।
নিবর্ত্তীত্যাসম্বন্ধোঽতীতে দেবগণে ততঃ।।
বিনিবৃত্তাধিকারাণা সিদ্ধিস্তেষান্তু নামসী।
তেষান্তু মানসী জ্ঞেয়া শুদ্ধা সিদ্ধিপরম্পরা।৪৭
উক্তা লোকাশ্চ চত্বারো জনস্যানুবিধিস্তথা।
সমাসেন ময়া বিপ্রা ভূয়স্তং বর্ত্তয়ামি বঃ। ৪৮

বায়ুরুবাচ।

মরীচিঃ কশ্যপো দক্ষো বসিষ্ঠশ্চাঙ্গিরা ভৃগুঃ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব ক্রতুরিত্যেবমাদয়ঃ।৪৯
পূর্ব্বং তে সম্প্রসূয়ন্তে ব্রহ্মণো মনসা ইহ
ততঃ প্রজাঃ প্রতিষ্ঠাপ্য জনমেবাশ্রয়ন্তি তে'
কল্পদাহপ্রদীপ্তেষু তদা কালেষু তেষু বৈ।
ভুবাদিষু মহান্তেষু ভৃশং ব্যাপ্তেষ্বথাগ্নিনা।।
শিখা সংবর্ত্তকা জ্ঞেয়া প্রাপ্নুবন্তি সদা জনাঃ।
যামাদয়ো গণাঃ সর্ব্বে মহর্লোকনিবাসিনঃ।।
মহর্লোকেষু দীপ্তেষু জনমেবাশ্রয়ন্তি তে।
সর্ব্বে সূক্ষ্মশরীরাস্তে তত্রস্থা তু ভবন্তি তে।
তেষাং তে তুল্যসামর্থ্যাস্তুল্যমূর্ত্তিধরাস্তথা।
জনলোকে বিবর্ত্তন্তে যাবৎ সংপ্লবতে জগৎ।।
ব্যুষ্টায়াং তু রজন্যাং বৈ ব্রহ্মণোঽব্যক্তযোনিনঃ

ইহারই নামান্তর ব্রহ্মলোক। ইহার বিনাশ নাই। তত্রত্য অধিবাসীদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না। পরিমাণানুসারে ভূলোক অপরাপর লোকের মধ্যবর্ত্তী; ভূলোক হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত মহর্লোক, এই প্রকারে অপরাপর লোক সকল জ্ঞাতব্য। এক্ষণে উক্ত বিখ্যাত সপ্ত-লোকের সিদ্ধিসমূহের উল্লেখ করিতেছি। ভূর্লোকবাসীরা রসাত্মক ও অন্নভোজী ভুবর্লোকবাসীরা সোমপায়ী। স্বর্লোকবাসীরা আজ্যপায়ী। মহর্লোকবাসীরা পঞ্চবিধ মানসী সিদ্ধি-সমন্বিত। মনঃসঙ্কল্পমাত্র তাঁহাদিগের সমস্ত বাঞ্ছিত লাভ হয় এই দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা পরস্পর যাজন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান-গণ অতীতদিগকে, ভাবিগণ বর্ত্তমানদিগকে, এবং পরবর্ত্তীরা পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে যাজন করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হন এই ক্রমে ইহার সীমা নির্দ্দেশ হইতে পারে না। মহর্লোকবাসী দেবগণের অধিকারকাল অতীত হইলে শুদ্ধা মানসী সিদ্ধি-পরম্পরা দ্বারা তাঁহারা জনলোকে যাইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। হে দ্বিজগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট জনলোক ও তাহার অধস্তন লোকচতুষ্টয়ের বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। এক্ষণে সবিস্তরে আবার উক্ত বিবরণ বর্ণন করিতেছি।৩৬—৪৮ বায়ু বলিলেন;—মরীচি, কশ্যপ, দক্ষ, বসিষ্ঠ, অঙ্গিরা, ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু,—সর্ব্বপ্রথমে ইহাঁরা ব্রহ্মার মানস সন্তানরূপে উৎপন্ন হইয়া প্রজা বিস্তারপূর্ব্বক পুনরায় জনলোকে যাইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। কল্পান্তকালে সংবর্ত্তকাগ্নির শিখা দ্বারা ভুলোকাবধি মহর্লোক পর্য্যন্ত যখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন মহর্লোকবাসী যামাদি দেবগণ সূক্ষ্মশরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক জনলোকে যাইয়া অবস্থান করেন। সেখানে যাইয়া তাঁহারা তত্রত্য অধিবাসীদিগের তুল্য সামর্থ্য ও রূপ লাভ করিয়া জগতের বিনাশকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকেন পরে ব্রাহ্ম

অঞ্জরাদৌ প্রসূয়ন্তে পূর্ব্ববক্রমশস্ত্বিহ।।৫৫
স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ সর্ব্বে মরীচ্যন্তাস্তু সাধকাঃ।
দেবান্তে বৈ পুনস্তেষাং জায়ন্তে নিধনেম্বিহ।।
যামাদয়ঃ ক্রমেণৈব কনিষ্ঠাদ্যাঃ প্রজাপতেঃ।
পূর্ব্বং পূর্ব্বাঃ প্রসূয়ন্তে পশ্চিমে পশ্চিমাস্তথা।।
দেবান্বয়ে দেবতা হি সপ্ত সম্ভূতয়ঃ স্মৃতাঃ।
ব্যতীতাঃ কল্পজাস্তেষাং ত্রিয়ঃ শিষ্টাস্তথা পরে
আবর্ত্তমানা দেবাস্তে ক্রমেণৈতেন সর্ব্বশঃ।
গত্বা জবঞ্জবীভাবং দশকৃত্বঃ পুনঃপুনঃ।।৬১
ততস্তে বৈ গণাঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা ভাবেষ্বনিত্যতাম্
ভাবিনোহর্থস্য চ বলাৎ পুণ্যাখ্যাতিবলেন চ।।
নিবৃত্তবৃত্তয়ঃ সর্ব্বে স্বস্থাঃ সুমনসস্তথা।
বৈরাজে তূপপদ্যন্তে লোকমুৎসৃজ্য তজ্জনম্
ততোহন্যেনৈব কালেন নিত্যযুক্তাস্তপস্বিনঃ
কথনচ্চৈব ধর্ম্মস্য তেষাং তে জজ্ঞিরেহন্বয়ে।।
ইহোৎপন্নাস্ততস্তে বৈ স্থানান্যাপূরয়ন্ত্যত।
দেবত্বে চ ঋষিত্বে চ মনুষ্যত্বে চ সর্ব্বশঃ।।৬৩
এবং দেবগণাঃ সর্ব্বে দশকৃত্বো নিবর্ত্ত্য বৈ।
বৈরাজেষূপপদ্যন্তে দশ তিষ্ঠন্ত্যপপ্লবান।।৬৪
পূর্ণে পূর্ণে ততঃ কল্পে স্থিত্বা বৈরাজকে পুনঃ।
ব্রহ্মলোকে বিবর্ত্তন্তে পূর্ব্বপূর্ব্বক্রমেণ তু ।।৬৫
এতস্মিন্ ব্রহ্মলোকে তু কল্পে বৈরাজকে গতে
বৈরাজং পুনরপ্যেকে কল্পস্থানমকল্পয়ন।।৬৬
এবং পূর্ব্বানুপূর্ব্বেণ ব্রহ্মলোকগতেন বৈ।
এবং তেষু ব্যতীতেষু তপসা পরিকল্পিতে।
বৈরাজে তূপপদ্যন্তে দশকৃত্বো নিবর্ত্ততে।।
এবং দেবযুগানীহ ব্যতীতানি সহস্রশঃ।
নিধনং ব্রহ্মলোকে তু গতানামৃষিভিঃ সহ ।।৬৮

সূত উবাচ।

ন শক্যমানুপূর্ব্ব্যেণ তেষাং বক্তুং প্রবিস্তরম্
অনাদিত্বাচ্চ কালস্য অসংখ্যানাচ্চ সর্ব্বশঃ।
এবমেব ন সন্দেহো যথাবৎ কথিতং ময়া।।৬৯
তদুপশ্রুত্য বাক্যার্থমৃষয়ঃ সংশয়ান্বিতাঃ।
সূতমাহুঃ পুরাণজ্ঞং ব্যাসশিষ্যং মহামতিম্।।

ব্রহ্মরজনীর অবসানে পুনরায় ব্রাহ্ম দিবসের প্রারম্ভকালে পূর্ব্বক্রমানুসারে স্বায়ম্ভুবাদি মনু ও মরীচি প্রভৃতি সৃষ্টিসাধক প্রজাপতিগণ প্রদুর্ভূত হইতে থাকেন। তদনন্তর যামাদি দেবগণ পূর্ব্বোক্ত জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাদি ক্রমানুসারেই জন্মগ্রহণ করেন ৪৯—৫৭ সপ্তবিধ দেবতা, দেববংশেই জন্মিয়া থাকেন; তন্মধ্যে এক্ষণে কল্পজ চতুর্বিধ দেবতা অতীত হইয়াছেন, ত্রিবিধ দেবতা অবশিষ্ট আছেন। তাঁহারাও উক্তক্রমে দশবার জন্ম মরণ দশা প্রাপ্ত হইয়া—ভাবসমূহের অনিত্যতা বুঝিয়া,—ভাবী বিষয়ের বলবত্তাহেতু পুণ্যপ্রভাবে প্রশান্তচিত্ত হইয়া—সুস্থভাবে সেই জনলোক পরিত্যাগ করিয়া বৈরাজধামে গমন করেন। পরে আবার সুদীর্ঘ কালান্তে নিয়ত যোগযুক্ত তপস্বী ধার্ম্মিকদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারা দেবত্ব, ঋষিত্ব ও মনুষ্যত্বাদি অবলম্বনে স্থানসমূহের আপূরণ করিয়া থাকেন দেবগণ এই ভাবে দশবার জন্মগ্রহণান্তে বৈরাজ ধামে যাইয়া দশকল্প যাবৎ বাস করিয়া থাকেন পরে আবার নিরূপিত কল্পকাল সম্পূর্ণ হইলে তথা হইতে পূর্ব্বপূর্ব্ব ক্রমে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এই জন্য কেহ কেহ বৈরাজ লোককেই কল্পান্তকালীন লয়স্থান বলিয়া নির্দেশ করেন। ফলতঃ জনগণ পূর্ব্বোক্তক্রমে তপঃপ্রভাবে পূত হইয়া বৈরাজলোক পর্য্যন্ত গমনপূর্ব্বক দশকল্প যাবৎ তথায় বাস করিয়া এই নিয়মেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। শত সহস্র দৈবযুগে জনগণ মরণান্তে সপ্তর্ষিগণ সহ বৈরাজলোক পর্য্যন্ত যাইয়া বৈরাজলোক পর্য্যন্ত যাইয়া বৈরাজলোক হইতে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছে।৫৮—৬৮। সূত কহিলেন, এই সৃষ্টিলয়-তত্ত্ব আনুপূর্ব্বীক্রমে সবিস্তরে বর্ণন করা সাধ্যায়ত্ত নহে। কারণ, কাল অনাদি এবং সংখ্যারও অন্ত নাই। সুতরাং আমি যেমন বলিলাম, এই ক্রমেই অপরাপর কল্পাদির বিষয় বুঝিতে হইবে; এ বিষয়ে সন্দেহ করা কর্ত্তব্য নহে। সূতের এই কথা শুনিয়া

ঋষয় উচুঃ।

বৈরাজান্তে যদাহারা যৎসত্বাশ্চ যথাশ্রয়াঃ।
তিষ্ঠন্তি চৈব যৎকালং তয়ো ব্রূহি যথাতথম্॥
তদুক্তমৃষিভির্বাক্যং শ্রুত্বা লোকার্থতত্ত্ববিৎ।
সূতঃ পৌরাণিকো বাক্যং বিনয়েনেদমব্রবীৎ॥
ততঃ প্রাপ্যন্তে তে সর্ব্বে শুদ্ধিশুদ্ধতমাশ্চ যে।
আভূতসংপ্লবাত্তত্র দশ তিষ্ঠন্তি তে জনাঃ।৭৩
সর্ব্বে সূক্ষ্মশরীরাস্তে বিদ্বাংসো ঘনমূর্ত্তয়ঃ।
স্থিতলোকস্থিতত্বাচ্চ তেষাং ভূতং ন দিব্যতে
উচুঃ সনৎকুমারাদ্যাঃ সিদ্ধাস্তে যোগধর্ম্মিণঃ।
খ্যাতিং নৈমিত্তিকীং তেষাং পর্য্যায়ে সমুপস্থিতে
স্থানত্যাগে মনশ্চাপি যুগপৎ সম্প্রবর্ত্ততে।
উচুঃ সর্ব্বে তদান্যোন্যং বৈরাজাঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
এবমেব মহাভাগাঃ প্রণবং সম্প্রবিশ্য হ।
ব্রহ্মলোকে প্রবর্ত্তামস্তনঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি॥
এবমুক্ত্বা তদা সর্ব্বে ব্রহ্মাস্তে ব্যবসায়িনঃ।
যোজয়িত্বা তদাত্মানং বর্ত্তন্তে যোগধর্ম্মিণঃ।
তত্রৈব সম্প্রলীয়ন্তে শান্তা দীপার্চ্চিষো যথা
ব্রহ্মকায়মবর্ত্তন্ত পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥৭৯
লোকং তং সমনু প্রাপ্য সর্ব্বে তে ভাবনাময়ম্
আনন্দং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্য অমৃতত্বায় তে গতাঃ॥
বৈরাজেভ্যস্তথৈবোর্দ্ধমন্তরে ষড়্গুণে ততঃ
ব্রহ্মলোকঃ সমাখ্যাতো যত্র ব্রহ্মা পুরোহিতঃ
তে সর্ব্বে প্রণবাত্মানো বুদ্ধশুদ্ধতপাস্তথা।
আনন্দং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্যামৃতত্বঞ্চ ভজন্ত্যত॥
দ্বন্দ্বৈস্তে নাভিভূয়ন্তে ভাবত্রয়বিবর্জ্জিতাঃ
আধিপত্যং বিনা তুল্যা ব্রহ্মণস্তে মহৌজসঃ॥
প্রভাববিজয়ৈশ্বর্য্যস্থিতিবৈরাগ্যদর্শনৈঃ।
তে ব্রহ্মলৌকিকাঃ সর্ব্বে গতিং প্রাপ্য নিবর্ত্তনীম্॥৮৪
ব্রহ্মণা সহ তৈবৈশ্চ সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
তপসোহন্তে ক্রিয়াত্মানো বুদ্ধাবস্থা মনীষিণঃ।
অব্যক্তে সম্প্রলীয়ন্তে সর্ব্বে তে ক্ষণদর্শিনঃ॥

ঋষিগণ সংশয়ান্বিত ব্যাসশিষ্য মহামতি পুরাণ-তত্ত্বজ্ঞ সূতকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! বৈরাজ লোকবাসী জনগণের যাহা আহার, যেরূপ সামর্থ্য, যাহা আশ্রয়, এবং তাঁহারা যতকাল তথায় অবস্থান করেন, আমাদিগের নিকট তাহা যথাযথ বর্ণন করুন। লোক তত্ত্বার্থবিৎ পৌরাণিক সূত, ঋষিগণের এই কথা শুনিয়া সবিনয়ে বলিলেন,—হে মুনিগণ! সদাচরণে পরিশুদ্ধতম জনলোকবাসীরা বৈরাজ লোকে যাইয়া দশ কল্প যাবৎ তথায় বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই জ্ঞানী সূক্ষ্ম ও ঘনমূর্ত্ত। অপরিণামী স্থিরলোকে বাস নিবন্ধন তাঁহাদিগের শরীরে ভূতসম্পর্ক নাই। তত্রত্য যোগধর্ম্মী শুদ্ধবুদ্ধি সনৎ কুমারাদি সিদ্ধগণ, দশ কল্পান্তে যখন বিবর্ত্তনের সময় সমুপস্থিত হয়, তখন যুগপৎ বৈরাজ ধাম পরিত্যাগে উৎসুক হইয়া পরস্পর বলিতে থাকেন যে, হে মহাভাগগণ! আমরা প্রণবাবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলোক আশ্রয় করিলে আমাদিগের সবিশেষ কুশল ঘটিবে। এইরূপ বলিয়া সেই মহাত্মারা যোগাবলম্বনে অধ্যবসায় সহকারে আত্মা দ্বারা আত্মাকে ব্রহ্মে সমাহিত করিয়া শান্ত দীপশিখার ন্যায় পুনরাবৃত্তিরহিত ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। তাঁহারা কল্পনাময় অনাময় ব্রহ্মলোকে যাইয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।৬৯—৮০। ব্রহ্মার বাসস্থান ব্রহ্মলোক, বৈরাজ লোক হইতে ছয়গুণ ঊর্দ্ধে অবস্থিত। তত্রত্য অধিবাসীরা সকলেই প্রণাত্মা, শুদ্ধ, পরম তপস্বী ও ব্রহ্মানন্দ উপভোগে অমৃতত্ব-প্রাপ্ত। তাঁহারা সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বে অভিভূত হয়েন না; সকলেই ভাবত্রয়-বর্জ্জিত এবং আধিপত্য ব্যতীত অপর সকল প্রকারেই ব্রহ্মার ন্যায় তেজঃ, প্রভাব, বিজয়, ঐশ্বর্য্য, স্থিতি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যাদি-সম্পন্ন। সেই সমস্ত বৃদ্ধ, জ্ঞানী, ক্রিয়াত্মা, ব্রহ্মলোকবাসীরা অনাবৃত্তি গতিলাভ করিয়া মহাপ্রলয়ে যোগ্য কালবিবেচনায় ব্রহ্মার

ইত্যেতদমৃতং শুক্রং নিত্যমক্ষয়মব্যয়ম্।
দেবর্ষয়ো ব্রহ্মসত্রং সনাতনমুপাসতে। ৮৬
অপুনর্মার্গগাদীনাং তেষাং চৈবোর্দ্ধরেতসাম্
কর্ম্মাভ্যাসকৃতা শুদ্ধির্বেদান্তেষুপলক্ষ্যতে।।
অত্র তেজস্বিনো যুক্তাঃ পরাং কাষ্ঠামুপাসতে
হিত্বা শরীরং পাপ্মানমমৃতত্বায় তে গতাঃ
বীতরাগা জিতক্রোধা নির্ম্মোহাঃ সত্যবাদিনঃ
শান্তাঃ প্রণিহিতাত্মানো দয়াবন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ
নিঃসঙ্গাঃ শুচয়শ্চৈব ব্রহ্মসাযুজ্যগাঃ স্মৃতাঃ
অকামযুক্তৈর্বৈ ধীরাস্তপোভির্দগ্ধকিল্বিষাঃ
তেষামভ্রংশিনো লোকা অপ্রমেয়সুখাঃ স্মৃতাঃ
এতদ্ ব্রহ্মপদং দিব্যং পরমং ব্যোম্নি ভাস্বরম্
যত্র গত্বা ন শোচন্তি হ্যমরা ব্রহ্মণা সহ।।৯১

ঋষয় উচুঃ।

কস্মাদেষ পরার্দ্ধশ্চ কশ্চৈষ পর উচ্যতে।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামস্তন্নো নিগদ সত্তম।।৯২

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বং মে পরার্দ্ধস্য পরিসংখ্যাং পরস্য চ।
একং দশ শতঞ্চৈব সহস্রঞ্চৈব সংখ্যয়াঃ।।৯৩
বিজ্ঞেয়মসহস্রং তু সহস্রাণি দশাযুতম্।
একং শতসহস্রং তু নিযুতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।।
তথা শতসহস্রাণাং দশকং কোটিরুচ্যতে।
অর্ব্বুদং দশ কোট্যস্তু অব্জং কোটিশতং বিদুঃ
সহস্রমপি কোটীনাং খর্ব্বমাহুর্মনীষিণঃ।
দশকোটি সহস্রাণি নিখর্ব্বমিতি তং বিদুঃ।।৯৬
শতং কোটিসহস্রাণাং শঙ্কুরিত্যভিধীয়তে।
সহস্রন্তু সহস্রাণাং কোটীনাং দশধা পুনঃ।
গুণিতানি সমুদ্রং বৈ প্রাহুঃ সংখ্যাবিদো জনাঃ
কোটিসহস্রনিযুতং স চান্ত ইতিসংজ্ঞিতঃ।।৯৮
কোটিকোটিসহস্রাণি পরার্দ্ধ ইতি কীর্ত্ত্যতে।
পরার্দ্ধং দ্বিগুণঞ্চাপি পরমাহুর্মনীষিণঃ ৯৯
শতমাহুঃ পরিদৃঢ়ং সহস্রং পরিপদ্মকম্।
বিজ্ঞেয়মযুতং তস্মান্নিযুতং প্রযুতং ততঃ।।১০০
অর্ব্বুদং ন্যর্ব্বুদঞ্চৈব অর্ব্বুদঞ্চ ততঃ স্মৃতম্।

সহিত অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হন। ইহাই নিত্য শুদ্ধ অক্ষর অব্যয় অমৃতপদ। এই প্রত্যাবর্ত্তনহীন পরম পদ লাভার্থই ঊর্দ্ধরেতা দেবর্ষিগণ, বেদান্তবিহিত শুদ্ধিজনক কর্ম্মময় ব্রহ্মসত্রের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এবং সেই কর্ম্মযোগ্যের চরম সাধন ফলেই পাপময় শরীর পরিহার করিয়া অমৃতত্ব লাভে সক্ষম হন। যাঁহারা সংসার-বিরাগী, ক্রোধজয়ী, মোহহীন, সত্যবাদী, শান্ত, দয়াবান্, জিতেন্দ্রিয়, নিঃসঙ্গ, শুচি ও সমাহিতাত্মা, তাঁহারাই ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। আর যে সমস্ত ধীর মানব কামনাহীন তঃপপ্রভাবে পাপরাশি দগ্ধ করিতে পারেন, তাঁহারাও সেই অনন্তসুখময় পুনরাবৃত্তি-রহিত লোক লাভ করেন। এই দিব্য স্বপ্রকাশ পরম ব্রহ্মপদ, ব্যোমমণ্ডলে বিরাজমান, এখানে যাইতে পারিলে ব্রহ্মার সহিত অমরত্ব উপভোগ করা যায়; কদাচ আর শোক করিতে হয় না।৮১—৯১। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সত্তম সূত! পরার্দ্ধ কাহাকে বলে? আর পরই বা কি? আমরা তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা আমাদিগকে বলুন। সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ! আপনারা আমার নিকট পরার্দ্ধ ও পরের পরিসংখ্যা শ্রবণ করুন। এক, দশ, শত ও সহস্র সংখ্যা জ্ঞাত আছেন। দশ সহস্রে এক অযুত, দশ নিযুতে এক কোটি, দশ কোটিতে এক অর্ব্বুদ, শত কোটিতে এক পদ্ম, সহস্র কোটিতে এক খর্ব্ব, দশ সহস্র কোটিতে এক নিখর্ব্ব, শত কোটি সহস্রে এক শঙ্কু এবং সহস্র সহস্র কোটিকে দশগুণিত করিলে তাহাকে সংখ্যাতত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণ সমুদ্রসংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকেন ৯২—৯৭। সহস্রাযুত কোটিতে এক মধ্য, সহস্র নিযুত কোটিতে এক অন্ত, সহস্র কোটি কোটিতে এক পরার্দ্ধ, এবং দুই পরার্দ্ধে এক পর সংখ্যা নির্ণীত হইয়া থাকে। শত সংখ্যাকে পরিদৃঢ়, এবং সহস্র সংখ্যাকে পরিপদ্মকও বলে। অযুত, নিযুত, প্রযুত, অর্ব্বুদ, ন্যর্ব্বুদ, খর্ব্বুদ, খর্ব্ব, নিখর্ব্ব, শঙ্কু, পদ্ম, সমুদ্র,

খর্ব্বঞ্চৈব নিখর্ব্বঞ্চ শঙ্কুং পদ্মং তথৈব চ।।১০১
সমুদ্রং মধ্যমঞ্চৈব পরার্দ্ধমপরং ততঃ।
এবমষ্টাদশৈতানি স্থানানি গণনাবিধৌ।।১০২
শতানীতি বিজানীয়াৎ সংজ্ঞিতানি মহর্ষিভিঃ
কল্পসংখ্যা প্রবৃত্তস্য পরার্দ্ধং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্। ১০৩
তাবচ্ছেষোঽপি কালোঽস্য তস্যান্তে প্রতি-
সৃজ্যতে।
পর এব পরার্দ্ধশ্চ সংখ্যাতঃ সংখ্যয়া ময়া।১০৪
যস্মাদস্য পরং বীর্য্যং পরমায়ুঃ পরন্তপঃ
পরা ব্রহ্ম পরং ধর্ম্মঃ পরা বিদ্যা পরা ধৃতিঃ
পরং ব্রহ্ম পরং জ্ঞানং পরমৈশ্বর্য্যমেব চ।
তস্মাৎ পরতরং ভূতং ব্রহ্মণোঽন্যন্ন বিদ্যতে।।
পরে স্থিতো হ্যেষ পরঃ সর্ব্বার্থেষু ততঃ পরঃ।
সংখ্যাতস্তু পরো ব্রহ্মা তস্যার্দ্ধন্তু পরার্দ্ধতা।
সংখ্যেয়ং চাপ্যসংখ্যেয়ং সততঞ্চাপি তদ্বিকম্।
সংখ্যেয়ং সংখ্যয়া দৃষ্টমপরাদ্ধাদ্বিভাব্যতে ১০৮
রাশৌ দৃষ্টে ন সংখ্যাস্তি তদসংখ্যস্য লক্ষণম্
আনমস্থ্যং মিতান্তেষু দৃষ্টমাপক্কলক্ষণম্।।১০৯
ঈশ্বরৈস্তৎপ্রসংখ্যাতং শুদ্ধত্বাদ্দিব্যদৃষ্টিভিঃ।
এবং জ্ঞানপ্রতিষ্ঠত্বাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মানুপশ্যতি। ১১০
এতচ্ছুত্বা তু তে সর্ব্বে নৈ মষেয়াস্তপস্বিনঃ
বাষ্পপর্য্যাকুলাক্ষাস্তু প্রহর্ষাদ্গদগদস্বরাঃ।।১১১
পপ্রচ্ছুর্নাতারশ্বানং সর্ব্বে তে ব্রহ্মবাদিনঃ।
ব্রহ্মলোকস্তু ভগবন্ যাবন্মাত্রান্তরঃ প্রভো।।
যোজনাগ্রেণ সংখ্যাতং সাধনং যোজনস্য তু।
ক্রোশস্য চ পরীমাণং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।।
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা মাতারশ্বা বিনীতবাক্।

মধ্যম, পরার্দ্ধ, পর, ইত্যাদি সমুদয়ে অষ্টাদশটী সংখ্যা, মনীষিগণ কর্ত্তৃক গণনা বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই অষ্টাদশ সংখ্যাই পরস্পর গুণিত হইয়া শত শত সংখ্যায় পরিণত হয়। মহর্ষিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। কল্প কালের পরিমাণ সংখ্যা, সৃষ্টিপ্রবৃত্তি কাল হইতে এক পরার্দ্ধ। ইহার পরেও এক পরার্দ্ধ কাল সৃষ্টিরহিত অবস্থায় অতীত হয় তদনন্তর পুনঃসৃষ্টি প্রারব্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং এক সৃষ্টি হইতে অপর সৃষ্টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাল এক পর-পদবাচ্য। পর কালের সংখ্যা এই আমি কহিলাম। যেহেতু ব্রহ্মার বীর্য্য পর, পরমায়ু পর, তপস্যা পর, শক্তি পর, ধর্ম্ম পর, বিদ্যা পর, ধৃতি পর, বেদজ্ঞান পর, সাধারণ জ্ঞান পর এবং ঐশ্বর্য্য পর, ব্রহ্মা অপেক্ষা অপর কিছুই পরতর নহেই, তিনিই একমাত্র পরে স্থিত, এই নিমিত্ত সমস্ত জাগতিক পদার্থ মধ্যে সেই ব্রহ্মাকেই পরপদে অভিহিত করা যায় তাঁহার অর্দ্ধই পরার্দ্ধ পদবাচ্য।৯৮—১০৭। পুরুষ, প্রকৃতি ও ব্রহ্মা—ইহাঁরা সংখ্যা দ্বারা গণনার অতীত। অথচ সংখ্যা দ্বারা গণনার অতীত। অথচ সংখ্যা দ্বারাই ইহাঁদিগের ন্যূনাধিকত্ব অনুমান করা যায়। এজন্য ইহাঁদিগকে সংখ্যেয়ও বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ পরার্দ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সংখ্যা দ্বারাই গণনাকার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। তৎপরবর্ত্তী সংখ্যা সকল ব্যবহারিক বোধ-সৌকর্য্যার্থ নিরূপিত আছে উহা অসংখ্য মধ্যেই গণ্য। কারণ যাহার গণনায় সংখ্যা সকল নিঃশেষ হইয়া যায়, তাহাই অসংখ্য পদবাচ্য পরার্দ্ধ, পর, ব্রহ্ম, প্রকৃতি ও পুরুষ, এই শব্দের তত্ত্ব নির্ণয়ে কোনও নির্দ্দিষ্ট বিধান নাই; শুদ্ধবুদ্ধি, দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন, ঐশ্বর্য্যশালী যোগীরাই এ সকলের তত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ পরন্তু সমস্ত তত্ত্বই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্রহ্মা তৎসমস্তই দর্শন করিয়া থাকেন। নৈমিষীয় ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ এই কথা শুনিয়া আনন্দাশ্রু প্লাবিত নেত্রে বাষ্প গদ্‌গদকণ্ঠে বায়ুকে কহিলেন;—হে ভগবান্ বায়ো। ব্রহ্মলোক যতদূর অন্তরে অবস্থিত, উহার অন্তর পরিমাণ যত ক্রোশ এবং যে প্রকারে উহার পরিমাণ করা যায়; আমরা এক্ষণে তাহাই যথাযথ জানিতে চাই; আপনি তাহাই আমাদিগকে বলুন সেই মহর্ষি গণের এই কথা শুনিয়া বায়ুদেব

উবাচ মধুরং বাক্যং যথাদৃষ্টং যথাক্রমাৎ।।১১৪

বায়ুরুবাচ।

এতদ্বোহহং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মে বিবক্ষিতম্
অব্যক্তাদ্ব্যক্তভাগো বৈ মহাস্থূলো বিভাব্যতে
সদৈব মহতাং ভাগা ভূতাদিঃ স্থূল উচ্যতে।
দশভাগাধিকশ্চাপি ভূতাদেঃ স্থূল উচ্যতে।
দশভাগাধিকশ্চাপি ভূতাদেঃ পরমাণুকঃ।।১১৬
পরমাণুঃ সুসূক্ষ্মস্তু ভাবগ্রাহ্যো ন চক্ষুষা।
যদভেদ্যতমং লোকে বিজ্ঞেয়ং পরমাণু তৎ।।
জালান্তগতে ভানৌ যৎসূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ
প্রথমং তৎপ্রমাণানাং সমবায়ো যদা ভবেৎ।
ত্রসরেণুঃ সমাখ্যাতস্তৎপদ্মরজ উচ্যতে।।১১৯
ত্রসরেণবস্তু যেহপ্যষ্টৌ রথরেণুস্তু স স্মৃতঃ।
তেহপ্যষ্টৌ সমবায়স্থা বলাগ্রং তৎস্মৃতং বুধৈঃ
বলাগ্রাণ্যষ্ট লিক্ষা স্যাদ্যূকা তচ্চাষ্টকং ভবেৎ
যূকাষ্টকং যবঃ প্রাহুরঙ্গুলন্তু যবাষ্টকম্।।১২১
দ্বাদশাঙ্গুলপর্ব্বাণি বিতস্তিস্থানমুচ্যতে।
রত্নিশ্চাঙ্গুলিপর্ব্বাণি বিজ্ঞেয়ো হ্যেকবিংশতিঃ।।
চত্বারি বিংশতিশ্চৈব হস্তঃ স্যাদঙ্গুলানি তু।
কিষ্কুর্দ্বিরত্নির্বিজ্ঞেয়ো দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলঃ।।১২৩
ষণ্ণবত্যঙ্গুলং চৈব ধনুরাহুর্মনীষিণঃ।
এতদপব্যূতিসংখ্যার্থোপাদানং ধনুষঃ স্মৃতম্।
ধনুর্দণ্ডো যুগং নালী তুল্যান্যেতান্যথাঙ্গুলৈঃ
ধনুস্ত্রিংশতং নম্বমাহুঃ সংখ্যাবিদো জনাঃ।
ধনুঃসহস্রে দ্বে চাপি গব্যূতিরুপদিশ্যতে।
অষ্টৌ ধনুঃসহস্রাণি যোজনস্তু বিধীয়তে।১২৬
এতেন ধনুষা চৈব যোজনন্তু সমাপ্যতে।
এতৎ সহস্রং বিজ্ঞেয়ং শক্রক্রোশান্তরং তথা।
যোজনানান্তু সংখ্যাতং সংখ্যাজ্ঞানবিশারদৈঃ
এতেন যোজনাগ্রেণ শৃণুধ্বং ব্রহ্মণোহন্তরম্।

বিনীত মধুর বাক্যে যথাক্রমে স্বীয় দর্শনানুসারে বলিতে লাগিলেন, ১০৮—১১৪। বায়ু বলিলেন, এই আমি আপনাদের নিকট আমার অন্যান্য বিবক্ষিত বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত ভাগ, অতি মহত্তত্ত্ব স্থূল বলিয়াই বিভাবিত। মহৎ অপেক্ষা ভূতাদি দশভাগ স্থূল; তদপেক্ষা পরমাণু দশভাগ অধিক; এই পরমাণু অতি সূক্ষ্ম, ইহা অনুভব দ্বারাই গ্রাহ্য, পরন্তু চক্ষু দ্বারা ইহাকে গ্রহণ করা যায় না জগতে যাহা অভেদ্যতম, তাহাই পরমাণু বলিয়া নিরূপিত। গবাক্ষপথ ধরিয়া ভানুরশ্মি প্রবেশ করিলে তন্মধ্যে যে সূক্ষ্ম, রজঃকণা পরিলক্ষিত হয়, তাহাই প্রমাণসমূহের প্রথম প্রমাণ। অষ্ট পরমাণুর যে সমবায়, তাহার নাম ত্রসরেণু। ইহা পদ্ম-রজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। অষ্ট ত্রসরেণু দ্বারা এক রথরেণু পরিকল্পিত হয়। অষ্ট রথরেণুর সমবায়কে পরিকল্পিত হয়। অষ্ট রথরেণুর সমবায়কে বুধগণ বলাগ্র নামে নির্দ্দেশ করেন। অষ্ট বলাগ্রে এক লিক্ষা এবং অষ্ট লিক্ষায় এক যূকা যূকাষ্টককে একটী যব বলিয়া ধরা হয়। অষ্ট যব এক অঙ্গুলি বলিয়া কথিত। দ্বাদশ অঙ্গুলি পর্ব্বকে এক বিতস্তি বলা হয়। একবিংশতি অঙ্গুলি-পর্ব্বে এক রত্নি হইয়া থাকে। চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলিতে এক হস্ত পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট। দুই রত্নিতে অর্থাৎ দ্বিচত্বারিংশৎ অঙ্গুলিতে এক কিষ্কু পরিমাণ হয়। মনীষিগণ ষণ্ণবতি অঙ্গুলিতে এক ধনুঃ পরিমাণ নির্দ্দেশ করেন। এই ধনুঃ পরিমাণ এত গব্যূতি সংখ্যা নির্দ্দেশ করিবার উপাদানস্বরূপ। ধনু, দণ্ড, যুগ ও নালী, এ সকলই অঙ্গুলিমানের সহিত তুলনীয়। তিনশত ধনুতে এক নম্ব হয়; ইহাই সংখ্যাবিদ্‌গণের মত। দুই সহস্র ধনুতে এক গব্যূতি পরিমাণ নির্দ্দেশ করা হয় অষ্ট সহস্র ধনু, এক যোজন বলিয়া বিহিত।১১৫—১২৬। এইরূপে ধনু দ্বারাই যোজন পর্য্যন্ত নিরূপিত হইল। সংখ্যাজ্ঞান-বিশারদগণ এইরূপই যোজনমান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই যোজনমাণ দ্বারাই ব্রহ্মস্থানের ব্যবধান বলিতেছি,—শ্রবণ করুন মহীতল হইতে এক

মহীতলাৎ সহস্রাণাং শতাদূর্দ্ধং দিবাকরঃ।
দিবাকরাৎ সহস্রেণ তাবদূর্দ্ধং নিশাকরঃ।।১২৯
পূর্ণং শতসহস্রন্তু যোজনানাং নিশাকরাৎ।
নক্ষত্রমণ্ডলং কৃৎস্নমুপরিষ্টাৎ প্রকাশতে ১৩০
শতং সহস্রং সংখ্যাতো মেরুর্দ্বিগুণিতং পুনঃ।
গ্রহান্তরমথৈকৈকমূর্দ্ধং নক্ষত্রমণ্ডলাৎ। ১৩১
তারাগ্রহাণাং সর্ব্বেষামধস্তাচ্চরতে বুধঃ।
তস্মোর্দ্ধং চরতে শুক্রস্তস্মাদূর্দ্ধঞ্চ লোহিতঃ।।
ততো বৃহস্পতিশ্চোর্দ্ধং তস্মাদূর্দ্ধং শনৈশ্চরঃ।
ঊর্দ্ধং শতসহস্রন্তু যোজনানাং শনৈশ্চরাৎ।।
সপ্তর্ষিমণ্ডলং কৃৎস্নমুপরিষ্টাৎ প্রকাশতে।
ঋষিভিস্তু সহস্রাণাং শতাদূর্দ্ধং বিভাব্যতে।
যোঽসৌ তারাময়ে দিব্যে বিমানে হ্রস্বরূপকে
উত্তানপাদপুত্রোঽসৌ মেঢ়ীভূতো ধ্রুবো দিবি
ত্রৈলোক্যস্যৈব উৎসেধো ব্যাখ্যাতো
যোজনৈর্ময়া।
মন্বন্তরেষু দেবানামিজ্যা যত্রৈব লৌকিক।।

লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে দিবাকর দিবাকর হইতে শত সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে নিশাকর; নিশাকর হইতে শত সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে সমগ্র নক্ষত্রমণ্ডল প্রকাশমান। মেরুমণ্ডল ইহা অপেক্ষাও দুই লক্ষ যোজন উপরিভাগে বিদ্যমান নক্ষত্রমণ্ডল হইতে এক একটী বিভিন্ন গ্রহ পরস্পর পরস্পরাপেক্ষা ঊর্দ্ধেভাগে অবস্থিত। সমুদয় তারাগ্রহের অধোভাগে বুধগ্রহ বিচরণশীল। তাহার ঊর্দ্ধে শুক্র, তদূর্দ্ধে মঙ্গল, তদূর্দ্ধে বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতির ঊর্দ্ধে শনৈশ্চর বিচরণ করেন। শনৈশ্চর হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে সমগ্র সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রকাশমান ঐ যে তারাময় হ্রস্বাকৃতি দিব্য বিমানে অধিরূঢ় হইয়া উত্তানপাদনন্দন ধ্রুব বিরাজ করিতেছেন, উনি সপ্তর্ষিমণ্ডল অপেক্ষ এক লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিত। আমি যোজন পরিমাণ দ্বারা ত্রৈলোক্যের এই উৎসেধ-মান নিরূপণ করিলাম। এই ত্রৈলোক্যেই প্রতি

বর্ণাশ্রমেভ্য ইজ্যা তু লোকেঽস্মিন্মা প্রবর্ত্ততে
সর্ব্বাসাং দেবযোনীনাং স্থিতিহেতুঃ স বৈ স্মৃতঃ
ত্রৈলোক্যমেতদ্ব্যাখ্যাতমত ঊর্দ্ধং নিবোধত।
ধ্রুবাদূর্দ্ধং মহর্লোকো যস্মিংস্তে কল্পবাসিনঃ
একযোজনকোটী সা ইত্যেবং নিশ্চয়ং গতম্-
যে কোট্যৌ তু মহর্লোকাদ্যস্মিংস্তেকল্পবাসিনঃ
যত্র তে ব্রহ্মণঃ পুত্রা দক্ষাদ্যাঃ সাধকাঃ স্মৃতাঃ
চতুর্গুণোত্তরাদূর্দ্ধং জনলোকাত্তপঃ স্মৃতম্।
বৈরাজা যত্র তে দেবা ভূতদাহবিবর্জ্জিতাঃ।
ষড়্গুণস্তু তপোলোকাৎ সত্যলোকান্তরং স্মৃতম্
অপুনর্ম্মারকামাণাং ব্রহ্মলোকঃ স উচ্যতে। ১৪১
যস্মান্ন চ্যবতে ভূয়ো ব্রহ্মাণং য উপাসতে
এককোটির্যোজনানাং পঞ্চাশন্নিযুতানি তু।।

মন্বন্তরে দেবগণের এবং বর্ণাশ্রমবাসীদিগের লৌকিক যাগ-যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সমস্ত দেবযোনির ইহাই প্রকৃষ্ট স্থিতিহেতু। এ ত্রৈলোক্যের কথা বলা হইল, অতঃপর ইহার ঊর্দ্ধে স্থানের বিষয় শ্রবণ করুন। ধ্রুব স্থানের ঊর্দ্ধে মহর্লোক অবস্থিত। এই লোকেই কল্পবাসীরা বাস করে। এইরূপ নিশ্চয় আছে যে, ধ্রুবলোক হইতে মহর্লোক এক কোটি যোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিত। মহার্লোক হইতে দুই কোটি যোজন ঊর্দ্ধে জনলোক বিরাজমান। এখানে কল্পবাসী ব্রহ্মপুত্র দক্ষ প্রমুখ সাধুসম্প্রদায় অবস্থান করেন। এই লোক হইতে চতুর্গুণ ঊর্দ্ধে সত্যলোক সমুদ্ভাসিত, যাহাদের জরা, মরণ বা জন্ম নাই, এ লোকে তাঁহাদেরই বাস এই লোককেই ব্রহ্মলোক নামে অভিহিত করা হয়। ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি এখানে আসিয়া আর কখনও এই লোক হইতে পরিচ্যুত হন না। ব্রহ্মলোক হইতে অণ্ডের ঊর্দ্ধভাগের পরিমাণ এক কোটি পঞ্চাশৎ নিযুত যোজন আর অধোভাগের

ঊর্দ্ধভাগস্ততোঽহংস্য ব্রহ্মলোকাৎ পরঃ স্মৃতঃ
চতুর্বশ্চৈব কোট্যস্তু নিযুতা পঞ্চষষ্টি চ।।
এযোঽর্দ্ধাংশপ্রচারোঽস্য গত্যস্তশ্চাপরঃ স্মৃতঃ
ধ্রুবাগ্রমেতব্যাখ্যাতং যোজনাগ্রাদ্‌যথাশ্রুতম্
অধোগতীনাং বক্ষ্যামি ভূতানাং স্থানকল্পনাম্
গচ্ছন্তি ঘোরকর্ম্মাণঃ প্রাণিনো যত্র কর্ম্মভিঃ..
নরকো রৌরবো রোধঃ সূকরস্তাল এব চ।
তপ্তকুম্ভো মহাজ্বালঃ শবলোহথ বিমোচনঃ।
কৃমী চ কৃমিভক্ষশ্চ লালাভক্ষো বিশংসনঃ।
অধঃশিরাঃ পূয়বহো রুধিরান্ধস্তথৈব চ।।১৪৭
তথা বৈতরণং কৃষ্ণমসিপত্রবনং তথা।
অগ্নিজ্বালো মহাঘোরঃ সন্দংশোহথ শ্বভোজনঃ
তমশ্চ কৃষ্ণসূত্রশ্চ লোহস্তাপ্যসিজস্তথা।
অপ্রতিষ্ঠোহথ বীচ্যন্ধনরকা হ্যেবমাদয়ঃ।।১৪৯
তামসা নরকাঃ সর্ব্বে যমস্য বিষয়ে স্থিতাঃ।
যেষু দুষ্কৃতকর্ম্মাণঃ পতন্তীহ পৃথক্ পৃথক্।।১৫০
ভূমেরধস্তাত্তে সর্ব্বে রৌরবাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
রৌরবে কূটসাক্ষী তু মিথ্যা যশ্চাভিশংসতি।
ক্রুয়গ্রহে পক্ষবাদী হ্যসত্যাঃ পততে নরঃ।
রোধে গোঘ্নো ভ্রূণহা চ অগ্নিদাতা পুরস্য চ।
সূকরে ব্রহ্মহা মজ্জেৎ সুরাপঃ স্বর্ণতস্করঃ ১৫৩
তালে পতেৎ ক্ষত্রিয়হা হত্বা বৈশ্যঞ্চ দুর্গতিম্
ব্রহ্মহত্যাঞ্চ যঃ কুর্য্যাদ্‌যশ্চ স্যাদ্‌গুরুতল্পগঃ।।
তপ্তকুম্ভে স্বসাগামী তথা রাজভটশ্চ যঃ
তপ্তলোহে চাশ্ববণিক্ তথা বন্ধনরক্ষিতা ১৫৪
সাধ্বীবিক্রয়কর্ত্তা চ যস্তু ভক্তং পরিত্যজেৎ।
মহাজ্বালে দুহিতরং স্নুষাং গচ্ছতি যস্তু বৈ।।
বেদং বিক্রীয়তে যেন বেদং দূষয়তে চ যঃ।
গুরূংশ্চৈবাবমন্যন্তে বাক্যৈঃশস্ত্রৈস্তাড়য়ন্তি চ।
অগম্যগামী চ নরো নরকং শবলং ব্রজেৎ।
বিমোহে পতিতে চৌর্য্যো মর্য্যাদাং যো
ভিনত্তি বৈ।।১৫[illegible]
দুরিষ্টং কুরুতে যস্তু কীটলোহং প্রপদ্যতে।
দেবব্রাহ্মণবিদ্বেষ্টা গুরূণাং চাপ্যপূজকঃ।
রত্নং দূষয়তে যস্তু কৃমিভক্ষং প্রপদ্যতে।।১৫৮
পর্য্যশ্নাতি য একোহসৌ ব্রাহ্মণীং সুহৃদঃ

সুতাম্

পরিমাণ চারি কোটি পঞ্চষষ্টি নিযুত যোজন এই অংশের অধোভাগেই ধ্রুবের অবস্থান। এই আমি যেমন শুনিয়াছি, যোজনাগ্র মানে ধ্রুবাগ্রবার্ত্তা সেইরূপই বর্ণন করিলাম। এক্ষণে অধোগত ভূতবৃন্দের বাসস্থানের বিষয় বর্ণন করিতেছি। ক্রূরকর্ম্মা প্রাণিগণই স্ব স্ব কর্ম্মফলে ঐ সকল স্থানে গমন করিয়া থাকে। রৌরব, রোধ, শূকর, তাল, তপ্তকুম্ভ, মহাজ্বাল, শবল, বিমোচন, কৃমি, কৃমিভক্ষ, লালাভক্ষ, বিশসন, অধঃশিরা, পূযবহ, রুধিরান্ধ, বৈতরণ, কৃষ্ণ, অসিপত্রবন, অগ্নিজ্বাল, মহাঘোর, সন্দংশ, শ্বভোজন, তমঃ, কৃষ্ণসূত্র, লোহ, অসিজ, অপ্রতিষ্ঠ, বীচি ও অন্ধ, ইত্যাদি তমসাচ্ছন্ন নরক সকল যমের অধিকারে অবস্থিত। দুষ্কৃতকারী লোকেরা স্ব স্ব কর্ম্ম পরিপাকে এই সকল বিভিন্ন নরকে নিপতিত হয়। রৌরবাদি সমস্ত নরকই ভূমির অধোভাগে অবস্থিত কূটসাক্ষী, মিথ্যাবাদী, একপক্ষবাদী ও অসত্যনিষ্ঠ নর রৌরবনরকে নিমগ্ন হয়।১২৭ ১৫২। এইরূপে গোঘ্ন, ভ্রূণঘাতী, অগ্নি দ্বারা গৃহদাহী ব্যক্তি রোধ নরকে, ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী ও স্বর্ণচৌর ব্যক্তি শূকর নরকে; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বা বৈশ্যঘাতী ও গুরুতল্পগামী ব্যক্তি তালনরকে; ভগিনীগামী ও রাজঘাতী ব্যক্তি তপ্তকুম্ভে; অশ্ববণিক্ ও অন্যায়পূর্ব্বক বন্ধনকারী ব্যক্তি তপ্তলোহে; সাধ্বী স্ত্রীবিক্রয়ী, ভক্তপরিত্যাগী ও দুহিতৃগামী ব্যক্তি মহাজ্বালে, বেদবিক্রয়ী, বেদনিন্দক, গুরুজনের অবমাননাকারী, কিম্বা গুরুকে কটু কথায় পীড়নকারী, অথবা অগম্যাগামী নর শবলনরকে, মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী, ও পরদ্রব্যাপহারী ব্যক্তি বিমোহনরকে; দুষ্কার্য্যকারী কীটলোহে; দেবব্রাহ্মণদ্বেষী, গুরুজনের অসৎকারকারী ও রত্নদূষক ব্যক্তি কৃমিদূষক ব্যক্তি কৃমিভক্ষে; ব্রাহ্মণী, কন্যা ও

লালাভক্ষে স পততি দুর্গন্ধে নরকে গতঃ।।
কাণ্ডকর্ত্তা কুলালশ্চ নিষ্কহর্ত্তা চিকিৎসকঃ
আরামেষ্বগ্নিদাতা যঃ পততে স বিশংসনে।।
অসৎপ্রতিগ্রহী যশ্চ তথৈবায়াজ্যযাজকঃ।
নক্ষত্রৈর্জীবতে যশ্চ নরো গচ্ছত্যাবোমুখম্।
ক্ষীরং সুরাঞ্চ মাংসঞ্চ লাক্ষাং গন্ধং রসং তিলান্।
এবমাদীনি বিক্রীশন্ ঘোরে পূয়বহে পতেৎ।।
যঃ কুক্কুটানি বধ্নাতি মার্জ্জারান্ সুকরাংশ্চ তান্
পক্ষিণশ্চ মৃগাংশ্ছাগান্ সোঽপ্যেনং নরকং ব্রজেৎ।।১৬৩
অজাবিকো মাহিষকস্তথা চক্রধ্বজী চ যঃ।
রঙ্গোপজীবিকো বিপ্রঃ শাকুনিগ্রামযাজকঃ।।
অগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী
সুরাপো মাংসভক্ষশ্চ তথা চ পশুঘাতকঃ।।
বিশস্তা মহিষাদীনাং মৃগহন্তা তথৈব চ
পর্ব্বকারশ্চ সূচী চ যশ্চ স্যান্মিত্রঘাতকঃ।
রুধিরান্ধে পতন্ত্যেতে এবমাহুর্মনীষিণঃ।।১৬৬
উপবিষ্টমেকপঙ্‌ক্ত্যাং বিষমং ভোজয়ন্তি যে।

সুহৃৎ বান্ধবদিগকে না দিয়া একাকী ভোজনকারী ব্যক্তি লালাভক্ষনামকদুর্গন্ধ নরকে; কাণ্ডকর্ত্তা, কুলাল, নিষ্কহর্ত্তা, চিকিৎসক ও আরামে অগ্নিদাতা ব্যক্তি বিশংসননরকে; অসৎপ্রতিগ্রাহী, অযোজ্যযাজী ও নক্ষত্রজীবী ব্যক্তি অবোমুখ নরকে; ক্ষীর, সুরা, মাংস, লাক্ষা, গন্ধ, রস, ও তিলবিক্রয়কারী নর ভীষণ পুষবহে; এতদ্ভিন্ন কুক্কুট, মার্জ্জার, শূকর, পক্ষী, মৃগ, ও ছাগবন্ধনকারীও পূরবহ নরকে, এবং অজাবিক, মাহিষক, চক্রধ্বজী, রঙ্গোপজীবী, শাকুনিক, গ্রামযাজী, গৃহদাহী, বিষদায়ী, কুণ্ডাশী, সোমবিক্রয়ী, সুরাপ, মাংসভক্ষ, পশুঘাতক, মহিষাদি-ঘাতী, মৃগঘাতী, পর্ব্বকার, পরনিন্দক, ও মিত্রঘাতী ব্রাহ্মণ রুধিরান্ধ নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। মনীষিগণ এইরূপই বলিয়াছেন এক পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট বুভুক্ষু লোকদিগকে

পতন্তি নরকে ঘোরে বিড়্‌ভুজ্যে নাত্র সংশয়ঃ
মৃষাবাদী নরো যশ্চ তথা প্রাক্রোশকোঽন্তভঃ
পতন্তে নরকে ঘোরে মুত্রাকীর্ণে স পাপকৃৎ।
মধুগ্রাহাভিহন্তারো যান্তি বৈতরণীং নরাঃ।
উন্মত্তাশ্চিত্তভগ্নাশ্চ শৌচাচারবিবর্জ্জিতাঃ।।
ক্রোধনা দুঃখদাশ্চৈব কুহকাকৃষ্টগামিনঃ
অসিপত্রবনে ছেদ্যী তথা হ্যেরঘ্রিকাশ্চ যে।
কর্ত্তনৈশ্চ বিকৃষ্যন্তে মৃগব্যাধৈঃ সুদারুনৈঃ।।
আশ্রমপ্রত্যবসিতা অগ্নিজ্বালে পতন্তি বৈ।
ভোজ্যন্তে শ্যামশবলৈরয়স্তুণ্ডৈশ্চ বায়সৈঃ।
ইজ্যাব্রতসমালোপাৎ সন্দংশে নরকে পতেৎ
স্কন্দতে যদি বা স্বপ্নে ব্রতিনো ব্রহ্মচারিণঃ।।
পুত্রৈরধ্যাপিতা যে চ পুত্রৈরাজ্ঞা পতাশ্চ যে।
তে সর্ব্বে নরকং যান্তি নিয়তন্তু শ্বভোজনে।।
বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধানি ক্রোধহর্ষসমন্বিতাঃ।

যাহারা অসমান দ্রব্যে ভোজন করায়, তাহারা ঘোর বিড়্‌ভুজ নরকে নিপতিত হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি মৃষাবাদী, অশুভকারী ও অগ্রে কটুবাক্য বক্তা, তাদৃশ পাপিষ্ঠ জনকে মুত্রাকীর্ণ নামক নরকে নিপতিত হইতে হয়। যাহারা মধুদানকর্ত্তাকে বিনাশ করে, তাহারা বৈতরণী মধ্যে প্রয়াণ করে। যাহারা উন্মত্ত, ভগ্নচিত্ত, শৌচাচার—বর্জ্জিত, ক্রোধী, দুঃখদায়ী, ও কুহকী, তাহারা অসিপত্রবনে পতিত হইয়া সুদারুণ মৃগ-ব্যাধগণ দ্বারা কর্ত্তিত ও আকৃষ্যমাণ হইয়া থাকে। যাহারা আশ্রমভ্রষ্ট, তাহারা অগ্নিজাল নরকে নিপতিত হয়। এইখানে শ্যাম ও শবলাকার বায়সেরা লৌহময় তুণ্ড দ্বারা উহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভোজন করে। যাহারা যজ্ঞ ও ব্রতাদির লোপকর্ত্তা, তাহারা সন্দংশ-নরকে নিপতিত হয় ব্রত কিম্বা ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় যাহাদের রেতঃস্কন্দন হয়, এবং যাহারা পুত্রের নিকট অধ্যয়নকারী কিম্বা পুত্রের আজ্ঞাবাহী, তাহারা নিয়ত শ্বভোজন নরকে নিপতিত হইয়া থাকে যাহারা হর্ষ ও অমর্ষের

কর্ম্মাণি যে তু কুর্ব্বন্তি সর্ব্বে নিরয়গামিনঃ। ১৭৪
উপরিষ্টাৎ স্থিতো ঘোর উষ্ণাত্মা রৌরবো মহান্
সুদারুণস্তু শীতাত্মা তস্যাধস্তাত্তপঃ স্মৃতঃ।।
এবমাদিক্রমেণৈব বর্ণ্যমানান্নিবোধত।
ভূমেরধস্তাৎ সপ্তৈব নরকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।।
অধর্ম্মসূনবস্তে স্যুরন্ধতামিস্রকাদয়ঃ।
রৌরবঃ প্রথমস্তেষাং মহারৌরব এব চ।।১৭৭
অস্যাধঃ পুনরপরাঃ শীততপ ইতি স্মৃতঃ।
তৃতীয়ঃ কালসূত্রঃ স্যান্মহাহবিবিধিঃ স্মৃতঃ।।
অপ্রতিষ্ঠশ্চতুর্থঃ স্যাদবীচি পঞ্চমঃ স্মৃতঃ।
লোহপৃষ্ঠস্তমস্তেষামবিধেয়স্তু সপ্তমঃ।।১৭৯
ঘোরস্থারৌরবঃ প্রোক্তঃ সাত্তকো দহনঃ স্মৃতঃ
সুদারুণস্তু শীতাত্মা তস্যাধস্তাত্তমোহধমঃ।
সর্পো নিকৃন্তনঃ প্রোক্তঃ কালসূত্রোঽতিদারুণঃ
অপ্রতিষ্ঠে স্থিতির্নাস্তি ভ্রমন্তস্মিন্ সুদারুণঃ।।
অবীচিদারুণঃ প্রোক্তো যন্ত্রসম্পীড়ণাচ্চ সঃ।

তস্মাৎ সুদারুণো লোহঃ তস্মাৎ ক্ষরণাচ্চ সঃ
তথাভূতে শরীরত্বাদবিধেয়স্তু স স্মৃতঃ।
পীড়বন্ধবধাসঙ্গাদপ্রতীকারলক্ষণঃ।।১৮৩
ঊর্দ্ধং শৈলমিতাস্তে তু নিরালোকাশ্চ তে স্মৃতাঃ
দুঃখোৎকর্ষস্তু সর্ব্বেষু অধর্ম্মস্য নিমিত্ততঃ। ১৮৪
ঊর্দ্ধং লোকেঃ সমাবৃতৌ নিরালোকৌ চ
তাবুভৌ।
কূটাঙ্গারপ্রমাণৈশ্চ শরীরৈঃ সুভ্রনায়কাঃ।।১৮৫
উপভোগসমর্থৈস্তু সদ্যো জায়ন্তি কর্ম্মভিঃ
দুঃখপ্রকর্ষশ্চোগ্রস্তু তেষু সর্ব্বেষু বৈ স্মৃতঃ।।১৮৬
যাতনাশ্চাপ্যসংখ্যেয়া নারকাণাং তথা স্মৃতাঃ।
তত্রানুভূয় তে দুঃখং ক্ষীণে কর্ম্মণি বৈ পুনঃ।।
তির্যগ্‌যোনৌ প্রসূয়ন্তে কর্ম্মশেষে গতে ততঃ
দেবাশ্চ নারকাশ্চৈব ঊর্দ্ধং চাধশ্চ সংস্থিতাঃ।।
ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তেন সদ্যো জায়ন্তি মূর্ত্তয়ঃ।
উপভোগার্থমুৎপত্তির্জীবৌপপত্তিককর্ম্মতঃ।।১৮৯

বশীভূত হইয়া বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই নরক গামী হইতে হয়। পূর্ব্ববর্ণিত রৌরব নরক-অতিমহান্—অতি দারুণ। উহা ঊর্দ্ধে শীতাত্মক এবং নিম্নে উষ্ণাত্মক। এই প্রকারে ভূমির অধোভাগে সপ্ত ভীষণ নরক বর্ণিত আছে। উহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। অধর্ম্ম হইতে ঐ সকল নরকের উৎপত্তি। উহারা অন্ধতামিস্রকাদি নামে পরিচিত। উহাদের প্রথম রোরব নরক দ্বিতীয় মহারৌরব; ইহার অধোভাগে অন্য শীত ও উষ্ণাত্মক তৃতীয় নরক কালসূত্র, চতুর্থ অপ্রতিষ্ঠ; পঞ্চম অবীচি, ষষ্ঠ লৌহপৃষ্ঠ, সপ্তম প্রখ্যাত। ইহা জল ও দহনাত্মক। ইহার অধোভাগে তমো-নামক ভীষণ নরক শীতাত্মক। কালসূত্রে এক অতিদারুণ দংশনকারী সর্প বিরাজমান। অপ্রতিষ্ঠ নরকে অবস্থান অসম্ভব, সেখানে সর্ব্বদাই সুদারুণ ভ্রম বিদ্যমান। অবীচি নরকে যন্ত্রযোগে নিপীড়িত করা হয়। এই জন্য এই স্থান অতীব ভীষণ। লৌহ নরক ইহা অপেক্ষা আরও ভীষণ। অবিধেয় নরক অদৃশ্য অবস্থায় অবস্থিত হইলেও বধ-বন্ধনাদি-পীড়ন-সঙ্গে উহা অপ্রতিবিধেয়। ঐ সকল শৈলপরিমিত নরক সর্ব্বদাই নিরালোক। অধর্ম্ম নিমিত্ত ঐ সকল নরকে দুঃখাধিক্য ঘটিয়া থাকে। নরকভোগান্তে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসূত্রাবদ্ধ জীবগণ দগ্ধাঙ্গারনিভ অথচ উপভোগক্ষম দেহে কর্ম্মানুসারে সদ্যই জন্ম গ্রহণ করে আবার তাহারা সেই সেই নরকে গিয়া উৎকৃষ্ট দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। নারকীদিগের যাতনা অশেষবিধ। তাহারা নরকে দুঃখে ভোগ করিয়া কর্ম্মক্ষয়ে পুনরায় তির্য্যক্‌যোনিতে অথবা অন্য কোন যোনিতে উৎপন্ন হয়। কর্ম্মক্ষয়ে দেবগণকেও নরকবাসী হইতে হয় এইরূপে স্ব স্ব কর্ম্মফলে জীবগণ ঊর্দ্ধ বা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৭১-১৮৮। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম নিমিত্ত সদাই উপভোগযোগ্য দেহ পরিগ্রহ ঘটিয়া থাকে। ঔৎপত্তিক কর্ম্মানুসারেই জীবের উৎপত্তি

পশ্যন্তি নারকান্ দেবা হ্যধোবক্তান্ হ্যধোগতান্
নারকাশ্চ তথা দেবান্ সর্ব্বান পশ্যন্ত্যধোমুখান্
অনগ্রমূলতা যস্মাদ্ধারণাশ্চ স্বভাবতঃ।
তস্মাদূর্দ্ধমধোভাবো লোকালোকে ন বিদ্যতে
এবমত্র স্বাভাবিকী সংজ্ঞা লোকালোকে প্রবর্ত্ততে
অথাব্রুবন পুনর্ব্বায়ুং ব্রাহ্মণাঃ সত্রিণস্তদা।।১৯২

ঋষয় উচুঃ।

সর্ব্বেষামেব ভূতানাং লোকালোকনিবাসিনাম্
সংসারে সংসরন্তীহ যাবন্তঃ প্রাণিনশ্চ তান্।।
সংখ্যয়া পরিসংখ্যায় ততঃ প্রব্রূহি কৃৎস্নশঃ
ঋষীণাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা মারুতো বাক্যমব্রবীৎ।।

বায়ুরুবাচ।

ন শক্যা জন্তবঃ কৃৎস্নাঃ প্রসংখ্যাতুং কথঞ্চন
অনাদ্যন্তাসু সকীর্ণা হ্যপ্যুহেন ব্যবস্থিতাঃ
গণনা বিনিবৃত্তেষামানন্ত্যেন প্রকীর্ত্তিতাঃ। ১৯৫
ন দিব্যচক্ষুবা জ্ঞাতুং শক্যা জ্ঞানেন বা পুনঃ।
চক্ষুষা বৈ প্রসংখ্যাতুমতো হ্যন্তে নরাধিপাঃ।।

অনাধ্যানাদবেদ্যত্বাৎত্বৈব প্রশ্নো বিধীয়তে।
ব্রহ্মণা সংজ্ঞিতং যত্তু সংখ্যায়া তন্নিবোধত।।
যঃ সহস্রতমো ভাগঃ স্থাবরাণাং ভবেদিহ
পার্থিবাঃ ক্রিময়স্তাবৎ সংসেকজন্যেষু সম্ভবাঃ
সংসেকজানাং ভাগেন সহস্রেণৈব সম্মিতাঃ।
ঔদকা জন্তবঃ সর্ব্বে নিশ্চয়াত্তদ্বিচারিতম্।।১৯৯
সহস্রেণৈব ভাগেন সত্ত্বানাং সলিলৌকসাম্।
বিহঙ্গমাস্তু বিজ্ঞেয়া লৌকিকাস্তে চ সর্ব্বশঃ।।
যঃ সহস্রতমো ভাগস্তেষাং বৈ পক্ষিণাং ভবেৎ
পশবস্তৎসমা জ্ঞেয়া লৌকিকাস্তু চতুষ্পদাঃ।
চতুষ্পদানাং সর্ব্বেষাং সহস্রেণৈব সম্মিতাঃ
ভাগেন দ্বিপদা জ্ঞেয়া লৌকিকেহস্মিংস্তে সর্ব্বশঃ
যঃ সহস্রতমো ভাগো ভাগে তু দ্বিপদাং পুনঃ
ধার্ম্মিকাস্তেন ভাগেন ধার্ম্মিকেভ্যো দিবং গতাঃ
যঃ সহস্রতমো ভাগো ধার্ম্মিকাণাং ভবেদ্দিবি।।
সম্মিতাস্তেন ভাগেন মোক্ষিণস্তাবদেব হি।।
স্বর্গোপপাদকেষ্বল্যা যাতনাস্থানবাসিনঃ।

হয়। দেবগণ নরকবাসীদিগকে অধোগত ও অধোমুখে অবস্থিত দেখেন। আবার নরকবাসীরাও দেবগণকে অধোমুখে অবস্থিত দেখে। কেননা, সে স্থানের অগ্র নাই, মূল নাই, উহার স্থিরতা স্বাভাবিকী। সুতরাং লোকালোকে ঊর্দ্ধ বা অধোভাব বিদ্যমান নাই। লোকালোকের এইরূপই স্বাভাবিকী সংজ্ঞা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অতঃপর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা পুনরায় বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বায়ো! লোকালোকনিবাসী নিখিল ভূতবৃন্দের মধ্যে যে সকল প্রাণী এ সংসারে বিচরণ করে, তাহাদিগকে সংখ্যাপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন কর। ঋষিগণের সেই কথা শুনিয়া বায়ু বলিলেন, সমুদয় প্রাণিগণের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিবার শক্তি আমার নাই। যন্তুপ্রবাহ, অনাদি, অনন্ত, সুসঙ্কীর্ণ ও মাত্র তর্কাবগম্য। আনন্ত্যপ্রযুক্ত ইহাদের গণনা হওয়াই অসম্ভব। অদিব্যচক্ষু বা অজ্ঞাননেত্র দ্বারা ঐ সমুদয় জন্তুকে জানিবার বা সংখ্যা করিবার শক্তি কাহারও নাই, অচিন্ত্য এবং অবেদ্য বলিয়া এক্ষণে এরূপ প্রশ্ন বিধেয় নহে। তবে ব্রহ্মা সংখ্যাপূর্ব্বক উহা যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন স্থাবরদিগের যে সহস্রতম ভাগ, তাবৎ-সংখ্যক পার্থিব কৃমি, ইহারা সংসেক হইতে সমুৎপন্ন। এই সংসেকজাত কৃমিদিগের সহস্রভাগই জলীয় জন্তুগণ ইহাই নিশ্চয়পূর্ব্বক বিচারিত। জলীয় প্রাণিগণের সহস্রভাগে লৌকিক বিহঙ্গমগণ; বিহঙ্গমদিগের সহস্রতম ভাগই তৎসমকক্ষ লৌকিক চতুষ্পাদ পশুগণ; চতুষ্পাদদিগের সহস্রতমভাগে দ্বিপদগণ; দ্বিপদদিগের সহস্রতম্ ভাগে স্বর্গীয় ধার্ম্মিকগণ এবং স্বর্গীয় ধার্ম্মিকদিগের সহস্রতম ভাবে মুক্ত পুরুষগণ। পর পর উৎকর্ষের এইরূপই ভাগক্রম পরিজ্ঞেয়। যে সকল যাতনাস্থান-গত পাপ কর্ম্মরত দুরাত্মগণ পতিত ও মৃত্যু কবলিত

পতিতাঃ পাপকর্মাণো দুবাখ্যানো ভ্রিয়ন্তি যে।
রৌরবে তামসে হ্যেতে শীতোষ্ণং প্রাপ্নুবন্তিতে
বেদনার্ত্তাঃ কাঙ্ক্ষা যাতনাস্থানমাগতাঃ।
উষ্ণস্তু রৌরবো জ্ঞেয়স্তেজো ঘোররসাত্মকঃ।।
ততো ঘনাত্মকস্তাপি শীতাত্ম সততং তপঃ।
এবং সুদুর্লভাঃ সন্তঃ স্বর্গে বা ধার্ম্মিকা নরাঃ।।
এষত্র সংখ্যা কৃতা সংখ্যা ঈশ্বরেন স্বয়ম্ভুবা।
গণনা বিনিবৃত্তৈষা সংখ্যা ব্রাহ্মী চ মানুষী।।

ঋষয় উচুঃ।

মহো জনস্তপঃ সত্যং ভূতো ভাব্যো ভবস্তথা
উক্তা হ্যেতে ত্বয়া লোকা এলাকানামন্তরেণ চ
লোকান্তরঞ্চ যন্নৃষে তন্নো ব্রূহি যথাতথম্
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ঋষীণামূর্দ্ধরেতসাম্
স বায়ুর্দৃষ্টতত্ত্বার্থ ইদং তত্ত্বমুবাচ হ।।২১০

বায়ুরুবাচ।।

ব্যক্তং তর্কেণ পশ্যন্তি যোগাৎ প্রত্যক্ষদর্শিনঃ
প্রত্যাহারেণ ধ্যানেন তপসা চ ক্রিয়াত্মনঃ।।
ঋভুঃ সনৎকুমারাদ্যাং সম্বুদ্ধাঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ
ব্যপেতশোকা বিরজাঃ সন্তো ব্রহ্মৈব সত্তমাঃ
অক্ষয়াঃ প্রীতিসংযুক্তা ব্রহ্ম তিষ্ঠন্তি যোগিণঃ
ঋষীণাং বালখিল্যানাং তৈর্যথাহ্যতমীশ্বরৈঃ
যথা চৈব ময়া দৃষ্টং সান্নিধ্যং তত্র কুর্ব্বতা।
অতর্ক্যসংকৃতার্থানামালয়ং চেশ্বরস্য বং.।২১৪
ঈশ্বরঃ পরমাণুত্বাত্তাবগ্রাহ্যো মনীষিণাম্।
জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ
দ্রষ্টৃত্বমাত্মসম্বোধমধিষ্ঠাতৃত্বমেব চ।
অব্যয়ানি দশৈতানি তস্মিংস্তিষ্ঠন্তি শঙ্করে।।
বিভুত্বাৎ খলু যোগাখিরুঞ্চাপ্যহনুগ্রহে স্বতঃ
স লোকবিগ্রহে ভূত্বা সাহায্যমুপতিষ্ঠতে।।২১৭
অক্ষরং ধ্রুবমব্যয়মষ্টমং ঘৌপসর্গিকম্।
তস্যেশ্বরস্য সমগ্রং স্থানং মরাময়ং পরম্।।
মায়য়া কৃতমাচষ্টে মায়ী দেবো মহেশ্বরঃ

হয়। তাহারা রৌরবাখ্য তামস্ নরকে নিপতিত হইয়া উৎকট শীত ও স্নাবস্থা ভোগ করিয়া থাকে। তখন যাতনাস্থানপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা তীব্র বেদনায় স্তব্ধপ্রায় হইয়া পড়ে উষ্ণ রৌরব উত্তাপতীব্র ঘোর রসাত্মক বলিয়াই পরিজ্ঞেয়। শীতস্বরূপ্ রৌরব পূর্ব্বাপেক্ষাও ঘনাকার .এইরূপে স্বর্গেও সাধু ধার্ম্মিক নর সুদুর্লভ ' স্বয়ম্ভু এইরূপ সংখ্যাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহার মানুষী গণনা হওয়া অসম্ভব। ইহার এই ব্রাহ্মী সংখ্যাই নির্দ্দিষ্ট। ঋষিগণ কহিএলন,—মহ, জন, তপঃ, সত্য, — এই সকল ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান লোক আপনি পর পর কীর্ত্তন করিয়াছেন . এক্ষণে লোকান্তর ক প্রকার ? তাহা আমাদের নিকট যথাবথ কীর্ত্তন করুন। তত্ত্বদর্শী বায়ু সেই উর্দ্ধরেতা ঋষিদিগের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তত্ত্বতঃ বলিতে লাগিলেন। বায়ু কহিলেন,—মনীষিগণ তর্কদ্বারা,যোগিগণ যোগবলে প্রত্যক্ষভাবে এবং কর্ম্মিগণ প্রত্যাহার, ধ্যান ও তপস্যাফলে এই তত্ত্ব জ্ঞাত হন। ঋভু, সনৎকুমারাদি শুদ্ধবুদ্ধি, শোকহীন, বিরজস্ক, বুদ্ধ, ব্রহ্মসদৃশ সাধুগণ, বালখিল্যাদি মহৈশ্বর্য্যসম্পন্ন মহর্ষিগণ, ও অক্ষয় প্রীতিসমন্বিত, ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত যোগিগণ, সেই ঐশ্বরধামের সম্যক্ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমিও সেই ব্রহ্মলোকে যাইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যাঁহারা অতর্ক্য তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, পরমাণুস্বরূপ পরমেশ্বর সেই সকল মনীষিগণেরই ভাবগ্রাহ্য .জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, ধৈর্য্য, দ্রষ্টৃত্ব, অধিষ্ঠাতৃত্ব, ও আত্মজ্ঞান, —সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরে এই দশটী গুণনিত্য প্রতিষ্ঠিত। তিনি বিভু বলিয়া যোগিগণের যোগ্যাও তাহারই অনুগ্রহে প্রতিষ্ঠিত। তিনিই বিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক জনগণের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করেন। সেই পরমেশ্বরে পরমস্থান পরিণামরহিত, চিরস্থির, সুখদুঃখাদি বৈষয়িক সম্পর্কহীন, মায়াময় সংস্বরূপ; উহাই অষ্টবিধ প্রকৃতিবিকারের মূল আশ্রয় এবং সমগ্র সৃষ্টির মূলস্থান।২০৯— ২১৮। মায়ময় মহেশ্বর নিজ মায়া দ্বারাই তাহা

দেবানামুপসংহারস্তৎপ্রমাণং হি কীর্ত্ত্যতে।।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ ব্রুবতো মে নিবোধত।
ত্রয়োদশৈব কোট্যস্তু নিযুতা দশ পঞ্চ চ।
ভূর্লোকাদ্ব্রহ্মলোকো বৈ যৌজনৈঃ
সম্প্রকীর্ত্যতে।।২২০
একযোজনকোটী তু পঞ্চাশন্নিযুতানি চ।
ঊর্দ্ধং ভাগবতাণ্ডঞ্চ ব্রহ্মলোকাৎ পরং স্মৃতম্
এষোর্দ্ধগঃ প্রচারস্তু গত্যন্তঞ্চ ততঃ স্মৃতম্।
নিত্যা হ্যপরিসংখ্যেয়াঃ পরস্পরগুণাশ্রয়াঃ।।
সূক্ষ্মাঃ প্রসবধর্ম্মিণ্যস্ততঃ প্রকৃতয়ঃ স্মৃতাঃ
যেভ্যোঽধিকর্ত্তা সঞ্জজ্ঞে ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ
তাসু প্রকৃতিমৎসূক্ষ্মমধিষ্ঠাতৃত্বমব্যয়ম্।
অনুৎপাদ্যং পরং ধাম পরমাণু পরেশয়ম্।
অক্ষয়শ্চাপ্যনূহ্যশ্চ অমূর্ত্তির্মূর্ত্তিমানসৌ।
প্রাদুর্ভাবতিরোভাবঃ স্থিতিশ্চৈব'প্যনুগ্রহঃ।।
বিধিরন্যোরনৌপম্যঃ পরমাণুর্মহেশ্বরঃ।
স্বতেজা এষ তমসো যঃ পুরস্তাৎ প্রকাশকঃ।।
যদণ্ডমাসীৎ সৌবর্ণং প্রথমং স্তৈপসর্গিকম্।
বৃহতং সর্ব্বতো বৃহত্তমীশ্বরাদ্ব্যবজায়ত।।২২৭
ঈশ্বরাদ্বীজনির্ভেদঃ ক্ষেত্রজ্ঞো বীজ ইষ্যতে।
যোনিং প্রকৃতিমাচষ্টে সা চ নারায়ণ্যাত্মিকা।।
বিভুর্লোকস্য সৃষ্ট্যর্থং লোকসংস্থানমেবচ।
সন্নিসর্গঃ স তত্রা চ লোকধাতুর্মহাত্মনঃ।।২২৯
পুরস্তাদ্ব্রহ্মলোকস্য অণ্ডাদর্ব্বাক্ চ ব্রহ্মণঃ।
তয়োর্মধ্যে পুরং দিব্যং স্থানং যস্য মনোময়ম্
তদ্বিগ্রহবতঃ স্থানমীশ্বরস্যামিতৌজসঃ।
শিবং নাম পুরং তত্র শরণং জন্মভীরুণাম্
সহস্রাণাং শতং পূর্ণং যোজনানাং দ্বিজোত্তমাঃ
অভ্যন্তরে তু বিস্তীর্ণং মহীমণ্ডলসংস্থিতম্।।
মধ্যাহ্নার্কপ্রকাশেন পরতেজোঽভিমর্দ্দিনা।
শীতকৌষ্ণেন মহতা প্রাকারেণার্কবর্চসা।।
দ্বারৈশ্চতুর্ভিঃ সৌবর্ণৈর্মুক্তাদামবিভূষিতৈঃ

নির্ম্মাণ করিয়াছেন সেই স্থানেই দেবগণের সম্যক্ উপসংহার হইয়া থাকে। তদ্বিবরণ আমি সবিস্তরে আনুপূর্ব্বীক্রমে বলিতেছি, আপনারা অবধান করুন। ভূর্লোক হইতে ব্রহ্মলোক, ত্রয়োদশ কোটি পঞ্চদশ নিযুত যোজন অন্তরে বিরাজিত। ব্রহ্মলোকেরও ঊর্দ্ধে যে ব্রহ্মাণ্ডকটাহ বিদ্যমান, উহা ব্রহ্মলোক হইতে এককোটি পঞ্চাশ নিযুত যোজন ব্যবধানে বর্ত্তমান। ঊর্দ্ধভাগের সীমা ঐ পর্য্যন্ত ইহার পর আর গতি নাই। সেই অগম্য প্রদেশ নিত্য, অসংখ্য, পরস্পর গুণাশ্রয়ী, প্রসবধর্ম্মী, সূক্ষ্ম, প্রকৃতিময়। তাহা হইতেই জগৎকর্ত্তা ক্ষেত্রজ্ঞ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রকৃতিমান্, সূক্ষ্ম, অক্ষয়, অব্যয়, অনুৎপাদ্য, অতর্ক্য, অমূর্ত্ত অথচ মূর্ত্তিমান, পরমাণুস্বরূপ, অধিষ্ঠানাত্মক, পরমধাম পরমেশ্বর বিরাজমান তিনি প্রাদুর্ভাব তিরোভাব স্থিতি বিধি দয়াদির মূল আশ্রয়; অথচ সর্ব্ববিধ বৃত্তি দ্বারা অনৌপম্য তিনি স্বপ্রকাশ এবং নিজ তেজে পুরোবর্ত্তী তমোরাশিরও প্রকাশক। যে হিরন্ময় অণ্ড, সৃষ্টির মূলীভূত, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ও সর্ব্বথা বৃত্তাকার, তাহা উক্ত ঈশ্বর হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়। ঈশ্বর হইতেই বীজবিভাগ হইয়া থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞই সেই বীজ। প্রকৃতিকেই যোনি বলা যায়। উহা নারায়ণাত্মিকা সেই লোকধাতা মহাত্মা বিষ্ণু, লোক সৃষ্টি ও লোক সংস্থান নিমিত্ত প্রকৃতি সহযোগে আত্ম তনুদ্বারা ব্রহ্মলোক ব্রহ্মাণ্ডাদি সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মলোকের ঊর্দ্ধে এবং ব্রহ্মাণ্ডকটাহের অধোভাগে এক সুন্দর পুরী আছে, উহা মনোময় স্থান বলিয়া নিরূপিত ঐ পুরী শিবনামে নির্দ্দিষ্ট উহা জন্মভীরুদিগের আশ্রয় স্থান এবং অপ্রতিমতেজা মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বরের আস্পদ ২১৯—২৩১। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐ পুরী পূর্ণ শত সহস্র যোজন আয়ত; উহার অভ্যন্তর মহীমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। ঐ পুরীয় এক মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড সমুজ্জ্বল সুবর্ণময় মহা প্রকার বিদ্যমান। উহা পরতেজের অভিভূতিকর। ঐ পুরের চারিটী দ্বার আছে,

তপনীয়নিভৈঃ শুভ্রৈর্গাঢং সুকৃতবেষ্টনম্ ।২৩৪
তস্যাকাশে পুরং রম্যং দিব্যঘণ্টাদিনাদিতম্
ন তত্র ক্রমতে মৃত্যুর্ন তাপো ন জরা শ্রমঃ।।
ন তদন্যৈঃ পুরাচাবৎ রূপমস্যৈতুমর্হতি।
সহস্রাণাং শতং পূর্ণং যোজনানাং দিশো দশ
তৎপুরং গোবৃষাঙ্কস্য তেজসা ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
ভাবেন মনসো ভূমির্বিন্যস্তা কনকাময়ী। ২৩৭
রতননবালুকয়া তত্র বিন্যস্তা শুভতেহধিকম্।
শারদেন্দুপ্রকাশানি বালসূর্য্যনিভানি চ।।২৩৮
অর্দ্ধশ্বেতার্দ্ধরক্তানি সৌবর্ণানি তথৈব চ।
রথচক্রপ্রমাণানি নালৈর্মরকতপ্রভৈঃ ২৩৯
সৌকুমারেণ রূপেণ গন্ধিনোহ প্রতিমেন চ।
তত্র দিব্যানি পদ্মানি বনেষূপবনেষু চ ।২৪০
ভৃঙ্গপত্রনিকাশানি তপনীয়ানি যানি চ।
অর্দ্ধকৃষ্ণার্দ্ধরক্তানি সুকুমারাস্তরাণি চ।।২৪১
আতপত্রপ্রমাণানি কিঞ্জল্কৈঃ সংবৃতানি চ।
ভূতঃ সপ্ত মহানদ্যস্তাসাং নামানি বোধত।।২৪০
বরা বরেণ্যা বরদা বরার্হা বরবর্ণিনী।
বরমা বরভদ্রা চ রম্যাস্তস্মিন্ পুরোত্তমে।।২৪৫
পদ্মোৎপলদলোন্মিশ্রং ফেনাদ্যাবর্ত্তবিগ্রহম্
জলং মণিদলপ্রখ্যামাবহন্তি সরিদ্বরাঃ।।২৪৪
ন তু ব্রহ্মর্ষয়ো দেবা নাসুরাঃ পিতরস্তথা
ন চান্যেহপ্রমেয়স্য বিদুরীশস্য তৎপুরম্ ২৪৫
তত্র যে ধ্যানমনস্কাগ্রাঃ সুযুক্তা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ
পশ্যন্তীহ মহাত্মানঃ পুরং তদেগাবৃষধ্বজনঃ ।২৪৬
মধ্যে পুরবরেন্দ্রস্য তস্যাপ্রতিমতেজসা
সুমহান্মেরুসঙ্কাশো দিব্যো ভদ্রশ্রিয়া বৃতঃ।।

সেই দ্বারগুলি মুক্তাদামে সমলঙ্কৃত, সুবর্ণমণ্ডিত ও শুভ্র। আকাশে ঐ রম্য পুরী অবস্থিত এবং স্বর্গীয় ঘণ্টাসমূহে নিনাদিত। ঐ স্থানে জরা, মৃত্যু, তাপ বা ক্লেশ কিছুই নাই এমন আর কোন পুরসমৃদ্ধিও নাই, যাহা ঐ পুরীর শ্রী অনুকরণ করে. ঐ পুরী দশ দিকে শত সহস্র যোজন ব্যাপিয়া বিরাজমান। ভগবান্ বৃষধ্বজ ঐ পুরীর অধিস্বামী, উহা আপনার তেজে আপনিই অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ কনকময়ী পুরভূমি মনেরই কল্পনানুসারে বিন্যস্ত। উহাতে রত্নবালুকা সকল বিরাজমান; ঐ সকল বালুকা দ্বারা ঐ পুরভূমি সমধিক সুশোভমান। ঐ পুরীর বনে এবং উপবনসমূহে দিব্য পদ্মপুষ্প প্রস্ফুটিত আছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি পদ্ম দেখিতে এক একটী শারদ সুধাকরনিভ এবং কতকগুলি বালসূর্য্য-সদৃশ; আবার এমনও অনেক পদ্ম আছে, যাহাদের অএনকগুলি অর্দ্ধ শ্বেত ও অর্দ্ধ রক্ত এবং কতকগুলি সম্পূর্ণই সুবর্ণময়, ঐ সকল পদ্মের প্রমাণ এক একটী রথচক্রের ন্যায়। উহাদের নালগুলি মরকতপ্রভ, উহারা সুকুমার রূপে ও অপ্রতিম গন্ধে মনোহর; উহাদের মধ্যে অনেকগুলি পদ্ম আবার দেখিতে ভৃঙ্গপক্ষবৎ কৃষ্ণকান্তি এবং সমস্ত পদ্মের অভ্যন্তর ভাগই অতি সুকোমল। উহাদের মধ্যে এমনও অনেক পদ্ম আছে, যাহারা দেখিতে এক একটা অতিপত্র-প্রমাণ ঐ সকলপদ্মই কিঞ্জল্কপুঞ্জে পরিপূর্ণ। এতদ্ভিন্ন সাতটী মহানদী আছে, উহাদের নাম শ্রবণ করুন, যথা,—বরা, বরেণ্যা, বরদা, বরার্হা, বরবর্ণিনী, বরমা ও বরমা ও বরভদ্রা, এই সমস্ত রম্যনদী ঐ পূর্ব্বোক্ত উত্তমপুরীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এই সরিদ্বরাগণ যে জলরাশি বহন করে, তাহা পদ্ম ও উৎপলদলে মিশ্রিত, ফেন ও আবর্ত্তাদি-সমন্বিত এবং দেখিতে মণিদলসদৃশ।২৩২—২৪৪ না ব্রহ্মর্ষি, না দেব, না অসুর, না পিতৃপুরুষগণ, না অন্য কেহ, কোন ব্যক্তিই অপ্রমেয় ঈশ্বরের সেই পুরীর বার্ত্তা বিদিত নহেন। তবে যাঁহারা একান্তই ধ্যাননিষ্ঠ, প্রকৃষ্ট যোগ-সম্পন্ন এবং জিতেন্দ্রিয়, তাঁহারাই মহাত্মা বৃষধ্বজের সেই পুরু দর্শন করিতে পারেন সেই পুরবরের মধ্যভাগে এক পরম রমণীর সুমেরুসদৃশ মহান্ প্রসাদ বিদ্যমান ঐ প্রসাদি স্বীয় অপ্রতিম তেজে দীপ্যমান,

সহস্রাপাদঃ প্রসাদস্তপনীয়ময়ঃ শুভঃ।
অনুপমেয়ৈ রত্নৈশ্চ সর্ব্বতঃ স বিভূষিতঃ ।।২৪৮
স্ফটিকৈশ্চন্দ্রসঙ্কাশৈর্বৈদুর্য্যৈঃ সোমপ্রভৈঃ।
বালসূর্য্যপ্রভৈশ্চৈব সৌবর্ণৈশ্চাগ্নিসম্ভবৈঃ।।২৪৯
রাজতৈশ্চাপি শুভ্রে ইন্দ্রনীলময়ৈঃ শুভৈঃ।
দৃঢ়ৈর্বজ্রময়ৈশ্চৈব ইত্যেবং সুসংহিতৈঃ।।২৫০
গবাক্ষৈশ্চ বিবিধাকারৈর্দীপ্যস্তিরধিবসিতম্।
চন্দ্ররশ্মিপ্রকাশভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।।২৫১
রত্নঘন্টানিনাদৈশ্চ নিত্যপ্রমুদিতোৎসবৈঃ,
কিন্নরাণামধীবাসৈঃ সন্ধ্যাভ্রাকারবাজিতৈঃ।
পরিবারসমন্তাত্তু হেমপুষ্পোদকপ্রভৈঃ।
যথা হি মেরুশৈলেন্দ্রো হেমশৃঙ্গৈর্বিরাজতে।।
চামীকরময়ীভিস্তু পতাকাভিস্তথা পুরম্।
এবং প্রসাদরাজোহসৌ ভূমিকাভির্বিরাজতে।।
বসন্ত্যপ্রতিমা যত্র ত্র্যম্বকস্য নিবেশনে।
লক্ষ্মীঃ শ্রীশ্চ বপুর্মায়া কীর্ত্তিঃ শোভা সরস্বতী।
দেব্যোহিবে সহিতা হ্যেতারূপগন্ধসমন্বিতাঃ।
নিত্যা হ্যপরিসংখ্যাতাঃ পরস্পরগুণাশ্রয়াঃ।
ভুবণং সর্ব্বরত্নানং যোন্যঃ কান্তিবিলাসয়োঃ।
কোটীশতং মহাভাগা বিভজ্যাত্মনমাত্মনা।
ভগবন্তং মহাত্মানং প্রতিমোদন্ত্যতন্দ্রিতাঃ।।২৫৭
তাসাং সহস্রশশ্চান্যাঃ পৃষ্ঠতঃ পরিচারিকাঃ।
রূপিণ্যশ্চ শ্রিয়া যুতাঃ সর্ব্বাঃ কমললোচনাঃ।।
লীলাবিলাসসংযুক্তৈর্ভাবৈরতিমনোহরৈঃ।
গণৈস্তাঃ সহ মোদন্তে শৈলাভৈঃ পাবকোপমৈঃ
কুব্জা বামনিকাশ্চৈব বরগাত্রা হয়াননাঃ।
পুণ্ড্রাশ্চ বিকটাশ্চৈব করালাশ্চিপিটাননাঃ।
লম্বোদরা হ্রস্বভুজা বিনেত্রা হ্রস্বপাদিকাঃ।
মৃগেন্দ্রবদনাশ্চান্যা গজবক্ত্রোদরাস্তথা।।২৬১

সর্ব্ববিধ শুভ্রশ্রী দ্বারা সুশোভন এবং অনুপম রত্নরাজি দ্বারা সর্ব্বতঃ সমুদ্ভাসমান। ঐ দিব্য প্রাসদ সহস্র মূলস্তম্ভোপরি প্রতিষ্ঠিত উহা চন্দ্রসন্নিভ স্ফাটিকে, সোমপ্রভ বৈদুর্য্যে, বালার্ক ও অগ্নিপ্রতিম সুবর্ণে, ইন্দ্রনীল মণিময় শুভ্র রজতে এবং শুভ্র সুদৃঢ় বজ্র হীরকখণ্ডে সম্যক্ সুশোভিত। উহাতে নানাবিধ সমুজ্জ্বল গবাক্ষ আছে। ঐ প্রাসাদ চন্দ্ররশ্মিপ্রতিম নানা পতাকাসমূহে অলকৃত, বহুল রত্নঘন্টারবে মুখরিত এবং নিত্যোৎসবে প্রমুদিত। ঐ পুরে কিন্নরদিগের যে সকল বাসভবনে আছে, তৎসমস্ত সন্ধ্যাকালীন অভ্রপঙ্ক্তির ন্যায় বিবাজিত। উহারা ঐ পুরীর চারিদিক্ ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং হেমপুষ্প ও হেমগর্ভ উদকের ন্যায় প্রতিভাত। সুতরাং দেখিলে মনে হয়, সেই পুরী যেন ঐ সকল বাসভবন দ্বারা হেমশৃঙ্গ-মণ্ডিত শৈলেন্দ্র সুমেরুর ন্যায় বিরাজিত। ঐ পুরী চামীকরময়ী পতাকায় সমলকৃত। এইরূপে এই পুরীমধ্যস্থিত পূর্ব্বোক্ত প্রাসাদবর বহু ভূমিকায় বিরাজমান তথায় ত্র্যম্বকের আবাসে লক্ষ্মী, শ্রী, বপুঃ, মায়া, কীর্ত্তি, শোভা ও সরস্বতী প্রভৃতি অপ্রতিম রূপবতী দেবীগণ রূপ ও গন্ধান্বিত হইয়া একসঙ্গে নিত্যই বাস করেন। ইহাঁরা বহু গুণের আধার, কান্তি ও বিলাসিতার যোনি এবং সমুদায় রত্নের ভূষণস্বরূপ এই নিত্যপ্রতিষ্ঠ দেবীগণেই সংখ্যা করা যায় না মহাভাগ্যবতী দেবীগণ স্ব স্ব আত্মা দ্বারা আত্মাকে শতকোটি অংশে বিভক্ত করিয়া নিরলসভাবে নিরন্তর সেই ভগবান্ মহাত্মা মহাদেবকে আমোদিত করিয়া থাকেন। ঐ দেবীগণের পশ্চাতে আরও সহস্র সহস্র পরিচারিকা আছে, তাহারা সকলেই রূপবতী, শ্রীমতী ও কমলদলবৎ লোচনবতী।২৪৫—৩৫৮। সেই পরিচারিকাগণ লীলাবিলাসযুত অতি মনোহর হাবভাব প্রকাশ করিয়া প্রমথগণসহ ক্রীড়া করিয়া থাকে। ঐ প্রমথগণ সকলেই শৈলসন্নিভ ও পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত। ঐ পূর্ব্বোক্ত পরিচারিকাগণ ব্যতীত আরও কতকগুলি কামরূপিণী নানা বেশধারিণী রমণী আছে; তাহাদের আকৃতি আপাতদর্শনে কুব্জা, বামনা, বররূপা, অশ্বাননা, পুণ্ড্রা, বিকট করালা, চিপিটানান, লম্বোদরা, হ্রস্বভুজা, বিনেত্রা,

গজাননাস্তথৈবান্যাঃ সিংহব্যাঘ্রাননাস্তথা।
লোহিতাক্ষা মহাস্তন্যঃ শুভগাশ্চারুলোচনাঃ।।
হ্রস্বকুঞ্চিতকেশশ্চ সুন্দর্য্যশ্চারিলোচনাঃ।
অন্যাশ্চ কামরূপিণ্যো নানাবেষধরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
অভ্যন্তরপরিকক্ষা দেবাবাসগৃহোচিতাঃ।
ররাম ভগবাংস্তত্র দশবাহুর্মহেশ্বরঃ।।১৬৩
নন্দিনা চ গণৈঃ সার্দ্ধং বিশ্বরূপৈর্মহাত্মভিঃ।
তথা রুদ্রগণৈশ্চাপি তুল্যৌদার্য্যপরাক্রমৈঃ।।
পাবকাত্মজসঙ্কাশৈর্যূপদাংষ্ট্রোৎকটাননৈঃ।
বন্দ্যমানো বিমানশ্চ পূজ্যমানশ্চ তৎপরৈঃ।।
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাং মালাং জিঘ্রমাণোরসি স্থিতাম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং পৃথুতাম্রায়তেক্ষণম্।।
ঈষৎকরাললম্বোষ্ঠং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাগণাঙ্কিতম্।
সড়র্দ্ধনেত্রং দুষ্প্রেক্ষ্যং রুচিরং চীরবাসসম্

হ্রস্বপদা, সিংহবদনা, গজমুখবৎ উদরযুতা, গজাননা, সিংহ ও ব্যাঘ্রবক্তা, লোহিতনেত্রা ও মহাস্তনী। ইহাদের কাহারও কেশপাশ হ্রস্ব এবং কুঞ্চিত, কেহ কেহ সুভগা, চারুলোচনা ও সুন্দরী। তাহারা পুরীর অভ্যন্তরে বিচরণশীলা এবং সর্ব্বথা দেবভবনে বাস করিবার যোগ্যা। দশবাহুধারী ভগবান্ মহাদেব—নন্দী, বিশ্বরূপী মহাত্মা প্রমথগণ ও রুদ্রগণ সহ সতত তাহাদিগের মধ্যে বিহার করিয়া থাকেন, রুদ্রগণ সহ সতত তাহাদিগের মধ্যে বিহার করিয়া থাকেন। ঐ রুদ্রগণ সকলেই মহাদেবের ন্যায় ঔদার্য্য ও পরাক্রম-সম্পন্ন। উহাদের আকৃতি পাবকনন্দনের ন্যায় এবং বদন সকল যুপোপম দংষ্ট্রাসমূহে অতি ভীষণ। উহারা বিমানস্থ হইয়া তদগতমনে মহাদেবের পূজাকার্য্যে নিরত। মহাদেব স্বীয় বক্ষেবিলম্বিত সকল ঋতুজাত কুসুমসমন্বিত মালার আঘ্রাণ লইতেছেন। তাঁহার আকৃতি—নীলোৎপলদলবৎ, শ্যামবর্ণ, নয়—পৃথু, তাম্র ও আয়ত, এবং ওষ্ঠ—ঈষৎ করাল, লম্বিত ও তীক্ষ্ণ দাষ্ট্রামালায় অঙ্কিত তিনি তিনটী নেত্রে অম্বিত, দুষ্প্রেক্ষ্য, সুন্দর,

অংহবেষপরিক্লিষ্টং দেবানামরিনাশনম্।
বাহনা বাহমাবেশ্য পার্শ্বে সব্যেহন্তরে স্থিতম্
ররাজ পট্টিশং তস্য বামাগ্রকরগোচরম্।
মহাভৈরবনির্ঘোষং বলেনাপ্রতিমৌজসম্।
দশবর্ণধনুশ্চৈব বিচিত্রং শোভতেহধিকম্।।২৬৯
ত্রিশূলং বিদ্যুতাভাসমমোঘং শত্রুনাশনম্।
জাজ্বল্যমানং বপুষা পরমং তত্ত্বিষা যুতম্।
অসিশ্চৈবৌজসাং শ্রেষ্ঠং শীতরশ্মিঃ শশী তথা
তেজসা বপুষা কান্ত্যা দেবেশস্য মহাত্মনঃ।
শুশুভেহভ্যধিকং তত্র বেদ্যামগ্নিশিখা ইব।
স্থিতঃ পুরস্তাদ্দেবস্য শাতকৌম্ভময়ো মহান্।
শুশুভে রুচিরঃ শ্রীমান সোদকঃ স কমণ্ডলুঃ।।
অসিমাবেশ্য চাঙ্গেষু পাণ্ডুরাম্বরধারিণী
উরশ্ছদেন মহতা মৌক্তিকেন বিরাজিতা।
চতুর্ভুজা মহাভাগা বিজয়া লোকসম্মতা।।২৭৪

চীরবাসান্বিত, যুদ্ধে অপরিক্লিষ্ট, দেবশত্রুসংহারী এবং সব্যে পার্শ্বে ও অন্তরে বাহু দ্বারা বাহু বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। মহাদেব ঈদৃশ রূপেই সেখানে প্রমথবৃন্দের পূজনীয় তাঁহার বামকরে পট্টিশাস্ত্র বিরাজিত। ঐ অস্ত্র—প্রভাবে অপ্রতিম এবং অতি ভয়ঙ্কর নিনাদকারী। তাঁহার দশবর্ণ নামে বিচিত্র ধনু আছে; উহা অত্যধিক শোভাসম্পন্ন। তাঁহার হস্তে ত্রিশূল আছে; উহা বিদ্যুদাভ, অমোঘ, শত্রু সংহারী, আপন প্রভায় জাজ্বল্যমান এবং তদীয় দেহপ্রভায় আরও অধিক প্রভাবিত।২৫৯—২৭০। তাঁহার তেজস্বিবর অসি ও শীতরশ্মি শশী, তেজে, দেহে এবং কান্তিচ্ছটায় বেদিগত অগ্নিশিখার ন্যায় সমধিক সুশোভন। সেই মহাত্মা দেবেশের সম্মুখে এক জলপূর্ণ স্বর্ণ-কমণ্ডলু আছে, উহা অতি বৃহৎ, শ্রীমান্ এবং মনোহর। মহাভাগা চতুর্ভুজা বিরজা দেবী অপ্রতিম শ্রীর ন্যায় পরম শোভায় সর্ব্বদিক্ সমুদ্ভাসিত করিয়া দেবদেবের সম্মুখে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক দণ্ডায়মানা। বিজয়ার পরিধানে পাণ্ডুর বসন, অঙ্গে আসলতার অবেষ্টন এবং বক্ষে মহতী

দেব্যা আদ্যপ্রতীহারী শ্রীরিবাপ্রতিমা পরা।
বিভ্রাজন্তী স্থিতা চৈব কৃত্বা দেবস্য চাঞ্জলিম্।।
তস্যাঃ পৃষ্ঠানুগাশ্চান্যাঃ স্ত্রিয়োহপ্সরোগণান্বিতাঃ
তাঃ নবভিনবৈঃ কান্তৈরুপতিষ্ঠন্তি শঙ্করম্।।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না বাদিত্রৈরুপবৃংহিতাঃ
উপগায়ন্তি দেবেশং গণা গন্ধর্ব্বযোনয়ঃ।।২৭০
অত্যুন্নতো মহোবক্ষঃ শরন্মেঘসমদ্যুতিঃ।
শোভতে নন্দমানশ্চ গোপতিস্তস্য বেশ্মনি।।
স্কন্দশ্চ সপরীবারঃ পুত্রোহস্যামিতবীর্য্যবান
রক্তাম্বরধরঃ শ্রীমান্ বরাম্বুজদলেক্ষণঃ। ২৭৯
তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ চাতিবান্
ব্যপেতব্যসনাঃ ক্রূরাঃ প্রজানাং পালনে রতাঃ
তৈঃ সার্দ্ধং স মহাবীর্য্যঃ শোভতে শিখিবাহনঃ
ব্যালক্রীড়নকৈস্তত্র ক্রীড়তে বিশ্ববাদিনঃ।।
যে নৃপা বিবুধেন্দ্রাণাং কাঞ্চনস্য প্রদায়িনঃ।
যে চ ব্রাহ্মণা বিপ্রা গৃহস্থা ব্রহ্মবাদিনঃ। ২৮২
গরস্বাধ্যায়তপসস্তথা চৈবোঞ্ছবৃত্তয়ঃ
এতে সভাসদস্তস্য দেবেশস্য চ সম্মতাঃ।।২৮৩

মন্বন্তরাণ্যনেকানি ব্যবর্ত্তন্ত পুনঃপুনঃ।
শ্রূয়তাং দেবদেবস্য ভবিষ্যাশ্চর্য্যমুত্তমম্।।২৮৪
ব্যাঘ্রাশ্চৈবানুগাস্তত্র কাঞ্চনাভাস্ত রঞ্জিনঃ।
স্বচ্ছন্দচারিণঃ সর্ব্বে স্বয়ং দেবেন নির্ম্মিতাঃ।
মৃত্যোর্মৃত্যুসমাস্তে তু যমদর্পাপহারিণঃ।
বিভূতিমপ্যসংখ্যেয়াং কোন যদ্বভিধাস্যতে।
অতঃপরমিদং ভূয়ো ভবেনাদ্ভুতমুত্তমম্।
ভূতানামনুকম্পার্থং যৎকৃতং তন্নিবোধত।।
মন্দরাদ্রিপ্রকাশনাং বলেনাপ্রতিমৌজসাম্।।
হারকুন্দেন্দুবর্ণানাং বিদ্যুদ্ঘনানন্দিনাম্।।২৮৮
চূড়ামণিধরাণাং বৈ মেঘসন্নিভবাসসাম্।
শ্রীবৎসঙ্কিতবক্ত্রাণামঙ্গুলীশূলপাণিনাম্।।২৮৯
এবং বিধানাং দেবানাং রূপেণোত্তমশালিনাম্
তস্য প্রাসাদমুখ্যস্য স্তম্ভেষূত্তমশোভিষু।।২৯০
সংযতাগ্নিময়ীভিস্ত্র শৃঙ্খলাভিঃ পৃথক্ পৃথক্।
মায়াসহস্রং সিংহানাং সুখং তত্র নিবাসিনাম্।।
স্তম্ভেহপ্যাসৃতাবষ্টং ত্র্যম্বকস্য নিকেতনে।

মৌক্তিক মালা লম্বমান। তাঁহার পশ্চাতে আরও অনেক অপ্সরা ও অন্য রমণী বিরাজমানা; তাহারা নূতন নূতন কমনীয় ব্যবহারে নিরত শঙ্কর দেবের উপাসনায় তৎপরা। সেখানে অনেক সুলক্ষণান্বিত গন্ধর্ব্বকুল জাত প্রমথ আছে, তাহারা বাদ্য বাজাইয়া দেবদেবের মাহাত্ম্য-গানে নিরত মহাদেবের আবাসে তাঁহার মহোন্নত, মহোরস্ক, শারদ নীরদ-নিভ, বৃষরাজ বিরাজমান। এতদ্ভিন্ন তদীয় পুত্র অমিততেজ শ্রীমান শিখিবাহন স্কন্দ সপরিবারে তথায় অবস্থিত তাঁহার নয়নদ্বয় অম্বুজ-দলবৎ সুন্দর তিনি শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় প্রভৃতি ব্যসনবিহীন ক্রূরপ্রকৃতি প্রজাপালক অনুচর সহচরগণ সহ সেখানে বাল্যক্রীড়ায় নিরত। যে সকল নরপতি বিবুধশ্রেষ্ঠদিগকে কাঞ্চন দান করিয়াছেন, যে সকল ব্রাহ্মণ সংযমী, গৃহধর্ম্মাচারী ও ব্রহ্মবাদী, এবং যাঁহারা সাত্ত্বিক স্বাধ্যায় ও তপঃসম্পন্ন আর যাঁহারা উঞ্ছবৃত্তিনিষ্ঠ, তাঁহারাই এই শিবপুরে দেবদেবের সভ্যসদ্। পুনঃপুনঃ মন্বন্তর অতীত হইয়াছে, দেবদেবের সভা সেই ভাবেই আছে। এক্ষণে সেই দেবদেব সম্বন্ধীয় আরও উত্তম আশ্চর্য্য ঘটনা কিছু শ্রবণ করুন, কাঞ্চনাভ মহাবেগশালী কতিপয় ব্যাঘ্র তাঁহার অনুগামী। সেই ব্যাঘ্রগণ সকলেই স্বচ্ছন্দবিহারী দেবদেহ স্বয়ং তাহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহারা মৃত্যুরও মৃত্যুতুল্য বেং যমেরও দর্পহারী। দেবদেহের এইরূপ অসংখ্য বিভূতি আছে, তাহা কে না বর্ণন করিবে?২৭১—২৮৬। ভগবান্ ভবদেব ভূতবৃন্দের অনুকম্পার নিমিত্ত পুনরাপি যাহা করিয়াছেন, অতঃপর তাহা শ্রবণ করুন। মহাদেবের সেই শ্রেষ্ঠ প্রাসাদের উত্তম উত্তম স্তম্ভসমূহে তদীয় মায়ানির্ম্মিত-এক সহস্র সিংহ অগ্নিময় পাশ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শৃঙ্খলিত আছে। তাহারা সেই অবস্থায় সকলেই সুখে বাস করিতেছে। সেই সিংহগণ দেখিতে

অথ তৎপ্রতিসম্পূজ্য বায়োর্বাক্যং সুবিস্মিতাঃ
ঋষয়ঃ প্রত্যভাষন্ত নৈমিষেয়াস্তপস্বিনঃ ।।২৯২
ভগবন্ সর্ব্বভূতানাং প্রাণ সর্ব্বত্রগ প্রভো
কে তে সিংহমহাভূতাঃ ক তে জাতাঃ
কিমাত্মকাঃ ।।২৪৯
সিংহাঃ কেনাপরাধেন ভূতানাং প্রভবিষ্ণুনা।
বৈশ্বানরময়ৈঃ পাশৈঃ সারুদ্ধাস্ত পৃথক্ পৃথক্।।
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বাবায়ুর্বাক্যা জগাদ হ।
যত্তৈ সহস্রং সিংহানামীশ্বরেণ মহাত্মনা।
ব্যপনীয় স্বকাদ্দেহাৎ ক্রোধাস্তে সিংহবিগ্রহাঃ
ভূতনামভয়ং দত্ত্ব পুরা বদ্ধাগ্নিবন্ধনে।
যজ্ঞভাগনিমিত্তঞ্চ ঈশ্বরস্যাজ্ঞয়া তদা।।২৯৬
তেষাং বিধানযুক্তেন সিংহেনৈকেন লীলয়া।

দেব্যা মন্যুং কৃতংজ্ঞাত্বা হতো দক্ষস্য স ক্রতুঃ
নিঃসৃতা চ মহাদেব্যা মহাকালী মহেশ্বরী।
আত্মনঃ কর্ম্মসাক্ষিণ্যা ভূতৈঃ সার্দ্ধং তদনুগৈঃ
স এষ ভগবান্ ক্রোধো রুদ্রাবাস্কৃতালয়ঃ।
বীরভদ্রোহপ্রমেয়াত্মা দেব্যা মন্যু প্রমার্জ্জনঃ ।
তস্য বেশ্ম সুরেন্দ্রস্য সর্ব্বগুহ্যতমস্য বৈ।
সন্নিকেশস্তনৌপম্যো ময়া যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি যে তত্র প্রতিবাসিনঃ।
রম্যে পুরবরশ্রেষ্ঠে তস্মিন্ বৈহা ভূমিষু।।৩০১
নানাবস্ত্রবিচিত্রেষু পতাকাবহুলেষু চ
সর্ব্বকামসমৃদ্ধেষু বনোপবনশোভিষু।।৩০২
রাজতেষু মহান্তেষু শাতকৌম্ভময়েষু চ।
সন্ধ্যাভ্রসন্নিকাশেষু কৈলাসপ্রতিমেষু চ।।৩০৩
ইষ্টৈঃ শব্দাদিভির্ভোগৈর্যে ভবন্যানুসারিণঃ।

অগ্নিরাশি-প্রতিম, বলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, হংস, কুন্দ ও ইন্দুর ন্যায় সমানবর্ণ, বিদ্যুদ্‌বিজড়িত বারিদ-বৃন্দের ন্যায় নিনাদকারী, চূড়ামণিধারী, মেঘবৎ বসন বেষ্টিত, শ্রীবৎসাঙ্কিত, অঙ্গুলিরূপ শূলপাণি, এবং রূপে ও তেজে দেবপ্রতিম ত্র্যম্বকের ভবনে উঁহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে। অনন্তর বায়ুর বাক্যের অভিনন্দন করিয়া বিস্ময়াপন্ন নৈমিষীয় ঋষিগণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে ভগবন্! হে সর্ব্বভূতের প্রাণ! সর্ব্বত্রগামিন্! ঐ মহাপ্রাণ সিংহগণ কোথায় জন্মিয়াছে? উঁহাদের স্বরূপ কি? ভূতপতি মহাদেবসমীপে কোন্ অপরাধে উঁহারা অগ্নিময় পাশ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিবদ্ধ আছে? ঋষিগণের কথা শুনিয়া বায়ু বলিলেন,—মহাত্মা ঈশ্বর যে সিংহসহস্র সৃষ্টি করিয়াছেন, উঁহারা তাঁহার ক্রোধস্বরূপ। তিনি পুরাকালে স্বীয় দেহ হইতে ক্রোধরাশিকে ব্যপনীত করিয়া সিংহাকারে পরিণামিত করত ভূতবৃন্দকে অভয় দিয়া অগ্নিময় পাশে সেই সকল সিংহকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। যজ্ঞভাগ নিমিত্ত দক্ষের সহিত ঈশ্বরের বিরোধ ঘটিয়াছিল, তখন ঈশ্বরের আজ্ঞায় উল্লিখিত সহস্র সিংহের মধ্য হইতে কোন এক সিংহ বন্ধনমুক্ত হয়। সেই সিংহ মহাদেবীর দৈন্যের বিষয় বুঝিয়া অনায়াসে দক্ষের সেই প্রসিদ্ধ যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিল। তৎকালে মহাদেবীর দেহ হইতে তদীয় কর্ম্মের সাক্ষিণীরূপে মহাদেবী মহেশ্বরী কতকগুলি অনুচর ভূত সহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ রুদ্রাধিষ্ঠিত ভগবান্ ক্রোধই সেই অপ্রমেয়াত্মা বীরভদ্র এই বীরভদ্র হইতেই দেবীর দৈন্য অপনীত হইয়াছিল। এই আমি সেই সর্ব্বগোপনীয় দেবদেবের বাসভবনের বিবরণ ব্যক্ত করিলাম। তাঁহার সেই বাসস্থানের উপমা কুত্রাপি নাই।২৮৭—৩০০। অতঃপর আমি তথাকার প্রতিবাসিবর্গের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি সেই স্বর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুরম্য শিবপুর অন্তরীক্ষে অবস্থিত উহা নানাবস্ত্রে চিত্রিত, বহু পতাকায় অলঙ্কৃত, সর্ব্ব কামনায় সমৃদ্ধ, এবং বন ও উপবন দ্বারা সুশোভিত। উহার স্থানে স্থানে স্বর্ণ ও রজতময় বহুল প্রাসাদে বিরাজমান। ঐ প্রাসাদসমূহের মধ্যে কতকগুলি সন্ধ্যাকালীন অভ্রসন্নিভ এবং কতকগুলি দেখিতে কৈলাসসদৃশ। ইষ্ট শব্দ ও যজ্ঞাদি ভাগ কল্পনা দ্বারা যে সকল সুব্রত ব্যক্তি ভবদেবের আনুগত্য

প্রাসাদবরমুখ্যেষ্বগ্র্যে তেষু মোদন্তি সুব্রতাঃ।
ব্রহ্মঘোষৈরবিরতাঃ কথাশ্চ বিবিধাঃ শুভাঃ
গীতবাদিত্রঘোষাশ্চ সংস্তবাশ্চ সমন্ততঃ ।৩০৬
সংহতাশ্চৈবমতুলা নানাশ্রয়কৃতাস্তথা।
এবমাদীনি বর্ত্তন্তে তেষাং প্রসাদমূর্দ্ধনি।৩০৬
সহস্রপাদঃ প্রাসাদস্তপনীয়ময়ঃ শুভঃ।
অনৌপম্যৈর্বরৈ রত্নৈঃ সর্ব্বতঃ পরিভূষিতাঃ।।
স্ফাটিকৈশ্চন্দ্রসঙ্কাশৈর্বৈদুর্য্যমণিসম্প্রভৈঃ.
বালসূর্য্যনিভৈশ্চাপি সৌবর্ণৈশ্চাগ্নিসপ্রভৈঃ ।৩০৮
শ্রুত্বৈতদৃষয়ঃ শ্রুত্বা নৈমিষেয়াস্তপস্বিনঃ।
আপন্নসংশয়াশ্চেমং বাক্যমূচুঃ সমীরণম্।৩০৯

ঋষয় উচুঃ।

কে তু তত্র মহাত্মানো যে ভবস্যানুসারিণঃ।
অনুগ্রাহ্যতমাঃ সম্যক্ প্রমোদন্তে পুরোত্তমে।
ঋষীণাং বচনং শ্রুত্বা বায়ুর্বাহ্যমথাব্রবীৎ ।৩১০

বায়ুরুবাচ।

শ্রূয়তাং দেবদেবস্য ভক্তৈর্যৈরনুকম্পিতা।
হ্রীমন্তঃ সুর্ভির্জ্জতা দান্তাঃ শৌর্য্যযুক্তা হ্যলোলুপাঃ
মধ্যাহারাশ্চ মত্রাশ্চ আত্মারামা জিতেন্দ্রিয়াঃ
জিতদ্বন্দ্বা মহোৎসাহাঃ সৌম্যা বিগতমৎসরাঃ
ভাবস্থাঃ সর্ব্বভূতানামব্যাপারা অনাকুলাঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।
অনন্যমনসো ভূত্বা প্রপন্না যে মহেশ্বরম্।৩১৩
তৈর্লব্ধং রুদ্রসালোক্যং শাশ্বতং পদমব্যয়ম্
ভবস্য রূপসাদৃশ্যং নীতাশ্চৈবহ্যনুত্তমম্।৩১৪
বৈশ্বানরমুখাঃ সর্ব্বে বিশ্বরূপাঃ কপর্দ্দিনঃ।
নীলকণ্ঠাঃ সিতগ্রীবাস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাস্ত্রিলোচনাঃ।।
অর্দ্ধচন্দ্রকৃতোষ্ণীষা জটামুকুটধারিণঃ।
সর্ব্বে দশভুজা বীরাঃ পদ্মান্তরসুগন্ধিনঃ ।৪১৬
তরুণাদিত্যসঙ্কাশাঃ সর্ব্বে তে পীতবাসসঃ
পিনাকপাণয়ঃ সর্ব্বে শ্বেতগোবৃষবাহনাঃ.।৩১৭
শ্রিয়ান্বিতাঃ কুণ্ডলিনো মুক্তাহারবিভূষিতাঃ।
তেজসোহভ্যধিকা দেবৈঃ সর্ব্বজ্ঞাঃ সর্ব্বদর্শিনঃ
বিভজ্য বহুধাত্মানং জরামৃত্যুবিবর্জ্জিতাঃ।

করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সেই সেই উত্তম উত্তম প্রাসাদে বিহার করেন। তাঁহাদের অধিকৃত সেই সেই উত্তম উত্তরম প্রাসাদে বিহার করেন। তাঁহাদের অধিকৃত সেই সেই প্রসাদোপরি অবিরত ব্রহ্মঘোষময়ী বিবিধ শুভ কথা, গীত ও বাদিত্রধ্বনি, নানা সুসম্বদ্ধ স্তুতিগাথা এবং নানাবিষয়িনী আলাপ আলোচনা চলিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে যে একটি প্রসিদ্ধ প্রাসাদে দেবদেবের আবাসস্থান, উহা সহস্র মূল স্তম্ভোপরি প্রতিষ্ঠিত। ঐ প্রাসাদ বিশুদ্ধ স্বর্ণময় এবং আরও বিবিধ রত্নরাজি দ্বারা বিরাজিত। ঐ সকল রত্ন চন্দ্রসন্নিভ স্ফটিকময়, বৈদুর্য্যমণিপ্রতিম, বালার্কের ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন, সুবর্ণ ও অগ্নিপ্রভ। নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বী ঋষিগণ তখন সংশয়াপন্ন হইয়া বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে বায়ো।তথায় যাঁহারা ভবের আনুগত্য করেন,
হে বায়ো।তথায় যাঁহারা ভবের আনুগত্য করেন,
কে সেই মহাত্মগণ? কে তাঁহারা ভবানুগৃহীত হইয়া সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরে বিহার করিতেছেন?

ঋষিগণের বাক্য শুনিয়া বায়ু বলিলেন,—শ্রবণ করুন,—যে সকল দেবদেবভক্ত লজ্জাশীল, দান্ত, শ্রীমান্, শৌর্য্যসম্পন্ন, অলোলুপ, মিতাহার, আত্মারাম, জিতেন্দ্রিয়, জিতদ্বন্দ্ব, মহোৎসাহ, প্রিয়দর্শন, অমৎসর, ভাবনিষ্ঠ, সর্ব্বভূতসমদর্শী, অনাকুল, মহাপুরুষ, অনন্যমনে কর্ম্ম, মন, বাক্য ও বিশুদ্ধ অন্তরাত্মায় মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা রুদ্রসালোক্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের শাশ্বত অব্যয় পদপ্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই ভবদেবের অনুত্তম রূপ সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।৩০১—৩১৪ ঐ ভবপুরবাসী পুরুষেরা সকলেই বৈশ্বানরমুখ, বিশ্বরূপী, কপর্দ্দী, নীলকণ্ঠ, সিতগ্রীব, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, ত্রিলোচন, অর্দ্ধচন্দ্ররূপ উষ্ণীষধারী, জটামুকুটমালী, দশভুজধারী বীর্য্যশালী, তরুণ অরুণসন্নিভ, পদ্মান্তরসুগন্ধি, পীতবাসা, পিনাকপাণি, শ্বেতগোবৃষারোহী, শ্রীসমন্বিত, কুণ্ডলী, মুক্তাহার-মণ্ডিত, দেবগণাপেক্ষা তেজোধিক, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বদর্শী। উহাঁরা আত্মাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া অজর ও

ক্রীড়ন্তেবিবিধৈর্ভাবৈর্ভোগান্ প্রাপ্যসুদুর্লভান্
স্বচ্ছন্দগতয়ঃ সিদ্ধাঃ সিদ্ধৈশ্চান্যৈর্বিবোধিতাঃ।
একাদশানাং রুদ্রাণাং কোট্যোহনেকামহাত্মনাম্
এভিঃ সহ মহাত্মানো দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
ভক্তানুকম্পী ভগবান্মোদতে পার্ব্বতীপ্রিয়ঃ।।
নাহং তেবক্তু রুদ্রাণাং ভবস্য চ মহাত্মনঃ।
নানাত্বমনুপশ্যামি সত্যমেতদ্ব্রবীমি বঃ।।৩২২
মাতরিশ্বাব্রবীৎ পুণ্যামিত্যেতামীশ্বরাচ্ছ্রুতাম্
অথ তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে দিবাকরসমপ্রভাঃ।
শ্রুত্বেমাং পরমাং পুণ্যাং কথাং ত্রৈয়ম্বকীং ততঃ
ভৃশং চানুগ্রহং প্রাপ্য হর্ষং চৈবাপ্যনুত্তমম্।
সভাজয়িত্বা চাপ্যেনাং বায়ুমূচুর্মহাবলম্।।৩২৪

ঋষয় ঊচুঃ।

সমীরণ মহাভাগ অস্মাকঞ্চ ত্বপ্প বিভো।
ঈশ্বরস্যোত্তমং পুণ্যমষ্টমং ত্বৌপসর্গিকম্।।৩২৫
তস্য স্থানং প্রমাণঞ্চ যথাবৎপরিকীর্ত্তিতম্
যো গন্ধেন সমৃদ্ধং বৈ পরমং পরমাত্মনঃ।।৩২৬
মহাদেবস্য মহাত্ম্যং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং সুরৈরপি।
যেন মাহাত্ম্য যোগেন সহস্রস্যামিতৌজসঃ।।
যস্য ভক্তেষ্বসম্মোহো হ্যনুকম্পার্থমেব চ।
ব্রাহ্মী লক্ষ্মীঃ স্বয়ং জুষ্টা বা সাপ্রতিমশালিনী।।
ব্যাপ্য জ্যোৎস্নেব খং চন্দ্রং বিন্যস্তা বিশ্বরূপিনী
বিভূতির্ভ্রাজতেঽত্যর্থং দেবদেবস্য বেশ্মনি।
মহাদেবস্য তুল্যানাং রুদ্রাণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
তৎসর্ব্বং নিখিলেনেদং বক্তাদমৃতনিস্রবন্।।
আপীয় খলু সর্ব্বস্য ভক্ত্যাস্মভিস্তু সুব্রতাঃ.
নাস্তি কিঞ্চিদবিজ্ঞেয়মন্যচ্চৈবানুগামিনঃ।
প্রশ্নং দেববর প্রাণ যথাবদ্বক্তুমর্হসি ।৩৩১

অমরভাবে নানা সুদুর্লভ ভোগরাশি উপভোগপূর্ব্বকবিবিধভাবে ক্রীড়া করিতেছেন। তাঁহাদের গতি স্বেচ্ছামত। তাঁহারা স্বয়ং সিদ্ধ, অপিচ অন্যান্য সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক বিবোধিত সেই মহাত্মগণই একাদশ কোটি রুদ্র এই সকল মহাত্মা রুদ্রদেব সমভিব্যাহারে ভক্তানুকম্পী ভগবান্ দেবদেব গৌরীপ্রিয় মহা মহেশ্বর সেই শ্রেষ্ঠপুরে বিহার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি সেই সকল রুদ্র ও মহাত্মা ভবদেবের নানাত্ব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না; অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই অভিন্নদেহ, ইহা সত্যই আমি বলিতেছি। বায়ু ঈশ্বরের নিকট এই পুণ্যাখ্যান যেমন শুনিয়াছিলেন, সেইরূপই বর্ণন করিলেন অনন্তর সেই দিবাকরদ্যুতি ঋষিগণ এই পরম পুণ্য শৈবী কথা শ্রবণ করিয়া একান্ত আত্মপ্রসাদ ও বিমল আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ ঐ কথার অভিনন্দন করিয়া আবার মহাবল বায়ুকে বলিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ! হে ভগবন্! সমীরণ! আপনি আমাদিগের নিকট ঈশ্বরের পরম পবিত্র অষ্টম ঔপসর্গিক স্থান ও প্রমাণ—যাহা সেই পরমাত্মার দিব্যগন্ধে সুসমৃদ্ধ হইয়াছে, তৎসমস্ত যথবিৎ কীর্ত্তন করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহাদেবের মাহাত্ম্য সুরগণেরও দুর্ব্বিজ্ঞেয়। তিনি স্বীয় মাহাত্ম্যযোগেই সহস্র সহস্র আমতৌজা পার্শ্বচর সৃষ্টি করিয়াছেন। অনুকম্পা বিতরণের জন্যই ভক্ত জনে যাঁহার সম্মোহ নাই, অপ্রতিম রূপশালিনী ব্রাহ্মী লক্ষ্মী স্বয়ং যাঁহার সেবা করেন এবং আকাশ ও চন্দ্রকে ব্যাপিয়া জ্যোৎস্না যেমন বিরাজ করে, তেমনি তিনি সর্ব্বতোভাবে যাঁহার দেহে বিকাশ পাইতেছেন, যে দেবদেবের নিলয়ে তদীয় বিশ্বরূপিনী বিভূতি অত্যধিক সুশোভিত হইতেছে, এবং মহাত্মা একাদশকোটি রুদ্র যে মহাদেবেরই তুল্যাকারে প্রতিভাত, সেই দেব-সম্বন্ধীয় এতৎ সমস্ত বৃত্তান্তই ভবদীয় বক্তু হইতে পীয়ুষ-ধারার ন্যায় আমরা সম্পূর্ণরূপে ভক্তিপূর্ব্বক পান করিয়াছি, তাহাতে আমরাতৃপ্ত হইয়াছি।৩১৫—৩৩০। এক্ষণে ঐ সম্বন্ধে আমাদিগের আর অভিজ্ঞেয় কিছুই নাই; অতএব হে দেববর! প্রাণ। আপনি আমাদিগের আর

সূত উবাচ।

স খল্বাচ ভগবান্ কিং ভূয়ো বর্ত্তয়াম্যহম্।
কিং ময়া চৈব বক্তব্যং তদ্বদিষ্যামি সুব্রতাঃ।।

ঋষয় ঊচুঃ।

আদিত্যাঃ পারিপার্শ্বেয়াঃ সিংহা বৈ ক্রোধবিক্রমাঃ।
বৈশ্বানরা ভূতগণা ব্যাঘ্রাশ্চৈবানুগামিনঃ।।৩৩৫
আভূতসংপ্লবে ঘোরে সর্ব্বপ্রাণভৃতাং ক্ষয়ে।
কিমবস্থা ভবন্ত্যেতে তন্নো ব্রূহি যথার্থবৎ।।

বায়ুরুবাচ।

এতে যে বৈ ময়া প্রোক্তাঃ সিংহব্যাঘ্রগণৈঃ সহ
যে চান্যে সিদ্ধিসম্প্রাপ্তা মাতরিশ্বা জগাদ হ।।
ইদঞ্চ পবনং তত্ত্বং সমাখ্যাস্যামি শৃণ্বতাম্।
বিজ্ঞাতেশ্বরসদ্ভাবমব্যক্তং প্রভবং তথা।।৩৩৬
তত্র পূর্ব্বগতাস্তেষু কুমারা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।।৩৩৭
বোঢ়শ্চ কপিলস্তেষামাসুরিশ্চ মহাযশাঃ।
মুনিঃ পঞ্চশিখশ্চৈব যে চান্যেঽপ্যেবমাদয়ঃ।।
ততঃ কালে ব্যতিক্রান্তে কল্পানাংপর্য্যয়ে গতে
মহাভূতবিনাশান্তে প্রলয়ে প্রত্যুপস্থিতে।।৩৩৯
অনেকরুদ্রকোট্যস্ত যাঃ প্রসন্না মহেশ্বরী।
শব্দাদীন বিষয়ান্ ভোগান্ সত্যস্যাষ্টবিধাশ্রয়ান
প্রবিশ্য সর্ব্বভূতানি জ্ঞানযুক্তেন তেজসা।
বৈহায়পদমব্যগ্রঃ ভূতানামনুকম্পায়া।।৩৪১
তত্র যান্তি মহাত্মানঃ পরমাণুং মহেশ্বরম্।
তরন্তি সুমহাবর্ত্তাং জন্মমৃত্যুজলাং নদীম্।।৩৪২
ততঃ পশ্যন্তি সর্ব্বাণিং পরং ব্রহ্মাণমেব চ।
দেব্যা বৈ সহিতাঃ সপ্ত যা দেব্যঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
যত্তৎসহস্রং সিংহানামাদিত্যানাং তথৈব চ।
বৈশ্বানরভূতভব্যব্যাঘ্রাশ্চৈবানুগামিনঃ।।৩৪৪
আবেশ্যাত্মনি তান সর্ব্বান্ সংখ্যায়োপগতবাং-স্তথা
লোকান্ সপ্ত ইমান্ সর্ব্বান্ মহাভূতানি পঞ্চ চ
বিষ্ণুনা সহ সংযুক্তঃ করোতি বিকরোতি চ।

একটী প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করুন। সূত বলিলেন,—ঋষিগণের কথা শুনিয়া ভগবান্ বায়ু পুনরপি কহিলেন,—হে সুব্রতগণ! আর কোন্ বিষয়ের অবতারণা করিব? আমার বক্তব্য আর কি আছে, যে আমি তাহা বলিব? ঋষিগণ কহিলেন,—সেই মহাদেবের পারিপার্শ্বিক আদিত্যগণ, ক্রোধবিক্রম সিংহগণ, বৈশ্বানর গণ, ভূতগণ ও অনুগামী ব্যাঘ্রগণ, সর্ব্ব প্রাণীর ক্ষয়জনক ভীষণ প্রলয়কালে কোন্ অবস্থায় অবস্থিত হয়? ইহা আমাদিগের নিকট যথাযথ প্রকাশ করিয়া বলুন। বায়ু বলিলেন,—এই যে আমি সিংহ ব্যাঘ্রাদি সহ শিবসমীপবর্ত্তীদিগের বৃত্তান্ত বলিয়াছি এবং অন্য যাহারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের এই পরমতত্ত্ব এক্ষণে ব্যাখ্যান করিতেছি। উহাদের মধ্যে ব্রহ্মনন্দন সনক, সনন্দ, সনাতন, বোঢ়ু, কপিল, আসুরি এবং মহাযশা মুনি পঞ্চশিখ, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য আরও অনেকে সেই আদি-কারণ অব্যক্ত ঈশ্বর-সত্তা বিদিত হইয়া পূর্ব্বেই পরম-গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে কল্পাবসানে মহাভূতনিচয়ের বিনাশান্তে যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন ঐ অনেককোটি রুদ্রগণ সত্যাবলম্বনে শব্দাদি বিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া জ্ঞানময় তেজে সর্ব্বভূতে আত্মভাবের উপলব্ধি করিয়া অব্যগ্র বৈহায়-পদে প্রয়াণ করেন। ইহাঁদের প্রতি মহেশ্বরী প্রসন্না হন। ইহাঁরা পরমাণুস্বরূপ মহেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া ভীষণ জনন-মরণ জলবাহিনী সংসারনদী উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।৩৩১-৩৪২। অনন্তর উহাঁরা সেই পূর্ব্ববর্ণিত সপ্ত দেবী সহ কেবল ব্রহ্মকেই অবলোকন করেন। সেই যে সহস্র সিংহ, আদিত্য, ও ভূত, ভব্য, অনুগামী ব্যাঘ্রদিগের কথা বলিয়া আসিয়াছি, ভগবান্ ভবদেব সৃষ্টি-প্রলয়ে তাহাদিগের সকলকে এবং সপ্ত লোক ও পঞ্চ মহাভূতদিগকে আত্মায় আরোপিত করিয়া বিষ্ণু

স রুদ্রো যঃ সামময়স্তথৈব চ যজুর্ম্ময়ঃ ।৩৪৬
স এব ওতঃ প্রোতশ্চ বহিরন্তশ্চ নিশ্চাৎ।
একো হি ভগবান্নাথো হ্যনাদিশ্চান্তকৃদ্বিজাঃ।।
ভভন্ত ঋষয়ঃ সর্ব্বে দিবাকরসমপ্রভাঃ।
স্বং স্বমাশ্রমসংবাসমারোপ্যাগ্নিং তথাত্মনি।।
কর্ম্মণা মনসা বাচা বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।
অনন্যমনসো ভূত্বা প্রপদ্যন্তে মহেশ্বরম্।।২৪৯
ব্রতোপবাসনিরতাঃ সর্ব্বভূতদয়াপরাঃ।
যোগমনুপমং দিব্যং প্রাপ্তং তৈশ্ছিন্নসংশয়ৈঃ।
প্রপদ্য পরয়া ভক্ত্যা জ্ঞানযুক্তেন তেজসা।
তৈর্লব্ধং রুদ্রসালোক্যং শাশ্বতং পদমব্যয়ম্।।
যঃ পঠেত্তপসা যুক্তো বায়ুপ্রোক্তমিমাং স্তুতিম্
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা স্বক্রিয়াপরঃ
লভতে রুদ্রসালোক্যং ভক্তিমান্ বিগতজ্বরঃ।
অমদ্যপশ্চ যঃ শূদ্রো ভব ভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

আভূতসংপ্লবস্থায়ী অপ্রতীঘাতলক্ষণঃ।
গাণপত্যং স লভতে স্থানং বা সর্ব্বকামিকম্
মদ্যপো মদ্যপৈঃ সার্দ্ধং ভূতসঙ্ঘৈশ্চ মোদতে
সোঽর্চ্চ্যমানো মহীপৃষ্ঠে মর্ত্ত্যানাং বরদো ভবেৎ।
ইতি হোবাচ ভগবান্ বায়ুর্বাক্যমিদং বরঃ।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শিবপুরবর্ণনং নামৈকশততমোঽধ্যায়ঃ।।১০১।।

সহ সম্মিলিতভাবে পুনঃপুন তাহাদিগের সৃষ্টি ও সংহার করিতে থাকেন। সংহারকালে তিনি রুদ্ররূপে পরিণত হন। এই রুদ্রই সামময় এবং যজুর্ম্ময়। তিনি অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, হে দ্বিজগণ। তিনিই একমাত্র জগতের নাথ, অনাদি নিধন ভগবান্। এই কথা শুনিবার পর সেই দিবাকর-দ্যুতি ঋষিগণ স্ব স্ব আশ্রমাবাসে অগ্ন্যাধ্যান করিয়া কর্ম্ম, মন, বাক্য ও বিশুদ্ধ অন্তরাত্মায় অনন্যমনে স্বীয় আত্মার সেই মহেশ্বরকে ধ্যান করিতে লাগিলেন তাঁহারা ব্রত এবং উপবাসে নিয়ত হইলেন এবং সর্ব্বভূতে সদয় হইয়া দিব্য যোগ প্রাপ্ত হইলেন তাঁহাদের সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হইয়া গেল। তাঁহারা পরম ভক্তিযোগে জ্ঞানময় তেজে রুদ্রদেবের শরণাপন্ন হইয়া রুদ্রসালোক্য লাভ করিলেন। তাঁহাদের শাশ্বত অব্যয় পদ অধিগত হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বা স্বকর্ম্মনিষ্ঠ বৈশ্য, ইহাঁদের মধ্যে যিনিই একাগ্রতার সহিত এই বায়ুপ্রোক্ত স্তব পাঠ করেন, তিনিই বিগতজ্বর হইয়া রুদ্রসালোক্য লাভ করিয়া থাকেন। অমদ্যপায়ী, জিতেন্দ্রিয় শূদ্র যদি ভবে ভক্তিযুক্ত হয়, তবে তাহারও প্রলয়াবধি পরমায়ু হইয়া থাকে; সে গাণপত্য অথবা সর্ব্বকাম-সমলব্ধ স্থান প্রাপ্ত হয়। আর যদি মদ্যপ হইয়া ভবভক্ত হয়, তবে মদ্যপায়ী প্রমথগণ সহ বিহার করিয়া থাকে। সেই মহাদেব মহীপৃষ্ঠে মর্ত্ত্যগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া তাহাদিগের বরপ্রদ হইয়া থাকেন। ভগবান বায়ু এই বাক্যই বলিয়াছেন।৩৪৩—৩৫৫।

একশততম অধ্যায় সমাপ্ত।।

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

প্রত্যাহারং প্রবক্ষ্যামি পরস্যান্তে স্বয়ম্ভুবঃ।
ব্রহ্মণঃ স্থিতিকালে তু ক্ষীণে তস্মিংস্তদা প্রভো
যথেদং কুরুতেঽধ্যাত্মং সুসূক্ষ্মং বিশ্বমীশ্বরঃ।
অব্যক্তনগ্রসতে ব্যক্তং প্রত্যাহারে চ কৃৎস্নঃ

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অতঃপর পরম পুরুষ স্বয়ম্ভুর প্রত্যাহার বর্ণন করিতেছি প্রভু ব্রহ্মার স্থিতিকাল শেষ হইলে সেই পরমেশ্বর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সূক্ষ্মাকার করিয়া আত্মসাৎ করেন কল্পক্ষয়কালের অল্পমাত্র অবশেষ থাকিতে সেই ঈশ্বর সৃষ্টির প্রত্যাহার করিতে আরম্ভ করেন তখন অব্যক্ত ভূত সকল ব্যক্ত ভূতসমূহকে

পরং তদনু কল্পানামপুণে কল্পসঙ্ক্ষয়ে।
উপস্থিতে মহাঘোরে হ্যপ্রত্যক্ষে তু কস্যচিৎ।।
অন্তে ক্রমস্য সম্প্রাপ্তে পশ্চিমস্য মনোস্তদা।
অন্তে কলিযুগে তস্মিন্ ক্ষীণে সংহার উচ্যতে
সন্ধ্যকালে তদা বৃত্তে প্রত্যাহারে হ্যপস্থিতে
প্রত্যাহারে তদা তস্মিন ভূততন্মাত্রসঙ্ক্ষয়ে।।
মহদাদেবিকারস্য বিশেষান্তস্য সঙ্ক্ষয়ে।
স্বভাবকারিতে তস্মিন্ প্রবৃত্তে প্রতিসঞ্চরে।।৬
আপো গ্রসন্তি বৈ পূর্ব্বং ভূমেগন্ধাত্মকং গুণম্
আত্তগন্ধা ততো ভূমিঃ প্রলয়ত্বায় কল্পতে।।
প্রবিষ্টে গন্ধতন্মাত্রে তোয়াবস্থা ধরা ভবেৎ
আপস্তদা প্রনষ্টা বৈ বেগবত্যো মহাস্বনাঃ।
সর্ব্বমাপূরয়িত্বেদং তিষ্ঠন্তি বিচরন্তি চ।।৮
অপামপি গুণো যস্তু জ্যোতিষে লীয়তে রসঃ
নশ্যন্ত্যাপস্তদা তস্য রসতন্মাত্রসঙ্ক্ষয়াৎ।।৯
তেজসা সংহৃতরসা জ্যোতিষ্টবং প্রাপুবন্ত্যত
গ্রস্তে চ সলিলে তেজঃ সর্ব্বতোমুখমীক্ষ্যতে।।
অথাগ্নিঃ সর্ব্বতো ব্যাপ্ত আদত্তে তজ্জলং তদা
সর্ব্বমাপূর্য্যতেহর্চ্চিভিস্তদা জগদিদং শনৈঃ। ১১
অর্চ্চিভিঃ সন্ততে তস্মিংস্তির্য্যগূর্দ্ধমধস্ততঃ।
জ্যোতিষোহপি গুণং রূপং বায়ুরত্তি প্রকাশকম্
প্রলীয়তে তদা তস্মিন্ দীবার্চ্চিরিব মারুতে।।
প্রনষ্টে রূপতন্মাত্রে হৃতরূপো বিভাবসুঃ।
উপশাম্যতি তেজো হি বায়ুনা ধূয়তে মহৎ।।১৩
নিরালোকে তদা লোকে বায়ুভূতে চ তেজসি
ততস্তু মূলমাসাদ্য বায়ুঃ সম্ভবমাত্মনঃ।।১৪
উর্দ্ধং চাধশ্চ তির্য্যক্ চ দোধবীতি দিশো দশ
বায়োরপি গুণং স্পর্শমাকাশং গ্রসতে চ তৎ।।
প্রশাম্যতি তদা বায়ুঃ খন্তু তিষ্ঠত্যনাবৃতম্।
অরূপমরসস্পর্শনগন্ধং ন চ মূর্ত্তিমৎ।।১৬
সর্ব্বমাপূরয়ন্নাদৈঃ সুমহত্তৎপ্রকাশতে
পরিমণ্ডলং তচ্ছুষিরমাকাশং শব্দলক্ষণম্ ১৭
শব্দমাত্রং তদাকাশং সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।

গ্রাস করিতে থাকে। ক্রমনামক অন্তিম মন্বন্তর অধিকার কালের অন্তে কলিযুগের শেষভাগে জগতের এক ভয়ঙ্কর অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন ব্রহ্মাসৃষ্ট সমগ্র জগৎ ক্ষয় পাইয়া অপ্রত্যক্ষ হইতে থাকে। এই ভাবে জগতের সংহার আরব্ধ হয়। সেই প্রতিসঞ্চর সময়ে প্রকৃতিবশেই মহদাদি বিশেষান্ত জগতের সংক্ষয় হয়। প্রথমতঃ জল সকল ভূমির গন্ধাত্মক গুণ গ্রাস করিয়া ফেলে; তাহাতে ভূমি গন্ধহীন হইয়া জলমধ্যে লীন হইয়া যায় তখন আর পৃথিবীর উপলব্ধি থাকে না; কেবলমাত্র জলেরই উপলব্ধি হয়। সর্ব্ব জগৎ পূরণ করিয়া অবস্থিত সেই জলরাশি মহাশব্দে মহাবেগে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে পরে জলের রস গুণ তেজোমধ্যে বিলীন হয়, তাহাতে রসতন্মাত্র ক্ষয়হেতু জলরাশি অদৃশ্যভাব লাভ করে।১—৯। তখন রসসমূহের সংহার করিয়া সর্ব্বব্যাপী মহান্ তেজোরাশি পরিলক্ষিত হইতে থাকে। জগতের উর্দ্ধ, অধঃ, পার্শ্ব, সর্ব্বদিকেই মহান্ অগ্নির উপলব্ধ হইয়া থাকে। পরে প্রদীপরশ্মির ন্যায় সেই তেজোরাশির রূপতন্মাত্র বায়ুমণ্ডলে ক্রমশঃ বিলীন হইতে থাকে। রূপতন্মাত্র লীন হইলে সেই অগ্নি বায়ুমধ্যে উপশান্ত হয়। তেজোরাশি বায়ুমধ্যে উপশান্ত লীন হইলে লোকসকল আলোকহীন হইয়া যায় কেবলমাত্র আলোকহীন হইয়া যায়। কেবলমাত্র বায়ুসঞ্চারের উপলব্ধি হইতে থাকে। তখন মূল কারণ একমাত্র আকাশমণ্ডলে উর্দ্ধ, অধঃ, পার্শ্ব, সকল দিকেই কেবল মাত্র বায়ুর সঞ্চারই অনুভূত হয় পরে আকাশ সেই বায়ুর স্পর্শগুণকে গ্রাস করিতে থাকে। তাহাতে বায়ু প্রশান্ত হইয়া যায় কেবলমাত্র গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শহীন অমূর্ত্ত মহাশব্দযুক্ত অবকাশাত্মক আকাশ সমস্ত আবরণ করিয়া বর্ত্তমান থাকে পরে ভূতাদি তামস অহঙ্কারত্ব সেই আকাশের শব্দ গুণকে গ্রাস করে; তাহাতে তখন আকাশেরও আর

তং তু শব্দগুণং তস্য ভূতাদির্গ্রসতে পুনঃ। ১৯
ভূতেন্দ্রিয়েষু যুগপদ্ভূতাদৌ সংস্থিতেষু বৈ।
অভিমানাত্মকো হ্যেষ ভূতাদিস্তামসঃ স্মৃতঃ।।
ভূতাদিং গ্রসতে চাপি মহান্ বৈ বুদ্ধিলক্ষণঃ।
মহানাত্মা তু বিজ্ঞেয়ঃ সঙ্কল্পো ব্যবসায়কঃ।।২০
বুদ্ধির্মনশ্চ লিঙ্গশ্চ মহানক্ষর এব চ
পর্য্যায়বাচকৈঃ শব্দৈস্তমাহুস্তত্ত্বচিন্তকাঃ।।২১
সম্প্রলীনেষু ভূতেষু গুণসাম্যে তমোময়ে।
স্বাত্মন্যেব স্থিতে চৈব কারণে লোককারণে।।
বিনিবৃত্তে তদা সর্গে প্রকৃত্যাবস্থিতেন বৈ
তদাদ্যন্তপরোক্ষত্বাদদৃষ্টত্বাচ্চ কস্যচিৎ।।২৩
অনখ্যানাদবাধত্বাদজ্ঞানাজ্ জ্ঞানিনামপি।
আগতাগতিবন্ধাচ্চ গ্রহণং তন্ন বিদ্যতে।।২৪
ভাবগ্রাহ্যানুমানাচ্চ চিন্তয়িত্বৈদমুচ্যতে।
স্থিতে তু কারণে তস্মিন্নিত্যে সদসদাত্মিকে।।
অনির্দ্দেশ্যা প্রবৃত্তির্বৈ সাত্ত্বিকা কারণেন তু।
এবং সপ্তপদার্থোহব্যক্তাৎ ক্রমাৎ প্রকৃতয়স্তু বৈ
প্রত্যাহারে তদা সর্গে প্রবিশন্তি পরস্পরম্
যেনেদমাবৃতং সর্ব্বমণ্ডমপ্সু প্রলীয়তে।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তং সপ্তলোকং সপর্ব্বতম্।
উদকাবরণং যচ্চ জ্যোতিষাং লীয়তে তু তৎ
যত্তেজসং চাবরণমাকাশং গ্রসতে তু তৎ
যদ্বায়ব্যং চাবরণমাকাশং গ্রসতে তু তৎ ।২৯
আকাশাবরণং যচ্চ ভূতাদির্গ্রসতে তু তৎ।
ভূতাদিং গ্রসতে চাপি মহান্ বৈ বুদ্ধিলক্ষণঃ।।
মহান্তং গ্রসতেহব্যক্তং গুণসাম্যং ততঃ পরম্
এতৌ সংহারবিস্তারৌ ব্রহ্মাব্যক্তাত্ততঃ পুনঃ
সৃজতে গ্রসতে চৈব বিকারান্ সর্গসংযমে।
সংসিদ্ধকার্য্যকরণাঃ সংসিদ্ধা জ্ঞানিনস্তু যে
শুদ্ধা অবগুণীতাবে স্থানেষ্বেষু প্রসংযমাৎ।
প্রত্যাহারে বিযুজ্যন্তে ক্ষেত্রজ্ঞাঃ করণৈঃ পুনঃ
অব্যক্তা ক্ষেত্রমিত্যাহুর্ব্রহ্ম ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে।
সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যকৃতঃ সংযোগোহনাদিমাংস্তয়োঃ
এবং সর্গেষু বিজ্ঞেয়ং ক্ষেত্রজ্ঞেষ্বিহ ব্রাহ্মণাঃ।

উপলব্ধি থাকে না, কেবল মাত্র ভূতেন্দ্রিয়ময় অভিমানাত্মক ভূতাদি তামস অহঙ্কারই প্রকাশমান থাকে। অতঃপর বুদ্ধিরূপী মহৎ তত্ত্ব সেই ভূতাদিকেও গ্রাস করিয়া ফেলে। এই মহত্তত্ত্বই সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়াত্মক আত্মা। তত্ত্বচিন্তক জনগণ ইহাকেই বুদ্ধি, মন, লিঙ্গ, মহান্ ও অক্ষর, প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকেন।১০—২১। এইরূপে ভূতচয় প্রলীন, গুণগণ সাম্যভাবাপন্ন, সমস্ত তমোময় লোককারণ কারণসমূহ আত্মাবস্থিত এবং সৃষ্টি নিবৃত্ত হইয়া প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে আদ্যন্তের অনুপলব্ধি ও সমস্তেরই অদর্শন ঘটিয়া থাকে নাম বা বুদ্ধির অভাব হেতু তখনকার সেই অবস্থা জ্ঞানিগণেরও উপলব্ধির বিষয়ীভূত হয় না। অজ্ঞান প্রভাবে তখন গতাগতির ক্রমেও কোন পদার্থের জ্ঞান থাকে না। তথাপি তাৎকালিক অবস্থার বিষয়ে কেবলমাত্র চিত্তবৃত্তি দ্বারা অনুমান করিয়া বলা যায়, যে, তখন নিত্য সদসদাত্মক পরম কারণেই সমস্তের প্রতিষ্ঠা হয়; প্রকৃতি দেবী সেই কারণেই অব্যক্তাকারে অবস্থান করেন বলিয়া তখনকার কোন কিছুরই নির্দ্দেশ করা যায় না। প্রত্যাহারকালে এই প্রকারেই সপ্ত প্রাকৃত পদার্থের পরস্পর পরস্পরে অনুপ্রবেশ ঘটিয়া থাকে। সপ্তদ্বীপ, গিরি, সমুদ্রাদিসমন্বিত সপ্তলোকাত্মক ব্রহ্মাণ্ড তখন তদীয় আবরণ জলরাশিতে বিলীন হয় সেই জলরাশি তদীয়াবরণ তেজোমধ্যে, তেজোরাশি তদীয়াবরণ বায়ুমধ্যে, বায়ুরাশি তদীয়াবরণ আকাশমধ্যে, আকাশ তদীয়াবরণ ভূতাদি অহঙ্কারে, ভূতাদি অহঙ্কার বুদ্ধিপদবাচ্য মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব অব্যক্ত প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। অতঃপর প্রাকৃত গুণসমূহের সাম্যাবস্থা ঘটিয়া থাকে. উক্ত সৃষ্টি-সংহারকার্য্য ব্রহ্মানিষ্ঠ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই ঘটিয়া থাকে প্রকৃতিই সকলের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। প্রকৃতিবশেই জ্ঞানময় ক্ষেত্রজ্ঞসমূহ সৃষ্টিকালে

ব্রহ্মাবিচ্চৈব বিজ্ঞেয়ঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাৎ পৃথক্ পৃথক্
বিষয়াবিষয়ত্বঞ্চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ স্মৃতম্।
ব্রহ্মা তু বিষয়ো জ্ঞেয়োঽবিষয়ঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে।।
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞার্থং প্রচক্ষতে।
বহুত্বাচ্চ শরীরাণাং শরীরী বহুধা স্মৃতঃ।।৩৭
অত্যুহাসকরশ্চৈব জ্যোতির্বচ্চ ব্যবস্থিতঃ।
তস্মাৎ প্রতিশরীরং হি সুখদুঃখোপলব্ধিতা।
তস্মাৎ পুরুষনানাত্বং বিজ্ঞেয়ং তু বিজানতা।
যদা প্রবর্ত্ততে চৈষাং ভেদানাঞ্চৈব সংযমাঃ।
স্বভাবকারিতাঃ সর্ব্বে কালেন মহতা তদা।।
নিবর্ত্ততে তদা তস্য স্থিতিবাশঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
সহসা যোজ্যকৈঃ সর্ব্বৈর্ব্রহ্মলোকনিবাসিভিঃ।
বিনিবৃত্তে তদা রাগে স্থিতাবাত্মনিবাসিনাম্।
তৎকালবাসিনাং তেষাং তদা তদ্দোষদর্শিনাম্
উৎপদ্যতেঽথ বৈরাগ্যমাত্মবাদ প্রণাশনম্।
ভোজ্যভোক্তৃত্বনানাত্বে তেষাং তত্ত্বাবদর্শিনাম্
পৃথগ্‌জ্ঞানেন ক্ষেত্রজ্ঞাস্ততস্তে ব্রহ্মলৌকিকাঃ
প্রকৃতৌ করণাতীতাঃ সর্ব্বে নানাপ্রদর্শিনঃ।।
স্বাত্মন্যেবাবতিষ্ঠন্তে প্রশান্তা দর্শনাত্মকাঃ।
শুদ্ধা নিরঞ্জনাঃ সর্ব্বে চেতনাচেতনাস্তথা।।৪৪
তত্রৈব পরিনির্ব্বানাঃ স্মৃতা নাগামিনস্ত তে।
নির্গুণত্বাদ্রয়াত্মানঃ প্রকৃত্যন্তে ব্যতিক্রমাৎ
ইত্যেবং প্রকৃতঃ প্রোক্তঃ প্রতিসর্গঃ স্বয়ম্ভুবঃ
ভিদ্যন্তে সর্ব্বভূতানাং করণানি প্রসংযমে
ইত্যেষ সংযমশ্চৈব তত্ত্বানাং করণৈঃ সহ।
তত্রপ্রসংযমো হ্যেষ স্মৃতো হ্যাবর্ত্তকো দ্বিজাঃ।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ততো জ্ঞানং শুভে সত্যানৃতে তথা
উর্দ্ধভাবো হ্যধোভাবঃ সুখদুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে।

কার্য্যকারণরূপে বহুত্ব প্রাপ্ত হয়; আবার লয়কালে একীভাব গ্রহণ করিয়া থাকে।২২—৩৩। অব্যক্ত প্রকৃতিকেই ক্ষেত্র বলা যায়; ব্রহ্মকেই ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে অভিহিত করা হয়। ইহাদিগের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য ঘটিত সংযোগ অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। সকল সৃষ্টিতেই ক্ষেত্রজ্ঞগণের এই প্রকারে আবির্ভাব তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। হে ব্রাহ্মণগণ! যাহারা পৃথক পৃথক্‌রূপে এই ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব জ্ঞাত হয়েন, তাহাদিগকেই ব্রহ্মবিৎ বলিয়া জানিবেন। ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্রের বিষয়ত্ব ও অবিষয়ত্ব প্রখ্যাত আছে। ব্রহ্মাই বিষয় এবং অব্যক্তই অবিষয় বলিয়া জ্ঞাতব্য। ক্ষেত্র—ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বারাই অধিষ্ঠিত। ক্ষেত্র-তত্ত্বাভিজ্ঞগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন। শরীরের বহুত্ব নিবন্ধন শরীরীও বহু বলিয়াই জ্ঞাতব্য; পরন্তু তেজঃপদার্থের ন্যায় উহা অসঙ্ঘাত অথচ সাম্মলিতভাবেই অবস্থান করিয়া থাকে। প্রত্যেক শরীরেই সুখ-দুঃখাদির পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধি হয় বলিয়া জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পুরুষ-বহুত্ব অবধারণ করিবেন। প্রকৃতিবশে যখন এই ভেদপ্রবৃত্তির সংযম ঘটে, তখন কালাত্মক মহত্তত্ত্ব দ্বারা স্বয়ম্ভুর স্থিতিবুদ্ধি বিনিবৃত্ত হইয়া যায়। তখন ব্রহ্মলোকবাসী অপরাপর সকলেই স্থিতিবৃত্তির দোষ দর্শন করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত হন। সুতরাং তাঁহাদিগের আত্মবাদাত্মক অহঙ্কার বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাহাতে সেই ক্ষেত্রজ্ঞসমূহ ভোজ্য-ভোক্তৃত্ব জ্ঞানহীন হইয়া নানাত্বদর্শনাভাবে প্রশান্ত হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করে। সেই চেতনাচেতনাত্মক ক্ষেত্রসজ্ঞসমূহ তখন শুদ্ধ নিরঞ্জনরূপে সেই প্রকৃতিতেই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়; তাহাদিগের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। প্রকৃতির নির্গুণাবস্থা হেতু তখন আর সেই ক্ষেত্রজ্ঞসমূহের আত্মরূপে কিছুমাত্র উপলব্ধি থাকে না। স্বয়ম্ভুর প্রাকৃত প্রতিসর্গ এই প্রকার উক্ত হইয়া থাকে। প্রকৃতির গুণসংযম বশতঃ তখন সর্ব্বভূতের সমস্ত করণেরই ভেদ ঘটিয়া থাকে। সেই গুণসংযম কারণ সহ তত্ত্ব-সমুহের উপসংহার হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! এই তত্ত্বসংযম, আবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ।৩৪-৪৭। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, তপ, জ্ঞান, শুভ, অশুভ, সত্য, মিথ্যা, উর্দ্ধভাব, অবোধবাব, সুখ, দুঃখ, প্রিয়, ও অপ্রিয়,

সর্ব্বমেতৎ প্রযাতস্য গুণমাত্রাত্মকং স্মৃতম্
নিখিলেন্দ্রিয়াণাঞ্চ তদা জ্ঞানিনাং যচ্ছুভাশুভম্।।
প্রকৃত্যাঞ্চৈব তৎসর্ব্বং পুণ্যং পাপং প্রতিষ্ঠিত
যোন্যবস্থা স্বভবে চ দেহিনং তু নিষিচ্যতে।।
জন্তুনাং পাপপুণ্যং তু প্রকৃতৌ যৎপ্রতিষ্ঠিতম্
অব্যক্তস্থানি তান্যেব পুণ্যাপাপানি জন্তবঃ।
যোজয়ন্তি পুনর্দেহে দেহান্তে তথৈব চ।।৫১
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তু জন্তুনাং গুণমাত্রাত্মকাবুভৌ।
করণৈঃ স্বৈঃ প্রচীয়েতে কারম্বেনেহ জন্তুভিঃ।
সুচেতনাঃ প্রলীয়ন্তে ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতা গুণাঃ।
সর্গে চ প্রতিসর্গে চ সংসারে চৈব জন্তবঃ
সংযুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে করণৈঃ সঞ্চরন্তি চ।।৬৩
রাজসী তামসী চৈব সাত্ত্বিকী চৈব বৃত্তয়ঃ।
গুণমাত্রাঃ প্রবর্ত্তন্তে পুরুষাধিষ্ঠিতাস্ত্রিধা।।৬৪
ঊর্দ্ধং দেবাত্মকং সত্ত্বমধোভাগাত্মকং তমঃ।
তয়োঃ প্রবর্ত্তকং মধ্য ইহৈবাবর্ত্তকং রজঃ।।৬৬
ইত্যেবং পরিবর্ত্তন্তে ত্রয়ঃ স্রোতোগুণাত্মকাঃ
লোকেষু সর্ব্বভূতানাং তন্ন কার্য্যং বিজানতা।।

অবিদ্যাপ্রত্যয়ারব্ধা আরভ্যন্তে হি মানবৈঃ।
এতাস্তু গতয়স্তিস্রঃ শুভাঃ পাপাত্মিকাঃ স্মৃতাঃ
তমসাভিভবাজ্জন্তুর্যাথাতথ্যং ন বিন্দতি।
অতত্ত্বদর্শনাৎ সোহথ ত্রিবিধং বধ্যতে ততঃ।।
প্রাকৃতেন চ বন্ধেন তথা বৈকারিকেণ চ।
দক্ষিণাভিস্তৃতীয়েন বদ্ধোহত্যন্তং বিবর্ত্ততে।
ইত্যেতে বৈ ত্রয়ঃ প্রোক্তা বন্ধা হ্যজ্ঞানহেতুকাঃ
অনিত্যে নিত্যসংজ্ঞা চ দুঃখে চ সুখদর্শনম্
অস্বে স্বমিতি চ জ্ঞানমশুচৌ শুচিনিশ্চয়ঃ।
যেষামেতে মনোদোষা জ্ঞানদোষা বিপর্য্যয়াৎ
রাগদ্বেষনিবৃত্তিশ্চ তজ্জ্ঞানং সমুদাহৃতম্।
অজ্ঞানং তমসো মূলং কর্ম্মধর্ম্মফলং রজঃ
কর্ম্মজন্তু পুনর্দেহো মহাদুঃখং প্রবর্ত্ততে।।৬২
শ্রোত্রজা নেত্রজা চৈব ত্বগ্জিহ্বাঘ্রাণতস্তথা
পুনর্ভবকারী দুঃখা কর্ম্মণাং জায়তে তু সা।।৬৩

গুণমাত্রাত্মক এতৎ সমস্ত, জ্ঞানিগণের যাহা কিছু শুভাশুভ এবং পাপ-পুণ্যাত্মক, সমস্তই তখন প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। পুনরায় সৃষ্টিকালে অব্যক্ত প্রকৃতিস্থ তৎসমস্ত যোনি, অবস্থা, পাপ, পুণ্যাদি—দেহিগণের দেহান্তর ধারণের সঙ্গে সঙ্গেই সংযুক্ত হইয়া থাকে। জন্তুগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম গুণমাত্রাত্মক; কার্য্য বস্থায় উহা স্ব স্ব কারণ দ্বারাই উপচিত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞা ধষ্ঠিত সুচেতন গুণসমুদায় সৃষ্টি স্থিতি-সংহার কালে সংযুক্ত বিযুক্ত ও সঞ্চারযুক্ত হইয়া থাকে। পুরুষা ধিষ্ঠিত গুণমাত্রাত্মক বৃত্তিনিচয়, রাজসী, তামসী ও সাত্ত্বিকী এই ত্রিবিধরূপে প্রবর্তিত হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধভাগ দেবাত্মক সত্ত্ব, অধোভাগ জড়াত্মক তম এবং এতদুভয়ের প্রবর্ত্তক ইহলোকপ্রাপক রজোগুণ মধ্য বলিয়া জ্ঞাতব্য। ত্রিলোকেসর্ব্বভূতের মধ্যেই এই ত্রিবিধ ভাবে গুণত্রয় পরিবর্ত্তিত হয়, অতএব জ্ঞানবান ব্যক্তির পক্ষে গুণগণের অনুষ্ঠানই বর্জ্জনীয়। মানবগণ অবিদ্যাবশে বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া এই ত্রিবিধ শুভ-পাপ-মধ্যাত্মক গতি লাভ করিয়া থাকে। জন্তুগণ তমোগুণে অভিভূত হইয়া যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারে না। সেই নিমিত্তই ত্রিবিধ কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথম প্রাকৃত বন্ধন, দ্বিতীয় বৈকারিক বন্ধন, তৃতীয় দক্ষিণাত্মক বন্ধন, এই ত্রিবিধ বন্ধনে জন্তুগণ অতিশয় আবদ্ধ হইয়া পড়ে। অজ্ঞানহেতুক বন্ধনত্রয়ের এই আমি বিবৃত করিলাম। অনিত্যে নিত্যজ্ঞান, অশুচিতে শুচিজ্ঞান,—বিপর্য্যয়বশে সঞ্জাত এই সমস্ত জ্ঞানদোষ বা মনোদোষ অতীত, তাঁহারাই জ্ঞানী এবং তাঁহাদিগের সেই জ্ঞানই জ্ঞানপদবাচ্য। তমোগুণ অজ্ঞানজনক এবং রজোগুণ বিবিধ কর্ম্মোৎপাদক; সেই কর্ম্মবশেই মহাদুঃখদ দেহোৎপত্তি ঘটিয়া থাকে।৪৮—৬২ চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ও ত্বক্, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় জন্য পুনর্জ্জন্ম সাধক দুঃখময় কর্ম্মসমূহ প্রাদুর্ভূত

সত্ত্বযোগ হতিহিতো বালঃ স্বকৃতৈঃ কর্ম্মণঃ ফলৈঃ
তৈলপালীকবজ্জীবস্তত্রৈব পরিবর্ত্ততে।।৬৪
তস্মাৎ স্থূলমনর্থানামজ্ঞানমুপদিশ্যতে।
তং শত্রুমবধার্য্যৈকং জ্ঞানে যত্নং সমাচরেৎ।।
জ্ঞানাদ্ধি ত্যজ্যতে সর্ব্বং ত্যাগাদ্বুদ্ধির্বিরজ্যতে
বৈরাগ্যাচ্ছুধ্যতে চাপি শুদ্ধঃ সত্ত্বেন মুচ্যতে।।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি রাগং ভূতাপহারিণম্
অভিষঙ্গায় যো যস্মাদ্বিষয়োঽপ্যবশাত্মনঃ।।৬৭
অনিষ্টমভিষঙ্গং হি প্রীতিতাপবিষাদনম্।
দুঃখলাভেন তাপশ্চ সুখানুস্মরণং তথা।।৬৮
ইত্যেষ বৈষয়ো রাগঃ সম্ভূত্যাঃ কারণং স্মৃতম্
ব্রহ্মাদৌ স্থাবরান্তে বৈ সংসারে হ্যাধিভৌতিকে
অজ্ঞানপূর্ব্বকং তস্মাদজ্ঞানন্তু বিবর্জ্জয়েৎ।।৬৯
ধন্য চার্ষং ন প্রমাণং শিষ্টাচারং তথৈব চ।
বর্ণাশ্রমবিরোধী যঃ শিষ্টশাস্ত্রবিরোধকঃ।।৭০
এব মার্গো হি নিরধি তির্য্যগ্‌যোনৌ চ কারণম্
তির্যগ্‌যোনিগতশ্চৈকব রিণং স নিরুচ্যতে।।
বিবিধা যাতনাস্থানে তির্য্যগ্‌যৌনৌ চ ষড়্‌বিধে
কাময়ে বিষয়ে চৈব প্রতিঘাতস্তু সর্ব্বশঃ।।৭২
অনৈশ্বর্য্যন্তু তৎসর্ব্বং প্রতিঘাতাত্মকং স্মৃতম্।
ইত্যেষা তামসী বৃত্তির্ভূতাদীনাং চতুর্ব্বিধা।।
সত্ত্বমাত্রকং চিত্তং যথা সত্ত্বপ্রদর্শনাৎ
তত্ত্বানাঞ্চ তথা তত্ত্বং দৃষ্ট্বা বৈ তত্ত্বদর্শনাৎ।।৭৪
সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞনানাত্বমেতজ্ জ্ঞানার্থদর্শনম্।
নানাত্বদর্শনং জ্ঞানং জ্ঞানাদ্যোগমুচ্যতে।।৭৫
তেন বদ্ধস্য বৈ বন্ধো মোক্ষো মুক্তস্য তেন চ
সংসারে বিনিবৃত্তে তু মুক্তো লিঙ্গেন মুচ্যতে।।
নিঃসম্বন্ধো হ্যচৈতন্যঃ স্বাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে
স্বাত্মন্যবস্থিতশ্চাপি বিরূপাখ্যেন লিখ্যতে।

হয়। বালক জন্মগ্রহণ করিয়াই স্বকৃত কর্ম্মফলে ভোগতৃষ্ণায় আক্রান্ত হইয়া তৈলযন্ত্রস্থ তৈলপালীকসম নিরন্তর সেই কর্ম্মময় সংসারেই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এজন্য অজ্ঞানকেই যাবতীয় অনর্থের মূল বলিয়া নির্ব্বাচন করা হয়। অতএব সেই অজ্ঞানকেই একমাত্র শত্রু বলিয়া অবধারণপূর্ব্বক জ্ঞানার্জ্জনে যত্নপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানফলে অজ্ঞানত্যাগ, তাহা হইতে বৈরাগ্যবুদ্ধি, তাহা হইতে সত্ত্বশুদ্ধি ও সত্ত্বশুদ্ধির ফলে মুক্তিলাভ হয়।৬৩—৬৬। অতঃপর প্রাণিবর্গের মোহকর রাগের বিবরণ বলিতেছি; এই রাগের প্রভাবেই প্রাণীরা অবশভাবে বিষয়াসক্ত হইয়া পড়ে। অনুরাগবশেই প্রীতি, তাপ ও বিষাদোৎপত্তি ঘটে। কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে বাধা ঘটিলেই দুঃখ জন্মে এবং তখন সুখের স্মৃতি মনোমধ্যে সমুদিত হয়। ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত আধিভৌতিক সংসারে এই অনুরাগের ফলেই জীবের উৎপত্তি ঘটে। পরন্তু অজ্ঞান হইতেই এই অনুরাগের উৎপত্তি, সুতরাং সেই অজ্ঞানকেই বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। আর্য মত বা শিষ্টাচার উক্ত অজ্ঞানের অনুকূল নহে, উহা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ও শিষ্টানুমত শাস্ত্রের বিরোধী। এই অজ্ঞান পথ অস্থির এবং তির্য্যকুযোনিরও কারণ আবার তির্য্যক্‌যোনি হইতেও অপর যাতনাস্থান প্রাপ্তির উহাই কারণ। জীব, সেই অজ্ঞানবশেই বিবিধ যাতনা স্থান ও ষড়্‌বিধ তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া কামনাপ্রতিঘাতজন্য নানা দুঃখ উপভোগ করে। ভূতবর্গের তামসী অজ্ঞানবৃত্তি চতুর্ব্বিধা; উহা সর্ব্বথা ইচ্ছাপ্রতিঘাতাত্মক অনৈশ্বর্য্যময়। চিত্ত, সত্ত্বমাত্রাত্মক; তত্ত্ববিচার দ্বারা সত্ত্বের স্ফুরণ হয়; তাহার ফলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞের নানাত্ব-জ্ঞানই জ্ঞান পদবাচ্য। এই জ্ঞান হইতে যোগোৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। ফলতঃ চিত্তের সত্ত্ব-তার-তম্যবশেই সংসারে বন্ধন ও মুক্তি হয়। মুক্ত হইলে লিঙ্গশরীরের বিনাশ হইয়া থাকে। মুক্তাবস্থায় চিত্ত সর্ব্বসম্বন্ধ হীন, অচেতনাকারে আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই অবস্থাকে বিরূপসংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়

ইত্যেতল্লক্ষণং প্রোক্তং সমাসাজ্‌জ্ঞান-
মোক্ষয়োঃ।
স চাপি ত্রিবিধঃ প্রোক্তো মোক্ষো বৈ
তত্ত্বদর্শিভিঃ।।৭৮
পূর্ব্বং বিয়োগো জ্ঞানেন দ্বিতীয়ো রাগ ক্ষয়াৎ
লিঙ্গাভাবত্তু কৈবল্যং কৈবল্যাত্তু নিরঞ্জনম্।।
নিরঞ্জনত্বাচ্ছুদ্ধস্তু ততো নেতা ন বিদ্যতে।
তৃষ্ণাক্ষয়াত্তৃতীয়স্তু ব্যাখ্যাতং মোক্ষকারণম্
নিমিত্তমপ্রতীঘাত ইষ্টশব্দাদিলক্ষণে।।৮০
অষ্টাবেতানি রূপাণি প্রাকৃতানি যথাক্রমম্।।
ক্ষেত্রজ্ঞেষবসজ্যন্তে গুণমাত্রাত্মকানি তু।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি বৈরাগ্যং দোষদর্শনাৎ।
দিব্যে চ মানুষে চৈব বিষয়ে পঞ্চলক্ষণে
অপ্রদ্বেষোহনভিষ্বঙ্গঃ কর্ত্তব্যো দোষদর্শনাৎ।।
তাপপ্রীতিবিষাদানাং কার্য্যং তু পরিবর্জ্জনম্।
এবং বৈরাগ্যমাস্থায় শরীরী নির্ম্মমো ভবেৎ
অনিত্যমশিবং দুঃখমিতি বুদ্ধ্যানুচিন্তা চ।

এই আমি সংক্ষেপে জ্ঞান ও মোক্ষের কথা কহিলাম। তত্ত্বদর্শীরা সেই মোক্ষকে ত্রিবিধ কহি করেন, জ্ঞান প্রভাবে বিষয়বিয়োগ জন্য এক প্রকার মোক্ষ হয়। তৎফলে রাগক্ষয়হেতু, লিঙ্গাভাব, তজ্জন্য কেবলত্ব, নিরঞ্জনত্ব, তন্নিমিত্ত শুদ্ধত্ব, এবং তাহা হইতে নিষ্ক্রিয়ত্ব জন্মে। এই মোক্ষ, দ্বিতীয় প্রকার। আর তৃষ্ণাক্ষয় জন্য যে মোক্ষ, তাহাই তৃতীয় বলিয়া ব্যাখ্যাত মোক্ষাবস্থায় শব্দাদি বিষয়সমূহে প্রতীঘাতজ দুঃখানুভূতি থাকে না। প্রকৃতির গুণ মাত্রাত্মক পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ রূপ, যথা-নিয়মে ক্ষেত্রজ্ঞসমূহে অবসক্ত হইয়া থাকে।৬৭—৮১ অতঃপর দোষদর্শনহেতু বৈরাগ্যের বিবরণ বলিতেছি দিব্য ও মানুষ পঞ্চবিধ বিষয়সমূহে দোষ দর্শনহেতু অনাসক্তি ও দ্বেষাভাব অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তাপ, প্রীতি ও বিষাদের বর্জ্জন করিয়া দেহিগণের বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক নির্ম্মম হওয়া উচিত এ সংসার অনিত্য, অমঙ্গলদায়

বিশুদ্ধং কার্য্যকরণং সম্যাপ্নোতি বশন্ত যে।
পরিপক্বকষায়ো হি কৃৎস্নান্ দোষান্ প্রপশ্যতি
ততঃ প্রয়াণকালে হি দোষৈর্নৈমিত্তিকৈস্তথা।।
উষ্মা প্রকুপিতঃ কায়ে তীব্রবায়ুসমীরিতঃ।
স শরীরমুপাশ্রিত্য কৃৎস্নান দোষান্ রুণদ্ধি বৈ
প্রাণস্থানানি ভিন্দন হি ছিন্দন্মর্ম্মাণ্যতীত্য চ
শৈত্যাৎ প্রকুপিতো বায়ুরূর্দ্ধং তু ক্রমতে ততঃ
স চায়ং সর্ব্বভূতানাং প্রাণস্থানেষবস্থিতঃ।
সমাসাৎ সংবৃতে জ্ঞানে সংবৃতেষু চ কর্ম্মসু।।
স জীবোহনত্যধিষ্ঠানঃ কর্ম্মভিঃ স্বৈঃ পুরাকৃতৈঃ
অষ্টাঙ্গপ্রাণিবৃত্তীর্বৈ স বিচ্যাবয়তে পুনঃ।।৯০
শরীরং প্রজহন্ সো বৈ নিরুচ্ছ্বাসস্ততো ভবেৎ
এবং প্রাণৈঃ পরিত্যক্তো মৃত ইত্যভিধীয়তে
যথেহ লোকে খদ্যোতং নীয়মানমিতস্ততঃ।
রঞ্জনং তদ্বধে যস্তু নেতানেতা ন বিদ্যতে।।

ও দুঃখময়, ইহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য ও কারণসমূহের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে হয় এরূপ করিলে সমস্ত প্রাণী তাহার বশীভূত হইয়া থাকে। চিত্তের কষায়ভাবের পরিপাক ঘটিলে সমগ্র দোষদর্শনে সামর্থ্য জন্মে এইরূপ দোষদর্শী ব্যক্তির মৃত্যুকালে যখন নৈমিত্তিক দোষরাশি দ্বারা প্রকুপিত উষ্মা তীব্র বায়ুচালিত হইয়া শরীরমধ্যে দোষসমূহের অবরোধ করে, তখন প্রাণস্থান সকল ভিন্ন এবং মর্ম্মস্থান সকল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। নিম্নাঙ্গে উষ্মার অভাবে শৈত্যাধিক্যহেতু প্রকুপ্ত হইয়া বায়ু তখন ঊর্দ্ধগামী হয় তদবস্থায় সর্ব্বভূতের প্রাণস্থানস্থ জীব, পুরাকৃত কর্ম্মবশে জ্ঞান ও কর্ম্মের অবরোধ হেতু অষ্টাঙ্গ প্রাণবৃত্তির ব্যত্যয় নিমিত্ত শ্বাস-প্রশ্বাস-রহিত হইয়া শরীর পরিহার করে। সেই প্রাণহীন শরীরকে মৃত সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। ইতস্ততঃ নীয়মান খদ্যোতের প্রকাশে যেমন তদীয় নেতাও বিদ্যোতিত হয়, কিন্তু খদ্যোতের মরণে নেতার আর উপলব্ধি থাকে না, প্রাণহীন দেহও

তৃষ্ণাক্ষয়স্তৃতীয়স্তু খ্যাখ্যাতং মোক্ষলক্ষণম্।
শব্দাদ্যে বিষয়ে দোষবিষয়ে পঞ্চলক্ষণে। ৯৩
অপ্রদ্বেষোহনভিষঙ্গঃ প্রীতিত্যাগবিবর্জ্জনম্।
বৈরাগ্যকারণং হ্যেতৎ প্রকৃতীনাং লয়স্য চ। ৯৪
অষ্টৌ প্রকৃতয়ো জ্ঞেয়াঃ পূর্ব্বোক্তা বৈ যথাক্রমম্
অব্যক্তাদ্যাস্তু বিজ্ঞেয়া ভূতান্তাঃ প্রকৃতের্লয়াঃ।
বর্ণাশ্রমাচারযুক্তাঃ শিষ্টাঃ শাস্ত্রাবিরোধিনঃ
বর্ণাশ্রমাণাং ধর্ম্মোহয়ং দেবস্থানেষু কারণম্। ৯৬
ব্রহ্মাদীনি পিশাচান্তান্যষ্টৌ স্থানানি দেবতাঃ।
ঐশ্বর্য্যমণিমাদ্যং হি কারণং হ্যষ্টলক্ষণম্। ৯৭
নিমিত্তম প্রতীঘাত ইষ্টে শব্দাদিলক্ষণে।
অষ্টাবেতানি রূপাণি প্রাকৃতানি যথাক্রমম্। ৯৮
ক্ষেত্রজ্ঞেষ্বনুষজ্যন্তে গুণমাত্রাত্মকানি তু।
প্রাবৃট্‌কালে পৃথক্ঘন পশ্যন্তীহ ন চক্ষুষা। ৯৯
পশ্যন্ত্যেবংবিধং সিদ্ধা জীবং দিব্যেন চক্ষুষা।
স্বাবিত্তি স্থানগানশ্চ যোনীঃ প্রবিশতস্তথা। ১০০
তির্য্যগূর্দ্ধমবস্তাচ্চ ধাবতোহপি যথাক্রমম্।
জীব প্রাণস্তথা লিঙ্গং কারণঞ্চ চতুষ্টয়ম্। ১০১
পর্য্যায়বাচকৈঃ শব্দেরেকার্থৈঃ সোহভিলিখ্যতে
ব্যক্তাব্যক্তে প্রমাণোহয়ং স বৈ রূপস্তু কৃৎস্নশঃ
অব্যক্তান্তগৃহীতঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতঞ্চ যৎ।
এবং জ্ঞাত্বা শুচির্ভূত্বা জ্ঞানাদ্বৈ বিপ্রমুচ্যতে।
নষ্টৈরেব যথা তত্ত্বৈ তত্ত্বানাং তত্ত্বদর্শনে।
যথেষ্টং পরিনির্য্যাতি ভিন্নে দেহে সুনির্বৃত্তে।
ভিদ্যতে কারণঞ্চাপি অব্যক্তজ্ঞানিনস্তথা।
মুক্তো গুণশরীরেণ প্রাণাদ্যেন তু সর্ব্বশঃ।
নান্যচ্ছরীরমাদত্তে দগ্ধে বীজে যথাঙ্কুরঃ।
জীবিকঃ সর্ব্বসংস্কারান্বীজশারীরমানসঃ। ১০৬
জ্ঞানাচ্চতুর্দ্দশাচ্ছুদ্ধঃ প্রকৃতিং সোহনুবর্ত্ততে।
প্রকৃতিং সত্যমিত্যাহুর্বিকারোহনৃতমুচ্যতে।

তদ্রূপ। তৃষ্ণাক্ষয়ই তৃতীয় মোক্ষকারণ বলিয়া বিখ্যাত। দোষহেতু পঞ্চবিধ শব্দাদি বিষয়ে দ্বেষাভাব ও আসক্তিরাহিত্য, আর তত্তৎ বিষয়ে প্রীতি ও অপ্রীতি বর্জ্জন, ইহা বৈরাগ্যের কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত। ইহার ফলে প্রকৃতির লয় আয়ত্তীভূত হয়। পূর্ব্বোক্ত অব্যক্তাদি পঞ্চভূতান্ত অষ্টবিধ প্রকৃতির যথাক্রমে লয় অভ্যাস করিতে হয়. শাস্ত্রাবিরোধী বর্ণাশ্রমাচারানুষ্ঠায়ী জনগণই শিষ্টপদ-বাচ্য. তাঁহারা যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন তাহাই দেবত্ব লাভের কারণ। ব্রহ্মাবধি পিশাচান্ত অষ্টবিধ দেবসৃষ্টি। অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য এই অষ্টবিধ সৃষ্টিভেদের হেতু। এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের তারতম্যে শব্দাদি অষ্টলক্ষণাত্মক ইষ্ট বিষয়ে প্রতীঘাতের অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে. সেই প্রাকৃত গুণমাত্রাত্মক অষ্টবিধ রূপ ক্ষেত্রজ্ঞসমূহে সংক্রান্ত হয়। বর্ষাকালে নভোমণ্ডলগত মেঘমধ্যে ধূমাদি পদার্থের চর্ম্মচক্ষে প্রত্যক্ষ না হইলেও যেমন অনুমান দ্বারা তাহার জ্ঞান হয়, তদ্রূপ জীবও প্রত্যক্ষবিষয়ীকৃত না হইলেও সিদ্ধগণ দিব্য চক্ষে তাহাকে অবলোকন করিয়া থাকেন। জীব দ্বিজাদি উচ্চযোনির ন্যায় ব্যাধাদি হীন-যোনিতে প্রবেশ করে; ফলতঃ ঊর্দ্ধ অধঃ পার্শ্ব সকল দিকেই যাতায়াত করিয়া থাকে। জীব, প্রাণ, লিঙ্গ, কারণ প্রভৃতি পর্য্যায়বাচক শব্দে সেই জীবেরই উল্লেখ হইয়া থাকে। সেই জীবই ব্যক্তাব্যক্ত সমগ্র জগদাকারে পরিব্যক্ত। ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত অব্যক্তান্ত সমগ্র জগতের এই কারণতত্ত্ব অবগত হইলে নিষ্কল্মষ হইয়া মুক্তি লাভ করা যায়।৮২—১০৩। জাগতিক পদার্থসমূহের তত্ত্বজ্ঞান হইলে দেহপাতান্তে জীব যথেচ্ছ স্বাধীন ভাবে বহির্গত হইয়া থাকে। অব্যক্তজ্ঞানীর জন্মকারণ সকলের নাশ হেতু প্রাণাদি গুণপরিণামসমূহ বিলুপ্ত হয়। তখন শারীর ও মানস কর্ম্মবীজ থাকে না বলিয়া দগ্ধ বীজ হইতে যেমন অঙ্কুরোদ্গম হয় না, তদ্রূপ সেই জীবেরও আর শরীরান্তর ঘটে না। সে তখন চতুর্দ্দশ তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে শুদ্ধ হইয়া প্রকৃতিতেই প্রতিনিবৃত্ত হয়. প্রকৃতি সত্য, বিকার

অসত্ত্বাবোহনৃতং জ্ঞেয়ং সদ্ভাবঃ সত্যমুচ্যতে।
অনামরূপক্ষেত্রজ্ঞনামরূপং প্রচক্ষতে ।।১০৮
যস্মাৎ ক্ষেত্রং বিজানাতি তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে
ক্ষেত্র প্রত্যয়তো যস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞঃ শুভ উচ্যতে
ক্ষেত্রজ্ঞঃ স্মর্য্যতে তস্মাৎ ক্ষেত্রং তজ্জ্ঞৈর্বি-
ভাব্যতে

ক্ষেত্রন্তু প্রত্যয়ং দৃষ্টং ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রত্যয়ী সদা।
ক্ষপণাৎ করণাচ্চৈব ক্ষতত্রাণাত্তথৈব চ।
ভোজ্যত্বাদ্বিষয়ত্বাচ্চ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রবিদো বিদুঃ
মহদাদ্যং বিশেষান্তং সবৈরূপ্যং বিলক্ষণম্।
বিকারলক্ষণং তদ্ধি সাক্ষরক্ষরমেব চ। ১১২
তস্মৈর চ বিকারস্তু যস্মাদ্ধি করতে পুনঃ।
তস্মাচ্চ করণাচ্চৈব ক্ষরমিত্যভিধীয়তে।।
সংসারনরকেভ্যশ্চ ত্রায়তে পুরুষঞ্চ যৎ
দুঃখত্রাণাৎ পুনশ্চাপি ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।
সুখদুঃখমোহভাবাদ্ভোজ্যমিত্যভিধীয়তে।
অচেতত্বাদ্ধি বিষয়ে ত্রিধর্ম্মং বিদুঃ স্মৃতম্।।
ন ক্ষীয়তে ন ক্ষরতি বিকারপ্রসৃতং তু যৎ।
অক্ষরং তেন তাপ্যুক্তমক্ষীণত্বাত্তথৈব চ। ১১৬
যস্মাৎ পুর্য্যনুশেতে চ তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে
পুরপ্রত্যায়িকো যস্মাৎ পুরুষেত্যভিধস্যতে।।
পুরুষং কবয়াম্যদ্য কথং তজ্জ্ঞৈর্বিভাব্যতে!
শুদ্ধো নিরঞ্জনাভাসো জ্ঞানাজ্ঞানবিবর্জ্জিতঃ।।
অস্তি নাস্তীতি সোহন্যো বা বদ্ধো মুক্তো
গতঃ স্থিতঃ।
ঈদৃশেতিবিশস্তনির্দেশ্যমুক্তস্তস্মিন্ন বিদ্যতে।।
শুদ্ধত্বাৎ তু দেশ্যো বৈ হৃষ্টত্বাৎ সমদর্শনঃ।
আত্মপ্রত্যয়কারী স ন ন্যূনং চাপি হেতুকম্।
ভাবগ্রাহ্যমনুমানাং চিন্তয়ন্ন প্রমুহ্যতে।।১২০
যদা পশ্যতি জ্ঞাতারং শান্তার্থং দর্শনাত্মকম্।
দৃশ্যাদৃশ্যোপনির্দ্দেশ্যং তথা তদ্রূপং বরম্।।
এবং জ্ঞাত্বা সুবিজ্ঞাতো ততঃ শান্তিং নিযচ্ছতি

মিথ্যা, অসদ্ভাব মিথ্যা, সদ্ভাবই সত্য; সুধীগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন। ক্ষেত্রজ্ঞ নামরূপহীন, পরন্তু তাঁহাতে নাম-রূপের কল্পনা করা হয় মাত্র। ক্ষেত্রকে জানেন বলিয়া তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। ক্ষেত্রজ্ঞান জন্মিলেই জীবের মঙ্গল লাভ হয়, এজন্য ক্ষেত্রজ্ঞকে শুভসংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। জনগণ এই কারণেই সতত ক্ষেত্রজ্ঞের স্মরণ করেন; এবং ক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান-শালীরা ক্ষেত্রেরই ভাবনা করিয়া থাকেন। ক্ষেত্র প্রত্যয় এবং ক্ষেত্রজ্ঞ প্রত্যয়ী। ক্ষরণ, করণ, ক্ষতত্রাণ, ভোগ্যত্ব ও বিষয়ত্ব নিবন্ধন ক্ষেত্রবিদ্‌গণ উহাকে ক্ষেত্রসংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকেন। সবৈরূপ্য বিলক্ষণ মহদাদি বিশেষান্ত ক্ষরাক্ষর সমস্তই বিকার-পদবাচ্য। সেই বিকারসমূহের করণ করেন বলিয়া ক্ষর নাম প্রযুক্ত হয়। সংসারনরক হইতে পুরুষকে পরিত্রাণ করেন বলিয়াও ক্ষেত্রসংজ্ঞা নির্ব্বাচিত হইয়াছে।১০৪—১১৪ সুখ, দুঃখ ও মোহ এই ভাবত্রয় ভোজ্য পদবাচ্য। অচেতন বিষয়াশ্রয়ে উক্ত ধর্মত্রয় প্রতিষ্ঠিত। বিকার ধর্ম্ম ক্ষয়, ক্ষরণ, ও ক্ষীণতা নাই বলিয়া অক্ষয় নাম নির্ব্বাচিত হইয়াছে। পুরে শয়ন করেন বলিয়া পুরুষসংজ্ঞা এবং পুরের জ্ঞান আছে বলিয়াও পুরুষ নাম নির্ব্বাচিত হয়। এক্ষণে পুরুষতত্ত্বজ্ঞগণ কিপ্রকারে পুরুষতত্ত্ব জ্ঞাত হয়েন, তদ্বিবরণ বলিতেছি। পুরুষ,—শুদ্ধ, নিরঞ্জন, জ্ঞানাজ্ঞানবর্জ্জিত ও অস্তি নাস্তি প্রত্যয়রহিত। তাঁহাতে গত, স্থিত, বদ্ধ, মুক্ত ইত্যাদি কোন বিশেষণই প্রযুক্ত হইতে পারে না। শুদ্ধত্বহেতু তিনি অনির্দ্দেশ্য এবং সদা আনন্দস্বরূপ বলিয়া সমদর্শন। তিনি আত্মানন্দে নিমগ্ন; তাঁহাতে কোনও হেতু বিদ্যমান নাই। তিনি ভাবগ্রাহ্য ও অনুমানমাত্রগম্য তাঁহাকে চিন্তা করিলে আর মুগ্ধ হইতে হয় না এই দৃশ্যাদৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চের উপশমস্থান, জ্ঞানময়, অনির্দ্দেশ্য পরম পুরুষের দর্শন লাভ করিলে মানবের উদ্ধার লাভ হয়। যাঁহার এই পুরুষতত্ত্ব জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞাতা প্রকৃতিস্থ হইয়া

কার্য্যে চ কারণে চৈব বৃক্ষাদৌ ভৌতিকে তল
সম্প্রযুক্তো বিযুক্তো বা জীবতো বা মৃতস্য চ
বিজ্ঞাতা ন চ দৃশ্যেত পৃথক্ত্বেনেহ সর্ব্বশঃ।
যেনাত্মানং তমাত্মানং কারণাত্মা নিযচ্ছতি।
প্রকৃতৌ কারণে চৈব স্বাত্মন্যেবোপতিষ্ঠতি।
অস্তি নাস্তীতি সোঽন্যো বা ইহামুত্রেতি বা
পুনঃ।
একত্বং বা পৃথক্ত্বং বা ক্ষেত্রজ্ঞপুরুষেতি বা
আত্মবান্ স নিরাত্মা বা চেতনোঽচেতনোঽপি
বা।
কর্ত্তা বা সোঽপ্যকর্ত্তা বা ভোক্তা বা ভোজ্য-
মেব বা।।১২৫
যজ জ্ঞাত্বা ন নিবর্ত্তেত ক্ষেত্রজ্ঞে তু নিরঞ্জনে
অবাচ্যং তদনাখ্যানানগ্রাহ্যত্বাদহেতুনি।১৩৬
অপ্রতর্ক্যমচিন্ত্যত্বা ব্যাপ্যত্বাচ্চ সর্ব্বশঃ।
নাভিনিষ্পর্তি তত্তত্ত্বং সম্প্রাপ্য মনসা সহ।।
ক্ষেত্রজ্ঞে নির্গুণে শুদ্ধে শান্তে ক্ষীণে নিরঞ্জনে
ব্যপেতসুখদুঃখে চ নিরুদ্ধে শান্তিমাগতে।
নিরাত্মকে পুনস্তস্মিন্ বাচ্যাবাচ্যো ন বিদ্যতে।

এতৌ সংহারবিস্তারৌ ব্যক্তাব্যক্তৌ ততঃ পুন
সৃজতে গ্রসতে চৈব গ্রস্তঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে।
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং সর্ব্বং পুনঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।।
অধিষ্ঠানপ্রবৃত্তেন তস্য চেতবুদ্ধিপূর্ব্বকম্।
সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যকৃতঃ সংযোগো বিধিতস্তয়োঃ।
অনাদিমান্ স সংযোগো মঙ্গপুরুষজঃ স্মৃতঃ।
যাবচ্চ সর্গপ্রতিসর্গকাল-
স্তাবচ্চ তিষ্ঠতি সুসন্নিরুদ্ধঃ।
পূর্ব্বং হিতয়ো তদবুদ্ধিপূর্ব্বং
প্রবর্ত্ততে তৎপুরুষার্থমেব।।১৩২
এষা নিসর্গ প্রতিসর্গপূর্ব্বং
প্রাধানিকী চেশ্বরকারিতা চ
অনাদ্যনন্তা হ্যভিমানপূর্ব্বকং
বিত্রাসয়ন্তী জগদভ্যুপৈতি।১৩৩
ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গস্তৃতীয়ো হেতুলক্ষণঃ।
উক্তো হ্যস্মিংস্তদাভ্যস্তং করগ্রস্তং প্রমুচ্যত।

কারণাত্মাতেই অবস্থান করেন কার্য্য-কারণাত্মক বৃক্ষ্যাদি ভৌতিক পদার্থচয়ে, সংযুক্ত বা বিযুক্ত, জীবিত বা মৃত, সর্ব্বভূতে পৃথক্রূপে বিজ্ঞাতা, মানব আত্ম দ্বারা সেই কারণাত্মাতে মিলিত হইয়া থাকেন। সেই পুরুষ ইহ বা পরলোকে আছেন বা নাই, তিনি এক বা অনেক, ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ, আত্মবান্ বা অনাত্মা, চেতন বা অচেতন, কর্ত্তা বা অকর্ত্তা, ভোক্তা বা ভোজ্য, ইত্যাদি কোন ব্যাপদেশযোগ্য নহেন। বস্তুতঃ যে নিরঞ্জন ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের জ্ঞান হইলে পুনরাবৃত্তি রহিত হয়, তাঁহার কোনও সংজ্ঞা না থাকায় তিনি চিন্তার অতীত ও সকলের গম্য বলিয়া অপ্রতর্ক্য, মনের সাহায্যে তাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর বিষয়ে লিপ্ত হইতে হয় না।১২৫—১২৭ ক্ষেত্রজ্ঞ, বাসনাক্ষয় নিবন্ধন সুখঃদুঃখহীন নির্গুণ শুদ্ধ শান্ত নিরাত্মক নিরঞ্জনে বিলীন হইলে তখন আর বাচ্যাবাচ্য থাকে না। এই ব্যক্তাব্যক্ত সৃষ্টি-সংহার সেই পরম পুরুষ হইতেই হইয়া থাকে ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত এই সমগ্র জগৎ সেই পরম পুরুষই সৃজন করেন এবং লয়কালে গ্রাস করিয়া থাকেন। তদীয় অধিষ্ঠানভূত মূল প্রকৃতির বৈচিত্র্যবশেই অবুদ্ধিপূর্ব্বক এই সৃষ্টিলয় সাধিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি-পুরুষের সেই সংযোগ সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য ঘটিত; উহার আদি কাল নাই; চিরকালই উহা বিদ্যমান সৃষ্টির আদি কাল হইতে অন্তকাল পর্য্যন্ত সেই পরম পুরুষকে প্রকৃতি দেবী আত্মাতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখেন; তদবস্থায় পুরুষের অবুদ্ধিপূর্ব্বকই এই সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয় এই সৃষ্টি-সংহার কার্য্যে প্রকৃতি পুরুষ উভয়েই কারণ; তবে পুরুষ উদাসীন মাত্র অভিমানাত্মক এই সৃষ্টিসংহার ব্যাপার অনাদি ও অনন্ত। ইহা বিষয় চিন্তা করিলেও অন্তরে ত্রাস জন্মে প্রাকৃত সৃষ্টির এই তৃতীয় প্রকার হেতু বর্ণিত হইল। এ তত্ত্বের

ইত্যেষ প্রতিসর্গো বস্ত্রিবিধঃ কীর্ত্তিতো ময়া
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ ভূয়ঃ কিং বর্ণয়াম্যহম্
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে প্রতিসর্গ-
বর্ণনং নাম দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।।১০২

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

সূত সুমহদাখ্যানং ভবতা পরিকীর্ত্তিতম্।
প্রজানাং মনুভিঃ সার্দ্ধং দেবানামৃষিভিঃ সহ।।১
পিতৃগন্ধর্ব্বভূতানাং পিশাচোরগরক্ষসাম্।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ যক্ষাণাং সব-পক্ষিণাম্।।২
অত্যদ্ভুতানি কর্ম্মাণি বিধিমান্ ধর্ম্মনিশ্চয়ঃ।।৩
বিচিত্রাশ্চ কথাযোগা জন্ম চাগ্র্যমনুত্তমম্।
তৎকথ্যমানমস্মাকং ভবতা শ্লক্ষ্ণয়া গিরা
মনঃকর্ণসুখং সৌতে প্রীণাত্যমৃতসংপ্রবম্।।৪
এবমারধ্য তে সূতং সংকৃত্য চ মহর্ষয়ঃ।
পপ্রচ্ছুঃ সত্রিণঃ সর্ব্বে পুনঃ সর্গপ্রবর্ত্তনম্।।৫
কথং সূত মহাপ্রাজ্ঞ পুনঃ সর্গঃ প্রপৎস্যতে।
ক্ষেত্রেষু সম্প্রলীনেষু গুণসাম্যে তমোময়ে।।৬
বিকারেষবিসৃষ্টেষু অব্যক্তে চাত্মনি স্থিতে
অপ্রবৃত্তে ব্রহ্মণান্ মহাসাযুজ্যগেষ্বপ।
কথং প্রপৎস্যেতে সর্গস্তন্নঃ প্রব্রূহি পৃচ্ছতাম্
এবমুক্তস্ততঃ সূতস্তদাসৌ লোমহর্ষণঃ।
ব্যাখ্যাতুমুপচক্রাম পুনঃ সর্গপ্রবর্ত্তনম্ ।।৮
অহং বো বর্ত্তয়িষ্যামি যথা সর্গঃ প্রপৎস্যতে
পূর্ব্ববৎ স তু বিজ্ঞেয়ং সমাসাত্তং নিবোধত।।৯
দৃষ্টশ্চৈবানুমেয়শ্চ তর্কং বক্ষ্যামি যুক্তিতঃ।
তস্মাদ্বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।।১০
অব্যক্তত্বৎপরোক্ষত্বাদগ্রহণাৎ তদ্দুরাসদম্
বিকারৈঃপ্রতিসংহৃষ্টে গুণসাম্যে নিবর্ত্ততে।।
প্রধানং পুরুষাণাঞ্চ সাধর্ম্ম্যেণৈব নিবর্ত্ততে।।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রলীয়েতে অব্যক্তৌ প্রাণিনাং সদা
সত্ত্বনাত্রাত্মকৌ ধর্ম্মৌ গুণসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিতৌ।

কার্য্য-কারণজ্ঞ জনগণ ইহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন।এই আমি আপনাদিগের নিকট ত্রিবিধ প্রতিসর্গ যথাক্রমে সবিস্তারে কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর অপর কোন বিষয় বর্ণন করিব?১২৮—১৩৫।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।।১০২।।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সুত!আপনি দেব, মনু, ঋষি, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, দৈত্য, দানব, যক্ষ, পক্ষী, প্রভৃতি প্রজাবর্গের অত্যদ্ভুত কর্ম্ম, অত্যুগ্র অনুত্তম জন্ম, সবিধি ধর্ম্ম, ও বিচিত্র বিবিধ কথা মনঃকর্ণসুখাবহ মনোহর বচনাবলী দ্বারা বর্ণন করিয়া আমাদিগের পরম পরিতোষ সাধন করিয়াছেন। ইহা শ্রবণে জগতে কাহারই বা প্রীতি না জন্মে? নৈমিষারণ্যবাসী সত্রযাগদীক্ষিত মহর্ষিগণ এইরূপ বাক্যে সূতকে সম্বোধিত করিয়া পুনরায় সৃষ্টিপ্রবৃত্তি বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ সূত। পুনঃ-সৃষ্টি কি প্রকারে প্রবর্ত্তিত হয়? যখন ক্ষেত্রজ্ঞ সকল প্রাকৃত গুণবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া যায়। যখন প্রকৃতির গুণত্রয় সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, যখন সমস্ত তমোময়াকার ধারণ করে, যখন বিকারসমূহের প্রবৃত্তি থাকে না, জীবজাত যখন ব্রহ্মার সহিত মহাসাযুজ্য লাভ করিয়া অব্যক্ত আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন আবার কি প্রকারে নূতন সৃষ্টি প্রারব্ধ হয়? আমরা তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহাই আমাদিগকে বলুন।এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া লোমহর্ষণ সূত অপর সৃষ্টিপ্রবৃত্তির ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।১—৮। সূত বলিলেন,—সৃষ্টি যেরূপে প্রবর্ত্তিত হয়, আমি তাহা আপনাগিকে বলিতেছি। সৃষ্টি বিষয়ে পূর্ব্বে যেমন যেমন বলিয়াছি, সৃষ্টিপ্রবৃত্তি তদ্রূপই জানিবেন তথাপি আমি সংক্ষেপে বলিতেছি; আপনারা অবধান

তমোমাত্রাত্মকোহধর্ম্মো গুণে তমসি তিষ্ঠতি।।
অবিভাগবন্তাবেতৌ গুণসাম্যস্থিতাবুভৌ
সর্ব্বকার্য্যে বুদ্ধিপূর্ব্বং প্রধানস্য প্রপংস্যতে।।
অবুদ্ধিপূর্ব্বং ক্ষেত্রজ্ঞো হ্যধিষ্ঠাস্যতি তান্ গুণান্
এবং তানভিমানেন প্রপৎস্যেতে যুতাবুভৌ
যদা প্রবর্ত্তিতব্যক্ত ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্দ্বয়োঃ
ভোজ্যভোক্তৃত্বসম্বন্ধং প্রপৎস্যেতে যুতাবুভৌ
তস্মাচ্ছরণমব্যক্তং সাম্যে স্থিত্বা গুণাত্মকান্।
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং তচ্চ বৈষম্যং ভজতে তু তৎ
ততঃ প্রপংস্যতে ব্যক্তং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্দ্বয়োঃ
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং সত্ত্বং বিকারং জনয়িষ্যতি।।১৮

মহদাদ্যং বিশেষান্তং চতুর্বিংশগুণাত্মকম্,
ক্ষেত্রজ্ঞস্য প্রধানস্য পুরুষস্য প্রপংস্যতে।।১৯
ব্রহ্মাণ্ডে প্রথমঃ সোহথ ভবিতা চেশ্বরঃ পুনঃ।
তত্ত্বো জ্ঞেয়স্য কৃৎস্নস্য সর্ব্বভূতপতিঃ শিবঃ।২০
ঈশ্বরঃ সর্ব্বমুক্তানাং ব্রহ্মা ব্রহ্মময়ো মহান্,
আদিদেবঃ প্রধানস্যানুগ্রহায় প্রবক্ষ্যতে।।২১
অনাদৌ বরমূৎপাদ্য বুভৌ সূক্ষ্মৌ ক্রুতৌ স্মৃতৌ
অনাদিসংযোগযুতৌ সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।।২২
অবুদ্ধিপূর্ব্বকং যুক্তৌ মশকোদুম্বরৌ তদা।
আগ্রত্যয়মনাদ্যঞ্চ স্থিতাবুদকমৎস্যশঃ।।২৩
প্রবৃত্তে পূর্ব্বতঃ পূর্ব্বং পুনঃ সর্গে প্রপংস্যতে।
প্রজ্ঞা গুণৈঃ প্রবর্ত্তন্তে রজঃসত্ত্বতমাত্মকম্।।২৪

প্রবৃত্তিকালে রজসাভিপন্ন-
মহত্ত্বভূতাদিবিশেষতাঞ্চ।

সহকারে শ্রবণ করুন। অব্যক্ততত্ত্বের ন্যায় পরোক্ষ বলিয়া এই সৃষ্টিতত্ত্বও নিতান্ত দুরধিগম্য প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা যুক্তি অনুসারে এ তত্ত্বের আলোচনা করিতে হয়। বস্তুতঃ এ তত্ত্ব নির্ণয়ে মনের সহিত বাক্যের বিরাম ঘটিয়া থাকে। বিকারসমূহের প্রতিসংহার হইলে প্রকৃতির গুণত্রয়ের সাম্যভাব ঘটিয়া থাকে তখন ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সকল প্রকৃতিতে সাধর্ম্মো সমস্তই সেই অব্যক্ত প্রকৃতিতে বিলীন হয়। সত্ত্বমাত্রাত্মক ধর্ম্ম তখন প্রকৃতির সত্ত্বগুণে এবং তমোমাত্রাত্মক অধর্ম্ম তমোগুণে বিলীন থাকে। ইহারা তখন বিভাগহীন হইয়া অব্যক্ত প্রকৃতিতে অবস্থান করে, এবং প্রকৃতির পরিণাম কালে বুদ্ধিপূর্ব্বক সর্ব্বকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয় ক্ষেত্রজ্ঞ কিন্তু অবুদ্ধিপূর্ব্বকই প্রকৃতির সেই গুণগণের উপভোগ করিয়া থাকেন বিবর্ত্তন কালে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের অভিমানমাত্রেই ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সাম্যভাবাপন্ন অব্যক্ত প্রকৃতির গুণগণ সৃষ্টিপ্রারম্ভে ক্ষেত্রজ্ঞে সম্পৃক্ত হইয়া বৈষম্য ভাবাবলম্বন করে; তখন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য প্রকটিত হয়। ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত সত্ত্বগুণ, তখন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের চতুর্বিংশতিপ্রকার বিকার ঘটাইয়া মহদাদি বিশেষ তত্ত্বান্ত সৃষ্টির ঘটাইয়া মহদাদি বিশেষ তত্ত্বান্ত সৃষ্টির প্রবর্ত্তন করে। সেই ক্ষেত্রজ্ঞই তখন ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বলিয়া প্রকটিত হন। প্রকৃতির অনুগ্রহে ইনি সর্ব্বভূতপতি, ঈশ্বর, মুক্তিদাতা মঙ্গলময়, আদিদেব ব্রহ্মময় ব্রহ্মা নামে, প্রসিদ্ধ।৯—২১। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ অনাদি, সূক্ষ্মসকলের আদি, অনাদি কালাবধি, পরস্পর সংযুক্ত; এবং সর্ব্বক্ষেত্র-তত্ত্বাভিজ্ঞ। মশক ও উদুম্বর এবং মৎস্য ও জলের ন্যায় ইহারা অপ্রতর্ক্য নিয়ন্ত-সম্বন্ধযুক্ত, উপসংহৃতা অজ্ঞা প্রকৃতি পুনঃ সৃষ্টিকালে স্বীয় রজঃ-সত্ত্ব-তমঃসংজ্ঞক গুণত্রয়যোগে বিকৃত হইয়া জগদাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হন ক্ষেত্রজ্ঞগণ এই প্রকৃতির সৃষ্টি-প্রবৃত্তিকালে রজোগুণে আক্রান্ত হইয়া মহৎ, মহাভূত, ইন্দ্রিয়, ও বিশেষাদি পরিণাম লাভ করিয়া আবার গুণবসান কালে স্বভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। ধ্যাননিষ্ঠ, সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মার সৃষ্টিপ্রবৃত্তিকালে পরস্পর বিধর্ম্মী রজঃ সত্ত্ব-তমোময় কার্য্যকারণ নিবন্ধন অভিমানী ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ পরস্পর ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ত

বিশেষতাং চেন্দ্রিয়ভাঞ্চ যান্তি

গুণাবসানে পতিভির্মনুষ্যাঃ।।২৫

সত্যাভিধ্যায়িনস্তস্য ধ্যায়িনঃ সন্নিমিত্তকম্।

রজঃসত্ত্বতমা ব্যক্তা বিধর্ম্মাণঃ পরস্পরম্।।২৬

আদ্যন্তে সম্প্রপদ্যন্তে ক্ষেত্রজ্ঞাস্তু সর্ব্বশঃ

সংসিদ্ধকার্য্যকরণা উৎপদ্যন্তেঽভিমানিনঃ। ২৭

সর্ব্বে সত্ত্বাঃ প্রপদ্যন্তে অভ্যস্তাৎ পূর্ব্বমেব চ।

প্রসূতে যা চ সুবহঃ সাধিকাশ্চাপ্যসাধিকা।।

সংসরন্তস্তু তে সর্ব্বে স্থানপ্রকরণৈঃ সহ

কার্য্যাণি প্রতিপৎস্যন্তে উৎপদ্যন্তে পুনঃপুনঃ

গুণমাত্রাত্মকাশ্চৈব ধর্ম্মাধর্ম্মৌ পরস্পরম্।

আরভন্তীহ চান্যোন্যং-বরেণানুগ্রহেণ চ।।৩০

সর্ব্বে তুল্যাঃ প্রসৃষ্ট্যর্থং সর্গাদৌ যান্তি বিক্রিয়াম্

গুণাস্তৎ প্রতিধাবন্তে তস্মাত্তস্য রোচতে।।৩৩

গুণাস্তে যানি সর্ব্বাণি প্রাক্‌সৃষ্টৈঃ প্রতিপেদিরে

তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃপুনঃ।

হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।

তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাত্তস্য রোচতে।।

মহাভূতেষু নানাত্বমিন্দ্রিয়ার্থেষু মূর্ত্তিষু

বিপ্রয়োগাশ্চ ভূতানাং গুণে ত্যাঃ সম্প্রবর্ত্ততে

ইত্যেষ বো ময়া খগতঃ পুনঃ সর্গঃ সমাসতঃ।

সমাসাদেব বক্ষ্যামি ব্রহ্মণোঽগ্র সমুদ্ভবম্।।৩৫

অব্যক্তাৎ কারণাত্তস্মান্নিত্যাৎ সদসদাত্মকাৎ

প্রধানপুরুষাভ্যাং তু জায়তে চ মহেশ্বরঃ।।৩৬

স পুত্রঃ সর্ব্বপিতা জায়তে ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ।

সৃজতে স পুনর্লোকানভিমান গুণাত্মকান্।।৩৭

অহঙ্কারস্তু মহতস্তস্মাদ্ভূতানি চাত্মনঃ।

যুগপৎসম্প্রবর্ত্তন্তে ভূতান্যেবেন্দ্রিয়াণি চ।

ভূতভেদাশ্চ ভূতেভ্য ইতি সর্গঃ প্রবর্ত্ততে।।৩৮

বিস্তরাবয়বস্তেষাং যথাপ্রজ্ঞং যথাশ্রুতম্।

কীর্ত্তিতং বো যথা পূর্ব্বং তথৈবাপ্যপধার্য্যতাম্

এতচ্ছ্রুত্বা নৈমিষেয়াস্তদানীং

লোকোৎপত্তিং সংস্থিতিঞ্চ ব্যয়ঞ্চ

তস্মিন্ সত্রেহবভৃথং প্রাপ্য শুদ্ধাঃ

পুণ্যং লোকমৃষয়ঃ প্র প্রবন্তি।।৪০

হইতে প্রথমতঃ সাধক ও অসাধক সত্ত্বগুণময় সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইয়া স্থান প্রকরণাদি সহ কার্য্যরূপে পুনঃপুনঃ আবির্ভাব-তিরোভাব লাভ করিতে থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞগণ সৃষ্টিবিস্তারার্থ পরস্পর সর্ব্বথা তুল্য হইলেও গুণমাত্রাত্মক ধর্ম্মাধর্ম্ম বরানুগ্রহাদি দ্বারা বিবিধ বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে গুণবৈচিত্র্যবশেই তাহারা একবিধ বিকার প্রাপ্ত হয়, এবং সেই গুণগণেই সর্ব্বথা সমাসক্ত হইয়া পড়ে।২২—৩১। ক্ষেত্রজ্ঞগণ প্রথম সৃষ্টিতে যেমন যেমন গুণ সকল লাভ করে, পরসৃষ্টিতে ঠিক তেমনই গুণসমূহে সমাক্রান্ত হইয়া থাকে; সেই গুণসংযোগবশেই হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু, ক্রূর, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা প্রভৃতি ভাবসমূহ আশ্রয় করে, সেই সেই ভাবই তাহাদিগের রুচিকর হইয়া থাকে মহাভূত, ইন্দ্রিয়ার্থ, মূর্ত্তপদার্থ, এবং প্রাণিগণের নানাত্ব, এতৎসমস্তই গুণবৈচিত্র্যবশে সঙঘটিত হয় এই আমি আপনাদিগকে পুনরায় সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্ষেপে ব্রহ্মার উৎপত্তি বর্ণন করিতেছি। নিত্য সদসদাত্মক অব্যক্ত কারণস্বরূপ প্রকৃতিপুরুষ হইতে মহৈশ্বর্য্যশালী এক পুত্র জন্মে। তাঁহারই নাম ব্রহ্মা। তিনিই অভিমান গুণাত্মক এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃজন করেন। তিনিই মহৎপদ বাচ্য। তাঁহা হইতে প্রথমে অহঙ্কার জন্মে। অহঙ্কার হইতে যুগপৎ ভূতেন্দ্রিয়চয় প্রাদুর্ভূত হয় উক্ত ভূতচয় হইতে অপর ভূতনিকর জন্মে। এইভাবে সৃষ্টি-বিস্তার ঘটিয়া থাকে। হে মুনিগণ। এই সৃষ্টি অতীব বিস্তৃত; আমি আপনাদিগের নিকট ইতঃপূর্ব্বে যথামতি যথাশ্রুত যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছি, আপনারা এ তত্ত্ববার্ত্তা তদ্রূপই জানিবেন।৩২—৩৯। নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণ, সূতসমীপে জগতের এই প্রকার উৎপত্তি-স্থিতি-সংহৃতি বিবরণ শ্রবণপূর্ব্বক সেই যজ্ঞক্ষেত্রে অবভৃথ-স্নানান্তে পরিশুদ্ধ হইয়া

যথা যূয়ং বিধিবদ্দেবতাদী-
নিষ্ট্বাবা চৈবাবভৃথং প্রাপ্য শুদ্ধাঃ।
ত্যক্ত্বা দেহানায়ুষোহন্তে কৃতার্থান্
পুণ্যাল্লোকান্ প্রাপ্য যথেষ্টং চরিষ্যথ ॥৪১
এতে তে নৈমিষেয়া বৈ ইষ্ট্বা সৃষ্ট্বা চ বৈ তদা।
জগ্মুশ্চাবভৃথস্নাতাঃ স্বর্গং সর্ব্বে তু সত্রিণঃ। ৪২
বিপ্রাস্তথা যূয়মপি ইষ্ট্বা বহুবিধৈর্মখৈঃ
আয়ুষোহন্তে ততঃ স্বর্গং গন্তাবস্থ দ্বিজোত্তমাঃ
প্রক্রিয়া প্রথমঃ পাদঃ কথাবস্তুপরিগ্রহঃ।
অনুষঙ্গ উপোদ্ঘাত উপসংহার এব চ। ৪৪
এবমেতচ্চতুষ্পাদং পুরাণং লোক সম্মতম্।
উবাচ ভগবান্ সাক্ষাদ্বায়ুর্লোকহিতে রতঃ॥
নৈমিষে সত্রমাসাদ্য মুনিভ্যো মুনিসত্তমাঃ।
তৎপ্রসাদাদসন্দিগ্ধং ভূতোৎপত্তিলয়ানি চ॥
প্রাধানিকীমিমাং সৃষ্টিং তথৈবেশ্বরকারিতাম্।
সম্যগ্বিদিত্বা মেধাবী ন মোহমধিগচ্ছতি ॥৪৭
ইমং যো ব্রাহ্মণো বিদ্বানিতিহাসং পুরাতনম্।
শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েদ্বাপি তথাধ্যাপয়তেহপি চ।
স্থানেষু স মহেন্দ্রস্য মোদতে শাশ্বতীঃ সমাঃ।
ব্রহ্মসাযুজ্যগো ভূত্বা ব্রহ্মণা সহ মোদতে।
তেষামং কীর্ত্তিমতাং কীর্ত্তিং প্রজেশানাং মহাত্মনাম্
প্রথয়ন্ পৃথিবীশানাং ব্রহ্মভূয়ায় গচ্ছতি॥৫০
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মতম্।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নেনোক্তং পুরাণং ব্রহ্মবাদিনঃ॥৫১
মন্বন্তরেশ্বরাণাঞ্চ যঃ কীর্ত্তিং প্রথয়েদিমাম্।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ ভূরিদ্রা শতেজসাম্।
স সর্ব্বৈর্মুচ্যতে পাপৈঃ পুণ্যঞ্চ মহদাপ্নুয়াৎ।৫২
যশ্চেদং শ্রাবয়েদ্বিদ্বান্ সদা পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
ধূতপাপ্মা জিতস্বর্গো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।৫৩
যশ্চেদং শ্রাবয়েচ্ছ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণান্ পাদমন্ততঃ।
অক্ষয়ং সার্ব্বকামীয়ং পিতৃংস্তচ্চোপতিষ্ঠতি।
যস্মাৎ পুরা হ্যনতীদং পুরাণং তেন চোচ্যতে

পুণ্যলোকপ্রাপ্ত করিয়াছিলেন। এইরূপ আপনারাও যথাবিধি দৈব-যজনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া অবভৃথ স্নানপূর্ব্বক পবিত্র হইবেন এবং আয়ুঃক্ষয়ান্তে দেহত্যাগ করিয়া সৎকর্ম্মলভ্য পুণ্যলোকে যাইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিবেন। সেই নৈমিষীয় মুনিগণ যেমন সত্র-যাগানুষ্ঠান ও প্রজোৎপাদন করিয়া অবভৃথ স্নানান্তে স্বর্গে গমন করিয়াছেন, হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনারাও তদ্রূপ বহুবিধ যাগানুষ্ঠান করিয়া আয়ুঃক্ষয়ান্তে স্বর্গে যাইবেন।৪০—৪৩। হে মুনিবরগণ! প্রক্রিয়া, অনুষঙ্গ, উপোদ্ঘাত ও উপসংহার,—এই পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত লোকসম্মত এই মহাপুরাণ, নৈমিষারণ্যে যজ্ঞক্ষেত্রে মুনিদিগের নিকট লোকহিতার্থী ভগবান্ বায়ু স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রক্রিয়া পাদে বর্ণনীয় বিষয় সমূহের উল্লেখ আছে। সেই বায়ুর প্রসাদে ভূতগণের লয়োৎপত্তি-সমন্বিত প্রকৃতিপুরুষ-রচিত সৃষ্টিবৃত্তান্ত-মণ্ডিত এই পুরাণতত্ত্ব অবগত হইয়া মেধাবী মানব কদাচ মোহগ্রস্ত হন না। যে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, এই পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ করে, বা শ্রবণ করায়, কিম্বা অধ্যাপন করে, সে সুদীর্ঘকাল মহেন্দ্রলোকে বাস করিয়া পরে ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করিয়া ব্রহ্মার সহিত মুক্তি প্রাপ্ত হয় গ্রন্থবর্ণিত কীর্ত্তিমান্ মহাত্মা প্রজাপালকগণের কীর্ত্তিমান্ মহাত্মা করিয়া মানব ব্রহ্মত্ব-লাভে সক্ষম হয়। হে ব্রহ্মবাদী মুনিগণ কৃষ্ণদ্বৈপায়নোক্ত বেদানুমোদিত এই মহাপুরাণ, ধন, পুণ্য, যশঃ ও আয়ুঃ প্রদাকে। যে জন, প্রভূত ধন-সম্পন্ন মহাতেজা মন্বন্তরেশগণের এই কীর্ত্তিকাহিনী বিস্তার করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মহৎ পুণ্য প্রাপ্ত হয়। যে বিদ্বান্ মানব পর্ব্বে পর্ব্বে এই পুরাণ অপরকে শ্রবণ করায়, সে পাপহীন হইয়া স্বর্গবাসান্তে ব্রহ্মভাব লাভ করে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণকে এই পুরাণ অন্ততঃ এক পাদও শ্রবণ করায়, তদীয় পিতৃগণের সর্ব্বকামসমৃদ্ধ অক্ষয় তৃপ্তি প্রাপ্তি হয়। যেহেতু ইহা পুরাকালে অণিত অর্থাৎ বর্ত্তমান ছিল, তজ্জন্য ইহাকে

নিরুক্তমস্য যো বেদ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।৫৫
তথৈব ত্রিষু বর্ণেষু যে মনুষ্যাঃ প্রধানতঃ।
ইতিহাসমিমং শ্রুত্বা ধর্ম্মায় দধতে মতিম্।।৫৬
যাবন্তস্য শরীরেষু রোমকূপাণি সর্ব্বশঃ।
তাবৎ কোটিসহস্রাণি বর্ষাণাং দিবি মোদতে।
ব্রহ্মসাযুজ্যগো ভূত্বা দৈবতৈঃ সহ মোদতে।।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং পবিত্রঞ্চ যশস্বি চ।
ব্রহ্মা দদৌ শাস্ত্রমিদং পুরাণং মাতরিশ্বনে।।৫৮
তস্মাচ্চোশনসা প্রাপ্তং তস্মাচ্চাপি বৃহস্পতিঃ
বৃহস্পতিস্তু প্রোবাচ সবিত্রে তদনন্তরম্।।৫৯
সবিতা মৃত্যবে প্রাহ মৃত্যুশ্চেন্দ্রায় বৈ পুনঃ।
ইন্দ্রশ্চাপি বশিষ্ঠায় সোঽপি সারস্বতায় চ।।৬০
সারস্বতস্ত্রিধাম্নে চ ত্রিধামা চ শরদ্বতে।
শরদ্বতস্ত্রিবিষ্টায় সোঽন্তরিক্ষায় দত্তবান্।।৬১
বর্হিণে চান্তরিক্ষো বৈ সোঽপি ত্রয্যারুণায় চ।
ত্রয্যারুণেভ্য ধনঞ্জয়ে স চ প্রাদাৎ কৃতঞ্জয়ে।।৬৩
কৃতঞ্জয়াত্তৃণঞ্জয়ো ভরদ্বাজায় সোঽপ্যথ।
গৌতমায় ভরদ্বাজঃ সোঽপি নির্য্যন্তরে পুনঃ।।
নির্য্যন্তরস্তু প্রোবাচ তথা বাজশ্রবায় চ
স দদৌ সোমশুষ্মায় স দদৌ তৃণবিন্দবে।।
তৃণবিন্দুস্তু দক্ষায় দক্ষঃ প্রোবাচ শক্তয়ে।
শক্তেঃ পরাশরশ্চাপি গর্ভস্থঃ শ্রুতবানিদম্।।
পরাশরাজ্জাতুকর্ণস্তস্মাদ্দ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
দ্বৈপায়নাৎ পুনশ্চাপি ময়া প্রাপ্তং দ্বিজোত্তমাঃ
ময়া বৈ তৎপুনঃ প্রোক্তং পুত্রায়ামিতবুদ্ধয়ে।
ইত্যেষ বাচা ব্রহ্মাদিগুরুণা সমুদাহৃতা।।৬৭
নমস্কার্য্যাশ্চ গুরবঃ প্রযত্নেন মনীষিভিঃ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং সর্ব্বার্থসাধকম্।।৬৮
পাপঘ্নং নিয়মেনেদং শ্রোতব্যং ব্রাহ্মণৈঃ সদা।
নাশুচৌ নাপি পাপায় নাপ্যসংবৎসরোষিতে
নাশ্রদ্দধানাবিদুষে নাপুত্রায় কথঞ্চন।
নাহিতায় প্রদাতব্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।।৭০
অব্যক্তং বৈ যস্য যোনিং বদন্তি
ব্যক্তং দেহং কালমন্তর্গতে চ।
বহ্নিং বক্তং চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে
দিশঃ শ্রোত্রে ঘ্রাণমাহুশ্চ বায়ুম্।।৭১

পুরাণ বলা যায়। পুরাণের এই নিরুক্তি যে জানে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। বর্ণত্রয় মধ্যে যে সকল মানব এই উত্তম ইতিহাস শ্রবণে করিয়া ধর্ম্মে মতি স্থাপন করে, সে তদীয় শরীরস্থ রোমকূপ-পরিমিত সহস্র কোটি বর্ষ স্বর্গে সানন্দে দেবগণসহ বাস করিয়া পরে ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে ব্রহ্মা, বায়ুকে এই সর্ব্বপাপহর পুণ্যকর, সুপবিত্র, যশঃপ্রদ পুরাণ শাস্ত্র দান করেন, বায়ু হইতে উশনা; ও তাঁহা হইতে বৃহস্পতি উহা প্রাপ্ত হন। পরে বৃহস্পতি উহা সবিতাকে বলেন, সবিতা মৃত্যুকে, মৃত্যু ইন্দ্রকে, ইন্দ্র বশিষ্ঠকে, বশিষ্ঠ সারস্বতকে, সারস্বত ত্রিধামাকে, ত্রিধামা শরদ্বান্‌কে, শরদ্বান্ ত্রিবিষ্টকে, ত্রিবিষ্ট অন্তরিক্ষকে, অন্তরিক্ষ ত্রয্যারুণকে, ত্রয্যারুণ ধনঞ্জয়কে, ধনঞ্জয় কৃতঞ্জয়কে, কৃতঞ্জয় তৃণঞ্জয়কে তৃণঞ্জয় ভরদ্বাজকে, ভরদ্বাজ গৌতমকে, গৌতম নির্য্যন্তরকে, নির্য্যন্তর বাজশ্রবাকে, বাজশ্রবা সোমশুষ্মকে, সোমশুষ্ম তৃণবিন্দুকে, তৃণবিন্দু দক্ষকে, দক্ষ শক্তিকে, শক্তি গর্ভস্থ পরাশরকে, পরাশর জাতুকর্ণকে, জাতুকর্ণ প্রভু দ্বৈপায়নকে এই পুরাণ উপদেশ করেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! দ্বৈপায়ন হইতে আমি ইহা প্রাপ্ত হই। আমি আমার অমিতবুদ্ধি পুত্রকে ইহা উপদেশ করিয়াছি। ব্রহ্মাদি গুরুগণ এই ভাবে এই বাঙ্ময় পুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত গুরুজনকে মনীষিগণের সযত্নে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। ধন, পুণ্য, আয়ুঃ,ও যশঃপ্রদ, সর্ব্বার্থসাধক, পাপনাশক এই পুরাণ ব্রাহ্মণগণের নিয়ম সহকারে সদা শ্রোতব্য। অশুচি, পাপী, শ্রদ্ধাহীন, অবিদ্বান, অপুত্রক, অহিতকারী কিম্বা যে জন সংবৎসর কাল শিষ্যভাবে সেবা-শুশ্রূষা করে নাই তাহাকে, এই উত্তম পবিত্র পুরাণ কদাচ দিবে না। অব্যক্ত যাঁহার যোনি, ব্যক্তাব্যক্ত কাল যাঁহার দেহ, বহ্নি যাঁহার মুখ, চন্দ্র-সূর্য্য যাঁহার নেত্রদ্বয়, দিক্ যাঁহার কর্ণ, বায়ু যাঁহার নাসিকা, বাক্য যাঁহার

বাচো বেদাংশ্চানরিক্ষং শরীরং
ক্ষিতিং পাদৌ তারকা রোমকূপান্
সর্ব্বাণি চাঙ্গানি তথৈব তানি
বিদ্যাশ্চ অঙ্গানি চ যস্য পুচ্ছম্।।৭২
তং দেবদেবং জননং জনানাং
সর্ব্বেষু লোকেষু প্রতিষ্ঠিতঞ্চ।
বরং বরাণাং বরদং মহেশ্বরং
ব্রহ্মাণমাদিং প্রয়তো নমস্যে।।৭৩

ইতিশ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে সৃষ্টিবর্ণনং নাম ত্র্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।।১০৩।।

চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

শৌনকাদি ঋষয় উচুঃ।

সূত সূত মহাভাগ ত্বয়া ভগবতা সতা।
ব্যাসপ্রসাদাধিগতশাস্ত্রসম্বোধনেন চ।।১
অষ্টাদশ পুরাণানি সেতিহাসানি চানঘ।
উপক্রমোপসংহারবিধিনোক্তানি কৃৎস্নশঃ।।২
চতুর্দ্দশসহস্রঞ্চ মাৎস্যং প্রোক্তমতিস্ফুটম্।
তৎসংখ্যাকং ভবিষ্যঞ্চ প্রোক্তং পঞ্চশতাধিকম্
মার্কণ্ডেয়ং মহারম্যং প্রোক্তং নবসহস্রকম্।।৩
কথিতং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমষ্টাদশসহস্রকম্।।৪
শতোত্তরঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডং সূর্য্যসংখ্যাসহস্রকম্।
অথ ভাগবতং দিব্যমষ্টাদশসহস্রকম্।।৫
সহস্রাণি দশৈবোক্তং পুরাণং ব্রহ্মনামকম্।
অযুতশ্লোকঘটিতং পুরাণং বামনাভিধম্।।৬
তথৈবাযুতসংখ্যাতং পুরাণং বামনাভিধম্।
ত্রয়োবিংশতিসাহস্রমনিলং তদগতং শুভম্।।৭
ত্রয়োবিংশতিসাহস্রং নারদীয়মুদাহৃতম্।।৮
সহস্রপঞ্চপঞ্চাশৎপ্রোক্তং পাদ্মং সুবিস্তরম্।
সপ্তদশসহস্রন্তু কৌর্ম্মং প্রোক্তং মনোহরম্।।৯
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রং শৌকরং পরমাদ্ভুতম্।
একাশীতিসহস্রাণি স্কান্দমুক্তং সুবিস্তৃতম্।।১০
এবমষ্টাদশোক্তানি পুরাণানি বৃহন্তি চ।
পুরাণেষেষু বহবো ধর্ম্মাস্তে বিনিরূপিতাঃ।।১১
রাগিণাঞ্চ বিরাগাণাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্।
গৃহস্থানাং বনস্থানাং স্ত্রীশূদ্রাণাং বিশেষতঃ।।১২
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং যে চ সঙ্করজাতয়ঃ

বেদ, অন্তরিক্ষ যাঁহার শরীর, ক্ষিতি যাঁহার পদদ্বয়, তারকাসমূহ যাঁহার রোমকূপ, সমস্ত বিদ্যা যাঁহার অঙ্গ সকল, বেদাঙ্গ যাঁহার পুচ্ছ, সেই সর্ব্বপ্রাণীর জনক, সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সকলের আদি, বরপ্রদ ব্রহ্মাকে আমি প্রযতভাবে নমস্কার করি।৩৪—৭৩।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১০৩।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

শৌনকাদি ঋষিগণ বলিলেন,—হে অনঘ মহাভাগ সূত। আপনি ব্যাসদেবের প্রসাদে নিখিল শাস্ত্রমর্ম্ম অধিগত হইয়া উপক্রম ও উপসংহার বিধির সহিত সেতিহাস অষ্টাদশ পুরাণ সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তন্মধ্যে মৎস্য পুরাণে চতুর্দ্দশ সহস্র, ভবিষ্য পুরাণে পঞ্চ শতাধিক চতুর্দ্দশ সহস্র, মার্কণ্ডেয়পুরাণে নব সহস্র, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে অষ্টাদশ সহস্র, ব্রহ্মাণ্ডে শতাধিক দ্বাদশ সহস্র, ভাগবতে অষ্টাদশ সহস্র, ব্রাহ্মে দশ সহস্র, বামনে অযুত সংখ্যক, আদিপুরাণে দশ সহস্র, বায়ু পুরাণে ত্রয়োবিংশতি সহস্র, নারদীয়ে ত্রয়োবিংশতি সহস্র, গরুড় পুরাণে একোনোবিংশতি সহস্র, পাদ্মে পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্র, কূর্ম্মে সপ্তদশ সহস্র, বরাহে চতুর্বিংশতি সহস্র, এবং সুবিস্তৃত স্কন্দপুরাণে একাশীতি সহস্রসংখ্যক শ্লোক বিরাজিত।১—১০। এই অষ্টাদশ পুরাণকেই মহাপুরাণ বলে। আপনি এই সকল মহাপুরাণে কি রাগী, কি বিরাগী, কি যতি, কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বনস্থ, কি স্ত্রী, কি শূদ্র, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য—এ সকলেরই

গঙ্গাদ্যা যা মহানদ্যো যজ্ঞব্রততপাংসি চ ।।১৩
অনেকবিধদানানি যমাশ্চ নিয়মৈঃ সহ।
যোগধর্ম্মা বহুবিধাঃ সাংখ্যা ভাগবতাস্তথা ।।১৪
ভক্তিমার্গা জ্ঞানমার্গা বৈরাগ্যাদিলনীরজাঃ।
উপাসনবিধিশ্চোক্তঃ কর্ম্মসংশুদ্ধিচেতসাম্ ।।১৫
ব্রাহ্মং শৈবং বৈষ্ণবঞ্চ সৌরং শাক্তং তথার্হতম্
ষড়দর্শনানি চোক্তানি স্বভাবনিয়তানি চ।।১৬
এতদন্যচ্চ বিবিধং পুরাণেষু নিরূপিতম্।
অতঃ পরং কিমপ্যস্তি ন বা জ্ঞেয়ব্যানুত্তমম্ ।।
ন জ্ঞায়েত যদি ব্যাসো গোপয়েদথ বা ভবান্
অত্র নঃ সংশয়ং ছিন্ধি পূর্ণঃ পৌরাণিকো যতঃ

সূত উবাচ।

শৃণু শৌনক বক্ষ্যামি প্রশ্নমেনং সুদুর্ল্লভম্।
অতিগোপ্যতরং দিব্যমনাখ্যেয়ং প্রচক্ষতে ।
পরাশরসুতো ব্যাসঃ কৃত্বা পৌরাণিকীং কথাম্
সর্ব্ববেদার্থঘটিতাং চিন্তয়ামাস চেতসি ।।২০

বহু ধর্ম্ম নিরূপণ এবং গঙ্গাদি মহানদী, যজ্ঞ, ব্রত, তপ, বিবিধ দান, যম, নিয়ম, সাংখ্য ও ভাগবত প্রভৃতি বহুবিধ যোগধর্ম্ম, সন্ন্যাস ধর্ম্ম, বায়ু ও বরুণোপসনা ধর্ম্ম, ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গ, কর্ম্মসংশুদ্ধ-চেতা-সাধকগণের ব্রাহ্ম, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, ও শক্তি প্রভৃতি উপাসনাবিধি, স্বভাবনিয়ত ষড়দর্শন ও এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহুবিধ বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও কিছু জ্ঞাতব্য আছে কি না? ভগবান্ ব্যাসদেব অথবা আপনি কোন বিষয় গোপন করিয়াছেন কি না? তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; অতএব আপনি এ বিষয়ে আমাদের সংশয় ছেদন করুন? যেহেতু আপনি একজন বিশিষ্ট পূর্ণ পৌরাণিক। সূত বলিলেন,—হে শৌনক! আমি দুর্লভ প্রশ্নোত্তর বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই সুবিদ্য প্রশ্ন অনাখ্যেয় এবং অতি গোপনীয় বলিয়া কথিত। একদা পরাশরনন্দন ব্যাসদেব সর্ব্ব বেদার্থ-ঘটিত পৌরাণিক কথা কীর্ত্তন করিতে

বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্মে ময়া সম্যগুদীরিতঃ।
মুক্তিমার্গা বহুবিধা উক্তা বেদাবিরোধতঃ।।২১
জীবেশ্বরস্য ভেদো নিরস্তঃ সূত্রনির্ণয়ে।
নিরূপিতং পরং ব্রহ্ম শ্রুতিযুক্তবিচারতঃ।।২২
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মা পরং পদম্
যদর্থং ব্রহ্মচর্য্যাদিবানপ্রস্থযতিব্রতম্।।২৩
আচরন্তি মহাপ্রাজ্ঞা ধারণাঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
আসনং প্রাণরোধশ্চ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।।২৪
ধ্যানং সমাধিরেতানি যমৈশ্চ নিয়মৈঃ সহ।
অষ্টাঙ্গানি যদর্থঞ্চ চরন্তি মুনিপুঙ্গবাঃ।।২৫
যদর্থং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি বেদাজ্ঞামাত্রতৎপরাঃ।
পরাপরধিয়া সম্যগ্নিষ্কামাঃ কলিলোজ্ঝিতাঃ।।
যজ্জ্ঞপ্তয়ে নিরাকর্ত্তুং পাপাচরণমাত্মনঃ।
গঙ্গাদিতীর্থবর্য্যাণি নিষেবন্তে শুচিব্রতাঃ।।২৭
তদ্ব্রহ্ম পরমং শুদ্ধমনাদ্যন্তমনাময়ম্।
নিত্যং সর্ব্বগতং স্থাণু কূটস্থং কূটবর্জ্জিতম্।।২৮
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং প্রাকৃতেন্দ্রিয়বর্জ্জিতম্।

করিতে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমি বেদবিরোধে বর্ণাশ্রমীদিগের ধর্ম্ম, বহুবিধ মুক্তিমার্গ এবং সূত্র নির্ণয় দ্বারা জীবাত্মা ও ব্রহ্মের ভেদ নিরস্ত করিয়া শ্রুতিসম্মত বিচারে অক্ষর, পরমাত্মা পরমপদ পরম ব্রহ্মের নিরূপণ করিয়াছি, যাহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত মহাপ্রাজ্ঞ মুনিগণ ব্রহ্মচর্য্য বানপ্রস্থাদি ধর্ম্ম যতিধর্ম্ম, পৃথক্‌বিধ ধারণ এবং আসন, প্রাণরোধ, প্রত্যাহার, ধারণা ধ্যান, সমাধি, যম ও নিয়ম এই অষ্টাঙ্গযোগ আচরণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রাপ্তি আশায় মনীষিগণ সর্ব্ব বাধা পরিত্যাগপূর্ব্বক মাত্র বেদাজ্ঞাকে শিরোধার্য করিয়া নিষ্কামভাবে, ব্রহ্মার্পণ কর্ম্মে বুদ্ধি নিয়োগ করিয়া থাকেন এবং শুচি ব্রতগণ যাঁহাকে জানিবার জন্য স্বীয় পাপাচরণ নিরাকরণ মানসে গঙ্গাদি পবিত্র তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন, সেই পরম, শুদ্ধ, অনাদ্যন্ত, অনাময়, নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু কূটস্থ, কূটবর্জ্জিত,

দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নং নিত্যং চিন্মাত্রমব্যয়ম্ ।।২৯
অধ্যস্তং সর্পবদ্‌যত্র বিশ্বমেতৎ প্রকাশতে ।
বিশ্বস্মিন্নপি চান্বেতি নির্ব্বিকারঞ্চ রজ্জুবৎ ।।৩০
সম্যগ্‌বিচারিতং যদ্বৎফেনোর্ম্মিবুদ্বুদোদকম্ ।
তথা বিচারিতং ব্রহ্ম বিশ্বস্মান্ন পৃথগ্‌ভবেৎ ।।৩১
সর্ব্বত্রৈব নানাত্বং নাস্তীতি নিগমা জগুঃ ।
যস্মাদ্ভবন্তি ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো ন ভবন্তি চ ।।৩২
যদুন্মেষ নিমেষাভ্যাং জগতাং প্রলয়োদয়ৌ ।
ভবেতাং যা পরা শক্তির্যদাধারতয়া স্থিতা ।।৩৩
যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং যদিদং স্মৃতম্ ।
যদজ্ঞানাজ্জগদ্ভাতি যস্মিন্ জ্ঞাতে জগন্ন হি ।।৩৪
অসত্যং যজ্জড়ং দুঃখমবস্থিতি নিরূপিতম্ ।
বিপরীতমতো যদ্বৈ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিকম্ ।।৩৫
জীবে জাগ্রতি বিশ্বাখ্যং স্বপ্নে যত্তৈজসং স্মৃতম্
যচ্চক্ষুষাং চক্ষুরথ শ্রোত্রাণাং শ্রোত্রমপ্যতি ।
ত্বক্ত্বচাং রসনং তস্য প্রাণং প্রাণস্য যাম্বদুঃ ।
বুদ্ধিজ্ঞানেন চ প্রাণাঃ ক্রিয়াশক্ত্যা নিরন্তরম্ ।।
যন্নোশিরে সমভ্যেতুং আত্মঞ্চ পরমার্থতঃ ।।৩৮
রজ্জাবহির্মরৌ বারি নীলিমা গগনে যথা ।
অসদ্বাস্থমিদং ভাতি যস্মিন্নজ্ঞানকল্পিতম্ ।।৩৯
ঘটাবচ্ছন্ন এবায়ং মহাকাশো বিভিদ্যতে ।
কার্য্যোপাধিপরিচ্ছন্নং তদ্বদ্‌ব্রহ্মজীবসংজ্ঞকম্ ।
মায়য়া চিত্রকারিণ্যা বিচিত্রগুণশীলয়া ।
ব্রহ্মাণ্ডং চিত্রমতুলং যস্মিন্ ভিত্তাবিবার্পিতম্ ।।
ধাবতোঽন্যানতিক্রান্তং বদতো বাগগোচরম্ ।

সর্ব্বেন্দ্রিয়চর, অতীন্দ্রিয়, দিক্‌কালাত্মক, নিত্য, চিন্মাত্র ও অব্যয় পরব্রহ্মে এই বিশ্ব অধ্যস্ত অর্থাৎ আরোপিত হইয়া নিখিল ঘট-পটআদি-স্বরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। অবিদ্যাবশে রজ্জুগত সর্পভ্রমের ন্যায় এই বিশ্ব ব্রহ্মে অধ্যস্ত হইয়া প্রকাশ পায় আর অবিদ্যাপগমে ভ্রম-সর্পে রজ্জুর ন্যায় এই বিশ্বে নির্ব্বিকার পরব্রহ্মেরই প্রতীতি হইয়া থাকে। সম্যক্ বিচার করিবা দেখা হইয়াছে যে, যেমন ফেন, ঊর্ম্মি ও বুদ্বুদাদি হইতে ব্রহ্মাণ্ড পৃথক্ নহেন অর্থাৎ ফেন, ঊর্ম্মি ও বুদ্বুদ সকল যেমন জলেরই বিকার, তেমনি এই বিশ্বও ব্রহ্মের বিকারাভাস মাত্র সমস্তই ব্রহ্ম, নানাত্ব নাই, ইহাই নিগম সকল গান করিয়া থাকে। ব্রহ্ম হইতেই এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের কদাপি উৎপত্তি নাই। পরব্রহ্মের নিমেষে জগতের প্রলয় এবং উন্মেষে জগতের উদয় হইয়া থাকে। পরাশক্তি পরব্রহ্মের আধাররূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। পরব্রহ্মই এই জগতের অধিকরণ, অপাদান ও করণ, এবং তিনিই সাক্ষাৎ এই জগৎ। পরব্রহ্মকে জানিতে না পারিলে এই জগৎ জগৎরূপেই ভাসমান হয়, কিন্তু তাঁহাকে জানিতে পারিলে তখন আর এ জগৎকে বলিয়া বোধ হয় না। যাহা অসত্য, জড় ও দুঃখাত্মক, বলিয়া নিরূপিত, ইহার বিপরীতই, "সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি পরব্রহ্ম। তিনি জীবের জাগ্রত অবস্থায় বিশ্বাখ্য, স্বপ্নাবস্থায় তৈজসাখ্য, সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাজ্ঞসংজ্ঞ, এইরূপে সর্ব্বাবস্থায়ই প্রসিদ্ধ। তিনি চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, ত্বকের ত্বক্, রসনার রসনা এবং প্রাণের প্রাণ বলিয়া অভিহিত মানবগণ জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রাণ ও ক্রিয়া-শক্তি দ্বারা তাঁহার স্বরূপ জানিতে সমর্থ হয় না।২৯—৩৭। রজ্জুদামে অহি, মরুক্ষেত্রে বারি ও গগনে নীলিমার ন্যায় অবিদ্যা দ্বারা তাঁহাতে এই অসৎ বিশ্ব সৎরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই অনন্ত অসীম মহাকাশই যেমন ঘটাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ ঘটাভ্যন্তরস্থ হইয়া ঘটাকাশরূপে অভিহিত হয়, তেমনি পরব্রহ্মও কার্য্যোপাধি-পরিচ্ছন্ন হইয়া জীবাত্মা সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন। বিচিত্রগুণশালিনী চিত্রকারিণী মায়ার প্রভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ চিত্র, ভিত্তির ন্যায় পরব্রহ্মে আরোপিত হইয়া থাকে। ঐ অক্ষর পরব্রহ্ম ধাবনকারীরও অতিক্রমকারী, বক্তৃবাক্যেরও

বেদবেদান্তসিদ্ধান্তৈর্বিনির্ণীতং তদক্ষরম্ ।৪২
অক্ষরান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ
ইত্যেবং শ্রূয়তে বেদে বহুধাপি বিচারিতে ।।
অক্ষরস্যাত্মনশ্চাপি স্বাত্মরূপতয়া স্থিতম্ ।
পরমানন্দসন্দোহরূপমানন্দবিগ্রহম্ ।।৪৪
লীলাবিলাসরাসকং বল্লবীযূথমধ্যগম্ ।
শিখিপুচ্ছকিরীটেন ভাস্বদ্রত্নচিতেন চ ।।৪৫
উল্লসদ্বিদ্যুদাটোপকুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্ ।
কর্ণোপান্তচরন্নেত্রখঞ্জরীটমনোহরম্ ।।৪৬
কুঞ্জকুঞ্জপ্রিয়াবৃন্দবিলাসরতিলম্পটম্ ।
পীতাম্বরধরং দিব্যং চন্দনালেপমণ্ডিতম্ ।।৪৭
অধরামৃতসংসিক্তবেণুনাদেন বল্লবীঃ
মোহয়ন্তং চিদানন্দমনঙ্গমদভঞ্জনম্ ।।৪৮

কোটিকামকলাপূর্ণং কোটিচন্দ্রাংশুনির্মলম্ ।
ত্রিরেখকণ্ঠবিলসদ্রত্নগুঞ্জাস্রগাকুলম্ ।।৪৯
যমুনাপুলিনে তুঙ্গে তমালবনকাননে ।
কদম্বচম্পকাশোকপারিজাতমনোহরে ।।৫০
শিখিপারাবতশুক পিককোলাহলাকুলে
নিরোধার্থং গবামেব ধাবমানমিতস্ততঃ ।।৫১
রাধাবিলাসরসিকং কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্ ।
শ্রুতবানস্মি বেদেভ্যো যতস্তদ্গোচরোঽভবৎ
এবং ব্রহ্মণি চিন্মাত্রে নির্গুণে ভেদবর্জ্জিতে
গোলোকসংজ্ঞকে কৃষ্ণো দীব্যতীতি শ্রুতং ময়া
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিন্নিগমাগময়োরপি ।
তথাপি নিগমো বক্তি হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ।।
গোলোকবাসী ভগবানক্ষরাৎ পর উচ্যতে ।
তস্মাদপি পরঃ কোঽসৌ গীয়তে শ্রুতিভিঃ সদা
উদ্দিষ্টৈর্বেদবচনৈর্বিশেষো জ্ঞায়তে কথম্ ।
শ্রুতের্বার্থোঽন্যথা বোধ্যঃ পরতস্ত্বক্ষরাদিতি ।

অগোচর এবং বেদ-বেদান্ত-সিদ্ধান্তে বিনির্ণীত। তাঁহা হইতে পর আর কিছুই নাই; তিনিই পরাকাষ্ঠা ও পরা গতি। বহুধা বিচারিত বেদশাস্ত্রে এই প্রকারই শ্রুত হওয়া যায়। আমরা বেদ-শাস্ত্র হইতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসবিলাস রসিক কৃষ্ণাখ্য পরমপুরুষই আত্মস্বরূপ অক্ষরের আত্মরূপে অবস্থিত এবং ইনিই বেদের একমাত্র বিষয়। এই পরমপুরুষই পরমানন্দ-সন্দোহস্বরূপ, আনন্দবিগ্রহ, লীলাবিলাস-রসিক ও গোপাঙ্গনাগণ-মধ্য-বিরাজিত। ইহাঁরই উত্তমাঙ্গে ভাস্বর রত্ননিকরনির্ম্মিত শিখি-পুচ্ছ চূড়া শোভমান ইহাঁর কর্ণদ্বয়ে উল্লসিত বিদ্যুৎ প্রভা-প্রদীপিত রমণীয় কুণ্ডলযুগল দেদীপ্যমান। ইহাঁর খঞ্জন-গঞ্জন মনোহর নয়নদ্বয় আকর্ণ বিস্ফারিত। ইনি কুঞ্জে কুঞ্জে বল্লবীবৃন্দের বিলাসে রতি-লাম্পট্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি দিব্য পীতাম্বর ধারণ ও সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করত চিদানন্দস্বরূপে তাঁহার অধরামৃত-সংসিক্ত মোহনবংশী বাদন করিয়া গোপাঙ্গনাদিগের মন হরণ ও তাহাদের অনঙ্গ-মদ ভঞ্জন করিয়াছিলেন। এই কোটি-কাম কলাপূর্ণ কোটি চন্দ্রাংশু-সুনির্ম্মল শ্রীহরিই ভ্রমরঝঙ্কারিত রত্ন-গুঞ্জাশোভিত মাল্যদামে উপশোভিত হইয়া যমুনা-পুলিনে শিখী, পারাবত, শুক, ও পিক প্রভৃতি বিহঙ্গমগণের কোলাহলে আকুলীকৃত, কদম্ব, চম্পক, অশোক ও পারিজাত প্রভৃতি বৃক্ষরাজি-রাজিত তুঙ্গ তমাল-বনে গো-চারণার্থ ইতস্তত ধাবন করিয়াছিলেন। এই ভেদবর্জ্জিত, নির্গুণ, চিন্মাত্র ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই গোলোকের ক্রীড়া করিয়া থাকেন।৩৮—৫৩। ইহাই আমরা শুনিয়াছি। নিগম এবং আগমে ইহাঁর পরতর কিছুই উক্ত হয় নাই। তথাচ নিগম শাস্ত্রে ইনি অক্ষরের পরবর্ত্তী হইতেও পরবর্ত্তী বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। শ্রুতিতে এইরূপ কীর্ত্তিত হয় যে, গোলোকবাসী ভগবান্ অক্ষর হইতে পরবর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী হইতেও যিনি পরবর্ত্তী তিনি কে? বেদবচনে এইরূপ উদ্দিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার বিশেষ উপলব্ধি হয় কি প্রকারে? অথবা 'পরতস্ত্বক্ষরাৎ' এই শ্রুতি-

শ্রুত্যর্থে সংশয়াপন্নো ব্যাস, সত্যবতীসুতঃ।
বিচারয়ামাস চিরং ন প্রপেদে যথাতথম্ ॥৫৭

সূত উবাচ

বিচারয়ন্নপি মুনির্নাপি বেদার্থনিশ্চয়ম্।
বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাদ্যত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥
তদাপি মহতীমার্ত্তিং সতাং হৃদয়তাপিনীম্।
পুনর্বিচারয়ামাস কং ব্রজামি করোমি কিম্।
পৃচ্ছামি ন জগত্যস্মিন্ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদর্শনম্।
প্রজ্ঞাত্মান্যতমং লোকে সন্দেহবিনিবর্ত্তকম্।
মেরোঃ কুহরিণীং গত্বা চচার পরমং তপঃ।
যত্র কার্ত্তস্বরস্ফূর্জজ্জ্যোৎস্নাজালৈর্নিরাকৃতম্ ॥৬১
সদা প্রবাধতে বিঘ্নমংস্তোমং দৃশস্তদম্।
চকাস্তে যত্র পরমং কান্তারমতিসুন্দরম্।৬২
নানাদ্রুমলতাকুঞ্জকূজৎপক্ষিনিনাদিতম্।
ক্ষুৎপিপাসাভয়ক্রোধতাপগ্লানিবিবর্জ্জিতম্।
জলাশয়ৈর্বহুবিধৈঃ পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতৈঃ।
জাতরূপশিলানদ্ধতটসঞ্চারপক্ষিভিঃ।৬৪
যুক্তমত্তোল্লোপবনৈঃ সেব্যমানং সমন্ততঃ।
শিখৈরধ্যাসিতং ভাবৈর্হিংস্রৈঃ সত্ত্বৈঃ সমুজ্ঝিতম্।৬৫
নির্জ্জনং দিব্যলতিকাপ্রিয়খণ্ডবরাজিতম্।
শুকৈঃ পারাবতৈর্হৃদ্যৈরুন্মদমত্তকোকিলম্।
উৎপতৎপদ্মরজসাং পটলামোদদিঙ্মুখম্।
তত্রাপি কাঞ্চনী দিব্যা গুহা পরমশোভনা॥
তাং প্রবিশ্য জিতাহারো জিতচিত্তো জিতাসনঃ
সম্মার বেদাংশ্চতুরস্তদেকাগ্রমনা মুনিঃ ৷৬৮
ত্রয়ী জগাম শরদাং শতস্য স্মরতোঽস্য হি।

বাক্যের অর্থ অন্যরূপ বুঝিতে হইবে,—সত্যবতীসুত ব্যাসদেব শ্রুত্যর্থে উক্তপ্রকার সংশয়াপন্ন হইয়া সুচিরকাল চিন্তা করিয়াও যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তিনি চিন্তা করিয়াও বেদার্থ-নিশ্চয়ে সার্থ হইলেন না। বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ; মনীষিগণও তাহার তত্ত্বার্থ নির্ণয়ে সমর্থ হন না। সত্যবতীনন্দন বেদব্যাস তত্ত্বার্থ-নিশ্চয়ে অসমর্থ হইয়া হৃদয়তাপিনী মহতী বেদনা প্রাপ্ত হইলেন এবং পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এখন এই সংশয় অপনোদনের জন্য কি করি? কাহার নিকট যাই? জগতে এমন কেহ সর্ব্বদর্শন পারদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ নাই যে, যাহাকে প্রশ্ন করিয়া সংশয়াপনয়ন করিতে পারি? এইরূপ চিন্তার পর তিনি সন্দেহনিবর্ত্তক পুরুষ না পাইয়া মেরুকন্দরে গমন করিয়া পরম তপ আচারণ করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানের নয়নপীড়াকর অন্ধকাররাশি, সুবর্ণজ্যোতি জ্যোৎস্না-জাল দ্বারা সম্যক্ নিরাকৃত হওয়ার ঐ প্রদেশ সুন্দররূপে দীপ্যমান। ঐ স্থানে ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই, ভয় নাই, ক্রোধ নাই, এবং তাপ ও গ্লানি নাই। স্থানে স্থানে নানা দ্রুমলতা কীর্ণ মঞ্জুল কুঞ্জসমূহে বিবিধ বিহঙ্গমগণ কূজনচ্ছলে সুস্বরে আনন্দভরে গান করিতেছে। চতুর্দ্দিকে পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিত মনোহর সরোবর নিবহ বিরাজমান। ঐ সরোবর সকলের সুবর্ণশিলাবদ্ধ তটপ্রদেশে বিবিধ জলচর পক্ষী বিচরণ করিতেছে। পদ্মগন্ধ বহন করিয়া গন্ধবহ অহরহ ঐ স্থান আমোদিত করিতেছে হিংস্রজন্তু কদাপি ঐ স্থানে বিচরণ করে না সর্ব্বদাই যেন ঐ স্থান, মঙ্গলভাবে পরিরক্ষিত হইতেছে ৫৪-৬৫

ঐ স্থান সর্ব্বদাই নির্জ্জন দিব্য লতিকা ও প্রিয়খণ্ড সকল নিত্য ঐ স্থানের শোভা-সম্পাদন করিয়াছে। শুক, পারাবত ও মত্ত কোকিলগণের কলকণ্ঠস্বরে নিত্য ঐ স্থান সর্ব্বদা মুখরিত। জলাশয়সমূহ হইতে উড্ডীয়মান উৎপল-রেণুপটল পুঞ্জে পুঞ্জে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া নিরন্তর দিঙ্মুখ আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ স্থানের কোন্ অংশে এক কাঞ্চনময় দিব্য শোভা গুহা বিরাজিত। সেই গুহায় প্রবেশ

প্রাদুরাসংস্ততো বেদাশ্চত্বারশ্চারুদর্শনাঃ।।৬৯
স্ফুরৎপদ্মপলাশাক্ষা জটামুকুটধারিণঃ।
কুশমুষ্টিকরাম্ভোজা মৃগচর্ম্মাবৃতাংসকাঃ।।৭০
স্বরৈঃ ষোড়শভিঃ কৢপ্তবদনাঃ প্রণবান্তরাঃ।
কাবর্গোষ্ঠৈর্বর্ণৈঃ পঞ্চাবয়বপাণয়ঃ।।৭১
টবর্গদক্ষচরণা বামপাদাস্তবর্গতঃ
আন্তরস্থান্ত্যবর্ণাশ্চ বেবাং কুক্ষিদ্বয়াস্থকৌ।
নাভিনিম্নাঃ কান্তপৃষ্ঠা মোদরা যবুলবোৎকচাঃ
অগ্নিদক্ষাংসক্তিসংস্থানা ধরাগ্রীবা ভূতাংসকাঃ।
অন্তস্থসন্ধিসংস্থানা বৈখরীবাগ্বিজৃম্ভিতাঃ।
অপশ্যন্মধুরামেবাং হৃদয়াম্ভোজকল্পিতাম্।।৭৪
হরের্ভগবতঃ সাক্ষাদাবির্ভাবস্থলী হি সা।
কাশীমপশ্যন্ভ্রমধ্যে মায়ামাধারসংস্থিতাম্।।৭৫
লিঙ্গদেশে ততঃ কাঞ্চীমবন্তীং নাভিমণ্ডলে।
কণ্ঠস্থাং দ্বারকামেষাং প্রয়াগং প্রাণগং তথা।।
সব্যাপসব্যয়োস্তেষাং গঙ্গাপি যমুনা নদী।
মধ্যে সরস্বতী সাক্ষাদগয়াক্ষেত্রং তথাননে।।

হনুগ্রীবামধ্যগতঃ প্রভাসক্ষেত্রমুত্তমম্।
বদর্য্যাশ্রমমেতেষাং ব্রহ্মরন্ধ্রে দদর্শ হ।।৭৮
পৌণ্ড্রবর্দ্ধননেপালপীঠং নয়নয়োর্যুগে।
পীঠং পূর্ণগিরিং নাম ললাটে সমদৃশ্যত।।৭৯
কণ্ঠে চ মথুরাপীঠং কাঞ্চীপীঠং কটিস্থিতম্
জালন্ধরং তথা পীঠং স্তনদেশেহদৃশ্যত।।৮০
ভৃগুপীঠং কর্ণদেশে অযোধ্যাং নাসিকাপুটে।
ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিতং ব্রাহ্ম্যং শৈবং সীমান্তসীমনি।
শাক্তং জিহ্বাগ্রবিষণং বৈষ্ণবং হৃদয়াম্বুজে।
সৌরং চক্ষুপ্রদেশস্থং বৌদ্ধচ্ছায়াসুসঙ্গতম্।
সৌত্রামণিং কণ্ঠদেশে পশুবন্ধমথোরসি
বাজপেয়ং কটিতটে অগ্নিহোত্রং তথাননে।
অশ্বমেধং কটিতটে নরমেধমথোদরে।
রাজসূয়ং শিরোদেশে আবসথ্যং তথাধরে।
ঊর্দ্ধোষ্ঠে দক্ষিণাগ্নিঞ্চ গার্হপত্যং মুখান্তরে।
হব্যং ক্রতৌ মন্ত্রভেদাংস্তথা রোমস্ববস্থিতান্।
ভূতৈরিব মহারাজং পুরাণৈর্ন্যায়মিশ্রিতৈঃ।

করিয়া জিতাহার জিতচিত্ত জিতাসন মুনি সত্যবতীনন্দন তদেকাগ্রমনা হইয়া চতুর্ব্বেদ স্মরণ করিয়া তপস্যায় মনঃসমাধান করিলেন এইরূপ অবস্থায় তিন শত বৎসর অতীত হইলে চতুর্ব্বেদ তাঁহার সাক্ষাতে প্রাদুর্ভূত হইল। বেদ সকলে মূর্ত্তি অতি মনোহর—তাহাদের নয়ন প্রস্ফুটিত পদ্মপলাশ সদৃশ, মস্তকে জটার মুকুট, করে কুশগুচ্ছ এবং স্কন্ধদেশে লম্বিত লম্বিত মৃগচর্ম্ম। ষোড়শ স্বর উঁহাদের মুখমণ্ডল, প্রণব মধ্যদেশ; ক-বর্গ ও চ-বর্গ পঞ্চম অবয়ববিশিষ্ট হস্ত, ট-বর্গ দক্ষিণ চরণ, ত-বর্গ বাম চরণ প ও ফ কুক্ষিদ্বয়, ব পৃষ্ঠদেশ, ভ নাভিমণ্ডল, ম উদর, য হৃদয়, র-ল-ব কেশপাশ, অগ্নিবীজ (রং) দক্ষিণ স্কন্ধ, পৃথ্বীবীজ (লং) গ্রীবাদেশ, ভূত অর্থাৎ বায়ুবীজ (যং) বামস্কন্ধ এবং যাবতীয় অন্তস্থবর্ণ তাহাদের সন্ধিসংস্থান। তাহারা বৈখরী বাক্য দ্বারা সর্ব্বদাই প্রস্ফুরিত হইতেছে। তাহাদের হৃদয়াম্ভোজে ভগবান্ শ্রীহরির সাক্ষাৎ আবির্ভাব-স্থলী মথুরাপুরী, ভ্রূমধ্যে মায়ারূপ আধারাধিষ্ঠিত কাশী, লিঙ্গদেশে কাঞ্চী, নাভিমণ্ডলে অবন্তী, কণ্ঠে দ্বারকা, প্রাণে প্রয়াগ, আননে গয়া, হনু ও গ্রীবার মধ্যপ্রদেশে প্রভাসতীর্থ, ব্রহ্মরন্ধ্রে বদরিকাশ্রম, নয়নযুগলে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নেপালপীঠ, ললাটে পূর্ণগিরিপীঠ, কণ্ঠে মথুরাপীঠ, কটিদেশে কাঞ্চীপীঠ, স্তনমণ্ডলে জালন্ধরপীঠ, কর্ণদেশে ভৃগুপীঠ, নাসিকাপুটে অযোধ্যা, এবং তাহাদের দক্ষিণভাগে গঙ্গা, বামভাগে যমুনা ও মধ্যভাগে সরস্বতী নদী বিরাজিত। ব্রাহ্ম্য ধর্ম্ম তাহাদের ব্রহ্ম রন্ধ্রে, শৈবধর্ম্ম সীমান্তে, শক্তিধর্ম্ম জিহ্বায়, বৈষ্ণব ধর্ম্ম হৃদয়ে, সৌরধর্ম্ম নেত্রে এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম তাহাদের ছায়ায় অবস্থান করিতেছে।৬৬—৮২। তাহাদের কণ্ঠদেশে সৌত্রামণি যাগ, বক্ষঃস্থলে পশুবন্ধ, কটিতটে বাজপেয়, মুখে অগ্নিহোত্র, কটিতটে অশ্বমেধ, উদরে নর মেধ, শিরোদেশে রাজসূয়, অধরে আবসথ্য, ঊর্দ্ধ ওষ্ঠে দক্ষিণাগ্নি, মুখমধ্যে গার্হপত্য, ক্রতুমধ্যে হবনীয় বস্তু, এবং তাহাদের রোম সকলে মন্ত্রভেদসমূহ

সংহিতাভিশ্চ তন্ত্রৈশ্চ পৃথকৃপৃথগুপাসিতান্।
কর্ম্মজ্ঞানোপাসনাভির্জ্জনানুগ্রহকারকান্।।৮৬
দৃষ্ট্বা সুবিস্মিতমনা মুনিঃ কৃষ্ণো বভূব তান্।
ব্রহ্মাতেজোময়ান্ দিব্যাংস্তপতোহর্কানিবচ্যুতান্।
জ্বলতোহগ্নীনিবোদর্কান্ কোটীন্দুসমদর্শনান্।।
ববন্দে সহসোত্থায় দণ্ডবৎপতিতো মুনিঃ।
কৃতার্থোহহং কৃতার্থোহহং কৃতার্থোহহমিতীরয়ন্
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং মনঃ।
অদ্য মে সফলং চয়ুর্যদ্ভবন্তোহক্ষিগোচরাঃ।৮৯
অলৌকিকং লৌকিকঞ্চ যৎকিঞ্চিদপি বিদ্যতে
ন তদ্বোহবিদিতং বেদ্যং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ
যৎ।।৯০
ন প্রবৃত্তিফলা যূয়ং দর্শয়ন্তোহপি তান্ সদা।
যথেচ্ছাকর্ম্ম সঙ্কোচবিধানায়েহ প্রাণিনাম্।।৯১
প্রপঞ্চস্যাপি মিথ্যাত্বে ব্রহ্মত্বে বা বিধীতরৌ
ন মৃগরাগবিষয়ৌ তৎসঙ্কোচবিধিক্রমৌ।।৯২
অতো লোকহিতৈর্নূনং পরমার্থনিরূপণে।
যোক্তাঃ স্বর্গাদিবিষয়া নশ্বরা ইতি নিন্দিতাঃ।।
অধিকারিবিভেদেন কর্ম্মজ্ঞানোপদেশতঃ।
ত্রাতং সর্ব্বং জগদ্ যুষ্মাভিঃ শব্দব্রহ্মাত্মমূর্ত্তিভিঃ।।৯৪
অতোহহং প্রষ্টুমিচ্ছামি ভবন্তশ্চেৎকৃপালবঃ।
কর্ম্মণাং ফলমাদৃষ্টং স্বর্গঃ কামৈকচেতসাম্।।৯৫
ঈশার্পিতধিয়াং পুংসাং কৃতস্যাপি চ কর্ম্মণঃ।
চিত্তশুদ্ধিস্ততো জ্ঞানং মোক্ষঞ্চ তদনন্তরম্।।৯৬
মোক্ষো ব্রহ্মৈক্যমিত্যেবং সচ্চিদানন্দমেব যৎ
সর্ব্বং সমাপ্যতে তস্মিন্ জ্ঞাতে বক্তি কৃতাকৃতম্
যন্নিঃসঙ্গং চিদাকাশং জ্ঞানরূপমসংস্কৃতম্
নিরীহমচলং শুদ্ধমগুণং ব্যাপকং স্মৃতম্।।৯৮

বিদ্যমান রহিয়াছে। ভৃত্যগণ যেমন মহারাজের উপাসনা করে, তেমনি ন্যায়মিশ্রিত পুরাণ, সংহিতা ও তন্ত্র সকল কর্ম্ম, জ্ঞান ও উপাসনা দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সেই বেদচতুষ্টয়ের উপাসনা করিতেছে। তখন মুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, আকাশচ্যুত প্রদীপ্ত আদিত্য, প্রজ্বলিত হুতাশন ও কোটীন্দুসমকান্তি দিব্য ব্রহ্মতেজোময় বেদচতুষ্টয়কে সম্মুখে সাক্ষাৎ আবির্ভূত দর্শনে সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তাহাদের বন্দনা করিতে লাগিলেন,—বলিলেন, অদ্য আমি কৃতার্থ হইলাম; অদ্য আমার জন্ম, মন ও পরমায়ু সফল হইল—যে হেতু অদ্য আমি আপনাদিগকে দৃষ্টিগোচর করিলাম অলৌকিক ও লৌকিক যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে আপনাদের কিছুই অবিদিত নাই; যে হেতু আপনারা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদয় বিষয়ই অবগত আছেন আপনারা বিরাগীদিগের যথেচ্ছাচার সঙ্কোচের জন্যই আপনারা যে প্রবৃত্তিমার্গের উপদেষ্টা নহেন'—ইহা তাহাদিগকে জানাইয়া থাকেন জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব ও ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদক যে বিধি নিষেধ; তাহা মিথ্যা অনুরাগের (অবিদ্যার) বিষয় নহে, কিন্তু ঐ বিধি-নিষেধই আবার মিথ্যা জ্ঞানের সঙ্কোচক হইয়া থাকে। এজন্য আপনারা পরমার্থ-নিরূপণ প্রকরণে লোকহিতের নিমিত্ত ভাষিত স্বর্গাদি-বিষয়া স্বীয় উক্তিপরম্পরাকে নশ্বর স্বর্গভোগাদি প্রতিপাদক বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন এবং অধিকারিবিশেষে আপনারা শব্দ-ব্রহ্মময় মূর্ত্তিতে জ্ঞান ও কর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া এই জগৎ উদ্ধার করিতেছেন।৮৩—৯৪। আপনারা যদি কৃপা করেন, তাহা হইলে আমি আপনাদের নিকট কিঞ্চিৎ জানিতে ইচ্ছা করি। বাসনা-বিজড়িত-চিত্ত কর্ম্মিগণের সৎকর্ম্মের ফল স্বর্গ, আর ঈশ্বরার্পিতচিত্ত ব্যক্তিগণের কৃতকর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি হইতে তাহাদের জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে মোক্ষ লাভ হয়। মোক্ষ-ব্রহ্মের সহিত একতা-প্রাপ্তি মাত্র। উহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ; ব্রহ্মৈক্য প্রাপ্তি ঘটিলে মানবের কৃত কর্ম্মজন্য যাহা কিছু ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ অদৃষ্ট—তৎসমস্তই সেই ব্রহ্মে বিলয় প্রাপ্ত হয় ব্রহ্ম—নিঃসঙ্গ, চিদাকাশ, জ্ঞানরূপ অসংস্কৃত, নিরীহ, অচল,

বিকারেষু বিনশ্যৎসু নির্ব্বিকারং ন নশ্যতি।
যথার্কস্তমসা ব্যাপ্তলোকস্য স্ববিরোজসা।।৯৯
লোহস্যেব মণিস্তদ্বদ্‌ব্রহ্ম নিশ্চেতয়িতৃ যৎ
যদাভাসেন সা সর্ব্বাং প্রতিপদ্য বিজৃম্ভতে।।
জীবেশ্বরাদিরূপেণ বিশ্বাকারেণ চাপ্যহো।
তস্যামপি প্রলীনায়াং কূটস্থঞ্চ যদেকলম্।।১০১
ভবদ্ভিরেবং নির্ণীতঃ তথৈবৈব ন সংশয়ঃ।
তথাপি মম জিজ্ঞাসা বর্ত্ততে কেবলং হৃদি।।
অতোঽপি পরমং কিঞ্চিদ্বর্ত্ততে কিন্ন বা ন বা
তদ্বদন্তু মহাভাগা ভবন্তস্তত্ত্বদর্শনাঃ।।১০৩
যচ্ছ্রুবঃফলমেবেহ জনুষো মে কৃতার্থতা।
এবং ব্রুবন্তমনঘং ব্যাসং সত্যবতীসুতম্
সাধু সাধ্বিতি সঙ্কীর্ত্ত্য প্রত্যূচুর্নিগমা বচঃ।।

বেদা ঊচুঃ।

সাধু সাধু মহা প্রাজ্ঞ বিষ্ণুরাত্মা শরীরিণাম্।
অজোঽপি জন্ম সম্পাদ্য লোকানুগ্রহমীহসে।।
অন্যথা তে ন ঘটতে সংসারকর্ম্ম বন্ধনম্।
অস্পৃষ্টো মায়য়া দেব্যা কদাচিজ্জ্ঞানগুহ্যয়া।।
বিভর্ষি স্বেচ্ছয়া রূপং স্বেচ্ছয়ৈব নিগূহসে।
অস্মৎসম্মত এবার্থো ভবতা সম্প্রদর্শিতঃ।।
পুরাণেষ্বিতিহাসেষু সূত্রেষ্বপি চ নৈকধা।
অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং সর্ব্বকারণকারণম্।।১০৮
তস্যাত্মনোঽপ্যাত্মভাবতয়া পুষ্পস্য গন্ধবৎ।
রসবদ্বা স্থিতং রূপমবেহি পরমং হি তৎ।।১০৯
অনুভূতং তদস্মাভির্জাতে প্রাকৃতিকে লয়ে।
অক্ষরাৎপরতস্তস্মাদ্যৎপরং কেবলো রসঃ।
ন চ তত্র বয়ং শক্তাঃ শব্দাতীতে তদাত্মকাঃ।।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ব্যাস-
সংশয়াপনোদনং নাম চতুরধিকশত-
তমোঽধ্যায়ঃ।।১০৪।

শুদ্ধ, অগুণ ও ব্যাপক। যাবতীয় বিকারের বিনাশ হইলেও ঐ নির্ব্বিকার ব্রহ্ম বিনষ্ট হন না। আদিত্য যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন জগৎকে আলোকিত করেন, মণি যেমন লৌহকে প্রাকশিত করে, তদ্রূপ নির্ব্বিকার ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ প্রকাশিত। ইহাঁরই আভাস মাত্রে এই অনাদি অনন্তা সৃষ্টি চিরস্থায়ী রূপে বিজৃম্ভমাণা। অহো! সৃষ্টি চিরস্থায়ী রূপে বিজৃম্ভমাণা। অহো! সৃষ্টি প্রলীন হইলে জীবেশ্বররূপী বিশ্বাকারস্বরূপ এই পরব্রহ্মই কূটস্থ ও অদ্বিতীয়রূপে বিরাজমান থাকেন। এই যে আপনারা ঈশ্বর-তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, ইহা অন্ততঃ ঐরূপই বটে, ইহাতে আবার কিছুমাত্র সংশয় নাই, তথাপি আমার হৃদয়ে কি যেন কেমন কে জিজ্ঞাসার ভাব উদিত হইতেছে। আমার মনে হইতেছে—সম্ভবতঃ ইহা হইতেও পরম পদার্থ কিছু থাকিবে। হে মহাভাগগণ! আপনারা তত্ত্বদর্শী; যদি কিছু গুহ্য রহস্য থাকে, তাহা অমাকে বলুন;—যাহা শ্রবণ করিয়া আমার জন্য সার্থক হইবে। তখন আবির্ভূত বেদগণ সত্যবতীসুত অনঘ ব্যাসদেবের এই প্রকার বাক্য শ্রবণানন্তর 'সাধু-সাধু' বলিয়া তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন যে, হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনাকে ধন্যবাদ আপনিই সাক্ষাৎ বিষ্ণু, এবং শরীরীদিগের আত্মা। আপনি অজ হইয়াও লোকানুগ্রহের নিমিত্ত জন্ম পরিগ্রহ করেন। নতুবা আপনার সংসার-বন্ধন ঘটিবার নহে। আপনি মায়া দেবী কর্তৃক অস্পৃষ্ট হইয়া কদাচিৎ জ্ঞান গুহা অবলম্বনে স্বেচ্ছাবশেই তিরোহিত হন। আপান পুরাণ, ইতিহাস ও সূত্রসমূহে যে সমস্ত রহস্য পুনঃপুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদের সম্মত।। অক্ষর পরম ব্রহ্ম সর্ব্ব কারণেরই কারণ। পুষ্পের রস-গন্ধের ন্যায় ঐ আত্মস্বরূপেরও আত্মস্বরূপ রূপ আছে; তাহা অতীব পরম রহস্য বলিয়ড়া জানিবেন আমরা শব্দময় বলিয়া প্রাকৃতিক লয়কালীন ঐ শব্দাতীতরূপ অনুভব করিয়া থাকি মাত্র, পরন্তু উঁহার অভিধান বিষয়ে সক্ষম নহি।৯৫—১১০।

চতুরধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।।১০৪।।

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।
অতঃ ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি গয়ামাহাত্ম্যমুত্তমম্।
যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।।১
সূত উবাচ।
সনকাদ্যৈর্মহাভাগৈর্দেবর্ষিঃ স চ নারদঃ।
সনৎকুমারং পপ্রচ্ছ প্রণম্য বিধিপূর্ব্বকম্।।২
নারদ উবাচ।
সনৎকুমার মে ব্রূহি তীর্থং তীর্থোত্তমোত্তমম্।
তারকং সর্ব্বভূতানাং পঠতাং শৃণ্বতাং তথা।।৩
সনৎকুমার উবাচ
বক্ষ্যে তীর্থবরং পুণ্যং শ্রাদ্ধাদৌ সর্ব্বতারকম্।
গয়াতীর্থং সর্ব্বদেশে তীর্থেভ্যোঽপ্যধিকং শৃণু
গয়াসুরস্তপস্তেপে ব্রহ্মণা ক্রতবেঽর্থিতঃ।
প্রাপ্তস্য তস্য শিরসি শিলাং ধর্ম্মো হ্যধারয়ৎ।
তত্র ব্রহ্মাকরোদ্‌যাগং স্থিতস্তাপি গদাধরঃ।
ফল্গুতীর্থাদিরূপেণ নিশ্চলার্থমহার্নিশম্।
গয়াসুরস্য বিপেন্দ্র ব্রহ্মাদ্যৈর্দৈবতৈঃ সহ।।৬
কৃতযজ্ঞো দদৌ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণেভ্যো গৃহাদিকম্
শ্বেতকল্পে তু বারাহে গয়ো যাগমকারয়ৎ।।৭
গয়নাম্না গয়া খ্যাতা ক্ষেত্রং ব্রহ্মাভিকাঙ্ক্ষিতম্
কাঙ্ক্ষন্তি পিতরঃ পুত্রান্নরকাদ্ভয়ভীরবঃ।।৮
গয়াং যাস্যতি যঃ পুত্রঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি
গয়াং প্রাপ্তং সুতং দৃষ্ট্বা পিতৄণামুৎসবো ভবেৎ
পদ্ভ্যামপি জলং স্পৃষ্ট্বা সোঽস্মভ্যং কিং ন
দাস্যতি।।৯
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ
যজেত চাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ।
গয়াং গত্বান্নদাতা যঃ পিতরস্তেন পুত্রিণঃ।
পক্ষত্রয়নিবাসী চ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

বায়ু কহিলেন, —অনন্তর যাহা শ্রবণ করিলে নিঃসংশয়ে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, সেই উত্তম গয়ামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। সূত কহিলেন,—সনকাদি মহাভাগগণ সহ দেবর্ষি নারদ বিধিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া সনৎকুমারকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। নারদ বলিলেন, —হে সনৎকুমার! তীর্থসমূহের মধ্যে যে তীর্থ সর্ব্বোত্তম এবং যে তীর্থের মহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিলে মুক্ত হওয়া যায়, সেই তীর্থ আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন। সনৎকুমার উত্তর করিলেন,—শ্রাদ্ধাদিতে সর্ব্ববিধ মুক্তিপ্রদ পবিত্র তীর্থকর গয়াতীর্থের বিষয় শ্রবণ করুন। এই গয়াতীর্থ পৃথিবীস্থ যাবতীয় তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। এক সময়ে যজ্ঞের জন্য ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া গয়াসুর এইস্থানে তপস্যা করিয়াছিল। ব্রহ্মা এই গয়াসুরের মস্তকে এক শিলা স্থাপন করিয়া সেই শিলার উপর যজ্ঞ করেন। গয়াসুর বিচলিত না হয়, এজন্য গদাধর বিষ্ণু ব্রহ্মাদি-দেবগণ সহ সর্ব্বদা ফল্গু তীর্থাদিরূপে এই তীর্থে অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মা যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে গৃহাদি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্বেত বারাহ কল্পে গয়ও এ স্থানে একটী যজ্ঞ করেন ঐ গয়নাম হইতেই এই ক্ষেত্রের নাম গয়াক্ষেত্র হইয়াছে। এই ক্ষেত্র ব্রহ্মার অভিলষিত। পুত্র গয়াগমন করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিবে, এইরূপ অভিপ্রায়েই নরকভয়ভীরু পিতৃগণ পুত্র কামনা করেন। পুত্র গয়ায় গমন করিলে পিতৃগণের নিরতিশয় আমোদ উপস্থিত হয়।১—৯। তাঁহারা বলেন,—পুত্রগণ গয়ায় গিয়া পদদ্বারা জল স্পর্শ করিলেও তাহাদিগের কিছুই অদেয় থাকেনা। কোনও পুত্র গয়ায় গমন করিবে, কেহ অশ্বমেধাদি দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিবিধান করিবে, কেহ বা নীলবৃষ উৎসর্গ করিবে, এজন্য পিতৃগণ বহুপুত্র ইচ্ছা করিয়া থাকেন। গয়া গমন করিয়া যে পুত্র অন্নদান করে, পিতৃগণ সেই পুত্র দ্বারা পুত্রবান্ হন। যে পুত্র পক্ষত্রয় গয়ায় বাস করে, তাহার

নো চেৎপঞ্চদশাহং বা সপ্তরাত্রিং ত্রিরাত্রিকম্
মহাকল্পকৃতং পাপং গয়াং প্রাপ্য বিনশ্যতি।
পিণ্ডং দদ্যাচ্চ পিত্রাদেরাত্মনোঽপি তিলৈর্বিনা
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
পাপং তৎসঙ্গজং সর্ব্বং গয়াশ্রাদ্ধাদ্বিনশ্যতি।।১৩
আত্মজোঽপ্যন্যজো বাপি গয়াভূমৌ যদা তদা
যন্নাম্না পাতয়েৎ পিণ্ডং তমনয়েদ্ব্রহ্ম শাশ্বতম্।।
নামগোত্র সমুচ্চার্য্য পিণ্ডপাতনমিষ্যতে।
যেন কেনাপি কস্মৈচিৎ স যাতি পরমাং গতিম্
ব্রহ্মজ্ঞানেন কিং কার্য্য গোগৃহে মরণেন কিম্
বাসেন কিং কুরুক্ষেত্রে যদি পুত্রো গয়াং ব্রজেৎ
গয়ায়াং সর্ব্বকালেষু পিণ্ডং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।

সপ্তকুল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এখানে অন্যূন পঞ্চদশ দিন বাস করাই বিধি, পঞ্চদশ দিন বাস না ঘটিলে যে মানব সাত কিংবা তিন রাত্রি বাস করে, তাহার মহাকল্প-কাল-সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে গয়াক্ষেত্রে পিত্রাদির পিণ্ডদান করিবে। এখানে নিজেরও পিণ্ডদান করা যায়, কিন্তু ঐ পিণ্ড তিল ভিন্ন দিতে হয়। গয়াশ্রাদ্ধ করিলে মানবের ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুস্ত্রীগমন ও তত্তৎপাপকারীর সঙ্গজন্য যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে পুত্র পিত্রাদির কিংবা অন্য যে কেহ যখন তখন যাঁহার নাম করিয়া গয়া ক্ষেত্রে পিণ্ড দান করে, সে অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করে। নাম গোত্র উভয় উল্লেখপূর্ব্বক যখন তখন যে কোন ব্যক্তির পিণ্ড দান করা হয়, ঐ পিণ্ডদানে তত্তদ্ব্যক্তির পরমগতি লাভ হইয়া থাকে ব্রহ্মজ্ঞান, গয়াশ্রাদ্ধ, গোগৃহে মরণ, কুরুক্ষেত্রে বাস, মানবগণের এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির কারণ কথিত হয়, এতন্মধ্যে পুত্র যদি গয়া গমন করে, তবে আর ব্রহ্মজ্ঞান, গোগৃহে মরণ কিংবা কুরুক্ষেত্র বাসের প্রয়োজন হয় না বিচক্ষণ ব্যক্তি সকলকালেই গয়াশ্রাদ্ধ করিবেন; মলমাস, জন্মদিন, বৃহস্পতি ও শুক্রের অস্তগমন,

অধিমাসে জন্মদিনে চাস্তেপি গুরুশুক্রয়োঃ।।
ন ত্যক্তব্যং গয়াশ্রাদ্ধং সিংহস্থেঽপি বৃহস্পতৌ
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে চৈব মৃতানাং পিণ্ডকর্ম্মসু। ১৯
মহাতীর্থে তু সম্প্রাপ্তে ক্ষতদোষো ন বিদ্যতে।
তথা দৈব প্রমাদেন সু সুমহৎ ব্রণেষু চ।
পুনঃ কর্ম্মাধিকারী চ শ্রাদ্ধকৃদ্ ব্রহ্মলোকভাক্
সকৃদ্গয়াভিগমনং সকৃৎপিণ্ডস্য পাতনম্।
দুর্লভং কিং পুনর্নিত্যমস্মিন্নেব ব্যবস্থিতিঃ।।২১
প্রমাদানম্রিয়তে ক্ষেত্রে ব্রহ্মাদের্মুক্তিদায়কে।
ব্রহ্মজ্ঞানাদ্যথা মুক্তির্লভ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।।২২
ব্রহ্মপ্রকল্পিতান্ বিপ্রান্ হব্যকব্যাদিনার্চয়েৎ
তৈস্তুষ্টৈস্তোষিতাঃ সর্ব্বা পিতৃভিঃ সহ দেবতাঃ
মুণ্ডনং চোপবাসশ্চ সর্ব্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ।

সিংহস্থ বৃহস্পতি এবং চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণ, মৃতব্যক্তির পিণ্ডদান ক্রিয়ায় এই সকল কাল কখনই ত্যাগ করিবেন না। মহাতীর্থ গয়াতীর্থে ক্ষত-দোষাদি ধর্ত্তব্য নহে, দৈবঘটনায় কোন ক্ষতাদি জন্মিলেও তাহার গয়াশ্রাদ্ধে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সেই অবস্থাতেও গয়াকার্য্য করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতে পারে। একবার গয়ায় গমন বা একবার পিণ্ড দান করিলে তাহার কিছুই দুর্লভ থাকে না; এই গয়ায় নিত্য বাসের কথা আর কি বলিব? ব্রহ্মজ্ঞান হইতে যেরূপ মুক্তিলাভ হয়, মুক্তিদায়ক ব্রহ্মাদির এইক্ষেত্রে প্রমাদবশতঃ মৃত্যু ঘটিলেও ঐরূপ মুক্তিভাগী হওয়া যায়, সংশয় নাই।১৩—২২ কীকট দেশে মৃত ব্যক্তি ও গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান ফলে মুক্ত হয়, এজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিত্যই কীকট দেশস্থ এই গয়াক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রযত্নে বাস করিবেন। এই গয়ায় ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণগকে হব্য কব্য দ্বারা পূজা করিতে হয়, তাঁহারা তুষ্ট হইলেই পিতৃগণ সহ দেবতারা তৃপ্ত হইয়া থাকেন। মুণ্ডন ও উপবাস সকল তীর্থেই বিহিত;

বর্জ্জয়ীত্বা কুরুক্ষেত্রং বিশালাং বিরজাং গয়াম্
দণ্ডং প্রদর্শয়েদ্ভিক্ষুর্গয়াং গত্বান পিণ্ডদঃ
দণ্ডং ন্যস্য বিষ্ণুপদে পিতৃভিঃ সহ মুচ্যতে।
ন দণ্ডী কিঞ্চিৎ ধত্তে পুণ্যং বা পরমার্থতঃ।
অতঃ সর্ব্বাং ক্রিয়াং ত্যক্ত্বা বিষ্ণু ধ্যায়তি
ভাবুকঃ।।২৭
সন্ন্যাসেৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বেদমেকং ন সন্ন্যাসেৎ।
মুণ্ডং কুর্য্যাচ্চ পূর্ব্বেহস্মিন্ পশ্চিমে দক্ষিণোত্তরে
সার্দ্ধক্রোশদ্বয়মেনং গয়েতি ব্রহ্মণেরিতম্
পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গয়াশিরঃ
তন্মধ্যে সর্ব্বতীর্থানি ত্রৈলোক্যে যানি সন্তি বৈ
শ্রাদ্ধকৃদ্যো গয়াক্ষেত্রে পিতৃণামনৃণো হি সঃ।।
শিরসি শ্রাদ্ধকৃদ্যস্তু কুলানাং শতমুদ্ধরেৎ।
গৃহাচ্চলিতমাত্রেণ গয়ায়াং গমনং পদে।।৩০
পদে পদেহশ্বমেধস্য যৎফলং গচ্ছতো গয়াম্।
তৎফলঞ্চ ভবেন্নূনং সমগ্রং নাত্র সংশয়ঃ।।৩২
পায়সেনাপি চরুণা সক্তুনা পিষ্টকেন বা।
তণ্ডুলৈঃ ফলমূলাদ্যৈগয়ায়াং পিণ্ডপাতনম্।।৩৩
তিলকল্কেন খণ্ডেন গুড়েন সঘৃতেন বা।
কেবলেনৈব দধ্না বা উর্জ্জেন মধুনাথ বা।।৩৪
পিণ্যাকং সঘৃতং খণ্ডং পিতৃভ্যোহক্ষয়মিত্যুত
ইজ্যতে বার্ত্তবং ভোজ্যং হবিষ্যান্নং মুনীরিতম্
একতঃ সর্ব্ববস্তূনি রসবন্তি মধুনি হি।
স্মৃত্বা গদাধরাঙ্ঘ্র্যব্জং ফল্গুতীর্থম্বু বিধিঃ।।৩৭
পিণ্ডাসনং পিণ্ডদানং পুনঃ প্রত্যবনেজনম্
নাবাহনং ন দিগ্বন্ধো ন দোষো দৃষ্টিসম্ভবঃ।
সকারুণ্যেন কর্ত্তব্যং তীর্থশ্রাদ্ধং বিচক্ষণৈঃ।।৩৮
অন্যত্রাবাহিতাঃ কালে পিতরো যান্ত্যমুং প্রতি
তীর্থে সদা বসন্ত্যেতে তস্মাদাবাহনং ন হি।।
তীর্থশ্রাদ্ধং প্রযচ্ছদ্ভিঃ পুরুষৈঃ ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ

কিন্তু কুরুক্ষেত্র, বিশালা, বিরজা ও গয়াক্ষেত্রে বিধেয় নহে ভিক্ষু গয়ায় গমন করিয়া দণ্ড প্রদর্শন করিবেন, পিণ্ডদান তাঁহার কর্ত্তব্য নহে; বিষ্ণুপদে দণ্ড ন্যস্ত করিলেই তাঁহার পিতৃগণ সহ তিনি মুক্ত হইবেন। দণ্ডধারীর কোনরূপ পাপ বা পুণ্য নাই, তাঁহারা এই গয়াক্ষেত্রেই পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ যে কোন স্থানে মস্তক মুণ্ডন করিবেন ব্রহ্মা এই গয়ার পরিমাণ আড়াই ক্রোশ, গয়াক্ষেত্র পঞ্চক্রোশ এবং গয়াশির একক্রোশ বলিয়াছেন। ত্রিলোক মধ্যে যে সকল পুণ্য তীর্থ আছে, সে সমস্তই এই স্থানে বিদ্যমান। এই গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধকারী পিতৃগণের ঋণ হইতে মুক্ত হয় এবং গয়াশিরে শ্রাদ্ধ করিলে তাহার সপ্তম কুল উদ্ধার পাইয়া থাকে। মানব গয়াযাত্রা করিয়া গৃহ হইতে নির্গমনপূর্ব্বক চলিতে আরম্ভ করিলে পদে পদে পিতৃগণের স্বর্গারোহণ-সোপান নির্ম্মিত হয় এবং গয়ায় উপনীত হইবার পর প্রতিপদ বিক্ষেপে তাঁহাদের এক একটী অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। পায়স, চরু, শক্তু, পিষ্টক, তণ্ডুল, ফল মূলাদি, তিলকল্ক, সঘৃত গুড়খণ্ড, অথবা কেবল দধি বা উত্তম মধু ও ঘৃতখণ্ডসহ পিণ্যাক দ্বারা গয়ায় পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হয়। ঋতুৎপন্ন ভোজ্য বা মুনিগণনির্দ্দিষ্ট হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া গদাধরের পাদপদ্ম ও ফল্গুতীর্থোদক স্মরণপূর্ব্বক রসযুক্ত ও সর্ব্ববিধ মধুর বস্তু পিতৃগণের পূজায় নিয়োজিত করিবে। পিণ্ডের আসন, পিণ্ডদান, প্রত্যবনেজন, দক্ষিণা ও অন্নসংকল্পে তীর্থশ্রাদ্ধে আবাহন নাই, এবং দৃষ্টিদোষ নাই বলিয়া দিগ্বন্ধনও কর্ত্তব্য নহে। বিচক্ষণগণ ভক্তি-সহকারে এইরূপে তীর্থশ্রাদ্ধ করিবেন অন্য শ্রাদ্ধাদি সময়ে যে পিতৃগণের আবাহন করা হয়, তাঁহারাই তীর্থযাত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকেন। পিতৃগণ সর্ব্বদা তীর্থে বাস করেন বলিয়া তীর্থশ্রাদ্ধে আবাহন বিহিত নহে। ফলাকাঙ্ক্ষী তীর্থ শ্রাদ্ধকারী

কামং ক্রোধং তথা লোভং ত্যক্ত্বা কার্য্যা।
ক্রিয়ানিশম্।।৪০
ব্রহ্মচার্য্যেকভোজী চ ভূশায়ী সত্যবাক্ শুচিঃ।
সর্ব্বভূতহিতে রক্তঃ স তীর্থফলমশ্নুতে।।৪১
তীর্থান্যনুসরন্ ধীরঃ পাষণ্ডং পূর্ব্বতস্ত্যজেৎ।
পাষণ্ডঃ স চ বিজ্ঞেয়ো যো ভবেৎ কামকারকঃ
তীর্থেষু যে নরা ধীরাঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি তদগতাঃ।
যথা ব্রহ্মবিদো বেদ্যং বস্তু চনন্যচেতসঃ।
প্রবিশন্তি পরেশাখ্যাং ব্রহ্ম ব্রহ্মপরায়ণাঃ।।৪৩
যাস্তে বৈতরণী নাম নদী ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা।
সাবতীর্ণা গয়াক্ষেত্রে পিতৃণাং তারণায় বৈ।
স্নাতো গোদো বৈতরণ্যাং ত্রিঃসপ্তকুলমুদ্ধরেৎ
তথাক্ষয়বটং গত্বা বিপ্রান্ সন্তোষয়িষ্যতি।
ব্রহ্মপ্রকল্পিতান্ বিপ্রান্ হব্যকব্যাদিনার্চ্চয়েৎ
তৈস্তুষ্টৈস্তোষিতাঃ সর্ব্বাঃ পিতৃভিঃ সহ দেবতাঃ

গয়ায়াং ন হি তৎস্থানং যত্র তীর্থং ন বিদ্যতে
সান্নিধ্যং সর্ব্বতীর্থানাং গয়াতীর্থং ততো বরম্।
মীনে মেষে স্থিতে সূর্য্যে কন্যায়াং কার্ম্মকেঽঘটে
গয়ায়াং দুর্লভং লোকে বদন্তি ঋষয়ঃ সদা।
দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু গয়ায়াং পিণ্ডপাতনম্।
মকরে বর্ত্তমানে চ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু গয়াশ্রাদ্ধং সুদুর্লভম্।।৪৮
গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎফলং লভতে নরঃ।
ন তচ্ছক্যং ময়া বক্তুং কল্পকোটি শতৈরপি।।৪৯
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে গয়ামাহাত্ম্যং
নাম পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।।১০৫।।

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
গয়াসুরঃ কথংজাতঃ কিম্প্রভাবঃ কিমাত্মকঃ;
তপস্তপ্তং কথং তেন কথং দেহপবিত্রতা।।১

ব্যক্তিগণ শ্রাদ্ধদানকালে সতত কাম, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিয়া ক্রিয়া করিবেন ব্রহ্মচারী, একভোজী, ভূতলশায়ী সত্যবাদী, পবিত্র ও নিখিল প্রাণিহিতে রত ব্যক্তিগণই তীর্থফল ভোগ করিয়া থাকেন? যে ব্যক্তি যথেচ্ছাচারী, তাহাকে পাষণ্ড বলে। ধীর তীর্থযাত্রী এইরূপে পাষণ্ডীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন অনন্যমনা ব্রহ্মাদিগণের যেমন একই ব্রহ্ম বস্তু ধ্যেয়, তদ্রূপ তদ্গত হইয়া যে ধীর ব্যক্তি কর্ম্ম করেন, তিনি ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া পরেশাখ্য ব্রহ্মপদে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। গয়াক্ষেত্রে বৈতরণী নামক ত্রৈলোক্যবিশ্রুত যে একটী নদী আছে, পিতৃগণের উদ্ধার কামনায় যে ব্যক্তি তথায় স্না ও গোদান করে, সে বৈতরণী উত্তীর্ণ হইতে পারে এবং সে বৈতরণী উত্তীর্ণ হইতে পারে এবং সে ত্রিসপ্তকুল উদ্ধার করিয়া থাকে। এইরূপ অক্ষয় বটে গমন-পূর্ব্বক ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণগণকে হব্যকব্য দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহাদের সন্তোষবিধান করিতে হয়; এই সকল ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইলেন পিতৃগণ সহ দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। গয়ায় এমন স্থান নাই, যেখানে তীর্থ নাই, এখানে সকল তীর্থেরই সান্নিধ্য আছে বলিয়াই এই গয়াতীর্থ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মীন (চৈত্র), ধনু (পৌষ), মেষ (বৈশাখ), কন্যা (আশ্বিন) এবং বৃষ (জ্যৈষ্ঠ) রাশিতে যখন সূর্য্য অবস্থান করেন, ঋষিগণ বলেন, সেই সকল কালই গয়াকার্য্যে দুর্লভ; তাঁহারা আরও বলেন,—ত্রিলোক মধ্যে গয়ায় পিণ্ডদানই একটী দুর্লভ কার্য্য। এক'ত মাঘমাসের সূর্য্য গ্রহণই দুর্লভ, তাহার পর আবার মাঘমাসীয় সূর্য্যগ্রহণে গয়াশ্রাদ্ধ ততোধিক দুর্লভ; ঋষিগণ বলেন,—এই কালেই গয়াশ্রাদ্ধ সমধিক প্রশস্ত। মানব গয়াশ্রাদ্ধে যে ফলপ্রাপ্ত হয়, শতকোটি কল্পেও আমি তাহার ফল বলিতে সমর্থ নহি।৩৮—৪০।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।।১০৫।।

ষড়ধিক শততম অধ্যায়।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—গয়াসুর কিরূপে জন্মগ্রহণ করিল, তাহার প্রভাব ও

সনৎকুমার উবাচ।

বিষ্ণোর্নাভ্যম্বুজাজ্জাতো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ
প্রজাঃ সসর্জ্জ সম্প্রোক্তঃ পূর্ব্বং দেবেন বিষ্ণুনা
আসুরেণৈব ভাবেন অসুরানসৃজৎ পুরা
সৌমনস্যেন ভাবেন দেবান্ সুমনসোঽসৃজৎ
গয়াসুরোঽসুরাণাঞ্চ মহাবলপরাক্রমঃ।
যোজনানাং সপাদঞ্চ শতং তস্যোচ্ছ্রয়ঃ স্মৃতঃ। ৪
স্থূলঃ ষষ্টির্যোজনানাং শ্রেষ্ঠোঽসৌ বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ
কোলাহলে গিরিবরে তপস্তেপে সুদারুণম্। ৫
বহুবর্ষসহস্রাণি নিরুচ্ছ্বাসং স্থিরোঽভবৎ।
তত্তপস্তাপিতা দেবাঃ সন্তোভাভং পরমং গতাঃ
ব্রহ্মলোকং গতা দেবাঃ প্রোচুস্তেঽথ পিতামহম্
গয়াসুরাদ্রক্ষ দেব ব্রহ্মা দেবাংস্ততোঽব্রবীৎ।।
ব্রজামঃ শঙ্করং দেবা ব্রহ্মাদ্যাশ্চ গতাঃ শিবম্
কৈলাসে চাব্রুবন্নত্বা রক্ষ দেব মহাসুরাৎ। ৮
ব্রহ্মাদ্যানব্রবীচ্ছম্ভুর্ব্রজামঃ শরণং হরিম্।
ক্ষীরাব্ধৌ দেবদেবেশঃ স নঃ শ্রেয়ো বিধাস্যতি
ব্রহ্মা মহেশ্বরো দেবা বিষ্ণুং নত্বা প্রতুষ্টুবুঃ।। ৯

দেবা উচুঃ

ওঁ নমো বিষ্ণবে ভর্ত্রে সর্ব্বেধাং প্রভবিষ্ণবে
রোচিষ্ণবে জিষ্ণবে চ রাক্ষসাদিগ্রসিষ্ণবে। ১০
ধরিষ্ণবেঽখিলস্যাস্য যোগিনাং পারয়িষ্ণবে।
বর্দ্ধিষ্ণবে হ্যনন্তায় নমো ভ্রাজিষ্ণবে নমঃ।। ১১

সনৎকুমার উবাচ।

এবং স্তুতো বাসুদেবঃ সুরাণাং দর্শনং দদৌ
কিমর্থমাগতা দেবা বিষ্ণুনোক্তাস্তমব্রুবন্।
গয়াসুরভয়াদ্দেব রক্ষাস্মানব্রবীদ্ধরিম্।
ব্রহ্মাদ্যা যান্তুতং দৈত্যমাগমিষ্যাম্যহং ততঃ।
কেশবো গরুড়ারূঢ়ো বরং দাতুং গয়াসুরে।

স্বরূপ কিরূপ, আর কেনই বা সে তপস্যা করিল ও কি করিয়াই বা তাহার দেহ পবিত্র হইল? সনৎকুমার উত্তর করিলেন,—লোক-পিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে সমুদ্ভূত হন এবং তিনি প্রজা সৃষ্টি করেন, ইহা বিষ্ণু দেব সম্যক্প্রকারে কহিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বকালে অসুর সমধিক বল-পরাক্রম-শালী এবং শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। ইহার উচ্চতা একশত পঁচিশ যোজন ও স্থূলতা ষাট যোজন। গয়াসুর গিরিবর কোলাহল নামক পর্ব্বতে বহুসহস্র বৎসর যাবৎ নিশ্বাস রোধপূর্ব্বক অবস্থিত হইয়া অতীব কঠোর তপস্যা করে; তখন তাহার তপস্যা-প্রতপ্ত দেবগণ অত্যন্ত সংক্ষুব্ধ হইয়া ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক পিতামহ ব্রহ্মাকে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করেন। দেবগণ বলেন,—হে দেব! গয়াসুর হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। অনন্তর ব্রহ্মা দেবগণকে বলিলেন,—হে দেবগণ! চলুন আমরা শঙ্কর সমীপে গমন করি; ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া দেবগণসহ কৈলাসে গমন করিলেন এবং কৈলাসপতিকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে দেব! এই মহাসুর হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। অনন্তর শম্ভু ব্রহ্মাদি দেবগণকে কহিলেন,—ক্ষীরপয়োনিধিতে দেবদেব হরি শয়ান আছেন, চলুন, আমরা তাঁহার নিকট গমন করি। তিনিই আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন। অনন্তর ব্রহ্মা, মহাদেব ও অন্যান্য দেবগণ তথায় গমন করিয়া বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিলেন দেবগণ বলিলেন,—যিনি রোচিষ্ণু, জিষ্ণু, যোগিগণের পালয়িতা, এবং যিনি রাক্ষসদিগকে গ্রাস ও সপ্তলোক ধারণ করিয়াছেন; যিনি নিয়ত বর্দ্ধনশীল যিনি অনন্ত, জিষ্ণু, নিখিল লোকের প্রভবিষ্ণু বিভু, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার।৯—১১। সনৎকুমার বলিলেন,—হে দেবগণ! কিজন্য আপনারা আগমন করিয়াছেন? বিষ্ণুর কথায় দেবগণ উত্তর করিলেন,—হে দেব! গয়াসুরের ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। বিষ্ণু বলিলেন,—ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই অসুরসমীপে—গমন করুন, তৎপর আমিও

সর্ব্বে স্বং স্বং সমাস্থায় যযুর্বাহনমুত্তমম্।।১৪
উচুস্তং বাসুদেবাদ্যাঃ কিমর্থং তপ্যতে ত্বয়া।
সন্তুষ্টাঃ স্বাগতাঃ সর্ব্বে বরবং ব্রূহি গয়াসুর।।১৫

গয়াসুর উবাচ

যদি তুষ্টাঃ স্থ মে দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
সর্ব্বদেবদ্বিজাতিভ্যো যজ্ঞ তীর্থশিলোচ্চয়াৎ।।
দেবেভ্যোহতিপবিত্রোহহমৃষিভ্যোহপি শিবা-
ব্যয়াৎ।
মন্ত্রেভ্যো দেবদেবীভ্যো যোগিভ্যশ্চাপি
সর্ব্বশঃ।।১৭
ন্যাসিভ্যশ্চাপি কর্ম্মিভ্যো ধর্ম্মিভ্যশ্চ তথা পুনঃ
যতিভ্যোহতিপবিত্রেভ্যঃ পবিত্রঃ স্যাং সদা
সুরাঃ।।১৮
পবিত্রমস্ত্ব তং দেবা দৈত্যমুক্ত্বা যযুর্দিবম্
দৈত্যং দৃষ্ট্বা চ স্পৃষ্ট্বা চ সর্ব্বে হরিপুরং যযুঃ।।১৯
শূন্যং লোকত্রয়ং জাতং শূন্যা যমপুরী হ্যভূৎ।
যম ইন্দ্রাদিভিঃ সার্দ্ধং ব্রহ্মলোকং ততোহগমৎ
ব্রহ্মাণমূচিরে দেবা গয়াসুরবিলোপিতাঃ।
ত্বয়া দত্তোহধিকারো বৈ গৃহাণ ত্বং পিতামহ।।
ব্রহ্মাব্রবীত্ততো দেবান্ ব্রজামো বিষ্ণুমব্যয়ম্
ব্রহ্মাব্রবীত্ততো দেবান্ ত্বয়া দত্তবরেঽসুরে।।
তদ্দর্শনাদ্যযুঃ স্বর্গং শূন্যং লোকত্রয়ং হ্যভূৎ।
দেবৈরুক্তো বাসুদেবো ব্রহ্মাণং স বচোহব্রবীৎ
গয়াসুরং প্রার্থয়স্ব যজ্ঞার্থং দেহি দেবকম্।
বিষ্ণূক্তঃ সসুরো ব্রহ্মা গত্বাপশ্যন্মহাসুরম্।।
গয়াসুরোহব্রবীদ্দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণং ত্রিদশৈঃ সহ।
সম্পূজ্যোত্থায় বিধিবৎ প্রণতঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।।

গয়াসুর উবাচ।

অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ।
সাগতোহতিথির্ব্রহ্মা সর্ব্বং প্রাপ্তং ময়াদ্য বৈ

আসিতেছি। অনন্তর বিষ্ণু বর দান নিমিত্ত গরুড়ারোহনে গয়াসুর সমীপে আগমন করিলেন, অন্যান্য দেবগণও নিজ নিজ বাহনে আরোহণ করিয়া তথায় উপনীত হইলেন। তখন বাসুদেব প্রমুখ দেবগণ গয়াসুরকে বলিতে লাগিলেন,—হে গয়াসুর। তুমি কিজন্য তপস্যা করিতেছ; তোমার তপস্যায় আমরা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া আগমন করিয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। গয়াসুর বলিল,—হে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-প্রমুখ সুরগণ! যদি আমার প্রতি আপনারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন, আমি যেন সকল দেব, দ্বিজাতি, নিখিল যজ্ঞশিলা, দেব, ঋষি, অব্যয় শিব, মন্ত্র, দেবদেবী, সকল প্রকার যোগী, কর্ম্মত্যাগী, কর্ম্মী, ধার্ম্মিক এবং অতি পূতগতি—অপেক্ষাও সর্ব্বদা অতি পবিত্র হই। দেবগণ তখন "পবিত্র হও" গয়াসুরকে এই বর প্রদান করিলেন এবং তাহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন। অনন্তর লোকত্রয় ও যমপুরী শূন্য হইলে, গয়াসুর কর্ত্তৃক হৃতকীর্ত্তি যম ইন্দ্রাদি দেবগণসহ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে পিতামহ! আপনি আমাদিগকে যে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা পুনরায় গ্রহণ করুন ব্রহ্মা বলিলেন, —হে দেবগণ! ইহার প্রতিবিধান জন্য চলুন আমরা অব্যয় বিষ্ণুসমীপে গমন করি। অনন্তর ব্রহ্মাদি লোকত্রয় শূন্য হইয়াছে। দেবগণের বাক্য শুনিয়া বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি গয়াসুর সমীপে গমনপূর্ব্বক যজ্ঞের জন্য তাহার দেহ প্রার্থনা করুন, অতঃপর বিষ্ণু কর্ত্তৃক আদিষ্ট ব্রহ্মা অন্যান্য সুরগণ সহ গয়াসুরসমীপে উপনীত হইলে গয়াসুর তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিধিবৎ প্রণাম ও শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করিয়া বলিতে লাগিল।১২—২৫। গয়াসুর বলিল,—আজ আমার জন্ম ও তপস্যা সফল হইল, কেন না স্বয়ং ব্রহ্মা আমার অতিথিরূপে সমাগত হইয়াছেন। অতএব আজ আমি সকলই প্রাপ্ত হইয়াছি। হে যোগিন,

যোগিন্‌যোগাঙ্গবিৎ সর্ব্বলোকস্বামিন্ পিতর্গুরো
যদর্থমাগতো ব্রহ্মংস্তৎকার্য্যং করবাণ্যহম্‌।।২৭
ব্রহ্মোবাচ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি দৃষ্টানি ভ্রমতা ময়া
যজ্ঞার্থ ন তু তে তানি পবিত্রাণি শরীরকঃ।।
ত্বা দেহে পবিত্রত্বং প্রাপ্তং বিষ্ণুপ্রসাদতঃ।
অতঃ পবিত্রং দেহং ত্বং যজ্ঞার্থং দেহি মেহসুর
গয়াসুর উবাচ
ধন্যোহহং দেবদেবেশ যজ্ঞেহহং প্রার্থ্যতে ত্বয়া
পিতৃবংশঃ কৃতার্থো মে দেহে যাগং করোষি
চেৎ ।৩০
ত্বয়ৈবোৎপাদিতো দেহঃ পবিত্রস্তু ত্বয়া কৃতঃ
সর্ব্বেষামুপকারায় যাগোহবশ্যং ভবত্বিতি ।৩১
ইত্যুক্তা সোহপতদ্ভূমৌ শ্বেতকল্পে গয়াসুরঃ।
নৈর্ঋতীং দিশমাশ্রিত্য তদা কোলাহলে গিরৌ
শিরঃ কৃত্বোত্তরে দৈত্যঃ পাদৌ কৃত্বা তু
দক্ষিণে।
ব্রহ্মা সম্ভৃতসম্ভারো মানসান্ ঋত্বিজোহসৃজৎ।।
অগ্নিশর্ম্মাণমমৃতং শৌনকং জাজলিং মৃদুম্।
কুথুমিং বেদকৌণ্ডিল্যং হারীতং কাশ্যপং কৃপম্
গর্গং কৌশিকবাসিষ্ঠৌ মুনিং ভার্গবমব্যয়ম্।
বৃদ্ধং পারাশরং কণ্বং মাণ্ডব্যং শ্রুতিকেবলম্ ।
শ্বেতং সুতালং দমনং সুহোত্রং কঙ্কমেব চ
লোকাক্ষিঞ্চ মহাবাহুং জৈগীষব্যং তথৈব চ।।
দধিপঞ্চমুখং বিপ্রমৃষভং কর্কমেব চ।
কাত্যায়নং গোভিলঞ্চ মুনিমুগ্রমহাব্রতম্।৬৭
সুপালকং গৌতমঞ্চ তথা বেদশিরোব্রতম্।
জটামালিনমব্যগ্রং চাটুহাসঞ্চ দারুণম্।।৬৮
আত্রেয়ং চাপ্যঙ্গিরসমৌপমন্যুং মহাব্রতম্।
গোকর্ণঞ্চ গুহাবাসং শিখণ্ডিনমুমাব্রতম্।।৬৯
এতানস্যাংশ্চ বিপ্রেন্দ্রান্ বেধা লোকপিতামহঃ
পরিকল্প্যাকরোদ্যাগং গয়াসুরশরীরকে।।৪০

যোগাঙ্গবিৎ, সর্ব্বলোকস্বামিন্, পিতঃ গুরো! আপনি যে জন্য আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, হে ব্রহ্মন্! আমি তাহা সম্পাদন করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে যে সকল তীর্থ দর্শন করিয়াছি, তন্মধ্যে যজ্ঞের উপযুক্ত পবিত্র কোন তীর্থই দেখি নাই, হে অসুর! বিষ্ণুর প্রসাদে তোমারই দেহ সর্ব্বতোভাবে পবিত্র হইয়াছে; অতএব যজ্ঞের নিমিত্ত তোমার পবিত্র দেহ আমাকে অর্পণ কর। গয়াসুর উত্তর করিল,—হে দেবদেবেশ! আপনি যজ্ঞের নিমিত্ত আমার দেহ প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমি ধন্য হইলাম, কেবল ইহাই নহে, আপনি আমার দেহে যাগ করিবেন, এজন্য আমার পিতৃকুলও ধন্য; আপনিই এই দেহ সৃজন করিয়াছেন, আবার আপনিই ইহার পবিত্রতা-বিধান করিয়াছেন, এক্ষণে সর্ব্বভূতের উপকারার্থ এই দেহে যাগ অনুষ্ঠিত হউক, দানব গয়াসুর এই কথা বলিয়া সেই কোলাহল অচলের নৈর্ঋত দিগ আশ্রয় করিল এবং উত্তরদিকে মস্তক ও দক্ষিণদিকে পদদ্বয় করিয়া দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল।২৬—৩৩। এই ঘটনা শ্বেত বরাহ কল্পে সম্পাদিত হইয়াছিল। অনন্তর লোক-পিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞসম্ভার আহরণ করিয়া পৌরোহিত্য কার্য্যের জন্য অগ্নিশর্ম্ম, অমৃত, শৌনক, শান্তস্বভাব, জাজলি, কুথুমি, বেদকৌণ্ডিল্য, হারীত, কাশ্যপ, কৃপ, গর্গ, কৌশিক, বাসিষ্ঠ, অব্যয়, ভার্গবমুনি, বৃদ্ধ পরাশর, কণ্ব, মাণ্ডব্য, শ্রুতিকেবল, শ্বেত, সুতাল, দমন, সুহোত্র, কঙ্ক, মহাবাহু, লোকাক্ষি, জৈগীষব্য, দধিপঞ্চমুখ, বিপ্রশ্রেষ্ঠ কর্ক, কাত্যায়ন, গোভিল, মুনি উগ্রমহাব্রত, সুপালক, গৌতম, বেদশিরোব্রত, অব্যগ্র জটামালী, চাটুহাস, দারুণ, আত্রেয়, অঙ্গিরা, মহাব্রত ঔপমন্যু, গুহাবাসী গোকর্ণ, শিখণ্ড এবং উমাব্রত প্রভৃতি বিপ্রেন্দ্র মানস প্রজা সকল সৃজন করিলেন এবং এই সকলেকে পুরোহিতরূপে পরিকল্পিত করিয়া

অগ্নিশর্ম্মাপি পঞ্চাগ্নীন্মুখাদেতানথাসৃজৎ।
দক্ষিণাগ্নিং গার্হপত্যাহবনীয়ৌ তপোবায়ঃ ।৪১
সত্যাবসথ্যৌ দেবর্ষিবেষু যজ্ঞাঃ প্রতিষ্ঠিতঃ
যজ্ঞস্য চ প্রতিষ্ঠার্থং বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাং দদৌ
হুত্বা পূর্ণাহুতিং ব্রহ্মা স্নাত্বা চাবভৃথেন তু।
যজ্ঞযূপং সুরৈঃ সার্দ্ধং সমানীয় ব্যরোপয়ৎ। ।৪৩
ব্রহ্মণঃ সরসাং শ্রেষ্ঠে সরস্যেবাশ্রিতং শুভম্।
চলিতশ্চকিতো ব্রহ্মা ধর্ম্মরাজমথাব্রবীৎ ।৪৪
জাতা গৃহে তব শিলা সমানীয়াবিচারয়ন্।
দৈত্যস্য শীঘ্রং শিরসি তাং ধত্রয় মমাজ্ঞয়া।।
নিশ্চলার্থং যমঃ শ্রুত্বাধারয়ন্ মস্তকে শিলাম্।
শিলায়াং ধারিতায়াস্তু সশিলশ্চাসুরোহচলৎ।।
দেবানুচেহথ ব্রহ্মণীন্ শিলায়াং নিশ্চলাঃ স্থিতাঃ

গয়াসুরের শরীরে যজ্ঞ করিলেন। হে দেবর্ষে। ইহাঁদের মধ্যে মহাতাপস অগ্নি শর্ম্মার মুখ হইতে দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য, আহবনীয়,ন সভ্য ও আবসথ্য এই পাঁচটী অগ্নি সম্ভূত হইল এইঅগ্নিসমূহেই যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত হইল যজ্ঞ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্মা, দ্বিজগণকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন এবং পূর্ণাহুতি প্রদান ও অবভৃথ স্না করিয়া দেবগণ সহ যজ্ঞযূপ আনয়নপূর্ব্বক উত্তম ব্রহ্মসরোবরে প্রোক্ষিত করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা চলিতে চলিতে সহসা কম্পিত হইয়া ধর্ম্মরাজকে বলিলেন,—তোমার গৃহে এই শিলা জন্মিয়াছে, আমার অজ্ঞায় কোনরূপ বিচার না করিয়াই ঐ শিলা আনয়নপূর্ব্বক শীঘ্র গয়াসুরের মস্তকে স্থাপন কর। শিলা মস্তকে রক্ষিত হইলে গয়াসুর নিশ্চল হইবে বুঝিয়া যম তাহাই করিএলন। কিন্তু ঐ শিলা গয়াসুরের মস্তকে স্থাপিত হইলেও সে শিলাসহ বিচলিত হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মা রুদ্রাদি সমস্ত দেবতাগণকে বলিলেন,—এই শিলাকে নিশ্চল করিবার জন্য আপনারা উহার উপর অবস্থান করুন। ব্রহ্মার আদেশ তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হইল। দেবগণ স্বস্বপদ

তিষ্ঠন্তু দেবাঃ সকলাস্তথেত্যুক্তা চ তে স্থিতাঃ
দেবাঃ পাদৈর্লক্ষয়িত্বা তথাপি চলিতোহসুরঃ
ব্রহ্মাথ ব্যাকুলো বিষ্ণু গতঃ ক্ষীরাব্ধিশায়িন।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা সত্বা চাদৃত্য তং প্রভুম্
ব্রহ্মোবাচ
ব্রহ্মাণ্ডস্য পতে নাথ নমামি জগতাং পতিম্।
গতিং কীর্ত্তিমতাং নৃণাং ভুক্তিমুক্তি প্রদায়কম্।
বিষ্বকসেনোহব্রবীদ্বিষ্ণুং দেব ত্বাং স্তৌতি
পদ্মজঃ।
হরিরাহানয় স্বং তং বিষ্বক্সেঃ স তমানয়ৎ
অব্রবীতে হরিঃ কস্মাদাগতোহসি বদস্ব তৎ।।
ব্রহ্মোবাচ।
দেবদেব কৃতে যাগে প্রচচাল গয়াসুরঃ।
শিলায়াং দেবরূপিণ্যাং ন্যস্তায়াং তস্য মস্তকে
রুদ্রাদিষু চ দেবেষু সংস্থিতেষ্ সুরোহচলৎ।

দ্বারা শিলাকে চাপিয়া ধরিলেন। ইহাতেও সে শিলা নিশ্চলা হইল না। সে আবার কাঁপিয়া উঠিল তখন ব্রহ্মা ব্যাকুল হইয়া ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পুনরপি প্রমাণ করিয়া সেই প্রভু বিষ্ণুকে আদরসহকারে স্তব করিতে লাগিলেন ।৩৫-৪৮। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ব্রহ্মাণ্ডপতে! হে নাথ! হে জগৎপতে। আপনাকে নমস্কার, কীর্ত্তিমান্ মানবগণের আপনিই ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন; আপনাকে নমস্কার। ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলে বিষ্ণু-পার্শ্বচর বিষবকুসেন বিষ্ণুকে গিয়া বলিলেন,—হে বিষ্ণো। আপনাকে পদ্ম যোনি স্তব করিতেছেন। হরি বলিলেন,—"তাঁহাকে এখানে আনয়ন কর" বিষ্ণুর আদেশে বিষ্বকুসেন ব্রহ্মাকে আনয়ন করিলে, হরি তাঁহাকে কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্। কি জন্য আপনি আগমন করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, —হে দেবদেব। দেবরূপিণী শিলা গয়াসুরমস্তকে স্থাপন করিয়া যজ্ঞ সমাহিত করিয়াছি, কিন্তু গয়াসুর বিচলিত হইয়াছে, এমন

ইদানীং নিশ্চলার্থং হি প্রসাদং কুরু মাধব।।৫২
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা হ্যাকৃষ্য স্বশরীরতঃ
মূর্ত্তিং দদৌ নিশ্চলার্থং ব্রহ্মণে ভগবান্ হরিঃ।
আনীয় মূর্ত্তিং ব্রহ্মাপি শিলায়াং সমধারয়ৎ।
তথাপি চলিতং বীক্ষ্য পুনর্দেবমথাহ্বয়ৎ।।
আগত্য বিষ্ণুঃ ক্ষীরাব্ধেঃ শিলায়াং সংস্থিতো-হভবৎ।
জনার্দনাভিধানেন পুণ্ডরীকেতি নামতঃ।
শিলায়াং নিশ্চলার্থং হি স্বয়মাদিগদাধরঃ।।৫৫
নিশ্চলার্থং পঞ্চধাসীচ্ছিলায়াং প্রপিতামহঃ।
পিতামহোহথ ফল্গ্বীশঃ কেদারঃ কনকেশ্বরঃ।
ব্রহ্মা স্থিতঃ স্বয়ং তত্র গজরূপী বিনায়কঃ।
গয়াদিত্যশ্চোত্তরার্কো দক্ষিণার্কস্ত্রিধা রবিঃ।।
লক্ষ্মীঃ সীতাভিধানেন গৌরী চ মঙ্গলাহ্বয়া।
গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী ত্রিসন্ধ্যা চ সরস্বতী।
ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ পূষা বসবোহষ্টৌ মহাবলাঃ।
বিশ্বে দেবাশ্চাশ্বিনেয়ৌ মারুতো বিশ্বনায়কঃ।।
সযক্ষোরগগন্ধর্বাস্তস্থুর্দেবাঃ স্বশক্তিভিঃ।।৫৭
আদ্যয়া গদয়া চাসৌ যস্মাদ্দৈত্যঃ স্থিরীকৃতঃ।
স্থিত ইত্যেব হরিণা তস্মাদাদিগদাধরঃ।।৬০
উক্তে গয়াসুরো দেবান্ কিমর্থং বঞ্চিতো হ্যহম্
যজ্ঞার্থং ব্রহ্মণে দত্তং শরীরমমলং ময়া।
বিষ্ণোর্বচনমাত্রেণ কিং ন স্যাং নিশ্চলো হ্যহম্
বৎসুরৈঃ পীড়িতোহত্যর্থং গদয়া হরিণা তথা
পীড়িতো যদ্যহং দেবাঃ প্রসন্নাঃ সন্তু সর্বদা।।
গদাধরাদ্যস্তুষ্টাঃ প্রোচুঃ সাদ্ধং গয়াসুরম্
বরং ব্রূহি প্রসন্নাঃ স্মো দেবানূচে গয়াসুরঃ।
যাবৎ পৃথ্বী পর্ব্বতাশ্চ যাবচ্চন্দ্রার্কতারকাঃ।

কি, ব্রহ্মাদি দেবগণও পদভরে ঐ শিলার উপর অবস্থিত হইয়াছিলেন, তথাপি সে শিলা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। হে মাধব! সম্প্রতি ঐ শিলাকে নিশ্চল করিবার জন্য আপনি প্রসন্ন হউন। অনন্তর ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া ভগবান্ হরি স্বীয় শরীর হইতে একমূর্ত্তি আকর্ষণ করিয়া গয়াসুরকে নিশ্চল করিবার জন্য ব্রহ্মাকে তাহা অর্পণ করিলেন। ব্রহ্মা ঐ মূর্ত্তি আনয়ন করিয়া শিলার উপর সংস্থাপন করিলেন; কিন্তু ইহাতেও গয়াসুর নিশ্চল হইল না দেখিয়া ব্রহ্মা পুনর্ব্বার বিষ্ণুকে আহ্বান করিলেন। শিলাকে নিশ্চল করিবার জন্য এইবার স্বয়ং আদি গদাধর বিষ্ণু ক্ষীরোদসাগর অবস্থান করিলেন। এখানে তাঁহার নাম হইল,—জনার্দ্দন ও পুণ্ডরীকাক্ষ। এইরূপ ব্রহ্মাও পিতামহ প্রপিতামহ, ফল্গ্বীশ, কেদার ও কনকেশ্বর এই পাঁচ নামে বিভক্ত হইয়া ঐ শিলার অবস্থান করিলেন, অনন্তর গজরূপী বিনায়ক; গয়াদিত্য, উত্তরার্ক ও দক্ষিণার্করূপে দিধা বিভক্ত সূর্য্য, সীতা নামে লক্ষ্মী, মঙ্গলাহ্বয়া নামে গৌরী; গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী এই ত্রিধা বিভক্ত সন্ধ্যা; ইন্দ্র, বৃহস্পতি, পূষ্য, মহাবল অষ্টবসু, বিশ্বদেব, অশ্বিনীনন্দনদ্বয়, বিশ্বনায়ক পবন এবং যক্ষ, উরগ, গন্ধর্ব্বগণ ও স্ব স্ব শক্তি সহ দেবগণও ঐ শিলায় অবস্থিত হইলেন। হরি আদি গদা দ্বারা এই অসুরের স্থিরীকরণ করিয়াছিলেন; এজন্য ইঁহার নাম আদি গদাধর হইয়াছে। অনন্তর গয়াসুর বলিল,—হে দেবগণ! আপনারা কি জন্য আমাকে প্রতারিত করিলেন, ব্রহ্মা যজ্ঞের জন্য আমার শরীর প্রার্থনা করিলে আমি পূর্ব্বেই তাহা অর্পণ করিয়াছি। বিষ্ণুর আদেশেই কি আমি নিশ্চল হইয়া থাকিতাম না? যাহা হউক, দেবগণ স্ব স্ব পদে ও বিষ্ণু গদাদ্বার আমাকে অত্যন্ত পীড়িত করিয়াছেন, হে দেবগণ! আমি তজ্জন্যব্যথিত হইয়াও আপনাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা প্রসন্ন হউন।৪৯—৬২। গয়াসুরের ঈদৃশ বিনয়বাক্যে গদাধরাদি দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন,—আমরা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। গয়াসুর নিবেদন করিল—"যে পর্য্যন্ত পৃথিবী, পর্ব্বত,

তাবচ্ছিলায়াং তিষ্ঠন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
অন্যে চ সকলা দেবা মন্নাম্না ক্ষেত্রমস্তু বৈ।।
পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গয়াশিরঃ
তন্মধ্যে সর্ব্বতীর্থানি প্রযচ্ছন্তু হিতং নৃণাম্ ।
স্নানাদিতর্পণং কৃত্বা পিণ্ডদানাৎ ফলাধিকম্।
মহ্যাগ্নিন সহস্রস্তু কুলানাং চোদ্ধরেন্নরঃ।।৬৬
ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপেণ যূয়ং তিষ্ঠত সর্ব্বদা।
গদাধরঃ স্বয়ং লোকান্মুয়াৎ সর্ব্বাঘনাশনাৎ।।
শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং যেষাং ব্রহ্মলোকং প্রয়ান্তু তে
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং বিনশ্যতু চ সেবিনাম্।
নৈমিষং পুষ্করং গঙ্গা প্রয়াগশ্চাবিমুক্তিকম্।
এতান্যন্যানি তীর্থানি দিবি ভুব্যন্তরিক্ষতঃ ।
সমায়ান্তু সদা নৃণাং প্রযচ্ছন্তু হিতং সুরাঃ।।৬৯
কিং বহূক্তো সুরগণা যুষ্মাস্বেকাপি দেবতা।
চেন্ন তিষ্ঠেদহং চাপি সমরঃ প্রতিপাল্যতাম্।।
গয়াসুরবচঃ শ্রুত্বা প্রোচুর্বিষ্ণ্বাদয়ং সুরাঃ
ত্বয়া যৎ প্রার্থিতং সর্ব্বং তদ্ভবিষ্যত্যসংশয়ম্।।
অস্মৎপাদানর্চয়িত্বা যাস্যসি পরমাং গতিম্।
দবৈর্দত্তবরো দৈত্যো হর্ষিতো নিশ্চলোহভবৎ
স্থিতেষু চৈব দেবেষু ব্রাহ্মণেভ্যো দদাবজঃ।
গ্রামাংশ্চ পঞ্চপঞ্চাশৎপঞ্চক্রোশীং গয়াং তথা।।
গৃহান্ কৃত্বা দদৌ দিব্যান্ সর্ব্বোপস্করসংযুতান্
কামধেনুং কল্পবৃক্ষং পারিজাতাদিকাংস্তরূন্
মহানদীং ক্ষীরবহাং ঘৃতকুল্যাস্তথৈব চ।।৭৪
মধুস্রবাং মধুকুল্যাং দিব্যাজ্যাঢ্যসরাংসি চ।
সুবর্ণদীর্ঘিকাশ্চৈব বহ্বন্নাদিপর্ব্বতান্।।৭৫
ভক্ষ্যভোজ্যফলাদীংশ্চ সর্ব্বং ব্রহ্মা সৃজন্দদৌ
ন যাচয়ধবং বিপ্রেন্দ্রা অন্যানুক্তা দদাবজঃ।
দত্বা যযৌ ব্রহ্মলোকং নত্বা হ্যাদিগদাধরম্।

চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকা বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং অন্যান্য দেবগণ এই শিলায় অবস্থান করুন, আর আমার নামে এই ক্ষেত্র প্রসিদ্ধ হউক। পঞ্চ ক্রোশ গয়াক্ষেত্র ও ক্রোশমাত্র গয়াশির—ইহার মধ্যে সমস্ত তীর্থ বিদ্যমান থাকিয়া মানবগণের মঙ্গল বিধান করুন। মানবগণ আর দেহে প্রতিষ্ঠিত ঐ সকল তীর্থে স্নান, তর্পণ ও পিণ্ডদান করিয়া সহস্র সহস্র কুল উদ্ধার করুক, এবং হে দেবগণ! আপনারা ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে সর্ব্বদা এই ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হউন। গদাধর স্বয়ং নিখিল লোকের পাপ নাশ করুন, আর এখানে যে সকল সপিণ্ডগণের শ্রাদ্ধ করা হইবে, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করুন। এই তীর্থসেবিগণের ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিনষ্ট হউক; নৈমিষ, পুষ্কর, গঙ্গা, প্রয়াগ ও অবিমুক্ত বারাণসী, এই সকল ও অন্যান্য তীর্থ এবং স্বর্গ, ভূতল ও অন্তরীক্ষ হইতে দেবগণ সর্ব্বদা এই স্থানে আগমন করিয়া মানবদিগের হিতসাধন করুন। হে সুরগণ! অধিক আর কি বলিব, আপনাদিগের মধ্যে একটী দেবতাও যদি আমার প্রার্থনানুসারে এই স্থান অবস্থান না করেন, তবে আমিও অবস্থান করিতে অসমর্থ। অতএব আপনারা আমার এই প্রার্থনা প্রতিপালন করুন।" অনন্তর নারায়ণাদি, সুরগণ গয়াসুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, নিঃসংশয় তৎসমস্তই সিদ্ধ হইবে এবং আমাদিগের পাদপদ্ম পূজা করিয়া তুমি পরমগতি প্রাপ্ত হইবে। দেবগণ এইরূপ বর প্রদান করিলে গয়াসুরও আহ্লাদিত হইয়া নিশ্চল হইল অনন্তর দেবগণ তথায় প্রতিষ্ঠিত হইলে অযোনিজ ব্রহ্মা তাঁহার যজ্ঞে বৃত ব্রাহ্মণগণের জন্য বিবিধ উপকরণসহ দিব্য গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদিগকে পঞ্চক্রোশী গয়া, তত্রত্য পঞ্চান্নখানি গ্রাম, কামধেনু, কল্পবৃক্ষ পারিজাতাদি তরু, ক্ষীরবহা মহানদী, ঘৃতকুল্যা, মধুস্রোবী "মধুকুল্যা, দিব্য ঘৃতপূর্ণ সরোবর, সুবর্ণের দীর্ঘিকা, অন্নাদি বিবিধ সামগ্রীযুক্ত বহু পর্ব্বত, ভক্ষ্য, ভোজ্য এবং ফলমূলাদি এই সমস্ত প্রদান করিলেন।৬৩—৭৬। দানকালে ব্রহ্মা কহিলেন—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! আপনারা অন্য

ধর্ম্মারণ্যে তত্র ধর্ম্মং যাজয়িত্বা যযাচিরে। ৭১
ধর্ম্মযোগে চ লোভাদ্বৈ প্রতিগৃহ্য ধনাদিকম্।
ততো ব্রহ্মা সমাগত্য ব্রাহ্মণাংস্তান্ শশাপ হ
কৃতবন্তো যতো লোভং মদ্দত্তেঽখিলেঽপি।
তস্মাদৃণাধিকা যূয়ং ভবিষ্যন্তি সদা দ্বিজাঃ।।
যুষ্মাকং স্যাদ্বারিবহা নদী পাষাণপর্ব্বতাঃ।
নদ্যাদরো বারিবহা মৃন্ময়াশ্চ তথা গৃহাঃ। ৮০
কামধেনুঃ কল্পবৃক্ষো মদ্বোকমুপতিষ্ঠতাম্।
এবং শপ্তা ব্রহ্মণা তে প্রার্থয়ন্তোঽক্রবন্রজম্।
ত্বয়া যদ্দত্তমখিলং তৎসর্ব্বং শাপতো গতম্।
জীবনার্থং প্রসাদং নো ভগবন কর্ত্তুমর্হসি। ৮২
তচ্ছ্রুত্বা ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মা প্রোবাচেদং দয়ান্বিতঃ।
তীর্থোপজীবিকা যূয়মাচন্দ্রার্কং ভবিষ্যথ। ৮৩
লোকাঃ পুণ্যা গয়ায়াং যে শ্রাদ্ধিনো
ব্রহ্মলোকগাঃ।
যুষ্মান্ যে পূজয়িষ্যন্তি তৈরহং পূজিতঃ সদা।
আক্রান্তং দৈত্যজঠরং ধর্ম্মেণ বিরজাদ্রিণা।
নাভিকূপসমীপে তু দেবী যা বিরজা স্থিতা।।
তত্র পিণ্ডাদিকং কৃত্বা ত্রিঃসপ্তকুলমুদ্ধরেৎ।
মহেন্দ্রগিরিণা তস্য কৃতৌ পাদৌ সুনিশ্চলৌ,
তত্র পিণ্ডাদিকং সপ্ত কুলানুদ্ধরতে নরঃ। ৮৬

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে গয়ামাহাত্ম্যং
নাম ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।।১০৬।।

কাহারও সমীপে কিছু যাচ্ঞা করিবেন না এই কথা বলিয়াই এই সকল সামগ্রী প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণকে দান ও আদি গদাধরকে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মারণ্যে ধর্ম্মের যজ্ঞ যাজনপূর্ব্বক লোভবশতঃ তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিয়া ধনাদি গ্রহণ করেন। তদনন্তর ব্রহ্মা এই বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন,—হে বিপ্রগণ। তোমাদের প্রচুর সমৃদ্ধি সত্ত্বেও তোমরা লোভের বশবর্ত্তী হইয়াছ; অতএব হে দ্বিজগণ! সর্ব্বদা তোমরা অধিক ঋণযুক্ত থাকিবে এবং তোমাদের ক্ষীরবহা নদী বারিবহা হইবে; আর রত্নময়, পর্ব্বত সকল প্রস্তরময়, মধুকুল্যাদি জলময় এবং দিব্য গৃহ সকল মৃন্ময় হইবে। আজ হইতে কামধেনু ও কল্পবৃক্ষ তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া যাউক. বিপ্রগণ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, আপনি যে সকল বস্তু আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন, আপনার শাপে তৎসমস্তই বিনষ্ট হইল হে ভগবন্! এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের জীবিকার জন্য কোন উপায় বিধান করুন। ব্রাহ্মণগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক দয়াবান ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে দ্বিজগণ। এই পৃথিবীতে যাবৎকাল পর্য্যন্ত চন্দ্র ও সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবেন, তাবৎকাল তীর্থদ্বারা আপনাদের জীবিকা অর্জ্জিত হইবে যে সকল পুণ্যকারী মানব এই গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করিবেন, তাঁহারাই আপনাদিগকে পূজা করিবেন এবং আপনারা পূজিত হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব ও শ্রাদ্ধদাতারাও পূজা করিবেন এবং আপনারা পূজিত হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব ও শ্রাদ্ধদাতারাও ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন। পবিত্র বিরজ পর্ব্বত দ্বারা দৈত্যজঠর আক্রান্ত হইয়াছে, তাহার নাভিকূপ সমীপে বিরাজা দেবী বিরাজিতা। ঐ স্থানে পিণ্ডদান করিয়া মানব ত্রিসপ্ত কুল উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। মহেন্দ্র পর্ব্বত দ্বারা দৈত্যের পদদ্বয় নিশ্চল করা হইয়াছে, ঐ পদদ্বয়ে পিণ্ডদান করিয়া নর সপ্তকুল উদ্ধার করিতে পারে। ৭৭—৭৬।

ষড়ধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৬

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কথং শিলা সমুৎপন্না যয়াক্রান্তো গয়াসুরঃ
কিং রূপং কিঞ্চ মাহাত্ম্যং তস্যাঃ কিং বদ নাম চ
সনৎকুমার উবাচ।
আসীদ্ধর্ম্মো মহাতেজাঃ সর্ব্ববিজ্ঞানপারগঃ।
বিশ্বরূপা চ তৎপত্নী ভর্ত্তৃব্রতপরায়ণা।।২
তস্যাং ধর্ম্মাৎ সমুৎপন্না কন্যা ধর্ম্মব্রতা সতী
রূপযৌবনসম্পন্না লক্ষীরিব গুণাধিকা।।২
তস্যাং যে তু গুণা হ্যাসংস্তে তিষ্ঠন্তি জগত্রয়ে
ধর্ম্মো ধর্ম্মব্রতায়স্তু ত্রিষু লোকেষু মার্গয়ন।
নানুরূপং বরং লেভে ধর্ম্মোঽথ বরসিদ্ধয়ে
তপঃ কুরু বরার্থং ত্বং তথোক্ত্বাঙ্গা বনং যযৌ
কন্যা সাচ তপস্তেপে সর্ব্বোঘাদ্দুষ্করং চ যৎ।
বায়ুভক্ষা শ্বেতকল্পে যুগানামযুতং পুরা।।৬
ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রো মরীচির্নাম বিশ্রুতঃ।
পর্য্যটন্ পৃথিবীং সর্ব্বাং কন্যারত্নং দদর্শ সঃ
রূপযৌবনসম্পন্না পরমে তপসি স্থিতাম্।
পপ্রচ্ছাথ মরীচস্তাংকাত্বং কস্যাসি তদ্বদ।
রূপেণানেন মাং ভীরু বিমোহয়সি সুব্রতে
ব্রহ্মাত্মজোঽহং বিখ্যাতো মরীচির্বেদপারগঃ।।
মরীচের্বচনং শ্রুত্বা কন্যা প্রোবাচ তং মুনিম্।
অহং ধর্ম্মব্রতা নাম ধর্ম্মপুত্রী তপোন্বিতা।।১০
পতিব্রতার্থং বিপেন্দ্র চরামি পরমং তপঃ।
ধর্ম্মব্রতার্থং মরীচিস্তামুবাচ প্রীতিপূর্ব্বকম্।।১১
পতিব্রতো দর্শনান্মে ভাবষ্যসি শুভব্রতে
পতিব্রতেচ্ছয়া পৃথ্বীং বিচরামি হ্যহর্নিশম্।১২
ত্বং চেৎ পতিব্রতা জাতা ভজে ত্বাং ভজ মাং
বরম্

সপ্তাধিক শততম অধ্যায়।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—শিলা কেন উৎপন্ন হইল, কি রূপেই বা গয়াসুর ঐ শিলা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল, এবং শিলার নাম, রূপ ও মাহাত্ম্য কি, এই সমস্ত পারদর্শী মহাতেজা ধর্ম্মনামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন স্বামিব্রত পরায়ণা বিশ্বরূপা নাম্নী তাঁহার এক পত্নী ছিল। ধর্ম্মের ঔরসে ও বিশ্বরূপার গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ধর্ম্মব্রতা; রূপ-যৌবনসম্পন্না সতী ধর্ম্মব্রতা গুণবাহুল্যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় ছিলেন। ত্রিভুবনের নিখিল গুণই ঐ ধর্ম্মব্রতায় অধিষ্ঠিত ছিল ধর্ম্ম ত্রিলোক অন্বেষণ করিয়াও কন্যা ধর্ম্মব্রতার জন্য অনুরূপ বর প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর ধর্ম্ম বরপ্রাপ্তির জন্য কন্যাকে বলিলেন,—হে আত্মজে! তুমি বরলাভার্থ তপস্যা কর। কন্যা পিতার আদেশক্রমে বন গমন করিল এবং অন্যের দুষ্কর তপশ্চরণ করিতে লাগিল। ধর্ম্মব্রতা বায়ুভোজনে শ্বেতকল্পীয় অযুত যুগ তপস্যা করিয়াছিল। এই সময় ব্রহ্মার মানসতনয় বিখ্যাত মরীচি সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে সেই কন্যারত্নটীকে দেখিতে পাইলেন। রূপযৌবন-সম্পন্না সেই কন্যাকে কঠোর তপস্যার প্রবৃত্ত দেখিয়া মরীচি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভীরু! তুমি কাহার পত্নী, ইহা আমাকে বল। হে সুব্রতে! আমি ব্রহ্মার মানস পুত্র বিখ্যাত বেদপারগ মরীচি; তোমার রূপযৌবন যেন আমায় বিমোহিত করিতেছে।১—৯ মরীচির বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্যা ঐ মুনিকে বলিল,—হে বিপেন্দ্র! আমার নাম ধর্ম্মব্রতা, ধর্ম্ম আমার জনক, আমি আমার অনুরূপ পতিপ্রাপ্তির জন্য কঠোর তপস্যা করিতেছি। ধর্ম্মব্রতার কথা শুনিয়া মরীচি প্রীতি হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন,—হে শুভব্রতে! আমার দর্শনলাভেই তুমি পতিব্রতা হইয়াছ, আমিও পতিব্রতার দর্শনকামনায় দিবা রাত্রি পৃথিবী বিচরণ করিতেছি এখন দেখিলাম,—ভুবনে তুমি একমাত্র আমার অনুরূপা পত্নী ও

লোকেন স্বাদৃশী কন্যা মম তুল্যেন তে বরঃ
ধর্ম্মব্রতে ধর্ম্মপত্নী তস্মাত্ত্বং ভব মেহধুনা
ধর্ম্মব্রতা মুনিং প্রাহ ধর্ম্মং যাচয় সুব্রত।।১৪
তচ্ছ্রুত্বা ধর্ম্মমগমন্মুনিং ধর্ম্মো দদর্শ হ
তেজঃপুঞ্জং বরং নত্বা আসনার্ঘ্যাদিনার্চ্চয়ৎ।
কিমর্থমাগতঃ পৃষ্টো মরীচির্ধর্ম্মমব্রবীৎ।
কন্যার্থং ভ্রমতা পৃথ্বী দৃষ্ট্বা তে কন্যকা বরা।
মহ্যং কন্যাঞ্চ তাং দেহি শ্রেয়স্তব ভবিষ্যতি।।
অর্ঘ্যাদিনা সমভ্যর্চ্চ্য ধর্ম্মঃ প্রোচে তথেতি। তম্।
ধর্ম্মব্রতাং সমানীয় দত্তবাংস্তাং মরীচয়ে।।১৭
ব্রাহ্মণায় বিবাহেন ধনরত্নাদিকং দদৌ
বরঞ্চ দত্তবাংস্তস্মৈ তথাস্তং যত্তথা কৃতম্;
অগ্নিহোত্রেণ সংহিতাং স্বাশ্রমং তাং দ্বিজো নয়ৎ।।১৮
রেমে মুনিস্তয়া সার্দ্ধং যথা বিষ্ণুঃ শ্রিয়া সহ
পার্ব্বত্যা চযা শম্ভুঃ সরস্বত্যা যথা হ্যজঃ।।১৯
জজ্ঞে পুত্রশতং তস্যাং মরীচেবিধুনাপমম্।
মরীচিঃ ফলপুষ্পার্থং বনং গত্বা সমাগতঃ।।২০
শ্রান্তঃ কদাচিত্তাং পত্নীমুবাচেতি পতিব্রতাম্
ভুক্তা তু শয়নস্থস্য পাদসংবাহনং কুরু।।২১
ধর্ম্মব্রতা তথেত্যুক্তা শয়নস্থস্য সামুনেঃ
পাদসংবাহনঞ্চক্রে ঘৃতেনাভ্যজ্য তৎপরা।।২২
নিদ্রায়মাণেহথ মুনৌ ব্রহ্মা তং দেশমাগতঃ।
ইয়েষ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণং মনসার্চ্চয়িতুং প্রভুম্।।২৩

আমিই তোমার অনুরূপ বর, অতএব তুমি যদি পতিব্রতা হইতে ইচ্ছা কর, আমাকে ভজনা কর, আমিও তোমাকে ভজনা করি। হে ধর্ম্মব্রতে! এখন এইরূপে তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী হও। মুনির বাক্যে ধর্ম্মব্রতা উত্তর করিল,—হে সুব্রত! আপনি আমার পিতার নিকট আমাকে প্রার্থনা করুন; এইরূপ বলিলে মুনি তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মের নিকট গমন করিলেন। ধর্ম্ম তেজঃপুঞ্জ-কলেবর মুনিবর মরীচিকে দর্শন করিয়া নমস্কার করিলেন এবং আসন ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কিজন্য আমার নিকট আসিয়াছেন? মরীচি বলিলেন,—আমি একটী পতিব্রতা পত্নীর অন্বেষণ জন্য এই পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে তোমার কন্যা ধর্ম্মব্রতাকে দর্শন করিলাম; এক্ষণে তুমি সেই কন্যাকে আমার করে অর্পণ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। অনন্তর ধর্ম্ম মরীচিকে অর্ঘ্যাদি দ্বারা সম্যক্‌রূপে পূজা করিয়া তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন এবং বন হইতে স্বীয় কন্যা ধর্ম্মব্রতাকে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার করে অর্পণ করিলেন। এই বিবাহে ব্রাহ্মণকে ধনরত্নাদি প্রদত্ত হইল এবং মরীচিও ধর্ম্মকে "তোমার মঙ্গল হউক" এই এই বর দান করিয়া অগ্নিহোত্র সহ পত্নী ধর্ম্মব্রতাকে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিলেন পার্ব্বতী সহ শম্ভু, লক্ষ্মী সহ বিষ্ণু এবং সরস্বতী সহ ব্রহ্মা যেরূপ ক্রীড়া করেন, মুনি মরীচিও তদ্রূপ ধর্ম্মব্রতার সঙ্গে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালে ধর্ম্মব্রতার গর্ভে শত পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। এক সময় মরীচি এক বন হইতে ফলপুষ্প আহরণ পূর্ব্বক অতীব শ্রান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং ভোজনান্তে শয়ন করিয়া পত্নী ধর্ম্মব্রতাকে বলিলেন,—প্রিয়ে! আমার পাদ সংবাহন কর। পতিব্রতা ধর্ম্মব্রতা তৎক্ষণাৎ শয়ান মুনির পাদদ্বয় ঘৃতদ্বারা অভ্যক্ত করিয়া অনন্যমনে সংবাহন করিতে লাগিলেন।২০—২২। অনন্তর মরীচি নিদ্রিত হইলে ব্রহ্মা সেই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ধর্ম্মব্রতা শ্বশুর ব্রহ্মাকে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—ইনি আমার পূজার্হ, এদিকে আমিও পতির পাদ-সংবাহনে নিযুক্ত, এক্ষণে কিরূপে এই জগদ্গুরুর পূজা করা যায়? এইরূপ অনেক চিন্তার পর ধর্ম্মব্রতা তাঁহাকে গুরুরও গুরু মনে করিয়া ব্যস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন

পাদসংবাহনং কুর্য্যাং কিং পূজ্যোঽহং জগদ্ গুরুঃ
ইত্যাকৃপা সমুত্তস্থৌ মত্বা সা তং গুরোর্গুরুম্
অর্ঘ্যপাদ্যাদিকং দত্ত্বা ব্রহ্মাণং সমপূজয়ৎ।
সংকৃতায়াঞ্চ শয্যায়াং বিশ্রামমকরোদজঃ ।।২৫
এতস্মিন্নন্তরে ভর্ত্তা সমুত্তস্থৌ স্বতল্পতঃ।
ধর্ম্মব্রতামপশ্যন্ স বিপ্রঃ ক্রুদ্ধ শশাপ তাম্।।
পাদসংবাহনং ত্যক্ত্বা যস্মাদাজ্ঞাং বিহায় মে।
গতান্যত্র ততঃ পাপাচ্ছ্যপদগ্ধা শিলা ভব।।
ভর্ত্রা ধর্ম্মব্রতা শপ্তা মরীচিং প্রাহ সা রুষা।
শয়ানে ত্বয়ি সম্প্রাপ্তে ব্রহ্মা ত্বজ্জনকো গুরুঃ।
ত্বয়োত্থায় হি কর্ত্তব্য শ্বশুরোঃ পূজনং সদা।
ময়া তু ধর্ম্মচারিণ্য তব কার্য্যে কৃতে মুনে।।
অদোষাহং যতঃ শপ্তা তস্মাচ্ছাপং দদামি তে
ত্বঞ্চ শাপং মহাদেবাত্তর্ত্তঃ প্রাপ্স্যস্যসংশয়ম্।।

ব্যাকুলং তং পতিং দৃষ্ট্বা ব্যাকুলাগাৎ প্রজাপতিম্।
নত্বা শয়ানং ব্রহ্মাণমগ্নিং প্রজ্বাল্য চেন্ধনৈঃ।।
গার্হপত্যে স্থিতা চক্রে তপঃ পরমদুষ্করম্।
তথা শপ্তো মরীচিশ্চ তপস্তেপে সুদারুণম্।।
পতিব্রতায়াস্তপসা মরীচেস্তপসা তথা,
ইন্দ্রাদয়শ্চ সন্তপ্তা গতাস্তে শরণং হরিম্।।৩২
উচুঃ ক্ষীরাম্বুধৌ সুপ্তং সন্তপ্তাস্তপসা হরে
পতিব্রতায়াশ্চ মুনেস্ত্রৈলোক্যং রক্ষ কেশব।।
ইন্দ্রাদীনাং বচঃ শ্রুত্বা বিষ্ণুর্ধর্ম্মব্রতাং যযৌ।
এতস্মিন্নেব কালে তু প্রবুদ্ধো ভগবানজঃ
উচুর্ধর্ম্মব্রতাং দেবা অগ্নিস্থাং তাং সকেশবাঃ।।
অগ্নিমধ্যে তপঃ কর্ত্তুং কস্য শক্তিঃ পতিব্রতে।
ত্বয়া কৃতং তৎপরমং সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্।।৩৬

এবং অর্ঘ্য পাদ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্মার পূজা করিলেন এইরূপে পূজিত হইয়া ব্রহ্মা উত্তম শয্যায় শয়ন করত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন; ইত্যবসরে স্বামী মরীচি স্বীয় শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং পত্নী ধর্ম্মব্রতাকে দেখিয়া ক্রোধবশত তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন,—তুমি আমার আদেশ অবহেলা করিয়া পাদসংবাহন পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিয়াছ, অতএব এই পাপে দগ্ধ হইয়া তুমি শিলা হও পতিকর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধা ধর্ম্মব্রতা তাঁহাকে বলিল,—হে দেব। আপনি নিদ্রিত হইলে আপনার পিতা ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হন, এরূপ স্থলে আপনারই শয্যা পরিত্যাগ করিয়া পিতার পূজা করা উচিত। হে মুনে। আমি ধর্ম্ম বুদ্ধিতেই আপনার কার্য্য করিয়াছি, অতএব আমি নির্দ্দোষ, আপনি যখন আমার প্রতি এইরূপ অভিশাপ প্রয়োগ করিলেন, তখন আমিও আপনাকে এই অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে,—হে স্বামিন্। আপনিও মহাদেব কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইবেন অনন্তর ধর্ম্মব্রতা তদীয় অভিশাপবাণী শ্রবণে স্বামীকে ব্যাকুল দেখিয়া নিজেও ব্যাকুল হইলেন এবং শয়ান ব্রহ্মার সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। তদনন্তর কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালন করিয়া সেই গার্হপত্য অগ্নিতে অবস্থিত হইয়া অতি দুষ্কর তপস্যা করিতে লাগিলেন। অভিশপ্ত মরীচিও ঐরূপ সুদারুণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ পতিব্রতা ধর্ম্মব্রতা ও মরীচি এই উভয়ের তপস্যায় সন্তপ্ত হইয়া হরির শরণ লইলেন।২৩—৩৩। তাঁহারা ক্ষীরোদশায়ী হরির নিকটে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন —হে হরে। আমরা পতিব্রতা ধর্ম্মব্রতা ও মরীচির তপস্যায় সন্তপ্ত হইয়াছি, হে কেশব। আপনি ত্রিলোক রক্ষা করুন। ইন্দ্রাদির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হরি ধর্ম্মব্রতাসমীপে গমন করিলেন, এই সময় ভগবান্ ব্রহ্মাও জাগরিত হইলেন। অনন্তর বিষ্ণুসহ দেবগণ অগ্নিমধ্যে অবস্থিত ধর্ম্মব্রতাকে বলিতে লাগিলেন, হে পতিব্রতে। অগ্নির মধ্যে থাকিয়া তপস্যা করিবার সামর্থ্য কাহার আছে? একমাত্র তুমিই সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর দুষ্কর কার্য্য করিতে সমর্থ। হে ধর্ম্মজ্ঞে।

বরং বরয় ধন্যাঙ্গে অস্মত্তো যদভীপ্সিতম্।
বিষ্ণ্বাদীনাং বচঃ শ্রুত্বা দেবান্ ধর্ম্মব্রতাব্রবীৎ।
ভর্ত্তৃশাপমশক্তাহং নিবর্ত্তয়িতুমোজসা।
দত্তো মরীচিনা শাপো মহ্যং স হ্যপগচ্ছতু।।৩৮
ধর্ম্মব্রতাবচঃ শ্রুত্বা প্রোচুস্তেতাং সুরাঃ পুনঃ।
ধর্ম্মব্রতে ধর্ম্মপুত্রি শাপোহয়ং পরমর্ষিণা ।৩৯
দত্তস্তে ন নিরাকর্ত্তুং শক্যো দেবদ্বিজাতিভিঃ
তস্মাদন্যং বরং ব্রূহি যতো ধর্ম্মস্য সংস্থিতিঃ।।
ভবেথৈ ত্রিষু লোকেষু বেদোক্তস্য শুভব্রতে
দেবানাং বচনঞ্চ শ্রুত্বা দেবান্ ধর্ম্মব্রতাব্রবীৎ।।
ভর্ত্তুঃ শাপমেচয়িতুং ন শক্তাশ্চ যদামরাঃ।
মহ্যং বরং প্রযচ্ছধ্বং এবংবিধমনুত্তমম্।।
শিলাহং হি ভবিষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডে পাবনী শুভা
নদীনদসরস্তীর্থদেবাদিভ্যোহতিপাবনী ৪৩
ঋষ্যাদিভ্যো মুনিভ্যশ্চ মুখ্যদেবেভ্য এব চ।

ত্রৈলোক্যে যানি লিঙ্গানি ব্যক্তাব্যক্তাত্মকান্যপি
তানি তিষ্ঠন্তু মদ্দেহে তীর্থরূপেণ সর্ব্বদা।।৪৪
তীর্থান্যপি চ সর্ব্বাণি নক্ষত্রপ্রমুখাস্তথা;
তিষ্ঠন্তু দেবাঃ সকলা দেব্যশ্চ মুনয়স্তথা।।৪৫
শিলাস্থিতেষু তীর্থেষু স্নাত্বা কৃত্বাথ তর্পণম্।
শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং যেষাং ব্রহ্মলোকং প্রয়ান্তু তে
গদাধরো দৃশ্যতীর্থং সর্ব্বতীর্থোত্তমম্।
মুক্তির্ভবেৎ পিতৃণাঞ্চ বহূনাং শ্রাদ্ধতঃ সদা। ৪৭
জরায়ুজাণ্ডজা বাপি স্বেদজা বাপি চোদ্ভিদঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং শিলায়াং তে যান্তু বিষ্ণুস্বরূপতাম্
যথাৰ্চ্চিতে হরৌ সর্ব্বে যজ্ঞাঃ পূর্ণা ভবন্তি হি।
তথা শ্রাদ্ধং তর্পণঞ্চ স্নানং চাক্ষয়মস্ত্বিহ।।৪৯
মম দেহে সুরেশানাং যে জপন্তি শ্রুত্যাদিকম্
অচিরেণাপি তে সিদ্ধাঃ সিদ্ধিভাজো ভবন্তু বৈ
পিতৃণাং কুলসাহস্রমাত্মনা সহিতং নরঃ।
শ্রাদ্ধাদিনা সমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকং নয়েদ্ধ্রুবম্।।

তুমি আমাদের নিকট হইতে তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। বিষ্ণু প্রমুখ দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মব্রতা তাঁহাদিগকে বলিল,—স্বামীর শাপ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়াই আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, অতএব মরীচি আমায় যে শাপ দিয়াছেন, তাহা অপনোদিত হউক। ধর্ম্মব্রতার বাক্য শুনিয়া দেবগণ পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—হে ধর্ম্মব্রতে। মহর্ষি মরীচি যে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, কি দেব, কি দ্বিজ, কেহই তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ নহে; অতএব হে ধর্ম্মপুত্রি! হে শুভব্রতে! ত্রিলোকে যাহাতে বেদোক্ত ধর্ম্মের রক্ষা হয়, এরূপ অন্য বর প্রার্থনা কর। দেবগণের বাক্য শুনিয়া ধর্ম্মব্রতা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে অমরগণ! যদি আমাকে স্বামিশাপ হইতে মুক্ত করিতে অসমর্থ হন, তবে আপনারা আমাকে এইরূপ বরদান করুন, যেন আমি শিলা হইয়াও ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে নদ, নদী, সরোবর, তীর্থ, দেব, ঋষি, মুনি ও প্রধান প্রধান দেবগণ হইতেও অতি পবিত্র ও শুভদ হই এবং ত্রিলোকমধ্যে যে সকল ব্যক্ত ও অব্যক্ত লিঙ্গ আছে, তৎসমস্তও যেন তীর্থরূপে সর্ব্বদা আমার দেহে প্রতিষ্ঠিত থাকে সমস্ত তীর্থ, নক্ষত্রপ্রমুখ নিখিল দেব ও দেবী এবং মুনিগণ ইহাঁরা আমার শিলাদেহে অবস্থান করুন। এই তীর্থে স্নান ও তর্পণকারী ও সপিণ্ডগণের শ্রাদ্ধদাতা ব্যক্তিগণ ব্রহ্মলোকে গমন করুন। গদাধর সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ একটী দৃশ্যতীর্থ হউক, এখানে সর্ব্বদা শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃগণের মুক্তি হউক; এমন কি, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি প্রাণিবর্গও শরীর পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর স্বরূপ প্রাপ্ত হউক।৩৪—৪৮। হরি অর্চ্চিত হইলে সমস্ত যজ্ঞ যেমন সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ এই তীর্থে স্নান, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, অক্ষয় ফলজনক হউক। হে সুরেশানি! আমার দেহে অবস্থিত হইয়া যিনি বেদ জপ করিবেন, তিনি অচিরে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হউন এখানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া মানব আপনার সহিত পিতৃগণের উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক নিঃসংশয়ে বিষ্ণুলোকে গমন করুক। হে সুরগণ

যাবত্তে হি সরিচ্ছ্রেষ্ঠা গঙ্গাদ্যাশ্চ হ্রদাঃ শুভাঃ
সমুদ্রাদ্যাঃ সরোমুখ্যো মানসাদ্যাঃ সুরেশ্বরাঃ
নৃণাঃ শ্রাদ্ধং বিদধতো মুক্তয়ে নিবসন্তু মে।।৫২
শরীরেণ সমায়ান্তু কদাচিন্মো যান্তু দেবতাঃ।
একো বিষ্ণুস্ত্রিধামূর্ত্তির্যদ্বিকল্পৈরীর্য্যতে বুধৈঃ।।
তাবচ্ছিলায়াং সর্ব্বাণি তীর্থানি সহ দৈবতৈঃ
সদা তিষ্ঠন্তু মুনয়ো গন্ধর্ব্বাণাং গণাশ্চ যে।।৫৪
যাবত্তিষ্ঠতি ব্রহ্মাণ্ডং তাবত্তিষ্ঠতু বৈ শিলা।
মম দেহেহশ্মরূপে চ যে জপন্তি তপন্তি চ।।৫৫
জুহ্বত্যগ্নৌ চ তেষাং বৈ তদক্ষয্যোপতিষ্ঠতাম্
অক্ষয্যন্তু ভবেচ্ছ্রাদ্ধং জপহোমতপাংসি চ
শিলাপর্ব্বতরূপেণ ময়ি তিষ্ঠত সর্ব্বদা।।৫৬
পতিব্রতাবচঃ শ্রুত্বা দেবাঃ প্রোচুঃ পতিব্রতাম্
ত্বয়া যৎপ্রার্থিতং সর্ব্বং তদ্ভবিষ্যত্য সংশয়ম্।।
গয়াসুরস্য শিরসি ভবিষ্যসি যদা স্থিরা।
তদা পাদাদিরূপেণ স্থাস্যামস্ত্বয়ি সুস্থিরাঃ।
বরং শিলায়ৈ দত্ত্বৈবং তত্রৈবান্তর্দধুঃ সুরাঃ।।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে গয়ামাহাত্ম্যং নাম সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।।১০৭।।

অষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

সনৎকুমার উবাচ

বক্ষ্যে শিলায়া মাহাত্ম্যং শৃণু নারদ মুক্তিদম্।
যস্যা গায়ন্তি দেবাশ্চ মাহাত্ম্যং মুনিপুঙ্গবাঃ।।১
শিলা স্থিতা পৃথিব্যাং সা দেবরূপাতিপাবনী;
বিচিত্রাখ্যং শিলাতীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্
তস্যাঃ সংস্পর্শনাল্লোকাঃ সর্ব্বে হরিপুরং যযুঃ।
শূন্যে লোকত্রয়ে জাতে শূন্যা যমপুরী হ্যভূৎ।।৩
যম ইন্দ্রাদিভির্গত্বা উচে ব্রহ্মাণমদ্ভুতম্।
অধিকারং গৃহাণাথ যমদণ্ডং পিতামহ।।৪

যে সকল শ্রেষ্ঠ নদী, গঙ্গা, শুভদ হ্রদ, সাগর সকল ও মানসাদি প্রধান প্রধান সরোবর আছেন, শ্রাদ্ধদাতা মানবগণের মুক্তির জন্য তাঁহারাও আমার দেহে অবস্থান করুন। দেবগণ সশরীরে আমার দেহে আগমন করুন, এবং কদাচ তাঁহারা যেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন না করেন পণ্ডিতগণ যেমন এক বিষ্ণুরই ত্রিধা মূর্ত্তিভেদ কল্পনা করেন, বস্তুতঃ উঁহা একত্রই প্রতিষ্ঠিত, তদ্রূপ দেবগণসহ নিখিল তীর্থ, মুনিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ মদীয় শিলাময় শরীরে অবস্থিত হউন। যত কাল ব্রহ্মাণ্ড থাকিবে, ততকাল এই শিলাও বিদ্যমান থাকুক এবং আমার এবই শিলাময় শরীরে জপ, তপ ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াই অক্ষয় ফলপ্রদ হউক। অধিক কি শ্রাদ্ধ, জপ, হোম, তপস্যা সমস্তই শিলাপর্ব্বতরূপী আমার দেহে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকুক। পতিব্রতাধর্ম্মব্রতা নামক শুনিয়া দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন, তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, নিঃসংশয়রূপে তাহা সম্পন্ন হইবে। তুমি যৎকালে গয়াসুরের মস্তকে নিশ্চল হইয়া অবস্থিতি করিবে, তখন আমরাও তোমার উপর স্ব স্ব পদ স্থাপন করিয়া নিশ্চল হইয়া থাকিব। অনন্তর দেবগণ শিলারূপিণী ধর্ম্মব্রতাকে এইরূপ বরদান করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন।৪৯—৫৮।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।।১০৭।।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে নারদ! মুনিপুঙ্গবগণ ও সুর সকল যাহার মাহাত্ম্য গান করিয়া থাকেন, সেই মুক্তিদায়িনী শিলার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ঐ অতি পবিত্র দেবরূপিণী শিলার পৃথিবীতে অবস্থান কালে ত্রিলোক মধ্যে উঁহা বিচিত্র শিলাতীর্থ নামে বিশ্রুত হয় এবং ঐ শিলাসংস্পর্শে লোক সকল হরিপুরে গমন করিতে থাকে। এইরূপে ক্রমে লোকত্রয় শূন্য হইয়া উঠে। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ সহ যম ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—হে পিতামহ! ভবৎপ্রদত্ত অধিকার

যমমূচে ততো ব্রহ্মা স্বগৃহে ধারয়স্ব তাম্।
ব্রহ্মোক্তো ধর্ম্মরাজস্তু গৃহে তাং সমধারয়ৎ।।
যমোহধিকারং স্বং চক্রে পাপিনাং শাসনাদিকম্
এবংবিধা গুরুতরা শিলা জগতি বিশ্রুতা ।৬
যথা ব্রহ্মা যথা বিষ্ণুর্যথা দেবো মহেশ্বরঃ
ব্রহ্মাণ্ডে চ যথা মেরুস্তথেয়ং দেবরূপিণী। ৭
গয়াসুরস্য শিরসি গুরুত্বাদ্ধারিতা যতঃ।
অতঃ পবিত্রয়োর্যোগঃ পিতৄণাং মোক্ষদায়কঃ।।
পবিত্রয়োর্দ্বয়োর্যোগে হয়মেধমজোহকরোৎ।
ভাগার্থমাগতান্ দৃষ্ট্বা বিষ্ণ্বাদীনব্রবীচ্ছিলা। ৯
শিলাস্থিতি প্রতিজ্ঞাস্তু কুর্ব্বন্তু পিতৃমুক্তয়ে।
তথেত্যুক্ত্বা শিলায়াং তে দেবা বিষ্ণ্বাদয়ঃ স্থিতাঃ
শিলারূপেণ মূর্ত্ত্যা চ পদরূপেণ দেবতাঃ।
মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপেণ স্থিতাঃ পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞয়া।।১১

দৈত্যস্য মুণ্ডপৃষ্ঠে তু যস্মাৎ সা সংস্থিতাচ্ছিলা
তস্মাৎ স মুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রিঃ পিতৄণাং ব্রহ্মলোকদঃ।।
আচ্ছাদিতঃ শিলাপাদঃ প্রভাসেনাদ্রিণা যতঃ।
ভাসিতো ভাস্করেণেতি প্রভাসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
প্রভাসং হি বিনির্ভিদ্য শিলাঙ্গুষ্ঠো বিনির্গতঃ।
অঙ্গু ষ্ঠোত্থিত ঈশোহপি প্রভাসেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ
শিলাঙ্গুষ্ঠৈকদেশো যঃ সা চ প্রেতশিলা স্মৃতা
পিণ্ডদানাদ্গতস্তস্যাং প্রেতত্বান্মুচ্যতে নরঃ ।১৫
মহানদীপ্রভাসাদ্যোঃ সঙ্গমে স্নানকৃন্নরঃ
রামে দেব্যা সহ স্নাতো রামতীর্থং ততঃ স্মৃতম্
প্রার্থিতোহত্র মহানদ্যা রাম স্নাতো ভবেতি চ
রামতীর্থং ততো ভূত্বা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্
জন্মান্তরশতং সাগ্রং যৎকৃতং দুষ্কৃতং ময়া
তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতু রামতীর্থাভিষেচনাৎ।।১৮
মন্ত্রেণানেন যস্তু স্নাত্বা শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত মানবঃ।

এই যমদণ্ড গ্রহণ করুন। যমের কথায় ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—এই শিলা লইয়া গিয়া নিজের গৃহে স্থাপন কর; অনন্তর ব্রহ্মার আদেশে যম ঐ শিলা স্বগৃহে লইয়া গেলেন এবং স্বীয় অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পাপীদিগের শাসন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দেহ মহেশ্বর ও পৃথিবীস্থিত মেরুর ন্যায় ঐ দেবরূপিণী গুরুতর শিলা এইরূপে জগতে বিশ্রুত হইল। অতি গুরুত্ব হেতুই গয়াসুরের মস্তকে এই শিলা স্থাপিত হইয়াছিল, এবং গয়াসুরের মস্তক ও এই শিলা—এই উভয় পবিত্র বস্তু একত্র মিলিত হইয়া পিতৃগণের মোক্ষদানে সমর্থ হইয়াছে। এই দুই পবিত্র বস্তুর যোগেই ব্রহ্মা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে ভাগগ্রহণ জন্য বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণকে আগমন করিতে দেখিয়া শিলা তাঁহাদিগকে বলিল,—পিতৃগণের মুক্তির জন্য আপনারা এই শিলায় অবস্থান করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করুন। শিলার প্রার্থনায় বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে তখন 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া কেহ শিলারূপে, পদদ্বারা, কেহ মূর্ত্তিদ্বারা আবার অনেকে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত বিবিধরূপে এই শিলায় অধিষ্ঠিত হইলেন।১—১১ পবিত্রতম গয়াসুরের মস্তকপৃষ্ঠে ঐ পূত শিলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্ব্বত পিতৃগণের ব্রহ্মলোকপ্রদ হইয়াছে এবং প্রভাস, পর্ব্বত ঐ শ্রেষ্ঠ শিলাকে অবচ্ছাদিত করিয়াছিল, এজন্য সূর্য্য ঐ পর্ব্বতকে ভেদ করিয়া শিলার যে একটী অঙ্গুষ্ঠ নির্গত হইয়াছে, অঙ্গুষ্ঠোত্থিত ঐ মহাদেবই প্রভাসেশ নামে কীর্ত্তিত হন। ঐ অঙ্গুষ্ঠের এক অংশই প্রেতশিলা বলিয়া বিদিত। মহানদী ও প্রভাসেশ সঙ্গম স্থানে স্নান করিয়া ঐ শিলায় পিণ্ডদান করিলে মানবের প্রেতত্ব পরিহার হইয়া থাকে। তারপর রামতীর্থ, মহানদী 'এখানে স্নান করুন' বলিয়া রামকে প্রার্থনা করিলে রাম সীতার সহিত স্নান করিয়াছিলেন, এজন্য ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত "রামতীর্থ" নাম হইয়াছে, রামতীর্থ-স্নানে আমার সে সমস্ত বিলয় প্রাপ্ত হউক" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক স্নান করিয়া যে মানব এখানে

রামতীর্থে পিণ্ডদস্তু বিষ্ণুলোকং প্রয়াত্যসৌ ।
তথেত্যুক্ত্বা স্থিতো রামঃ সীতয়া ভরতাগ্রজঃ
রাম রাম মহাবাহো দেবানামভয়ঙ্কর।
তাং নমস্যেহত্র দেবেশং মম নশ্যতু পাতকম্ ।।
মন্ত্রোনেন যঃ স্নাত্বা শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ সপিণ্ডকম্
প্রেতেত্বাত্তস্য পিতরো বিমুক্তাঃ পিতৃতাং যযুঃ
আপস্ত্বমসি দেবেশ জ্যোতিষাংপতিরেব চ,
পাপং নাশয় মে দেবো মনোবাক্কায়কর্ম্মজম্।।
নমস্কৃত্য প্রভাসেশং ভাসমানং শিবং ব্রজেৎ
তঞ্চ শম্ভুং নমস্কৃত্য কুর্য্যাদ্যমবলিং ততঃ।।
রামে বনং গতে শৈলমাগত্য ভরতঃ স্থিতঃ।
পিতৃপিণ্ডাদিকং কৃত্বা রামং সংস্থাপ্য তত্র চ।।
রামং সীতাং লক্ষ্মণঞ্চ মুনীন স্থাপিতবান্ প্রভু
ভরতস্যাশ্রমে পুণ্যে নিত্যং পুণ্যজনৈর্বৃতম্।
মতঙ্গস্য পদং তত্র দৃশ্যতে সর্ব্বমানুষৈঃ।।২৫
স্থাপিতং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং লোকস্যাস্য নিদর্শনাৎ।
মতঙ্গস্য পদে শ্রাদ্ধী সর্ব্বংস্তারয়তে পিতৃন্।।২৭
রামতীর্থে নরঃ স্নাত্বা রামং সীতাং সমর্চ্চ্যচ
রামেশ্বরং প্রণম্যাথ ন দেহী জায়তে পুনঃ ।।২৭
শিলায়া জঘনং হ্যয়ং সমাক্রান্তং নগেন তু।
ধর্ম্মরাজেন সম্প্রোক্তো ন গচ্ছেতি নগঃ স্মৃতঃ
যমরাজধর্ম্মরাজৌ নিশ্চলার্থং ব্যবস্থিতৌ।
তাভ্যাং বলিং প্রযচ্ছামি পিতৄণাং মুক্তিহেতবে
যৌ শ্বানৌ শ্যামশবলৌ বৈবস্বতকুলোদ্ভবৌ
তাভ্যোং বলিং প্রযচ্ছামি স্যাতামেতাবহিংসকে
ঐন্দ্রবারুণবায়ব্যযাম্যনৈর্ঋত্যসংস্থিতাঃ।
বায়সাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তু ভূমৌ পিণ্ডং ময়ার্পিতম্।।
শিলায়া দক্ষিণে হস্তে স্থাপিতঃ কুণ্ডপর্ব্বতঃ।
তিমিরাদিত্য ঈশানশুর্গবেতে মহেশ্বরাঃ।।৩২

পিণ্ডদান করে, সেই পিণ্ডদাতা বিষ্ণুলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। মহানদী কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত রূপে প্রার্থিত হইয়া ভরতাগ্রজ রাম "তাহাই হউক" বলিয়া এখানে সীতাসহ অবস্থান করিতেছেন। "হে রাম, হে মহাবাহো, আপনি দেবগণের অভয়দাতা; আমি আপনাকে নমস্কার করি, আমার পাতক বিনাশ করুন" যে মানব এই মন্ত্রে স্নান করিয়া সপিণ্ডগণের শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃগণ প্রেতত্ববিমুক্ত হইয়া পিতৃগণসহ মিলিত হন। "আপনি জল, আপনিই গ্রহ-নক্ষত্রাদির পতি, হে দেবেশ। আপনি আমার মনবাক্য ও কায়কৃত পাপ বিনাশ করুন।" প্রভাসকে নমস্কার করিয়া যে ব্যক্তি এইরূপ বলে, এবং শম্ভুর নমস্কারান্তে যমবলি প্রদান করে, সে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। রাম বনগমন করিলে ভরত এই প্রভাসপর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক পিতৃপিণ্ড প্রদান করেন।—প্রভু ভরত রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও অনেক মুনিগণকে এখানে স্থাপিত করিয়া এখানে বাস করেন। সতত পুণ্যজন-সেবিত এই ভরতাশ্রম অতি পবিত্র। এখানে মতঙ্গ মুনিরও এক আশ্রমপদ দৃষ্ট হয়। এই মহাত্মা মতঙ্গ মুনির আদর্শে এখানকার লোকগণ একমাত্র ধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই মতঙ্গাশ্রমে শ্রাদ্ধদাতা তদীয় সমস্ত পিতৃলোক উদ্ধার করিয়া থাকে। মানব রামতীর্থে স্নান, রাম-সীতার পূজা এবং রামেশ্বরকে প্রণাম করিয়া আর জন্মলাভ করে না ১২—২৭। ধর্ম্মরাজাদিষ্ট নগশিলার জঘনদেশ আক্রমণ করিয়া অবস্থিত, এই নগ কখনও এই শিলা পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন না বলিয়া ইঁহার নাম নগ। "যমরাজ ও ধর্ম্মরাজ ইহারা দুইজন শিলার নিশ্চলার্থ অবস্থিত, আমার পিতৃগণের মুক্তি কামনায় তাঁহাদিগকে বলিপ্রদান করিতেছি, এই যে বৈবস্বত কুলোদ্ভব শ্যাম ও শবলাখ্য কুক্কুরদ্বয়ঃ ইহাদিগকে বলিপ্রদান করিলাম, ইহারা যেন আমার কোনরূপ হিংসা করে না? ঐন্দ্র, বারুণ, বায়ব্য, যাম্য এবং নৈর্ঋত দিগস্থিত বায়সগণভূমিতে মৎপ্রদত্ত বলি গ্রহণ করুক" এই স্থানে পিণ্ডদানকালে পিণ্ডদাতা এই সকল প্রার্থনা করিলেন। শিলার দক্ষিণহস্ত কুণ্ডপর্ব্বত

বহ্নির্দ্বৌ বরুণৌ রুদ্রাশ্চত্বারঃ পিতৃমোক্ষদাঃ।।
ভরতাশ্রমমাসাদ্য আগমেৎ পূজয়েন্নরঃ।।৩৩
পাপেভ্যশ্চোপপাপেভ্যো মুচ্যতে পিতৃভিঃ সহ
যত্র কুত্রাপি দেবর্ষে ভরতস্যাশ্রমে নরঃ।
স্নাতঃ শ্রাদ্ধাদিকং কুর্য্যাত্তৎকল্পেহ পান হীয়তে
গয়ায়াং চাক্ষয়ং শ্রাদ্ধং জপহোমতপাংসি চ
সর্ব্বমানন্ত্যমাপ্নোতি যদ্দত্তং ভরতাশ্রমে।।৩৫
চতুর্যুগস্বরূপেণ চতস্রো রবিমূর্ত্তয়ঃ।
দৃষ্টবাঃ স্পৃষ্টাঃ পূজিতাস্তাঃ পিতৃণাং মুক্তিদায়িকাঃ
মুক্তিবামন ইত্যেষ তারকাখ্যো বিধিঃ পরঃ।
সংসারার্ণবমগ্নানাং নাবাবেতৌ সুরেশ্বরৌ।
তারকং ব্রহ্ম বিশেষাং মৃতানাং জীবতামিদম্।
ত্রিবিক্রমঞ্চ ব্রহ্মাণং যঃ পশ্যেৎ পুরুষোত্তমম্।
পিতৃভিঃ সহ ধর্ম্মাত্মা স যাতি পরমাং গতিম্।।
শিলায়া বামপাদেঽপি তথাভ্যুদয়কো গিরিঃ
স্থাপিতঃ পিণ্ডদস্তত্র পিতৄন্ ব্রহ্মপুরং নয়েৎ।।
নৈমিষারণ্যপার্শ্বে তু ইজে ব্রহ্মা সুরৈঃ সহ
মুখ্যসংজ্ঞং হি তত্তীর্থং দেবাস্তত্র পদে স্থিতাঃ
ত্রিষু তেষু পদেষেব তীর্থেষু মুনিসত্তম।
যৎকিঞ্চিদশুভং কর্ম্ম তৎপ্রণশ্যতি নারদ।।
তন্নৈমিষবনং পুণ্যং সেবিতং পুণ্যকৌলকৈঃ
তত্র ব্যাসঃ শুকঃ পৈলঃ কণ্বো বেধাঃ শিবো হরিঃ।।৪২
তেষাং দর্শনমাত্রেণ মুচ্যতে পাতকৈর্নরঃ
বামহস্তে শিলায়াস্তু তথা চোদ্যন্তকো গিরিঃ।।
স পর্ব্বতঃ সমানীতো হ্যগস্ত্যেন মহাত্মনা।
তত্র ব্রহ্মা হরশ্চৈব উপশ্চোগ্রঞ্চ চক্রতুঃ। ৪৪
তত্রাগস্ত্যস্য হি বরং কুণ্ডং ত্রৈলোক্যদুর্লভম্।
যত্র মুন্যষ্টকং সিদ্ধং তপস্তপ্ত্বা শিবং গতম্;
কুণ্ডে মুন্যষ্টকং নত্বা পিতৄন্ ব্রহ্মপুরং নয়েৎ.।

প্রতিষ্ঠিত। এই কুণ্ড পর্ব্বতে তিমিরাদিত্য, ঈশান, ভর্গ, বহ্নি, বরুণদ্বয় এবং রুদ্রচতুষ্টয়—এই সকল মহেশ্বর পিতৃগণের মোক্ষদাতা। ভরতাশ্রমে আগমনপূর্ব্বক যে মানব ইহাঁদিগকে প্রণাম ও পূজা করে, সে পিতৃগণ সহ পাপ ও উপপাপ হইতে মুক্ত হয়. হে দেবর্ষে! এই ভরতাশ্রমের যে কোন স্থানে স্নান ও শ্রাদ্ধাদিকারী ব্যক্তি ভরত হইতে কোনক্রমেই হীন নহে. গয়ায় শ্রাদ্ধ, জপ, হোম ও তপস্যা অক্ষয় হয়—বিশেষতঃ ভরতাশ্রমে প্রদত্ত শ্রাদ্ধাদি অনন্ত ফলপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এখানে চতুর্যুগ স্বরূপ সূর্য্যের চারিটী মূর্ত্তি আছে, ঐ মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের দর্শন ও স্পর্শন বা পূজন পিতৃগণের মুক্তিদায়ক। মুক্তি ও বামন তারক নামে আরও অত্যুত্তম দুইটী মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় সংসারসাগর মগ্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে ঐ সুরেশদ্বয় নৌকাস্বরূপ এবং ঐ তারকব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কি মৃত, কি জীবিত, সকলেরই মুক্তিদাতা। যিনি তত্রত্য পুরুষোত্তম ত্রিবিক্রম ও ব্রহ্মাকে দর্শন করেন, সেই ধর্ম্মাত্মা পিতৃগণ সহ-পরমগতি প্রাপ্ত হন। শিলার বামপাদে অভ্যুদয়ক গিরি প্রতিষ্ঠিত; সেখানে পিণ্ডদান করিয়া নর পিতৃগণকে ব্রহ্মপুরে প্রেরণ করিতে পারে। এখানে নৈমিষারণ্যের পার্শ্বদেশেই ব্রহ্মা দেবগণ সহ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই তীর্থই এ স্থানে শ্রেষ্ঠ; দেবগণও এইখানেই নিত্য অবস্থিত। হে মুনিসত্তম নারদ। এই সকল তীর্থ ও আশ্রমপদ মানবের সমস্ত অশুভকর্ম্ম বিনাশ করিয়া থাকে।২৮—৪১। এই পুণ্য নৈমিষারণ্য ব্যাস, শুক, পৈল, কণ্ব, ব্রহ্মা, শিব, হরি এবং অন্যান্য পুণ্যকারিগণে সেবিত; ইহাঁদিগের দর্শন মাত্রই নর পাতক হইতে মুক্ত হয়। শিলার বামহস্তে উদ্যন্তক নামক এক পর্ব্বত অবস্থিত। মহাত্মা অগস্ত্য কর্ত্তৃক এই পর্ব্বত আনীত হয়, এখানে ব্রহ্মা ও শিব উগ্র তপস্যা ত্রৈলোক্যদুর্লভ একটী অগস্ত্য কুণ্ড আছে। এখানে ব্যাস শুকাদি আট জন মুনি তপঃসিদ্ধ হইয়া শিবলোকে গমন করিয়াছিলেন। ঐ মুন্যষ্টক নামককুণ্ডকে নমস্কার

অগস্ত্যেনাথ দেবর্ষে উদয়াদ্রের্মহাত্মনা।
শিলায়া বামহস্তেঽপি স্থাপিতো গিরিরাট্ শুভঃ
বাদিত্রধ্বোনিব্যগীতেরাদ্যো বাদিত্রকো গিরিঃ
তত্র বিদ্যাধরো নাম-গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণৈঃ।
সমেতোঽদ্যাপি গীতানি দিব্যানি সহ গীয়তে
মোহনশ্চ সুনীথশ্চ শৈলূজো মোহনোত্তমঃ।
পর্ব্বতো নারদধ্যানী সঙ্গীতী পুষ্পদন্তকঃ।
হাহাহূহুপ্রভৃতয়ো গীতনাদং প্রচক্রিরে।।৪৮
তথা চিত্ররথো নাম সর্ব্বগন্ধর্ব্বসংবৃতঃ।
গায়ন্তি মধুরাণ্যেব গীতান্যেষ্টৌ মহোৎসবম্।।
অতঃ স পর্ব্বতো দেবৈঃ সেব্যতেঽদ্যাপি
নিত্যশঃ।

ধর্ম্মরাজস্তত্র দেবো হরো ভস্মাঙ্গরাগবান্।।
পার্ব্বত্যা সহিতো রুদ্রঃ পর্ব্বতে গীতনাদিতে।
মোদতে পূজিতো ধ্যেয়ঃ পিতৄণাং পরমাং
গতিম্।।৫১
গয়ায়াং পরমাত্মা হি গোপতির্ব্বা গদাধরঃ।
হীয়তে বৈষ্ণবী মায়া তথা রুদ্রার্চ্চয়া মুনে।।
শিলায়া দক্ষিণে হস্তে ভস্মকূটো গিরির্ধৃতঃ।
ধর্ম্মরাজেন তত্রাস্তে অগস্ত্যঃ সহ ভার্য্যয়া।।
অগস্ত্যস্য পদে স্নাতঃ পিণ্ডদো ব্রহ্মলোকগঃ।
ব্রহ্মণস্তু বরং লেভে মাহাত্ম্য ভুবি দুর্লভম্।
লোপামুদ্রাং তথা ভার্য্যাং পিতৄণাং পরমাং
গতিম্।

তত্রাগস্ত্যেশ্বরং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া।।৫৫
অগস্ত্যঞ্চ সভার্য্যঞ্চ পিতৄন্ ব্রহ্মপুরং নয়েৎ।
দণ্ডিনাথ তপস্তেপে সীতাদ্রের্দক্ষিণে গিরৌ।
বটো বটেশ্বরস্তত্র স্থিতশ্চ প্রপিতামহঃ
তদগ্রে রুক্মিণীকুণ্ডং পশ্চিমে কপিলা নদী।
কপিলেশো নদীতীরে অমাস্যাবস্যাগমে।।
কপিলায়াং নরঃ স্নাত্বা কপিলেশং সমর্চ্য চ।
কৃতে শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানে পিতরো মোক্ষমাপ্নুয়ুঃ।

করিলে পিতৃগণ ব্রহ্মপুরে গমন করেন। হে দেবর্ষে। মহাত্মা অগস্ত্য উদয়-গিরি হইতে এই মনোরম গিরিশ্রেষ্ঠ উদ্যন্তককে শিলার বাম হস্তে স্থাপিত করেন, এখানে দিব্য গীত বাদ্য ধ্বনিত হওয়ায় এই আদি পর্ব্বত যেন স্বর্গ বলিয়া অনুমিত হয়। অপ্সরাগণ সহ বিদ্যাধরেরা এই পর্ব্বতে সমাগত হইয়া অদ্যাপি দিব্য গীত গাহিয়া থাকেন। মোহন, সুনীথ, শৈলূজ, মোহনোত্তম, পর্ব্বত, নারদ, ধ্যানী, সঙ্গীতী ও পুষ্পদন্তক এবং হাহাহূহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ এই পর্ব্বতে গীতধ্বনি করিয়া থাকেন; এইরূপ সকলগন্ধর্ব্বে পরিবৃত হইয়া চিত্ররথ নামক এক গন্ধর্ব্ব এই পর্ব্বতে মধুর গীত ও মহা উৎসব করিয়া থাকেন। দেবগণ আজও নিত্য বাদিত্র মুখরিত এই পর্ব্বতের সেবা করেন। হে বিপ্রগণ! পার্ব্বতী ও রুদ্রগণ সহ ভস্মাঙ্গারধারী হর এখানে অধিষ্ঠিত। ঐ হরের পূজা ও ধ্যান করিলে পিতৃগণের শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয়। হে মুনে! এই গয়াধামে যিনি গোপালক পরমাত্মা গদাধর ও শঙ্করের অর্চনা করেন, তিনি বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হন না। শিলার দক্ষিণকরে ধর্ম্মরাজ ভস্মকূট গিরি ধারণ করিয়াছেন। এখানে পত্নী জনগুয়া সহ অগস্ত্য মুনি বাস করেন; এই অগস্ত্যপদে স্নান ও পিণ্ডদান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। মহর্ষি অগস্ত্য এই স্থানে ব্রহ্মার নিকট হইতে ত্রৈলোক্য-দুর্লভ বর ও লোপামুদ্রা নাম্নী পত্নী লাভ করেন এবং এই স্থানমাহাত্ম্যে পিতৃগণের পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মহত্যাকারীও এই অগস্ত্যেশ্বর দর্শন করিয়া মুক্ত হয়। ৪২—২৫ পত্নী সহ অগস্ত্যদর্শনকারীর পিতৃগণ ব্রহ্মপুরে গমন করেন। সীতাদ্রির দক্ষিণে দণ্ডী তপস্যা করেন, সেখানে একটী প্রধান বটবৃক্ষ আছে। তথায় ব্রহ্মা অবস্থিতি করেন। তাঁহার সম্মুখে রুক্মিণীকুণ্ড, পশ্চিমে কপিলা নদী। অমাবস্যার দিন কপিলেশ এখানে আসিয়া থাকেন; মানব এই কপিলা নদীতে স্নান ও কপিলেশ্বর পূজা করিয়া শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিলে তাহার পিতৃগণ মুক্তিলাভ করেন। এই গিরিবর

অগ্নিধারা গিরিনষাদাগতোঽন্তকাদন্।
তত্র সারস্বতং কুণ্ডং সরস্বত্যা প্রকল্পিতম্।।
শুক্রস্তত্র সুতৈঃ সার্দ্ধং ষণ্ডামর্করয়ন্তে নরঃ।।
তত্র তত্র মুনীন্দ্রাণাং পদেষু মুনিসত্তম।
শ্রাদ্ধপিণ্ডাদিকৃৎস্নাতঃ পিতৃংস্তারয়তে নরঃ।
শিলায়া বামহস্তেঽপি গৃধ্রকূটো গিরির্ধৃতঃ
গৃধ্ররূপেণ সংসিদ্ধাস্তপস্তপ্ত্বা মহর্ষয়ঃ।।৬১
অতো গিরির্গৃধ্রকূটস্তত্র গৃধ্রেশ্বরঃ স্থিতঃ।
দৃষ্ট্বা গৃধ্রেশ্বরং নত্বা যাযাচ্ছম্ভোঃ পদং নরঃ।।
তত্র গৃধ্রে গুহায়াঞ্চ পিণ্ডদঃ শিবলোকভাক্।
তত্র গৃধ্রে বটং নত্বা প্রাপ্তকামো দিবং ব্রজেৎ
ঋণমোক্ষং পাপমোক্ষং শিবং দৃষ্ট্বা শিবং
ব্রজেৎ।
শূলক্ষেত্রঞ্চ তত্রাস্তে পিণ্ডদঃ স্বর্নয়েৎপিতৄন্।।
আদিপালেন গিরিণা সমাক্রান্তং শিলোদরম্
তত্রাস্তে গজরূপেণ বিঘ্নেশো বিঘ্ননাশনঃ।।
তং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে বিঘ্নৈঃ পিতৄন্ ব্রহ্মপুরং নয়েৎ
নিতম্বে মুণ্ডপৃষ্ঠস্য দেবদারুবনং স্মৃতং।
মুণ্ড পৃষ্ঠারবিন্দাখ্যৌ দৃষ্ট্বা পাপং বিনাশয়েৎ।।
গয়ানাভৌ সুষুম্নায়াং পিণ্ডদঃ স্বর্নয়েৎ পিতৄন্।
শিলায়া বামপাদে তু স্থাপিতঃ প্রেতপর্ব্বতঃ।
ধর্ম্মরাজেন পাপেভ্যো গিরিঃ প্রেতশিলাহ্বয়ঃ
পাদেন দূরে নিক্ষিপ্তঃ শিলায়াঃ পাপভারতঃ;
গতঃ শিলায়াঃ সংস্পর্শাৎ প্রেতকূটঃ পবিত্রতাম্
প্রেতকুণ্ডঞ্চ তত্রাস্তে দেবাস্তত্র পদে স্থিতাঃ।
তত্র কুণ্ডাদিকং কৃত্বা প্রেতত্বান্মোচয়েৎ পিতৄন্।
পৃথক্স্থিতাশ্চ বহবো বিঘ্নকারিণ এব তে।
শ্রাদ্ধাদিকারিণাং নৃণাং তীর্থে পিতৃবিমুক্তয়ে।।
প্রেতা ধানুষ্করূপেণ করগ্রহণকারকাঃ।৭০

অন্তক পর্ব্বতের সমীপ দিয়া একটী অগ্নিধারা আসিয়াছে। এখানে সরস্বতীকুণ্ড বিদ্যমান। ঐ কুণ্ড সরস্বতী-নির্ম্মিত; ষণ্ডামর্কাদি পুত্রগণসহ শুক্র এখানে অবস্থিত। হে ঋষিসত্তম! অত্রত্য মুনীন্দ্রগণের আশ্রমে স্নান ও শ্রাদ্ধ পিণ্ডাদি দানের মানব পিতৃগণের উদ্ধার করিয়া থাকে। শিলা বামহস্ত দ্বারা গৃধ্রকূট পর্ব্বত ধারণ করিয়াছেন। এখানে মহর্ষিগণ গৃধ্ররূপে তপস্যা করিয়া সম্যক্‌প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এখানে গৃধ্রেশ্বর বিরাজিত, এইজন্য এই পর্ব্বতের গৃধ্রকূট নাম হইয়াছে; মানব এই গৃধ্রেশ্বরের দর্শনে শিবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এই গৃধ্রকূটের গুহায় পিণ্ডদান করিয়া শিবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।এখানে একটী বটবৃক্ষ আছে ঐ বটবৃক্ষকে নমস্কার করিলে অভীষ্টসিদ্ধি ও স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। এখানে ঋণমোক্ষ ও পাপমোক্ষ নামক শিব আছেন। ঐ শিবের দর্শনে শিবলোক লাভ হয়; এখানে একটী শূলক্ষেত্রও বিদ্যমান। এই শূলক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণ স্বর্গ গমন করেন। আদিপাল নামক পর্ব্বতদ্বারা শিলার উদর আক্রান্ত হইয়াছে। তথায় গজরূপী বিঘ্ননাশন বিনায়ক বিদ্যমান তাঁহাকে দর্শন করিলে সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হয় এবং পিতৃগণ স্বর্গে গমন করেন। মুণ্ডপৃষ্ঠের নিতম্বদেশে এক দেবদারুবন আছে ঐ মুণ্ডপৃষ্ঠ ও অরবিন্দ পর্ব্বত দর্শন করিলে পাপ বিনষ্ট হয় গয়ার নাভি ও সুষুম্না ক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণ স্বর্গ গমন করেন। ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক শিলার বামপাদে প্রেত পর্ব্বত স্থাপিত হইয়াছে। এই গিরি পূর্ব্বে পাপময় ছিল বলিয়া প্রেতপর্ব্বত নামে অভিহিত; অতীব পাপভারান্বিত দর্শনে ধর্ম্মরাজ ইহা বামপদ দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করেন ধর্ম্মরাজের পাদস্পর্শে এই প্রেত পর্ব্বত পবিত্রতা লাভ করে। এখানে একটী প্রেত কুণ্ডও আছে দেবগণ সর্ব্বদা তথায় বিদ্যমান; এখানে কুণ্ডাদি নির্ম্মাণে প্রেতলোক হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এখানে যাহারা শ্রাদ্ধাদি দানের জন্য গমন করে, প্রেতগণ ধনুর্দ্ধারণ করিয়া তাহাদের নিকট কর গ্রহণ করিয়া থাকে। মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্ব্বত

পাদাঙ্কিতাং মুণ্ডপৃষ্ঠাং মহাদেবনিবাসিনীম্।
তাং দৃষ্ট্বা সর্ব্বলোকে মুক্তঃ পাপোপপাতকৈঃ
গয়াশিরসি পুণ্যে চ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতে।
প্রেতাদিবর্জ্জিতং যস্মাত্ততোঽতিপাবনং বরম্
কীকটেষু গয়া পুণ্যা পুণ্যা রাজগৃহং বনম্।
চ্যবনস্যাশ্রমং পুণ্যং নদী পুণ্যা পুনঃপুনা।।৭৩
বৈকুণ্ঠো লোহদণ্ডশ্চ গৃধ্রকূটশ্চ শোণকঃ।
অত্র শ্রাদ্ধাদিনা সর্ব্বান্ পিতৃন ব্রহ্মপুরং নয়েৎ
ক্রৌঞ্চরূপেণ হি মুনির্মুণ্ডপৃষ্ঠে তপোঽকরোৎ
তস্য পাদাঙ্কিতো যস্মাৎ ক্রৌঞ্চপাদস্ততঃ স্মৃতঃ
স্নাতো জলাশয়ে তত্র নয়েৎ স্বর্গং স্বকং কুলম্
বলিঃ কাকশিলায়াঞ্চ কাকেভ্যো ঋণমোক্ষদঃ।।
মুণ্ডপৃষ্ঠস্য সানৌ হি লোমশো লোমহর্ষণঃ।
যাবেতৌ পরমং তপ্ত্বা তপঃসিদ্ধিং পরাং গতৌ
আহৃতাস্তু সরিচ্ছ্রেষ্ঠা লোমশেন মহানদী।
শরাবতী বেত্রবতী চন্দ্রভাগা সরস্বতী।।৭৮
কাবেরী সিন্ধুরীরা চ চন্দনা চ সরিদ্বরা।
বাশিষ্ঠা সরযূর্গঙ্গা যমুনা গণ্ডকীন্দিরা।।৭৯
মহাবৈতরণী নাম্না নিক্ষরা চ দিবৌকসঃ।
সাবব্যলকনন্দা চ উদীচী কনকাহ্বয়া।।৮০
কৌশিকী ব্রহ্মদা জ্যেষ্ঠা সর্ব্বস্যাঘবিমোচিনী।
কৃষ্ণরেখা চর্ম্মণ্বতী জেনদৌ মুক্তিদায়িকে।।৮১
আহৃতে সরিতাং শ্রেষ্ঠে লোমহর্ষেণ সাহসাৎ।
তপসস্তু প্রভাবেণ নর্ম্মদা মুনিপুঙ্গব,
তাসু সর্ব্বাসু যঃ স্না পিণ্ডদঃ স্বর্নয়েৎপিতৃন
ব্রহ্মযোনিং প্রবিশ্যাথ নির্গচ্ছেদ্যস্তু মানবঃ।
পরং ব্রহ্ম স যাতীহ বিমুক্তো যোনিসঙ্কটাৎ।।
নিক্ষরায়াং পুষ্করিণ্যাং স্নাতঃ শ্রাদ্ধাদিকৃৎ নরঃ।
কুর্য্যাৎ ক্রৌঞ্চপদে দিব্যে নিয়মাদ্দিনত্রয়ম্।
সর্ব্বান্ পিতৃন্নয়েৎ স্বর্গং পঞ্চ পাপিন এব চ।
জনার্দ্দনো ভস্মকূটে তস্য হস্তে তু পিণ্ডদঃ।

মহাদেবের পাদদ্বারা অঙ্কিত এবং এখানে তাঁহার বাসস্থান। এই মুণ্ডপৃষ্ঠকে দর্শন করিয়া মানবগণ পাপ ও উপপাতক হইতে মুক্ত হয়। সর্ব্বপাপ বিবর্জ্জিত পবিত্র গয়াশিরে প্রেতাদির অধিকার নাই, এজন্য ঐ গয়াশির অতি পবিত্র। কীকটদেশে বনের মধ্যে রাজগৃহ, আশ্রমের মধ্যে চ্যাবনাশ্রম, নদীর মধ্যে পুনঃপুনা নদী এবং ক্ষেত্রমধ্যে এই গয়াক্ষেত্র অতিপূত। এই গয়ায় বৈকুণ্ঠ, লোহদণ্ড, গৃধ্রকূট ও শোণকনামক কয়টী স্থান আছে, এই সকল স্থানে শ্রাদ্ধাদি করিলে সমস্ত পিতৃলোক ব্রহ্মপুরে গমন করেন। মুণ্ডপৃষ্ঠে ক্রৌঞ্চরূপ ধারণপূর্ব্বক ক্রৌঞ্চ মুনি তপস্যা করেন। ঐ মুনির পাদদ্বারা অঙ্কিত হইয়া ঐ মুণ্ডপৃষ্ঠ ক্রৌঞ্চপদ নামে অভিহিত হইয়াছে, অত্রত্য জলাশয়ে স্নান করিলে স্নানকারীর পিতৃকুল স্বর্গ গমন করে। এখানে একটী কাকশিলা , ঐ কাকশিলায় বলি প্রদানে কাকগণের ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। মুণ্ডপৃষ্ঠের সানুদেশে লোমহর্ষণ লোমশ ও ক্রৌঞ্চপাদে তপস্যাকারী ক্রৌঞ্চ—এই মুনিদ্বয় পরম তপস্যা করিয়া অত্যুত্তম সিদ্ধিলাভ করেন। লোমশ মুনি স্বীয় তপঃপ্রভাবে শরাবতী, বেত্রবতী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, কাবেরী, সিন্ধু, ইয়া নদী, শ্রেষ্ঠ চন্দনা, বাশিষ্ঠী, সরযূ, গঙ্গা, যমুনা, গণ্ডকী, ইন্দিরা, মহাবৈতরণী, নিধারা, সাবর্বী, অলকনন্দা, উদীচী, কনকা, কৌশিকী, ব্রহ্মদা, মুক্তিদাত্রী কৃষ্ণরেখা ও চর্ম্মণ্বতী এবং নর্ম্মদা এই সকল নদীশ্রেষ্ঠগণকে আনয়ন করেন, এই সমস্ত নদীই স্বর্গ হইতে ক্ষরিত এবং সর্ববিধ পাপ-বিনাশে সমর্থ। হে মুনিপুঙ্গব! স্বীয় তপঃপ্রভাবে লোমশ কর্ত্তৃক এই সকল অত্যুত্তম নদী সমাহৃত হইয়াছে। এ সমস্ত নদীতে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি পিণ্ডদান করে, তাহার পিতৃগণ স্বর্গ গমন করিয়া থাকেন। ৫৬—৮২। যে মানব ব্রহ্মযোনিতে প্রবেশ করিয়া অনন্তর তথা হইতে নির্গমন করে, সে যোনিসঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। দিব্য ক্রৌঞ্চপাদে নিক্ষারা নামক পুষ্করণী বিদ্যমান, মানব এই পুষ্করণীতে নিয়মপূর্ব্বক দিনত্রয় স্নান ও শ্রাদ্ধাদি করিলে তদীয় পিতৃগণ পঞ্চবিধ মহাপাতকযুক্ত হইলেও

আত্মনোহপথ্যবান্যেবাং সব্যেনাপি তিলৈর্বিনা
জীবতাং দধিসম্মিশ্রং সর্ব্বে তে বিষ্ণুলোকগাঃ
যস্ত্র পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দ্দন
যমুদ্দিশ্য ত্বয়া দেয়স্তস্মিন্ পিণ্ডো মৃতে প্রভো
এষ পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দ্দন।
অন্তকালে গতে মহ্যং ত্বয়া দেয়ো গয়াশিরে।।
জনার্দ্দন নমস্তুভ্যং নমস্তে পিতৃমোক্ষদ।
পিতৃপতে নমস্তে তু নমস্তে পিতৃরূপিণে।।৮৯
গয়ায়াং পিতৃরূপেণ স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ।
তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ।।
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ ঋণত্রয়বিমোচক।
লক্ষ্মীকান্ত নমস্তে তু পিতৃণাং মোক্ষদো ভব।।
বামজানুং সুসম্পাত্য নত্বা ভীমো জনার্দ্দনম্
শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং কৃত্বা ভ্রাতৃভির্ব্রহ্মলোকভাক্।
পিতৃভিঃসহ ধর্ম্মাত্মা কুলানাঞ্চ শতেন চ।।৯১
শিলায়াং ব্যক্তরূপেণ ব্যক্তাব্যক্তাত্মনা স্থিতঃ
লক্ষ্মীশো বিবুধৈঃ সার্দ্ধং তস্মাদ্দেবময়ী শিলা

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে গয়ামাহাত্ম্যং নামাষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।।১০৮।।

নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কথং ব্যক্তস্বরূপেণ স্থিতশ্চাদিগদাধরঃ।
কথং ব্যক্তস্বরূপেণ ব্যক্তাব্যক্তাত্মনা স্থিতঃ।।১
কথং গদা সমুৎপন্না কথং হ্যাদিগদাধরঃ।
গদালোলং কথং চাসীৎ সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্।।২

সনৎকুমার উবাচ।

গদো নামাসুরো হ্যাসীদ্বজ্রাদ্বজ্রতরো দৃঢ়ঃ।
প্রার্থিতো ব্রহ্মণে প্রাদাৎ স্বশরীরাস্থি দুস্ত্যজম্
ব্রহ্মোক্তো বিশ্বকর্ম্মাপি গদাং চক্রেহদ্ভুতাং তদা

স্বর্গ গমন করিয়া থাকেন। ভস্মকূট পর্ব্বতে জনার্দ্দন বিরাজিত। এই জনার্দ্দনের বামহস্তে জীবিত ব্যক্তির দধিমিশ্রিত পিণ্ডদান করিতে হয়। ঐরূপ পিণ্ড নিজের কিংবা অন্যেরও দেওয়া যায়, কিন্তু পিণ্ডে তিল মিশ্রিত করিবে না। যাহাদের উদ্দেশে জনার্দ্দনের হস্তে পিণ্ড অর্পিত হয়, সে সমস্ত লোকই বিষ্ণুলোকে গমন করে। পিণ্ডদানকালে এইরূপ প্রার্থনা করিবে "হে জনার্দ্দন! আমার কিংবা যাহার উদ্দেশে তোমার হস্তে এই পিণ্ড দান করিলাম, আমি কিংবা তদ্ব্যক্তি মৃত হইলে তুমি গয়াশিরে এই পিণ্ড পৌঁছাইয়া দিও. হে জনার্দ্দন! তুমিই পিতৃগণের মোক্ষদাতা, তোমাকে নমস্কার; হে পিতৃপতে! তুমি পিতৃরূপী, তোমাকে নমস্কার। জনার্দ্দন স্বয়ং পিতৃরূপে গয়ায় অবস্থিত। সেই পুণ্ডরীকনয়ন জনার্দ্দনকে দর্শন করিয়া মানব দেব, ঋষি ও পিতৃ এই ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হয়। ধর্ম্মাত্মা ভীম বাম জানু সম্পাতিত করিয়া—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি ত্রিবিধ ঋণ হইতে বিমোচন কর, হে লক্ষ্মীকান্ত! তুমি পিতৃগণের মোক্ষদ হও, তোমাকে নমস্কার। এইরূপে প্রার্থনা সহকারে সপিণ্ডগণ সহ পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি করিয়া ভ্রাতৃগণ, পিতৃগণ এবং শত কুল সহ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী পতি বিষ্ণু সমস্ত দেবগণ সহ ব্যক্ত ও ব্যক্তা-ব্যক্তরূপে এই শিলায় অবস্থিত; এজন্য এই শিলা দেবময়ী হইয়াছে।৮৩—৯২।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।।১০৮।।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—আদি গদাধর বিষ্ণু কি জন্য ব্যক্তরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া আবার ব্যক্তাব্যক্তরূপে এই শিলায় অবস্থিত? তাঁহার গদাই বা কিরূপে সমুৎপন্ন হইল এবং সর্ব্বপাপক্ষয়কর গদালোলই বা কেন সম্ভূত হইল? সনৎকুমার উত্তর করিলেন,—পূর্ব্বকালে গদ নামক এক অসুর ছিল। তাহার অস্থি বজ্র হইতেও দৃঢ়। এক সময় ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া দুস্ত্যজ হইলেও সে তাহার শরীরাস্থি

তদস্থি বজ্রনিষ্পেষৈঃ কুন্দৈঃ স্বর্গে হ্যধারয়াৎ ।।৪
অথ কালেন মহতা মনৌ স্বায়ম্ভুবে ক্বচিৎ।
হেতী রক্ষো ব্রহ্মপুত্রস্তপস্তেপে সুদারুণম্।।৫
দিব্যবর্ষসহস্রাণাং শতং বায়ুমভক্ষয়ৎ।
ঊর্দ্ধমুখশ্চোর্দ্ধবাহুশ্চ পাদাঙ্গুষ্ঠভরেণ হ ।।৬
একেনাতিষ্ঠদব্যগ্রঃ শীর্ণপর্ণানিলাশনঃ।
ব্রহ্মাদীংস্তপসা তুষ্টান্ বব্রে বরপ্রদান্ ।।৭
দেবৈর্দৈত্যৈশ্চ শস্ত্রাস্ত্রৈর্বিবিধৈর্নরাদিভিঃ।
কৃষ্ণেশানাদিচক্রাদ্যৈরবধ্যঃ স্যাং মহাবলঃ ।।৮
তথেত্যুক্তান্তর্হিতাস্তে হেতির্দেবানথাজয়ৎ।
ইন্দ্রত্বমকরোদ্ভেতির্ভীতা ব্রহ্মহরাদয়ঃ ।।৯
হরিং তে শরণং জগ্মুরূচুর্হেতিং জহীতি তান্।

তাঁহাকে অর্পণ করে। অনন্তর ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা বজ্রনিষ্পেষণে সমর্থ কুন্দ (কুঁদ) দ্বারা গদাসুরের অস্থি হইতে এক অদ্ভুত গদা নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্গে স্থাপন করেন। অনন্তর বহুদিন অতীত হইলে এক অদ্ভুত গদা নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্গে স্থাপন করেন অনন্তর বহুদিন অতীত হইলে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের কোন এক সময়ে ব্রহ্মনন্দন হেতি রাক্ষস দিব্যপরিমাণে শত সহস্র বৎসর সুদারুণ তপস্যা করে তপস্যাকালে সে কখন বায়ুভোজী, কখন ঊর্দ্ধমুখ, কখন ঊর্দ্ধবাহু, কখন অঙ্গুষ্ঠমাত্রনির্ভর, কখন এক অঙ্গুষ্ঠে নিশ্চলভাবে অবস্থিত, কখন শুষ্কপর্ণাহারী হইয়াছিল। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বরদানার্থ তৎসমীপে উপস্থিত হইলে সে প্রার্থনা করিল,—"হে দেবগণ! দেব, দৈত্য, নর, বিবিধ অস্ত্র, শস্ত্র, দেব কৃষ্ণ ও ঈশান এবং চক্রাদি অস্ত্রেরও আমি অবধ্য ও আমি যেন মহাবলশালী হই।" দেবগণ তৎকালে "তাহাই হউক" বলিয়া অন্তর্হিত হইলে হেতিও যুদ্ধে দেবগণকে পরাভূত করিয়া ইন্দ্রত্ব ভোগ করিতে লাগিল তখন ব্রহ্মা ও হরাদি দেবগণ ভীত হইয়া হরির শরণ লইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—আপনি হেতিকে নিহত করুন। বিষ্ণু উত্তর করিলেন, হে সুরগণ!

ঊচে হরিরবধ্যোঽয়ং হেতির্দেবাসুরৈঃ সুরাঃ।
মহাস্ত্রং মে প্রযচ্ছধ্বং হেতিং হন্মি হি যেন তম্
ইত্যুক্তাস্তে ততো দেবা গদাং তাং হরয়ে দদুঃ
দধার তাং গদামাদৌ দৈবৈরুক্তো গদাধরঃ।
গদয়া হেতিমাহত্য দেবৈঃ স ত্রিদিবং যযৌ।।১২
গদামাদাববষ্টভ্য গয়াসুরশিরঃশিলাম্।
নিশ্চলার্থং স্থিতো যস্মাত্তস্মাদাদিগদাধরঃ।।১৩
শিলাপর্ব্বতরূপেণ ব্যক্ত আদিগদাধরঃ
শিলাসৌ মুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রি প্রভাসো নাম পর্ব্বতঃ।।
উদ্যন্তো গীতনাদশ্চ ভস্মকূটো গিরির্মহান্
গৃধ্রকূটঃ প্রেতকূটশ্চাদিপালোঽরবিন্দকঃ।।১৫
পঞ্চলোকঃ সপ্তলোকা বৈকুণ্ঠো লোহদণ্ডকঃ
ক্রৌঞ্চপাদোঽক্ষয়বটঃ ফল্গুতীর্থং মধুস্রবা।।
দধিকুল্যা মধুকুল্যা দেবিকা চ মহানদী।
বৈতরণ্যাদিরূপেণ ব্যক্ত আদিগদাধরঃ।।১৭

এই হেতি দেবাসুরের অবধ্য, অতএব যাহা দ্বারা আমি হেতিকে নিহত করিতে পারি, আপনারা আমাকে এইরূপ একটী মহাস্ত্র প্রদান করুন। হরি এইরূপ বলিলেন দেবগণ গদাসুরাস্থি নির্ম্মিত ঐ সুদৃঢ় গদা তাঁহাকে প্রদান করিলেন।১—১৩। গদাধর হরি, দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া প্রথমে ঐ গদা ধারণ করিলেন অনন্তর ঐ গদা দ্বারা হেতির নিধন সাধন করিয়া দেবগণ সহ ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন। প্রথমে বিষ্ণু এই গদা ধারণ-পূর্ব্বক গয়াসুরকে নিশ্চল করিবার নিমিত্ত তদীয় শিরঃস্থিত শিলাকে নিপীড়ন করিয়া অবস্থিত হন; এজন্য ইহাঁর নাম আদিগদাধর। আদিগদাধর শিলাপর্ব্বতরূপে ব্যক্ত এবং গয়াসুর-শিরঃস্থিত শিলা, মুণ্ডপৃষ্ঠ, প্রভাস, উদ্যন্ত, গীতনাদ, ভস্মকূট, গৃধ্রকূট, প্রেতকূট, আদিপাল, অরবিন্দক প্রভৃতি মহাগিরি; পঞ্চলোক, সপ্তলোক, বৈকুণ্ঠ, লোহদণ্ডক, ক্রৌঞ্চপাদ ও অক্ষয়বট প্রভৃতি ক্ষেত্র, ফল্গুতীর্থ, মধুস্রবা, দধিকুল্যা, মধুকুল্যা, মহানদী দেবিকা ও বৈতরণী নদী প্রভৃতি ব্যক্তরূপেও

বিষ্ণোঃ পদং রুদ্রপদং ব্রহ্মণঃ পদমুত্তমম্।
কশ্যপস্য পদং দিব্যং দ্বৌ হস্তৌ যত্র নির্গতৌ
পঞ্চাগ্নীনাং পদান্যত্র ইন্দ্রাগস্ত্যপদে পরে।
রবেশ্চ কার্ত্তিকেয়স্য ক্রৌঞ্চমাতঙ্গয়োরপি।।১৯
মুখ্যলিঙ্গানি সর্ব্বাণি ব্যক্তাব্যক্তাত্মনা স্থিতঃ
আদ্যে গদাধরশ্চৈব ব্যক্তঃ শ্রীমান্ গদাধরঃ
গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী সন্ধ্যা চৈব সরস্বতী।
গয়াদিত্যশ্চোত্তরার্কো দক্ষিণার্কোহপি নৈমিষঃ
শ্বেতার্কো গণনাথশ্চ বসবোহষ্টৌ মুনীশ্বরাঃ
রুদ্রাশ্চৈকাদশৈবাথ তথা সপ্তর্ষয়োহপরে।।২২
সোমনাথশ্চ সিদ্ধেশঃ কপর্দ্দীশো বিনায়কঃ।
নারায়ণো মহালক্ষ্মীর্ব্রহ্মা শ্রীপুরুষোত্তমঃ।।২৩
মার্কণ্ডেয়েশঃ কোটীশো হ্যঙ্গিরেশঃ পিতামহঃ
জনার্দ্দনো মঙ্গলা চ পুণ্ডরীকাক্ষ উত্তমঃ।।২৪
ইত্যাদিব্যক্তরূপেণ স্থিতশ্চাদিগদাধরঃ
হেতির্যো রাক্ষসস্তস্মিন্ হতো বিষ্ণুপুরং গতঃ।
ব্রহ্মণা সহ রুদ্রাদ্যৈঃ কারিতে নিশ্চলেহসুরে
তুষ্টাবাদ্যগদাপাণিং বেধা হর্ষেণ নির্বৃতঃ।।২৬

ব্রহ্মোবাচ।

গদাধরং ব্যপগতকালকল্মষং
গয়াগতং বিদিতগুণং গুণাতিগম্।
গুহাগতং গিরিবরগৌরগেহগং
গণার্চ্চিতং বরদমহংনমামি।।২৭
অহঃশ্রিয়ং ত্রিদশগণাদিসুশ্রিয়ং
ভবশ্রিয়ং দিতিভবদারণশ্রিয়ম্।
কলিশ্রিয়ং কলিমলমর্দ্দনশ্রিয়ম্।
গদাধরং নৌমি তমাশ্রিতশ্রিয়ম্।।২৮
দৃঢ়াদ্দৃঢ়ং পরিবৃঢগাঢ়সংস্তুতং
অদ্ভুতং সুদৃঢ়বরাঢ়্যমাঢ়্যগম্।
তমাঢ্যগং দৃঢ়দুরিতাঢ্যটৌকিতং
অটৌকিতং দৃঢ়তরগোত্রসুক্রিতম্।।২৯
বিদেহকং করণকলাবিবর্জ্জিতং
বিজন্মকং দিনকরবেদিভূষিতম্।

আদি গদাধর বিরাজিত। ঐরূপ উত্তম বিষ্ণুপদ, রুদ্রপদ, ব্রহ্মপদ, দিব্য কশ্যপপদ ও ঐ কশ্যপপদ ও ঐ কশ্যপপদ হইতে নির্গত হস্তদ্বয়, পঞ্চাগ্নিপদ, ইন্দ্রপদ, অগস্ত্যপদ, রবিপদ, কার্ত্তিকেয়পদ, ক্রৌঞ্চপদ, মণ্ডলপদ এবং অপরাপর মুখ্যলিঙ্গ সকল ও শ্রীমান, আদি গদাধর বিষ্ণুর ব্যক্তরূপ। এতদ্ভিন্ন গায়ত্রী, সাবিত্রী, সন্ধ্যা, সরস্বতী, গয়াদিত্য, উত্তরার্ক, দক্ষিণার্ক, নৈমিষ, শ্বেতার্ক, গণনাথ, অষ্টবসু, মুনীশ্বরগণ, একাদশরুদ্র, সপ্তর্ষি, সোমনাথ, সিদ্ধেশ, কপর্দ্দীশ, বিনায়ক, নারায়ণ, মহালক্ষ্মী, ব্রহ্মা, শ্রীপুরুষোত্তম, মার্কণ্ডেয়েশ, কোটীশ, অঙ্গিরেশ, পিতামহ, জনার্দ্দন, মঙ্গলা ও উত্তম পুণ্ডরীকনয়ন প্রভৃতিও আদি গদাধরের ব্যক্তরূপ। হে দেবর্ষে! পূর্ব্বে হে হেতির কথা, বলিয়াছি, সে বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইয়া বিষ্ণুপুরে গমন করিলে এবং রুদ্রাদি দেবগণ সহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গয়াসুর স্থির হইলে ব্রহ্মা নির্বৃত হইলেন ও হর্ষ সহকারে আদি গদাপাণি বিষ্ণুর স্তব করিলেন ১৪—২৬। ব্রহ্মা বলিলেন,—যিনি গুণবিদ্ হইয়াও সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের অতীত, যাঁহাকে কালজনিত পাপ স্পর্শ করে না, সেই গদাধর গয়ায় আগম করিয়াছেন; যিনি বিনয়কাদি গণনায়ক কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হন, গিরিবর হিমালয়ের গুহা যাঁহার গৃহ সেই বরদ গদাধরকে আমি নমস্কার করি। যিনি দানবকুল নির্ম্মূল করিয়া দেবগণের শ্রীসম্পাদন করিয়াছেন, যিনি দিবার বিকাশ করেন, ভগবান্ ভবানীপতি ভবও যাঁহার কৃপায় শ্রীযুক্ত; কলিকলুষ নিরাস করিয়া যিনি কলির শ্রীরূপে বিরাজমান, সেই আশ্রিতবৎসল গদাধরকে আমি নমস্কার করি। যিনি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর, প্রবল প্রাণিগণ যাঁহাকে গাঢ় ভক্তি সহকারে সম্যক্ স্তব করিয়া থাকেন, যিনি অদ্ভুত বিক্রমসম্পন্ন, যিনি অজ হইয়াও জন্মিগণের গম্য, যিনি পুজনীয়গণের অগ্রণী, অতি দুরিত সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না, যিনি আত্মলভ্য, বাক্য-মনের অগোচর হইলেও

গদাধরং ধ্বনিমুখবর্জ্জিতং পরং
নমাম্যহং সততমনাদিমীশ্বরম্ ।।৩০
মনোহতীতিগং মতিগতিবর্জ্জিতং পরং
সদাব্যয়ং স্তুতিশরসি স্তুতং বুধৈঃ ।
চিদাত্মকং কলিগতকারণাতিগং
গদাধরং হৃদয়গতং নমামি তম্ ।৩১

সনৎকুমার উবাচ।

দেবৈঃ সার্দ্ধং ব্রহ্মণৈবং স্তুতস্ত্বাদিগদাধরঃ ।
উচে বরংবৃণীষ ত্বং নরং ব্রহ্মা তমব্রবীৎ ।।৩২
শিলায়াং দেবরূপত্বেন তিষ্ঠামত্ত্বয়া বিনা
স্থাস্যামোহত্র ত্বয়া সার্দ্ধং নিত্যং ব্যক্তাদি-
রূপিণা ।৩৩
এবমস্তু শ্রিয়া সার্দ্ধং স্থিতস্ত্বাদিগদাধরঃ
লোকানাং রক্ষণার্থায় জগতাং মুক্তিহেতবে ।।
সুব্যক্তঃ পুণ্ডরীকাক্ষো জনার্দ্দন ইতি শ্রুতঃ ।
দেবেরগম্যা যা মূর্ত্তিরাদিভূতা সনাতনী ।
সুব্যক্তা শ্বেতকল্পে সা ভবিষ্যতি তথা পুনঃ ।
বারাহকল্পে হ্যব্যক্তা ব্যক্তিমপ্যাগমৎ পুরা ।।৩৫
সন্তারণায় লোকানাং দেবানাং রক্ষণায় চ
গয়াশিরসি সুব্যক্তো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।৩৬
যে দ্রক্ষ্যন্তি সদা ভক্ত্যা দেবমাদিগদাধরম্ ।
কুষ্ঠরোগাদিনির্ম্মুক্তা যাস্যন্তি হরিমন্দিরম্ ।৩৭
যে দ্রক্ষ্যন্তি সদা ভক্ত্যা দেবমাদিগদাধরম্ ।
তে প্রাপ্স্যন্তি ধনং ধান্যমায়ুরারোগ্যমেব চ ।
কলত্রপুত্রপৌত্রাদিগুণকীর্ত্তিসুখানি চ ।
শ্রদ্ধয়া যে নমস্যন্তি রাজ্যং ব্রহ্মপুরং তথা ।
ভুক্ত্বা ব্রজেযুঃ সততং পুণ্যপুঞ্জফলং নরাঃ ।।৩৯
গন্ধদানেন গন্ধাঢ্যঃ সৌভাগ্যং পুষ্পদানতঃ
ধূপদানেন রাজ্যং দীপদীপ্তিভবিষ্যতি ।।৪০
ধ্বজদানাৎ পাপহানির্যাত্রাকৃদ্ব্রহ্মলোকভাক্ ।

সুপ্রসিদ্ধ বংশবর্ণন প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণাদিরূপে যাঁহার উপলব্ধি হয় আমি সেই আদি গদাধরকে নমস্কার করি। যিনি শরীর ও ইন্দ্রিয়চেষ্টা-বিহীন, যাঁহার জন্ম নাই, যিনি মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডের ন্যায় দীপ্যমান, যাঁহার শব্দাদি ও মুখাদি অবয়ব নাই, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ; সেই অনাদি ঈশ্বর গদাধরকে আমি সতত নমস্কার করি। যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, সেই অনাদি ঈশ্বর গদাধরকে আমি সতত নমস্কার করি যিনি মনের অতীত, যাঁহার মতি গতি নাই, যিনি অব্যয়, পণ্ডিতগণ শ্রেষ্ঠ স্তব দ্বারা যাঁহাকে সতত স্তব করেন, যিনি চিদাত্মক, কলিকালগত কারণসমূহের অতীত; হৃদয়গত সেই আদি গদাধরকে আমি নমস্কার করি। সনৎকুমার বলিলেন,—আদি গদাধর বিষ্ণু দেবগণ সহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়া বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি বর গ্রহণ কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি আপনি ব্যতীত দেবরূপী শিলায় অবস্থান করিব না, অতএব ব্যক্তাদিরূপে নিত্য আপনার সহিত মিলিত হইয়া ঐ শিলায় অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি। অনন্তর "তাহাই হউক" বলিয়া লোক রক্ষা ও জগতের মুক্তির জন্য পুণ্ডরীকনয়ন আদি গদাধর জনার্দ্দন লক্ষীর সহিত সুব্যক্তরূপে ঐ শিলায় অবস্থিতি করিলেন। যে মূর্ত্তি দেবের অগম্য, সনাতনী এবং আদিভূতা শ্বেতকল্পে পুনরায় লোকগণের সম্যক্‌প্রকার তরণের ও দেবগণের রক্ষণের জন্য গয়াশিরে পূর্ব্বকালে ব্যক্ত থাকিয়াও যে মূর্ত্তি বরাহকল্পে অব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা সুব্যক্ত হইবে। ইহা আমরা শুনিয়াছি।২৭-৩৬। যাঁহারা ভক্তি সহকারে সতত দেব আদি গদাধরকে নিরীক্ষণ, করে, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইলেও রোগমুক্ত হইয়া বিষ্ণুমন্দির গমনে সমর্থ হয়. সতত ভক্তিপূর্ব্বক আদি গদাধরের দর্শনে মানবগণ ধন, ধান্য, আয়ু, আরোগ্য, কলত্র, পুত্র, পৌত্র, গুণ, কীর্ত্তি, সুখ প্রভৃতি বিবিধ ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে নমস্কার করে, তাহাদের রাশি রাশি পুণ্যফল লাভ হয় এবং সেই সকল মানব ইহকালে রাজ্যভোগ ও অন্তে ব্রহ্মপুরে গমন করে। এইরূপ নরগণ আদি গদাধরকে গন্ধদানে গন্ধাঢ্য, কুসুমদানে সৌভাগশালী, ধূপদানে রাজ্যপ্রাপ্তি, দীপদানে প্রদীপ্ত, ধ্বজদানে নিষ্পাপ, যাত্রায়

শ্রাদ্ধপিণ্ড প্রদো যস্ত বিষ্ণুং নেষ্যন্তি বৈ পিতৃন্
শ্রদ্ধয়া যে নমস্যন্তি স্তোত্রেণাদিগদাধরম্।
স্তোষ্যন্তি চ সমভ্যর্চ্য পিতৃন্ সেষ্যন্তি মাধবম্।
শিবোহপি পরয়া প্রীত্যা তুষ্টাবাদিগদাধরম্ ।৪২

শিব উবাচ।

অব্যক্তরূপো যো দেবো মুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রিরূপতঃ
ফল্গুতীর্থাদিরূপেণ নমাম্যাদিগদাধরম্।।৪৩
ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপেণ পদরূপেণ সংস্থিতঃ।
মুখাদিলিঙ্গরূপেণ নমাম্যাদিগদাধরম্।।৪৪
অব্যক্তরূপো যো দেবো জনার্দনস্বরূপতঃ।
মুণ্ডপৃষ্ঠে স্বয়ং জাতো নমাম্যাদিগদাধরম্।।৪৫
শিলায়াং দেবরূপিণ্যাং স্থিতং ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈঃ
পূজিতং সৎকৃতং দেবৈস্তং নমামি গদাধরম্।
যং চ দৃষ্ট্বা ততঃ স্পৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা প্রণম্য চ
শ্রাদ্ধাদৌ ব্রহ্মলোকাপ্তির্নমাম্যাদিগদাধরম্। ৪৭
মহদাদেশ্চ জগতো ব্যক্তস্যৈকং হি কারণম্
অব্যক্তজ্ঞানরূপং তং নমাম্যাদিগদাধরম্।।৪৮
দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি প্রাণাহঙ্কারবর্জ্জিতম্।
জাগ্রৎস্বপ্নবিনির্মুক্তং নমাম্যাদিগদাধরম্ ।৪৯
নিত্যানিত্যাবিনির্মুক্তং সত্যামানন্দমব্যয়ম্
তুরীয়ং জ্যোতিরাত্মানং নমাম্যাদিগদাধরম্।।

সনৎকুমার উবাচ।

এবং স্তুতো মহেশেন প্রীতো হ্যাদিগদাধরঃ
স্থিতো দেবঃ শিলায়াং স ব্রহ্মাদ্যৈর্দৈবতৈঃ সহ
সংস্থিতং মুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রৌ দেবমাদিগদাধরম্।
স্তুবন্তি পূজয়ন্তীহ ব্রহ্মলোকং প্রয়ান্তি তে। ৫২
ধর্মার্থী প্রাপ্নুয়াদ্ধর্মমর্থার্থী চার্থমাপ্নুয়াৎ।
কামানবাপ্নুয়াৎ কামী মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ
বন্ধ্যা চ লভতে পুত্রং বেদবেদাঙ্গপারগম্।
রাজা বিজয়মাপ্নোতি শূদ্রশ্চ সুখমাপ্নুয়াৎ।।৫৪

ব্রহ্মলোকভাগী হয় এবং যে শ্রাদ্ধ পিণ্ডাদি দান করে, তাহার পিতৃগণ বিষ্ণুপুরে গমন করেন যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আদি গদাধরকে নমস্কার ও পূজা করিয়া স্তবদ্বারা সন্তুষ্ট করে, তাহার পিতৃগণের মাধবপ্রাপ্তি ঘটে। শিবও পরম প্রীতিসহকারে আদি গদাধরের স্তব করেন. শিব বলেন,—যে দেব মুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রি ও ফল্গুতীর্থ রূপে অব্যক্ত, আমি সেই আদি গদাধরকে নমস্কার করি। যিনি পদ ও মুখাদি চিহ্ন ধারণপূর্ব্বক ব্যক্তাব্যক্ত রূপে বিরাজিত, আমি সেই আদি গদাধরকে নমস্কার করি। জনার্দ্দন স্বরূপ যে গদাধর মুণ্ডপৃষ্ঠপর্ব্বতে স্বয়ং সমুদ্ভূত হইয়া অব্যক্তরূপে বিরাজ করিতেছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। ব্রহ্মাদি সুরগণ সহ দেবরূপিণী শিলায় অবস্থান করিলে দেবগণ যাঁহাকে পূজাদি দ্বারা সংকৃত করিয়াছিলেন, আমি সেই গদাধরকে নমস্কার করি। যাঁহাকে দর্শন, স্পর্শন, পূজন ও নমস্কার করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়, আমি সেই আদি গদাধরকে নমস্কার করি। মহদাদি ব্যক্ত জগতের যিনি একমাত্র কারণ এবং যিনি অব্যক্ত ও জ্ঞানরূপী, আমি সেই আদি গদাধরকে নমস্কার করি। যিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও অহঙ্কার বর্জ্জিত, যিনি জাগ্রৎ সুষুপ্তি আদি অবস্থা হইতে নির্মুক্ত, আমি সেই আদি গদাধরকে নমস্কার করি। যিনি নিত্য, অনিত্য, বিমুক্ত, সত্য, আনন্দ, অব্যয়, জ্যোতি ও তুরীয় আত্মা, আমি সেই আদি গদাধরকে নমস্কার করি। সনৎকুমার বলিলেন,—দেব আদি গদাধর মহেশের এবং বিধ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ সহ শিলায় অবস্থান করিলেন। মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্ব্বতে অবস্থিত দেব আদি গদাধরকে যাহারা স্তব ও পূজা করে, তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। আদি গদাধরকে স্তব ও পূজা করিয়া ধর্ম্মার্থী ধর্ম্ম, অর্থকামী অর্থ, কামকামী কাম এবং মোক্ষার্থী মোক্ষপ্রাপ্ত হয়; বন্ধ্যা বেদ-বেদাঙ্গপারাগ পুত্র লাভ করে, রাজা বিজয় প্রাপ্ত হন ও শূদ্র সুখলাভ করিয়া থাকে। আদি

পুত্রার্থী লভতে পুত্রানভ্যর্চ্চ্যাপি গদাধরম্।
মনসা প্রার্থিতং সর্ব্বং পূজয়িত্বা প্রাপ্নুয়ান্নরঃ

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে গয়ামাহাত্ম্যং
নাম নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।।১০৯।।

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

সনৎকুমার উবাচ।

গয়াযাত্রাং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ মুক্তিদাম্,
নিষ্কৃতিঃ শ্রাদ্ধকর্তৄণাং ব্রহ্মণা গীয়তে পুরা ।।১
উদ্যতশ্চেদগয়াং গন্তুং শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ
বিধায় কার্পটীবেশং কৃত্বা গ্রামপ্রদক্ষিণম্ ।।২
ততো গ্রামান্তরং গত্বা শ্রাদ্ধশেষস্য ভোজনম্
স্তুতঃ প্রতিদিনং গচ্ছেৎ প্রতিগ্রহবিবর্জ্জিতঃ।
প্রতিগ্রহাদুপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো নিয়তঃ শুচিঃ।
অহঙ্কারবিমুক্তো যঃ স তীর্থফলমশ্নুতে।।৪

যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চাপি সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে।।৫
ততো গয়াপ্রবেশে চ পূর্ব্বতোঽস্তি মহানদী
তত্র তোয়ং সমুৎপাদ্য স্নাতব্যং নির্ম্মলে জলে
দেবাদীংস্তর্পয়িত্বাথ শ্রাদ্ধং কৃত্বা যথাবিধি।
স্ববেদশাখাগদতমর্ঘ্যাবাহনবর্জ্জিতম্।।৭
অপরেঽহ্নি শুচির্ভূত্বা গচ্ছেদ্বৈ প্রেতপর্ব্বতে।
ব্রহ্মকুণ্ডে ততঃ স্নাত্বা দেবাদীংস্তর্পয়েৎ সুধীঃ
কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং সপিণ্ডানাং প্রযতঃ প্রেতপর্ব্বতে।
প্রাচীনাবীতেনা ভাব্যং দক্ষিণাভিমুখঃ সুধীঃ।।
কব্যবাহোঽনলঃ সোমো যমশ্চৈবার্য্যমা তথা।।
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ।।১০
আগচ্ছন্তু মহাভাগা যুষ্মাভী রক্ষিতাস্ত্বিহ।
মদীয়াঃ পিতরো যে চ কুলে জাতাঃ সনাভয়ঃ
তেষাং পিণ্ডপ্রদানার্থমাগতোঽস্মি গয়ামিমাম্

গদাধর হরিকে পূজা করিয়া পুত্রার্থী পুত্র লাভ করে; এমন কি, মন দ্বারা যে সমস্ত বস্তু প্রার্থনা করা যায়, তৎসমস্তও গদাধরের পূজা দ্বারা লাভ হইয়া থাকে।৩৭—৫৫।

নবাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।।১০৯।

দশাধিক শততম অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে নারদ। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা ব্রহ্মা যে গয়াশ্রাদ্ধকারিগণের নিষ্কৃতির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই মুক্তিপ্রদ গয়াযাত্রা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গয়াগমনে উদ্যত ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ, কৌপীনধারণ, গ্রামপ্রদক্ষিণ এবং শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করিয়া গ্রামান্তরে গমন করিবেন। অনন্তর প্রতিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া প্রতিদিন পথগমন করিবেন। এই রূপে প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত, সন্তুষ্ট, নিয়ত শুচি ও অহঙ্কারহীন হইয়া যিনি তীর্থযাত্রা করেন, তিনিই তীর্থফললাভ করিয়া থাকেন, যাঁহার হস্ত, পাদ ও মন সুসংযত এবং যিনি বিদ্যা তপ ও কীর্ত্তি সম্পন্ন, তিনিই তীর্থফল লাভ করেন। অনন্তর গয়াপ্রবেশ পথের পূর্ব্বে যে মহানদী বিদ্যমান, ঐ নদীর নির্ম্মল জল উত্তোলন করিয়া তাহাতে স্নান ও দেবাদির তর্পণ করিবেন এবং স্বীয় বেদশাখানুসারে অর্ঘ্য ও আবাহনবর্জ্জিত যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবেন। সুধী ব্যক্তি পরদিনে শুচি হইয়া প্রেতপর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও দেবাদির তর্পণ করিবেন এবং প্রযত হইয়া ঐ প্রেত পর্ব্বতে সপিণ্ডগণের শ্রাদ্ধ করিবেন। শ্রাদ্ধকালে জ্ঞানবান্ শ্রাদ্ধকর্ত্তা দক্ষিণমুখ ও প্রাচীনাবীতী হইবেন।১—৯। অনন্তর আচমন করিয়া "কব্যবাহ্ অনল, সোম, যম, অর্য্যমা, মহাভাগ অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদ ও সোমপ পিতৃদেবগণ আপনারা এইস্থানে আগমন করুন, আমার পিতৃগণ এবং মদীয় কুলজাত সগোত্রগণের পিণ্ডপ্রদান জন্য আমি এই গয়ায় আগমন করিয়াছি, মদীয় পিতৃগণ আপনাদিগের দ্বারা রক্ষিত হইয়া আমার দত্ত এই শ্রাদ্ধে অনন্ত তৃপ্তিলাভ করুন" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া

তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু শ্রাদ্ধেনানেন শাশ্বতীম্
আচম্যোত্থাচ পঞ্চাঙ্গং প্রাণায়ামং প্রযত্নতঃ।
পুনরাবৃত্তিরাহত্যব্রহ্মলোকাপ্তিহেতবে ।।১৩
এবঞ্চ বিবিধস্থ্যাঙ্কং কৃত্বা পূর্ব্বং যথাক্রমম্।
পিতৃনাবাহ্য চাভ্যর্চ্চ মন্ত্রৈঃ পিণ্ড প্রদো ভবেৎ
তীর্থে প্রেতশিলাদৌ চ চরুণা সঘৃতেন বা।
প্রক্ষাল্যপূর্ব্বং তৎস্থানং পঞ্চগব্যৈঃ পৃথক্পৃথক্
তৈর্মন্ত্রৈরথ সম্পূজ্য পঞ্চগব্যৈশ্চ দেবতাম্। ১৫
যাবত্তিলা মনুষ্যৈশ্চ গৃহীতাঃ পিতৃকর্ম্মসু।
গচ্ছন্তি তাবদসুরাঃ সিংহত্রস্তা যথা মৃগাঃ।।১৬
অষ্টকাসু চ বৃদ্ধৌ চ গয়ায়াং চ মৃতেহহনি।
মাতুঃ শ্রাদ্ধং পৃথক্ কুর্য্যাদন্যত্র পতিনা সহ।।১৭
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে তু মাত্রাদি গয়ায়াং পিতৃপূর্ব্বকম্।
পাদ্যপূর্ব্বং সমারভ্য দক্ষিণাগ্রকুশৈঃ ক্রমাৎ।
পিত্রাদীনাং সমাস্তীর্য্য শেষং গৃহ্যোক্তমাচরেৎ
দদ্যুঃ শ্রাদ্ধং সপিণ্ডানাং তেষাং দক্ষিণভাগতঃ
কুশানাস্তীর্য্য বিধিনা সকৃদ্দত্বা তিলোদকম্।।
গৃহীত্বাঞ্জলিনা তেভ্যঃ পিতৃতীর্থেন যত্নতঃ।
সক্তুনা মুষ্টিমাত্রেণ দদ্যাদক্ষয্যপিণ্ডকম্।
সম্বান্ধবান্তিলাম্ভিশ্চ কুশেষ্বাবাহয়েত্ততঃ ২০
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃদ্বীপনিবাসিনাম্।২১
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকম্।।২২
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
মাতা পিতামহী চৈব তথৈব প্রপিতামহী।।২৩
মাতামহস্তৎপিতা চ প্রমাতামহকাদয়ঃ।
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো হ্যক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্।।
মুষ্টিমাত্রপ্রমাণঞ্চ আর্দ্রামলকমাত্রকম্
শমীপত্রপ্রমাণং বা পিণ্ডং দদ্যাদগয়াশিরে।
উদ্ধরেৎ সপ্ত গোত্রাণি কুলানি শতমুদ্ধরেৎ।

তদনন্তর যত্নপূর্ব্বক পঞ্চাঙ্গ প্রাণায়াম করিবেন। পুনর্জ্জন্ম-রহিত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির জন্য এই মন্ত্রে যথাক্রমে পিতৃগণের অবস্থান, পূজন ও বিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ডদান করিতে হয় প্রেতশিলাদিতীর্থে গিয়া সেইস্থান পঞ্চগব্যদ্বারা পঞ্চগব্যমন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ প্রক্ষালন ও ঐ পঞ্চগব্যমন্ত্রে দেবগণের পূজা করিয়া সঘৃত চরু দ্বারা পিতৃগণের তিল গ্রহণ করে, সিংহভীত মৃগের ন্যায় অসুরগণ তখনই তথা হইতে চলিয়া যায়। অষ্টকা সকলে, বৃদ্ধি ও গয়াশ্রাদ্ধে এবং মৃততিথিতে মাতার শ্রাদ্ধ পৃথক্ পৃথক্ করিতে হয়, কিন্তু অন্য স্থলে পতির সহিতই কর্ত্তব্য। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে অগ্রেই মাত্রাদির শ্রাদ্ধ বিহিত, গয়ায় প্রথমেই পিত্রাদির শ্রাদ্ধ করিবে। দক্ষিণাগ্র কুশ আস্তরণপূর্ব্বক পাদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য সমস্ত বস্তু দ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে, অন্যান্য বিধি স্ব স্ব বেদানুসারেই অনুষ্ঠিত হইবে। বিধিপূর্ব্বক কুশের আস্তরণ করিয়া তাহাতে একবার তিলোদক প্রদান করিবে এবং ঐ অস্তীর্ণ কুশে পিত্রাদির শ্রাদ্ধ করিবে এবং তাহার দক্ষিণভাগে সপিণ্ডগণের শ্রাদ্ধ করিবে। যত্নসহকারে পিতৃতীর্থে অঞ্জলি-বন্ধনপূর্ব্বক এক মুষ্টি ছাতু গ্রহণ করিয়া অক্ষয্যপিণ্ড প্রদান করিতে হয়। অনন্তর এই মন্ত্রে সবান্ধবগণকে তিলোদক দ্বারা কুশে আবাহন করিবে যথা—অতীতকোটি সপ্ত কুল, সপ্ত দ্বীপনিবাসিগণ এবং ব্রহ্মা হইতে ত্রিভুবন পর্য্যন্তের জন্য এই তিলোদক কল্পিত হইতেছে। তম্ব হইতে ব্রহ্মাপর্য্যন্ত দেব, ঋষি, পিতৃ, মানব, মাতৃমাতামহাদি সকল পিতৃগণ তৃপ্ত হউন; পিতা পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহ, প্রমাতামহ এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহ, আমি ইহাঁদিগকে যে পিণ্ডদান করি, তাহা অক্ষয় হউক।১০ ২৪। মুষ্টিমাত্র বা আর্দ্র আমলক অথবা শমীপত্র প্রমাণে গয়াশিরে পিণ্ডদান করিয়া মানব সপ্তগোত্র ও শতকুল উদ্ধার করিতে পারে। পিতা, মাতা,

পিতুর্মাতুঃ স্বভার্য্যায়া ভগিন্যা দুহিতুস্তথা।
পিতৃস্বসূর্মাতৃস্বসুঃ সপ্ত গোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।
চতুর্বিংশতিবিংশশ্চ ষোড়শ দ্বাদশৈব হি।
রুদ্রাগ্নিবসবশ্চৈব কুলান্যেকোত্তরং শতম্ ।২৭
নাবাহনং ন দিগ্বন্ধো ন দোষো দৃষ্টিসম্ভবঃ।
ন কারুণ্যেন কর্ত্তব্যং তীর্থশ্রাদ্ধং বিচক্ষণৈঃ।
পিণ্ডাসনং পিণ্ডদানং পুনঃ প্রত্যবনেজনম্
দক্ষিণা চান্নসঙ্কল্পং তীর্থশ্রাদ্ধেষ্বয়ং বিধিঃ ।২৯
অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে
আবাহয়িষ্যে তান সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ
মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে
আবাহয়িষ্যে তান্সর্ব্বান্ কুশপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ
বন্ধুবর্গকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বানদর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ
ইত্যেতৈর্মন্ত্রৈঃ সজলৈস্তিলৈর্দর্ভেষু ধ্যানবান্।
আবাহ্যার্চ্চ তেভ্যশ্চ পিণ্ডান্ দদ্যাদ্ যথাক্রমম্।।৩৩
অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্।।৩৪
মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্।।৩৫
বন্ধুবর্গকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্।।৩৬
অজাতদন্তা যে কেচিদ্যে চ গর্ভে প্রপীড়িতাঃ
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্।।৩৭
অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে কেচিন্নাগ্নিদগ্ধাস্তথাপরে।
বিদ্যুচ্চৌরহতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্
দাবদাহে মৃতা যে চ সিংহব্যাঘ্রহতাশ্চ যে।
দংষ্ট্রিভিঃ শৃঙ্গিভির্ব্বাপি তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্।।৩৯

পত্নী, ভগিনী, কন্যা, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, ইঁহারা সপ্তগোত্র বলিয়া অভিহিত হয়। এতন্মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ পিণ্ডদানে, পিতার চতুর্ব্বিংশতি, মাতার বিংশ, পত্নীর ষোড়শ, ভগিনীর দ্বাদশ, কন্যার একাদশ, পিতৃস্বসার সপ্ত এবং মাতৃস্বসার অষ্ট এই একশত একটী কুলের উদ্ধার হইয়া থাকে তীর্থ শ্রাদ্ধে আবাহন বা দিগ্‌বন্ধন নাই। দৃষ্টিসম্ভূত কোন দোষও গ্রাহ্য নহে; কাতরতা সহকারে তীর্থশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে, তীর্থশ্রাদ্ধে ইহাই হইল বিধি। "আমার কুলে যাঁহারা মৃত হইয়াছেন, যাঁহাদের কোন গতি নাই, এই কুশার উপর তিলোদক দ্বারা আমি সেই সমস্ত পিতৃগণের আবাহন করিতেছি বন্ধুগণের কুলে জন্মিয়া যাঁহারা মৃত হইয়াছেন। বন্ধুগণের কুলে জন্মিয়া যাঁহারা মৃত হইয়াছেন। বন্ধুগণের কুলে জন্মিয়া যাঁহারা মৃত হইয়াছেন এবং যাহারা মৃত ও গতিহীন, কুশার উপর তিলোদক দ্বারা আমি সেই সমস্ত পিতৃগণের আবাহন করিতেছি।" শ্রাদ্ধকারী একাগ্রমনে এই সকল মন্ত্রে তিলোদক দ্বারা কুশার উপর পিতৃগণের আবাহন এবং যথাক্রমে পূজা করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে। অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে এক একটী পিণ্ডদান করিতে হয়, যথা—"আমাদের কুলে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং যাহাদের কোন গতি নাই, তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য এই পিণ্ড প্রদান করিলাম বন্ধুবর্গকুলে যাঁহারা জন্মিয়াছেন এবং যাঁহাদের কোন কোনরূপ গতি নাই, তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য পিণ্ড দান করিতেছি। দন্তোদগম না হইতে যাহারা মৃত হইয়াছে বা গর্ভেই যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে বা গর্ভেই যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের উদ্ধারের জন্য এই পিণ্ডদান করিলাম। অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাহাঁরা মরিয়াছেন বা যাহাদের মৃত্যুর পর অগ্নিসংস্কার হয় নাই, কিংবা বিদ্যুৎ বা চৌর কর্ত্তৃক যাহাঁরা হত হইয়াছেন, তাহাদের উদ্দেশ্যে এই পিণ্ডদান করিলাম।২৫—৩৮। যাঁহারা দাবদাহে কিংবা সিংহ, ব্যাঘ্র অথবা অন্য কোন

উদ্বন্ধনমৃতা যে চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ যে।
আত্মাপঘাতিনো যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্
অরণ্যে বর্ত্মনি রণে ক্ষুধয়া তৃষয়া হতাঃ।
ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যৈস্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্
রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রে চ যে গতাঃ
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্।৪২
অসিপত্রবনে ঘোরে কুম্ভীপাকেষু যে গতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্।।৪৩
অনেকযাতনাসংস্থাঃ প্রেতলোকঞ্চ যে গতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্।।৪৪
অনেকবাভন্যসংস্থো যে নীতা যমকিঙ্করৈঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্।।৪৫
নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্।।৪৬
পশুযোনিগতা যে চ পক্ষীকীটসরীসৃপাঃ
অথবা বৃক্ষযোনিস্থাস্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্।।
জাত্যন্তরসহস্রেষু ভ্রমন্তঃ স্বেন কর্ম্মণা
মানুষ্যং দুর্লভং যেষাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্

দংষ্ট্রী বা শৃঙ্গী জন্তুগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে এই পিণ্ড দান করিলাম। যাহাদের অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে এবং যাহারা বিষ কিংবা শস্ত্র দ্বারা আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, অথবা স্বয়ংই আত্মঘাতী হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্যে এই পিণ্ডদান করিলাম। যাহারা অরণ্যে, পথে কিংবা রণে মৃত হইয়াছে, অথবা ভূত, প্রেত কিংবা পিশাচাদি কর্তৃক হত হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্যে এই পিণ্ডদান করিলাম। কালের নিয়মে যাহারা অন্ধতামিস্র নামক নরকে গমন করিয়াছে তাহাদের উদ্ধারের জন্য এই পিণ্ডদান করিলাম। সর্ব্ববিধ নরক ও যাবতীয় যাতনায় যাহারা অবস্থিত, তাহাদের উদ্ধারের জন্য এই পিণ্ডদান করিতেছি। যাহারা স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা অন্য সহস্র সহস্র জাতিতে ভ্রমণ করিতেছেন এবং মানুষজন্ম

দিব্যন্তরীক্ষভূমিষ্ঠাঃ পিতরো বান্ধবাদয়ঃ।
মৃতা অসংস্কৃতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্
যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডেনানেন সর্ব্বদা।
যেহবান্ধবা বান্ধবা বা যেহন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো হ্যক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্।।
পিতৃবংশে মৃতা যে চ মাতৃবংশে চ যে মৃতাঃ।
গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং যে চান্যে বান্ধবা মৃতাঃ।।
যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
ক্রিয়ালোপগতা যে চ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা।
বিরূপা আমগর্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো হ্যক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্।।
আ ব্রহ্মণো যে পিতৃবংশজাতা
মাতুস্তথা বংশভবা মদীয়াঃ।

যাহাদের দুর্লভ, তাহাদের উদ্দেশে এই পিণ্ডদান করিলাম। মদীয় যে সকল বান্ধবাদি পিতৃগণ অসংস্কৃতঅবস্থায় মৃত হইয়া আকাশ, অন্তরীক্ষ এবং ভূমিভাগে অবস্থিত, তাহাদের উদ্দেশে আমি এই পিণ্ডদান করিতেছি। আমার পিতৃগণ মধ্যে যে কেহ প্রেতরূপে বিদ্যমান, এই পিণ্ডদান দ্বারা তাঁহারা সকলেই সর্ব্বদা তৃপ্ত হউন। যাঁহারা আমার বান্ধব এবং যাঁহারা অন্যান্য জন্মেও আমার বান্ধব ছিলেন, তাঁহাদের উদ্দেশে মৎপ্রদত্ত এই পিণ্ড ফলজনক হউক। আমার পিতৃ ও মাতৃবংশে, গুরু, শ্বশুর ও বান্ধব বংশে; এবং অন্যান্য বান্ধব কুলে যাঁহারা মৃত হইয়াছেন, আমার কুলে যিনি স্ত্রীপুত্র বিহীন হইয়া মরিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের পিণ্ড ও ক্রিয়ালোপ হইয়াছে; যাহারা জাতমাত্র বিরূপ অন্ধ ও পঙ্গু; গর্ভস্রাবে যাহারা বিনষ্ট হইয়াছে, এমন কি মদীয়কুলে যাহাদের নাম জানি বা না জানি; তাহাদের উদ্দেশে মৎপ্রদত্ত এই পিণ্ড অক্ষয় ফলজনক হউক।৩৯—৫৩। যাহারা আব্রহ্ম মদীয় পিতৃ

কুলদ্বয়ে যে মম দাসভৃত্যা
ভৃত্যাস্তথৈবাশ্রিতসেবকাশ্চ ।।৫৪
মিত্রাণি শিষ্যাঃ পশবশ্চ বৃক্ষা
দৃষ্টা হ্যদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ।
জন্মান্তরে যে মম সঙ্গতাশ্চ
তেভ্যঃ স্বধা পিণ্ডমহং দদামি ।৫৫
এতৈশ্চ সর্ব্বমন্ত্রৈস্তু স্ত্রীলিঙ্গান্তং সমুহ্য চ।
পিণ্ডান্দদ্যাদ্ যথা পূর্ব্বংস্ত্রীণাং মাত্রাদিকাক্রমাৎ
স্বগোত্রে পরগোত্রে বা দম্পত্যোঃ পিণ্ডপাতনম্
অপৃথক্তুনিষ্ফলং শ্রাদ্ধং পিণ্ডং চোদকতর্পণ।।
পিণ্ডপাত্রে তিলান্ ক্ষিপ্ত্বা পূরয়িত্বা শুভোদকৈঃ
মন্ত্রেণানেন পিণ্ডাংস্তান্ প্রদক্ষিণযথাক্রমম্।
পরিষিচ্য তিলান্ সর্ব্বান্ প্রণিপত্য সমাপয়েৎ ।
পিতৄন বিসৃজ্য চাচম্য সাক্ষিণঃ শ্রাবয়েৎ সুরান্
সাক্ষিণঃ সন্তু মে দেবা ব্রহ্মেশানাদয়স্তথা।
ময়া গয়াং সমাসদ্য পিতৄণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা।।৫৯
আগতোঽস্মি গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর
ত্বমেব সাক্ষী ভগবননৃণোঽহমৃণত্রয়াৎ।।৬০
সর্ব্বস্থানেষু চৈবং স্যাৎ পিণ্ডদানং তু নারদ।
প্রেতপর্ব্বতমারভ্য কুর্য্যাত্তীর্থেষু চ ক্রমাৎ।
তিলমিশ্রাংস্তুতঃ সক্তূন্নিক্ষিপেৎ প্রেতপর্ব্বতে
অপসব্যেন দেবর্ষে দক্ষিণাভিমুখেন চ।।৬২
যে কেচিৎপ্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু সক্তুভিস্তিলমিশ্রিতৈঃ।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্তিমায়ান্তু সর্ব্বশঃ।।৬৪
প্রেতত্বাচ্চ বিমুক্তাঃ স্যুঃ পিতরস্তস্য নারদ।
প্রেতত্বং তস্য মাহাত্ম্যাৎকুলে চাপি ন জায়তে
নাম্না প্রেতশিলা খ্যাতা গয়াশিরসি মুক্তয়ে।
তীর্থমন্ত্রাদিরূপেণ স্থিতশ্চাদিগদাধরঃ ।৬৬

ইতিশ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে গয়ামাহাত্ম্যং
নাম দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।।১১০।।

ও মাতৃবংশজাত; কিম্বা মদীয় এই কুলদ্বয়ের দাস, ভৃত্য, আশ্রিত, সেবক, মিত্র, শিষ্য, পশু, বৃক্ষ, দৃষ্ট ও অদৃষ্টরূপে কৃতোপকার এবং জন্মান্তরে যে আমার সহিত সঙ্গত হইয়াছিল; তাহাদের উদ্দেশে এই পিণ্ড প্রদত্ত হইল।" এই সকল মন্ত্রদ্বারা আবার সর্ব্বত্র পুংলিঙ্গস্থানে স্ত্রীলিঙ্গ উচ্চারণপূর্ব্বক যথাক্রমে পূর্ব্বরূপে মাতৃগণের পিণ্ডপ্রদান করিবে স্বগোত্রই হউক, আর পরগোত্রই হউক, স্ত্রী-পুরুষের একত্র পিণ্ডদান করিলে পিণ্ড তর্পণ প্রভৃতি শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয়। অনন্তর পিণ্ডপাত্রে তিল নিক্ষেপপূর্ব্বক শুদ্ধ জলদ্বারা যথাক্রমে দক্ষিণক্রমে বারত্রয় অভিষেচন করিবে; অনন্তর সমস্ত পিতৃগণকে নমস্কার করিয়া কার্য্য সম্পূর্ণ করিবে। তার পর পিতৃগণের বিসর্জ্জন ও পুনরাচমন করিয়া সুরগণকে সাক্ষী করিবে "হে ব্রহ্মা ঈশানাদি দেবগণ! আপনারা সাক্ষী হউন, আমি গয়ায় আগমন করিয়া পিতৃগণের নিস্কৃতি করিলাম। হে গদাধর! আমি পিতৃকার্য্যের জন্য গয়ায় আগমন করিয়াছি, হে ভগবন্! তুমি সাক্ষী হও,—আমি দেব, ঋষি ও পিতৃ এই ত্রিবিধ ঋণ হইতে মুক্ত হইলাম। "হে নারদ! প্রেতপর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া এইরূপ ক্রমানুসারেই গয়া তীর্থের সকল স্থানে পিণ্ডদান করিতে হইবে। হে দেবর্ষে! প্রেতপর্ব্বতে দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া তিলমিশ্রিত ছাতু প্রদান করিয়া 'আমার পিতৃগণের মধ্যে যে কেহ প্রেতরূপে বর্ত্তমান, এই তিল মিশ্রিত ছাতুদ্বারা তাঁহারা সকলেই তৃপ্ত হউন। ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত যে কিছু চরাচর পদার্থ আছে, মৎপ্রদত্ত জল দ্বারা তাহারা পরিতৃপ্ত হউক। হে নারদ! এই মন্ত্র পাঠ করিলে পিণ্ডদাতার সমস্ত পিতৃগণ প্রেতত্ব হইতে বিমুক্ত হন; এমন কি, ঐ পিণ্ডদান-মাহাত্ম্যে তাঁহার কুলে কদাচ প্রেতত্ব হয় না গয়াশিরে প্রেতশিলা নামে

১ একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ।

আদৌ তু পঞ্চতীর্থেষু চোত্তরে মানসে বিধিঃ
আচম্য কুশহস্তেন শিরস্ত্বাভ্যুক্ষ্য বারিণা ।।১
উত্তরং মানসং গচ্ছেন্মন্ত্রেণ স্নানমাচরেৎ।
উত্তরে মানসে স্নানং করোম্যাত্মবিশুদ্ধয়ে ।।২
সূর্য্যলোকাদিসংসিদ্ধিসিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে।
স্নানার্থং তর্পণং কৃত্বা শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ সপিণ্ডকম্
মানসং হি সরো হ্যত্র তস্মাদুত্তরমানসম্।
সূর্য্যং নত্বার্চ্চয়িত্বাথ সূর্য্যলোকং নয়েৎ পিতৃন্
নমো ভগবতে ভর্ত্রে সোমভৌমজ্ঞরূপিণে।
জীবভার্গবসৌরেয়রাহুকে তুস্বরূপিণে ।।৫
উত্তরান্মানসাম্মৌনী ব্রজেদ্দক্ষিণমানসম্।
উদীচীতীর্থমিত্যুক্তং তত্রৈবোদীচ্যং বিমুক্তিদম্
অত্র স্নাতো দিবং যাতি স্বশরীরেণ মানবঃ।।
মধ্যে কনখলং তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্
স্নাতঃ কনকবদ্ভাতি নরো যাতি পবিত্রতাম্।।
তস্য দক্ষিণভাগে চ তীর্থং দক্ষিণমানসম্।
দক্ষিণে মানসে চৈব তীর্থত্রয়মুদাহৃতম্।।৮
স্নাত্বা তেষু বিধানেন কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং পৃথক্ পৃথক্
দক্ষিণে মানসে স্নানং করোম্যাত্মবিশুদ্ধয়ে।।
সূর্য্যলোকাদিসংসিদ্ধিসিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপৌঘযাতনায়া বিমুক্তয়ে।।১০
দিবাকর করোমীহ স্নানং দক্ষিণমানসে।
সূর্য্যং নত্বার্চ্চয়িত্বা চ সূর্য্যলোকং নয়েৎ পিতৃন
নমামি সূর্য্যং তৃপ্ত্যর্থং পিতৄণাং তারণায় চ।
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যায়ুরারোগ্যবৃদ্ধয়ে।।১২
ফল্গুতীর্থং ব্রজেত্তস্মাৎ সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্

যে বিখ্যাত শিলা আছে, তীর্থ ও মন্ত্রাদি রূপে যদি গদাধর ঐ শিলায় বিদ্যমান রহিয়াছেন ।৫৪—৬৬।

দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।।১১০।।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—উত্তরমানসস্থিত পঞ্চতীর্থের বিধি কথিত হইতেছে। প্রথমে আচমন, হস্তে কুশধারণ এবং মস্তকে জলের অভ্যুক্ষণ প্রদান করিয়া উত্তরমানসে গমন করিবে। অনন্তর "পিতৃগণের মুক্তি ও সম্যক্ প্রকারে সূর্য্যলোক প্রাপ্তি এবং আত্মশুদ্ধির জন্য আমি উত্তরমানসে স্নান করিতেছি" এই মন্ত্রে স্নান করিবে। তার পর স্নানাঙ্গ তর্পণ করিয়া সপিণ্ড শ্রাদ্ধ করিবে। এখানে মানস সরোবর বিদ্যমান, এজন্যই উত্তর মানসে এইরূপ নাম হইয়াছে। এখানে সূর্য্যকে নমস্কার ও পূজা করিবে পিতৃগণ সূর্য্যলোকে গমন করেন। 'সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতুরূপী প্রভু ভগবান্ সূর্য্যদেবকে নমস্কার" এই মন্ত্রে দিবাকরকে নমস্কার করিবে অনন্তর মৌনী হইয়া উত্তর। মানস হইতে দক্ষিণ মানসে গমন করিবে। এই উত্তর দিকের তীর্থ কথিত হইল, এই উত্তর দিকস্থিত তীর্থ মুক্তিদ; মানব এখানে স্নান করিয়া স্বশরীরে স্বর্গ গমন করে। মধ্যে ত্রিলোক-বিশ্রুত কনখল তীর্থ, এখানে স্নান করিয়া মানব স্বর্ণ তুল্য রূপ ধারণ করে এবং পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়। কনখলের দক্ষিণভাগে দক্ষিণ মানস তীর্থ, এই দক্ষিণ মানসে আবার তিনটী তীর্থ কথিত হয়, ঐ সকল তীর্থে আমি পিতৃগণের মুক্তি, সূর্য্যলোকসংসিদ্ধি এবং আত্মশুদ্ধির জন্য বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিবে। "আমি দক্ষিণ মানসে স্নান করিতেছি" এই মন্ত্রে মানব বিধিপূর্ব্বক স্না করিয়া ব্রহ্মহত্যাদি পাপনিবহ-জনিত যাতনা হইতে মুক্ত হয়। "হে দিবাকর! আমি এই দক্ষিণ মানসে স্নান করিতেছি, পিতৃতৃপ্তির জন্য আমি সূর্য্যদেবকে নমস্কার করি" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যকে নমস্কার ও পূজা করিলে পিতৃগণ সূর্য্যলোকে গমন করেন এবং পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য, আয়ু, আরোগ্য প্রভৃতি অভ্যুদয় লাভ হয়।১—১২। অনন্তর সর্ব্বতীর্থোত্তম ফল্গুতীর্থে গমন

মুক্তির্ভবতি কর্ত্তৃণাং পিতৃণাং শ্রাদ্ধতঃ সদা।।
ব্রহ্মণা প্রার্থিতো বিষ্ণুঃ ফল্গুকো হ্যভবৎ পুরা
দক্ষিণাগ্নৌ হুতং তত্র তদ্রজঃ ফল্গুতীর্থকম্।
তীর্থানি যানি সর্ব্বাণি ভুবনেষ্বখিলেষ্বপি।
তানি স্নাতুং সমায়ান্তি ফল্গুতীর্থং সুরৈঃ সহ।।
গঙ্গা পাদোদকং বিষ্ণোঃ ফল্গুর্হ্যাদিগদাধরঃ।
স্বয়ং হি দ্রবরূপেণ তস্মাদ্‌গঙ্গাধিকং বিদুঃ।।১৬
অশ্বমেধসহস্রাণাং সহস্রং যঃ সমাচরেৎ।
নাসৌ তৎফলমাপ্নোতি ফল্গুতীর্থে যদাপ্নুয়াৎ
ফল্গুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা তর্পণং শ্রাদ্ধমাচরেৎ।
সপিণ্ডকং স্বসূত্রোক্তং নমেদথ পিতামহম্।।১৮
নমঃ শিবায় দেবায় ঈশায় পুরুষায় বৈ
অঘোরবামদেবায় সদ্যোজাতায় শম্ভবে।।১৯
ফল্গুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং গদাধরম্।
আত্মানং তারয়েৎ সদ্যো দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্
নত্বা গদাধরং দেবং মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ।
ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় শ্রীধরায় চ বিষ্ণবে।।২১
পঞ্চতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৄনথ
অমৃতৈঃ পঞ্চভিঃ স্নানং পুষ্পবস্ত্রাদ্যলঙ্কৃতম্।
ন কুর্য্যাদ্যো গদাপাণেস্তস্য শ্রাদ্ধং নিরর্থকম্।
নাগকূটাদ্‌গৃধ্রকূটাদ্‌যূপাদুত্তরমানসাৎ।
এতদ্ গয়াশিরঃ প্রোক্তং ফল্গুতীর্থং তদুচ্যতে
প্রথমেঽহ্নি বিধিঃ প্রোক্তো দ্বিতীয়ে দিবসে
ব্রজেৎ।
ধর্ম্মারণ্যং তত্র ধর্ম্মো যস্মাদ্ যজ্ঞমকারয়ৎ।
গমনাদ্‌ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির্ভবত্যেব হি নারদ।।২৩
মতঙ্গবাপ্যাং যঃ স্নাত্বা তর্পণং শ্রাদ্ধমাচরেৎ।
গত্বা নত্বা মতঙ্গেশমিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ।।২৪

করিবে। এখানে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও তদীয় পিতৃগণের মুক্তি হইয়া থাকে পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা সেই যজ্ঞে হুত দক্ষিণাগ্নির রজ হইতে এই ফল্গুতীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া যজ্ঞপতি স্বয়ং বিষ্ণু ঐ যজ্ঞে ফল্গুতীর্থে প্রতিষ্ঠিত হন। ত্রিভুবনে যে সকল তীর্থ আছে, দেবগণ সেই সকল তীর্থে স্নান করিবার জন্য এই ফল্গুতীর্থে আগমন করিয়া থাকেন। গঙ্গা বিষ্ণুর পাদ হইতে উৎপন্ন হন, কিন্তু এই ফল্গু আদি-গদাধরের শরীর হইতেও ক্ষরিত হইয়াছিলেন, এজন্য ফল্গু গঙ্গা হইতে শ্রেষ্ঠা। ফল্গুতীর্থে আগমনে যে ফললাভ হয়, শত সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াও তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না মানব এই ফল্গুতীর্থে স্নান করিয়া তর্পণ ও স্ব স্ব বেদোক্ত ক্রমে সপিণ্ডগণ সহ শ্রাদ্ধ করিবে এবং তৎপরে পিতামহকে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে প্রণাম করিবে। যথা—"শিব, দেব ঈশ, পুরুষ, অঘোর, বামদেব, সদ্যোজাত শম্ভু ইহাঁদিগকে নমস্কার।" মানব ফল্গুতীর্থে স্নান ও আদি গদাধর বিষ্ণুকেদর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ আত্মাকে এবং ঊর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ পুরুষকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। অনন্তর প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক "বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, বিষ্ণু ও শ্রীধর ইহাঁদিগকে নমস্কার" এই মন্ত্রে গদাধরকে নমস্কার করিয়া পূজা করিবে। যে মানব পঞ্চতীর্থে স্নান করে, তাহার পিতৃগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন যে ব্যক্তি গদাধরকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান ও পুষ্প বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত না করে, তাহার কৃত শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয়। নাগকূট, গৃধ্রকূট, যূপ এবং উত্তর মানস হইতেই গয়াশির ও ফল্গুতীর্থ কথিত হয়। প্রথমদিনের কর্ত্তব্য এই কথিত হইল। প্রথমদিনের কর্ত্তব্য এই কথিত হইল। অনন্তর দ্বিতীয় দিবসে ধর্ম্মারণ্যে গমন করিবে। এই ধর্ম্মারণ্যেই ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হে নারদ! এই ধর্ম্মারণ্যে গমন মাত্রেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।১৩—২৩। এখানে একটী মতঙ্গ বাপী আছে, এই মতঙ্গবাপীতে স্নান করিয়া তর্পণ ও মতঙ্গেশকে প্রণাম করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। "আমি এই মতঙ্গতীর্থে আগমন করিয়া

প্রমাণাং দেবতাঃ সন্তু লোকপালাশ্চ সাক্ষিণঃ
ময়াগত্য মতঙ্গেহস্মিন্ পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা
পূর্ব্বং হি ব্রহ্মতীর্থে চ কূপে শ্রাদ্ধানি কারয়েৎ
তৎকূপযূপয়োর্মধ্য সর্ব্বাংস্তারয়তে পিতৃন্।
ধর্ম্মং ধর্ম্মেশ্বরং নত্বা মহাবোধিতরুং নমেৎ।
নমস্তেহশ্বত্থরাজায় ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মনে।
বোধিদ্রুমায় কর্ত্তৃণাং পিতৃণাং তারণায় চ।।২৭
যেঽস্মৎকুলে মাতৃবংশে বান্ধবা দুর্গতিং গতাঃ
তদ্দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চ স্বর্গতিং যান্তু শাশ্বতীম্।।
ঋণত্রয়ং ময়া দত্তং গয়ামাগত্য বৃক্ষরাট্।
ত্বৎপ্রসাদান্মহাপাপাদ্বিমুক্তোঽহং ভবার্ণবাৎ।।
তৃতীয়ে ব্রহ্মসরসি স্নাত্বা শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকম্।
কৃত্বা সর্ব্বপ্রমাণেন মন্ত্রেণ বিধিবৎ সুত।।৩০
স্নানং করোমি তীর্থেঽস্মিন্নৃণত্রয়বিমুক্তয়ে।
তৎকূপযূপয়োর্মধ্যে ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্
যাগং কৃত্বোত্থিতো যূপো ব্রহ্মণা যূপ ইত্যসৌ
কৃত্বা ব্রহ্মসরঃশ্রাদ্ধং সর্ব্বাংস্তারয়তে পিতৃন।৩২
যূপং প্রদক্ষিণীকৃত্য বাজপেয়ফলং লভেৎ।।
ব্রহ্মাণঞ্চ নমস্কৃত্য ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন।
নমোঽস্তু ব্রহ্মণেঽজায় জগজ্জন্মাদিরূপিণে।
ভক্তানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ তারকায় নমো নমঃ ।৩৪
গোপ্রচারসমীপস্থা আম্রা ব্রহ্মপ্রকল্পিতাঃ।
তেষাং সেচনমাত্রেণ পিতরো মোক্ষগামিণঃ।।
আম্রং ব্রহ্মসরোদ্ভূতং ব্রহ্মদেবময়ং তরুম্।
বিষ্ণুরূপং প্রসিঞ্চামি পিতৃণাং মুক্তিহেতবে।৩৬

একো মুনিঃ কুম্ভকুশাগ্রহস্ত
আম্রস্য মূলে সলিলং দদানঃ
আম্রশ্চ সিক্তঃ পিতরশ্চ তৃপ্তা
একা ক্রিয়া দ্ব্যর্থকরী প্রসিদ্ধা।৩৭

ততো যমবলিং দদ্যাদ্মন্ত্রেণানেন সংযতঃ।

পিতৃগণের নিস্তার করিলাম, দেবগণ ইহার প্রমাণ ও লোকপালগণ সাক্ষী হউন।" প্রথমে ব্রহ্মতীর্থের কূপে শ্রাদ্ধাদি করিবে, এই কূপ ও যূপের মধ্যে শ্রাদ্ধ করিলে সমস্ত পিতৃগণের মুক্তি হইয়া থাকে। এখানে পিতৃগণ ও শ্রাদ্ধকারীর মুক্তির জন্য বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মেশ্বরকে নমস্কার করিয়া মহাবোধিতরুকে নমস্কার করিবে "আমি অশ্বত্থরাজ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মা বোধিদ্রুমকে নমস্কার করি। আমার বংশে ও আমার মাতৃবংশে যে সকল বান্ধব দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তোমার দর্শন ও স্পর্শনে তাঁহারা অক্ষয় স্বর্গতি লাভ করুন। হে বৃক্ষরাজ! আমি গয়ায় আগমন ও পিণ্ডাদি দান করিয়া ত্রিবিধ ঋণ হইতে মুক্ত হইলাম, এবং তোমার অনুগ্রহে মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম।" হে বৎস নারদ! তৃতীয় দিবসে ব্রহ্মসরোবরে "আমি ঋণত্রয় বিমুক্তির জন্য এই তীর্থে স্নান করিতেছি" এই মন্ত্রে স্নান করিয়া সর্ব্ববিধ প্রমাণানুরূপ যথাবিধি সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিবে। অতএব কূপ ও যূপের মধ্যে শ্রাদ্ধাদি করিলে পিতৃগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ব্রহ্মা যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া এই যূপ উত্থাপন করিয়াছিলেন, এজন্য ইহার নাম ব্রহ্মযূপ হইয়াছে; এই ব্রহ্মসরোবরে শ্রাদ্ধাদি করিলে সমস্ত পিতৃগণ মুক্তিলাভ করেন ঐ যূপ প্রদক্ষিণ করিলে বাজপেয় ফল প্রাপ্তি হয়, এবং "যিনি জগতের জন্মাদিরূপ, যিনি ভক্তগণের ও পিতৃগণের উদ্ধারকর্ত্তা, যাঁহার জন্ম নাই, সেই ব্রহ্মাকে নমস্কার" এই মন্ত্রে ব্রহ্মাকে নমস্কার করিলে পিতৃগণ ব্রহ্মপুরে গমন করেন।২৪—৩৪। গোপ্রচার ক্ষেত্রের সমীপে ব্রহ্মকল্পিত আম্রবৃক্ষ অবস্থিত; ঐ বৃক্ষের সেচন মাত্রেই পিতৃগণ মোক্ষলাভ করেন।' ,হ্মসরোবর হইতে সমুদ্ভূত দেবব্রহ্মময় বিষ্ণুরূপী আম্রতরুকে পিতৃগণের মুক্তির জন্য সেচন করিতেছি, এই মন্ত্রে সেচন করিতে হয়। কুম্ভ ও কুশাগ্রহস্ত এক মুনি ঐ চূততরুর মূলে সলিল সেচন করেন; পিতৃগণের তৃপ্তি এই উভয় প্রয়োজনই সিদ্ধ হয়। অনন্তর

যমরাজধর্ম্মরাজৌ নিশ্চলার্থং ব্যবস্থিতৌ
ততঃ শ্বানবলিং দদ্যান্মন্ত্রেণানেন নারদ।
দ্বৌ শ্বানৌ শ্যামশবলৌ বৈবস্বতকুলোদ্ভবৌ।
তাভ্যাং বলিং প্রযচ্ছামি রক্ষেতাং পথি সর্ব্বদা
ততঃ কাকবলিং দদ্যান্মন্ত্রেণানেন নারদঃ
ঐন্দ্রবারুণবায়ব্যযাম্যা বৈ নৈর্ঋতাস্তথা।
বায়সাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তু ভূমৌ পিণ্ডং সমর্পিতম্।।৪০
ফল্গুতীর্থে চতুর্থেঽহ্নি স্নানাদিকমথাচরেৎ
গয়াশিরস্যথ শ্রাদ্ধং পাদে কুর্য্যাং সপিণ্ডকম্।।
সাক্ষাদ্গয়াশিরস্তত্র ফল্গুতীর্থাশ্রিতং কৃতম্ ।৪১
নাগাজ্জনার্দ্দনাদ্ব্রহ্মযূপাচ্চোত্তরমানাসাৎ।
এতদ্গয়াশিরঃ প্রোক্তং ফল্গুতীর্থং তদুচ্যতে।।
পিতামহং সমাসাদ্য যাবদুত্তরমানসাৎ।
ফল্গুতীর্থন্তু বিজ্ঞেয়ং দেবানামপি দুর্ল্লভম্।।৪৩
ক্রৌঞ্চপাদাৎ ফল্গুতীর্থং যাবৎসাক্ষাদ্গয়াশিরঃ
মুখং গয়াসুরস্যৈতত্তস্মাচ্ছ্রাদ্ধমিহাক্ষয়ম্।।৪৪
মুণ্ডপৃষ্ঠাবগাধস্তাৎ সাক্ষাৎ তৎফল্গুতীর্থকম্।
আস্তে গদাধরো দেবো ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপাঙ্কিতঃ
বিষ্ণ্বাদিপরূপেণ পিতৃণাং মুক্তিহেতবে।।৪৫
এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং দর্শনাৎ পাপনাশনম্
স্পর্শনাৎপূজনাচ্চাপি পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্।।৪৬
শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং কৃত্বা কুলসাহস্রমাত্মনা।
নয়েদ্বিষ্ণুপদং দিব্যমনন্তং শিবমব্যয়ম্।।৪৭
শ্রাদ্ধং কৃত্বা রুদ্রপদে নয়েৎ কুলশতং নরঃ।
সহাত্মনা শিবপুরং তথা ব্রহ্মপদে নরঃ।
ব্রহ্মলোকং কুলশতং সমুদ্ধৃত্য নয়েৎ পিতৃন
কশ্যপস্য পদে শ্রাদ্ধী ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্।
দক্ষিণাগ্নিপদে শ্রাদ্ধী পিতৃন ব্রহ্মপুরং নয়েৎ
গার্হপত্যপদে শ্রাদ্ধী বাজপেয়ফলং লভেৎ ।৫০
শ্রাদ্ধং কৃত্বাহবনীয়ে অশ্বমেধফলং লভেৎ
শ্রাদ্ধং কৃত্বা সভ্যপদে জ্যোতিষ্টোমফলং লভেৎ
আবসথ্যপদে শ্রাদ্ধী পিতৃন্ ব্রহ্মপুরং নয়েৎ।

সংযত হইয়া এই মন্ত্রের যমবলি প্রদান করিবে। শিলাকে নিশ্চল করিবার জন্য যমরাজ ও ধর্ম্মরাজ এখানে অবস্থিত, পিতৃগণের মুক্তির জন্য তাঁহাদিগকে বলি প্রদান করিতেছি।" হে নারদ! অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে কুক্কুরবলি প্রদান করিবে। শ্যাম ও শবল নামক বৈবস্বতকুলোদ্ভব যে দুইটী কুক্কুর আছে, তাঁহাদিগকে বলি প্রদান করিতেছি, ঐ কুক্কুরদ্বয় আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন অনন্তর এই মন্ত্রে কাকবলি প্রদান করিবে। যথা—"ঐন্দ্র, বারুণ, বায়ব্য, যাম্য এবং নৈর্ঋত দিক্‌স্থিত বায়সগণ ভূমিতে মৎপ্রদত্ত পিণ্ড গ্রহণ করুন।" অনন্তর চতুর্থদিবসে ফল্গুতীর্থে গমনপূর্ব্বক স্নান তর্পণাদি করিয়া তারপর গয়াশিরস্থিত বিষ্ণুপদে সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিবে। সাক্ষাৎ গয়াসুর মস্তকে এই ফল্গুতীর্থ অবস্থিত বেং নাগ, জনার্দ্দন, ব্রহ্মযূপ ও উত্তরমানস ইহার মধ্যস্থিত স্থানই গয়াসুরমস্তক ও ইহাই ফল্গুতীর্থ বলিয়া অভিহিত হয়। ব্রহ্ম-সরোবর হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরমানস পর্য্যন্ত দেবদুর্ল্লভ ফল্গুতীর্থ বিরাজমান ক্রৌঞ্চপাদ হইতে গয়াসুরমস্তক পর্য্যন্ত ফল্গুতীর্থ এবং ইহাই সাক্ষাৎ গয়াসুরের মুখ। এই গয়াসুরমুখে দত্ত শ্রাদ্ধাদি অক্ষয় হয়। মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্ব্বতের অধোদেশ হইতেই সাক্ষাৎ সেই ফল্গুতীর্থ বিরাজিত, পিতৃগণের মুক্তিদানার্থ দেব আদি গদাধর এইস্থানে ব্যক্তাব্যক্তরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। এই গদাধরের দিব্য পদাপদ্ম দর্শনে পাপ বিনষ্ট হয় এবং স্পর্শন ও পূজনে পিতৃগণ উদ্দেশে দত্ত শ্রাদ্ধাদি অক্ষয় হইয়া থাকে।৩৫ ৪৮ এই বিষ্ণুপদে সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিলে নিজের সহিত সহস্রকুল দিব্য অনন্ত বিষ্ণুপদে মিলিত হয়, রুদ্রপদে শ্রাদ্ধ করিলে মানব শতকুল ও স্বীয় আত্মার সহিত অব্যয় শিবপদে গমন করে এবং ব্রহ্মপদে শ্রাদ্ধ করিয়া সমস্ত পিতৃগণের উদ্ধারপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। এইরূপ কশ্যপপদে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের ব্রহ্মলোক, দক্ষিণাগ্নিপদে ব্রহ্মপুর, গার্হপত্যপদে বাজপেয় ফল, আসবনীয়পদে অশ্বমেধ ফল, সভ্যপদে

শ্রাদ্ধং কৃত্বা শক্রপদে ইন্দ্রলোকং নয়েৎ পিতৃন
অগস্ত্যস্য পদে শ্রাদ্ধী পিতৃন ব্রহ্মপুরং নয়েৎ
ক্রৌঞ্চমাতঙ্গয়োঃ শ্রাদ্ধী ব্রহ্মলোকং নয়েৎ
পিতৃন।।৫৩
শ্রাদ্ধী সূর্য্যপদে পঞ্চ পাপিনোহর্কপুরং নয়েৎ
কার্ত্তিকেয়পদে শ্রাদ্ধী শিবলোকং নয়েৎ পিতৃন
গণেশস্য পদে শ্রাদ্ধী রুদ্রলোকং নয়েৎ পিতৃন
গজকর্ণতর্পণকৃন্নির্ম্মলং স্বর্নয়েৎ পিতৃন।৫৫
অন্যেষাঞ্চ পদে শ্রাদ্ধী পিতৃন ব্রহ্মপুরং নয়েৎ
সর্ব্বেষাং কাশ্যপং শ্রেষ্ঠং বিষ্ণো রুদ্রস্য বৈ পদম
ব্রহ্মণস্তু পদঞ্চাপি শ্রেষ্ঠং তত্র প্রকীর্ত্তিতম্।৫৬
প্রবন্তে চ সমাপ্তৌ চ তেষামন্যতমং স্মৃতম।
শ্রেয়স্করং ভবেত্তত্র শ্রাদ্ধকর্ত্তুশ্চ নারদ।৫৭
কশ্যপস্য পদে দিব্যে ভারদ্বাজো মুনিঃ পুরা।
শ্রাদ্ধং কৃত্বোদ্যতো দাতুং পিত্রাদিভ্যশ্চ
পিণ্ডকম্।।৫৮
শুক্লকৃষ্ণৌ ততো হস্তৌ পদমুদ্ভিদ্য নির্গতৌ।
দৃষ্ট্বা হস্তদ্বয়ং তত্র মুনিঃ সংশয়মাগতঃ।।৫৯
ততঃ স্বমাতরং শান্তাং পপ্রচ্ছ স মহামুনিঃ।
কশ্যপস্য পদে দিব্যে শুক্লে কৃষ্ণেঽথ বা করে
পিণ্ডো দেয়ো ময়া মাতর্জ্জানাসি পিতরং বদ।।

শান্তোবাচ

ভারদ্বাজ মহাপ্রাজ্ঞ দেহি কৃষ্ণায় পিণ্ডকম্।
ভারদ্বাজস্ততঃ পিণ্ডং দাতুং কৃষ্ণায় চোদ্যতঃ।।
শ্বেতোঽব্রবীদৃশ্যাঽব্রবীত্তস্য পুত্রস্ত্বং হি মমৌরসঃ
কৃষ্ণোঽব্রবীন্মম ক্ষেত্রং ততো মে দেহি পিণ্ডকম্
স্বৈরিণ্যথাব্রবীদ্দত্তুং ক্ষেত্রিণে বীজিনে ততঃ
ভারদ্বাজস্ততঃ পিণ্ডং কশ্যপস্য পদে দদৌ।
হংসযুক্তবিমানেন ব্রহ্মলোকমুভৌ গতৌ।।৬৩
রামো রুদ্রপদে শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানায় চোদ্যতেঃ।
পিতা দশরথঃ স্বর্গাৎ প্রসার্য্য করমাগতঃ।।৬৪

জ্যোতিষ্টোম ফল, আবসথ্যপদে ব্রহ্মপুর, শক্রপদে ইন্দ্রপুর, অগস্ত্যপদে ব্রহ্মপুর এবং ক্রৌঞ্চ ও মাতঙ্গপদদ্বয়ে শ্রাদ্ধ করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পঞ্চবিধ পাপকারিগণও সূর্য্যপদে শ্রাদ্ধ করিলে তদীয় পিতৃগণ অর্কপুর গমন করিতে সমর্থ হন। এতদ্‌ভিন্ন কার্ত্তিকেয়পদে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের শিবলোক এবং গণেশপদে শ্রাদ্ধ করিলে রুদ্রলোক প্রাপ্তি ঘটে। গজকর্ণ তীর্থের নির্ম্মল জলে তর্পণকারীর পিতৃগণ স্বর্গ গমন করেন। অন্যান্য পদসমূহে শ্রাদ্ধ করিলেও শ্রাদ্ধদাতার পিতৃগণ ব্রহ্মপুরে গমন করেন। বিষ্ণু প্রভৃতির করিয়া যে সকল পদের বিষয় বলা হইল, এতন্মধ্যে কাশ্যপ, বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মার পদই শ্রেষ্ঠ হে নারদ! শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের আরম্ভে ও পরিসমাপ্তিতে এইসব পদমধ্যে যে কোন পদই শ্রাদ্ধকর্ত্তার শ্রেয়স্কর জানিবে। পূর্ব্বকালে ভারদ্বাজ মুনি পিতৃগণ উদ্দেশে দিব্য কশ্যপপদে শ্রাদ্ধ-করিয়া পিণ্ডদানে উদ্যত হইলে সেই কশ্যপপদ হইতে শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ দুইখানি হস্ত নির্গত হইয়াছিল। ঐ হস্ত দর্শনে সংশয়াপন্ন মহামুনি ভারদ্বাজ স্বীয় মাতা শান্তা সমীপে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি দিব্য কশ্যপপদে পিণ্ডদানে উদ্যত হইলে শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ দুইখানি হস্ত নির্গত হইয়াছে, হে জননি! ইহার মধ্যে কে আমার পিতা, যদি আপনার জানা থাকে বলুন, আমি কোন্ হস্তে পিণ্ড দান করিব?৫৭—৬০। শান্তা উত্তর করিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ ভারদ্বাজ. তুমি কৃষ্ণহস্তে পিণ্ডদান কর। অনন্তর ভারদ্বাজ কৃষ্ণহস্তে পিণ্ডদানে উদ্যত হইলে শ্বেতহস্ত অদৃশ্য হইয়া বলিতে লাগিল, হে ভারদ্বাজ। তুমি আমার ঔরস পুত্র, অতএব আমাকে পিণ্ড দাও এবং কৃষ্ণ বলিল,—তুমি আমার ক্ষেত্রজ পুত্র; অতএব আমাকে পিণ্ড প্রদান কর। অনন্তর তদীয় স্বৈরিণী মাতা আদেশ করিলেন,—পুত্র! তুমি ক্ষেত্রী ও বীজী এই উভয়কেই পিণ্ড দান কর অনন্তর ভারদ্বাজ কশ্যপপদে সেইরূপ পিণ্ডদান করিতে ক্ষেত্রী ও বীজী উভয় পিতাই হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। রাম রুদ্রপদে

নাদাৎ পিণ্ডং করে রামো দদৌ রুদ্রপদে ততঃ
শাস্ত্রার্থাতিক্রমাদ্ভীতং রামং দশরথোঽব্রবীৎ
তারিতোঽহং ত্বয়া পুত্র রুদ্রলোকমবাপ্নুয়াম্।
হস্তে পিণ্ডপ্রদানেন স্বর্গতির্নহি মে ভবেৎ। ।৬৯
ত্বঞ্চ রাজ্যং চিরং কৃত্বা পালয়িত্বা দ্বিজান্ প্রজাঃ
যজ্ঞান্ সদক্ষিণান্ কৃত্বা বিষ্ণুলোকং ব্রজিষ্যসি
পুর্য্যযোধ্যাজনৈঃ সার্দ্ধং কৃমিকীটাদিভিঃ সহ।
ইত্যুক্ত্বাসৌ দশরথো রুদ্রলোকং পরং যযৌ
ভীষ্মো বিষ্ণুপদে শ্রেষ্ঠে আহূয় পিতরং স্বকম্
শ্রাদ্ধং কৃত্বোদ্যতো দাতুং পিত্রাদিভ্যশ্চ পিণ্ডকম্
পিতুর্বিনির্গতৌ হস্তৌ গয়াশিরসি শন্তনোঃ।
নাদাৎ পিণ্ডং করে ভীষ্মো দদৌ বিষ্ণুপদে ততঃ। ।৭০

শ্রাদ্ধাদি করিয়া পিণ্ডদানে উদ্যত হইলে তদীয় পিতা দশরথ কর প্রসারণ করিয়া স্বর্গ হইতে অবতরণ করিলেন কিন্তু রাম তখন তাঁহার করে পিণ্ডদান না করিয়া রুদ্রপদেই পিণ্ডদান করিলেন। অনন্তর রাম "পিতার করে পিণ্ড না দিয়া রুদ্রপদে পিণ্ডদানে আমার শাস্ত্রাতিক্রম করা হইল কি না" এইরূপ চিন্তা করিয়া ভীত হইলেন। দশরথ তাঁহাকে বলিলেন,—হে পুত্র! তুমি যদি আমার স্বর্গতি হইত না; তুমি যে রুদ্রপদে পিণ্ডদান করিয়াছ, ইহাতে আমি মুক্ত হইয়া রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইলাম। আমার আশীর্ব্বাদে তুমি অক্ষুণ্ণ রাজ্য উপভোগ, দ্বিজ ও প্রজাগণের পালন, এবং সদক্ষিণ বহু যজ্ঞ করিয়া অযোধ্যাপুরীস্থ জনগণ এমন কি, ক্রিমি কীটাদি সহ অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করিবে রাজা দশরথ এই বলিয়া রুদ্রলোকে গমন করিলেন। ভীষ্ম শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুপদে স্বীয় পিতাকে আবাহনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়া গয়াশিরে পিত্রাদির পিণ্ডদানে উদ্যত হইলে তদীয় পিতা শান্তনুর হস্তদ্বয় নির্গত হয় তখন ভীষ্মও তাঁহার করে পিণ্ডদান না করিয়া বিষ্ণুপদেই পিণ্ড দিয়াছিলেন; ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া

শন্তনুঃ প্রাহ সন্তুষ্টঃ শাস্ত্রার্থে নিশ্চলো ভবান্
ত্রিকালদৃষ্টির্ভবতু চান্তে বিষ্ণুশ্চ তে গতিঃ।
স্বেচ্ছয়া মরণং চাস্তু ইত্যুক্ত্বা মুক্তিমাগতঃ
কনকেশঞ্চ কেদারং নারসিংহঞ্চ বামনম্।
উদঙ্মার্গে সমভ্যর্চ্চ্য পিতৄন্ সর্ব্বাংস্ত তারয়েৎ
গয়াশিরসি যঃ পিণ্ডান্ যেষাং নাম্না তু নির্ব্বপেৎ
নরকস্থা দিবং যান্তি স্বর্গস্থা মোক্ষমাপ্নুয়ুঃ ।৭৩
সর্ব্বত্র মুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রিঃ পদৈরেভিঃ সুলক্ষিতঃ
প্রয়ান্তি পিতরঃ সর্ব্বে ব্রহ্মলোকমনাময়ম্। ।৭৪
হেত্যসুরস্য যচ্ছীর্ষং গদয়া তদ্দ্বিধা কৃতম্।
ততঃ প্রক্ষালিতা যস্মাত্তীর্থং তচ্চ বিমুক্তয়ে।
গদালোলমিতি খ্যাতং সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমম্।
গদালোলে মহাতীর্থে গদাপ্রক্ষালনাদ্ধরেঃ।
স্নানং করোমি সিদ্ধ্যর্থমক্ষয়ং পদমাপ্নুয়াম্।।৭৬

শান্তনু কহিলেন,—পুত্র! তুমি শাস্ত্রার্থে নিশ্চল; অতএব তুমি ত্রিকালদর্শী হও এবং অন্তে যেন তোমার বিষ্ণুপদে গতি হয়। পরন্তু তুমি ইচ্ছামৃত্যু হইবে, এই কথা বলিয়া শান্তনু মুক্তিলাভ করিলেন। হে নারদ! উত্তর পথস্থিত কনকেশ, কেদার, নারসিংহ এবং বামন ইহাঁদিগকে পূজা করিলে পিতৃগণ মুক্তিলাভ করেন। মানব অন্য যাহার নাম করিয়া এই গয়াশিরে পিণ্ডদান করিবে, তাহারা নরকস্থ হইলে স্বর্গে গমন এবং স্বর্গস্থ হইলে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে।৬১—৭৩। মুণ্ডপৃষ্ঠাদির সর্ব্বত্রই এই সমস্ত পদচিহ্ন বিরাজিত, এই সমস্ত স্থানে শ্রাদ্ধাদি করিলে পিতৃগণ অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করেন। বিষ্ণু গদা দ্বারা হেতি নামক অসুরের মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া যেস্থানে গদা প্রক্ষালন করেন, ঐ স্থান গদালোল তীর্থ নামে প্রখ্যাত; এই তীর্থ। সর্ব্বতীর্থোত্তম এবং পিতৃগণের মুক্তিদ। "বিষ্ণুর গদা প্রক্ষালন হেতু এই গদালোল মহাতীর্থ বলিয়া গণ্য, আমি সিদ্ধি নিমিত্ত এখানে স্নান

পঞ্চমেঽহ্নি গদালোলে স্নাত্বা কুর্য্যাৎ সপিণ্ডকম্।
শ্রাদ্ধং পিতৄন্ ব্রহ্মলোকং নয়েদাত্মানমেব চ।।
ব্রহ্মপ্রকল্পিতান্ বিপ্রান্ হব্যকব্যাদিনার্চ্চয়েৎ।
তৈস্তুষ্টৈস্তোষিতাঃ সর্ব্বাঃ পিতৃভিঃ সহ দেবতাঃ
কৃতে শ্রাদ্ধেঽক্ষয়বটে অন্নেনৈব প্রযত্নতঃ।
পিতৄন্নয়েদ্ ব্রহ্মলোকমক্ষয়ন্তু সনাতনম্।।৭৯
বটবৃক্ষসমীপে তু শাকেনাপ্যুদকেন বা
একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতাঃ।।৮০
সেয়ং পানং ষোড়শকং গয়াতীর্থপুরোধসে
বস্ত্রং গন্ধাদিভিঃ পুত্রৈঃ সম্যক্সম্পূজ্য যত্নতঃ
একার্ণবে বটস্যাগ্রে যঃ শেতে যোগনিদ্রয়া
বালরূপধরস্তস্মৈ নমস্তে যোগশায়িনে।।৮২
সংসারবৃক্ষশস্ত্রায়াশেষপাপহরায় চ
অক্ষয়ব্রহ্মদাত্রে চ নমোঽক্ষয়বটায় বৈ।।৮২
কলৌ মাহেশ্বরা লোকা যেন তস্মাদ্‌গদাধরঃ
লিঙ্গরূপোঽভবত্তঞ্চ বন্দে শ্রীপ্রপিতামহম্।।৮৪

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে গয়ামাহাত্ম্যং নামৈকাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১১১।

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

সনৎকুমার উবাচ।

যজ্ঞং চক্রে গয়ো রাজা বহ্বন্নং বহুদক্ষিণম্।
যত্র দ্রব্যসমূহানাং সংখ্যা কর্ত্তুং ন শক্যতে।।
সিকতা বা যথা লোকে যথা চ দিবি তারকাঃ
তথা রত্নসুবর্ণাদ্যৈরসংখ্যাতাস্তু দক্ষিণাঃ।।
নৈবেহ পূর্ব্বে যে কেচিন্ন কারষ্যন্তি চাপরে।

করিতেছি, আমি যেন অক্ষয়পদ প্রাপ্ত হই” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পঞ্চম দিনে প্রসিদ্ধ গদালোলে স্নান করিয়া সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিলে নিজের এবং পিতৃগণের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। অনন্তর অক্ষয়বটে অন্নদ্বারা যত্নপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়া হব্য কব্যাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক ব্রহ্ম-কল্পিত ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিবে; তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেই পিতৃগণ সহ সমস্ত দেবতা তুষ্ট হইয়া থাকেন। এইরূপ করিলে পিতৃগণের অক্ষয় সনাতন ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। বটবৃক্ষ সমীপে শাক কিম্বা কেবল জল দ্বারাও যদি একটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হয়, ঐরূপ একটি ব্রাহ্মণ ভোজন কোটি কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের সমতুল্য হইয়া থাকে। অনন্তর বস্ত্র ও গন্ধাদি দ্বারা পুত্রাদির সহিত গয়াতীর্থ পুরোহিতকে সম্যক্ প্রকারে পূজা করিয়া যত্নপূর্ব্বক ষোড়শ দান করিবে তদনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে অক্ষয় বটকে প্রণাম করিবে—“প্রলয়কালে বিষ্ণু যোগনিদ্রা আশ্রয় করিয়া যাহার সম্মুখে শয়ন করিয়াছিলেন, যোগশায়ী বালরূপধর সেই অক্ষয় বটকে নমস্কার। যিনি সংসার বৃক্ষচ্ছেদনের অস্ত্রস্বরূপ, যিনি অশেষরূপে পাপ হরণ করিয়া থাকেন, যিনি অক্ষয় ব্রহ্মজ্ঞান দান করেন, সেই অক্ষয় বটকে নমস্কার।” অনন্তর প্রপিতামহ বিষ্ণুকে এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে; যথা—“কলিকালে মানবগণ প্রায়শঃ শিবভক্ত হইবে, এজন্য যে গদাধর হরি লিঙ্গরূপী হইয়াছেন; আমি তাঁহাকে বন্দনা করি ”৭৮—৮৪।

একাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।।১১১।।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—গয়া রাজা বহু অন্নসমন্বিত ও বহু দক্ষিণাযুক্ত যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ত্রিলোকের বালি ও আকাশের তারকারাজির ন্যায় সেই যজ্ঞীয় দ্রব্যসমূহের সংখ্যা করা যায় না। গয়রাজ ঐ যজ্ঞে রত্ন সুবর্ণাদি যে সকল দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও পূর্ব্ববৎ অসংখ্য ইহলোকে পূর্ব্বে ঐরূপ যজ্ঞ কেহ করে নাই, এবং ভবিষ্যৎকালে কেহ করিতেও পারিবে না, দ্বিজগণ পূজিত ও তৃপ্ত

এবং লব্ধবরো রাজা রাজ্যং কৃত্বা দিবং গতঃ
প্রেতরাজঃ সহ প্রেতৈর্গয়াশ্রাদ্ধাদ্দিবং গতঃ ।।
প্রেতঃ কশ্চিদ্বিমুক্ত্যর্থং বণিজং কঞ্চিদব্রবীৎ
মম নাম্না গয়াশীর্ষে পিণ্ডনির্ব্বাপণং কুরু।।১৬
প্রেতভাববিমুক্ত্যর্থং ত্বং গৃহাণ ধনং মম
তদ্ধনং সর্ব্বমাদায় গয়াশ্রাদ্ধব্যয়ং কুরু ।১৭
ধনস্যৈতস্য ষষ্ঠাংশং তুভ্যং বৈ দত্তবানহম্
স্বনামানি যথান্যায়ং সম্যগাখ্যাতবানহম্।।১৮
গত্বা গয়াং গয়াশীর্ষে প্রেতরাজায় পিণ্ডকম্
সমদাদ্বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং স্বপিতৃভ্যস্ততো দদৌ।।১৯
প্রেতঃ প্রেতত্বনির্ম্মুক্তো বণিক্স্বগৃহমাগতঃ।
এবং গয়স্য শম্ভোশ্চ ক্ষেত্রং বিষ্ণো রবেস্তথা
উপোষিতস্ত্বহং গায়ত্রীতীর্থে মহানদীস্থিতে
গায়ত্র্যাঃ পুরতঃ স্নাত্বা প্রাতঃসন্ধ্যামুপাসয়েৎ।।
শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং কৃত্বা নয়েদ্ব্রহ্মণ্যতাং কুলম্ ।
তীর্থে সমুদিতে স্নাত্বা সাবিত্র্যাঃ পুরতো নরঃ
সন্ধ্যামুপাস্য মধ্যাহ্নে নয়েৎকুলশতং দিবম্।
পিণ্ডদানং ততঃ কুর্য্যাৎপিতৃণাং মুক্তিকাম্যয়া
প্রাচীসরস্বতীতীর্থে স্নাত্বা চাপি যথাবিধি
সন্ধ্যামুপাস্য সায়াহ্নে বিষ্ণুলোকং নয়েৎপিতৃন
বহুজন্মকৃতাৎ সন্ধ্যালোপান্মুক্তস্ত্রিসন্ধ্যকৃৎ।।২১
বিশালায়াং লেলিহানে তীর্থে চ ভরতাশ্রমে।
পাদাঙ্কিতে মুণ্ডপৃষ্ঠে গদাধরসমীপতঃ।।২৪
তীর্থে চাকাশগঙ্গায়াং গিরিকর্ণমুখেষু চ
স্নাতোহথ পিণ্ডদো ব্রহ্মলোকং কুলশতং নয়েৎ
দেবনদ্যাং বৈতরণ্যাং স্নাতঃ স্বর্গং নয়েৎপিতৃন

তদনন্তর বিষ্ণুপুরে গমন কর। রাজা গয়া পিতাগণের নিকট এবং স্থির বর প্রাপ্ত হইয়া এবং রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রেতরাজও গয়াশ্রাদ্ধ করিয়া প্রেতগণ সহ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। কোন একজন বণিক্ গয়ায় গমন করিতেছে দেখিয়া এক প্রেতরাজ স্বীয় প্রেতত্ববিমুক্তি কামনায় তাহাকে কহিল,—"আমার নামে গয়াশিরে পিণ্ডদান করিও, আমার এই যে সমস্ত সঞ্চিত ধন আছে, তৎসমস্ত তুমি গ্রহণ কর। এই ধনের ষষ্ঠাংশের একাংশ তুমি স্বয়ং গ্রহণ করিবে এবং অবশিষ্ট ধন দ্বারা গয়াশ্রাদ্ধ ব্যয় নির্ব্বাহ করত আমার মুক্তির জন্য আমার নামে গয়ায় পিণ্ডদান করিবে," অনন্তর বণিক্ গয়ায় গমন করিয়া প্রেতরাজের বান্ধবগণ সহ সম্যক্প্রকারে তদীয় পিণ্ডপ্রদান করিয়া তার পর স্বীয় পিতৃগণের পিণ্ডদান করিল। বণিক্ এইরূপে পিণ্ডদান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল এবং প্রেতরাজও বান্ধবগণ সহ প্রেতত্ব হইতে বিমুক্ত হইল। এই তোমার নিকট গয়াতীর্থের শম্ভু, বিষ্ণু ও রবির ক্ষেত্রবৃত্তান্ত কথিত হইল অনন্তর মহানদীর সমীপস্থ গায়ত্রীতীর্থবার্ত্তা শ্রবণ কর। এখানে স্নান করিয়া গায়ত্রীর সম্মুখে প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করিবে; এখানে সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিলে সমস্ত কুলের ব্রহ্মণ্য লাভ হয়। অনন্তর সমুদিত তীর্থে স্নান ও মধ্যাহ্নে সাবিত্রীর সম্মুখে তাঁহার উপাসনা করিয়া পিতৃগণের মুক্তিকামনায় পিণ্ডদান কর্ত্তব্য; এইরূপ করিলে তাহার শতকুল স্বর্গে গমন করে। তদনন্তর পূর্ব্বদিকে সরস্বতীতীর্থে যথাবিধি স্নান করিয়া সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিলে পিতৃগণ বিষ্ণুলোকে গমন করেন। যে ব্যক্তি ঐ স্থানত্রয়ে যথাক্রমে তিনটী সন্ধ্যার উপাসনা করে, সে বহুজন্ম সন্ধ্যালোপ জন্য সঞ্চিত পাপ হইতে মুক্ত হয়।১৪—২১। তারপর মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্ব্বতে গদাধর সমীপে তদীয় পাদাঙ্কিত বিশালাক্ষেত্রস্থিত লেলিহান নামক তীর্থ; এখানে ভরতাশ্রম বিদ্যমান; এই আশ্রমপ্রান্তে স্বর্গগঙ্গারও প্রবাহ রহিয়াছে; যে ব্যক্তি এই গঙ্গায় স্নান করিয়া ভরতাশ্রমতীর্থে ও গিরিকর্ণমুখে পিতৃগণের পিণ্ডদান করে, তাহার শতকুল ব্রহ্মলোকে গমন করে। দেবনদী বৈতরণীতে স্নান করিলে পিতৃগণ স্বর্গে গমন করেন, আর স্নানানন্তর বৈতরণীতে গোদান

ভবেদগয়ায়াং মুক্তিস্তে শিবোক্তঃ প্রযযৌ গয়াম্
শিলাস্থিতস্তপস্তেপে সর্ব্বেষাং দুষ্করঞ্চ যৎ।
মরীচিরীশ্বরাচ্ছপ্তঃ কৃষ্ণবর্ণগৎ পুরা।
তপসা দারুণেনেহ স বিপ্রঃ শুক্লতাং গতাঃ।।৩৯
হাররূচে মরীচিঞ্চ বরং বৃণু হি পুত্রক।
কিমলভ্যং ত্বয়ি তুষ্টে মরীচিঃ প্রাহ মাধবম্।।
হরশাপাদ্বিমুক্তোহহং শিলা ভবতু পাবনী।
পিতৃমুক্তিকরী চ স্যাত্তথেত্যুক্তা দিবং গতঃ।।
দিবৌকসাং পুষ্করিণীং সমাসদ্য নরঃ শুচিঃ।
যত্র দত্তং পিতৃভ্যস্তু ভবত্যক্ষয়মিত্যুত।।৪২
তত্র স্নাতো দিবং যাতি স্বশরীরেণ মানবঃ।
পাপানং প্রজহাত্যেব জীর্ণত্বচমিবোরগঃ।
তৎপঙ্কজবনং পুণ্যং পুণ্যকৃদ্ভিনিষেবিতম্।।৪৩
পাণ্ডুশিলা যৈ তত্রান্তে শ্রাদ্ধং যত্রাক্ষয়ং ভবেৎ
যুধিষ্ঠিরস্তু তস্যাং হি শ্রাদ্ধাং কর্ত্তুং যযৌ মুনে।।
তত্র কালে পাণ্ডুনোক্তং মদ্ধস্তে দেহি পিণ্ডকম্
হস্তং ত্যক্তা শিলায়াঞ্চ পিণ্ডদানং চকার সঃ।।
শিলায়াং পিণ্ডদানেন প্রহৃষ্টো ব্যাসনন্দনঃ।
বরং দদৌ স্বপুত্রায় রাজ্যং কুরু মহীতলে।।৪৬
অকণ্টকস্তু সম্পূর্ণং ত্বং মে ত্রাতা হি পুত্রক।।৪৭
ইত্যুক্তা প্রযযৌ পাণ্ডুঃ শাশ্বতং পদমব্যয়ম্।
মতঙ্গস্য পদে শ্রাদ্ধী ব্রহ্মালোকং নয়েৎ পিতৄন।।
নির্ম্মথ্যাগ্নিং শমীগর্ভে বিধিবিষ্ণ্বাদিভিঃ সহ।
লেভে তীর্থন্তু যজ্ঞার্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্
মথসংজ্ঞন্তু তত্তীর্থং পিতৄণাং মুক্তিদায়কম্।
স্নাত্বা চ তর্পণং কৃত্বা পিণ্ডদো মুক্তিমাপ্নুয়াৎ।।

মরীচি গয়ায় গমন করিয়া শিলায় অবস্থানপূর্ব্বক অন্যের অসাধ্য দুষ্কর তপশ্চরণ করিলেন; তিনি পূর্ব্বে শঙ্করশাপে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিলেন, এক্ষণে এই সুদারুণ তপঃপ্রভাবে পুনরায় শুক্লত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার তপস্যা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু বলিলেন,—আমি তোমার প্রতি প্রীতি হইয়াছি, আমার নিকট হইতে তোমার অলভ্য কিছুই নাই। হে পুত্রক। বর প্রার্থনা কর। মরীচি মাধবসমীপে "আমি শঙ্করশাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি, এক্ষণে এই শিলা পবিত্রা এবং পিতৃগণের মুক্তিবিধায়িনী হউক" এইরূপ প্রার্থনা করায় বিষ্ণু "তাহাই হউক" বলিলে মরীচি স্বর্গে গমন করিলেন। মানব অত্রত্য দেবপুষ্করিণীতে আগমনপূর্ব্বক শুচি হইয়া পিতৃগণের উদ্দেশে যে পিণ্ডদান করে, তাহা অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে। সর্পগণ যেমন নির্ম্মোক ত্যাগ করে, তদ্রূপ এখানে স্নান করিয়া পাপবিমুক্ত নর সশরীরে স্বর্গগমনে সমর্থ হইয়া থাকে। এখানে পুণ্যজননিষেবিত একটী কমল কানন বিদ্যমান, এই কাননে পাণ্ডুশিলা অধিষ্ঠিত। হে মুনে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঐ শিলায় শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন; ঐ পাণ্ডুশিলায় শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অক্ষয় হয়। যুধিষ্ঠির যখন পিণ্ডদান করেন, তৎকালে পাণ্ডু নরপতি তথায় উপনীত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন,—"আমার হস্তে পিণ্ড না দিয়া শিলার উপরই পিণ্ডদান করেন; ইহাতে ব্যাসনন্দন পাণ্ডু সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় পুত্র যুধিষ্ঠিরকে বরদান করেন,—হে পুত্রক। তুমি আমার পরিত্রাণ করিয়াছ, অতএব মহীতলে নিষ্কণ্টকে সমস্ত পৃথিবীরাজ্য ভোগ করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সশরীরে স্বর্গে গমন কর। তোমার দর্শনমাত্রে নরকবাসিগণ পূত হইয়া স্বর্গধামে আগমন করিবে।" পাণ্ডু এইরূপ বলিয়া শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইলেন। মাতঙ্গ মুনির পদে শ্রাদ্ধকারী মানবের পিতৃগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তারপর মখনামক তীর্থ; এই তীর্থ পিতৃগণের মুক্তি প্রদ যজ্ঞের নিমিত্ত শমীগর্ভস্থ মথিত অগ্নি হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির সহিত ত্রিলোকবিশ্রুত এই মখতীর্থ সমুদ্ভূত হয়; এখানে স্নান, তর্পণ ও

পিতৃন্ স্বর্গং নয়েন্নত্বা সঙ্গমেহঙ্গারকেশ্বরৌ।
গয়াকূটে পিণ্ডদানাদশ্বমেধফলং লভেৎ।।৫২
ভস্মকূটে ভস্মনাথং নত্বা চ তারয়েৎ পিতৃন।
ত্যক্তপাপো ভবেন্মুক্তঃ সঙ্গমে স্নানমাচরেৎ।।
ইষ্টিং চক্রেহশ্বমেধাখ্যাং বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ।
ইষ্টিতো নির্গতঃ শম্ভুর্বরং বৃণু বশিষ্ঠকম্।।৫৪
প্রাহেতি তং বশিষ্ঠোহপি শিব তুষ্টোহসি মে
যদি।
বক্তব্যং চাত্র দেবেশ তথেত্যুক্ত্বা শিবঃ স্থিতঃ
পিণ্ডদো ধেনুকারণ্যে কামধেনুপদেষু চ।
স্নাত্বা নত্বাথ সম্পূজ্য ব্রহ্মালোকং নয়েৎপিতৃন।।
কর্দমালে গয়ানাভৌ মুণ্ডপৃষ্ঠসমীপতঃ।
স্নাত্বা শ্রাদ্ধাদিকং কৃত্বা পিতৃণামনৃণো ভবেৎ।।
ফল্গুচণ্ডীশ্মশানাক্ষীমঙ্গলাদ্যাঃ সমর্চ্চয়েৎ।
গয়ায়াঞ্চ বৃষোৎসর্গাত্রিঃসপ্তকুলমুদ্ধরেৎ।
যত্র তত্র স্থিতা দেবা ঋষয়োহপি জিতেন্দ্রিয়াঃ
আদ্যং গদাধরং ধ্যায়ন্ শ্রাদ্ধপিণ্ডাদিদানতঃ।
কুলানাং শতমুদ্ধৃত্য ব্রহ্মালোকং নয়েৎ পিতৃন।।
গয়াগয়ো গয়াদিত্যা গায়ত্রী চ গদাধরঃ।
গয়া গয়াসুরশ্চৈব ষড়্গয়া মুক্তিদায়িকাঃ।।৬০
গয়াখ্যানমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ।
শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া যস্তু স যাতি পরমাং গতিম্।।৬১
পাঠয়েদ্বা গয়াখ্যানং বিপ্রেভ্যঃ পুণ্যবৃদ্ধয়ঃ।
গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন কৃতং তেন সুনিশ্চিতম্।।
গয়ায়া মহিমানঞ্চ অভ্যসেদ্ যঃ সমাহিতঃ।
তেনেষ্টং রাজসূয়েন অশ্বমেধেন নারদ।।৬২
লিখেদ্বা লেখয়েদ্বাহপি পূজয়েদ্বাপি পুস্তকম্।
তস্য গেহে স্থিরা লক্ষ্মীঃ সুপ্রসন্না ভবিষ্যতি

পিণ্ডদান করিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।৩৮—৫১। অঙ্গারক ঈশ্বরের সঙ্গমস্থানে ঐ দেবদ্বয়কে নমস্কার করিলে পিতৃগণ স্বর্গে গমন করেন। গয়াকুটে পিণ্ড প্রদত্ত হইলে অশ্বমেধ ফললাভ এবং ভস্মকুটে ভস্মনাথকে প্রণাম করিলে পিতৃগণের উদ্ধার হয়। এই গয়াকুট ও ভস্মকুটের সঙ্গমস্থানে স্নান করিলে মানব পাপপরিহীন মুক্ত হইতে পারে। মুনিসত্তম বশিষ্ঠ এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞ হইতে শিব নির্গত হইয়া বশিষ্ঠকে বলেন,-'হে মুনে! বর প্রার্থনা কর।' অনন্তর বশিষ্ঠ প্রার্থনা করিলেন,—হে দেবেশ! যদি আমার প্রতি আপনি এখানে সতত অবস্থান করুন। তদনন্তর শিব "তাহাই হউক" এইরূপ বলিয়া সেই স্থানে অবস্থিত হইলেন। ধেনুকারণ্যে কামধেনু-পদে স্নান, নমস্কার ও পূজা করিয়া পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্ব্বতের সমীপস্থ গয়াসুরের নাভিতে কর্দ্দমাল তীর্থ; এখানে স্নান ও শ্রাদ্ধাদি করিলে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এখানে ফল্গুচণ্ডী, শ্মশানাক্ষী, মঙ্গলা প্রভৃতির সম্যক্প্রকারে পূজা করা কর্ত্তব্য। গয়াতীর্থের সর্ব্বত্রই জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ ও দেবগণ অবস্থিত। এই পুণ্যতীর্থ গয়ায় বৃষোৎসর্গ কৃত হইলে একবিংশতি কুল উদ্ধার হয়। আদি গদাধরকে ধ্যান করিতে করিতে শ্রাদ্ধ পিণ্ডাদি দান করিলে শ্রাদ্ধদাতার শতকুল উদ্ধার ও পিতৃগণের ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। গয়াগয়, গয়াদিত্য, গায়ত্রী, গদাধর, গয়া এবং গয়াসুর এই ষড়্ গয়া মুক্তিদায়িকা। যে মানব এই পুণ্য গয়াখ্যান সতত পাঠ বা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। যে পুণ্যকারী নয় ব্রাহ্মণ দ্বারা এই গয়াখ্যান পাঠ করায়, নিশ্চয় তাহার ইহা দ্বারা গয়াশ্রাদ্ধই করা হয়। যে সমাহিত-চিত্তে গয়ামাহাত্ম্য অভ্যাস করে, হে নারদ! এই অভ্যাস দ্বারাই তাহার রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করা হইয়া থাকে। যে গয়ামাহাত্ম্য পুস্তক লেখে, অন্য কাহারও দ্বারা লেখায় বা পূজা করে, কমলা অচঞ্চলা হইয়া সুপ্রসন্নমনে তাহার ভবনে অধিষ্ঠান করেন।

পিতৃন্ স্বর্গং নয়েন্নত্বা সঙ্গমেহঙ্গারকেশ্বরৌ।
গয়াকূটে পিণ্ডদানাদশ্বমেধফলং লভেৎ।।৫২
ভস্মকূটে ভস্মনাথং নত্বা চ তারয়েৎ পিতৃন।
ত্যক্তপাপো ভবেন্মুক্তঃ সঙ্গমে স্নানমাচরেৎ।।
ইষ্টিং চক্রেহশ্বমেধাখ্যাং বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ।
ইষ্টিতো নির্গতঃ শম্ভুর্বরং বৃণু বশিষ্ঠকম্।।৫৪
প্রাহেতি তং বশিষ্ঠোহপি শিব তুষ্টোহসি মে
যদি।
স্থাতব্যং চাত্র দেবেশ তথেত্যুক্ত্বা শিবঃ স্থিতঃ
পিণ্ডদো ধেনুকারণ্যে কামধেনুপদেষু চ।
স্নাত্বা নত্বাথ সম্পূজ্য ব্রহ্মলোকং নয়েৎপিতৃন।।
কর্দমালে গয়ানাভৌ মুণ্ডপৃষ্ঠসমীপতঃ।
স্নাত্বা শ্রাদ্ধাদিকং কৃত্বা পিতৃণামনৃণো ভবেৎ।।
যক্ষুচণ্ডীশ্মশানাক্ষীমঙ্গলাদ্যাঃ সমর্চ্চয়েৎ।

গয়ায়াঞ্চ বৃষোৎসর্গাত্রিঃসপ্তকুলমুদ্ধরেৎ।
যত্র তত্র স্থিতা দেবা ঋষয়োহপি জিতেন্দ্রিয়াঃ
আদ্যং গদাধরং ধ্যায়ন্ শ্রাদ্ধপিণ্ডাদিদানতঃ।
কুলানাং শতমুদ্ধৃত্য ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন।।
গয়াগয়ো গয়াদিত্যো গায়ত্রী চ গদাধরঃ।
গয়া গয়াসুরশ্চৈব ষড়্গয়া মুক্তিদায়িকাঃ।।৬০
গয়াখ্যানমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ।
শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া যস্তু স যাতি পরমাং গতিম্।।৬১
পাঠয়েদ্বা গয়াখ্যানং বিপ্রতঃ পুণ্যকৃন্নরঃ।
গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন কৃতং তেন সুনিশ্চিতম্।।
গয়ায়া মহিমানঞ্চ অভ্যসেদ্ যঃ সমাহিতঃ।
তেনেষ্টং রাজসূয়েন অশ্বমেধেন নারদ।।৬২
লিখেদ্বা লেখয়েদ্বাহপি পূজয়েদ্বাপি পুস্তকম্।
তস্য গেহে স্থিরা লক্ষ্মীঃ সুপ্রসন্না ভবিষ্যতি

পিণ্ডদান করিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।৩৮—৫১। অঙ্গারক ঈশ্বরের সঙ্গমস্থানে ঐ দেবদ্বয়কে নমস্কার করিলে পিতৃগণ স্বর্গে গমন করেন। গয়াকূটে পিণ্ড প্রদত্ত হইলে অশ্বমেধ ফললাভ এবং ভস্মকূটে ভস্মনাথকে প্রণাম করিলে পিতৃগণের উদ্ধার হয়।এই গয়াকূট ও ভস্মকূটের সঙ্গমস্থানে স্নান করিলে মানব পাপপরিহীন মুক্ত হইতে পারে। মুনিসত্তম বশিষ্ঠ এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞ হইতে শিব নির্গত হইয়া বশিষ্ঠকে বলেন,-'হে মুনে! বর প্রার্থনা কর।' অনন্তর বশিষ্ঠ প্রার্থনা করিলেন,—হে দেবেশ! যদি আমার প্রতি আপনি এখানে সতত অবস্থান করুন। তদনন্তর শিব "তাহাই হউক" এইরূপ বলিয়া সেই স্থানে অবস্থিত হইলেন। ধেনুকারণ্যে কামধেনু-পদে স্নান, নমস্কার ও পূজা করিয়া পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্ব্বতের সমীপস্থ গয়াসুরের নাভিতে কর্দ্দমাল তীর্থ; এখানে স্নান ও শ্রাদ্ধাদি করিলে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।এখানে যক্ষুচণ্ডী, শ্মশানাক্ষী, মঙ্গলা প্রভৃতির সম্যক্‌প্রকারে পূজা করা কর্ত্তব্য। গয়াতীর্থের সর্ব্বত্রই জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ ও দেবগণ অবস্থিত। এই পুণ্যতীর্থ গয়ায় বৃষোৎসর্গ কৃত হইলে একবিংশতি কুল উদ্ধার হয়। আদি গদাধরকে ধ্যান করিতে করিতে শ্রাদ্ধ পিণ্ডাদি দান করিলে শ্রাদ্ধদাতার শতকুল উদ্ধার ও পিতৃগণের ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। গয়াগয়, গয়াদিত্য, গায়ত্রী, গদাধর, গয়া এবং গয়াসুর এই ষড় গয়া মুক্তিদায়িকা। যে মানব এই পুণ্য গয়াখ্যান সতত পাঠ বা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। যে পুণ্যকারী নর ব্রাহ্মণ দ্বারা এই গয়াখ্যান পাঠ করায়, নিশ্চয় তাহার ইহা দ্বারা গয়াশ্রাদ্ধই করা হয়। যে সমাহিত-চিত্তে গয়ামাহাত্ম্য অভ্যাস করে, হে নারদ! এই অভ্যাস দ্বারাই তাহার রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করা হইয়া থাকে। যে গয়ামাহাত্ম্য পুস্তক লেখে, অন্য কাহারও দ্বারা লেখায় বা পূজা করে, কমলা অচঞ্চলা হইয়া সুপ্রসন্নমনে তাহার ভবনে অধিষ্ঠান করেন।

উপাখ্যানমিদং পুণ্যং গৃহে তিষ্ঠতি পুস্তকম্।
সর্পাগ্নিচৌরজনিতং ভয়ং তত্র ন বিদ্যতে।।৬৫
শ্রাদ্ধকালে পঠেদ্ যস্তু গয়ামাহাত্ম্যমুত্তমম্।
বিধিহীনন্তু তৎসর্ব্বং পিতৄণাস্তু গয়াসমম্।।৬৬
যানি তীর্থানি ত্রৈলোক্যে তানি দৃষ্টানি তত্র বৈ
যেন জ্ঞাতং গয়াখ্যানং শ্রুতং বা পঠিতং মুনে

সূত উবাচ।
সনৎকুমারো মুনিপুঙ্গবায়
পুণ্যাং কথাঞ্চাথ নিবেদ্য ভক্ত্যা।
স্বমাশ্রমং পুণ্যবনৈরুপেতং
বিসৃজ্য সঙ্গীতগুরুং জগাম্।।৬৮
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে উপসংহার-
পাদে গয়ামাহাত্ম্যং নাম দ্বাদশাধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ।।১১২।।

যাহার গৃহে এই গয়ার পবিত্র উপাখ্যান পুস্তক অবস্থিত, সে গৃহে সর্প, চৌর এবং অগ্নিজনিত ভয় থাকে না। শ্রাদ্ধকালে যে ব্যক্তি এই উত্তম গয়ামাহাত্ম্য পাঠ করে, ঐ সকল শ্রাদ্ধ বিধিহীন হইলেও পিতৃগণের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত গয়াশ্রাদ্ধের তুল্য ফল দান করে। হে মুনে! নারদ! ত্রিভুবনে যে সকল তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থই গয়ায় পরিদৃষ্ট হয়; এই গয়াখ্যান সম্বন্ধে আমি যেরূপ জানি যেরূপ শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিয়াছি, তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। সূত বলিলেন,—সনৎকুমার ভক্তি সহকারে মুনিপুঙ্গব নারদকে এই সকল পুণ্য কথা নিবেদন করিলেন এবং তদনন্তর সেই সঙ্গীতগুরু নারদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুণ্যবনোপেত স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন।৫২—৬৮।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।।১১২।।

সমাপ্তঞ্চেদং বায়ুপুরাণ।।

।। শ্রী ।।